



संस्कृत-भाषा-विभाग
संस्कृत-भाषा-विभाग
संस्कृत-भाषा-विभाग

१. आर्य समाज का स्थापना १८७५ ई. में श्री रामदास द्वारा की गई थी।
 २. आर्य समाज का उद्देश्य वैदिक धर्म का प्रचार और संस्कृत का प्रचार करना था।
 ३. आर्य समाज का मुख्यालय वाराणसी में था।
 ४. आर्य समाज का प्रचार भारत के उत्तर भाग में अधिक हुआ।
 ५. आर्य समाज का प्रचार हिन्दु धर्म के संशोधन के लिए किया गया।
 ६. आर्य समाज का प्रचार संस्कृत के प्रचार के लिए किया गया।
 ७. आर्य समाज का प्रचार वैदिक धर्म के प्रचार के लिए किया गया।
 ८. आर्य समाज का प्रचार संस्कृत के प्रचार के लिए किया गया।
 ९. आर्य समाज का प्रचार वैदिक धर्म के प्रचार के लिए किया गया।
 १०. आर्य समाज का प्रचार संस्कृत के प्रचार के लिए किया गया।



संस्कृत-भाषा-विभाग
संस्कृत-भाषा-विभाग
संस्कृत-भाषा-विभाग

[illegible]

ও চাইবে না। এ বিষয়ে স্বাভাবিকের মত কোন সন্দেহ না থাকে এবং আমার প্রতি প্রবন্ধকার অপ-
মান ও ঘোষণারোপ না হয়। তৎকাল আমি প্রথমা-
বধি এ বিষয়ে একটি কমিটি স্থাপিত করা হয়। এই
কমিটির মধ্যে টাকা রাণি। আমি কার্যাবধি মাত্র
থাকি। কাগা সমাধা করি, এই ইচ্ছা প্রকাশ
করিয়াছি এবং কমিটি গুলনের প্রয়াস পাইয়াছি।
চূড়ামণি বশতঃ তাহারই কৃতকার্যতা হওয়ার,
সম্প্রতি মহামান্য বেঙ্গল গবর্নমেন্টের হস্তের আশ্র-
য়ন করিতেছি যে গবর্নমেন্টে ক্ষমতা পূর্বক পুরীর
জ্বরক কালেক্টর সাহেব মহোদয়কে অন্তর্ভুক্ত
করেন সংগৃহীত টাকা উহার দ্বারা (সেবিতব্যাক্তে
(আবশ্যক মতে গৃহীতে পারিবার মতে) জমা
থাকিবে, যখন যে সংস্কার কার্য হইতে থাকিবে
তাহার ইটমিট পুর্ক বিকল্পের কর্তৃত্ব দ্বারা
হইবে। এই ইটমিটগুলিই হইবে যে আমি কালেক্টর
মহোদয়ের অন্তর্ভুক্তি করি। সংস্কার কার্য
করিতে থাকিবে। আমার কৃত কার্য যথোপযথ্য
তরঙ্গ হইতে থাকিবে। এই গবর্নমেন্টে এ কার্য
তার কোন কারণ বশত কালেক্টর সাহেবের হস্তে
হিতে অনিচ্ছুক হইবে, তবে কালেক্টর সাহেবের
মনোনীত একটি কমিটি স্থাপনের আবেশ
হইলে এই কমিটি কালেক্টর সাহেব মহোদয়ের
স্থলে কর্তব্য করিতে পারেন এইমত প্রার্থনা করি-
তেছি। পরে এই প্রস্তাবের মত মহাপ্রভুর নিকট
পাঠাইব এবং উহারে বাধ্য আবেশ হয় জানা-
ইব।

একান্ত বন্দন
জিয়ারাণী ও সাহ আচাৰ্য
নথি সংস্কারক।
পুরীকেন্দ্র।

- ৩৩

শান্তিপুর বিদ্যালয় পণ্ডিত মহোদয়গণ গোবিন্দী
হরিভক্তি বিদ্যালয়ী বক্তব্য।

মহাপ্রভু। গত চৈত্র মাসের ১০ ই এখানকার
হরিসভার সাহসরিক উৎসব উপলক্ষে উল্লিখিত
গোবিন্দী মহাপ্রভু এখানে হইলেন বক্তৃতা ও
ভাগবৎ ব্যাখ্যা করিয়া সর্বসাধারণের বড়ই
মনোহর করিয়া গিয়াছেন। উহাদের করতল
জালালপুর ধর্মভায়ে বিস্তারিত হইয়াছিল। একে
অগাধ জীৱকের বোলায় তাহার পর গোবিন্দী
মহাপ্রভুর দ্বারা পরম ভাৱে ভক্তগণের
তাহার উপর গোবিন্দী মহাপ্রভুর হরিভক্তি
নিবন্ধী হইয়া বক্তৃতা। তাহার বক্তব্য প্রত্যেক
শ্রোতাকে আকর্ষণ করিয়াছিল সন্দেহ নাই। উন-

বিংশ শতাব্দীর সংস্কারবাদীতার মধ্যে বক্তৃতা ও
পেণ্ডের প্রচার হয় ততই মজল। বক্তৃতার বিষয়
সম্বন্ধে গোবিন্দী মহাপ্রভুর সঙ্গিত ভাৱের ও মত-
ভেদ হইতে পারে না। তবে ভাৱের মধ্যে উপর
সম্বন্ধ বক্তৃতা অপরিহার্য। গোবিন্দী মহাপ্রভুর
প্রথম বক্তৃতা "ভক্তি কি?" ভক্তির আভিধানিক
অর্থ, শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা বাধ্য কিছু তিনি জানিতেন।
তাহা কথন করিতে কষ্ট করেন নাই। অবশেষে
সমস্ত বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া বুঝাইয়া দিলেন
ভগবতের কার্য কলাপ অস্বাভাব্য করিয়া দেখিলেন
বুদ্ধিতে পারা যায় যে এক জীৱিই জগতে প্রভুত্ব
করিতেছে। রাজার প্রভুত্ব জীৱি, স্বামী জীৱে
জীৱি, পিতা পুত্রে জীৱি। এই জীৱি-স্বামীর
বিনিময়ে জগৎ চলিতেছে, এই জীৱির যেমনি
অভাব হইবে, সেমনি জগৎ উৎসন্ন হইবে।
তাহার পর বলিলেন জীৱি হইবে প্রকার স্বার্থ এবং
পরার্থ। "বোধ হয় গোবিন্দী মহাপ্রভু স্বামী জীৱি
জীৱি, বা পিতা পুত্রের জীৱিক স্বার্থ এবং
ঈশ্বরের জীৱি বা স্বত্ব জীৱি জীৱিকে পরার্থ বলে
করেন। তাহার পর বলিলেন স্বার্থ জীৱি ক্রমশঃ
পরিবর্তিত হইয়া পরমাশ্রয় উপলীত হয়। দৃষ্টান্ত
কুল বলিয়াছেন যেমন কোন শীতল ব্যক্তির আগে
তুলাকিরণ পড়িত হইলে সে সেই কিরণকে
করে। কিন্তু সে যখন তুলাকে সমস্ত কিরণ
আবার বলিয়া জানিতে পারে তখন তাহার
কিরণভিত্ত জীৱি পরিবর্তিত হইয়া সেই
উপলীত হয়। সেইরূপ মানুষের জীৱি পুত্র আত্মীয়
স্বজনগত স্বার্থ জীৱি ক্রমশঃ পরিবর্তিত হইয়া
সেই পরমাশ্রয় উপলীত হয়। তাহার পর একরা-
জবে বলিয়াছেন এই জীৱি বা "ভক্তি গোবিন্দী
মহাপ্রভুর মতে" সাধারণের জ্ঞান আন, বি-
বোধভান ইত্যাদির বিশেষ আবশ্যক নাই।"
এখন বিমল বক্তৃতার সারমর্ম এই, তবে বক্তৃতা
মধ্যে সম্প্রদায় বিশেষকে বেশকল কই কাটয়া
বলিয়াছেন তাহা বক্তৃতার অসার ভাগ বিশেষের
পরিচয়ক হইল। এবং ভরসা করি গোবিন্দী
ঠাকুর ধর্মপ্রচারক যে গুরুতর ভ্রমে ভ্রমী হইয়া-
ছেন তাহাতে অত্যন্তের এই নিকট ভ্রম সং-
শোধিত করিয়া গাইবেন। গোবিন্দী মহাপ্রভুর
প্রথম কথা জগতে "জীৱির রাজ্য জীৱিরই প্রভুত্ব
কিন্তু ইতিহাস ও সংসারের প্রত্যাশিক হইয়া
ইহার বিপরীত বলিতেছে। যদি জগতে জীৱির
প্রভুত্ব থাকিত তাহা হইলে স্পষ্টানবিশিষ্টের মধ্যে
হেঁচ মুসলমানবিশিষ্টের মধ্যে জীৱিবাস, রোমান-
বিশিষ্টের মধ্যে প্রাচ্য ইংল্যান্ডবিশিষ্টের মধ্যে স্বক-

বিশ্ববিশিষ্টের মধ্যে পুত্রের প্রভুত্ব হইত না।
তাহা হইলে মানুষ মানুষকে হত্যা ও বলহান দুর্ব-
োধের উপর অত্যাচার করিত না। যদি স্বামী জীৱি
পিতা পুত্র, উত্তরে উত্তরের জীৱির এ জীৱি
অবস্থা (absolute and unchangeable) আশ্রয়
হইত, তাহা হইলে একের বিরোধে অপ-
রের অজীৱি বা হত্যা উপর হইত না। গোবিন্দী
মহাপ্রভুর বিপরীত কথা। জীৱি হইবে প্রকার স্বার্থ
ও পরার্থ। প্রথমে জীৱি পরার্থী। কি সাধ্যাত না
করিয়া জীৱি হইবে প্রকার কি স্বার্থ প্রকার বলা
বুদ্ধিসঙ্গত হয় নাই। এবং সম্বন্ধে বাধ্য কিছু
বিনিময় উপসংহারে বলিব প্রথম কেবল জীৱি
স্বার্থ কি পরার্থ তাহাই দেখা যাউক। চিত্তাশীল
ব্যক্তি যাহারই বুদ্ধিতে পারিবে মানুষ বাধ্য কিছু
করে তাহা তাহার নিজের জ্ঞান। মানুষ জ্ঞান লাভ
করে তাহার অজ্ঞান ভুক্তির জ্ঞান, মানুষ ধর্ম কর্তব্য
করে তাহার পরকালীন সত্যতার জ্ঞান। মানুষ
জীৱিকে জীৱি করে তাহার ভাৱনা। বুদ্ধিকে
চরিতার্থ করিবার জ্ঞান মানুষ অপর মানুষকে
জীৱি করে তাহার স্বজাতীয় জীব বলিয়া, মানুষ
সকল জীৱি জীৱি করে তাহার জীৱির গৃহ বলিয়া
এইরূপ বাধ্য কিছু আশ্রয়তা করা হইবে সকল
বিষয়ে "আমার" হৃদয়ভক্তি এবং স্বার্থভাৱে পরি-
পূর্ণ তাই বলি জীৱি স্বার্থ। গোবিন্দী মহাপ্রভুর
তৃতীয় কথা স্বার্থ জীৱি ক্রমশঃ পরিবর্তিত
হইয়া পরমাশ্রয় উপলীত হয়। আমরা বলি এই
স্বার্থ জীৱি পরিবর্তিত হইলে মানুষ নিজেরই পব-
নাস্তা হইয়া পড়ায়। বার্ষিক সময়ে এই স্বার্থ
জীৱি এত এসরতা লাভ করিয়াছিল যে তদানীন্তন
পণ্ডিতগণ জীবাত্মার পরমাশ্রয় অত্যন্ত জ্ঞান করিয়া
"সোক্তং তত্ত্বমসি" ইত্যাদি বোধ দ্বারা বুঝ হইয়া-
ছিলেন। বৈক্য বর্ষ প্রচারক পরম ভাগবত
গোবিন্দী মহাপ্রভুর কথন সে পথের পথিক হইতে
উপদেশ বিবন না। ১৮৩০ হইতে ১৮৪৫ এই
২৪ বৎসর ধরিয়া ইউরোপের অসাধারণ পণ্ডিত
মহাত্মা কমন্ট জগতের জীৱির রাজ্য সংস্থাপন
করিবার জ্ঞান যে আনন্দিক বাবের সৃষ্টি করিয়া
গিয়াছেন তাহার মত যেমনি ধর্মপিপাসু ব্যক্তিগণ
বাহিত হইয়াছেন। গোবিন্দী মহাপ্রভুর চতুর্থ
কথা "জীৱি বা (ভক্তি গোবিন্দী মহাপ্রভুর মতে)
সাধনের জ্ঞান আন, বিজ্ঞান বা বোধের বিশেষ
আবশ্যক করে না।" আমরা বলি পুত্র আবশ্যক
করে, এমন কি এগুলি লম্বা করিতে না পারিলেও
পথে অগ্রসর হওয়া হইত না। প্রথম জীৱির
বহু স্থির করিতে হইবে, তাহা জ্ঞানের কার্য

সোম প্রকাশ

৭ ই বৈশাখ সোমবার।

একদিকে কানৌর আগ সত্য ও জীৱকণ্ঠসংগে সত্য-জবাসী ও উত্তর পশ্চিম বালী হিন্দুগণের সম্মিলন কার্যে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। অন্যদিকে চতুর গবর্ণমেন্টে পার্থক্যনীতির পোষকতা করিয়া এই দুই উগ্রভীল জাতির একতাবদ্ধন অল্পে অল্পে চেষ্টা করিতেছেন। একদিকে সুরেন্দ্র বাবু ও বাবু মনমোহন ঘোষ 'প্রকৃতি সুশিক্ষিত' উত্তর মৈত্রিক সম্ভার্য উত্তর পশ্চিমের সহিত বিভিন্ন বাঙ্গালা ট্রেণীর রাজনৈতিক সম্মিলন কার্যে সতঃপরতা চেষ্টা করিতেছেন—অপর দিকে গবর্ণমেন্টের পোষকতায় বিভিন্নগণ কল্পচারিগণ ভিতরে ভিতর এই দুই জাতির মধ্যে গিঁথে বন্ধি ছালাইয়া দিয়া দুই জাতিরই উচ্ছেদ সাধনে যত্নবান হইয়াছেন। গত বৎসরে পাটনা বিভাগে ৫৭৬০ জন সরকারী কার্যালয় ছিল—রেভিনিউ মাজিস্ট্রেটের আফিস ৩০০টি, বোর্ডসেস ও নিউ মসিপাল আফিস ৪০০টি, রেজিষ্টারি বিভাগে ৩১০টি পুলিশ বিভাগে ৩৫০টি। ইহার মধ্যে ৪৮৮ জন বেচারাবাসী ২৫৫ মাস বঙ্গবাসীকে দিয়াছেন। এই ১৫০ জন বঙ্গবাসীর মধ্যে অনেকে দুই এক পুরুষের সংসার করিয়া হিন্দুস্থানী হইয়া গিয়াছেন। পাটনার মধ্যে অনেক জাত আছে—ভাগলপুর ও পাটনা অঞ্চলে অনেক বাঙ্গালী বাস করে। এই হিন্দুস্থানী সহিত থাকিয়া, হিন্দুস্থানী ভাষায় কথা গল্প করিয়া বিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করিয়া এক প্রকার হিন্দুস্থানী ভাষায় অভ্যস্ত হইয়াছেন এবং অভ্যাস দোষে রবিবসন জটোর জায় প্রায়ই দেশীয় ভাষা জুলিয়া গিয়াছেন—এই প্রকার লোকের দুই পাঁচ জনের সরকারি কার্যে নিযুক্ত করিলে উত্তর জাতি সম্মিলনের পোষকতা করা হয় না। এই ভাবিয়া গবর্ণমেন্টে জরুরে বড় একটা আপত্তি করে নাই। অবশ্য জিজ্ঞাসা করি এরূপ কনিষ্ঠ উদ্দেশ্য কি বেচারগণকে উত্তর করা না বাঙ্গালী জন্ম করা? যদি প্রথম উদ্দেশ্যটি ইহার কারণ হইত তবে আমরা বলি বিহারীরা বাঙ্গালীর মত বাহ্যে শিক্ষিত ও উপযুক্ত হইতে পারেন তাহলে গবর্ণমেন্টের মধ্যে চেষ্টা করা কর্তব্য। আশা করি বিহারী ভাগ্যে যদি উপযুক্ত হইয়া উঠেন তবেই কল কার্য্যালয়ই এক এক অবিকল হইবে।

মিষ্টি হইতে পারে। যদি অগ্নি বলিলে পা বড় হয় আর জল বলিলে ডুকা নিবারণ হয়, আর যদি ভোজন বলিলে ক্ষুধা নিবৃত্ত হয়, তবে রান বলিলেই লোকে নিস্তার পাইবে। বর্নন ও স্পর্শন না করিয়া কেবল মামোচ্চারণ করিলে কি হয়? রান বলিলেই যদি ধনী হয় তবে আর কেহ মিশ্রন থাকে না। মস্তব্যের সঙ্গে তক পক্ষি হবিমাম করে কিন্তু সে হরির মিশ্রণ জ্ঞান না। যদি রান ম জ্ঞানে উঠিয়া যায় তবে আর হরিমাম করে না। অতএব রান সাধনের পূর্বে বহু তদ্ব জ্ঞান আবশ্যিক।

উপসংহারে গোস্থানী মহাশয় ভক্তি বিষয়ক কৃত্য কবিত্তে হইয়া শ্রীতি ভক্তি ও ভাবুকতা। ইতিমধ্যে বিষয় একত্রিত করিয়া একটা খেচবার প্রকৃত করিয়াছেন। কাম্বট মধ্য ভক্তি কি ও ভাবার স্বরূপ কি? ভাবা সম্পূর্ণরূপে বর্নন করিতে পারেন নাই। ভাবার প্রমাণ জন্ম তিনি শ্রীতি ও ভক্তিকে একত্রে দেখিয়াছেন, কিন্তু শ্রীতি ও ভক্তির মধ্যে পার্থক্য অনেক। আত্মে আছে 'শ্রীতি প্রকৃতি'। ভক্তি মিত্তি, শ্রীতির কার্য বাহিরে, ভক্তির কার্য অন্তরে। শ্রীতি প্রকৃতি কামে কামেই প্রকৃত, ভক্তি মিত্তি বর্নিত্যপার হইতে নিবৃত্ত হইয়া অন্তরে জ্ঞানরূপে প্রকাশ পায়। শ্রীতির থাকরণ বাহিরে, ভক্তির থাকরণ অন্তরে। শ্রীতি রূপে আনী, শ্রী, পিতা পুত্র, স্বজন, বন্ধু, সকলে আশ্রয় করে। কিন্তু ভক্তি রাজ্যে কেবল ভক্তের স্থায়, ও ভক্তবৎসল ভগবান বিজ্ঞ করেন। শ্রীতি বলে আমার শ্রী চাই, পুত্র চাই, বন্ধু বাঙ্গা চাই, ধন প্রার্থনা চাই, পুত্র চাই, স্বর্গ চাই, ভগবানকে চাই। ভক্তি বলে আমি কিছুই চাই না, আমি 'আমিত্ত' বিশ্বাস করিয়া এই ভক্তবৎসল হরিবর্ন আশ্রয়কে বিলাইয়া বিই। দূরবীকণ্ঠের দুই দিকের কাছে বেনন নিকট ও দূরের পদার্থ ছোট ও বড় দেখায়, ভক্তির মধ্যে দ্বিগুণ দেখিলে ছোট দেখায়। বেনন ভক্তি ও শ্রীতির মধ্যে প্রভেদ তেননি ভক্তি ও ভাবুকতার মধ্যে প্রভেদ। এই সমস্ত সন্যাস্তবে বর্ণিত ইচ্ছা নহিল।

বশব্দ

জীনঃগঙ্গনাথ সেন

জানামপুর।

হার পর সেই বস্ত্র মম্বিয়া মুক্তি হইবে, তাহার পর সেই বস্ত্রের কার্য, তাহার পর সেই বস্ত্রের কার্য। গোস্থানী মহাশয়ের দ্বিতীয় বিবরণের বক্তৃতা ভক্তি বিষয়ক প্রকৃত উপায় কি? তিনি বলিলেন জ্ঞান ও ভক্তি এবং বিজ্ঞান স্বরূপে পাণ্ড সেবন ও অর্চন ও রাসাং সখ্যামানবিকারন। ইতি পংসা-ভক্তি-করব লক্ষণ। ইহার মধ্যে এবং কীর্ষণ ভক্তি সাধনের প্রকৃত উপায়। শ্রী সর্ববাহী সম্বত। জ্ঞান কীর্ষণ বাস্তবিক বিব-ভক্তি জীবকে ইচ্ছাভীমুখ হইয়া বাইবার অস্ত উপায় নাই। গোস্থানী মহাশয়ের এ বক্তৃতা শ্রীতি স্বরূপ হইয়াছিল। তবে তিনি সমাপ্ত্যে যে বিজ্ঞানিক বোঝাইয়াছেন তাহা মুক্তি প্রকৃত নহে। তিনি বলিয়াছেন যে ব্যক্তি হরিমাম হইতে অনিচ্ছুক সে ব্যক্তির নিকট নাম গান করিলে নামাপরাধ হয়। এ কথাই কোন সাধনতা নাই এবং বিশ্বাস বোঝাও নহে। কেননা মহা-চতুর জীবনী সম্বন্ধে একমুখে লিখিত হইয়াছে "

পাড়াপাড় বিচার নাহি স্থানা স্থান।

যদ্য তদ্য মহাপ্রভু কারন হরিমাম গান।

গোরাঙ্গ দেব যে উহার ভাবে নাম প্রচার করিয়াছেন, তাহা চিত্তাচরণ দেখিলে মনে বড় কষ্ট হয়। গোস্থানী মহাশয় রান সাধন করিতে উপ-বেশ দিয়াছেন, এবং প্রতি কথায় হবর্ণান হবর্ণান হবর্ণান কেবল কলো নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব মুক্তি-রূপাধা। বাস্তবিকই রান সাধন বাস্তবিক জীবের অস্ত প্রতি নাই। তবে এ সাধন চীক তিনি যত সহজ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, একই নিবিষ্ট চিত্তে ভাবিয়া দেখিলে ঠিক ভাবার বিপরীত বলিয়া মনে হয়। তিনি বলিয়াছেন "নাম ও নানীতে পার্থক্য নাই।" আমরা স্বীকার করি ইহা দার্শনিক সত্য বটে কিন্তু ইহা জ্ঞান সাপেক্ষ বলিতে হইবে। বহু জ্ঞান না জ্ঞানে নান জ্ঞান জ্ঞান না, বহুতে প্রেম না হইলে নামে প্রেম হইবে কিরূপে? আবার নাম জ্ঞান নাই, বহু ছাড়া নাম নাই। কবেই নাম সাধন করিয়া পূর্ণ, বহু ও নাম উভয়ের গুণ তদ্ব জানিবার জ্ঞান, জ্ঞান বিজ্ঞানের দ্বারস্থ হইতে হইবে। তাই বলি গোস্থানী মহাশয় যে বিজ্ঞানকে দুই ভিন্ন "কেন" কথা দ্বারা উড়াইয়া দিবার আশ্রয় করিয়াছেন তাহা ভাবার মস্ত ফুল। তত ছুড়াবধি কবীর রান সাধন সম্বন্ধে বলিয়াছেন। পণ্ডিতেরা যে বাহ্য-বাক্য করন তাহা মিথ্যা। রান বলিলেই যদি লোকে পরিজ্ঞান পায়, তবে রান বলিলেই মুখ

রম্য ভাষায় আমর তথা বই প্রসিদ্ধ হইবে
কিন্তু রাজ্যলী চট্টম সাহ বেড়াবাসীই চট্টম
ভাষায় উক্ত গ্রন্থের অর্থ বস্তু আমরা এমপ
নকার কনসাই লক্ষণাতি মতি। যদি দ্বিতীয়
কনসাই এমপ পার্শ্বকর সাবধ কনসাই আমরা
পার্মেন্টে ৬ লি গনপেন্টের সে চেষ্টা করা।
জালী ইউরোপ আমেরিকা কোথায় বা প্রায়মা
ইতেছেন? কান্দীর বাজালী, ত্রকে বাজালী
নে বাজালী, কুশে বাজালী, বিলাত বাজালী
দুর্নী ও কুশ বাজালী ইংবাজের অভ্যন্তরে দেশ
দেশে কোথায় বাজালী জাতীয় প্রতিপত্তি
উক্ত থাকি আছে? ভারতের ঐতিহাসিকগণ
কাজ বাধা পাইলেও নীর মুখিমহারাজের হেথানে
বধানে আদর পাইয়েম এটি বেন গবর্নমেন্টে মিল্লর
নিবাস বাপন। আর বাজালীকে সচিত্র অপর
পতিত খনিষ্টা কনাইয়া দিয়া পরম্পরের তেহ
ধর করিবার কনসাই যদি গবর্নমেন্টের নীর
নীর ব্যক্তিগণের মস্তিষ্ক উত্তর হইয়া থাকে
বে এটিও উদ্বাহার মিল্লর জানিয়েম যে বাজালী
পন ভারতের সকল জাতির সহিত সৌহার্দ্য বন্ধন
করিবার মিলিত স্বাক্ষর ভাগ স্বীকার করিতে
ক্ষমত আছে। লোহাই, মাজাজ পত্রাং, উত্তর
শ্রিত, উদ্বাহ, ও দুর্জন বাজালীকে আনিজন
করিয়া উদ্বাহ ওপার যথেষ্ট প্রশংসা করিতেছেন।
মাজ এ দুঃখের দিনে অত্যাচারে দিনে রাজ-
নৈতিক বিজ্ঞার দিনে মুসলমানের সহিত
হৃদয় হৃদয় বিঃসর সম্প্রদায় মধ্যে পরম্পরের
সহিত পরম্পরের হৃদয় বিবেকজালিয়া গিয়া শত্রু
মিত্রে সকলেই কোণাকুলি করিয়া কান্দিতছেন—
এ বোর দুর্জন। মুচাইশার মিলিত সকলেই বহু
পবিকর হইয়াছেন গবর্নমেন্ট কিসে উদ্বাহের
বিস্তার করিবে?

— ৩৩ —

বাজালা দেশের কুশিৎ গারাগারী প্রথা
ক্রমে গৌরবশীল রাজনৈতিক গারাগারীত পর্যা-
সিত হইতেছে। বিকারগারীর মায় বসীর
হাট—সবভিত্তিকনে তাহুজিয়ার দার একটি রাজ
নৈতিক বারোয়ারী হইয়া গিয়াছে। সেখানেও
প্রায় ১০ হাজার লোক সংগৃহীত হইয়া আশাবের
অনেকগুলি রাজনৈতিক অভাব একটি একটি করিয়া
আলোচনা করিয়াছিলেন। অধোহিতৈষী রাজা
পশিষেখরের রায়ের বক্তৃতা ও উৎসাহে রাজ-
সাহিতে আর একটি রাজনৈতিক বারোয়ারী
হইবে। অল্পে অল্পে আশাবের বহু বাড়িতেছে।
আশা বাড়িতেছে দেশের আপামর সাধারণ লোক

জোই যখন নিঃসর অভাব মুখিওঁদ্রন তখন পূর্ব
ভালের মাচ তাবাসান বারগারী গারী জীর্নসংকার
করিয়া এখানকার অভিমব বারগারীতে পরিণত
করিবার জন্য সকলকেই বহু করা কর্তব্য। প্রত্যেক
পঞ্জীতে বারগারী কান্দীর ভিতর শিকিত ও
উত্তর সম্প্রদায় এখিই হইয়া তাহাতে বিকারগাহা
ও তাহুরিয়ার নুতনত্ব প্রদান করুন। সফল সফল
মজা বে অকারার্থ মাচ তাবাসান অপব্যয়িত হই
ভেদে তাহা যদি রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক
অভাব পূরণে কার্যে অর্পণ করা হয় তাহা হইলে
এককাল ভারতবর্ষ একটি নুতন যুগের আবির্ভাব
হয়। কলিকাতার বতবাজারের বাজোরাবী আড়ত-
দার লোকানদের মনকরা আদ পুরসা শিকি পুরসা
করিয়া জেতার নিকটে যে বার গারীর চাঁদা আদায়
করবে তাহা হইতে কোটী কোটী মুদ্রা সংগৃহীত
হইতে পারে। শুধু বারু কি মারুত বালু অথবা
কলিকাতার অধোহিতৈষী অপর কোন ভ্রমলোক
বতবাজারের ভিতর এই পরিবর্তনটা করিবার
চেষ্টা করুন। পঞ্জীগ্রামের চার্চ বাজারের বেখান
বারগারী হয় সেইখানে ভরসা কোন শিকিত
বাশি এই পরিবর্তন কার্যে নিযুক্ত হউন। শুধু
লিখিয়ে বসিয়ে আর বড় কিছু হইবে না। এখন
কার্য করিবার সময় আসিয়াছে। এই পুরাতন
বারগারী গুলি হইতে যে টাকা আদায় হইতে
পারে, জাতীয়ধন ভাণ্ডার ইতিহাস এনালিসিসেন
বা অপর কোন সভা সমিতিতে এতবেকাল তত
অর্থ সংগৃহীত হয় নাই, অতি অস্পায়াসে এই কার্যটা
সমিদ্ধ হইতে পারে। করেকদিন ধরিয়া লোকান-
দার আড়তহারগণের সহিত মিলিয়া যদি উদ্বা-
হিগার প্রকৃত অভাবজাত করান যায় তাহা হইলে
কার্য সাধনের জন্য কোন বড়ই পাটত
হয় না। ইনকন ট্যাক্সের কান্ট্রার শুভরিক
সাফল্যের অভ্যাচারে কলিকাতার মাড়গারী ও
আড়হারগণের ভিতর ইতিমধ্যেই আন্দোলন
উঠিয়াছে। এই সময় মনোযোগ করিলে কলি-
কাতার ব্যবসায়ীগণের ভিতর হইতে আশ্রয় আর
একটি নুতন অস্ত্র ও নুতন বল পাও হইবে। দেশ
দেশে এম এম পঞ্জীতে পঞ্জীতে শিকিত সম্প্র-
দায় এই শুভকর কার্যে নিযুক্ত হউন। নিশ্চিত
থাকিবার এ সময় নয়।

— ৩৪ —

বিলাতের ইষ্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েসনে ভাবত
প্রত্যগুত এলো ইতিহাসগণ সভা জেনীতুত
হইয়া থাকেন। বিলাতবাসী করেকজন এদেশীয়
ব্যক্তিও ইহার সভ্য হইয়াছেন। হলকারের

বতবাজার এই সভায় ৫০,০০ টাকা বিক্রাছেন। বিঃ
হায়া তাই নওরাজির বক্তৃতা ও উৎসাহে ইহার
প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু হলকার রাজ ও হায়া তাই
যে উৎসাহে ইহার ভিতর দিয়া প্রতিপালন করিতে
ছেন—এলো ইতিহাসগণ সে উৎসাহের বিজয়
বাঘাত জব্বাউতে আবেদ করিয়াছেন। সভার
বিগত অধিবেশনে বিঃ জে, এম রকোপাধ্যায়
মামত জনৈক্যক্তি ভারতীয় যশস্বপক সভার
কনসাই বিশেষ বিশেষ বাবোজোখ করিয়া বক্তৃতা
করিয়াছিলেন—যখন লোকগুলি সভাপতি বক্তা-
নদের মততা হইল তখন তিনি বাধ্যপাধ্যায় মতা-
শয়ের বক্তৃতা নির্ভিক্তে সময় অক্রিয় কবিরাজ
বসিলা উদ্বাহক বাধা দিলেন। সভার অমায়
এলো ইতিহাস সভা শিশু চতুর্ভু সময় লটক
রখা থাকিয়াছেন চেচাবমান বিজের অমায় এব
বটী কাল এলো বকিলাহন—সেসব যে
উদ্বাহ চক্রে চেকিরা না। এ ইষ্ট ইতিহাস সভা
এলো ইতিহাসগণের আর্থগরতার প্রজ্ঞা দিয়া
আবশ্যক কি? হলকার রাজ উদ্বাহ বাম কিরাট
লটক—বাওরাজি বিলাতে বাউতোহন
এবার গিয়া এই সভার মণিগীকরণ করিয়া
আনুন।

— ৩৫ —

ভারতবর্ষের আইন কানুন ও ব্যবস্থাপক সভা।

সম্প্রদায়ের ধর্মমতার আইন জমীদারগণকে কবি
প্রশু কবিরাজ কিছ পজাবর্গকে লাভমান কবি
পার মাট। একবার যে ভূমিতে প্রজা অর্থ কনি
গাছে আব তাহা প্রজার নিকটে কিরাইয়া লখন
যার না। প্রজার মুদ্রা বংশলোপ বা অত্র কো
কাবণ ভূমির প্রজাই সব জমীদারে বর্জাই
জমীদার তাহার হইলী সব অতদ্রুপে বিক্র
করিতে পারিবে না। কিন্তু প্রজাই সব
প্রজা জমীদারের মালিকান সব ক্রয় করি
তাহার হইলী সবই জরিবে; হইবার সে অত
বক্তিক এই হইলী সব বিক্র কনিয়ে পারিবে
প্রজা সেদাপূর্বক কোন ভূমি ভাগ করিয়া পলা
ইলে—জমীদারকে এক বৎসর কাল তাহার মুখী
পেলা করিয়া থাকিতে হইবে। ইতিমধ্যে আ
কাহাকেও তিনি নিজের ভূমি বিলি করিতে পা
বে না। প্রজা ইচ্ছাপূর্বক কোন একটি হ
ধরিয়া জমীদারের নিকটে দাখিলা হইতে
চাহিলে জমীদারের আর বাজনা আদায় হয় না
প্রকৃতপক্ষে এই কারণেই বঙ্গদেশের জমীদারগণে

পাঠক! আমি এক হস্তাঙ্গার কব
জানাইব। ইংরাজের কুটিলনীতি, নৃসং
বাদ্ধার ও পাপের পথকাষ্ঠা যে চিত্রে চিত্র
রছিয়াছে এই হস্তাঙ্গার জীবনীতে তাহা প্ৰা
অপমানিগকে দেখাইব। সে চিত্র বর্ণন করি
নিরোর ক্ষময়ে দণ্ডা জন্মে, সিংহাজ্ঞোন্মাব প্যা
বন্ধ ও বিগলিত হয়। ৪৩ সংসর পূর্বে পঞ্জাব
কথা শ্রবণ হয় কি? ইংরাজের লিখিত নিখ
সমাচার পূর্ণ ইতিহাসের পৃষ্ঠা উন্টাইলে কিছু
পাইবেন না। আমাদের নত যাঁরা জাতি বান্ধ
ক্রান্ত হইয়া পরকালের চিন্তায় দিনান্তিপাত করি
তেছেন তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন যে
পঞ্জাবকেশরী বর্ণপণ্ডিত রণজিৎ সিংহের মৃত্যু
পর পঞ্জাবের খবরকে কি দুর্দশা ঘটয়াছিল—এ
নীতিপরায়ণ ডেলহাউসির লাউডকাল রণজিতে
আদরের লিখ পঞ্চম দয়ীয়া নতাবাজ দিলীপ সিংহ
ভন্তে যখন বীরেন্দ্র পঞ্জাবের শাসনভার পতি
হয় যখন দিলীপের কুচক্রী স্ত্রীগণের পরোচন
পঞ্জাবের ক্রান্ত বিহোহানল প্রজ্বলিত হয়—য

যাওক সিলিপের স.চায়া করিতে আসিয়া বালককে
লঙ্ঘন বাড়া আশ্রয় করিয়া গঙ্গায় নিক্ষেপ করিয়া
আসিয়া পঞ্চমাবতার হুতলা ও জলা বিলাস সাজা-
সাজার লোক সমন্বয় করিয়া মা .পারিণ্য কলস
বাল সঞ্চয় করিয়া গঙ্গায় নিক্ষেপ সেই অর্থাৎ বর্ষের
কুমি কুমারের পূণ্যকুমি গঙ্গাবর্ষের জল
কর পানিত্ত ভীষ পঞ্জাবের অর্থে কি এক বোর
বিস উপস্থিত হইল। এতদিনের কথা বঁচা-
র স্মরণ মাই অথবা বঁচা। অমৃততীর্থী ইংরা-
জের উত্তরাধিকার দ্বিতীয় শিখ হুতলা বিবরণ দ্বারা
উত্তরাধিকারী সন্ততি আশ্রয় ভীষাবতার জল আমরা
তত্যাগা সিলিপের অর্থাৎ লিখিত, ইতিহাস খানি
উক্তক সমুদ্রে বহিয়া গিয়া। পঞ্জাব রাজা ইংরাজ
বহুলিত হইল। পিত্তরাজ সিলিপের ইংরাজ
কর্তৃত্বাধীনে রাখিয়া বিলাসে লইয়া যান—
সেই অংশি আশ্রয় পঞ্জাবের হস্তে সিংহের
জান সিলিপের কি হুতলা বহিয়াছে তাতাও
উক্তক সিলিপের হুতলা কাছিনীতে কুমারপে
লিখিত পারিষদ। এ হুতলা কাছিনী তিনি
জলের এখানে সন্ততি বহুতলা অং সালিসবরির
মকটে যে আবেদন পত্র লিখিয়াছেন তাহাতেই
মকটের নিম্নত আশ্রয়।

বিল. ৩ জট সালিসবরির মকট

সিলিপের পত্র—(সংক্ষিপ্ত)

উত্তরা কাউন্সিলের সন্ততি কোম কোম দিবার
সাময়্য অষ্টমক্য এতাবৎকাল যে, বহু কেরাই তাহা
সালসাকে অবগত করে নাই। আজ এই আবে-
দন আমি আপনাকে সেই সকল বিষয় সম্বন্ধে
জ্ঞাত করিব। সিলিপের উত্তরকাল বসবাস করিব
তাই আমার আশা ছিল। এখন যাহা হইয়া
গেল তাই—এসময়ে আমার উপর স্থিতির
হইবে এই ভরসাতেই আমি আবেদন করি-
তছি।

অনেক দিনের পুরাতন কথা পাড়িতে হইতেছে
আমার পিতা রঞ্জিত সিংহ এখনে পঞ্জাবের এক
সম সর্কার মাত্র ছিলেন। এই অবস্থায় তিনি
আমার পিতামহের পরিভাজ্য অনেক কৃষ্ণতির
অধিকারী হইয়াছিলেন। বর্ধমান ওজরাণ ওজালা
সময়গর এবং পিতা দ্বারা বঁচা, সর্গিবে এবং
উত্তরাধিকারের মকটবর্তী এবেদনসূহ তদ্ব্য-
বধায়। এতাবতীত এই সময়ে আমার পিতা অর্ধ
সর্গাপানি মাণিক্যারি বহুল অস্থির সম্পত্তি উপা-
র্জন করিয়াছিলেন। রঞ্জিত কোম কোম কার্যে
আমূল রাজ্যের বিশেষ সাহায্য করার সন্ততি
হইয়া কাবুলারিণি ভীষাকে সাহোজগর দান

করেন এবং সমগ্র পঞ্জাবের শাসন কর্তৃত্ব নিজে-
লিখিত করত। কতক বৎসর পরেই আমার পিতা
আমীরাজ্য বহিয়া গুণীত হন। ১৮০৯ অব্দে
ইংরাজের সন্ততি ভীষার বে সন্তি হন ত তাতে
ইংরাজ পঞ্জাবের আধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন
সন্তির বর্ধমানসারে রঞ্জিতকে ইংরাজ গবর্নমেন্টের
বহু সন্তি প্রদান করা হয় যাহা। পিতাও বহু-
সম বহিয়া ইংরাজের যাহা উপকার করিয়া
আসিয়াছিলেন। ভীষার প্রত্যাপে পঞ্জাব ইংরাজ
রাজ্যে বেসিদ্ধ প্যারে মাই। বহুসম বহিয়া ইংরা-
জের সাহায্য ও অবশেষে জিত্তি সাধন করিয়া
১৮৪৯ বৎসর রাজ্যের পর আমার পিতার মৃত্যু হয়।
হুতলাসীম রঞ্জিত ভীষার দ্বারা, অতাবত, সমগ্র
কৃষ্ণতি এবং বিলাস পঞ্জাব সাজা ভীষার
উত্তরাধিকারিগণের হস্তে অর্পণ করিয়া যান।
বহু সিংহ ও সের সিংহ ক্রমাবে ভীষার দ্বারা
প্রদান করিয়া পঞ্জাবরাজ্য শাসন করতেন। ১৮৫৩
অব্দে পঞ্চমক বর্ষে আমি পিতার সিংহাসনে
অধিষ্ঠিত করি। পিতার মৃত্যুর পর হইতে
পঞ্জাবরাজ্যে যাহা বিশুদ্ধতা বঁচি। শিখগণ পঞ্জাব
সীমাকে ইংরাজকে বেসিদ্ধ পাইয়া যেন কং
ইংরাজ আমাদেবর রাজ্য প্রদানের চেষ্টার আছেন।
হুতলা আমাদেবর আমাদেবর মা করিয়া পঞ্জাব
বেশে পঞ্জাব আক্রমণ করিতে যান। ইংরাজের
সন্ততি শিখের অনেকগুলি হুত হয়। শিখ তাতাতে
পরাস্ত হইয়া যান। ১৮৫৬ অব্দে পঞ্জাব বাস্তবিক
পক্ষে ইংরাজের হস্তে আসে। কিন্তু গবর্নর ভাল
হুতসি তখন পঞ্জাবকে অরাজ্যকৃত করেন মাই।
এ বৎসরে আমার সন্ততি ইংরাজের হুতী সন্তিপ্র
লম্বা হয়। তাতার সর্ভাঙ্গসারে আমাদেবর বহুবার
ইংরাজ গবর্নমেন্টকে ২২ লক্ষ টাকা দেন। ইংরাজ
আমাদেবর অতিভাবক নিমুক্ত হন, এবং পঞ্জাবে এক-
জন ইংরাজ বেসিদ্ধে রাখা হয়। পঞ্জাবের
শান্তিরক্ষা ও আমাদেবর অতিপালনের ভার ইংরাজ
অবশেষে গ্রহণ করেন।

বোতল বৎসর বর্ষক্রমে আমার বর্ষ গতি হয়।
উক্ত সময়ে বেনীয়া রীতাসারে আমি রাজ্যভার
ভাণ্ড হইব। ইংরাজ ইহার কতক বৎসর পূর্বে
আমাদেবর সন্ততি বে সন্তিতে আবদ্ধ ছিলেন তাহা
সম্পূর্ণরূপে বিশদ্রব্য করিয়া বসিলেন। ১৮৬৮ অব্দে
হুলতানে একটু গোলযোগ ঘটায় ইংরাজ ও
আমাদেবর বর্ষগণের বিরুদ্ধে বিজ্ঞাপন উপস্থিত হয়।
ভাল হুতসি তখন নিম্নেই ছিলেন। বিজ্ঞাপন
ক্রমে অবল হইল তথাপি ভীষার দ্বারা তালিল মা
অবশেষে বহুল বিজ্ঞাপন চতুর্দিকে পরিণাম

হইয়া গেল। তখন ভীষার সন্তিতে আসিলেন
আমাদেবর ও বিপুল সৈন্যের সাহায্যে ইংরাজ
এই বুৎ জয়লাভ করতেন। সিলিম ওজালা ও ওজ
রাজের সময়ে ইংরাজ কোথায়?—কেননা শিখ
শিখের হস্তে পান করেন। পঞ্জাবকে ইংরা-
জের অধীনে আমাদেবর সৈন্ত বেশে লাভি তাপ
করিয়া ইংরাজের অধি বোবনা করিয়াছিলেন।

এই সময়েকার কল কি হইল?—ভাল হুতসি
আমাদেবর বিরুদ্ধে বোবনা করিলেন যে পঞ্জাব
হুত বিবরণের জল ইংরাজ তাহা বিজ্ঞ ও
করিলেন। ইংরাজ বীর্ষ হুতলা বোবনা
হুতের কারণ হইলেন, তাতার দ্বারা আমাদেবর
ভীষারিগর উত্তরসাং হইল। রক্তক হইয়া ভীষার
আমাদেবর ততক হইলেন। সন্তি তালিল ভাল হুতসি
একবার লোক বোবনে হুত প্রকাশ করিলেন
কিন্তু পঞ্জাবের ভার আমাদেবর দান প্রান্তির লোক
সে হুতকে বিবরণ করিল।

হুত আমাদেবর সন্ততি হইল না বহু আমাদেবর
সৈন্যের সাহায্যে হুত বিবরণ হইল, অতাবত
ইতিহাস কোম্বালা হুতের বহু আমাদেবর
দ্বারা "রাজসম্পত্তি" বহুল করিলেন। সা-
কহিহর ও আমি ইংরাজের সন্ততি বহুল হইল
তখন আমাদেবর সালিসবরির ৫ লক্ষ টাকা দিবার
বহুল হয়। বহু গবর্নর জেনারলের অধীন থাকি-
তিনি বোবনে থাকিতে বসিলেন সেই বানেই বা-
তবে আমাদেবর বর্ষিক ৫ লক্ষ টাকা দিবার
হয়।

আমাদেবর রাজ্য ও কহিহর বাস্তব আমাদেবর
সম্পত্তি ইংরাজকে দিবার কোম কথাই সন্তিপ্র
ছিল মা। আমাদেবর সালিসবরির যাহা অ ব বি-
লইবার উদ্দেশ্যে বসি সন্তিপ্র থাকিত তখন ওজ
কহিহরের বহু সৈন্যকল বহু বহু বিশেষ উদ্দেশ্যে
থাকিত।

আমাদেবর কোম বোব হুত বীষে মাই।
হুতের জল আমি দ্বারা সন্তি, বহু আমি ইংরাজ
বিধিমেতে সাহায্য করিলাম, কিন্তু ইংরাজ আমাদেবর
অতিভাবক হইয়া আমাদেবর রাজ্য গ্রহণ করিলেন
অংশে সাহায্য হুতির জমা আমাদেবর ভীষার
হুতাপেকী হইয়া থাকিতে হইল।

রাজ্য গেল—তথাপি ইংরাজের হস্তে বিধি
করিয়া আমাদেবর সর্গপ করিলাম। যেন করিয়া
ছিল আমাদেবর পিতার নিজসম্পত্তি আমাদেবর
অধিকারে থাকিত, ক্রমে সে আমাদেবর বিমুক্ত হইল
ভাল হুতসি আমাদেবর পিতার আমাদেবর সম্পত্তি
হইতে আমাদেবর বসিত করিয়া পঞ্জাবে বিলক

তখন চট্টে লাগিলেন। ইংরাজ আমার অশ্রাব্য
নির্ণায়ক দি বহুলা সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া কি
বিধে আজ পর্যন্তও তাহার একটা হিসাব
দান পাইলেন না।

এইরূপ কীরকিন অভিযান্ত্রিক হইলে ১৮৫৭
বৎসরের সিপাহি বিদ্রোহ আসিল। আমার শীঘ্র
প্রাণ বিচ্য ইংরাজের সাহায্য করিল। শীঘ্র
বিদ্রোহ কালে ইংরাজের সাহায্য সমবেত
হইত তবে ইংরাজকে কবে তাবত ছাড়িয়া
দু পদপরে ফিরিয়া যাইতে হইত। এই শীঘ্রই
গত স্বাধীনসময়ে ইংরাজের গৌরব রক্ষা করিয়া
দানিয়াছে। এ শীঘ্রের রাজার প্রতি সুবিচার
কি ইংরাজের কর্তব্য নহে?

আজ ৩৬ বৎসর ধরিয়া ইংরাজ আমার প্রতি
করুণ ব্যবহার করিতেছেন তাহাও আপনাকে
জানাইব। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পা-
নির ভণ্ড হইতে ভারতবর্ষের সহিত আনারও প্রতি
শুলনাদি সনত্ত ভার মহারাজার হস্তে যায়। তখন
মাত্র ২০ বৎসর বয়স্ক। লাহোর এবং ভৈ-
রামপুরের সহিত সময় আবার বয়স ৮ বৎসর মাত্র
ছিল। ইংরাজ যখন আমার রাজ্য এস
করেন তখন আমার বয়স একাদশ বৎসর। এই
সময় বয়সে ইংরাজ আমাকে বাতুলক্রোড় হইতে
বিস্তার করিয়া বার্ষিক একলক্ষ ২০ হাজার টাকার
আবার তরফ পোষণ রক্ষণ এবং শিক্ষার সমস্ত
ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়া আমাকে বিলাতে
লইয়া যান। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কিশোর বয়সে
আমার খ্রীষ্টিয় ধর্মে দীক্ষিত করা হয়।

আমার রাজ্য গেল বন গেল জাহ গেল বর্জ্য হইল,
এই সকল গুলির মাথা খাইয়া ইংরাজ আমার
অছি, অভিভাবক, অধর্ম, ও অবশেষে আমার
বিচারকর পদ গ্রহণ করেন। শৈশবে ইংরাজের
কলুষ আমি বেরূপ বর্ষাব্য। পাইয়াছিলাম তাবিল্য
যুক্তি সেইরূপ বর্ষাব্য আমার জীবন কাটিবে।
১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ১ লক্ষ ২০ হাজারের উপর আমার
আরও ৩০ হাজার টাকা স্থতি বাড়িল। কিন্তু
আমার নিজ সম্পত্তির কিছুই আমি ফিরিয়া পাই
লাম না। আগে ডাব্রিয়ার্স নাম বিলাতে আমি
উচ্চশিক্ষা দাখিল না, কিন্তু ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের
উৎসাহেও এগোতেন আমাকে এইখ বনেই
রাকিতে হয়। বিশেষতঃ সিপাহি বিদ্রোহের
গোলযোগে আর আমার বেলায় যাওয়া হয় নাই।
কিন্তু আমার বর্ষাব্যের জট হইতে লাগিল। অর্ধ
ভাষাতে পাইয়াই আপা করিয়াছিলাম তা ১৩
আমি পাইলাম না। আমার তবিলেও আপা

বে অভিরুদ্ধিত তাহাও আমাকে বুঝাইয়া দেওয়া
হয় নাই। বিলাতে আমি এমন কোন অপরাধ করি
নাই বাহ্যিক আমার প্রাণ্য অর্ধ হইতে বঞ্চিত
হইবে। ইংরাজ আমার বেলায় রাখিয়াছেন আমি
তেননি আছি। অত্যাচার হইতে বিদ্রোহ হইয়াছি
বটে তথাপি আমি এখনও রাজা।

আমি যেমন ইংরাজ গবর্নমেন্টের ওয়ার্ড আমার
পরিবারও আত্মীয়বর্গও ইংরাজের তেননি প্রতি-
পাল্য। ১৮৫৯ অব্দ হইতে ৭ বৎসর কাল আমাকে
১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা করিয়া দেওয়া হয়। তার
পর দুই বৎসর ১ লক্ষ ৫০ হাজার করিয়া পাই।
১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে মাত্র ২ লক্ষ ৫০ হাজার
করিয়া আমার দেওয়া হইয়াছে। আমার অ-
ও অধীন ব্যক্তিগণকে এতদ্বিতী ১ লক্ষ ৮০ হাজার
টাকা দেওয়া হইত। ইংরাজের মধ্যে আমাকে
ধরিয়া যাওয়ার সেই টাকার অধিকাংশ আমারই
প্রাণ্য হইতেছে। কিন্তু এতাবৎকাল গবর্নমেন্ট
উচ্চ টাকা আর তাগারগত করিতেছেন।
বিলাতে কিছু সম্পত্তি ফের করিবার জন্ত গবর্নমেন্ট
আমাকে কিছু ধন বিদ্রোহিলেন—তাহার হ্রব আমি
গতিবৎসর গণিতা বিতেছি। গবর্নমেন্টের
আজ্ঞামুত্রে আমার জীবন বীরা ভরাৎ সেরত
বর্ষে বর্ষে আমার কতক টাকা ব্যয়িত হয়। এই
টাকা গুলি আর ৭০ হাজার হইবে। বাকি ছিল
হিসাবমত আমি কেবল বার্ষিক ১ লক্ষ ৮০ হাজার
টাকা পাই মাত্র। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের সন্তি অমুসারে
ইংরাজ আমার নিকট অনেক টাকার জন্য ধনী
থাকেন। সে ধন কেন এখনও পরিশোধ করিতে-
ছেন না বলিও পারি না। পঞ্জাবের রাজ্য
হইতে আমার ৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা পেমেন্ট দিবার
কথা ছিল। পঞ্জাবের রাজ্য কবে নাই।
তথাপি আমি এতাবৎকাল আমার পেমেন্ট পাই-
তেছি না। আমার মৃত্যুর পর আমার বিধবা পত্নী
ও সন্তান সন্ততি যে কি খাইবে তাহাই আমার
চিন্তা! আমার বিনয় টাকা ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া টাকার
টাকার যে কয় লক্ষ হয় তাহাতেই কি এক রাজ
পরিবারের তরফ পোষণ চলে?

পঞ্জাবে আমার নিজ সম্পত্তিগুলির বার্ষিক
উপাসত্ত্ব অদ্বৈত আজাই লক্ষ টাকা হইবে। আমার
জানুকে যে লবণের খনি আছে তাহার বার্ষিক সত্ত্ব
লক্ষ ৪০ লক্ষ টাকা। ৩৫ বৎসর পূর্বে আমার
সম্পত্তির যে তালিকা প্রস্তুত হয় তাহার দুইখানি
মাত্র আমার নিকটে আছে, তালিকা এবং অজানা
পাল, কুখান, দীরা জহরত কি হিসাবে বিক্রীত
হইল তাহা আমার জ্ঞাত করা হয় নাই। বিক্রীত

জবা সকলের নিজস্ব সম্পদ মূল্য ধরিলেও এক কোটি
টাকার উপর হইবে। গবর্নমেন্ট তাহা আমাকে
দেন নাই। আমার আসবাবও আরও কিছু মোতাম
সামগ্রী গবর্নমেন্ট সিপাহি বিদ্রোহের সময় নষ্ট
করেন। ইহার মূল্য অদ্বৈত দুই লক্ষ ৫০ হাজার
টাকা। ইহাতেও গবর্নমেন্ট আমাকে বঞ্চিত করিতে
ছেন। ইতিহাস আফিসে এই টাকার জন্য আবেদন
করি কিন্তু তাহার ৩০ হাজার টাকা মাত্র
দিয়ে তাহার আমি তাহা অগ্রাহ্য করি
নাছি।

আমার এই সকল ব্যয়সমস্ত দাবী ইংল ও
অনেক ব্যক্ত গণ্য লোক আঁকার করিয়াছেন
কার্য্য তাহার কোন কদই ফল নাই। এখন
আমার ধরনের অজ্ঞান হইয়াছে। অর্থাৎ
সন্তানবর্গের শিক্ষা কার্য্য বঞ্চিত রাখিয়া অগ্রাহ্য
আমায় বেলায় ফিরিতে হইতেছে।

অধিক দুঃখ ভাবাইয়া আর আপনাকে বিরক্ত
করিতে চাহি না। সংসারের কতকগুলি অমায়িক
কার্য্যের প্রতিবিধান করা খাইতে পড়ে। কতক
গুলি অশ্রুতিবিধর। পঞ্জাবের সিংহাসন বসিয়া
আবার যে আমি রাজত্ব করিব সে আশা এখন
নাই। তাহা বলিয়া বেসকল দাবী করিয়াছি সকল
গুলিই যে গ্রাহ্য হইবে সে আশাও করি না।
আমার দাবীগুলি ব্যয়সমস্ত কিনা তাহাই আপনাকে
দেখাইবার নিমিত্ত এত কথা বলি
লাম।

৬. রত সম্পদে আপনাকে কোন ধাত নাই তাহা
আমি জানি কিন্তু আপনি সনগ্র ইংল ওর এখা
মতি। এককালে যে বিশ্ব পৃথিবীর সকল জাতি
বিবেচনা ছিল তাহা আজ আপনাকে বিবেচনাধী
করিলাম। সাধারণ লোকের নালিশ আদালত
চলে কিন্তু গুলিতে পাই ওরপের রাজ্যেরে এর
কৃত্তর রাজকীর ওরের বিচার হয় না।

আমার এই সকল বিষয়ের একটা তদারক
জন্ত আপনাকে নিকট পার্থক্য করিতেছি। লর্ড সত্য
সত্যগণ বাহাতে এ বিষয়ে দোষাধারী হন সে
আমার দ্বিতীয় অজ্ঞান। আমার জ্ঞান সত্য
যাজিও যে ইংরাজের নিকট আবিচারে না
খাইবে গবর্নমেন্টের এ কলুষ আপনি কখন
ফুঁই হইবেন না। তাই আমার তৃতীয় আর্শ
লর্ড সত্য হইতে সত্যি সত্যি করিয়া আম
দাবী কলুষে ভরত করা হউক। সত্যিগণ
তার আমি বঞ্চিত ব্যক্ত করিব। বিচার আম
অভিমান হইলে তাহাতেও আমি
হইব না।

ইংলণ্ড পরিভ্রমণ করিবার পূর্বে এই আশার
শব্দ প্রার্থনা।

উক্তি

মহারাজা দিলীপ সিংহ।

মাকুইস অথ সাংসদগণের আবেদনসমূহের
প্রত্যেকের বিশেষণ লেখা হইয়াছে যে ভারত
বর্ষের শাসনকার্য ও বরফ পত্র সকলকেই তার
উত্তীর্ণা কাউন্সিল এবং ভারতের ষ্টেট সেক্রেটারির
উত্তীর্ণা কর্তৃত্ব আছে। আর কাকারও তাহাতে হস্ত-
ক্ষেপ করিবার কমতা নাই। দিলীপ উচিত
ব্যবস্থা করিলে আদালতে যাইতে পারেন।

সমিপ্রকাশ এবং "রাজসম্পত্তি" সম্বন্ধে যে
কল কথা লেখা হইয়াছে তাহার বীমাংসা করা
যে নীতির কোন আঁটন আদালতের সাধ্যাধিক
হইতে পারে। ইচ্ছা করিলে ষ্টেট সেক্রেটারি ও উত্তীর্ণা
কাউন্সিলই তাহার বীমাংসা করিতে পারেন।

পাঠক কি শুনিলেন? বীরাগের কথা রণজিৎ
উত্তীর্ণা কর্তৃত্বের কাহিনী শুনিলেন—বিশাল সাম্রাজ্য
আর অধীশ্বর, বিপুল ধনবস্তুর আধিপত্য দিলী-
পের হস্তে গেল শুনিলেন? তিমালর হস্তে
হুমায়ুন পর্বত সমগ্র ভারত এক দিন যাইর
কল্পিত হইয়াছিল, ইংরাজ এককালে যাকার
প্রত্যাপে অবনতনীর হইয়াছিলেন, ভারতের
রাজত্ববর্গ এককালে যে কেন্দ্রীয় রাজত্বের ভীষণ
ভাঙনে সম্মানিত হইয়াছিলেন, হুজুর উজবেগ
তাতি পরাজিত হইয়া যাকার গবে অবনত হইয়া
ছিলেন, আজ তাহার বহু বস্তুর এক আহরের
পূর দিলীপের গভীর আর্জনের অর্থ করিলেন?
রাজার পুত্র আজ তাহার পরিবার প্রতিপালনের
হস্ত চিহ্নিত।—রণজিৎ পুত্র আজ আর্জনের
সাথে সম্মানগণের লিলা দিত অকম, নিজের
খোঁষা রফার জন্ত লালারিত। নিজের ধন
নজের রক্ত বিয়া দিলীপ ইংরাজের সহায়তা
করিলেন, অশ্বশীলের রক্তে পুণাত্মি প্রাণিত
করিয়া ইংরাজকে বহুতার পরিচয় দিলেন। সে
বহুতার পরিণামে বতকগোর রজা গেল, ধন
গেল, জাতি গেল, বর্ষ গেল। এখন কঠকটী
সাকার জন্ত দিলীপ কি না ইংরাজ যন্ত্রীর পদতলে
মানতনীর। এ নৃপা দেখিয়া কাহার না মুক
গটিকা বার? কেবা মিজের সর্বস্ব বিকাটরা
হয়। রণজিৎ পুত্রের সহায়তা করিতে চার?
প্রাণবাসী শিশু। কাহিনীর কি এখনও সমর
মানে নাই? এই যে কোমার রাজপুত্র বহুবিনের
পূর গৃহ আসিতেছেন—অকল্পিত অত্যাচার
অতসর্বস্ব রাজার সম্মান তিমারীর ঘোষে ধরে

আসিতেছেন—কাহিনীর কি এখনও সমর
মানে নাই? বিজাতকর্তৃত্ব লভাধাত হইয়া বর্ষবর্ষের
হস্তে উৎপীড়িত হইয়া আর বিলাতে তাহার বন
চৌকিল না, আর তিনি গণবর্ষের অত্যা
চার সব করিতে পারিলেন না—তাই আজ
দিলীপ কাহিনীতে আসিতেছেন অবশেষবাসীর বলা
জকাইয়া প্রাণের বেদনা জামাইতে আসিতেছেন।
ইংরাজ। এ নৃসংখ্য নীতি কোথা হইতে লিখিল?
এ সর্বপ্রাণী বিশ্বাসন্যতক আর্জ নীতি কোথা হইতে
পাইলেন? বর্ষের কি ভর নাই? পরকালের কি
চিন্তা নাই? বহুব্রীতি করিয়া অমাব অমাবা
বাক্য বিবহার বিতসম্পত্তি রহস্য তার প্রাস
করিতা কেলিভ্যন্ত এ পাণের কি নতিকল নাই?
তোমার শৈশবাতিক সমরনীতির সর্বপ্রাণী ব্যবহার
কি এ কথা লেখা আছে যে যে বর তোমার পুত্রা
অর্জনা করিতে, বর তোমার তক্তি অমাব করিতে
ততই তুমি ত, হাকে চাপিতা করিতে, ততই তাহার
প্রীতি তাকিয়া ব্যাধ তত্বকের দ্বার রক্ত শোষণ
করিতে—এ হুগিত ব্যবহারে, আর ভারতবাসীকে
উজাত করিতে না। একবার দ্বার চকে দেখ
তোমার কথার সত্যবাক্য—ভারত তোমার চির
বিনের মেলা হইয়া থাকিবে। কঠোর
নীতির শাসন করিয়া দেখিলে, এইবার একবার
হয়নীতির শাসন প্রণালী প্রচলিত করিয়া দেখ—
ঠকিবে না—এ যে তিমারীর ঘোষে রাজার তবর
তোমার প্রাসে সর্বস্ব অর্পণ করিয়া এক হস্তে ঘোষে
আসিতেছেন উই, উই উপর একই সমর মুক্তিপাত
কর দেখি? ভারতের রাজতক্তি চতুর্ভূষ বর্ধিত
হইবে, হুই হস্ত তুমিরা সমগ্র ভারত তোমার
আলৌকিক করিতে, প্রাণ বিয়া তোমার সাধ্যা
করিতে—না, চাহিতে টাঙ্গুর উপর টাঙ্গুর বিয়া
তোমার বিলাসের সামগ্রী যোগাইয়া দিবে—
অধিকন্তু ভাণ্ডে তোমার সাম্রাজ্য প্রজাবর্গের
অভ্যাগ ভিত্তির উপর স্থাপিত হইয়া চিরকাল
অপ্রতিবদ থাকিবে ইংরাজ মাধ্যম্য বিগবিশ্বস্ত
প্রকাশিত করিতে।

এই হুগের কাহিনী লিখিতে লিখিতে আমরা
বিলাত হইতে মহারাজ দিলীপ সিংহের একখানি
পত্র পাইয়া সম্মানিত হইয়াছি। পত্রখানি নিম্নে
প্রকাশিত হইল।

Carlton Club

Pall Mall S W,

The moharja Dulcep Sing presents his
complements to the Editor "Someprokash"

and requests him kindly to publish a trans-
lations of the accompanying document in
the above influential Journal,

The moharaja will quit England for
India on the 3rd instant,

march 20 1886,

এই পত্রের কথা অবশেষ, লিগধ-ক সম্বন্ধে
করিয়া আমি যে উপায় প্রার্থনা লিখিয়াছেন
তাহার অনুবাদ নিম্নে দত্ত হইল।

প্রিয় অকেশবাসিগণ!

ভারতবর্ষে আর যে প্রভাণমন করিব এমন
আমার অভিপ্রায় ছিল না। কিন্তু এই পাণী
মানবের কমতাভীত বিশিষ্ট জগৎ-র অনূষ্ঠ মিননা
সমস্তরূপে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অবস্থাত্তে
এরূপ ঘটাইয়াছেন যে আমি ভারতবর্ষে বহিঃভা-
বিনাতিপাত করিবার মিনিত ইংলণ্ড পরিভ্রমণ
করিতে বাধ্য হইয়াছি। ভগবান বাহা ঘটাইয়াছেন
সকলই মননের জন্য এই বিশ্বাসে আমি তাহার
ইচ্ছার অম্ব সন্মরণ করিলাম।

আমি যে আমার পৈতৃকবর্ষ পরিভ্রমণ পূর্বক
বৈদেশিকবর্ষে বীকিত হইয়াছি তখনা বালসাকী
(পবিত্র) আপনাদের নিকট কথা প্রার্থনা করি।
কিন্তু অতি শৈশবকালেই আমি ত্রীতীর্থধর্ম গ্রহণ
করিয়াছি।

গোমাই মগের উদীর্ণ হইয়া আমি আমার
পাছল গ্রহণ করিব ইহা আমার প্রাণের বাসনা।
আবার বড় আশা সকলেই আপনাতা তত্বপনকে
আমার জন্য সমস্তরূপে নিকট প্রার্থনা করিবেন।
কিন্তু আপনারা সকলেই জানিবেন প্রকৃতপ-
ক্ষে সকল ব্যক্তি নীচ ন্যেবের যোগা মনেন পবিত্র
নীচধর্মে তাহার। যে জন ও কুসংস্কারপূর্ণ ব্যবস্থা
সকল প্রবর্তিত করাইয়াছেন আমি তাহার অনুবর্তী
হইতে কখনই সীকৃত নহি। সমস্তরূপে বিধান যে
মহুজাতি মধ্য মাংস কৃতজ্ঞতার সচিত গ্রহণ
করিতে। জাতিবিচার রাখিবে না। আমি সেই
বিধানকে নিরোধার্থ করিব। বাবা ম্যানকেন্দ্র
পবিত্র এবং মুলক নীতি ও গুরুগোবিন্দ ঈশ্বরের
ধর্মবিধান সকল মতের সহিত চিরকাল পূজা
করিব।

বড় আশা ছিল পত্রাণে আপনাদের সাক্ষাৎকার
লাভ করিব, কিন্তু পত্রাণে আমি যাইতে পাইব না
তাই এই পত্র সম্বন্ধে করিতে বাধ্য হইলাম।
আমি যে ভারতবর্ষে উপর অচলা তক্তি

পূর্ণ কার্য্যচি তাকার স্বার্থ পূর্ব্বকর পাই-
য।

"এরা কুরুজীকি ফতে দে"

আমার প্রিয় আত্মবাসী

আপনাদের নিজেব

সকল মাংস

দিলীপ সিংহ ।

ভাবতঃসী । এই কত সনাতারে আমলিত
উন । স্বর্গভাগী দিলীপ দেশে আসিয়া আমার
পক্ষ গ্রহণ করিবেন । এত দুঃখের তিতর এই
মিলে কিয়ৎপরিমাণে আশস্ত হউন । পঞ্জাব-
সি । ভোগ্যবত উৎসবের দিন মিকটে আসি-
তঃ । একে একে বোম্বাই নগরে গিয়া সমবেত
তঃ । একদিনে অনেক ও বিশেষ উৎসব করিয়া
গত মধ্যাহ্নের অন্তঃকরণে একটুও শান্তি
হয় না । সত্যবাক মন্য মাংস পরিভোগ
বিবেক না । সে দিকে ততদূর দৃষ্টি রাখিবার
পথ্যক নাই । চিরাতান্ত ব্যবহার একদিনে
নিকৃত হটবার নহে । একদিন মহারাজ তার-
ক দুগা করিতেন কালের পরিবর্তনে তিনটে
পূর্ব্ব আত্ম তারতকে আলিঙ্গন করিতে আসি-
তঃ । কাল মন্য মাংসের তডিও তাঁহার
চনা জন্মিবে এরূপ, আশা করিতে পারা
য় ।

গত ৩১ এ মার্চ তাঁহার বিলাত হইতে বাত্ম
রিবার কথা । এত দিনে হয় ত গায় আসিয়া
কহিলেন । আমরা প্রস্তাব করি কেবল পঞ্জাবী
জন, বাজালী, হিন্দুস্তানী, মালভাঙ্গী, মহারাজী,
তলেই তাঁহার অত্যাধার জন্ম বোম্বাই নগরে
তিষ্ঠিধি প্রেরণ করুন । দিলীপ দেশ বুদ্ধিত
তেন সনৎ দেশটা তাঁহার এনা কবিগাহে ।

আমরা সোমপ্রকাশের গ্রাহক ও পাঠকগণকে
প্ররোচ করি তাঁহারা এই প্রস্তাবটা বিশেষতঃ
ই পত্রিকাখানি তাঁহাদের বহু বাহুব আত্মীও
জন সকলকেই দেখাইবেন, পাঠ করিয়া শুধাই-
বেন, এবং সকলকে অগত করিয়া মহারাজ
দিলীপ সিংহের বাসনা চরিতার্থ করিবেন ।

—৩৩—

আদালতের সমন নোটিস ও

নিলাম ইস্তাহার জারি ।

সোমপ্রকাশ কার্যালয়ে হইতে প্রস্তুত কুরুপলা
চৌধুরী বিক্রিয়াছেন :—

* সর্ব্বময় নিবেদন—

গঃ ২৬এ অ.খিমেং ঢাকাপ্রকাশে একটি বিত

কর প্রস্তাব শীর্ষক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, কাছারীর
পব্যতিক্রম দ্বারা সমন নোটিসাদি রীতিমত জারি
হয় না । জারি বা হওয়ার অনেকের তরফক ক'ত
কর ১৮২২ এরূপ জারিতে অনর্থক অত্যধিক ব্যয়
হইয়া থাকে । সেই সর্ব্ব নোটিসাদি তাকে নিজে
প্রকাররূপে জারী হইতে পারে অথচ তাঁহার ব্যয়
ও সামান্য লগে । আর গবর্ণমেণ্টের নীলামনী
বিজ্ঞাপন সংবাদপত্রে প্রচার করিলে খুব উপকর
হয় । বাজনা পক্ষের ডাকটের প্রকৃতির জন্য
প্রতিদিন হাজারে হাজারে কত সম্পত্তি
ীলাম হইতেছে অকারণে অনেকের বহুদুলা
সম্পত্তি সাধারণ দুলা বিক্রিয়া হইতেছে । সার্টি-
ফিকেট নোটিশ প্রকৃতি জারী করার বোঝে এই
নীলাম সংবাদ বা জনন সম্পত্তির প্রকৃত মালিক,
না জানেন উপযুক্ত বরিসদার । সংবাদপত্রে বিজ্ঞা-
পন প্রকাশপাইলে সেনদার কি উপযুক্ত বরিসদার
সকলকেই জামিনার সুযোগ হয় । এখন অনেকেই
সংবাদপত্র বেছেন, আর বাহারা না বেছেন
তাঁহারও এই বহুদুলাতের আশার সংবাদপত্র বেছেতে
বাধ্য হইবেন । সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রচারের
ব্যয়ও অতি সামান্য পড়িবে । এইবৎ সুযোগে অধিক
লোকে সংবাদপত্র বেছেবেন এবং সংবাদপত্র
পাঠের উপকারিতা বিশেষরূপে প্রাপ্ত হইবেন ।
এতদ্বারা সংবাদপত্র বিশেষ লাভবান হইবে
তদ্বারা দেশের লাভই অধিকতর হইবে । অতএব
এমন হিতকর বিষয়টা স্বাভাৱে বিধিবদ্ধ হয়,
তাঁহার জন্ত সকলেরই উচিত পড়িয়া জাগা
উচিত ।"

যিনি কখনও মাংসা মকময়া করিয়াছেন,
অথবা আদালতের সহিত বাঁহার কোনও প্রকার
সম্পর্ক আছে, তিনিই জনেন নোটিশ ও সমন
জারি করিতে হইলে কত কষ্ট পড়িতে হয় । কাছা
রীর পোষাকের সমনাদি লইয়া মিস্ত্রিবিহির জন্ত
প্রথমে নোটিশ বা সমনবাজার বাজিতে যায় । কোন
দিন কোন সন্মত তাঁহার বাজিতে পড়াবার পদ-
পদ হইবে তাঁহার কিছুই স্থিরতা থাকে না ।

ক্রমঃ

ইউরোপীয় সনাতার ।

পুলগোয়রার রাজা আলেক প্রভাও পাটনাম্বর মিত্রায়ে ক্রমে-
লিয়ার শাসনকর্তা হইতে পদতঃ হইয়াছেন । গ্রীস কত প্রবর্ত
সময় সজা পারতাপ করেন নহ গ্রীসের সচিববর্গ বেতন প্রাপ্ত
নীতি অনুসরণ করিতেছেন, গ্রীক গবর্ণমেণ্ট খুব ভরৎ বিতর্ক
বাব প্রতিবাদে পর, তাহার সর্ব্বময় করিয়াছেন । গ্রীসে

রকম সর্ব্বময় প্রবর্তা খুবকঃ প্রবর্তন আর গ্রীক থাকিতে প
মা তুরক সীমার গ্রীস বেরন দুকঃ উদ্যোগ আরোহন কাম
কেন, তাহার নিবৃত্ত কথা উচিত । এট মাংসা প্রবর্তন স
ইউরোপীয় গবর্ণমেণ্টের গতি ন বৎ পর মাংসভায়েন । গ্রী
রকম বোম্বাই দাখ্যকট উদ্যোগ প্রবর্তন কাম ।

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সার জন জরামলা ম'ক দুতঃপে নি
ক'রীয়া গ্রীসে পঠাইয়াছেন মাংসভায়েন গ্রীস ও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট
ভিতর সত্যাব বজার থাকে তাহার জন্য মহ'মদী গ্রীস সত্যাব
পর লিখিত হইল । বনবৃত সেই পত্র লইয়া আসিতেছেন
মাংসভায়েন মদ্যভায়েন যে পল্লবনা মাংসভায়েন উপাধি দু
পাঠাইবেন, তাহা লইয়া আস একজন দুখ আসিবেন ।

লোম্পানির ত্যক্তের মর ।

৪ টাকার ত্বের কাপড়	২০।৮০—২৫০
৪০. ১৮০১ (১৮)	২৫৫—
৪৫. ১৮ ৭। ২ (১ ২৩)	১০১—
৪৮. ১৮ ২। ৭২ (১ ২৩)	এ এ

বাবধ সংবাদ

গাংপুর 'মিউনিসিপালিটির' অন্তর্গত বগলগে
জমির বংশীর পরলোকগত পোলকনাথ দে
বাটীতে প্রত্য বর্ষে গোষ্ঠীভাৱ পক্ষ গোপনা
ম'কমাকলের বহুলোকের সম'গম হয় । এবার এ
বেলায় একশক্তি একটী সন্মত বোক ন দু লবে
৩০ টাকা ভতা দিবে বলিয়া উক্ত পরলোক গ
মহোদয়ের পুত্র বাবু সুব্রহ্মনাথের নিকট প্রস্তা
করে । আমরা ত'নলান ততঃপ্র . ব'বু মদ
ব্যবসায়ীর কথা প্রত্যাখ্যান করিয়া বলেন ৩
টাকা দিলেও এক বড় মলার পুত্রা পানের প্র
দিয়া লোকের সর্ব্বনাশ করিতে পারিব না । ম
ব্যবসায়ী সুব্রহ্ম বাবুর নিকট প্রত্যাখ্যান প্র
হরিনাতিবু একজন প্রবীন কবীনাথের নিকট তাঁ
রা'সাপলকে বিজ্ঞ অধিকারে সন্মত দে কাম এস
টবার প্রস্তাব করে । প্রধান ভবিষ্যৎ এই বা
সাতীকে ১০০ টার দ্বারে বলাইয়াছেন । গ্রী
দারা গানের গ্রীলোকগণ সর্ব্বনাশক গদ গদ করি
গমনাগমন করেন । জমিদার গ'বু স'নান্য লাভ
প্রত্যাখ্যান যে ভবানক পা'পর প্রস্তাব দি ন ত
তাঁহার বিবেচনায় আসল না । বড় লোকগ
য'ক এইরূপে সজ্ঞানাতের পক্ষ দু'লয়া ছেন গবর্ণমে
একসাইস কম'শন বসাইয়া তাহার কি প্রতিবিদ্য
করিবেন ?

কলিকাতা চীৎসি হাঁসপাতালের ডাক্তার
গ্যাব্রিয়েল একজন সর্প দষ্ট রেপীকে এক বি
আরোগ্য করিয়া তুসিয়াছেন । জানবাজা
একজনকে বিদ্যাক সর্পে বংশন করে । লোক

প্রায় বড় কাঁচের হাটগার পুণিল তাকান টানসি
পাড়াতে নইয়া যায়। দষ্ট বাতি পর দিন
পূর্ণ আবেগ। লাভ করিয়া বাটীতে দিবিয়া
হইলে।

লেন্ডম্যান সাংকেব ছুট লইয়া ধ'ব বাটীতেছেন,
নি এখন পৌঁছিত। বৈতিকেল সার্টিফিকেটে
কার একবৎসর ব ছুটিব পায়াজম পেয়া আছ।
মাসের বে, ধ ছয় ডকসিৎ ইহার তির চড়ুবণ
লিভাছেন। আর তাঁতাকে লেন্ডম্যান দিয়ারের
কদমাব বিচার কবিত্তে হইবে না।

ভগদল নিগমো বাবু ও সহকর্মার মুখাশাষায়
থগাতন। * প্রায় বৎসরাধিক হটল জেলা
পদগণাব অন্তর্গত ভগদল গ্রামে "ভগদল
পুস্তকালয়" নামে একটি পুস্তকালয় স্থাপিত
হইয়াছে। গত বৎসর সিটি কলেজাধ্যক্ষ জ্যুজ
নেলচন্দ্র দত্ত মহাশয় ও কল্যাণ-সম্পাদক জ্যুজ
বিদ্যাস সন্ধ্যাপাধ্যায় কতকগুলি পুস্তক দান
করিয়া অমানিগক বিশেষ উৎসাহিত করিয়া-
ছেন। আর সেন্ট্রোপলিটেন বিদ্যালয়ের চেড
শ্রীযুক্ত কানীকৃষ্ণ চৌধুরী মহাশয় নিজ
চও গ্রন্থ ৬টি ও দানে প্রদত্ত হইয়াছেন।
মহা আশা করি যে সন্দেহভিত্তী মাহারয়গণ
কছু কিছু সাহায্য প্রদানে অমানিগকে উৎ-
সাহিত করিবেন।

ভূপালেশ্বরী কলিকাতায় আসিয়া অনেকগুলি
কোম্পানী বন্দুকের ব্যবসায় হইয়াছেন। তিনি
চিচিংমাংস জন্ম ভগদল সত্তে ১০ ভাজাব
কা, পানীয় দ্রব্য সত্তায় ১০০০ টাকা এবং
ইন ক্রিয়া চিকিৎসা শিক্ষার্থে একজন মুসলমান
জন্মে নিলা ও পাইয়াং জন্ম শিক্ষাবিভাগে
উল্লেখ্যেব নিকট ৭২০০ টাকা দান করিয়াছেন।
বৎসর অনেক দারুণ মুসলমান ছাত্র বাণীর নিকট
সাধ্য পাইয়া ফার্স হইয়াছে। ভূপালেশ্বরী
দ্রব্য ভগদল কাষ্যুত লিটল বর্নগেটেব ভগ্ন
প্রদান। ধ'ব কল্যাণ প্রসঙ্গাত্ত মুসলমান
দগন সিংহ ও শীর্ষাদের পাত্রী হইয়াছেন।
বনরা টাটা ও গ্রামে প্রদত্ত। স্থানীয় হইয়া
নি বাজকাগো প্রকার মনোবঞ্জন করিত
হইলে উচ্চ হইয়াবন নিকট প্রার্থনা।

জাবও গবর্নমেন্ট অ, ব, ও একটি মুহন দায় ক্ষেত্র
বয়া লটতেছেন। সিদ্ধ পঞ্জাব, দি দি বেলগ্রে
করিবার জন্ম ইতিপূর্বে ভারতীয় স্টেট
সেন্ট্রোবী এক বৎসর করত। গত বৎসর
ইহার জন্য ১২০০০০১২৪ পাউণ্ড দিয়ার কথা
হল। এক্ষণে এই টাকার দিয়ার জন্ম স্টেট সেন্ট্রো

টাবী এই বৎসর হইতে ১৯১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত প্রত্যেক
বার্ষিক কিস্তিতে ৫৭১২৮ পাউণ্ড পরিশোধ করি-
বার সন্ধ্যাপন করিয়াছেন। ভারতীয় রাজকোষ
হইতে উচ্চ অর্থদ্বিগি দিতে হইবে। আবার
পার্সিদেরাও ঋণগ্রস্ত থাকিবে। রেলওয়ী
লান্ডজনক, না ধারে বাতি কিস্তি স্টেট সেন্ট্রো-
টাবী নবাধি দেখাইতেছেন।

বিলাতেব টাইমস বালন ভারতীয় অণ্ডার সেন্ট্রো
টরী অবর্টেট কনল সভায় রোপার লেখত্রিভার
প্রায় উত্তবে বলিয়াছেন পাটোয়ারী বিল লক্ষ
সাজাল্য বিভাগট কার্য করিবে আর কোন
কার্য নাই। উচ্চতঃ ভাষ্যবাসী সাধারণের
কল্পে কোন ভার পড়িব না। রাজালা ধর্মব্রতের
অন্যে আরও দুইটি প্রদেশ আছে সেন্ট্রোবী
নবীশ কি ভাষা অনগত সত্তর। পার্সিগামটে
সত্তার জৈনক সভা একবার ভারত সত্তর বক্ততা
করিবার সময় বলিয়াছিলেন "ভাষ্যগো জোতা
মহোদয়গণ। ভারতবর্ষ ভয় একটি দেশ যাঁরা
আনরা জন্ম করিয়াছি এবং যাঁরাতে তাঁরা পাবাব
বন্দাবন আছে।" এইকল বক্তৃতা দিত্ত পারি-
লেই ভারতীয় অণ্ডার সেন্ট্রোবীর উপর ভগ্ন
বয় ভাষ্যে আর সন্তে কি ও পাটোয়ারী বিল
লোকের ভার ও অত্যাচারের কথা আমবা সনা-
সর বলিয়াছি। পাঠক দেখিবেন অণ্ডার সেন্ট্রো
টাবী বিলাতে বসিয়া কেমন লোকের ভাবভার
চিন্তা কবিত্তেছেন।

জিমতী ক দ্বিগি বস্ত বি. এ. এম. বি পরীক্ষায়
উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না। দিয়ার বালন
জীলোকদিগেব জন্ম পরীক্ষা কিছু সহজ হওয়া
আবশ্যক। দিয়ার পরীক্ষা কিস্তি জীলোকগণকে
অধিক অগ্রগ্রস্ত করা হয় বলিয়া উচ্চ পরীক্ষাতেও
দেইরপ কবিত্ত হইবে ভাষ্যর কোন কথা নাই।
বাস্তবিক উচ্চ শিক্ষায় জীলোকদিগের উপর এত
অধিক অগ্রগ্রস্ত দেখাইলে পর স্থানিকতা জীলোক
সম্পদে নিদিবে।

ও কিস্তি ভারতের পক্ষ অবলম্বন করিয়া
এক দিন কনল সভায় বলিয়াছিলেন ২৫ বৎসর
পূর্বে যে ভারতবর্ষ ছিল এখন আর সে ভারতবর্ষ
নাই। ভাষ্যেও এতদূর পরিবর্তন ঘটয়াছে যে
বর্তমানকালে অসুসদ্ধা কিস্তি স্থগিত রাখিলে যা
একবারে বন্ধ করিলে নিত্য নিরক্ষারের কা
করা হইবে।

গত ৯ ই এপ্রেল রাষ্ট্র খাটন বেলগ্রেব
ডোমজিক স্টেটগণ বক্ত একটি ভাষ্যইতি হইয়াছে,
ন্যামেকার দিরাট আহত হইয়াছে। হপকিন

সাংকেবের ৫০০ টাকা ও অনেকগুলি বন্দুক দিয়ার
গিগাছে।

লাহোরের অনেকগুলি পণ্ডিত বিলিরা আজ
মান সংস্কৃত বিদ্যালয়ের আত্মসম্মিক আব একটি
সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপন করিবার চেষ্টা করি-
তেছেন। এই বিদ্যালয়টিতে কেবল বেদ পাঠ
হইবে।

রেহন গোজোবের জৈনক পত্র প্রবন্ধ সন্দেহ -
পেস্ত ভিত্তিতে দুইটি গ্রামে গিগোবীয়া ভাষ্য-
আরও কবিগাছে। ভাষ্যের সন্তিত কামা
বন্দুক ইত্যাদি বর্তমান ছিল। পেস্ত অঞ্চল
সকলেই সন্তিত হইয়াছে। ১৬ মং যেল ইন
কামটীর ৫০ জন সিপাহি পেস্তে বাত্মা করি-
য়াছে। খারাওআদিত্তে বিজোবীগণ কতক
মারিতেছেন না, অথবা কাহারও কোন জগা
কাড়িয়া লইতেছে না। ভাষ্যর কেবল অগ্র শ
সংগ্রহ করিয়া সাধারণক এই বলিতেছে
ভাষ্যদিগের হস্তে বন্দুরাজ্য আসিবে--সেই বাত্ম
বন্দার জন্ম এই সকল অগ্রের প্রয়োজন। লেপেট
নাট পিচ ১০ জন বিজোবীকে ধারিয়া আনিয়া
ছেন। কর্ণেল নেপিয়ার আর এক দলক ধরি-
বার গিগোবীয়া পলাইয়াছে। কানবা ওয়াডি
ন ভাষ্যইতি ধরা পাড়িয়াছে।

পার্সিদের একজন ভিখারিগো কেটী টাব
সন্তিত বাধিয়া ধরিয়াছেন।

নববিধানী বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার পুণ্য
ধাকিয়া বক্তৃতা দিয়ারা বয় প্রচর কবিত্তেছেন।

কেহ কেহ বলেন আবারেব বিলাতের ব
ভাষ্যর হটোর ক বাকি কলিকাতায় একটি জতি
য়তি দিয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছে। একজন উদ
চেতা ভীষ্মবী লোকক বিদ্যার ক রয়া দিয়ার বি
তের এংলোইণ্ডিয়ান প্রভুবা বোধ হয় নিকট
হইবার চেষ্টায় আছেন। অথবা স্টেটবকে তাব
পাঠাইয়া দিয়ার মহাপ্রভুগণ তাঁতাকে আপন
করতলন্ত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। এই
জন্মকর্ত আরও দুই একবার উঠিয়াছিল। অন্য
নিশ্চয় জামি হটোর বয় উপযুক্ত লোক ক
কাতর একটি ক্ষুদ্র ভাকিনী পাইয়াব প্র
নহন দৈব ও তাঁতাকে আরও নতান কা
গান কবিত্তেব বলিয়া পালিয়ায়াকে প্রবর্ত
য়াছেন।

শেষে ইটমিভাসিতে কবাসি ভ
দ্বিতীয় ভাষা অরুপ গৃহীত হইয়াব সন্তান
আছে। উপগ্রহ বস্ট।

নেপালের দহাবাজেব সন্তিত এতজন পা

রাজকল্পার ল'ও বিবাহ হইবে। কাটাযুগুতে
বাহ্যের জন্ত অনেক ইংরাজ সাক্ষীগণাল গিয়াছে
পাল্লব বিজ্ঞানী রাণার এইবার বাজার শবণ।
হইয়া কন্যা প্রার্থনা করুন।

পাটনিয়ার বলেন উত্তরা আফিস উঠাটরা
লে ভারতবর্ষের অনেক উপকার হইবে। সহ-
গীও এ স্থতি ক'ব হইল ?

পাটনিয়ারের অনেক সভা বয়েল কমিটি
কপাটী হইয়াছেন "হোমনিউস" বলেন হয় ত
লীয় সংবাদপত্র ও মেয়র পো'কর প্রার্থনা
কল হইলও হইতে পারে।

উইলিঙ্কে বু'জ ফ্রান্সের সহিত ইংল'ওব একটা
বাব বাঁধে। মোক্তাব পাসা ইজিষ্ট হইতে
রাজনিগ'ক ডাড়াইবার চেড়ায় আছে।
হেরো নগবে কবাসোর বড় প্রতাপ বাড়িয়াছে।

কলমান মেকলেব পেকিন রাইবার প্রার্থনা
হইয়াছে। মেকলেব সত্যিক মিঃ পেন-
কটোরী হইয়া বাইবেন। সঙ্গে ৭০ জন শিক
থাকিবে।

আমেরিকায় পুস্তকব গ্রাহক সংখ্যক কবি ১৮
ক মৃতন উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। পুস্তক খানি
মুকর্ডার নাম ন্য দিয়া প্রকাশিত হয়, তাবপর গ্রন্থ
ডাক্তার ইডা জ্যানিবার জন্ত সংবাদপত্রে লেখা
থি হয়। গ্রন্থকারের নিজস্বলের একজনলোক হয়
একজনের নাম আকাজ কবিতা সংবাদপত্রিকায়
ন। আব একজন ইচ্ছা পূর্বক ডাক্তার প্রতিবাদ
হেন। কখনও অন্যান্য একজন গ্রন্থকারের নাম
বিয়া কোম উচ্চ পদস্থ ব্যক্তির নিকট তৎসম্বন্ধ
ডাক্তার অন্তর্ভুক্ত কি জানিবার নিমিত্ত লিখিয়া
ঠিক হয়। এই সকল মতামত আবার সংবাদপত্রি-
কায় বিজ্ঞাপিত হইয়া থাকে। তাবপর যে ব্যক্তি
গ্রন্থাদি পড়িয়া গ্রন্থকারের মত বলিতে পারিবেন
ডাক্তার অনেক টাকা পারিষেধিক দিবার ব্যবস্থা
করা হয়। আনাদের দুই একজন সভ্যগণীও এই
প ব্যবস্থা করিয়াছেন।

সম্প্রতি জাপানে বৌদ্ধ যতাবলম্বিগ'এব একটা
হয়। সভায় স্থিতি হইয়াছে আমেরিকা ও
মক্ষনিকায় বৌদ্ধধর্ম প্রচার কার্যের নিমিত্ত প্রচা-
রক প্রেরিত হইবে।

তুপালের মহারাণী আনী অন্তঃস্থানে কলি
কাতায় আসিয়াছিলেন বলিয়া পাইনিয়ার বড়ই
কেন্দ্রীকছেন - তিনি বলেন রাণীর এরুখা অর্থ
৬ করা উচিত ছিল না। অতঃপর রাণী রাজ্যেব
ব্যয়সা করিতেছেন বলিয়া ডা'হার রাজা যে
ইংরাজ গোস করিবেন একি ডাক্তার পূর্ব সূচনা ?

কলিকাতা ইউনিভার্সিটির সেন্সটগণ মৃত কৃষ্ণ-
নোভন বন্দোপাধ্যায়ের অন্ত্যার্থ সেন্সট ডাউস
ডা'হার একখানি চিত্রিত প্রতিমূর্তি রাখিবেন।
কৃষ্ণনাথর বন্দোপাধ্যায় এ সম্মান পাইবার উপ-
যুক্ত।

যতীস চন্দ্রমণ্ডল যোব কলিকাতা ইউনিভার্সি-
টির আইন বিভাগের পেসিডেন্ট হইয়াছেন।

মাস্তাজেব লার্ট প্রিন্টকফ গত ১৬ই এপ্রেল
যখন কাউন্সিল রাইডেছিলেন প্রায় ৩০০ বজ্রক
ডা'হার সঙ্গে সঙ্গে গিয়া মিউনিসিপ লটী অড্যাটার
আপক একখানি আবেদন করিয়াছে। প্রিন্টকফ
এখন দেখুন ইংরাজী শিক্ষিত বাবুগণই যে কেবল
আন্দোলন করে ডাক্তার অত্যাচার হইল তার-
তের মিরকর নজাবগ'ও আজকাল তাহর প্রতি-
বিধান যতুবান হয়।

দক্ষিণ প্রদেশ মহাসাগরে টঙ্গীপ আভাস্তবিক
উদ্ভাসেব জ্ঞান সহসা ৩০০ ফিট উর্ধ্বে উথিত হই-
য়াছে।

বিলাতে তুলসিদাস নানক জনৈক হিন্দু মহা-
বাণীকে দেখিবার জন্য বড় কেশিয়া উঠিয়াছিল।
সে একদিন "র,ণী রণী" বলিয়া চীৎকার করিতে
থাক,র অনেক শোকে ডাক্তার নিকট একত্র হইল।
একজন কমন্টেল সন্দেহ করিয়া ব্রহ্ম তুর্গসি-
হ,সকে লণ্ডন টেমস পুলিশ কোর্টে লইয়া যায়
বিচারে ব্রাহ্মের কারখানাগ'সব কলুষ হইয়াছে।

ব্রিটিশ মৃত সুরজম ও আসসফের হস্তে মহা
রাজী ভাবহেখনী চীন সজাটের নিকট একখানি
সমাপ্ত প্রেরণ করিয়াছেন। চীনরাজ্যের সহিত
ইংরাজগ'র্নমেন্টের বিশেষ আত্মীয়তা জানাইবার
জনা ওয়াসাম'কে বলা হইয়াছে। এতাবাজী
নাকি পুস্তার চিত্ররূপ সত্রাট'ক শীজট একখানি
রত্ন খচিত বহুল। রাজকীয় উপাধি পদক প্রেরণ
করিবেন।

গবর্নমেন্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপটন'ও গবর্ন-
বের আদেশানুসারী
নিয়োগ।

বাজম ও সাধারণ বিভাগ।

প্রথম সেকেন্ডারী পদক নচেব। তন মানের দুটি লক'র,
অন্তর সেকেন্ডারী বীধ সাংকে ডাক্তার স'ঠনিধিত্ত কমিটে নিযুক্ত
হইলেন, আর, পূর্ণীয়ার করেচ বাজিষ্টে ও ডেপুটি কালেক্টর
ফালগুন সাংকে আপাতভঃ বীধ সাংকেব পদে কাজ করিলেন।
দুটি-প্রাপ্ত অমারী ডেপুটি ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু চিত্তাস যোব

যশোরের সবরে, হালীও ডেপুটি মা'কাট'ও ডেপুটি কালেক্টর
বৌলনী একত'র স'ঠন ব'খবগ'জের সবরে পূর্বকার আদেশ
হইয়া নাটবেন আর ডী ডেপুটি বাজিষ্টে ও ডেপুটি কালেক্টর
বাবু গহানানায়ন বাবু বজ্রপ'ব ডেপুটি মা'কাট'ও ডেপুটি কালেক্টর
মানের ডেপুটি মা'কাট'ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু চিত্তাস
বিশ্ব হৃদয়ীর সবরে নালী ডেপুটি মে'কনীপু'র জন্ত টাদ
সাংকে ১লা মে' হইতে ২ ম' ৮ দিনের দুটি লক'লে মান
ক'র'ট বাজিষ্টে ও ডেপুটি কালেক্টর ডি' সাংকেব ও
এক্টীন নযুক্ত হইলেন বাবগ'জের ডেপুটি মা'কাট'ও ডেপুটি
কালেক্টর বাবু কৃষ্ণম'ব সম'ভর ম'সে'এব' বাজস জীব ডেপুটি
বাজিষ্টে ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু কালী ক'র'এব' মান বি
মানের দুটি পাট'লন।

পুলক—বালগ'জের ডেপুটি কালেক্টর ডেপুটি কালেক্টর
সাংকে ১৬ই ম'চ্চ হইতে তিন মাসের দুটি পাট'লন।

বিচারসংক্রান্ত বিভাগ।

রাজস জীর সব জন্ত সব প্রথমবার ম'প'প'প'
তিন মাসের অত'র' দুটি পাট'লন। ১৮৮৭ আ'ন বজ্র
জন্ত বাব জীমেনচ'র' র'র' ১ ম'স ৩০ দিনের দুটি লক'র
মুজেরের মুলেক বাবু বহুনাথ ম'স' ৬ ম'স ১৫ দিনী ক'র'এব' মান
হইলেন। (২৪ প'বগ') আ'লপু'ব'ব' ম'স'এক বাবু ক'র'এব'
বা'ব' জিপু'র' সব ডেপুটি জন্ত নিযুক্ত হইলেন। বাজগ'জের
মুলেক বাবু ব'প্রদাস চট্টোপাধ্যায়আলিপু'রে অ'জ'ন বাবু ম'
বাগলেন। সাংক'এব' সব ডেপুটি জন্ত বাবু ক'র'এব'
ম'প'প'প'প' ডেপুটি মাসের দুটি লক'র'র' মানীপ'জের ম'স'এক
নীলম'এব' ক'স ডা'হার কাজে আপ'৬৪৪ 'ন'চ্চ হইলেন, অ'
মা'প'ক'জের প্রতিঃ ১ম ম'স' জন্ত বাবু ক'র'এব'এব' ম'স'এব' মান
আসিলেন। বাবু ই'ব'ব'জের চট্টোপাধ্যায় ম'এক ম'স'এব' মান
নিযুক্ত হইলেন। ক'ব'জ' ২ ১ম ম'স' জন্ত বাবু ব'জ'ব'জ'এব'
তিন মাসের দুটি পাট'লন।

বিলাতের পত্র।

আমরা আনাদের বিলাতের পত্রখানি রূপান্তর
করিয়া পত্রপত্রের নিজ ভাষায় প্রকাশ কবি
থাকি। পাঠক। ইচ্ছাতে বিরক্ত হইবেন না
পত্রখানিতে জানিবার বিষয় অনেক আছে।

রাইট অনাবেবল রাইট সাংকেব'ব' বজ্র তা।
ডাউস অব কমল।

বুধ সময়ে নীতি বিষয়ের পর্যালোচন
কন্তাব হয় নাই এবং আর একটা প্রবেশ
নীনাংসা হয় নাই। সার আলেকজাণ্ডার বারনে
কি লর্ড অক্লামও গবর্নর জেনরল ছিলেন তা
বলা হয় নাই। আমরা জানি লর্ড অক্লাম
গবর্নর জেনরল ছিলেন, কিন্তু আমরা ইচ্ছা
জানি যে গবর্নর জেনরল যিনি শত শত মাই
দূর কিবা ভারতবর্ষে অবস্থান করেন সন্ত
যিনি ২০০০ নাইল দূরে অবস্থান করেন, তাহা
অবশ্যই ঘটনাগুলি পলিটিকাল এজেন্টের প্রেরি

আমাদের উপর নির্ভর করিতে হয়। যদি তাহাটাই হয়, তবে সার আলেকজান্ডার সার্জন বাচা সম্বন্ধে করিয়াছিলেন এবং তিনি বাচা বলিয়া-
কেন বা লিখিয়াছিলেন তাহাই নিশ্চয় আব-
ক। অন্ততঃ কনসলজাট বহি কিছু সাক্ষা-
রূপ থাকে, তাহা হইলে মাননীয় লর্ড অবলাই
করিয়াছেন যে এরূপ তৎকালিক মতানু-
যায়িত্ব বর্তমান সময়ের পক্ষে নহে। বীমাংসার্ণে
তৎকালের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। আবও একটী
স্বাভাবিক বাচা জানরা অসম্ভব কবিত্তে
করিয়া না। ইহা তৎকালিক কনসলজা-
টার বাচনীতি। আমি ইহা বুঝিতে পারি না
মাননীয় লর্ড এ বিষয়ে কোন পক্ষ অবলম্বন
করিয়াছেন। কেন না আমি বেশ বুঝিতেছি যে
সপ্যাচ লিখিত হওয়ার প্রায় ১২ মাস পরে
আমাদের বিষয় এক্ষণে সিদ্ধান্ত উপস্থিত
করিয়াছে, মাননীয় লর্ড কনসলজাট লিখিয়াছিলেন।
আমাদের প্রত্যক্ষের কনসলজাটী প্রকাশ করিয়াছিলেন
সিদ্ধান্তকবিত্তের মিকটে যে আবেশ করা হইয়াছে,
তাহাতে ইংলণ্ড সহ বিবাদের আদৌ কোন কথাই
হই। তিনি বলেন,—

“ইংল্যান্ডের সচিব বিরুদ্ধ চরিত্র আদৌ
কনসলজাট নাই কিবা ভারতবর্ষে ব্রিটন অধি-
শাসকের শাস্তিতত্ত্ব করিবার কোন কনসলজাট নাই”
মাননীয় লর্ড ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে সার আলেক-
জান্ডার সার্ণেসের লিখিত ডিসপ্যাচের এক বৎসর
পরে লিখিয়াছিলেন,—

“ঐজিনতীর রাজ্য কনসলজাটের ঘোষণা
পূর্ণ সম্ভাবনাকর বলিয়া গ্রহণ করন যে তাহা
আমাদের ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে কোন বিবাদ সৃষ্টি
করিত।”

আমি এ কথা এইখানেই পরিচয় করিলাম।
কনসলজাট আমি মাননীয় লর্ডকে মিথ্যে করিয়া
লিখিতে পারি যে আমার মাননীয় ও অযোগ্য
লর্ড এরূপ মনোপত্ত তাহা করাচই নহে। (উক্ত
কথা হইতেই বুঝিতে পারি) যে গবর্নমেন্টের
সম্বন্ধীয় নীতির বাদ প্রতিবাদার্থে কাহাকে
অবমান করেন, যদিও দুর্ভাগ্যক্রমে এরূপ ঘটনা-
ল। আমি ইহাও বিবেচনা করি না যে, যে
লিখিতে ২০০০০ প্রাণীক জীবন উৎসর্গীকৃত হই-
ছে তাহা মিথ্যে কাহাকেও অভিযোগ করেন—
১০০০ প্রাণ, ইংলণ্ডের ঐজিনতী মহাবাহীর প্রজা
কর। কিন্তু ইহাও উদ্দেশ্য নহে যে ভারত
১৫০০০০০ টি সিংহের অপব্যয় সম্বন্ধ
আমাদের মন ভাঙি কাল পর্যন্ত ভোগ করিতে

হইতেছে) অসম্ভব করা হয়। এ সমস্ত বাস্ত-
বিক গুরুতর ঘোষ—সম্পূর্ণ নীতিই একটা মহাপাপ
এরূপ বিষয়ে এই গৃহের কোন কমিটী গুরুতরপে
এ বিষয়ের দোষীপণকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান
করিতে পারেন না। না মতামত। আমার মত-
নীর বহুতর এরূপ অভিযোগ করাচই নহে যে
তিনি যিগত ২০ বৎসরের সময় উপস্থিত হইয়া
মাননীয় লর্ড বিচারী আদালতকেই বাহারা
এই মহাপাপে লিপ্ত ছিলেন, তাহাদের কাহাকেও
এই কমিটীর সাধারণ মতের দরবারে বিচারার্থে
উপস্থিত করাহেতে সংকল্প করেন।

কিন্তু ইহাও বলা কর্তব্য যে সভাব সমস্ত
জাত থাক। উচিত যে, যে গবর্নমেন্টের উপর
তৎকালে ভারতীয় বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন
এবং বাঁচাবিগের উপর ঐজিনতী মহাবাহী বিশ্বাস
স্থাপন করিয়াছিলেন বাস্তবিক ভারতীয় সেইরূপ
বিশ্বাস স্থাপনের যোগ্য কি না? এবং তৎকালিক
কথিত বিষয়ের সংশ্লিষ্ট কোন রাজকর্মচারী এখনও
আছে কি না? ইহা অবলাই জ্ঞাতবা যে এখানে
কিবা ভারতবর্ষে গবর্নমেন্টের উক্ত পক্ষ এরূপ
কোন ব্যক্তি ছিলেন কিবা আছেন কি না। আমি
আশ্চর্যবোধ নুনা এরূপ নীচ প্রকৃতির লোক যে
তিনি অন্যায়সেই এরূপ সভার এরূপ অজ্ঞেয়ী
নিখ্যা এবং জাল ডিসপ্যাচ ও রাজকর্মচারীর
বিরুদ্ধে এরূপ মত উপস্থিত করিতে পারেন, যিনি
কর্তব্য কার্যের অহরোধে আপন প্রাণ উৎসর্গ
করিয়াছেন। এমন কোন ব্যক্তির বিষয় চিন্তা
করুন যিনি এখন ভারতবর্ষে সরকারী কার্যে নিযুক্ত
আছেন—২। ৩ বৎসর পূর্বে এরূপ কোন বিপদ
সমুদয় পড়ে নিযুক্ত ছিলেন—চিন্তা করুন আবও
কলা বা আগত সম্ভাবে কিবা বৎসরের কোন
সময়ে যখন তিনি সেই দুঃস্থের মৃত্যুকর অস্থি
পুঞ্জ মিশাইবেন এবং তাহার ৬ মাস পরে গবর্ন-
মেন্টের উক্ত স্তানীর এরূপ মাননীয় লর্ড হারা
কিবা ভারত সেনাকর্মচারী বাবা এই গৃহের টেবিলে
তাহার লিখিত চিঠি বা ডিসপ্যাচ রাখত হইবেক,
বাহাতে লিখিত পত্র কাটা এবং বাবা লিখা হয়
নাই এরূপ পত্র পূরণ এবং এরূপ ব্যক্তি তাহাতে
সংযোগ হইবেক যে তাহার কথিত বিষয়ের
অর্থের সম্পূর্ণ নিপত্তী হইয়া হাঁড়াইবেক।
আমি ইহা অপেক্ষা তীক্ষ্ণ বা কটকর আর কিছুই
চিন্তা করিতে সক্ষম নহি। বাস্তবিক পক্ষে বাঁচা
অন্যদেশের পরিচর্যার্থে দূরদেশে অবস্থান করিতে-
ছেন তাহাদের পক্ষে ইহা অতীব দুঃখবহুরক।

ভ্রমণকারির পত্র

আমরা কয়েকদিন হইল আসাধ ভ্রমণ করিয়া
রাজপুরে আসিয়াছি। রাজপুর নগরী দুইতালে
বিতস্ত। পশ্চিমাংশে দাপ ও মদ্যবগল পূর্বাংশে
মাদিগঞ্জ, মদ্যবল বিরা বাম্পীচলকট প্রভৃতি
কার টেবল হইতে উত্তর ভাগেই দুই মাইলে
মদ্য দাপ দাপক কলে জেলার কর্তৃপক্ষবিগতি
বিচারাগার ও বাসভান ও তৎসংলগ্ন বাসভানটী
মদ্যবগল বলে। মাদিগঞ্জ পুরাতন নগরী রাজপুর
মদ্য পদ্যন বহুসংখ্যক স্থান। মদ্যকালে রাজপুর
কুচবিহার রাজ্যের অন্তর্গত ছিল সেই সময়ের
মাদিগঞ্জ নগর সংস্থাপিত দ্বিতীয়াধিকারের পত্র
ধাপে জেলা স্থাপন ও মদ্যবগলে নবীন নগর
স্থাপনাবধি মাদিগঞ্জের অবনতির স্থাপত্য।
যদিও মদ্যবগলে নব নগর হইয়াছে কিন্তু পূর্বে
হইতে কুটীরালগণের কুটী মাদিগঞ্জে থাকায় তাহারা
অন্যাপী মাদিগঞ্জেই আছেন। বড় বড় নগর
মাত্রই এইভাবে মদ্যবগল মদ্যবগল বাবুর কুটী
এখানে আছে কিন্তু তৎকাল রেলপথে বাণিজ্য
বিস্তার হওয়ার কুটীরালগণের কার্য ভাল চলি-
তেছে না।

জেলার মকদমার সংখ্যা ক্রমিক রূপে হই
তেছে, আমবা ৮১৯ নম্বর পূর্বে বিষয়কার্য উপস্থাপিত
রাজপুরে আসিয়া বাচা ঘোষণা গিয়াছিলেন, এখন
ভারতীয় সমস্তই তাহাদের লিখিত হইতেছে। মি-
থিলা গিয়াহর বলে মিবকর কুবকতনয়ে
কথকিৎ লিখিতে পড়িতে সক্ষম হইয়া মকদমার
জিলাজি সাধন করিতেছে কিন্তু তাহাদের উগ্রকি-
মূল কুসির কোন উৎকর্ষসাধন কবিবার চেষ্টা নাই।
চেষ্টা না থাকায় অশব কারণ এই যে বর্তমান
অল্প কর্ণেই প্রচুর শস্য প্রদান কারন, এক ইঞ্চি
প্রশস্ত লাভলেনব কণাগ এবেণে করণকার্য নির্ব-
হয়। আর এক বিশেষ দ্রব্যই এই ফাল্গুন, চৈ-
বৈশাখ মাসে বর্ষন না হইলেও আউস বাদে
আবাদের ক্ষতি হয় না। বাসুকাবর কুমি প্রায়
সবস থাকে তবে বাস্ত কুমিলার সবর জৈ-
আব. কে বহি জল না পার তাহা হইলে শুভ হুই-
যা। ন মাপকর আউস জৈ। হৈনজিকও
নহে ইহা ছাড়া গুরু পরিমাণে পাট উৎপাদ
রাবলসা সামান্য রকম সকল প্রকার
ভাষাকর ও উকুর আবাব মজ হয় না, তৎসংলগ্ন
যেবা এই রাজপুর ও কুচবিহার হইতে হুরটর
বহুতর ত মাক লইয়া য.ন। তির দেশে রতাবী
উপযোগী আমর আশ্রয় হানে স্থানে দুই হয়।

এখানেই শুট প্রস্তুত করিয়া বিদেশে পাঠাইয়া থাকে। অত্র কাঁচাল প্রস্তুতি বঙ্গদেশীয় সকল কার্যক্ষেত্রেই চলিত। বিশেষ অত্র কাঁচাল অপরিমিত, কাঁচাল "সজ্জিয়া" খাড়া বারনাস পাওয়া যায়। চর মৎস্যের কয়েকদিন থাকিত এখানে আসিয়া অবধি আবারা প্রায়ই শুপক কাঁচাল খাইতেছি। কয়েকবৎসর ধাবৎ গোল আলুর আবাদেব জরাজীর্ণ হইতেছে। একদা বাজার একপয়সা সের আলু বিক্রয় হইত, সেরিয়ার বিশিষ্টরূপ আবাদ হইয়া বিদেশে প্রেরিত হয়, সর্বপ টৈল অতি উত্তম এখানে সকল সময় জরাজীর্ণ করিতে পাওয়া যায়।

নোটে'র উপর বলিতে হইলে রক্তপূরের প্রকার অবস্থা ভাল প্রায়ই অস্বস্তিকর আছে। কিন্তু আত্মজালনয় তৎপূর্ব, পোকা আমকটা ভাল হইয়াছে বোধ হয় জলে অশুবিধা ও অধিক বীজের আবাদ বশতঃ এরূপ ঘটে। পুষ্করিণী দীর্ঘ কি মলো প্রায়ই নাই, কেবল মাত্র ত্রিভাঙ্গা নদী আছে। অতি অল্প মৃত্তিকা উত্তোলন করিলেই ফুরাতে জল পাওয়া যায়। ইহা'ব কারণ পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি এখানে ভূমি অতিশয় সরস। এই অধিক সরস তাই অশ্রাব্যের অন্যতম কারণ কেননা প্রায়ই কেহ মৃত্তিকায় শয়ন করিতে পারে না। গরিব লোকের তজ্জা'পায় ইহা'দি শুভ্রের সংস্থান নাই। একারণ বীজের নির্দিষ্ট মাচায় সকল শয়ন করে। বীজ এতি পল্লীর প্রতিগামীয়ার তজ্জাসন বাজী ও বাগান খাটী সকল মলেই বীজ পাওয়া যায়। আবার ইহা'ও বিবেচনা করিতে হয় যে বীজের আবাদ এখানে অধিক না হইলেই বা চলে কই। গৃহের চালেভো লাগেই ত শুষ্ক বালি জমিতে মাটির দেওয়াল হয় না। কাজেই বীজের বরনার বেড়াই ছোট বড় সকল লোকের গৃহের আবর্তন। বীজের মাচায় শয়ন, বীজের জালে রক্তন, ববিও অন্য বৃক্ষ বহুতর আছে তাহা কাটিতে কষ্ট বলিয়া বীজ হাতাই পাককার্য্য সমাধা হয়, ইহা'ত্তি বীজের চটী তুলিয়া সপ, চৌকি কেয়ারা হয়। টৈল শুভ্র মাপ-বাব পোরা চটীক প্রকৃতি বীজের চোং দ্বারা নির্মিত হয়, অনেক গরিব গৃহস্থে বীজের চোংই জলাধার। এখানে প্রায়ই ১-২ প্রস্থ ৩ কবিত পাঠে না, কলিকাতা প্রকৃতি ১২ প্রস্থের আমদানী হুটে দেশের বায় নির্মাণ হয়, হুট ববিও পাওয়া যায় মূল্য অধিক প্রায় হয় পয়সা সেরের কম। পাওয়া যায় না বরং বেশী লাগে।

জননঃ

সংবাদদাতার পত্র ।

নিম্ন আশান ।

নিম্ন আশানের মধ্যে দু'বড়ি জেলার অন্তর্গত বিলাশীপাড়া একটি জমিদারের শাসনান ৩০০ বর্গ মাঝগণ চৌরুদী পরগণে চাপড়ের কুমাধিকারী ছিলেন, তাত্তীত রাড়ি জেবী ব্রাহ্মণ, তিনি অত্যন্ত দয়ালু, সংগঠন, সংসত্তাবের লোক ছিলেন।

বিগত ১২৮৮ সালের চৈত্র মাসে তিনি পরলোক প্রাপ্ত হন, তিনি একটি সাহায্যকৃত বঙ্গবিদ্যালয়ও একটি পোষ্টফিস স্থাপন করিয়া সাধারণ ভিত্তিকর কার্য্য করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। একদা তাঁহার দুই বিধবা স্ত্রী মাতঙ্গিনী দেবী চৌরুদী ও সারদা প্রমত্তা দেবী চৌরুদী জমিদার মহোদয়ের উত্তরে একা হইয়া হুটার রূপে জমিদারী কার্য্য চালাইতেছেন, তাঁহাদের দয়ালু ও দাম্পন্যতা গুণ বর্ণেই আছে।

কতিপয় দিবস হইল এখানে ও ওলাউঠার অত্যন্ত গুরুত্ব উপস্থিত হইয়া চিকিৎসক অভাবে অনেক লোকের জীবন মর্ড হইতেছে। সময় সময় নানা গকার সংক্রামক রোগ উপস্থিত হইয়া কত লোকের জীবন মর্ড হয় তাহা বলা যায় না। এই স্থানে কোন চিকিৎসক নাই ও চিকিৎসাগর নাই, জমিদার মহোদয় দয় প্রকৃতি বিশেষ কোন মৃতি করিতেছেন না, যেমন ৩ জনিয়ার মহাশয় লোকের হিতকর কার্য্য করিয়াছেন সেইরূপ তিনি একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া সর্ব সাধারণের জীবন রক্ষার উপায় করিয়া চিরস্মরণীয় হন। বোধ হয় জমিদার মহোদয় দয় সত্তরেই এই সংকার্য্যটির প্রতি হস্তক্ষেপ করিবেন এই আশা-বের আশা ও প্রার্থনা।

ববিও তাঁহাদের জমিদারিতে একজন বেতনভোগী শাস্ত্রীক চিকিৎসক আছে তাহা দ্বারা সর্বসাধারণের বিশেষ কি উপকার হইতেছে তাহা আবার কিছুই দেখিতেছি না।

আশানের অযোগ্য দেওয়ান মহাশয়ের লোকের হিতকর কার্য্যের প্রতি মনোযোগ আছে অতএব তিনি পরলোকগত কীর্তিনারায়ণ চৌরুদী মহোদয়ের বর্ণিত মহোদয়াদিগকে উৎসাহিত করিয়া অবিলম্বে বাজাতে এই কার্য্যটি শীঘ্র সম্পন্ন হইতে পারে তৎপ্রতি বিশেষ চেষ্টা হইয়া সকল সাধারণের নিকট ধন্যদানের পাত্র হন এইই আশাবের বাহা।

বিজ্ঞাপন ।

অষ্ট বাতু নির্মিত অমোঘ "অনন্ত" ।

"অনন্ত" বাতু নির্মিত



পূর্ণচন্দ্র দাস ক নির্মিত ও কর্তৃ প্রকাশিত ।

৩৭ নং বেনেটোলা লেন পটলডাঙ্গা, - কলিকাতা।
এই "অনন্ত" জৈনক মহামহোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক আবিষ্কৃত। উক্ত মহাশয় আমাকে বিশেষ অমুগ্রহ পুরস্কার অষ্ট বাতু দ্বারা নির্মাণ, ও বিক্রয় তীর্থ গুণসংলগ্নকরণ প্রকৃতি কাজ লিখা কবাইয়াছেন। আমি এই সকল কার্য্য লিখা করিয়া, অষ্ট বাতুর দ্বারা কয়েকটি "অনন্ত" নির্মাণকরতঃ 'চর' বাধিগুণ কয়েকজন ব্যক্তিকে ধারণ করাইয়াছিলাম। তাহাতে তাঁহারা অতি অল্পকাল ধর্ম্মাশ্রমীর সমস্ত ব্যাধি বহুদা হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন, সেই ভবাই সাধারণের উপকারার্থে অমোঘের শুভ কামনার আশার এই অষ্ট বাতু নির্মিত "অনন্ত" প্রচার করিলাম।

এই "অনন্ত" স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র সীসা, রক্তা, লৌহ, পারদ, এই অষ্ট বাতু'ত নির্মিত হইয়া জনাবের তাত্ত বাতুর উপর অপর সাতটি বাতু নির্মিত হইয়াছে। এতদ্বারা এখন ভূতগণ ও ৬০ তরল পান্য স্থাপিত আছে, এতদ্বারা ই বিদ্রাভী কার্য্য উৎপাদন করিয়া অষ্ট বাতুর গুণ জনসাধারণের উপকার করতঃ সর্বসাধারণ ব্যাধি দিয়া পূর্বক ক্রমশঃ বেদা হুতি হইতে থাকে। এই "অনন্তকে" জীবন রক্ষার মূল্য ওষধি বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আমি যুক্তকণ্ঠে বিশ্বস্তর বলিতেছি যে এই সত্যসী প্রস্তুত আশার এই অষ্ট বাতু নির্মিত "অনন্ত" ধারণ করিলে পর পরীক্ষণীয় নানা প্রকার ব্যাধি, বিষণ ও ভবিষ্যৎ কোন ব্যাধি হওয়ার আশা। আর কাহারও করিয়া হইবে না।

ইহা ধারণ বাত, অরোগ, শীর্ণতা, বোধ্যাতু দুর্বলতা, রক্তাশায়, নিদ্রাশীনতা, পুরাতন রক্তপিত্ত, হাঁপানী, অর্শ্ব আশকান অর্শ্ব

লোকের খেঁচ পদ, গৃহিণী, কীট বাত, শাখক
এতদ্বারা রোগসমূহ আশ্রয়স্থল আবাদ
করা দিন দিন বেহেতর কাঙ্ক্ষিত করত শরীর
পুষ্টি করিতে থাকে।

আজ কাল নানাপ্রকার ঔষধি বায়ুনির্মিতকল
কর ও অম্লী ইত্যাদি বাত। সঠি বাতু নির্মিত
লিঙ্গ পচলিত হইতেছে তাহা বৈ হইতুর সভ্য
মানবা ভূমনা করিত চাহি না কিন্তু নবোদয় রত্ন
এ কাঁচ কয় করিয়েন না।

ছোট ও বড় প্রত্যেক "অনন্তর" মূল্য ২. ৫ জন
১ টাকা। প্যাকিং ও পোষ্টেজ ১ হইতে ৬ টাকা
১২ হইতে ১২ টাকা। আনন্ড অর্ডার পাইলে
১০ মূল্যের প্যাকিং মূল্য পাঠান হইবে। আর
বিশেষীয় মূল্যের প্যাকিং "অনন্তর" মূল্যের প্যাকিং
করিয়া ফলস্বিত মাপ পাঠাইয়া দিয়া বসিত করি
বেন এবং সকলের মনি ও ধান মালিকদের লিখিত
দিবেন।

৩ "অনন্তর" বেসকল কামেবাতু পণ্ডিত হই
গাছে তাহা এক একটা করিয়া মিলাইয়া লইবেন
এবং উক্ত সন্ন্যাসী আদেশমত প্রতি অন্যতর ও
পরিমার্জিত ফটোরির জল দিয়া ধোঁক করিয়া
হইবে।

— ৬৬ —

সুন্দর মূল্য অমূল্য গ্রন্থ একাল।

সরল পদ্ধতিমূল্য।

শ্রীমতঃগবত।

এখন শুধু হইতে কলম শুধু সম্পূর্ণ।

পঞ্চম সন্ধ্যা প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র পুস্তকের অগ্রিম মূল্য ডাকনামের সন্নি
কলিকাতা ও মঙ্গলময় সন্নি ৩) ৩০ টাকা
অগ্রিম মূল্য বা পাইলে পুস্তক প্রেরিত হয় না।

জীবিসিদ্ধিবিহারী খাঁদ।

২৫ ৬ কলিকাতা ১১৮ অপর চিহ্নিত রোড।

— ৬৭ —

PHARMACEUTICAL CHEMISTS,
PARIS RUE VIVIENNE, PARIS 8

একপাড়ার আটরাগাকারক গ্রিনস্ট্রি কোম্পা
নিব সিরফ অব হাটপোফসকাইট অব

লাইম।

এই ঔষধ ব্যবহারের সঠিক, কলি, রসনা, হৃৎ
পিণ্ডের পীড়া আশ্রয়স্থলে আয়োজ্য হয়। এই

ঔষধের উপকারিতা শক্তি বর্ধনে সর্বদানের সঠিক
কিংসকগণ উপরি উক্ত পীড়ার এই ঔষধ ব্যবস্থা
করিয়া থাকেন। রোগীগণ ইহা দ্বারা একত উপ-
কার লাভ করিয়াছেন।

এই সিরফ ব্যবহারে পীড়িত ব্যক্তির কলি ও
রাতিতে বেদন হয় অথবা বিবারণ হয় এবং তৎ-
যন্ত্রে সুখা হুতি হইয়া থাকে, বৈদিক উন্নতি বর্ধনে
ঔষধের উপকারিতা সগনান হয়। এই ঔষধ
মালবর্ণের গোলাকৃতি শিল্পিত তিতর থাকে।

ম্যাটিকো ক্যাপসিউলস এবং পিচকারী
দ্বিবার ঔষধ।

অবিখ্যাত চিকিৎসকগণ গ্রিনস্ট্রি ম্যাটিকো
নামক ঔষধ তরুণ ও পুরাতন রোগে ব্যবস্থা করেন।
কোমল বায়ক ঔষধের দ্বারা বিবিন্যজক মতে।
অল্প রোগে পিচকারি দ্বিবার ঔষধ এবং পুরাতন
রোগে ক্যাপসিউল ব্যবস্থা।

ডসার্টের সিরফ অব ল্যাকটো কসকাইট
অব লাইম।

এই ঔষধ সেবন করিলে শরীরে শক্ত ভন ও
বলবাস করে। ইহা সর্বদা জীবনের বিশেষ উপ-
কারী। ইহা শুধু বেহেতর সর্বদা হৃৎকর এবং
অহোর করিলে উত্তমরূপে পরিপাক হইয়া দেহকে
সুস্থ করে। আরোহের সন্নিহিত কসকাইট অব লাইম
হাস্যকর এই ঔষধ কাহারো সেবন না করিলে
উত্তমরূপে আশ্রয় হইতে থাকে। হৃৎকল হৃৎ
ও বেসকল বায়কের সঠিক কেন্দ্র ইহা তাহা-
হিগের বিশেষ উপকারী। ইহা দ্বারা হৃৎপাথা
বালকের দুইত জনহৃৎ পাঠে যে উত্তমরূপ হয়
স্বাভাৱ আয়োজ্য হয়।

গ্রিনস্ট্রি কোম্পানির ইণ্ডিয়ান সিগারেট।

এই সিগারেট ব্যবহারের হাঁপানী, দুইত কালী,
মল্য মূল্যবান, অরুচক, অকরোণ ও কপালের
স্বাভিক পীড়া ক্রমে শক্তি হইয়া থাকে।

Peptone Wine of Chapoteaut,

এখন জেনীর ঔষধ।

পারিশ।

ইহা দ্বারা রোগীর এবং সুস্থ লোকের স্বাস্থ্য
হুতি হয় অথচ পাকস্থলীর কোন ক্ষণ হয় না,
ইহা দ্বারা উক্ত লিঙ্কাত প্রকাশিত হইয়াছে।
ইহা শুধু হৃৎকল ও গোনামের কাথ আশ্রয়। ইহা
হইতে অজীর্ণ জনক সমুদয় অংশ ব্যতির করিয়া
লভ্য হইয়াছে। পাকস্থলীর যে কোন পীড়ার,

যুক্ত এবং উত্তমরূপে স্বাস্থ্য, কটন সর্বদা রোগ
অল্পত এনিমিয়া বোগে, ফোটক জ্বর বোর্ধনা,
বত রোগ আশ্রয় অর এবং সুস্থ রোগে উক্ত
বিশেষ উপকার জনক। কোমল কাথ কিহা
বীজী দ্বারা বায়ুনিগের উপকার হয় না তাহা
বিগার, সার্গার রোগীর এবং কালমাত্তর
পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারক এবং বলাধারক।
পেপেটোর মদ্য, হৃৎকল এবং বালক উত্তমরূপে পাক
প্রধান উপকারক। ইহা দ্বারা বায়ুনিগের স্তম্ভ
উৎকৃষ্টতা সাধন করে। ইহা সমুদয় ঔষধের
পাওয়া যায়।

— ৬৮ —

নিউ হোমিওপ্যাথিক হল

এস, বি, বিবাস এণ্ড কোং।

৪৭ নং সীতারাম বোমের স্ট্রীট কলিকাতা।

বিভাগ

টীটকা ঔষধ।

উত্তম উত্তম পুস্তক, পাকট কেন, বাবমিটাইর,
৩৩ শিল্পি বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক ঔষধসম্মত ১২
শিল্পি কর্ক, চানচা প্রভৃতি সমস্ত আবশ্যকীয় ত্রাণ
উৎকৃষ্ট, জার্মি ও অম্লবিশিষ্ট হইতে প্রস্তুত।
গৃহচিকিৎসার উপযোগী বাবতীর বাজালা পুস্তক
এখানে পাওয়া যায় এবং এখানে প্রধান সংবাদ-
পত্রের ও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা সন্নি-
লের বিশেষ প্রকাশিত "সম্পূর্ণ বিধান" হৃৎ বা
হোমিওপ্যাথিক কি?" নামক উৎকৃষ্ট পুস্তক
যা নিবেদন আনাদিগের নিকট ডাক মাধ্যমে
১১০ এক টাকা আর্থ আনাদিগের পাওয়া যায়।
এলাউচা ও গৃহ চিকিৎসার জ্ঞান সন্নি রকমের
ঔষধ পূর্ণ বাজ বিক্রয়ার সর্বদা প্রস্তুত থাকে।

কম্বক বৎসর হইতে শরীর বোগীর আয়োজ্য
দ্বারা বিশেষ পরীক্ষিত সর্বপ্রকার ম্যাগেরিয়া
স্বাভিক শান্তিকারক উৎকৃষ্ট হোমিওপ্যাথিক ঔষধ
ব্যবস্থাপত্রসহ ১৩০ মূল্য ১০ এবং বহুদ্রব্যপীড়ার
বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবস্থাপত্রসহ মূল্য
১৪০ বেড় টাকা ইহা কেবলই আনাদিগের দ্বারা
বিক্রীত হয়। ডাকের কলিবিদ প্রসিদ্ধ কপুত্রর
আবক ব্যবস্থাপত্রসহ মূল্য ১ আনাদিগের নিকট
পাইবেন।

যক্ষ্মালব অর বহুদ্রব্য সন্নি ডাকপেপেটোর
প্যারেল দ্বারা পীড় পাঠান হয়।

— ৬৯ —

হোমিওপ্যাথিক ড্রবখালয়।

বিশেষ ব্রহ্মব।

জি.এম. ডক্টর এণ্ড কোং।
 এখানে ক্রমাগত কয়েকখানি জাহাজ লগুন, সের্বিকা ও জর্জিগি, ডক্টরে ক্রিমিওপ্যাথিক বক্স, পুস্তক, ককশিপি ও ব্রহ্মদি আনীত হইয়া লগুন হুন্সে প্রক্রিয় হইতেছে। এলেনএনসাইক্লো-পিডিয়া বুল্য ১৮০ ছানিমান বোঃ পিউরা বুল্য ২৪ ভূতি বড় বড় পুস্তক পাওয়া যায়। বিলাতী ২০০ ১০ নাকারট ১৮০ নিয়জন ১০ এবং ২০০ ১৮০ হসাবে বিক্রয় হয়। ১২ শিলির ওলাউটার বাক্স পুস্তক ৪৪ এই ক্যান্ডরসহ ৫ ও সাধারণ চিকিৎসা পুস্তক সহ ২৪ শিলির ৮৪, ৩০ শিলির ১০১০ ০ শিলির ১৪,৪৪ শিলির বাহ্যিক ঔষধ সমস্ত ১৮ ২ শিলির বাহ্যিক ঔষধ সমস্ত ২৫, ১২০০ শিলির উৎকৃষ্ট বাক্স পুস্তক ও ঔষধিটার সহ ৮০ ঔষধি- ৪১০ ও ৫ (ক্যাটেলগ বিতরণীর) (সমস্ত বাক্সব- ৪১০ পুস্তক ও যেটা চালিবার বাক্স পাওয়া যায়) কামা ১১৭ নং ক্রমাজারটীট, কলিকাতা।

জি.জানকীনাথ ডক্টর এণ্ড কোং।

—৩৩—
১৮৭৪ অব্দে স্থাপিত।

শরচ্চন্দ্র দত্ত এণ্ড কোং।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ
প্রস্তুতকারী।

কলিকাতা মহা মেসার এবং হোমিওপ্যাথিক ঔষধবিগেব নিকট হইতে ঔষধের উৎকৃষ্টতা আছে। এলং গাপত্র পাউরাছেন।

মূল্য স্থলত।

ওলাউটা চিকিৎসার ১২ শিলি ব্যবস্থা ও কপু- ৪৪ আশক সহ ৫ টাকা।

গুহ-চিকিৎসার ২৪ শিলির বাক্স ব্যবস্থা পুস্তক সহ ৮ টাকা, ২ শিলির বাক্স ১০ টাকা।

সাধারণ চিকিৎসার ৫১ শিলি ঔষধের বাক্স সহ ১৮ টাকা।

ভাতারবিগেব উৎকৃষ্ট বাক্স ২৫ টাকা, সম্পূর্ণ ঔষধপূর্ণ বাক্স ৫০ টাকা।

ইংরাজী বাজালা সচিত্র মূল্যনিরূপণপত্র দেখা হুন্সে আগুণ। ঠিকানা ৫৫ নং কলকাতা টি ৫৭৭।

—৩৩—

সোমপ্রকাশ নামে ইংরাজী ও বাজালা মানা প্রকার ভবণবাক্ত হইতে। নক্স হুন্সে অত্র সমস্তের মধ্যে স্ত্রীতন অক্ষরে চিত্রাকরূপে কাগজ সম্পন্ন করিয়া দেওয়া যাই।

মহাশয়ের যেসকল গ্রাহক কলিকাতার অগসিনেন এবং সহরের যেসকল গ্রাহক সোমপ্রকাশের মূল্য হস্তদিতে টিচ্চাকরেন, বাজারা ১৭ নং কলেজ ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে দিয়া রসিদ লভবেন। মনি অর্ডার করিয়া ডিপজিটারীতে পাঠা- যার প্রয়োজন নাই। মনি অর্ডার কার্য্যা- লয়ের ঠিকানায় পাঠাইবেন।

অন্যের বন ক্রমবাস পানের অরবার্ণ শিকক পণ্ডিত ও ছাত্রদিগের জন্য ডাক বাতল সমস্ত ৩০ টাকা, সোমপ্রকাশের মূল্য নির্ধারিত হইয়াছে।

বিজ্ঞাপননাত্যজিগের প্রতি।

আমরা বিদ্যে সভ্যকারে সাধারণকে জাহাই- তেছি, বাহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাজা করিবেন তাহারা সোমপ্রকাশের পক্ষি গণিতা বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। এখন তিনবার প্রতি পক্ষি ৮০ আনা, তাহার পর ৮০ আনা। ইংরাজী অক্ষরে একাশ হইলে ৮১০ করিয়া নাইন প্রতি বার বরা হইবে।

যেসকল কর্মখানির বিজ্ঞাপন আনাবিগেব নিকট আনিবে, তাহা এখন একবার বিমাদুন্সে প্রচারিত হইবে। তাহার পর বিবদাহসারে মূল্য লগুনা হইবে।

—৩৩—

ঐক্যুত বারজানাথ বিদ্যাকৃষণ প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি নিম্নলিখিত মূল্যে ও ডাকমাত্রে কলিকাতা ১৭ নং কলেজ ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে পাওয়া যায়।

উপদেশমালা	মূল্য	ডাকমাত্র
১ ন ভাগ	৮০	১০
২ ন ভাগ	৮০	১০
নীতিসার।		
১ ন ভাগ	৮০	১০

২ ন ভাগ	৮০	
৩ ন ভাগ	৮০	১০
বিশেষের বিলাপ	১০	১০

করখানি একত্র লটলে সমুদারে ডাক মাত্র ৮১০ লাগিবে।

ক্রীড়াপত্রকুমার চক্রবর্তী।

সোমপ্রকাশ ১৮ ৮১৭ ৩৮৫ টি
বিশেষ ২৮৪

সদর্থপক্ষে সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য ১৮ ৮১৭ ৩৮৫ টাকায় লবেত যাকি ১০ টাকা এবং বাজানিক ৫১০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাকমাত্র সমস্ত ৮১০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক বৈমাসিক বা মাসিকের মিরব নাই। শিকক ও ছাত্রদিগের জন্য ডাক বাতল সমস্ত ৩০ টাকা দিব কব হইয়াছে।

অগ্রিম মূল্য না পাউলে মাসিক সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। বাজারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন। তাহারা মনি অর্ডার দিয়া মনি অর্ডার কলিকাতার বাকিণ সোমপ্রকাশের ডাকমাত্রে ঐক্যুত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্তীর দ্বায়ে নোট, তালি বরাড চিঠি, মনি অর্ডার ইত্যাদি অস্বতব বাজাতে বাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্ড আবার অধিক মূল্য টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য মিলেবেত হইবার পূর্বে কেহ সোমপ্রকাশ প্রেরণে অমিত্রক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

বাজারা মাহুল বা দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন তাহা বিগেব সেই পত্রাদি প্রেরণ করা হইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাহাকে এখন তিন বার প্রতি পক্ষি ৮০ হই আনা তাহার পর ৮০ এক আনা দিতে হইবে। কেবল ইংরাজী অক্ষরে প্রতি বার ৮১০ করিয়া লাইন বরা হইবে।

প্রেরিত, সংবাদপত্র, অসমর্থকারীর পত্র ও প্রাপ্তি যেসকল বিদ্যে বাজা হইতে একাশ জর আইসে তাহার মতাবত বা কোমটী আইন বিক্রত বা সস্তা এবং সস্তা মিথ্যা বিবেচনা বিদ্যে সম্পাদক, প্রিটার বা অপরাইটার দায়ী নহেন।

এই পত্র কলিকাতার বাকিণ সোমপ্রকাশের ডাক হইয়া চাহড়িপোতা সোমপ্রকাশ মত ঐক্যুত বা প্রিয়ারাথ চক্রবর্তীর দ্বারা প্রতি সোমপ্রকাশ প্রেরণে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

• **संस्कृत-शिक्षण-पद्धति** ।

১৯৪৬-৪৭ } ১. জাতিসংঘের ন্যায়তম শক্তির
 ১৯৪৭-৪৮ } ২. জাতিসংঘের ন্যায়তম শক্তির
 ১৯৪৮-৪৯ } ৩. জাতিসংঘের ন্যায়তম শক্তির

১০০ আনা ডাক বরতা ১০ আনা
POWELL PILLS (কোলেস্ট্রল পিউ) ১০
 বাবুদেব, কলকাতা-১০ কোলেস্ট্রল পিউ
 কলকাতা-১০ বাবুদেব, কলকাতা-১০
 — ১০০ আনা ডাক বরতা ১০ আনা

[illegible]

১. শান্তি। ১২

এই “হজবি গুলী” ব্যবহারে অনেক বিশেষ
 পুরাতন অজীর্ণ, অগ্নিদগ্ধ, অসুস্থ, দুঃখালাগত
 কষ্টভারক রোগ অশ্ববিদের মধ্যে আবাদ হয়।
 এরূপ দেখা গিয়াছে যে ঐক রোগাক্রান্ত ব্যক্তি
 সকল প্রকার চেষ্টা করিয়া কিছুতেই উপকার না
 পাইয়া শেষে এই “হজবি গুলী” সেব্য করিয়া—

এই দ্বন্দ্বময় অর্থশাস্ত্রের সকল প্রকার ভোমি-
শাস্ত্রিক অর্থ, ঈর্ষ, হিংসা, বাজনা ও ইংবা-
পুত্রস্বামী এবং চিকিৎসাপ্রদানী প্রভৃতি অর্থ।

—●●—

—●—

— 222 —

—●—

দেশের লোকের অভাব কি ঐকেন্দ্রিক আইন
 ফেরা দুই চারি দিন তারতবর্ষে ব্যক্তিগত কখন
 তাহা জামিনে পাবেন না। জামিনার মিনিম
 টাছারা ততদূর ব্যঞ্জন যথেন। কখনও বানড
 পক্ষ সত্য কোন ঐকেন্দ্রিক সত্যকে নিজে গিয়া
 পল্লিগ্রাম সকলের অবস্থা তদন্ত করিতে দেখা না
 যাই। বরিত্ত মোকে টাছারের নিকট কো
 আবেদন করিতেও সাহস করে না। করিলে
 তাহা সকল সময়ে গ্রাফা বইতে দেখা যায় না
 তবে আইনের বীজ কল্পে জায়ে। ফরত কো
 দেশভাগী খেতকার গবর্ণমেন্টের নিকট মো
 পেন্সন পাইয়া বহুদিনের পর তারতবর্ষে
 যাক্ত ও তরিত ক্ষেতের মায়া ছাড়িয়া বৃদ্ধ বয়সে
 আর বিনামিহি ইংলণ্ডে পদার্পণ করিতে চাহে
 না। বহুদিনের উপার্জিত প্রচুত অর্থ তাহাও
 তালুক মূলুক ক্রয় করিয়া বিলাস ভগ্ন নিৰ্ণ

হক্ক এতে করণী যন্ত্র ব্যবহার করে করিয়া দেওয়াই
হাদ অব কমান কার্যে প্রযুক্ত হইবে, যেজন জীপ
নির বাগডাচর ব্রণ সমস্ত যা কর্তাইয়া এই প্রথম
বয় লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া 'সেলেক্ট
সিক ও সাধারণত ব্যবহার্য্যক সমস্ত জীপসমূহ হাটের
মুক্ত হইয়া যথেষ্টাচারে হস্ত হইতে মুক্তি লাভ
কর।

— 22 —

আদালতের সমন নোদ্বিগ্ন ও
বিলম্বিত ইচ্ছাচারে কার্য।

আলাদাও সময় বাবিলের পর হইতে কত
ন কত সময় ক'র কার্যের কতি করিয়া
সময়তাকে পেরানো হইলিয়ার বাটতে বসিয়া
কিতে হয়। কাছাকেও বা বরত পত্র করিয়া
সময়বহির ভক্ত অল্প লোক নিযুক্ত করিয়া
থিতে হয়। কোমও সমন্বিত বিলম্ব জারের
হরোবে গৃহে থাকিতে বা পারিলে নিজের কোম
স্বীয়কে অহরোহ করিয়া উত্তার দ্বার উপর
ভর করিয়া থাকেন। যেদিন সময় আসিবে
সময় যদি দুরন্তকর্তার সময়কর্তা গৃহ বা
কেম, অথবা উত্তার নিযুক্ত ব্যক্তি অপরো
কর্ত সময় জারি করাইতে যথোপায়ী না হন
বে পোতাষ জারি না করিয়া কিরিতা যায়—সময়
পারির জন্ত অভিযোক্তা বা অভিযুক্ত ষড়ির সকল
রুচ পত্র বার্ষ হয়। যদি পূবরায় সময় করিবার
ন অধিক না থাকে তবে দরত উত্তারের এককথা
ফল চইয়া যায়। বিসমবহির জন্ত যে কাছা
ও উপস্থিতির প্রয়োজন হয় জেদীর লোকের
যে অনেকই তাহা বা জামিতে পারিয়া রাজ-
রে বখেট কতিপ্রস্তু হয়, ও বিদ্যন বিপাতি
টাইয়া নিজের সর্বমাম করিয়া কেলে। যদি
পাক্রমে জারিআরী অথবা উত্তার নিযুক্ত ব্যক্তি
পরাবার আগমনের দিন ঘরে থাকেন তবে পেরা
কে সন্তুষ্ট করা তার একটি সমস্যা। পেরা
ফলে ফলে মাজিষ্ট্রেটের কবতা প্রাপ্ত হয়।
অজেনীর লোকের ত কথাই নাই, তত্রলোক
গকেও জামিয়া ওমিরা বীর কার্যোত্তারের জন্ত
সময়তাকে বখেট হুব বিত্ত হয়। পদাভিকের
সমী অন্তত চারি আদ্য। সময় ও পার্জিবেচনার
বশনির হার অধিক হইয়া থাকে। ২।৩ টাকা,
কাছাও বা ৪ টাকা পর্যন্ত দিয়াও পদাভিকের
উপর উঠাইতে পারা যায় না। কলিকাতা ছোট
মহালতের পেরানরা কেহই এক টাকার দুই
সমী প্রাচ্য করেন না। আমরা কার্যের অহ-

সেবেদে কামিতে প্রারিত্বাহি ইত্যাদি ধর্ম্যে অবি-
 কাশনই সময় অথবা সৌভাগ্য জারীর সময় নিষ্ঠা
 রাখিতে সীদ্ধন করিয়া বাসিক ২২০ টাকার অধিক
 উপার্জন করে। 'কেব' যদি 'হুজি' ও 'আইন-
 বিগতি'ও কার্য বলিয়া পোস্তানার 'বর্মী' বা 'বর্ম-
 পোস্তান' ডাকার বিশেষকর সহিত 'বৌগ' করিয়া
 "মিসাববিবি" বর্ম মাই "কি" "টিকানা পাঠরা
 বেল মা" বলিয়া আদালতে গিয়া বিধা একি
 ভেটিট করে। যদি কাহারও মকদম "একতরকা"
 করিবার অভিলাষ থাকে তবে পোস্তানাকে দুই
 পাচ টাকা দিয়া কিসাইতা নিম্নে পোস্তান আদালত
 বর্মতা প্রতিষ্ঠা করিয়া একিভেটিট করে যে "সর্ব
 জারি সীতিনত হইয়াছে"।

শেঠাবার কলমে নবম বা দ্বাদশ জারি করিতে
বেওয়ার আদেশ দান। লোকের অধিক বাকী থাকে।
এক আদেশের বিচারার্থী হওয়া যথার্থ ন্যায়িক,
আবার উপর বসে শেঠাবার জমা এবং অত্যাচার
শেঠাবার অনবরতই অধিক সংঘটিত হইতেছে
তবেই যে আইনের এ ব্যবস্থা পরিবর্তন করা
মিতাক আদেশ জারিতে আর সম্ভব নাই।
আমরা পরে প্রকৃতির সচিত্র একমত হইয়া যদি
শেঠাবা জমা নবম ও দ্বাদশ জারি না করিয়া
আদেশের নবম ও দ্বাদশ রেজেষ্টারি করিয়া
প্রেরণ করিলে দ্বাদশ জারি নীচ হইবে, অধিক
বাকীর প্রত্যেকের বাকী। শেঠাবারের উৎ-
পত্তি নয়া করিয়া আদেশের আরও নতুন
প্রকারে প্রতিষ্ঠিত হইতে হয় না। বেওয়ারী
আদেশের উৎপত্তির অধিক বাকীর উপর নবম জারি
করিয়া হইলে একটুকু পরামর্শ শেঠাবার বেওয়ারী,
আবার উপর প্রত্যেকের জমা জারি আদেশ করিয়া
হিতে হয়। তাহা রেজেষ্টারি করিয়া নবম ও
দ্বাদশ জারিতে তার আদেশ অধিক বাকী হয় না।
নবম জারির শেঠাবার বেওয়ারী কর্তব্য। অত্যাচার
শেঠাবার কলমে দিলেই চলিতে পারে। যদি
উক্তি ব্যক্তি অথবা আহারের বাকীর অসম্মান
পাওর না-বাকী তবে ডাক শেঠাবা পোষ্টমাষ্টারের
মিকট হস্ত করিয়া নবমের পৃষ্ঠে কৈকিরত লিখিয়া
দিত্ত পাঠে। নবম বা দ্বাদশ জারি মিসানবিহি
বা করিয়া যদি রেজেষ্টারি করিয়া নবম লের তবে
প্রথম বিবরণ আইনেরও কোন ব্যাঘাত জন্মে না।
আমরা ব্যবস্থাপক সভার মিকট প্রার্থনা করি সভা
কার্যবিধি আইন ও বাজনার আইনে এই পরি-
বর্তন করিয়া আমাদের সমুদ্র অধিক নিয়ন্ত্রণ
করুন। নতুন বাজনার আইনে নবম রেজেষ্টারি
করিয়া দিবার বিধি আছে। তাহা বেঙ্গল গবর্ণ-

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

[illegible]

—•—

✓ বেঙ্গল ন্যাসন্যাল লীগ অর্থাৎ
বাঙালি দেশের স্বাধীন সম্মিলন সমিতি

পাঠক ! আজ আমরা এক সুজন্যকার জাতীয়
সম্মিলন সমিতির অনুষ্ঠানসম্বন্ধে জানি। আপন
দের দ্বারা উপস্থিত হইতেছি। এই সমিতির নাম
'বেঙ্গল ক্যান্টনমেন্ট লীগ।' সমস্ত আবিষ্কার ও উদ্ভাবন
ব্যাপ্তি প্রতিমিহিবন্ধনে আপনাদের সাধারণতঃ সমতা
রূপে প্রকাশ করিয়া আবিষ্কারের স্বাভাবিক অর্থ
সকল ক্রীকৃত করিবেন। সীমিত ভাষায়ই অল্প অল্প
একটি করিয়াছেন। আমরা এই সমিতির কয়েক
সংগত হইল। অল্প হইয়াছি, কিন্তু এবিধে আমরা
দের দ্বারা বক্তব্য/ভাষ্য একাধিককাল প্রকাশ করা
হই। বঙ্গের বেঙ্গল ক্যান্টনমেন্ট লীগের
ঠাকুর ইহার সভাপতিত্ব গ্রহণ করিয়াছেন—এই
বেঙ্গল বায়ু প্যারিমেটার লীগের সাধারণ, বায়ু হর্গ
চরণ লীগ, বিজ্ঞানবিদ সি. বেনার্সি প্রমুখ কলিকাতা
গণসভা সকল লে.কেই ইহার সভা জেনিটর
হইয়াছেন। শুধু যে সভার দ্বারা জীবনীশক্তি যে

[illegible][illegible]

আপনার মতে মনে। জন্ম মারক একত্বের বর্ষ।
লোকে যেমন বসন্তের পুষ্পের মত দেখিয়া আপন
করে থাকে। পূর্ব জন্মের জীবন চক্ষুর উপর
হইবে, সবে মনে। যেমনি আপনার জন্মের কমে
ততের সকার হয় পাঠে বসন্তে জন্মের আলোক
জানিয়া পড়ে। সীমের অতিক্রম হইবে পুষ্পের
যেবে জন্ম। জন্মের মত ও-যদি অতিক্রম
অতিক্রম যখন শিক্তের পরমাণু হইতে করিবার জন্য
উপবেশিত। ফলস্বরূপ জন্ম, সংগঠন করিতেছেন
যখন শিক্তের মত দেখিয়া আনন্দের মনে আপন-ও
অন্য-কর সকার হইবে। সীম অতিক্রম হইবে

[illegible]

କୃଷି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁମୁଖିନୀ କାଳରେ, ବାହାରେ
କୃଷି, ବାହାରେ, ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁମୁଖିନୀ କାଳରେ, ବାହାରେ
କୃଷି, ବାହାରେ, ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁମୁଖିନୀ କାଳରେ, ବାହାରେ

[illegible][illegible]

होय जायतायुक्त आहे म्हणजे नव्वद कायच निरा-
कार अतिशय जायत आहे अशी कथा समज ।

[illegible]

[illegible]

২৬" বার্লিন। প্রচার উদ্ভিদ। এইরূপে এতদ্ব্যতীত
কোন কার্য করিলেও বন পাওয়া যাইবে না। উক্ত
শিল্পে এলাকাবিশেষ, পল্লীভেদে জোড়ার, বোঝাই
বাজার, এই সমস্তের প্রেরণ করিয়া যাওয়াতে
এইরূপে এইরূপ এক প্রকার অত্যন্ত প্রতিমিতি
প্রদান করা হয়। অত্যাশঙ্কিত করা যায়।
সামান্যের প্রত্যেক কার্যেই এই সকল দেশের
প্রভুত্ব না চাছিলে চলিত না। যদি হিন্দুর
জীবন গঠিত করিবার আবশ্যক হয় তবে
সামান্যের সহায়তা করা আবশ্যিক। অত্যাশঙ্কিত
করা যায় ও উদ্ভিদীয় বাজারীকে সকল কার্যেই
ব্যবহৃত করিতে হইবে। সকলেই একতান্বে
করিতে অত্যন্ত ইচ্ছা প্রকাশের কথা
বর্ণনা করিবেন। মদীয় জীবন সামান্যের বড় আশঙ্কিত
করা যায় ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া দেশের
প্রভুত্ব করিয়া।

শ্রুতক সমালোচনা ।

আমি ভব, মর্মান্বিত কল্পিত—আমরা এই
 পুস্তক পাঠে গিয়েছি যেখানে আমরা
 ইচ্ছা করে যে বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল যে
 নবীন অতীতের জন্ম। অতীত কি এবং উদ্ভাস
 কি এবং এ সমস্ত পুস্তক, জীবন ও ব্যক্তি-
 করা বাহ্যিক পরিণামের প্রকাশের সেই কলি
 যতি সরল ভাষায় সাধারণের প্রাথমিক কলি
 প্রকাশ পাঠ্যক্রমে, এবং আশঙ্কিত সকল ও উদ্ভাস
 ছেন। আত্মীয় প্রতিভার মতো কলি সাহিত্য
 মার। কেহই অতীতের জন্ম মিলিত। উদ্ভাস
 করেন নাই। যেহেতু অতীতের মতো। তাহি-
 করা অতীতের জন্মের অতীত মিলিত। মর্মান্বিত
 গাঢ়। এই সকল বিশ্ব অতীতের জন্মের জন্ম
 পাঠ্যক্রমে। যেসকল মুক্তি অবলম্বন করিয়াছেন
 সেই কলি বিশেষ মতো বুঝাইবার জন্য প্রকাশ
 পাঠ্যক্রমে। বর্তমানের জন্ম, জন্ম ও কলিগত অতীত

[illegible]

How to introduce national technical education in India—by Dinash. Ardeshr teljarkhan—Bombay.

[illegible]

'জিৎ' এখানে ডিগ ডিগ জাতীয় বিজ্ঞানকে
 'জিৎ' করি উচিত। যানবাহনের ব্যবহার
 বিবেচনা করি তাহাকে সেই বিবেচনা ব্যবস্থা
 হইতে দেওয়া কর্তব্য। যন্ত্রের বিকল্পে যে বিদ্যা
 শিক্ষা করা উচিত তাহা কেন তাহা বৈজ্ঞানিক
 সূত্র ও প্রমাণের সহিত ইচ্ছা করে আর অগ্রসর
 গমনে নাই। তাই আমরা লোকের সচিত্র এবং
 'জিৎ' বসি 'জিৎ'সঙ্গে ভারতে কার্যকর বিদ্যা
 শিক্ষা দিবার কোন ব্যবস্থা করিয়া নিউন। এক
 কথার আমরা তাহার সহিত একনঃ তহ
 পারিভাষিক। তিনি বলেন যানবাহনকে প্র
 হইতেই 'জিৎ'সঙ্গে 'জিৎ'সঙ্গে 'জিৎ'সঙ্গে
 কার্যে বিবৃত করিয়া দেওয়া উচিত। আমরা
 এখনে কিকিৎ সাধারণ শিক্ষার প্রয়োজন। অ
 মের দেশে অস্তিত্ব জাতীয়তা পরীক্ষার পাঠ্য পু
 কোবি সমাপন করিয়া কার্য কর বিদ্যালয়
 প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। আর সকল বিষয়েই উ
 সহিত আমের, মহাপ্রকৃতির ক্ষেত্র। লোক এ
 উদ্যমে সকল কাম হইতে প্রসক্ত জরতর লী উ
 নিকট উপস্থিত হইবে। তিনি ঘোষাই অক
 একজন হলেখক বলিয়া ব্যাখ্য। আমরা ও তা
 প্রণীত কএক খানি পুস্তক পাঠ করিয়া তা
 অনেক হিতৈষিতার যথেষ্ট পরিচয় পাইরাছি। ই
 কাটিওয়ার রাজগণের রাজধানী সভার সম্পাদক
 এবং হুইচুয়ার রাজ্যের রাজকীয় নিউনিসিপা
 কমিসনার।

ইউরোপীয় নবচার।

লক্ষ্য ১৫ই এপ্রেল—১৯৬৫ সালে সার্বভৌম স্বাধীনতা
 অর্জনের প্রতিশ্রুতির কথা। একটি মহতী সত্য। চট্টগ্রাম
 সড়ক জেবীর লোকেরা সেই সত্যের উপর দৃষ্টি স্থাপন। লক্ষ্য
 বারি বঙ্গের স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতির বিপরীত দিক। লক্ষ্য
 পড়া। উদ্ভা পাল হইলে সড়ক সার্বভৌম স্বাধীনতা
 পাইবে।

ବ୍ୟବସାୟିନୀମାନଙ୍କ ୩୫ଟି ଏପେକ୍ଷା—ଦୁଇଟି ବାହ୍ୟବର୍ତ୍ତକଙ୍କ ଆସୁଥିବା
 ଚାହିଦାହେଲେ ସେ ଦୁଇଟି ଉପନାମରେ ଉପ ଛାଡ଼ି ଗମତ୍ରୀ ମଧୁର ବଳମୁକ୍ତ
 ଶ୍ରୀମତେ ଆମ୍ଭ କାମ କରାମ ।

জুন ১৫ই এপ্রেল—রাতিব সচিব কমা রাটে মহাসভায়
আর বার বিবরণী উপস্থিত করেন। গত এপ্রেল ৮২৫৬২,৫
পাউণ্ড আর ৬ ২২,৫৫০,০০০ ব্যয় হইতাহল। আগামী এপ্রেল
আর ৮২,৮৭৫,০০০ পাউণ্ড ও ব্যয় ৯০,৫৩৭,৫০০ পাউণ্ড অল্প
করা হইতাহে। ইহা হইতে আর অল্পম'অপেক্ষা ১,০০০
পাউণ্ড কম হইতাহল। কন সোথের টাকা হইতে এই অ
আয়ের মধ্যে ৮০০,০০০ পাউণ্ড পূরণ করা হইবে।

ତ୍ରାକାମି ୧୫ଟି ଏପେକ୍ସ—ଏକାଦଶ ଡିଗ୍ରୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା
 ଲକ୍ଷ୍ୟ ୧୫ଟି ଏପେକ୍ସ—ଅନ୍ୟ ଡିଗ୍ରୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା

আমরিকার কলে' গাজিবাঈন কার্য চলি-
তেছে !

આવશ્યકતાનો આગ્રહ કરી રાજીનામું આપીને સરકારને
જવાબી મિત્ર બનવાનો આગ્રહ કર્યો. ૧૨ ફેબ્રુઆરી
૧૯૬૭ ૨. આ દેશના નવા નેતાઓએ રાજીનામું આપીને સરકાર
વિરુદ્ધ ઉદ્દેશ્ય કર્યો અને સરકારને કહ્યું કે.

আমরা কলিকাতার সমস্ত তিনশতেরও বেশী
 ভাণ্ডার পুখুর • ভিঠাঘরক বিজ্ঞানসম্মত ভাবে
 বোঝাইয়া । এই ভাণ্ডার এনার রীতিমত খোঁজ
 পোহুরী, জীবন্ত মনুষ্যবোঁ মস্তকবোঁ দেবী, রাজা
 প্রজা হুঃ বেব মাতাঃর জিকতি খাওমোলা যহ
 ক্রি মতাতঃবীকৃত করিয়াগম । তই বোঁক
 মারতক মজাপতি করা হইয়াহ । মজা
 হুত পুরাণাধি বর্ষ পুতক মজা একাধিত হইয়া
 মজরম করা হইয়া । আমরা এই ভাণ্ডার মজিত
 মজা মজাপতি মজা মজি ।

ମାର୍ଗ ଟି ବାର୍ଦ୍ଧବ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଏକଜି ବିହାଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ
ହେବ । କେଜାର୍ସି ପାର୍ଜିକା ସମିତିର ମାଧ୍ୟମ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସେ
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝା କରୁଅଛି ।

১৯৮২ অক্টোবর ১৯ই আগস্ট বাংলাদেশে একটি
মহা একত্রিত হিন্দু আন্দোলনের মনোভূমি
সমন্বয়মিষ্টমত অষ্ট প্রকটী বাংলাদেশি বর্ষ। এই
আন্দোলন মনোভূমি বাঁধিয়া কঠোর মনোভূমি হিন্দু
আন্দোলন মনোভূমি মনোভূমি মনোভূমি মনোভূমি

[illegible]

গত ২২ই এপ্রেল খারিজিগিএ সভাসক বহু স্থিতি
বিল প. ৫ হইয়াছে । এ কি প্রোটেক্ট 'সাব্য-
বের' সভ্যবনা ?

যখন রাত্রিটা গেল তখনে আর একটা ভয়ানক
জলগের সজাচার বলিয়াছে। একদম পত্রাক
বাহ বাতী ধরকতা গইলা কল্যকে তেঁবনের
লোকসিদেরের করে রাখিল তেঁবনের কল্যা
রিভেছিলা। ইতিমধ্যে ট্রাকিঙ্ ইন্সপেক্টর
হেবের একজন কামনায়া আলিলা কল্যাণকে
বলত্যাচিত থাকে নূহ হইতে বাহির হইতা
ইতে বলে। বিবাহকাজিগর আলিলা সালতি
রার কামনায়া আরও বক্তা সুপিত
কিয়া সলেন—এ সব কল্যাণকরকিদের জন্ম
কল্যাণকিদের জন্ম হইছে। সালতিক “ইউরোপীয়ের
কল্যাণ” বলিয়া কল্যাণের গায়ে কল্যাণ কল্যাণ ছিল না
কল্যাণ লোকগণ কল্যাণকল্যাণে বলিলেন যে কল্যাণ
কল্যাণ কল্যাণ কল্যাণ কল্যাণ কল্যাণ কল্যাণ কল্যাণ
কল্যাণ কল্যাণ কল্যাণ কল্যাণ কল্যাণ কল্যাণ কল্যাণ কল্যাণ

[illegible]

চার্টার্ডে কলকাতা নগরী একই ভাবে
একটি সভা করিয়াছেন। সভার উদ্দেশ্য অধিক
বাঁকাবার বহু কথা। কখন কখনও বুঝে একটি
মিলাতু কথা খাতির হইলে অমনি তাঁতাকে
প্রত্যেক কথার এক শ্রেণিকরিয়া দণ্ড দিতে হইবে,
ও সেই টাকা সভার উদ্দেশ্যে খরচা থাকিবে।

ବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ମତାମତ ଅନୁଯାୟୀ ଗିନୀଟର ସେବା ଆମି-
ନାଟ୍ସ । ଇହାଟେ ବିଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ଆମିନାଟ୍ସ କଥା ହିଲ
କେନ୍ ଆମିନାଟ୍ସ ବା ଇହାଟେ ନକଲେମାନେ ତିଆରି କାରଣ
ହୁଏ ।

ইংলণ্ডে নিউলিবিয়া নামক গ্রামে একজন
খ্রিস্টানক কন্যাগণের জন্মজন্য আদৌতক পিতা
বাওলাইয়া বাড়িরদ্বারা পুনর্জন্মে ও অধর্ম থাকিয়া
দেখান্যক্তি করিবীর এই মত উপায় করে ।

কোমারুল আশে তাঁহার জ্বর ভাঙি বৈধব্যার
আশতার জীবনব্যভূতই একাকলীর সংস্থান করিতে
হেন। তাঁহার অবস্থানমে জ্বর বা-গত স্নেহ বা
স্নেহ মেজবা মেজবাব্য আশে তাঁহার জীবনী সিংহরা
পুতলাকারে একাধে করিয়াছেন। পুতলাকার
হুলা। অথবা সংস্করণে ৩০০০০ পাউন্ডের সংস্থান
হইয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণে ১০০০০ পাউন্ড
পাইবার আশা আছে। পুতলা সিংহরা এতটাকা
কোঁই কখন পাশে নাই।

বিশ্ব পেরিট্রিষ্ট বলের লক্ষ ভবনটি উত্তর
পশ্চিমাত্মনের কয়েকটি গণপরিষে কাশেম উঠা-
ইয়া বিবরণ দেওয়া আছে। অবশেষে এইরূপেই
কি গণপরিষে কয়েকটি করিবার দেওয়া ?

মিডিয়া ফিলিট্রী বেলেটে বঙ্গের বঙ্গবন্ধু
 জাতির হৃদয় ইংরাজের কথায় বিলাস করিয়া
 ইংরাজ নীতির আশ্রিত চার না। তাহার মনে
 ভেগুট কবিরের উক্তের কবিরের আশ্রিত হই-
 তকে যদি অভিযুক্ত করি তাহা হইলে বিকট রূপে
 তবেই তাহার নিকর জন্য ইংরাজের রাজ্য

ଆସିଲୁ ନୀତି । ଅନୁଗାଧାର ଦିକଟ ୭ ମୁଖ
ହରାଜ ମାରିଲେ ।

[illegible]

কিভাবে জীবিত রাখক একজন কুশ — জরম
 কবীরের আদীর এক-বাঁধি আদ হাক পুর লট
 বাজার আদমকে জারমান বলিয়া পঠিত
 পের : চকুর কুশবির পঠিতা জো-ল মিতা-চের ।

সভা ১৯ই ১৭ই এপ্রিল কটকগড়ের লোলম
উপস্থিত আশ্রম একতী রায়চৌধুরী মহাশয় বিদ্যে
আশ্রম ইচ্ছা করি কিছু প্রাণে প্রাণে এই
আশ্রমগত উচিত হউক।

ভগ্নাবশেষ ভাঙ্গলপুত্রের কেন্দ্রীক যাজিটেট্টে টেম
সাথে থাকি উকিল মোকাদ্দাসকে গালা গা
য়েন ও অশ্লীল কটাক্ষ। আবার ভগ্নপুত্র
সহযোগী হলেন একদিন তিনি একজন মোক
দাসকে "কল্যাণ" বসিয়ে গালি দিচ্ছিলেন। ইমি
ইতিপূর্বে একজন জমিদারকে একলাগে এ
করিবার অপরাধে জাজতে রাখেন। উকি
মোকাদ্দাসের একজন ছাত্রা একজন কঠিন ছাত্র
কেই টেমপুত্রের সঙ্গে কেমন কলহাচার বাই
না। যাজিটেট্টের দিকট ও একবারি বরাহাণ কর
হইতেন।

কানিতে গিয়া মৃত ভবনিব বহু সখ্যসম
পাইয়াছেন । রাস্তা নিখোলাবশত তবু নাটক
একখানি অভ্যর্থনায় লোক-বল করিয়াছেন । বা
জগন্নাথবাবুর পরিবারের সন্নিবিষ্টের মত যোগ্য
করিলে কোমর নাট-আলো কিছু খুসি হইতেন
হোমেরও সুখোদ্ভব হইত ।

আমরা ভবিষ্যৎ স্বাধীন হইবার লক্ষ্যে চক্ৰান্ত
বিশেষ বিশেষ প্রচেষ্টা করিবেন। শিখার
স্বাধীনতার আন্দোলন আমরাই হইব।

পৃথিবীতে প্রায় ১০০ কোটি লোকের বাস
 আছে। গড়ে ৩০ বৎসর জীবিত থাকে
 আদিক লোক ১৭ বৎসর বাঁচে, আর চতু
 র্থাংশ ৭ বৎসরের পূর্বে মরে। হাজার কর
 একজন মাত্র ১০০ বৎসর জীবিত থাকে। শত কর

তবে আমি বলিতে চাই যে কমিটির উদ্দেশ্য কেবল
যিনি এই তলুবিভাগে কার্য করিয়াছেন তাঁহাকে
শাসিত করা—যিনি এই পৃথক স্বতন্ত্রতা এই সমস্ত
সংসার রাখিয়াছেন, যাঁরা যিহা যিনি তিনি
অবগত আছেন এবং এই সমস্ত ভিত্তিপাট খণ্ডিত
কাজ ভিন্ন কিছুই নহে—কেবল যিনি কেবল যোগ
বিবেচনা করিয়া সুখ, মোট বা যিনিদের অন্যতম তাহা
পরিবর্তন করিয়া যাঁহাতে আসল বা প্রকৃতার্থের
বিশদীভূত হুজুর, তাহা হইলে অবশ্যই তিনি
একটি কার্যের বিষয় দেখী সাধারণ হইবে,—এক
উচ্চ ও উন্নত মস্তিষ্ক যে আশ্রয় যে ভিত্তিপাট সমস্ত
ব্যবস্থার কর্তৃত্ব তাহাও কোন ব্যক্তি দ্বারা
বিস্তৃত করা হইয়াছে। আমি বলি ইহা এই বৈষ্ণ-
কের এবং সত্যতার বিরুদ্ধে অতীব ক্ষুণ্ণিত অপ-
রাধ করা হইয়াছে।

একথা কি মানবীর লগ্ন কিছু সরল হইবে?
তিনি বিবেচনা করেন না যে ইহা অসম্ভব হইয়াছে
তিনি বলেন ইহা অসম্ভব, নহে—ইহা ক-
সামান্য—সার আবেশজাতীয় ধর্মের মতামত
কোন কার্যেরই নহে।—তাহাই স্বীকার করিয়া
লইলাম।—যদি তাহা কোন কাহারা হইবে তবে
কি মানবীর লগ্ন আশ্রয়িত লগ্নসমূহে বলিবে
যে কে একাধা করিয়াছিলেন?—করক বৎসর
গত হইল যখন লগ্ন ব্রাউটন অফিসিয়াল সেলারি
কমিটির সমুদ্রে পরীক্ষিত হইয়াছিলেন, মানবীর
লগ্ন ইহা অবশ্যই জ্ঞাত আছেন যে, তিনি, বলিয়া-
ছিলেন যে কমিটির বোর্ডের সভাপতি হুজুর
তিনি আকপায় হুজুর সমস্ত দায়িত্ব আপন শিরে
লইয়াছিলেন। মানবীর লগ্ন একথা গণ্যমেন্টের
লগ্ন মানবীর, তখন ভারত বোর্ডের একজন মেম্বর
ছিলেন এবং লগ্ন, মহানগরের মেম্বর মহামায়া
লগ্ন ও তাহাই ছিলেন, আমি এইরূপ বিশ্বাস করি,
কিন্তু যে মানবীর লগ্ন এইরূপ গণ্যমেন্টের লগ্ন
মানবীর তিনিই আবার বিবেচনা, বিবরণের লোক-
টারী ছিলেন। হুজুর ইহা বিবেচনা করা
অব্যবহিক নহে যে এ এর প্রধান মন্ত্রী মানবীর
লগ্ন এবং লগ্ন ব্রাউটন যিনি ইতিপূর্বে এই বৈষ্ণকের
একজন মেম্বর ছিলেন তাঁহাধিগার মধ্যেই স্থিত
অ,ছে।

ক্রমশঃ—

সংবাদসম্মেলনার পত্র।

রামপুর হাট।

মান্য কার্যে ব্যাপ্ত থাকার এবং কার্য-
সমূহে কামাভ্যাসের গমন করায় আপনাত পাঠক

বর্গকে আমকবির এ প্রকল্পের কোন সংসার দিতে
পারি নাই। তরমা করি তাঁহারা এ অপরাধ
স্বাক্ষর করিবেন। এখানকার আশ্রয়ভাজের
চৈত্রোৎসব অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে,
বাহু মণ্ডলনাথ চৌধুরীদ্বারা ও অজানা কতিপয়
স্বাক্ষর কমিকতা হইতে আরম্ভ পূর্বক বাক
পট্টা—কান করিয়া লোকের চিত্তগ্রন করিয়া-
ছিলেন। এ সকল অস্বাভাবিক বিবৃতি হইয়া
গীতের অত্যন্ত লগ্নভাব, কিন্তু ইহাও লগ্ন
বৎসরর দ্বারা রোগের প্রারম্ভ হইয়াছে।
এখানকার কলী উচ্চশ্রেণীতে পরিণত হইবার
সমস্ত বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে। গণ্যমেন্টের
মাসিক ৬০ টাকা সাধারণ দিতে অতীকার করিয়া-
ছেন, কিন্তু জানি না কিজন, এখনও হুজুর কল
খুলিয়া না। বৎসর ভুলিয়া আসিয়াছিলেন যে
১৯০১ এপ্রেল হইতে হুজুর কল খুলিয়া, গৃহস্থের
সংসারও সম্পন্ন হইয়াছে, কিন্তু আজ
১৮ই এপ্রেল অবধি হুজুর বীরব। ভুলিতেছি
ঐশ্বর্যকামের বেতমটা লাভ করিবার জন্য
অপেক্ষা করা হইতেছে। সত্য হইলে বড় হুজুর
বিবর। হুজুর কল, যদি পুরা এক বৎসর পড়া
না হয় তাহা হইলে কল কখনই ভাল হইবে না।
কল ভাল না হইলে হুজুর কর্তৃত্ব বিবরণও
সমস্যা। বিবেচনাও এখন হইতেই লোকে অর্থ
ভ্রমভা প্রদর্শন করিলে অসম্মেলের সম্মেলনা।
তরমা করি যোগা ও বিজ্ঞানসাহী সম্পাদক
বহু দায় বিশেষ বিবেচনা পূর্বক কার্য করিবেন।

অগ্নিভর এ অকাল সামরিক হইয়া উঠিয়াছে।
এমন দিন নাই যে কোন না কোন দানে ১০২০
মান দর না পুড়িতেছে। নিজ রামপুর হাট ও
সরিকট গ্রাম সমুদ্রে অতিবাসনই এইরূপ অগ্নি-
কাণ্ড ঘটনা থাকে। বিকট দ্বন্দ্বের হইয়া গিয়াছে। হুজুর
২০১০ দিন অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। হুজুর
পাড়া রেপুয়া সাধারণ, কবির চন্দ্রপুর, প্রভৃতি
গ্রামে কত গৃহস্থ যে বিলম্বিত হইয়াছে তাহা বলা
দায় না। এই অগ্নিকাণ্ড যে গৃহস্থের অসামান্যতা
কিন্তু বৈবাহিক দ্বন্দ্বের দ্বারা থাকে তাহা বলিবার কোন
কারণ নাই, কারণ অগ্নি প্রায়ই মিলিথ রাজিতে
বাতির বহি বৈশ হইতে আরম্ভ হইয়া থাকে। কিন্তু
সবের ভেতুটি মাজিষ্ট্রেট এবং আদালত পুলিশ
ইহার দোষ রাখেন না, অথচ সামরিক
রিপোর্টে নির্দিষ্ট সেবা হইবে—সমস্তবিজ্ঞান
এবার বড় হুজুরে ছিল। কোনরূপ অজ্ঞান কিবা
অস্বপ্নাত উপস্থিত হইয়াছে, আশ্রয় গ্রামে গ্রামে
অবশ্য জনপূর্বক প্রজাগণের অবস্থা অচিরে পর্য্য-

পোতা করিয়াছি।' কিন্তু গণ্যমেন্টের সকল
জার্মেন যে বর্তমান সময়ে—স্বাভাবিক
করিয়া যবে বৈষ্ণবী করা। অথচ এক
ববে বৈষ্ণবী আসিয়াছে 'অগ্নি' হুজুর বৎসর-
টাকা দ্বারা 'হাট'দ্বারা জমা দানে দানে আত্ম
বাণী পৌঁতান হইয়াছিল, কিন্তু দ্বারা তাহা
হুজুর, আত্মবাণীতে করাইবে কেন? গো-
অ,জ ও বহু হইয়াই লোকে দ্বারা বিচার করি-
বাকে, আত্মবাণীতে দ্বারা তাহা রামপুর হাট
হুজুর ভাবনা 'অগ্নি' পাঠ্য দার। একটা হু-
দ্বারা গণ্যমেন্ট হুজুর আদালত বীর পুত্র
হইতে একদিন বহু বসিয়া পড়িয়া ছিল, কি-
দ্বারা তাহাতেও অসামান্য হইয়া দ্বারা দ্বারা
স্বাভাবিক দ্বারা হইয়া বন অসামান্য
পোতা দ্বারা করিয়াছিলেন। হুজুর আম-
লগ্নের তাহা দ্বারা হুজুর আমান্য র-
দ্বারা। উপরে দ্বারা দ্বারা গণ্যমেন্টের দ্বারা
দ্বারা দ্বারা দ্বারা দ্বারা দ্বারা দ্বারা দ্বারা
দ্বারা দ্বারা দ্বারা দ্বারা দ্বারা দ্বারা দ্বারা
কিন্তু তবুও তবুও তাহা দ্বারা দ্বারা দ্বারা

বলোতা বিজ্ঞান এ অকাল একটা দ্বারা
সার দ্বারা। এখানে সে দ্বারা দ্বারা দ্বারা দ্বারা
দ্বারা দ্বারা দ্বারা দ্বারা দ্বারা দ্বারা দ্বারা
দ্বারা দ্বারা দ্বারা দ্বারা দ্বারা দ্বারা দ্বারা

—৩৩—

এলাহাবাদ।

গত সপ্তাহে এলাহাবাদ বড় হুজুর গিয়াছে
গত ৭ই এপ্রেল অপরাহ্নে রাজ্য অতিমিথি হুজুর
ভবন নাইবে এখানে ভবন করিয়াছিলেন
দ্বারা অতীকার জ্ঞান এখানকার বড় বড় লো-
ভেব এ উপস্থিত ছিলেন। পরদিন অপরাহ্ন
দ্বারা দ্বারা এখানকার বেতর কলজ খুলিয়া
এবং দ্বারা সাহেবের অতিষ্ঠিত আশ্রয় উচ্চ
কবির জমা তাহা গিয়াছিলেন। উচ্চ কল-
অনেক লোকের সমাগন হইয়াছিল। বৎসর
কলজ কমিটির সভাপতি দ্বারা দ্বারা দ্বারা
দ্বারা দ্বারা দ্বারা দ্বারা দ্বারা দ্বারা দ্বারা
এতদকাল একজন সেন্টেবাল্ট গবর্নর সার
লিভন দ্বারা সাহেবের বহু এই কলজ
সংস্থাপিত হইয়াছে। তিনি বৎসর এখানে একটা
দ্বারা দ্বারা, সেই সময়ে এ প্রদেশে উচ্চ শিক্ষা
অত্যন্ত অত্যন্ত দ্বারা দ্বারা দ্বারা দ্বারা
এ অত্যন্ত মোচন দ্বারা দ্বারা দ্বারা দ্বারা
ছিলেন। তাহা ব এই দ্বারা সকল প্রোৎসাহিত
হইয়া ৮,৭১ সংগ্রহ করিবার জমা ১৮৬৯ অ

ହେ ଡାକ୍ତା ଏକ ଏକଟି କରୁଛା ବିଶାଳତା ନକସାବନ୍ଦ
ଏ ଡାକ୍ତା ସହାୟୀ ଆହୁରଣବଦ୍ଧ ଆଦି ଅବଶ୍ୟକୀୟ
ନିର୍ବାହକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଅଙ୍ଗ ଲିପି ବୋର୍ଡ଼ ଉପରେ
ହେଉଛି ।

GRIMAULT & CO.
PHARMACEUTICAL CHEMISTS,
PARIS RUE VIVIENNE, PARIS 8.

কল্যাণের আরোগ্যকারক শ্রীমদ্বৈকটিকা-
নির মিরক অব হাইনোরিসকহিট এবং
লাইট।

[illegible]

এই নিরাক্ষর লোকদের পীড়িত থাকিলে কানি ও
বিভিন্ন বেসরকারি কর্মসূচি প্রচলিত করা হইবে।
এই উদ্দেশ্যে সরকারি কর্মসূচি প্রচলিত করা হইবে।
এই উদ্দেশ্যে সরকারি কর্মসূচি প্রচলিত করা হইবে।

याचिका कायमिडेलम एंव पिचकारी
नियम देवह ।

অবিখ্যাত ডিক্টিশনরী প্রস্তুতকারী ব্যক্তি।
মক উদ্ভিদ ও পুষ্টিগত রোগের কারণ করে।
কল্যাণ নামক ঐচ্ছিক প্রতিষ্ঠানটির মাধ্যমে
এই রোগে শিচকারি দ্রব্যের ব্যবহার এবং পুষ্টিগত
রাপে কম্পিউটারায়িত।

ডাকটিক্টের সিরক অব লাইসেন্স। কনস্টেবল
অব লাইসেন্স।

[illegible]

ট্রিঅল্ট কোম্পানির ইঞ্জিনের সিগারেট।

[illegible]

Peptone Wine of Chapoteaut.

অথবা জৈবীর উদ্ভব ।

भाद्रपद ।

[illegible]

‘ নিউ হোমিওপ্যাথিক্যাল’

॥ अथ विष्णुस्मृत्या ॥

ଶ୍ରୀ ୧୧. ମୌଜାମାଲ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୮୮) କମିଶନାଟା ।

विद्युत्

[illegible]

তিনিইসাত জন সনক ব্রহ্মবর
এবং পূর্ণ ব্রহ্মবর সনক সনক সনক ।

১০. বেড় টাক্স ইত্যাদি কেসবাই আমদানিগেব বার
 বিক্রীত হয়। ডাকার কবিরির গ্রন্থি কপু রে
 আরক বাবদাশত্রমই দুলা ১. আদানি-গর বিক্রী
 কইগ্রন্থি...

। 'सकलजति' शब्दको अर्थ हो कि सब जातिहरूको लागि ।
साधनको बाटो नभएको बाटो हो ।

— 105 —

इति श्रीमद्भगवद्गीतायां अष्टमोऽध्यायः ॥

मरण आवाइयेई ६ :

အိမ်ထောင်

* **कलकत्ता १३ नवम्बर, बुधवार ३३.५ म. ११.**

ମାତ୍ର ୨୫ଟି ଉପାଦାନରେ ଗଠିତ ।

ମେଘା ପୁରୀକର ଶିଳ୍ପିଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ମନ
କଲିକତା ଓ ସକାଳେ ମୈତ୍ର ୭ ଦିନ ଡାକ
ଅଭିବନ୍ଧୁକା ନା ପାରିଲେ ପୁରୀକର ଡାକିବ କହ ନା ।

अविनिर्वाचनीयत्व ।

২৫—৬ কলিকাতা ১৯৮ অপর চিংপুর নোঙ।

- 1 -

হোনিগ্রাধ্যাধিক ঔষধালয়।

হে, এন, তটাকর্ষি'এও কোঃ ।

এখানে ক্রমোত্তর ক্রমিকভাবে আলাদা লগ্ন
 খণ্ডেরিকা ও আর্দ্রণি বইতে বিস্তারিতোক্তিগত
 ঐক্য, পুস্তক, ক্রমিক গির্ন ও বহুবিধ খণ্ডে বই
 গুল্য বুলি, ক্রমিক/বইতেছে। এলেন এনসাইকে
 লিডিয়া বুলি ১০০ হাবিবান বোণিটরা বুলি ২
 অকৃষি বই বই পুস্তক পাঠ্য। যার। বিলাতী, ২০
 ক্রম ১০০ যাবারটাই ১০০ বিক্রয়। ১০ এবং ২০০০ নি
 হিমানব বিক্রয় বই। ১২ শিলির ওলাউচর বী
 যার পুস্তক ৪। ও কান্দবসই ৫ ও সাধারণ চিকি
 মার্ত পুস্তক সহ ২৪ শিলির ৮৪, ৩০ শিলির ১০০
 ৪০ শিলির ১৪, ৪৪ শিলির বাহ্যিক ঐক্য লগ্ন ১
 ৭২ শিলির বাহ্যিক ঐক্য লগ্ন ২২, ১২০০ শিলি
 উৎকৃষ্ট বার পুস্তক ও আর্দ্রণি বই সহ ৮০ খাণ্ডি
 টার ৪০ ও ৫ (কাটেল বই বই রণী)। (সনন্ত বার)

୨୮^୩ ୫ ଅଫ୍ ଡିସେମ୍ବର ।

Dr F Mukherjee.

ଉପାଦେଶାଗାମୀ, ବୟା	କାକ୍ଷାତଳ
୧ କୃଷକ	୧୦
୨ ବ୍ରଜୀ	୧୦
୩ କୃଷକ	୧୦
୪ ବ୍ରଜୀ	୧୦

৩৬. এই পত্র কলিকাতার নক্ষত্র সোণা বণিক হইয়া চাকরিপোতা সোমগ্রহণ যন্ত্রিত, যার প্রিন্সিপাল চক্রবর্তী দ্বারা প্রতি সোমগ্রহণ কাল হুজুত ও একাদিও হয়।

লভ হুলা বিক্রয় হইতেছে। কলিকাতার বাজার
 পিণির ভাং কুখিয়ার কপূরের আরক ও
 সত্ৰ সহ ৩০ পিণির বাজার পাণ্ডিত্য ১২.১.

বোম্বি ওপাখিক প্রচারক এংং ডিবি ও উর্দু
 ইড এবেতা এংং কুপূর ইডিরান গোবিও.
 অধিক কুপূর লিকক সযোগা ভাং বিপিন.
 দ্বিতী বকোপাখার এখানে সর্বসাই উপস্থিত
 তেজ। মকামলতা বোগীদিগের সুবিধার্থ
 বিবরণের এক বিকিট তালিকা আছে। অর্থাৎ
 ট্যাক্সসহ পত্র লিখিলে তালিকা পাঠান যায়।
 এই তালিকা পূরণ করিয়া ভৎসবিত ১১০ পোটে
 ঠাইলে বহু সহকারে ব্যবস্থা ও ঐক্য পাঠান
 যায়। আবাসিকের ক্ষেত্রেগণকে বিদ্যাবৃদ্ধ
 করা হইয়াছে। ঐক্যের দ্বারা ১২ জন পর্যন্ত
 ভূমি ১০ আনা ৩০ পর্বত ১০ উচ্চজন বাজার
 অপেক্ষা হুলত। বাতবা চিকিৎসক ও হাকিম
 গের পক্ষে হুলোর বিশেষ ভাণ্ডার আছে।

সপেটা সাহেবের পেপসিন পারলস্।

সপেটা সাহেবের হত্যাক বটিকাতে ৪ গ্রৈণ
 পেপসিন আছে। যে পরিমাণে তৎক্ষণে আহার
 করা যায় তাহার ১৫০ গুণ পরিণাম লভি ইহা
 বলা যায়। এই ঐক্য সেবন করিলে পাক ক্রম
 জাল্য অকুচি, উদরাম্বন, বম্বনাদি বা নিত্রা-
 র্ণন নষ্টকর রক্তসঞ্চয়, বাহু বৃদ্ধি পাকস্থলির অস-
 ত্য বমন, নীরঃপীড়া এবং অসম্পূর্ণ পাকক্রিয়া
 ইত্যেবে সমস্ত পীড়া উপশম হয় তাহা এক দ্বারা
 ঐক্য সেবনে প্রসবিত হয়।

সপেটা সাহেবের মোরল

এই ঐক্য কভলিয়ার কৈলেশের মার হইতে প্রস্তুত।
 বাহ একটা একটা বটিকা ২৫ গুণ কভলিয়ার
 তেলের সমান। ইহা শরীরকে দ্বারা এবং
 ইয়াঃ, গুহিঃ, কানী, রাতে ঘর্ম, হৃক বাধা,
 লায়ু বাধা, ফর কাশ প্রকৃতি পীড়ার কভলিয়ার
 প্রেক্ষা নিবেদ উপকারি। কভলিয়ার অয়েল
 ইত্যেবে দুই বিশিষ্ট ইয়াঃ কোম কষ্ট সাই।
 অর্জল পিত্ত-হর সুপান্য হইলে এবং অগ্নি, সর্ববা
 য় বোগাক্রান্ত ও গলা কোমল, ও বাহু সর্বনা
 স্ত্রের ব্যাক ও হৃদয় বা ভাষাধিকৃষ্ট এই ঐক্য
 সেবন কয়াইল পীড়া আবেগা হয়।

পে'লতিয়াব সাহেবের কুইনাইন বটিকা।

ইহাতে ২ গ্রৈণ করিয়া কুইনাইন আছে,

এই বটিকা অধি মাত্র সচলতাই পাক হয়। ইহা
 সেকেন্দর, সবিহান, সবিহান, পালার এবং সর্ব-
 প্রকার অরোগাধারী ইহা সর্ববিধেই উপকারি
 আবেগা হয়। প্রত্যেক রোগীর উপর পেলিটার
 বাব বেধিতা নাই।

জুলিয়ানকট—

ইহা ক্রম বেনের একপ্রকার কম হইতে
 প্রস্তুত। ইহা ক্রমবস্তুর মত মিষ্ট ইহা সেকেন্দ
 কোম প্রকার কষ্ট হয় না। কোষ্ঠ বহু, নিরঃপীড়া,
 আবাসা, অকলের বাধা, বক্তব্যের পীড়া, অকীর্ণ
 রক্তগত, দ্বারা ক্রম হুলকবা প্রকৃতি হইলে এবং
 পিত্তাধিক্য হুর্দা এবং বালকদিগের তরুতা প্রকৃ-
 তিতে এই জোলাপ বিশেষ উপকারি।

মেডি সাহেবের চন্দন বটিকা।

এই বটিকাতে ৫ কোটা করিয়া শুভ চন্দনের
 তৈল আছে, ইহা সেকেন্দ ৪৮৮০র অথবা সর্বপ্রকার
 আব নিবারক হয়। কোপনা বা ক্রিষ্টবস্তুর মত
 অবিকারি নহে।—যেহ বা অত যে কোম
 প্রকার বাতুর পীড়া হইলে এই বটিকা ব্যবহারে
 মদুর আবেগা হয়।

ব্রিগস—ক্যান্ডেলস্ অফ ক্যাপাম্।



ক্যান্ডেলস্ প্রকার দ্বিপ্রকারক
 ইহা ব্যবহার করিলে চক্ষুর
 চিকিৎসা হুতি করে এবং
 প্রাক্তন সজ্জা বৃত্ত করে।
 এই সমস্ত ঐক্য তারতম্যের
 প্রায় সকল ঐক্যের পাত
 বক্তা হয়।

বাতুর্দোষের প্রত্যেক পরীক্ষিত

সুখাবিন্দু সুখাবিন্দু।

ইহা সেকেন্দ বাতুর্দোষনা, অকলের অকল-
 স্ত্রের শৈথিল্য, শুক্রবহ, অল্প উত্তেজনার
 শুক্রপাত ও অতিরিক্ত শুক্রকর এবং তৎসবিত
 নিরঃপীড়া, দ্বারীক হুর্দগত, অরুণশক্তিহীনতা,
 মানসিক বিবর্ততা, বাত পা খালা ও শুক্রের
 তারলা প্রকৃতি এক নাস অথবা বিকল আবেগা
 হইবা শুক্র অত্যন্ত গাঢ় ও দারপাশক্তি প্রকৃ-
 তিভাবে হুতি পাইবে। এবং কি ইহা সেকেন্দ
 সালসার সমস্ত উপকার কর্ণে। ইহা যে সর্ব-
 প্রকার বাতুর পীড়ার একবার বর্জ্যব তাহার

অনেক প্রসঙ্গাপত্ত রচিতাছে এংং এই শুক্র
 আবেগা হইবা সর্বপ্রকার পুরকার বিদ্যাহেব। এ
 বাসিক-ঐক্য এক পিণি ২ টাকা তাক বাত
 ১৫ পিণি।

জায়েদর মহৌষধ।

কত ঐক্যরোগের অকলকারী।

এই ঐক্য ব্যবহারে খালা অকল হয়, অ
 যে প্রকারের বাত হইক বা কোম ২৪ বটিকা বিকল
 আবেগা হইবে। বাত, কোষ্ঠবহ, দ্বিবাৎ, শুক্র
 বাত, হুতি (কোম) পারার বা, খোম, পীড়ার
 গরবীর বা ও সর্বপ্রকার কত রোগ তিম বিবলে
 অথবা বিকল আবেগা হইবে। ইহা কত
 চর্ষ রোগের অকল অকলকারী। এই ঐক্যে পা
 নাই ইহা সর্বপ্রকার দেহের ক্রম পীড়িত। দ্বা-
 তার সচিৎ বসিত পারি এই ঐক্য ব্যবহারে
 কেহই বিকল হইতেন না। দ্বারা ৪৮৮০ কোটা
 ১০ আনা, তিম কোটা ১০ আনা, হুত কোটা ২৫
 তজন ৪১০ টাকা।

ইয়াসফহার শুক্রবটিকা।

ভাঙার পাবনা।

প্রেরিতপত্র।

বাতুর ঐক্য সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয়
 নবীপুর

মহাশয়! গত শনিবার রাত্রিতে হুজুরের স-
 মাটিক ও বিবাহ বিজাট শুভসময়ের অভিনয় হই-
 গিয়াছে। হুজুর আপনাকে ক্রমবস্তুর ইহা
 অভিনয়। অভিনয় কার্য অতি সুন্দর হই-
 ছিল এবং মাটিকের সূচনাৎপত্তিও অতি রমণীয়
 হইয়াছিল। সতী মাটিক অতি উত্তম প্রহু। ইহা
 আর ও বীতি, পতিতাম ও পিতৃভক্তি অশ-
 রোচ ও বাতুর্ভক্তি এবং সতীর আদর্শ চরিত্র
 সংসারী ব্যক্তির তথ্যেও হুতি অতি উত্তম
 চিত্রিত আছে। অভিনয়গুণও এই চিত্র সু-
 রূপে অভিনয় করিয়া সাধারণের চিত্তাকর্ষণ করি-
 ত্বেব। আরও, শান্তিমান, সতী ও হুত সতী-
 কোম প্রধান ব্যক্তি। এই কবেকালের অশ-
 বিবল ঐক্যের সচিৎ অভিনয় হইয়াছিল
 অভিনয়গুণ এবার এই উৎকৃষ্ট প্রহুবা বি-
 চর করিয়া সাধারণের বিশেষ বক্তব্যের প-
 হইয়াছে। যে অভিনয় সর্বপ্রকার কোমের
 ধর্ম ও বীতির অতি আদ্য হয় তাহাই জনসম-

সোম প্রকাশ।

২১ এ বৈশাখ সোমবার

একইস আরম্ভকালে বাইরের সৰ্ব্ব বসিয়া
ডেব ভারত আর হইল। বৈচিত্র্য শাসন চলিবে না
ইহাই আবার বিবরণ। ভারতকে আমি অত্যন্ত
ভালবাসি বসিয়া আমার এ বিবরণের কারণ হইতে
পারে। ভারতের দিকে আমার মন পড়িয়া গেল—
অন্তরবাসীর ন্যায়তাব উদার চরিত্র, সরলতা,
শ্রম, আনন্দিত্য কৰ্মবানীলতা আনন্দিক রাজ-
ত্বিক, এবং অ.বের প্রতীকতাই আবার বিবরণ।

—৩৩—

এক-একটুকুই কার্যবান। বহু আর আনন্দ
কোথায় পাইব। একইস আরম্ভ হই বৎসর
পূৰ্ব্ব পুণ্য আরম্ভের ইতিহাস দিলাম। তিনি
“ইতিহাস ইতিহাস” নামে একখণ্ডি সংবাদ পত্র
ফরাসি করেব। বিদ্যাকে আরম্ভ এবেশীর হাত
ও রাজনৈতিক বিকার্মিগণকে বিবরণ করিয়া
হাওয়াইতেব। এখন হইতেই ভারতবাসীর উপর
বাহার হইতে মুক্তি। আরম্ভের ভার বর্ষা বর্ষা
সাহু পূর্ণ্য বহি ভারতীয় রাজনৈতিক জগতে স্থান
লাভ করিতে পান তবেই ভারতের মঙ্গল। এক-
সেশবর্ষা ইংলিসম্যান ও পাইওনিয়ারের ভার
আরম্ভ নজরগণ গণপদেবের বেলা হইলে কখনই
গণপদেবের আরম্ভ আনন্দিত্য লাভ করিতে পারি-
বেব না। একইস আরম্ভের পার্শ্ব আনন্দ আর
একজন ইংল্যান্ড বহুকে রক্ষিত পাই। ইহা
ইতিহাসম্যান সম্পাদক সংসাদনী নির্ভিক অবর
মঙ্গল্য হাইটসাহেব। ইংলিসম্যান ও পাইও-
নিয়ার বেবন ভোক্তাবোধকারীর ভার গণপদেবের
একজন কার্যের ভারপরতা বর্ণাইয়া থাকেব,
ইতিহাসম্যান ভেদমি অবেশীরের অধ্যাপ্তি ও অধ্যা-
তির বিবরণ মুক্তিলাভ না করিয়াবাধ্য সভা বাগান-
গত ও মুক্তি মুক্ত গণপদেবের চক্রে অস্থি বিরা
সেইভাবেই নির্দেশ করিয়া বেব। বিবরণ বসাবলী
মঙ্গল আনন্দ বহু বিবরণকরণ করিতে মুক্তি
না হইয়া ইতিহাসম্যান বে করিত ভারতের হস্ত
অক বিবরণ করিব, ভারতের প্রতি কৰ্মবান্যব
করিবার জন্য গণপদেবের ‘বারবার মঙ্গল্যকো
উপদেশ বিরা অবেশীরের বিজ্ঞাপ্তি সভা
করিয়া থাকেব, এওকি কন উদারতা? অবেশীরের
বেব মনতা বহা চাকিয়া ও আনন্দিত্যকে বসিবার

বিবরণ দিলাম। আরম্ভের সভা ২১ কবে কি সাবান্য আ-
ভাগ? কৰ্মবান্যব এওকি আরম্ভ ও মঙ্গল্য
সাইটের পবিত্র মুক্তি চিরদিনই তা কৰ্মবানীর অস্ত
বেশিমান্য থাকিবে।

—৩৪—

বিবরণ-বিবরণে বোঝাই আনন্দিত্য পাবে এওকি
রক্ষিতা গেনেব। ‘আনন্দিত্য’ উদারতা হাতিব
বোঝাই আনন্দিত্য। কার্যবর্ষা কি কেবই এখন
জানিতে আনন্দিত্যের কা। বিবরণ কৰ্মবানী হইব
আনন্দিত্যের সচিব বর্ষা আনন্দিত্যের না বে পাব
মঙ্গল্য আনন্দিত্যে অবতরণ করিয়া বেশরমণ করিব
আনন্দিত্য। এওকি বিবরণের সচিব পুণ্য
উদার একজন কোম পবিত্র ছিল না বে তিনি
সমুদ্রের তীরে জাগাজ হইতে বাসিলা উদার
সচিব বেলা করিতে বাইবেব, কোম করিতে
গেনেও জাগাজ চিনিয়া আনন্দিত্য কোম? উদার
বাগেনাবে এক বিবরণ হইবে কোম? বিবি ক
কোম জাগাজে এওকি হইতে রক্ষা হইবে
জাগাজ বা পাইওনিয়ার জাগাজ হইতে না কোম?
আনন্দিত্যের বিবরণ আনন্দিত্য বহু কৰ্মবানী
ইহার ভিতর কুরণা খেলি তেব। বিবরণ
বে বেশ পত্রখানি আরম্ভ ও আনন্দিত্যের মঙ্গল্যবানী
এওকি একজন করিয়া তেব জাগাজেই বো
হস্ত মুক্ত বজ্রিক আর একটা কিছু উদার হইয়াছে
এওকি বিবরণে গজাবে আনন্দিত্য বেওরা হই
না গজাবে আনন্দিত্য বিবরণ বে কাহারও কো
আনন্দিত্যের কারণ থাকিত না, বিবরণ উদার
কুরণমণ বর্ষা ওনির জগত গণপদেবের বিরক্ত
করিতে না করিতে পারিতেব। উদার উদার
কুরণমণ ওরা বে অজ্ঞানিত রাজাকে পুণ্য
কুরণ হইয়া ইংল্যান্ডকে বে হই হাত ফুলিয়া আ-
কুরণ করিত একজন বিবরণও কুরণের ব
হইল না। সংকীর্ণ ও অজ্ঞানিত গণপদেব
বিবরণের পত্র বে অশো বিবরণ করিলেন—ভার
তেও সজ্ঞা হইয়া নত কুরণ বহুভাগ্য বিবি
পের অন্য জাগাজ হস্ত ক্রি মুক্ত বহু আনন্দিত্য
হেব। আনন্দিত্যের কোমসবানী একবার ভো
হাউনের সচিব কুরণকে সমুদ্র্য করিতে বি
হিলেন। একজনের হস্তে বিবরণের সর্বব
হইয়াছিল আর একজনের হস্তে মুক্তি উদার
বসাবল্য। পার্থিক কি বিবরণ করেন
এওকি কি সেট হেলেবা?

নিম্নেই কনিষ্ঠ লইয়া বিদ্যাকে পুণ্য আনন্দিত্য
উদার। আনন্দিত্যের বিদ্যাকে বহুগণ বসি

বিবরণ। বাহ্য হইক ইবিবরণ অস্থিমান সভা
সে গোবিন্দপুর পরিচাল্য করিয়া বিবরণের
মান শিকককেই আনন্দিত্য করা হইত। বিবরণ
শিককগণের কৰ্মবিত্ত্যমানের আনন্দিত্য হইয়া
কিনে অস্থিমান-হাউ এওকি কুরণগাহীর শিকক-
গণ আনন্দিত্য হইত না। কোম না উদারবিবরণ
না এওকি মঙ্গল্য কোম হই বৎসর এওকি
আনন্দিত্য মঙ্গল্য এক বৎসর মাত্র শিকা বিবরণ
কুরণ করিতেহেব। অতএব ২৪ গণপদার বিবরণ
কাহিনী পরিচাল্য করিয়া গোবিন্দপুরকে
আনন্দিত্য করিয়া গোবিন্দপুর হইতে অধিক সংবাদ
লক মুক্তিলাভ হওয়ার আর ভাভাম হাউ এওকি
কুরণগাহীর শিকক মঙ্গল্যগণ ভাভাম বহুগণ
হইলেও পাইওনিয়ার মঙ্গল্যগণী সভা আহুত
হওয়ার উদার আনন্দিত্য বে শিককগণ বহুগণগাহী-
গণী বা হইয়া বিবরণগণ উদারভাভামগণী হইয়া
হস্ত ভাভাম শিকক করা কোম মঙ্গল্যগণগণ মঙ্গল্য
বে করি বাহু বে কোম এক ফুলিমান বিবরণের
মঙ্গল্য উদার ভারতাহেব ভবনগণ এওকি মঙ্গল্য করা
বিবরণ মুক্তিলাভ। বহু উদার বিদ্যাককে
কুরণ এওকি শিকক অত কোম উদারভাভামগণ
হইতে সজ্ঞা আনন্দিত্য হইয়াহেব অবেশা উদার
বসাবল্যে জাগাজিত পরীকার কন ভাভাম উদার না
হইলেও ইংল্যান্ডগণের পরিবরণ কান্না পরী-
কত কন আনন্দিত্য উদার ওওকি উদার উদার উদার
বিদ্যাকের অস্থিমান বিবরণগণি থাকিবেব।
কুরণ গণপদার করিয়া এওকি মঙ্গল্য এওকি করিয়া
মঙ্গল্যক মঙ্গল্যগণ ও কান পদ্য না। আর যদি
উদার আনন্দিত্য শিককগণের বহুগণগাহীহেই
হইয়া থাকে। ভাভাম হইলে বিবরণ করা উদার
বহুগণী এওকি শিককগণের ভাভামগণগণ বিবরণ
গণ মঙ্গল্য উদার হইয়া অধিক মঙ্গল্য।
উদার মঙ্গল্য বর্ষা হইয়া পত্র করি বাহু
মঙ্গল্য অস্থিমান আনন্দিত্য বহু করা হইত না।
মঙ্গল্যক মঙ্গল্য অস্থিমান করিয়া এওকি কোম
করিলে আনন্দিত্য বহু সেই মঙ্গল্য অস্থিমানের
মঙ্গল্য অস্থিমান করিব।

অস্থিমান মঙ্গল্য বহু
মঙ্গল্য।

আনন্দিত্যের বহু বহু কোম বে বিবরণ বিদ্যাক
গণ শিককগণকে পুণ্যক মঙ্গল্যগণী সভা বিবরণ
করা হইয়াছিল ভাভাম মঙ্গল্য। ভিত্তি বিদ্যাকের
শিককগণকে শিকক করিয়া শিকক সাহায্যের
মঙ্গল্য করাও মঙ্গল্য উদার ছিল। কোম
এই মঙ্গল্য হইয়া বিবরণ করিবার আর কোন
মঙ্গল্যক না। কোম না

এইরূপ গুরুতর বিষয় ঘটনা ভারতবর্ষে বহুদূর
আন্দোলন হওয়া উচিত ভাষা হইতেছে না।
অধিকই আমরা পাঁচ বিন্দু রক্ষা করিতে গিয়া
মিলেট কমিটি লইয়া আন্দোলন আন্দোলন
বিভিন্ন পারিভাষিক বা। ইতিহাস টেলিগ্রাফিক
উদ্যোগ ও ইতিহাস এসোসিয়েশন এবং আর
ই একটি সভা বাতীত কেহই মিলেট কমিটি
বন্ধ ভারতবর্ষের অভিজ্ঞতার বিশালাক্শে আপন
রেন নাই। অসম্ভবতঃ ভারতবাসী আমাদের
ভাব-আমিষ্যের জন্য বিশালাক্শে বিবাহের, ভাষা-
র চেষ্টাতেই বা কি হইবে? আমরা যদি সমগ্র
মিলেট এই বিষয় লইয়া একবার আন্দোলন করুন,
বিশালাক্শে মিলেট কমিটি আশাভাষ্যে স্থিতি
হইবে, আবার শুধা হইতেছে এক বাসের মধ্যে
পালিগায়েটে আইডিন্স প্রেরণ বীমাংসা করিয়া
ভারতের কার্যে হস্তক্ষেপ করিবে। পালিগা-
য়েটে কমিটি বসাইবার নিমিত্ত কর্তৃপক্ষীয়দের
চেষ্টা। প্রাক্তনকোম ও তাহাতে অবত করেন নাই,
হস্ত মিলেটের সঙ্গীতের অনেকই আমাদের
ক অবলম্বন করিয়াছেন। ভাষার বিকট
আমাদের অনেক আশা। সমগ্রত বহু পরিচরিত
বা উঠিতেছে। শাসনভার উন্নতিশীল
প্রচারের হস্ত হইতে রক্ষণীয়ের হস্তে
গলে আমাদের সে আশা একেবারে নির্মূল
হইবে। এই উপরূপ সময়ে ভারতবাসী
গণের হউন। বেৎনর বহু সভা আছে
রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক এবং বর্ধনৈতিক
সমিতি ভারতবর্ষে বর্ধমান আছে—সকলেই
পালিগায়েটে সভার টেলিগ্রাফ করিয়া মিলেট
কমিটি সমগ্র ভারতের অভিজ্ঞতার জ্ঞাত করুন।
নিমিত্ত থাকিবার এ সময় নয়। সংবাদ
পত্রিকার লেখক ও সম্পাদকগণ! হৃদয় কাগজে
পাখিলে কিছু হইবে না। বেনীর কাগজ পত্র
বর্ধনৈতিক অতিক্রম, বিশালাক্শে আমাদের মতাবত
ইয়া বহু একটা আন্দোলন হয়না, কাগজের লেখা
গণেরই থাকে। এ সময় আমাদের একটি কার্য
গাছে। চতুর্দিক নুতন নুতন সভা গঠিত হইতেছে,
আমাদের কর্তব্য সকল 'সমগ্র পত্রের লেখক ও
সম্পাদকগণ একত্র হইয়া "বেলিড প্রেস এসোসি-
য়েশন" অর্থাৎ দেশীয় মুদ্রাক্ষর সমিতি নামে একটি
সমিতি স্থাপিত করা। অবিলম্বেই তাহার একটি
পরিবেশন হইয়া থাকিবে। ইংরাজি বাঙালি
সকল সমগ্র পত্রের সম্পাদক বা প্রতিনিধি গণ
কর্তৃত্ব হউন। মিলেট কমিটি সমগ্র সকলেরই
ভাবত লিপিবদ্ধ করিয়া বিশালাক্শে প্রেরণ করা

হউক। সুযোগ "মিরার" "বেলিড" ও "চি-
পেট্রি" সম্পাদক এবং উদ্যোগী হইয়া এই
সভার আয়োজন করুন। বাঙালি চেম্বার ও
উদ্যোগের সকল সংবাদ পত্রিকার এই সমগ্র
প্রেরিত হউক। বোম্বাই শাসন, উত্তর পশ্চিম
পঞ্জাব ও মহারাষ্ট্রে এইরূপ অল্প অল্প মুদ্রাক্ষর
সমিতি স্থাপন ও মিলেট কমিটি সমগ্র সকলেরই
ভাবত সংগ্রহ করিয়া সেইসকল বিভাগ হইতে
বিশালাক্শে প্রেরণ করিবার জন্য আহ্বান করা
হউক। এরূপ সমিতি স্থাপন করিবার জন্য বিশেষ
কোন ধরত পত্র নাই। থাকিলেও তাহা তিকা
করিয়া লওয়া হইতে পারে। সে তিকা আমাদের
গৌরবের দ্বিগুণ আর কিছুই নহে। বিশালাক্শে
সামান্য আন্দোলনে আমরা কখনই রয়েল কমিটি
পাশ হইব না। "রয়েল কমিটি রয়েল কমিটি"
বলিয়া ২০ কোটি ভারতবাসী যদি সমগ্রের চীৎকার
করিতে থাকে, সে চীৎকার যদি পালিগায়েটে
কর্ণে প্রবেশ লাভ করে তবেই সংকীর্ণ আশা।
নতঃ কাহারও উপর নির্ভর করিয়া রাখিলে
চলিবে না। জিহবার সমগ্রতার উপর বিবাস
করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। উদারনৈতিক
ধর্মের মধ্যে অনেকের উদারনীতি কখনই হুটসে
পরিণত হইতেছে। ভারত উদ্যোগী হইয়া ভাষা
বের চৈতন্যোদয় করিয়া দিম।

—৩৩—

রাজ বন্দী।

মহারাজ বন্দীপ সিংহ ভক্তিরেণু চরিত্র
হুজিতে বা পারিলা ভারতবর্ষে এক পত্র লিখিয়া
বসিলেন। সেই পত্রে ভাষার হুই ফুল গেল।
যে ইংলণ্ডে ভাষার বাগ্যবোদন অভিযান্ত্রিক হই-
য়াছে, যেখানে বিন্দু হইয়া ও ভাষার ইংরাজ
বহুবাহু ভাষার হুজিতে হুজিতে লিখি-
য়াছে, সে ইংলণ্ড আর তিনি ভিত্তি পাবিলেন
না—আর যে ভারতবর্ষ ভাষার মাতৃভূমি, যেখানে
বিশ্বপাল রঞ্জিতের কোমল তিনি পরিপুষ্ট ও
প্রতিপালিত হইয়াছেন, যেখানে ভাষার বিশাল
রাজত্ব, বিপুল ঐশ্বর্য, অসংখ্য প্রজা ইংরাজ
কর্তৃক অপহৃত হইয়াছে জনমীর রোহ কোমল
হইতে বিচিন্ন করিয়া ইংরাজ বেৎন হইতে
ভাষাকে লইয়া গিয়া জাতিহৃত, বর্ধন ও হত-
সর্বস্ব করিয়া জাতিহৃত বিবাহে—সে ভারতবর্ষ—
সে সোণার রাজ্য আর তিনি কিরিয়া আসিতে
পারিলেন না—ইউরোপ ও অসিরা প্রান্ত
আত্মীয় হীন, বহুহীন, জনপ্রাণহীন আরও বহু
পারহেণে নির্বাসিতের ভার আজ তিনি ইংরা-

জের হস্তে বন্দী হইয়া রহিলেন। ইংরাজ
ভাষার সর্বস্ব লইয়াছেন তাহাতেও তিনি কাহার
হইতেছেন না, বহু করিয়া ইংরাজ ভাষাকে
এক মুষ্টি আর বিবেচনায় তাহা লইয়া বন্দী
সম্রাট চিত্তে কালাতিপাত করিবেন তাহা
হিলেন। পঞ্জাবে লাই ভক্তিরেণু ভাষাকে বন্দী
বিচার নিলেন না। ভারতের বিশালভূমির
প্রান্তে পঞ্জাব থাকিবা তিনি বন্দী হইবেন তাহা
হিলেন—সেহুখে ইংরাজগণের নষ্ট বাহ সাধিলেন
পথে আসিতে আসিতে ভক্তিরেণু মন্ত্রণার ভাষা
বিশ্বাস করিয়া হতভাগ্যকে জাতিহৃত হইতে
টানিয়া আসিয়া এতেনে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন
বন্দী যদি রাজার ভরসা হইতেন তাহা হইতে
আত্মীয় বন্ধনের দ্বারা বেধিত পাইতেন না
কোমল হস্ত পাশ করিতে করিতে কেহ ভাষাকে
কাড়িয়া লইত না—মিরাপুরে নির্বাসিত ভক্তিরেণু
আজ ভাষাকে বহুবাহু হস্তে হস্তে হইত না

কেন যে বন্দীপ পথের দাঁড়ে অবস্থিত হইত
আমরা পাঠকগণকে ভাষার রিস্তারিত বিষয়
কথাইতেছি। বিশাল পরিভ্রমণ করিবার
বহু পূর্বে বন্দীপ ভাষার অধীনতের নিকটে
পত্র পত্র করিয়াছেন বিশাল পরিভ্রমণ করিয়া
পর ভাষা ভারতের বহু প্রান্তের নিকটে উপস্থিত
হইয়াছে বন্দীপ বহু প্রান্তের লাই ভক্তিরেণু
ভবনই ভবনসমূহে বিশেষ বিবেচনা করিতে
হইয়াছেন। ডেলিনিউসের জৈমক পত্রের
বলে বন্দীপের বিশাল পরিভ্রমণ করিবার
তিনি যে একবারি যোষণাপত্র প্রচার করিয়াছেন
তাহাতে ভাষার স্ফূর্তি উপস্থিত করিবার ইচ্ছা
প্রকাশ পায়। ভক্তিরেণু বহুদিন না একটা সভা
জনক বহুদিন হস্ত ভক্তিরেণু ভাষাকে লাই
করিয়া রাখা হইবে।

উক্ত পত্রের একবারি আমরা প্রাণ হই
রাহি এবং বহুদিনের ভাষার অধীনত পাত্র
সমীপে উপস্থিত করিয়াছি। পত্র থাকিতে বিজ্ঞান
ভেরত বা হুই থাকে, তাহাতে ইংরাজ গণ
বেতন উপর বিজ্ঞান প্রকাশ পায়, এবং একটি
কথাও বর্ধমান নাই। ইংরাজই যদি ইংরাজ
গণের নষ্ট বিজ্ঞানোৎপাদক পত্র বসিয়া বিবেচনা
করেন তাহা হইলে বেনীর রাজগণের আত্মীয়
গণকে আর কোন পত্রাধি লিখিলে উপায়
নাই। যে বিবেচনার এই পত্রাধিকে বিজ্ঞান
হুজ পত্র বসিয়া বহু হইল সেই বিবেচনার যদি
ভারতের রাজতন্ত্র বিচার করা হয় তবে সামান্য
বন্দী ইংরাজের হস্তে আমাদের রাজনৈতিক

অভ্যন্তরীণ মৌচন করিবার আর কোন আশাই থাকে না।

হলীপের অপরাধ কি? বহু দিন বিশেষে থাকিয়া অসুস্থের দিকে আগার তাঁহার প্রাণ ছুটয়াছে, তাই তিনি ভারতবাসীর নিকট অবশেষে আশিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। বালাকালে যখন তাঁহার জ্ঞানের উদয় হয় নাই তখন তাঁহাকে মানকের পবিত্র বর্ষে জলাঞ্জলি দিয়া ক্রীড়িত বর্ষে দক্ষিণ করা হইয়াছে। তাই তিনি যেনে আশিরা আবার গুরুজীর ধর্ম গ্রহণ করিবেন—বাগাতে তাঁহার বেশের লোকে যেখানি নগরে আশিরা গুরুপনকে তাঁহার জন্ত আর্থনা করিয়া ইহারই জন্ত তিনি সতলকে অসুস্থের করিয়াছেন। আর শেষে কি?—একটু অতিমান—জননীর নিকট সম্মানে যে অভিনয় করিতে পেরে, রাজার নিকট প্রজার যে অভিনয় পোতাশায় সেই অতিমান—“এক দিন যন্ত্রিয়া নতানাঙ্গ মহারাজের যে পূজা করিয়া আশিগুন তাঁহার যথেষ্ট নতিফল পাইয়াছি।” এইগুলি যের অপরাধ। বিশেষ হইতে অবশেষে আশিবার আশিবিধ ইচ্ছা যের, বর্ষজন্মে হইয়া আগার অধর্ম গ্রহণ করিবার ইচ্ছা করা যের, এবং গুরুজ সন্ত যথার্থ অধিকারে নতি হইয়া তাঁহাকে বাক্য উপর একটু অভিনয় কর ও দে য। আর সর্বাপেক্ষা মহৎকাহ কি? অসুস্থের আশীর বাক্যের নিকট আর্থনা করা যে তোমরা আশিয়া আগার ধর্ম গুরুগোবিন্দে আগার জন্ত আর্থনা কর। এই শেষ অপরাধটাই মহাপরাধ—লোকে বলে পাছে হলীপ ভাবতে আশিয়া রাজতন্ত্র লীল সম্ভারকে উত্তেজিত করিয়া তুলন, পাছে সিপাহিবিরোধের ভাৱ বিরোধ উপস্থিত হইয়া হলীপকে আগার পিতৃ সিংহাসনে বসাইবার চেষ্টা করা হয়, পাছে ইংরাজের সমগ্র লীল সৈন্ত সামরিক বিভাগে ইংরাজকে বল ছীন করিয়া একযোগে কার্যভাগ করে, এই ভয়ে ভকরিণ হলীপকে আর যের আশিতে দিলেন না। বাস্তবিক ভকরিণের মনে এই ভয় ও লক্ষ্যের উদয় হইয়াছে কি না এখনও কেহ তাহা জ্ঞানিতে পারে নাই। এরমও ভকরিণ হলীপকে বন্ধী করিবার কোন কারণই নির্দেশ কবেন নাই। কোন রাজনৈতিক ব্যাপারের কারণ নির্দেশ করা ভকরিণনীতির একান্ত ন্যায্য গণ্য নহে।

হলীপ কোন্ দোষে দোষী, কোন অপরাধে তাঁহার বীণাতব বাসের বণ্ডাজ হইয়াছে তাহা তাঁহাকেও পর্যন্ত জ্ঞাত করা হয় নাই। ক্রীড়ান

বর্ষায়সারে যখন যখন আবদকে খীর নির্দেশ-বিজ্ঞা প্রদান করিয়া জন্ত অন্তর্নতি দিয়াছিল তখন ইং-রাজ ভেনমিধর্মের সেই উচ্চ নীতি অবলম্বন করিয়া বিচারালয়ের অপরাধী মাত্রকেই খীর অপরাধ-হীনতা ও নাথ করিবার জন্ত অবসর দিয়া থাকেন। সকলের ভাগ্যে যে বিধি কার্যকরী হয়, হলীপের ভাগ্যে তাহা হইল না। অসত্য বর্ষরজাতিও অপরাধীর উপর যে দণ্ড প্রকাশ করিয়া থাকে, হনতা হনুতি পরায়ণ ভারবাসী ইংরাজের হস্তে হলীপ সে দণ্ডেরও পাত হইলেন না। অপরাধ প্রমাণিত হইল না, অপরাধী কি অপরাধ করিয়াছে তাহাও তিনি জ্ঞাত হইলেন না, অথচ ওহা-বির জ্ঞাত নতনীর হইয়া হলীপ প্রভেনমিধর্মের আবদ হইলেন। একেই কি বলে রাজনীতি? বাহা আইন যার না, যথাস্থ যার না, বর্ষ যার না, নিরপরাধীকে অপরাধী কবে, অপরাধী বলবান হইলে তাহার যের ওণ করিয়া সচজ যুখে প্রসঙ্গা কর, তাহাকে কি রাজনীতি বলিতে পারি? সে যে বিবদ রাজনীতি সন্তান নীতি। ভকরিণ যে এইরূপ নীতির বলবর্তী হইয়া বড় ঘোরতর ইংরাজ নামে কলঙ্ক চালিয়া দিতেছেন তাহা বিশ্বাস করিতেও আগারের আত্ম উপস্থিত হয়।

ভকরিণের কিন্তু ভিতরে বহু আঁইনি বাহিরে শিথিল বহুদী। তারে তারে ভকরিণ বেনীর যুবক রূপকে সোচ্চাপ্রবৃত্ত সৈন্ত সেনীতে প্রবিষ্ট হইবার অন্তর্নতি দিতেছেন না, বাহ্যের ভারতের চতুঃপার্শ্ব পক্ষ সেনীতে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। ভিতরে কেবল সন্দেহ, কেবল অবিশ্বাস করিয়া ভকরিণ ভারতবাসীকে কঠোর শাসনে চালিয়া রাখিতেছেন, বাহিরে তেজাবোধ করিয়া রূপ ও রূপকে সোচ্চাপ্রবৃত্ত শাস্ত করিতেছেন। বাহ্যের বহিঃপক্ষ এত অধিক তাঁহার কি প্রজার সহিত অসন্তোষ করিয়া চলিলে কার্য সিদ্ধি হইতে পারে? যে জাতির বল নাই ইংরাজ দিগবিগড় করযুক্ত হইয়া আশিহেছেন তাহার রাজাকে বিনাশরাখে, কেবল সন্দেহ নিবন্ধন নির্বাসিত করিয়া দিয়া ইংরাজ কি বেনীর সৈন্তের সাহায্য চিরকাল অক্ষুণ্ণভাবে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন? আর তা বলি সেনীর রাজাগণের সহিত সহ্যবহারই বেশ রক্ষার প্রধান উপায়। লীলের রাজাকে অজ্ঞানরূপে উৎ-পীড়িত না করিয়া তাহার সম্বাদিকার নির্দিষ্টানে তাঁহারই হস্তে যেওগাই লীলধর্মের রাজতন্ত্র সূচ করিবার সহজ পথ। অষ্টবর্ষ যন্ত্রের সময় রাজাকে হারাইয়া লীল ইংরাজকেই রাজা বলিয়া

প্রচণ্ড করিয়াছেন। হলীপের কথা একপ্রকার তাঁহার ফুলিয়াছিল। সন্তান হলীপকে বাগাতে আশি-বিজ্ঞা-বাগার উপর লীলের বড় একটা টান থাকিত না। একেই হলীপের দুঃখের সমাচার ও তাঁহার অবরোধের কথা শুনিয়া লীল একটা আশিবার ফুলিয়াও ফুলিতে পারেন।

এই সকল না বেচিয়া শুনিয়া বর্ষবর্ষে নির-পরাদী হলীপকে আবদ করিলেন এসমাজের আবদা বর্ষাভ্য হইয়াছে। হলীপের কি আর মুক্তি হইবে না? আবদা ভারত বর্ষবর্ষে নিকট সাধুগণে প্রার্থনা করি হলীপকে তাঁহার লীল মুক্ত করিয়া লীল ও ভারতবাসী সাধারণের আশীর্বাদ লাভ করুন।

৩০--

আবার ১১ টি পক্ষ ১১ টি পক্ষ

আমরা ইতিপূর্বে টিকারির রাবীর সহিত কোর্ট অব ওয়ার্ডস করিয়া ব্যবহার করিয়াছেন তাহা পাঠকবর্গকে অবগত করিয়াছি। সুচিন্তিত রাজা লইয়া তাঁহারি কি খেলা খেলিছেন তাহাও কাতরও অবগিত নাই। লক্ষ লক্ষ যুগ্ম রাজধান্য গার হইতে কোথায় উড়িয়াছেন কেহই তাহার সন্ধান রাখিল না। দিন দিন নাচ তাহালা যান বাহা পতনিকারে ওয়ার্ড যানজার সমাজে যুগ্ম বিহারে বিহার করিতে লাগিলেন, বহির প্রজা দারিদ্র্যপেণে শোষিত হইয়া অস্বাস্থ্যক রাজ্যে উৎপীড়িত হইতে লাগিল। রাজার সমস্ত ঐর্ষ্য অশ্লৈ অশ্লৈ ওয়ার্ড যানজারের বহু বাগবর্ষে উপভোগ্য হইতে লাগিল। পাতি বোকা রাজার আর কোন কার্যে লাগিতে পার না, রাজার আশীর অজ্ঞান ব্যবহার করিত পান না, বিলাস প্রিয় করেকজন ইংরাজ সে সমস্তই অধিকার করিয়া বসিলেন। একাও রাজসম্মান বর একাও অশ্লৈ অশ্লৈ মহারাজের ইংরাজ বাগবর্ষে বহু করিয়া ফেলিলেন। রাজ্য কর্তৃত্বগণের কথ্য চুরে গাছক, মহারাজীও যে একটা বর নিজ করিয়া রাখিবেন তাহাও তাঁহার অসুখে ঘট উঠে না। আর মহারাজ! তিনিও ইংরাজের নিকট বিজ্ঞাতি চালচলন, ভাবভঙ্গি শিক্ষা করিয়া বিলাতি রুচিতে খীর রাজরুচি কলুষিত করিয়া রাজ্য “ভিন্ন র,” কাল “শিক্ষিত,” পরবর্ষে শিক্ষার এইরূপ করিয়া প্রজাবর্গের অসন্তোষ উপাদান করিতে লাগিলেন। প্রজার নিকট কর আশি করিতে জটী হয় না, অথচ রাজধান্যগারে অজ্ঞাতি আর কথা নাই। কোর্ট অব ওয়ার্ডস সুচিন্তিত

আজ্ঞার অবাধ্যতার নিষিদ্ধ রাজ্যের মন্তকে বস্তু হুলা
হা ইংরাজকর্তৃপক্ষের তত্ত্বের বর পাতিয়া-
নলেন, অথচ কুচবিহারের একাধি হুঃখ দিন দিন
হুঃখি পাইতে লাগিল। কুচবিহারের জ্ঞান বরিত্ত
বন হুঃখি আর কুচারিত নাই। ইংরাজ রাজ্যের
নীতিমালায় বণ্ডারমান হইয়া বহি কোন ব্যক্তি ইংরা
জ কুচবিহারের একাধিগণের অবস্থা অবলোকন
করেন তাহা হইলে হুঃখিত পারিবে আশাবের
যক ও কুচবিহারের কুচারের অবস্থার অর্গ বরক
মতে। আশাবের জমজীবি ও ব্যবসায়ী লোকের
সহিত কুচবিহারের জমজীবিগণের ভুলনাই হুঃ
খ। কুচবিহারের চতুর্দিকই কেবল অজ্ঞানতা,
অজ্ঞানতা, উৎপীড়ন ও অস্বাভাবিকতা। তথাপি
কুচবিহার রাজ্য কতদূর হুঃখিত?—বর্তমান কাল
বহু রকম অস্বাভাবিকতা কোর্ট অব ওয়া-
শিংটন হুঃখিত। একি সমস্যা তথা নহে?

কুচবিহার জাতিগত বর্জন্যে কোর্ট অব ওয়া-
শিংটন একই ও সংস্কারী অঙ্গসম্মান করিতে নাই।
সংস্কার ও ভীষণ অজ্ঞানতা। কুচবিহারে বিশেষ
শাসন কার্য চলিতেছে বর্তমান রাজ্য একাধি
আর বনে বিধবার ধর্মবর্ষা অপহৃত হইতেছে।
উৎসাহমান যে ও লক্ষ টাকা এবং রানীজীউয়ের
জমজীবিগণের নির্দিষ্ট বেসকল পুস্তকে ছিল তাহার
পহারের কথা নির্ভিকতিতে একাধি করিয়া
সংস্কারে অভিযুক্ত হইয়াছেন তাহা কি অস্বাভাবিক?
আমরা ইহার কোন স্পষ্ট প্রমাণ পাই নাই, কিন্তু
ওয়াশিংটন মিলারে সহিত মহাশয় নাইটে র
কর্ক যে কোন মনোবাব ছিল তাহাও নহে। তবে
সংস্কারে উৎসাহমান যে মিলার বন-
হুঃখী ও ছোটলাটের অপগাণ বোধনা করিলেন
আহার উৎসাহ কি? কথাতী বেন আশাবের বিচার
হইলে ভাল বুঝা যাইবে না, কিন্তু পরলোকগত
জমজীবিগণের কটকও বেনিপুর অঞ্চলের ভালুক
মুদারের অপহরণ চেষ্টা একাধি ও এসাধিত
হইতে কি আর ব্যক্তি আছে? কটক ভিত্তিতে কুজ
লিরা বর্জন্যের রানীর একটা ভালুক আছে।
উৎসাহ মানিষ্টে কারি সাহেবের অস্বাভাবিক
ই ভালুক সম্বন্ধ সরকারের সেরেতা হইতে বহা
রানীর নাম বারিত্ত করা হয়। মহারানীর কার-
রসাজগণের নামে কারি সাহেব রাজা রাজ্যের
বোবোজেন করিয়া সেম্বার নিজ আশাবের এক
নির্বোধ উপস্থিত করেন—ইহা যে নিজে তাহা-
বর নওবিধান করিয়া মহারানীর হুঃখিত অতিকল
দেবেন। কল কলিল না—হাইকোর্ট বিচার
করিয়া দ্বির করিলেন ভালুকী সম্বন্ধ বর্জন্যের

মহারানীর নাম বারিত্ত করা নিত্য অস্বাভাবিক
কাণ্য হইয়াছে এবং রাজা রাজ্যের অপহরণ
মহারানীর কারসাজগণকে কোর্টের নোশব
করিবার কোন কারণই নাই। কারি সাহেবের
ইহাও কোন হুঃখি হইল। তিনি কুজজারি
করিলেন—এই ভালুক হইতে মহারানীর নামে
সোমপ্রকাশ বাজমানি আশাব করিতে পারিবে
না। মহারানীর বিরুদ্ধে তাহাধিকার নিষিদ্ধ
একটি প্রমাণ—নিষুক্ত করা হইল। সার্বক গোম-
জারা কলেক্টরদের কার্য করিতে অস্বাভাবিক
করিয়া এই আইন বিরুদ্ধ সেম্বারিত্তার প্রতি
বিধান জ্ঞান আবেদন করার হুঃখিত তাহাধিকার
একোকে অবরোধ করিলেন। বহুকল না পরি-
বেতা হুঃখিত পুনরায় বারিত্ত হইবার জ্ঞান হুঃখিত
নিষিদ্ধা দিল ততকাল হুঃখিত হুঃখিত হুঃখিত
পাইল না। মহারানী বীর কুজগণের উপর এই
জ্ঞানক অজ্ঞানতার কথা হাইকোর্টে—নিষেধন
করিলেন। হাইকোর্ট পুনরায় কারি সাহেবের
বোবোজেন করিয়া কুজগণের নিষেধন সাব্যস্ত
করিলেন।

কটককলে বর্জন্যের রানীর ভালুকজি তথাকার
কোর্ট অব ওয়াশিংটন বর্জন্যের কারি
হুঃখিত। পাঠক বোধিলেন কোর্ট অব ওয়াশিংটন
বাহিরা কিরণ লঃসাবর, পরপ্রাধী—ম্যানেজার-
গণকে নিষুক্ত ও অবলার বিত্ত সম্পত্তি রক্ষা করিতে
নিষুক্ত করিয়াছেন। আমরা বহুকাল হইতে কোর্ট
অব ওয়াশিংটন কার্য পরম্পরা আলোচনা করিয়া
আসিতছি। হুঃখিত বিবরণ একটীতে ম্যানেজার
গণের উৎপীড়ন নীতির অজ্ঞান বোধিতে পাই না।

অবলার সম্পত্তি নাই। বেনিপুরে ও মুটনার
পাতিয়া দিয়াছে। সেম্বার ও বর্জন্যের রানীর
হুঃখিত ভালুক জাতিগত নাইবার জ্ঞান অনেক
দিন হইতে কোর্ট অব ওয়াশিংটন পুষ্টিয়াছেন।
কয়েক বৎসর ধরিয়া কাঁধের ম্যানেজার সাহেব
রানীকে এই ভালুক হইতে বোধন করিয়াছিলেন
মহারানী আশাবের সর্বস্বত্ব পূর্ণক সেই সকল
কুজাধি বধন করিতে বা ওয়াশিংটন কাঁধের ম্যানেজার
উহার ২৫ জন কারসাজকে হুঃখিত, বারপিট ও
অস্বাভাবিক এম্বের দাবীতে অপরাধী করিয়া-
ছেন। অপরাধ—হে ওরাবী আশাবের পেরাধা
নাই। হে ওরাবী ভিত্তির জারি করিতে বা ওয়াশিংটন।
যেম্বার অবল হইলে ভিত্তির বেরণ কুজ বধন
করিতে গিয়া তৎকালক এম্বিত হইয়া থাকেন,
অবলপরাধক কোর্ট অব ওয়াশিংটন বহা-
রানীর ভিত্তিজারিতে একাধা তাহে আশাবের

ভিত্তির অবলবহা করিয়া বন পূর্ণক জারিকার্য
বাঁবাং জমজীউ বেরণন না, কিন্তু বিশাশবত
ভিত্তিজারের কারসাজগণকে বণ্ডন করিয়া
আশাবের উপনীত করিলেন। বাহার বহুক
কমতা সে ততকাল একাধি করিয়া নজর অপকার
করিয়া থাকে। কোর্ট অব ওয়াশিংটন না হইলে
মহারানীর শক্তিতেই মহারানীতে বিবিধ প্রকারে
বিশেষ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। আমরা
ভবিল্য এই—ম্যানেজার হাইকোর্টে আপন
করা হইয়াছে। কাঁধের ম্যানেজার এই সকল
তপিত উপর্য উপর্য করিবে না ততকাল
উহারে কারণ বর্ণিত হইতে বলা হইয়াছে।

কতবার এইরূপ অজ্ঞানতার সংঘটিত হইল, তা
হার কারণ বর্ণিত হইবার জ্ঞান ওয়াশিংটন ম্যানেজার
হাইকোর্টের কৈকিয়াত ভলন করা হইল। তথাপি
ছোটলাট উৎসাহীন হইয়া এই সকল হুঃখিত পদ
রূপ বিচারসময়ের অবগা ওয়াশিংটন ম্যানেজারগণ
বিবিধভাবে রাজত্ব করিতে দিলেন। এ-ও বি
আর প্রকার বন সম্পত্তি রক্ষা পাইবার কথা
ওয়াশিংটন ম্যানেজারগণ আইন কাহনের দিকে দৃষ্টি
পাত করেন না, বালাবলার বন সম্পত্তি রক্ষা
তার পাইয়া বিশাশবততার পরাকর্ষ দেখাইতে
লক্ষিত বন না—সহস্র অস্বাভাবিক ছোটলাট
কথায় বলে “বোটার জোরে মেড়া লক্ষ”—রেডি
মিউ বোউ এই বোটার জোরে পাইয়া নিষিদ্ধ
আছেন। কর্তৃপক্ষগণকে বোধপ্রচার নো
অস্বাভাবিক করিতে বিবেচন করিতেছেন না, হাইকোর্ট
ও ব্যবসায়িক সভার বাবদ্য সকল হুই পদে বন
করিয়া ম্যানেজার ও ম্যানেজারগণ যে নিষুক্ত ও অ-
নার উপর হুঃখিত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন
প্রবর্তন তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন
না। এরূপে আর কত দিন চলিবে? কত দিন
আর অপরাধী ও অজ্ঞানতা ব্যক্তি বিচারক
আসন প্রদান করিয়া বোনের লোকের সর্বস্বত্ব
রিতে থাকিবে? আর ছোট লাটই বা কতকাল
বীচন্য প্রকৃত্তরানী বিচারকগণকে এক
বিরা প্রকার নিকট কলেক্টর তাগি হইবেন
আমরা বলি যদি এই অজ্ঞানতার সন্ধিতে তত তত
আশাবের একককে প্রয়োজন নাই। রক্ষণাত
নিষুক্ত ও অবলার বন যদি আতি বহুক অপহ-
করে তাহাও আশাবের প্রাধিকার অস্বাভাবিক
অশাবের রক্ষক হইয়া বহুকালের বন প্রাণ করিয়া
বলেন তবে আশাবের আর বাবা রাধিবার স্থান
কোথায়?

আমরা ছোট লাটের নিকট সাহসেরে প্রার্থনা

পৌরস্বয়ং পরিষদ কর্তৃক রক্ষণ করা যাই। গণপরিষদের
কর্তৃক রক্ষণ করে কারি ও কাঁচের বাড়িঘরের মত
যোগ্য বাড়িগণকে কোর্ট অব অর্ডার কায়ে
করি ও বাড়িঘর গুলি হইতে এককালে মুক্তি
দেওয়া যাইবে। বেসের লোকের রক্ষণ লইয়া
গুরুত্ব ও সম্মান ব্যক্তিগণকে আদালতের
নির্দেশ করুন। কোন কোন বাড়িঘরের
ও ওয়ার্ডগণের রক্ষণ করে কাঁচের বাড়ি
কর্তৃককারী অথবা আদালত ব্যক্তিগণের
কর্তৃক বাড়িতে মালিকের কার্য অর্পিত হয়
কার বিধান করুন। মজার ভুক্তি বিচারের
কোন বিষয়ের কার্যকারী তাহার হস্তে
পর্ণ করা যুক্তিযুক্ত নহে। আদালত ব্যক্তিগণ
নির্দেশ কার্য অবস্থায়, কোন কোন অধ্যক্ষ
নির্দেশ আদালত তাহার প্রতিবিধান করা হইতে
বে। অর্থাৎ বিচারক সেরূপ করিলে প্রতিকারের
কোন উপায়ই নাই। তাহাতে মালিকগণ
একটি আইনের দ্বারা আদালত, এবং তাহাতে
কার্য যথেষ্টকার্য করিয়া সহজেই অব্যাহতি না
হইতে পারে। কোর্ট অব অর্ডার আইনে তাহার
ই একটি বিশেষ বিধি লিপিবদ্ধ করিবারও
প্রয়োজন হইয়াছে।

—৪৪—

আবগাণি কমিশন।

১৮৩ অবসর ৪টা ডিসেম্বর গবর্নমেন্ট আব-
গাণি কমিশন নিযুক্ত করেন। কমিশনের নিয়োগের
দেখা বাজার বেশ আবগাণি খোলাবস্ত্রে কি কি
কাজ আছে, বিশিষ্ট নমুনার ব্যবহার সম্বন্ধে কিরূপ
বিধি করা কর্তব্য অনুসন্ধান করিয়া তৎসম্বন্ধে মত
ত আশ্রয় করা। বি. জে. ওয়ার এডগার সি-
স, আই. বারু কলকাতার সেন্স এন, এ বিঃ এচ,
আব রাইলি, ও বারু অতঃপর বস এই কমিশনের
কর্ম নিযুক্ত হন। সভাপতি স্থিতিমান সঙ্কলিত
সমুদয় চিত্র। তাহার বে রিপোর্ট দিয়াছেন
সম্বন্ধে সন্তোষজনক। আমরা শুনিয়া সুখী হই-
মাম গবর্নমেন্ট কমিশনের গণের অনেকগুলি উপ-
দেষ্টা গ্রহণ করিয়া তাহাতে দেশের লোকের মত-
পার্থী হইবার জন্য গবর্নমেন্টের নিকট বিশেষ
পরামর্শনা না পারি তৎপক্ষে যত্নবান হইয়াছেন।
১৮৪১ অবসর হইতে ১৩। ১৪ অবসর পর্যন্ত ৫১৬
২৪সংস্করণ মধ্যে বিশিষ্ট নমুনার জন্ম গবর্নমেন্টের
অবসর ২৬ লক্ষ হইতে ৫২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা
পরিমাণে বর্ধিত হইয়াছে। প্রত্যক্ষ মতাপার্থীর সংখ্যা
ও পানের পরিমাণও বে দ্বিগুণ হইয়াছে।
হিসাব দেখিলে তাহা স্পষ্টই স্পষ্ট হইবে।

আবগাণি কমিশনের ১১৬টা নমুনার ৩টা পর্য-
বেশন ও ৩২০ জন, জাতীয় জবাবদারী গ্রহণ
করিয়া এই সুস্থির নিয়মিত হেতুগুলি নির্ণয়
করিয়াছেন।

১। প্রত্যেক জাতিকালে কি পরিমাণে মত
করিবে পূর্ণসংখ্যায় একটা আইন ছিল। ১৮৭৬
সরে সেই বহুসীলী উত্তীর্ণ মতকার প্রত্যেক জাতিক-
হেই, অপ্রত্যক্ষ অধিক পরিমাণে মত উৎপন্ন
হইতেছে একই মতের মূল্যও বর্ধিত কমিয়া
গিয়াছে।

২। আইনসেল হইয়া একবে অধিক সরে
বোকার বাড়িঘর।

৩ বে স্থানে মতের বোকার খুসিমে বিশেষ
অধিক মত বিবেচনা পূর্বে সেরূপ পরিচালনা না
করিয়া সকল মতই বোকার বসিতেছে।

এই তিনটি কারণের উপর কমিশনারগণ
আরও একটা বিশেষ কারণ বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার
বলেম লোকের বর্ধ ও সমাজশাসন ক্রমেই লিখিত
হইয়া আদালত ও যথেষ্টকারিতার বিলম্ব
হুতি পাইয়াছে। বাস্তবিকই পূর্বে যে জাতি
খোলাবস্ত্রে মত লক্ষ্য করিলে সমাজ ও বর্ধ
পতিত হইত, অজ্ঞাতের সতিত করণ কারণ থাকিত
না এখন তাহার মধ্যে কত লোকে প্রকাশ্যে মত-
সেধন করিয়া পক্ষি ভোজ পরিবেশন করিতে
পারিতেছে, অজ্ঞাতের সতিত একত্রে নিমন্ত্রণ
হইয়া আসিতেছে। মতাপার্থী প্রাচীর ও পুরে
জিহের কার্য চালাইতে পারিতেছেন, পুর কমার
কিন্তু বিত পারিতেছেন। অরাম্য আদালত
আরও একটা বোকার মতের মত হইয়াছে। এই
বিবিলভাই পান সুস্থির এবান কারণ। কিন্তু
কালের মধ্যে সমাজে যে পরিবর্তন সংঘটিত হয়
গবর্নমেন্টের তাহারে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার
নাই লোকেরও মতের তাহার প্রতিবিধান করিবার
কমতা নাই।

গবর্নমেন্টের অধিকারে বহুই প্রতিনিধিত্ব
করা হইতে পারে ছোটলটি তাহার চেষ্টা করিতে
ছেন। আবগাণি কমিশনারগণ উল্লিখিত তিনটি
হেতু নিবারণ করিবার জন্য যে যে ব্যবস্থা গ্রহণ-
ছেন তার ত্রিভাস তাহার করেই গ্রহণ করিয়াছেন
এবং অপর করেকটির উপর রেজিষ্টার বোর্ডের
মতামত চাহিয়াছেন। ব্যবস্থাকালি এই।—

১। জাতিকালে কি পরিমাণে মতের উপর আর
অধিক মত উৎপন্ন করা হইবে না তাহার নির্দেশ
করা।

২। প্রত্যেক জাতিকালের অবস্থানসারে মতের

মতের নিয়মিত হার নিয়ন্ত্রণ করা। (১। মতের
বের ইচ্ছাতে মত নাই)।

৩। মতের মতের মতের মতের মতের মতের
অধিক সেখানে কতকগুলি জটিলতার দ্বারা
করা।

৪। অজ্ঞাত মতের জটিলতা তাহাতে জি-
তির মতের থাকিতে পার তাহার বিধান করা
এইসকল জটিল হইতে যে যে বোকার মত বোকার
মত কেউনি কোন নির্দিষ্ট মতের দ্বারা
আজ্ঞা প্রচার করা।

৫। প্রত্যেক জাতিকালে জি-
কি পরিমাণে মত উৎপন্ন হইবে তাহার একটি মত
দ্বারা করা। যে সকল জাতিকালে ১০ সের
উপর মতের মতের মতের মতের মতের মতের
নির্দেশ করা এবং তাহার মতের উপর আবগাণি
কর্তৃককারীগণের বোকার ও রেজিষ্টারি চিত্র থাকে
এবং প্রত্যেক জাতিকালের মত উৎপন্ন মতের পরি-
মাণ অনুসারে গবর্নমেন্ট কর্তৃক নির্দিষ্ট হয় সের
ব্যবস্থা করা।

৬। সাধারণত আবগাণি বিভাগে কর্তৃককারী
গণের বেতন ও কর্তৃককারীর সংখ্যা বর্ধিত করা।

বোপেমেন্ট গবর্নর জুজীর ব্যবহার অনুমোদন
করিয়া ইতিমধ্যেই বাজার ও বোকার ১৩টা জি-
লারি স্থাপিত করিয়াছেন। কমিশনারগণ প্রায়
বাৎসরিক মতের বোকার স্থাপিত করিবার জন্য
ব্যবস্থা বিচাছেন ছোটলটি বলেম তৎসম্বন্ধে জি-
তির মতের নিউনিশিলাল কমিশনারগণের মতামত
লইয়া কার্য করা আবশ্যিক। এম ও বর্ধ ব্যবস্থা
তিনি গ্রহণপাটনা জি-১১ কার্যে পরিণত করিয়া
তাহার কল বেধিতে চাহিয়াছেন। বোটারো
সকল ব্যবস্থাকালি কার্যকারী ও সম্বন্ধে অল্পসংখ্য
ও পরীক্ষা দ্বারা বিশেষ বিবেচনা করিয়া রেজি-
লিউসান বাহির করিবার জন্য ছোটলটি বে
২৪সংস্করণ সমগ্র লইয়াছেন।

কমিশনারগণের আর করেকটি ব্যবস্থা আছে
সেগুলিও বক্তৃতা সম্বন্ধে। মতের বে ক্রমের
নির্দেশ। তাহাতে বোকারগুলি বাজার ৩টা, ম-
ও পুরণের পাট ইত্যাদি যে সকল সাধারণ জা-
লোকে মতের গমনাগমন করে সেখানে
থাকিতে পার, মতের পর মতের বোকার তাহাতে
খোলা না থাকে, বাস্তবিকভাবে তাহাতে কো-
বোকারদের মত বিচার না করে, কমিশনারগণ
এই উপদেশগুলি টেনসন সাহেব নিরোধ
করিয়াছেন।

পেবোজ এই কর্তৃক বিধির আবশ্যকীয়ত

উৎকর্ণক সার হুটাইতে হইবে না। ইহাতে
শেষে যে সমস্ত মঙ্গল সাধিত হইবে তাহাতে সার
স্বার্থ হইবে।

আমাদের প্রথম দৃষ্ট কোম সমস্ত একজন বিত্ত
জ্ঞান অল্প কালের শাসনবিধিগণিতে খাটাইয়া
সার হইয়া যখন তাঁহা স্থাপন করিবার ও সফল
করাইবার জন্য প্রয়াস করিয়াছিলেন : তিনি
নিগাহেই এইরূপের বহিঃ লোকের কথা
হইবে, কিছুই বাইরে পায় না। একজন আত্মের উপর
আত্মের জীবন। এক দ্বারা বাইরা তাহার
নীচলীলী ও অশান্ত হইয়া হইতেছে। এরূপ
কর্তব্য নাব্যক; সুতরাং সারসে করিয়া একই
কই মঙ্গল্য করিতে পার, সেমিকে, স্বার্থস্বার্থের
কি কথা করিয়া : কোম সমস্তের এই মঙ্গল
মঙ্গল বেনকর শিখাগণের উপস্থাপন করিয়া না
করিয়া কেবল যে প্রকৃত মঙ্গলকে দিকে দৃষ্টি
খাটাইয়াছেন ইহাতে আমরা প্রায়ঃ সিকট বাধাই
করি। প্রোটোলাই সার প্রায়ঃ শাসনের শ্রম-
মঙ্গল আশ্রয় করিয়াছেন। এই প্রায়ঃ
গণের পরিবর্তন করিয়া বাইতে পারেন তাহা হইলে
আমরা ইতিমধ্যে প্রায়ঃ সমস্ত মঙ্গলকে অপ-
সারিত হইতে পারি।

—৩৩—

কলিকাতা মিউনিসিপাল বিল।

কলিকাতার দুই মিউনিসিপাল বিল সম্বন্ধে
আমরা ইতিপূর্বে পাঠকগণকে দুই চারিটা কথা
লিখিয়াছি। বিলখানি এক কীর্ষি যে তাহার ভিতর
অবলম্ব করিয়া কেবল বসে কি অত্যন্ত আছে তাহা
অনেকবারই আলোচনা করা সময় ও অধিক স্থান
প্রাপক। তাহার আলোচনার প্রস্তুত হইবার
পূর্বে প্রথমতঃ বিলখানির মূল উদ্দেশ্যের সঠিক
আশাধিকারকে বিভিন্নত্ব প্রকাশ করিতে হইল।
কলিকাতা ও মহরতলী একত্র করিবার জন্য আমরা
কোন আশাও নাই দেখি না। আমরা জামি
ইতিপূর্বে ভাষাশিখার সারসে সার সাহেব খেলা
লাক কলিকাতার সার সারের সার ও সারের
সার পাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া প্রোটোলাই সার
কি খাটিয়া আবেদন করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে
সার সার সার পক্ষে এই আবেদন খাটি বেশ
সহায়তা করিয়াছে। কিন্তু ইতিমধ্যে দুই উচিত
দুই চারিজন বনীর ইচ্ছা অধিক। স্বার্থস্বার্থের উপর
স্বার্থস্বার্থ লোকের মঙ্গলমঙ্গল নির্ভর করে না।
আমরা নিশ্চয়ই বলিতে পারি বাসিগার টালিস-
মালা কালিঘাট, আলিপুর বা ভাষাশিখার বহিঃ
ও মধ্যবিত্ত প্রায়ঃ বাই কলিকাতার মিউনিসিপা-

লিটির সঠিক স্বার্থস্বার্থ মিউনিসিপালিটির মঙ্গল
কার্যে সারিত হইবে না। সারসে সারসে
অধিক ভিতর ইতি হইবে না। দুই চারিজন বনীর কথা
ওমিরা সেরা স্বার্থস্বার্থ করিতে যাওয়া কোনমতেই
সুস্থসুস্থ নহে।

আমরা ইতিপূর্বে বলিয়াছি এই সংশোধন
উক্ত মিউনিসিপালিটির অধিবাসিগণই করিয়াছেন
হইবেন। বিলকর্তা হ্যারিসন সাহেবও তাহা করত
কলিকাতার। এই সারস্বার্থ করিবার জন্য তিনি
কলিকাতা পুলিশ হইতে বার্ষিক করত লক টাকা
উঠাইয়া লইয়া মহরতলীর-সার সার উত্তর
কম্পে প্রদান করিবেন। স্বার্থস্বার্থ পুলিশ হইতেও
কতক টাকা লইয়া এই উদ্দেশ্যে খরচ করা হইবে।
আমাদের বিবেচনার পুলিশ হইতে যে টাকা লওয়া
হইবে, সেই টাকা র পরিমাণ টাকার করতাপ্রদে
কর হইতে বার হইয়া অধিক মিউনিসিপাল টাকার
বার্ষিক করিতে হবে করতাপ্রদে করতাপ্রদে
করিতে পারিবেন। তাহা বসন করা হইবে না,
স্বার্থস্বার্থ মিউনিসিপালিটির করতাপ্রদে বসন
ব বসন করতাপ্রদে সার টাকার বিতে হইবে
বসন আর এরূপ করতাপ্রদে সার টাকার
আমরা বেবিত্তি দুই মিউনিসিপাল আইনে
মহরতলীর করতাপ্রদে অধিক করতাপ্রদে করা
হইয়াছে। হ্যারিসন সাহেব কলিকাতার কলি-
শসর অর্থ টাকার কাউন্সিলের সভ্যগণকে
কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বেতন দিবার প্রস্তাব করিয়া-
ছেন। তিনি বলেন ইহাও বসন অনেকের
সময়ের মূল্য অধিক। তাহারা যে সাধারণের
ভিতর জন্ম মিউনিসিপাল সার সময় কাটাইতে
আসিবেন ততঃ তাহাবিগের প্রত্যেক সার
উপস্থিত হইবার কি ২০ টাকা করিয়া নির্দিষ্ট
করা উচিত। মহরতলীর সভ্যগণের সম্বন্ধে এরূপ
কোন বেতনের প্রস্তাব হইল না। আমরা
জিজ্ঞাসা করি মহরতলীর কমিশনারগণের কি
সময়ের মূল্য কম? তাহাদের মধ্যে কেহ বা উকীল,
কেহ বা ব্যবসায়ী, ইহাবিগের কি সময় মূল্যমান
হবে? বাবু আশুতোষ দত্ত, বাবু প্রিয়নাথ বসিকের
যত কমিশনারগণকে যদি সত্যসত্য সত্যসত্য
একদিন করিয়া, মিউনিসিপাল সার আসিতে
হয় তবে সে এক দিনের মূল্য কি ২০ টাকা কি
তাহার অধিক হইতে পারে না? স্বার্থস্বার্থ মিউনি-
সিপালিটির অধিবাসিগণই বা কোন অপর সারের
কমিশনারগণের বেতন বিতে হইবেন? নিজের
মিউনিসিপালিটি নিজের সার রাখিল, পরের
মিউনিসিপালিটি ও পরের সভ্যগণ বেতন বিতে

হইবে। এই কি তাহাদের প্রত্যেক কলিকাতার
সার?

সভ্যগণের বেতন দিবার ব্যবস্থাটি আনয়ন
কলি না। হ্যারিসন সাহেব যেহেতু মিউনিসি-
পালিটির উদ্দেশ্যে করিয়া বলিয়াছেন কমিশনারগণের
কিছু কিছু কি দেওয়া কর্তব্য। আমরা জিজ্ঞাসা
করি যখন বোম্বাইয়ের অঙ্গসংগ করা হইল তখন
বোম্বাইয়ের সার চেম্বারম্যান নির্বাচন করিয়া
কমতালী কমিশনারগণের মধ্যে বেতন দেওয়া হইল না
কেন? হ্যারিসন সাহেব একজন কমিশনার ও বি-
ল প্রস্তাব। তিনি যে এক দিনের পর আত্ম
সময়ের মূল্য আশ্রয় করিতে যিনিবেন তাহা
আমরা কখনও ভাবি নাই। যদি উক্ত মিউনি-
সিপালিটির সংশোধন কম্পনা পুরতাক না হয়
তবে আমরা আশা করি আইন বিধিবদ্ধ হইবার
সময় কলিকাতা মিউনিসিপালিটিতে অকস্মিক
চেম্বারম্যান নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থাটি আইনে
প্রতিবেদন প্রদান করিবার পাইবে না।

হ্যারিসন সাহেব যেহেতু দিবার ব্যবস্থারও এক
পরিবর্তন করিয়াছেন। কলিকাতা মিউনিসিপালি-
টির জন্ম হইতে চেম্বারম্যান কাগজে লিখিয়া
হইবেন। হ্যারিসন সাহেব বলেন কমিশনারগণ
কলিকাতারও চেম্বারম্যানকে নির্বাচনমানে উপ-
স্থিত হইয়া মূল্য মূল্যে তাহা বিতে হইবে। আনয়ন
হ্যারিসনের এই ব্যবস্থাটিকে অঙ্গসংগ করিতে পারি
কোন কোন মিউনিসিপাল কমিশনার এবং আনয়ন
বের দুই একজন সংসদীয় প্রায়ঃ এই ব্যবস্থা
কলিকাতার সার সার প্রায়ঃ না করিয়া দুই
সার প্রায়ঃ সার ইহার উপকারিতা কি হইবে
পরীক্ষা করা উচিত। আমরা এরূপ পরীক্ষা করিয়া
সময় হই করিবার বিবেচনা কোন কারণ দেখি না।
মূল্যে তাহা বেতন। অপেক্ষা কাগজে লিখিয়া দিবার
ব্যবস্থাটি ভাল নহে। প্রথমতঃ অপেক্ষা দ্বিতীয়তঃ
অনেক অঙ্গসংগ উপরোধ চলে। আমরা বসন্ত
জামি তাহাতে কলিকাতা ও তেই একজন কার্য বের
নীচতাবে সম্পন্ন হয় এরূপ আর সুত্রাপি দুই হয়
না। অর্থ বিত্ত ও অনেককে তেই কর করিতে
বেশ গিরাছে। অতিক্রম দুই চারিজন লোক এক
এক হইতে পদার্থ হইলে তাহাদের নিয়ম
হইয়া থাকে। তেই মূল্যের জন্য অনেক তেই
কি প্রায়ঃ বীত তা হইতে অব্যাহতি পাইয়া থাকে
এইরূপ সুস্থিৎ ব্যবহার কাগজে আশ্রয় লইবার
সময় বসন্ত, তাহা অকস্মিক উপস্থিত হইবে
তাহা দিবার বিধি থাকিলে ততঃ হইতে পারি
না। আমরা সেইজন্য বসন্ত হ্যারিসন সাহেব উক্তি

কলিকাতার ৮ নং বারী লাল সেনের বিবাহ পত্নী সানী শোকে গুরুতর জ্বর প্রাপ্তাগ করিয়াছিলেন, পুলিশ একবার নার্স অসুস্থতায় করিয় নিশ্চিত ছিলেন সেদিন স্ত্রীস্বামীজীর মৃত্যুবরণী সাক্ষি বরাক্ষর সেরে একবারি জ্বর জ্বরের নিকটে তাহারা টপিয়াছিল। মেটে-কুকুরের ভাতার কলের লোকেরা দেখতে 'তুলিয়া পুলিশে সবাতার বের। সমস্ত নিবস পুলিশের বর্ণন না পাওর অগত। সন্ধ্যাকালে আবার গভীর জলে কলিয়া দিতে বাধ্য হইতাহে। এই সর্ব-মেনে পুলিশের উপর কি আর আশা হইবেনা?

ভারতবর্ষের মহাত্মার নাম আবার একই ভরতব অভিযোগ উঠিয়াছে। ব্রিটনগিরি গিরি নামক জৈনক যাকি মহাত্মার নামে জীরাধ পুত্রের জন্মটো নাজিষ্টের দিকট এই বলিয়া অভিযোগ কবিগাহেন যে বাগব গিরি যতন্ত টালাবের জু। ব্রিটনগিরিবি স্ত্রী সাক্ষি একজন বানীর সত্যিত মহাত্মের দিকট জরুজিকা লইতেবার। বাগব সাক্ষি ক মত্ৰ দিবার উদ্দেশ্যে নামে দিকৃত গৃহে লইয়া গিয়া তাহার সত্যিত মত্ৰের জন্ত বল একাধ কেরো। কথার বড় বিবদ, বাগব গিরি দুবিত যাকি বলিয়া লোকের নিকটে পরিচিত। গর্ভবন্তে আবার তাহাকে পবি দিগাহেন।

বিবিধ সংবাদ।

নিবপুর্ পাঠশালার জৈনক শিক্ষক একজন ছাত্রকে একশে অঙ্কার করেন যে তিন দিবস ছাত্র সয়। শাসী হইয়া থাকে ছাত্রের অভিভাবক পুলিশ কোর্টে অভিযোগ করার শিক্ষকের ১৬টাকা বণ্ড ফটরাহ। না বিতে পারিলে দুই দিবস কঠিন পবিদনের সহিত কারাবাস। আর একজন শিক্ষক একবার ভাঙ্গণের শাসনের জন্য একখানি বণ্ড বিধির আইন প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ইহাদের হেণ্ডে ছাত্রগণের শিক্ষা না প্রাপ্তব।

সিংহল দেশের লোকেরা কর্বেল অনেকটকে বেষতা আন করিতাহে, ইতিমধ্যেই তাহার। অনেক-টের অন্তরদুর্ভি সিংহলে স্থাপিত করিতে চায়। অনেক বলিয়াছেন সিংহল বাসিন্দগ যদি তাহাকে স্তবন করা আবশ্যক বিবেচনা করেন তবে তাহার মৃত্যুর পরে সেরণ করিলে ভাল হয়।

বাহালার যেমন কাবখিমী বহু বি, এ, পরি-কার উত্তীর্ণ হইয়াছেন বাজাজে তেমনি আর এক জন বাজাজী রমণী বৈজ্ঞানিক সত্যের জীবন্যালয় হইতে পরীক্ষা দিয়া গণনীয়া হইয়াছেন।

বাজাজ মহাজন সত্য হইতে বস্ত্রীকর প্রাণ্ডে-বকে লেখ। হইয়াছিল যে সিলেটে কনিষ্ঠ রত্নাল কবিসন চারা বসন্ত হয় এবং উভাতে কোন এংলোইন্ডিয়ান সভ্য, অধিকৃত না বহু ইতাই মহাজন সত্যের অভিযত। পরোক্ষের বাজাজ গর্ভে খেটে প্রাণ্ডেটোরের যতবা নিখিলছেন যে রত্নাল কনিষ্ঠ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। পার্সিগাহেটে কনিষ্ঠ বসন্তে ভির হইতাহে।

বলকেশের আর বাজাজে ও বড় বড় রায়তি সভা আহুত হইতেছে। গত ১৭ই এপ্রেল বেগ-পাটনে তার তিন মহাজ মোক একত্রিত হইয়া তরফা রেভিনিউ-বার্ডের অভ্যাজারের কথা লইয়া আশ্বাসন করিয়াছিল। বাজাজ বাসনহলে বেলকন কিত্তির অবাচারী বাজবার হানী গর্ভবন্তে একবার পরিভাগ করিয়াছিলেন রেভিনিউ-বার্ড তাহা বল পূর্বক আবার করিয়া লইতেছে। একবার বেলকন বরিত্তি অজার বাজবার হার কমাইয়া বেওরা হই-তাহে রেভিনিউ-বার্ড পরিবর্ষের বর্ট বাটা বর বাজুর বিক্রয় করিয়া সেই পরিভক্ত টাকা আবার কারতেছেন।

দুবসী প্যারিসালের পর বিলিকোর্টের উকিল লাল। বকম গোপালজ আইন শিকার জন্য বিলাতে বাইতেছেন।

খেতীসংঘে কলিকাতার সওদাগর অফ্টেজি-রসীলের নামে কতিপূরধের নামিন করিয়া নিয় আবাদতে জিকিয়াছিলেন। আপিল আবাদত বিহ আবাদতের আর বাজুর করিয়া খেতীকে বরচার দায়ী করিয়াছেন। অব্যাপক খেতী এবার কেবল আবাদত হইতেই সর্বস্ব হারাইলেন।

গোরগিলার অকাল ডাকাইতি মন করিবার জন্য দুব চেষ্টা করা হইতেছে। কংকরন ডাকা-ইত বরা পড়িয়াছে। সাক্ষির সাক্ষরেণে এখনও তাহাবিগের যথেষ্ট প্রাণ্ডাব। শাসনের বিশ্বাস্যাই কি এই উৎপাতের কারণ নহে।

গুনা বাইতেছে চিকীৎসা শিক্ষার্থিগণের শিক্ষা বিভাগে প্রবেশাবিকার পাইবার জন্ত যে পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইতে হইবে প্রোকেনার রো এবং ব্যাকডমেসুত তাহার পরীক্ষক নিযুক্ত হইলেন।

গত এপ্রেল মাসের মধ্যে পূনা মথরে ৭০০ বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

ঐকগণ প্রান্তরেণে রণসজ্জা করিতেছেন তাহার ও কথা না শুনিয়া ঐস যে বুড়ে সাক্ষিত-ছেন ইহার কারণ কি? বোধ হয় পন্ডাতে কেহ আছে। দাবিজোনিয়ার প্রান্তে ঐক ঢুকীর

সহত একটী সানাত রকনের ভজাজাত করিয়া ছেন। কেবল জলি ছোড়া সার হইয়াছে। কাহা-রও জোম আনিষ্ট বট নাই।

মহারাজ বলীপ সিংহ তেবোন। জাজাজে আনিরা এডেনে অবতরণ করিয়াছেন সে খানে এখন ইংরাজ স্ট্রীজ-পেটের বাটীতে বাস করিতেছেন ইংরাজ এ বেন বলীপকে আটক রাখিয়াছেন। বেন হর সেই খানেই তাহার জীবন অতিবাহিত হইল।

ভেটসবায়ের জৈনক 'সংবাদ'বাতা বেনে মারাসাতের নিকটবর্তী নতপুত্রে একজন নিমণ্য ও ভাচার হইলি কথা বাস কর। একদিন জন কয়েক লোক পুলিশ সাক্ষি বিববার বাটা এ প্রবেশ করিয়াছিল।

জাহুই প্রানে সাক্ষি বড় বাজুর ভর হইয়াছে সাক্ষিষ্টেটের ভরত করা কর্তব্য।

ভারতবর্ষের রাইবর সত্য তার ২০ মাজাব লোক সংগৃহীত হইয়াছিল।

আরাল্টের মহাজপার সকল বলিতেছে প্রাণ-টোমের আইরিল নীতি পবিভক্ত হইল খেল অরাজকতার স্রুতি পাইবে, গৃহ বিব বেন অসল্ট উৎসর হাইবে।

উত্তর আসান সভা আসানের তেপুটী কনি-সমারের বস্ত দিরা চীক কবিসবরের নিকটে এক খানি খেবোরিয়াল পাঠাইতেছেন। তেপুটী কনি-সমার সাহেব বিলকণ ভরত প্রকাশ করিয়া চীক কবিসবরের নিকটে খেবোরীগাল পাঠাইতে প্রতি-জ্ঞ হইয়াছেন উক্ত। সভার সভাপতি স্টে ক্যা'রন সাহেব বেরণ উৎসাহের সহিত কার্য করিতে-ছেন তাহাতে বোধ হয় আসান বাসীর চির কাল সন্তুস্ত সন্তু বিবটী বা হইলে ও না হইতে পারে।

আসানের সব মহাবোদী বিভার কলী বাইরেব এক চিত্র দিয়াছেন। একমিকে কলীবাইসেব সানী তাহার একজন বরিত্তি আর একমিকে তাহার সংতার পার্শ্ববস্থগ কলীবাইদের আর এক ভণ্ড বরিত্তি টালাটাব করিতেছেন। সংতার প্রার্থী বাহুরণকে বাজুর সাক্ষান হইয়াছে। আনরা জামি যোবাট অকলের অনেক ভরতিয়া যাকি এই বহু-গণের পকাবলদী। তাহার। বেজব বসন্ত এতল নতের পকাবলী তাহা তাহাবিগকে দীরভাবে বুঝাইয়া দেওয়াই কর্তব্য। এরপ চিত্র দিয়া অশ্বাসন করার মহাবোদীর সানকত প্রকাশ পাইয়াছে এই চিত্রটির শিক্ষা করিবার পর মহাবোদীর আর একটী চিত্রের প্রসংসা করা আসানের কর্তব্য। গত ২৪ এ এপ্রেল বিভাগে পীড়িত ভারতবাতার একখানিচিত্র

হুজু, কবাজী, নীর্ণ বেতা মলিমবন্দ লক্ষবন্দা পুলি
নে গা তালিকা ভারত নাতা হুজু সমাধি পত্রিকা
১৯২০ সালের জানুয়ারি মাসে কত একটা আকর্ষণীয়
একটা প্রবন্ধ, ম্যাকডোনার্‌লিগের লিখা বুল (ডোম চার্জ)
শীর্ষক বিশেষতর জন্ত বরত আর ডিনটী, পারমেন্ট
জৈনিক ও সামরিক, এডিটর আর ও হুই
দিটী কত, ও তার জন্মল গেলেন নিউজেন।
১৯২১ সাল গ্রীষ্ম। আমরা মহাশয়গীর এইরূপ
তার পক্ষপাতী।

উইলিয়াম বাসকটর্গ এঁসক অনটমেন্ট
ইংল্যান্ডে যে গ্রীস মেন আর্ট বিবের মধ্যে
প্রকাশ্য করে।

নিঃ চম্বারলেন প্রাক্টোরের সহায়তা করিয়া
বিশিষ্টতা বক্তৃতা কবিরাছেন। আইরিসগণ
সমস্ত গ্রাফটের আর কিছুকাল বাঁচিয়া
কিন্তু উৎসাহের ভরসার বিষয় বটে। মতে
নিজীবন সকলেই নিঃ হইবে।

কয়েক মাস পূর্বে উল্লেখের গজার ঘাটে এক
জন জৈনিক পুলিশ সবেম্পেন্টার ও আর একজন
জন্য ক্রম ক্রমে ছিলেন পুলিশ সবেম্পেন্টার
কতকগুলি ত্রিলাককে উর্দেশ করিয়া হুই-
মিউশ্যাক্তি করায় উল্লেখ্যকী ভাষার প্রতি-
ক করেন। জমে উল্লেখের মধ্যে বিলম্ব হুই
পুলিশ ইন্সপেক্টর সকলেই কমেন্টেল ডাকা-
ল উল্লেখ্যকীকে ধাক্কা লইয়া গিয়া মাতাল
লগা ঠাটাকে বধেই প্রহার করে। উল্লেখ্যকী
মালগের বিচারে হুজিলাত করিয়া ইন্সপেক্টরের
নে অভিযোগ করেন। বিচারে সবেম্পেন্টারের
টাকা ও ভাষার হুইজন কমেন্টেলের ১১টাকা
টাকা কবিয়া অর্ধক হইয়াছে। এই হুইজা-
ক দূর করিয়া দেওয়া হইলনা কেন?

গত ২২ এ এ.এম. মাজাজ হাইকোর্টে একটা
অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে। অভি-
যুক্ত একজন কতবিদ্য মৈব'সব রেজিষ্টার, এক-
জন খনন মৈব সওগারের পুত্র, ও আর একজন
কং সওগারের সন্তান। ভাষার সন্তানকে মাল
দ্রী মলমবন্দীরা একটা কতর বিবাহার্থী, কতর
গত। এত বা অত কোন অভিযুক্ত বা ধাক্কা
গাট অব ওর.ডের কর্তৃত্ববীনে আছে। ভাষার
গত(বহী) অতিত বক হইবারজন্ত আদালতে আর্শন
বার সিদ্ধান্ত হইয়াছে কত। যদি নীজই বিবাহিতা
র তবে অপর কোন অতিত বক নিবৃত্ত করিবার
বশ্যক নাই। বিবাহার্থীগণ এই বাজিকাটীর পাবি
এব করিবার জন্ত পত্রপত্রে বিবাহ কবিয়া আদা
এ আসিয়াছেন। এখন ব্যক্তি একজন মাজাজ

কাসেজের নি. এ উপাধিবার। ভাষার 'অর্ধ
বিবাহ কবতা নাই। দ্বিতীয় ব্যক্তি কতকে ৬০
ভাষার টাকা বিতে তার। কতর ব্যক্তি ১০ ভাষার
টাকা বিবার কবা ছিল। আদালত দ্বির করিলেন
দ্বিতীয় ব্যক্তির একবার বিবাহ হইতছিল। এবং
ভাষার একটা কত। সন্তানও বর্তমান আছে। অল্প
অবস্থার কত। ভাষার কত হুই হইতে পারিবে
না। কতর ব্যক্তি বৈবাহ সন্তান ভাষার কত
পত্রিলে কতর বর্ষের দামি হইবে। এখন ব্যক্তি
কোন অর্ধপহার না দিলেও অপর হুই ব্যক্তির
ভার কোন বিশেষ দোষ বা ধাক্কা কত। বিচার
মত ভাষার আদা মলিম দ্বির হইয়াছে। এখন
সওগার পুত্রের সকল মলিম সব রেজিষ্টারের
সহিত বাহুবুতে প্রস্থত না কন।

বন্দা হুইজের মূল স্তম্ভ দ্বিবিদ্য গজার বিলে
বক্তৃতা ও গজা হুই আদালত হয়। ইহার পর
পোতামাটী বা খোল মরিচ সব বাটীরা এঁলপ
বিলে বাহু জমা বা রেখা জমা বেবনা সহজে
আদান হয় এবং চাষের খোরর কত কুলিলে
ইহার পাতা কবের সহিত বাটীরা এঁলপ বিলে
এক রাতি মধ্যে সারিরা কত ইহা র মূল ও সবু ক
কত এবং কুলি হুইও সমস্তাং মর্জন করিয়া কতি
কত কত করিলে হুই ব্যক্তি ও হুইর মায় কতি
কতি কত হয়। ইহা গুহ রাধিলে সে মরে
মর্জ কত থাকে না।

জৈনিক মানে আবার দুইকছু উঠিবে। উল্লেখ
ভাষার পদার্থ করিতে না করিতে যদি এরূপ
কিছু বেবিতাম তবে পূর্বে হইতেই আমরা আদা-
দের হুইজের কবা ভাবিয়া রাখিলাম। এখন এত
হুই হইত না।

ইংরাজ গবর্নমেন্টে মালগে অধিকার করিবার
সমস্ত রাজব্যক্তি একবার পত্র পইয়া ছিলেন।
পত্র ধামিতে কোন বিলাতের সওগার প্রবৃত্তের
অব্যবহিত পূর্বে প্রবর্তাজকে কতক গুলি হুইট
কোর্ডের কাষ ও গুলি পোলা পাঠাইবার জন্ত
প্রস্তাব করিয়াছেন। পত্রেরক আপনাকে
গবর্নমেন্টে কট্টাকটার মলিম প্রকাশ করিয়াছে।
এই ঘটনার সত্যাসত্য বিবরণের জন্ত পাঠি'রা-
কটে সত্য জৈনিক সভা ডেট সেক্রেটারিকে
জিজ্ঞাসা করিলেন।

হুই মাসের পূর্বেই মিসরের সৈন্যসংখ্যা
অনেক কমান হইবে। মোজার পালা'বন্দন এখন
সৈন্যসংখ্যা কমানিলে আরাবীয়েরা আবার উৎপাত
আরম্ভ করিবে।

সোয়াকিন ও পূর্বে হুই মানে ভারতীয় সৈন্য কিরিয়া

আসিবে। বিহার সৈন্য আদালের দাম অধিকার
করিবে। আফ্রিকার এখন দ্বিবিদ্য মাত্র ভারতীয়
সৈন্যের রেজিমেন্টে আছে। হুইটী বাজাল
একটা বোমাই বেলের।

১৭ই এপ্রেল আকর্ষণীয় সীমারে ইংরাজ
সীমা করিবারপত্রের একটা সভা কত
পর দ্বি উত্তর পক্ষের করিবারপত্র অল্পসে
দিকে বিচারিলেন।

সীমা করিবারপত্র এঁরট ভাষার কত
চল করিয়া কেলিলেন। আর একটা স্তম্ভ
গাঁধিতে ব্যক্তি আছে। ১৪ ইয়ার্ট হুইতে সে স্তম্ভ
গাঁধি আরম্ভ হইয়াছে।

সকলের একটা কোয়ে একজন মলমী টাউন
পত্রিকার পোষাক পরিয়া আসিয়া ছিল। কতক
কামের প্রাক্তর যে যে ঘরে ছিল সেই সেই
মানে অধিক রেসনের কাপড়ের বত বেবাইয়া
ছিল। দ্বিটের কাপড়ের মায় সহায় পত্রিকা
টেলিগ্রাফ কিয়পিড হুই, কঁচি, কতি, কোর
কমন, ইত্যাদি চিত্র সকল পোষাকের উপা
সোতা পাইয়াছিল। সন্তান কবা বাইরা, বিজ
রূপ কঁচি করিয়া জীকোকে যে এমন সম মজি
পারে উহা আমরা জামিতাম না?

গত ১০ই মার্চ বিলাতে একটা মর্জিক সভা
হইয়া গিয়াছে। বিজাতি জামাতে ভিন্ন জাতীয়
লোক সকল অধিকাংশ কার্যই করিতেছে। মর্জিক
মর্জ তাই পথে পথে বিজকার করিয়া বেড়াইতে
ছিল। "আমরা অম্বাহের মরি, আর বিবেশীর
কর্প পার।" অম্বাহের ইট ইতিহাস কত ইমানে
মর্জ হয়। ভাষার আর কোনও পোলযোগ করে
নাই।

মলিমের প্রতীকোর্টে একজন জুরি জুরি
কার্য করিতে অস্বীকার করেন। কারণ জিজ্ঞাসা
করায় সে মলিম মাতামাতারে আমি ইংরাজের
অস্বীকৃত ছিলাম। ইংরাজ হুইয়া আমাকে অধিক
অবস্থার কেলিয়া আসিয়াছেন। কতবিদ্যক সহ-
কত করিতে নাই।

আদালের কোন মহামানী বলেন এঁরট কত
পর মাজাজে কে বর্ষের হইবে তাৎ এবং শীত
অবস্থার কত হইবে না। আরল অব ডেলহাউসীর
এই পত্র প্রবর্ত করিবার কবা কত। গিয়াছে।
পারীতিক অবস্থার মলিম আরল এখন আসিতে
ছেন না। ডেলহাউসি মলিম গুলিলে আদালের
কত হয়।

হুইকারের মহামানী পালানপুর মলিম বেব
বর্ষ করিতে গিয়া মলিম বিবেতর পুত্র -

২। ১। ২। ৩। ৪। ৫। ৬। ৭। ৮। ৯। ১০। ১১। ১২। ১৩। ১৪। ১৫। ১৬। ১৭। ১৮। ১৯। ২০। ২১। ২২। ২৩। ২৪। ২৫। ২৬। ২৭। ২৮। ২৯। ৩০। ৩১। ৩২। ৩৩। ৩৪। ৩৫। ৩৬। ৩৭। ৩৮। ৩৯। ৪০। ৪১। ৪২। ৪৩। ৪৪। ৪৫। ৪৬। ৪৭। ৪৮। ৪৯। ৫০। ৫১। ৫২। ৫৩। ৫৪। ৫৫। ৫৬। ৫৭। ৫৮। ৫৯। ৬০। ৬১। ৬২। ৬৩। ৬৪। ৬৫। ৬৬। ৬৭। ৬৮। ৬৯। ৭০। ৭১। ৭২। ৭৩। ৭৪। ৭৫। ৭৬। ৭৭। ৭৮। ৭৯। ৮০। ৮১। ৮২। ৮৩। ৮৪। ৮৫। ৮৬। ৮৭। ৮৮। ৮৯। ৯০। ৯১। ৯২। ৯৩। ৯৪। ৯৫। ৯৬। ৯৭। ৯৮। ৯৯। ১০০।

রাজস্বাধীর আশির্বাদে রাজিষ্ট্রেট মাকি মক-
সার একজনের অধিক উকিল দিলে একজন মাত্র
থিয়া অপর উকিলকে কাণ্ড করিতে নিষেধ
হইবে। কলিকাতার একমাত্র উকিলের আদি করি
র কি কথটা আছে ?

ভাঙ্গার ব্যবস্থাপক সভার জনৈক সভ্য এক
 ১২ প্রকার আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিয়া-
 য়েন। পাণ্ডুলিপির উদ্দেশ্য উকিলের ব্যবসা একে-
 ত্রে উঠাইয়া দেওয়া। তিনি বলেন অধীর্ণ সভ্যরা
 গণের মকদ্দমা নিয়ে চালাইতে পারেন।
 বলাক হইলে ভাষ্যের কোন আত্মীয় বা বন্ধু
 রূপে জবাব দিলি করিতে পারেন। আইন বেথা-
 য়ার জন্য উকিলের কোন আবেদন নাই।
 ঘটনাকসম্মুখে আইন পড়িয়া প্রতিবাদী লাভ
 হইবে। সে জন্য গবর্ণমেন্ট ভাষ্যদ্বয়কে
 খেতে দেওন দিয়া প্রতিবাদী।

গবর্ণমেন্টে বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেখকগণের সম্মতি.

২০০০

निर्देशांक ।

ବିଜ୍ଞାନ ଓ ମାଧ୍ୟମ ବିଭାଗ

কটকে, কয়েকটি বড়ি-কাটা কাগজেই। আর টি ইঞ্জিনের

তথাকথিত ই-পুলিটিক্স জনসেটের হৃদয়েই। অতএব 'গণস্বাক্ষর'ই
কেন্দ্রীয় ব্যক্তিগত ও কল্যাণ বিষয়ক এম. পি. কেন্দ্রীয় আধিকারিক,
স্ট্রিকচারেল-বিশেষজ্ঞের, কেন্দ্রীয় ব্যক্তিগত ও জনসেটের ক্ষেত্রে বিশেষ
গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

[illegible]

विष्णु मन्त्रादि विदुः ।

[illegible]

ଆମିଷାହାରୀ—କହେବ ସେ ଡକେଇ କୁଳେବ ଆଉ ଏକାମ୍ର ଏକାକ
 ଆମିଷାହାରୀ ସାର୍ବଜନ ଅହୀରଣୀବ ହୁଏ ମନେବ ହୁଏ ମାହିଲେ
 କାହାବେଳ ଯୋଡ଼ାବେଳ କୁଳେବ ମଣିବ ଗୁଣାବାର ଡିଭିନମଣ୍ଡିଟର
 ଏକାମ୍ର ସାର୍ବଜନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦିନବାବ ମିତ୍ର ଗୁଣାବାର ଗାଣୀ ବହାର
 ଦିବିବ ଡିଭିନମଣ୍ଡିଟର ଆମିଷାହାରୀ ସାର୍ବଜନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେବେଶବ
 ଯୋବ ଆଉ ବହାବି ମିତ୍ରକ ହୁଏଲେ

ଅମରିବର୍ତ୍ତିତ ବିଳାତେର ୩୬ ।

ବାକ୍ସିହାସ ସମ୍ପଦ—ବାକ୍ସିହାସ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ
ଜନ ଶାସ୍ତ୍ର ନାମରେ ଜଣାଯାଏ ।

(भूयः अक्षेपिः उन्नतः ।)

আমার মানবীয় এবং আবেগী বন্ধু বলেন যে, ইহা অসম্ভব। সাবধানেও সচিব সম্পাদিত হই-
তাহে এবং ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে
যে ইহা কোন চতুর বা দুৰ্ভিমান ব্যক্তির দ্বারা
সম্পন্ন হইতাহে। বাস্তবিক-পক্ষে জাতিগত সকলই
সুকার্য্যে চতুর ও দুৰ্ভিমান। আমরা জানি যে
গণপরিষদের শীর্ষ ভাবীক বঙ্গবান্দা লর্ড একজন
দীর্ঘজি সম্পন্ন ব্যক্তি মাত্র ৫০ বৎসর কাল বাবু
ঐক্য পদ অধিকার করিতে পারিতেন না।
আমরা ইহাও জানি যে লর্ড ব্রাউটেন একজন
মান্য বিচারক স্বাক্ষর। আমি পুনরায়
মানবীয় লর্ডকে জিজ্ঞাসা করি এ কার্য্য করার
দ্বারা সম্পাদিত হইতাহিল? তিনি ইহা অবশ্যই
অসম্ভব আছেন। ইহা জাতির শীর্ষ বন্ধিন হস্ত
কিবা লর্ড ব্রাউটেনের বন্ধিন হস্ত কিবা কংগ্রেস
আগিদের কিবা ইতিহাস অ কিম্বদন্তির কোন সুবিজ্ঞ
সে-ক্রেটারীর দ্বারা সম্পাদিত হইতাহে? আমি

[illegible]

তিনি যে নিরস্তর একজন সংশ্লিষ্ট আছেন সেই
 বিষয়ের অনুসন্ধানার্থে যামবীর স্তম্ভ যে কনিষ্ঠ
 আগন্ত করিবেন তৎসমকালে আবার সন্ধান
 একজন কড়া উচিত হবে এবং তাহা করিবেন না ।

অন্তরালে উপস্থিত আশ্রয় সকল বলি—
আমি জানি যে এখানে কত কাজের লোক
আছে—এবং আশ্রয় দিচ্ছি। যে যে সকল
ইচ্ছাকৃত এ কাজে যোগদান করছেন, আমি
জানি। এতদ্বারা একটা কাজ করছি—আমরা বলি—
যে যে সময় একটা উপস্থিত, যখন তার
কোন ভবিষ্যৎ এখানেই যুক্তিগত আর কোন
মাত্র বিতরণ ছাড়াই হবে। (অতি উচ্চ কণ্ঠে
জানি) আমায় উপস্থিত জ্ঞানিত বেরিয়ে
করা হয়। অতঃপর আমরা গিয়ে নির্দেশ
করা হয়েছিল। ক্যান্টনমেন্টের লোকেরা কি
বলি? আমি গবর্নমেন্টের চাকরদেরকে—কেবল
ক্যান্টনমেন্টের গবর্নর ছাড়াই লোক ল্যান্ডস্কেপ
নয়—আমরা যোগদান করে যোগদান —

ଉତ୍ତର:

বিজ্ঞাপন

অষ্ট বাতু নির্ধৃত অর্থ "অনন্ত"।



৩

শ্রীমদভয়সংহিতা

অনন্ত বাতু নির্ধৃত অর্থ "অনন্ত"।

অনন্ত বাতু নির্ধৃত অর্থ "অনন্ত"।

অনন্ত বাতু নির্ধৃত অর্থ "অনন্ত"।

অষ্ট বাতু বৈজ্ঞাতিক আংটি।

অষ্ট বাতু বৈজ্ঞাতিক আংটি।

অষ্ট বাতু বৈজ্ঞাতিক আংটি।

নিউ হোমিওপ্যাথিক হল

নিউ হোমিওপ্যাথিক হল

নিউ হোমিওপ্যাথিক হল

নিউ হোমিওপ্যাথিক হল

নিউ হোমিওপ্যাথিক হল

নিউ হোমিওপ্যাথিক হল

নিউ হোমিওপ্যাথিক হল

নিউ হোমিওপ্যাথিক হল

নিউ হোমিওপ্যাথিক হল

নিউ হোমিওপ্যাথিক হল

নিউ হোমিওপ্যাথিক হল

নিউ হোমিওপ্যাথিক হল

নিউ হোমিওপ্যাথিক হল

নিউ হোমিওপ্যাথিক হল

নিউ হোমিওপ্যাথিক হল

নিউ হোমিওপ্যাথিক হল

নিউ হোমিওপ্যাথিক হল

নিউ হোমিওপ্যাথিক হল

সামপ্রকাশ।

৫০ নং ভাগ।

"স্বপ্নপিতা" মজলিসিতার ঘাটিকা: স্বপ্নপিতা মজলিসিতা ন শীতলা।"

২৩ নং খা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাসিক মাসিক
১০ টাকা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৫০।

১২২৩ সাল। ২৮ এপ্রিল। ইং ১৮৮৬। ১। ই মে।

৭ প্রিন্সিপাল ২৮ এপ্রিল।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাসিক মাসিক
টাকা মাসিক। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৫০।

বিজ্ঞাপন

নতুন বিজ্ঞাপন।

পীড়িত ব্যক্তিগণের পথপথি, পথ প্রান্ত
পথালী, রোগীর শুশ্রূষা, স্বাস্থ্যরক্ষা প্রভৃতি বিবিধ
বিষয় সম্বন্ধিত সম ১২২৩ সালের আনু-
বর্তিক পত্রিকা বিনা মূল্যে বিতরণিত হইতেছে।
আমাদের মিকট লোক পাঠাইলে কিংবা মাসিক
পত্র অর্ধ আনার ভাণ্ড টিকিট সহ পত্র মিথিলে
প্রাপ্ত হইবেন।

ঐদেবেজনাথ সেন ওপ্ত

আনুবর্তিক বিদ্যালয়।

২৯ নং কলুটোলা ট্রিট, কলিকাতা।

পি, এন. বিশ্বাস।

৪৭ নং সীতাগার ঘোষের ট্রিট
কলিকাতা।

স্বর্ণ কদরী ভূষণ তৈল।

১ বছর কেবল কেশ বিভাগে ব্যবহার্য।

১০, ৪ আউল শিশি ৫০, ৫০, ১০০ আনা।

২ বছর কেবল স্নানের পূর্বে ব্যবহার্য।

১০, ৪, ৮ আউল শিশি ৫০, ৮০ আনা। প্যাকিং
১০ আনা।

সবিশেষ বিবরণ ক্যাটাগরে দেখুন। ১০ আনার
টিকিট পাঠাইবেন ২৪ পূর্ভাগ বহি (ক্যাটা-
গ) পাঠাইবেন।

প্রিভি টাইল।

অল পাইকা, পাইকা, প্রোট প্রভৃতি, অল
চাপাখাদ্যের আবশ্যকীয় ব্যবহারি বিজ্ঞ-
সার্য প্রস্তুত আছে। (অল বা অলিক) সস্ত্র মক-
অল পাঠান যায়। ক্যাটাগরে মূল্য মাসিক
১০ আনা।

সুন্দর এজেন্সি।

অল মাত্র কমিশন মইল। (সুন্দর ও ব্যবহারী
সকলেরই জ্ঞাত) জামা, কাপড়, উষ্ম, বহি, বাস,
অলকার, হুত, মরমা, চাউল, আলমারি, কেমি,
চেয়ার প্রভৃতি সকল প্রকার জবাবি (মারক
সকল) সস্ত্র পাঠান যায়। ১০ আনার টিকিট
পাঠাইলে কমিশনের মিয়ম পত্র সহিত বাজার
ঘরের বহি পাঠাইবেন।

LIFE PILLS (জীবনবটিকা)

এই জীবন দায়ক বটিকা ব্যবহারে বহুদিনের
পুরাতন স্বর, বহুত, স্রীষা প্রভৃতি ম্যালেরিয়া
বটিক পীড়া অসুস্থিতির মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য
হয়, ইহা যে জীবন দায়ক তাহা বিনি একবার
ব্যবহার করিয়াছেন তিনিই মুক্তকণ্ঠে অীকার
করিয়াছেন। মূল্য ২৪ বটিকা ১০ টাকা বরতা ১০
আনা। ব্যবহারের উষ্মের সহিতই থাকে।

STOMACHIC PILL (হজমিগুলী)

এই "হজমি গুলী" ব্যবহারে অনেক দিনের
পুরাতন অজীর্ণ, অগ্নিবাহ্য, অসু, বৃক্কালনা প্রভৃতি
কষ্টকরক রোগ অসুস্থিতির মধ্যে আরাম হয়।
এরপ বেথা-গিরাছে যে উক্ত রোগাক্রান্ত ব্যক্তি
সকল প্রকার চেষ্টা করিয়া কিছুতেই উপকার না
পাইয়া শেষে এই "হজমিগুলী" সেবন করিয়া—

সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়াছে। মূল্য ২৪ বটিকা
১০ আনা ভাণ্ড বরতা ১০ আনা।

HOWEL PILLS (কোউলপিলা বটিকা)

ব্যবহারের বহুদিনের কোউলপিলা আরোগ্য
আমার সমস্ত ২৫৩ বার কোউলপিলা ইল
হইলে ঐহারাই এই কোউলপিলা ব্যবহার করুন
ক্যাটাগরে সেল করিয়া পরম করিলে আরোগ্য
পরিহার ২৫৩ টি হস্ত হইবেক, এই কোউলপিলা
একনি ৩৫ বে ১০০ বটি সেবন করিলে একবার, ২৫
বটি সেবন করিলে দুইবার, ৩৫ বটি সেবন করিলে
তিনবার হস্ত হইবেক। মূল্য ১২ বটি ১০ আনা
ভাণ্ড বরতা ১০ আনা।

DIAMOND DROPS (দীপক বিন্দু)

কোন কালে ওলাউটা এপিডেমিক রূপে প্রকা
পাইলে অর্থাৎ ভয়ানক ব্যাধিত হইলে বিনি এ
দীপক বিন্দু দিবলে একবার মাত্র সেবন করিলে
ঐহার আর ২৪ বটিকা মধ্যে ওলাউটা ভটবে
না, ১০ বিন্দু পরিমানে প্রত্যহ একবার সেব
বিধি, মূল্য অর্ধটাক শিশি ১০ টাকা ভাণ্ড বর
১০ আনা।

উপরোক্ত ৪টি উষ্ম আমার মিকট মূল্য পাঠ
ইলে সস্ত্র পাঠাইবেন।

ঐদেবেজনাথ সেন

বহিমাতি

সোনারপুর ২৪ পরগণা।

হোমিওপ্যাথিক ডিপজিটারী

৫২ ৩ মূল্যপূর ট্রিট পটলভাঙ্গা কলিকাতা।

এই মূল্য উষ্মালয়ে সকল প্রকার হোমি
প্যাথিক উষ্ম, উর্দু, হিন্দি, বাঙ্গালা ও ইংরা
পুস্তকাধি এবং চিকিৎসোপযোগী জবাবি অ

সব মূল্যে বিক্রয় হইতেছে । কলারার বাক্স
শিলির ডাং কলিনীর কপূরের আয়ক ও
সহ সহ প্যাকিং ৫ সাহ ইত্যাদি
সহ ৩০ শিলির বাক্স সহ প্যাকিং

সপেটা সাহেবের পেপসিন পারলস্ ।

সপেটা সাহেবের প্রত্যেক বটিকাত ৪ গ্রাণ
রিগা পেপসিন আছে। যে পরিমাণে তৎক্ষণে আচার
তা বাক্স তাহার ১৫০ গুণ পরিপাক শক্তি ইহা
রূপ কর । এই ঔষধ সেবন করিলে পাক কষ্ট
জ্বালা অকুচি, উদরাম্বাস, বমনোন্মাদ বা মিত্রা-
র্দগ মস্তক রক্তসঞ্চয়, বায়ু বৃদ্ধি শার্কবলির অস-
তা বমন, খীরপীড়া এবং অসম্পূর্ণ পাকক্রিয়া-
উত্থে সমস্ত পীড়া উপর হস্ত তথা এক মাত্র
ঔষধ সেবনে এসমিত হয় ।

সপেটা সাহেবের মোরল ।

এই ঔষধ কতলিবার কৈলের সার হইতে প্রস্তুত ।
ইহার একটা একটা বটিকা ২৫ গুণ কতলিবার
কৈলের সমান । ইহা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ
হইয়াছে, বহুদিনের কানী, বাত্রে বর্ষ, হুকে ব্যথা,
মলায় ব্যথা, কয় কাশ প্রভৃতি পীড়ার কতলিবার
মপেক্ষা দিলেই উপকারি । কতলিবার অরেল
সহিত দুই বিশিষ্ট ইহাতে কোন কষ্ট নাই ।
কর্কশ শিশুরেব সুখানন্দ হইলে এবং অপুষ্টি, সর্বদা
চর্শ্ব বোগাক্রান্ত ও গলা কোমল, ও বা বয়, সর্বদা
অস্তির থাকে ও মুন্যর না জাতিদিগকে এই ঔষধ
সেবন করাইলে শীঘ্র আরোগ্য হয় ।

পেলিটিয়ার সাহেবের কুটনাইন বটিকা ।

ইহাতে ২ গ্রাণ করিয়া চূর্ণ কুটনাইন আছে,
এই বটিকা অতি মজ্জা সহজেই পাক হয় । ইহা
সেবনে জ্বর, সিরিাস জ্বর, পাল-জ্বর এবং সর্ব-
প্রকার জ্বর মাথাধরা বাত, বনমির বেদনা প্রভৃতি
কাবোগ্য হয় । প্রত্যেক বটিকার উপর পেলিটিয়ার
নাম দেখিয়া লইবেন ।

জুলিয়ানফট —

ইহা কাল বেশের একপ্রকার ফল চইতে
প্রস্তুত । ইহা বন-বনেন মত নিষ্ট উচ্চ সেবন
কোন প্রকার কষ্ট হয় না । কোষ্ঠ বদ্ধ, শির-পীড়া,
তানানা, অম্বলের ব্যথা, বস্ত্রভব পীড়া, অজীর্ণ,
বগ ময়ান, গাত্রে জ্বাম হুলকনা প্রভৃতি হইলে এবং
শিখাধিক শূক্কা এবং বালকদিগের তড়কা প্রভৃ-
তি ও এই জেস.প বিলম্বে উপকারি ।

মেডি সাহেবের চন্দন বটিকা ।

বটিকাত ৫ কোটা করিয়া শুষ্ক চন্দন
ইহা কোমল ও মৃদু মধো মিশ্রিত
মিষ্ণু-মিষ্ণু । কোমল বা মিষ্ণু-মিষ্ণু
আমকলার মধো-মধো বা মিত্র-মিষ্ণু
একার বাতুর পীড়া হইলে এই বটিকা ব্যবহারে
সত্ত্ব আরোগ্য হয় ।

রিগস- ক্যান্ডেল অব জাপান ।



ক্যান্ডেল ওয়াটার চিত্রকারক
ইহা ব্যবহার করিলে চিত্রের
চিত্রকতা বৃদ্ধি করে এবং
পাতকে-সমস্ত রূপ করে-
এই সমস্ত ঔষধ ভারতবর্ষের
প্রায় সকল ঔষধালয়ে প্রাপ্য
হইয়া যায় ।

“ বাতুরোর্বানার প্রত্যেক পবীকিত । ”

সুখাবিন্দু সুখাবিন্দু !!

ইহা সেবনে বাতুরোর্বানার, অগ্ন্যদ্য জ্বলনে-
স্ত্রিরেব শৈথিল্য, শুক্রনেক, অল্প উত্তেজনার
শুক্রপাত ও অতিরিক্ত শুক্রকর এবং অজ্ঞানিত
শিরঃপীড়া, শারীরিক দুর্বলতা, অরুণলজ্জিতহীনতা,
মানসিক বিষয়তা, হাত পা জ্বালা ও শুক্রের
ভারম্য প্রভৃতি এক মাস মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য
হইয়া শুক্র অভ্যন্ত গাঢ় ও ধারণাশক্তি প্রচুর
পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে । এমন কি ইহা সেবনে
সালসার সমস্ত উপকার ঘর্মে । ইহা যে সর্ব-
প্রকার বাতুর পীড়ার একমাত্র মহোৎসব তাহার
অনেক প্রমাণসাপ্ত রহিয়াছে এবং এই ঔষধে
আরোগ্য হইয়া অনেক পুরস্কার বিজায়েন । এক
নাসের ঔষধ এক শিলি ২ টাকা ডাক মাস্তুল
১০ আনা ।

দাদেবর মহৌষধ ।

“ কত ও চর্শ্বরোগের মহোপকারী । ”

এই ঔষধ ব্যবহারে জ্বালা বস্ত্রধা নাষ্ট, অথচ
যে একাত্তের দাং হউক না তেম ২৪ ঘণ্টার নিশ্চয়
আরোগ্য চইবে । বাত, কোষ্ঠবদ্ধ, মিষ্ণু, শুক্র-
নাষ্ট, জ্বলি (কোষ) পারাব বা, বোস, পাঁচড়া
গরমীর বা ও সর্বপ্রকার কত বোগ ভিন্ন বিঘসের
মধ্যে নিশ্চয় আবোগ্য হইবে । ইহা কত ও
চর্শ্ব বোগের অস্বাভ্য মহৌষধ । এই ঔষধে পাঁচ

মাই ইহা সার্জন মেজর কতক পরীক্ষিত । মৃদু-
ভার সহিত বলিতে পারি এই ঔষধ ব্যবহারে
ইহা কোমল ও মৃদু মধো মিশ্রিত
মিষ্ণু-মিষ্ণু । কোমল বা মিষ্ণু-মিষ্ণু
আমকলার মধো-মধো বা মিত্র-মিষ্ণু
একার বাতুর পীড়া হইলে এই বটিকা ব্যবহারে
সত্ত্ব আরোগ্য হয় ।

ইহা সর্বদা চর্শ্ববর্তী ।
ডাকার পাবনা ।

—৩৩—

সুন্দর মূল্য অমূল্য গ্রন্থ প্রকাশ ।

সরস কল্যাণবিত্ত ।

শ্রীমতগবত ।

প্রথম ভঃ চইতে দ্বাদশ ভঃ সম্পূর্ণ ।

পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে ।

সমগ্র পুস্তকখান অগ্রিম মুদ্রা ডাকমাগুল সহিত
কলিকাতা ও বকসল সংস্থি ৩, এম টাক
অগ্রিম মুদ্রা না পাইলে পুস্তক পরিচ হইয়া না ।

জিদিগিমবিহারী শীল ।

২৫—৬ কলিকাতা ১১৮ অপর চিংপুর রোড ।

প্রেরিতপত্র

মাতবর শ্রীমত সোমপ্রকাশ মফাঙ্গক মহাশয়
সমীপেত ।

৭ তিথ্যস ।

এখানক র রবিনাসরীং সংস্কৃত পাঠশালা
শিশুদিগের পাঠশালা এবং চরিত্রতাব টো
সহস্র গুণ ১৮ ই ফার্মুলার সোমপ্রকাশে আ
মাত্রা লিখিয়াছি তাহার প্রতিবাদ কবিবাব জ
আপনার ১৪ ই বৈশাখের সোমপ্রকাশ একত
পত্রপ্রেরক কতকগুলি স্বকপোল কল্পিত অমৃতপ
ব্যাক্য বিভ্রাস করিয়া আপনাব বক্তব্যমণীর পত্র
শুদ্ধ কলমিত করিয়াছেন । এরূপ পত্রের প্রতি
বাহের আবশ্যক নাই তবু আপনার সংবাদেব সত
সভা সহরে নিবলিখিত কথাগুলির প্রতি লক্ষ কা
লেই সাধারণে বুদ্ধিতে পারিবেন ।

প্রথম । রবিনাসরীং সংস্কৃত পাঠশালা সংস্ক
পিত হইবার অনেক পূর্বে শিশুদিগের পাঠশা
উর্দা গিরাছিল ।

দ্বিতীয় । উক্ত পাঠশালায় ভক্ত মানা
কৌশল কোমল মিকট হইতে বর্ষ লইবার চে
করা চইয়াছিল ।

তৃতীয় । উক্ত পাঠশালায় প্রতিষ্ঠাতা

সেইরূপ নাম বাছির করিবার ক্ষমতা নিম্নলিখিত
উপাঙ্গাবলি এই উপেক্ষা করিয়া সংকট পাঠ-
লা স্থাপন করিয়াছেন।

চতুর্থ। জীবন্ত বাবুজীপুত্রের মর্মেতের সহিত
বিস্তার টেলেবিশন কোন সম্বন্ধ নাই। অত-
এ পত্রপ্রেরক সে বিষয়ের অবতারণা করিয়া
পত্র প্রেরণের পরিচয় দিয়াছেন। ১৮ ই কাঙ্ক্ষ-
সোমপ্রকাশ পড়িয়া কি প্রতিবাদ করা হই-
ছে?

পঞ্চম। রাজবল্লভ রত্নসংহিতা আধ্যাত্মিক
পুণ্য কি না তাহা বুঝিবার জন্ত কিছু পড়া
না আবশ্যক।

ষষ্ঠ। ১৮ ই কাঙ্ক্ষের সংবাদে প্রতিবাদ
ইহা বৈশাখ মাসে পত্রপ্রেরক আপ-
ক যুব বিবেচনা পরিবর্তিত প্রমাণ করিয়া-
ন?

একান্ত বন্দন

জি—জামালপুরের—

সংবাদদাতা।

— ৩১ —

জীবন্ত বাবুজীপুত্রের মর্মেতের সহিত
বিস্তার টেলেবিশন কোন সম্বন্ধ নাই। অত-
এ পত্রপ্রেরক সে বিষয়ের অবতারণা করিয়া
পত্র প্রেরণের পরিচয় দিয়াছেন। ১৮ ই কাঙ্ক্ষ-
সোমপ্রকাশ পড়িয়া কি প্রতিবাদ করা হই-
ছে?

মহাপ্রভ। আপনাদের ৭ ই বৈশাখের সোম-
কাশে নগেন্দ্র বাবুর এই দীর্ঘ পত্র পাঠ করিয়া
আমরা অতিশয় বিস্মিত হইয়াছি। তিনি লিখিয়া
ছেন “উৎসাহ (গোখানী মহাপ্রভের) অধীন জন
নির্ভীতি ও ভক্তিক এক চক্রে দেখিয়াছেন”।
আশ্চর্য! কে তাঁহাকে বলিল গোখানী
মহাপ্রভের ভীতি ও ভক্তিকে এক চক্রে দেখিয়া-
ন? তিনি এ সম্বন্ধে এই মাত্র বলিয়াছিলেন
আমাদিগের অন্তরঙ্গতবে যে অনির্ভীতীয় ভাব
সহিত থাকায় আমরা স্ত্রী, পুত্র, জাতা ও বহু-
গণের সহিত সন্তবে কালযাপন করি, তাহার
এই ভীতি, আবার যে ভীতি থাকায় আমরা
জাতা নাতা প্রভৃতি গুরুজনদিগের অথবা দেবতা-
দিগের অর্জনা করিয়া থাকি সেই ভীতির নাম
ভক্তি এবং যে ভক্তি দ্বারা মহাপ্রভের পদে আর
অর্পণ করেন সেই ভক্তির নাম প্রেম। ইহা
পুণ্ড্রী প্রতীকনাম হইতেছে যে যখন বিহিত সেই
ক অনির্ভীতীয় ভাব পাত্র বিশেষে প্রবৃত্ত হইয়া
হাথাও ভীতি, কোথাও ভক্তি এবং কোথাও বা
প্রেম বলিয়া অভিহিত হইতেছে। এখানে ভক্তি
ভীতির বর্ণনাই করাইয়াছে। নগেন্দ্র
বাবু বুঝিতে না পারিয়া নিজের এই বর্ণনাকে
“অসঙ্গত” বলিয়া পরিণত করিয়াছেন।

গোখানী মহাপ্রভের ভীতি ভক্তি
অথবা প্রেম বাইরের ভিত্তি। জ্ঞান, বিজ্ঞান বা
যোগের বিশেষ আবশ্যক করে না। কিন্তু
নগেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন “যুব আবশ্যক করে,
এমনকি জগতি সম্বল করিতে না পারিলে ও পদ
অগ্রসর হওয়া দুইটা মাত্র। এজন্য ভীতির
বহু ছিন্ন করিতে হইবে। তাহা আমাদের কার্য।
তাহার পর সেই যুবর মহিমা বুঝিতে হইবে।
তাহা বিজ্ঞানের কার্য। তাহার পর সেই বহুতে
আত্মোৎসর্গ করিতে হইবে তাহা যোগের
কার্য। এখানে যে বহুর কথা উল্লেখ করা
হইয়াছে, বৈজ্ঞানিক দর্শন (Philosophy)
পারোক্ষ অপ্রত্যক্ষ (Perception) স্মৃতি
(Memory) নির্মাচন প্রভৃতি পারিতোষিক
শব্দ (Technicalities) অসম্পূর্ণ বৈদ্য তাহার
বিচার করিতে পারা যায়, ভীতি যদি সেই
বহু হইত, তাহা হইলে নগেন্দ্র বাবু বাই লিখিয়া-
ছেন তাহা ঠিক। কিন্তু গোখানী মহাপ্রভ সেই
অসম্পূর্ণ দর্শনের অনুসরণ করেন নাই। পাঠকবর্গ
মনে করুন কোন বালকের হস্ত হইতে একটি ঘট
মাটিতে পড়িয়া ভাঙিয়া গেল। বালক কাঁদিয়া
উঠিল। যে পদার্থে ঘটটি প্রবৃত্ত হইয়াছিল সে
পদার্থ চূর্ণাবস্থায় তাহার সমুখ পড়িয়া রহিল,
কিন্তু কৈ তাহাতেই বালক কুলিল না। তবে কিসে
তাহার ভীতি ছিল? ঘটে, না ঘটের ঘটবে!
এখানে লক্ষ্যই দেখা বাইতেছে যে ঘটের ঘটবেই
বালকের ভীতি ছিল। স্বীকার করিলাম এই
ঘটরূপ অদৃশ্য বস্তু ছিন্ন করিতে হইলে আনের
প্রয়োজন হয়, স্বীকার করিলাম এই অদৃশ্য বস্তুর
মহিমা বুঝিতে হইলে বিজ্ঞানের প্রয়োজন হয়,
স্বীকার করিলাম এই অদৃশ্য বস্তুতে আত্মোৎসর্গ
করিতে হইলে যোগের প্রয়োজন হয়। কিন্তু
নগেন্দ্র বাবু কী জ্ঞান করি ঘটের ঘটবে বাল-
কের যে ভীতি জন্মিয়াছিল এবং সেই ভীতি সাধ-
নের বিভিন্ন বালকের যে জ্ঞান, যে বিজ্ঞান এবং
যে যোগের প্রয়োজন হইয়াছিল গোখানী মহা-
প্রভ কি সেই জ্ঞান, সেই বিজ্ঞান এবং সেই
যোগের কথা বলিয়াছিলেন? কখনই নহে। কেন
না ইহার জন্ত কোন প্রবৃত্তি পাঠ করিতে হয় না।
ইহা অতীত মনুষ্যের মনুষ্য উদ্ভাবিত হয়। এ
সম্বন্ধে আমাদিগের আর অধিক কিছু বক্তব্য নাই;
তবে আক্ষেপের বিষয় এই যে নগেন্দ্র বাবু এই
গভীর পরমার্থ ভ্রমের ভিত্তি প্রবেশ করিতে না
পারিয়া গোখানী মহাপ্রভকে সাধারণ্যে উপহাসিত
করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন মাত্র।

তিনি আরও এক স্থলে লিখিয়াছেন “তিনি
(গোখানী মহাপ্রভ) বলিয়াছেন যে ব্যক্তি ভক্তি
নাম ভূমিতে অনিষ্টক সে ব্যক্তির মিকট নাম গা-
করিলে অপরাধ হয়। এ কথাই কোন সাক্ষ্য
বলি নাই এবং বিখ্যাত গোখানী মহাপ্রভ
স্বীকার করিলাম যে এ কথাটিকে নগেন্দ্র
বাবু যে ভাবে প্রবৃত্ত করিলেন তাহাতে
ইহার কোন সাক্ষ্যই অপ্রবৃত্ত হয় না।
কিন্তু গোখানী মহাপ্রভ, নগেন্দ্র বাবুর এবং
কথাটি করে নাই। তিনি বলিয়াছিলেন মহাপ্রভ
গণ করিতেই বস্তু হইয়াছিল। বিখ্যাত
যে নগুর ভবিষ্যৎ তিনি একবার মাত্র ভক্তিতা
যুগে উল্লেখ করিবেন, তাহার সকল পাপ কাটিয়া
বাইবে। আমি সেই গ্রাম মনুষ্যের গ্রন্থ করিলাম
কিন্তু কৈ তাহাতে আমার কিছুই হইল না। এই কথা
করিনামে আমার কিছুই হইল না এই কথা বলিয়া
হরিনামের মিকট আখ্যায়িক অপরাধ হইল, -
অপরাধের নামও নামাপরাধ। এখানে আমি যদি
নামের প্রতি সম্পূর্ণ অজ্ঞতা প্রকাশ করিলাম
আবার কোন ভক্ত আনাকে হরিনাম শুনাইলেন
আনি তাঁহাকে কত কষ্টকাটখা বলিলাম আনা
যুগে হরিনামের নিম্না ভূমিতে তিনি মনুষ্যের অধঃ
পাইলেন। তিনি ভাবিলেন না আমি আনা হইলে
আজ হরির কতই অপদায় হইল। যে ব্যক্তি হরি
নাম ভূমিতে অনিষ্টক আজ হইতে আমি—
ব্যক্তির মিকট আর সে নাম গান করিব না।
এখানে আমিও পূর্বেই অপরাধী হইয়াছি এবং
একধা যিনি আনাকে হরিনাম শুনাইলেন তিনিও
অপরাধী হইলেন। সুতরাং এখানে তাঁহারও অপ-
রাধ হইল। নগেন্দ্র বাবু নামাপরাধের এইরূপ
পুত্র মর্মেতের মর্মেতের করিয়া দেখুন যে
গোখানী—মহাপ্রভের কথায় কোন সাক্ষ্য
আছে কি না?

গোখানী মহাপ্রভ নাম সাধন সম্বন্ধে এক
লিখিয়াছিলেন “নাম ও নানীত পার্থক্য নাই”
অর্থাৎ ভক্তিতাে তাঁহার নাম গান করিলে
তাঁহার উপাসনা করা হইল। কিন্তু নগেন্দ্র বাবু
লিখিয়াছেন “বহু জ্ঞান না জন্মিলে নাম জপ
জন্মায় না; বহুত প্রেম না হইলে নামে প্রেম
হইবে কিরূপে? গোখানী মহাপ্রভের কথা
সহিত নগেন্দ্র বাবুর এই কথার কিছুই স্যমঞ্জস্য
দেখিতেছি না। কেন না নগেন্দ্র বাবু যে বহু
উল্লেখ করিয়াছেন তাহা পার্থক্য বহু; আ-
গোখানী মহাপ্রভের নানীতে যে বহু বুঝাইতে
তাঁহা এক অতীত বহু অর্থাৎ সর্বভূতের কার্য

রক্ষণ বহু । এ কথা বোধ হয় মনোজ্ঞবানু অস্বী-
কার করিবেন না এবং সেই নানী বহুর বিচ-
যামতা সম্বন্ধেও বোধ হয় ভীষ্মার কিছু মাত্র সন্দেহ
নাই এবং সুভিসম্পন্ন মনস্বী জাতি অনন্ত-
কাল হইতে সেই নানী বহুরই নাম গান করিয়া
আসিতেছে, ইহাতেও বোধ হয় তিনি কোন
দ্বিধা করিবেন না । এখন বোধ হয়
বনেন্দ্র বাবু সুভিসংগত পারিবেশ নাম ও নানীকে
কোন পার্থক্য নাই ; এবং একাধিকতম ভীষ্মার
নাম কীর্তন করিলেও জীবের সুভিসংগত হয় ।
তৎসংক্রান্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান যোগের আবল্যক না
হইলেও হইতে পারে ।

বনেন্দ্রবাবু আর একস্থলেও এক পক্ষীয় বহিঃস্বাক্ষর
সম্বন্ধে যে এক উপাখ্যান লিখিয়াছেন তাহাতেও
কোন সারসংক্ষেপ হেরিত পাইলাম না । কেন না
কার্য দেখিয়া সুভি বিশিষ্ট মনুষ্য বেরণ কারণ
ভিন্ন করিতে পারে পক্ষীয় সে কখনও কোথায় ?
আবার বহিঃস্বাক্ষর পক্ষীয় কিছুই হইবে না ইহাই
বা তিনি কেনম করিয়া সুভিসংগত ? বলিতে
গেলে অনেক কথা হইয়া পড়িলে । সুতরাং এ
সম্বন্ধে এখন আর অধিক কিছু বলিতে চাহিমা
তবে এইমাত্র জিজ্ঞাস্য যে এত পক্ষী থাকিতে
সেই পক্ষীটাই কেন বাবরের 'গৃহে আসিয়া বহি-
মান করে ?

উপসংহারে বক্তব্য এই যে বক্তার মনোজ-
নাবল্য করিতে না পারিয়া বাবাবর স্মৃতি মন
গোপাল গোখরাই মনোজ্ঞের মাত্র একজন তত্ত্ব-
প্রণয়ী হুগুতিত ব্যক্তিকে বিলা করিতে প্রস্তুত
ও ওয়া মনোজ্ঞবাবুর মত ব্যক্তির কখনই উচিত হয়
নাই । বাবাবর বাবাবে অধিকার আছে ভীষ্মার
তাহাতে অভিগার একাংশ করিলেই শোভা পায় ।
আমরা পুনঃ পুনঃ বোধগম্য আর্থা বর্ধের প্রসংসা
করিয়া এখানে যিনিই বক্তা তাহা করেন মনোজ্ঞবাবু
অননি কোমর ধাঁধিয়া এমনি তাহে ভীষ্মার মিলনা
করিতে রত হয় যে তৎকালে ভীষ্মার আর ওর
লব্ধ জ্ঞান থাকে না । তাহা হইতে আমরা বহুতাবে
ভীষ্মাকে উপবেশ দিতেছি যে এখন হইতে তিনি
ভীষ্মার সমাজিক সাধারণ্যে একাংশ করিবার পূর্বে
একজন সুশিক্ষিত বীর অকৃত্রিম লোকবরা সংশো-
ধন করাইয়া লইবেন ।

জাতিসংগত } একাংশ মনস্বী
২৮ এপ্রিল } জাতিসংগত

—৩৩—

সোমপ্রকাশ ।

২৮ এপ্রিল সোমবার ।

বাক্যলার বাবাবর আটনের উদ্দেশ্য ও মন
সাধারণ একাংশ কিছুই সুভিসংগত পারিবেশে না ।
বাক্যলার যে অংশে জ্ঞান বিবরণ বলিয়া দেখা
আছে ওজারা সেই বাবাবে জ্ঞানের সম্ভারি লিখা-
ইয়া লইতে চায় । জ্ঞানবিদ্যার লিখিত অস্বীকার
করিলে ওজারা বাবাবা বহু করে । দিন দিন রেডি-
নিউমোটে এই মর্মে আবেদনের উপর আবেদন
প্রেরিত হইতেছে । রেডিনিউমোটে কালেক্টরগণের
উপর সার্কিউলার বাহির করিয়াছেন যে ওজারা
বাব সাধারণ একাংশকে সুভাইয়া বেন বে জ্ঞান
বিবরণে ওজার জ্ঞান বগবান কি ভাউলি তাহাই
লিখিয়া দিতে হইবে । ওজারা না সুভাইয়া বেন
ইহার জ্ঞান জ্ঞানবিদ্যার বাবাবা দিতে কোন গোল
যোগ না করে । বাবাবর আইনে এরূপ অনেক
গুলি হুট এক আছে যে নিরক্ষর ওজার মণ্ডিতে তাহা
কিছুই হওয়া অসম্ভব । বাবাবল্যকসতা সাধারণ
লোকের অবোধগম্য বিচিত্র আইন কাহ্নন প্রস্তুত
করিয়া লোকের মাঝে চাপাইয়া বেন, শেষে তাহা
রাখিতে না পারিয়া প্রতিসংগতের গেজেটে
সংশোধনের উপর সংশোধন বাহির করিতে
থাকেন । বাবাবর আইনের একবার মাত্র সংশো-
ধন হইয়াছে । এখন দিন দিন আরও কত হইতে
থাকিবে সাধারণ কি উকিল বোক্তারগণ পরীক্ষণ
সকল সময়ে তাহা মনস্বী রাখিতে পারিবেন না ।

—৩৩—

কমল সতার মন্ত্রীম্বর প্রান্তর্ভৌন এইবার আর-
লও সম্বন্ধে তাহার সম্পূর্ণ অভিপ্রায় একাংশ
করিয়াছেন । ভীষ্মার বক্তব্য ওনিবার জ্ঞান কমল
সতা লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল, এতে হুগুটার
পূর্ব হইতে লোক আসিতে আরম্ভ হয় । মধ্যাহ্নে
অতবড় সতায় একটা মাত্র ও বসিবার স্থান
থাকি ছিল না । বেলা চারিটার সময় মন্ত্রীম্বরের
বক্তব্য আরম্ভ হয়, তাহার এখন প্রস্তাব আরম্ভের
জন্য ডবলিউ একটা অতঃপালিগানেটে সভা
চালিত করা । উক্ত পালিগানেটে কেবল আরম্ভ ও
সম্বন্ধীয় এক সকলের মীমাংসা হইবে । রাজকীয়
প্রস্তাব কিছুই দেখায়ে উচিত হইবে না । আর-
লও যে কয়েক বৎসর পরিয়া অত্যাচার মন
করিয়া আসিতেছেন ইহাতেই তাহার বখেই
অভিবিধান করা হইবে ।

—৩৩—

আরম্ভ ও আসিগণ বহিঃস্বাক্ষর হইতে আরম্ভ
প্রার্থনা করিয়া আসিতেছেন আরম্ভবাসনে আ-
লও হুগল কলিবে । আইরিসগণ এং ইংরাজ
স্ট্রীটগণসীর মাত্র রাজকীয় হইতে পারিবে ।

—৩৩—

উপসংহারে প্রান্তর্ভৌন বনেন্দ্র আরম্ভ ও
ভীষ্মার প্রস্তাবে সম্বন্ধ ও সম্বন্ধ হইবেন তিনি
সাধারণ করিয়া সে কথা বলিতে চাহেন না । আ-
লও যদি ইহা না করেন তাহা হইলে স্ট্রীট
গণগণে কখনই কোন বিবরণ আরম্ভের মন
জন্মক হইলেও তাহাতে আরম্ভকে বাধ্য করি-
পারেন না কিন্তু এতদিনের অভিজ্ঞতার তিনি
এটা বিলম্ব জ্ঞান আশ্রয় যে আরম্ভবাসনে আ-
লওর বখেই মনস্বী হইবে, তিনি পালিগা-
নেটে সভাকে আরও অগ্রসর করণ যে মনস্বী
ইংরাজ ও আইরিসগণের মনস্বীর উপর প্রস্তুত
করিতে পারেন তাহারই চেতনা করা উচিত
আরম্ভের মনস্বী ভিত্তির উপর রাজকীয় করি-
উপর রাজকীয়ই সম্বন্ধ মনস্বী হইবে ইংরাজ
জেরও মনস্বী চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে ।

—৩৩—

ভকরিণ চরিত্র বিচিত্র । তাহার প্রধান উদ্দেশ্য
বিলাতে সুখ্যাতি লাভ করা । ভারতবাসীর ক্রোধ
তিনি বহির । ভারতবাসীর উপর যে সম্বন্ধ মনস্বী
কর মনস্বীম্বর মনস্বী অত্যাচার করিতে থাকে
তিনি তাহারিগণের অপরাধ চাকিয়া রাখিতে চেতনা
করেন । নিজ হস্তে ভারতের মনস্বী করিতে
তিনি ক্রীড়া করেন না । যদি কোন মনস্বীর ইংরাজ
আমাদের হুগে হুগিতিত মনস্বী ভকরিণ মনস্বী
তাহাকে দ্বিতীয় কথা না কহিতে দিয়া বেশান্ত রি-
করেন । পাঠক কি মনস্বীতের একাংশ ওলির এং
একটা কার্য দেখিতে চান ? লও চতুর্দিকে
মনস্বীম্বর করিয়া বিলাতের অধিকাংশ মনস্বী
পালিগানেটের কমিটির জ্ঞান প্রস্তাব করিলেন
লও ভকরিণ অমনি পালিগানেটে কমিটির পক্ষপাতী
হইয়া দাড়াইলেন । ভিককরিণ পালের জীবনের জ্ঞান
যেহা ওলুত সৈন্য মনস্বী মনস্বী হইবার জ্ঞান
ভারতের মনস্বী মনস্বী রাজ্য মনস্বী না করিয়া
জ্ঞান, দেশের লোক আবেদন করিল ভকরিণ
তাহাতে কর্ণপাত ও করিলেন না । ভকরিণ
আরম্ভের জ্ঞান হুগ করিয়া বকো হইলেন ভকরিণ
মানসিক কর্ণপক্ষীয় মনস্বীম্বিতে বর্জনের মনস্বী
তাহার মনস্বী করিতে আরম্ভ করিলেন ভকরিণ
তাহার মনস্বী গোপন করিয়া বলিলেন ভকরিণ
ইংরাজ ওলুত কোন মনস্বীর কার্য সম্পন্ন হয় নাই

সুদূর বিদেশের মধ্যা মিউনিসিপাল চেম্বারখান
 কর্তৃক ভোটের নির্বাচন এবং তাহাদের দান ও
 সংস্থা নির্ণয় করিবার বিধি এই প্রকল্পদ্বারা । ২৯

କରିବାକୁ ହେବ, ଆଉ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀ ସମେତ ଉପସ୍ଥାନ

১০
 ১১
 ১২
 ১৩
 ১৪
 ১৫
 ১৬
 ১৭
 ১৮
 ১৯
 ২০
 ২১
 ২২
 ২৩
 ২৪
 ২৫
 ২৬
 ২৭
 ২৮
 ২৯
 ৩০
 ৩১
 ৩২
 ৩৩
 ৩৪
 ৩৫
 ৩৬
 ৩৭
 ৩৮
 ৩৯
 ৪০
 ৪১
 ৪২
 ৪৩
 ৪৪
 ৪৫
 ৪৬
 ৪৭
 ৪৮
 ৪৯
 ৫০
 ৫১
 ৫২
 ৫৩
 ৫৪
 ৫৫
 ৫৬
 ৫৭
 ৫৮
 ৫৯
 ৬০
 ৬১
 ৬২
 ৬৩
 ৬৪
 ৬৫
 ৬৬
 ৬৭
 ৬৮
 ৬৯
 ৭০
 ৭১
 ৭২
 ৭৩
 ৭৪
 ৭৫
 ৭৬
 ৭৭
 ৭৮
 ৭৯
 ৮০
 ৮১
 ৮২
 ৮৩
 ৮৪
 ৮৫
 ৮৬
 ৮৭
 ৮৮
 ৮৯
 ৯০
 ৯১
 ৯২
 ৯৩
 ৯৪
 ৯৫
 ৯৬
 ৯৭
 ৯৮
 ৯৯
 ১০০

একান্ত কষ্টের মীতির শাসন-পালী এবং
ত. করিয়া তৎকরিয়া যাকি এবং বৈশ্যের দুর্ভা-
গুর আধীনতা বিমর্ষ করিয়েন। যাঁহাদের অন্তর
মুক্ত রাজনীতি কলুষিত, রাজকার্য্য খার বিগ-
ত ও আর্থাভ্যুগত, তিনি যে কখনও কাহারও
তিবাহ সহ্য করিতে পারেন না ইহা আশ্চর্য্য
বিষয়ের অতিশয় গভীর বৈশিষ্ট্য। কর্তব্য
মাত্রই যাকি তোষামোদে সজীত হয় না, সিদ্ধা-
নন্দে হুগুতিত হয় না, প্রতিবাদের ভয়ে প্রতিবাদ-
মীত দুঃখবদ্ধ করিতেও বাস না। কর্তব্যমীত প্রতিই
নে বলে অবশ্য কৌশল ক্রমে প্রতিবাদীর বিরুদ্ধা-
বে কথিয়া থাকেন। ত্রুষ্ণ-বিজয় হইতেই তৎ-
কাল বৈশ্যের সংস্কার পত্রের মধ্যে জালদলে ব্যব-
হৃত হইতেছেন না। ঐশ্বর্য্যবিকারের পর বহিঃগণের
বিশ্ব হত্যা কার্য্যে লক্ষ্য তৎকরিবার আকারান্তর
সুযোগময় বহিঃভারতের কর্তার পীড়ন, রাজ্য
সমূহে একজার উপর বরাধীনতা, ভারতীয় রাজ্য
একাদর্শের উপর সন্মোহ সিদ্ধকর বহুভর অবি-
য়ের সৃষ্টি, এইসকল বিষয় হইয়া বৈশ্যের সংস্কার
ক্রমে সম্প্রদায়করণ কাহার কার্য্যের ভীত সমা-
পত্তনা করিয়া আসিতেছেন, কাহার অকৃত দোষ
নির উল্লেখ করিয়া সংস্কারের উপর নির্দেশ
কিয়া আসিতেছেন। 'তৎকরিয়া তৎকরিয়া' বহুভ
হয়। 'কাহার বিরুদ্ধে' চিত্র 'ইদকম' তাঁহা
লের 'আলোকনের' দিম একাধ 'পাইয়াছে'।

[illegible]

ଜଣେ ଉପାଧିକାରୀଙ୍କ ଡାକ୍ତାରିଆ କରୁଥିବା ଖାତ୍ର ଏକଜଣ
କାନ୍ଦୁକ ଗାଈର ଗହଳ ଗହଳରେ । ସମସ୍ତଙ୍କର ଗହଳ
ଗହଳେ ଗହଳ ଗହଳ' ଶୁଣା ଗହଳେ ଗହଳ ଗହଳ-

[illegible]

আর্থিক প্রবন্ধ ও প্রকল্পের বর্ণনা প্রদান
 করা। ভারত সালন হইলে তাৎক্ষণিক কঠোর
 নীতি প্রবর্তন করিল। ভারতের শাসনকার্য
 পরিচালনা। ভারতবাসীর ন্যায় প্রভিডেন্সি
 উপর আশ্রয় করিতে হইবে। এই রাজতন্ত্র
 প্রতিষ্ঠার স্বতন্ত্র আভিধান করিতে পারিলেন তৎকালীন
 প্রবন্ধ ও প্রকল্পের প্রতিষ্ঠা ও প্রতিষ্ঠা হইবে।
 আর্থিক কার্যক্রমের কল্যাণের জন্য কোটা
 কোটি করিতে পারিলেন। আর্থিক দ্রুত প্রবর্তন
 ভারতে ইহা রাজ প্রকার প্রভিডেন্সি উপর
 উপর প্রতিষ্ঠিত করিলেন নবী তৎকালীন ইংল্যান্ড
 প্রকল্প বহুর কার্য করিলেন।

ভারতের স্বাধীনতা

আবাতের পাঠকবর্গ জ্ঞানার্থে জ্ঞানোন্মত্ত ভাবত
 রাজ্যের বহু কন্যাইবার বিবিধ নিবন্ধে একটি
 সভা সংগঠিত হইয়াছে। যতদূর সম্ভব এই রাজ্যের
 কোন্ কোন্ বিভাগে কি প্রকারের দার কন্যাইল
 চলিত পাঠে তাহা অঙ্গুল্যে লিখিয়া দিবে।
 এই একটি পুস্তকই বাস্তবের পুস্তক বৃত্তি। ১৯৭৯
 সালে রাজ্যের সমিতি লিখিয়া যে কয়েকটি কার্য
 করিয়াছিলেন তাহাতে আবাতের ভল বলা উচিত
 হইয়াছিল। তাঁহার মধ্যে অসংখ্য রাজ্য উত্তর
 পশ্চিমের লিখিত সংবাদ। ইহাতে কয়েকবার
 একটি অল্প টীকা কবিসমূহের পর উঠাইয়া লিখা
 সভা আবাতের অনেক টীকা উঠাইয়া গেল। তার
 পর বেরিলী কলেজ উঠাইয়া বিদ্যা রাজ্য সমিতি
 উত্তর পশ্চিমের উত্তর লিখিয়া গেল।
 সমস্তের আর একটি কার্যে আবাতের বহুই উৎ-
 সাহিত হইতে হইয়াছিল। রাজ্য সমিতি
 ভল বা যে কামিনী বহু হইতে টীকা
 লিখিয়া গেল। তারপর বহু ও কবিসমূহ

କୃଷକ ନାହିଁ, ଡି.ହାଟେଇ କଲେଜର ଶାଳା ବାଟି

২. দিবাগিরি 'স্বাধীনতা'র লেখক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বের

ਸ਼ਬਦ 'ਉਕਿਤ' ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪਾਠ ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ

४ टीका चयन, कर्मण	२१५०-२१५५
५१० ५१० (५५)	२२१०-२२१५
५१० ५११/१२ (५५५)	५५५५-५५५५
५१० ५१२ (५५५५)	५५५५-५५५५

২. প্রেক্ষিতগুলি 'বালিশব্রীট' কোর্টের প্রত্যেককোন
একটি বিচারিক পদ্ধতিতে + কাছাকাছি কোন একটি
অফিসে +

‘‘ଆମରା ଓଷିକା’ ହେଉ ନାହିଁ କହିବ ନାହିଁ
 କିମ୍ବଦିନୀ ନାହିଁ ଓଷିକାହେଁ । ଆମରା ଓଷିକା
 ଆମରା ଓଷିକା କହି ।

স্বাধীন 'উজ্জ্বল' জগদীশচন্দ্রের বাগানে বিকশিত

এবেশ ২৭-এ-এপ্রেল। কলকাতা-এ-অপর সমস্ত হাউস
 বর্ণের শেষ পত্র কলকাতা গ্রীক এম.সি. সচিবের হস্তে আর্পিত হই
 য়ছে। এক সপ্তাহের মধ্যে গ্রীক সৈন্য ও নৌ-সৈন্যদ্বয়কে
 বিদায় দিতে হইবে, উক্ত পক্ষে এইরূপ আশঙ্কা আছে।

এখেন ২৩৪ প্রক্সন। খ্রীক ধর্ম্মিগণের নিকটস্থ হুদা
বিদ্যাবিন্দু কামদীপনর্গের পেশ ১৮২৪ খ্রীস্টাব্দে খলিফা হুদা

সাহিত্যিক বাহু জগদীশচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়
না করিয়াছেন। আর কেত মত কি?

১৮৬৫ সন ৩ইল মঙ্গলাল চট্টোপাধ্যায় নামক
ক ব্যক্তি চট্টোপাধ্যায় ঘোষের নামে সেন্ট্রাল
জিল আদালতে এই বলিয়া বলিল আর বে চট্টো-
পাধ্যায় ততো হইতে তাঁহার জীকে বঞ্চিত করিয়া
উড়া গিয়াছে। কল্যাণত্যাগে আবদ্ধ মতিভক্ত
কট মকদমা ডিম্বমিস তত্ত্বায় মঙ্গলাল মিলাল
পুত্র মঙ্গলালী আদালত জী পাইবার বাসিন্দা কর,
নামক ডিক্রি দেওয়ার চট্টোপাধ্যায় আলিপুরের এক
আদালতে তাঁহার বিরুদ্ধে আশিল কর। আশিল
ডিম্বমিস তইলে যে ব্যক্তি উক্ত জীর জাবিন ছিল
সেই ব্যক্তি বাহু জীলাকটিকে উপস্থিত করিবার জন্ত
জীকে আশিল করেন। জীর নাম মনো-বাণিনী।
ন আদালতে উপস্থিত হইলে মঙ্গলাল বাহু মনো-
বাণিনী বহিঃকাকিনী তাহার সঙ্গে বাহু জীকে হইতে
জীকে লোকবলে পথে মনো-বাণিনীকে ডিম্বাইয়া
হইয়া বহিবে। মূলক বাহু তাঁহার সন্তিত হই
ম পোকা বিজ্ঞা কর বোম্বাইকে মঙ্গলালের
জীতে পহুয়াইয়া আসিতে বলেন। আদালতের
মকট রাজারধারে এক খানি গাড়ি হাঁড়াইয়া
হল। জাহার ডিক্রে এক জন লোক ছিল, যখনো-
নো ব্যক্তির গিয়া সেই গাড়িতে উঠিতে পার।
এক পা গাড়ির রোকে বিজ্ঞা উঠিতে বা উঠিতেই
জীকরাম গাড়ি ছাড়িয়া বের। এক জন যুবক
জাহার যুব বরিকা গাড়ি বহু করে। পেরাব্যুজা
মোমোখিনী ও গাড়ির ডিক্রে বাহুজীকে বরিকা
জাহারতে লইয়া যায়। সেখানে মূলক বাহু
জাহারের জাহারবলী প্রহর করিয়া হই জাহারকেই
কাজবলী সোপারক করিয়াছেন।

বিবিধ সংবাদ

সার চার্লস ব্যাণ্ডিন্স বিজ্ঞে হইতেছেন।
হইবার ঘোষ কর অবস্থাপক সভার পক্ষি করিবে।
বিলাতে পোলিগ্রেভেট কমিটিতে স্যার জেমস স্টার্লিং
জর্জ জ্যামিলটন, স্যার জেমস স্টার্লিং ও মিঃ
ব্রুকের নাম সভার ডালিকন হইতে উঠাইয়া
হইয়া— অল-ওবলী জেমস, একেলির নাম বরি-
কি করিয়াছেন। লোক কেবল সে কতরা আবরা
জাবিন।

পহু কেটোর রাজার বর্গীক হইয়াছে।
সার পোলিগ্রেভ এডেল্ট মিঃ কলমার রাজার
মতেইকিয়ার সময় অবস্থাপক একপাচ করিয়া

হইবে। কারবারের জী পোলিগ্রেভ এডেল্ট
হইয়া রাজারবর আদালত সাধনী। তিনি
রাজাকে খুব ভাল বাসিডেন। রাজার জীকর
একজন বিশিষ্ট বহু ডিক্রে। পোলিগ্রেভ এডেল্ট
পহু কারবারের জীকর অহুসকে করিলে মক-
রই নীতির পাত হইতে পারেন।

ঘোষাইয়ের মকলাট মর্জুরাইকে পাইয়া
ঘোষাই বাসিন্দা পাইব যুব দিন বাপার করিতে-
ছেন। রিফাই একত্রে সার উইলিয়াম ওভার
ববকে সেক্রেটারি নিযুক্ত করিয়াছেন। ওভার
বরণ তারতের পরম বহু। রিফাই ও ওভার
ববের সঙ্গে শাসন কর্তা ও সেক্রেটারি কি বহু-
শের তাগো বহু-বহু?

মিঃ রেফি জিকনের বহু প্রশংসা করিয়াছেন,
ত হর বোলর বের জাহার অববকের খজীর্ ও উবরা
মহ আরোপা হইতেছে।

১ম এপ্রেল বেলজিমা একব্যক্তি তাঁহার জীর
সহিত ইহজগত পতিগ করিতে চার। উভার
ডির করিল একজন আর একজনকে হমম করিয়া
আহবতা করিয়াছে। একি বারিজের কল বা
বিবাহ?

রাজাজ টাইম্বন বলেন আদালতালী মালী
একটা পকমণ খবীরা হিন্দু বামিকা মিন্ গর্ডনের
মিসর বিভাগের লিকা কর্ত। সজ্ঞাতি জাহার
বিবাহ হইয়াছে। একবাত্র খুজী জাহার অভি-
তাবক একমিস আদালতালী মালীতে আসিল বা।
অহুসধানে জাহারের বেলিন গর্ডনের মালীতে
গিরাছেন পুনিবে মর্জুর বেরা মর। পুনিব
মিস গর্ডনের গৃহে বামিকালীকে বেলিতে পার।
মিস গর্ডন বলে উহাকে হইতে বিতে জাহার
কোন আপতি নাই। তিনি বামিকাকে আটক
করিয়া রাখেন নাই। আদালতালী বলে সে হিন্দু
বর্গ পরিহার করিয়া খুইবর্গ গ্রহণ করিয়াছে,
আর সে বের হইবে না। পুনিব আর কিছুই
করিতে পারিল না। হাইকোর্টে নাকি আবেদন
করা হইবে। কাল কালে কি হইতে চলিল?

মহা বাজাল্য মখিলনী সভার এডুকর্ড
অজীব প্রশংসনীয়।

মিউ অজিল হইজন সাংঘের কালির হুহু
হর। কালির দিন বেখা গোল জাহারা বিব খাংরা
বরিয়াছে। হুহু জাবিল করিবার জন্ত হুইটী
খবকে কালি কার্টে মুল্য হইয়াছিল।

ঘোষাইয়ের একজন ডিক্রে নাকি বহাল
হইতে করিয়া আসিয়াছে। আদালত হইতে
সজ্ঞা পর্বাৎ সে এক হানপাতানে বরিকা পতিয়া-

ছিল। জাহারের ডিক্রে হইয়া বহু-বহু জাহার
অভ্যুত্থিয়ার আরোজম করিত বলাৎ জাহার
সজ্ঞার সময় মর মইরা বইবার উবেগা কতি
ছিল। সর্বাঙ্গ হুতকতি জালিয়া উঠিয়া বিকে
খিলা আর উপর বসিল। সে নাকি বীতি
গিরাছে।

আদালতের জীবক পজ্ঞা মরক লিবিয়া
বিশেষ আদালতের সহিত একজন কতি
তেই যে বহু-বহু সবডিভিয়ার অহু-পা
বহিবাবল রাজবাজীর সব মালিকের জীকর বা
মীলমিস ওল মহালর বিগর টো বৈশাখ জহ
বার বিশেষ সনাতোকে সহিত পুলাদাম করি
ছেন। এই সংকার্য জাহার মোবতর অমু-
১২ জাহার খুজা ব্যক্তি হইয়াছে। এরপ কা
বাস্তবিক প্রশংসনীয়। কারণ এই উমবিংশ নত
বির শেষতাবে হিন্দু-বর্গা-বহিঃ কার্য জহ
সহিত বহু আদালত মর বনরাণী মর কর্তে ক
জন বনরাণী ব্যক্তির এডুকি বেরে প. জ
যার? মীলমিস বাহু সনাতন হিন্দু-বর্গের গৌর
সরকণ ও ভবৎকেই সংকত পাজিয়ারগী বি
মওলীর উমাহ বর্গ ও লীম জীম কনের হু
হুজীকরণে বেরপ হুজবন্ত হইয়াছেন জাহার
তিনি অবশ্যই প্রশংসনীয় জাহার জাহার
সংকর নাই। আরো কতি তিনি বেরা বহু
এইরপ সংকার্যের অজ্ঞান জাহার বিজ বং
গৌরব বর্গ ও বেরের উমতি সজ্ঞে মিরতই ব
বাম ব্যক্তিবে।

তিনি অর্ধের বেরপ সনাতন করিতে
বাম জাহারে আবরা সম্পূর্ণ আশা করি
তিনি যে সবডিভিয়ার বাস করন জাহার মর
হুহু জাহারের উমতি সাধন পকে ও নিজ বা
মক্তি বিশেষ পরিচর বিজ্ঞা সকলকে আ
বিত করিছেন। এই জুলাবার জাহার অহু সংক
সাহসে সমবিক বলাততা প্রবর্ধন করিলে এ
কার সমস্ত জহনওলী জাহার মিকট হুতক বা
বেন।

এখানকার অবক বনরাণী নাকি বি
হুজবন্ত বহু জিহু বিজ বহু-বহু হুজনার টু
কপাটুটি রাখেন না। বহু-বহু সবডিভিয়ার
অহু অহু। মীলমিস বাহু সে বিকে হু
বাবিবেক জাহার সংকর নাই। জেতার কা
জীর জীম জীকর সে উইলসন কর্তে
অম্যাত রাজপুত্রবরা বহু-বহু মেরিনী গু
পির একটা বিশিষ্ট হুজবিব। জহনপ বহু
বহু-বহু অভিপ্রাণ একজন করিয়া ব্যাক

আপনার বিবরণের ভবিষ্যৎকে নির্ভর করে চাখি। সেখানে
উচিত। যেমন আমি বর্ণনা করিবার ভবিষ্যৎ
বটমা বটে ভাষা হইলে কি হইবে? এবং কি উপায়
এমন বটমা কখনও না ঘটবে না? এবং কি
উপায় আপনার বিবরণে ইহার নিরূপণ সম্ভব
করিতে পারেন? সেই সময়ে (১৮৫৮) আমি
এতদ্বারা করিয়াছিলাম এবং আমার কথা যদি শুনা
তর আমি এক্ষণে এতদ্বারা করি— যে সময়ে ভারত-
ভূমি হইবে কে, তা কিবা আতাই কোটা লোক ক
এক সাধারণ গণবর্ণনাত্মক বিবরণে কোন একজন
জাতির অগ্রগতির উন্নয়ন বা হ্রাস ইত্যাদি
হইবে না। আমি এতদ্বারা করি যে যখন ভারত
সাম্রাজ্য বিস্তৃত করা অভিন্ন বাধ্যতায়। উপস্থিত
যেমন এক একটা প্রেসিডেন্সিতে বিস্তৃত এরপ
মতে, কিন্তু অভিন্ন অতীত এবং আধুনিক ভাবে
তিত তির সে প্রেসিডেন্সিতে বিস্তৃত করিতে হইবে
এই উদ্দেশ্যে যে, যখন ভারত হইতে ইংরাজ
শাসন উঠাইয়া লইবার সময় আসবে, সেই
সময়ের মধ্যে এতদ্বারা প্রেসিডেন্সির লোকের
পক্ষে একটা একটা জাতি সমুদ্র হইবে। এবং
একটা একটা জাতি হইয়া আমি ইতিপূর্বে যে
বিষয় চূড়িমা ও যথা বিলম্বিততার উল্লেখ করি
রাহি ভাষা হইতে রক্ষা হইতে পারিবে। (কব
ভালি) ভাল আমি দেখিতেছি যে মিটার কটন
আমি অপেক্ষা ভারত কৃষি সমুদ্রে অধিক জ্ঞান
সহিত এই মতই ধারণা করুন। এবং তিনি যখন
যে আপনার প্রেসিডেন্সি-গুলি বিস্তৃত করণে আধুনিক
ভাবে রাখিবেন এবং সময় আসিবে যখন তাহা
একত্রীভূত হইবে এবং কোন একজন নর একজন
সহিত “একত্রিত ভারত সাম্রাজ্য” হইতে পারিবে
(উক্ত করতালি) এক্ষণে সেই ধরনের সমালোচক
ব্যবস্থাকে আনাকে সর্বদাই স্মরণ করিতে
হয়—উদাহরণ বলিবে যে এ সমুদ্রই আবশ্যকীয়
বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহা অপেক্ষা ভারত
উৎকৃষ্ট অবস্থা হইতে আর কিছুই উত্তমতর হই
পারে না। ভারতের লোকেরা শান্তভাবে, আপন
বিষয়ের অন্তরীক্ষার সহিত বুদ্ধ করিতে প্রস্তুত
বহিঃ আধারিক রূপীয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করি

এল । এনটি দিখির চারি ঘাটে গড় অপর দিকে
মহা পবিত্র, ব এক পাবে যাত্রার । যাত্রার চার
পবিত্র । কৈলাশ মঙ্গল দুই হয় না ।
কান বরজীল অনিবার্য ইষ্টক নির্মিত । কনি-
প্রায় আর্মসমী প্রায় সঙ্গীত । জগাধি এখানে
কর পরিমাণে পাণ্ডা বীর । একনে এই বাজা-
ব মধ্যমলটে - জগৎকালী বৈদ্য বাজী । বাজীর
ধ্রুবগণী জুগল জুগলগণী হইয়াছে ।

দুই বহি সাক্ষ্য বেকশ সুলভ মূল্যে এখানে
ক্রয় হয় এরপ কে, যাও কর মা, তিন পরমা সুধেব
ব । মংসা ব'ম্বই মূল্যে অল্প, ভবকাধিব অন-
মাই চাউল ও ভাল । খেলাবি প্রকৃতি কর
কলাই আছে । ফলে বেশ যে পরিমানে লম্বা
পত্রকর বেশেব খরচেই যায় । এখানে হুইতে
কান জগাই গায় রজামি হইতে দেখা যায় না ।
না জগা অমল, মী হইয়া মা'টারেব খাড়া, বে
ক্রয় হয় । চাউল টাকার জুড়ি ব ইস সেব পাওয়া
য ।

ক্রমশঃ

সংবাদদাতার পত্র ।

জানালপুৰ ।

গত ২৪শে বৈশাখ পূর্ণ ২৫শর এখানে অগ্নিকাণ্ড
হইয়া অনেকের সর্বনাশ হইয়া গিয়াছে আগার
২৫শব ও চারিবিকে আশ্রয় লাগিতে আরম্ভ
হইয়াছে । গত দুই সপ্তাহের মধ্যে প্রায় ৩৪ দিন
হুইতে আশ্রয় লাগিয়া ২৩ জনার টাকা ফতি
হইয়া গিয়াছে । অ.ম.বা অনেক অসুস্থস্থান কবিতা
নির্মিত পাবিসান যে এ সকল আশ্রয় গ্রহণে
দশীর দিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডের ঘর লাগে
জার পর নিকটবর্তী খোলার ঘরে আসিয়া
পড়ে । শুনা গেল সাধারণ মিউনিসিপালিটির
২০ টি এই বলিয়া সরবাস্ত করিয়াছিলেন যে জানা
পুবেব মধ্যে যেন কেঁহ খড়ের ঘর রাখিত না
হবে । কিন্তু দুঃখের বিষয় মিউনিসিপালি) সে
কয়ে কিছুই ব'নাযোগ করেন নাই ।

আজ ১০.১২ দিন হইল হটাৎ পরসার মূল্য
এক টাকায় ১/১০ হয় বাজারের পরসার বিক্রয়-
একে জিজ্ঞাসা করীর তাহার। বলে যে পরসার
নিমখানি মাট । এখানকার দুইক সভা এই বিষয়ে
জব কলেটের সা'হসকে একখানি পত্র লেখেন
একলা কালস্টের সা'হসকে এই পত্রের প্রত্যুত্তরে
লিখাচ্ছেন যে কলেটের হইতে বহি লোকে
যেসা লইয়া যায় তাহা হইলে টাকার পুরা বোল
না পরসার পাউণ্ডে ।

"শুনা গেল" এখানকার 'একজেনারী গোষ্ঠী'র
পরিচালক এফরকম 'রং' প্রকৃত করিনার 'জ' ৬
জা'হ'দিগের প্রতি অভিনয় নির্মিত বাবতার 'করিয়া
বোট' । এই চৈত্র বৈশাখ 'গো'ল' জা'হ'দিগকে সবে
দিন 'জ' ৬ 'আন পো'ল' খা'হ'তার এবং 'আ'হি অ'ল
পরিমানে 'জ'ল পান' করিতে হয় তাহাতে 'বো'ধ
হয় গুরুত্বপূর্ণ ই'জা'হ'র কিছু ই'ত'র বিশেষ হয়
সেই প্রজাতি একটি ভা'ত কবিতা রাখিয়া বের ।
জা'হ'র পর 'জ'হ'তে 'অ'না মঙ্গল দিখি 'রং' প্রকৃত
করে, শুনিয়াছি এ রং কলিকাতার বহুলো বিক্রয়
হয় বাহার। হি'য়ানি হি'য়ানি করিয়া চীৎকার
করেন তাহার। এই ভগবতীবিগের প্রতি বাহাতে
এরপ পৈশাচিক বাবতার না হয় উক্ত কি কোন
উপায় উদ্ভাবন করিতে পাবেম না ? আহা এই
চৈত্র বৈশাখ মাসের দারুণ পিপাসার গুরুত্বপূর্ণ
প্রাণতরে জলপান করিতে পার না । আনরা
এখানকার চরিত্র ও 'আ'ল 'আ'ল হি'য়' সভাক
অগ্রসার করি তাহার। যেন এ বিষয়ে বিশেষ
আন্দোলন উপস্থিত করেন ।

আজ কংক মাস হইল এখানকার বাজা লা
পাঠশালা উঠিয়া যাওয়ার সাধারণের অভিযান কটে
হইয়াছিল কিন্তু এখানকার ইংরাজী স্কুলের
সেক্রেটারি জি'য়'ক বাবু অরুণা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
ও জি'য়'ক বাবু কৃষ্ণবিহারী চট্টোপাধ্যায় মহোদয়-
গণের বিশেষ যত্নে ও চেষ্টায় ২১ জনা পাঠ-
শালা সংস্থাপিত হইয়াছে আ পাঠতা এই দুই পাঠ-
শালায় খরচ ইংরাজী স্কুলের কটে যে টাকা
গচ্ছিত আছে তাহা হইতে বেগতা হইবে এবং
ইহার মধ্যে গবর্ণমেন্টের নিকট এক লক্ষ্য হইবে ।
পূর্বে এই বাজালা পাঠশালায় গবর্ণমেন্ট ২০ হুড়ি
টাকা দিতেম অ ম'বা ভবসা করি গবর্ণমেন্ট এখার
এ দুইটি পাঠশালায় এড কিছু হুড়ি করিয়া
দিবেন ।

চরিত্রতার সহকারী সম্পাদক জি'য়'ক বাবু
কৃষ্ণবিহারী চট্টোপাধ্যায় ও অতন তত্ববিহারক
জি'য়'ক বাবু কেরগোপাল মহম্মদার মহোদয়গণের
বিশেষ যত্নে এখানকার চরিত্রতার একটি টোল
সংস্থাপিত হইয়াছে । কিন্তু তাহা চিরস্থায়ী হইবে
কি না না যায় না । ইহাচার। সাধারণের
যে কোন উপকার হইবে তাহা তা' বিবাস
হয় না ।

একজন কিতার সা'হসকের বাড়িতে একটি গরু
এবেল করিয়াছিল সা'হসকীর সেই গোষ্ঠীর
একটি পা কাটিয়া লইয়াছেন ।

—৩৩—

বিজ্ঞাপন

PHARMACEUTICAL CHEMIST
PARIS RUE VIVienne, PARIS

বক্রপীড়ার আরোগ্যকারক গ্রিনস্ট কোম্পানি
নির সিরক অব হাইপোফসকা ইট অ.
লাইম ।

এই ঔষধ ব্যবহারে সর্দি, কানি, বম্বা, জ
পিণ্ডের পীড়া আশ্রয়রূপে আরোপিত হয় ।
ঔষধের উপকারিতা শক্তি বর্ধনে সর্বজন্মের
কিংসকণ উপরি উক্ত পীড়ার এই ঔষধ ব্যব
করিয়া থাকেন । রোগীগণ ইহা দ্বারা একত উপ
কার লাভ করিয়াছেন ।

এই সিরক ব্যবহারে পীড়িত ব্যক্তির কান
রাতিতে বে'ব' হয় তাহার নিদ্রাশ্রয় এবং ত
সর্দি জ্বরা হ্রাস হইয়া থাকে, বৈদিক উদ্ভতি বর্ধ
ঔষধের উপকারিতা সপ্রমাণ হয় । এই ঔ
লাসবর্ধের গোষ্ঠাকৃতি শিল্পিত তিতর থাকে ।

ম্যাটিকো ক্যাপসিউলস এবং পিচকা
দিবার ঔষধ ।

অবিখ্যাত ক্রিৎসকগণ গ্রিনস্টের ম্যাটিকো
যানক ঔষধ তরুণ ও পুরাতন রোগে ব্যবহা করেন
কেননা যানক ঔষধের জায় বিবিধাজনক মতে
তরুণ রোগে পিচকারি দিবার ঔষধ এবং পুরাত
রোগে ক্যাপসিউল ব্যবহা ।

ডসার্টের সিরক অব ল্যাকটো ফসফাই
অব লাইম ।

এই ঔষধ সেবন করিলে শরীরে রক্ত হয়
বলাবান করে । ইহা মন্থা জীবনের বিশেষ উপ
কারী । ইহা দ্বারা বেহের অস্থিসূচ দৃঢ় হয় এ
আহার করিলে উত্তমরূপ পরিপাক হইয়া দেহে
হ্রস্ব করে । বাহ্যবের অস্থিগত কসকেট অব লাই
হাস হয় এই ঔষধ তাহার। সেবন না কবি
উত্তমোত্তর আবৃত্ত্য হইতে থাকে । দুর্বল র
ও যেসকল বালকের অস্থি কোমল ইষ্ট, তাহ
দিগের বিশেষ উপকারী । ইহা দ্বারা 'উ'পা
বালকের দৃষ্টিত জন্মদুঃ পানে যে উদরানয়
তাহাও আরোগ্য হয় ।

গ্রিনস্ট কোম্পানির ইণ্ডিয়ান সিগারেট

এই সিগারেট ব্যবহারে হাঁপানী, দৃষ্টিত কান
গলা গুল্মগুলি, অরুচ, বাকরোধ ও কপোলে
স্বাভাবিক পীড়া ক্রমে শান্তি হইয়া থাকে ।

Peptone Wine of Chapoteaut,
এখন জেদীর ঔষধ ।

পারিশ ।

ইহা হারা রোগীর এবং স্তম্ভ-লোকের আত্ম-
 ত্ব হয় অথচ পাকস্থলীর কোমলত্ব হয় না,
 সার্বাঙ্গী উষ্ণ, নিম্নার প্রযুক্তি, হইয়াছে।
 স্তম্ভ দশ গ্রাম গোমাংসের কাণ্ড আছে। ইহা
 স্তম্ভ অক্লান্তক প্রসূতর অংশ ব্যতিরিক্ত করিয়া
 করা হইয়াছে। 'পাকস্থলীর বৈকল্য-পীড়ার,
 স্তম্ভ এবং উদরাময় রোগে, কঠিন অক্লান্ত রোগে
 স্তম্ভ এক্ষিণিয়া রোগে, কোটক জন্ম ঘোঁরলা,
 স্তম্ভ রোগ, আমাশয়, জ্বর এবং স্তম্ভ রোগে ইহা
 স্তম্ভ উপকার জনক। কোমলত্ব কাণ্ড কিহা
 স্তম্ভী হারা 'স্বাভাব্য' উপকার হয় না তাহা
 স্তম্ভ, সাধারণ রোগীর এবং কাশ-প্রভেদ
 স্তম্ভ ইহা বিশেষ উপকারক এবং বলাধারক।
 স্তম্ভেটোর-এলা, স্তম্ভ এবং বালক উভয়েরই স্তম্ভ
 'স্বাভাব্য' উপকারক। ইহা হারা স্বাভাব্যগর স্তম্ভ
 স্তম্ভতা সাধন করে। ইহা স্তম্ভর উদ্বাসার
 স্তম্ভা হারা।

—৩৩—

অষ্ট বাতু নির্মিত অমোঘ "অমৃত"।



স্বাস্থ্য
 অমৃত

পূর্ণচন্দ্র দাস কর্তৃক নির্মিত ও প্রকাশিত।

৩৭ নং কোমটোলা লেন পটলভাঙ্গা, —কলিকাতা।
 এই "অমৃত" জৈমক মতানুযায়ী সত্যাসী
 কর্তৃক আবিষ্কৃত। উক্ত মহাত্মা আমাকে বিশেষ
 অমৃত পুরস্কার অষ্ট বাতু দিয়া নির্দ্বা, ও চিহ্ন-
 ত্বীয় গুণসংলগ্নকরণ প্রকৃতি কার্য লিখা করাইয়া-
 ছেন। আমি ঐ সকল কার্য লিখা করিয়া, অষ্ট
 বাতু হারা কর্তৃক "অমৃত" নির্মিতকরণে চিহ্ন-
 বাধিতকরণ করেকজন ব্যক্তিকে ধারণ করাইয়া-
 ছিলাম। তাহাতে তাহারা অতি অল্পকাল মধ্যেই
 শরীরস্থ সন্তান ব্যক্তি বহুলা হইতে সিক্তি লাভ
 করিয়াছেন, সেই ৩৩ই সাধারণের উপকারার্থে
 অবশেষে স্তম্ভ কাহারা আবার এই অষ্ট বাতু
 নির্মিত "অমৃত" প্রচার করিলাম।

এই "অমৃত" অর্ধ, বোলা, ভাজা 'সীসা, স্তম্ভ
 বস্তা, লৌহ, পারদ, এই অষ্ট বাতু' নির্মিত ও
 ইহা ক্রমবশত তাহা বাতুর উপর অপর সাতটি বাতু
 বসিত হইয়াছে। এতদ্বাশে প্রথম ভুক্তিগা ও স্তম্ভ

ভরম পারদ স্থাপিত আছে, এবাড়াই বিদ্যাতীত
 কার্য উৎপাদন করিয়া অষ্ট বাতুর ৩৭ ক্রমসং
 শরীরে প্রবেশ করাইতে থাকে। ইহা হইতে শরীরে,
 স্তম্ভ পরিষ্কার করিয়া সর্বপ্রকার ব্যাধি বিদ্যাব
 পূর্ণক ক্রমসং প্রথম 'হৃদয়' হইতে থাকে। এই
 "অমৃত" জৈমক রূপে স্তম্ভ 'হৃদয়' স্তম্ভে
 অস্থিত হয় না। আমি স্তম্ভকর্তৃক বিদ্যাবশত
 স্তম্ভেই যে এই সত্যসী প্রথম আবার এই অষ্ট
 বাতু নির্মিত "অমৃত" ধারণ করিলে পর 'শরীর'
 স্তম্ভীত হারা প্রকার 'ব্যধি' বিদ্যাব ও স্তম্ভে
 স্তম্ভ ব্যধি হওয়ার আশঙ্কা আর কাহারও করিতে
 হইবে না।

ইহা ধারণ বাত, অমরোগ, শীতপীড়া, বেত,
 বাতু দুর্বলতা, রক্তামাশয়, নিম্নাধীনতা, পুরাতন
 জ্বর রক্তপিত্ত হীপারী মর্দ, আসকাশ, অপ্রাণ
 স্তম্ভলোকের বেত প্রভর, স্তম্ভী কীধ বাতু, বাতক
 ও প্রভুত্ব প্রকৃতি রোগসমূহ আশ্রয়প্রাপ্তে আরাম
 হইয়া দিন দিন বেহের কাঙ্ক্ষিত করত শরীর
 পূর্ণ করিতে থাকে।

আজ কাল মামা প্রকার ঔষধি বাতু নির্মিতরূপ
 কবজ ও অমৃতী ইত্যাদি হারা অষ্ট বাতু নির্মিত
 স্তম্ভা প্রচলিত হইতেছে তাহা যে কতদূর সত্য
 আবার তুলনা করিতে চাহি না কিন্তু মহোদয় রক্ত
 স্তম্ভে কাঁচ জর করিয়েন না।

ভোট ও বড় প্রত্যেক "অমৃত" মূল্য ২ টাকার
 ২০ টাক। প্যাকিং ও পোস্টেজ ১ হইতে ৬ টা
 ১/০ হইতে ১২ টা ১/০ আশা। অর্ডার পাইলে
 তালুপেরেবল পার্শ্বের দাল পাঠান হইবে। আর
 বিবরণীত মতানুযায়ী "অমৃত" প্রথমকালীন অমৃত
 করিয়া হস্তান্তর বাণ পাঠাইয়া দিয়া ব্যক্তি করি
 কেম এবং সকলের দান ও দান স্তম্ভকরে লিখিয়া
 দিবে।

৩ "অমৃত" বেসকল আনবাতু বসিত হই
 তাহে তাহা এক একটা করিয়া মিলাইয়া স্তম্ভে
 আর উক্ত সত্যসী আশ্রয়প্রাপ্ত অতি অমৃতকতা ও
 পূর্ণিমাতে কটকির জল দিয়া বোত করিয়া
 লইয়েন।

—৩৩—

ধাতুর বৈজ্ঞাতিক আংটি।

অববৌতিক যত্নে বিশুদ্ধ বৈজ্ঞাতিক অপূর্ণ রতন।

বাহারা মনে করেন বৈজ্ঞাতিক চিকিৎসা
 উৎসাহী যত বাহারা একবার দেখুন, ইহার দ্বারা
 সর্বপ্রকার কি ক্রী কি পুরুষের বত কিছু হস্তি
 কিংসা মূলীকৃত রোগ আছে, সমস্ত নির্দোষে

আরোহণ হইয়েছে। এমন রোগী, বাই বাহা
 ইহার আশ্রয় না হয়। স্তম্ভ শরীরে ধারণ
 করিলে শরীরে ও শরীরে হয় ইহা হইতে স্তম্ভ
 স্তম্ভকলের সামগ্র্য অতি আশ্রয়প্রাপ্তে স্তম্ভ
 হয়। স্তম্ভ প্রথম পুত্র প্রথম হওয়া গিয়াছে
 ইহা প্রথম প্রথম অর্থাৎ ও স্তম্ভে অতি স্তম্ভ
 স্তম্ভ করিয়া পরিষ্কার উপস্থিত স্তম্ভার। মূল্য ২
 প্যাকিং ১/০ এক প্যাকে ৫ টা হারা ও একত্র পাঠাই
 লইলে ১ টাক। কনিশম দেওয়া যায়। এক-
 আমরাই ইহার একমাত্র প্রচারক হইয়াছি। অমৃত-
 স্তম্ভ মাথ পাঠাইবেন করণ সকল স্তম্ভেই প্রসূ
 থাকে।

তারতর্কের একমাত্র এজেন্ট — শ্রী ব্রাহ্মণ ।
 ২২ নং বহুবল্লভ গলি, শ্যামবাঙ্গাল — কলিকাতা।

—৩৩—
 নিউ হোমিওপ্যাথিক হল।
 এম. বি. বিশ্বাস এণ্ড কোং ।
 ৩৭ নং সীতারাম ঘোষের স্ট্রীট কলিকাতা।
 বিজ্ঞপ্তি

ট টক। প্রথম।

উত্তম উত্তম পুস্তক, পৃষ্ঠক কেম, বাবননিটাই
 ৩৩ শিল্প বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক ঔষধসমূহ ১২
 শিল্প কর্ক, চানচা প্রকৃতি সমস্ত আবশ্যকীয় প্র
 উৎসাহ, জার্মি ও আমেরিকা হইতে আসিয়াছে।
 গৃহচিকিৎসার উপযোগী স্বাভাবিক বাতলা পুস্তক
 এখানে পাওয়া যায় এবং প্রথম প্রধান সংবাদ
 পত্রের ও চিকিৎসা স্তম্ভীয় মাসিক পত্রিকা সক
 লের বিশেষ প্রথমিত "সম্পূর্ণ বিদ্যাব স্তম্ভ
 হোমিওপ্যাথিক কি?" নামক উৎকৃষ্ট পুস্তক
 আমি কেম আমানিগের নিকট ডাক বাতলা
 ১১০ এক টাক। আর আমা মূল্য পাওয়া যায়
 ওলাউঠা ও গৃহ চিকিৎসার জন্ম সকল রক্ত
 ঔষধ পূর্ণ বাত বিজ্ঞার্থ সর্বপ্রথম প্রচার থাকে।

করক নংসর হইতে স্তম্ভ স্তম্ভ রোগীর আশ্রয়
 হারা বিশেষ পরীক্ষিত সর্বপ্রকার ম্যালেরিয়া
 জ্বরের শান্তিকারক উৎকৃষ্ট হোমিওপ্যাথিক ঔষ
 বাবদ্যপত্রসহ ১৩ টাকার মূল্য ১০ এবং বহুবল্লভ
 বিদ্যাব হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বাবদ্যপত্রসহ মূল্য
 ১১০ বেক টাক। ইহা কেমই আমানিগের দ্বারা
 বিক্রীত হয়। তাহার ক্রয়নিব এসিড কর্তৃক
 আরক বাবদ্যপত্রসহ মূল্য ১ আমানিগের নিক
 পাইবেন।

মহাশয়ের অর্ডার স্তম্ভে স্তম্ভ তালুপেরে
 পার্শ্বের দ্বারা স্তম্ভ পাঠান হয়।

—৩৩—

বিদ্যাবিদ্যা বিদ্যাবিদ্যা

চাঁড়ি ১০০০, ১০০০

সামপ্রকাশ

৩০ নং দ্বীপ ।

১৯৩৩ সাল । ৪ টা ভ্যোভ । ইং ১৮৮৬ । ১৭ ই মে

১৯৩৩ সাল ।

১৯৩৩ সাল । ৪ টা ভ্যোভ । ইং ১৮৮৬ । ১৭ ই মে

১৯৩৩ সাল । ৪ টা ভ্যোভ । ইং ১৮৮৬ । ১৭ ই মে

১৯৩৩ সাল । ৪ টা ভ্যোভ । ইং ১৮৮৬ । ১৭ ই মে

বিজ্ঞাপন

পি. এন. বিশ্বাস ।

৪৭ নং সীতারাম ঘোষের
কলিকাতা ।

১৯৩৩ সাল । ৪ টা ভ্যোভ । ইং ১৮৮৬ । ১৭ ই মে

১৯৩৩ সাল । ৪ টা ভ্যোভ । ইং ১৮৮৬ । ১৭ ই মে

১৯৩৩ সাল । ৪ টা ভ্যোভ । ইং ১৮৮৬ । ১৭ ই মে

১৯৩৩ সাল । ৪ টা ভ্যোভ । ইং ১৮৮৬ । ১৭ ই মে

১৯৩৩ সাল । ৪ টা ভ্যোভ । ইং ১৮৮৬ । ১৭ ই মে

১৯৩৩ সাল । ৪ টা ভ্যোভ । ইং ১৮৮৬ । ১৭ ই মে

১৯৩৩ সাল । ৪ টা ভ্যোভ । ইং ১৮৮৬ । ১৭ ই মে

১৯৩৩ সাল । ৪ টা ভ্যোভ । ইং ১৮৮৬ । ১৭ ই মে

১৯৩৩ সাল । ৪ টা ভ্যোভ । ইং ১৮৮৬ । ১৭ ই মে

১৯৩৩ সাল । ৪ টা ভ্যোভ । ইং ১৮৮৬ । ১৭ ই মে

১৯৩৩ সাল । ৪ টা ভ্যোভ । ইং ১৮৮৬ । ১৭ ই মে

১৯৩৩ সাল । ৪ টা ভ্যোভ । ইং ১৮৮৬ । ১৭ ই মে

১৯৩৩ সাল । ৪ টা ভ্যোভ । ইং ১৮৮৬ । ১৭ ই মে

১৯৩৩ সাল । ৪ টা ভ্যোভ । ইং ১৮৮৬ । ১৭ ই মে

১৯৩৩ সাল । ৪ টা ভ্যোভ । ইং ১৮৮৬ । ১৭ ই মে

১৯৩৩ সাল । ৪ টা ভ্যোভ । ইং ১৮৮৬ । ১৭ ই মে

১৯৩৩ সাল । ৪ টা ভ্যোভ । ইং ১৮৮৬ । ১৭ ই মে

হোমওপ্যাথিক ডিস্ট্রিটরী ।

৪৭ নং সীতারাম ঘোষের
কলিকাতা ।

এই হোমওপ্যাথিক ডিস্ট্রিটরী
পাথিক ডিস্ট্রিটরী, ইং. বিদ্যাবিদ্যা ও ইংরাজী
পুস্তকাদি এবং চিকিৎসাশাস্ত্রাদি প্রভৃতি
সকল বই বিক্রয় হইতেছে । কলিকাতার
১২ নং সীতারাম ঘোষের
পুস্তক মহলার পাঠ্যক্রম ১২ নং সীতারাম
পুস্তক মহলার পাঠ্যক্রম ১২ নং সীতারাম

নূতন বিজ্ঞাপন ।

পীড়িত ব্যক্তিদিগের পথ্যপথ্য, পথ্য
প্রদান, রোগীর চিকিৎসা, আহার্য্যাদি প্রভৃতি
বিবিধ আত্মসাৎ বিষয় সম্বন্ধে ১৯৩৩ সালের
জুলাই মাসের পত্রিকা বিনামূল্যে বিতরণিত
হইতেছে ।
আমাদের মিকট লোক পাঠাইলে কিম্বা
জরুরী আহার্য্যাদি চিকিৎসা সহ পত্র
প্রাপ্ত হইবে ।

১৯৩৩ সাল । ৪ টা ভ্যোভ । ইং ১৮৮৬ । ১৭ ই মে

১৯৩৩ সাল । ৪ টা ভ্যোভ । ইং ১৮৮৬ । ১৭ ই মে

১৯৩৩ সাল । ৪ টা ভ্যোভ । ইং ১৮৮৬ । ১৭ ই মে

১৯৩৩ সাল । ৪ টা ভ্যোভ । ইং ১৮৮৬ । ১৭ ই মে

১৯৩৩ সাল । ৪ টা ভ্যোভ । ইং ১৮৮৬ । ১৭ ই মে

১৯৩৩ সাল । ৪ টা ভ্যোভ । ইং ১৮৮৬ । ১৭ ই মে

১৯৩৩ সাল । ৪ টা ভ্যোভ । ইং ১৮৮৬ । ১৭ ই মে

১৯৩৩ সাল । ৪ টা ভ্যোভ । ইং ১৮৮৬ । ১৭ ই মে

১৯৩৩ সাল । ৪ টা ভ্যোভ । ইং ১৮৮৬ । ১৭ ই মে

১৯৩৩ সাল । ৪ টা ভ্যোভ । ইং ১৮৮৬ । ১৭ ই মে

১৯৩৩ সাল । ৪ টা ভ্যোভ । ইং ১৮৮৬ । ১৭ ই মে

১৯৩৩ সাল । ৪ টা ভ্যোভ । ইং ১৮৮৬ । ১৭ ই মে

ভারতের এত দুর্ভিক্ষ-বিধ্বস্তের জন্য ক্যাম্পকেও
 ১০০০ জন লোককে রাখা হয়। যদি কোন
 দেশীয়ের ভাড়া দাখিল আদায় করা "এস
 ১০০০ জন লোক" "স্বদেশী" নামক পুস্তকখানির
 উদ্দেশ্যে হয়। এই বোর্ড দ্বারা বিবা-
 ধের উপায় হস্ত ত্যাগ করে পুস্তকে বিব্র-
 তিমা দিরাংকন। হুজুর প্রথম আশা ভারত-
 লী এক মুক্তি করিয়া আঁ পায়। আমরা যদি
 ভারতের সমস্তেরগণ নমোনাগ বা করিলে
 হুজুর অগ্রে সে আশা নিশ্চয়, সে অতি-
 ব চরিতার্থ হইবার সম্ভাবনা নাই।

পুস্তক সমালোচনা।

পঞ্চাশতাব্দী ১৮। ২৪ ও ৩৩ ভাগ। জিহরি-
 মাহন দুঃখ,নাহার প্রবীণ। লেখক পুস্তক
 চিত্রিত শিল্পবিগের পাঠের উপযোগী ভাষায়
 প্রণয়ন পাইয়াছেন। যেখানেও বর্ণনায় সরল এবং
 প্রাঞ্জল হইয়াছে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে বেশকল
 ব্যাখ্যাত যোগ দৃষ্ট হইত তাহাতে শিল্পবিগের ভাষা
 কাব্যভাষায় পরিণত হইয়া গিয়াছিল। আমরা হুই একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি।
 প্রথম ভাগে—“পতিত হইত পা হুইবে এখনি।”
 এই চরণটিতে কথা যোগ আছে। ‘হেমন্তের মতি’
 এটী ভাষাভাষ্য। ‘এক কোম’ শব্দের কোন অর্থই
 নাই। দ্বিতীয় ভাগে—“নির্ভয়ে করিয়া ছুঁই”
 মিত্রের ভেদ যা কহাতেই সম্ভব হইতে পারে। গান
 কখনও ছুঁই নির্ভয়ে করিয়া উঠিতে পারে না।
 এত চমুকের পরে ক্রমে ক্রমে পুস্তকে যেখান
 আর তরীর্ষ জাহ্নবী’ হস্তির,জলীর্ষ জাহ্নবী অমরা
 কোন ক্রমেই দেখা নাই। তৃতীয় ভাগের ‘শিখা
 পুত্র সংস্কার’ প্রস্তাবে প্রকারে বর্ণিত হইল—
 “পারিতোষাভীত, অসি জাহ্নবী কল মিথিল কান
 মিলি মিলা মিথিলকন। সেই মন স্নানের আনি কতি
 নবদাস’। প্রস্তাবের এই কথ্যভাষ্য-ভাষ্যই বৈজা
 রাজ অমনি প্রোদেহ করিত হইতেন। আমরা জানি
 বিজয়কবিপুত্র প্রোদেহের সুখে করিয়াও কতিমি
 প্রোদেহ হইতামি।। লেখকের উল্লিখিত চরণ-
 ভাষ্যের হস্তির ভেদ সংস্কার নাই, হস্তির ভিন্নপা-
 ক বর্ণনায়ই হইবার কোন কারণ নাই। আর পর
 “পারিতোষাভীত” শব্দের কোন অর্থই হইতে
 পারে না।

আমরা পুস্তক কল্যাণি পাঠ করিতে করিতে
 এইরূপ ভ্রান্তি যোগ দেখিতে পাই। লেখকী মন
 নুহে। লেখক যদি ইহার পুনঃসংস্কার করিতে

চলেন তবে পুস্তকখানি প্রকৃত পরিচরিত হইবে।
 সংস্কারের কথায়ই নাইলে সাংস্কৃতিকের নিম্ন
 উপকার হইতে পারে।

The Old man's story এটি পুস্তকখানি সমী-
 ক্তের আখ্যায়িকার চরিত্রের কাহিনীর আখ্যায়িকার
 সমালোচনা করিতে সর্ব্ব হইতে পারে। হুই পুস্তক-
 খানিতে যাহা বর্ণিত হইল তাহা আখ্যায়িকার হুই
 কাহিনী। বৈজ্ঞানিক ভাষা বর্ণন করিয়াছেন
 ভারতবাসী-পাঠক পক্ষিতে না করিয়া পক্ষিতে
 পড়েছেন। এই পুস্তক পুস্তকের কল্যাণ পুষ্ঠিত
 শক্তি মিলিত আছে তাহা ২৫ কোটি ভারতবাসীর
 কর্তব্য করিয়া যেন যেন গান করিয়া বিক্রি,
 সমগ্র ইন্দ্রাজ জাতীর শাসন সম্বন্ধে সমীতি
 শিকার ‘যমর। হুজুর চরম আশা ভারত আর
 আর্থিকতার গতি হইয়া চরমস্তক লাভ করেন।
 চরমস্তক কি প্রকার আশা সকল করিবেন?

মহাশয়ীর বিধান। জিহরি-মাহন মিত্র প্রবীণ।
 পুস্তকখানিতে মহাশয়ীর আত্মা বিবর্তিত অতি
 সংক্ষেপে সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় সন্নিবেশিত হই-
 য়ছে। ইহারই ইন্দ্রাজী ভাষ্যভাষ্য ভাষ্যের
 ভাষ্যভাষ্য ও ভাষ্যভাষ্য ভাষ্যভাষ্য সাব রূপের বিশেষ
 উপকার হইবে।

পরিচরিতের সত্য। পরিচরিত হুই একটী
 সত্যের আর কতিপয় বিবরণ পরিচরিত বিজা-
 হেন।

আমরা জগৎপরিচরিতের সত্য সাংস্কৃতিক
 কার্যবিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি। পরিচরিত জগৎ
 উন্নতিলাভ করিতেছে।

ইউরোপীয় সমাচার

লন্ডন ৪টা মে। অস্ট্রিয়ান বার জার্মানীর এক উপ
 নিবেশক হইয়াছেন। যুদ্ধের প্রথম। যেন কতিপয় সত্যপতি প্রাণ
 অব করেন একটা বক্তৃতা করেন। মহাশয়ীও তদুপরে একটা
 বক্তৃতা করেন এবং বলেন যে ভারত সাম্রাজ্যের চারিদিকে
 যে একটা বন্দন আছে, এই কল্যাণ হইল। সেই বন্দন দৃষ্টান্ত
 হইবে।

লন্ডন ৫ই মে। হুইর পর পুনরায় পার্লামেন্ট সভা সম-
 বন্ধ হইয়াছে। প্রাচ্যপ্রাচ্য সাংস্কৃতিক একটি প্রবন্ধে
 বলেন যে, সাম্রাজ্যের শেষ,পরের উত্তরে গ্রীক বর্ণনায়
 বর্ণিত হইল তাহা সত্যের মত।

সার প্রে, পিস সাংস্কৃতিক কল্যাণে কল্যাণ সত্য একটি প্রবন্ধ
 বিখ্যাত করিয়াছেন, তাহাতে বলেন ভারতবর্ষের পক্ষের
 কতিপয় প্রবন্ধ ও উহা প্রবন্ধ এবং বিব্র হইতে দিগন্ত বাহু।
 ভারতের অস্তর সেক্রেটারী টাকোর্ড টাকোর্ড সাংস্কৃতিক এই
 প্রবন্ধের বিব্র হইল যেন যে এরূপ করিলে ভারতের রাজ্য
 কল্যাণ হইল এবং দেশীয় রাজ্যের সত্য হইত হইত হুই

সাম্রাজ্যের প্রবন্ধ হইল। প্রবন্ধের প্রবন্ধ ১১০০০০০
 কতিপয় দিগন্ত হইল। এই প্রবন্ধেই প্রবন্ধ হইল।

অস্ট্রিয়ান বার জার্মানীর প্রবন্ধ পত্র দিগন্তে।
 ভারতী প্রবন্ধ ৪টা মে। প্রবন্ধেই প্রবন্ধ হুইর সাংস্কৃতিক
 আখ্যায়িকার যে সেই প্রবন্ধে বর্ণনায় প্রবন্ধ প্রবন্ধ একত্রিত
 হইতেছে।

হুইর প্রবন্ধ ৫ই মে। প্রবন্ধেই প্রবন্ধের প্রবন্ধ প্রবন্ধে
 ভারতীয় আখ্যায়িকার প্রবন্ধ প্রবন্ধে। প্রবন্ধেই প্রবন্ধের প্রবন্ধ
 প্রবন্ধেই প্রবন্ধে।

প্রবন্ধ ৫ই মে। প্রবন্ধেই প্রবন্ধের প্রবন্ধ প্রবন্ধে প্রবন্ধ
 প্রবন্ধেই প্রবন্ধে প্রবন্ধে প্রবন্ধে প্রবন্ধে প্রবন্ধে প্রবন্ধে
 প্রবন্ধেই প্রবন্ধে প্রবন্ধে প্রবন্ধে প্রবন্ধে প্রবন্ধে প্রবন্ধে
 প্রবন্ধেই প্রবন্ধে প্রবন্ধে প্রবন্ধে প্রবন্ধে প্রবন্ধে প্রবন্ধে

অস্ট্রিয়ান বার জার্মানীর প্রবন্ধ প্রবন্ধে প্রবন্ধে প্রবন্ধে
 প্রবন্ধেই প্রবন্ধে প্রবন্ধে প্রবন্ধে প্রবন্ধে প্রবন্ধে প্রবন্ধে
 প্রবন্ধেই প্রবন্ধে প্রবন্ধে প্রবন্ধে প্রবন্ধে প্রবন্ধে প্রবন্ধে

প্রবন্ধ ৫ই মে। প্রবন্ধেই প্রবন্ধের প্রবন্ধ প্রবন্ধে প্রবন্ধে

প্রবন্ধ ৫ই মে—প্রবন্ধেই প্রবন্ধের প্রবন্ধ প্রবন্ধে প্রবন্ধে
 প্রবন্ধেই প্রবন্ধে প্রবন্ধে প্রবন্ধে প্রবন্ধে প্রবন্ধে প্রবন্ধে
 প্রবন্ধেই প্রবন্ধে প্রবন্ধে প্রবন্ধে প্রবন্ধে প্রবন্ধে প্রবন্ধে
 প্রবন্ধেই প্রবন্ধে প্রবন্ধে প্রবন্ধে প্রবন্ধে প্রবন্ধে প্রবন্ধে

কতিপয় প্রবন্ধ ৫ই মে—প্রবন্ধেই প্রবন্ধের প্রবন্ধ প্রবন্ধে
 প্রবন্ধেই প্রবন্ধে প্রবন্ধে প্রবন্ধে প্রবন্ধে প্রবন্ধে প্রবন্ধে
 প্রবন্ধেই প্রবন্ধে প্রবন্ধে প্রবন্ধে প্রবন্ধে প্রবন্ধে প্রবন্ধে

প্রবন্ধ ৫ই মে; প্রবন্ধেই প্রবন্ধের প্রবন্ধ প্রবন্ধে প্রবন্ধে

লন্ডন ৫ই মে; প্রবন্ধেই প্রবন্ধের প্রবন্ধ প্রবন্ধে প্রবন্ধে
 প্রবন্ধেই প্রবন্ধে প্রবন্ধে প্রবন্ধে প্রবন্ধে প্রবন্ধে প্রবন্ধে
 প্রবন্ধেই প্রবন্ধে প্রবন্ধে প্রবন্ধে প্রবন্ধে প্রবন্ধে প্রবন্ধে

প্রবন্ধ ৫ই মে; প্রবন্ধেই প্রবন্ধের প্রবন্ধ প্রবন্ধে প্রবন্ধে
 প্রবন্ধেই প্রবন্ধে প্রবন্ধে প্রবন্ধে প্রবন্ধে প্রবন্ধে প্রবন্ধে
 প্রবন্ধেই প্রবন্ধে প্রবন্ধে প্রবন্ধে প্রবন্ধে প্রবন্ধে প্রবন্ধে

প্রবন্ধ ৫ই মে; প্রবন্ধেই প্রবন্ধের প্রবন্ধ প্রবন্ধে প্রবন্ধে

প্রবন্ধেই প্রবন্ধে প্রবন্ধে প্রবন্ধে প্রবন্ধে প্রবন্ধে প্রবন্ধে

লন্ডন ১০ই মে; প্রবন্ধেই প্রবন্ধের প্রবন্ধ প্রবন্ধে প্রবন্ধে
 প্রবন্ধেই প্রবন্ধে প্রবন্ধে প্রবন্ধে প্রবন্ধে প্রবন্ধে প্রবন্ধে
 প্রবন্ধেই প্রবন্ধে প্রবন্ধে প্রবন্ধে প্রবন্ধে প্রবন্ধে প্রবন্ধে

লন্ডন ১০ই মে; প্রবন্ধেই প্রবন্ধের প্রবন্ধ প্রবন্ধে প্রবন্ধে

প্রবন্ধেই প্রবন্ধে প্রবন্ধে প্রবন্ধে প্রবন্ধে প্রবন্ধে প্রবন্ধে

কোম্পানির কাগজের মূল্য।

৪ টাকার প্রবন্ধের কাগজ	২৭৪০—
৪০ ১৮৭৩ (১৮)	২২৪—
৪৫ ১৮৭৩ (১৮৩)	১০১—১০২
৪৮ ১৮৭৩ (১৮৩)	৫ ৫

মালক চাইতে জীবিক হেরল বাতী মিলিয়া
 মালিকপুরের হৈনন বাতীর বা জগৎপর উপন না
 একা'র অত্যাচার করেন। আমবা ইহার সভা
 সভা কিছুই 'বানি ধী। পত্রা'থরক ন্যূনত বে
 নাই। বা'ব বাস্তব'ক ধর হৈনন 'বাতীর সভা
 হউন। পত্রা'থরক তাহ'র প্রতিবিধান জন্মা ক
 পক্ষীরগণের নিকটে আবেদন করুন। যদি নি
 হর পত্রা'থর'ক'র জামা উচিত একজন তত্ত্বল
 ফের না'রন অপব্যব নিয়া দেখানিতে পত্রা'থর
 সভা'র পত্রা তাহা একা'ল করিবার বে'গা বনি
 বিবেচিত হইয়া।

ବୋଉଣୀ ସୁହରହସନ ଥିବା ଡୋହୁଣୀ, ବାବୁ ବୋହୂଣୀ ଥିଲି, ଜୀବନ୍ତୀ-
 ନାଥ ଥିବା ଏହା ବରମାକାନ୍ତ ସେମ ଡାକ୍ତରୀଣୀ ହେଲେ ବାଟେର ଏକ-
 ଜାଣେ ବାବୁ ଜିବନ ସୁଧୋପାଧ୍ୟାୟ ଜାଣନ୍ତା ବାଲି ଏକଜାଣେ ବାବୁ
 ସନ୍ତାନଧର ସୁଧୋପାଧ୍ୟାୟ, ଜାଣନ୍ତାବାବୁ ମାନ୍ଦବ, ଡକ୍ତରୀଣୀ ସିଂହ
 ଜାଣନ୍ତାବାବୁ ସେମ, ବଡ଼ବାବୁ ମାନ୍ଦବ, ଏହା ବୋଉଣୀ ସୁହରହସନ ଥିବା
 ସୁଧୋପାଧ୍ୟାୟ ଜାଣନ୍ତାବାବୁ ଏକଜାଣେ, ସୁଧୋପାଧ୍ୟାୟ ବାଲି ସୁହରହସନ
 ସୁଧୋପାଧ୍ୟାୟ ବାଲି ସୁହରହସନ ଜାଣନ୍ତାବାବୁ ଏକଜାଣେ, ସୁଧୋପାଧ୍ୟାୟ
 ଏହା ବାବୁ ସୁହରହସନ ବାବୁ, ସୁଧୋପାଧ୍ୟାୟ ବାଲି ଏକଜାଣେ
 ସୁଧୋପାଧ୍ୟାୟ ବାଲି ସୁହରହସନ ବାବୁ, ସୁଧୋପାଧ୍ୟାୟ ବାଲି ଏକଜାଣେ
 ସୁଧୋପାଧ୍ୟାୟ ବାଲି ସୁହରହସନ ବାବୁ, ସୁଧୋପାଧ୍ୟାୟ ବାଲି ଏକଜାଣେ

১। বাবু নীলমোহন কুমারোপাধ্যায় মেডিসিনীপুর পড়বেতার
 তিনটি মূলক বিবৃত্ত হইলেন। বাবু মাধবচন্দ্র চন্দ্রবর্তী
 বঙ্গের কল্যাণকর মূলক বাবু চন্দ্রকুমার দাস তথাকার
 টি আদালতের জজের কাৰ্য্য করিলেন।

সংবাদদাতার পত্র ।

ବିବିଧତା ।

ভারতাকার প্রায় এক বৎসর অতিবাহিত হইল
 কালী নানুদ্বিগত বিদ্যমান বসোদেবদেব একটী
 টাণ্ডাল নিৰ্ম্মিত হইয়াছে। বড়ীয়া মাটিকার
 দেবী মাটিকারি মাটী বন্ধিত অতিমীত হইয়া
 গেল। আমরা মাটীবন্ধিতের বিরোধী নহি।
 কুচি সম্পদ উৎকৃষ্ট মাটিকারি অতিমীত হইল
 অনেক সাবানিক ও মৈত্রিক উৎকর্ষ সাধিত হইয়া
 গেল অনেক উপকার হইতে পারে। উৎকৃষ্ট
 মাটিকার অতিমীতের ফল যে কিরূপ ভিতর ও
 বাহ্যসংস্কার সম্বন্ধে কিরূপ সহায়তা করে তাহা
 গৌরী আচার্য্য কেশবচন্দ্র মহাপ্রসাদ মাটিকা-
 রিয়ার বিলাসকল্পে দেখাইয়াছেন। আমরা এই-
 রূপ মাটিকারিয়ার পক্ষপাতী। একই অতিমীতের
 ফল যে-এ বড়ীয়া সম্প্রদায়িত হইবে তাহা
 কুচি বিদ্যমান টাণ্ডাল অতিমীত বাহ্যসংস্কার
 দেখার মাধ্যমে বাহ্যসংস্কার প্রদর্শিত হইবে সে পক্ষে
 বাহ্যসংস্কার গুণি রূপ আবশ্যিক।

কিয়ামিন হইতে সমাপ্তিপুরে একটি ঘরি সভা
স্থাপিত হইয়াছে। শিক্ষিত যুবকসমূহের অধি-
নে এই সভার যোগদান করিতে আরম্ভ করি-
তছেন। হযরতকর্মকারী শ্রী সংগীত এই সভার
গীত হইয়া থাকে। প্রতিদিন সন্ধ্যার পরে সভার
সমাপ্তি হয় এবং ৩১৪ ঘণ্টা কাল কার্য চলিয়া

সমাজের অভ্যন্তর গুহ্যে হরিমন্তা মন্দিরটি লুপ্ত
নষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার নীচে একজন
কলকণ্ঠি বৈষ্ণব বিদগ্ধের বাসা আবদ্ধ হইয়া পড়ি-
য়াছিল। . কেন্দ্র চতুর্দিক দিকিত দুঃখনিঃশ্বাস
ও হরিমন্দের আধাইয়া বিস্তারিত হইয়া। সমস্তের
পথে কেন্দ্র বধন হরিমন্দের নিলাম ভুক্তি
আবল হুতকে আগ ইয়া ভুক্তিভম ভবনকার
সেই মন্দির নৃশা এখনও আশ্রয় অন্বেষণ
জাগিতেছে। তার সেই দিন আগর কবে
আগিবে এখন ঐতিহ্য ও ঐক্যের দ্বারা
আমি বিদগ্ধ দুঃখগণ হরিমন্দের এখনও হইয়া
উঠিব।

আজ কাল এ দেশে বিবাহের বড় খুশি বেধে
যাইতেছে। ঢাক ঢোলের শব্দে আনন্দের কাণ
পাতা তার হঠকা উঠিয়াছে। এ দেশের বিবাহ
যত্নে প্রজন্মের বেধা যায়। আনন্দের দেশের
পত্রিকা কানেরা এই সকল বেধিয়া বিবাহের দিন
ছিন্ন করিয়া থাকে। কিন্তু এদেশের পত্রিকা-
কানেরা এক নির্দিষ্ট দিন হইতে অপর নির্দিষ্ট
দিন পর্য্যন্ত বিবাহের কাল ছিন্ন করিয়া দেয়।
সেই নির্দিষ্ট কালের মধ্যে প্রতিদিনই বিবাহের
দিন। বাংলা বিবাহটা এদেশে সাধারণ নিয়ম।
সবদেই সবদেই বর অপেক্ষা কন্যার বরস অধিক
দেখিত পাওয়া যায়। বাংলা বিবাহের জ্যোত
বজ্রবৎ অপেক্ষা এদেশে আরও প্রবলবৎ
প্রবাহিত। অসম জা বাংলা বিবাহ বিবাহের
পক্ষপাতী। কিন্তু ছায় অসমজা দেশের ও
সমাজের হিতসাধন করিতে গিয়া বল বিশেষ ও
সংবাদ পত্র বিশেষের বিরোধভাজন হইতে-
ছেন।

—●—

• * **ব্যাখ্যা** ।

গান্ধী মহাত্মা পাল চৌধুরী এখানকার
 অধ্যক্ষ ছিলেন। জমীদার। বহুমান্য গণ্যমণ্ডে ইহঁদের
 বিশেষ বোগ্যতা ও ভবের পরিচয় পাইয়া। ইহঁদের
 স্বাধীন প্রথম জেলীর সময়েরই মাজিষ্ট্রেট কর্তৃক
 বিচারে, বিচারকার্যে এবং ব্যবহার পাত্রে
 অত্যাচার বারংবার বিরুদ্ধে গার্হান্ধী আছেন।

এখানে আলোর বন্দোবস্ত না থাকায় প্রতি-
দিনই আনাবিগকে অসাব্যসা। ভোগ করিতে হয়।
রাত্রিকমে পথিকগণ বিশেষতঃ রেলওয়ে
পায়েল্লারগণ একতর বিলম্ব কষ্ট ও অসুবিধা
ভোগ করিয়া থাকে। আমরা জনের বন্দো-
বস্ত না থাকায় আর এতদূর সন্তোষ সাধার
হইয়া থাকে। একই কটিকা উর্দিনেই পথিকগণ

স্বাধীন, স্বাভাবিক, চর। বিউমিসিপালিটী ও
 শরীর দেখাবিত করিয়া, অর্ধ একশ করিয়াই কি
 তাহা হইলেই যে অত্যন্ত, কোন প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি
 পাত করিয়াই না, ইহা কি তার না বর্ধমান
 অসমতা করিয়া করি এখানকার বিউমিসিপালিটী
 হইবে। চেষ্টার মাঝ ও তাইই চেষ্টার মাঝে রাষ্ট্র
 আদর্শ ও রাষ্ট্রপতি প্রভেদে বহুলাংশে করিয়া ক
 দৃষ্টি ও সর্বসাধারণ পথিকদ্বয়ের কোন বিচার
 করিয়াই।

বাবু ভগবতীচরণ ভট্টাচার্য আবাদিগের মুখ
 সব ভেগুটি হয়ে। আনিয়াছেন। অথবা গো
 হইলেন। কিন্তু মিঃ এ পর্যন্ত মাজিষ্ট্রেটের কমতা
 প্রাপ্ত হন নাই। আমরী কমিশনার আবাদিগের
 অথবা গবর্নমেন্টের অফিসার কামচরণ বা
 ভগবতী বাবুকে মাজিষ্ট্রেটের কমতা বিচার
 গবর্নমেন্টে রিপোর্ট করিয়াছেন। কিন্তু গবর্নমেন্ট
 এ পর্যন্ত এ বিস্তারিত আবাদিগী না হওয়ায় সকল
 সিংহাসন প্রজাগণের ক্রোধ হইতেছে। মাজিষ্টি
 কামল অফিসারকে একতরফা অভিযুক্তী পরিচয়
 করিতে হয় অতএব বাবুকে বিচারকার্যে সর্বস্ব
 পাওয়া যায় না। পূর্বে এখানকার সকল সব ভেগু
 বাবুরই মাজিষ্ট্রেটের কমতা ছিল। আমরী
 ভরসা করি আবাদিগের বাবুদার কমিশনার
 দ্বিধা নাহয় বাহ্যিক ভগবতী বাবুকে মাজিষ্ট্রেটের
 কমতা বিচার প্রজাগণের ক্রোধ সিংহাসন করি
 যেন।

বিজ্ঞাপন ।

ଅନ୍ତେ ବାବୁ ସିଦ୍ଧିଚନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ୟାୟ “ଅକଳ” ।

‘जनसु’ दायिमानक !!



ମର୍ଦ୍ଦତା ହାତ କରୁଅଛୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓ ଅନୁମୋଦିତ ।

৩৭ বং বোম্বাইয়া লেন পটলভাঙ্গা, —কলিকাতা

এই “অনন্ত” জীবনক বহানটোপাওয়ার সমাধান
করুক আবিষ্কার। উক্ত বহানটো আবারক নিম্ন
অনুগ্রহ পুরস্কার অর্থে বাতুল দ্বারা নির্বাণ, ও বিজ্ঞ
ভার জনসমন্বয়করণ আকৃতি কার্য নিকা করা ইত্য
হয়ে। আদি এই সকল কার্য নিকা করিয়া, অপর

ইংরাজী বাজালা সচিব দ্ব্যমিত্তশনশত্র
বা দ্ব্যমিত্তশনশত্র । ঠিকানা ৫৫ নং কলেজস্ট্রীট
লকাতা ।

—••—

विष्णुसूक्तम् ।

সামগ্রিকভাবে বহু ইংরাজী ও বাঙালী নানা
 প্রকার জবাবদিহি করেছেন। সত্য, মূল্য
 সহ সময়ের মধ্যে মূল্য অক্ষরে সত্যরূপে
 প্রকাশ্যে সন্নিবেশ করিয়া দেওয়া যায়।

মঙ্গলবার ঘেসকল গ্রাহক কলিকাতার
সিবেন এন্ড সহরের ঘেসকল গ্রাহক
সোমপ্রকাশের মূল্য হস্তে দিতে ইচ্ছাকরেন,
সাহারা ৯৭ নং কলেজ স্ট্রীট সোমপ্রকাশ
ডিপজিটারিতে দিয়া রসিদ লইবেন।
যদি অর্ডার করিয়া ডিপজিটারীতে পাঠা-
বার প্রয়োজন নাই। যদি অর্ডার কার্যা-
সম্পন্ন হইল তাহা হইবে।

অন্যবেশন কলকাতার পালের ব্যবসায়
লক্ষ্য পণ্ডিত ও ছাত্রদিগের জন্য ভাণ্ডার
৩০ টাকা, সোমবারের মূল্য নির্ধারিত
হইয়াছে।

বিজ্ঞাপনস্বত্বানিগের প্রতি।

আমরা বিষয় সভাকারে সাধারণতঃ জামাই-
ভক্তি, বাঁহা বা সোমপ্রকাটন বিজ্ঞাপন দিবার বাঙা
কবিবেন তাঁহা বা সোমপ্রকাটনের পংক্তি গণিত
বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল পাঠাইয়া দিবে। প্রথম
ভিন্নতার প্রতি পংক্তি ৬০ আনা, তাহার পর ১০
আনা। ইংরাজী অক্ষরে প্রকাশ হইলে ৬১০
কবিয়া লাইন ও ত তার ধরা চাইবে।

বেঙ্গল কৰ্মখানিৰ বিজ্ঞাপন আত্মনিবেশ
নিকট আসিবে, তাহা প্ৰথম একবার বিদ্যাবলো
প্ৰচাৰিত হইবে। তাহাৰ পৰা নিৰাশ্ৰয় হুলা
লত্তা হইবে।

[illegible]

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি নিম্নলিখিত দোকান
ও ডাকঘরদে কলিকাতা ১৭ নং স্ট্রীট
ট্রাট লোমপ্রকাশ ডিপার্টমেন্টে পাওয়া
যায়।

উপক্ৰমমালা	মূল্য	ডাকমাস্তুল
১ ম ভাগ	৮০	১০
২ ক ভাগ	৮০	১০
নীতিসার ।		
১ ম ভাগ	৮০	১০
২ ক ভাগ	৮০	১০
৩ ক ভাগ	৮০	১০
বিশেষায় বিলাপ	১০	১০

করখানি একত্র লইলে সমুদারে ডাক
হানুল ১০ লাগিবে।

ଶ୍ରୀ ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ।

ବନ୍ୟା ମୁକ୍ତି ।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি,
মিরলিখিত মহে, বরগণ সোমপ্রকাশের দ্বারা প্রেরণ
করিয়াছেন।

ক্রীকৃত বাবু নীলকমল লাহিড়ী—রাজপুর	১৮
“ “ কুমার মহিম, রজন রায় চৌধুরী— রাজপুর	১৯
“ “ যশোহর সুধোপাধ্যায় জমিদার— বালী	১০
“ “ তারিনীচরণ দাস গুপ্ত—ভাঙ্গাবর	১০
“ “ পণ্ডিত অম্বোদয়নাথ ভট্টাচার্য— বর্ধমান	১০
“ “ সেক্রেটারী সাতক্ষীরা পাবলিক লাই- ব্রেরী সাক্ষীরা	১০
“ “ হুজুমদারি বোম—সাজেহানপুর	৭
“ “ দুর্গলক্ষ্মীনার দাস—ক্রীকট	৭
“ “ ছবিলাল সরকার—রাজমহল	৭
“ “ কেদারপ্রসন্ন লাহিড়ী—বারানসী	৭
“ “ গোপালকৃষ্ণ বৈজ্ঞ—পাবনা	৭
লেখ সাক্ষর মহম্মদ বৈদ্য—চাঁদখালি	৬
“ “ ক্ষেত্রনাথ সরকার—কবছরবাটী	৬
“ “ হারাদন ধনু—কামারপাল	৬
“ “ কিশোরীমোহন সুধোপাধ্যায়— টালীগঞ্জ	৬
“ “ বহুনাথ মল্লিক—কলিকাতা	৬
“ “ হরনাথ হুত—হট্টগঞ্জ	৩১

[illegible]

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটি
বিশেষ কথন

সর্বপাঠ্যে মোট ১০ টাকার, অগ্রিম বৃত্তি ভাণ্ডার
মাসিক মাসিক মাসিক ১০ টাকার, এবং বাধ্যতামূলক
১০ টাকার। অসমর্থ পক্ষে আত্মমূল্য মাসিক
টাকার। অসমর্থ পক্ষে মাসিক টাকার বা বাধ্য
মাসিক মাসিক মাসিক। মাসিক ও আত্মমূল্য
অসমর্থ মাসিক মাসিক ১০ টাকার মাসিক
মাসিক।

অগ্রিম দ্বারা বা পাঠিয়ে মকদ্দম, সোমপ্রকাশ
প্রেরিত হয় না। বাঁহারা সোমপ্রকাশের দু-
পাঠাইবেন, তাঁহারা যা যা সময় বাস লাগে করি-
নিধিরা কলিকাতার বঙ্গিম সোমপ্রকাশের ডাকঘরে
ঐচ্ছিক উপেক্ষাকৃত্যর চাকরভর্তীর মাথে মোট, ভবি-
ষ্যত চিঠি, যদি অর্ডার, ইহার অন্তর বাহ্যে
বাহ্যে ছবিয়া হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা দু-
প্রেরণ করিবেন। অর্ডার আবার অধিক দ্বারা
টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। দু-
নিবেশিত ছবিয়ার পূর্বে কেহ সোমপ্রকাশ প্রেরণ
অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট দু- কিসাইরা দেও
হইবে না।

বাহার। বাহুল্য বা বিরা পত্রাদি প্রেরণ করি
যেন ঐচ্ছাবিগের সেই পত্রাদি প্রেরণ ক
রাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা
করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি
হুই আনা তাহার পর ১০ এক আনা দিতে হইবে।
কেবল ইংরাজী অক্ষরে প্রতি বার ৮৩০ কপি
লাইন ধরা হইবে।

[illegible]

এই পত্র কলিকাতার হকিম মোবারক
ডাক হইয়া চাকচিপোতা সোমপ্রকাশ
ক্রিয়াকারী প্রিয়নাথ চক্রবর্তীর দ্বারা এতি সোম
প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

বিদ্যাভূষণ লাইব্রেরী
স্থাপিত-১৩৪৯
জীকিপোতা, সোনারগুরু।

সামপ্রকাশ

৩০ নং ভাগ।

“স্বদেশসেবা” প্রকল্পটির অধীনে: স্বদেশসেবা প্রতিষ্ঠান দ্বারা প্রস্তুত।

২৮ নং ভাগ।

অগ্রিম বার্ষিক দুই টাকা মূল্যের সর্বমোট ১০ টাকার। অগ্রিম বার্ষিক ১০ টাকার।
১৯২৩ সাল। ১১ ই-জ্যুজি ১ টং ১৮৮৬। ২৬ এ মে।
৭ রিপনাক। ১১ ই জ্যুজি

অগ্রিম বার্ষিক দুই টাকা মূল্যের সর্বমোট ১০ টাকার। অগ্রিম বার্ষিক ১০ টাকার।

বিজ্ঞাপন।

পি. এন. বিশ্বাস।

৪৭ নং সীতারাম ঘোষের ট্রাট
কলিকাতা।

স্বর্ণ কবরী ভূষণ তৈল।

১ নম্বর কেবল কোল বিভাগে ব্যবহার্য।

মূল্য ৬, ৪, ২ আউন্স শিলি ১০, ২০, ৩০ আনা।

২ নম্বর কেবল রাসের পূর্ণ ব্যবহার্য।

মূল্য ৮, ৪, ২ আউন্স শিলি ২০, ৪০ আনা। প্রাক্তি
১০ আনা।

সর্বশেষ বিবরণ কাটানোর বেতন ১/০ আনার
টিকিট পাঠাইবেন ২৪ পূর্ণার বহিঃ (কাটানোর
পাঠাইবেন।

প্রিন্টিং টাইপ।

অনুপাইকা, পাইকা, গ্রেট প্রিন্টিং, অক্ষর
প্রাপ্যোয়ার আবশ্যিকীয় ব্যবহার্য প্রত্যাহা বিজ্ঞ-
কার্য প্রকৃত আছে। (অপা বা অক্ষর), সর্বমোট বহু-
অনুপাইকা পাঠান যায়। কাটানোর বেতন ১/০ আনার
১০ আনা।

মূল্য একেজি।

অপা নাক কবিশর সইকা (পূর্ণাঙ্ক ও ব্যবহার্য
লকলেই অক্ষর) আনা, কলিক, উত্তর, বহিঃ, বাজ,
অক্ষর, হুজ, সর্বমোট, চাউন, অক্ষর, টেবিল,
চিহ্নের প্রকৃতি সকল প্রকার প্রত্যাহা (অক্ষর
সর্বমোট) সর্বমোট পাঠান যায়। ১/০ আনার টিকিট
পাঠাইবেন কবিশর ১০ নম্বর পত্র সইকা, বাজ-
বহিঃ পাঠাইবেন।

সপেটা সাহেবের পেপসিন পারলস।
সপেটা সাহেবের প্রত্যেক বটিকাতে ৪ গ্রাম
করিতা পেপসিন আছে। যে পরিমাণে ভক্ষণ করে
করা যায় তাহার ১০০ গুণ পরিণাম শক্তি ইহা
যাচরণ করে। এই ঔষধ সেবন করিলে পাক ক্রম
হ্রাসনা অরুচি, উদরাম্বল বদমেজা বা বিজ্ঞা-
কর্ম নষ্টকে রক্তবর্ষণ, বাহু হ্রাস পাকস্থলির অস-
মতা বন্ধন, ক্ষীরসীকা এবং অসম্পূর্ণ পাকক্রিয়া
বটিকায় সমস্ত পীড়া উপশম হয় তাহা এক যাত্রা
ঔষধ সেবনে প্রসমিত হয়।

সপেটা সাহেবের মোরল।

এই ঔষধ কতলিবার ভৈলের সার হইতে প্রস্তুত।
ইহার একটী একটী বটিকা ২৫ গুণ কতলিবার
ভৈলের সমান। ইহা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ
হইয়াছে, বহুবিধের কানী, রাসে বর্ষ, দুগ্ধ বাধা,
গলাধ বাধা, অরুচি পীড়ার কতলিবার
অপেক্ষা বিশেষ উপকারি। কতলিবার অরুচি
সমিত হুজ বিশিষ্ট ইহাতে কোন কষ্ট নাই।
দুর্জন শিশুদের সুখানন্দ হইলে এবং অগুণ্ড, সর্বমোট
চর্ম রোগাক্রান্ত ও গলা কোবল, ও বা হর, সর্বমোট
অক্ষির থাক ও দুয়ার বা তাহাধিগকে এই ঔষধ
সেবন করাইলে নীর আয়োধ্য হয়।

পোলিটিয়ার সাহেবের কুইনাইন বটিকা।

ইহাতে ২ গ্রাম করিতা দুর্ঘ কুইনাইন আছে,
এই বটিকা অতি মজা সহজেই পাক হয়। ইহা
সেবনে হর, সর্বমোট হর, পাল্যহর এবং সর্ব-
প্রকার হর বাধাবহা, বাহু, বহুবিধ বেহনা প্রকৃতি
আয়োধ্য হয়। প্রত্যেক বটিকার উপর পোলিটিয়ার
নাম দেখিয়া লইবেন।

জুলিয়ানকট—

ইহা কাল বেণের একপ্রকার কল হইতে

প্রস্তুত। ইহা বহুবিধে নকশি ইহা সেবনে
কোন প্রকার কষ্ট হয় না। কোই বহু, শিরঃপীড়া
আমাশা, অরুচির বাধা, বহুবিধ পীড়া, অরুচি
রক্তগর্ভার, গায়ে বাহু হ্রাসনা প্রকৃতি হইলে ও
পিত্তাধিকা দুর্ঘা এবং বাহুধিগের ভক্ষণ প্রকৃতি
ভিত্তে এই জোলাপ বিশেষ উপকারি।

মেড্রি সাহেবের চন্দন বটিকা।

এই বটিকাতে ৫ কোটা করিতা ও ৬ চন্দন
তৈল আছে, ইহা সেবনে ৪-৫ দিনের মধ্যে সর্বপ্রকার
আব বিহার হয়। কোপেবা বা ক্রিটনেবের ম-
অধিকারি বহু—বেহ বা অরুচি বে কো-
প্রকার বাহুধি পীড়া হইলে এই বটিকা ব্যবহারে
সর্বমোট আয়োধ্য হয়।

রিপন—ক্যানেল প্রাণ জাপান

ক্যানেল প্রাণের প্রকৃতি
ইহা ব্যবহার করিলে চর্মে
চিকনতা হ্রাস করে ও
গায়ে সর্বমোট হ্রাস করে
এই সমস্ত ঔষধ ভারতবর্ষে
প্রাণ লকনা ঔষধাগারে প্রা-
১০ আনা।

“বাহুবোর্ধনের প্রত্যেক পরীক্ষিত।”

সুধাবিন্দু সুধাবিন্দু!!

ইহা সেবনে বাহুধিগের, অরুচির, অসম-
ভিগের শৈথিল্য, ওজনে, অস-
ওজপাত ও অতিরিক্ত ওজন এবং অসমিত
শিরঃপীড়া, শারীরিক দুর্জনতা, অরুচিহীনতা,
মানসিক বিহারতা, বাহু পা বালা ও ওজনের

রক্ত প্রকৃতি এক বাস মধ্যে নিম্ন আরোগ্য ইয়া শুদ্ধ অত্যন্ত গাঢ় ও বারবান্ধি প্রকৃতি নিবোধে হুদি পাইবে। এমন কি ইহা যেমনে মসার সমস্ত উপকার করে। ইহা যে সর্ষ-কার হাড়ের পীড়ার একমাত্র সূত্রাঘ তদ্বার অনেক প্রাণসাপত্ত রহিতাছে এবং এই উভয়-রোগা হুতরা অনেক পুরকার দিয়াছেন। এক সের ভবন এক শিশি ২ টাকা ডাক মাওল আনা।

দাউদর মহৌষধ।

“কত ও চর্মরোগের মহোপকারী।”

এই ঔষধ ব্যবহারে আলা হুতরা মাট, অথচ একালের দ্বাং হুতক বা কেম ২৪ বটায় নিম্নর-রোগা হইবে। হাং, কোচলাং, বিখাং, তজ-ন, ছুনি (হোং) পারার বা, খোস, পীচতা-বীঃ বা ও সর্ষপ্রকার কত রোগা তিম দিবসের না নিম্নর আরোগ্য হইবে। ইহা কত ও বোঃসর অর্ধাঃমহৌষধ। এই ঔষধে পারা-ক ইহা সার্জম বেকার করুক পরীক্ষিত। দুঃ-র সর্ষিত বর্ষিত পারি এই ঔষধ ব্যবহারে হুই দিয়াশ হইলেন বা। দুঃ পতি কোটা-আমা, তিম কোটা ১।০ আনা, ছুং কোটা ২।০ জন ৪।০ টাকা।

ঈরাঙ্গুয়ার চক্রবর্তী।

ডাক্তার পাবনা

—৩৩—

হুগল মূল্য অমূল্য গ্রন্থ প্রকাশ।

সরল পদ্ধতিবাহিত।

ঐশ্বর্যগবত।

এখন কত হইতে পক্ষ কত সম্পূর্ণ।

পঞ্চম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র পুস্তকের অগ্রিম মূল্য ডাকমাওল সর্ষিত বিকাজ ও বকমল সর্ষিত ৬ দিন টাকা গ্রহণ মূল্য না পাইলে পুস্তক প্রেরিত হয় না।

ঐশ্বর্যগবতী খীন।

১-৬ কলিকাতা ১৯ অপর চিত্রপুর রোড।

প্রেরিতপত্র।

যাত্রার ঐচ্ছিক সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সঙ্গীপের বখশ। আজ কাল আবার তারমত প্রকাশ

মাটবের সুব্যবস্থা ও কর্মচারিগণের আচরণের বিবরণ লেখক বা চুইলে অল্প বাখা করা যায় না, এমন দিনই আর কেবা বর্ষ না যে বিম উভয়-মহোদয়ের কোম বা কোম জন্মি অল্প কর্ম-চারীগণের কোম বা কোম অমাত্যগণের বিবরণ লিখিত পাওয়া যায় না। চুইলেন বিমত লিখ-বারে একটি ফটো বিম লিখিতেন।

আমি বিমত লিখার ৩। ২৫ মিনিটের ট্রেন ছাড়িবার ৩৪ মিনিট পূর্বে ট্রেনে উপস্থিত হই। ট্রেনখানি গ্লাউকস্টার পূর্বাঞ্চলে গাঁড়াইয়াছিল ইহার অব্যবহিত ৩ ৪ বামি ব্যাপারি গাড়ি ছিল পর আরোহীকিণের গাড়ি। আমার উপস্থিত হইবার অব্যবহিত পট্টেই টিকিট পরিবর্তনক বারু প্রথমকার খালি গাড়ীর আরোহীকিণের টিকিট পরিবর্তন করিতেছিলেন এ ২ একজন পুন্সিয়ার সখুং গাঁড়াইয়াছিল, এমন সময় আমি ও রাজপুন্সি বিখানী ঐচ্ছিক অরলপ্রসাদ তার উভয় কিসকুরের অগ্রসর হইয়া এতোক গাড়ীতেই স্থানান্তর দেখিতা অধ্যাপক সর্ষিতক মাং গাড়ীতেই আসিয়া চক্ৰিলাং। উভাতে আর ৩৮। ১০ জন লোক ছিল। উভিবার সময় আমাঃগকে অথবা আমাঃের পূর্বে বাছারা উভিরাছিলেন ঠাণ্ডা-গকে রেলওয়ে কর্মচারীরা টিক সখুং উপস্থিত লড়ে ও উভিতে বিবেদ করিলেন বা। আমরা উভিরা গাড়ীতে বসিল পর ছাড়িবার কটা কনা গেল কিন্তু কৈ আমাঃের গাড়ি চলিল না। অথ-পরে গ্লাউকস্টার কর্মচারিগণের দালো ও উপস্থান বাকক মুখ তলিয়ার এবং গাড়ির পদে সুবিত্ত পারিলাং যে ট্রেন চলিগা গেল। আমরা কতকগুলি লোক পঞ্চাতের ২ বামি গাড়ীতে পড়িতা থাকিলাম। দেখুন একবার বখোবত। গাড়ি চলি এবং ডাংল পরম্পরে সংলগ্ন ছিল যে ডাক্তার মাং সুবিত্ত পারি যে পঞ্চাতের হুই খালি গাড়ি ট্রেনে আবহ নাই। বাস্তবিক উভা ট্রেন হইতে এক হাঁক ও অস্তরে ছিল বা। আমি যদি একক অথবা আমরা ২ জন মাং হইতাম তাহা হইলে কেহ বা বসিত পারিতেন যে আমাঃ অথবা আমাঃের ২ জনের সুবিত্তার অব-হইয়া থাকিবে। কিন্তু সকল লোকেই অব হইতে পারেন না। আমাঃের অনেক পূর্বে বাছারা উভিরা বসিরাছিলেন ঠাণ্ডাও সুবিত্তে পারেন নাই। বাস্তবিক তাহা মতে গাড়ী ২ বামি ট্রেনে বিম র-তক রাখা হইয়াছিল। মতে কর্মচারীরা কোম আরোহীকিণকে উভিতে বিবেদ করিলেন বা। টিকিট পরিবর্তনক বারুটি কি বলিরাই বা বিরাপতে

টিকিট পরিবর্তন করিলেন। ইহাতে বোর তর-ইচ্ছা হইতে হইবে যে গাড়ি হুইখানি ট্রেনে-বিমার জন্মি রাখা হইয়াছিল। পরে কর্ম-চারিগণের অবব্যবহিতা বসত নিম্নল পত্রাউতে-কুর হইয়া থাকিবে। এই গাড়ী হুইখানি সঙ্কার ট্রেনের পঞ্চাতের পুন্সার সংলগ্ন করিয়া কেওর-আরও অস্তিত হইবে যে ৩ টার গাড়ীতে উভা-বিত্তে কুল হওয়ার কর্মচারিরা সঙ্কার ট্রেনে পারি-ইতে বাধ্য হইয়াছিল। কনা গেল কিন্তু বিম পূর্বে এককিম টিক প্রেরণ করিয়া ১৪ টার গাড়ীতে হইয়াছিল এই ক বেম ব্যবহার করা। আমাঃ কর্মচারিগণের আচরণ কনা এই বাসে কিছু না বলিরা থাকিতে পারিতেন না। গাড়ী হ ইতে-বানিরা সখুং পুন্সি মোর্দেই জিঃসাঃ করিলাং-তুনি সখুং উপস্থিত থাকিলা ও-অম্বাঃের কাবা-ডেও উভিতে বিবেদ করিলেন বা কোম? সে উভার করিল আমি গাড়ী ছাড়িবার কিছু পূর্বেই এখান-উপস্থিত হইয়াছি হুতরাং এ ব্যাপার আমি কিরণ খিঃবে পারিবা না। গ্লাউকস্টারের প্রাণতালে পূর্বাঞ্চ টিকিট পরিবর্তনক বারুটি ৩ ৩। ৪ জন রেলওয়ে কর্মচারী পরম্পর কথা কবি-তেছিলেন, তাং বোর হইল এই বটমারই আকো-মন হইতেছিল। অনিঃসা সখুং অথবা বাবুর অম্বাঃের এই ফটো কুল অম্বাঃদাম বাবসে টি-হাঃ-বের নিম্বটে অগ্রসর হইয়া কারণ জিঃসাঃ হইলেন-কেব কেব করিঃবেন বহাংল এ ফটো বৈবাং-হইয়াছে ইহাতে আমাঃের কিছু বাজ বোর-নাই। কর্মচারিগণের বোঃবই আমাঃের এই কটা পাইতে হইয়াও সঙ্কর নাই। বাবা-হটক বৈবাং হইয়াছে এ বিবরণ আর আমাঃের-করিয়া কোম কল রাই, নিরন্ত ফটো। ইহাতে-বাস্তবিক আমি কীং চইলাং কারণ রেলওয়ে-কর্মচারী আর এরূপ বলেন না। উভাগিগের মাংল অবব্যবহিত আমাঃের মাংল সঙ্কর কত-কতি খীকার ও ফটোঃগ করিতে হর তাহা বোঃ-ইরা বিলাং। বারু এস, বিম মাংল জটৈক গাঃ-এতকণ গাঁড়াইয়াছিল সর্ষিগণকে অবব্যহিত-কর্মঃ সাংল আরোহীকিণের সর্ষিত অ-প্রাচিত-বাসবাঃে অম্বাঃ বোঃবই বেম সুবিত্ত হইয়া-উভিঃ এবং রেলওয়ে কর্মচারীঃতাবহল-উঃসর্ষিতক ও এরূপ আর চক্ৰ-সাজাইরা আমাঃ-ট্রেন হইয়াছি আমাঃ বসিলা উভিঃের কোম তুনি-এখান-তুনা গাঁকা মাং করিঃত এলেন কোম গাড়ি-ব ইবে না চাইবে তাহা আরোহীকিণের বোঃবই-উভা উভিত। উভা আমাঃের কাবাঃ মতে, এসব

যত ১১ই মে আসামের স্বাধীনতার আইন পরি-
ষদ করিবার নিমিত্ত রেজাল্টের আর একটা হুজু-
র আর ৩ সহস্র শ্রমিক একত্রিত হইয়াছিলেন,
তখন ছিন্ন করিয়াছেন উপস্থিত আইন টা-
হার বহুখণ্ড সমুদায় সম্বাদিকারের নোপ করা
হইয়াছে। অধিকন্তু রাজস্বগত বোম্বার্ডারের
পত্রও হস্তগত করা হইয়াছে। জুনির উত্তীর্ণ
শেষ বাছারা বহুসংখ্যক হুজুর করিয়াছেন
পস্থিত আইনে টা-হার সত্ত্বের বিলম্ব বাধ্য
হইবে। যত্নে যত্নে এক গণকে গণপুঙ্ক্তে যে যে
করে পাঠা দিয়া বাক্য করিয়াছেন তাহার
লক্ষ্যনিঃসংশয় করা আবশ্যিক। কখনো
জাৰ্ণেলের পাঠা বা দিবা রীতিবিশিষ্ট বাজনা
দানের ব্যবস্থা করা হয় কেপুলী কনি-
নদের নিকট নভা হইতে এই পুঙ্ক্ত একখানি
বেদন পাঠান হইবে।

—৩৩—

আসামে জুজু আসামান উঠিয়াছে। কারণ
গণপুঙ্ক্তেও ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনকারিতা
করিলে বরিশা আসামবাসী বেসকল বোম্বার
পুজা করিয়া আনিবে, কোন্ উদ্দেশে
ব্যবস্থাপক সভা তাহার ফুলে আশা করিতে বসিয়া
যা তাহা আমরা বলিতে পারি না। ব্যবস্থাপক
সভা চিরদিনই অতিশয়কম। কোনকালেই
আসামের স্বাধীন হইল না। আইনকরের
স্বাধীন হই এতই ভয় হইবে আর আসামের
স্বাধীন কোথায়? আসামবাসিন্দারের সহিত
আসামের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। আমরা চিক
বন্দার সাহেবকে বারবার বলিতেছি উপস্থিত
আইনে আসামবাসীর স্বাধীনতা হইবে, ইংরাজ-
স্বাধীনতা হইবে। একটা সচিবের আবেদন
হইয়াছে আইন আসামের একটা আবেদন।

—৩৪—

আমরা ইতিপূর্বে জানার কথা সবচে পাঠক
পক্ষে অবগত করিয়াছি। আমরা মনিয়াছি সচিব
করিবার অভিপ্রায়ে আসামের স্বাধীনতা
হইবে। সচিব করিয়া এই স্থান ব্যাপারে
কোনো হস্তক্ষেপ করিতেছেন না। টা-
হার মিটকান এজেন্টই কখনো সম্পাদক। ২৪ বস্তার
কি রকম বে কুপাল জাৰ্ণ করিতে যেন হয়
উক্ত পলিটিকেন এজেন্টই অধিকার
হইয়াছে। আমরা অবশ্যই তাহাতে
করিবার নাম সংরুদ্ধ করিয়া দিয়াছিলাম।
কত আশা সচিব করিবার নিকট কখনো আবেদন
হইয়াছে। কিন্তু আসামের বিধান কি করিয়া

যোগ্য করিয়া? সচিব করিবার পলিটিকেন
এজেন্টের এমন কি কখনো আসাম বে ইচ্ছা করিলে
তিনি যে কোন ব্যক্তিকে নির্বাচন করিয়া দিতে
পারেন। আসামের সচিবই অধিকার স্বাধীনতা
আসামের ন্যায় পলিটিকেন এজেন্টের পক্ষে
ব্যক্তি কার্য করিতেছে। ডাক্তার কারি তিন
ডাক্তার বিচলিত হইবার পাত্র যেন। তিনি
পত্র পাঠা নিশ্চিতভাবে কুপালে বান করিতে
ছেন। অসম্পূর্ণ কুপাল জাৰ্ণ করেন নাই।
কখনো কুপাল রাজ্যে কারিবে আসাম দিগন্তে।
রাজ্যের এই কুপাল ব্যবস্থার আশা জীত হই-
গাছি। কিন্তু ডাক্তারের হস্তে এই সচিব বা-
হারের জন্ত পাত্র তাহাকে আরও কিছু সহিতে
হইয়াই আসামের ভর।

—৩৫—

১৯০০ খ্রীঃ অব্দে আসামের বসীপের সহিত
ইংরাজের বে মজিঃ মিস্টার ডাক্তার বর্ষ একত
হইল।—

১। মহারাজ বসীপসিংহ এবং তাঁহার পুত্র
পৌত্রাদি ওজরিলগণ পত্রাবের কিবা অপর কোন
স্থানের নিঃসহায়ত স্বীয় সম্বাদিকার দাবি দাওয়া
সমস্তই পরিচাল্য করিলেন।

২। বুজুর বসন্তসংক্রান্ত এবং আসামের দরবার
ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের নিকট বে কখনো আসাম
আমর কিরদাস পরিচাল্য করিবার জন্ত রাজ-
কীয় সম্পত্তি বাহা বেখানে পাঠা হইবে তৎ-
সমুদায় ইচ্ছা ইচ্ছা কোম্পানির হস্তে পড়িত
হইল। রাজ্য ও টা-হার উত্তরাধিকারী মায়েই
উহাতে বঞ্চিত হইলেন।

৩। সা হুজা উলমসেকের নিকট বর্ণিত
সিংহ বে "কহিল্লুর" আত্ম হইয়াছিলেন আসামের
রাজ্য তাহা মহারাজী ইংলণ্ডেরীকে প্রদান করি-
বেন।

৪। মহারাজ টা-হার মিস্টার এবং আত্মীয় স্বজন
ও কুড়ালগণের ভরণপোষণের জন্ত ৪ লক্ষ হইতে
৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বার্ষিক ভূতি পাইবেন।

৫। মহারাজ সমুদায়ের সহিত ব্যবস্থার হই-
বেন। এবং যদি ভারতবর্ষের গবর্নর জেনারেলের
অভিপ্রায়ে আসামের বেখানে টা-হারে থাকিত বলা
হইবে সেইখানেই তিনি বাস করেন তবে টা-হার
মিস্টার টাকার অংশ মিস্টার পাইতে পারি-
বেন। তিনি "মহারাজ" উপাধিতে অভিষিক্ত
হইবেন। (ইতি ১৮৪৯ সালের ২৯ মার্চ খ্রীঃ
১৮৪৯ ইঃ ১৮৪৯ সালে গবর্নর জেনারেলের
সম্মত।)

সচিবের পাঠ করিলে আসাম পুত্রাঙ্গ তাহিনী

বসন্ত পড়ে। ইংরাজের আইন কাগালকর
সম্পাদক আসামের বা বসন্তসংক্রান্ত করিতে নিবে
করে। রাজনীতি কি আইনের বিচার দায়ী?

মহারাজের মিস্টার সম্পত্তির বিচার দায়ী
কিছুই যেনা নাই। ইংরাজের স্বাধীনতা রাজ্য
মৈত্রিক অভিযানে মিস্টার সম্পত্তি কি রাজ্য সম্প-
ত্তির অর্থে গৃহীত হইয়া থাকে?

যদি হিত ইংরাজ বস্ত পাই, তাহা পাই কারি
নইয়া রাজ্যপাতি বস্তার র বা এবং কে সিং এ
আই পদবী দিবা সেই উপাধির শাখা পত্র বিচার
করা রাজ্যের পক্ষে কি নিতক্স মতে?

করবী বেনন জেনারেল ইংরাজের এক
হইতে আর এক করে বার। বসীপ জেনারেল
জেনারেলের ইংরাজের একত্ব হইতে স্বাধীনতা
আজীবন বসী তাহেই অবস্থান করিতেছেন।
হইবার উপস্থিত একটা কি টা-হার কোন অংশ
হইয়াছিল?

টা-হার সহিত অথবা টা-হার অন্য যুক্ত হই-
না তিনি কোন আইন দ্বারা বা রাজনীতি অ-
সামের সেই বুজুর যাত্রের অন্য দায়ী হইবেন
ইংরাজের সহিত বুজুর যদি হুজ বাবে আনী
কি আসামের বসন্তসংক্রান্তের অন্য দায়ী হই-
পারেন? আসামের বসন্তসংক্রান্ত ইংরাজের নিকট
টাকা ওবী ছিলেন বে পত্রাবের বিচারী রাজ্য
রাজসম্পত্তি সমুদায় সমর্পণ করিয়া অথবা
অংশিক বাস্তব পরিচাল্য হইতে পারে?

বসীপকে ভারতবর্ষে আসিবার জন্ত প্রকার
জন্ত অধিকার দিবা পত্র আসামের টা-হারে এত
আবস্থার কি বসীপের উপর উপস্থিত সম-
প্রদর্শন করা হইয়াছে?

বসীপে গেলে কখনো ব্যক্তি বাস্তব। আসামের
এই করবী আসামের সম্বাদিকারক ডাক্তার দিবে কে?

—৩৬—

রেলগাড়ির অভ্যাস।

ইতিপূর্বে বেঙ্গল রেলগাড়ির দাম্য দাম্য হই-
দিল দিল আসামের অভ্যাসের কথা কহিতে পারি-
তেছি। দিল দিল দিল দিল দিল অভ্যাসের বিচার
করিয়া রেলব্যক্তিগণ পত্র লিখিতেছেন। কোথ
বা জীলোকের উপর অভ্যাসের, কোথ
তত্ত্বসম্পাদকের সুবাসিনা; বারপিতা; বস্তা; অ-
দার কখনো জীলোক আসামের কর্তৃক
হইয়া গেল। জীলোক জীলোক আসামের দায়ী
পাত্র আসামের জীলোকের দায়ীতে গিয়া কোন
বীকে টাকিয়া আনিবেন। কোন্ জীলোকের কো-
জীলোক বাজীকে একাকিনী বেখিলে তাহা

[illegible][illegible]

১৫. ও ২. টাকার বেতন-ভাসী' উদ্ধরণ-ধর
সৌরাষ্ট্র কিংবা ব্যক্তিগত উন্নয়ন। আশ্রয় ইত্যাদি
বিস্তৃত চাইরা ব্যক্তিগত পারিষদ। তাই কর্তৃ-
পক্ষীয়গণকে বাধ্যতার অস্ত্রের কর্তৃত্ব জীভারী
এই সকল দ্রুত কর্তৃত্বের কার্যের উপর একই
বিশেষ লক্ষ রাখুন। মতঃ হস্তবিদ্যা-ই-মতঃ
অপরাধের কথা লেখা আছে 'অবিলম্বেই' এক
একটি রেলওয়ে হইতে তাহার সমস্ত জিনিষপত্র
কইবার সম্ভাবনা। রেলের টেনের-বাটার টিকিট
মটর পার্স ইত্যাদির সকলেরই পরীক্ষা লভ্য
হয়। পরীক্ষা দিবার সময় উদ্ভাবের চরিত্র সম্বন্ধে
কোন বিশেষ ব্যক্তির এক একবারি সার্টিফিকেট
মাফিল করিবার যথোপযুক্ত করা উচিত। রেল-
কর্তৃপক্ষের মাফিল, চরিত্র-বিশেষ অঙ্গসজ্জা
করিবার জন্য প্রত্যেকেরই মাফিল যথোপযুক্ত
এক একজন পরিদর্শক নির্বৃত্ত হয় কর্তৃপক্ষীয়গণের
তাহার একটি বাধ্যতা করা কর্তব্য। 'মাফিলগণকে
দিন দিন সচল সচল লোকের সহিত মাফিল
করিতে হয় তাহার চরিত্রের উপর দৃষ্টি রাখা
যে নিত্য কর্তব্য কর্তৃপক্ষীয়গণের এতদিন তাহা
বিবেচনা করা উচিত ছিল।

এই সকল অভিচার বিচারের আর একটা উপায় আছে, আশা করি উপরতলায় সেহি ক ও মনেযোগী হইবে। রেলসের আইনে লেখা আছে কর্মচারিগণ কাজীদিগের সহিত কখনই অত্যাচারিত ব্যবহার করিবে না। আমরা যদি যদি কেহ এই আইনের শাস্তিভঙ্গ করিয়া কলহ-কেও অপমান বা কাছার উপর অভিচার করিতে নিহত বা হত তাহা হইলে এই আইনের তির এমদ একটা দণ্ডের বিধান করা আবশ্যিক বাধ্যতে হুঁতগণ বিলম্ব শিক্ষা পাইতে পারে।

— ୩୩ —

ଏହି ପାଠ୍ୟପାଠର ଅନ୍ତର୍ଗତ ୩ ଗଛ ଗ୍ରାସେ ଏମୋ-କ
 ନାଥ ଶେଷେର କଳିକା ପୁରା ବାବୁ ମଣିମାନ ଶୋଷେ
 ବାବୁ ମଣିମାନେ ଓ ଅର୍ଥବାଦେ ଶାସ୍ତ୍ର ଏକକଲର ହୁଏ
 ଏହାଦେ ଏକକି ସିଂହାସନ ଦେ ନା ହୁଏତାରେ । ମଣି-

[illegible]

ল গিরিচক্ৰ উত্তৰপাড়া স্কুল, হরিচরণ
 কাজলেন্দু, জামকীনাথ চিন্ম স্কুল, তরেন্দু
 উখতবর ভবানীপুৰ, তাম্ৰকী জো। ভিক্ৰম মেট্ৰ
 ২৪, আৰ্জুণ চট্টোচাৰী সংস্কৃত কলেজ, বনম
 গাৰ বাহু সত্ৰ গবৰ্ণ, গোপালচন্দ্ৰ জগলি
 ক, নৰিনামাথ চিন্ম স্কুল, "মারায়ণচন্দ্ৰ
 টিকালেন্দু, গজনাথ জিঃই চাই, রামচন্দ্ৰ
 চক্ৰ কলেজ, সুবেশ্চন্দ্ৰ বৰিমতি এ. এ. এম,
 সত্ৰবন্দিত বিখ্যাস রাজেন্দ্ৰ বি কলেজ, সুজবিহারী
 খাস মেট্ৰ : ইন্দ্ৰ বিখ্যাস বেলি কানপুৰ গ. ল'ল
 ইন্দ্ৰ ল. নোম এ. ল. এ. ইন্দ্ৰ, বুচানন ডবলিউ
 ৮, রেজুৰ কলেজ, কামলি এটচ সি. মন্তরী স্কুল,
 টলাও ক্ৰম ডবটম ইন্দ্ৰ : সিলিগুৰা ক্ৰিকিট কন
 স্টেব্ল ম রেজুৰ, চাকলাধাৰ ক্ৰকমাথ ধৰ্মমসিংহ
 বলা, অমৃতলাল চক্ৰৱৰ্তী আলফৰ্ট কলেজ,
 শ্বিতী কুমার ঢাকা কামল, বনমালী সিটি
 লেন্দু, চিন্মহরণ ঢাকাকলেজ, গজেন্দু
 জোবজাহী, হেনডু জিঃই চাই স্কুল, বহিনা
 ম বনমসিংহ জেলা, চন্দ্ৰ অমূলচন্দ্ৰ চিন্ম স্কুল
 ডিলাল জগলিকলেজ, চাম বুকচ্ জে কে
 মেডিক্যাল নিশ্ব চাই, অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায়
 স্কুল, বহিনচন্দ্ৰ ঢাকা পগোন্; বিশিন
 হারী সংস্কৃত কলেজ, বগেন্দমাথ উত্তর
 পাঃ, মনোমোহন মিমতা চাই, বশীন্দনোদন
 চৌঃ রাবল কলেজ; অযোগচন্দ্ৰ ছেয়াৰ স্কুল
 ইকিেশ্যর রূপদাল রঘুনাথ স্কুল, শরৎচন্দ্ৰ
 কলি ট্ৰেনিং একা। জিৰাম যাজ্ঞানাহা
 মোঃ, তরেন্দুনাথ চাবড়া গবৰ্ণ, চৌধুরী
 নীতচন্দ্ৰ কবিজা জেলা; জয়নারায়ণ রাবল
 কলেজ, মনননোদন পুৰ্ণলিঙ্গ জেলা; জিন্দু
 চৌধুরী ঢাকাকলেজ, তরেন্দুনাথ মফাল
 চাই স্কুল, কোলবট এল এ ডবলট কলেজ;
 বশীন্দন হাৰ চট্টোপাধ্যায় কলেজ, বিজুজব
 বহিনীপুৰ কলেজ; বিশিনচন্দ্ৰ জগন্নাথ কলেজ,
 গোপালচন্দ্ৰ জিঃই চাই, গুৰুশরণ এলাহাবাদ
 গবৰ্ণমেণ্ট চাই, পূৰ্ণচন্দ্ৰ শান্তিপুৰ মিউনিসিপা-
 লিটি; রাইমোহন ঢাকা কামল, দাস গুপ্ত
 নোৱজন্ম কালিঙ্গা চাই, বত এ সেট জেবিরর,
 অমূলচন্দ্ৰ ঢাকাকলেজ, সুবন্দোহন মেট্ৰ
 গলিটান ইন্দ্ৰ; নগেন্দমাথ এ, সত্যেন্দমাথ এ
 গাটনা কলেজ; ডিগাজসোফিয়া এ কানপুৰ গলি
 চাই; ডিসিলভাই সেট জেতিয়র কলেজ; এ জে
 এল এল অবওয়েল কলেজ; বে অবরচন্দ্ৰ হাংড়া
 গবৰ্ণ; বিশিববিহারী দে উত্তরপাড়া ই; ব্ৰজেন
 কুমার বেটাউন ই; বহিনীপুৰ; হরিজবৰ্ণ বে

হিন্দু ইঃ, কিরবচন্দ্র বে বেটুঃ ইমঃ; বর বটরক
 সিং কলেঃ; ঘোষে ভোলানাথ কঃজি ইঃ; অমলি.
 সি এইচ এ ক্যার কলে' লক্কা, ককনাথ জি সেন্ট
 জেবির, কোলি ই চে ডবটম কলেঃ; কর্ত
 ডবলিউ আর সি গাইয়েট; কক্স এ সেন্ট জর্জ
 কলেঃ মুন্সুরি, এ হেনলেন ডবটম ইমঃ কঃ, জি, ই,
 এলাহাবাদ চাই ইঃ, করডন সি মকর জি সেন্ট
 ফ্রান্সিস ডিলেস ইঃ মঃগপুর; গঙ্গোপাধ্যায় গৌণা-
 লচন্দ্র শান্তিপুর মিউনিঃ; জয়গোপাল এ ভাগল-
 পুর জেলা; নিলিকাঙ্ক এ নয়নসিং জেলা;
 রমণী-মঃকম এ পূর্বীরা জেলা; গণপতিচক্রে চেতলি
 এফ সি মাগপুর; ঘোষ অনিলচন্দ্র বেটুগলিটম ইন
 বরহাঙ্গসহ ঘোষ টাকি গবর্নঃ, ঘোষ বাসরাধি
 হর্গল আফ, গোপালচন্দ্র ঘোষ মডাল হাইয়ের;
 উপেন্দ্রসহ ঘোষ সারদা পসাহ চক্ৰবর্তী; মহেন্দ্র
 ঘোষ ভাজারাবাগ জেলা; মননাথ ঘোষ বেটুঃ
 ইম, এসরকুনার ঘোষ বরিশাল জেলা; রমাশ্রমণ
 ঘোষ ছেয়ার ইঃ; শান্তিবাথ ঔরিয়েন্টল সেমিনারী
 সতীন্দ্র ঘোষ বেটুঃ বোঁঝাজাব আফ; ঘোষাল
 ককিরচাঁদ বাগমান হাইয়ের; গঙ্গেন্দ্রসেডেন্স
 ডবলিউ এ সেন্ট জেবির; গুডমান ডবলিউ জে.
 সেন্ট টমাস কঃ মুন্সী, গোপীবল্লভ এ মোরহাবাদ
 গবর্নঃ হাই; গর্ডন ই, ডি এলাচঃ বয়েস হাই,
 প্রেসিডেন্স এইচ ডি এ সেন্ট জেবিঃ কঃ; প্রিয়নাথ
 গুহ ঢাকা কঃ, হবিউদ্দা কাদারতর জব্বলপুর কঃ;
 হারিসন এ, জি সেন্ট জর্জ হুন্সরী; হাটই আর
 টি ডি ডবটম কঃ, হরপ্রসাদ গৌর কিঃ চক্ক নাগ
 পুর, জগন্নাথ পসাহ বেণারস কঃ, জয় তিলক
 ডি বি ওয়েসলি কঃ কলম্বো; জহোরি ই সি এম
 এস বোডিং কলিকাতা, এ জে এ কমলাচরণ
 পাটনা কঃ, কেশবব্রহ্মাল কিঃ চক্ক নাগপুর,
 নাইট ইথেল এলাহঃ গারল হাঃ, লাল ঠাকুর
 প্রসাদ জব্বলপুর কঃ; মহাশেখ প্রসাদ জৌনপুর
 সি এম হাঃ মঃমুন্সুর ডুপেন্দ্রনাথ ভাগলঃ জেলা;
 মুকুন্দচাঁদ লক্ষ্মী জব্বলপুর কঃ, নওল পৌকুলচঃ
 হুগলি কঃ; শাকমর্ষ জে এচ সেন্ট পলস হারজিঃ;
 বেনডিস এইচ জে প্রয়েসেলি কলম্বো; শিবর
 ডুবমেশ্বর হারতাকী আফ; শিখ মনুস্বয় মহলপুর
 হাই; জীপতি আরা জেলা, শিখ অধিনাশচন্দ্র
 জিরাট চন্দ্রা কামা হাঃ, অমরেন্দ্রচঃ বীরঃ জেঃ.
 শিখ অমরপ্রসাদ সিয়ারসোল চাই, বেনেজ-
 কুবার মঃকম হাই, হেবচন্দ্র হিন্দু হুল পরঃসহ
 সারদা চক্ৰবর্তী।

ସୂତ୍ର। ସହସ୍ରଦ ଆମକ୍ତିତି କାନିଙ୍ଗକ୍ତୋ ସହସ୍ରଦ ଅବି
 ଆରାଜେଣା ଆବହନ ହାକେନ ଶ୍ଵର୍ଗମ୍ପୁବ କଃ ସମିନ ଥା

ভাল পুত্র কঃ ইলা পঃ টালা কঃ যেনইউরটা। বৌবা-
বায় ভাউ ।

ଦୁଷ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ ଭବତୀଶେ ଡାକ୍ତରମୁଖ ଡେମ୍ଫା-ଡାକ୍ତର
 ବଡ଼ିନା ହାଟ ମିଠିଆକୁସୁମ ପାଟନା ଓ: ଦୋଷିକବନ୍ଧୁ
 ନେତ୍ରମୁଖ ଡାକ୍ତର ହୁଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଶ୍ରୀମଣି ଓ: ବଜେରୀ ନାହାର
 ଡିଫିଣ୍ଡି ସୋମେଶ୍ଵରୀ ନାଥ ଶ୍ରୀମତୀ ଡାକ୍ତରୀମୁଖ ସୋନୀ-
 ନନ୍ଦା, ଏମ୍, ଏସ୍, ଏସ୍, ଡାକ୍ତରୀମୁଖ ସତ୍ୟବୋଧନ ଡିମ୍ବ
 ହୁଳ ନବବୋପାଳ ସମାପ୍ତ ହୁଳ ଶ୍ରୀକବିନାଥ କାମିନୀହର
 ଡିଫିଣ୍ଡି ନବୀନହର ଡାକ୍ତର ଓ: ନିତ୍ୟକୁସୁମ ଶ୍ରୀକବିନାଥ ଓ:
 ନବୀନହର ବୀରକୁସୁମ ଡେମ୍ଫା ।

[illegible][illegible]

সেন অক্ষরকুমার হিন্দাচপুৰ মেলা অন্নদাচৰণ
চট্টগ্ৰাম কঃ বসন্তকুমার বহিৰাল মেলা বিল সচঃ
কাশিয়া হাটৱাৰ বিলিওঃ ডাক পদোশ বেবেলমাধ
হিন্দাচপুৰ মেলা পোকুলনাথ জুগলি কঃ মহাতাপচঃ
ও'ৱেষ্ট ললে মঃ কাৰালমাস হিন্দাচপুৰ মেলা রজনী
কান্ত চট্টগ্ৰাম কঃ প্যাম'চৰণ কাৰিলা মেলা সেন
অশ্ব ব্ৰেংবাৰএকাল নিউ টাউনৰান জুগ সাহাবুদ্দিন
টকাৰি হাটৱাৰ মেলা মহাশয় আবছল হাজিৰ তাপকা
মেলা লিখুদিয়াৰ আখৰা দেউতাকল শুক্ল'জ্জ্বাল
ৱে'লি হাইৱাৰ সিং শুবধীৰ আগৰা কঃ সিং ওমৰা

হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়।

বিশেষ ইচ্ছা।

জি. এম. ডক্টার্স এণ্ড কোং।

এখানে ক্রমাগত করকথানি জাহাজে লওন
 আমেরিকা ও জার্মানি হইতে বিস্তর হোমিওপ্যাথিক
 ঔষধ, পুস্তক, কক, শিল্পি ও হুয়াবি আনীত হইয়া
 লভ হুয়াবি বিক্রয় হইতেছে। এলেন এনসাইক্লো-
 ডিয়া হুয়া ১৮০ হামিমান মো পিটরা হুয়া ২৪
 হুতি নফ বড় পুস্তক পাওয়া যায়। বিলাতী ২০০
 ১১০ মাকারট ১৮০ মিরজম ১০ এবং ২৩০ ১৮০
 মোমে বিক্রয় হয়। ১২ শিলির ওলাউটার বাক্স
 পুস্তক ৪১ এই ক্যান্ডরসহ ৫-৩ সাধারণ চিকিৎসা-
 পুস্তক সহ ২৪ শিলির ৮১. ৩০ শিলির ১০১০
 শিলির ১৪,৪৪ শিলির বাহ্যিক ঔষধ সমেত ১৬
 শিলির বাহ্যিক ঔষধ সমেত ২৫. ১২০০ শিলির
 বাক্স পুস্তক ও বাধনিটার সহ ৮০-বার্ধনি-
 ৪১০ ও ৫ (ক্যান্টেলগ বিতরণীয়।) (সমস্ত বাক্সের
 হিত পুস্তক ও কোটা চালিবার বাক্স পাওয়া যায়)
 কানা ১১১ নং বহুজারট্টে, কলিকাতা।

জি.জামকীনাথ ডক্টার্স ম্যানেজার।

—৩৩—

১৮৭৪ অব্দে স্থাপিত।

শরচ্ছন্দ্র দত্ত এণ্ড কোং।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ।

প্রস্তুতকারী।

কলিকাতা মহা মেলায় এবং হোমিওপ্যাথিক
 ডাক্তারিগের মিকট হইতে ঔষধের উৎকৃষ্টতা
 দেখে অসংসার্য পাইয়াছেন।

মূল্য স্তম্ভ।

ওলাউটা চিকিৎসার ১২ শিলি ব্যবস্থা ও কপু-
 রের আরক সহ ৫ টাকা।

গৃহ-চিকিৎসার ২৪ শিলির বাক্স ব্যবস্থা পুস্তক
 সহ ৮ টাকা, ২ শিলির বাক্স ১০ টাকা।

সাধারণ চিকিৎসার ৫১ শিলি ঔষধের বাক্স
 ব্যবস্থা সহ ১৮ টাকা।

ডাক্তারিগের উৎকৃষ্ট বাক্স ২৫ টাকা, সম্পূর্ণ
 ঔষধপূর্ণ বাক্স ৫০ টাকা।

ইংরাজী দ্রাক্ষালা, মচির হুয়াবিরপনপত্র
 দিয়া হুয়াবি প্রাপ্ত। টিকানা ৫৫ নং কলকাতা
 কলিকাতা।

—৩৩—

সোমপ্রকাশ বস্ত্রে ইংরাজী ও বাঙ্গালী ভাষায়
 প্রকাশিত হয় এবং প্রতিদিন প্রকাশিত হয়। সপ্তাহে দুই
 বার সময়ের মধ্যে শুক্রবার ছাড়া প্রকাশিত হয়।
 কাব্য লেখক করিয়া দেওয়া যায়।

মক্কাবস্ত্রের যেসকল গ্রাহক কলিকাতার
 জালিবেল এবং সহরের যেসকল গ্রাহক
 সোমপ্রকাশের মূল্য হস্তান্তরে ইচ্ছাকরেন,
 বাতারা ২৭ নং কলেজ ট্রাট সোমপ্রকাশ
 ডিপজিটারিতে দিয়া রসিদ লইবেন।
 যদি অর্ডার করিয়া ডিপজিটারীতে পাঠাই-
 বার প্রয়োজন নাই। যদি অর্ডার কার্খ্যা-
 লরের ঠিকানায় পাঠাইবেন।

অমরেন্দ্র কলকাতা পালের অধীনা
 শ্রদ্ধা পণ্ডিত ও ছাত্রদিগের জন্য ডাক বাতাল
 সম্বন্ধে ৩০ টাকা, সোমপ্রকাশের মূল্য নির্ধারিত
 হইয়াছে।

বিক্রয়পনমাত্রাদিগের প্রতি।

আমরা বিমর সহকারে সাধারণকে জামাই-
 বেহি, বাহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাতাল
 করিবেন তাহার সোমপ্রকাশের পত্রিক গণিত
 বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। এখন
 ভিন্নবার প্রতি পত্রিক ৮০ আনা, তাহার পর ১০
 আনা। ইংরাজী অক্ষরে প্রকাশ হইলে ৮১০
 করিয়া লাইন প্রতি বার ধরা হইবে।

যেসকল কর্খ্যানির বিজ্ঞাপন আদায়দিগের
 মিকট আসিবে, তাহা এখন একবার বিলম্বলো
 এটারিত হইবে। তাহার পর বিলম্বলো মূল্য
 লওয়া হইবে।

—৩৩—

শ্রীযুক্ত জরকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত
 নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি নিম্নলিখিত মূল্যে
 ও ডাকসম্বন্ধে কলিকাতা ২৭ নং কলেজ
 ট্রাট সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে পাওয়া
 যায়।

উপদেশমালা	মূল্য	ডাকসম্বন্ধ
১ নং ভাগ	৮০	১১০
২ নং ভাগ	৮০	১২০
নীতিমালা		
১ নং ভাগ	৮০	১১০
২ নং ভাগ	৮০	১০০

৩ নং ভাগ : ৮০

বিশেষর বিশাল ১০

করখানি একত্র লইলে সম্বন্ধে ডাক
 সম্বন্ধে ১০ লাগিবে।

শ্রী উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত তথ্য
 "সংবাদ" মতঃ

সম্বন্ধে সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য ডাক
 বাতাল সম্বন্ধে বার্ষিক ১০ টাকা এবং বাতাল
 ৫১০ টাকা। অগ্রিম পত্র ডাকসম্বন্ধে
 ৫১০ টাকা। অগ্রিম পত্র ডাকসম্বন্ধে
 টিকাল। অগ্রিম পত্র ডাকসম্বন্ধে
 সিক্কর মিয়ন, বাই ১, বিক্রম ও ছাত্রদিগের
 ডাক ডাক বাতাল সম্বন্ধে ৩০ টাকা দির করা
 হইয়াছে।

অগ্রিম মূল্য বা পাটলে মক্কাবস্ত্রে সোমপ্রকাশ
 প্রেরিত হয় না। বাতারা সোমপ্রকাশের মূল্য
 পাঠাইবেন। তাহার অর্থ বায় বায় পাঠে করিয়া
 দিখিয়া কলিকাতার বকিং সোণারপুর ডাকঘরে
 শ্রী উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্তীর নামে মোট, হতি
 বরাত চিঠি, যদি অর্ডার, ইহার অর্ডার বাতালে
 বাতাল ছবিয়া হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য
 প্রেরণ করিবেন। অর্ড আদায় অধিক মূল্য
 টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য
 বিশেষবিদ-হইবার পূর্বে কেহ সোমপ্রকাশ এত
 অনিচ্ছ হইলে অবশিষ্ট মূল্য কিরাইয়া দেওয়া
 হইবে না।

বাহারা বাতাল বা দিয়া পত্রাধি প্রেরণ করি-
 যেন তাহারিগের সেই পত্রাধি প্রেরণ করা
 হইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা
 করিলে তাহাকে এখন ভিন্ন বার প্রতি পত্রিক ৮০
 হুই আনা তাহার পর ১০ এক আনা দিতে হইবে
 কেবল ইংরাজী অক্ষরে প্রতি বার ৮১০ করিয়া
 লাইন ধরা হইবে।

প্রেরিত, সংবাদমালা, অগ্রবর্তীর পত্র ও প্রা-
 প্রকৃতি যেসকল বিমর মার্গা স্থান হইতে প্রকৃ-
 জ্ঞত আইনে তাহার সম্বন্ধে বা কোমটি আই
 বিক্রম বা সম্বন্ধ এবং সম্বন্ধ দিখা। বিবেচনা। বিমর
 সম্পাদক, প্রিন্টার বা ওলিটাইটার দ্বারা হইবে।

এই পত্র কলিকাতার বকিং সোণারপুর
 ডাক হইয়া ছাত্রদিগের সোমপ্রকাশ ব-
 শ্রী উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্তীর দ্বারা প্রতি সোমবা-
 র প্রাতঃকালে প্রস্তুত ও প্রকাশিত হয়।

প্রেরিতপত্র।

বাক্যের জীবন সৌখিন্যকান সম্পাদক বাক্যের
সমীচীন

বাক্যের বাক্যের জীবন।

এই বাক্যের চিত্র প্রদেয় আকর্ষ
বাক্যের জীবন যম সুখ কর,
বাক্যের আশা ভরসা বিকর।
বাক্যের আশি পরম রতন
তব পদ তলে আধীনতা লভ,
তব পদ তলে ভারত বিকর
বাক্যের কাক্যের জীবন করে কর,
তব তরে তব সর্বস্ব বিকর।

(২)

তব তরে সব আধীন বাক্যের
তব তরে সব প্রদেয় ভরসা,
তব তরে সব যম মান আশা
চিত্রকাল তব প্রদেয় চিত্রিত।
তোমার আশা বাক্যের জীবন
তোমার প্রদেয় শিল্প সুখায়,
অনন্ত প্রদেয় চিত্রিত রতন
সমস্তের তরে তোমার লাগিত।

(৩)

তোমারি কারে বাক্যের জীবন
দারা পূজ কদম ছাতিয়া সকল,
অতিক্রম গিরি সাগরের জল
চলছে জীবন বিকরের তরে।
সাহেবের বাস তোমারি কারে
সাহেবের পূজা বাক্যের জীবন,
সাহেবের চিত্রা পরে অশ্রমে
সকলি কেবল সাহেবের তরে।

(৪)

বাক্যের জীবন বাক্যের জীবন
বাক্যের জীব ইন্দ্রিয় মিচর,
বাক্যের তরে সর্বস্ব বিকর
বাক্যের আশি নাহিক তার।
সাহেবের জীব বাক্যের জীবন
সাহেবের তরে জীব বাক্যের,
সাহেবের বাক্যে শোভিত শোভন
সাহেব বিকর সকলি পদ্যর।

(৫)

আকির আশা বাক্যের কেরানী
চমকে বেধিয়া সাহেব চাহনি,

কখন কি কখন প্রদেয় বাক্যের
বিকর আশি চিত্রিত কর।
আশেবী আশা পূজা "কাক্যের" "কাক্যের"
প্রদেয় গীত "কাক্যের" "কাক্যের",
বিকর কেরানী আশি বিকর
অনন্ত তরে সকলি কর।

(৬)

আশাের জীব আশেবী বাক্যের
অশেবী জীব আশেবী বাক্যের,
বাক্যের জীব আশেবী বিকর
জীবন বিকরে বাক্যের আশেবী।
আই সে সাহেব আধীনতা আই
গৌরব বেধিয়া অশি ভরসাই,
কখন কি কখন আশা নাই
সেহ কর পাশ আশেবী ভরসাই।

(৭)

আশি আশি কিছু আধীনতা বাক্যের
আধীন লেখনী আধীন বিকর,
আধীন কথার সহ্য তব পাশ
আধীন কথার আশেবী তরসে।
তব তরে কই—তব তরে কই
তব তরে কই তব বিকর আই,
সকলি ভারতে আধীনতা আই
বিসর্জিত এই প্রদেয় জোতে।

আগৌরী প্রদেয় বাক্যের
সবিত্তপুর—বাক্যের

—৩৩—

বাক্যের-পূর্বিকা।

(১) প্রদেয় বাক্যের পূর্বিকা।

বাক্যের পূর্বিকা. চিত্রিত প্রদেয় হালি
মোহিনী প্রদেয় বাক্যের কব।
কখন কখন বাক্যের, চিত্রিত প্রদেয়
বাক্যের পূর্বিকা প্রদেয় বিকর,
অশেবী বাক্যের প্রদেয় প্রদেয়
বাক্যের বাক্যের গমনে গত
অশি অশি অশি অশি অশি
চুটে বীরি বীরি. তব পদ।
বিবিধ বিকরে আশেবী গমন
বিবিধ প্রদেয় গাইছে রক্তে,
সকলেই জীব জীব অশি বাক্যের
পাশ আশেবী পূর্বিকা বাক্যের।
কিন্তু প্রদেয় কেবল প্রদেয়
বাক্যের বাক্যের মোহিনী প্রদেয়,
কেন প্রদেয় চিত্রিত বাক্যের
বাক্যের পূর্বিকা প্রদেয় জীবিত,

কেন প্রদেয় বাক্যের, বাক্যের মোহিনী
বাক্যের-অশি প্রদেয় প্রদেয়,
কেন প্রদেয় প্রদেয় প্রদেয় প্রদেয়
প্রদেয় প্রদেয় আই প্রদেয় প্রদেয়।
কেন প্রদেয় বাক্যের বাক্যের প্রদেয়
আশেবী প্রদেয় আশেবী প্রদেয়,
কেন প্রদেয় বাক্যের বাক্যের প্রদেয়
আশেবী প্রদেয় প্রদেয় প্রদেয়
সে বাক্যের আই. প্রদেয় প্রদেয় আই
প্রদেয় বাক্যের প্রদেয় প্রদেয়,
বাক্যের প্রদেয় বাক্যের কবিতা
আশি প্রদেয় প্রদেয় প্রদেয়,
একম প্রদেয় 'আই প্রদেয় প্রদেয়
বিকরে প্রদেয় প্রদেয় প্রদেয়,
প্রদেয় প্রদেয় প্রদেয় প্রদেয়
প্রদেয় প্রদেয় আই প্রদেয় প্রদেয়
প্রদেয় প্রদেয় আশেবী প্রদেয়
আশেবী বাক্যের আশি প্রদেয়
কিন্তু প্রদেয় প্রদেয় প্রদেয়
প্রদেয় প্রদেয় প্রদেয় প্রদেয়
প্রদেয় প্রদেয় প্রদেয় প্রদেয়।

—৩৩—

বাক্যের প্রদেয়।

আশ কালী প্রদেয়
প্রদেয় প্রদেয় প্রদেয়।

(১)

বাক্যের প্রদেয় বাক্যের প্রদেয়
প্রদেয় প্রদেয় প্রদেয়
বাক্যের প্রদেয়
প্রদেয় প্রদেয় প্রদেয় প্রদেয়
বাক্যের প্রদেয় প্রদেয় প্রদেয়
বাক্যের প্রদেয় প্রদেয় প্রদেয়।

(২)

অশেবী প্রদেয় প্রদেয় প্রদেয়
প্রদেয় প্রদেয় প্রদেয়
প্রদেয় প্রদেয় প্রদেয়
প্রদেয় প্রদেয় প্রদেয়
প্রদেয় প্রদেয় প্রদেয়
প্রদেয় প্রদেয় প্রদেয় প্রদেয়।

(৩)

বাক্যের প্রদেয় প্রদেয় প্রদেয়
প্রদেয় প্রদেয় প্রদেয়
প্রদেয় প্রদেয় প্রদেয়
প্রদেয় প্রদেয় প্রদেয়
প্রদেয় প্রদেয় প্রদেয়
প্রদেয় প্রদেয় প্রদেয় প্রদেয়।

পারিতোষিক বিবরণ - অন্তর্গত হইবে যে বিবরণ

[illegible]

বে অঙ্ক-ক-তুহি লিঙ্গ কার্য্য করিবার
 মতা ১৪ ম ও ১৫ তিথের করিবার নিমিত্ত এবং বে
 ৬ শোকা অমৃতব সক্তি তার শে'লার বিবিধ
 ৭ রচনা ও সামাবিধ আত্মসংসারী প্রভুত কবিতা
 ৮ ক বহু ৩ বহু বহু পুস্তক প্রভৃতি নান্য কঠক ও
 ৯ কবিতা আশঙ্ক্য অংগ ও ১০ কুণোদা পরিবার
 ১১ ক কবিতা করিত, তাহার আখ্যায় এই
 ১২ ক কবিতা করিত, তাহার আখ্যায় এই
 ১৩ ক কবিতা করিত, তাহার আখ্যায় এই
 ১৪ ক কবিতা করিত, তাহার আখ্যায় এই

এই প্রকাণ্ড অগ্নিকাণ্ডে মাথাম ও
খাল বাবু বেরুণ বকতা ও পরিচালন সবিত
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অপরাপরক আপন চতুস্ত
ক্য কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে তাঁতাদিগকে লত লত
নবাব নিমাই আমাধিগের ক্ষমতা থাকে উচিত
হে। তবে তাঁতাদিগের বিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশের
আমাধিগের কিছুই নাই। পবন ইহাঙ্গের
নারিক কাগজের আমরা বারবার নাই পরিচুর্
ইয়া সাধারণের কর্তৃপক্ষের জন্ত সংবাদ পত্রের
জন্ত পাইলান বঙ্গদেশের জিল জিহুত পুনিব ইমাল
র জেনারেল এবং তগনী জেনার জিহুত মাজিষ্ট্রেট
এবং জিহুত অফিসারেরাও সাহেব মহোদয়
দীর্ঘ সাহসিক প্রাণের কর্তৃপক্ষি যে তাঁতাদি
মুক্তকণা প্রকৃৎ পূর্বক উক্ত মাথাম বাবু পটো
তি এবং বিলা বিলাতের মহোদয় জিল জিহুত
হিটেরিটর সাহেব মহোদয় এবং বিলা বিলাতের
মহোদয় ইমাল্টের বাবু মহোদয় উক্ত
খাল বাবু উপস্থিত পুরকার ও পটোতি
কর্তৃক আমাধিগকে চির স্থিতি করুন। অন্যত
বগুতের।

২৫ এ টোকায } শিলাভাষ্য বক্ত
 জেলা ছপলী } বঙ্গভাষ্য।

সোম প্রকাশ

১৮ ই ডিসেম্বর মোকদ্দমান।

কলিকাতা, মিউনিসিপালিটির, কমিশনার
শ্রী কালীনাথ সিংহ প্রকরণ :- হু, বিশ্বকে
গোপালক বলিরাছেন। কলিকাতার বায়ানি-

[illegible]

সভাসময়ে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার নিজস্ব অফিসে অধিবেশন হইয়া নতুন কলিকাতার যে যে স্থানে বসিলাল স্থাপিত হইয়াছে অথচ হত্যা কার্য

ଚିତ୍ତ ନେତ୍ରରେ ପୁରୁଷ ଉପାସନା ଶିଳ୍ପରେ, କର ବା ଆସାର
 କେତେ ମେଣ୍ଡାସି, ଡିଆଁସିବା ଦେଖା । ଡିଞ୍ଜିତ । ସତର
 ବଜାୟୁବ ଜାପନ କର । କେନ୍ଦ୍ରରେ, ଗୁଡ଼ିକରୁ, କେନ୍ଦ୍ର,
 କୋରୁର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଉପର ସାଧି ବିଜା । କାହାକି ଯଦି
 ଆସାର କର । ଆସାର ବର୍ଷ ଯଦି ।

[illegible][illegible]

কালীদাস—তুমি অবশ্যই আকর্ষণ করবে যে তুমি
একবার আমার মূর্তি আনিতে চিত্তাভিলাষ ।

ভাষ্যের মধ্যে—আমরা কখন, কখন
উৎসর্গের পর ক্ষুদ্র নিমিত্ত হুজু'র কাছ-বাহারী-মিয়া
থাকি।

ବିବାହପରାମର୍ଶ ଆଦେଶ ଆମେ ଦେଖିବା ।
 ସବୁ ଶିକ୍ଷାମାଧ୍ୟମକ ବାଣୀକ ଆମେ ନିଜମାନଙ୍କ କାଳୀ-
 ନାଥେର ସହେ ଅନନ୍ତ କରିବାହେ ।

বাহু চরিত্রমাধে বসোপাধাধা ঐকি বিমল
 টাউন কালিদেব মজাভেব কত প্রেরণ কবিতা
 প্রেরণ করে। 'কেহ কেহ' বলাব 'চরিত্রমাধা
 থাকি কালীমাধেব শক সর্বদেব কবিতা
 আবহা আশা করি এ অলকাব সম্পূর্ণ মিথ্য
 বইয়ে। চরিত্র বাহুর প্রকাশ্য বিলুপ্ত মত প্রকা
 কড়াই উচিত ছিল।

—••—

ভুক্তির নহিও আদ্যের দুই বীজিগাছে । আদ্যের

১৮৮৩ সালের ১১ নভেম্বর ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে
 জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যান্ডের
 লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আইন পড়াশুনা
 করিয়া ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯০৬
 খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যান্ডের আইন পেশায় যোগদান
 করেন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যান্ডের আইন
 পেশায় যোগদান করেন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে
 ইংল্যান্ডের আইন পেশায় যোগদান করেন।

— 202 —

জেলা ২৭ শরণগণ। বহুকুনার মসীরাহাটের
 মসজিদ নামক এক বিল আছে। অতি প্রাচীন
 মসজিদ হইতে এই বিল বহুবিধ বিষ, কলম্প ও বিষ
 গুলির আবাদস্থল হইত। ২৭ মসজিদে বহুবিধ
 বিলাসিতা ছিল। একদে প্রবর্তনষ্টে বহুবিধ ও
 বিষমূল এই বিলটিকে কবি কার্বে র উল্লেখ
 করা হইয়াছে। গত ১৮-১৯শতাব্দীর
 মসজিদে। একজন মসজিদপুত্র কার্বে র
 মসজিদ হইত। বহুবিধ বিষমূলক মসজিদে

কম কৃষি সমুদায় বিলি করিতেছেন। বন্যায় ও
কমবায়ের অভাবাদিতে এইদেশে পূর্বে আর কোম
জমিদারই সমুদায় দখল হইত না। একজন গরীবের
বলীর কৃষিতে এক মুক্তি আর পাইতেছে আর দুই
হস্ত ভূমি। গম্ব-মন্ডের আলোচনা করিতেছে।
সমুদায়ের কা'লিয়ার বাদু সজিবামল দুখোপা-
দায় একজন স্তবক ও সমুদায় ব্যক্তি। ইনি অবি-
জ্ঞাত পরিচয় করিয়া যে অশ্বকা'লির ম'বা কর্তা
সমুদায় করিয়াছেন তাহাতে গম্ব-মন্ডের নিকট
উদ্যার বিশেষ সুখ্যাতি ও পুরস্কার পাওয়া উচিত।
বাদু সজিবামল কেন্দ্র ব্যক্তি ব্যক্তি 'মন্ড'ক
দুর্জনপাত ব্যক্তিমণ্ডকেই অংশে অংশে কৃষি বিলি
করিতেছেন। বন্যায় উদ্যার উপর কটাক পাত
করিতে পারেন—কিন্তু ভগবানের চক্ষে উদ্যার
এই সমুদায় কার্য সগৌরবাবে লক্ষিত হইতেছে।
গম্ব-মন্ডের বন আর একবার খামসকলকামারপোতা
সমুদায় বন্ধোবদ্ধ করেন তখনও সজিবামল বাদু
বেশে আর কার্য সমুদায় অবশীর্ণ হইবে সমুদায়-
জার পরিচয় নেন তাহাতে কি গম্ব-মন্ডে, কি
সাধারণে এজা সকা'লি উদ্যার উপর সন্তুষ্ট
হইয়াছিলেন। এই প্রকার মোকই কামেরটারি
রহ। গম্ব-মন্ডে যদি সমুদায় বেধিয়া পুরস্কার
দিতে চান তবে ইমিই উপযুক্ত পাত্র।

এতদ্ব্যতীত জমীন্দার ও ধর্মবান ব্যক্তিগণ
সবচেয়ে বাবুর উপর বড় মারাত্মক। হরিজনের উপকার
করিতে গিয়া ইহাদের হস্তে সক্তিমান্য বাবুকে
অনেক হত্যা করা করিতে হইয়াছে। সম্রাট
সক্তিমান্য বাবুর ওষু হইতে অনেক টাকা কড়ি
জিদ্দিল পত্র হুরি গিয়াছে অল্পমান হয় ইহা
ওঁকার শত্রুগণ জমীন্দারগণের কাছারও কর্তৃক
সম্পন্ন হইয়া থাকিবে। আমরা শুনিয়া শুধী হই-
লাম বনৌরঘাটের সম্রাটজিহ্মাল আকিসার বাবু
পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইহার বিশেষ অঙ্গসজ্জা
লাইতেছেন ঘোড়ী ব্যক্তি বিশেষ বওলায় ইহা
আমাদের আশঙ্কা।

www.elsevier.com/locate/jmb

সারলিপিলাভিক্রিও এক পশুর্ক পদার্থ। যাঁহ
এমন জিনিষ কখনও দেখে নাই। ইনি না
পড়িয়া, পড়িত, জ্ঞানও নাই। ইনি
ভারতের যেখানে। অনেক পুণ্য করিয়া লান
সোহন বোব ইহঁর হস্তে, জ্ঞানও হইয়াছে।
এমন বিখ্যাত হইলে হইলে আর বোগ লান
করিতে হইবে না। বৈষ্ণবজিহ্ন জ্ঞানও
ইহঁর হস্তে উজ্জ্বল হইয়া যাইবে। ইহঁর
জ্ঞানও অসীম। ইনি হইবে একজন

[illegible]

— **●●** —

ইউ ই'গুয়া এসোসিএসনে
ড রত্নের চর্চিক সন্মানে বক্তৃতা।

বিন্যাসে এখন ভারতের কথা লইয়া পূর্ণ
পেচা আঁধার আঁজালেন চলিতেছে। পাণ্ডিত্য
নেই সত্য ভারতের এখন উদ্ভাস হইলে এখন
আমি সত্যগোপের মানসিক হ্রাস বড় একটা
হয় না। আমি আমি ভারতের দুর্দশার কথা
লইয়া যেমন ভারতের প্রতিষ্ঠাধন আন্দোলন
করিয়া যেতেই চছেন, বিলাতবাসীও কেন
উদ্ভাসের সাহায্য করিবার নিমিত্ত বীরী
অগ্রসর হইতেছেন, এখন ভারতবাসীও
আন্দোলন ইংল্যান্ডের গৃহাত্মক বহুতল
আবেশ করিতেছে। ভারতের বড় আশা
আনন্দ হয়। বিলাতের ইষ্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশন
ভারতের সম্পূর্ণ সমুদায়ী যত্ন, কিছু বেকার
বিবর আন্দোলন করিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া সভা
আমাদের উপকারের জন্যে হইয়াছে এমন
লোক আমেরা তাহার জন্যে সভার নিকট
আমাদের কের আপন বইতে অথবা বিলাত
ভারতের বিবর লইয়া বিলাতে একটু
চলে ইচ্ছাই আমেরা আর্থনীত। এই
সাহায্য ভারতকে উন্নতির
পাঠিত চলে, উদ্ভাসও আমেরা
কেন না, কথা উঠিলে ভারত
ইচ্ছা কখনও ভারতের নাম ইংল্যান্ড

পাঠিক। ১৬ মাঘের 'অম্বা'র লীলকর ও
লীলার কুলিধিগের স্থির বেশিলাছেন। 'অম্বা'র
নামে কদরম সে দিন আর এখন নাই। ব্রিটিশ
শাসনের ভারবশে দুই কিলো মণার ব্যবহার
কইতেছেন। কিন্তু ব্রিটিশ রাজত্ব চলেই আর
আর বেশরীজ ইজাই 'হটম', 'বর্জিত কুলিধিগের
কাহারও হস্তে মিতার নাই। "ডেকি অর্গে

গেলেন বাবুজী। বরিত্ত কুলির বাবুজী
মুই কেবল লক্ষ্য করিতে পারেন। ভাষ্য
এখন ব্রিটিশ সিংহের জরাজীর্ণ এবং উজ্জীর্ণ
এবং তখন অরাজক রাজ্য। সুসজ্জাবের হস্তে
বিচারের ভার, ইংরাজের হস্তে রাজ্য আদায়ের
ভার। তখন বিলাত হইতে ইংরাজ সভাপতি
আরও কেবল বঙ্গোপকূলের বিধি ই আশ-
নয় করিলেন। রাজ্যশাসন ভাষ্যের উদ্দেশ্য
ছিল না—ভারতের উন্নতি সাধন কিবা ভারত-
শাসনের স্বাধীনতা। সকল ভ্রমের কথা—কেবল
স্বার্থ সংগ্রহ কেবল লক্ষ্য ইহা ই ভাষ্যের
লক্ষ্য ছিল। বরিত্ত জীবন ও তখন শিশুশিক্ষা ও
শ্রমপোকার প্রাণের ভার অসামর্থ্যক। ক্রমে
সেই গণ ইংরাজের হস্তে বিচারের ভার
সিদ্ধ। ইংরাজ কর্তৃত্বের প্রথম বাড়িল।
সুটমার কমিল, বটে, কিন্তু বরিত্তের অধিকার
কিছুই পরিবর্তন হইল না। তখন ব্রিটিশ গবর্ণ-
মেন্টের সচিব জমীন্দারের এবং জমিদারদের
সচিব প্রভৃতির সমস্ত মিরাসের সমস্ত। একটা
মহা হলফের পত্রিকাগুলি। জমিদারেরা প্রজা-
নীকরণ করিয়া ভাষ্যের পূর্বসংকল্প বাধা কিছু
সম্মতিকার ছিল সমস্তই লোপ করিয়াছিলেন।
গবর্ণমেন্ট ও না লস্কর। সুতরাং অর্ধের দল জমী-
দার গবর্ণ বরিত্ত বঙ্গোপকূলী ভূমি সমুদায় নিজের
সম্পত্তি স্থাপিত করিলেন। রাজ্য টোডারদলের
মনস হইতে বরিত্ত প্রজা—বেসকল অধিকার
ভোগ করিয়া আসিতেছিল এক ইজিতে ভাষ্য
সমস্তই বঙ্গোপকূলের অতল জল ভূমিগণেল।
ভারতের ক্রমে শাস্ত্রিন ভারতের প্রভু হইতে একটা
বিভাজনের দ্বারা উত্তরা উত্তর পশ্চিম এবং
পশ্চিম পশ্চিম। ইংরাজ অসম্মত হইলেন।
বরিত্তের সমস্ত দ্বারা তন্তু সৃষ্টিত হইতে
লাগিল। কে কাহাকে দেবে? আপনাদের প্রাণ
লইয়া ইংরাজ, বাজালী, দাতব্যারী, খোঁটা সক-
লেই ব্যতিব্যস্ত। বরিত্তের দল প্রাণ রক্ষা করি-
বার কেউই ভয়ম রহিল না। ইংরাজের প্রাণই
তটক আর রাজতত্ত্ব শীল, বেশ সী, ওরা অসম্মত
ভাষ্যের দল বরিত্ত রাজ্যের সাহায্যেই হটক সে
ভাষ্যে সিংহব্রিটিশের অসম্মত মিথিয়া গেল।
ইংলণ্ডের রাজ্যের বিরুদ্ধ হস্তে প্রবর্তন করিয়া
প্রচার করিলেন ভারতের প্রজা এখন হইতে
অসম্মত মিথিয়া প্রাণে অতিশয় হইবে, কাহারও
আর কোন ভয়ের কারণ থাকবে না। কাম
পত্রিকা প্রবর্তন, বড়ই আশা করিয়া কাহিল্য
গবর্ণমেন্ট প্রাণ প্রবর্তন সৃষ্টি রক্ষা পাইবে। ক্রমে

ভারতের ক্রমে ইংরাজ প্রজা—সুসজ্জাবের
হস্তে বিচারের ভার, ইংরাজের হস্তে রাজ্য আদায়ের
ভার। তখন বিলাত হইতে ইংরাজ সভাপতি
আরও কেবল বঙ্গোপকূলের বিধি ই আশ-
নয় করিলেন। রাজ্যশাসন ভাষ্যের উদ্দেশ্য
ছিল না—ভারতের উন্নতি সাধন কিবা ভারত-
শাসনের স্বাধীনতা। সকল ভ্রমের কথা—কেবল
স্বার্থ সংগ্রহ কেবল লক্ষ্য ইহা ই ভাষ্যের
লক্ষ্য ছিল। বরিত্ত জীবন ও তখন শিশুশিক্ষা ও
শ্রমপোকার প্রাণের ভার অসামর্থ্যক। ক্রমে
সেই গণ ইংরাজের হস্তে বিচারের ভার
সিদ্ধ। ইংরাজ কর্তৃত্বের প্রথম বাড়িল।
সুটমার কমিল, বটে, কিন্তু বরিত্তের অধিকার
কিছুই পরিবর্তন হইল না। তখন ব্রিটিশ গবর্ণ-
মেন্টের সচিব জমীন্দারের এবং জমিদারদের
সচিব প্রভৃতির সমস্ত মিরাসের সমস্ত। একটা
মহা হলফের পত্রিকাগুলি। জমিদারেরা প্রজা-
নীকরণ করিয়া ভাষ্যের পূর্বসংকল্প বাধা কিছু
সম্মতিকার ছিল সমস্তই লোপ করিয়াছিলেন।
গবর্ণমেন্ট ও না লস্কর। সুতরাং অর্ধের দল জমী-
দার গবর্ণ বরিত্ত বঙ্গোপকূলী ভূমি সমুদায় নিজের
সম্পত্তি স্থাপিত করিলেন। রাজ্য টোডারদলের
মনস হইতে বরিত্ত প্রজা—বেসকল অধিকার
ভোগ করিয়া আসিতেছিল এক ইজিতে ভাষ্য
সমস্তই বঙ্গোপকূলের অতল জল ভূমিগণেল।
ভারতের ক্রমে শাস্ত্রিন ভারতের প্রভু হইতে একটা
বিভাজনের দ্বারা উত্তরা উত্তর পশ্চিম এবং
পশ্চিম পশ্চিম। ইংরাজ অসম্মত হইলেন।
বরিত্তের সমস্ত দ্বারা তন্তু সৃষ্টিত হইতে
লাগিল। কে কাহাকে দেবে? আপনাদের প্রাণ
লইয়া ইংরাজ, বাজালী, দাতব্যারী, খোঁটা সক-
লেই ব্যতিব্যস্ত। বরিত্তের দল প্রাণ রক্ষা করি-
বার কেউই ভয়ম রহিল না। ইংরাজের প্রাণই
তটক আর রাজতত্ত্ব শীল, বেশ সী, ওরা অসম্মত
ভাষ্যের দল বরিত্ত রাজ্যের সাহায্যেই হটক সে
ভাষ্যে সিংহব্রিটিশের অসম্মত মিথিয়া গেল।
ইংলণ্ডের রাজ্যের বিরুদ্ধ হস্তে প্রবর্তন করিয়া
প্রচার করিলেন ভারতের প্রজা এখন হইতে
অসম্মত মিথিয়া প্রাণে অতিশয় হইবে, কাহারও
আর কোন ভয়ের কারণ থাকবে না। কাম
পত্রিকা প্রবর্তন, বড়ই আশা করিয়া কাহিল্য
গবর্ণমেন্ট প্রাণ প্রবর্তন সৃষ্টি রক্ষা পাইবে। ক্রমে

আম্রিকার দল বাবুজী বলিয়া আশা করা হই
রাহে। কিন্তু বাবুজীর আশাশ্রয় চিরস্থায়ী নহে।
আম্রিকার দল কেবল কোন বিষয়ের বে গণ্যমান্য
সমস্তে একটা সমস্ত পত্রিকা এবং লিখেনই
আম্রিকার দল হস্তে হইল। বরিত্ত কুলির উপর
অভ্যুত্থান ও ভাষ্যের গবর্ণমেন্টের অসম্মত ও
সাহায্য একথা একবার শুধিবারাই আম্রিকার
মিরাস মিরাস প্রথম প্রথম বঙ্গ রক্ত ছুটনা উঠে
হুই চারিবার আম্রিকার দল পর একবার আম্রিকার
সে কথা কুলিয়া গেলেন। বাস্তবিক এরূপ আম্রিকার
দলের কোন উপকারিতা নাই। ১৮৫৮ অব্দে
১৩ আইন যে ক্রমের বাবুজী লেখা আশ্রিত
ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের দল। কোন সভা জাতি
হস্তে এরূপ প্রেরণ আইন প্রচলিত হওয়া
অসম্মত। বরিত্তের পারিত্র আর কিছুই হইতে
পারেন। ইহাতে লেখা আশ্রিত কুলির মিরাস-
গবর্ণ ভাষ্যের সচিব সুখে সুখে যদি কোন
রূপ প্রবর্তন করেন আর সেই প্রবর্তন ভ্রম
করিয়া কুলিয়া যদি পলায়ন করে তবে মাঝিষ্ট
ভাষ্যের ভিমমাস কাল ক্রমে পারিত্রের সচিব
করাও বিবেক। কথ্যটা শুধিবারই সমস্ত
বঙ্গোপকূলী কুলিয়া উঠে। আবার ক্রমের চক্র
সে আম্রিকার দল বেধ কী হইয়া সকলকেই
বীরব করিল। আইন ও বেসমি ১৮৫৯ খ্রি অব্দ
হইতে ২৭ বৎসর কাল অবিচলিত বঙ্গ বরিত্ত
বরিত্তের উপর পীড়ন করিতে লাগিল। এতদিনের
পর কুলির উপর আর একটা দৃষ্ট আশ্রিত
হইয়াছে ভাষ্যের সম্মতিচলনা করিতে গিয়া
সুযোগ্য সম্মতিচলনা “বেঙ্গলী” সেই পুরাতন ১৩
আইনের কাহিনী বর্ণন করিলেন। মীরবে ভাষ্য-
ভের সমস্ত পত্রিকা কুলির উপর যে অভ্যুত্থান
বেঙ্গলী আম্রিকার ছিলেন আজ বেঙ্গলী ভাষ্যের
পূর্ণোত্তম করিয়া সাধারণকে ক্রমিত বলিলেন।
পাঠক। প্রতিবিধান করিবার কি কসম আছে
না সুখ আম্রিকার দল ক্রমিত গাধিষ্টাই বিলি
হইবে। কেহ যদি কসম হই আইনকর্তৃগণ
এই দৃষ্ট ১৩ আইনের সংশোধন করিতে বা
করিবার যদি কাহারও সাহায্য থাকে, তবে ভাষ্যের
মিরাস আইনটির অসম্মত বেঙ্গলী ইহার দৃষ্ট
রক্তের পারিত্র পাইতে পারিবেন।
“বেঙ্গলী কলিকাতা, দাতব্য, বোম্বাই এবং
অসম্মত প্রেসিডেন্সি: ৪ দিল্লী, মদ্রাস প্রভৃতি
ভাষ্যের মিরাস কর্তৃগণের সচিব বেসমি প্রথম
হস্তে অগ্রিম বেসমি লইয়া কাহিল্য নিষ্পত্ত করা
কাহিল্য প্রাণ ভ্রম করিয়া তৎক্ষণাৎ অসম্মত পূর্ণ

মহা এমিনার ক্রম খীর ১২২৩ এক প্রকার
করাইয়াছেন। পারস্য কি উজবেগ কেউই
নব ক্রমক গুণ কেবল করিতে আপত্তি করে না।
মহা ক্রমক-উজবেগ কেবল করিতে আসিয়া-
ছেন। পারস্য কেবল ক্রমক নাম সৈন্যবাক
করতম মুলনাম। ক্রম বিধান করিয়া একজন
সৈন্যবাক টে মন্যাক করিতে পা যেন। উজবেগ
করিতা বাজারীতে একজন সানাত সৈনি-
কর পরও নিতে পারেন না।

ইউ বজেন সন্তান ব্যক্তিগণকে যে সময়
কিনা দেওয়া হয় তাহাতেও তাঁহাদের "ভূমি-
কর" মতাবল করা হয়। এরূপে উজবেগের
করন লবন করা উচিত নহে।

মহারাজ মজীপসিংকে মাকি বিদ্যতে জইয়া
গিয়া উইয়েন। সেখানে তাঁহার আসনা-
কমিস পর জমদান বিক্রীত হইবে। গর্ভমেই
তাঁহাকে জইয়া যে কি করিতে তাহা কির করিতে
পারি-নহেন না। বর্ষ তাঁহাকে ভারত না
নিতে দেওয়া হয় তবে উক্ত বিবর কখনই কির
ই-ব না।

প্লাউটোন আররনাও শাসন সময়ে যে বক্তৃতা
বিদ্যাহন তাহাতে ৩২ বর্ষ ১৫০০,০০০ কথা
গাছ। হিসাব করিলে মিনিটে ১২০০ী কথা
গাছ। প্লাউটোন এক কথার কখনও বক্তৃতা করেন
নাই।

রাউলপিণ্ডিতে এক ল শিকারী বাসক শিকার
করিত বহির হয়। বজেনকিতর কয়েকজন
বলী ও কয়েকজন কিরিগর বালক ছিল। উহার
রম্পথে কলহ করে। তরপর কিরিগী বালকগণ
লি করিয়া বেশীর বালকদিগকে আতত করিয়াছে
তপুতী কমিশন বিচারে কির করিয়াছেন এরূপ
টকা অব বনতা প্রকৃষ্টই বটরা থাকিবে। ইংরাজ
পরাবী হইলেই অববধাযতা "বেম্বাপূর্জক
উরণ বিচার করা একরকম জুজুরিগর অভ্যাস।
মহা ও তাহা বেশ সহিয়া আসিতেছি। কিন্তু
গণকের উপর অভ্যাসের উভাইয়া দেওয়ার কি
কর এক ল পার ?

বিলাতের বিসমারী সভা হইতে ভারত এক
ল জী চিকিৎসক প্রেরিত হইবে। ইহা-বর
কিত লেডি তকরিব কতের কোন সংজ্ঞা নাই।
জীৱ বসনরির মিকট ভারত বিশেষতঃ বজ-
ল অশেষ ওকাতে গি। সেই জমাই আপা করা
র ভারতের রবলিগের পারিবারিক সুকণা
বাইরে বজেন হুতিবে।

মহাভা কেশবচন্দ্র সেনের মৃত্যুরপর হুজুরের

মহাভা কেশবচন্দ্র সেনের মৃত্যুরপর হুজুরের
কর্ম্য মনিক সুতি মিলন করিয়া নিয়ান্তিমেন।
বাহু ওতাগপত্র মজুরের বজেন কেশবচন্দ্রকে এক-
বার বধ্যবান্দে মেন। ওতাগপত্রের মকিত কথা
কতিবে কতিবে মজুরাজ মলিয়াছেন আদি কেশ-
বের পরিবারমণির জম। এমন কি করিয়াছি যে
আপনার "বজাবক-পাছ" হইতে পারি ? অন্য
হইতে এই সুতি ভিগ্ন হইত। বধ্যভার জী পুত্র
আমার মিকট যে বিন হইতে সুতিপাইতেছেন
সেই "বিন হইতে এই লিগ্ন ভিন.নে প্রাপ্ত হইবেন
এবং উহারতা কে দেখাইতে পার ? এই ও-এই
হুজুরের পিতৃপুত্রবগণ অকব কীর্তি লাভ করিয়া
গিয়াছেন। এই ও-এই রাজ্যমধ্যে ম রাজের প্রজা
বর্ষ তাঁহাকে পিতাম্বরণ জাম করিয়া বকে।
কেশবের পরিবারমণির সহিত আবরাও মজুরা-
জক মজুরের হুজুরতা উপহার বিততি। উপর
হইতেও সেই বধ্যভার দেখায়া হুজুরের অক
কলিয়া হুজুরের কীর্তি মজুরাজ করিতেছেন।

বাহু ওতাগ চন্দ্র মজুরের মিনমায় গিয়া কিশ
মুলনাম, লীষ বাজালী, কিশুজামি প্রভৃতি ভার
তের সকল জাতির ও সকল ধর্মের লোক মিনের
মধ্যে একাত্মপন মামনে একতী সভা স্থাপন করি
বার চেষ্টার অ.হেন। সভার বর্ষ বা রাজনৈতিক
বিবরে আগাচনা হইবে না। আলোচ্য বিবর কি
তাঁহা আমরা জামিতে পারি নাই।

পৃথিবীর মধ্যে প্রতিবৎসর প্রায় ৪০,০০,০০০
জলি সন্তান জন্মে প্রতিদিন ১১০,৮৮। প্রতি
মিনিটে ৮৮০ী করিয়া জন্ম। উহারের মৃত্যু সংখ্যা
বার্ষিক ৩০০০,০০০। বৈমিক ১০০ ৮৮০ প্রতিমিনিটে
৭৪। গত ১০০ জন্ম পুত্র সন্তান ও ১০০ জন্ম কন্যা
সন্তান জীবিত হইয়া কুমিটে হয়। বৎসরের শেষে
পুত্র কন্যার সংখ্যা প্রায় সমান হয়।

বেঙ্গল সেন্ট্রাল রেলওয়ের চাকর। কৌসনে
একতী তপ্যাক দুটিয়া ঘটনায়ে। একথা ন
পায়েজার গাতি কর্মচারিগণের অববধা-ভার
আর "কথামি মাল গাতির উপর আসিয়া পড়ে।
অনেকগুলি বাজীর হুজ পলায়িত হইয়া গিয়াছে।
ভিন জমের মাক প্রাপ্ত গিয়াছে। জমায় কৌসন
মাইরে নিদ্রাবী। গাতি ও পরটেন. মায়ের বে বোট
এই ভালামক কার্য উপস্থিত হইয়াছে।

কিছু দিন হইল ভাষ্যমকারবার হই-এক
গাতি কয়েকজন জীলাক সঙ্গে নইয়া রেল.নে
বালিগজ কৌসন আসি-ভিগ্নের। জীলাকনা
অতন্ত গাতিতে ছিল। বালিগজ কৌসনে পুরুষতী
জীলাকগণকে দেখন মাইতে বাইবে এমন সময়

গাতি জাতিয়া বের। জীলাক মিকট উহারে
জীকট ছিল। হ.কি কলিকাতা পঞ্জিলে জীলাক
গমক নইয়া রেলওয়ে কর্মচারিগা সে জন্মে
উপস্থিত কর। কৌসন মাইরে পর্বাণ্ড ও জীলাক
বিনের সুখে বিনবের কথা শুনিয়া বালিগজ কৌসনে
ভবত করিলেন না। গাতি চ'লিয়া গেল যারি
গজের ? কৌসন মাইরাক ঘটনার বিবর অঙ্গ
করান বহ। ভিমিও "সে-বিময়ে কলিকাতা
কোন সমাজের প্রেরণ করেন নাট এই অবত
জীলাকগণ মহা,বিন.নে পড়েন। এক ব্যক্তি ম
করিয়া কৌসন মাইরার মিকট জীলাক বিগে
জামিন হইয়া উহারিগের বালান করিয়া আমেন
কিরংকণ পরে বালিগজ কৌসনে তাহা
অভিভাবক কলিকাতার আসিয়া তাহারিগ
নইয়া বান। রেলওয়ের কর্মচারী হইলেই
একেবারে বধ্যভার হইতে হয় ?

মহাভা আব্রহাম লভিকের "জীৱ কার্য" শে
হইল। ভিমি কুপাল হইতে বিদ্য হইয়া আদি
তেছেন। বোধ হয় ভিমি মর লিপোনের মনে
নত লোক নহেন।

বারজিনিয়ের কোন মনোযোগী বলেন
মোপালে বাইবার বিলকণ অ.ভোমন হইতেও
মোপালীরা ইংরাজ রাজ্যের সহিত কারবার
ব বণা বহু করিয়াছে। মোপালের ওপেশ-
হইয়াছে। অনেক সৈন্য ও সংগৃহীত হইয়াছে।

কাতার বালন মংস। জাতি ১ ০০০ বৎস
জীবিত থাকে।

জমাই হইতে জীৱরাজ সুখোপাধ্যায় শিবি
কেন জমাই প্রাণে "বালক পাঠ্যসমিতি" না
একতী সভা স্থাপিত হইয়াছে। বালকগণের চি
রের উন্নতি, পরোপকার, সংকর্ষে আশা, ও
করাই এই সভার উদ্দেশ্য। বেঙ্গের পো.ক
উচিত বালকগণকে সাহায্য করা।

আমরা অজ্ঞান হইয়া মির লিখিত বিজ্ঞাপন
প্রকাশ করিতেছি আদি প্রাচীনসমাজ কার্য
হইতে আগামী আশা মাল হইতে ব.ও ব.
"আব্রাহাম বাল মণ" প্রকৃষ্ট মূল, জীলা মালর অক
ও ২০ প্রবাব সহ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হই-
ইকা সম্ভবত ১৫০ কর্কা হইবে। প্রতিবৎস ভিন
আকারে ১০ কর্কা কবিতা পা কর হইবে। আগ
৩১ জৈষ্ঠ মংস। মূল্য টাকা অগ্রিম পাঠাই
হইবে। জৈষ্ঠ মাসের পর টাকা পাঠাই
পাঠ্যকর দিল্যে মূল্য বি-ও হইবে। টাকা
প ই.নে ক হারও মিকট পুস্তক প্রেরিত হইবে
এ সম্বন্ধ টাকা ও প.বি অপর চিৎপুরে

২৫ রিঙ্গন, সুখা বারাগলী ককমগর, সুখা ভগ
বতীচরণ নেটঃ সুখা বিধুজয়ন ককমগর, সুখা
গোপীনাথ বকরমপুর, সুখা জিতেন্দ্রনাথ বকরম-
পুর, সুখা ক- - - - - ট ভেতি সুখা কীরোর
সুনার পাটনা জামাথ সুইর সেটীজ

[illegible]

রাজসাহী: সরকার মহোদয় বিঃ বরিশাদপুর-মেট্রো
 সরকার-জিহাদ-জিহাদ নব্বা গোপীনাথ আশ্রা।
 সত্যীকরণ সত্যকরণ দুইয় সে সৈন্য জতর কুমার
 আশ্রম সেটে যে জেবীকুমার আশ্রম জেবী
 সেন বিদ্যোবদিকারী জেবীরেল এসে যোগীকুমার
 জেবীরেল এসে: কালীপ্রসন্ন জেবীরেল এসে: কালী
 বীরেন্দ্রনাথ বীরেন্দ্রপুর। বীরেন্দ্রপুর চক
 বীরেন্দ্রপুর জেবীরেল এসে: সেন পার্শ্বনাথ এসে
 বার্ট পূর্ণচন্দ্র রাজসাহী: রাজসাহী জেবীরেল
 এসে: পান্ডিতরং চট্টোপাধ্যায় সেন ওরংজয়
 মেট্রো: জালালপুর সংস্কৃত: সেন উপেন্দ্রনাথ চিচ্চর:
 পান্ডিতরং চট্টোপাধ্যায় চট্ট ই: নীল জতরলাল মেট্রো:
 সিংহ জি বিপ্লব: সিংহ ওরংজয় পাটনা: রাজসাহী-
 কালী পাটনা: সিংহ বৈষ্ণবলাল রিপণ: বরিশাদপুর
 জেবীরেল এসে: কীর্ত্তলাল বারানসী কুমার প্রম-
 চন্দ্র প্রেম: নন্দীকুমার কামিনী। জিহাদ সেটে জে
 তি, সিংহ রাজ অধিনাথ: জগলি, সীতারাম গণেশ
 জগলি জতরলাল: শিবানন্দলাল পাটনা, সোম-
 নন্দলাল চিচ্চর: জতরলাল রিপণ জতরলাল মেট্রো-
 পলিটানা: জগলি হাম পাটনা, জগলি সীতারাম
 জগলি কুমার পাটনা: সৈন্য আবদুল মাজিদ
 জগলি: আলি আবদুল পাটনা: জগলি আলি
 জগলি: মুজাফির দুইয় সেটোল ওরংজয় জেবীরেল
 পাটনা জেবীরেল সত্যীকরণ বরিশাদ: জিহাদ বর-
 শাল ঠাকুর রাজসাহী বরিশাদপুর: উরসি সেটে কাল-
 লস জি সিলেক্ট ল মাসন: উরসি আবদুল
 রিপণ: জালাললাল রিপণ, ওরংজয় আবদুল
 এসে: এসে ওরংজয়। জিহাদ: উরসি এক দুইয় সে
 বিজ আবদুল পাটনা শিরাজ বোল বেবীকুমার
 জিহাদ, জেবীরেল হিন্দু, ওরংজয় সারস। চকদ্বী
 বরিশাদ আলকিরি কামিনী জেবীরেল, বরিশাদ আবদুল
 আরা, আবদুল হাকিম জতরলাল, মল্লিক বাঁ জত-
 লপুর, ইসা পাটনা, বেবীকুমার বোরালালাল,
 বুধোপাধ্যায় জতরলাল জতরলাল চাকরলাল বরিশাদ
 গিরিজা কুমার পাটনা গোবিন্দবিহু জেবীরেল জিহাদ-
 চরং জগলি জেবীরেল জালাল জি: গোবিন্দলাল
 জাউথ জতরলাল জতরলাল বুধোপাধ্যায় বে: নীলনাথ
 এসে এসে জতরলাল জতরলাল হিন্দু বরিশাদ-
 লাল বলাগড় জেবীরেল বাঁ জালিসহর সত্যীকরণ চাক-
 সত্যকরণ রাজসাহী সত্যকরণ বীরেন্দ্রপুর জতরলাল
 লুধিয়ান বিহার জিহাদ ওরংজয় কলকাতা
 বাগ গিরীশচন্দ্র উরসি হিন্দু জতরলাল চাক, বাঁ
 নীল চক চাক পল্লীকালি বিদ্যোবদিকারী জতরলাল
 বোম্ব হাইদার জিহাদী বেবীকুমার কলকাতা
 নন্দীকুমার কলকাতা ওরংজয় ইদ্রী সেটে

[illegible]

বিজ্ঞাপন।

অষ্ট ধাতু নির্মিত অমর "অমর"।



১২১৩

ও যত্নবদ্ধ প্রকৃতি রোগসমূহ আশ্রয়রূপে আশ্রয়
তইয়া দিন দিন বেহের কাণ্ডি হুদি করত শরীর
পুষ্ট করিতে থাকে।

আজ কাল মান্যপ্রকার ঔষধি ধাতুনির্মিতরূপে
কমল ও অমরী ইত্যাদি শাস্ত্র 'অষ্ট ধাতু' নির্মিত
বলিয়া প্রচলিত হইতেছে তাহা যে কতদূর সত্য
আমরা কুলনা করিতে চাহি না কিন্তু যথোচিত রত্ন
অমের কাঁচ জর করিবেন না।

ছোট ও বড় প্রত্যেক "অমর" দুলা ২ ডজন
২০ টাকা। প্যাকিং ও পোষ্টেজ ১ হইতে ৬ টাকা
১/০ ৭ হইতে ১২ টাকা। আনা। অর্ডার পাইলে
তালুপেয়েবল পার্সেল দ্বারা পাঠান যাইবে। আর
বিশেষীয় মতামতসমূহ "অমর" প্রকাশ্যে অগ্রাহ্য
করিয়া হস্তান্তরিত মাণ পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করি
বেম এং সকলের নাম ও বাস স্থানাদিকারে লিখিয়া
দিবেন।

৬ "অমর" বেসকল তালুপেয়েবল যচিত হই
তাহে তাহা এক একটা করিয়া মিলাইয়া লইবেন
আর উক্ত সন্ধানী আবেশমত প্রতি অব্যবস্থা ও
পূর্ণিমাতে কটকটির কল দিয়া ঘোঁড় কবিতা
নইবেন।

—৩৩—

অষ্ট ধাতুর বৈজ্ঞাতিক আংটি।

অব্যর্থোক্তিক মতের হিন্দু বৈজ্ঞানিক অমূল্য রহস্য।

যাহারা মনে করেন বৈজ্ঞাতিক চিকিৎসা
উৎকর্ষী মত তাহারা একবার দেখুন, উক্তার দ্বারা
সর্বপ্রকার কি জী ক পুরুষের বত কিছু হস্তি-
কিৎসা মূলীভূত রোগ আছে, সমস্ত নির্দোষে
আরোগ্য হইতেছে। এমন রোগ নাই" বাক্য
ইত্যন্ত আরোগ্য না হয়। হৃদ শরীরে ব্যর্থ
করিলে নীরোগ ও নীর্বা হু হয় ইহা ব্যতী
পিত্ত ককের সামগ্র্য অতি আশ্রয়রূপে রক্ষিত
হয়। শত শত গ্রন্থে পত্র প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।
ইহা রোগা ক্রমে আঁটা ও বেরিতে অতি সুজী,
সব্ করিয়া পরিবার উপযুক্ত অমর। দুলা ২
প্যাকিং ৮০ এক প্যাকে ৫ টাকা দ্বারা ও একত্র পাঁচটা
লইলে ১ টাকা। কমিশন বেওরা দ্বারা। একত্র
আমরাই ইত্যন্ত একবার এবেট হইয়াছি। অমু-
লির মাণ পাঠাইবেন কারণ সকল বাপেরই প্রভুত
থাকে।

তারতর্ঘ্যের একবার এবেট—শর্মা জালাস।

৮২ ৬ মহাপ্রবন্ধের মিল, পানদ্বারা—কলিকাতা

—৩৩—

নিউ হোমিওপ্যাথিক হল।

এস, বি, বিশ্বাস এণ্ড কোং।

৪৭ নং সীতারাঘ বোয়ের স্ট্রীট কলিকাতা।

বিভূত

টাটকা ঔষধ।

উত্তম উত্তম পুস্তক, প্যাকেট বেস, ভারবনিটাব,
৩৩ শিলির বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক ঔষধসম্বন্ধে ১২
শিলি কর্ক, চানচা প্রকৃতি সমস্ত মাষপ্তকীর জবা
উৎকর্ষ, জায়াগি ও আমেরিকা হইতে আসিয়াছে।
গৃহচিকিৎসার উপযোগী বাবতীর বাজালা পুস্তক
এখানে পাওয়া যায় এবং এখানে প্রথম সংবাদ-
পত্রের ও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা সক-
লের বিশেষ প্রসংসিত "সমুদ্র বিধান তত্ত্ব বা
হোমিওপ্যাথিক কিং" নামক উৎকর্ষ পুস্তক
যদি কেবল আমাদিগের দিকট ভাক বাঙালসহ
১১০ এক টাকা আর আনা দুলা প্যাকিং দ্বারা।
ওলাউটা ও গৃহ চিকিৎসার জন্ত সকল রক্তনর
ঔষধ পূর্ণ বাজ বিক্রয়ার্জ সর্বদা প্রভুত থাকে।

করক বৎসর হইতে শত শত রোগীর আশ্রয়
দ্বারা বিশেষ পরীক্ষিত সর্বপ্রকার ম্যালেরিয়া
জ্বরের শাস্তিকারক উৎকর্ষ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ
ব্যবস্থাপত্রসহ ১৩তমের দুলা ৮০ এবং বহুদ্রুপীকার
বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবস্থাপত্রসহ দুলা
১৮০ বেড় টাকা ইহা কেবলই আমাদিগের দ্বারা
বিক্রীত হয়। তাকার ক্রয়বির অসিদ্ধ কপূরের
আরক ব্যবস্থাপত্রসহ দুলা ১ আমাদিগের দিকট
পাইবেন।

মহাপ্রবন্ধের অর্ডার বহুর সহিত তালুপেয়েবল
পার্সেল দ্বারা পাঠান হয়।

হোমিওপ্যাথিক ডিপজিটারী।

৮২ ৩ বৃন্দাপুর স্ট্রীট পটলভাঙ্গা কলিকাতা।

এই সুতম ঔষধালয়ে সকল প্রকার হোমিও-
প্যাথিক ঔষধ, উর্জ, হিদি বাজালা ও ইংরাজী
পুস্তকাধি এবং চিকিৎসোপযোগী জগদ্বি অতি
শ্রুত দুলা বিক্রয় হইতেছে। কলিকাতার বাজ
১২ শিলির ভাং ক্রবিরী কপূরের আরক ও
পুস্তক সহ দ্বারা প্যাকিং ৫ গাহ হু চিকিৎসার
পুস্তক সহ ৩০ শিলির বাজ দ্বারা প্যাকিং ১২।

—৩৩—

পূর্ণচন্দ্র বাস কর্তৃক নির্মিত ও প্রকাশিত।

৮২ বোমটোলা লেন পটলভাঙ্গা,—কলিকাতা।

এই "অমর" জটিল মনোব্যাধিগ্রস্ত সন্ধানী
কর্তৃক আশ্রিত। উক্ত মনোব্যাধি আমাকে বিশেষ
প্রকার পুরস্কার অষ্ট ধাতু রত্ন নির্মাণ, ও বিদ্যা-
গুণসংলগ্নকরণ প্রকৃতি কার্য শিক্ষা করাইয়া-
ছেন। আমি এই কলস কার্য লিখা করিয়া, অষ্ট
ধাতু দ্বারা করকটী "অমর" নির্মাণকরতঃ চির-
বিগ্রস্ত করককল ব্যক্তিকে দ্বারণ করাইয়া-
লাম। তাহাতে উক্তার অতি কমকাল মধ্যেই
দীর্ঘ সমস্ত ব্যাধি ধ্বংস হইতে দিকৃতি লাভ
করিয়াছেন, সেই কতই সাধারণের উপকারার্থে
হেলের শুভ কামনার সন্ধান এই অষ্টধাতু
নির্মিত "অমর" প্রচার করিলাম।

এই "অমর" অর্ধ, রোগা তাজ সীমা, রাং
তা, লোচ, পায়, এই অষ্ট ধাতুতে নির্মিত ও
কামদ্বারে তাজ ধাতুর উপর অমর সাতটি ধাতু
চিহ্ন হইয়াছে। এতদ্বারা প্রথম ভুক্তি ও কত
কলপাবন ভাপিত আছে, এতদ্বারা বিদ্বত্তীর
কাম উৎপাদন করিয়া অষ্ট ধাতুর গুণ ক্রমশঃ
বীরে প্রবেশ করাইতে থাকে। ইহাতেই শরীরে,
ক পরিভার করতঃ সর্বপ্রকার ব্যাধি বিদ্যমান
কল ক্রমশঃ ঘেমা হুদি হইতে থাকে। এই
অমর "জীবন রক্ষার মূল ঔষধি বলিলেও
ভ্রান্তি হয় না। আমি হুতকর্মে বিশ্বস্তরূপে
লক্ষ্য হি এই সন্ধানী গ্রন্থ আমার এই অষ্ট
ধাতু নির্মিত "অমর" দ্বারণ করিলে পর শরীর
বহীর মান্য প্রকার ব্যাধি বিদ্যমান ও ভবিষ্যতে
কাম ব্যাধি হওয়ার আশঙ্কা আর কামদ্বারকরিত
হইবে না।

ইহা দ্বারপে বাত, ক্ষয়রোগ, শীতলীকা, রেচ,
হু হুর্জলতা, মলমল, সিন্ধাশীলতা, পুরাতন
রক্তপিত্ত হাঁপানী, সর্প, আসক্যান, অমর্যাব
লোকের খেত এবং, হুদ্বিনী কীধ ধাতু, দ্বারক

হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় ।

জে এম, ডক্টার্স এণ্ড কোং ।

এখানে ক্রমাগত কয়েকখানি ভাষাজ্ঞ লোক
আমেরিকা ও জার্মানি হইতে বিস্তর হোমিওপ্যাথিক
বক, পুস্তক, বর্ক, শিশি ও বটানি আনীত হইয়া
লক হুলা বিক্রয় হইতেছে । এলেন এনসাইক্লো-
পিডিয়া হুলা ১৮০ ছানিমান যে। শিটব। হুলা ২৪
কুতি বড় বড় পুস্তক পাওয়া যায় । বিলাতী ২০০
১১০ মাধারট ১৮০ নিয়ক্রম ১০ এবং ২৩০ ১৮০
হাস্য বিক্রয় হয় । ১২ শিশির ওলাউটার বাক্স
পুস্তক ৪। এ ক্যান্ডরসহ ৫ ও সাধারণ চিকিৎসা
পুস্তক সহ ২৪ শিশির ৮৪, ৩০ শিশির ১০১০
শিশির ১৪, ৪৪ শিশির বাহ্যিক ঔষধ সমেত ১৬
২ শিশির বাহ্যিক ঔষধ সমেত ২৫, ২০০ শিশির
উৎকৃষ্ট বাক্স পুস্তক ও বার্মিটার সহ ৮০ বার্মি-
টার ৪১০ ও ৫ (ক্যান্টেলগ বিভবণী) (সমস্ত বাক্সের
পড়িত পুস্তক ও কোটা চালিবার বস্ত্র পাওয়া যায়)
টাকানা ১১৭ নং বহা রজীট, কলিকাতা ।

জিহানকীনাথ ডক্টার্স বাবেনজার ।

—৩৩—

১৮৭৪ অব্দে স্থাপিত ।

শরচ্চন্দ্র দত্ত এণ্ড কোং ।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ।

প্রস্তুতকারী ।

কলিকাতা বহা বেলায় এবং হোমিওপ্যাথিক
ভাক্সারিগের মিকট হইতে ঔষধের উৎকৃষ্টতা
সহজে প্রমাণপত্র পাওয়াছেন ।

মূল্য সুলভ ।

ওলাউটা চিকিৎসার ১২ শিশি ব্যবস্থা ও কপু-
রের আরক সহ ৫ টাকা ।

সূত্র-চিকিৎসার ২৪ শিশির বাক্স ব্যবস্থা পুস্তক
সহ ৮ টাকা, ২ শিশির বাক্স ১০ টাকা ।

সাধারণ চিকিৎসার ৫১ শিশি ঔষধের বাক্স
ব্যবস্থাসহ ১৮ টাকা ।

ভাক্সারিগের উৎকৃষ্ট বাক্স ২৫ টাকা, সম্পূর্ণ
ঔষধপূর্ণ বাক্স ৫০ টাকা ।

ইংরাজী বাঙ্গালা সচিত্র মূল্যনির্ণয়পত্র
বিনা মূল্যে প্রাপ্য । টিকানা ৫৫ নং কলেজরোড
কলিকাতা ।

—৩৩—

বিশেষ ব্রহ্মবা ।

সোমপ্রকাশ যন্ত্রে ইংরাজী ও বাঙ্গালা নানা
প্রকার ছব ওয়াক্টেটতে । সঙ্গত মূল্যে
অল্প সময়ের মধ্যে নূতন অক্ষরে স্ফটিকরূপে
কাব্য সম্পন্ন করিয়া দেওয়া যায় ।

মফস্বলের যেসকল গ্রাহক কলিকাতার
অফিসে এবং সহরের যেসকল গ্রাহক
সোমপ্রকাশের মূল্য হস্তে দিতে ইচ্ছাকরেন
ঋতারা ৯৭ নং কলেজ রোড সোমপ্রকাশ
ডিপজিটারিতে দিয়া রসিদ লইবেন ।
যদি অর্ডার করিয়া ডিপজিটারীতে পাঠা-
বার প্রয়োজন নাই । যদি অর্ডার কার্য-
সম্পন্ন ঠিকানার পাঠাইবেন ।

অমরেন্দ্র কলকাতা পালের অরুণ
শিক্ষক পণ্ডিত ও ছাত্রবিশেষের জন্য ডাক বাহুল
সম্ভব ৩০ টাকা, সোমপ্রকাশের মূল্য নির্ধারিত
হইয়াছে ।

বিজ্ঞাপনসভাদিগের প্রতি ।

আমরা বিমর সভাকারে সাধারণকে জামাই-
তেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন বিবার বাঞ্ছা
করিলে তাঁহারা সোমপ্রকাশের পত্রিক গণিয়া
বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন । প্রথম
ভিমবার প্রতি পত্রিক ৮০ আনা, তাহার পর ৮০
আনা । ইংরাজী অক্ষরে প্রকাশ হইলে ৮১০
কবিতা লাইন প্রতি বার ধরা হইবে ।

বেসকল কর্মখানির বিজ্ঞাপন আনারিগের
মিকট আসিবে, তাহা প্রথম একবার বিবাহুল্যে
প্রচারিত হইবে । তাহার পর নিয়মাসারে মূল্য
দেওয়া বাইবে ।

—৩৩—

ঐযুক্ত স্বারকনাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত
নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি নিম্নলিখিত মূল্যে
ও ডাকমাস্তুলে কলিকাতা ৯৭ নং কলেজ
রোড সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে পাওয়া
যায় ।

উপদেশমালা	মূল্য	ডাকমাস্তুল
১ র ভাগ	৮০	৫০
২ র ভাগ	৮০	৫০
নীতিসার ।		
১ র ভাগ	৮০	৫০
২ র ভাগ	৮০	৫০

৩ র ভাগ ৮০ ৫০
বিশেষের বিলাপ ১০ ৫০

করখানি একত্র লইলে সমুদারে ডাক
মাস্তুল ৮১০ লাগিবে ।

ঐউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী ।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটি
বিশেষ ব্রহ্মবা

সমর্থপক্ষে সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য ডাক
মাস্তুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং বাৎসরিক
৫১০ টাকা । অসমর্থ পক্ষে ডাকমাস্তুল সমেত
৫১০ টাকা । অসমর্থ পক্ষে বাসিত ত্রৈমাসিক বা বাৎস-
রিকের মিস্ত্র হইবে । শিক্ষক ও ছাত্রবিশেষের
জন্য ডাক মাস্তুল সমেত ৩০ টাকা দ্বি-
হইয়াছে ।

অগ্রিম মূল্য না পাঠিলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ
প্রেরিত হয় না । ঋতারা সোমপ্রকাশের মূল্য
পাঠাইবেন, তাঁহারা য য মাম মাম মাম করিয়া
জিহিয়া কলিকাতার বকিণ সোণারপুর ডাকঘরে
ঐযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্তীর নামে বোটে, তথি
বরাড টিটি, যদি অর্ডার, ইহার অধ্যতর বাতায়
বাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য
প্রেরণ করিবেন । অর্ড আবার অধিক মূল্য
টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না । মূল্য
নির্দেশিত হইবার পূর্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণ
অনিকূক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া
হইবে না ।

যাহারা বাহুল্য বা বিরা পত্রাদি প্রেরণ করি-
বেন, তাঁহাবিশেষের সেই পত্রাদি গ্রহণ কর
হইবে না ।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা
করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পত্রিক ৮০
হই আনা তাহার পর ৮০ এক আনা দিতে হইবে
কেবল ইংরাজী অক্ষরে প্রতি বার ৮১০ কবিতা
লাইন ধরা হইবে ।

প্রেরিত, সংবাদমালা, অসমর্থকারীর পত্র ও প্রা-
প্রকৃতি বেসকল বিবর মাথা স্থান হইতে প্রকা-
জ্ঞত লইলে তাহার মতামত বা কোনটী আই-
বিক্রয় বা সঙ্গত এবং মতা বিখ্যা বিবেচনা বিব-
সম্পাদক, অধিকার বা ওপরাইটার দ্বারা করেন ।

এই পত্র কলিকাতার বকিণ সোণারপুর
ডাক ঘর দ্বারা প্রচারিত হইবে । সোমপ্রকাশ যন্ত্র
ঐযুক্ত বাবু জিহানকীনাথ চক্রবর্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার
প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় ।

বিদ্যাতৃষ্ণ লাইব্রেরী
স্থাপিত-১৩০৯
চাঁকিনোতা, সোনারগুড়।

স্বাস্থ্য প্রকাশ

प्रवर्त्तताः प्रवर्त्तमानाय पार्श्विभः सन्वत्तो अस्मिन्वत्तो न दीयताः । ”

६७ सप्तमः ।

১২৯৩ সাল। ২৫ এপ্রিল। ঠং ১৮৮৬। ৭ টি জুন।

କରମର୍ଥ ମାତ୍ର ସାଧନ ସମ୍ବନ୍ଧ ବାରିକ
ଟାକା ମାତ୍ର । ସିଦ୍ଧକ ଓ ହାତସିଦ୍ଧ
କର । ବାର୍ଷିକ ସାଧନ ମାତ୍ର ୩୦ ଟାକା

বিজ্ঞাপন

পি. এন. বিশ্বাস।

৪৭ নং মীত্ৱান ঘোষের ট্রাট
কলিকাতা ।

ସ୍ବର୍ଗ କୁହନ୍ତି ଉତ୍ତମ ଡେଉନ ।

১ বছর কেবল কেশ বিভাগে ব্যবহার্য।

১. ৩.৪.২ আউটল জিনি দি/০. ৫০. ১৮০ খাম্বা ১

২. যখন কেবল স্নানের পূর্বে বান্ধায।

પા. ૮, ૭, આઉટલ લિનિ ૫૦, ૩૦ આવા । પ્યાકર
આવા ।

સરિલેખ વિવરણ કાર્ટાઇનન દેખુન । ૧૦. આમાર
કિલે પાઠાઈલેવ ૨૪ પૂર્કાઈ નહિ (કાર્ટા-
૧) પાઈલેવ ।

প্রিন্টিং টাইপ।

যল পাইকা, পাইকা, গ্রেট প্রকৃতি অকর
পাখানার আবশ্যকীয় ব্যবহারী জবাহি বিজ্ঞ-
সংক্রান্ত আছে। (বন্দা বা অধিক) নতুন মক-
ল পাঠান যায়। কাটিলাগের ২নং নাহুলমহ
অংশ।

সুদত্ত এজেন্সি।

অল্প মাত্র কমিশন মইরা (গৃহস্থ ও ব্যবসায়ী
কলরই জন্ম) জামা, কাপড়, ঠেং, বহি, বাজ,
মজার, হুত, ঘরবা, চাউল, আমবারি, টেবিল,
গ্যার প্রকৃতি সকল প্রকার প্রযোজি (মাছক
ওজার) সমস্ত পাঠান যায় । ১০ আমার ঠিকিট
ঠাইয়ে কমিশনের বিক্রয় পত্র সহিত বাজার
রর বহি পাঠিয়ে ।

সপেটা। সাদৃশ্যের পেনসিল পারলম।

সংশোধিত সাক্ষ্যের প্রত্যেক ঘটিকাত ২ গ্রৈণ
কঠিনা পেলসিন আছে। যে পরিমাণে তৎকালীন আচার
করা যায় তাহা ১১০ গুণ পরিণামে প্রকৃতি ইহা
ধারণ কর। এই ঔষধ সেবন করিলে পাক ক্রম
প্রকৃত্য অকৃতি, উদরাম্বল সমন্বিত বা নিম্না-
কর্ষণ বস্তুর রক্তসঞ্চয়, বায়ু বৃদ্ধি পাকতলির অস-
মতা বহন, পীড়পীড়া এবং অসম্পূর্ণ পাকক্রিয়া
ঘটিল যে সমস্ত পীড়া উপহার হয় তাহা এক সাতা
ঔষধ সেবনে প্রসিদ্ধি হয়।

সম্পর্ক। সাহেবের মোরল।

এই ঔষধ কঠলিয়ার তৈলের মার ছইতে প্রস্তুত ।
উহার এক একটা বটিকা ২৫ গুণ কঠলিয়ার
তৈলের সমান । ইহা পত্রীক্ষা দ্বারা প্রমাণ
হইয়াছে, যেহিঁদের কানী, রাস্তাে বর্ষ, দুক বাধা,
গলায় বাধা, অথবা কাল প্রভৃতি গীড়ার কঠলিয়ার
অপেক্ষা বিশেষ উপকারি । কঠলিয়ার অয়েল
সহিত দুই বিশিষ্ট ইহাতে কোন কষ্ট নাই ।
দুর্দল শিশুর কুখ্যামাংস হইলে এবং অগুটে, সর্বদা
চর্ম রোগাক্রান্ত ও গলা কোমল, ও বা হর, সর্বদা
অস্থির থাকে ও সুবার বা ভাতাদিগকে এই ঔষধ
সেবন করাইলে নীচ আরাগা হয় ।

পোলিটিয়ান সাহেবের কুটনাইন বটিকা ।

ইহাতে ২ ঐশ করিয়া দুই কুটনাইন আছে, এই বটীকা অতি মজা সহজেই পাও যায়। ইহা সেবনে ছত্র, সবিরাম ছত্র, পালাছত্র এবং সর্ষ-প্রকার ছত্র মাথাধরা, বাত, বদমির বেহনা প্রভৃতি আরোগ্য হয়। অত্যেক বটীকার উপর পোষিটির নাম বেথিয়া লাইবেন।

कृमिनाशनकटे—

ইহা কাল মেমোর একধকার কল হইতে

প্রকৃত। ইহা বস্তুনের নত নির্দিষ্ট ইচ্ছা সেরা
কোন প্রকার করে হয় না। কোষ্ঠি বন্ধ, শিরঃশীতা
আনান্দা, অঙ্গুলির লম্বা, বক্ষঃস্থর শীতা, অক্লিষ্ট
রক্তগম্বর, গাত্র তান চুলকনা প্রভৃতি চাইলে এ-
পিত্তাধিক্য দূর্য্য এবং দালকনিগ্ধেব উচ্ছ্রা প্রকৃ-
তিতে এই জ্বালাপ বিশেষ উপকারি।

মেডি সাহেবের চন্দন বাটিকা ।

এই গটীকাতে ৫ মোটা করিগা শুধ চক্কর
ইহা আচ্ছ, ইহা সেগনে ৪৮ঘটার মধ্যে সর্বপ্রকার
জান বিধান কর। কোণবা বা কিউনেবের নত
অনিষ্টকারি নহে।—নেচ বা অস্ত্র বে কে, এ
প্রকার বাতুৰ গীতা হইলে এই গটীকা ব্যবহা
সত্তর আড়াগা কর।

त्रिगुण—कला, नम्रा अन छापान ।



ক্যামেরা গুলটার তত্ত্বাবধায়
ইটা' বাসকার করিলে চাম্বে
চিকিৎসা দ্বিগি করে এবং
পাতকে সঙ্গত বৃত্ত কন।
এই সনন্ত উৎস ভারতবর্ষ
প্রায় সকল উৎস, মনে প্রায়
তত্ত্ব বাস।

— ● —

कर्मभालि

“পশ্চিমা নদ: ইংরাজী স্কুলের জন্ত একজন
 প্রধান পণ্ডিতের অন্ত্রোজন। বার্ষিক বেতন ১৫
 টাকা। যিনি কোন প্রধান জেলীর মধ্যস্থিত স্কুল
 হইতে ত্রৈবার্ষিক পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং
 শিক্ষকতা কার্যে বিশেষ পারদর্শী হইয়াছেন আবে-
 দন প্রাপ্ত হইবেন। আগামী ১০/১২ই জুন পর্যন্ত
 আবেদন গ্রহণ করা যাইবে। আবেদনকারী

উক্ত হটলে বাবা খরচ ইত্যাদি ও মা লাগিতে
পার। উক্ত হটল ছোট্টাল বেঙ্গল রেলওয়ের
পাশে পৌঁছাইতে পারি জোন দূরে অবস্থিত।
এই স্থানের জলবায়ুও উত্তম। ইতি—

এ সিগার

সম্পাদক, পলিতা হুজ

বোত টা পে.ই. জেলা বঙ্গোড়।

—৩৩—

“ বাতুদোষীলার প্রত্যেক পরীক্ষিত । ”

সুখ, বিম্বু সুখাবিম্বু ।

উক্ত সেবায় বাতুদোষীলার, অল্পবয়স্ক জন্মের
শৈশবের শৈশব, শুক্রমেষ, অল্প উত্তেজনার
প্রকাশ ও অতিরিক্ত শুক্রকর এবং তৎসমিত
নিরুপীড়া, শারীরিক দুর্বলতা, অবশেষে শীতলতা,
মানসিক বিষমতা, হাত পা জ্বালা ও শুক্রের
প্রবল প্রকৃতি এক মাস মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য
হইয়া শুক্র অভ্যন্ত গাঢ় ও ধাবশক্তি প্রচুর
পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। এমন কি ইহা সেবনে
মাসসার সমস্ত উপকার দর্শে। ইহা যে সর্ব-
লকার বাতুর পীড়ার একমাত্র মর্হাষম তাহার
অনেক প্রমাণসাপ্ত বহির্গত এবং এই ঔষধ
আবোগা ৬ইয়া অমনকে প্রবর্তার দিয়াছেন। এক
মাসের ঔষধ এক শিশি ২ টাকা ডাক মাসুল
০ আনা।

দাদের মহৌষধ।

“ কত ও চর্চারাঙ্গর মতোপকারী । ”

এই ঔষধ ব্যবহারে জ্বালা বহুধা নাট, অঞ্চ
একাত্তর দায় হটক না কেন ২৪ ঘণ্টায় নিশ্চয়
আবোগা হইবে। দাদ, কোচলাব, দিবাঙ্গ, শুক্র-
১৩, জুনি (কোব) পারাব বা, খোস, পাঁচতা
গমীর বা ও সর্বপ্রকার কত বোগ তিন দিবসের
মধ্যে নিশ্চয় আবোগা হইবে। ইহা কত ও
চর্চা বোগের অব্যর্থ মহৌষধ। এই ঔষধে পার
১৫ ইহা সার্জন দেজর কর্তৃক পরীক্ষিত। দৃঢ়-
তার সহিত বলিতে পারি এই ঔষধ ব্যবহারে
কতই নিরাশ হইবেন না। মূল্য প্রতি কোটা
০ আনা, ডিস কোটা ১০ আনা, ছয় কোটা ২০
৩৩০ টাকা।

জীবানুজন্মের চক্রবর্তী।

ডাক্তার পাবনা।

পূর্ণ

জুলত মুলো অবল্য গ্রন্থ প্রকাশ।

সরস পদ্মাবলি।

ক্রীমঙ্গল

এখন ২৪ চর্চারাঙ্গর ক.৬ সম্পূর্ণ।

পঞ্চম সর্গে ৩১ অধ্যায়িত হইয়াছে।

সবত্র পুস্তকের অগ্রিম মূল্য ১০ কয়লা সচিত্র
কলিকাতা ও নবমল সর্বত্র ৩ দিন টাকা
অগ্রিম মূল্য বা পা.ই.ল পুস্তক পরিষদ হয় না।

ক্রীমঙ্গলবিহারী শীল।

২৫—৬ কলিকাতা ১৯৩৩ অপর চিত্রপুত্র রোড।

PHARMACEUTICAL CHEMISTS,
PARIS RUE VIVienne.PARIS 8-
বক্ষপীড়ার আরোগ্যকারক গ্রিমণ্ট কোম্পা-
নির সিরফ অব হাইপোফসফাইট অব
লাইম।

এই ঔষধ ব্যবহারে সর্দি, কাশি, বক্ষা, হাং
পিণ্ডের পীড়া আশ্চর্যরূপে আরোগ্য হয়। এই
ঔষধের উপকারিতা শক্তি বর্ধনে সর্বত্রানের সূচি-
কিংসকগণ উপরি উক্ত পীড়ার এই ঔষধ ব্যবস্থা
করিয়া থাকেন। রোগীগণ ইহা দ্বারা প্রকৃত উপ-
কার লাভ করিয়াছেন।

এই সিরফ ব্যবহারে পীড়িত ব্যক্তির কাশ ও
রাত্রিতে যে ঘর্ষ হয় তাহার নিবারণ হয় এবং তৎ-
সঙ্গে কুখা বৃদ্ধি হইয়া থাকে, বৈদিক উন্নতি বর্ধনে
ঔষধের উপকারিতা সপ্রমাণ হয়। এই ঔষধ
লালবর্ণের গোলাকৃতি শিশির ভর্তর থাকে।

ম্যাট্রিকা ক্যাপসিউলস এবং পিচকারী
দ্বিবার ঔষধ।

অধিকাংশ চিকিৎসকগণ গ্রিমণ্টের ম্যাট্রিকা
নামক ঔষধ তরুণ ও পুরাতন রোগে ব্যবস্থা করেন
কেশবা নামক ঔষধের দ্বারা বিবিধবিভিন্নক মধে।
তরুণ রোগে পিচকারি দ্বিবার ঔষধ এবং পুরাতন
রোগে ক্যাপসিউল ব্যবস্থা।

ডসার্টের সিরফ অব ল্যাকটো কসফাইট
অব লাইম।

এই ঔষধ সেবন করিলে শরীরে রক্ত হয় ও
বলবান করে। ইহা মস্তিষ্ক জীবনের বিশেষ উপ-
কারী। ইহা দ্বারা বেহের অতিস্রব দূর হয় এবং
আহার করিলে উত্তমরূপ পরিপাক হইয়া দেহকে
তৃপ্ত করে। বাতাহের অধিগত কসফেট অব লাইম
হাস হয় এই ঔষধ তাহার সেবন না করিলে

উত্তরোত্তর আত্মতর হইতে থাকে। দুর্বল, হৃৎ
ও বেসকল বালকর অধি কোমল ইহা তাহা-
বিশেষ উপকারী। ইহা দ্বারা হৃৎপাশা
জ্বলকের দূরিত হইয়া পামে যে উত্তরানের হয়
তাহাও আরোগ্য হয়।

গ্রিমণ্ট কোম্পানির ইণ্ডিয়ান সিগারেট।

এই সিগারেট ব্যবহারে হাঁপানী, দূষিত কালী,
গলা দুঃখ, অরক্ত, বাকরোধ ও কণ্ঠের
স্বাভিক পীড়া ক্রমে শান্তি হইয়া থাকে।

Peptone Wine of Chapoteaut,

এখন জেনীর ঔষধ।

পারিশ।

ইহা দ্বারা রোগীর এবং ভয় লোকের আত্ম
হৃদয় অবশ্য পাকস্থলীর কোন রেশ হয় না,
ইহা দ্বারা উক্ত মিষ্টান্ত প্রমাণিত হইয়াছে।
ইহাও বলা যায় গৌমাংসের কাশ আছে। ইহা
হইতে অজীর্ণজনক সমুদয় অংশ বাহির করিয়া
লওয়া হইয়াছে। পাকস্থলীর যে কোন পীড়ান,
যকৃত এবং উত্তরানের রোগে, কঠিন অজীর্ণ রোগে,
অরুচ এনিমিয়া প্রভৃতি, কোটক জন্ম বোর্কস,
খত রোগ, আশ্রয় স্বর এবং মূত্র রোগে উক্ত
বিশেষ উপকার জনক। কোন রূপ কাশ কিংবা
দিক্কা দ্বারা বাতাহের উপকার হয় না তাহা
দিয়েব, সাধারণ রোগীর এবং কাশপ্রবৃত্ত
পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারক এবং বলাধারক।
পেপেটোর মদ্য, হৃৎ এবং বালক উত্তরনেরই পক্ষে
এখন উপকারক। ইহা দ্বারা বাতাহের গুণের
উৎকৃষ্টতা সাধন করে। ইহা সমুদয় ঔষধাবলি
পাওয়া যায়।

— ৩৩ —

একজন বঙ্গবাসী কর্তৃক

উপবিংশ পতাকার অস্ত্র, ত আ বেকার !!

পিম্বু বিন্দু !!

বহু মূল্যবান দীর্ঘক, পারদ, অর্ধ, তরিতাল
সিংহল বেনীর মৃতা ও মায়াপ্রকার দুঃখাপ্য ধর্মিক
বাতু ভয় করিয়া পরিত্যক্ত আশ্রয় ও পবিত্র
উদ্ভিদের রস এবং প্রায় ৫২ প্রকার বেনীর মন
নার কাশের সহিত মিশ্রিত করা হইয়াছে। ইহা
অত্যন্ত সৌগন্ধি বিশিষ্ট প্রস্তুত এবং পরমোপ-
কারী। কলিকাতার অসংখ্য ডাক্তার, কবি
রাজ, চর্চিক, উল্লেখ্য, কর্তৃক এবং রেলবিধা
মহাশয় পিম্বু বিন্দু বহুধরী আখ্যা দিয়াছেন,
বিশাল শাস্ত্র সাগরস্থান করিয়া এই ঔষধ র

সোম প্রকাশ।

৫ এ ফেব্রুয়ারি সোমবার ।

[illegible]

আপন বাংলাই খুঁটিয়াছে। এতদিন বরিশা
আধরা যে টিকাতার বীর জন্ত কোর্ট-অব ওয়াশ-
সংকে তিরস্কার করিয়া আসিত হুজাম সে মধ্য-
র বীরঅস্তিত্ব আজ আর একগণ্ডে মাই। কোর্ট
অব ওয়াশ মকারাণীর পার্থক্যের বস্ত্রব্যমি পরীক্ষণ
অধিকার করিয়া বলিয়াছিলেন। রাজ্যের একটি
কুটী পরীক্ষণ লক্ষ্য করিবার কবর। তাঁহার ছিল
না। তাৎপর্য্য তাবিয়া দুইখিমীর পরীক্ষার রোগ প্রবর্ত
হইল। কোর্ট-অব ওয়াশের কল্পার জন্ত রাজ্যবাসীর
নিঃশব্দে বোম্বীর মধ্যেও রাজ্যবাসীর ব্যবহারের
অসম্পূর্ণ, পীড়ার জঘন্যত্ব একটি মান্যত্ব-প্রকারে
আবারও মর্মে নিখিটে করিয়াছিলেন। সেখানে
তাঁহার পীড়ার হৃদয় পাইতে লাগিল। কোর্ট অব
ওয়াশের কল্পার চিকিৎসার জন্য বধ্যভাগস্থ যাক
করিবে হৃদিত হইতে লাগিলেন, মিঃজি রাজ্যের
নিজের রাজবাসীতে বলিয়া বহারাণী তিব্বতিনী ।

উপযুক্ত চিকিৎসা ও বাস্তব জীবনের অর্থবীজ কাজ-
দিনীরা জীবন বেলায় অকারণে কালের কবল বিলোপ
তাইবা বার বিলুপ্ত ঘন ঘাটের অগ্নিধরী । কালীর
রাজরাণীর অঙ্গর জীবন ও ভৈরব অধঃপতন
অধঃপতন মাত্র পুণে উজ্জ্বলতর পালকাল জ্বালা
বহুবার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া কলকাত্তরে
পলায়ন করিল । ভগবান যেম রাজরাণীর হুঁসীনা
আর দেখিতে না পারিয়া বিস্ত্র তাঁহাকে কোড়ে
করিল নাইলেন । ষ্টিকারীর অশঙ্কাকর আদাম
তাইতে তুলিয়া লইয়া যেম তাঁহাকে বৈকুণ্ঠের রমা
প্রবেশ করিলা দিলেন । সব মুক্তিলা গেল ।
কোট অব ওয়ার্ডস এখন বিক্ষিপ্ত ষ্টিকারীত
রাজত্ব করুন, লজ্জিতকর বিদ্যার আর লোক নাই ।
কিন্তু যে অশ্বের অজস্র রানীর জীবন মৌল্যমই
বিলুপ্ত তইলা গেল তাহ র জমা দানী কে ? ইংরাজ
ভোদার ও লাভে বিচারের দিব আসে ।

সমস্যাগী "সঞ্জীবনী" কালীনাথ সত্বের ধোব
ঢাকিবার চেষ্টায় আছেন। "সঞ্জীবনী"র আয়ত্তা
বধেই যেহে করিয়া থাকি। অব্যবহার
এক দিয়া সমস্যাগী যে লোকের বিরক্তিতাজন
হইতাহে ইচ্ছাতে আনয়ন বড়ই দুর্ভাগ্য হইয়াছে।
কালীনাথ অনুবে শিকিত চিন্তা সমস্যাগীর প্রা
পনর আশা লোককে গোপনক বসিয়াছেন—
"সঞ্জীবনী" এ প্রভ,কা সভা অব্যবহার করেন না।
সমস্যাগী বাল্য কালীনাথ যাবুর ইচ্ছাতে এম
হইয়াছে। কালীনাথ নিজ দুবে ভাষা অব্যবহার
করেন না, সঞ্জীবনী ভাষায় হইয়া কেব এ এম
অব্যবহার করিতে গেলে? তিনি সাধারণের সমস্যা
মিলের মহাপ্রভুদের জন্ত প্রকাশনা কমা প্রার্থনা
না করেন ভাষায় হইয়া ওকালতি করিতে গেলে
কি ভাষাবোধ করা হয় না? আয়ত্তা বসি কালী-
নাথের সমস্যা এম করিয়া "সঞ্জীবনী" শুভ
অপবিভাগ কর্তৃক হইয়াছে। "সঞ্জীবনী" আরও
বলেম গোপনক সত্বে মাংসানী সর্বপ্রকাশ করাই
কালীনাথের উদ্দেশ্য ছিল। আয়ত্তা "সঞ্জীবনী"
এই বিভাগে বসনের উদ্দেশ্য বা,বাণ পাঠ করিয়া
আরও অনুভব হইয়াছে। গোপনকর অর্থ "ক
কালীনাথ আত্ম হিঃসম না এম এম কর্তৃক উদ্ভি
চিন্তা সমস্যাগী গানি কিনে বিস্তার মর্মে যে ভাষা
সমস্যাগী ভাষাও কি তিনি আশ্রিতক না? কেব
বহি কাহাকে শাসন বসিয়া ছাড়া রাজ্যবর্জন গানি
সেই আর সমস্যাগী বসিয়া হইয়া কল অম
গানি বিই-বাই, বসে প্রাণ আত্মক বসনা প্রাণ
বসিয়াই উদ্ভাষে লাবরে সমস্যাগী করিয়াছে ওবে

[illegible]

— ❖ —

অসংখ্যের কথা সভ্য কিম্বা একবিংশত
 একশ পাছোছ। আনরা বরাবর তিন
 বাগিচা বাড়ির বিরাটী হইয়া অনিচ্ছা
 তিনতে বেলুন সৈন্য সামন্তানি লইয়া ইংরাজ
 বাগিচা করিতে বাইরেতে তাহাতে তিন
 বিস্তৃত থাকিবে এরূপ কখনই সম্ভবের
 নাই। হার্মিডিনিং হইতে সমাচর পাঠয়া
 তিনতবাসী অীর-রাজ্যে সৈন্য সংগ্রহ
 তিনতের গিরি হার কুচ, ইংরাজের
 প্রবেশাধিকার পাই, এতদ্বারা। এই সমাচ
 পাইবার পরই চীন সম্বন্ধে ইংরাজ
 একেবসম্বন্ধে বাগী লিখিয়াছেন তাহাও
 জানি'তপারিলাম'। চীন ইংরাজকে
 যেন ইংরাজের তিনত বাজার লম্বা
 বাগিচা বাজারই আয়োজন করা
 অধিক যৌক জম সৈন্য সামন্তানি
 তিনতবাসী লম্বা বিবে। আনরাও
 এইরূপ অভিযান করিতাহিলান
 কর্ণেল নেকলে তিনতে বাইরেতে

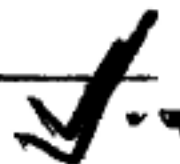
আয়ল'ওর আত্মশাসন কতদূর গিয়া পৌঁছি-
য়াছে আর ভারতের আত্মশাসন কোথায় পড়িয়া
গাছে আঁবরা এখন এতদূর যে নুনতনের সন্মিলনে
করিব। আয়ল'ও একটা দুইয় 'পার্লি'মেন্ট চা
অন্যদেশের আয় বায়ের কার্য আত্মশাসন লাভি পায়, ই
সম্পন্ন করিতে চায়, নিজের আইন কাগজ নিজে
প্রস্তুত করিয়া লইবে চায়, নিজের আত্মশাসন নিজে
পূরণ করিয়া লইবে চায়। আর ভারত ই ভার
রাজ্যবাট পুণ্ডি, বিজাপুর, ডাক্ষিণাত্য, পান্ডা
এক করিয়া নার বিবরে একই হস্তক্ষেপ করিতে
পারিলেই তথী যোগ করে। আইন কাগজ
প্রস্তুত করিতে ভারতবাসীর সামর্থ্য নাই, আয়
বায়ের মিকান লইতে উদ্ভাব কোন অধিকার
নাই। রাজ্যের কোথায় কি ঘটতেছে উদ্ভাব
সন্মিলন পর্য্যন্ত রাধিকার অধিকারী ভারতবাসী
নহে। এই সকল বিষয় লইয়া ভারতবাসী নি
আবেদন করিতেছে যা ৭ সভা সন্থিত অধিবে
শন। কথ্য বাক্য, লেখাপড়া, প্রতীক
সংবাদ পত্রিকার সন্মিলনে এ সকল ৩ ভাগ
নাই। দেশ দেশ, গ্রামে গ্রামে, সমস্ত নগর
এক সন্থিত ১০ সভা ২০ সভা প্রভৃতি সমবেত
হইয়া আবেদনের রোল দিগ্বেশ নাড়িয়া
ফুলিয়াছে। ভারতের আবেদনের কি অধিবে
শন? তবে আয়ল'ওর আবেদনের আধীন-
তার নিয়ম নহিবে, রাজস্বাধিকার উদ্ভাব
কার লিখিত হইতেছে, আর ভারতের আবেদনে
রাজস্বাধিকার উদ্ভাব করা, নগরবাসীর গুণকীর্তন
করিয়া ধীরভাবে প্রস্তুতভাবে দেশ সন্থিত ভারত
বাসী রাজ্যের মিকট করণের আত্মশাসন
করিতেছেন। আয়ল'ওর আবেদনে উদ্ভাব
হইয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট আয়ল'ওর আত্মশাসনের
হস্তান্তরীয় অবিরোধন করাইবার জন্য উদ্ভোগী
হইয়াছেন। ভারতের দুই আবেদনে পীড়িতের
কীর্ণ আত্মশাসন, ব্রিটিশের লক্ষণ নিবেদন, ই-
ন্দ্রিয় ব্রাহ্ম হইয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট ভারতের আত্ম
শাসনের আত্মশাসন প্রদান করিয়া সন্থিত

রাজস্ব সমিতির একটি কর্মকাণ্ড।
আমরা কমিটিভার বোর্ড অব রেভিনিউর
কল্যাণ সময়ে সময়ে দেখি আশির্ভূত।
ও অব রেভিনিউতে ভিন্নভাব সত্য নিখুঁত
হয়, এই ভিন্নভাব সত্য রাজস্ব সমিতি
ইকোর্ট। ইকোর্টের বিচারের উপর আপীল
হয় ৭ নম্বর মহলা কমিশন হয় না। এই ভিন্ন
ভাব সত্যের ফলে দেশের সমস্ত কালেক্টারি
বোর্ডের খান বহলোর ভার। মিঃ ড্যান্সিং-
র বিলাত গমনের পর চাইল্ড গোর্ড অব
ভিনিউতে বিলকম বিলকম হইয়াছে।
ভারগণ পরস্পরে একতম না হইয়া কেমস্ট নিয়ম
টিতে আরও করিয়াছেন। একজন সত্য
ভাব এক একরকম বিচার করিয়া তার একাধ
রিমেন, আর একজন রেভিনিউ পরতন্ত্র হইয়া
পূর্ণরূপে ভাষার ভাট উলটাইয়া দিয়াছেন।
কলেক্টরই কমতা নগর। শুভবার এই পিণ্ডীত
পায়ে কাছারও কোম কথা এছবার ঘো নাই,
প্রতি ভটিস ট্রেডলিয়ার দে বিধ এটরপ পর-
র বিরোধী হইয়া বিচ রের কার্য এখানী পর্বা-
কম করিতে বিয়া বিজিত হইয়াছেন। আমরাও
ইরপ বেআইনী কার্য এখানীর বিচার এই দু-
গণ্ড হইয়াছে। বাছারা রাজস্বের সর্বমত কর্মী
হাভের ভল্ড একজনের অধুই লিপি যদি ভিন্ন
র ভিন্ন একরকম লিখিত হয় তবেই একজন
বিচার পাইবার জন্য বোর্ডের স্রীণে আগমন
না বিভবনা হইয়া উঠে। এই ভিন্নভাব বহাণু-
র সময়ে সময়ে এক একজন যদি জ্ঞাতা বিহ
হয় হইয়া যেন তব একজন লুজর করিতে
করিতেই আর একজন হংশ করিয়া যেন।
ভীর বহাণুক্রম পালন করিতে আশিরা কার্যকর
হইয়া কিরিয়া যান। এইরূপে উক্ততম রাজস্ব
হাভের কার্য নির্ভর হয়। আমরা এই সকল
মত, কর্মী প্রকৃষ্ণের উচিতরো মানে মানে সহজ
হয় মুজা চাওয়া দিয়া থাক। ভিন্ন ভিন্ন জন
পুরুষকে খাটিয়া দিম সিম হইতে হয়
ভিনিউ বোর্ডে আমাদের এমন কোন কার্যই
ই। একজন সেক্রেটারি থাকিলেই যথেষ্ট
কার্য চলিত পারে। আর হইজন থাকিয়া
কার্য অত্যন্ত আকিমেও আশাশ্রিত কেননা
কার্যেরই সম্পাদন করিয়া থাকেন। আমরা যদি
ভিন্ন সত্যকে বিচার করিয়া বিয়া খোঁজ তব
রিয়া দিলে কার্যের ঈশ্বরতা হইবে আশিরা
ভারগণ হইবে, আমাদেরও প্রকৃত সর্বদীর্ঘতা
ইবে। রাজস্ব সমিতির এ দিকে সুচিন্তা করা

অগ্রে কর্তব্য। বোর্ড আকিমে ও উল্লেখ্যতা সত্য
মতঃ উক্ততম সর্বমতের, অধীনে বহুভাগি আকিস
আছে এই আকিসটীকে কার্যচারিগণের সর্বমত
বেতন অধিক ও কার্য অপ, আমরা আকিস বিতা-
বের আর, কান পরিবর্তন করিতে উপায় বিই
না। কেন না কার্যচার আরও অধিক চাপাটরা
বিলাত অধবা অন্য না আকিসের নাম মিলাত কম
এতদে কর্তব্যী নিখুঁত করিলে তব লাভের পক্ষ
ভাষা মিলাত অধবা হইয়া উঠে। আমরা
পোষ্টে আকিস বিলিটারি এন্ডাটনস আকিস
প্রকৃতি অনেকগুলি সর্বমতের আকিসের কেবলী-
বর্গের সুবস্থা অচল বিলীকণ করিয়াছি। রেভি
নিউ বোর্ডের মত ভাষাবিলাক সর্বমতের অধিক
সত্যকারী কর্তব্যীও অধিক বেতন দিয়া পরিচর্যের
উপযুক্ত পুরুষের দেব ইটাট ববং আমাদের
প্রার্থনা। কিন্তু এতদ পুতলীর ভাষা হই জর
রেভিনিউ বোর্ডের মত যে বিলকম অধবা অকর্মী
হইয়া পরিচর্যের সুচর হইতে মানে মানে সহজ
সহজ মুজা পোষণ করিতে থাকেন ভাষাবিলাকে
রাখিবার যে প্রয়োজন কি ভাষা আমরা সুচিত
পারি না।

রাজস্ব সমিতি কমিটিভার ছোট আশাশ্রিত
ভারগণের মিত্র জাতিয়া পাঠাইয়াছেন, উক্ত
আশাশ্রিত কোনরূপে বার সত্য হইতে পারে কি
না। ছোট আশাশ্রিত কার্য এত অধিক যে
আরও বিলাত কর্তব্যী নিখুঁত করিলে তবে সুখ-
লাভ কার্য চলিত পারে। জ্ঞেয়াও বিলকম
হইয়া কখনও বলিয়া থাকিলে পার না। রাজস্ব
সমিতি এইরূপ অযোগ্য স্থানের হস্তক্ষেপ না করিয়া
আর একটু উচ্চ বিলকম সুচিন্তা করুন। আমরা
হাইকোর্টের তরেকজন ভল্ডকে অভিরিক্ত ও
অন্যভুক্তীর মত করি। ভাষাবেরও অস্বাধিক
কার্য আছে। কিন্তু রেভিনিউ বোর্ডের স্রীণে
হয় স্রীণভারগণের কার্য কেবল মিলাত বাওয়া
আর লেখা কাটাকাট করিয়া অর্থাৎ এতদর্শীর
সর্বমত করা। আমরা রাজস্ব সমিতিতে উপ-
বেশ দিতেছি ভাষারা অগ্রে এই হইজনকে
বিচার করিয়া বিয়া সমিতির কার্যকারিতার পরি-
চর দিম।

শ্রীশ্রী।



অকরমুবার হত।

অকর বাবুর নামের অগ্রে ভিন্ন পরিচর্য
কিভাবে, আমাদের অকরকরণ বিলীকণ হয়।

বিবি বিলকর গভীর আশা অকর সাব র৭ পাতিভা-
ভীক মতীনা, অধাট ও সর্বমত বাজ বত সত্য
জের জুরসী উত্তম সাধন করিয়াছেন যতকা ল
ভল্ডকোবিদীর বর্গ, জাব, বিজাব ও স্রীণভীর গুরু
ভল্ড স্রীণভীর একরকম করিতে করিতে জীবন ধাপন
করিয়াছেন বত ভাষার সুতম স্রীণ সৎগঠন পূর্ণক
হতকামীতে উপকার বিলাতের ভাষার লাভের
পূর্ণক লিখিতে কোনট না স্রীণ ভীকিলা উত্তম
বিবি সত্য লোভের জীবনী লিখিকা অকরমীক
ইতিহাস জাব কনাইয়া বিলাতের অকর ভাষারই
জীবনী আমাদের আশাশ্রিত। ১৯২১ জুন ১লা
জাবকে অকরমুবার বত স্রীণ প্রাণে সুবিলে হয়।
১৯৮ কনসর বহুভাগ্য কান ভিবি ওকরমুবারের
পাঠশালা লিখিত যান। পাঠশালায় কাটাকাটী
বিলাতনী লিখিবার সময়েই ভাষার মত হয়
“পৃথিবী কত বিলাই আছে? পৃথিবী কতই বড়?
পৃথিবীর সোখাই বা কোথায় ও ভাষার পুত্রই বা
কি? যদি তার পর আকাশ হয়, আকাশই বা
কত দূর?” কিছুকাল পর ভিবি আর্গী পড়িতে
এতদ হয় অগ্রে লিগাসন রচিত ইংরেজী ও
বাঙালী উক্ততম বাস লিখিত জুগোলের বাঙালী
অগ্রে মের, বিলাত, সুচি, বহুপাত ইত্যাদি বিলাত
অধারন করিয়া ইংরেজী পড়িত স্রীণ প্রচিহ্ন হইয়া
উত্তম। কিছু দিম বাঃ তম সাধনানরপ ইংরেজী
পড়িয়া ভল্ড না হইয়া অগ্রে “ওরিয়েন্টাল
বেলিয়ারিড” ভল্ড হয়। এই বিলাতের
সার্ব ভিবিবনার পাঠ হয়। এই সময়ে ভিবি
বিলাতের ভিবিব উত্তম অধিক পরিচর্য যেন।
বিলাতের আর্গী যোঁরনোভন আটা বহাণের ভাষাকে
স্রীণ ও স্রীণ বলিয়া অত্যন্ত প্রেহ করিতেন।

বিলাতের পরিচর্যের কারণ অকালে পিতৃ-
বিলাত। বিলাতের ভাগ করিয়াও, ভিবি অকর
পরিচর্যে উক্ত গণিত পাঠ ও বিলাত বিলাত
প্রকৃত অস্রীণভীর নিম্ন থাকিতেন। এই সময়েই
সংবাদ অকর সম্পাদক উত্তম ওকরমুবারের
সহিত ভাষার আশাশ্রিত পরিচর্য ও অধিকার ভিবি-
ইলা জ্ঞে। অধিক অকর বাবু প্রাণ রচনা করি-
তেন। হইয়া একদিন উত্তম বাবুর অধিকার প্রেহ
লিখিত যান হয়। কখনো গভীর পরিচর্য প্রেহ
লেখার ভাষার স্রীণভীর পড়িয়া। ইতিমধ্যেই
পরিচর্য। ভাষার অধিকার হইয়াছিল।
অগ্রে একরকম উত্তম বাবুর সহিত বাবুরীক উত্তম
বাবু বেতনভাষা হইয়া, বহাণের অধিকার আশ-
সত্য দেখিতে যান। সেই স্রীণই বেতন
বাবুর সহিত অকর বাবুর আশীর্ভা অধিক।

নব কি, সেবেজ বাবুর ইচ্ছামত্রে। তবিত্ত-
গাধিনী সত্যের সত্য। কিত্তিমাধুর বক্তব্য
“বাসবর্ষ” নামে এক সাতিক পত্র প্রচার
করেন।

তত্ত্ববেদিনি সত্যের অধীনে তত্ত্ববেদিনি, পাঠ
লাভা কানিত ৩৫০০ পর অক্ষর বাবু ভাষার
গোলা ও পদার্থবিজ্ঞান শিকক বিদ্যুত হন।

গারট কিত্তিকান পক্ষে তত্ত্ববেদিনি তত্ত্ববেদিনি
১৯৩৫ সালে প্রকাশিত হইবার সংকল্প
হয়। অক্ষর বাবু, কিত্তিকান একাধিকারে ১২

২২ সাল উত্তর সম্পাদন করিতে থাকেন। এই
পত্রের প্রাণী হইয়া সত্যের সত্য বক্তব্য আচার

প্রচার করিয়া। কিত্তিকান পত্রের অক্ষর বাবুর
শ্রমিক পীড়া জন্ম। অধব উপর ৩০ বছর বয়স

হই সময়েই এই সাংবাদিক জগৎ উৎসাহ হয়।
অধব এপার্স ৩৬ বছর জন্মগত রোগ যন্ত্রণা

ভা কবিতা বিগত ১৪ই জ্যৈষ্ঠ ব্রহ্মসভার
পত্রি ৩টা ১৫ মিনিটের পর ৩৬ বছর বয়সে ইহ-

লাক হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। বৈশাখের
সম্পাদ হইতে উপহার রোগের সৃষ্টি হয়। নতুন

গারটের অস্থায়িক উপস্থান ও কালীর সৃষ্টি
ইহা থাকে। উপহার চিকিৎসক ভাষার চক্র

প্রচার যে এত উপহার চিকিৎসা করিয়াছিলেন।
প্রচার কবিতা দ্বারা উপস্থানগারট চিকিৎসা হই

৩৪৩১ হইতেই সে চিকিৎসা আর করা হইতে
হইল না। যে দিনস রাতিতে কবিতা আসিয়া

সংগঠিত হন, সেই রজনীতেই উপহারে তবঙ্গীলা
প্রচার করিতে হয়।

উপহার সৃষ্টিতে সমস্ত বক্তব্য অক্ষরবাবু
হইল। বিচারক কে.তে বাগি উত্তরপাকার

লোক, সৃষ্টি, দুবক, জী-তত্ত্ব অতঃ সত্যেই অক্ষ
প্রচারে প্রতিবন্ধ হইল। কলিকাতা হইতেও

অক্ষরবাবু তত্ত্বলোক উপহার শব্দেই বেগিতে
গলাছিলেন।

দুবক বাবু পুরোপকারী, অসাধিক-অসাধ,
অসাধী, অসাধ দাম্পত্য নিরহকার ও প্রতীকপ্রতি

প্রকাশ। উপহার সৃষ্টিতেই বেগন সৃষ্টি হইল, তব
অক্ষর ও অক্ষর প্রকাশ হইল। উপহার বক্ত কিত্তিকান

প্রচারে চর্চা করিতে কোন শ্রম, জীকেই বেগিতে
প্রচারে বার মঃ। প্রতীকপ্রকাশ অক্ষর বেগন

প্রচারে প্রকাশন প্রকাশিত ও প্রকাশ-অক্ষর
প্রকাশিত। সত্যের পরেও অক্ষর সম্পর্ক

করিয়াছেন। উপহার সত্যপ্রকাশের বিচারে ‘হট-
প্রকাশ সেই সত্যের চিকিৎসার মধ্যপ্রকাশের প্রকাশ

প্রকাশ প্রকাশ প্রকাশিত কার্য করিত। পারি-

বারিক সত্য উপহারে পরিবর্তিত করিতে পারেন ‘মাই
বটে, কিত্তিকান কবিতা অক্ষর ‘হি-নব মঃ।

অক্ষর সত্য অক্ষর এবং উপহারে প্রতিবন্ধ করিতে
পারিতেন না। কিত্তিকান সত্যপ্রকাশ হইয়া চিঃ

হইতে উপহার অক্ষর করিতেন। অক্ষর, অক্ষরপ্রকাশের
অক্ষর, অক্ষর প্রকাশিত হইল।

পুস্তক সমালোচনা।

The rising Tide of political activity in
India পাইওনিয়ার ভারতের রাজ্য প্রেরিত

প্রতিবিম্বিত ও ভারতবাসী অক্ষরপ্রকাশিত হইল।
গণের জাত শ্রম। উক্ত প্রকাশিত পত্রিকা ভারতের

প্রতি প্রকাশিত পত্রিকাভরতা প্রকাশিত করিয়া যে একটি
সুখী প্রকাশ প্রকাশিত হইয়াছিল ‘মিরার’ পত্রি

কাত উপহার প্রতিবাদ করিয়া যে একটি প্রকাশ
প্রকাশিত হয় এই পুস্তকে ভারতের সকলপ্রকার

সংগঠিত করা হইয়াছে। প্রতিবাদ যে প্রকাশ, বিচার
ভাব বর্জিত ও ভারতবাসী হইয়াছে পুস্তক পাঠেই

ভাষা সৃষ্টিতে পারা বাইবে। অক্ষর, অক্ষর
করি শিকিত দুবক প্রকাশের মধ্যে বিবি পাঠেই বিচার।

রোর উল্লিখিত সৃষ্টিতে প্রকাশ পাঠ করিয়াছেন
তিনি একবার প্রকাশিত পুস্তক এই সৃষ্টি পুস্তক

বাগি পত্রিকা দেখুন। প্রকাশিত করিলেই এক এক
বক্ত মিরার প্রকাশিত প্রকাশ হইয়া বাইবে।

অক্ষরবাবু প্রকাশিত প্রকাশ প্রকাশিত—ইহা প্রকাশ
প্রকাশিত করিলেই সত্যের উপস্থান করিয়া। উপহার

প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত হইয়াছে।
প্রকাশিত প্রকাশিত এই সৃষ্টি পুস্তকে প্রকাশিত উপস্থান

প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত হইয়াছে।
প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত হইয়াছে।

Calcutta Journal of medicine প্রকাশিত প্রকাশিত
প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত

প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত
প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত

প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত
প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত

প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত
প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত

প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত
প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত

প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত
প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত

প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত
প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত

প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত
প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত

প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত
প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত

প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত
প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত

প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত
প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত

প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত
প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত

প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত
প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত

প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত
প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত

প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত
প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত

প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত
প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত

প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত
প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত

প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত
প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত

প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত
প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত

প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত
প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত

প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত
প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত

প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত
প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত

প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত
প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত

প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত
প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত

প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত
প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত

প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত
প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত

প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত
প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত

প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত
প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত

প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত
প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত

প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত
প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত প্রকাশিত

সেই বার্ষিক পারিভোজিক ব্যয়কারী অভিযুক্ত
শেখ মতাসবারোহে সম্পদ তউয়া গিয়াছে।
ই উপলক্ষ সাহেব একমত কর্মসূচী উদ্ভবিত
কলকাত্তা মিউনিসিপ্যালিটির তাইস চেয়ারম্যান
মতাসবার হীযুক্ত উপস্থাপনা বিব্র সিএ বিএল,
সভাপতির আগমন প্রকণ করেন। সভাপতির
স্বাগতম্বারে সম্পদক জীহুত জুহুবাধ সর-
ব বিব্রাম্বরর অসম ধাত এ২২ বাৎসরিক
কর্কট সর্মসাম্পরণ সনকে পাঠ করেন। পারি-
ভোজিক ব্যয় সনাত তউয়ে আশপাঠ কাগলজের
পারিভোজিক জীহুত অবিলম্বত ৩ট্টাচ বা
২২ জীহুত বসন্তকুয়ার সরকার বি, এ শিক্ষার
পকাবিভা ও কলি স্থিয়ার উন্নতি বিব্র
বীর্ধ ও অপর প্রাণী একতা কঁবিত্য সনাত লোক-
সনকে পরিকৃত্ত করেন। অপরম্ব, সভাপতি
জীহুত বিব্র বিব্র সনকে সর্মব করিয়া সনাত ৩২
করেন।

কগলীর সেসম জজ, রাসালনি সাহেব যাকি
উকিল নে.জ.ারগণকে নিজের চেগার আনিতে
পাশেপ করিয়াছেন। তিনি বলেন উকিল
সাহেবের চেগার জোগাইতে গবর্ণমেন্টের ব্যয়
করা অনর্থক। খটেইউ। রাসালনি যদি কখনও
সনাতনের বিষয়ে আদালতে হেঁজা নে.জ.ারি ও
চর্চিতর রাখা হইল তাঁহার মস্তিকে কখনই
ই সৃষ্টিছাড়া মতলাবর উদয় হইত না।

গোমাই অঞ্চলে মুক ৩২ ঘরের শিকার জমা
করা হয়। একাধিক বিদ্যালয় আছে। একপে অঞ্চল
২৭। অপর একটা বিদ্যালয় খোলা হইতেছে। কলি-
কাতা এই মঙ্গল ঈশ্বর কবে গ্রহণ করিবেন ?

চীনগ-ব-নটে ভারতবাসীকে সৈন্য জীবীত
প্রবৃত্তি কবিঃছেন। জ্ঞান মুসলমানকে বিদ্যাস
কবিয়া সৈন্যাদ্যক্ষর পাঠ দিত পানিতঃছেন।
ম.র ইংরাজই কেবল অবিদ্যাস অতি-ব.বাসীকে
চর করিয়াঃছেন। ইহার অপেক্ষা দুর্বলতা আর
কি হইতে পারে ?

কেন্সিটন ভারত প্রবর্তনীর অর্থক ব্যয়-
বাহী উপস্থিত ছিলেন। বঙ্গাধীক সর্জন
করিবার জন্য ইংরাজেরা ইংরাজি ভাষার যেমন
একটা গীত গান করেন, ভারতীয় ভাষাতেও ভারত-
বাসীরা যেমননি আর একটা সঙ্গীত গাইয়াছিল।
“কেন্সিটন” বলেন এই ব্যাপারটিকে বোধ হয়
ইংরাজের মস্তিষ্ক ভারতের আবশ্যকীয়তা দি-
নেন অস্বকৃত হইতেছে। প্রবর্তনীর অর্থক রাজ্য
ও রাজপরিবার উপস্থিত ছিলেন।

ଡ଼ାହିମନ ଯଶୋବନ୍ତ ଆକାଶୀୟ ମୌନାକାଶ ଶୁଦ୍ଧ ସଦା

সহিত ই রাজের আর কোন বিধানের সন্ধান।
নাট।

ভাষ্যভাষ্যের দ্বিতীয় অধ্যায়ের মতে, ভাষ্যভাষ্য
দ্বিতীয় ভাষ্য অধ্যায়ের মতে, ভাষ্যভাষ্য
ভাষ্যভাষ্য ভাষ্যভাষ্য ভাষ্যভাষ্য ভাষ্যভাষ্য
ভাষ্যভাষ্য ভাষ্যভাষ্য ভাষ্যভাষ্য ভাষ্যভাষ্য
ভাষ্যভাষ্য ভাষ্যভাষ্য ভাষ্যভাষ্য ভাষ্যভাষ্য

নিম্ন লিখিত ছাত্রগণ বাঙ্গালী চেম্বার্সপ্যাথিক
ডক্টরি পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

উচ্চবিভাগ অক্ষয়কুমার চন্দো, ম ল বিহারী
বিশ্বনাথসহ বাগ বড়, জগদেন্দ্রের মুখা কানি-
সহায় বসু। রাজকিশোর পাণ।

তৃতীয় বার্ষিক পরীক্ষা- প্রবেশন বঙ্গাধার, অধিকাচরণ বোস, বিহারীলাল চক্রবর্তী, রমচন্দ্র উপাধ্যায় বোস বিবারেচন্দ্র ভট্ট।

ট্যাক্সিল পরগণার বাটাল গ্রাে শে একটা হুহুতী
 আইক সভা হইয়া গিয়াছে । সভার ভাে লোকের
 সংখ্যাও অধিক হইয়াছিল । পণ্ডিত কৈলাশচন্দ্র
 বিদ্যালঙ্কার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ।
 ২৭নে গুলশানাবাস কোণের “বাগএক” নামক
 হেংরাঙ্গী কবিব্রতী পাঠ করিয়া সভার কায্যারম্ভ
 হয় । বাকু হরেরচন্দ্র ভালুকহার ভংপরে বজালা
 ন্যায় সমিতির উদ্দেশ্য ও কার্যকাণ্ডিতা বুঝাইয়া
 বিয়া ভাহার কন্যা চাঁদা সংগ্রহ করিবার ইচ্ছা
 প্রকাশ করেন । এখানেও পানিরায়েমটোরি
 কনিষ্ঠ, বাগদাপক সভা, ভলন্টিয়ার গ্রন্থ, মিডিল
 মার্কেসের বসস নির্ণয়, অগ্র আইন মিবারণ, জুডি
 সিয়াল ও একজিকিউটিভ বিভাগের প্রস্তাবকরন
 ইনকনট্রোল উইটাইয়া বিয়া আনদানি গুলক হু লং,
 ইত্যাদি বহুবিধ বিষয়ের আেচনা হইয়াছিল ।

মনিপুররাজের মুহূর্ত্ত হইয়াছে। তাঁহার মুহূর্ত্ত-
পর গত ২০ এ বেরাজ্যের উত্তরাধিকারী সিংহা-
সনে অভিষেকের কার্য্যের পর আর এক ব্যক্তি
সিংহাসনের দাবী করিতে আসে। দুইদিন মুহূর্ত্ত
পর সে ব্যক্তি কাছাড় পলারব করিয়াছে সেখানে
লকীমপুরের নিকটে কলাঙলা নামক স্থানে সৈন্য
সামন্ত লইয়া তাঁরু স্থাপন করিয়া আছে।
মিঃ ডালি ২০০ পুনিব সৈন্য লইয়া কলাঙলা
অগ্রসর হইয়াছেন।

বিহারের কারাগার সজ্জার ব্যয় কত। বিহারের
ব্যয় কত। বিহারে বিভিন্ন একটি সভা করিয়াছেন।
বিহারের জল কত। অতিথ্যবক আর ১০২টাকার
অধিক ব্যয় করিতে বাধ্য হইবেন না। পালের কোন
অতিথ্যবক যদি কমাণীকে ইহার অধিক ব্যয়
করাইতে যান তবে কারাগার সজ্জা উহার এক
ব্যয় করা হইবে। অমরা এই সংস্কারটি সুসিদ্ধ।

বড়ই ছুঁতী উইলান কিন্তু সত্যাপণ তাঁহাদের আভি-
 যোগ্যনি মৌলিক কার্যো পরিণত করিতে কৃত্রিম
 সমর্থ উইলান স্বতঃপাৎ সক্ষম । মিসারি মূল্য
 পিকাসতার আদে বিস্তর বে বায় তত আভিগত
 হ্রাস করিবার একটা যত্নোপায় করা উচিত ।
 আভির সার বড় মার বটে : মোটেকবলে "বাণ ম
 মরণ" হার । কিন্তু কন্যা বিবাহের মার্য সমাজে তৎ-
 সমাজে কেবল অত্যাচার বা পীড়ন নাই । মোটেক
 ইচ্ছা করিলে অল্পসংরেত আদে সমাধা করিত
 পারে ।

পশ্চিমাঞ্চলের কোন ইংরাজবরবারের আবেদন
করিতে হইলে সেন্যের রাজাগণকে স্বতঃপূর্ণিক
বাইতে হয়। এটা অবর নহি। চাংবাগা রাজা
রায়শাল গির মাঝি মার আশ্রয়তে লগালে
লাগা বরবারে আবেদন করিবার সময়। পাঁচুকা ভাণ্ড
করেন নাই। রায়শাল গির আবেদনবিটাই
কাজে এই সাময়িক আশ্রয়ণ আমরা সকলে
সহ্যে। অতীত রাজারও ভীহার দুইটি এখন ক
কর্তব্য।

মাতৃ ময় সারস্বতীমাতার অত্যাচার ক'রে মহত
লোক প্রতিবাদ করিতেছে। সুখি এইবা। তিনি
সার্থক হন।

ইনকম্ ট্যাক্স এং'ল, টীওগামগণ বড়ই বিবর্ত
হইয়াছেন। এই সুবিধা ট্যাক্সের জালে বেনীয়ার
ইংবাজ উভয়েই আবদ্ধ হইয়াছেন। ইহা না হইলে
বনি বেনীয়ারগণের উপর পোম ট্যাক্স বসান হইলে
ভাড়া হইলেও গোবদন ভাড়াহের কাছারও আশী
খাতিব না। কেহ কেহ বলেন ছিন্না মালিক ইত্যাদি
বহুসংখ্য ব্যবসায়ির উপর কর ধরিলে ভাল হয়।
কোন ব্যবসায়ী জানাটের উপর কর বসাইতে উপ
দেশ বেন, কেহ বা বলেন সুপারির উপর ট্যাক্স
করা উচিত। আবার বলি ইহাও অশেষ
ছোট ও বিকৃটের উপর কর ধরিলে কি অধি
উপকার হয় না। ৭

মাক্রাজের রায় বাহাদুর টি পোশাক রায়
মৃত্যুতে আনণ্ড বিতান্ড দুঃখিত ইবদাঃ ৬ খে
প.ল রায় এক জন কৃত্যবিত্ত অদেণ দ্বিতীয় ব.তি
দ্বিলেন। ইহঁর অকাল মরণে মাক্রাজ বানী এক
দুঃখ হারাইলেন।

ଆମାସୀ ଯଥା ସ୍ବର ହରିଃପ୍ରକାଶ ଟେକି
ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ମୂଳ ବିଭାଗ ଦୋଳା ହରେବ ।

মহারাজার জন্মদিন উপলক্ষে কলিকাতা উন
পশ্চিম বাজার ঘোষারী ও অপরায়ন হলে তা
তবাকী পুণ্য আনন্দ করিয়াছেন। কলিকাতা র হা
জংকীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মহা রাজার নাম সংকী

[illegible]

আমরা এপৰ্য্যন্ত জনতার বিবিধ প্রার্থনার বিষয়
সম্বন্ধে পাঠ করিয়া আসিতেছি। বিশ্বাস ছিল
যতীন সম্রাটের কর্তৃক ঢাকা, অথবা উল্লেখিত
করিয়াছে; কিন্তু প্রত্যক্ষ বোধিতা বিপরীত ভাবে
উদয় হইল। এখানে মিউনিসিপালিটির বড়
সম্মেলন। কোথাও মিউনিসিপালিটির সুব্যবস্থা
করা যায় না। গলিগুলি যতদূর হইবে সমস্ত
সময় যে গলি'র বাই তদ্বি কলিকাতার গোলাপা
পাড়ার কথা যথেষ্ট। গালি দুই পাশ, চারদিক
যেই প্রথমে সার্বভিত্তিক রোড, যেইও সকল
যায়ে পরিষ্কার হই। পাইপলাইন বাইরে হইলে
যে, ব'হর বেশ বয়সের বাইতেছি। এখানে মিউনি-
সিপালিটির সুব্যবস্থার উদ্যোগ করিয়া বহুকে যে
সেইর, বহুদায়কতা। স্ট্রেটক টের, অত্যন্ত বড়-এক
এখানে বড় করিয়া পায়ের, উদ্যোগের দ্বি-বিশ-
বয়স, সম্মানিত করিয়া আসি না। ঢাকা-বহুজনগণ
নগরী। এখানেই আশ্চর্য্যের যে বিভাগ প্রাচ

ଦୈନିକ ଡାକର ଆମ ମେଲେକ ନାହିଁ । ବୁଝିଲାଣି
 କିପାରିଲି ଏତେକଦିନି ମୋହରୀୟା ଲାଜି ଆସିବ ।
 ତଥାପି ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ନାହିଁ । ମାୟାମା କଲେଜର ଶୁଭ
 ବାର୍ତ୍ତାମାନେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଯୋଗ ଦେଇଛି ।

অনেক মেলা যেখানেই ঢাকা সরকার প্রভৃতি
 বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয়। তবে শুধুমাত্র এ
 ইটোমোশীত মেলায় শরৎকাল যমিত। থাকা ঢাকা
 তির অল্প কোম মেলায় দেখি মাঠ। জেননা:

সংবাদসমিতির পত্র ।

ବାସନ୍ତରକାଳ ।

এ অগ্নিকাণ্ড হ'লো কি ? পূর্ব্বকালে জাপানার পাঠকবর্গকে বংসারী বিজুপুরের অগ্নিকাণ্ডের কথা জ্ঞাত করিরাছি। সেই অগ্নিকাণ্ড ১৮৬২ বিজুপুর গ্রামের অর্ধাংশ ভস্মীকৃত হয় কিন্তু তথা তাতাত্ত পরিভূক্ত হয় নাই। এক সত্তাহ বাইটের না বাই-তেই পুনরায় স্থাপিত হইয়া অপরাধীও গ্রাম কর্ত্তি-হাছেন। হতভাগ্য এ বন্যাসীগণ একাংশ অনেক কৃকদল আভর করিয়াছেন, বাড়গ্রামেও পুণঃ পুণঃ আগুণ লাগিতেছে। এমন কি এক এক ব্যাটের ২৩ ব্যাট ও আগুণ লাগে। অপর্যাপ্ত গ্রামে ও এইরূপ। যবে আগুণ লাগান এ অকালার হুটী লে, কগণ অতি সামান্য ব্যাপার মনে করে, তাহার বিশেষ কারণ এই বেঁধেবন্ধতাই বটুক আর সড়ই মস্তব্যাক্ত বলিয়াই বোধ বটুক তাহার কোমরপ বিশেষে অঙ্গসম্মান বা শাসন করা হয় না। শুনিলাম বাড়গ্রাম হুগের চেতনাকীর বাবু এখানকার অগ্নির অত্যাচারের বিবরণ বর্ণনা করিয়া তাহার : তিকা-রের উপায় করিবার যিনিষ্ট ঐক্রেপুটী লাত-যের নিকটে প্রার্থনা করেন কিন্তু জোমস মাংসে নিয়াজবীর থাকিন হইলেও মতপাতার লোক। তিনি লংসো লোকের কথার কাণে বেশ মায়া দিব আর নাই বিম তাহাতে বড় কতি নাই কিন্তু তাহার রাজহের বে দুর্গাং হইতেই ইগাই আকোপের বিবরণ, কারণ যে সমতিবিজবে প্রজাগণ প্রতিদিন অগ্নিযাত্রা কণীভিত্ত হয়, তাকিম তাহার কিছুই করেন না, কিছা ক রতে পারেন না। সেখানকার জাকিমের মিনা হয় বৈ কি ? কিন্তু পূর্ব্বকই অ, ত করিরাছি যে মাথার উপর একজন দুর্গাং থাকিলে লোক মিনা তাহার কিছুই করিতে পারেন না; এং বর্জি হইবার ভয় ও থাকনা, কিন্তু আকোপের বিবরণ এই যে, জেলার ব্যক্তিষ্ট ও বিভাবীর কদিস র মাংসে ও এই বিবরণ

একটি বিশেষ কথিত অগ্নিকার্যের কেবল প্রতিবিম্বের
চেতন কথিত হইবে না। অতএব অগ্নিকার্যের ভিতর
কেন্দ্র আত্ম কোন স্থানে আছে বলিয়া বোধ করা
পূর্ণ-জ্ঞানিকার্যের সংবাদপত্রে বিখ্যাত চাকিদানদের
ও গুরু-মন্ডলের গোচর করা হয় কিন্তু এখন
সেবিভেদেই সে কথা মিত, অসুখ। অতএব ব.জা.নার
আলিঙ্গন ও প্রাণীক সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়া ও
কোন কল-ই-বহুলা কেবল অতএব সংকে
চাকিদানই বৃত্ত এইরূপ মতে। সবভিগতনে
সাত্ত্বিক আকর্ষিত নিকটস্থ মাত।

এদেশে রেশমি কাপড়ের ব্যবসা অধিক পরি-
 যবে গড়লিখ। কি, তাঁতি, কি, অঙ্গার তাঁতি, কি বিস্ম-
 তি সুন্দরানাম অনেক শ্রেণীতেই রেশমি কাপড়
 বুনিয়াদী খোঁজা যিহঁৎ করে। যত বড় এ নবাবেই
 কলিকাতা ওড়তি স্থানের ২১৪ জন করিয়া বণা-
 জন আছে ও তারা তাঁতিদের কাছে এই সকল বস্ত্র
 খরিদ করিয়া চালান দেন। কিন্তু এ শহরের রেশ-
 মের বাজার অত্যন্ত গরম হওয়ার আর কাপড়
 বিকাইতেছে না। কাজেই তাঁতি যথেষ্ট তাকাকার
 উদ্ভাৱে, তাহার উপর আবার এই অধিকাংশ।

আরওলাভের সম্বন্ধে যক্ষ্মারের হৃদয়গণের
এমনি স্তম্ভিত, যে পলিগ্রামের লোক আজিও
ইহার বাপারটা কি ভাণ্ডা বুঝে নাই। কাজেই
মির্জাচন্দ্রের মিন আতীত হইয়া বেগুনও গুই চারি
খামির অভিরিক্ত মির্জাচন্দ্রের হৃদয়
নাই। একদা জেলার মাজিষ্ট্রেট মহোদয়ের
পরিদর্শন করিয়া পুথারার সময় মিন হইয়াছে।
আরও আইনগতসারে মির্জাচন্দ্রের বাড়ির মধ্যে
অনেকেই বোটমাধি কিছুই পায় নাই। ইহাতেও
কি বলিতে হইবে যে আরওলাভের স্তম্ভিত
হইবে? উপরে বাহা বর্ণিত হইয়া রামপুরহাট
মাজিষ্ট্রেটেরই ভাণ্ডা অধিক বাটে।

এখানে জাত করিয়াছি যে বর্ষ এতিমশিতা
এখানে অনেক শুভকল এখানে করে । আশ্বিনামন
সম্বৎ ৩ তাতাই বটীয়াছে । যদিও এখানে রামপু-
রহাট নিশ্চিত ছিল কিন্তু আজিও সে সম্বৎ
সম্বৎ ২৩৩৩৩৩ একশত কিছু কিছু সজীবতা দেখা
যাইতেছে । কিন্তু পক্ষে ভাষ্যের ফেলারবারু ও
উকিল সুরথ বারু ও জাফ পক্ষে ইজিবিয়ার অফি-
সের বড়বারু বহুমান রাফ ও উকিল অনন্তবারু
নির্ধা, চত চইতে চেষ্টা করিতেছেন যাক্রোবের
মুসলমানমণ্ডল ও জীবীনার সুরথবীকে নির্ধাচিত
করিয়া সচেষ্ট হইয়াছেন ফল বেরণ হইলে পরে
জানিত পারিবে ।

ইহা ধাতু-বসন্ত, অগ্নিরোগ, পীড়নশীতা, বেহা,
 গাঢ় হৃৎকলন, রক্তাশাশ্রয়, নিম্নাধীনতা, পুরাতন
 বসন্ত, রক্তপিত্ত, হাঁপানী, জ্বর, আশকান, অগ্ন্যবাস
 প্রলোভনের বেড়ি গ্রহণ, গৃহিণী কীর্তি বাতুল, বাহক
 ও প্রভৃতি প্রকৃতি রোগনামক আশ্রয়স্থলে আশ্রয়

করেক বহুসর হইতে শত শত রোগীর আরোগ্য
 চারা বিশেষ পরীক্ষিত সর্বাধিকার ম্যাজেরিয়া
 হাঁহের শান্তিকরক উৎকৃষ্ট হোমিওপ্যাথিক ঔষধ
 বাবদাপত্রসহ ১৩৯৫২ নং ৮০ এমৎ বহুব্রহ্মীকার
 বিদ্যাত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বাবদাপত্রসহ নং
 ১৪০ বেড় টাকা । ইহা কেবলই আমাধিসের দ্বারা

১৩ নং রাধাবালায়
কলিকাতা

হোমিওপ্যাথিক ড্রাগালার।

জি. এম. ডট্টাচার্য এণ্ড কোং।

এখানে ক্রমাগত কার্যকরী জাতীয় লোক-আমরিকা ও জর্জি ডট্টে বিস্তারিত হোমিওপ্যাথিক ড্রাগ, পুস্তক, কক, শিশি ও বটানি আনীত হইয়া যত্ন সহিত বিক্রয় হইতেছে। এলেন এমসাইকো-পিকিয়ারা মূল্য ১৮০ হারিনান মোঃ পিটারা মূল্য ২৪ প্রকৃতি বট ৭৩ পুস্তক পাওয়া যায়। বিলাতী ২০০ ক্রেন ১১০ মাদার টেল ১৮০ নিয়ন্ত্রণ ১০ এবং ২২ ড্রাম ১৮০ হিসাব বিক্রয় হয়। ১২ শিশির ওলাউটার বাক্স মায় পুস্তক ৪৮ এই ক্যাকরসহ ৫০ সাধারণ চিকিৎসা-সার পুস্তক সহ ২৪ শিশির ৮১, ৩০ শিশির ১০১০ ৪০ শিশির ১৪, ৪৪ শিশির ১৮১০ ড্রাম সমস্ত ১৩০ ৭২ শিশির বাত্মিক ড্রাম সমস্ত ২২, ২০০ শিশির টেবুলে বাক্স পুস্তক ও খণ্ডনির্দেশ সহ ৮০ খণ্ডনির্দেশ ৪১০ ও ৫ (কাউন্সিল বিবরণী) (সমস্ত বাক্সের সমস্ত পুস্তক ও কোটা চালিবার বাক্স পাওয়া যায়) বিক্রয় ১১৭ নং বক্সার টি, কলিকাতা।

জিজ্ঞাসকীনাথ ডট্টাচার্য ব্যানিজার।

—৩৩—

১৮৭৪ অব্দে স্থাপিত।

শরচ্চন্দ্র দত্ত এণ্ড কোং।

হোমিওপ্যাথিক ড্রাগ।

প্রস্তুতকারী।

কলিকাতা মহা বেলার এবং হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারবিদের নিকটে হইতে ড্রাগের উৎকৃষ্টতা সহজে প্রমাণিত হইয়াছে।

মূল্য সুলভ।

ওলাউটা চিকিৎসার ১২ শিশি ব্যবস্থা ও কপূ-বের আবক সহ ৫ টাকা।

গৃহ-চিকিৎসার ২৪ শিশির বাক্স ব্যবস্থা পুস্তক সহ ৮ টাকা, ২ শিশির বাক্স ১০ টাকা।

সাধারণ চিকিৎসার ৫১ শিশি ড্রাগের বাক্স ব্যবস্থাসহ ১৮ টাকা।

ডাক্তারবিদের উৎকৃষ্ট বাক্স ২৫ টাকা, সম্পূর্ণ ড্রাগপূর্ণ বাক্স ৫০ টাকা।

ইংরাজী বাঙ্গালী যন্ত্রি মূল্যনির্ণয়পত্র বিলা মূল্য প্রাপ্য। বিক্রয় ৫৫ নং কলেকট্রিট কলিকাতা।

—৩৩—

বিশেষ ব্রতব্য।

সোমপ্রকাশ বস্ত্রে, ইংরাজী ও বাঙ্গালী নানা প্রকার, কবচ, মাল্য, চক্রে, সজ্জা মূল্য অল্প সময়ের মধ্যে সন্তান থাকবে উচ্চাঙ্গরূপে কাব্য সম্পন্ন করিয়া দেওয়া যায়।

মকমলের যেসকল গ্রাহক কলিকাতার অসিবেল এবং মহরের যেসকল গ্রাহক সোমপ্রকাশের মূল্য হস্তে দিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ২৭ নং কলেকট্রিট সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে দিয়া মনি লটবেন। মনি অর্ডার করিয়া ডিপজিটারীতে পাঠা-বার প্রয়োজন নাই। মনি অর্ডার কার্য্যা-লয়ের বটিকা মায় পাঠাইবেন।

অন্যদেবল কলকাতা পালের অর্থার্থ শিকক পণ্ডিত ও ছাত্রবিদের মায় ডাক মাসুল সম্বন্ধে ৩০ টাকা, সোমপ্রকাশের মূল্য নির্ধারিত হইয়াছে।

বিজ্ঞাপনসম্প্রদায়িকের প্রতি।

আমরা বিদ্যে সহকারে সাধারণকে জানাই-তেছি, বাহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করিবেন তাঁহারা সোমপ্রকাশের পত্রিক গণনা বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পত্রিক ৬০ আনা, তাহার পর ৮০ আনা। ইংরাজী অক্ষরে প্রকাশ হইলে ৬১০ করিয়া মাইন প্রতি বার ধরা হইবে।

যেসকল কার্য্যখানির বিজ্ঞাপন আদ্যবিদের নিকটে আদ্যবে, তাহা প্রথম একবার বিদ্যামূল্যে প্রচারিত হইবে। তাহার পর বিবাহসময়ে মূল্য বওয়া হইবে।

ক্রীড়াক্ষেত্রের কাননাথ বিদ্যাক্ষেত্র প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি নিম্নলিখিত মূল্যে ও ডাকমাসুলে কলিকাতা ২৭ নং কলেকট্রিট সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে পাওয়া যায়।

উপদেশমালা	মূল্য	ডাকমাসুল
১ র ভাগ	৬০	১০
২ র ভাগ	৬০	১০
নীতিসার।		
১ র ভাগ	৬০	১০
২ র ভাগ	৬০	১০

৩ র ভাগ	৬০	১০
বিশেষের বিলাপ	১৫	১০

করখানি একত্র লইলে সমুদারে ডাক মাসুল ১০ লাগিবে।

ক্রীউপেন্ডেক্সার চক্রবর্তী।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত বস্ত্রবস্ত্র
বস্ত্রবস্ত্র

সম্প্রদায়িক সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য ডাক-মাসুল সম্বন্ধে বার্ষিক ১০ টাকা এবং বাঙ্গালিক ৫০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ২০ কলেকট্রিট ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা বাঙ্গা-লিকের মিয়ন মাই। শিকক ও ছাত্রবিদের ডাক ডাক মাসুল সম্বন্ধে ৩০ টাকা দির করা হইয়াছে।

অগ্রিম মূল্য বা পাঠিলে মকমলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। বাহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন তাঁহারা অর্থ মায় মাসুল করিয়া লিখিয়া কলিকাতার কলিক সোমপ্রকাশের ডাকমাসুল উপেন্ডেক্সার চক্রবর্তীর মানে মোট, কর্তা, বরাদ্দ চিঠি, মনি অর্ডার ইহার অক্ষতর মতোত মায়ের অবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্ড আকার অধিক মূল্যে ৬০ টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য বিলম্বিত হইবার পূর্বে কেহ সোমপ্রকাশ প্রেরণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

বাহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন তাঁহা বিদের সেই পত্রাদি প্রেরণ করা হইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পত্রিক ৬০ মাই আনা তাহার পর ৮০ এক আনা দিতে হইবে। কেবল ইংরাজী অক্ষরে প্রতি বার ৬১০ করিয়া মাইন ধরা হইবে।

প্রেরিত, সংবাদমালা, অসমর্থকারীর পত্র ও আত্ম প্রকৃতি যেসকল বিদ্যে মায় মাসুল হস্তে প্রকাশ জ্ঞত আইনে তাহার মাসুল বা কোমলী আইন বিলম্ব বা সজ্জা এবং মাসুল বিদ্যে বিবরণী বিদ্যে সম্প্রদায়িক, প্রকৃতি, বা কলেকট্রিট দ্বারা মাসুল।

এই পত্র কলিকাতার কলিক সোমপ্রকাশ ডাক হইয়া চাকরিপোতা সোমপ্রকাশ বস্ত্র ক্রীড়াক্ষেত্রের কাননাথ চক্রবর্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাত্যহিক প্রেরিত ও প্রকাশিত হয়।

সামপ্রকশ।

৩০ নং ভাগ

সর্বস্বাসাং প্রকৃতিচিন্তায় পার্শ্বিঃ সর্বমন্তো যতিলভ্যন্তো ন স্বীয়স্যাং । ”

৩১ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক দুলা মাসুল সর্বত্র
১০ টাকা। অগ্রিম বাৎসরিক ৫০।

১২১৩ সাল। ১ লা আষাঢ়। ইং ১৮৮৬। ১৪ ই জুন।

৭ রিপনাব্দ। ১ লা আষাঢ়।

অসমর্থ পক্ষে মাসুল সর্বত্র বার্ষিক
টাকা মাত্র। শিকক ও ছাত্রবিশিষ্ট
জন্য বার্ষিক মাসুল সর্বত্র ৩০ টাকা

বিজ্ঞাপন

পি. এন. বিশ্বাস।

৪৭ নং সীতানাম ঘোষের
কলিকাতা।

স্বর্ণ রুবরী ভূষণ তৈল।

১ বছর কেবল তেল বিভাগে ব্যবহার্য।

মূল্য ৬, ৪, ২ আউন্স বিশিষ্ট ৫০, ৫০, ১০/০ আনা।

২ বছর কেবল স্নানের পূর্বে ব্যবহার্য।

মূল্য ৮, ৪, আউন্স বিশিষ্ট ৫০, ৪০ আনা। প্যাকিং
৫/০ আনা।

সবিশেষ বিবরণ ক্যাটালগে দেখুন। ১/০ আনার
টিকিট পাঠাইবেন ২৪ পৃষ্ঠার বহি (ক্যাটা-
লগ) পাঠাইবেন।

প্রিন্টিং টাইপ।

অল পাইকা, পাইকা, গ্রেট প্রকৃতি অক্ষর
প্রাপ্যামার আবশ্যকীয় ব্যবহার্য প্রব্যাদি বিক্র-
য়ার্থ প্রস্তুত আছে। (অল্প বা অধিক) সস্তার মত-
অলে পাঠান যার। ক্যাটালগের ২ লা মাসুলসহ
১/০ আনা।

মূল্য এজেন্সি।

অল্প মাত্র কবিশ্রম লইয়া (গৃহস্থ ও ব্যবসায়ী
সকলেরই জন্য) জামা, কাপড়, ঔষধ, বহি, বাজ,
অলভার, হুত, ময়লা, চাউল, আলমারি, টেবিল,
চিঠার প্রকৃতি সকল প্রকার প্রব্যাদি (শ্রবক
সংস্কার) সস্তার পাঠান যার। ১/০ আনার টিকিট
পাঠাইলে কবিশ্রমের বিবিধ পত্র সহিত বাজার
ঘরের বহি পাঠাইবেন।

কর্মস্থান

Wanted a lower class Teacher or Pan-
dit for the Chorebagan Training School

Kally Prosuno Basu

78/1 Mooktaram Bann Lane—Calcutta

বৈক্য

এই ভক্তি প্রচারক বাসিক পত্রের ৮ মং সংখ্যা
প্রকাশিত হইয়াছে, ইহার অগ্রিম বার্ষিক সর্ভি, বা
১৪ পেক টাকা নিম্ন লিখিত স্থানে পাওয়া যায়।

“ভক্তিরস মৃগসিন্ধু” (পূর্ববিভাগ)

সংস্কৃত মূল, টীকা, টোলনী, বাজালা অস্ত্রাবহ এবং
বাজালা টোলনী সহ ভক্তি বোধক বৈক্য গ্রন্থ
মূল্য ১ টাকা ডাক মাসুল ১/০ আনা।

“বেদান্ত স্যামন্তক” (গোবিন্দ
ভাষ্যকার ক্লত)

ঐশ্বর্য, জীব, প্রকৃতি কাল, ও কর্মতত্ত্ব বোধক
বৈক্য সিদ্ধান্ত গ্রন্থ (দেবনাগরাক্ষর মুদ্রিত
সংস্কৃত) মূল্য চারি আনা ডাক মাসুল ১/০ অর্ধ
আনা।

পুস্তক দুই বামি আবার নিকট ও সংস্কৃত ডিপ-
জিটারি, সোমপ্রকাশ ডিপজিটারি এবং বৈক্য
ডিপজিটারিতে পাওয়া যায়।

ক্রীড়ানীহার বাথ

রামসবক বজিকের পোস্তা।

বড়বাজার, কলিকাতা।

নূতন পুস্তক।

মদ খাও—নেশা ছুটিবে না।

(আশ্চর্য্য সত্য কথা ।)

ইহার ত্রিংশ শ্রেণীর সংস্কৃত অসহনীর

হুঃখ তার অস্ত্রের পূর্বক অধিনব্বর “অনন্দ
উপভোগ কবিতা” দাখলা করুন, উহার এক
এই অপূর্ব নব খাইয়া দেখুন। এ মন অর্থ দ্বারা
করিত হয় না, এ মন খাইবার কোন নির্দিষ্ট সম-
নাই এবং ইহা একবার খাইলে চিরকাল সন্তোষ
নেলা থাকিবে। পুস্তকের মূল্য ৮০ তাং নং ১
পায়সা।

ক্রীঃ সাহসুনার সুখোপাধি।

১৩ নং কোড়াবাগান ক্রীট কলিকাতা।

সপেটা সাহেবের পেপসিন পারলস্।

সপেটা সাহেবের প্রত্যেক বটিকাতে ৪ গ্রা-
ফিটা পেপসিন আছে। যে পরিমাণে ভক্ষণ করি
করা যায় তাহার ১৫০ গুণ পরিপাক ক্ষতি ইহা
ধারণ করে। এই ঔষধ সেবন করিলে পাক ক্রম
অস্বাভাৱ, অরুচি, উদরাম্বল, বমনোচ্ছা বা নিম্ন
কর্ষণ বস্তুর রক্তসঞ্চয়, বায়ু হৃদি পাকস্থলির অস-
মতা বমন, শীর্ণাঙ্গীতা এবং অসম্পূর্ণ পাকক্রিয়
যদিও বে সমস্ত পীড়া উৎপন্ন হয় তাহা এক মাত্র
ঔষধ সেবনে প্রসমিত হয়।

সপেটা সাহেবের মোরল।

এই ঔষধ কডলিবার সৈলের সার হৃদয়ে প্রস্তুত
ইহার এক একটা বটিকা ২৫ গুণ কডলিবার
সৈলের সমান। ইহা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ
হইয়াছে, বহুবিধের কালী, স্নাত্ত বর্ষ, দুকে বাধা,
গলায় বাধা, কল কাল প্রকৃতি পীড়ার কডলিবার
অপেক্ষা বিশেষ উপকারি। কডলিবার অয়েল
সহিত দুই বিশিষ্ট ইয়াতে কোন কষ্ট নাই।
দুর্জল শিশুরের কুখ্যামাক হইলে এবং অপুষ্টি, সর্বনা-
চন্দ্র বোগাক্রান্ত ও গলা কোমল, ও বাহর, সর্বনা

খির খাঁক ও হুয়ার না তাহাণিগকে এই ঔষধ
সেবন করাইলে নীচ আরোগ্য হয় ।

পেলিটিয়ার সাহেবের কুটনাইন বটিকা ।

ইহাতে ২ গ্রেণ করিয়া চূর্ণ সুইমাইন আছে,

ই বটিকা অতি মত্ত সহজেই পাক হয় । ইহা

সেবনে অর, সবিরাম অর, পালাঅর এবং সর্ল-

কার অর মাথাধরা বাত, ধমনির বেদনা প্রভৃতি

রোগে হয় । প্রত্যেক বটিকার উপর পেলিটিয়ার

নাম দেখিয়া লইবেন ।

জুলিয়াফট—

ইহা কুল বেণের একপ্রকার ফল হইতে

হুত । ইহা বসন্তের মত মিষ্ট ইহা সেবনে

কাম প্রকার কষ্ট হয় না । কোষ্ঠ বন্ধ, শিরশীড়া,

শাশা, অস্থিরতা, বহুতর পীড়া, অজীর্ণ,

কৃগ্নাঘ, গায়ে তান চুলকনা প্রভৃতি হইলে এবং

পিত্তাধিকা দুর্ভা এবং বালকদিগের তড়কা প্রভৃ-

ত এই জোলাপ বিশেষ উপকারি ।

মেতি সাহেবের চন্দন বটিকা ।

এই বটিকাতে ৫ ফোটা করিয়া শুষ্ক চন্দনের

ফল আছে, ইহা সেবনে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সর্লপ্রকার

দাৰ নিবারণ হয় । কোপেবা বা কিউনেবের মত

নিউকারি নহে । -বেহ বা অস্ত বে কোম

প্রকার বাতুর পীড়া হইলে এই বটিকা ব্যবহারে

বাতুর আরোগ্য হয় ।

রিগস—ক্যানেন্সা অব জাপান ।



ক্যানেন্সা ওয়াটার প্রস্তুতকারক
ইহা ব্যবহার করিলে চর্মের
চিকিৎসা সুস্থি করে এবং
গায়ে সঙ্গত হুত করে ।
এই সমস্ত ঔষধ ভারতবর্ষের
প্রায় সকল ঔষধাগারে প্রাপ্য
হওয়া যায় ।

-৩৩-

“ বাতুমোরেলোর প্রত্যেক পরীক্ষিত । ”

সুখাবিন্দু সুখাবিন্দু ।

ইহা সেবনে বাতুমোরেলো, অস্থিরতা, জন্ম-

জন্মের শৈথিল্য, ওজস্ব, অল্প উত্তেজনার

প্রকৃতি ও অতিরিক্ত ওজস্ব এবং তন্দ্রানিত

শিরশীড়া, শারীরিক দুর্বলতা, অরুণাভিত্তীনতা,

মানসিক বিষমতা, লাভ পা খালা ও ওজের

ভারত প্রভৃতি এক বাস মধ্যে নিম্নের আরোগ্য

হইয়া ওজ অত্যন্ত গাঢ় ও ব্যরণাশক্তি প্রচুর

পরিবাণে বৃদ্ধি পাইবে । এমন কি ইহা সেবনে

মলসার সমস্ত উপকার ঘটে । ইহা যে সর্ল-

প্রকার বাতুর পীড়ার একমাত্র মর্হাণ্য তাহার

অনেক প্রশংসাপত্র রহিয়াছে এবং এই ঔষধ

আরোগ্য ওজস্ব প্রসূতকৃত্যব বিদ্যমান । এক

বার্গের ঔষধ এক খিনি ১৫ টাকা ভাঁক বাওল

১০ আনা ।

দাউয়ের মর্হাণ্য ।

“ কত ও চর্মরোগের মর্হাণ্যকারী । ”

এই ঔষধ ব্যবহারে খালা বহুখা মাট, অসুচ

বে প্রকারের দাৰ হউক বা কেন ২৪ ঘণ্টার নিম্নের

আরোগ্য হইবে । দাৰ, কোচদাৰ, বিখাজ, চুজ-

বাত, জুলি (ছোদ) পাবার দা, খোস, পাঁচড়া

গরমীর দা ও সর্লপ্রকার অর্লরোগ তিন দিবসের

মধ্যে নিম্নের আরোগ্য হইবে । ইহা কত ও

চর্ম বোগের অমার্ঘ মর্হাণ্য । এই ঔষধে পাড়া

নাই ইহা সার্জন দেজর কর্তৃক পরীক্ষিত । দৃঢ়-

তার সহিত বসিতে পারি এই ঔষধ ব্যবহারে

কেহই নিরাশ হইবেন না । দুখা ৭টি কোটা

১০ আনা, তিন কোটা ১০ আনা, ছয় কোটা ২০

ডজন ৪০ টাকা ।

জিরাঙ্গুয়ার চক্রবর্তী ।

ডাক্তার পাবনা ।

-৩৩-

জুলভ বুলো অমূল্য গ্রন্থ প্রকাশ ।

সরল পদ্যাবলি ।

শ্রীমতঃগবত ।

প্রথম ভাগ হইতে দ্বিতীয় ভাগ সম্পূর্ণ ।

পঞ্চম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে ।

সমগ্র পুস্তকের অগ্রিম দুল্য ডাকবাওল সহিত

কলিকাতা ও বকশাল সর্বত্র ৬ ডিম টাকা

অগ্রিম দুল্য বা পাউলে পুস্তক গেরিত হয় না ।

জিবিমিবিহারী মীল ।

২৫-৬ কলিকাতা ১৯ অপর চিংপুর রোড ।

-৩৩-

PHARMACEUTICAL CHEMISTS
PARIS RUE VIVIENNE, PARIS 8.

বকপীড়ার আরোগ্যকারক গ্রিসন্ট কোম্পা

নির সিরফ অব হাইপোকসফাইট অব

লাইন ।

এই ঔষধ ব্যবহারে সর্দি, কাশি, বম্বা, অং

পিণ্ডের পীড়া আশ্চর্যরূপে আরোগ্য হয় । এই

ঔষধের উপকারিতা শক্তি বর্ধনে সর্লজন্মের স্তি-

কিংসকগণ উপরি উক্ত পীড়ার এই ঔষধ ব্যবস্থা

করিয়া থাকেন । রোগীগণ ইহা জরী প্রকৃত উপ-

কার লাভ করিয়াছেন ।

এই সিরফ ব্যবহারে পীড়িত ব্যক্তির কাশ ও

সর্লিতে যে বর্ধ হয় তাহার নিবারণ হয় এবং তৎ-

সঙ্গে দুখা হুত হইয়া থাকে বৈদিক উন্নতি বর্ধনে

ঔষধের উপকারিতা সন্মান্য হয় । এই ঔষধ

লাসবর্ধের বৌদ্ধাভি শিশির তত্তর থাকে ।

ম্যাটিকো ক্যাপসিউলস এবং পিচকারী

নিবার ঔষধ ।

অবিখ্যাত গ্রিকিংসকগণ গ্রিসন্টের ম্যাটিকো

মানক ঔষধ তুল্য ও পুরাতন রোগ ব্যবস্থা করেন

কোপেবা মানক ঔষধের জার বিবিনিবাজনক নহে ।

অল্প রোগে পিচকারি দিবার ঔষধ এবং পুরাতন

রোগে ক্যাপসিউল ব্যবস্থা ।

ডপার্টের সিরফ অব ল্যাকটো কসফাইট

অব লাইন ।

এই ঔষধ সেবন করিলে শরীরে তড় তড় ও

বলাধান করে । ইহা মন্থা জীবনের বিশেষ উপ-

কারী । ইহা দাৰ দেবের অতিসদৃশ দৃঢ় হয় এবং

আহার করিলে উত্তমরূপ পরিপাক হইয়া দেহকে

সুস্থ করে । বাতাবের অতিগত কসকেট অব লাইন

হাস হয় এই ঔষধ তাহার সেবন না করিলে

উত্তরোত্তর আশ্রিত হইতে থাকে । দুর্বল বৃদ্ধ

ও বেসকল বালকের অস্থি কোমল ইহা তাহা-

হিগের বিশেষ উপকারী । ইহা দাৰা হুতপাৰা

বালকের দৃষিত স্তনদুগ পাবে যে উন্নয়ন হয়

তাহাও আরোগ্য হয় ।

গ্রিসন্ট কোম্পানির ইণ্ডিয়ান সিগারেট ।

এই সিগারেট ব্যবহারে হাঁপানী, দৃষিত অশী,

গলা দুঃখুসি, অরুচ, বাকরোধ ও কপোলের

স্বাভাবিক পীড়া ক্রমে শান্তি হইয়া থাকে ।

Peptone Wine of Chapoteaut,

প্রথম জেবীর ঔষধ ।

পারিশ ।

ইহা দাৰা রোগীর এবং অস্থ শোকের আশ্র

বৃদ্ধি হয় অসুচ পাকস্থলীর কোম রেশ হয় না,

ইহা দাৰা উক্ত শিখাত প্রমাণিত হইয়াছে ।

ইহাতে হৃদ গ্রন্থ গোমাংসের কাষ আছে । ইহা

হইতে অজীর্ণজনক স্নান অংশ ব্যতির করিয়া

লওয়া হইয়াছে । পাকস্থলীর যে কোন পীড়ার,

যকৃত এবং উন্নয়ন রোগে, কঠিন অজীর্ণ রোগে

অল্পত, এমিবিয়া রোগে, কোটক জন্ত বৌর্কল্য,

খত রোগ, আশাশয় অর এবং দুঃ রোগে ইহা

বিশেষ উপকার জনক । কোম রূপ কাষ কিহা

একটি ছাত্রা যাহাদের উপকার হয় না। তাহা
গণের, সাধারণ রোগীর এবং কাশপ্রভেদ
এক ইহা বিশেষ উপকারক এবং যথার্থক।
শেষটোয় যুগ, যুগ এবং যুগ উত্তরই পক্ষে
যথ্য উপকারক। ইহা দ্বারা যাহাদের স্তরের
বৃদ্ধি সাধন করে। ইহা সর্বদা উৎসাহের
স্বরূপ।

প্রেমিতপত্র

স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের সন্ধানত যত্ন
সমীপে।

অক্ষর—বিবেক—

১

যাহিল পোকের তেরী ভারতে আবার
যখন তেরি উঠে পোক পাড়াবার;
আজি বজ্রসিগায়ে—যাহিল হুজুমে
অনন্ত নিবাসে কাঁদে পোকের উদ্দেশে,
যাহিল সবার মুখ ভারত এবেশে।

২

আজি হুজুরিকা হতে হিমালয়ের গায়
অভিমানি অভিমান শোক কথা কয়;
আজি সীমা বজ্রমাত—কহিতে না করে কথা
বিষম বিবাহে আজ কাঁদিতা বিরলে
ভাঙ্গার আশন বক মরমের জলে।

৩

ভাব কি গুলিরে আজ। বজ্র হাছাকার
বজ্রের অক্ষর রক্ত অক্ষরসুনার;
মাছি আর খজুরে—কালের নিয়তি ক্রমে
শুভ করি গেছে কোক ভারত বাহার
বজ্রের অংশে বেহ তরীকৃত তার।

৪

অক্ষরের ভার। আজ অক্ষর লেখনী
অক্ষরের ভার। উচ্চ বিজ্ঞান কাচিনী;
অক্ষরের বর্ষাবৃত্ত—অমূল্য অক্ষর নীতি
অক্ষর কীর্তি বীর করিছে অস্তার
আজ সে অক্ষর তরে বজ্র হাছাকার।

৫

“একনবা দ্বিতীয়” অস্তার বাহার
অক্ষর উদ্দেশে সার বর্ষের অস্তার;
তববোধিনীর পথে—তব কথা প্রতি ভরে
নিখিলিছে হার। বীর অক্ষর লেখনী,
অক্ষর নাই আজ সেই ভারতের মণি।

ভক্ত জীব বর্ষতব নামে অক্ষরিত
অক্ষরের ভিত তরে নামা সিন্ধুভিত্তি;
বীর ভক্ত চারুপাঠ—বর্ষাধিক করি পাঠ
অক্ষর অক্ষর রক্ত জেবেছে সমাই,
আজ সে অক্ষর হার অক্ষরে নাই।

একটি একটি করি বজ্রের রক্ত
অক্ষরে কালের ঐশে বজ্রের পতন;
বজ্রের মুকেতে হার—তব হুজু সবে হার
তব হার হুজু বেধে বেঁচে ন হৈ আশ,
সেইকেও লও বিধি কি তব বিধান।

—৩৩—

ইশ্বরের অনন্ত মহিমা।
কাহার মহিমা অনন্ত হুজু
অন্ত হুজু সারাই অস্তারে,
কাহার মহিমা তরুণ তপন
উজ্জল অক্ষরে লিখিছে অক্ষর,
কাহার মহিমা—সোনার প্রতিমা
পূর্ণিবার চাঁদ করিছে অক্ষর,
কাহার মহিমা—মহাশয় গরিমা
অগম্য তারা করিছে বিকাশ।

কাহার মহিমা—মুজুরিত তরু
কল, কল পড়ে করিছে ঘোষণা,
কাহার মহিমা মহাকুল চারু
পুন্নিভ বেধেছে করিছে রটনা।
কাহার মহিমা সরিং সাগর
লহরী নিম্নে কহিছে কেবল,
কাহার মহিমা উত্তর হুজু
অস্তারিকা উঠে মীল বজ্রতল।
কাহার মহিমা হুজু অমিল
নিখিল অস্তারে ঘোষিত কেবল,
কাহার মহিমা সুদীপ্ত সলিল
পৃথিবী খেঁড়িয়া বহে অবিরল।

কাহার মহিমা—বারিধ সকলে
বরষিয়া বারি করিছে ঘোষণা।
কাহার মহিমা—অক্ষরিত সর্বদা
অনন্ত ভারতে করিছে রটনা,
কাহার মহিমা—জীবের জীবন
বেহ রক্ত মাংসে বের পতিত।

কাহার মহিমা—পরমাত্মগণ
অন্ত হুজু সবে সর্গকণ কয়,
এব সবে তত্ত্বভাবে কাই তরী মিলি সবে
মহিমা কাহার করিছে কীর্তন;
আমল অক্ষর—বিক্রম অক্ষর
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (সেই) পুরব রক্ত

মহিমা কাহার, রক্তকা কাহার
আবার রক্তক বিধ সর্বদা;
কাহার পতিত—হুজুতে হুজুতে
কাহার অক্ষরিত—অনন্ত গতিতে
অক্ষরে পৃথিবী অক্ষরিত বিকর,
কাহার পতিত—বর্ষেতে বর্ষেতে
কাল, বারংকু আনে বিরক্ত
আবার আবার কাহার অক্ষরিত
অমল হুজু কাহার কাহার
কাহার বিহারে—নানব জীবনে
সারবান কিছু বাহির সংসারে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
সমস্তিপুর বাহ্যিকা।

—৩৩—

মহাশয়। গত ৩১ এ.মে সোমবার অপরায়
৬ ঘটিকার সময় অস্তায় করিসতা পূর্বে বিবিধ শাস্ত্র
দর্শী পণ্ডিত আলাদাত বর্ষা বি, এ, বি, এম মহাশয়
মানব বর্ষ "বিষয়ক একটি বক্তৃতা দিরাছেন।
উক্ত বক্তৃতার মূল বর্ষ এই। বাহ্যিক মূল
বাক্য বাহ্যিক বর্ষা বর্ষা বাহ্যিক, বাহ্যিক
মহাশয়। বাহ্যিক বর্ষা বর্ষা, বর্ষা, বর্ষা, বর্ষা,
সিদ্ধ, ব্রাহ্মণ, অক্ষর, বৈশ্য, পুত্র, তত্ত্ব, রোগী
বিশ্ব, জীভাষ শৌভ, মূলমূল অক্ষর নামানি
উপাধি প্রত্যয়ে নৃক হর কিছু বাহ্যিক বর্ষা
গেলে এই সকল বক্তৃতার প্রত্যয় অবস্থা না
বক্তৃতা মনন বর্ষা বাক্য, মনন বাহ্যিকের স
মিলিত হয় তখন সেইরূপই আত্মকর করি
থাকে। কেবল ব্যক্তি মহাশয়—অক্ষর চা
বোটকের মানে অক্ষরিত চইতা কেবল লক্ষ্য উপ
স্থিত হইরাছেন,—কোন ব্যক্তি রেখণ কী মন
তিনি একটি গর্ভে আরাধণ করিরা।
উপস্থিত হইরাছেন—বাহ্যিক এই হই বর্ষা
অনেক প্রত্যয় নৃক হইবেছে বটে কিন্তু বাহ্যিক
হই ব্যক্তিই প্রত্যয় এক। হইবেরই
লাভ করিবার চেষ্টা। আত্মকর বর্ষা বিবেচ
করিরা বর্ষা বাহ্যিক হইলে এই প্রত্যয় বর্ষা
তবে কিছুই বর্ষিতে পাইনা। এই হইব
আপনাপন অবস্থাসারে মনন হই। এক
চারি বোটকের মানে আরাধণ করিরা বের
হইব আপন ব্যক্তি গর্ভে আরাধণ করিরা
অক্ষর হইব। আত্মকর আরাধণের বর্ষা
বাহ্যিকের আত্মকর বর্ষা। অতএব ইহাই
মানবের প্রত্যয় হইল তবে বক্তৃতার বাহ্যিক
আত্মকর পরিচালণ করিরা বাহ্যিক অক্ষর

হুজি কর তাহার চেউ। করা আবার উচিত।
 এই আশ্রয়িত হুজি করিতে যেমন বিচারের
 প্রয়োজন তাহা আমরা আমাদের জাত করিতে
 পারি। জল, বায়ু, কিংবা এই সকলই যন্ত্রের
 প্রয়োজন এবং পরবেশের তাহা আশ্রয়িতের চারি
 দিকে বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছেন। তাহার দ্বারা
 আমাদের শারীরিক স্বাস্থ্য সম্পন্ন হইতেছে।
 শরীর স্বস্থ রাখিয়া আমাদের আশ্রয় যন্ত্র সাধন
 করিতে পারি। কোন দ্রব্য সাধন করি বলিয়া
 আমাদের সংস্কার হইবার আবশ্যক নাই,
 বেহই সকল বস্তুর মূল। প্রাণ, ক্রিয় বৈশা পুত্র
 লক্ষ্যই যে সকল দ্রব্য আমরা আত্ম আছি কেবল যে
 তাহাই বেহই আছে তাহা নহে অপর্যাপ্ত বেহই
 যে সকল মত লইয়া জগতে এত আন্দোলন হই-
 তেছে তাহাও বেহইতে মুক্তি কর। অতএব উ-
 পৈনিক বস্তুর অভ্যুদয় করা আমাদের উচিত।
 আমাদের দেশে বহু সমস্যা হইয়াছে সে সকলই
 এই বেহইতে উপায়। আত্ম কাল আশ্রয় যে
 প্রাণবর্ধ আবিষ্কৃত হইয়াছে, বিগত আবিষ্কৃত
 হইয়াছে ইহাও বেহই মূলক। এই সকল
 মতঃপ্রদীপ্তা বাহ্য পচার করিয়াছেন তাহা কি
 আমরা শুনিবাই? চরদিনই শুনিয়া আসিতেছি।
 কিন্তু শুনিয়া আসিতেছি বলিয়াই কি আমরা
 তাহা অবলম্বন করিব—তাহা করিব না। যখন
 এই সকল মতঃপ্রদীপ্ত মত কাব্য করিতে পারিব তখন
 আমরা এই সকল মতঃপ্রদীপ্ত করিব। যের সংসারী
 হইয়া কি আমরা পরম প্রাণ হইতে পারি? এক
 জন আধুনিক প্রাণ হইত একদমি মর্গদ বস্ত্র
 পরিধান করিত লক্ষ্য বোধ করেন, বাহার মন
 এত দুর্বল তান ক প্রাণ মনের উপস্থিত? বিগ-
 সফিষ্টেরা ও প্রাণ প্রাণবর্ধের পক্ষপাতী হইয়া
 ওহুসারে কার্য করিতে অক্ষম। তবে প্রাণ বা
 বিগসফিষ্ট হইবার আর্থন্য কি? আরেক আত্ম
 কাল এই সকল মত অবলম্বন করিতেছেন বলিয়া
 যদি আমরাও করিতে হই সে বিস্তৃত হাস্যকর
 কার্য। আমি যখন এই সকল উদার মতঃপ্রদীপ্ত মত কার্য
 করিতে পারিব তখন আমিও সকল মত অবলম্বন
 করিব। যদি বল প্রাণ, প্রীতি বা বিগসফিষ্ট
 না হইলে লোকে আমাদেরকে পৌত্তনিক
 বলিয়া উপেক্ষা করিবে। আমরা প্রতিমা পূজা
 করিয়া থাকি বলিয়া আমাদেরকে উপেক্ষা করিবে,
 প্রতিমা একটি মতঃপ্রদীপ্ত মত। বাহার অর্থ
 নিরাকার জগৎবিশ্বের দ্বারা করিতে পারেন না
 উদারের অর্থবাহ জগৎ, প্রাণবর্ধের মতঃপ্রদীপ্ত
 হইয়া মুক্তি হইয়াছে। কি মুসলমান, কি প্রীতি

সকলেরই এইরূপ সন্তোষ আছে। হিন্দুদের যেমন
বেবনজির আছে তাহারও ও তেমনই গীর্জা ও
মসজিদ আছে। তাহারও যদি এক নিরাকার
ঈশ্বরের প্রকৃত উপাসনা করিতে পারেন তবে
তাঁহাদের এই সকল আড়ম্বর কেন? সেই জন্য
বলিতে হইল যে যে সন্তোষ লইয়া পরস্পরকে আনা-
বের উপদ্রব করা উচিত নহে। আনাবের ও ত
অধিকার কোন উন্নত মতের অসম্ভাব নাই?
আমরা যে মত লইয়া উন্নত হইতে চাহেন বিও-
সকিউটেরা যে মত লইয়া উন্নত হইতে চাহেন সে
মত ত আনাবেরই। তবে আর্চবিশপ—হিন্দুরা
অধিকার ভেদে এই মত বাস্তব ও মতন করিতে
উপদেশ দিয়া থাকেন। সে তাহার ঠিকই বিবে-
চনা করিয়াছেন—যাহার যাহা অধিকার তদু-
সারে সে কর্তব্য না করিলে মিছা লাভ করিতে
পারে না। অতএব হিন্দুসমাজ পরিভ্রাণ করিয়া
অপর কোন সমাজে প্রবেশে হইবার আবশ্যক
নাই। তবে যদি যথেষ্ট আহ্বান করিব, যাহার
তাহার সঙ্গে বিবাহ করিব বলিয়া মূঢ়ন কোন
একটা সম্ভাব্যে প্রবেশ করা অভিশাপ হয় তাহা
হইল আনার এই বক্তব্য যে এই অভিপ্রায়ে মূঢ়ন
সম্ভব যে প্রবেশ করিবার আবশ্যক নাই—এই
সমাজে—এই—হিন্দুসমাজে থাকিয়াই ত তাহা
হইতে পারে। আচার ব্যবহার লইয়া আর একটা
তর্ক আছে। এক হিন্দু মাতের মধ্যে অনেক সম্ভা-
বায় আছে—এই সকল সম্ভাব্যের ভিন্ন ভিন্ন
আচার ব্যবহার আছে। এই আচার ব্যবহার
লইয়া পরস্পরকে উপদ্রব করা কি পরস্পরকে
নিজা করা আনাবের উচিত নহে। বেশ বিশেষ
বিশেষ আচরণ—অবিবাহিত অবলম্বিত হইয়া
থাকে তাহা লইয়া এত গোলযোগ করা উচিত
নহে। এই ভারতবর্ষেই একস্থানের ব্রাহ্মণেরা
কুছুট বাৎস কোর্সকে পাপ বিবেচনা করেন।
আবার একস্থানে ঐ ব্রাহ্মণেরাই উহা ভোজন
করিয়া থাকেন। অতএব আচার ব্যবহার লইয়া
এত বিবাহ করিবার প্রয়োজন নাই। বিশেষ তাব
পরিভ্রাণ করিয়া হিন্দু মাতেরই জাতীয় ভাব,
জাতীয় ধর্ম্মালাচনা করা উচিত। বাহাতে আচার
উন্নতি হয়, বাহাতে মঙ্গল্য লাভ হয় তাহার জন্য
আনাবের সকলেরই চেষ্টা করা উচিত। সংসা-
রের বাহাতে ঘোষিত হইয়া আমরা ত মান্য
উপাধি গ্রহণ আছি, আবার মূঢ়ন মূঢ়ন সম্ভাব্য
নির্ধারণ করিয়া তাহাতে ঘোষিত হইয়া আরও
বিশৃঙ্খল হওয়াতে লাভ কি? বাহাতে আনা-
বের আয়ের স্বাধি হয় অধিক, তবে এখানে

বিশেষ অবলম্বন করিয়া ভাব্যরূপে চেষ্টা করিয়া
 আশা করিতে পারি। সকল আশার মূল ভিত্তি ই
 যেন আমরা কুসিতা না হই। কিম্বদন্তী—
 কীম্বদন্তী—কি আশা করিয়া সকলকেই ভবি
 য়ান হইয়া চাই। ভবিষ্যৎ অর্থ যেন করা
 আমরা যে কোন বিষয়ের প্রার্থী হই না কেন সে
 ভাবে আমাদের সেই বিষয়ের সেবা না চ
 করিতে হইবে যত্নবা আমরা সকল মনোনিবেশ হই
 পারিব না। আমাদের মনে ভক্তি প্রবল না হই
 আমরা কোন কার্যে নিষ্ফল লাভ করিতে
 পারিব না।

যত্ন। এই যত্নভাজী রাজ্যনা ভাবার বিরোধে
 ছিল ভাবা স্বীকার মাতৃভাবা, কিন্তু যাক্সাভ্যে
 স্বীকার বেশ অধিকার আশ্রিত। সংস্কৃত, আর
 পূর্ণা ইংরাজী প্রকৃতি ভাব্যে ও স্বীকার বি
 কল বৃৎপতি। এই প্রকার পণ্ডিতের দ্বারা
 বর্ধন প্রকার হওয়া উচিত। যাক্সিকই এ
 প্রণিক্ত যত্নের বর্ধোৎসাহ দেখিয়া আশ্রিত।
 পর দ্বাই আমলিত হইয়াছি।

ঐরাখামহাস সেন ও
অ।য।গপ্ত।

—●●—

বহাণৱ। গৱ ১০।১১ ই জৈষ্ঠ দিবস
বাণিয়া ৰাজপুৰ ভগৱন্তক এৰাৱিষী সভা
ৱলয় ১ মাহেৱসৱিক মনোৱসব বহা সভাৱো
জুসল্য হইয়া থিৰাঃ।

সভার আটপুত্র নিবাসী পণ্ডিতবর জীবু
শ্যামাশ্রম ভ্রমভূষণ মহাশয় সর্বস্বত্ব ভাঙ্গিয়া
শান্ত হইতে প্রমাণাদি প্রদর্শন করিয়া আত্মসং
বিসরক, ভক্তি বিসরক, উপাসনা বিসরক এবং
উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন যে সমবেত সা
মগ্ধী কৃতজ্ঞতার সহিত অপার আমনের সচি
ত্বাদ্যক্ অগন্ত বক্তব্য প্রদান করিতেছেন। তা
পরে কালীবাটী আবাসী জীবুত কৃষ্ণদাস বেহা
বাগীশ মহাশয় সন্ধ্যা মহাবেদের ভায় বেহা
শাস্ত্রাংশবিত্ত বিবিধ প্রমাণাবলীর সাহায্যে আত্ম
যাক্ষণিক যে উপায়ে আত্মসং সংসারমাত্রা নির্ম
করিলেন ঐহিক পারত্রিক বা মিথ্যাত্বের অধিকার
হইতে পারেন তাহাদের অবলম্বনে একগণ চিত্ত
চমৎকারিণী বনোকারিণী বহুতা করিয়াছিল
বে বহুজন সম্যকী সত্যী তৎসময়ে এককাল
বিস্তৃতভাবে ব্যরণ করিয়াছিল। সভাপ্রদ চিত্র
পিতের ভায় একান্ত উপবিষ্ট থাকিয়া মর্মভা
ন্টিমোহিত হইয়াছিলেন। অবশেষে কলিকাতা
নিবাসী জীবুত জীবাশ্রম বিজ্ঞানাগর মহাশয়

স্বাধীনতার কতিপয় দশকের অবসরবে "হরি
গতি নাই" ইত্যাদি সঙ্গীতের সুর। বহু-
সংখ্যক বইতে সুরি মণ্ডলী বাজিল, তাতার
কীৰ্ত্তন ও উক্ত সংকীৰ্ত্তন কইরা সজা তর চর।
উভয়ের জীৱন্ত শব্দস্বর বর্জিত নবী মনোহরের
সঙ্গার আলিবার কথা ছিল। তাঁহার অঙ্গ
হর বিভিন্ন সকলকেই মুগ্ধিত কইরাছেন। আশা
সময় বিলেমে পণ্ডিতসমূহের একত্রে পদার্থ
আলাপিতার আয়োজন পূর্ণ করিবে।
উপস্থাপিত বক্তব্য যে এই রাজপুত্র এনে বহু
শিক্ষিত ও ধর্মী ব্যক্তি বাস আছে। কিন্তু
তাঁহাদের প্রতি কাতার ও বিদ্বেষ বহু নাই। তাঁহা-
দের নিকট সাহসের আধারা যে তাঁহারা যদি
একটি ধর্ম সত্য আনন্দ প্রাপ্তিতে অতি
করেন তবে তাঁহারা সত্যতার উন্নতির জন্য
প্রস্তুত হইবে। সত্য সত্যই যদি কোন বোম
ক তাহার সংশোধন করিয়া দিল। আমি
ত হুজ, আমি যে জননী ও ধর্মী ব্যক্তিদিগকে
প্রত্যক্ষ বিশেষ-র জন্য প্রেরণা করিতে
বাস পাইতেছি ইহা আমার নিজস্ব ইচ্ছা।
উপস্থাপন বোম আবার উদ্দেশ্য নহে। অহ
ধ, নিবেদন ও ভিক্ষা ইত্যাদি উদ্দেশ্য। রাজ
এনে যদি কোন উন্নয়ন বা ক্ষমতা
কোন ধর্ম পিণ্ডারি বহিঃ প্রাচীন, যদি কোন
স্বাধীন হিতব্রত ব্যক্তি থাকেন, যদি কোন ব্যক্তি
যনের অস্বাভাবিক হুজেন, যদি কোন ব্যক্তি সত্য
ক পবিত্র আরাধনার সুপথ প্রদর্শনের জন্য
সত্য সংস্থাপনের প্রয়োজনীয়তা হুজেন তবে
হার নিকট আমার গলবস্ত্রে নিবেদন যদি
হারা সত্যতা রক্ষা করা আবশ্যিক বলিয়া বিবে-
ক করেন তবে তাঁহারা সত্য উপযুক্ত সংস্কার
বহুমান হউন। উপেক্ষা করিলে উহার
গাণী উন্নতি নাইবে, সত্যের অগ্নিরোহন হইলে
তই বহুমান বাসক সম্প্রদায়ের নীরে বোম
পাইবেন না বরং বাহারা এতদূর সম্প্রদায় ও
কিছু তাঁহাবিগেরই মতক নসিত হইবে।

ঐতিহাসিক চক্রবর্তী
রাজপুত্র।

সোম প্রকাশ

১ ল. আশাট সোমবার

অমের ভাষাভাষীদের আর কি ভাষাভাষী নয়।
আমরা ইহাদের ভাবগতিক বোধের ইহা বি-

গতক বিজয়ী নাইই বলিতে পারি। অমের
শ্রীমদ্রাধিকার একটা একটা সৈন্যের কল পরিচর
তইতে পারিতেছে না। অত্যাচার বলে যত্নে তির
তির দানের এক জনসদ পুত্র, ইহা বিলা অধিকা-
সিগাণের নিকট মনোহরক অত্র শত্রু ও সৈন্যের
সময় সংগ্রহ করিতেছে। পুলিশ, চর্চা বিচারালয়
হত্যাদি ইংরাজের কীৰ্ত্তিগুলি সাধারণ বিলোপ
করিয়া বিতেছে। ইংরাজ তাই তাহারা-র
ইচ্ছা ভাষাভাষী। কার্যত তাহারা ভাষাভাষী
বলিয়া পরিচর বিতেছে না। কোন অস্বাভাবিক
বেশের মধ্যে বিজ্ঞান উপস্থিত তইলে বিজ্ঞানীরা
কখনই একজন হুজ হয় না। তাহারা তির তির
কলে তির তির অধিকাণের অধীনত কইরা অধী-
নতার জন্য চীৎকার সমর্পণ করে। অমের বিজ্ঞানী
বিগের ও ঠিক এই রূপ ঘটনাছে। এক জন বিংশ
বর্ষীয় যুবতীও নাকি একজন বিজ্ঞানী অধিকাণক
কইরা আনন্দ হার উৎসাহ করিতেছেন। ভাষাভাষী
করিয়া পরম্পরদের জন্মই কি রমণী পুত্র কটী-
বহু হইয়া সমাজে অবতীর্ণ। ভারতের
ইতিহাস, স্পর্শের ইতিহাস, ক্রান্তের ইতিহাস,
আবার সম্রাট পোলাণ্ডের ইতিহাস পাঠ করিয়া
বেশিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে রমণী কখনও মীচ
আর্থের জন্য অর্থ পরিভাগ করিয়া দীরের ভাষা
শ্রমস্বরূপ করিতে পার না। অধীনতার স্বাক্ষর বহি
কোনল হুজেন অলিয়া উন্নতিই বীর রমণীর স্বাক্ষর
হুজত সত্যানীতা পরিচর হয়। এই নিমিত্তই বীর
রমণী অবশেষে হুজের কেলিয়া বহু কুশালিনীর দ্বারা
সমাজে নাচিতে থাকেন। তাকি ভাষাভাষী
ভাষাভাষী হইলে কি এই বীর মিনে ও তাহার আশি
হয় না। আমরা লও তকরিণের গবর্ণমেন্টকে
এখনও সত্যক ররা বিতেছি যদি ভারতের অশা-
সন, ও বহিঃপ্রাচীন গবর্ণমেন্টের উদ্দেশ্য
কইরা থাকে তবে এখনও তাঁহারা অমের অধী-
নতা প্রমাণসীতে কইরাইয়া দিল।

-৩৩-

ভাষাভাষীরা হুজপাশের ওড়েন হইতে বিলাতে
যাত্রা করিয়াছেন ইতিপূর্বে তাঁহার স্ত্রী ও কনিকা
পুত্র বিলাতে রহনা হইরাছিলেন। নতুন তাঁহার
স্বাক্ষর পুত্র অস্বাভাবিক কইরা এতেনবাস করিতে
হিগেন। সেখানে তাঁহার একজন আশী ও
অপর একজন শীষ পুরোহিত গিয়া তাঁহাকে শীষ
ধর্মু কীকিত করিয়া আনিয়াছেন। বহীপের
বিলাত পরিভাগ করিবার পর তাঁহার বিলাতের
বরবাসী তৈজস পত্রাধি সন্মুখ্য দিকীত হইরাছে।
একদে গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে পত্রাধি গবর্ণমেন্টের দ্বারা

হইতে বহিঃপ্রাচীন এক টাকা বহুতকরিণীকেন।
সামান্য ক্রিয়াকর্ম হইতে দীরের ও বৈশাখী হুজ
অধীণ হইয়া একটা রাজ পরিবারের পি-
রণ। এতদূর হইতে পারিবে। আমরা
বেশিরা ভবিষ্যৎ এক একজন অধিক হইরাছি।

সার্বভৌম প্রাচীনকে বহিঃপ্রাচীন কইরা বহু
উন্নতিছে। একবার স্ত্রীলোক প্রাচীন বহুতকরিণীর
শাসন কর্তা হইবেন, সমগ্রদেশটা এই সংবাদ
ভাষাভাষী উন্নতি। ভারতেরই সত্য প্রাচীন
পত্রাধি আলাউতে যাইবেন। পত্রাধি স্ত্রীলোক হইতে
একজন তরিক সত্যানীতা অস্বাভাবিক শাসন কর্তার
শাসনাবধীনে সত্য হুজ বাস করিতে হিগেন সত্য-
শর এতিসময়ের পরিচর একটুকরিণী অস্বাভাবিক
ভাষাভাষী প্রাচীন অধীণ কইরা তাহা
বসবাস করিতে তাহারা কইতে হিগেন,
সত্য আবার জন্মের উন্নতিছে যে লও তকরিণ
বিঃ বার্ডের পরিচর প্রাচীনকে অস্বাভাবিক
ভার নিবেন। বার্ড সাধেব একজন উপযুক্ত ও
সত্যশর ব্যক্তি। কেন বোম তাহাকে বৈশাখী
করা হইতে তাহা আজও বহু অস্বাভাবিক হইতে
পারেন নাই। প্রাচীনের হুজ তরবারি বিলা বহু
অস্বাভাবিক পাঠান হুজ অস্বাভাবিক অস্বাভাবিক
উন্নতি, ইংরাজের হুজ অস্বাভাবিক হুজাণি এক
বিশ্ব শান্তির জন্য পেরির হইগেনা বহু
উদ্ভাবিত বিজ্ঞানের হুজ পাইয়া ইংরাজের
শাসন অস্বাভাবিক শাসন অস্বাভাবিক হইয়া উন্নতি।
কালে অস্বাভাবিক বহু কইতে পবিত্র না করিলে
ইংরাজ সেখানে কীকিত পারিবে না ভারতের
অস্বাভাবিক চর্চা চর্চা করা হইতে, ইংরাজ-
র ও কলক বিগদিগের বিবোধিত কইরা তকরিণ
বহিঃপ্রাচীন করিবে। অস্বাভাবিক এই অস্বাভাবিক
গুলি ভারত গবর্ণমেন্ট অধীণ সোমণীর পুত্রের এক
পার্শ্ব গিবিয়া রাগুন।

অমেরবহু বিঃ অস্বাভাবিক দিন, দিন লোকেরা
ঐতি ভাষন হইতেছেন। তেহার অস্বাভাবিক
সত্য তাঁহার বহুতার তির হইতে কইরা
বিধে তাঁহার সত্যবহু আশিতে পারিরা আমরা
তাঁহার বোণাতার বিলম্ব পরিচর পাইরাছি।
ভিবি বলিয়াছেন বহুসং বহুসং গবর্ণমেন্টের
কইরা আশি সত্য নিয়ন্ত্রণ বা ওড়ার বেশের
অস্বাভাবিক অর্থ প্রাচীন হয়। সিন্ধা বহিঃপ্রাচীন কালীন
দ্যন্তর সত্য বহুতকরিণী অস্বাভাবিক করিয়া বা ওড়ার
অস্বাভাবিক। বহুতকরিণী হইবার পূর্বে তাহা এক
বার ব্যাপক সত্য সর্পণ করা কর্তব্য। অস্বা-

बानो बादल बरसात करीब मध्यम विद्युत धारित
कानून निहार बाँही

—•—
 ॥ अस्मिन्नेति भाग्यं अथावीह हिमू
 उभयोः ॥

ইতিবাস দেখা ভাঙলর হঠাৎ সে নিম্ন-
লার বন্ধুতা দিবার সময় বলিয়াছেন বিজাতীয়
শাসনের একমাত্র উদ্দেশ্যই সামান্যীতি । আকবর
এই সামান্যীতি অবলম্বন করিয়া বোম্বল সাম্রাজ্য
স্থাপন করিয়া ছিলেন, আরজীও এই সামান্যীতির
মূলোৎপাটন করিয়া বোম্বল সাম্রাজ্য আ উৎসর্গে
নিরা গিচ্ছাছেন, কিন্তু মুসলমান আকবরের রাজ্য
সমান অধিকার পাইয়া বোম্বল সাম্রাজ্যের বাস
হইয়াছিলেন, বোম্বলসাম্রাজ্যের জন্য প্রাণ পর্যন্তও
বিসর্জন দিয়াছিলেন, রেজা বলিয়া কিন্তু এতদিন
যে মুসলমানকে হুণা করিতেম অভ্যাস্যতী ইসলাম-
মের চক্ষে ধেনুপ্রাণে বিমল হইয়া যে মুসলমানের
উপর তাঁহার জাতক্রোধ জঘিয়াছিল বর্ষ হস্তা
বেবেষ্টা যে যখনক কিন্তু রাকস বলিয়া হুণা
করিতেম, আকবরের সামান্যীতির শুধে সেই যখন
ক্রমে কিন্তু আবরবীর হইয়া উঠিলেন সেই যখন
জন্ম কিন্তু পাঠ মের সহিত সংগ্রাম প্রকৃত হই-
লেন এমন কি বোম্বলের বিরুদ্ধতায়ী কিন্তু সহিতও
বিবাহ করিতে ক্রী করিলেন না । ক্রমে বোম্বল
এতই কিন্তু আরাব্য হইয়া উঠিল যে কিন্তু রাজ্য
মুসলমান সাম্রাজ্যের পরিবারে অীর কন্মার বিবাহ
দিতেও ক্রী করিলেন না । আকবরের প্রাণ
এতাপ কিন্তুভার বল পাইয়া আরও এতাপা-
দিত হইয়া উঠিল । তখন বোম্বলের সে বোর্ডও
অভাশে মজগদ ভীত হইল । অধের সাম্রাজ্য
এজাগণ সুখ সম্মান বাস করিত, রাজতন্ত্র
লৌহ বর্ষ পরিধান করিয়া কিন্তু ও মুসলমান সৈন্য
বোম্বলের জন্য বিগবিদিক পরাজয় করিয়া
আসিত । এইনা রাজ্য শাসনের উদ্দেশ্য ? এইনা
রাজার প্রকৃত গৌরব, প্রকৃত সাহসিকতা ? এজ
অবস্থার উপর যে রাজ্য বিস্তৃত বহিঃলক গৃহলক
কোন শক্তই সে সাম্রাজ্যের পুণ্য প্রার্থিত বিনষ্ট
করিতে পারে, না । আকবর জামিতেম কিন্তুই
কিন্তুযানের বল । কিন্তু কৃতজ্ঞাই প্রজারকার
অভ্যক্ত, আকবর জামিতেম কিন্তু বিকৃত হইলে
বোম্বল সাম্রাজ্যের স্থল বই, মুসলমানের
নিষ্কার নাই, আকবর জামিতেম যদি বিদ্যা শিক্ষা
শ্রীতিশিক্ষা, ও ধর্মশিক্ষা লাভ করিত হইত, তবে
কিন্তু না হইলে চলিত না, যদি সামান্যীতির
সৌষ্টব সম্পাদন করিতে হইত, কিন্তুই তাহার পরম

[illegible][illegible]

জীবের যদি বিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করা না
 থাকে কতদিন ভ্রমবশিত হয়ে ভ্রমাবিশিষ্টক শাসন
 পরিচালনা করা যাবে? কতদিন এইরকম উপর
 নিবিধান করিয়া রাখা রাজ্য পরিচালিত পরিবেশ?
 রাজ্য হচ্ছে সুস্থিতিময় ও শাসনামল বহনকারী একতরফ
 কঠোর শাসনকে পরিচালনা করেই কেবলই তিনি
 অধিক দিন সর্বত্র হয়ে যাবে না। অত্যাচার নিষেধ
 করে, অকৃত্রিম বিধান করে, শাসনামল সুস্থিতিময়

আজকের অভিনবীকরণে আমরাই বসব করি।
 হ্যাঁ, যার যা। কিন্তু পাপে এই বিশ্বের মত
 কার্যকরী সার-সুপার জাতির পক্ষে সেজন্য নয়।
 কিন্তু যেমন রোমের বনীকৃত, তম সুখীভূত এমন
 কোন জাতি যাই যে রোমে, সেখানে বনীকৃত
 হয়েতে পারে। বলা থাকিবে রোম জীভিত্তি বিশ্বের
 বনীকরণের, বনীকৃত বিশ্বের উপরকার শাসনব্যবস্থা।
 পালক যেন একদিন আবেগিকভাবে যেন আসে
 সত্যের দর, সত্যের সোঁত ও সত্যের বর্জিতরা মতবস্তর
 কিন্তু পালক যেন-কিন্তু উন্নততীর অবলম্বন করিতে
 গেলে মতামত বিপত্তি ঘটনা উঠে। এজার জীভিত্তি
 যে জাতীর রাজনীতি, জীভিত্তি কান্দে যে কি কখন
 ও মতবস্তর অবলম্বন করে। উন্নত বৃত্তি না রাখিরা
 কি তাহার শাসন কার্য কল্যাণর হয়েতে পারে।
 যে রাজনীতি জীভিত্তি ও বর্জিত্তি মতবস্তর করে তাহা
 এককালে অব্যাহতকরণ-শাসন দীর্ঘ হওয়া সম্ভব।
 কিন্তু বর্জিত্তি বাহার জীবন, জীভিত্তি বাহার জীব
 সোপান, কঠোর দীতি অবলম্বন করিরা কখনই
 তাহাকে যেন আসা যায় না। একটা স্রেহের
 কথা বলিলে যে কিন্তু গোজান হয়েতে পারে, তাহার
 উপর তরবারের শাসন বিস্তার করা রাজ্যের
 কখনই কর্তব্য নহে।

দ্বিতীয় গণকর্মক্ষেত্রে যদি ইতিহাস হইতে নীতি
এখন করেন তবে কখনই হিন্দুর অধীনতাভাজন
হইবেন না। আর্থনীতির মনবর্তী হইয়া
হিন্দুক যদি উৎপাদন করেন ইতিহাসে নাম-
নীতিরই অধিক গৌরব হুইবে। মূলমন্ত্র
একদিন হিন্দুর উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া
নামনীতির প্রচার করিয়াছিলেন, যোগেনের
কি ভাষাতে কতি হইরাছিল? ইংরাজ কিন্তু
কতির ভরে হিন্দুর উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে
পারিতেছেন না। আমরা কি ইংরাজকে রাজ
ভাঙে দেখাইতে সক্ষম করিয়াছি? তিন পরিমাণ
উপকার পাইনে হিন্দু কি ইংরাজকে ভাণ পরি-
মাণভুক্তভাণ উপকার দেয় না? কখনো এ
কঠোর নীতি কিনের জন্ত হিন্দুর প্রতি এ অধিকার
কিনের জন্ত? মূলমন্ত্র (নীতিতে) স্থাপন করিয়া
কতকাল হইয়াছিলো ইংরাজ ভাষাতে পরাজয়
হইয়া ভীততা প্রকাশ করেন কেব? একমুখ উন
জিৎ বৎসর আমেরিকা-পরও ইংরাজ যে হিন্দুকে
চিনিতে পারিলেন না ইহাই আমেরিকা-পর
বিষয়। তদন্তের গণকর্মক্ষেত্রে আমেরিকা-পর
অন্য অর্থক অন্যভাবে ব্যক্তিগত। এই নামনী-
তির অভাবই ভাষার মূল কারণ। তদন্ত ইতি-
হাসের উপদেশ পাইয়া এখন হইতে হিন্দুকে

[illegible]

— ❶ —

अथ चत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः ॥

[illegible]

১। স্বতন্ত্র দেশের কারিগরদের প্রশিক্ষণের
জন্য তারা বিদ্যমান সন্যাস প্রকল্পে।

[illegible]

সেমন আদালত এখন স্থায়ী বিচার বিভাগে
 পরিণত করিয়া দেওয়া হইবে। কোন আদালতের
 কোন মকদ্দমায় কেহুও হেজর আইন প্রয়োগ পাব-
 নিক হইবেও কখনও দেখা যাব না। কারণ
 ১ স্থায়ী আদালত উপর আদালত, উপরের
 আসনে বসিয়া মকদ্দমার প্রত্যেক আদালতের
 কার্যাবলী। এতকি কি হইবে? অতি অসম-
 ভাব জাতিও কোন দেশ অধিকার করিলে তৎকাল
 অধিবাসী বর্গের উপর অত্যাচার করা এক উৎপাত
 অত্যাচার, এক বক্তৃতা, সভা করিতে পারে
 না। যিক ইংল্যান্ডের অত্যাচার প্রদর্শন। ইংল্যান্ড
 প্রাচীন কাল হইতেই অত্যাচার পরিবার বর্গের
 সাধারণ জ্ঞাত। অত্যাচারের এক সাক্ষ্য হইয়া
 থাকে তাহারা কিনা সন্তুষ্ট। করিকা প্রাচীন-মুখ
 কালী ভাগিনা, মিত্র-স্বয়ং, আর প্রাচীন-মুখ
 গতিরাও এই পৈশাচিক কলঙ্কের প্রথম বিদ্যমান
 গতে যখন সীমিত স্বাক্ষর দুইজন রাখিয়া
 হইতেছেন। অত্যাচারি বিন্যাসে এইরূপ একটি
 মকদ্দমা, রাজস্বের উপেক্ষিত হইত, তিনজন
 ওয়াই টিকসার, উক্ত হইয়া তাহার আবিষ্কারে
 প্রত্যক্ষ হইত। আরও ইংল্যান্ডের সে প্রমাণ,
 ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যস্থত করতারা আর মিত্রবই
 উল্লেখিত। এখানে আরও প্রমাণস্বরূপ মিত্র-
 বর্গ সাধারণ করে, পক্ষপাত পরিহার, বিচার বিভাগ
 বিচারপতির কল্যাণার্থে। প্রাচীন হইলে তাহার
 নিকট কতি পুরাতন প্রমাণাদি, প্রমাণ। ইংল্যান্ড
 থাকিলে বিচারপতির বিচারে অবিচারের প্রমাণ
 প্রমাণ উপস্থিত করিলেও প্রমাণ প্রমাণ।

[illegible][illegible]

পুস্তক সমালোচনা :

মৃত্যু ব্যতীত আরও ৩ বৎসরকালের বিরাম
 বলিষ্ঠ করে রাখবে। এই সমস্ত সমস্যার সমাধান
 এই পুস্তক কামিতে আইনের ব্যাখ্যা সহজে
 করা যায়। যেহেতু মৃত্যু আইনের অর্থ
 সংগ্রহ করিতে পারেন এই পুস্তক কেবল কানুন
 দেয়। ফলে, এই পুস্তক। ইংরেজ আইন ব্যবহারী
 লোকের ন্যূনতম। সর্বত্রই প্রচলিত ও কানুনীর দ্বারা
 মৃত্যু উপস্থিত করিলে কানুন আর সহজ হয়।
 এই আইনের অর্থ সংগ্রহ করিতে না পারিলে
 কানুন। মৃত আইন না বৈধ। এই “মৃতসংগ্রহ
 পাঠ করিলেই কানুন আইনদের কর্তব্য ও সহজ
 কি তাহা বিদ্যমান হইতে পারিলে।

[illegible][illegible]

‘হুপিংডার’ শিল্পকে আকর্ষণীয় করে তুলে দেবে
কালী পাঁচিলের ভাষা আছে, উল্লেখ আছে, রচনা
নৈসর্গিক আছে। রমণীর দেহের চাইতে ‘এক
শব্দ’ রচনা অবশ্যই সাধারণের মনকে আকর্ষণ
করে দেবে।

ইউনাইটেড ন্যাচার

ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ । ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଶଙ୍କାକୁ ନଷ୍ଟ
କରି ଦେଉଛି ।

[illegible]

ଢ଼େରାସ୍ୟ ଓ ଡାକ୍ତର । ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏକଟି ଡୋର ହୁଏ । ତା
 ଡୋରେ ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏକଟି ବକ୍ସା କାଟି ନେଇ ଗୋ
 ଶିଳାକୁ ଡୁବେଇ ଓ ପାଉଁଶ । ଏହି ଗୁରୁ ଶ୍ରେଣୀର ମଞ୍ଜୁ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ହାସ୍ୟ
 ଡୁବେଇ ଓ ପାଉଁଶ ଏହି ଡୋରରେ ଲେଖିବା ଯୋଗ୍ୟ ଏକଟି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହାସ୍ୟ
 ବକ୍ସା ଡାକ୍ତର ।

সেইশতাব্দীর ৩০-৪০ খ্রিঃ। কবীর সংস্কারপন্থে প্রকাশ
পাঠ্যেও সাহা প্রকাশের প্রচেষ্টাও সুসঙ্গত। প্রাচীন
সংস্কৃত ভাষা নাই।

।।ସ୍ୱଳ୍ପ ଶେଷ।। ଡିକାମୋ ନଗର ମୋନାଲିସା
 ଦେବର ସେ ଗାୟନା ସହ ହାସ ଶେଷି ତାହାର ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି
 ବିଚାରେ ଏ ସାକ୍ଷର ୨୫ ମାସେ କାମାଦତ ହ ୧୦୦ ଡଲାର ଶାରୀ
 ହୁଏତେ ।

গেনিডেউ প্রেসবুইটারিয়ানদের অর্থ বিবাহ হইয়া গিয়াছে। কখনো
যাক। অসুখ কোসলসি।

କାଳୀକାନ୍ତି ସମ୍ପାଦନାମାନଙ୍କଦ୍ୱାରା ବିତରଣ କରାଯାଇ ଯାଉଥିବା
କ୍ଷୁଦ୍ର ମୁଦ୍ରଣଯୋଗ୍ୟ କାଳକୃତ ଓ ଆଦ୍ୟୋଗ୍ୟମାନ ଓ ଲେଖନୀମାନଙ୍କ
ଆଦି ଏ କବିତାଗ୍ରନ୍ଥ । ଯଦିଓ ଏହି ଆଦ୍ୟୋଗ୍ୟମାନ ଗ୍ରନ୍ଥର ସମସ୍ତ
ଅଂଶ ।

এদের গুণা কুৎস। যদ্যপাও কলোপ নিজে এখান হইতে
নাও হইতেনো যাঁহা কলিহায়ে।

নিম্নের কথা কহে। 'বাংলায় ব্যাটিকর সেরেটোরী হা
 স্পেটের গ্রন্থিক কথিত হইতে পারে পরিজ্ঞান কাম্যবোধে। তাঁহা
 কথ্য পরিভাষ্য করিবার কোন সম্পূর্ণ জ্ঞান কার নাই।
 সত্যকেই কহিবাম সত্য হইতে পারেন। তিনি কেবল এত
 জানে যে সত্যকারী লোক হইবেন।—(৩৫)।

କଳର ଚର୍ଚ୍ଚା କର । ଚିନ୍ତାଧାରଣ ସ୍ୱଳ୍ପ ଆଜିବିଧି ।
କାଳର ଚର୍ଚ୍ଚା କର । ଚିନ୍ତାଧାରଣ ସ୍ୱଳ୍ପ ଆଜିବିଧି ।

গবর্নমেন্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনেন্ট গবর্নর
রেল লায়সেন্সসম্বন্ধে
নিয়োগ।

স্বাস্থ্য ও সাধারণ বিভাগ।

মিষ্ট্র এক এন্ট, যারোয় দুইয় সময় সিংগলিয়ার শ্রুত কক-
গোলিক ডব্ব কা-বপুয়ের মাকট্রেট ও কালেনটের কক তার-
কাংবন। শ্রুত রাধাকান্ত বন্দোপাধ্যায়ের দুইয় সময় শ্রুত
উমাচরণ খলোয়ায়। ডেপুটি মাকট্রেট বর্ডমান কালস। মহকুমার
তার পাইলেন। শ্রুত জীর্জাল বন্দোপাধ্যায় ত্রিপুরা প্রদেশ
মেডিকার, শ্রুত বংশীধর বন্দোপাধ্যায় বংগবে, শ্রুত গজা-
চরণ চট্টোপাধ্যায় ঢাকা এবং শ্রুত শ্রীকান্ত দেব মানসুয়ে
ডেপুটি মাকট্রেট ও ডেপুটি কালেনট হইলেন। ডেপুটি
মাকট্রেট শ্রুত অটলবিহারী বৈদ্য মানসুয়ে গোলকপুর মহ-
কুমার তার পাইলেন। গোলকপুরের ডেপুটি মাকট্রেট শ্রুত
মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লোকস ডোগার কালি হইলেন। বালু-
ধর ভট্টাকের ডেপুটি মাকট্রেট শ্রুত বাজবর চট্টোপাধ্যায়
চান্দাব গলী হইলেন। মহরনসিংহের এন্টমেন্ট মাকট্রেট
মিঃ এইচ স্যাক্সেট পুরী মাকট্রেট কালেনট হইলেন। মিঃ
লি নত পুন্স উপারিন্টেন্ডেন্ট বর্ডমান হইলেন। গজা মিঃ
ডব লট, এন্ট, কর্ণল লোহার ডগার, ঢাকার মিঃ এন্ট ডবল
গজার, হারডাওয়ার মিঃ ডিঃ রুর্কি ঢাকার লোকস ডগার ডি. ডি.
নলস হারডাওয়ার, ২০ পরগনা হারডপুয়ের আর্মি পুলিশ মিঃ
লি গজার।

বিত্তসংক্রান্ত বিভাগ।

শ্রুত হুসেনাপাল ডাকি মে হাখা, মন্ডীপুর মুলক হই-
লেন। বাবু মোহনচন্দ্র দে এবং গোপীমোহন তার ত্রিপুরা
র অগণে ডরা একমালের অধিকারক মাকট্রেট হইলেন। বাধ
গজের আভিহিক সন জজ বাবু রাধেন্দ্রকুমার বহু বীণ্ডু'র বর্ডলি
হইলেন। বাবু ভার্জকচন্দ্র কাস, বাবু শিবচন্দ্র ভট্টাচার্য
হু মে মলীয়া শান্তিপুর একমালের অন্তারি মাকট্রেট হইলেন।
হার্ট্রয় মুলক বাবু আদিনন্দ্রাক্ষ অজেক দুইয় সময় বাবু দুর্গা-
রাস বহু গংগবন্দ্র সহরের মুলক হইলেন।

লিখা বিভাগ।—ত্রিপুরার মুলসবুকের ডেপুটি ইন্সপেক্টর
বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার জহ বাবুদার এবং বাবুদার বাবু প্যারিমোহন
বন্দোপাধ্যায় বর্ডমান গলী হইলেন।

জমগকারীর পত্র:

ঢাকা ও মহরনসিংহ।

পূর্ব পত্র ঢাকার দুই একটা বিবরণ দিয়াছি।
আবরা অতি অশ্লক্ষ ঢাকার অভিযাহিত করিয়া
মারারধগজ, ঢাকা মহরনসিংহ রেলওয়ে বোগো
মহরনসিংহ গমন করি। এই সুতর রেলওয়ের বর্ড-
মান বর্ড চানিত হইতেছে। বোগ হর পাঠক
মতোবয়ের এ বিবর অবগত আছেন। হিমালয়
রেলওয়ের গাড়ী ও ইঞ্জিন বে এলাখীতে একতর
ঢাকা রেলওয়ে সেই অশ্লক্ষের নিধিত। কেবল

বিবরদের রেলের অপেক্ষা ঢাকা রেলওয়ে
ইঞ্জিন অতি শ্রুত ও সুগতি। কিন্তু রেল
একটা বাক্যবস্ত দেখিয়া অর্থাৎ হইলেন। ইঞ্জিন
সমুদ্র কার্ভের রেল করিয়া বেগে বাক্যবস্ত
উক্ত লোহ পথের চারি অতুলি উপরে পল
বাগ। কোম জীব ও পলকার সমুদ্র পতি
হইলে পলক চক্ষে চটাই শেখিত বা উইয়া উই
যের অপ্রতিভ রেল চেকিয়া সমুদ্র চানিতা হাই
থাকে। এইরূপ বাক্যবস্ত সকল রেলওয়ের অ-
করনী, রেলওয়ে পু বাক্যবস্তে পলুত। ডক
চৌবক্তলি হোট। এবং অধিকাংশ রেল ক
পেট দারা মিধিত।

ঢাকা হইতে মহরনসিংহ হাইবার পথে আন
জহরনসিংহের সাহিত্য সমালোচনী সভা বে
বার জহ জহরনসিংহ চৌবক্তে মানিতা ডাকালে
রাজধানীতে গমন করি। এখানে আন
সা সভ্য সংসারের পরিচিত জহর কালি
বাবু বর্ডলি বা পাইয়া কুমার রাজেন্দ্র মারার
সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাই। তাঁহার সহি
আলাপ করিয়া দুই হইতে পারিমান মা
কুমার বাজালা সাহিত্য সমালোচনী সভার সভ
পতি বলিয়া পরিচিত। কিক প্রত্যক্ষ বাজা বে
লাম ডাকালে তাঁহার বাজালা সাহিত্য কিক
অজ্ঞাং বেবা খেল মা। সাহিত্য সমালোচ
সভার অন্তি কেবল কংগজে কি ক
ডাকালে কিক করা হুদর। কুমার সচিব বে
উৎসাহী জিহ। তিনি সাহেবি চালে চ
কথা কহিতে ইংরাজিই অধিক ব্যবহার করে
কোন সমর যদি কোন ইংরাজ রাজধানী
আসেন তাঁহার আধর অজ্ঞাং আর থাকি থা
মা। তাঁহার জমেক বেরনতানী বাবু চিৎ আ
পালিত কুটুট ইংরাজি বিতরণ করিতে হ
সাহেব মর্ডমার্বে এড আকোজন কিক কো
দেশীয় ডক লোকের অতি তাঁহার দৃষ্টি বাই। বা
কেব তাঁহার অভিধানার হাই। কিক, ক
ডবই এক দৃষ্টি অর মিধিত পারে।

মানসীর কালীপ্রসন্ন বাবু বর্ডন ডাকালে
কার্ভাকার প্রহণ কুন ডাকারে কিছুদিন পা
পূর্ব বজের একখানি সংবাদপত্র তাঁহার
প্রহণা করিয়াছি। তারপর আর কোন কথা
কথা বার বাই। কালী বাবু কার্ভা বি
বলকী হইতে পারেন বাই। কুমারের সহি
অকপট চতাবে ব্যবহার চানিতেছে। লো
বলিতেছে উহার কার্ভাকার শেষ হইয়া আ
ডেহ।

বাহের জহ অতন্ত গাড়ি বা কামরা রিয়ার
বাহ মিলন করিয়া মর্ডমার্বে আশ্রয়। কয়েক
বং ডাকার রক্ষক শ্রুত সংখ্যা তিন জনের
অপেক্ষা অধিক হইল। আচার্যের জহ ও গাড়ি
বাক্যবস্ত করিতে হইবে। বিজ্ঞাংর মূল্য প্রত্যেক
জীর ৮ গুণ ডাকা। কি কামরা ৫ টি, কঃ করিয়া
বিজ্ঞাংর মিলন মূল্য।

মাজিলি বিমান রেলওয়ে একপে টি বি-
রনের সহিত একত্র হইয়াছে। ইহা
বিমানের বাক্যবস্ত ডক জেবীতে ডাকা
বিজ্ঞা হাইতে পারিবে। তৃতীয় জেবীর ডাকা
মধ্যম জেবীতে এবং মধ্যমর ডাকা বিজ্ঞা
জুতীয় জেবীতে হাইতে পারিবে।

কলিকাতার ভারত সভার উদ্যোগে গত ৬ টি
হুম জিহগরে একটা পকাও হাইব্রড সভা ডক
গজাং। সভা কাল প্রায় ২০ সভ্য লোক উপ-
স্থিত ছিলেন। এখানে প্যারিফারমিট সভা অ-
হাইল, প্রতিমিধি মুলক ব্যবস্থাপক সভা ইত্যাদি
ববর লইয়া জুতুল আশ্রয়লয় ডব।

লোভিতকরিতার নাম লর্ড ভকরিণ বিকটিন্ড-
জন। মিষ্ট্রস গোপীচন্দ্রের নাম অর মর্ডাকব
সাম কর্ভা ও বুঝ দিকটরা মান। মিষ্ট্রস গাণে-
চন্দ্র এসেশীর লোকের উপকার সাধন করিয়া
গাধারের জীতি ডাকন হইয়াছেন। তিনি বান
জেনে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বিদ্যেজন। অর
সাম কালিগের স্থাপিকা জনাও তিনি পকার
বক্তা করিয়াছেন। সপ্রতি তিনি একটা শিষ্য
বাক্যবস্ত স্থাপনের প্রয়াস পাটতেছেন। বেডি ডক-
বণ ও মিষ্ট্রস গোপীচন্দ্র তাঁহার অ অ আনীর
পানই হউন।

আবেরিকার অনক ডকনভিলা রমা বাইয়ের
জহ ও সাবগর্ভ বক্তৃতা হুই হইয়াছেন। ভারত
সিনী ডগিগাংর হুর্কী দুর করিবার ডকা
ভারী বক্তা পরিচর হইয়াছেন। আদীম বক্তা-
বী আবেরিকামগর্ভ ভারতে জীলিকা বিবরে
কটু বিশব বক্ত করিলে আবার বক্তা চেকার
ফল কলিবে।

কাখীর মহারাজর দুই জন জাকার সহি
বাহ চানিত। হুদরাজ পুরা ও মর্ডাকারিগাংর
প্রবর্তে সুতর কর্ভাংরি মিগাং করিয়া বাক্য
গজা করিতেছেন। কককজন রাজা, মী রাজার
খীনে ডাক ডাক কাজ করেন। পাইগলিয়ার
জন বাজাখী আছে বলিয়া কাখীর রাজকার্যে এড
পাংখলা। মহরনসিংহ বাজাখীর উপর বক্তা
ডকান বাকি ইহা ৫ টি ডাকা হুইতে পারিবে।

হয়। রচিয়াছি। শাসন কার্য। যে কি শাসন কার্য।
মহা কিছুই জানি না। ইংরাজের কৃপায়
হল পরিচালনা নিম্ন নিম্ন নিম্ন নিম্ন নিম্ন নিম্ন
যেমন বিষয়ে কার্যপট্টতা প্রদর্শন করিতেছি।
কৃপক আশাযে এই যোগ্যতা দেখিয়া আমা-
র প্রতি শাসন কার্যের ক্রিয়াকলাপ অর্পণ করিতে
জানেন। যোগ্য হইয়া আসিয়া জায়েন। ইংরাজ
তাহার কোন কার্য অথবা সম্পাদন করেন না।
কৃত্তর বিষয় সকলে এক হইয়া পরামর্শ পূর্বক
সম্পন্ন করেন, উৎসাহের সকল কার্য সম্পাদন
এক একটা সভা আছে। আমরা যে শাসন
কার্য করিতে চলিয়ায়, তাহার জন্য একটা
মিতি সংগঠিত হইবে সেই মিতি কতক লোক
ইহা রচিত কর। সেই লোকগুলি কার্যকুশল
মিলিত হওয়া প্রয়োজন আমরা এ সভার সভা
অধ্যক্ষ ট্রান্সলেশন অথবা সমবেত হইয়াছি। এখন
শাসন কার্য আশাযে বুঝিতেছেন এ কার্যটি কত
কঠোর, আমরা যদি ভাল লোক হই সেই
কার্য সুচারুরূপে চলিবে। উত্তরোত্তর ইংরাজ
আমাদের আশাযে কত কত কার্যের তার
বাহন, যোগ্য মনুষ্য সংস্কারিত হইবে। আর
আমরা যদি তোষামোদের বলবর্তী হইয়া অযোগ্য
লোককে আশাযে প্রতিমিত্ররূপে নির্বাচন
করি আমরা বিফল হইয়া যাই। আমাদের
নির্বাচিত লোক পদে পদে অযোগ্যতা প্রদর্শন
করিবেন কার্য বিশুদ্ধতা পরিচালিত হইবে।
মিতি কি আমাদের ভাবী আশা ভরসা সকলই
হইয়াছে। নতুনকার্য এ কার্যের গুরুত্ব
ও গতিতে অসুতব করুন, সভা নির্বাচনে পরিণাম
নির্ভরতা প্রদর্শন করুন। স্থানিতপদ হইলেই
সভার সর্বশক্তি, আমাদের দৃষ্টি দেখুন, আমরা
আমাদের কৃপা এ প্রতিমিত্র নির্বাচন অর্পণ
করিতে পারি। আমারা এক কথা অরণ করি-
বন যখনই হইলেই কার্যকর হইবে না। চানজা
পট্টতর লোকটি কি আমাদের গুরুত্ব নাই,
এখানেও রাজার ভুলনা হইতে পারে না।
বিদ্যাই "সর্বত্র পুত্র" আমারা বিদ্যাই জ্ঞানি-
বন বিচারী রীতিমত শিক্ষা পাইবেক, বিচারই
কর্তব্য লোক, যে সভা রচিত হইবে, তাহাতে
মিলিত লোকের এ বেশ বেশ আশাযে। তাহেব-
তার সঙ্গে অস্বস্তি বর্জিত করিতে হইবে।
রীতিমত শিক্ষিত না হইলেও তর্কিতব্য শক্তি
বিকাশ দেখিতে পাইব কেন?

চব্বিশপুর ।

চব্বিশপুর বিধানী বিধাত বনী বাবু বিদ্যে
বিহারী সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র হরেন্দ্রনাথ সিংহ
মৈত্রী হইতে কলকাতা হোমিওপ্যাথি হাসপাতাল
কলেজের মেডিকেল স্টাডেন্ট হইয়া ইণ্টার মিডিকেল
রেস্ট্রান্সে উঠে। উক্ত কলেজের অধ্যাপক ডাক্তার
ডবলড হট্টার গবর্নমেন্টকে প্রস্তাবনা করা অপরাধ
ডাক্তার রাণাঘাটের ফৌজদারি সোপারক
করেন। মহাসভা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট জিহুত বাবু
বিজয় দাস যুগোপাধ্যায় মহাপ্রেরিত জমিদার
আসামীর ৫ টাকা অর্থ দত্ত হইয়াছে। আমরা
ইহাও বিজয়দেবের অর্থদত্ত হইলাম যে এই মহাস-
ভার তরফে দান প্রায় ২০২৫ টাকা দান হই
য়াছে। বড় লোকের ঘরের ছেলেরা দেখা পড়া
না শিখিলে যে কিতাপে অর্থ ও দিল্লি উৎসাহ
করে সোমপ্রকাশের বিজয়ী পাঠকবর্গ এই ঘটনা
দৃষ্টে বিবেচনা করুন।

সৌদীন রাতিতে এইপ্রাণের উত্তরাংশে মনু
পাতার একটা লোমবর্ষণ কাণ্ড সংঘটিত হয়।
প্রকাশ মনুনা নামক একজন পতীর হই চরিত্র
অবগত হইয়া দ্রুত হাতের দানক অস্ত্রের
আঘাতে ডাক্তার পতীর প্রাণ বিলাপ করে।
পরিশেষে উচ্চমে আপনি প্রাণত্যাগ করে।
লোকটি চব্বিশপুরে একটা মনুজল দ্রুত দেখাইয়া
গিয়াছে। অসতী স্ত্রী লোকের বিধানবাক্যের
সমুচিত হওবিধান হইয়াছে। সামান্য লোকের
জন্ম যে কেনন মহান্দ্র এং ওজমিতার পূর্ণ
ধাকিতে পারে, পাঠক দেখুন। মনুজল অবশ্যতাবী
এরূপ সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত দাতারা ইতলোক হইতে
অপসৃত হয় তাহাদেরই সার্বক জীবন।

সম্রাতি এখানে সংগঠিত হয় হইয়াছে। অত
৩৪ দিন হইল একটা বিধাত বাবু জীবন বতের
কর্মিত ৫ ম দশ বরষ একটা শিশু পুত্রকে একটা
লোকের মর্গ উপলক্ষ্যে ৩৪ বার বংশন করে।
শিবের কি তারামক আপনধিক অস্থান ১০ দিন
টের মধ্যে শিশুর জীবন দান করিয়া। বিদ্যাপাঠার
কার্য গুলি যে কি উদ্দেশ্য সংস্কারিত তাহা দান
বুঝি অগোচর। এইরূপ লোক গতিমিত্রই বর
গৃহে বসিতেছে। একদা অগোচরেও যিনি ইচ্ছাকৃত
ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া লোকোৎসাহ রূপে প্রদান
বাধ্যতাবদ্ধ অবিচলিত থাকেন তিনিই আমদানী
দেব অর্থদত্ত হইয়া তাহার দান।

এখানে জ্ঞান বিবরণ একটা সভা সংগঠিত
হইয়াছে। সভার উদ্দেশ্য জ্ঞান বিবরণে অর্থ, বর্ষ,
নীতি প্রভৃতি বিষয়ে উপলক্ষ্য দিয়া তাহা ঘের

মহা প্রতি মহাসভা উত্তরিত পথে প্রাথমিক সভা
চব্বিশপুর বা ইংরাজী বিজ্ঞানীয় সামগ্রীর প্রকাশ
পট্টত বাবু জ্ঞানী কান্ত হরেন্দ্রনাথ মনুজল
উপলক্ষ্যের পদ প্রদত্ত করিয়াছেন। আর ঘের
সম্পূর্ণ প্রকাশ জ্ঞানী বাবু বর উপলক্ষ্য লোক
সভার থাকিলে সভার উপলক্ষ্য সকল ঘটনার
সম্পূর্ণ সভাযে। ইহাদের মিলিত প্রাথমিক চব্বিশপুর
জ্ঞান সভা খোজই উত্তরিত পথে সংস্কারিত
হইবে।

যদিও মহা এ অঞ্চলে এক এক পসরা দ্রুতি
হওয়ার তাহাদের পক্ষ বেস ভবিষ্য হইয়াছে
কোলের প্রাথমিক ও অপেক্ষাকৃত দান দ্রুতি দান
করিয়াছে।

বিজ্ঞাপন ।

অন্ত বাবু নির্মিত অর্থ "অনন্ত" ।

কলিকাতা, "অনন্ত" প্রকাশক



পূর্ণচন্দ্র দাস কর্তৃক নির্মিত ও প্রকাশিত ।
৩৭ নং বেংগলো লেন গটলিওলা, কলিকাতা ।
এই "অনন্ত" জৈমিক মহানন্দোৎসাহে সর্বাসী
কর্তৃক আবিষ্কৃত। উক্ত মহানন্দ আমাকে বিশেষ
অগ্রহে পুরস্কার অর্থে বাবু দত্তা নির্মাণ, ও বিদ্যা-
ভীর ওপলক্ষ্যকরণ প্রকৃতি কার্য শিক্ষা কবাইয়া-
ছেন। আমি এই সকল কার্য শিক্ষা করিয়া, অর্থে
বাবুর দ্বারা কর্তৃক "অনন্ত" নির্মাণকরণে চিত্র
আবিষ্কৃত করেকজন ব্যক্তিকে বরণ করাইয়া
ছিলাম। তাহাতে তাহারা অতি অস্বস্তি দর্শন
পর্যন্ত ব্যক্তি বরণ হইতে নিষ্কৃতি লাভ
করিয়াছেন, সেই ভয়ে বাবুর উপলক্ষ্যে
অন্যের দত্ত কামদান প্রদান এই অর্থে
নির্মিত "অনন্ত" প্রকাশ করিলাম।

এই "অনন্ত" অর্থ রোপা, তাজ সীসা, রা-
হতা, লৌহ, পারদ, এই অর্থে বাবুরে নির্মিত
ইয়া প্রকাশের অর্থ বাবুর উপলক্ষ্যে সর্বাসী
বর্তিত হইয়াছে। একদা একা দ্রুতি ও অর্থ
করল পাঠক জ্ঞানী তাহা, একদা এই বিদ্যুতী
কার্য উপলক্ষ্য করিয়া অর্থে বাবুর ও অর্থ
পূর্ণচন্দ্র প্রকাশ করাইতে দাতক। ইহাতেই পরীক্ষা
দত্ত পরিচাল করতা সর্বপ্রকার জ্ঞান দান
পূর্বক জ্ঞানদেব দ্রুতি হইতে দাতক।

মহাকবি" জীবন রক্ষার মূল উদ্দেশ্যে বসিলেন।
জাতি হইয়া। আরি মুক্তকণ্ঠে বিশ্বজগৎ
ল'তাহি যে এই সত্যসী গুহ্য "আর্য্য" এই
তু নির্মিত "অমৃত" বারন করিলে পর "শরীর
বহীরা নানা প্রকার বাধি বিলাপ ও ভবিষ্যৎ
নান বাধি হওয়ার আশঙ্কা আর কাহারও করিতে
হইবে না।

ইহা ধারণা হাত, অরুণোদয়, নীরসীতা, বেত,
তু চর্মলতা, রক্তাশাশন, নিরাসীনতা, পুরাতন
র, রক্তশিত, হাঁপানী, অর্ধ, আসকাশ, অপ্রাণ
লোকের বেত প্রভৃতি, গৃহিনী কীদ বাতু, বাধক
অতুলন গুহ্য রোগসমূহ আশ্চর্যরূপে আরাম
ইহা দিন দিন বেহের কাঙ্ক্ষি হুতি করত শরীর
ষ্ট করিতে থাকে।

আজ কাল যাম্যপ্রকার উদ্ভবি ধাতুনির্মিতরক
বজ ও অমৃতী উভয়বি বাণ্য অষ্ট বাতু নির্মিত
লিরা প্রচলিত হইতেছে। তাহা যে কতদূর সত্য
গননা ভুলনা করিত তাহি না কিন্তু মহোদয় রত্ন
নে কঁচ ক্ষয় করিলেন না।

হোট ও বড় প্রত্যেক "অমৃত" মূল্য ২২ টাক
টাকা। প্যাকিং ও পোষ্টেজ ১ টাইল ৬ টী
১০ ৭ টাইল ১২ টী ১৮। আনা। অর্ডার পাইলে
আমুপেরেবল পার্সেল নাম পাঠান হইবে। আর
শেষীর মহোদয়গণ "অমৃত" প্রত্যেকদীর্ঘ অমৃত
করিয়া হস্তান্তর বাপ পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করি
দন এবং সকলের মন ও বাস সন্তোষকরে দিখিয়া
হবেন।

৩ "অমৃত" যেসকল দ্বানবাতু বচিত হই
গছে তাহা এক একটা করিয়া বিলাইয়া সন্ধ্যা
বার উক্ত সত্যসী আবেশনত প্রতি অব্যবস্থা ও
নির্ঘাতে ফটকিরি জল দিয়া ধৌত করিয়া
হইবে।

—৩৩—

নিউ হোমিওপ্যাথিক হল।

এস, বি, বিশ্বাস এণ্ড কোং।

৪৭ নং সীতারাম বোমের স্ট্রীট কলিকাতা।
বিক্রয়

টাইটল ওষধ।

উত্তম উত্তম পুস্তক, পকেট বুক, বারবন্দিটার,
৩০ শিলির বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক ঔষধসমূহ ১২
শিলি কর্ক, চামড়া ও তুতি সমস্ত আবশ্যকীয় জন্ম
ইংলণ্ড, জার্মানি ও আমেরিকা হইতে আনিয়াছে।
গৃহচিকিৎসার উপযোগী বাবতীর বাজায়া পুস্তক
এখানে পাওয়া যায় এবং এখানে এখানে সংবাদ-
পত্রের ও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় দৈনিক পত্রিকা সক-

লের বিশেষ প্রসংগিত "সমুদ্র বিধান তব বা
হোমিওপ্যাথিক কি?" নামক উৎকৃষ্ট পুস্তক
খানি কেবল আনানিগের বিক্রেতা ডাক বাতুলস
১১০ এক টাকা আন আনা মূল্য পাওয়া যায়।
ওলাউটা ও গৃহ চিকিৎসার জন্ত সকল রকমের
ঔষধ পূর্ণ বাজ বিক্রয়ার্ধ সর্বদা প্রস্তুত থাকে।

করক বৎসর হইতে শত শত রোগীর আরোগ্য
দান্য বিশেষ পরীক্ষিত সর্বপ্রকার ম্যালেরিয়া
জ্বরের শান্তিকারক উৎকৃষ্ট হোমিওপ্যাথিক ঔষধ
ব্যবস্থাপত্রসহ ১৩ টায়ের মূল্য ৪০ এবং বহুব্রতীভার
বিধাত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবস্থাপত্রসহ মূল্য
১৪০ বেড় টাকা। ইহা কেবলই আনানিগের দ্বারা
বিক্রীত হয়। ডাক্তার ক্রুবিমির এলিড কপু'রের
আরক ব্যবস্থাপত্রসহ মূল্য ১ আনানিগের বিক্রেতা
পাইবেন।

মফস্বলের অর্ডার বক্তের সহিত ড্যানুপেরেবল
পার্সেল দ্বারা নীজ পাঠান হয়।

—৩৪—

হোমিওপ্যাথিক ডিপজিটারী।

৪২ ও মূজাপুর স্ট্রীট, পটলভাঙ্গা কলিকাতা।

এই মূক্তন ঔষধালয়ে সকল প্রকার হোমিও-
প্যাথিক ঔষধ, উর্ক, হিলি বাজালা ও ইংরাজী
পুস্তকাবি এবং চিকিৎসোপযোগী প্রণালি প্রতি
তলত মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। কলারার বাজ
১২ শিলির ডাক ক্রুবিমীর কপু'রের আরক ও
পুস্তক সহ মার প্যাকিং ৫ গাছ'র চিকিৎসার
পুস্তক সহ ৩০ শিলির বাজ মার প্যাকিং ১২।

—৩৫—

বিশেষ সুবিধা বিশেষ সুবিধা।

মফস্বলের বহুব্রিগের সুবিধার জন্য আমরা
কলিকাতা হইতে বাজার হরে সকল প্রকার জিনিস
খরিদ করিয়া পাঠাইয়া দিতে পারি। বাহার বখন
যে কোন জন্ম আবশ্যক হইবেক তিনি লিখি
টাকা প্রেরণ করিলেই ঐ থাকে সমস্ত ড্যানু-
পেরেবল পোষ্টে সেই সকল জন্ম পাঠান হইবে।
নিম্নলিখিত ঠিকারের পর লিখিলে সমস্ত বিবর
জানিতে পারিবেন।

বক্ত এবং ছত্র কোং

৯৩ নং রাধাবাজার

কলিকাতা

চিকিৎসা-প্রকাশ-বক্তের
পুস্তকালয়।

১৮৯ নং বহুবাজার, স্ট্রীট, কলিকাতা

ডাক্তার জিবহরদাস মুখোপাধ্যায় কৃত বাবতীর পুস্তক

এবং হইতে ঐ পুস্তকালয় থেকে বিক্রয় হইবে।
একটি দ্বারা আর বিক্রি হইবে না।

তৎকৃত

সরল চৈতন্য-প্রকাশ

অর্থাৎ

সহজ মেটিরিয়া মেডিক

১ম ভাগ।

গৃহস্থ ও পাড়ারিগের ডাক্তারদের জন্য
প্রকাশিত হইয়াছে।

ময়াল ১২ পেজি ৩-০ পৃষ্ঠার বেশী।

মাম ১৪০ টাকা; ডাকমাশুল ১০

ঐ পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

শ্রীপারেশনাথ মুখোপাধ্যায়
মাদেনজার

—৩৬—

হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়।

জে. এন. ভট্টাচার্য এণ্ড কোং।

এখানে প্রমাণে করকখানি জাভাজ লওন
আমেরিকা ও জার্মানি হইতে বিস্তর হোমিওপ্যাথিক
ঔষধ, পুস্তক, কর্ক, শিলি ও বাধি আনীত হইয়া
মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। এলেন এমলাইকো
শিডিয়া মূল্য ১৮০ ছানিমাম মো পিটরা মূল্য ২
প্রতি বড় বড় পুস্তক পাওয়া যায়। বিলাতী ২০
ক্রম ১১০ বাহারট ১৮০ বিক্রয়। ১০ এবং ২৩ টায় ১৮
দিসাবে বিক্রয় হয়। ১২ শিলির ওলাউটার বা
মার পুস্তক ৪৪ ঐ ক্যান্ডরসহ ৫ ও সাধারণ চিকি
সার পুস্তক সহ ২৪ শিলির ৮৮, ৩০ শিলির ১০৮
৪০ শিলির ১৪, ৪৪ শিলির বাহ্যিক ঔষধ সমস্ত ১
৭২ শিলির বাহ্যিক ঔষধ সমস্ত ২৫। ২০০ শিলি
উৎকৃষ্ট বাজ পুস্তক ও বাধ্যমিটার সহ ৮০ বাধ্য
টার ৪৪০ ও ৫ (ক্যাটেলন বিতরণী)। (সমস্ত বাধ
সহিত পুস্তক ও কোটা চালিবার মত পাওয়া য
টিকানা ১১৭ নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

জিলামকীনাথ ভট্টাচার্য মাদেনজার

—৩৭—

১৮৭৪ অব্দে স্থাপিত।

শরচ্চন্দ্র দত্ত এণ্ড কোং।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ।

প্রস্তুতকারী।

কলিকাতা মতা মেজার এবং হোমিওপ্যাথিক

কারিগের মিকট হইতে ঐবধের উৎকৃষ্টতা
এবং সাপেক্ষ পাওয়াইবে ।

মূল্য স্থলত ।

এলাউটা চিকিৎসার ১২ শিলি ব্যবস্থা ও কপু-
র আরক সহ ৫ টাকা ।

গৃহ-চিকিৎসার ২৪ শিলির বাজ ব্যবস্থা পুস্তক
৮ টাকা, ২ শিলির বাজ ১০ টাকা ।

সাধারণ চিকিৎসার ৫১ শিলি ঐবধের বাজ
ব্যবস্থা ১৮ টাকা ।

জাকারিগের উৎকৃষ্ট বাজ ২৫ টাকা, সম্পূর্ণ
ব্যবস্থা ৫০ টাকা ।

ইংরাজী বাজালী সচিত্র মূল্যনির্ণয়পত্র
মূল্য প্রাপ্য । টিকানা ৫৫ নং কলকাতা
কলিকাতা ।

—৩৩—

বিশেষ সূচক ।

সামগ্রিক বস্ত্র ইংরাজী ও বাজালী নামা
প্রকার জনপ্রিয় হইতেছে । সস্তা মূল্য
সহ সমস্তের মধ্যে মৃতন অক্ষরে সূচকরূপে
প্রাপ্য সম্পন্ন করিয়া দেওয়া যায় ।

মফসলের বেসকল গ্রাহক কলিকাতার
সিগিবেন এবং সহরের বেসকল গ্রাহক
সামগ্রিকের মূল্য হস্তে দিতে ইচ্ছাকরেন,
প্রাপ্য ২৭ নং কলকাতা ট্রাট সোমগ্রকাশ
ডিপজিটরিতে দিয়া রসিদ লইবেন ।
নির্ভর করিয়া ডিপজিটারিতে পাঠা-
বার প্রয়োজন নাই । মনি অর্ডার কার্যা-
পত্রের টিকানার পাঠাইবেন ।

অন্যবল কলকাতা পালের পরদার
মকক পণ্ডিত ও ছাত্রদের জন্য প্রাক্ষর
যেত ৩০ টাকা, সোমগ্রকাশের মূল্য নির্ধারিত
ইয়াছে ।

নিম্নাপনসাতাঙ্গের প্রতি ।

আমরা বিনয় সতকারে সাধারণকে জ্ঞাতি-
হি, বাহারা সোমগ্রকাশে বিজ্ঞান দিবার বাজ
রিবেন তাঁহারা সোমগ্রকাশের পংক্তি গণিয়া
সামগ্রিকের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন । অথবা
জনতার প্রতি পংক্তি ৮০ আনা, তাহার পর ৮০
আনা । ইংরাজী অক্ষরে প্রকাশ হইলে ৮১০
দিয়া লাইন প্রতি বার করা হইবে ।

বেসকল কর্তৃপক্ষের বিজ্ঞাপন আবাদিগের

মিকট আসিবে, তাহা প্রথম একবার বিজ্ঞানসূচ্য
প্রচারিত হইবে । তাহার পর নিয়মিতমতে মূল্য
সংকট হইবে ।

—৩৩—

ঐযুক্ত ঐশ্বরীনাথ বিজ্ঞানসূচ্য প্রণীত
নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি নিম্নলিখিত মূল্যে
ও ডাকমাত্রলে কলিকাতা ২৭ নং কলকাতা
ট্রাট সোমগ্রকাশ ডিপজিটারিতে পাওয়া
যায় ।

উপদেশমালা	মূল্য	ডাকমাত্রল
১ ম ভাগ	৮০	১০
২ ম ভাগ	৮০	১০
নীতিসার ।		
১ ম ভাগ	৮০	১০
২ ম ভাগ	৮০	১০
৩ ম ভাগ	৮০	১০
বিশেষ বিলাপ	১০	১০

করখানি একত্র লইলে সমুদারে ডাক
মাত্রল ৮১০ লাগিবে ।

ঐউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী ।

মূল্য পুষ্টি ।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি
নিম্ন লিখিত মহোদয়গণ সোমগ্রকাশের মূল্য
প্রেরণ করিয়াছেন ।

ঐযুক্তবাজা প্রমথকুমার দেব রায়—বনোয়ার ২০
ঐযুক্ত বাবু শশীকুমার রায় উকীল—রায়পুর
বনোয়ারী ২০

“ “ রাজকুমার জিহ্মরামনারায়ণ—সিংহবেণ	২০
“ “ বাজাপুর—কানীপুর	১০
“ “ মহিমচন্দ্র জোড়াকার—বোয়ার	১০
“ “ রাজকুমার সুধোশাধার—কলিকাতা	১০
“ “ চন্দ্রশেখর সাকাল—বোনডাবা	৭
“ “ উপেন্দ্রনারায়ণ পাল—মারদা মূল	৭
“ “ মহম্মদ সাকাল—বোলাই গজ	৫
“ “ গিরিশচন্দ্র কিরীম—বুড়িগজ	৩০
“ “ বাবুশাই কুলের জাহাঙ্গীর—বাবুশাই	৩০
“ “ কুবরমোহন বৈদ্য—কলিকাতা	৩০
“ “ আবোরনাথ আচার্য্য লিকক—বনোয়ার	৩০
“ “ কলকাতা রায়—পার্বত্যকাল মূল	৩০
“ “ উপেন্দ্রনাথ মণ্ডল—টাঙ্গাইল	৩০

“ “ সেখ বোলাবল—পুন্ডুরিয়া	৩০
“ “ সুব্রহ্মণ্য সাকাল—ভারতখালী	৩০
“ “ চাঁদ চন্দ্র চন্দ্রনাথ—বনোয়ারপুর	৩০
“ “ কীর্ত্তন প্রাণাধিক—পাণ্ডুর	১৫
“ “ সৈয়দজাহাঙ্গীর বাগদাদার—রিভিগজ	১০
“ “ সাকাল বোলা—মতিবরাবা	১০

সোমগ্রকাশ সংগ্রহ কলকাতা
বিশেষ নিয়ম

সমস্তপক্ষে সোমগ্রকাশের অগ্রিম মূল্য ডাক
মাত্রল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং বাজালী
৫১০ টাকা । অসমর্থ পক্ষে ডাকমাত্রল সমেত
টাকা । অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা বাজালী
মিকের মিয়ম নাই । মিক ও জাকারিগের
জাক ডাক বাজালী সমেত ৫১০ টাকা মিয় কব
হইয়াছে ।

অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে বাকমাত্রল সোমগ্রকাশ
প্রেরিত হয় না । অর্থাৎ সোমগ্রকাশের মূল্য
পাঠাইলে তাহারা মনি অর্ডার দ্বারা মনি অর্ডার
মিথিয়া কলিকাতার মনি অর্ডার পাঠাইয়া ডাকমাত্রল
ঐযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্তীর মাঝে যেট, মনি
বায়ত চিঠি, মনি অর্ডার, ইহার সমস্তর বাহায়ে
বাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য
প্রেরণ করিবেন । অর্থাৎ আমায় অধিক মূল্য
টিকিট প্রেরণ করিয়ে গৃহীত হইবে না । মূল্য
নির্দেশবিহীন হইবার পূর্বে কেহ সোমগ্রকাশ প্রেরণ
অনিকৃত হইলে অবশিষ্ট মূল্য কিরাইরা বেও
হইবে না ।

বাহারা বাজালী বা মনি পত্রাদি প্রেরণ করি-
বেন, তাহা বিগের সেই পত্রাদি প্রেরণ করা
হইবে না ।

কেহ সোমগ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা
করিলে তাহাকে প্রথম ভিন্ন মার প্রতি পংক্তি ৮০
হুই আনা, তাহার পর ৮০ এক আনা দিতে হইবে
কেবল ইংরাজী অক্ষরে প্রতি বার ৮১০ করিয়া
লাইন করা হইবে ।

প্রেরিত, সংবাদবাজা, প্রমথকারীর পত্র ও প্রা-
প্রতি বেসকল বিবরণীয় স্থান হইতে প্রকাশ
জন্ম আইনে জাহাঙ্গীর মজবুত বা কোমলী আই
বিবরণ বা সূত্র এবং সূত্র দ্বারা বিবেচনা বিবরণ
সম্পাদক, প্রিন্টার বা প্রপারাইটার দ্বারা যত্নেব ।

এই পত্র কলিকাতার মনি অর্ডার পাঠাইয়া
ডাক হইয়া চাকরিপোতা সোমগ্রকাশ বস্ত্র
ঐযুক্ত বাবু প্রমথচন্দ্র চক্রবর্তীর দ্বারা প্রতি সোমগ্রকাশ
প্রাথমিক মূল্য ৩ ও প্রকাশিত হয় ।

স্বাক্ষরিত-১৩.৩.১৩

अधिकार, गोलाकार ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

* चरन्तीति । प्रकृतिवृत्ताय चारिन्ति । नवमसौ चरन्तीति । न चरन्तीति ।

●२ - अक्षर प्रदीप ५

১০ টাকায়, অগ্রিম বাধ্যতামূলক এবং

१२२७ गम। ८ ई आवाड़। ऐ१ १८८७। २१ ए जून।

१ विभनायक । ८ ई आयाउ ।

{ अथर्व श्रौत सूक्त मन्त्रादि
 टीका मात्र । विष्णु ३ श्रौत
 अथर्व श्रौत मन्त्रादि ३० टीका

বৈষ্ণব ।

এই তথ্যি প্রচলিত বার্ষিক শতক ৮ মং সংখ্যা
প্রকাশিত হইয়াছে, ইহার অগ্রিম বার্ষিক সাক্ষ্য
১। বেক টাক্স বিধি লিখিত স্বাবে পাঠ করা যার।

“ভক্তিরসামৃতসিন্ধু” (পূর্ববিভাগ)

সংস্কৃত শুল্ক, টীকা, গীতা, বাজায়া অল্পবাদ এবং
বাজায়া গীতা, সর্ব ভক্তি বোধক বৈষ্ণব গ্রন্থ
মূল্য ৯ টীকা অথবা ১০/১০ আনা।

"বেদান্ত সামন্তক" (গোবিন্দ
(ভাষ্যকাররূত)

দেবর, জীব, প্রকৃতি, কাল, ও কর্মতত্ত্ব বোধক
 বৈকল্পিক সিদ্ধান্ত গ্রন্থ (বেকমাদেশ্যকঃ ১০ মুদ্রিত
 সংস্কৃত) মূল্য ৫০০ টাকা আদায় ১০ অর্ধ
 আদায়।

পুস্তক দুই খানি আবার নিকট ৩ নংকত ডিগ-
জিটারি, মোম-ককাদা ডিগজিটারি এবং বৈকন
ডিগজিটারির প্রকরণ।

अज्ञानोन्नासः

স্বাধীনতা সংগ্রামের পোস্ত।

বকুলচাঁদ, কলিকাতা।

सूक्तमं श्रुत्वा । (‘आभारं नमस्तु कथा ।)

মহাশয়—নেশা ছটিবে না।

[illegible]

১০০. **বায়ু**, এবং কি রূপে বাইরেত অবস্থায়। এই পুস্তকটি
 বিশেষ রূপে বিস্তৃত আছে। ৩৩ পৃষ্ঠা পুস্তকের
 ১০০. **ভাষা** ২৫০। ৩৩। 'ভাষা' শব্দটির
 ১০০। **জিহ্বা** বা **কণ্ঠ**। ৩৩।
 ১০০। **যোজনা** বা **ক্রীড়া**। ৩৩।

“ शङ्खद्वयेर्षद्वयं द्वाभ्याम्भौतकम् । ”

सूक्ष्मविन्द सूक्ष्मविन्दः॥

ইহা সেবায় বাতুর হার্মনা, অশ্রমোব, জনসেবায়
 স্ক্রিয়ার বৈধিলা, শুক্রবেত, অঙ্গ উত্তমতা
 শুক্রপাত ও অভিজিত শুক্রকর এবং অশ্রমিক
 শিরশীলা, শাস্ত্রিক হুর্নসতা, অরলশক্তিহীনতা
 মানসিক বিষয়তা, ক্ষত পা দ্বারা ও শুক্রের
 অরল্য অক্ষতি এক দান মধ্যে স্ক্রিয়ার আয়োগ
 হইয়া শুক্র অত্যন্ত গাঢ় ও ধারণাশক্তি অধিক
 পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। এমন কি ইহা সেবনে
 মানসিক সমস্ত উপকার দর্শে। ইহা যে সর্ব-
 একার বাতুর শীতল একবারে বর্জ্যতা তাহার
 অনেক প্রশংসাপত্র বহিরাছে এবং এই উদ্যোগ
 আয়োগ্য হইয়া অনেক পুরস্কার বিচাছেন। এক
 বাসের উদ্যোগ এক শিশি ২ টাঁকা ডাক বাতুর
 ১০ দ্বারা।

ନାମେନ ବହୋବଧ ।

“ कुरु ० उर्वरदायक मृदाभकारो । ”

এই উপর্যুক্ত কারণে খালি হওয়া দাঁড়ি, অথবা
যে প্রকারের দাঁড়ি হটক না তেজ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে
স্ফীত হইবে। দাঁড়ি, কোষ্ঠকাঠিন্য, বিবাহ, স্তন্য-
পাত, ছুনি (বোত) পারায় হা, খোস, পাঁচকা
গরবীয়া বা ও সর্বপ্রকার কষ্ট রোগ তিন দিনের
মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। ইহা কত ও

প্ৰি. এন্. বিশ্বাস

৪৭ অং সীতারাম ঘোষের
কলিকাতা ।

ਸ੍ਵਰ੍ਗ ਕਵਲੀ ਚੁਬਕ ਟੇਭਨ ।

১ বছর কেবল কোন বিভাগে ব্যবহার্য।

ना ७,८,९ वांटेन विधि म०, ५०, १०० फुलां।

୨. ସବୁର କେବଳ ଆମେଇର ନୁହେଁ ବାବଦାର୍ଥ ।

লা ৮, ৯, আউল লিপি ৫০, ৯০ আনা। প্যাকিং
১০ আনা।

সহিত্যৰ বিষয়ৰ কাৰ্টাৰগে বেবুৰ । /০ আয়াৰ
টকিট পাঠাইবেন ২৪ পৃষ্ঠাৰ বহি (কাৰ্টা-
গে) পাঠাইবেন।

প্রতিং টাইগ।

১. নল পাটকা, সাইকা, খেঁটে প্রভৃতি অল্প
 ২. পাণাঝাঝা, আবল, কীর লবতীর প্রভৃতি বিক্র-
 ৩. খাঁড় প্রভৃতি আছে। (অল্প বা অধিক) লবঙ্গ মক-
 ৪. খেঁটে পাটকা বার। কাটিলে গরম হুল। মাছলন
 ৫. আদা।

সুদৰ্ভ এভেজি।

[illegible]

চর্চা রোগের অস্বাভাবিক বসন্তবধ । এই উষ্মে পাণ্ডা
নাই ইহা সার্বজন্য মেজর কর্তৃক পরীক্ষিত । দু-
ভার সহিত বলিতে পারি এই উষ্ম ব্যবহারে
কেহই মিরাক্ হইবেন না । মূল্য গড়ি কোটা
১০ আনা, তিন কোটা ১০ আনা, ছয় কোটা ২০
ডজন ৪৫০ টাকা ।

জিরাঙ্গুনার চক্রবর্তী ।
ভাঙ্গার পাবনা ।

—৩৩—

ভুলভ মূল্যে অমূল্য গ্রন্থ প্রকাশ ।

সবল পণ্যসম্বলিত ।

শ্রীমঙ্গলবত ।

এখন স্তব হইতে দানব স্তব সম্পূর্ণ ।

পঞ্চম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে ।

সমগ্র পুস্তকের অগ্রিম মূল্য ভাঙ্গাভাঙল সচিত্র
কলিকাতা ও মুম্বাই সর্বত্র ৬, তিন টাকা
অগ্রিম মূল্য না পাইলে পুস্তক পেরিত হয় না ।

জিবিমবিহারী শীল ।

২৫-৬ কলিকাতা ১৯৩৩ অপর চিৎপুর বোত ।

প্রেরিতপত্র ।

ভাঙ্গার জিহু সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহোদয়
সমীপেহু ।

বজীর দেখক চূড়ামণি

অগ্নির অক্ষরমুখার বস্তুর মূর্ত্য উপলক্ষে লিখিত ।

—এক এক—

ভাঙ্গাইছে হুল এবে বিবিছে বেউটা ।

১

বস্তুর নাহিত্যাকাশে, যে হুটী নকর

উজলিল এতদিন বিনয় করণে,

মহাকাল সটিকার, বিবিল এগুটি —

ভার, আর কি তা উঠবে গগনে ?

ভাঙ্গা যে হুল আছা সার্বজন্য আতলে,

আর কি তা ছড়াবে সৌরভ ?

জানেন না হুত কাল কি কতি কল্প

করিয়াছে করি হুতি বস্তুর গৌরব ।

ভাগাধীনা বজ্রভাষা কি কুকর্ষ আজ

শিউরিল চলি তুই-“অক্ষর” বিকলে ;

কার মূখ তেরে আর নাঁড়াবি সৎসাধে

কে তোরে দেখিবে আর সত্ত্বয় সত্ত্বয়ে ?

কে আর এখন তোরে খইলে অভাব—

দীর্ঘ দীর্ঘ বজ্রভাষা, তোমারই অঙ্গারে

হইয়াছে অঙ্গার—উজ্জ্বল পথে ;

মাতৃস্বপ্নজিহ্বা বত বাজালো সত্যম

সাধাবশত করিবেক পূরণ ভাঙ্গার ?

সাম্রাটের মাথা সাজে কে তোরে এখন

পরাইবে স্তম্ভকর রত্ন অলঙ্কার ?

জান না কি আর জ্বল, বরিত্র সঞ্চয়

করেছিল হুতি তুই বরিত্র স্তম্ভরে ?

যে কটা রত্ন ছিল, আবারি হুতীর

হরিলি রে এক একে কাঁধারে বাজরে ।

অমাব্য করিয়া আত্ম বাজালো ভাঙ্গার

হরিলি যে ঘন তুই-পাথ কি তা আর ?

হিত উপদেশ দায়ে কে আর এখন

মুখের মন ত’তে ছুটাবে আঁধার ? ✓

বিদগ্ধতা বিদগ্ধতার, বিশ্ব-রচনার

বিদগ্ধ হইয়া কেবা বরিতে নেধনী ?

কে দেখাবে গ্রহ ভাঙ্গা, অবিজ্ঞান গতি

তমিছে আকাশ পথে বিংশ রজনী ?

প্রাকৃতিক শোভা হ’তে কুজিন মূল্য

কে দেখাবে কত দীর্ঘ মূর্ত্তমতি মরে ?

কে দেখাবে হিম-গিরি হিমালী শিখরী

কেমনে তুলিছে নির অদূর অধরে ?

বিশাল অরিবি অবে সক্ষেপ ভরজ—

কেমনে ছুটছে বেগে গরজি ভীষণ ?

গাঢ় জলধের মাঝে থাকিয়া থাকিয়া

কেমনে বিজলি কলা জগৎ মরন ?

ভাঙ্গর পূর্ণিমা রেতে নীতল কিরণে

কেমনে শলাক ঢালে কোঁচুদী লহরী

বাঙ্গালুহু ধুকুহু (নকর শিরস্)

কেমনে আকাশে থাকি উজলে শরীরী ?

মানস-মুগ্ধ খুলি কে দেখাবে আর

বিদগ্ধতা বিদগ্ধতার বিচিত্র কোশল ?

বিফল সে আশা আজ “অক্ষর” করিবা

মুহুরত্রে কাল সব—করেছে বিফল ।

৩

ভাঙ্গাইয়া সঙ্কীর্ণ রে নির্ভর কাম

ভিকারিণী করি বকে কি কলা সঁজিলি ?

হরিলি যে রত্ন ভাঙ্গ, আর কি তেমন—

জলবিধে রত্নরূপে অবেশ উজলি ?

৪

নাও রে “অক্ষর” তবে সে অক্ষর দানে

রাখিলা অক্ষর কীর্তি অনন্ত উজালে ;

কুজিল বিবিধ হ্রদ, তব মল্লভূম

নাও জেবে পাতি তার অমর বিবলে ।

জইকণ রাখিবেক তোমার অধিরণে ।

জিবিজিহ্বা বাহু-বাণোদ্যায়

কলিকাতা ।

—৩৩—

মহাপ্রভা । অতঃকালি উৎসাহী যুবকের চেতনা
গত ১৭ ই জৈষ্ঠ রবিবার তত্ত্বাবধে একটি প্রকা-
সিত-এই-প্রকার আয়োজন হইয়াছিল কিন্তু
হুজুকে কণ্ঠে সভার অধিবাসনের মনর আভি-
বদ্য হুজুকে সভার কার্য উক্ত দিবস কিছুই
হইতে পারেন নাই । কলিকাতা হইতে অনেক
জন যাত্রাশীল ব্যক্তির সমাগম হইয়াছিল, কিন্তু
ঐতিহাসিকের কিরিতা হইতে হইয়াছে । দুর্ভাগ্য
তান সকল হইতে শিকিত ভ্রমণগুলি অনিশ্চিত
কলকাতার সহিত সংকীর্ণ ও জাতীয় সমীচ
করিতে করিতে আনিতেছিলেন । সভাপ্রদে মূর্ত্তা
ধিক ৪০০০ হাজার মোটের সমাবেশ হইয়াছিল ।
কিন্তু হুজি হওয়ার সভাই পণ্ড হইয়া গেল ।
সম্রাট ৩১ ই জৈষ্ঠ রবিবার ঐ সভা আয়োজনের
বিশেষ আয়োজন ও বন্দোবস্ত হইয়াছে । বগ-
রের প্রধান সমাবেশের ভাঙ্গারে যোগদান করিয়া-
ছেন । উৎসাহী যুবকগণ পতাকা হস্তে এন
হইতে প্রাচীর আশ্রয় সাধারণক সভার
আবশ্যকতা ও কি কি বিষয় সভার আলোচিত
হইবে তাহা প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন ।
রুদ্ধেরা তানে তানে কমিটা করিয়া কাঁধে সভা-
স্থলে বহুসংখ্যক মোটের সমাবেশ হয় তাহার
চেতাই করিতেছেন । মুক্তন সম্রাটের মধ্যে অনন্ত
উৎসাহ বিজ্ঞান প্রকিয়ারে এবং সভার কার্যের
জন্ত ‘সকলই প্রাণপনে ব্যস্ত’ হইছেন । এগার
কলিকাতা হইতে অল্পের মধ্যে প্রকৃতি অনেক
ব্যক্তির আশ্রয় কলা আছে এবং অনেকেরই উৎ-
সাহ ও সমাবেশের দেখা হইয়াছেন । সভার উদ্দেশ্য
গণ সাধারণের মোতাবেক জন্ত শীতল হওয়ার ব্যবস্থা
করিয়াছেন । একপে শ্রমের উপায় সভার
কার্য অংশগুলার সমাধা হইলেই এই পরিষদের
কল কল । এই পরিষদের কল সভার
উদ্দেশ্যগণ-সকলের সমাবেশের পর তাহার
আর সন্দেহ নাই ।—

শ্রমের কলা ও সাধারণের আশ্রয় ভাঙ্গা
বিদগ্ধের যত্নে বর্ধিত হইক ।

জিহ্বা বিদগ্ধী

তত্ত্বাবধে জেলা জমী ।

এই পত্র দ্বারা বলা সত্ত্বয় ভ্রমণত ১৩০০০
আদিত্য গত তারের সোমপ্রকাশে প্রকাশ করিতে
পারি আছি । সোমক কলা করিবে এবং
৩১ ই জৈষ্ঠ-এই সভা হইবার কথা ছিল । মোটের
মিকট ভাঙ্গার দিবস পাঠাউতা ব্যক্তি বাবেত ।
পত্রগুলি এখনও প্রকাশের উপযুক্ত প্রকা-
সিত হইতে সাধারণ লোকের কল উপকার লক্ষিত
সম্রাটের কল উজ্জ্বল হইয়া তাহা পো মুখা
হইবে । মোট সা

[illegible]

placed it on a carrier on the passenger station platform and was walking about on the platform. The Bhictes who noticed the umbrella remaining there supposed it to belong to some titled class passenger who had left it on the carrier and had gone away forgetful of his loss, he went and took away the article the man Quin remarked to his companion a west Indian who had also come up here for a job, that his umbrella was gone, on this the west Indian pointed to the Bhictes who was at that time walking away with it quin ran up to the man and demanded the return of his umbrella in English. the Bhictes still thinking that possession was nine points of the law, kept moving and when quin attempted to take the umbrella away from him the Bhictes resisted and threatened to assault him, on which quin struck him in the face. the man fell senseless and was removed to the Hospital, where he died by midnight."

[illegible]

সোমপ্রকাশ।

২ ই অক্টোবর ১৯৪৬

কোটেশ্বর নামে বসে—ছোটলাঠি টুকরনের ল
সার কঁচাট বেগি মিক্‌ক হইবে। উক্ত পণ্ডি
সার মিক্‌ক কল্‌তিম, আর মাথাকৃত পান্দবে
পান্দবে হইবে। পান্দবে সার চারলস এ
সমের পণ্ডিবর্কে সার চারলস বার্ষিক ছোট লাঠি

[illegible]

কার্যসম্পন্ন নথিগুলির আর একটি স্থিতিস্থাপক
 বিষয় আছে। ইংরাজের হুই ডুইলিংসন নাম
 বেতন বেনীয়াসিগকে বিবাহ করত যে একটি উদ্ভি-
 দ্যাহে আমরা তাহা বিবাহ আর্থিকতার এক
 বসিদ্ধা হইয়া করি। এ প্রকার যদি অভ্যাস সত্য
 প্রকারে সত্য সমাজে প্রকাশিত হয় তাহলে
 ইংরাজের বড়ই কলঙ্ক থাকিবে। ইহার
 উদ্দেশ্য বাস্তবিক পক্ষে ভারতবর্ষের বোম্বা
 পত্রের অবস্থান। ইংরাজ যদি খাঁর রাজার
 অবস্থান নীর কার্যেই দেখাইতে যেন তবে
 আর কি বিদ্যা ভারতবর্ষকে রাজতন্ত্রে নিবা-
 হিতে আসিবে? এক দিকে যেমন রাজার অব-
 স্থান আর এক দিকে যেমনি বাল্য পক্ষপাত
 এই দুইই কার্যে ইংরাজের হস্ত কর্তৃক হই-
 একথা ভাবিতে গেলেও আশ্চর্য বর্ণনা হই-
 তথ্যনি রাজ্যে নথি এই প্রকারে দিচ্ছেই কৃষিক
 পদ্ধতি। এবং হুই ডুইলিংসনের পক্ষে নথি
 স্পষ্ট রূপে বিবরণ লব্ধ করিয়া অবগতি না হই
 সেও কার্যে বেনীয়াসিগের কথায় ইংরাজ
 সচিব সমাজ বেতন পান না। উল্লেখ্য কর্তৃক
 রীর কথা ত হই হুই, আশাও একবারী ভাবে
 অবাক হই ইউরোপীয় হই তবে তাহার বেত
 ৩০ টাকা, কিন্তু তথ্যেও উপযুক্ত একজন বেনী
 সারের যদি তাহার অবাকতা প্রাপ্ত হই, হুই

পে কার্য সম্পাদন করিতেও তাঁহার বেতন ৩০
তার উর্ধ্ব হইবে না। ইতিপূর্বেও দেশীয়ে
যেবে এইরূপ নকল দাখিলে ১০ জন দিনক
এক প্রত্যেক বেতন পাওরা যায়। কারো এই
পাওরা পাতাল প্রভাবনীতি অবলম্বিত না
হইয়া এই তত্ত্বাবধানের নিয়ম যদি প্রচলিত হয়
তাহে ইংরাজের বড়ই ক্ষতি হইত না, ইংরাজ
জীর বড়ই অবমানা করুন না, আমাদের
লক্ষ্য একটা আপত্তির কারণ থাকে না।
সেই আপত্তি কেন একটা বিষয়ে। যে সকল
দেশী বেলীরেয় দারা হুলস্থল হয় উহা কেন
ইংরাজকে দেওয়া হয়? এক-দিক বেলন ইংরাজ
সেই-কর" যেতনের মধ্য অর্গ বর্ধ প্রভাব করা
ইন তাহার উপর যদি আমায় দেশীয়েয় কার্যক্রম
ইংরাজ অবিকার করিয়া যেনম তবে আমায়ের
ই হুসই যায়। এক ত অধিক বেতন পাইব না
তাহাতে আমায় অল্প বেতন দেশীয়েয় সম্পাদ্য
খাও মিলে চালাইতে পারিব না; অধিক বেতন
দাওয়াতে মজুর বাটাইতে হইবে, তাহাতেও
আমায় কার্যক্রম হুলস্থল হইয়া উঠেব না।
কি সাবান্য আশ্রয়ের কথা? রাজস্বসমিতি
বিষয়ী মীমাংসা করিবার সময় যদি আমায়
এই আপত্তি দিবেচনা করেন ত, হা হইলে
সেই আমায় বিষয় ৫ ম হুই পাবেই কাটা দিয়া
ইংরাজ কেবল আমায়ের সর্বস্বানই করিতে
কিবেম।
এক ত রাজস্ব সমিতিতে কোনম গণপূর্বমত
নির্ধারণই নতাপবে নিযুক্ত হইয়াছেন। একজন
আবীদনত্ব নতাপবি থাকি। তিনিই
নাকি কর্তৃত্ব করিবেন। তিনি কার্যভাগ
করেন নাই, কিন্তু একজনে করতনের সুখ চাপিয়া
কিতে পারে? একজাতীয় জীয়েয় নলে কি
জীয়ে কোন জীব আঁড়ি হইলে যেমন তাহাকে
মাক হইয়া থাকিব হইতে হয় মজুরের পক্ষে ও
ই রূপ নিয়ম। হাটিকে শোরহর তেমন উন্নত
হইতে হইয়াছে। তাই জনরপ উন্নতিহীন-বে
পাতি প্রার্থনা করিবেন। তাই অজ্ঞে-লোকের
খাল বে রাজস্ব সমিতি কেনম গণপূর্বমতের
জ্ঞেয়গোষ্ঠী কর্তারী জারা সংগঠিত হইয়া গণ-
সেইই ইচ্ছাশ্রম কার্য করিবেন, বর্ণবৈষ্য
না নো, না অপর তাহা তাঁহাদের চক্ষে
কিবে না। হুজুরাং তাহাতে আমায়ের ক্ষতি না
হইয়া অনিষ্ট করিবাই প্রিনকম সভাবনা। লোকের
বিধান: হুজুর করা কবিতার আগেই-কর্তব্য।
আবীদনত্ব আবীদনত্ব (নন শুকিবিমান) থাকি-

যাকে "কবিতা" লিখা-কবিতা আঁড়ি করা "কর
একশত কাক পেজিরা "কবিতা" আগেই তাহার
বিধান করা কবিতার অঙ্গা-কর্তব্য।

সাধারণ জাতিসমাজ ও পণ্ডিত
বিজ্ঞানজ্ঞান মোক্ষমী।

ভারতবর্ষীয় জাতি সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া
সাধারণ জাতি সমাজ ১০ বৎসর অভিশ্রুতি
করিতে পারিলেন না, ইতিমধ্যেই উক্ত সমাজের
অধাম পরিণামক পণ্ডিত বিজ্ঞানজ্ঞান মোক্ষমী
সমাজের সচিব সমস্ত পরিচালন করিলেন।
মোক্ষমী বহুবার বলেন তিনি হিন্দু, ব্রাহ্ম, জাতি
সকল সমাজের সেবক। প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক
সমাজ হইতে সভা গ্রহণ করাই তাঁহার জাতি
বর্ধ। এক ইচ্ছারক যে কোন নামে জাতি
বাক না কেন তাহাতেই তাঁহাকে জাতি হয়।
কাণী, মুগী, কুক, বরি ইত্যাদি নাম তেবে ইচ্ছার
বা বর্ধের কোম তিরতা প্রকাশ পায় না। বাস্তবিক
ইচ্ছার বেলন একমাত্র ও অতিজীৱী তাঁহার বর্ধ ও
সেইরূপ তিরত্বীন। সমাজভেদ ও বর্ধভেদ
অহঙ্কার ও অহঙ্কার পরিচায়ক। হিন্দুর সামাজিক
নীতির বর্ধীয় আদর্শ তত্ত্ব মিথিত আছে। পৌর-
নিত্যতা-পাপ, একমাত্র চিহ্নন আনন্ড অঙ্গ পূর-
নেতৃত্ব উপাসনা করাই পরম বর্ধ। ইচ্ছার
প্রীতি করা ও তাঁহার শ্রম কার্য সাধন করাই
উপাসনা। মানবজাতির পরমাত্মার সমাধান
করাই প্রকৃত যোগ।

আমরা পণ্ডিত বিজ্ঞানজ্ঞানের বর্ধনত তাঁহার
প্রকাশিত হইবার পত্র হইতে সংকলন করিয়া
প্রকাশ করিলাম। এই মত জনির সহিত সাধারণ
জাতি সমাজ কি-কোন জাতি সমাজের যে অবস্থা
আছে তাহা বোধ হুইয়া। জাতি আর এখন
কাজীমান উদ্ধারণ করিলে জিহ্বা কর্তব্য করণ
না, যেম মনির বেতিনে চকু হুজাইয়া চলিয়া যাব
না। পরমেশ্বরের অতি রূপা করা যে মরণাপ জাতি-
গণ এখন জাতি-বুজিয়েছেন। মিথিল জাতি
মধ্যে কোনম যে একবার সমাজের পরিচয়
বিজ্ঞানজ্ঞান হিন্দুবর্ধই তাহার উপদেশ দিরাছেন।
মকাদা কেনমতের সেম সেই মূল সত্যের প্রচার
করিয়াছেন, কালী মূর্তি নাম তেবে যে ইচ্ছার তে-
জার হয় না ইচ্ছাও হিন্দু বর্ধন-কর্তব্য নহে। কেনম
এই সার সত্য হিন্দুবর্ধ হইতে প্রকাশ করিয়া সাধ-
রমো প্রচার করেন। সামাজিক তত্ত্বের অধ্যয়ন
ফালাও কেনমের কর্তে যেমন হুজুর মনে গৌর
হইয়াছে জাতি সমাজের চিত্ত হিন্দু কখনও

কেনম হুজুর জাতি-করেন-কর্তব্য। সাধারণ জাতি
সমাজ কেনম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কেনমের এই
সামাজিক আধার প্রতিষ্ঠা হয়। পণ্ডিত বিজ্ঞান
কুকই একদিন সাধারণ জাতি সমাজে প্রকাশ্য
সত্য প্রকাশ করে বলিয়াছিলেন—কেনমের আগে
পৌরনিত্যতার হুজুর প্রবেশ করিয়াছে। কেন-
মের মুখে সামাজিক জাতি কখনম মোক্ষমীর কর্তে
বর্ধই করণা হুজাইয়াছিল। আবরা এই সমাজ
উপস্থিত ছিলাম। বিজ্ঞান মোক্ষমী বহুবার বেলীর
পার্শ্ব বক্তারমান হইয়া কেনম রচিত একটা জাতি-
জ্ঞান নাম সাধারণ মূর্তি প্রচার করিয়েছিলেন
যখন সহজাতিক হুজুরের করতালি পড়ে সামাজিক
জাতিসমাজ পূরম জাববেশ বিদীর্ণ হইবার উপক্রম
হইয়াছিল। মোক্ষমী বহুবারের সে একদিন
গিরাহ। ৮০০০০ পূর্ণ পৌরনিত্যতা মতঃ
হুজুর অতঃ মত ও অতঃ জাব ছিল। একদিন
তিনি মাল হুজা করিয়াছেন, আজ তাহাকেই
পূর্ণা করিতে হইল। একদিন তাহাকে যোর
পৌরনিত্যতা বলিয়া বিদ্যা করিয়াছেন, আজ
তাহারই পাববেশ উপস্থিতি হইয়া তাঁহাকে
সেইর অঙ্গ বিসর্জন করিতে হইল, একদিন
প্রকাশ্য তাহা যে কেনমতের বর্ধ মত সহজ-
জাতীয় মূর্তি, সাধারণ জাতি সমাজের সাধারণ
উদার বর্ধনতের বেলীর উপর বলি দিরাছেন, আজ
আমায় সেই সাধারণ উদারতা পরিচালন করিয়া
লক্ষ লক্ষ লোকের সমুখে প্রকাশ্য পণ্ডিত সেই
চিত্ত হুজিত পৌরনিত্য মতঃই পৌরনিত্য করিতে
হইল। বাহা কিছু সামাজিক, বাহা কিছু সমাজী
জাতাগণের মজুরের সারসী, একদিন মোক্ষমী
মকাদা তাহারই লক্ষ্যাকী ছিলাম। বহু সে
সাধারণ জাতি হুজাইতে, মোক্ষমীকে এখন
আবরণভাবে মলীতার লক্ষ অবেশম দিরা।
অজ্ঞাতি ও অপরীয় অর্থকতা সাধনে হুজাব
হইতে হইয়াছে। যে সমাজকে তিনি কখন
হারা করিয়া রত্ব দারা বরিত্ত করিয়াছিলেন
আজ সেই সমাজ হুজাববে পদার্থ করি না
করিতেই তিনি তাহাকে পরিচালন করিয়া মি-
লেন। তাই—বলি-করিয়া মোক্ষমী সমাজের
সে রিত বিজ্ঞান। হুজা মতঃ বলি-করিয়া
উপর হুজুর-কর্তব্যই হুজু মতঃ মতঃ মতঃ
হাছে।

হুজুরের চিত্তে যে বর্ধ সমাজের এক
অধিকারের বর্ধনতের ওত পরিবর্তন সে
সামাজিক মতঃই যে বিজ্ঞান রচিত হইবে তাহা
আমরা বুজিতে পারিতেছি না। মতি জিহ্বা

মিকট কন্যা প্রার্থনা করে। কেরি ভাষাতে
কন্যা না হইয়া ২১ বছরের ভাতাকে ভবন করার
বয়সের ভাতাকে ভাতা করিয়াছে।

কেচিন চইতে মাঝামাঝি মগবে একজন সৈনি-
কর যুদ্ধে সমাচার আসিয়াছে যে সারু ইংরাজ
সাম্রাজ্যের নিকট কোম উপলব্ধি প্রেরণ করে
ই। কেচিনের শ্রিত্রোহ কালে অল্পকৃত থাকি-
র জাঃ ইংরাজের নিকট কন্যাপ্রার্থনাও করে
ই ইংরাজের কেচিন যুদ্ধে নিকট হইয়াছে।
কিটাত ভাতাদের গতিবোধ হইয়াছে। কেচিন
চইতে কিবিধা আসিবার সময় ইংরাজ সৈন্যের
পব চতুর্ভুজ চইতে গোলা বৃষ্টি হইয়াছিল।
কি সমাচার সভা কিনা জানিবার জন্য দেখা
য। উত্তর আসিয়াছে যে উপলব্ধিদের প্রবাহ
করিয়া আসিবার সময় কমাগর ভাতাদের
প্রতি হইয়াছে। মেজর কুক ভাতা হইতে
কন্যাসম্বর যে ভাতা প্রাপ্ত হইয়াছেন ভাতা
কন্যা যায় নাই। কিন্তু পাত্র প্রকাশ যে উপ-
লব্ধিদের সন্তিত একখানি বা পেরিত হইয়া-
ছেন। সারু বলিয়াছে পাত্রের যদি ভাতাকে
কন্যাসম্বর দেখা যায়, তৎকালে উপলব্ধিদের
খানি বিয়া ভাতার শিরশ্ছেদ হইবে। ভাতাতে
ভাতার আপত্তি নাই।

কলিকাতা।

অক্ষয় কুমার দত্তের মৃত্যুতে হুগল প্রকাশ
করিবার জন্য সাধারণ আশ্রয়, গৃহে একটি
ভাতা হয়। সভাপতি একবারে অক্ষয় কুমারের সৎ-
কারী সকল আলোচনা করিয়া ভাতার নিকট
ভাতা ও ভাতার অনবস্থার অর্গবাসের জন্য
প্রার্থনা করিয়াছেন।

হরিমতি ইংরাজি সংস্কৃত বিদ্যালয় চইতে
পেনশন পত্রীকর জন্য ৫ জন বালক প্রেরিত
হয়। সেই ৫ জনই উত্তীর্ণ হইয়াছে। তখনো এক
জন ১ম বিভাগে, ৩জন দ্বিতীয় বিভাগে, ও একজন
তৃতীয় বিভাগে, বিদ্যালয়ের প্রধান ও দ্বিতীয় নীক-
কের ইহার জন্য কল কনিষ্ঠের নিকট প্রার্থনা
পাওয়া উচিত। কিন্তু কেবল প্রার্থনাতই কার্য
হয় না। সকল শিক্ষককেই কিছু কিছু বেতন বৃদ্ধি
করিয়া ভাতাদের উৎসাহ বর্ধন করা কনিষ্ঠের
কর্তব্য।

কলিকাতার ইউরোপীয় ও ইউরেনির যুদ্ধ-
গণ মিলিত হইয়া একটি সভা করিয়াছে। ভাতারা
কিরূপে ধ্বংসের অধীনে উপযুক্ত কার্যাদি

প্রাপ্ত হইবে ভাতার উপায় সম্প্রদায় এই সভার
উদ্দেশ্য। দেশীয় যুদ্ধগণ কেম মিলিত হইয়াছেন
ভাতাদের এরূপ সভা করিবার যথেষ্ট কারণ বর্ধ-
মান।

সারু বক্তৃতা চক্র, চট্টোপাধ্যায় আবার ফেল
করিয়া আসিয়াছেন। ভাতার আসিয়া আবার
ভিনি অীরণ প্রেরণ করিবেন। সারু গৌর দাস
বসাক অবসর প্রেরণ করিবেন।

জনরবে প্রকাশ যে গত এপ্রিল পরীক্ষার
কাগজ পত্রাদি আবার পরীক্ষিত হইবে। ভাতা
কও চইতে ভাতার খরচ হুলাম হইবে।

গত মে মাস পর্যন্ত যে বৎসরের শেষ হইয়াছে
ভাতার কলিকাতা শ্রমকর কোট পূর্ব বৎসরের
আপকা এবংসর ৬৫০ টী মকদমা কম হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ।

কোম্বটা চইতে ৩২ মাইল দূরে কাচ্ নামক
ভানে অগ্নিহাছে প্রায় ২ হইল লক্ষ টাকার সম্পত্তি
বিনষ্ট হইয়াছে।

সিগেতে প্রোটেষ্ট্যান্ট ও রোমান ক্যাথলিক
দিগের মধ্যে যুদ্ধ বারমারি হইয়া গিয়াছে।
বিবাদ এত প্রবল হয় যে সৈন্য আনিয়া বন্দ করি-
বার আবশ্যক হইয়াছে।

নিউ ইয়র্কের একটি বৃদ্ধা ৭৫ বৎসর বয়স
যে। ১১ বৎসর বয়সে ভাতার শরীরের বহুদূর
বৃদ্ধি হইয়াছিল ভাতার উপর এই ৭৫ বৎসর পর্যন্ত
এক ইঞ্চি ও বাড় নাই। মৃত্যুর পূর্বে ভাতার শরীর
৪ ফিট তিন ইঞ্চি লম্বা ও ওজন ৫০ পাউন্ড ছিল।

মহারাজ বসন্ত ইনকম ট্যাক্সে অপকার
অপেক্ষা আমাদের উপহারই অধিক হইয়াছে
ইংলিস্যাম বলিয়াছেন মিলিটারি একাউন্ট অফিস
গুলি উঠাইয়া বিয়া প্রতিগিয়াল অফিসে সংযুক্ত
করা হইতে পারে। ভাতাতে ১০ লক্ষ ১৪০০০০
টাকা বৃদ্ধি হয়। ইনকম ট্যাক্সে দেশী বিদেশী
বাধা না করিলে সহঃবাণীর যুদ্ধে আয়ের এমন
কথা শুনিতে পাইতাম না।

মার্কসেহ। ক্রালে একটি জীলেকের ১১০
সম্মান ছিল। ভাতার মধ্যে একটির মৃত্যু হওয়ার
সে দুর্ভাগ্যের আকিসে গিয়া ভাতার কবর
দিবার যায় কি জানিতে চাহিল। কর্মচারিরা
ভাতাকে মারের একখানি তালিকা বিলে দ্বন্দী
ভাতার বিবেক ভাতাইরা পুত্রশোক কুলিয়া মেল,
এবং মারের কলাকলি করিতে লাগিল। কর্মচারিরা

ভাতার কথার সম্বন্ধ না হওয়ার সে বলিল "যে
আমি ভাতার এক দিনের খবর নাই, অনেক
দিন ভাতার সন্তিত সেবা সেবা চলিলে। এখন
আমার লক্ষী পুত্র আছে।"

মহারাজী কিত্তো রায়ের পরিবারে একখান
লোক। ভাতাদের জন্য ৮, ৯৫০০০ পাউন্ড খরচ
হয়।

কাখীর মহারাজের নিকট চইতে ইংলিস্যাম
টেলিগ্রাফ পাইয়াছে যে কাখীর সম্বন্ধে পাউন্ড
নিয়ম বাধা প্রকাশ করিয়াছেন ভাতা প্রকৃত ম
মহারাজা এবং ভাতার ভাতাদের মধ্যে বিবা-
দের কথাও সম্পূর্ণ নিষা। বরবারের যে ঘটনা
কথা প্রকাশিত হইয়াছে ভাতা সভা মতে। কাখী
রাজ্য সাধারণের অধীন, বিজ্ঞানমত ও কাখী
বিবরণ সম্পূর্ণ কাম্পনিক। জম্মুতে কেম গোলা
যোগ্য হয় নাই। জম্মু ২ বাস বিচারপতি আনী
সিং যে ইহার কথা প্রকাশ করিয়াছেন একখান
মূলে কোন সভা নাই।

আলিপুরের জুর্জি ভাতানে গত যুদ্ধের একটি
বক্তৃতা করিবার দাওয়া হইয়া গিয়াছে। অনেক ভক্ত
আমাত পাইয়া হানপাতালখানী হইয়াছে।

মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত
বেসকল দ্বিতীয় পরীক্ষা দিয়াছে ভাতার নিয়মিত
রমণগণ কৃতকার্য হইয়াছেন। এত কল্প, এত গাইস
এবং মসারও আলী। জে ওয়াইজ। এমিলেল।
কেমিতি। রোজ পাউয়ার। একডিসেন্ট
ভিসিট। এই ওয়াইজ। ইহারিতি। জে'কোমতি
জে'ব্রাউন। পাউক দেখিবেন ইংলিশের ভিত্তি
একজনকে বাজালী বাবেলীয় রমণী বহুদূর।
ডকরিণের জিকিবিয়ার এইত মনুষ্য।

গভাপ চন্দ্রদেবের মতভারত। কমে
সাধারণ করিবার নিমিত্ত নবাব সৈয়দ ২২ ৫০
টাকা দান করিয়াছেন।

১৫ ইংনে যে সভার শেষ হইয়াছে 'উদা-
কলিকাতার মৃত্যু সংখ্যা ১০৫।

১লা যে যে সভার শেষ হইয়াছে ভাতাদের
সভার তলীর মৃত্যুসংখ্যা ১৭৮ ভাতার ৫৩।

সুমাধার এবার গঙ্গাসাগর যাত্রি দিগের মধ্যে
অনেক জলমগ্ন হইয়া প্রত্যাপ করিয়াছে।

গত ১৩ই জুন ভাতাদের একটি বৃহত্তী বই
সভা হইয়াছিল সভার ৭ ভাতার বইরত উপ-
স্থিত হইয়া বাবদ্যাপক সভা, সেম্বারত লম
নিয়োগ জিকিবিয়ার ও একজিকিউটিভ কাগজ
প্রভেদকরম, পাউওয়ারি আইন পরিবর্তন, লাই-
ল্যোর্ডের জন্ত উপযুক্ত সভা নিয়োগ ইত্যাদি
বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছিল।

[illegible]

কাশ্মীরের ইংরাজ করতলই যেমিত্রা আশ্রিত-
 । এতদিন কাশ্মীরে বেসিফোর্টে ছিল যা ।
 য একজন ইংরাজ বেসিফোর্টে কাশ্মীর নিয়ন্ত্রণ
 কর আশ্রিত বসিত, য কিছুদিন অভিবাসিত হয়ে
 হয়েছিল বেসিফোর্টের পরীক্ষিত করতল টেনে
 বসত, আশ্রিত ও ৩০ জন নিয়ন্ত্রিত বেসিফোর্টের
 নিয়ন্ত্রিত করতলী হয়েছিল । কাশ্মীররাজ
 যিক । তাঁহার কথা কহিবার সো মাই ।
 তাঁর আশ্রিত যেমিত্রা তাঁহার আশ্রিত করতল ।
 । যা কহিবার করতল তাঁহার আশ্রিত করতল
 সেই করতলই আশ্রিত ।

[illegible]

শাইওনিয়াদের বাক্যগুলির উৎসর স্তম্ভ বিদ্যমান।
 শাইওনিয়াদের সত্যিকার জীবনের জীবনধারণের বিষয়
 র কারণ কি এই জীবনের উৎসর শাইওনিয়া
 পূর্ণতা বোধবোধ করিয়াছিল। এমন যে কাম্বো
 র বাক্যগুলি কাম্বোজিয়ারাই এই বিষয়ের মূল।
 যম তিনি সত্যিকারের মানুষ বোধবোধ করিয়াছিল।
 কে বলিয়াছিল। বোধবোধ মানুষ এই জীবন।
 যাঁদের জন্য সত্যিকারের জীবন জীবন বিদ্যমান
 বাক্য দিতে পড়ার মত।

যেখানে যেখানে উত্তর পশ্চিমবঙ্গের আর
কলম গিলফিল্ট বৃত্তিধারী দেখা দিগ্গাজন।
ইতি নান ননগোহন লাল। ইনি এলাবাবের

হুইৰ কেট্টাৰে কলোজৰ ছাত্ৰ। বিদ্যাৰে গিৰা
খীৰ কৰ্মে পাইতাৰ জামিপাতি জাত কৰিয়া
আমিনে গৰ্ভবন্তে কাছাকে উদ্ভিজিভাণেৰ সহ-
কাৰী অশ্লীল-পেতৰে, নব জন্মে কৰিয়েম।
জানকোঁমৰ ওঁউতৰ পুতিবোৰ দুখোজল ক'ৰেমে
ইয়াই আবাদে। তৰল।

[illegible]

সিত্তি। নিমিটোরি বেজেট বসেন ভারত-
 বাসীকে দেখা শুভ মৈত্রীকেন্দ্র
 উচিত। কিন্তু বাসীকে মৈত্রীকেন্দ্র
 করিতে না। বিহার অতিথি এই বে বাসীকে
 পত্রের সম্প্রদায়ের সত্তা, চর রাক্ষসের। ইহার
 মৈত্রীকেন্দ্র হইলে অর্থ মটাইতে পারে। ম-
 যোগীর দুরন্ত দূর। তিনি যোগের পাইওনিয়ার
 পাঠেই এই বাসীকেন্দ্রের জাত কার্যকর।
 সত্ত্বযোগীর বসি বাসীকে জাতি জাতি থাকে ভদ্র
 বিনিময়ের করেবদ্যনি বাসীকে মৈত্রীকেন্দ্র
 করিয়া পাঠ করুন। একম শীত্রেই দূর হইবে।

শিও টাইবসের জীবক পত্রেরক বালক চিলের
 প্রতিস্থিতি স্থিতি বড় অধিক । কড়াচিরে বাজা-
 এরক যেরা একস্থানি বাড়িতে একটা চিলের বাসা
 ছিল । বাসারকা বাসা ঘাইতে চিলের মাথক
 বাহির করিয়া দেখা করিত এবং ঐখানে বাসার
 কাজিরা হরিয়া নষ্ট করিত । চীলী ইহার প্রতি-
 স্থিতি স্থিতি জন্ম বাহিরে আসিলেই বালক
 চিলের মাথার ইপি উঠাইয়া নষ্ট পায়ন
 করিত ।

ইউরোপ ও আমেরিকার স্থানে স্থানে খুব বড়
হইতেছে। ইংলণ্ড ইতালি জার্মানিতে বড় বেষের
বড় আদ্য করিতেছে।

স্বাধীনতা বিপ্লবের সঠিক পন্থার সম্বন্ধে
আমরা বিভ্রান্ত হইয়াছি। উহার জীব-
নের আর আশা নাই। তিন পক্ষ দ্বারা গণনা
করাইয়া দিরা করিয়াছেন, যে উহার আত্মশেষ

কইরাছে। তাঁহার জীবনের অবশেষেও বিধুরের
 পক্ষি কীর্ষে অভিলাষিত কইবে। বিধুর গঙ্গার
 অববাহিত পূর্বে মহারাজ খীর-মহী ও পার্শ্ব
 বার্তক জয়দেবী ও হস্তাকরত অশ্ব কার্যের উপ-
 বেশ দেখে। কোর্ডারাজী মহারাজের বিকট ধন-
 লক্ষ টাক। ও লক্ষের বাস বাড়ী জ্ঞাত কইরাছেন।
 মহারাজ রাজ্য গমপত সিং বজ্রের বুদ্ধিমত্তা
 ও রাজ্য কার্যে পারদর্শীতার বিলুপ্তি দেখে
 করিতেছেন। এক্ষণে গমপত সিংএর বুদ্ধিই তিনি
 রাজ্যের সমস্ত তার আদান করিয়াছেন। মহারাজ
 কর্ণেল ব্যানারবরণকে সম্রাটের সহিত এই সমা-
 চার বক্তৃতাটের বিকট প্রেরণ করিতে কতিপয়
 আয় এই বক্তৃতা সম্রাটের ও তাঁহার রাজ্য ভক্তির
 পরাকাষ্ঠী। কে যেন ৭ তিনি রোম গুপ্তকে বলি-
 রাছেন আবার জীবনের এই শেষ দিন পর্যন্ত
 আমার অক্লান্ত রাজ্যভক্তির কথা মহারাজী ও
 প্রিয় অশ্ব ও রোহর বিকট প্রেরণ করিতেছেন।
 আমার অর্জুনবাসে আমার রাজ্য সম্পত্তি, আমার
 উত্তরাধিকারী ৭২৫ আমার প্রিয় মন্ত্রীগণপত
 রাজ্য ও লক্ষের তার জীবনের চেষ্টে। তারত
 গমপতের বিকট আমার একটা মাত্র প্রার্থনা।
 আমার অর্জুনবাসে আমার রাজ্যের বখোবল
 সমস্তে বেন কোন পরি বর্জন না হয়।

স্বাধীন কলকাতার জেয়ারত অফিসের বেন-
কল পেমসম ভোগী কর্তারী আহেব কুমার
উক্ত দর পেমসম হইতে পাঁচ পরস্য করিয়া অধিক
কর্তন করা হইয়াছে। এই জম সংশোধনে জম
সিমলার পত্রাপত্র লেখা লিখি দর। এই লেখা
লিখিত জাক বাস্তবের জম। যত দরত হইয়াছে
জাকার অর্ধেক বিল জমকৃত অর্থ পরিশোধ করা
হইতে পারে। সংশোধনের আদ্য দ্বারের বাবাই
এটরপ।

অন্যদিক দৃষ্টিতে টাঙ্গাওয়েরা নানক আবে
করানক অগ্নী ৭পাত হইয়া গিয়াছে। এই অগ্নী ৭-
পাতের অনেক লোকের প্রাণ বিলম্ব হইয়াছে।

আরও বেশ কয়েকটি যামক বগরে জীবন
 বিজ্ঞান উপস্থিত হয়। গাওকোমের আইরিন
 শিল্পের মধ্যকারই এই বিজ্ঞানভেদ হয়। পুণ্ডিন
 শিল্পের বসন করিতে পারে নাই। ইন্ডের আশ্র-
 য়ন ধৈর্য্যছিল।

আমের বাগানে নামক স্থানে বিদ্রোহীর হস্তে
তেগুটি কবিশমার ফেরির বৃত্তা বইয়াছে। ফেরি
কতক গুণি পুণিব সৈন্ত জইয়া সর্দার মুখেরের
সহিত সংগ্রাম করেন। এই সংগ্রাম মুখেরের পরা-
জিত হয় ফেরি বিদ্রোহিণীগের পক্ষা ব. বা করিতে

বিজ্ঞাপন।

GRIMAULT
PHARMACEUTICAL CHEMISTS
PARIS RUE VIVIENNE, PARIS 8.

কপোড়ার আরোগ্যকারক গ্রিমাল্ট কোম্পানী
 নর সিরক অব হাইপোকসকাইট অব
 লাইম।

এই ঔষধ ব্যবহারে সর্দি, কাশি, বক্ষা, জ্বর
 ও পীড়া আশ্চর্যরূপে আরোগ্য হয়। এই
 ঔষধের উপকারিতা সত্যি বর্ণনে সর্বজ্ঞানের সূচি-
 ত্বসকল উপরি উক্ত পীড়ার এই ঔষধ ব্যবহা-
 র করা থাকুক। রোগীগণ ইহা দ্বারা প্রকৃত উপ-
 কার লাভ করিয়াছেন।

এই সিরক ব্যবহারে পীড়িত ব্যক্তির কাশ ও
 জ্বর বের্ত্ত হয় তাহার নিবারণ হয় এবং জ্বর-
 জ্বলা স্তব্ধ হইয়া থাকে। দৈনিক উন্নতি বর্ণনে
 ঔষধের উপকারিতা সঙ্গমণে হয়। এই ঔষধ
 লবণের প্রস্তুতি পিণ্ডির ভিতর থাকে।

ম্যাটিকো ক্যাপসিউলস এবং পিচকারী
 সিবির ঔষধ।

সুবিধাত চিকিৎসকগণ গ্রিমাল্টের ম্যাটিকো
 নক ঔষধ তরল ও পুষ্কর রোগে ব্যবহা-
 র এবং মানক ঔষধের ভিত্তি বিবরণীভাষ্যক মতে।
 ঔষধ রোগে পিচকারি সিবির ঔষধ এবং পুষ্কর
 রোগে ক্যাপসিউল ব্যবহা।

ডনার্টের সিবক অব ল্যাকটো ক্যাপসিউট
 অব লাইম।

এই ঔষধ সেবন করিলে শরীরে রক্ত জ্বর ও
 গাধান করে। ইহা সস্তা জীৱনের বিশেষ উপ-
 কারী। ইহা দ্বারা বেহের অতিসূচ সূচ হয় এবং
 হার করিলে উত্তমরূপ পরিপাক হইয়া দেহকে
 ত করে। সাহায্যের অতিগত কসকেট অব লাইম
 স চর এই ঔষধ দ্বারা সেবন না করিলে
 উত্তমরূপে আশ্রয় হইতে থাকে। দুর্বল, দুহ
 বেসকল বালকের অতি কোবল উহা তাহা-
 গের বিশেষ উপকারী। ইহা দ্বারা দুগ্ধোৎপা-
 দকের দুগ্ধ স্তন্যস্থানে থায়ে বে উত্তমরূপে হয়
 ইহাও আরোগ্য হয়।

গ্রিমাল্ট কোম্পানির ইণ্ডিয়ান সিগারেট।

এই সিগারেট ব্যবহারে হাঁপানী, দুগ্ধ কানী,
 না পুষ্কর, অরুচ, বাকরোব ও কপোলের
 প্রতিক পীড়া ক্রমে লাভ হইয়া থাকে।

Peptone Wine of Chapoteaut,

এখন রোগীর ঔষধ।

পারিশ।

ইহা দ্বারা রোগীর, এবং দুহ লোকের আস্থা
 বৃদ্ধি হয় এবং পাকস্থলীর কোন রোগ হয় না,
 ইহা দ্বারা উক্ত বিধাত আশ্রিত হইয়াছে।
 ইহাতে বলা এইম লোকের সেরা আস্থা। ইহা
 হইতে অসীর্ণজনক সন্তান এবং ব্যক্তি কর্তা
 লভ্য হইয়াছে। পাকস্থলীর সেকোব পীড়ার,
 যকৃত এবং উত্তমরূপ রোগে, ক্রিম অসীর্ণ রোগে
 অরুচি, এনিমিয়া রোগে, কোটক জ্বর বোঁকসা,
 খত রোগ, আমাশয়, জ্বর এবং জ্বর রোগে উহা
 বিশেষ উপকার জনক। কোন রূপ কাশ কিম্বা
 বিকলী দ্বারা বাহ্যিকের উপকার হয় না তাহা
 বিগের, সাধারণ রোগীর এবং কাশগ্রস্তের
 পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারক এবং বজাধারক।
 পপোটোর মধ্য, রক্ত এবং বালক উত্তমরূপে পক্ষে
 প্রধান উপকারক। ইহা দ্বারা বাজীসগর স্তনের
 উৎকৃষ্টতা সাধন করে। ইহা সন্তান ঔষধালয়ে
 প্রস্তুত হয়।

—৩৩—

নিউ হোমিওপ্যাথিক হল।

এস, বি, বিশ্বাস এণ্ড কোং।

৪৭ নং লীডারাস বোবের স্ট্রীট কলিকাতা।

নিম্নে

টাইটল ঔষধ।

উত্তম উত্তম পুস্তক, পকেট বেক, বারমিটাব,
 ৩০ শিলির বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক ঔষধসমূহ ১২
 শিলি কর্ক, চানচা প্রকৃতি সমস্ত বাবুদীর জবা
 টেমণ্ড, জাঙ্গি ও আবেরিকা হইতে আসিয়াছে।
 গৃহচিকিৎসার উপযোগী বাবুদীর বাজালা পুস্তক
 এখানে পাওয়া যায় এবং প্রধান প্রধান সংবাদ-
 পত্রের ও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা সক-
 লের বিশেষ প্রশংসিত "সমূহ বিধান" ও বা
 হোমিওপ্যাথিক কি?" নামক উৎকৃষ্ট পুস্তক
 বাসি কেবল আশ্রয়গের বিকট ভাণ্ড মণ্ডলসহ
 ১১০ এক টাকা আর আনা দুলা পাওয়া যায়।
 ওয়াউটা ও গৃহ চিকিৎসার জন্ত সকল রকমের
 ঔষধ পূর্ণ ব্যক্তি বিক্রয়ার্জ সর্বদা প্রকৃত থাকে।

করক বৎসর হইতে সত শত রোগীর আরোগ্য
 দ্বারা বিশেষ পরীক্ষিত সর্বপ্রকার ম্যাডেরিয়া
 জ্বরের প্রতিকারক উৎকৃষ্ট হোমিওপ্যাথিক ঔষধ
 ব্যবহাণ্ডসহ ১৩৭৮৮৮৮৮ ১০ এবং বহুদুগ্ধপীড়ার
 বিধাত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহাণ্ডসহ দুলা
 ১১০ বেক টাকা। ইহা কেবলই আশ্রয়গের জরা
 বিক্রীত হয়। জাকার ক্রিমির এসিড কপু রের
 আরক ব্যবহাণ্ডসহ দুলা ১ আশ্রয়গের বিকট
 পাঠ্যবন।

মকমলর অর্ডর বৎসর সর্ভিত ড্যানুগেবল
 পার্শেল দ্বারা নীচ পাঠ্যবন হয়।

—৩৪—

হোমিওপ্যাথিক ডিপজিটারী।

৪৭ নং লীডারাস স্ট্রীট পটলভালা কলিকাতা।

এই মূল্য ঔষধালয়ে সকল প্রকার হোমিও-
 প্যাথিক ঔষধ, উর্ক, বিলি বাজালা ও উত্তম
 পুস্তকাদি এবং চিকিৎসোপযোগী জগাদি অতি
 মূল্য দুলা বিক্রয় হইতেছে। কলারার ব্যক্তি
 ১২ শিলির জাং ক্রিমির কপু রের আরক ও
 পুস্তক সহ ব্যক্তি প্যাকিং ৫ গাছ চিকিৎসার
 পুস্তক সহ ৩০ শিলির ব্যক্তি ব্যক্তি প্যাকিং ১২।

—৩৫—

বিশেষ সুবিধা বিশেষ সুবিধা।

মকমলর বহুবিধের সুবিধার জন্য আমরা
 কলিকাতা হইতে বাজার বৎসর সকল প্রকার জিনিস
 বহিষ্কৃত পাইয়াছি। বাজার বৎসর
 যে কোন জগা আশ্রয়ক হইবেক তিনি সিকি
 টাকা প্রেরণ করিলেই উহাকে সন্তান ড্যানু-
 গের মল পোর্টে সেই সকল জগা পাঠ্যবন হইবে।
 নিম্নলিখিত সীকানার পর লিখিলে সমস্ত বিষয়
 জানিতে পারিবেন।

৪৭ নং লীডারাস স্ট্রীট

২৩ নং রাধাবাজার

কলিকাতা

—৩৬—

চিকিৎসা-প্রকাশ বস্ত্রের
পুস্তকালয়।

১৮৯ নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।
 জাকার জীবনমাত্রে গৃহোপাধ্যায় কৃত বাবুদীর পুস্তক
 এখন হইতে প্রকৃতকালর থেকে বিক্রি হইতেছে।
 প্রকৃতি দ্বারা আর বিক্রি হইবে না।

তৎকৃত

সরল ভৈষজ্য-প্রকাশ

অর্থাৎ

সহজ মেট্রির। মেডিকা

১ম ভাগ।

গৃহ ও পাড়াগাঁয়ের ডাক্তারদের জন্যে
 প্রকাশিত হইয়াছে।
 রয়াল ১২ পেজ ৩০০ পৃষ্ঠার বেশী।
 দাম ১১০ টাকা; ডাকমাণ্ডল ১০
 এই পুস্তকালয় পাওয়া যায়।

শ্রী পরেশনাথ গুপ্তাধ্যায়
 ম্যানেজার

—৩৭—

হোনি ওপ্যাথিক ঔষধালয় ।

জে এম, ডক্টার্স এণ্ড কোং ।

এখানে ক্রমাগত কয়েকখানি জাহাজ, মগন
মেরিকা ও জর্জি়া হইতে বিস্তর হোনি ওপ্যাথিক
ঔষধ, পুস্তক, কক, শিশি ও বস্ত্রাদি আনীত হইয়া
এত দূর বিক্রয় হইতেছে । এলেন এনলাইকো
ডিয়া দ্বারা ১৮০ ডায়নাম নেঃ পিউরা দ্বারা ২৪
হুতি বড় বড় পুস্তক পাওয়া যায় । বিলাতী ২০০
ম ১৮০ মাঝবট ৮০ নিয়ন্ত্রণ ১০ এবং ২২ ড়া ৮০
সাথে বিক্রয় হয় । ১২ শিলির ওয়াটটার বাক্স
পুস্তক ৪৮ এই ক্যাম্বরসহ ৫০ সাধারণ চিকিৎসা
পুস্তক সহ ২৪ শিলির ৮৮, ৩০ শিলির ১০৮০
শিলির ১৪,৪৪ শিলির বাহ্যিক ঔষধ সমেত ১৬
শিলির বাহ্যিক ঔষধ সমেত ২৫, ১২০০ শিলির
বাক্স পুস্তক ও ঔষধিটার সহ ৮০ ঔষধি
৪৮০ ও ৫ (ক্যাটেলগ বিতরণীয়) (সমস্ত বাক্সের
চিত পুস্তক ও ফোটা চালিবার বস্ত্র পাওয়া যায়)
কিনা ১১৭ নং বহুবার টী, কলিকতা ৮ ।

জ্ঞানকীনাথ ডক্টার্স মাদেমজার

—৩৩—

১৮৭৪ অব্দে স্থাপিত ।

শরচ্চন্দ্র দত্ত এণ্ড কোং ।

হোনি ওপ্যাথিক ঔষধ ।

প্রস্তুতকারী ।

কলিকাতা বহু বেলার এবং হোনি ওপ্যাথিক
ডাক্তারিগের নিকট হইতে ঔষধের উৎকৃষ্টতা
যেহে অংশসাপন্ন পাইয়াছেন ।

মূল্য স্থলত ।

ওয়াটটা চিকিৎসার ১২ শিলি ব্যবস্থা ও কপু-
রর আরক সহ ৫ টাকা ।

গৃহ-চিকিৎসার ২৪ শিলির বাক্স ব্যবস্থা পুস্তক
সহ ৮ টাকা, ২ শিলির বাক্স ১০ টাকা ।

সাধারণ চিকিৎসার ৫১ শিলি ঔষধের বাক্স
ব্যবস্থা সহ ১৮ টাকা ।

ডাক্তারিগের উৎকৃষ্ট বাক্স ২৫ টাকা, সম্পূর্ণ
ঔষধপূর্ণ বাক্স ৫০ টাকা ।

ইংরাজী বাঙ্গালা সচিব দ্ব্যবস্থাপনপত্র
বহু প্রাপ্য । ডিকানা ৫৫ নং কলকাতা
কলিকাতা ।

বিশেষ ব্রতব্য ।

সোমপ্রকাশ যন্ত্রে ইংরাজী ও বাঙ্গালা নানা
প্রকার কব ওয়ার্ক হইতেছে । সঙ্গত বৃত্তি
অন্য সমস্তের মধ্যে বৃহত্তম অক্ষরে প্রকাশিত
কাব্য সম্পন্ন করিয়া দেওয়া যায় ।

মকমলের বেসকল প্রাক্তন কলিকাতার
অগ্নিবেন এবং সচরের বেসকল প্রাক্তন
সোমপ্রকাশের দ্বারা হস্তে দিতে ইচ্ছাক্রমে
বাহার ১৭ নং কলেকট্রীট সোমপ্রকাশ
ডিপজিটারিতে দিয়া রসিদ লইবেন ।
যদি অর্ডার করিয়া ডিপজিটারীতে পাঠাই-
বার প্রয়োজন নাই । যদি অর্ডার কার্যা-
লয়েব ঠিকানার পাঠাইবেন ।

অন্যেবল কলকাতা পালের অবদার
শিকক পণ্ডিত ও ছাত্রদিগের জন্য ডাক বাতুল
সমেত ৩৮ টাকা, সোমপ্রকাশের দ্বারা নির্ধারিত
হইয়াছে ।

বিজ্ঞাপনমাতারিগের প্রতি ।

আমরা দিনর সচকারে সাধারণকে জানাই-
তেছি, বাহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাক্স
করিলেন তাহারা সোমপ্রকাশের পত্রিক গণিত
বিজ্ঞাপনের অগ্রিম দ্বারা পাঠাইয়া দিবেন । এখন
দিনবার প্রতি পত্রিক ৮০ আনা, তাহার পর ৮০
আনা । ইংরাজী অক্ষরে প্রকাশ হইলে ৮১০
করিয়া লাইন প্রতি বার করা হইবে ।

বেসকল কর্তৃকখানির বিজ্ঞাপন আনাবিগের
নিকট আসিবে, তাহা এখন একবার বিনামূল্যে
প্রচারিত হইবে । তাহার পর নিয়মিতসারে দ্বারা
নওয়া হইবে ।

অন্য দ্বারকানাথ বিদ্যাকৃষ্ণ প্রণীত
নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি নিম্নলিখিত মূল্যে
ও ডাকমাত্রা কলিকাতা ১৭ নং কলেকট্রীট
সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে পাওয়া
যায় ।

উপদেশমালা	মূল্য	ডাকমাত্রা
১ র ভাগ	৮০	১০
২ র ভাগ	৮০	৬০
নীতিসার ।		
১ র ভাগ	৮০	১০
২ র ভাগ	৮০	১০

৩ র ভাগ ৮০ ১০
বিশেষ বিলাপ ১০ ১০

উপদেশমালা একত্র লইলে সমুদায়ের ডাক
মাত্রা ১০ লাইন হবে ।

ঐউপদেশকুমার চক্রবর্তী ।

সোমপ্রকাশ সংগ্রহস্থ কলেকট্রীট
বিশেষ নিয়ম

সমস্তপক্ষে সোমপ্রকাশের অগ্রিম দ্বারা ডাক-
মাত্রা সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং বাঙ্গালিক
৫৮০ টাকা । অনন্য পক্ষে ডাকমাত্রা সমেত ৭
টাকা । অনন্য পক্ষে দৈনিক ত্রৈমাসিক বা বাঙ্গা-
লিকের নিয়ম নাই । শিকক ও ছাত্রদিগের
জন্য ডাক বাতুল সমেত ৩৮ টাকা দিরা করা
হইয়াছে ।

অগ্রিম দ্বারা বা পাঠালে বাক্সে সোমপ্রকাশ
প্রেরিত হয় না । বাহারা সোমপ্রকাশের দ্বারা
পাঠাইবেন, তাহারা বা বা মান মান ল্পকে করিয়া
লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুত্র ডাকঘরে
ঐউপদেশকুমার চক্রবর্তীর নামে মোট, হাতি,
ব্রাহ্ম চিহ্ন, যদি অর্ডার ইহার আদার বাতুল
বাহার অবিদ্যায়, তিনি সেই উপায় দ্বারা দ্বারা
প্রেরণ করিবেন । অর্ড আদার অধিক দ্বারা
টিকিটে প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না । দ্বারা
নিম্নলিখিত হইবার পূর্বে কেহ সোমপ্রকাশ প্রেরণ
অন্যকৃত হইলে অবশিষ্ট দ্বারা কিরাইয়া দেওয়া
হইবে না ।

বাহারা দ্বারা বা দ্বারা পত্রাদি প্রেরণ করি-
লে তাহাদিগের সেই পত্রাদি প্রেরণ করা
হইবে না ।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা
করিলে তাহাকে এখন দিন বার প্রতি পত্রিক ৮০
হুই আনা তাহার পর ৮০ এক আনা দিতে হইবে ।
কেবল ইংরাজী অক্ষরে প্রতি বার ৮১০ করিয়া
লাইন করা হইবে ।

প্রেরিত, সংগ্রহমাতা, অগ্রকারীর পত্র ও প্রাক্তন
প্রাক্তন বেসকল বিবরণমালা দ্বারা হইতে প্রকাশ
অন্য আইনে তাহার মতামত বা কোনটী আইন
বিরুদ্ধ বা সঙ্গত এবং সঙ্গত বিবেচনা বিবরণ
কলিকাতা ডিপজিটারী বা ওয়াটটার দ্বারা দেওয়া ।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুত্র
ডাক ঘর দ্বারা প্রেরিত হইবে । সোমপ্রকাশ যন্ত্রে
ঐউপদেশকুমার চক্রবর্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার
প্রকাশিত হইবে ও প্রকাশিত হয় ।

বিশ্বাস লাইট
স্থাপিত ১৩০৬
চাঁদীপোতা, সোনারপুর।

সামপ্রকাশ।

৩৯ খ ডায়।

"স্বপ্নমিতা" সঙ্গীতমিতার ব্যক্তি: মনস্কামী অনিমিত্তমী ন শীতলা।"

২৯ নং পাতা।

অগ্রিম বার্ষিক খুলা মাসের সমস্ত
১০ টাকা। অগ্রিম বাৎসরিক ৫০০

১২৯৩ সাল। ১৮ ই জ্যৈষ্ঠ। টং ১৮৮৬। ০১ এ মে।
৭ রিপনাম। ১৮ ই জ্যৈষ্ঠ।

অগ্রিম পূর্ণ মাসের বার্ষিক
টাকা মাত্র। বিক্রয় ও ছাত্রদের
জন্য বার্ষিক মাসের ৩০ টাকা

বিজ্ঞাপন

পি. এন. বিশ্বাস।

৪৭ নং সীতারাম ঘোষের ট্রাট
কলিকাতা।

স্বর্ণ কবরী ভূষণ তৈল।

১ বছর কেবল কেশ বিজ্ঞাপন ব্যবহার।

মূল্য ৬, ৪, ২ আউন্স বিশি ৫০, ৫০, ১০০ আনা।

২ বছর কেবল হাতের পূর্ণ কবরী।

মূল্য ৮, ৪, আউন্স বিশি ৫০, ৪০ আনা। প্যাকিং
১০ আনা।

সবিশেষ বিবরণ ক্যাটালগে দেখুন। ১০ আনার
টিকিট পাঠাইলে ২৪ পৃষ্ঠার বহি (ক্যাটা-
লগ) পাইবেন।

প্রিভিৎ টাইপ।

অল পাইকা, পাইকা, গ্রেট প্রভৃতি অল্প
জাপানীয়ার আশ্রয়ী ব্যবহার প্রযোজ্য বিজ্ঞ-
পার্য প্রভৃতি আছে। (অল্প বা অধিক) সস্তার মক-
আলে পাঠান যায়। ক্যাটালগের খুলা বাতুলন
১০ আনা।

সুলভ এজেন্সি।

অল্প বাতুল কলিকাতা (গৃহস্থ ও ব্যবসায়ী
সকলেরই জন্য) আনা, কাপড়, ঔষধ, বতি, বাতুল,
অলকার, হুত, ময়না, চাউন, আলমারি, টেবিল,
চিরার প্রভৃতি সকল প্রকার প্রযোজ্য (স্বয়ং
সত্তার) সস্তার পাঠান যায়। ১০ আনার টিকিট
পাঠাইলে কলিকাতার মিয়ন পত্র সহিত বাতুল
ঘরের বহি পাইবেন।

সপেটা সাহেবের পেপসিন পারলস্।

সপেটা সাহেবের পোষক বটিকা ২ গ্রেন
করিয়া পেপসিন আছে। যে পরিমাণে ভক্ষণ করি
করা যায় তাহার ১০০ গুণ পরিপাক নক্তি ইহা
যায়। এই ঔষধ সেবন করিলে পাক কষ্ট
হজালা, অরুচি, উদরাম্বল বমনোচ্ছ বা নিত্রা-
কর্ষণ মস্তক রক্তসঞ্চয়, বাতুল হৃদি পাকগুলির অস-
মতা বমন, নীরসীড়া এবং অসম্পূর্ণ পাকক্রিয়া
যদিও যে সমস্ত পীড়া উপর দৃষ্টি তাহা এক নারী
ঔষধ সেবনে প্রশান্ত হয়।

সপেটা সাহেবের মোরল।

এই ঔষধ কতলিয়ার তৈলের সার হইতে প্রস্তুত।
ইহার এক একটা বটিকা ২৫ গুণ কতলিয়ার
তৈলের সমান। ইহা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ
হইয়াছে, বহুদিনের কালী, রাত্রি ঘর্ম, দুগ্ধ বাঁধা,
নলার বাধা, ক্রম ক্রম প্রভৃতি পীড়ার কতলিয়ার
অপেক্ষা বিশেষ উপকারি। কতলিয়ার অয়েল
সহিত হুত বিশিষ্ট ইহাতে কোন কষ্ট নাই।
হুর্জল শিশুর কুখাবাক হইলে এবং অগুঠ, সর্বকা
চর্ম রোগাক্রান্ত ও গলা কোমল, ও বাহর, সর্বদা
অতিরিক্ত খাদ্য ও সুখার বা ভাবানিশকে এই ঔষধ
সেবন করাইলে শীঘ্র আরোগ্য হয়।

পেলিট্রিয়ার সাহেবের কুটনাইন বটিকা।

ইহাতে ২ গ্রেন করিয়া দুর্ল কুটনাইন আছে,
এই বটিকা অতি মজা সহজেই পাক হয়। ইহা
সেবনে অর, সবিরাম অর, পালার এবং সর্ব-
প্রকার অর মাথাধরা, বাত, বমনির বেধা প্রভৃতি
আরোগ্য হয়। এতদ্ব্যতীত উপর পেলিট্রিয়ার
নাম বেধিয়া নাইবেন।

ইহা স্কাল বর্ণের একপ্রকার কল হইতে

প্রস্তুত। ইহা বমনের মত মিষ্ট ইহা সেবনে
কোন প্রকার কষ্ট হয় না। কোষ্ঠি বহু, শিরঃপীড়া,
আমলা, অসম্পূর্ণ পাক, হৃদয়কর পীড়া, অজীর্ণ
রক্তগলার, গাত্রের তমি ক্রমক্রম প্রভৃতি হইলে এবং
পিত্তাধিক্য বৃদ্ধি এবং বালকদিগের ভ্রম প্রভৃতি
ভিত্তে এই জোনাল বিশেষ উপকারি।

মেডি সাহেবের চন্দন বটিকা।

এই বটিকাতে ৫ কোটা করিয়া শুভ চন্দন
হইল আছে, ইহা সেবনে গলবতীর মধ্যে সর্বপ্রকার
আব নিবারণ হয়। কোপেবা বা ক্রিষ্টবৎসর মত
অনিষ্টকারি নহে।—যেহ বা অত যে কোপ
প্রকার বাতুল পীড়া হইলে এই বটিকা স্বাধায়ে
সস্তার আরোগ্য হয়।

—৩৩—

রিগল—ক্যানেক্স অব জাপান।

ক্যানেক্স ওয়াটার প্রিভিৎ
ইহা ব্যবহার করিলে চর্মের
চিকিৎসা হুতি করে এবং
গাত্রের স্ফীতি হুত করে।
এই সমস্ত ঔষধ ভারতবর্ষের
প্রায় সকল ঔষধাগারে প্রাপ্য
হইয়া যায়।

"বাহুবোর্মলোর প্রত্যেক পরীক্ষিত।"

সুখাবিস্মু সুখাবিস্মু!!

ইহা সেবনে বাহুবোর্মলো, অঙ্গবোম, জন্মের
শিরের শৈথিল্য, শুক্রবহ, অল্প উত্তেজনার
শুক্রপাত ও অতিরিক্ত শুক্রকর এবং শুক্রনিত
শিরঃপীড়া, শারীরিক দুর্বলতা, অরণশক্তিহীনতা,
শারীরিক শিথিলতা, হুত প্যামা ও শুক্রের

বিদ্যাভূষণ লাইব্রেরী
স্থাপিত-১৩০৯
চাঁকিগোড়া, সোনারগুড়।

সোমপ্রকাশ

৩০ খ ভাগ।

স্বাধীনতা প্রকৃতিস্থিতার পার্থক্য: স্বাধীনতা অস্বাধীনতা ন স্বাধীনতা।

৩৩ সংখ্যা।

প্রথম বার্ষিক মূল্য বাস্তব নগদে
৩ টাকা। অগ্রিম মাসিক ৫০।

১২২৩ সাল। ১৫ ই আশ্বিন। ইং ১৮৮৬। ২৮ এ জুন।

৭ রিপনমাস। ১৫ ই আশ্বিন।

কলম্ব পদ্ম, বাস্তব নগদে বার্ষিক ৭
টাকা মাত্র। শিকক ও ছাত্রবিশেষ
জন্য বার্ষিক মাসিক নগদে ৩০ টাকা।

বিজ্ঞাপন

শি. এন. বিশ্বাস।

৪৭ নং সীতাচাঁদ ঘোষের ট্রাট

কলিকাতা।

স্বর্ণ কবরী ভূষণ টেল।

১ বছর কেবল তেল বিজ্ঞানে ব্যবহার্য।

৬.৪.২ আউল শিশি ৫০, ৫০, ১০০ আনা।

২ বছর কেবল মালের পূর্ণ ব্যবহার্য।

৬.৪.৪ আউল শিশি ৫০, ৫০ আনা। প্যাকিং
আনা।

সবিশেষ বিবরণ কাটনগে দেখুন। ১০ আনার
ইউ পাটাইবেন ২৪ পৃষ্ঠার বহি (কাটা-
) পাইবেন।

প্রিন্টিং টাইপ।

শ্রম পাইকা, পাইকা, গ্রেট প্রকৃতি অক্ষর
পাখানার আবেশ্যকীয় যাবতীয় প্রযোজ্য বিজ্ঞ-
প্রকৃতি আছে। (অল্প বা অধিক) সস্তার মক-
ল পাঠান যায়। কাটনগের মূল্য বাস্তব নগদে
আনা।

সুলভ এজেন্সি।

অল্প মাত্র কনিষ্ঠ লইয়া (পুস্তক ও ব্যবহার্য
লেন্দুই জাত) জামা, কাপড়, ঔষধ, খিঁচি, বাজ,
জিহ্বা, হুত, ময়না, চাউল, আগমারি, টেবিল,
জার প্রকৃতি সকল প্রকার প্রযোজ্য (মাক
জায়) সস্তার পাঠান যায়। ১০ আনার টিকিট
টাইলে কনিষ্ঠদের নিয়ম শত্রু সহিত বাজার
যায় বহি পাইবেন।

বৃত্ত-পুস্তক। আশ্রম সত্যকথা।

মদ-ধাও-নেশা ছুটিব-না।

বাড়ার ভীষণ ক্রেশমের সংসারের অলমীর
ক্রেমরাশি কুলিরা বিবল "হু" বা "আমম"
উপভোগ করিতে চাহেন, তাঁহারা একবার এই
মহা বাইরা দেখুন। এ মন অর্থ দ্বারা ক্রয় করিতে
হয় না, এ মন সতলে, সর্ব সত্রে, অম্বল সেবন
করিতে পারেন এবং ইহা একবার খাইলে চির
কাল সমভায়েই নৈশা থাকে, এবং কোথায় পাওয়া
যায়, এবং কি রূপে খাইতে হয়, এই পুস্তকে তাহা
বিশেষ রূপে বিবৃত আছে। ৩৬ পৃষ্ঠা পুস্তকের
মূল্য ১০ তাক বাস্তব ১০। ডালু পেরেলে লইল
১০। প্রিন্সেসমুখার মুখোপাধ্যায়। ১৩ নং
বোড়াবাগান ট্রাট, কলিকাতা।

বৈকব।

এই ভক্তি প্রচারক মাসিক পত্রের ৮ নং সংখ্যা
প্রকাশিত হইয়াছে, ইহার অগ্রিম বার্ষিক সাহায্য
১৪ বেড় টাকা নিয়মিত হারে পাওয়া যায়।

'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' (পূর্ববিভাগ)

সংকৃত মূল, চীকা, চীপনী, বাজালা অস্ত্রাব এবং
বাজালা চীপনী সহ ভক্তি বোধক বৈকব গ্রন্থ
মূল্য ১ টাকা তাক বাস্তব ১০ আনা।

"বেদান্ত সামন্তক" (গোবিন্দ
(ভাষ্যকারকৃত)

ইন্দর, জীবা, প্রকৃতি, কাল, ও কর্তব্য বোধক
বৈকব সিদ্ধান্ত গ্রন্থ (কেন্দ্রবাসিন্দারের সুত্রিত
সংকৃত) মূল্য চারি আনা তাক বাস্তব ১০ অর্ধ
আনা।

পুস্তক দুই-বারি আবার খিচি ও সংকৃত ভিপ-
জিটারি, সোমপ্রকাশ ভিপজিটারি এবং বৈকব
ভিপজিটারিতে পাওয়া যায়।

প্রিন্সেসমুখার মুখোপাধ্যায়
রাসনগর মল্লিকের মোতা।
বড়বাজার, কলিকাতা।

হুইলসের অত্যন্ত পরীক্ষিত।

সুখাবিস্মু, সুখাবিস্মু।

ইহা সেমেরী বাতুরোঁকল্য, অজ্ঞান, অমনে-
শ্রিতের শৈবিক, ক্রমবৎ, কলম্ব ইত্যাদি
গুণপাত ও অভিজিত ক্রমবৎ এবং সুনির্মিত
শিরোনীকা, শারীরিক স্বকলিত, অস্বাভাবিকতা,
মানসিক বিকলতা, হাত পা হালু ও ক্রমের
ভাবনা প্রকৃতি-এক মাস মতো ক্রমের
হইয়া ক্রম অত্যন্ত গাঢ় ও বহির্বিদ্যমান
পরিমাণে হুই পাইবে। এমন কি ইহা সেমের
মানসার সমস্ত উপকার বর্ধে। ইহা যে সর্ব-
প্রকার বাতুর পীড়ার একমাত্র মর্দন্য তাহার
অনেক প্রমাণপত্র রহিয়াছে এবং এই প্রকৃতি
আরোক্ত হইয়া অনেক পুরাতন হিচাছেন। এক
মাসের ঔষধ এক শিশি ২ টাকা তাক বাস্তব
১০ আনা।

দাঁদের মহৌষধ।

"কত ও চর্মরোগের মহৌষধী।"

এই ঔষধ ব্যবহারে জ্বালা জ্বর নাহি, অর্থাৎ
যে প্রকারের দাঁদ হুইক নং তেন ২৪ ঘণ্টার মধ্যে
আশ্রাণ হইবে। দাঁদ, কোষ্ঠাব, বিলাজ, হুই-
বাত, জ্বলি (খোদ) পাকার বা, খোস, পীড়িত
গরবীর বা ও সর্বপ্রকার কত রোগ তিন বিধের
কত নিশ্চয় আরোণ্য হইবে। ইহা কত ও

পারিতোষেন না যে সমাজের কোন
সংস্কার নষ্টই আয়োজন। কেবল বলিতে
যদিও ঐতিহাসিক আয়োজন, কেবল বলিতেছেন
মৈত্রিক সমালোচনা, কেবল বা বলেন সমাজ
মৈত্রিক সমালোচনা করিলেই ভারতের উন্নতি
হবে। একজন সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন, যাহা
ভুক্তি, তিনি তৎক্ষণে প্রস্তাব করিতেছেন কিন্তু
এই ও প্রকৃত অস্ত্রাঘাতের স্বরূপ হইয়াছে
সদা বোধ হয় না। এখনও আশাধর্মের সহিত
ভারতের অধ্যাপকদের বিশ্বাসের বিরো-
ধ হইতেছে না। কেবল হইতেছে না, হই-
তেছে—কি না সে সব সংস্কার সংস্কার
নিরন্তর বিশেষ সতর্কভাবে অনুসন্ধান করা
যাক আয়োজন, কিন্তু বোধ হয় এখনও সে
কর্ম, আয়োজন, বিজ্ঞ, বার্ষিক, সচিব,
সদস্য, সমাজ সংস্কারগণের আশা আশির্বাদ
হই। ইহা নিত্য সংস্কার লিপ্সু সংস্কার
আয়োজন এখনও তদুপ সময় পাবে নাই
আশাধর্মের মনে বেন এই হয় যে পুনরায় পূর্ববৎ
আশাধর্মের অবস্থায় পূর্বক নিঃস্বার্থ ভাবে
আশাধর্ম জীবনোৎসর্গ করিয়া দিতা নিঃস্বার্থ
আশাধর্ম চিত্তা করিতে না পারিলে সমাজ সংস্কার
আশাধর্ম সমস্ত সংস্কারের সর্বোচ্চ হ্রাস করিয়া
দিত পাবে যায় না। প্রাচীন ভারতীয় দেবর্ষি,
মুনি, রাজর্ষি প্রভৃতি সাধুগণের সমস্ত প্রকৃতি
বলবৎ না করিলে অর্থ চিত্তা প্রকৃতি সর্বপ্রকার
লগ্ন বিশালিতার পরিহার করিয়া দিতাদারী
আশাধর্ম সর্বোচ্চ সর্বোচ্চ সর্বোচ্চ এবং ব্রতী না
হইলে প্রকৃতি প্রকৃতির কার্যে কৃতকার্যতা
হইত দিতান্ত অসম্ভব। এক সম্ভব, প্রকৃতির
প্রকৃতি ও আশাধর্ম না করিলে সে
সংস্কার সংস্কার হইতেছে না। সমাজের
নীতিগণের ও তাহাতে সাহায্য আশাধর্ম। সংস্কার
চর্চায় এখন আর অধিক আশাধর্ম আশাধর্ম করিতে
হয় না। কেবল প্রাচীন পদ্ধতির প্রতি কিঞ্চিৎ নুতি
করিলেই চলিতে পারে। আশাধর্মের "নিউ
আশাধর্ম" পদ্ধতি ইউরোপীয় ভেজে ভেজিয়াস
আশাধর্ম সমাজে কি এ কথা গৃহীত হইবেক?
আশাধর্ম পরামর্শ আশাধর্মগণই জাতী ভেদবি
আশাধর্মের সুব্যবস্থা হারা সমাজ সমুন্নতি প্রতি-
বোধ করী"। আশাধর্ম অসুস্থতা ইউরো-
পীয় বিদেশীয় বিদেশিগণের শিক্ষার শিক্ষিত
আশাধর্ম কি ইহা নুতিবৎ? আশাধর্ম সমাজের
আশাধর্ম বোধে বোধে বোধে আশাধর্মের ভেদে সে
ভরসা সেসকল বিশ্বাস হয় না। তবে বলিতে

পারি না, ভারতের এমন সৌভাগ্যের দিন যদি
মিলিত হইয়া থাকে যদি সমাজ ও প্রাচীন সমস্ত
সংস্কারগণ সমস্ত হয়, যদি তাহারা পরস্পর
প্রতিদ্বন্দ্বী ভাব পরিভাষ্য করিয়া প্রকৃত বস্তু
জনকে বস্তু বলিতে সজ্ঞাতিসম্মত পরিভাষ্য
করিতে পারেন, ভারতের উন্নতির ক্ষেত্র যদি
বর্ধিত হইয়া থাকে চিত্ত আশাধর্ম হইয়া থাকে,
তবে বর্ধিত হইবে, রাজ্য নীতিই বস্তু.
আশাধর্ম নীতিই বস্তু, . যে কোম মৈত্রিক
সমালোচনা করিতে গেলেন তৎক্ষণে সর্ব আশা
মৈত্রিক সমালোচনাই সর্বপ্রকার বলিয়া বোধ
হইবেক। আশাধর্ম গণের বিশেষ পর্যালোচনা
করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবেক যে বর্ধিত,
রাজনীতি প্রকৃতি সমস্তই এক মহা-সমাজ নীতি
অভ্যুদয়। উহার যে কোম আশাধর্ম সংস্কার অ-
ভ্যুদয় করিতে গেলেন অপর আশাধর্ম সংস্কারের গণ-
অভ্যুদয় বোধ হয়, অথবা একাত্তর বস্তুভ্যুদয়ে
অপর আশাধর্ম বস্তুভ্যুদয় হইবে সংস্কার ও সংস্কার
হইয়া আসে। সকলই পরস্পরের সাপেক্ষ।
আশাধর্ম সেই আশাধর্ম সমাজমৈত্রিক সংস্কার
সমস্ত সমালোচনা করিতে হইলে ভবি, লিপ্সু,
বলিয়া সমালোচনার আয়োজন হয়। হাফাতে
সকল জাতীয় লিপ্সু, ভবি প্রকৃতি ব্যবসায়গণ
বিশেষ হইয়াই হইত বা দেশে থাকিয়া বিশেষীয়
শিক্ষক আমদীরা হইত, বিজ্ঞানিক রূপে শিক্ষা
প্রাপ্ত হয়, সংস্কার কার্যেও তাহা দেখিবার
বিষয় হয়।
পূর্ব কালের ভারতীয় প্রকৃতিসম্মত শিক্ষা
হইলে উপযুক্ত শিক্ষা-প্রাপ্তির ক্ষেত্র বার করিতে
হইত না। লোকে হাফাতে বিনা দাতা লিখিতে
পায়, তাহার সহপাঠ না হইলে নিধন কর্তব্য,
কৃতকার্য, হ্রাসকার, তৎক্ষণে প্রকৃতি সমস্ত
ক ব্যবসায়ের উন্নতি করিতে পারে না। এক
ব্যবসায়ী ব্যক্তি ভিন্ন ব্যবসা অবস্থায় করিলে
কোম ব্যবসায়ই উন্নতি হইবে না। ইহা বিগকে
হাফাতে যে ব্যবসা তাহাই তাহাকে শিক্ষা
দেওয়া কর্তব্য।
আশাধর্ম, আশাধর্ম আশাধর্ম প্রকৃতি
হইয়া অও আশাধর্ম করিয়া কি হইবেক? প্রকৃতি
লোকে রাজ্যধর্মের অধীন চির কালই থাকিবে।
নিজ নিজের বিজ্ঞানিক বিজ্ঞান করিয়া চলিতে
পারিলে তাহাকেই আশাধর্ম বলিতে পারা যায়।
রাজমৈত্রিক আশাধর্ম হইয়া যে আশাধর্ম তাহা
একপ্রকার অর্থিক। গণপ্রমত্তে বাহ্য করিতেছেন ও
করিতে, তাহাই করন, তাহার মধ্যে থাকিয়া সকলে

মিলে গণপ্রমত্ত করিয়া কি হইবেক? প্রকৃতির উপর
কত কর্তব্যবোধে, কত পরামর্শ বিজ্ঞানে, কত বলি-
বোধে, গণপ্রমত্তে কি কোমারের কথা ভাবিয়া
কর্ষ করিয়া থাকেন না? কোম ও পরামর্শ প্রকৃতি
করিয়া প্রকৃতি? গণপ্রমত্তে হইবে কোমারগকে
দূরে রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন ততই কোমরা
চাণিয়া ধরিয়া ব্রথা তাক হইতেছে। কোমরা
হুত না যে কোমরা হুত, সর্বপ্রকার কার্যের সমালো-
চনা করিবার সাধর্ষ কোমারের হইবে কেন? কোম-
ারের আশাধর্ম ও সকলের আশাধর্ম বিস্তার বিস্তার।
গণপ্রমত্তে কখন কোমার প্রকৃতি কোমার
করেন, কোমার হইল পায় করেন তাহার দল
অভিসন্ধি কি কোমারের কিছু, হুতব্রত অযোগ্য
কি বাহ্য আছে? অথবাই সকলেই জাতি
আছে, কিন্তু যদি গণপ্রমত্তের কোমার হুত
হয়, আর কোমরা তাহার প্রতিবাদ কর,
গণপ্রমত্তে কি কোমার প্রকৃতি কোমারের কথার
প্রকৃতি আশাধর্ম? ভারতবর্ষের তত ইংলও
হয়। ইংলওর জাতীয় ভারতবর্ষ, এ দল হয়
কি কোমারের কথার বাহ্য ইংলও পরিভাষ্য
করিতে পারেন? আমরা বলি, এ ব্রথা চেষ্টা
আশাধর্ম কি? যে দেশে অর্থ হই, লোকের
আহার চলিতেছে না, ক্রমে অসমর্থ হইয়া আক্রমণ
করিয়া লোককে হুত করিতেছে, হুত রাজি
অক্রমণে জাগরাম হইয়া একেবারে উৎসাহ
বিশীল হইয়া পড়িতেছে কেবল রাজমৈত্রিক
আশাধর্ম করিয়া তাহাদের কি উপকার
হইবেক? যে দেশের লোকে ইহা হুত হুতী
সমুচিত আশাধর্ম সাতে থাকি, সে দেশের
লোকে আশাধর্ম হইয়া কি করিবে? ইংলিস
গণপ্রমত্তে যদি প্রকৃত গণপ্রমত্ত ভারতীয়গকে
আশাধর্ম লিখাইবার চেষ্টা করিতেন, তাহা
হইলে ভারতকে ক্রমে নিঃশেষ, নিরাশ্রয়, নিধন,
মিরর করিতে চেষ্টা করিতেন না। ভারতীয়-
গকে যদি নিজ আশাধর্ম করিতেন তাহা হইলে
তাহাদের সর্ব চতুরতা করিতে অথবাই অর্থও
হানি বোধ করিতেন। ভারতীয়গণ ক্রমে
অর্থের জন্যে সর্বপ্রকার ও সংল হইয়া উঠিতে
সাপেক্ষ ইংলিস গণপ্রমত্তে কি কেবল প্রকৃত
আশাধর্ম অনুভব করেন? না কেবল তাহা
কারণ কতির কাবণ মনে করেন? তাই
বলি, এ সমুদায় রাজমৈত্রিক আশাধর্মের সময়
এখন নয়, উহাতে কিছুই হইবেক না, উহা
ছাড়িয়া দিয়া অগ্রে হাফাতে নিজ পরিভাষ্যগণ,
পাঠাশ্রম, প্রতিবাদী, প্রামাণ্য, দেশবাদী

আমাদের বহুগুণ অসাধারণে মারা না যায়, তাহারই
 ঠিক কর, তাহারই আন্দোলন করিয়া দেব
 গণ সমুদায় আছে কি না। বড়, বড়, মহা-
 বি প্রভৃতি বৈষ হুঁচুটনা এখানে হইয়াছিল
 কখনও এরূপ ঘন ঘন হুঁচুক হইত না।
 বসে কখনও এরূপ চর ? তখন লোকের ঘরে
 ২। ৩ বর্ষ ভোগা ত্রাণ সামগ্রী সঞ্চিত
 ছিল। সেইসঙ্গে কোম আপন উপস্থিত হইল
 গাঢ় চিন্তিত হইত না। এখন আর তেমন
 ই। শুধু তব গাছটিও আর লোকের
 বসে সঞ্চিত থাকিতে পায় না। নতুবা এখন
 কর্মের ভার পশুপাশির উপরেই কোম স্থানভা
 য়ে নাই বরং উন্নতি হইয়াছে। এখন
 তাবতের কৃষকগণ জম কবিত্তে পথান্ত
 তাবতীয় কৃষির উন্নতি। শক্তির হ্রাস হই-
 য়েছে ? তাহ, তাহ, তাবতের কি প্রত্যাশ, কি
 প্রত্যাশ বটাইছে। ইহার কি, মোচন নাই ?
 যদি সমাজ সংস্কার করিতে চর আগ
 গাঢ়ের দ্বিবি বিহারের আশঙ্ক। কেবল
 চাঁচা টেচি লেখানিধিতে ভাষা হইবে না।
 মাজ সমাজ করিয়া, উন্নতি উন্নতি কবিতা,
 গণন হইলে চলিবে না। যদি কোন সমুদায়
 তব সে ধর্মোন্নতি। উপস্থিত গেম
 পুণ্যপাশের বিজ্ঞানভাগী ব্যক্তিগণ আর্ধ্যধর্ম
 প্রত্যাশার কার্যে মনোহর হউন। এরূপ লোক
 হইয়া লগ্না আশাভের বিশেষ প্রয়োজন। যিনি
 প্রত্যাশা, বিরতিমান, সমস্তের বেলাই ইতিহাস,
 প্রাণ প্রভৃতি বর্ষ শাস্ত্র, সর্বভূতে সমস্ত
 চেন, এমন লোক সংস্কারক হইলেই সমা-
 য় প্রকৃত সংস্কার হইবে। এইরূপ লোক মিচ্ছ-
 য়মী। আশাভের অর্থ বৈধি ঠাণ্ডা অস্ত্রবলে
 স কবিত্তেছেন। যদি কেহ বর্ষপাশে থাকেন
 ইতিগকে খুঁজিয়া বাহির করুন অশ্বনে আশ্বরে
 লে জগৎ এইসকল আর্ধ্য গুরুতর আন্দোলন
 প্রিয়ার জন্য বর্ষাভাগে বিদ্যুত হউন। লোক
 প্রাণে বর্ষশিক্ষা দেওয়া বাহাভের প্রত্যাশা
 প্রত্যক্ষ হইয়া যদি এই অশ্ববল কার্যে প্রাণী
 ন তবই তাবতের আবার উন্নতির আশা হয়।
 প্রাণে তব আশাভ তাবতে প্রকাশিত হয়। হিন্দু
 প্রাণের প্রকৃত সংস্কার হইয়া আবার সভ্যতার
 প্রাণীভাব হয়। যে তাবত বর্ষ শিক্ষার মাতৃভূমি
 গাঢ় শৌক্যতার আগিয়া সেখানে বর্ষ শিক্ষা দেয়,
 তাবত সেই সেখানে অশ্ববল সেখানে
 সর্বট আগিয়া গায়ত্রী মন্ত্র শিখাইতে যায়। তা
 প্রাণ, তা আর্ধ্যশিক্ষক বর্ষাভাগে। প্রতি

ভারতবাসীর এ দুর্কথা কি দূর হইবে না ? তোমরা
 যেখানে থাক তিনালয়ের নিম্নত প্রদেশ, মিলিত
 অরমের মধ্যস্থল যেখানেই তোমাদের বিহার
 কৃষি হটক না কেন ভারতবাসী যদি তোমাদের
 খুঁজিয়া না আনিতে পারে তবে তাবতের বর্ষই
 রুখা সংস্কার চেষ্টাই রুখা। আজ কি ভারতীয়
 গণের সামান্য জ্ঞান কথ। যে যে দেশের
 নিকটে তাৎকালিক ভাবনা কবিত্ত তেজ ও বহ্য
 মার্জ-ওর নিকটে বীণ শিখার মাঝে বারবার
 পরাজয় স্বীকার করিয়াছে, আজ সেইসকল বৈষ
 শক্তি, বোগবল সম্পদ প্রাণে তেজ, ক্রমাগত
 অরমের কৃষকগণ সমাহৃত হইয়া ইউরোপীয়
 তেজে কিনা বিলীন হইয়া গেল ॥ কি আশ্চর্যের
 কথা ! আজ অলকট সাচেব কিনা ভারতীয় বোগ
 শাস্ত্রের অধ্যাপক উপস্থিতকতা পরাভিযুক্ত ॥
 একি সামান্য জ্ঞান কথ। সামান্য হুণার কথ। ॥
 তাবতীয়গণ, তা আর্ধ্যশিক্ষাগণ, তা প্রাণ
 পণ্ডিতগণ, তোমরা যদি তোমাদের সেই সমুদায়
 অর্পণের বোগ শাস্ত্রাধিগতি দৃষ্টি রাখিতে
 তদুপস্থিতকতা সত্য করিতে অত্যাশ করিতে তবে
 আজ অলকট মিলেই তাবতে যুগ্ম লোককে
 গায়ত্রী শিখাইতে সক্ষম ও তীত হইতেন। এক
 কথা বলিতে আর এক কথা বিস্তার উঠিয়া গিয়াছে
 এখন সে যাক। আমরা বলে পদে পদে প্রত্যেক
 কথার, প্রত্যেক কাজে গুরুত্বপূর্ণকে বিরক্ত না
 কবিতা, ইউরোপীয়দিগের দ্বারে দ্বারে বাইরা
 আশ্ব বৈধি, গৃহস্থি বাক্য না করিয়া নোচের
 মত, সামান্য তিথারী মত জন্ম না করিয়া রাজ
 প্রাণের জ্ঞান রাজ দ্বারে, দ্বিগ্না বাইবার জন্য,
 সিবিলা হইবার জন্য লালায়িত না হইয়া, কিসে
 তাবতের প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইবে, কিসে
 তাবতের যুগ উজ্জ্বল হইবেক, প্রকৃত প্রস্তাবে
 কেবল সেই প্রসঙ্গ, সেই উদ্দেশ্য, সেই বৈষ
 জ্ঞান লাভ মানসে ইউরোপে বাও আমেরিকায়
 যাও, আর তাবতে বসিয়াই পায়, সেই বোগবল,
 সেই তপোবল সাধন করিতে চেষ্টা কর। যে
 বোগবল নিকটে আধুনিক বিজ্ঞানবলও অতি
 অর্ধিকতর বলিয়া বোধ হয়।
 অতএব আমরা যদি হে আর্ধ্যশিক্ষকগণ।
 এখনও যদি তাবতের প্রকৃতি উন্নতি চাও, এখনও
 যদি তাবতের প্রকৃত সমাজ সংস্কার করিতে চাও,
 রাজনীতি সমালোচনা ইউরোপীয় শাসনের
 কুংলা, জিজ্ঞাস্যমান পরিচয় কর, যদি প্রকৃত
 সংস্কার করিতে চাও, প্রকৃত আশ্বাসম আশ্বা-
 ত্তি প্রয়োজন যদি বাহিরা থাক, তবে পূর্ব পূর্ব

বৈষবানী, বৈষবানীর প্রতি বিধান করিয়া অ-
 সমাজ বহন কর, কেহ প্রাণ কেহ বৈষব, কে
 শৈব হইয়া হলাহলি বাধাইয়া যেখানেই করিয়া
 সর্বম, করিও না।

শ্রী সত্যজিৎ পিত্তামসী
 ভাষা চতুপাঠী।

—৩৩—

যে। বড়ই আশ্চর্যের বিষয় যে, আজকা
 অনেকের নিকট যুগ্ম হুণার মধ্যে আর্ধ্যধর্ম
 মাঝে যুক্তিতে পারিতেছেন। সমস্তি চোরবাগা
 ৯৮ নং সরকার লেনে “বিশ্ব বৈষব সভার” মাঝে
 সঠিক উৎসব অত্যন্ত সমারোহের সজ্জিত সম্প
 হইয়া গিয়াছে। সুতরাং অল্প পক্ষিংশ
 সমস্ত লোকের সমাগন হইয়া সভানগর এক অ-
 পবিত্র আশ্চর্য্যভাব বরণ করিয়াছিল। বৎকা
 জন্মের নীলকমল গোআমী মহাশয় সাক্ষাৎ বৈধি
 মারের দ্বার দ্বিঃপ্রবেশিত হইয়া উপস্থি
 বর্ষক মণ্ডলীর মধ্যে দ্বিঃপ্রবেশিত হইয়া উপস্থি
 লাগিলেন তৎকালে সকলকেই প্রেম, প্র
 করিতে করিতে গৃহে ফিরিয়া বাইতে হইয়াছিল
 আশ। ধর্মের কি মণ্ডলী তাহ ॥ আমরা এ
 পক্ষিংশ বর্ষ জীবনে কলিকাতার মধ্যে অনেক
 সভা সমিতি দেখিয়াছি কিন্তু কলিকাতা “বিশ্ব
 বৈষব সভার” মাঝে লোক সংখ্যা আর কখন
 কোথায় দেখানাই। প্রাণে ভোজন, বৈষ
 ভোজন ও অসংখ্য বাহাশিক্ষিককে পরিভোজন
 ভোজন দিয়া সবস্ত্র বাক্য দিয়া সকলকে বিধা
 করা হইয়াছিল। “বিশ্ব বৈষব সভা” সমস্ত
 আরও অনেক কথা লিখিত ছিল কিন্তু সময়
 তাহ আর অধিক লিখিতে পারিলাম না। সমস্ত
 করে আরও কিছু লিখিত চেষ্টা থাকিল।

উপসংহারে “বিশ্ব বৈষব” সভার প্রতিষ্ঠাতা
 জীবিত বাহু লালনোহন বর্ষ বর্ষাবধি আশা
 অস্তরের নবিত বহাণা বা দ্বিঃপ্রবেশিত পা-
 লান না। ইনি প্রসিদ্ধ জমিদার কুলদিলক বা
 হারকানাথ বর্ষ মল্লোহরের প্রধান পুত্র। ছাত্র
 জমিদার পুত্রের বর্ষ বর্ষে এতাদৃশ অহুর্গণ বর্ষ
 আশাভের দ্বিঃপ্রবেশিত। আমরা আশা করি আশা
 কবিত্তার সমস্তেরা লালনোহন বাহুর এই ম-
 দৃষ্টান্তের অনুকরণে বর্ষ হইবেন।

কলিকাতা } বিভাভাগত জন্ম
 ২৫৫ খ্রম } জীবনযাত্রা ভাষা

সোমপ্রকাশ

১৫ ই আষাঢ় সোমবার

টাইমস্ অফ ইন্ডিয়া বিলাতেব পত্রাব দাতা
জন আপামি সোমবারে মাসে ডিউক অব কমন্ট
থের্ বাইতেছেন। লণ্ডনের প্রবলীনা খলিকা
এর সংরক্ষণী সভার উৎসবোপলক্ষে তিনি এক
বলিষ্ঠাছিলেন যে তিনি ও তাঁহার বনিজা ভার-
ত রমণী হিংসব মঙ্গল সাধন করিবার জন্য
শয় সচেত। একটা বিষয়ে ভারত রমণী ইংরাজ
নী চইতে জেষ্ঠ। ইংলি-পত্র উৎসাহের মাঝে
রাহের ভক্ত কঠোর পরিচয় করিয়া স্থিতি কার্য
বতে হয় না। সময়ে সময়ে আর্থের লাভসার খীর
জাব কলুষিত করিয়া জীবিকা বিক্ৰী করিতে
না। ইহার এখন কারণ বলা বিবাহ। দ্বিতীয়
রূপ হিন্দু পরিবারের একই বর্জিত। বহির্জের
এখন হইতে পাত্ৰতা চইয়া অমর চিত্রা
রক্ত পত্র না। একজনও পরিবারবর্গের মধ্যে
কিয়া নারীর অস্বাভাবিক উদরের ভক্ত লাগা-
ত হইয়া কঠোর পরিচয় স্থিতি কার্য করিতে
না। হিন্দু আত্মীয়কে বলন—“আমি এক
পাইত তুমিও পাবে।” হিন্দু সমাজের বহি-
র্জিত অস্বাভাবিক করিতে গেল—কেত যে আত্মীয়
কে এক উদার থাকে আপনাব বনিজা প্রতি-
শ্রুতি কবিত চার এরূপ বেধা যায় না। যে
ভিতর মধ্যে জ্যেষ্ঠতাতা এখবোর অট্টালিকা
ধ্বংস করে কনিষ্ঠ জাতা নিরাশ্রয় হইয়া ভিখা-
র মাগ পথে পথে জনন করিয়া বেড়ায়, সে
ভিতর কখনও এই উদার থাকে উচ্চতাব উপ-
স্থিতি করিতে পারে না। হুগলের বিবর ইংরাজের
ভক্ত ও উদার জ্ঞান সমবেদনা ভাবিয়া
গড়াইছে, সংস্কারক মানধারী ভদ্রাশ্রিত বাসুদেব
বেশ সংস্কার চেতন এই হুগল দেবভাব পূর্ণ
বারিকতা ইংলও হইতে এককালেই ভিরোহিত
হইয়াছে।

ডিউক অব কমন্ট ইংরাজ ও ভারতের একজন
প্রথম উপকারী বহু। বিলাতে থাকিয়া, বিলাতে
সাধারণ কারিবার অসংখ্য বিবর সংকেত তিনি
ভারতের বারের কথা শুনিতে পান ভারতের
সাধারণ ইতিহাস লইয়া আলোচনা করিয়া,
ভারতরমণীর ভক্তকর কার্যে যত্নবান হন এক
আনন্দের সমাজ আনন্দের বিবর? যিনি প্রকৃত

কনজা, অতুল সম্পত্তি ও রাজার প্রার্থনীর ব্যক্তি
বহির্জিত অধিকারী চইয়াও দুর্ভাগ্যবশত প্রাণী-
ভিত্ত ভারতের দিকে দৃষ্টপাত করিয়া তিনি কি
আনন্দের আরাধা করিয়া? আনন্দের কনটের
প্রতীক্য করিয়া আছি। ডিউক ভারতে আসিয়া
ভারতজাতী এংলো ইণ্ডিয়ানদের কল্যাণ
না জুলিয়া লাভবিকই কি আনন্দের উপকার
সাধন করিতে পারিবেন?

—৩৩—

হিন্দুস্থান পত্রের পরপারে গিয়া কর্ণেল
লকার্ট বাহাদুরীম অধিনায়ক হইয়া
ছেন। একদিন তিনি কাখীর মধ্যস্থতার দিকট
মুখায়া পাইবার প্রার্থনা করিতেছেন। কেহ
কেত বলন কখীরে সাভায়া না চাচিয়া আনো-
রের দিকট সাভায়া চাচিলে বনোবর চইতে
পারে। কারণ বাহাদুরীম আমীরের অধীনস্থ।
আমীরের অধীনস্থ চইয়া বাহাদুরীম কেন যে
ইংরাজ মিসনের উপর নিরোহ করিগে ইয়া আনন্দের
কৃতজ্ঞ পারিতেছি না। প্রকৃতাবে আমীর কি
এই ব্যাপারে কৃতজ্ঞ করিতেছেন? কর্ণেল লকার্ট
বে উদ্দেশ্য মিসনে বাইতেছেন তাহা আনন্দের
কবংগত নাই। হিন্দুস্থানী আকগায়েরাও
তাহা বিলক্ষণ জানে। ইংরাজ মিসনের অর্থ ভি
ভাড়া আনন্দের লও জালহাউসির সদর পত্রাবের
জিলাবিট মিসনেই কৃতজ্ঞ পারিয়াছি। তবে
ইংরাজীর ভীরে আর এক মিসন যায়। এই দুইটী
মিসনের কার্যও এখন অচক্ষে দেখিতেছি।
আনন্দের ভিতর মিসনেরও কার্য নীজ বেধিতে
পাইব। এই সকল মিসনের উদ্দেশ্য চইতে লকা-
র্টের মিসন কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র। উল্লিখিত বাজাউলিঃ
প্রাসন্নীতির প্রাধিক্ত, উপস্থিত বাগার উদ্দেশ্য
প্রাসন্নীতি হইতে আনন্দের। কখন নবা এসিয়ায় খুব
খেলাখেলেতেছে। আকগান কলুমান হইতে খেলা
পর্বত কলুমান যায়। আমীর ইংরাজের সহিত
বতাই নৈজীভাবে প্রার্থনা করিয়া না, ইংরাজের পক্ষ
অবলম্বন করিয়া বতাই প্রকার সহিত বিবাহ করিয়া
না তাঁহাকে বিবাহ করিগে ইংরাজ যে ঠিকিনে
বাহাদুরীমের ব্যাপারে তাহা বিলক্ষণ বুঝা বাই-
তেছে। আকগানের সহিত কলুমান লবা অতদুর্বা
নহে। এই বহির্জী বহুভার উপর নির্ভর করিয়া
ইংরাজের মিসন বাজা কাল হয় নাই। আনন্দের
বহির্জী হইতে বনিজা আসিতেছি, ইংরাজ বহি
আকগানে খীর প্রকৃত বিচার করিতে বান,
কলুমান সহিত তাঁহার বিবাহ বহাইয়া আসিবে,
এখন আকগান পরিচয় করিয়া ভারতের পণ্ডিত

ভিতর কিরিয়া আসাই ইংরাজের কর্তব্য। বত-
হিন ইংরাজ সিদ্ধ ভীরে কিরিয়া না আসিবে
বহির্জী কলুমান সহিত বিবাহ বর্তমান থাকিবে, বত-
হিন কলুমান সহিত যে কোন সিদ্ধিই হউক না কেন,
তাহা আনন্দের হুগলই অতিক্রম কর।

—৩৪—

ভারতের রাজনীতি হিন্দু। বত ১৭ই জুন
তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহার
প্রভাগণ কি ভারতবাসী মাঝেই কলিরাছেন।
লও ভক্তিরূপ তাঁহার মৃত্যু হুগল প্রকাশ করি-
য়াছেন। হিন্দুদের রাজতন্ত্র পরাক্রম ওসহি-
স্থতা অপরাধ। সিংহাতি বিজ্ঞানের সময় তিনি
প্রকৃত বহুভার তাহাই ইংরাজকে সাভায়া করিয়া-
ছিলেন। তথাপি ইংরাজ একজন সাভায়া হেনি-
ডোন্ডের কথাও তাঁহাকে বিদ্যাপরাধে অপরাধী
করিত কাল কখন নাই। ডকরিগ হিন্দুদের
মিনিত এক হুগল প্রকাশ করিলেন হিন্দুদের
নির্দোষিতার একটা ও কথা তাঁহার মুখে আসি-
ল। ইংরাজের ব্যক্তি অধ্যাত্তি তাঁহাকে আর
অতিক্রম করিতে পারিবে না। কিন্তু মৃত্যুর
উপর ভবিষ্যৎকর। মিত্র কি উপস্থিত লজ লক-
লেরই কর্তব্য।

—৩৫—

মহারাজা জুলকার ও সিদ্ধিয়া।

ভারতবর্ষের মধ্য প্রদেশ একেবারেই শূন্য
চইয়া গেল। নবাএবেল ফুপাল ইকোর ও
গোবালিয়ার এই ভিতরী বেনীর রাজার রাজত্ব।
ফুপাল বহির্জী হইতে একজন মুগলমান রমণী
রাজত্ব করিয়া আসিতেছেন। পাঠকের দিকট
এরমণী অপরিচিতা নহে। লও ভক্তিরূপের
শাসনকালে ফুপালরাজ্য ভারতবাসী মাঝেই
হুগল আকর্ষণ করিয়াছে। রাজীর আত্মীয় সহিত
ইংরাজ প্রার্থনা প্রকারে যে অস্বাভাবিক করি-
য়াছেন তাহা কাহারও অবদিক নাই। আত্ম
ভিত্তা করিবার জন্য রাজী লও ভক্তিরূপের দিকট
গলুমান কতাব প্রার্থনা করিলে, যে প্রার্থনার
কল কি হইল, ফুপালের মিত্র লইয়া লও ভক্তিরূপ
কত খেলাই খেলিলেন, সে সকল কথাই বেশটাই
হইয়া গিয়াছে, ফুপালের উপর ইংরাজের আর্থ-
দৃষ্টি পড়িয়া একদিনের একটা বিশাল সাম্রাজ্য
একবারেই উৎসন্ন হইতে বসিয়াছে। ফুপালের
হুগলা বেধিতে বেধিতে গোবালিয়ার ও ইকো-
রের নিয়তির উপর কাব্য করিতে লাগিল। এক
সময়ে এক রোগেই মহারাজ জুলকার ও সিদ্ধিয়া
আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। টিকানী রাজীর হাফ

উপযুক্ত চিকিৎসার অভাব কাহারও সত্য
কবিত্তে হয় নাই। কিন্তু নিয়তি কাহার কথায়
স্বপ্নে পার্থিব কোন পরামর্শের ভেদই বা খীর
সংস্পর্শ পরিভাগ করে? কোন পীড়া চিকিৎসায়
তইলা উত্তর; মধ্যযুগে সিদ্ধিলাভের গণপত
বাগের ভেদে খীর অবগত পিতৃ এ রাজ্যতীয়
বাজার ভাষা অর্পণ করিয়া গীতাবাসী হইলেন।
মহারাজ হুলকার অন্তিমকাল নিকট আসিল
বেধিয়া, হুলকারকে বাজাসাম উপদেশ দিতে
অসম্মতি দিয়া অসম্মত পবিত্রতাব চিত্তায় নিবন্ধ
হইলেন। মহারাজ ইকাজি বাগ হুলকার গত
১৭ ই জুন মল্লমের খীর ইষ্ট বেংতার মান
জপিত জপিত অর্গসিদ্ধি কবিত্তেছেন—মধ্য
ভাবের একটি অমূল্য রত্ন অপরূপ হইয়া ইন্দোর
বাজা অন্ততমসে আসন্ন করিয়া ফেলিয়াছে।
ইন্দোরের প্রজাবর্গ পিতৃহীন হইয়া শোকবসন
পরিধান করিল। আমরগত একজন আধীশ্রুতা,
স্পষ্টবক্তা দূরদর্শী, সভাবাদী, রাজনীতিক মধ্য-
রাজকে হারাইয়া শোক সমস্ত হইলেন। যেই
গিয়াছে তেমনটী কি আর মিলিবে? সর্বজনসম্মত
হুলকারের মৃত্যুর আর কি কখনও উপযুক্তরূপে
পূর্ণ হইতে পারিবে? এমন শোকাতুর টাকারের
শ্রুত সিংহাসন পার্শ্বে শুভ্রমান হইয়া ভারতের
চতুর্ভুজ অলঙ্কার কহি—এমন মন্ত্রণামূল্য,
হৃদয়শীল, পুণ্ড্রবদনীয় মন্ত্রপতি আর কোম সিংহা-
সনেই উপস্থিতি বেধিতে পাই না। হৃদয়ভার
ইকাজিরাও অসুখমীর, হুলকার হুলকার ভারতের
দিসমার্ক, হৃদয়শীল বেঙ্গালিগান, পরিচনে
হে তরিক, রাজ্য শব্দার্থী চৌভারমল, এ তেন
রত্নচাঁদা হইয়া ইন্দোর কি আর খীর উন্নীত
অন্তর উন্নত ভাবে স্থাপিত সনর্থ হইবে?

হুলকার অষ্টকণ্ঠে রাজকাণ্ডে নিবন্ধ থাকি-
তেম। রাজ্যের সকল বিকেই উৎসাহ দৃষ্টি ছিল।
কোথায় ঐ অজ্ঞান, কিসের কি পরিবর্তন আ-
শ্রয়, তাহার অসুখমানে কখনই তিনি কাত
হুইলেন না। উৎসাহ পরিচয়ের ওণ তেমন এই
মাত্র কণ্ঠচারণার হুইল যে উৎসাহ। বেতন
পাইয়াও রাজসংসারে ব্যস্ততার জন্ত কাহা পাইতেন
না। মহারাজের মন্ত্রীর নিকটে মন্ত্রণা লইবার
আরই অবশ্যক হইত না। তথাপি উৎসাহ ওণ-
প্রাণিতাশ্রয় এমনি অসুখ ও মধ্যবর্তী যে এত-
বৎসর উৎসাহ রাজ্যে যে করজম মন্ত্রী নিবন্ধ
হইয়াছিলেন উৎসাহের প্রত্যেকেরই হৃদয়ভা ও
পারদর্শিতা পৃথিবীর প্রত্যেক সভ্য দেশেই প্রখ্যাত
হইয়াছিল। কিন্তু রাজ্যের আর স্থিতি করিতে

অসম্মতকার তাহা বিলক্ষণ জানিতেন। রাজ্য
স্থিতি করিতে গেলেনই প্রজার অপ্রিয়ভাষ্য হইত
হয়, কিন্তু হুলকার কখনই প্রজার বিরোধ
ভাষ্য করেন নাই। ব্যবসংক্ষেপ করিয়া আর স্থিতি
করাই উৎসাহ রাজ্য স্থিতির উপায় ছিল। মধ্য-
রাজের আর একটি ওণ প্রজাবাসনা—উৎসাহ
রাজ্যে প্রজাগণ যে হুইলেন বসনাম করিত তাহার
একটি প্রমাণ নিম্নলিখিত এই যে ইন্দোরের আরই
অসম্মতীয় ভিত্তিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রজা-
বর্গ বাহ্যতে আধীন উপায় জীবিকা বিক্রেতা
করিতে পারেন হুলকার তৎক্ষণাৎ বিশেষ চেষ্টা করি-
তেম। তিনি প্রথমই খীর রাজ্যে হুলকার কল
স্থাপন করিয়া অপরূপ সন্মতিক উন্নতির পথ
বেধাইয়া দেন।

তিনি প্রজাবর্গের অমূল্য অধিগম্য এবং
পরিবারবর্গের প্রতি শ্রেষ্ঠাশীল ও গৌরবান
ছিলেন। রাজ্যের উন্নতিসাধনে হুলকার হইয়া
তিনি আত্মসংকল্প লাভ করিতেও সাধন বিমুদ
করেন নাই। শাস্ত্র বাধ্য অধিগম্য করিতে উৎসাহ
আশ্রিত ছিল চতুর্ভুজ হইতে পণ্ডিতগণ উৎসাহ
রাজ সভায় সমবেত হইতেন। বিবিধ আশ্রয়
আলোচনা করিয়া মহারাজের নিকটে পুরস্কার
লাভ করিতেন। হিন্দুধর্ম ও উৎসাহ বিলক্ষণ
জ্ঞান ছিল।

এত ওণ সত্ত্বেও তিনি ইংরাজ কর্মচারিহিনের
নিকটে আরও পাইতে পাতেন নাই। ইংরাজ
সিভিলিয়ান উৎসাহ বিকে হুলকার হুইলেন অলঙ্কার
করিতেন। উৎসাহ উন্নতি প্রাসন্ন্য পুরস্কার
সিভিলিয়ানহিনের চতুর্ভুজ হইয়া লাভাইয়াছিল।
ইহাদের নিকটে উৎসাহ প্রমাণ অপরূপ স্পষ্ট-
বাধিত। গবর্নর জেনারেলকেও উৎসাহ চাকর
উপর বেধ বেধাইয়া বিতে হুলকার অসুখভা ও উৎসাহ
বা স্থিতি হইতেন না। এই মহাপুরস্কার নিবন্ধ
বেসিডেন্ট চেম্বার ডুরাও বিজ্ঞাত উৎসাহ অল-
বাহ রটনা করিয়াছিলেন। সিপাহি বিজ্ঞাতের
সময় তিনি বেঙ্গল অসম্মতসিদ্ধতার পরিচয় দিয়া
ইংরাজের সাহায্য করিয়াছিলেন, ইংরাজ গবর্ন-
মেণ্ট সে কথা বিমুদ হইয়া ডুরাওর উৎসাহভূত
অপবান রটনার বিমুদ স্থাপন করিতেন। হুলকার
এই অপবানের অসম্মতসিদ্ধতার পরিচয় জন্ত একশত
বার গবর্ন মেণ্টের নিকটে খীর সত্যতার পরিচয় দিয়া
ছিলেন, নিজের আপো মত পাইবার জন্ত একশত-
বার তার্থনা করিয়াছিলেন, একশতবার প্রত্যা-
শ্যাত হইয়া উৎসাহে অসুখমানে করিয়া আসিতেন
হইয়াছিল। চাকর উপর গোয়ালিয়ারও বোমার

দুর্গ পুরস্কার হইয়া সিদ্ধিলাভ পুরস্কার হইতে
নিজস্বত্ব লে বে বে বাজা, বে বে মল্লম
ইহাদের সাহায্য কবিতেন ইংরাজ উৎসাহ
সন্মতিকই কোন না কোন বৎসে পুরস্কার দিলেন
কোন এক অপবান রটনার হুলকারের ডুরাও
ইংরাজ অসম্মত হইতে পাইলেন না।
হুইয়াই তিনি মধ্যভূত হইয়াছিলেন। উৎসাহ
হুলকার পর ১২৭৫ গবর্ন মেণ্টে হুইয়া জামাই
গোয়ালি প্রকাশ করিতেন কিন্তু তাহাতেও
নিবা অপরূপ অলঙ্কার কথ্য প্রকাশিত হই-
না। হুলকারের সমস্ত ইংরাজের ভেদে উৎসাহ
হুলকার পরও অসুখ থাকিতে পারিলেন না। মধ্য-
রাজের উপর উৎসাহ বে অসুখ ভক্তি, তাহা
কথ্য গবর্ন মেণ্ট প্রকাশ করিতে হুইল হইলেন
কিন্তু উৎসাহ গবর্ন মেণ্টে তাহাই বস্তু লোকে
সে সভ্য কথ্য ওণ থাকিবে না। আর ইংরাজ
বাঁচাকে সাহায্য কথ্য সমস্ত জামাইজন ভবি-
বৎসীয়গণ যদি হুলকারের কার্যের মধ্যম
লোচনা করিতে শিখেন তবে কখনই উৎসাহ
অসুখের সহিত ভক্তি অজ্ঞা না করিয়া থাকি-
পারিতেন না। বিজ্ঞাতের সময় গবর্ন মেণ্টে নিজ
হুলকারের কার্য দেখিয়াছেন, অসম্মতই হই-
আর শ্রদ্ধা করিয়াই হউক ডুরাও যদি ইংরাজ
গিয়া ওৎসাহ কোম অসুখ কথ্য বলিয়া থাকে
তাহার প্রতিবাদ করা গবর্ন মেণ্টের অবশ্য কর-
ছিল। তাহা না করিয়া গবর্ন মেণ্টে মিছেই বে
কথ্য বিবাস করিতে যান একি সাহায্য আ-
পের শিখ।

ইতিহাসের হুইলিড হুলকার বেংলার
রাজ্য বাসিয়াও হুলকার পণ্ডিতগণ বর্ষ বর্ষ
কালে অনিবার্যতা অবস্থায় পরস্পর গমন করে
রাজ্য ভাও হুলকার উৎসাহ সিংহাসন প্রাপ্ত হই-
উক জিয়াও রাজ্য ভাও হুলকারের দ্বিতীয় পু-
ইনি ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ২৭৫ জুন মল্লম বর্ষ
গমিত উপদেশ করেন। বাল্যকালে মো-
উৎসাহে মল্লম রাজ্য বলিয়া ডাকিত। সিংহা-
প্রাণের সময় তিনি ইকাজি রাজ্য হুলকার
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ইকাজি রাজ্য ৪৯ বৎসর কাল নির্বিক্রে রাজ্য
কার্য বিক্রেতা করিয়া প্রজাবর্গের অসম্মত হই-
বিদ্যাপ্রদ। উৎসাহ হুই প্রজার মধ্যম জোড়
নিবন্ধ রাজ্য হুলকার একশত পিতার গমি-
উপদেশ করিতেন। নিবন্ধ ইংরাজি সি-
করিয়াছেন। কথ্য বার ইনি এক জন সন্মতিক
হুলকার। বাহ্যতে পিতার নাম হুলকার সিং

ই কবিগণ প্রজাবর্ণের আশীর্বাদ তাজন কন
এই আশীর্বাদে প্রার্থনা।

মহারাষ্ট্র জরাজয় বাও সিদ্ধিগাও একজন
পশুকে লোক ছিলেন না। হস্তাক্ষর কাল
নি হুজিমাও, মঙ্গলিঙ্গা, পাবলিঙ্গা বাও
লন না। ২০ টি নিম্ন উক্তার গানবিক লুপ্তি, বলা,
উৎসাহ হস্তাক্ষর অপেক্ষা অধিক ছিল।
কিমা উক্তার সামান্য সৈন্তের দল লইয়া
জোত খলে বেঙ্গল পবাক্ষন বেঙ্গাইয়াছিলেন
কি কেত কখন নিম্নত উক্ত পাবিঙ্গন না।
ই হস্তাই বেঙ্গ কয় উৎসাহ সিদ্ধিগাও মিবারগেব
উক্তার সৈন্যের দল নিম্নি কবিয়া গোয়া-
রার ও মরাবর দুর্গ উক্ত দল উক্ত কাড়িয়া
গাছিলেন। এতদিন পর উৎসাহের যখন
কাল হইল যে সিদ্ধিগার বাজাওয়াই ১২ টি
ই তখন আবার সে দুর্গ সিদ্ধিগাও মিবারগেব
কয় সততার পুষ্কার ছিল। দুঃখের বিষয়
সিদ্ধিগাও অধিকদিন আবার ত্যাগ করিতে
উল না, কয়েক মাস বোগাও উইয়া অবশেষে
মারাষ্ট্র রাও মন্ত্রী গণপত রাও বসন্ত বাজকুমার
রাজ্যের ভার অর্পণ কবিয়া গজাগামী হইলেন।
সিদ্ধিগাও উক্তার পরিবারও প্রজাবর্ণের ক্রীতি
ত্র ছিল। তিনি ইতর ত্রু ২০ তর না কবিয়া
জার সহিত বিস্মতন এবং তাহারেব কথাসম্বন্ধ
কি করিগার নিমিত্ত ও বিলক্ষণ চেষ্টা করিতেন।
সিদ্ধিগাও দুতাব জন্ত প্রভুত হইবার অভিলাষ
লাবাসী হইয়াছিলেন। গৃহ হইতে বিদায় লই-
বার সময় পোকাফুল পরিবার ও কর্ণচারিগিকে
পূর্ণশ বাক্য পাবনা করিয়া রেসি
উক্তে বলিয়া বান যেন উক্তার অবর্তমানে উক্তার
রাজ্য সম্বন্ধে কোন অকল্প থাকিবল না হয়।

দুইজন কৃতকর্মী মরাধিপতি দুইটিক হইতে
যা প্রবেশ অস্ত্রকার ডাউয়া পেলেন। এখন
মারাগিয়ারও ইন্দোরেব ভবিষ্যৎ ইংরাজের বসন্ত,
তদিন সার লিপিল প্রিকস মধ্য প্রবেশে গণপ-
মন্ত্রের সাধারণ প্রজ্ঞা অরূপ নিরুক্ত রহিয়াছেন
তদিন আমদের তর হয় পাছে অধের ইংরাজ
ও গোয়াগিয়ার উক্তার কুশল্যার্থে তথাপতি
কি। ইংরাজ গণপতকে তাই আমরা সাবধান
হইতে বলি। মোত বক সামান্য সামগ্রী নহে,
মুদ্রিত অবিদ্যালও তাহা অপেক্ষা আরও গুরুতর
কি। এই দুইটীর বশবর্তী হইয়া গণপতকে বরা-
মন্ত্রী বেনীয়া রাজাবিগের সহিত অনন্যবহার করিয়া
শাসিতছেন। গোয়াগিয়ারও ইন্দোরেব উপর
সোতপারতর হইলে ইংরাজের হুদান প্রাধিকার

আব শাস থাকিলে না। মহারাষ্ট্র হস্তাক্ষর
জের্তাপুর যুগরাজ লিখ্যাজি রাও একজন অলিঙ্কিত
হুজিমান যুবক। ইন্দোরেব রাজ্যমন্ত্রীও বধেউ
মন্ত্রণা কুলন।

ইন্দোবেন মাযালক রাজ্যের নিম্ন সম্পত্তি
কার্যালক বিদ্যাসী গণপত রাও বসন্ত অর্পণ
হইয়াছে। সেখানেও অবাকতার কোন সম্ভাবনা
নাই। উই বিকেই রাজ্যের বাগদার হস্তাক্ষর
কবিশর এখন কোন অলিঙ্কিত নাই। বিলক্ষণ
হুজাকাল সিদ্ধিগাও অরুগাও কবিয়াছেন যেন
উক্তার রাজ্যের বসন্তে গণপতকে হস্তাক্ষর না
করেন। এরূপ অবস্থায় কুমন্ত্রী প্রিকিগেব অরু
চমায় ইংরাজ গণপতকে যদি সচসা ইন্দোরেব
গোয়াগিয়ারেব কার্যে হস্তক্ষেপ কবিতে বান
ত, তা উইল মিষ্টাই জানা যাইবে যে ইংরাজ
বেনীয়া রাজ্যগুলি ক্রমে ক্রমে আত্মসাৎ করিবার
চেষ্টায় আছেন।

ভারতের বৃহৎ বেনীয়া রাজ্যগণ ক্রমে ক্রমে
সকলই অস্ত্রহীন হইলেন। মধ্য সম্রাটর উক্তা-
বেব শাসন অধিকার করিতেছেন। ইহাদের নিকট
এবং ইহাদের মন্ত্রিগণের নিকটও আমাদের সামু-
দ্র নিবেদন উক্তার। যেন উক্তাদের অর্গীয় পিতৃ
পুরুষদিগের ততন ও সংকীর্তি রক্ষা করিয়া
চলিতে পাবেন। যুগরাজগণ এখন ইংরাজী
লিখা করিতেছেন। উক্তার। কুচাবহারপতির
ভায় ইংরাজের ঘোষ গুল সকলের পক্ষপাতী
হইয়া যেন উক্তাদের রাজ্যগুলিকে অধাপতিত না
করেন। অধেশের হিংসাধম প্রজাবর্ণের মঙ্গল
কামনা, লিপ্য বাধিজার উত্তি, অলিঙ্কিত বিস্তার
জাতীয় ভাষার উৎকর্ষ সাধন ও জাতীয় বর্ধের
গৌরব বৃদ্ধি, সনাতনের সংস্কার ও জাতীয়তার
পরিপুষ্টি এইগুলির দিকে যেন উক্তাদের দৃষ্টি
থাক। ইকাজি রাও কলকাবেব জার উক্তার।
যেন ইংরাজ রাজ্যের প্রতি ভক্তিমান থাকিয়া
অধেশের জিরুজি সাধন করিতে সর্ব্ব্বজন।
উক্তার।ই আমাদের একমাত্র মঙ্গল, একমাত্র ভর-
সাধন। উক্তার।গণের ওয়াক্ষর্য করিয়া করণ
শাসন ভারতবাসীর উপযোগী, ইংরাজ, তাহা
বুঝিতে পারিবে, সোতগাও আমাদের প্রতি
অগ্রগত হইবে।

—৩৩—

আফগানে ইংরাজ সমস্যা।

কাবুলের আদীর সচট পীড়ার আক্রান্ত।
এই পীড়ার সমাচারে আফগানীস্থানে ইংরাজ,
আফগান ও রুস এই তিনজাতির মনে তিনটি স্বতন্ত্র

ভাবের উদয় হইয়াছে। আফগান ভাবিতেন
এইবার রুসের আক্রমণ করিবার উপায় হইবে,
ইংরাজ ভাবিতেন এইবার আফগানী স্থানে
উক্তারিগকে অলিঙ্কিত বিপদ সত্য করিতে হইবে,
রুস ভাবিতেন এইবার ভারতের দিকে আগ্রস
হইবার পথ স্ফুট হইতেছে। আফগান আদী-
বেব অধীন হইয়াও রুসকে ১২০০ বেন, কেবল
আদীরেব ভয়ে প্রকাশ্যে রুসকে সমাহার করিয়া
হাব আনিতে পারেন না। পূর্বেব কটক আদীর
যদি বিহার প্রবেশ করেন আফগান রুসের হস্তক্ষেপ
খীর অস্ত্র শস্ত সমর্পণ করিয়া ভুলকের প্রাণসমর্গ
রাজ্য ভোগ করিবার আশা করিতেন।
ইংরাজের চতুর্দিকে বিপদ—রুস মধ্য ভারতের
সমুদ্রার রাজ্য করতলহ করিয়া ইংরাজকে তিন
দিকে ঘেরিয়া আছেন, একদিকে আফগান
ইংরাজকে ক্রমাগত অবিদ্যাল করিয়া মরাজ্য
হইতে তাড়াইয়া দিবার অভিসন্ধি করিতেছেন।
ভাবী বিপদের হুচনা বেধিয়া ইংরাজ কমিগন
ভীত ও স্তম্ভিত হইয়াছেন। এই সচট সময়ে
ইংরাজ খীর কর্তব্য অবধারণ করুন।

লর্ড লরেলের সময় হইতে ইংরাজ গণপতকে
ভারতের প্রান্ত লীনা অলিঙ্কিত রাখিবার জন্ত আফ
গানেব সহিত সন্ধি বন্ধনে আবদ্ধ হইবার প্রয়াস
পাইতেছেন। কনিশমাবেব উপর কমিশনার
পক্ষন পার হইয়া ক্রমাগতই আফগানের সহিত
সদা কলম করিবার চেষ্টা করিতেছেন—ইংরাজ
তত্রাচ আফগানের নিকট অলিঙ্কিত। আফ গ মও
ইংরাজের নিকট সমান আদ্যাসী। আফগান মনে
করেন প্রাণসমীতি ইংরাজের বশবর্তী, ইংরাজ মনে
করেন বিদ্যাসম্বন্ধকতা অসত্য আফগানের আত্ম-
বিকী রুহি। কাহারও বসন্তে সন্ধিবন্ধন যে দৃঢ়
থাকিবে উভয়ের মধ্যে কেহই তাহা বিদ্যাল করিতে
পারেন না। কনিশ মাকিসন যখন কনিশনার
হইয়া আফগান স্থানে গমন করেন তখন উভয়
জাতির মধ্যে এই দ্বাক্ষন অলিঙ্কিত আরও বন্ধন
হইয়াছিল। মাকিসনের রাজনীতি বিদ্যন নীতি।
তিনি বলিতেন আফগানকে বর্তমান মুক্তির ভিতর
না রাখিতে পারা যাইবে ততদিন ভারতের অস্তি
নাই। চক্ষে চক্ষে না রাখিতে পাবিলে এই
ক্রটিভিঙ্গা পরাধীন বক্তব্য অমবর্তই উৎপাত
করিতে থাকিবে। পরের শত্রু বরে আনিয়া অন-
বর্তই ইংরাজের সহিত বিদ্যাল করিতে আরম্ভ
করিবে। মাকিশনের এই অলিঙ্কিতের কারণ আফ
গানের পক্ষ প্রবেশের চেষ্টা। গণজীৎ সিংহ
অরুগাওঁর পূর্বে পক্ষ প্রবেশ কাবুল রাজ্যের অন্তর্গত

ল। কানুনের আদৌর রণজীতকে এই সাজা-
খান শাসন কর্তৃত্ব নিয়োজিত করেন। কালে
খুল হীমফল হইয়া রণজীত খীর তুজরলে
জাবকে আধীনতা প্রদান করেন। তাঁহার দুত্ব
বিস্ত কানুলা কোন উচ্চবাচ্যে করেন নাই।
সীপসিং রাজাবিকার গাও হইলে পয় আফ-
গান একবার পঞ্জাবকে অরাজা তুত করিবার
য়াস পান। এই উপলক্ষ ইংরাজের সহিত
ফার্স অনেকবার যুদ্ধ হয়। অবশেষে উত্তর
পাতিয় মধ্যে একটা সন্ধি স্থাপন হইয়া উভয়ের
মিত্র সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হয়। ম্যাকিসন ভাবিষ্ঠাভিলেন
যসতা আফগান জাতির নিকট এখন সক্রিয়ত্ব
কানুনেই কাঙ্ক্ষারী হইবে না। এই অবি-
শ্বাস উপরত তাঁহার আফগাননীতি গঠিত হই-
য়াছিল। ম্যাকিসনের পর ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারবর্ত
প্রডোভাডিস যখন কর্মিন্দার হইয়া বান তখন
উত্তর ভারতের ভয়ানক লুণ্ঠ সম্বন্ধ, উভয়ের
উপর উভয়ের ভয়ানক অবিশ্বাস প্রডোভা-
ডিস একজন উন্নত মান উৎসাহ লীল কর্তৃকারী
ছিলেন। তিনি আফগানে উপস্থিত হইয়া
দেখিলেন ইংরাজের সেখানে বসবাস করা
যায়। তিনি আরও দেখিলেন উত্তর ভারতের
মধ্যে যুগে বিবেচন যে এতদূর নরম হই-
য়াছে অবিবাসই তাঁহার প্রধান ভেতু।
সুতরাং এই অবিবাসের দ্বীকরনই তাঁহার
প্রধান উদ্দেশ্য হইয়াছিল। তাঁহার সময় বাব-
হার সমিতি আলাপ, সমতা ও যথার্থ বর্ণিতান
ওথে অতি সম্প্রদায়ের মধ্যেই ইংরাজ আফগানে
এ ৩ষ্ঠা ল. ৫ করিতে সর্ব্ব হইয়াছিলেন। লও
জরেন্স বারবার ভারবর্তকে তাঁহার উদার নীতি
পরিচয় করিতে বলেন, বারবার এংলো ইণ্ডি-
য়ানগণ ভারবর্তকে বিজয় করিয়া অপহৃত করেন,
তথাপি ভারবর্ত প্রচীণ রাজ্যের নজার জন্ত এক
ক্ষণের জন্যও তাঁহার উদার নীতি হইতে বিচ্যুত
হন নাই। ভারবর্তের ওগে কানুনের আদৌর
বোস্ত মহম্মদ শাহ হইতে ইংরাজের যথার্থ বহু
হইয়া পড়িলেন, দুই দিন বৎসরের মধ্যে বোস্ত
মহম্মদ ইংরাজকে বহুভাবে বিলাসন স্থান করিতে
শিখিলেন। বোস্তের বিজয় যে অটুট সিপাহি
বিচোদের সনত তাঁহার নিদর্শন পাওয়া গেল।
একদিন ধরিয়া, আফগান যে পঞ্জাব অধিকার করি-
বার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন সিপাহি বিজোদের
সুযোগ পাইয়াও আফগান কোন চেষ্টাই
করিলেন না। বোস্ত মহম্মদ বহুসেই ভীষণ
বিজোভামলের কথা সঠিক পঞ্জাবে আফগানের

নীতিপত্র। উজ্জীমান করিতে আসিত্র
ইংরাজের সাধ্য ছিল না যে সে যৌব বিপদে
সময় আত্মসম্মতি করিতে পারেন। বোস্ত সে দায়
হুসম্মত "বোস্তর" নাম কার্য করিলেন,
ইংরাজকে বিবাস করিয়া সন্ধির বন্ধন বন্ধ করি-
লেন।

এখন কথা হইল যে সেট যে একবার আফ-
গান প্রতিজ্ঞা বন্ধ করিয়া খীর কর্মবলীভার
পারচয় দিলেন ইংরাজের সন্তট অবশ্য প্রকৃত
বিবাসীর ভায় কার্য করিলেন, ইংরাজের উপর
বিবাস করিয়া পঞ্জাব অধিকারে কান্ত হইলেন,
সে বিবাস ভিরোচিত হইল কিরূপে? আফগান
বচনামকে ইংরাজ মিত্র বলেন, কিন্তু অবিবাস করি
তেও ক্রটি করেন না, আবহুল রচন ও ইংরাজকে
সাবধে সন্ত, যৎ কানন, কিন্তু ভিত্তবিত্তব বায়ান
প্রজার কবকে খীররাভো প্রজার বিত্ত প্রভেদ
না, বোস্ত মহম্মদের সে কানন বিবাসেন দিন হইত,
এ বিপদসম্মতি অবিবাসের দায় প্রকৃত কিরূপে
আসিল? যদি এই প্রজার প্রকৃত উত্তর দিতে
হয়, তবে আমবা বলিব সে কেবল ইংরাজের
দোষে। কানুনের সন্ত বিহীন রক্ষা ইংরাজের
এখন গৌণ উদ্দেশ্যের মধ্যে পরিণত হই-
য়াছে। মুখ্য উদ্দেশ্য রূপ হইতে আত্মরক্ষা।
এই উদ্দেশ্যের সন্ত হইয়া ইংরাজকে ভরতের
গও অতিক্রম করিতে হইয়াছে, আফগানের
হেলে গিয়া আফগানের অধিকার ক্রমশই অধি-
কৃত করিতে হইয়াছে। সুতরাং ইংরাজের উপর
আফগানের অবিবাস হইবে ভাঙতে আর
আন্তর্য্য কি? একদিন আফগান পঞ্জাব অধি-
কারের চেষ্টা করিয়া ইংরাজের নিকট অবিবাসী
হইয়াছিলেন। আর আফগানের অধিকার
নিজস্ব করিয়া ইংরাজ আফগানের নিকট অধি-
বাসী হইয়া পড়িয়াছেন। পূর্বের যুগে বিবেচন
এখন আফগান যুগে বেশ দায় করিয়া আফগান ও
ইংরাজের মধ্যে রাজত্ব করিতেছে। কে না
জানে এই বহুদূর যুগে বিবেচন কালে ভারতবর্ষে
অন্যভাবে পরামর্শিত হইবে। যে আদৌরকে কুলান
কথায় ইংরাজ কুলাইয়া বাধিয়াছিলেন নিরস্ত
প্রকৃতি মহম্মদ মহম্মদ প্রজার মধ্যে সে আদৌর
যদি জটিল রাজকার্য হইতে চিরকালের জন্ত
বিদায় গ্রহণ করেন তবে বিপদসম্মতি রচনা রর
কাজ আফগানে যে কি ঘটাইয়া বলিব সকলই
কাজ অনুমান করিতে পারেন। সীমা করিখনা
বোস্ত মহম্মদের সহিত যে রক্ষা বন্ধোবন্ধ করিয়াছেন
তাহা বিব, হই অস্বাভী। একদিন এ ৩ অর্থ, ৫৩

পরিজন করিয়া রুকের সহিত যে, ইংরাজবিবাস
বিটলা গেল ইহা কোন কবিত্বপন। ইংরাজ
রুকের সহিত যীবাংসা করিয়া বসিয়া প্রাচীর
নির্মাণ করিয়াছেন তাহাও অবিবাসের ভিত্তির
উপর স্থাপিত হইয়া সহজেই অধুনান করা হইতে
পারে।

ইখন না কখন আদৌর অধিকার রচনেনের বহি
কোন ভাবনায় হয়, আফগানে ইংরাজকে বিপদপ্রস্ত
হইতে হইবে। ভারতের রাজকোষ দুইয়ের ব্যয়ে
শুধু হইয়া থাকে, লও ভরবিধ যে বোস্তে নির্মিত
আর ব্যয়ের ভিত্তিভন কার্য চালাইবার কথা বিজোভ
নিবিয়া পাঠাইয়াছেন তাঁহার সে আফগান এক
কালেই হুঁ হইয়া থাকে - আর অধিকন্তু আফগান
অংশ ভারতের সর্ব্বমূল্য যন্ত্র চতুর্দিক ভাঙ
কাব লক্ষ প্রতিক্রমিত হইতে থাকিবে। এক
দিক বজা বিস্তার, আর একদিকে প্রজার সর্ব্ব
নাশ, ইংরাজ এই দুই নৌকায় পা বিয়া ভাবিত
ছেন কেন? দিক এখন রক্ষা করা যায়। ইহার
উপর আর যদি রুকের কটকা প্রদান হয়
আফগান বিবেচন প্রকৃতপ্রস্ত বেগবতী হয়, দুই
নৌকা, কেই বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিবে। আর
এই বিবন মনসায় ইংরাজের আবার পূর্বাণ কথা
বানিয়া উপস্থাপন হি ইংরাজ এখনও সিদ্ধুর পা
পারে কিবিয়া আত্মন। ভারতের প্রকৃতি
সীমার অন্তর্ভেদে করিয়া আ সয়া খীর বজা
একত্রীকৃত করুন, ক্রমকে আফগান হইয়া বধে
স্বাভার করিতে দিন, আর ভাবত'ক দুইসহ বা
ভারব পৌরন হইতে পরিচাল করিয়া আর
ব, সীর ক্রতকতা লাভ করুন।

- ৩৬ -

মাসুলার আয়ত্তশাসন

আয়ত্তশাসনের সন্ত নির্মাচনকার্য প্রা
পের হইয়া আসিল। আর বরেক যত্ন হইলে
সকল ধান্য সন্ত নির্মাচন হইয়া বজালা দেশে
জানে জানে বোর্ড সংগঠিত হইবে। নির্মাচ
সভায় যে যে কর্মচার্যগণ প্রেরিত হইয়াছি
তাঁহাদের নির্মাচন যিহরনী পাঠ করিয়া দেখি
হুয়া হইবে যে নির্মাচন কার্য, কোনই সন্ত
জনক হইয়াছে। জানে জানে প্রজার্ক বের
উৎসাহ সভ্যদের চোটে বিবর জন্ত নির্মাচ
সভায় সনবেত হইয়াছিল, বেরণ আও
সহিত-তোই দিগভিল এবং আয়ত্তশাসনে আ
দের টব লাভালা, তহিবর, পরম্পর বের
আলোচনা করিয়াছিল, তাহা দেখিলে বের
বাজার ক্রমক সন্ত্র, আয়ত্তশাসনের

আমের সজ্জিত কার্য কবিরে ডাক্তার খান।
সকল সমস্যা নকল সকল ঠেংনা থাকায় আম
বের বড় কষ্ট হয়—মির্জাচাদের পূর্ব এইরূপ আবে
লান আড্ডা, বর-রিপূর্ণ হইয়া থাকে। ভোখা
বা মির্জাচাদের হিম নিকটে—কোন ব্যক্তি
তাকিম করা যাহবে, মাজিষ্ট্রেট আসিয়া যথ
মির্জাচাদের উপস্থিত থাকিবেন তখন কেহ পক্ষপা
কনিয়া ইচ্ছামত একজমকে মির্জাচান করিতে পা
বেন না আমাদের রাস্তা ঘাটগুলি সারা হইলে
হৈসনে বাইতে আর ক্রেশ হইয়া যা, লবণাৎ
জন্ত একটি ঘাট লক্ষ্য হইলে, এই সকল আলো
চনায় জন্মগ্রহীবিগ্নের সনন্ত বিমের পরিচয়ের প
অর্থিক রাত্রি পর্যন্ত ক্রেশ যোগ কর না। ক্রম
রহণীয়া মাননা মকসমর কথা হইলে সুস্থি
পা-ব বলাদলি বোর্টার্ণাট সহজে কথাবার্তা
চইল সুস্থি-ত পারে—এই এক দুঃখম বিষয়
কর্তৃ দেব ও ছেলেদের বাগবিত্ততা করি
বেখিয়া ডাক্তার অলাক হইয়া জিজ্ঞাসা ক
“ইংগা এ কি কথা হইতেছে”। গোরাগলি
কোন ভাঙ্গলো-কর গাটতে দুঃখ বিক্রয় করি
আসিলে অথবা ক্রমকবমণী খাজনা দিতে আসিলে
জিজ্ঞাসা কর “ইংগা আমাদের গাটীর এরা আ
ক’রত বিন বার কি তাকিম মাজিষ্ট্রেট রাস্তা
ঘাট, ভোট এই সব কথা লইয়া শেষবাত্রি পর্যন্ত
বকাবকি করুন, এ ব্যাপারটা কি বলতে পার”
এইগুলি আশ্রয়ের অতাক বিবর, ক্রমক সনাত
এই এক আশ্রয়শাসন লটগা চতুর্দিকে বেন হল
নু”। আশ্রয়শাসন আটন যখন অর্থদেপাস
অ মদাও তাবিগাছিমাম নিরুজ্জীবী-কর হ
আশ্রয়শাসন কার্য অর্থমই দুঃসম্পন্ন হই
পাখিবে না। তান্ত সভার অতিমিহি একবা
আশ্রয়শাসন আইনে আনাদের কতকগুলি অ
কারেব হুজি করিবার মিনিত ছোটলাটের নিক
আর্থনা করিতে গিয়া ছিলেন। ছোটলাটে উ
বেন—“অধিক অস্থাপিকার হলে ক্রমক সম্ভ
ওয়া রক্ষা কবিতে পারিবে না। অল্পে অ
অধিকার হুজি করিয়া লইলে শিক্ত সম্ভ
ভায় ইতব-জগীর নিকটও আশ্রয়শাসন বসার্ব
কর হইবে”। আনরা ছোটলাটের এই কথ
সন্তুষ্ট হইয়াছিল, এমন কি উপ স্ত আশ্রয়শা
আইনে আনানিককে যে সকল অধিকার বে
হইয়াছে তাহাও অল্পে অল্পে ব্যবহৃত হইবে
না তরি-নে সম্মত করিয়াছিলেন। একবে আ
বের সে সময়ে দূর হইয়াছে। ইতলে-করি
উৎসাহ আনক ও বোধ শক্ত বেখিয়া ব্যক্তি

মরা অধিকাংশই হইয়াছিল। এখন যেহেতু
অধিকাংশ জমির আরও যদি কৃষি করিয়া
গয়া হইত তাহা হইলেও তাহাদের অপব্যব-
হারের কোন সম্ভাবনা থাকিত না।

বেঙ্গল ইংরাজ ম্যাজিস্ট্রেট অগতঃ খাসসামান
স্বতন্ত্র হইয়াছিল। তাহাদের মতের অনুসরণ
এই সকল নির্বাচনী সভায় উপস্থিত থাকিয়া
স্বতন্ত্র পরিচালিত হইয়া গিয়াছে। কোন কোন
স্বার্থ অনুসরণ ম্যাজিস্ট্রেট নির্বাচনী সভায় কৃষক-
গণের আশঙ্ক ও উৎসাহ দেখিয়া বিপুল আশঙ্ক
ভুক্ত করিয়া আসিয়াছেন। যে যে ধর্মাত্মক নির্বাচন
হইয়া গিয়াছে তাহাও কেবল মাথা ঘামা হইতে
ম্যাজিস্ট্রেট আবদার সালাম অন্তিমের কথা
প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন এখানকার উত্তর
লাকেয়া আবদার খাসন হুজুরা, ইত্যাদি
অসম্পূর্ণ অসুশাসিত। মুসলমান হাকিম সাতের
বহুতর আর পেশওয়ারি চেতনা আছেন। আমরা
তাঁহার কথার তলীতেই কৃষি ভক্তি তা কম সাফল্য
করিত বর্ণনা করেন মাই। বঙ্গদেশের কোন
জমির কৃষক ও জনজীবন যে আবদার খাসন
দ্বারা অসুশাসিত আছে এ কথা আমরা বিশ্বাস
করিতে পারি না। টানোর, বাগমারি ও
অন্য ধর্মাত্মক আদর্শে যে সমস্ত গ্রাম আছে
এখন হইতে ম্যাজিস্ট্রেট রিপোর্ট দিয়াছেন
যে নির্বাচন কার্যে তৎপরতা বালী ভুক্তের
বহুতরই আবদার ও উৎসাহের লক্ষিত হোটে
হইতে আসিয়াছিল। ইত্যরা আবদার খাসন কি
তাঁহা বেশ কৃষিতে পারিয়াছে আর এই সকল
গ্রামের মিকটবর্তী এমনকি সংসদ মাথা ঘামার
অধিবাসীরা যে আবদার খাসনের উৎসাহ মাত্র
কৃষিতে পারে মাই একথা কোন্ কৃষিকর্ম ব্যক্তি
স্বীকার করিবেন? আমরা এই একজন স্বার্থ নৃতি
পরাইন মুসলমান হাকিম বর্তীত আর কাহারও
দ্বারা এরূপ কথা শুনি মাই। যদি একটা মাত্র
মাঝার অধিবাসিনী বাস্তবিক পক্ষে আবদার খাস-
নের কথা জ্ঞাত হইয়া না থাকে, তবেই যে বঙ্গ-
দেশের সমস্ত গ্রাম আবদার খাসনের অসুশাসিত
হইবে ইহাও কখন কৃষি হুক্ত কথা নহে।

বঙ্গদেশে আবদার খাসন প্রকাশ করিয়া গবর্নমেন্ট
যে আর বহুতর কৃষি কার্য হইয়াছে তাহা
আমরা মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি। ক্রমে আবদার খাস-
নের সদ্ধাধিকার কৃষি করিয়া দিলে এক্ষণের
খাসন কার্য যে সুচারুরূপে চলিতে থাকিবে
তাঁহাতে আর অসুশাসিত নহে মাই। গবর্নমেন্ট
এই উদ্যোগীতি অবলম্বন করিয়া বঙ্গদেশে আবদার-

খাসন প্রকাশ করিয়াছেন সেই নীতিরই বহুবর্তী
উদ্যোগী চলিয়া ইংরাজের ন্যায় বঙ্গদেশে চিরকাল
কৃষকতার ভাবের গৌরব উৎসাহ, গবর্নমেন্ট ও প্রজার
সহায়তা করিয়া বিজয়বলে বলায়ান হইতে
পারিবেন।

ইউরোপীয় সমিচার।

লণ্ডন ১৭ জুন। মাদ্রাস অব ডাউন্টন আপন বিজ্ঞান-
বিদগণকে সম্মেলন করিয়া একবারি পর প্রকাশ করিয়াছেন,
তাঁহাতে বলেন যে সমস্ত সম্মেলন প্রতি মধ্য পারলিমেন্ট
ওয়েইনিমিটারেই থাকা উচিত; অর্থাৎ যে কোন সম্মেলন
উক্ত অধিবেশনে থাকা উচিত। তাহাদের কর্মতা বহুতর
উৎসাহ উৎসাহ। লণ্ডনের পারলিমেন্টে হইতে সমস্ত খাস-
নকার থাকা উচিত এবং বর্তমান বিচার কার্যে নিবৃত্ত হইবেন
উইলিয়াম ই পারলিমেন্টের অধীন থাকা উচিত।

অন্যদিকেও একবারি প্রকাশকারে রক্ত-টেনের প্রতি-
বেশী থাকা করিয়াছেন। ইহা মাকি মজলো বিচারের প্রাভ-
ব্যবস্থার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের সহিত প্রাভব দ্বারা কতিবেন।

লণ্ডন ১৭ ই জুন। নিউ কালিডোনিয়া হইতে সংবাদ
পত্রের গিরাছে যে কলম্বিয়ায় দুই খানি বৃক্ষ কাটান হইয়া নিউ
ইন্ডিয়ায় বীর্ণ আকারে কার্যেছেন।

লণ্ডন ১৭ ই জুন। এটালীয় অধিকার সম্মেলন কলম-
বর্তন কর্তৃক উক্ত, কলম্বিয়া পরগণা সচিব পূর্বের দ্বারা বলিয়া
হলেন এখনও তাহাই বলেন, বেনীত মণের হস্তে দ্বারা হইতে
কলম্বিয়া প্রকাশ করা খাতিত এ সমস্তসমস্ত অধ্য উৎসাহ মাই,
তিনি এ কথা বলেন।

অন্যদিকে মাকি বৃক্ষ বর্ণনোত কলম্বিয়ায় আচরণ পক্ষ
বৈশ্ব করিবার জন্য নিউ ইন্ডিয়ায় খোলে প্রোবত হইল।

এই খাতিত হইয়া এখানে বহুতর পাড়া গরহে।

লণ্ডন ১৭ ই জুন। ভারতের সেক্রেটারী একবারি প্রকাশ
করিয়াছেন লর্ড সত্যার বলেন যে, বৃক্ষবৃত্ত লর্ড লারগ মূলো
দে মণের সচিব সাক্ষ্য করিয়া নিউ ইন্ডিয়ায় সমস্তের কথা
প্রকাশ্য করেন; তাহাদের কলম্বিয়া সচিব বলেন, এ বিষয় তিনি
কিছুই অবগত নহেন, সংবাদ প্রকাশ্যের জন্য তিনি নিউ কলম-
তে নিবার গবর্নমেন্ট মিকট টেলিগ্রাম পঠিয়াছেন এবং আদেশ
দিয়াছেন যে যাহা বাস্তবিকই ই খোলে কলম্বিয়া বৈশ্ববর্তী উদ্যান
তহা আকে তৎকালেই তাহা অবিলম্বে নামাচর্য। কলম্বিয়া হু।

লণ্ডন ২০ ই জুন। এডিনবরা মণের ম্যাজিস্ট্রেট সাহে
একবারি বক্তৃতা করেন যে প্রকাশ্য সাধারণে আচরণের বহুতর
খাসন তাহেন এবং তাহারা কলম্বিয়া বর্ণনোত বা খালক মত
প্রাভবিত হইল; তিনি আরও বলেন উপর বৈশ্ব বলেন যে
সমস্ত মত তাহাকে প্রকাশ করিয়া গিরাছেন তাহাদের প্রকাশ
ও ম অনস্পূর্ণ এবং কাব্যকর নহে।

হোমবর্তনের উদ্যোগীতি বলেন প্রতি মতি হইবার জন্য
দ্বারা তাই খাতিত হইয়াছেন। তিনি এই সমস্ত
প্রকাশ করিয়াছেন।

সার চার্লস টেলিগ্রাম ও হার্ট পালা গজাহ হইয়াছেন।

লণ্ডন ২১ ই জুন। রক্তমক রক্তিম আপন বিজ্ঞানকর্মের
উৎসাহে বেশ প্রকাশ করিয়াছেন ও হাতে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবে

নিম্না খাতিত আর কিছুই নাই; তিনি প্রকাশ্যে ম হোমের প্রকাশ
বর্তী মিকট হইয়া বিবার কলম্বিয়া প্রকাশ্যে অসুশাসিত ক-
লম্বিয়া হে।

লণ্ডন ২১ ই জুন। কেম্ব্রিজপণ একবারি প্রকাশ্যে প্রকাশ
করিয়া হে। তাহাতে তাহারা পর্ণেল সাহেবের কর্তৃত্ব অধিকা
করিয়াছেন এবং ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের প্রকাশ্য অসুশাসিত ক-
লম্বিয়া, তাহারা কলম্বিয়া ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের প্রকাশ্য আচরণের
পূর্ণ খাতিতের প্রকাশ্য হু।

লণ্ডন ২২ ই জুন। ভারত সেক্রেটারী লর্ড কিংবারন প-
লম্বিয়া লণ্ডন সত্যার প্রকাশ করেন যে লর্ড রক্তমক রক্তিম
আপনি হেতু কাব্যকর অসুশাসিত কলম্বিয়া একবারেই প্রকাশ
হইল। তিনি আরও বলেন নিম্নলিখ্যার্থে ভারতসমিধান
নির্দেশ করিবার উপযোগীতা সম্মেলন দ্বারা কলম্বিয়া কলম্বিয়া
অসুশাসিত মত প্রকাশ করিয়া 'অসুশাসিত' প্রকাশ্য হু।

কলম্বিয়া সত্যার ভারতের কলম্বিয়া সেক্রেটারী ভারতের অ-
বর্তন বিবরণী উপস্থিত করেন। তিনি বলেন বর্ণনোত কলম্বিয়া
উদ্যোগে জানাতিত হেতু এক্ষণের মত বর্তন আর না কলম্বিয়া
তাহা হইলে আর বর্তন দ্বারা কলম্বিয়া প্রকাশ্যে প্রকাশ্যে
সম্মেলন তাহারা বিশেষ কোন উদ্যোগ বিশেষ হইবে না। অত্যা-
বর্তন প্রকাশ্যে প্রকাশ্যে তাহা আর না হইলে গবর্নমেন্টের
অবর্তন কলম্বিয়া হইবে।

অসুশাসিত হইতে যে সমস্ত প্রকাশ্য গিরাছে তাহাতে তাহা
প্রকাশ্যে প্রকাশ্যে কলম্বিয়া হু।

কোম্পানির কাগজের দর

৪ টাকা অফের কাগজ	১৭/০-১৭/০
৪০ ১৮৭০ (১৮)	২০—
৪৫ ১৮৭০ (১৮)	১০১/০—
৪৬ ১৮৭০ (১৮)	৫ ৫

অসুশাসিত।

লণ্ডন ২০ ই জুন ২০০০ অবতার আনিয়াছেন
তাঁহাতে এখন আর কোন গোপনোক্ত মাই, কিন্তু
কিম্বাট, হিন্দুইন ডিট্রাক্ট এবং বৈশ্ববর্তী উপস্থিত
আছে। সিমলার ইংরাজ ইন্সপেক্টরকে আ-
পাওয়া হইতেছে মাই। বোধ হয় তাহাই হইতে
হস্তে তাহারা প্রাভ গিরাছে।

টাইমস অব ইন্ডিয়ায় তাহারা প্রকাশ্যে প্রকাশ্যে
বলেন—খালি হইতে সংবাদ আনিয়াছে যে ৩০ ম
রেজিমেন্টের অধিনায়ক আদ্য মতিব্র সিং তাঁহা
আর সৈন্যবলের একজন কর্তৃত্ব হস্ত হইয়াছেন
এ হত্যাকাণ্ডের উৎসাহ্য কি বুঝা যায় মাই।

মাকি প্রকাশ্যে পত্র আনিয়াছে যে বিবরণ
বর্তীত প্রকাশ্যে প্রকাশ্যে প্রকাশ্যে প্রকাশ্যে
হইল। কিংবদন্তি ও আর চার্লস মত একজন
নিম্নোক্ত দ্বারা সহিত বেশ কলম্বিয়া প্রকাশ্যে
প্রকাশ্যে প্রকাশ্যে প্রকাশ্যে প্রকাশ্যে প্রকাশ্যে
বে প্রকাশ্যে প্রকাশ্যে প্রকাশ্যে প্রকাশ্যে প্রকাশ্যে

श्रीगुरुभ्यो नमः कृतं कविना। अतिमहर्षिना च।

আমাদের কোন মনোযোগী কাজটিই নব্বয়
 দাঁড়া বসেন এত আড়ম্বর এত পল্লিভয় এত অর্থ
 ব্যয় কর পর-আমি যদি ইংল্যান্ড ক্রিকেটকে ভিত্তিতে
 প্রদেয় করিতাম তাহলে দেশে বড় মর্যাদা পাই।

সেইভাবেই তাঁর শিষ্যগণ তাঁর জীবনকে 'হৃদয়' বইয়ের। ইনি একদিনই তাঁর জীবনকে 'হৃদয়' বইয়ের।

সুফলের লবিত, সুখে অশ্রুতক সুখিতা কীম
 যব বাবিতা ক্রম। অথকে অশ্রুতক সুখিতা এই
 লবিতক যে কীমের উপস্থানে কীমকরা আর
 কীম অথকে অশ্রুতক সুখিতা বাবিত
 ক্রমকরা।

বাগপুরের লেফটেন্যান্ট জেনেরেল এডার্ড ডবলক-
 ক্রাফট হইয়া গিয়াছে। কবেই স্যারক বিশেষ
 প্রাণধারণ জন্য একজন কর্তব্যী ওয়ার্ড নিযুক্ত
 হন। ইহার অভ্যন্তর চরিত্র ভাবনামিতা অস্বাভাবিক
 থাকে। সুখ বিষাদ; করুণাভব; একদিন
 যেরূপী বাগকর্মীপুত্র; চিত্তকারী শব্দে অবা-
 গণ; তাহারের মিত্রী তর্জিতা আনিগেল।
 প্রাণ জিজ্ঞাসা করায় বাগকর্মীর মিলিত তাহারের
 ওয়ার্ড পলাইয়াছে। পলাইবার সময় সে তা-
 হাকে ডব বেচার হে কবি জ্যোতিষ্য-তাড়ন পলা-
 য়ের পূর্বে গোপনভাবে করে তখনই তাহারিগকে
 বশব বও পাইতে চাইবে। অতুলজ্ঞানে ওয়ার্ডক
 তাহার পাত্রা পেল না। ৪ দিন পরে একটী
 মশবরক বাগক গিয়া কেলিস ওয়ার্ড পলায়ন হই,
 ইহার ওয়ার্ডের মিত্রা বাইবার সময় তাহাকে
 তাড়। করিয়া অশ্রুত স্থানে ফুলা হ পাইয়া রাখি-
 য়াছে। বাগকের কথা শেবে সভ্য হইল। অবা-
 কতা নির্ভিক্তে স্থানে ফুলার নিয় হইতে ওয়ার্ডক
 বশ বাহির ক রলেম অত্রাধিতে তাহার সুখ বিকৃত
 ও কত বিকৃত হইয়াছে। হত্যাকারী বাগকমিগেল
 নদে হুই জমকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে।
 নীতাই তাহারের বিচার হইবে।

ডেকান ঘোরলুত বন্যন পূনা হইতে ৫০০ মুসল-
মান বহুবায় বাইজাবাদে বাইবেছে। কাপড়ের
কল বগুয়াকে আর সেখানে তাহাদের আর জুটে না
কলার কার্ণো ইচ্ছাধিককে নিহত করা
উচিত।

আলেকজান্ডার সমরো সার্বভৌম রাজ্যের একজন সুল ইম্পেরাটর। ইন ফ্রান্স বিগের উপর সুলতান অত্যাচার করিয়া থাকেন। এক দিন তিনি একজন চাকরকে জালা আনিতে বলেন। চাকর জন অনিয়মিত তিনি, তাহাকে গালি দিয়া বলেন এ জল ভাল নহে। গালি দাইয়া চাকর বলে "আমার চাকরি বলসাইরা শুধু আর আবার প্রাণের বেতন দেও। তার পর কথায় কথায় হুইজবেই কিছু ধরন হয়, ক্রমে দুলা দুনি, অঙ্গ অঙ্গের ন্যায় চাকর মন্থিত বিলকব হাজা আদি করিলেন। যদিও তেপুটী মাজিষ্ট্রেটের নিকটে মাজিস করেন। তেপুটী মাজিষ্ট্রেট সমরো সার্বভৌম বণীতে আসিয়া বিচার করেন। বিচার ভণ্ডের

সরকার কারাগারের হাফে বই আছে। কৃত্রিম ভাবে
বাণিজ্যিকভাবে দিকট আশ্রিত করিয়াছে। ইংরেজ
বিচারকরা হস্তে রাখেন যে কি বিচার-বইয়ে
সকলই উদ্ধৃত করেন।

[illegible]

১. ১৫। এক: এ-পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইলে রমণী
এবং এ-পরীক্ষার বিফল হইলে পুনঃ পরীক্ষার
স্বত্ব প্রাপ্ত হইবে। ২. ১৬। এক: এ-পরীক্ষার
ফলাফল প্রকাশিত হইলে ৩০ দিনের মধ্যে
অপীক্ষা করা যাইবে।

২। বাজার এক, এ পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া
যাই কিন্তু এষ্ট্রেল পাস করিয়াছেন, কিংবা
ক্রীমিকার্মিকিণের জন্ত নির্দিষ্ট অপর কোন
আর্থিক পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়াছেন তাহারা
কিন্তু যেভাবে থাকিবার নির্দিষ্ট বরজাত্য না
হিলা দিয়া করিতে পারিবেন।

৩। মানিক ১৫ টাকা করিয়া ১১শী হুজি তির
হইতাহে। সার ওরফটারে তি হুজা বাহাদিরকে
নির্ধাচন করিয়েন এই হুজি আদবতঃ তাঁহাদিরকে
বেওয়া হইবে। দ্বিতীয়ত এষ্টোজ পরীক্ষা কিবা
কোন আদবিক পরীক্ষার তাঁহাদের ওপায়সারে
হুজি বেওয়া হইবে। এষ্টোজ পরীক্ষার বাহারা
উত্তীর্ণ হইতাহেহন তাঁহারা আদবিক পরীক্ষাওত্তীর্ণ
হিগের অপেক্ষা অধিক হুজি পাইয়েন।

৪। এই সকল জাতী যেরূপ অসার পরীক্ষার উত্তীর্ণা হইয়া উৎকর্ষ প্রাপ্ত অজ্ঞানবিনাশ ও ধাতী। যজ্ঞের প্রসঙ্গাশ্রয় সাধ করিবেন।

৫। যে সকল ছাত্রী এষ্ট্রেলিয়া কিম্বা অন্তর
কোন বিশেষ পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইতে পারেন তাই
ঐহারা যদি কিছু সাহায্য লেবা পড়া শিক্ষায়
বাৎসর্য্য ভর্য্য হইলে ঐহারা স্বাভীষিতা শিক্ষার
অন্ত ইত্যেব ইংলণ্ডদেশে বিদ্যুত হইতে পরিণয়ন।

১। ইহা যেরূপে মনো-রাজ্যে বাসিন্দা ৬ টাকার
করিতা হুজি পাইবে, অপর সকলকে ৮০০ বেতন
বা মাইল পিকা দেওয়া হইবে।

৭। কখনও মাস, কাল এই রূপে লিখা পাইয়া
যোশী পরীক্ষা করিয়া যাই পারেন। লাত
করিতে পারেন তবে টাংখানিকে মাজী রূপে কার্য
করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলে সেও বাইবে।

ହାତକା ଡିଜିଟାଲ୍ ହୁଏନି ଆକାଶବାସୀଙ୍କ ପୋର୍ଟ
ଆମିନ ହୁଏବେ । ଏକଟି ହାତକା, ଆଉ ଏକଟି ଡିଜିଟାଲ୍
ସେଡିମେଣ୍ଟ । ଏହି ହୁଏନି ଦେହର ଅଗାଧେ ଡିଜିଟାଲ୍
ଆକାଶବାସୀଙ୍କୁ, ଡିଜିଟାଲ୍ ଆକାଶବାସୀଙ୍କୁ, ଆକାଶବାସୀଙ୍କୁ

শালপুত্র, বামা থাকিবে। খুলনা জিল্লার ভিমটী বোর্ড স্থাপিত হইবে। খুলনা বার্লিগ্ৰাউন্ড ও সাত-
কিরা। বামা খুলনা, অধীনে বাইডা বাটা, তুখুরটা
পাইকগাছা, বোয়ালহাট, রামপা, মটীলগঞ্জ
বাগীচহাট, কালারোয়া, সাতরা, সাতকিরা
কালীগঞ্জ ও আগাছা এই ভিমটী বোর্ডের অধীনস্থ
থাকিবে।

গবর্ণমেন্টে বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় স্বেচ্ছাসেবক
 রেল আন্দোলনসম্বন্ধে
 নিয়োগ

ହାତୀର ଓ ମାଧାନ୍ତର ବିକାଶ ।

ভাঙ্গলপুত্র—যে কার ভেগুনি য় জিষ্টেই বিদুত উভারতন ম
উক্ত প্রেমার সময়ে যখনই হইলেন : প্রপুত্রের সিং সেসম ভ
যিঃ অ'ত, হ'লেট যশোহরের একটিই জল বিদুত হইলেন
বিহার প্রান্ত ভেগুনি য় জিষ্টেই বিদুত কার্ণসেব যুগোপায
যায়েবর নবরে বিদুত হইলেন : ভেগুনি য় জিষ্টেই বিদুত
কার্ণসেব সেস (এখন চুটিতে) 'যত-ন' সেই সময়ে বিদুত
হইলেন : অ'ত, হ'লেট যশোহরের একটিই জল বিদুত হইলেন
যশোহরপুর সীতাবারী সহকারে ভ'র পাইলেন : যিঃ অ'
কার্ণসেব চুটির সময়ে যোবিনীপুরের প্রত্যেক য় জিষ্টেই সিং এই
সি ভ'রকার য় জিষ্টেই ভ'র কার্ণসেব : উক্ত-বিন্দুপ্রায়
সেসেব স'র্জন অ'ত, হে, ভেগুনি অ'ত, হে, ই কলকাতা
ক.ভ'রকার যশোহরকার কার্ণসেব :

विद्याभ्यासयोगो विद्यया ।

ଶିଳ୍ପକ ଆହୋରାତ୍ର ସଫଳତାଲାଭାର ଶିରାକ୍ଷୁର ଲାଭାରୀ । ଏ
 ଜାଣେର ଅନନ୍ତାରି ସାଞ୍ଜେଷ୍ଟି ହୁଏନେ । ଗହୀର ଅତିରକ୍ତ ସବୁ
 ଶିଳ୍ପକ ଦୀନେଷ୍ଟ୍ର ଗାଈ (ଏବଂ ଗୁରୁତେ) ଆମାତ୍ୟ ଲାଭାରୀ
 ବଳନୀ ହୁଏନେ । ଶିଳ୍ପରା ମୁଦାବରଦେର ମୁଖେକ ଶିଳ୍ପକ ହୋଇ
 ନାଏ ଗାଈ ଏ ଶୈଳିର ସାଞ୍ଜ ଆତ୍ମନା ମୁଖେକ ହୁଏନେ, ଆଉ ସି
 ବକ୍ତ ଦିନ ଏହି କାଳ କରୁନେ ଗୁରୁତେ ବାସୁ ଶିଳ୍ପରା ଗୁରୁତେ
 ଏବଂ ନେମେକୀ କରୁନେ ।

ଯୋଡ଼ିଆରି ଏହାପରି — “ବନ୍ଧୁ ହରିଚନ୍ଦନ ଗୋପାଳାଧାର ୨୦ ମତ
 ଡାକ୍ତର ଡାକ୍ତରୀନାମ, ବନ୍ଧୁ ଡାକ୍ତରୀନାମ ବନ୍ଧୁ ୨୦ ମତାମତା, ବନିତା
 ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟୀ ଆନାନ୍ଦାଧାର ବା। ଯୋଗ୍ୟୀ ବନୋଦନ ବନୋଦନ ଯେ
 ମୁଣ୍ଡେର ଗ୍ରାହା ମତ ଯୋଡ଼ିଆରି ଯିବୁକ ଯିବୁକ ।

সংবাদসত্তার পথ ।

प्राकृतैर्भुज ।

কৃৎক নাম গড় হইল, বারুইগুজ বালা
অগ্নি জাতিরা বোকাইদারগণের বদনকোনা

४८ 'ब्रह्म जगत्पति' ।

সোমপ্রকাশ যন্ত্রে ইংরাজী ও বাংলা ভাষায়
প্রকার, বরওয়াক প্রভৃতিতে । সজ্জিত হওয়া
অন্য সমস্তের মধ্যে সুউজ্জ্বল অক্ষরে চতুর্ভুজ
কাব্য সম্পন্ন করিয়া দেওয়া যায় ।

মফস্বলের 'ঘেসিকল গ্রাউন্ড কলিকাতার
ক্যাসিবেল এবং সহরের ঘেসিকল গ্রাউন্ড
সোমপ্রকাশের মূল্য হস্তে দিতে ইচ্ছা করেন।
স্বাধ্যায়, ২৭, ২৮ কলেজ ট্রাষ্ট সোমপ্রকাশ
ডিপজিটারিতে দিয়া রসিদ লইবেন।
যদি অর্ডার করিয়া ডিপজিটারীতে পাঠা-
বার প্রয়োজন নাই। যদি অর্ডার কার্যা-
লয়ের ঠিকানায় পাঠাইবেন।

অনুরোধ। ককাদান পালের অপর্যাপ্ত
শিক্ষক পণ্ডিত ও ছাত্রদের জন্য ডাক বাতুল
মনে। ১৯৩০ টাকা, সোমপুরাণের মূল্য নির্ধারিত
হইয়াছে।

विष्णोपनायाजानिदमर इति ।

আমরা যিহ্ন সহকারে সাধারণকে জানাই-
 তেছি, বাঁহারা, যোদ্ধাদের বিজ্ঞান বিচার বাহ্য
 করিবেন উভারা সোমকালের পংক্তি গণিত
 বিজ্ঞানের অগ্রিম দুল। পাঠাইয়া দিবেন। এখন
 তিনবার প্রতি পংক্তি ৪০ আনা, তাহার পর ১০
 আনা। ইহারাও অংকের একাশ হইবে, ৪১০
 করিয়া লাইব প্রতি বার ধরা হইবে।

বেসকল কর্তৃপক্ষের বিজ্ঞাপন আবারিগের
নিকট আসিবে, তাহা প্রথম একবার বিদ্যমান
একত্রিত হইবে। তাহার পর বিদ্যমানসারে দুলা
ল ওয়া যাইবে।



শ্রীযুক্ত ঞারকোনাথ বিদ্যাতৃষণ এণীত
নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি নিম্নলিখিত মূল্যে
ও ডাকসহতুলে কলিকাতা ৯৭ নং কলেজ
ট্রাট লোমপ্রকাশ এডমিটিভরিতে পাওয়া
যায় ।

উপকরণসংখ্যা	বিস্তার	তাকমাফল
১ ক'ডাম	১০	১৫
২ ক'ডাম	১০	১০
৩ ক'ডাম	১০	১০
৪ ক'ডাম	১০	১০
৫ ক'ডাম	১০	১০

ପ୍ରାଣ ଡାକ	୨୦	୨୦
ବିଦ୍ୟାବତୀ ବିଳାପ	୧୦	୨୦

করগানি একত্রে লইলে দেখা যাবে তা
১০৫.৪৬৩৮৭৯২১২৩৪৫৬৭৮৯০
হলো ১০৫ হ্যাঁ।

श्री गणेशाय नमः

ନୋମିନେସନ ଆଇଡ଼ିଆ କଲେକ୍ଟ
 ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅନୁସାରେ

[illegible]

অজ্ঞান দুলা বা পাঠিয়ে বন্ধুদের সোধপ্রশ্ন
 প্রেরিত হয় না। ইত্যদ্যে সোধপ্রশ্নের দু
 পাঠাইবে, তাঁহার। অ বা বাব বাব ল্পষ্ট করি
 লিখিত। কলিকাতার বঙ্গিণ সোণারপুর ডাকঘ
 ঞ্জিক উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্তীর মাঝে ঘোটে, হা
 বলাত চিঠি, মণি অর্জার, ইহার, অজ্ঞাতর বাহা
 বাহার অবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দায়। ন
 প্রেরণ করিবে। অর্জ আবার অধিক দুলা
 টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। দু
 বিশেষিত হইবার পূর্বে কেহ সোধপ্রশ্ন প্রের
 অবিলম্বে হইলে অবশিষ্ট দুলা ক্রিয়াইয়া দেও
 হইবে না।

ବାହାରୀ ବାହନ ବା ବିଦ୍ୟା ପଦ୍ଧତି ଯେଉଁଠି କି
 ଯେଉଁଠି ଶିକ୍ଷାଦାନର ସେହି ପଦ୍ଧତି ଯେଉଁଠି କି
 ବାହାରୀ ବା ।

কেহ সৌখিন্যকাণে বিজ্ঞাপন দিতে ই
করিলে তাহাকে এখন তিন বার প্রতি পঞ্চ
হুই আশা তাহার পর ১০ এক আশা দিতে হইবে
কেবল ইংরাজী অক্ষরে প্রতি বার ১০- কপি
দাখিল করা হইবে।

[illegible]

এক এই পদ্য কলিকাতার জনিও সোনার
 ডাক, হইল। চাকরিপোতা সোনারকাল
 কিছুকাল যাহা জিহবা চাকরিপোতা হইল। এতি সোনার
 আত্মকালে হইল ও প্রকাশিত হয়।

विष्णुकोनाथ कोटवाल - महाप्रबन्ध ।

—●—

১৪. ১৯৭৩ সালে স্থাপিত
কলকাত্তা নদ এও কোং।

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

***ଜାତୀୟତାବାଦୀ** ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କର ଏକତାବାଦୀ ଧର୍ମର ଗୋଟିଏ ଶାଖା । ଏହା ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କର ଏକତାବାଦୀ ଧର୍ମର ଗୋଟିଏ ଶାଖା । ଏହା ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କର ଏକତାବାଦୀ ଧର୍ମର ଗୋଟିଏ ଶାଖା ।

। २५-४५ शुभ्या सुखेण ।

एनाउन्स: डिक्चनरी २५ निम्नि आवदा: ० कम्प-
नर आरक नई ६ ठोका.)

गृह-उत्पिप्लव २४ निधिर राज्ञः शब्दः। पुस्तक
१-३०, २-३० निधिर राज्ञः ३० टोका।

माधवराज ठाकुरभारत-६१ निधि केवलेन चाल
निधान ५० टाका।

ভাকারবিধের উৎকর্ষ বাস্তব ২৫ টাকা, সম্মুখ
অবস্থায় বাস্তব ৫০ টাকা।

इन्द्रोत्पी रोडना मछि नूनामिन्नननन
नना नूना आधवा । विनामा ५५ म२ कटनननन
विनामा । ७५ ७५ ७५ ७५

বিস্ময়জনক লাংলেন্সী
 প্রাপ্ত-১৩০৯
 প্রাপ্তিপোতা, সোনারপুর।

সাম প্রকাশ।

* स्वर्णता* प्रकृतिहिताय धर्म्मिणः कर्मसु कतिपयसु न दीयताः । "

ॐ, नमः शिवाय ।

१० टोका । अग्रिम वार्षिकिक १००० । १२२७ साल । २२ ए आवाह । ई२ ३०-४० । ५ ई
 १ रिपनाक । २३ ए आवाह ।

अथर्व भाग्य वासुल मन्त्रक शक्ति
होम शक्ति शक्ति ७ शक्ति
अथर्व भाग्य वासुल मन्त्रक ७ शक्ति

বিজ্ঞাপন

ਪਿ, ਐਨ ਵਿਸ਼।ਜ।

৪-৭ নং সীলভাক্স বোবের ট্রাট
ভলিকাক্স।

ਅਰਥ ਕਵਰੀ ਸੁਭਾ ਟੈਲਰ।

১. মনোর কেরল কোষ বিচ্ছিন্ন ব্যবহার্য।

इला ७, ८, २ आउल विधि ५४०, ५०, १७० आना ।

২. মন্দির কেবল প্রাচীরে পূর্বে ব্যবহার্য।

મુલા ૮, ૯, આટેન બિલિ ૫૦, ૬૦ આવા । પ્તાકિર
૭૦ આવા ।

ମନିଷ୍ଟନକ ଦିବସର କାର୍ତ୍ତୀକମାସ ଦେଖୁ । ୧- ଆମାର
 ଟିକିଟି ମାର୍ତ୍ତୀକମାସ ୨୫ ମୂର୍ତ୍ତୀର ବାହି (କାର୍ତ୍ତୀ-
 କମ) ମାର୍ତ୍ତୀକମାସ ।

প্রিন্টিং টাইপ।

অল পাইকা, পাইকা, গ্রেট প্রভৃতি অল্প
 জাণাখানার আবখ্যকীয় ব্যবহার্য অসামান্য বিক্র-
 যার্য প্রস্তুত আছে । (অল্প বা অধিক) সস্তার বক-
 সলে পাঠান যায় । কাটলগের মূল্য মাসুলসহ
 ১৫ আনা ।

ନୁନାଡ ଏଟର୍ନାଲି

অল্প ব্যয় কমিশন জইয়া (গৃহস্থ ও ব্যবসায়ী সকলেরই জন্য) জামা, কাপড়, ঔষধ, বহি, বাজ, অলঙ্কার, হুত, বস্ত্র, চাউন, আলমারি, টেবিল, চিত্রার প্রভৃতি সকল প্রকার জবাবদি (দ্রব্যক সঞ্চারণ) সমস্ত পাঠান যায় । ১০ আমান ঠিকিট পাঠাইলে কমিশনের নিম্ন পত্র লিখিত বাক্যের দ্বারা বহি পাইবে ।

मृत्युंश्च मृत्युञ्जय ! आत्मर्षी गङ्गा यथा ॥

মদ খাও—নেশা ছাড়াইবে না।

[illegible]

ਦੇਖਾਵ ।

এই তথ্য প্রচারক বার্ষিক পত্রের ৮ নং সংখ্যা
প্রকাশিত হয়েছিল, ইহার অগ্রিম ব্যয়িক সাহায্য
১। বেক টাকার নিয়ন্ত্রিত দ্বারা পাওয়া যায়।

‘ভক্তিরসামৃতসিদ্ধ’ (পূর্ববিভাগ)

সংকুত মূল, চীকা, চীল্লমী, বাজালা আভাব এবং
বাজালা চীল্লমী সহ তক্তি বোধক বৈকল্য এবং
মুনা ১ চীকা তাক বাছল ১০ আনা।

"বেদান্ত সামন্তক" (গোবিন্দ
(ভাষ্যকারকৃত)

দেবার, জীব, প্রকৃতি, কাল, ও কর্তৃত্ব বোধক
 বৈক্য নিবৃত্তি এই (একমাগ্নিকরে মুক্তি
 সংকল্প) মূল্য তারি আঁখা তাক বাইল ১০ অর্ধ
 আনা।

পুস্তক দুই খানি আবার নিচুই এ সংস্কৃত তি
জিটোরি, নোমপ্রকাশ তিগজিটোরি এবং বৈ
তিগজিটোরিতে পাওয়া যায় ।

ଶ୍ରୀକାଳୀଦାସ ବା
 ବ୍ରାହ୍ମଣବର୍ଗ ବାସିଟିକର ମୋହାତ୍ମା ।
 ବଡ଼ବଜାର, କଲିକତା ।

"वायुहोर्जमानः अवाहः प्रीतिः ।"

सूक्ष्मः सूक्ष्मः ॥

ইহা সেখানে বাতুরোঁজনা, কল্যাণ, জীবন
 জীবনের শৈথিল্য, কল্যাণ, জীবন, উচ্চাকাঙ্ক্ষা
 কল্যাণ ও অতিথি কল্যাণ এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা
 শিরশীকা, শারীরিক কল্যাণ, কল্যাণ, কল্যাণ
 মানসিক কল্যাণ, জাত পা কল্যাণ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা
 কল্যাণ কল্যাণ এক কল্যাণ কল্যাণ কল্যাণ
 হইয়া কল্যাণ কল্যাণ কল্যাণ কল্যাণ কল্যাণ
 পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। এমন কি ইহা সেখানে
 সত্যতার সমস্ত উপকার কর্ণে। ইহা যে সত্য
 একবার বাতুর পীড়ার একমাত্র কর্মোন্মত্ত তাহা
 অনেক প্রশংসাপত্র গ্রহিতার্থে এবং এই কল্যাণ
 আরোহা হইয়া অনেক পুরস্কার গ্রহিতার্থে। এ
 যানের উদ্দেশ্য এক শিশি ও ইহা কল্যাণ কল্যাণ
 ১০ আশা।

न।टमन्न. मटण्णोवध ।

“କତ ଓ ଚର୍ଯ୍ୟାସୋଗର ସଂସ୍ଥାପକାରୀ ।”

এই ঔষধ ব্যবহারের দ্বারা বস্ত্রনাশ নাই, অথ
 যে প্রকারের দাঁত ছোটক বা খোঁস ২৪ ঘণ্টার মধ্যে
 আরোগ্য হইবে। হাড়, কোচবার, বিনাক, চক্ষু
 বাত, কুলি (হোথ) পারাব বা, খোস, পাঁচত
 গবদীর বা ও সর্বপ্রকার কঁত যোগে তিন দিনের
 মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। ইহা কঁত

রোগের অব্যর্থ মনোবধ । এই ঔষধে পাশা
ই ইটা সার্বজন্য বেজর কর্তৃক পরীক্ষিত । সু-
স্বাদ সযুক্ত বলিতে পারি এই ঔষধ ব্যবহারে
হইবে না । মূল্য প্রতি কোটা
আনা, ডিম কোটা ১।০ আনা, ছয় কোটা ২।০
আনা ৪।০ টাকা ।

ঈশ্বরানুগার চক্রবর্তী ।

ভাঙ্গার পাবনা ।

—৩৩—

হুলত মূল্য অমূল্য গ্রন্থ প্রকাশ ।

সরল পদ্যাবলি ।

শ্রীমতাগবত ।

এখন শুধু হইতে দাম ৩৬ সপ্তর্ষি ।

পঞ্চম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে ।

সমগ্র পুস্তকের অগ্রিম মূল্য ডাকবাউল সহিত
লিফট ও বকুল সর্বত্র ৬ ডিম টাকা
অগ্রিম মূল্য না পাইলে পুস্তক গেরিত হয় না ।

শ্রীবিপিনবিহারী শীল ।

৫-৬ কলিকাতা ১১৮ অপর চিংপুর রোড ।

—৩৪—

ইলকটে। গ্যালভানাইজ

অকুরী কবচ ও অনন্ত ।



শি সি, দাম কর্তৃক নির্মিত ও আধিকৃত ।

৩ বৎসর বেনেটোলা লেন পটলডাঙ্গা কলিকাতা ।

এই অকুরী কবচ ও অনন্ত এরম আশ্চর্য
কি আছে যে, যে সকল রোগে মৃত্যু একবারে
তাণ হইয়া পড়েন অথচ ডাক্তারি হাকিমি এবং
বিভিন্ন চিকিৎসার কিছু-তই কিছু উপলব্ধ হয়
নাই, তাঁহারা এই বহু শক্তি এবং জীবন অরূপ
কবচ, অকুরী ও অনন্ত ধারণ করিলে সেই সমস্ত
রোগ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্তিলাভ করিবেন,
তবে যদি কেহ ব্যাধি ব্রণা হইতে মুক্তি
হইতে ইচ্ছা করেন তবে আন র নিকট ডাক্তার
অকুরী, কবচ কিম্বা অনন্ত লইয়া বাউল, আর রোগের
জোর ব্রণা ভোগ করিতে হইবে না, এবং শুধু
মোট ইচ্ছা ব্যবহার করিলে ওলাউঠা বসন্ত প্রভৃতি

সংক্রামক বোগ স্পর্শ করিতে পারে না । অকুরী
কবচ ও অনন্ত জর কালিন (P. G. D.) বাষ্পিত
হইয়া লইবেন এবং অকুরী ও অনন্তের রূপ
পাঠাইয়া বাবিত করিবেন ।

প্রতি কবচের মূল্য ১।০ ডজন ১২ টাকায়

প্রতি অকুরীর মূল্য ১।০ ডজন ১২)

প্রতি অনন্তের মূল্য ১।০ ডজন ১২)

প্যাকিং ও পোষ্টের খরচা এক হইতে ৬টা ১/০

৭ হইতে ১২ টা ১/০ লাগিবে ।

৩ তারি রকম অকুরীর মধ্যে বাহারা বেরকম
লইতে ইচ্ছা করিবেন অগ্রিম পূর্বক সেই সময়
ধরিতা লিখিতা হইবে ।

প্রেরিতপত্র ।

মহাশয় শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয়
সমীপেহু ।

অত্যন্ত সম্মান ।

জমাকোর্ণ মগরের কোলাহল ত্যাগি,

চল মন, করি গিয়া অত্যন্ত বর্জন,

বিধাতার সৃষ্টি যাকে কত মনোহর

আছে বস্তু নিরখিতা বুড়াব ময়ম ।

মিতা মিতা এক বস্তু যেহারি ময়ম

না জন্মার প্রীতি আর উদাস অন্তরে,

তাই ত্যাজি মগরের কুজিন অমনা,

চায় মন বিচরিতে কামন, কলরে ।

চল মন, সিঁদুতীরে ধবল বালুকা,

অলে যথা বীণমান হিষাকর করে ;

অথবা নিরখি সেই অনন্ত গভীর

নীরখির নীল জল তরঙ্গ উগরে ।

কিবা তুমি শূন্য গিরি শিখরে উঠিয়া,

নিরখি নে বিধাতার অনন্ত মহিমা,—

কিরূপে সে অজ্ঞেয়নী বিপুল অচল

যেবার অগস্ত নরে সৃষ্টির গরিমা ।

কিবা পলি ভ্রমণের ভীষণ কারণে—

রবি ললিকর যথা ঢাকে লবাবলী,

জরে ভীতা প্রকৃতি সাহসি' যেই স্থানে

সাজাইতে সুকুমার মারের বসন্তলী ।

অথবা চলরে মন, ভীম বরু ক্রমে

মারের দুঃখগম্য ভরষার স্থানে ;

অনন্ত বালুকা রাশি রবিকর তাপে

বিগস্ত বুড়িয়া যথা অমল সমান ।

কিবা ভট্টানীর ভীরে চল মন বাই

নিরখিতে অস্ত্রোদ্ধব হিষাকর হবি ;

কেমনে কিরণ কোথা সুখ বীচি ওলি

বাষ্পরূপে কলরূপে নিরখিতা রবি ।

কিবা রে উৎসব মন, বর্জন শিলাসা

নিটাইতে চাও যদি, চল সরোবরে,

রবিক্রিয়া কললিনী বিকাশি' যথার—

সুঁকারে সৌরভ বের সর্পীরে সাবরে

প্রকৃতির কলরূপে অথবা রে মন,

লম্বাই কোড়মল করি বর্জন

অবস্থ সজুত তরু ততলী সুন্দরী—

পুষ্পময় হার পরি যথা বর্জন

কিবা রে অতুল মন, যথা ইচ্ছা চল,

নিরখিতা বিধাতার সৃজন মিতা ।

সুখ তপস্বী হতে বিল ল সুন্দর

সব ভাঙে ঐশ্বর্যের পথে পরিচর ।

শ্রী গিরিজালাল সুধোপাধ্যায়

কলিকাতা ।

—৩৫—

মহাশয় । গত ১৭ ই জৈষ্ঠ রবিবার বক্তা

“উদ্ভটসু মাইব্রেরীর” এবং বাৎসরিকা উ

সব হইয়া গিয়াছে । সভামূলে অনেক সভ্য উপ

স্থিত ছিলেন । শ্রীযুক্ত বাবু কীরোরচন্দ্র র

চৌধুরী এবং এ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন

বাৎসরিক বিবরণ পাঠ সমাপ্ত হইলে, সভাপ

মহাশয় পুস্তকালয় সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব ও স

মতামত করেন । তৎপরে নিম্নলিখিত প্রস্তাব ও

সভাগণ কর্তৃক অনুমোদিত হয় ।

১। যেসকল অল্পকালীন ভাষাবিদের পুস্ত

সকল পুস্তকালয়ে উপহার বিদ্যেছেন, ভাষাবিগ

বস্তবাহ বেওয়া কর্তব্য ।

২। যেসকল সাংখ্যিক পত্রিকার সম্পাদক

গণ ভাষাবিদের বহুলা পত্রিকা সকল পুস্তক

লয়ে উপহার বিদ্যেছেন, ভাষাবিগকে বস্তব

বেওয়া কর্তব্য ।

৩। যেসকল বিবেকময় মহোদয়গণ অর্থ সা

সাহায্য করিয়াছেন, ভাষাবিগকে বস্তবাহ বেওয়া

কর্তব্য ।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে বস্তবাহ বি

সভা তত্ত্ব হয় ।

বসন্ত

শ্রীযুক্ত বাবু রায় চৌধুরী

সম্পাদক ।

—৩৬—

মহাশয় ! লাতিপুর পুস্তিকের প্রকাশিত

প্রকাশ করিয়া পড়িতেছে। ইতিপূর্বে এখানকার
বেলা সৌরভী ঘোষামীকে বিব খাওয়া উচিত
করা এবং তাহার অন্তর্যাসি হুঁরি করিয়া লগ্না
উভারিভ ভক্ত কামীর পুলিস এখানকার তারাগস
মতের ভাষে দীপ্ত সত্যকে মণ্ডলিদির ৩৭৯। ০২
খামস চ লাম দেম, রণাঘাটের ভূতপূর্বে ডেপুটী
গজিষ্ট্রেট শবু বামচরণ বহু মনোহর তার-
কসম্মবদোষব প্রমাণ না পাওয়ায় কার্যবিধি
২ ৯ ধারার মর্মান্বসারে তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া
ছেন।

সম্প্রতি এক রাতিতে অরতা লক্ষী-তলা পাড়ার
মণি মালী একটা ক্রীলেক খুন হয়। চুর্ক তেবা
ভাঙ্গার মুখের তিতব কাপড় প্রাণ কবাইয়া ফুর
যে তাহার কণ্ঠস্থকর করিয়া ফেলিয়াছে।
ততবার এখানে এই কথা লইয়া ঘাটে বাজাবে
যা ঘাটে নামা প্রকার আন্দোলন চলিতে লাগিল।
কামীর পুলিসের বড় কর্তা বাঁশী সা নানক একজন
লাককে চাপান দিলেন। অবশেষে ইন্সপেক্টর
বাবু স্বয়ং তদন্ত করিতে লাগিলেন। একজন
পলিটাল সবইন্সপেক্টর শান্তিপুত্র আসিয়া যথা
কেনে বাসা করিয়া বসিলেন। মধ্য মধ্যে আস্ত
৩৬৩ ওয়ালা সাজিয়া তর তর করিয়া শান্তিপুত্র
রিবর্শন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অবশেষে
বাঁশী সা এবং থেপীপ্রনাথ দত্ত উভয়েই বিচা-
রণ বাধাঘাটের মধ্যগত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু
জয়ন্যাস বাবু খোলাখোলা মনোহরের মিকট
সম্পর্ক করা হইল। পুলিস ইত্যাদির বিরুদ্ধে মণ্ড
বিধি ৩০২ (আনুগত্য বহু) ধারার অপরাধ সাব্যস্ত
করিয়া বিচারার্থ প্রেরণ করেন। সকলেই সোধ-
ক চিত্তে বিচার প্রার্থী ও শেষ ফল দেখিবার
কেনা গেল। শেষে বহুতরবে লম্বুকিয়া হইয়া
গেল। আনাধিপের মানমীয় ডেপুটী বাবু আসানী
যেব বিরুদ্ধে সন্তোষকর প্রমাণ না পাইয়া
ভয়কেই কার্যবিধি ২ ৯ ধারামত ভিসচার্য
করিয়া খালাস দিয়াছেন।

এদিকে কিন্তু মৃত সৌরভী এবং যাদুঘরির
প্রাণা পুন্নিবেশে অজ্ঞান ঘনাসাদ দিতেছে।
তর মৃত্যুর হত্যাকাবীকে তাহা দৈবত জানেন।
বে সম্পাদক মহাশয়! আপনাদের চাকতি-
পাতায় যেনত বেণী কড়াইসেব হত্যাকাবীর কোন
কানই হইল না এ দুইটা খুনের সম্বন্ধে তাহাই
টিয়াছে। পুলিস এ সম্বন্ধে শোচনীয় অযোগ্যতা
প্রদর্শাইয়াছেন। এতদ্বারা সৌরভী এবং যাদু-
ঘরির হত্যাকারীরা প্রায় পাইয়া গেল।
তার মধ্যে আরও একটু বচস আছে। এসম্বন্ধে

যে মাপিত সাক্ষ্য দিয়াছে তাহার সারাংশ
এই।—

“উপস্থিত ফুর আমর মতে, আমি কোন ফুর
বাঁশীকে দিই নাই, আমি উভাকে কানাই না,
পুলিসে জ্ঞানবন্দী দিয়াছি, সেখানে এই ফুর
আমার দল ছিল। “মেবে ফেলা” বলিয়া
আমার ফুর বলিয়াছিল। দাবী হইয়া দেয়,
কমটেল খোটা। ইত্যাদি ইত্যাদি।

ক্রীতগাঁওসর যে
ইলহোবা-নোওলোই।

সোমপ্রকাশ

২২ এ আশাট সোমসাব

লর্ড রাণ্ডলফ চর্চকিলেব স্বার্থক্কে অসুসদ্ধান
সমিতির আহুতি দেওয়া হইয়াছে। ইংরাজ
স্বার্থে স্বাধা, ইংরাজসা ভাবত রাজ্য
কাটা, বলিয়া দলক ভাবতগাসীর আশা
ভবসা একতালে বিবেশ বহিতে স্থালাইয়া দিয়া-
ছেন। ঐতিক সিভিলিয়ানগণ সে ভয়ের সমিধ
দুত যোগাইয়াছিলেন। একগে ভক্তভাগ উপ-
করণ সানখী প্রাপ্ত হইয়া আনন্দ উদ্বত হইয়া-
ছেন। ভযোগা পাইওমিঘর, কত্রক আশ্রয়কারী
সার লিপিল গ্রিফিন এই ভয়ের চকু ভঞ্জন করিয়া
দীর্ঘজীবী হইয়াছেন। আর ভাবতগাসী—ভাবত-
গাসী বড় আশা করিয়া তানিয়াছিল অসুসদ্ধান
সমিতি স্থগিত হইয়াছে মাত্র, একগবে লুপ্ত হয়
নাই। আইবিঘ প্রবেশ একগকার মীনাসা
হইয়া গেলে আশার পালিগামেন্টে ভাবতীর
রাজ্য সম্বন্ধে অসুসদ্ধানব কথা উঠবে। সে আশা
মিটল, এক আইবিঘ প্রবেশ মীনাসায় উদ্ভীল
সম্প্রদায় ছিল তির ভট্টগাগেল গ্রাডটোনু ছৌনবল ও
ভগ্ননমোরথ হইনেন, নভাওয়া ক্রম টাইটে পরাস্তও
আইবিঘ প্রবেশ লইয়া মাতিলেন। আসান যে লিবা-
বেল সম্প্রদায় একত্র হইলে, গ্রাডটোন ভাট্টার
অধিনায়ক হইবে, মকগশোল সম্প্রদায় পরাভূত
হইবে, চর্চকিল স্বীয় দল চাপলা পরিচার করিয়া
নিম্নার্থ চক্রে ভাবতের দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন
সে নিত্যন্ত দুরন্তাশা। আশা অনেকদিন হইতে
ইংরাজের অনেক বাপার দেখিয়া আসিতেছি,
অনেক অতাব সহ্য করিয়া আসিতেছি, এখনও
দেখিব আশার অদৃষ্টে আরও কি আছে।

বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার সিংসায় * চরিত্র
সম্বন্ধে একটা সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছেন। “চরিত্র”
ভাঙ্গার স্বীয় বিমল চরিত্রের উপর কলক পড়িয়াছে
ও তাপ বাবু বলেন দেশীয় যুবকগণ যে তাহা বাত
নীতির আশাচনা করিতেছেন তাহাতে তিনি
আপনাকে ভাট্টারের স্বজাতি বলিয়া পরিচয় দিয়া
হুণা বোধ করেন। প্রতাপবাবুকে আমরা একজন
উন্নত স্বয় বর্ধাওয়া বলিয়া জামি। তিনি বলি
স্বজাতির কোন অপরাধ দেখিতে পান পল্লীস্বজা
ভায় স্বজাতির মিকট বলাই ভাট্টার কর্তব্য। তা
না করিয়া যেসকল ইংরাজ ভাবতগাসীর মাত
কলিয়া উঠে, তিনি যে তাহাদের মিকট স্বজাতি
অগৌরবে কলা অগ্র গিয়া প্রকাশ করেন উভ
অবশ্যই কৃপাকৃত্যতার কাণ্ড। প্রতাপ বাবু এ
স্থিতি কেন হইল তাহা আমরা বলিতে পারি না
আর কলক ভাট্টার মুখে প্রায় মস্তব্য ভীমভা
পরিচয় পাওয়া যায় নাই। বর্ধে স্বাধা প্রাণ
সত্যে স্বাধার বল, প্রায় একজন উন্নত স্বয় দাতি
অপরাধী বলিয়া স্বজাতিকে হুণা করেন, আব সেই
হুণার কথা অপরাধীর মিকটে বক্ত না করিয়া
তাহার সংশোধনের চেষ্টা না করিয়া, অশেষ
বিজাতিদের মিকটে বক্তৃতা দিটা প্রকাশ করিতে
যান, এক ভাট্টার পক্ষে লজ্জার বিষয় মতে ? বিশ
যই প্রতাপের উপর কোন উপদেষ্টার প্রতাপ
বাতিয়া থাকিবে। তাই ভাট্টার প্রচারক বর্ধে
নাম অর্ধ প্রচার করিয়া স্বীয় মর্মান্ব উপ
কলক লেপন করিতেছেন। দেশীয় দুঃকথা সে
বাক্তনৈতিক আন্দোলন করিতেছেন আনন্দ বলি
তাহাতে হুণা বিবেশের লেপ মাত্র নাই—প্রতাপ
বাবু এমন কোম আন্দোলন দেখাইয়া দিতে
পারেন না যাহাতে স্বজাতির সমস্ত পক্ষ
নাই। হুণা বিবেশত দূরেব কথা, যাতে কোন
ইংরাজ কর্তব্যবীর প্রাণ অবদার করা হয় এমন
কোন আলোচনাতেই দেশীয় যুবক যোগ দিতে
উচ্চা করেন না। প্রতাপবাবু দেশীয় যুবকদিগকে
মানে এই মিথ্যা অপরাধ ঘটনা করিয়া দগ্ধ
দিকে তাহাদিগকে আকৃষ্ট করিবার প্রয়াস পাই
ছেন। তিনি এই দাক্ষণ অর্ধ করিয়া বর্ধ প্রকাশ
করেন তাহা বর্ধে না মজিয়া যুবকগণ যদি
বিশ্ববীয়েব উপর বিবেশতাই পেধন করে তাহ
তাহাতে অধিক অর্ধ হয় না। হুই ইতি পবি-
নিত স্থানের অগ্রপঞ্চাং লইয়া কৈশব সম্প্রদায়
সমিতি প্রতাপ বাবু একবৎসর কাপী ভগ্নন
সেই বিবেশ স্তনাম ছিল। দুই টাইটেই তাহা
নিউর গেল, কিন্তু সন্য দলবাসীদ সমিতি তাহা

যে দুই শত কোম্পার ব্যবধান ও বিবাহ উপস্থিত
হইয়াছে দুই শত শতাব্দি অতিবাহিত হইলও
তাঁহা মিটবার সম্ভাবনা নাই।

—৩৩—

শেলবেল গেজেট বলেনঃ—ভ্রমকথিত ইংল-
জের সিমলাগঞ্জের মেম্বার শিব"র বসিয়া ভাষ্য
শাসন করা আর বেলুনে উঠিয়া রাজ্য শাসন করা
দুইই সমান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইংলও
চোরাইট হল, মেলেনেন্ ওডাউনিং ট্রীট যদি
বেলুনে শিবের শিখা উঠে তবে যেন
ইংলও শাসন হয়, সিমলায় বসিয়া ভাষ্য শাসনও
সেইরূপ হইতেছে। কলিকাতায় বসিয়া গবর্ণ-
মেন্টের এতই যা গ্রীষ্ম বোধ কেন হয়? ইংলও
শীতে নান্দ্র মরে। সে নান্দ্র শীতে যদি লাঠি
বাধাধরগণের রাজকার্য পর্দাচোচনা কবিবার
কমতা থাকে তবে কলিকাতার গ্রীষ্ম কেন যে
ভাষ্যের রাজকার্যে মনোযোগ না পড়ে ইচ্ছা
আলোচ্যের কথা। সিমলায় রাজধানী স্থাপন
করিয়া গবর্ণমেন্টের কি যে লাভ ভাষ্য ও আমরা
বুঝিতে অক্ষম। সেখানে কর্তৃত্বগণের অধিক
দেয়ন দিতে হইবে। আবশ্যিকীয় জরুরি অধিক
দুঃখ জ্ঞান করিতে হইবে, আর বেসমুদায় বেনীয়
কর্তৃত্বী বেশ ছাড়িয়া পাষাণের উপর জীয়ে
যাপন করিতে যাইবেন ভাষ্য ও কাকবর্ষ বড়
একটা মন দিয়া গবর্ণমেন্টের মনজুতি করিতে পারি
বেন না। ইংলওর সামান্য একই বিলাসের জন্ত
এতদূর কতি স্বীকার করা গবর্ণমেন্টের কখনই
কর্তব্য নহে। কেহ কেহ বলেন সিমলা যদি
য জলোত্তর পক্ষে অল্পপাশী হয় বাজালী কর্ত-
ব্যগণকে বিহার করিয়া দিয়া ভাষ্যের স্থান
উপযুক্ত পজাবী কর্তৃত্বী নিযুক্ত করিলে চলিত
পারে। গবর্ণমেন্টে কখনই এ ব্যবস্থার পক্ষপাতি
নহেন। বাজালী না হইলে সরকারী কার্য কিসে
যে নিশ্চয় হয় তাহা গবর্ণমেন্টে বিলম্ব জাত
আছে। সুতরাং ভাষ্যেরও সুবিধার দিকে
লক্ষ্য রাখিলে চলিবে কেন? গবর্ণমেন্টে অর্গে
বসিয়া থাকিয়া মর্জের শাসন কিসে করিবেন
তাঁহা আমরা ভাবিয়া পাই না। গবর্ণমেন্টের
চকের উপরই যখন অজ্ঞাতের অভাব নাই
তখন পক্ষান্তে থাকিলে ওঁদের মহাপুরুষগণ যে
কি কবিরূপ ভাষ্য ও আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি
না। আমরা বার বার গবর্ণমেন্টকে অগ্রোহ
করিতেছি গবর্ণমেন্ট এ বিষয় সম্পূর্ণ পরিত্যাগ
করুন। ভারতবাসীও এই সম্পূর্ণ প্রতি-
বাদী হইয়া বাহ্যতে গবর্ণমেন্টে স্বীয় কর্তব্য

বুঝিতে পারেন তাহার জন্ত অতঃপরও চেষ্টা
করুন।

—৩৩—

পাইওনিয়ার ভাষ্যে কিন্তু মত্কাই না। তিনি
এখনও যখন কাখীরের রাজ্য সম্বন্ধে ভাষ্য
সংবাদভাষ্য যে সমাচার দিরাছিল তাহাই সত্য।
মহাবাজের আইবেট সেক্রেটারী রাজ জাতায়ের
কার্য পরিত্যাগের কথা মিথ্যা বলেন, কিন্তু সহ-
যোগী সংবাদভাষ্যের কথা গ্রহণ সত্য জ্ঞান করিয়া
বলিতেছেন—“জাতায়ের এখন যে কার্যে বৃত্ত
হইয়া থাকিবেন, কিন্তু যখন আনাদিগকে এই সমা-
চার প্রেরণ করা হইয়াছিল তখন ভাষ্যের কার্য-
ভাগ কবিয়াছিলেন। কাখীর সংবাদে প্রচার যে
বরদারের মহারাজার সখিত ভাষ্যের জাতায়ের
কোন মতভেদ হয় নাই। কিন্তু অনিচ্ছাসত্ত্বেও
আনাদের বলিত হইতেছে এ সংবাদটা মিথ্যা।
রাজা ভাষ্যের জাতায়ের কোন একখানি পত্রে
সাক্ষর করাইবার নিমিত্ত “জুলুম” করিয়াছিলেন
কি না এবং জাতায়ের ভাষ্যতে অস্বীকৃত ছিলেন
কি না, কাখীরের টেট সেক্রেটারী আনাদিগের
নিকট কথাটা জিজ্ঞাসা বললে আমরা বড়ই বাবিত
হইব। যেদিক্ত যদি ওমর সিংকে অপমানিত না
করিবে সত্যতা ভাষ্যকে পদহৃত্য করা হইল কেন?
ওমর সিংহের সখিত রাজার কোন মতভেদ ছিল
কি না, রাজাও ওমর সিংহ রাজ্যে সচিবের
আখীর বলিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন কি না। তাৎপর
আমরা নিশ্চয় জানি তাওনা সম্বন্ধে যে ব্যাপারে
বটরাছিল তাহা সত্য। রাজা ইচ্ছাতে এত দ্রুত
হইয়াছিলেন যে সাধারণ্যে তাহা আর প্রকাশ
করেন নাই। জাহু হইতে যখন যথার্থ সংবাদ
ইচ্ছা পূর্বক শাসন করা হয় তখন জিহগরে কাখী
রের রেসিডেন্টের মিষ্টে যে প্রকৃত ঘটনা গোপন
করা হইবে ইচ্ছা অসম্ভব মনে। কাখীর রাজ্য
সম্বন্ধে আনাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখিবার প্রয়োজন
হইয়াছে। কাখীরে বাজার কর্তৃত্বগণ যে
সংবাদ গোপন করিতেছেন ইচ্ছাতে ভাষ্যের
কিছু মাম থাকিবে না, কোন উপকারও হইবে
না”। মহাবাজীর সংবাদভাষ্যের উপর এত
বিশ্বাস যে কাখীরের টেট সেক্রেটারীও ভাষ্যের
নিকট মিথ্যাবাদী হইতে পারিলেন। মহাবাজী
আবার সংবাদভাষ্যের উপর টেকা দিয়া বলেন
কাখীরের রাজকার্য সম্বন্ধে একটা বিশেষ অনু-
সন্ধান করিবার বিলম্ব হইতেছে বলিয়াই এত গোল
বোঝা বাঁধিয়াছে। বোধ হয় মহাবাজীর ইচ্ছা
এই সমুদায় গোলযোগ মিটাইবার জন্ত কাখীর

প্রাস করিলেই কিছু ভাল হয়। মিথ্যা কথার
লোকের ভাষ্য বিবাহ করিতে ও স্বীয় মীচতা
প্রকাশ করিতে মহাবাজীর ব্যবস্থা কখনও।

—৩৩—

বাবু-বীরেন্দ্রনাথ পাল নামে একজন অজ্ঞাতি-
বেশী দেখা দিয়াছেন। ইহার কাষ কর্তৃক সৃষ্টি
না, বেকার থাকিয়া ভাষ্যের বস্ত্রকে একটা
মুন্সের কম্পনার উদয় হইয়াছে। তিনি
চাকরির অভ্যাশায় পাইওনিয়ার ও ইংলিস-
ম্যানের সপ্তাহ ধরিয়া অজ্ঞাতি ও স্বীয় বহুগণের
বিক্রমে নিশ্চিন্দ প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়া-
ছেন। প্রজা সমিতির উপর বীরেন্দ্র বড় চটা।
রাজনীতি লইয়া যেসকল যুবক আলোচনা
করেন ভাষ্যের উপর তাঁর বড় কোপ, বেনীয়
সংবাদপত্রকে তিনি দুইচক্ষে দেখিতে পারেন না।
এত কলিওপে বীরেন্দ্র পাইওনিয়ার ও ইংলিস-
ম্যানের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। বোধ
হয় ভাষ্যের একটা চাকরি বুঠিবারও বিলম্ব সম্ভা-
বনা। পাইওনিয়ার বলেন বীরেন্দ্র বুঝমান ও
সুচতুর। বাস্তবিক এই সকল গবর্ণমেন্টের মুখ-
পাত্র উকিলদিগের মনজুতি করিতে পারিলে সহ-
জেই বীরেন্দ্রের অন্তর্ভুক্তি করিবে। এই সকল অজ্ঞাতি
কেই বহু পাইয়া আনাদের বলিত হয় “প্রগতি
থর আনাদিগকে বহু হইতে রক্ষা কর”।

—৩৩—

ভাষ্য মিউনিসিপালিটিতে অফিসিয়াল
চেয়ারম্যান হইতে পারিল না। কমিশনারগণের
ক্রমগত চেয়ার গবর্ণমেন্টে অংশেব স্থির করিয়া-
ছেন একজন বেশীর ব্যক্তিই মিউনিসিপালিটির
উচ্চাসন পাইবেন। এখন চেয়ারম্যানের পদপ্রার্থী
হই জ্ঞান। একজন মিউনিসিপালিটির ভাইস
চেয়ারম্যান বাবু কেদারনাথ ভট্টাচার্য, আর এক
জন আনাদের পরিচিত বাবু উপেন্দ্রনাথ বিত্র এম
এ বি, জল। বাবু কেদারনাথ একজন রেলওয়ে
কন্ট্রোলার মাত্র, বাবু উপেন্দ্রনাথ একজন অশিক্ষিত
ব্যক্তি। ১০ বৎসরকাল তিনি কমিশনারের কার্য
করিয়া আসিতেছেন। ১৫ বৎসরকাল হাইকোর্টে
ওকালতি করিয়া তিনি লক্ষ্যভিত্তি হইয়াছেন।
ইহারো যথার্থ ওৎপ্রার্থী ভাষ্যের উপেন্দ্রনাথের
পক্ষাবলম্বন করিয়াছেন। উপেন্দ্রনাথের একই
একেনে গড় আছে সেইজন্য ইউরোপীয় কমিশ-
নারগণ ভাষ্যের বিরুদ্ধ পক্ষ। ইচ্ছা উৎসাহহীন
নিরীহ সেকলে গোছের লোক ভাল বাসেন।
ভাষ্য ভাষ্যের ইংলওর প্রতিবাদ করিতে, কিম্বা
গবর্ণমেন্টের কোন কার্যের গোষ দেখাইতে বড়

কটী আঁকার করেন না। কেবল বাবু মিহির
কি চেয়ারমাটির পদ পাইবার জন্য চেয়ার কটী
করেছেন না। উভয়ই ভিন্ন ট্রাঙ্ক বাবু
কর্তব্য সম্বন্ধে কতকগুলি দোষ দেখাইয়া গল্প-
গল্পে পত্র লিখিয়াছেন। পত্রখানি ক্রমিকভাবে
কতক বরা পড়িয়াছি। কতকগুলি মিথ্যা
বাস্তব গল্পগল্পটিকে কেম জাপান কবা ভুল
ভাষা কেবল বাবু মিকট ইয়ার কৈকির
ভাষাছেন। দেখা যাক সেবে কি হয়।

—৩৩—

কলিকাতার ইনকম ট্যাক্স কালেক্টর হুই উৎ
ত আরও কবির ভেম। তাঁহার জাতির মাফও-
নী ৯ দেশীয় শিল্প ও নোকাশারগণ উত্তম
করা উঠিয়াছেন। কালেক্টর সূত্রে কোণাও
এককনের উপর হুইয়ার ট্যাক্স ধার্য্য করিয়া
কী অত্যাচার অত্যাচার মৌলিক নিষাধেব, কোথাও বা
চিহ্নিত ট্যাক্সের উৎপত্তিতে নোকাশী পসারী
কান পাঠ উঠাইয়া লইয়া পল ইত্যদে। সাধা-
ব উপর ট্যাক্স ধরা হয় ভাষা-বর আর বাবুর
পদ নুটিয়া রাখিয়া কালেক্টর সাংঘর্ষ উচ্চ
ক ট্যাক্স ধার্য্য করেন। শুধু বাবু সবেব বলিয়া
কন নোকাশী ও নোকাশার খাতর উপর
খাস স্থাপন করা যায় না। ভাষা হুই একা
র হুই খানি খাড়া রাখিয়া থাকে। এই অবি-
সের উপর ভর করিয়া সাংঘর্ষ, গরীবদের খাতা
র সবই অগ্রাধা করিয়া থাকেন। কলিকাতা
লেটে রি হরিমোবের গোচাল। সেখানে
বজ্র কে করে ভাষার ঠিকানা নাই। কেবল
ভাষার আর বেবকোবন্ত। বাবুর উপর
ক পরিত্যক্ত হইবে, বাছিয়া বাছিয়া ভাষাবিগকে
কীস বেওয়া হয়। ধার্য্য দিলে ভাষার কাল-
কিতে উপস্থিত হইলে এক এক জনের মতকথা
ক হয়। এইরূপে ১০ টা ভাষা ও ৪ টা পর্যন্ত
কালেক্টরকে বাবু সাংঘর্ষ করিয়া, বহল কটি
কর করিয়া সমস্ত দিম হা প্রত্যাসায় বসিয়া
কিতে হয়—কখনও প্রাণের ভাষা হইবে। বাবুর
ক হইল এজলাসে বসিয়া খাতা ভিন্ন অন্য উপায়ে
ভাষার আর মিত্রপণ করা অসম্ভব। কালেক্টর
সেই খাতার উপর ক্রমিক করিয়া নিজের
খাত ট্যাক্স ধার্য্য করেন। এসকল কি কন অত্যা-
র উপর ওঠালাগা কি একিকে নুটিয়াত করি-
ন না? একজন অমিত্র অল্পমুখ্য বিনেশীয়
কর্তারী হস্তে দেশের নোকাশার আর মিত্রপণ
বসিয়া তাঁহার কি মিত্রিত হইয়া বসিয়া থাকি-
ন। আনরা বোর্ড অব রেভিনিউকে বলি এ

উৎপাত তাঁহারী শীত বনম করুন, বাবু সাংঘর্ষ উপব
বহু পীড়ন হইতেছে। ইনকম ট্যাক্স বিল পাস
হইবার সময় লর্ড ডফ্রিন আনাবিগকে আশা
কি হুইলম যে ট্যাক্স মিত্রপণ কি আর বের সময়
কোন পকার পীড়ন হইবে না। কনরা লর্ড ডফ-
রিনেব সেই প্রতিজ্ঞা তত হইতে দেখিয়া ন্যায্যত
হইয়াছি। আশা করি অল্পমুখ্য সত্তরই
এই সকল অত্যাচারের প্রতিবাদ করিবেন।

—৩৩—

“মহারাজী” করেন লোকের যেমন একবার
দুর্ভাগ্য হুইলে সহজে ভাষা অপমানিত হয় না,
মগ বিদ্যাবিহীন ভাষাভিত্তিক নান ও তেননি রাষ্ট্র
হইয়া গিয়াছে। বাস্তবিকই মগেরা এক এক জন
রাজার কন্যে সন্তান হইয়া লড়িতেছে তথাপি
ভাষার ভাষাভিত্তিক দুর্ভাগ্য মগকে যেমন ভাষা-
ভিত্তিক মগ, উৎপাতকেও সেজন্য ভাষাভিত্তিক
বলিলে অত্যাচার হয় না। মগ অধঃস্থবাসিনের
তৈজসপত্র কাড়িয়া লইয়া তাঁহাবিগকে মাতা
নাহু করিয়াছেন, ইংরাজ ভাষাভিত্তিক যব বাতী
পুত্রাঙ্গী দিয়া দেশভাগী করিয়াছেন। এখনও মগ
লুটনার কবির চলিয়া গেলে ইংরাজ অধিকত
লুটের সামগ্রী সংগ্রহ করিতে যান। ব্রাহ্ম ইংরাজ
কতক ভাষাভিত্তিক ভাষা এক কোঁতুকের শিয়
হইয়াছে। ২১ ভাষার সৈন্ত ইত্যদে বিতরণ
কর কিন্তু মগের ভাষাভিত্তিক সময় হয় সৈন্তাধিক
না হয় অধঃস্থবাসীরা লল কাছ না থাকায় ইংবা-
জেব সৈন্তা বেসিঙ পাঠে না। যখনই ভাষাভিত্তিক
ভাষাভিত্তিক করিয়া চলিয়া যায়, রাজার সময় আনা-
বের এবেলের পুত্রের মত তখনই ইংরাজ
সৈন্তা বনফেলে বীরত্ব দেখাইতে আসেন, তত
হুই একজন ভাষাভিত্তিকের অত্যাচার উৎপত্তে দেশ
ক্রমণ করিয়া আসেন, না হয় লজ্জা হস্তে পড়িয়া
বিপর্য্যস্ত হয়। সৈন্তা সংখ্যা ক্রমিকভাবে এক একটা
করিয়া আফিসার পক্ষত পাইতেছেন, তথাপি
অমরব যে কলেক্টর লোক মরিগাড়ে, ক্রমে ক্রমে
ভাষাভিত্তিক মধ্যস্থলে পড়িয়া সৈন্তাধিক জীবন
ভাষাভিত্তিক। হুইলম একজন চালচলা ইংলিশ
ইংরাজ ভিত্তিক পাবিতেছেন না, ইংরাজের
কোন সভাবাদী সৈন্তাধিক বলিয়াছেন তখনও এখন
বেশ অধঃস্থ ভাষাভিত্তিক যব অধঃস্থবাসী সৈন্তাধিক
সংখ্যা মিত্রপণ করিয়া বেওয়া হয় ১৮৮৭ অক্টোবর কন
মাসে ব্রাহ্মশাসন হওয়া সম্ভব। আনান্দব বোধ
হয় ভাষাভিত্তিক কবিয়া সৈন্তা পাঠাইলেও ব্রাহ্ম-
বিজয় হওয়া সহজ নহে। ইংরাজ ব্রাহ্মের আনী-
য়তা হরণ করিয়া কেবল লোকসানবাই ভাগী

হইয়াছেন। ভাষাভিত্তিক ভাষাভিত্তিক শিল্প করি-
তেছেন, আর ভাষাভিত্তিক ভাষাভিত্তিক ভাষাভিত্তিক
চেটী করিতে লিখিতেছেন। তথাপি ইংরাজের
অভিনয় ঘাইবার নাহ। বিলাতে ব্রাহ্মশাসন লইয়া
আফিসার উঠিয়াছে। কনল সত্তার ব্রাহ্ম শাসন
কোন সভা কেটে সেফেটা রকে জিআসা করা
ভিন্ন ভাষাভিত্তিক ব্রাহ্মশাসন মিকট পত্র লিখেন
পত্রাভিত্তিক ভাষাভিত্তিক লিখিয়াছেন অতি অল্পদিনে
মধ্যস্থস্থ ব্রাহ্মশাসন স্থাপিত হইবে। আনরা য-
লর্ড ডফ্রিনের কার্য্যকালের ভিত্তি ব্রাহ্মের ভাষা
ইতি বনম হইল দেখিতে পাই ভাষা হুইলে
ব্রাহ্মের ব্রাহ্ম শাসন বাহ্যভিত্তিক আছে।

—৩৩—

ব্রাহ্মশাসন কি হিন্দুর পক্ষে নূতন?
উৎপত্তীয় ব্রাহ্মশাসন ইতিহাস ব্রাহ্মশাসন
ব্রাহ্মশাসন হিন্দুর রাজ্য বাতন্ত্রাভিত্তিক ও ব্রাহ্মশাসন
ব্রাহ্মশাসন। ভাষাভিত্তিক প্রত্যাপ্ত প্রাচ্যগণ
যুগে বাতন্ত্রাভিত্তিক করন ভাষাভিত্তিক উপর শিল্প
স্থাপন করিয়া ইতিহাস লিখিতে আসেন। ইহা
বেব ইতিহাস ও হুইলমবিরি পাকিয়া
ভাষার গল্প উৎপত্তির ন্যায্য বড় একটা প্রত্যাপ্ত
হয় না। মোক্ষমূল্যের প্রত্যাপ্তি যে সকল ব্যাভিনয়
ইউরোপীয় অধ্যাপক হিন্দুশাস্ত্র মন্থন করিয়া
ছেন, বেব বেবাজ অধ্যয়ন করিয়া ভাষাভিত্তিক
শাস্ত্রে অতিজ্ঞতা লভ করিয়াছেন, মধ্যস্থস্থ বাবু
শাস্ত্র তেন করিয়া হিন্দুর পারিবারিক উত্তরা-
পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, কালিহাস ও ভাষাভিত্তিক
অমৃতনন্দী কাশের সাগরে অবগতন করিয়াছেন
ভাষাভিত্তিক অবগত আছেন হিন্দুর রাজতন্ত্র
ভাষাভিত্তিক প্রত্যাপ্তি রাজতন্ত্র প্রচলিত থাকিয়া
প্রত্যাপ্তি প্রত্যাপ্তি শাসনপ্রণালীই অবলম্বিত
হইত। রাজ্যের শাসনকর্তা বাছিয়া প্রত্যাপ্তি
অমৃতনন্দী আইনকল্পের ব্যাভিনয় করিয়া দিত। এ-
ব্যবস্থার পরিবর্তন আনয়ন হইলে অমৃতনন্দী
সম্পন্ন করিয়া রাজ্য র হস্তে অর্পণ করিত। সন
সময় অবলম্বিত হইত এক রাজ্যের হস্ত হইত
ব্রাহ্মশাসন কাড়িয়া লইয়া অত রাজ্যের হস্তে
কবিত। এইরূপে রাজ্য প্রজা শাসন না করি
প্রজাই বাতন্ত্রাভিত্তিক করিয়া রাজ্য চালাইত।

কথাটি শুনিতে কিছু নূতন নূতন বোধ হইতে
কিন্তু একটু অধ্যয়ন করিয়া দেখিলে সকল
ব্রাহ্মের পারিবেদন এমন পুরাতন কথা ভাষাভিত্তিক
ইতিহাসে আব বিতীয় নাই। ভারতে ব্রাহ্ম
ভাষাভিত্তিক প্রত্যাপ্তি ভাষাভিত্তিক আছে।
প্রত্যাপ্তিই এককালে হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রত্যাপ্তি

হিন্দু, ব্রাহ্মণ রাজ্যশাসনের ব্যবস্থাপক ছিলেন, হিন্দু ইছপারতিক মজলার চেতুর্ভুত ছিলেন।
স্বাধীন কি তখন রাজ্যের সভার রাজ্যের কার্য-
স্বা, রাজ্যের রাজ্যবাটীতে চাকুরী করিতেম?
স্বা সভার সুত্রের এখন যেনন ব্যবস্থাপক সভার
স্বাভাবী সভাগণের সেনা তর তখন কি ব্যবস্থা-
ক বলিয়া স্বাধীন হেমনি যেতন পাউডেন?
স্বাভাবিক দেবদেব স্বাধীনের অর্গের বিবে দৃষ্টি
হল না, রাজ্যের প্রসার লাভ করিতে অভিল্য
হল না। তথাপি স্বাধীন রাজ্যের মন্ত্রী, রাজ্যের
শাসনপ্রণালীর বিধাতা, রাজ্যের ও প্রজার ইছ-
পারতিক মজলার অস্তিত্ব ছিলেন। স্বাধীন
স্বাকাল্যের বসবাস করিতেম না, অথচ সংসার
স্বার্থের উপদেষ্টা ছিলেন। রাজ্যকাঙ্গী কখনই
স্বাধীন থাকিতেম না, অথচ রাজনীতির অধ্যাপক
হলেন। প্রজাপালন, রাজ্যশাসন, যাত্রণ উচ-
তম ও বলীকরণ দ্বারা লক্ষ্য নিধন এ সকলই স্বাধ-
পার উপদেশ।

[illegible]

দেখ রত্ন মইরা বাজার মিকট গনম করিতেন রাজ্য।
 লাস্যমব বাবু করিতেন, ইতপূর কান্দব উপায়
 স্থিতি করিয়া রাজ্য প্রজা সকলবই প্রকৃত
 মঙ্গলসাধন করিতেন। পরার্থন্যো প্রাচীনর উপ-
 দেশ প্রজার বিরোধার্থী ছিল। প্রজা জামিত
 প্রাচীনর রাজনীতির উদ্দেশ্যে স্বর্গ মতে। অর্থের
 বিক বাজার নৃতি মাই সংসারের মাঝামাঝে
 বাজার হবার অভিপ্রেত মতে, ঠাকুর আর্য বোধ
 করিতে সক্ষম ১ এই প্রজাই প্রজা বিখ্যাস করিত
 প্রাচীন বাজার করিবন জাতি ত, হাব মঙ্গলের জমা,
 এই প্রজাই মন্থিত বিকৃতারিত বাজারম্ প্রকৃত
 বাবুপকর্ণের বাবু প্রজা মিকট প্রকৃত
 জার পূজা প্রোত হইত। রাজ্য প্রাচীনর বাবু
 অগ্রা, করিতে সাচসী হইতম ম। কোন
 উচ্চ স্থান মন্থিত যদি কখনও প্রাচীনর বাবু
 মঙ্গল করিয়া প্রজা পীড়ন আরম্ভ করিতেন
 তখনই প্রজাবর্গ সমবেত হইয়া রাজ্যকে সিংহ-
 সম্রাট করিত এবং উপযুক্ত তথ্য তততর ও
 মঙ্গলবায়ন প্রক্রিয়াক সিংহাসনে বসাইয়া রাজ্য
 ত, প্রকৃত করিত। এইরূপে মঙ্গল হিন্দুর প্রতি-
 নিধি মঙ্গলী প্রি তপস্বী প্রজাচিত্রমূলক বাবু
 দিয়া ভারত জাহল্যমান আত্মশাসননীতি প্রচার
 করিয়া গিয়াছেন। সেই অর্থি হিন্দু প্রজা
 প্রকৃত গণিত হইয়াছে যে আত্মশাসন বাস্তব
 কখনই প্রজা ক্ষমতরূপে আসিত হইত পালে
 ম। মুসলমান অত্যাচারী ছিলেন। তথাপি
 হিন্দু এই আত্মশাসননীতি কিংব পরিমাণে রক্ষা
 করিয়াছিলেন। মুসলমান মেনাথেব দেবতা
 তাজিয়া হিন্দু মন্দির ফুসিগ করিয়া, তরবারির দ্বারা
 হিন্দুকে ইসলাম ধর্মে মিক্ত করিয়া, হিন্দুর উপর
 বিবধ প্রক, রে অত্যাচার করিয়াছেন, কিন্তু হিন্দুর
 আত্মশাসন ব্যবহার দ্বারা মুঠা রাখা করিতে কখনই
 সক্ষম হইত না। মুসলমান রাজ্য প্রত্যেক
 প্রকার অধীনে বেসমস্ত ক্ষমতা হিন্দু রাজ্য ছিল
 তাহ রা অ রাজ্যের বিধি বাবু লাসন পালে
 সকলই মিত্র সম্পন্ন করিত। সুখার কি সজাট
 কং পাওয়া নিশ্চিত হইতম হিন্দুরাজ্যের আত্ম-
 স্তরিক বিধি ব্যবহার দিকে একবারও নৃতিপাত
 করিতেন ম। সুতরাং তখন হিন্দুর আত্মশাসন
 বাবু কিছুমাত্রই পরিবর্তিত হয় নাই। কেবল
 পূর্বে যেমন প্রবর্তন মনে থাকিয়া আইন কান্দবর
 বাবু মতে রাজ্য মঙ্গল উপযুক্ত পতি
 মঙ্গলীই বাবু কর কার্য করিতেন। এইরূপ
 মুসলমানের মতে অত্যাচারী বাজার অধীনেও হিন্দু
 মঙ্গল আত্মশাসন ভোগ করিতে পাওয়াছিল

সমস্ত ইংল্যান্ডের রাজ্যে সে আয়তনশাসনের বিচার
কেন যে কিছুনা অসমর্থ হইবে না, অথবা আশ্রয়
সভ্যতার আয়তনশাসনের পক্ষপাতী হইয়া নীতিট
বেশ না, ইহা কি মিথ্যার আশ্রয় বোলা কথ
নাহ ?

আমরা ইংরাজকে বলি অকৃতমান্য। উচিতমান্য
বেশাগণের কথার জুনিয়া পক্ষত ইতিহাস গাণ্য
করা বুদ্ধি বুদ্ধ নহে। ইংরাজ নেষ্টা করিয়ে
দেখিতে পাঃই-ব-ভিন্দুর আকৃতমান্য নৃত্য
বাবদ্য নহে। সাংগল্যাসন ভিন্দুর প্রকৃতভিন্দুর
বহুভিন্দুর অভ্যাসগত। প্রকৃতভিন্দুর বিকৃত ভাড়া উদ্য
ইংরাজ যদি ভিন্দুর প্রকৃত আকৃতমান্য ন' দেয়
ভাড়া ভইগে অভ্যাস র কথা ভর। আকৃতমান্য
ভিন্দুর পক্ষে নৃত্য নহে। বহুভিন্দুর পূর্ব ভব
গর্ভ মণ্ড এই ভাণিয়া কার্য কবেম ইহা
আগাঃই প্রার্থনা।

— ❶ —

आशासेव बलि कपाल गिरिज ।

ক্রকস্যাং লাট্বেব চেখার অব কনাস'সভা
সিনলা:সিফারের বিকৃত্যে যে সকল কথা বলিগা'হ
বিলান্তে তাহা লইয়া যোর আন্দোলন উপস্থি
হইয়াছে। বিলাতের সম্বন্ধপত্র সকল এই বিব
কাণ্ডের অব্যোক্তিকতা দেখাইয়া ক্রমাগতই তা
গবর্ণমেন্টের নোংরা'দ্বন্দ্ব করিতে আরম্ভ করি
ছেন। সিংলিগান সভায় লর্ড চার্লিফিল্ড অংশে
মন্তব্যের অন্তর্বোধ সিন-বিচারের প্রতিব
হইয়া পাড়লেন। যাঁহার একটুও মন্তব্য
যে ব্যক্তি পাবেব জন্ত একটুও সন্দেহনা অ
করেন, তিনি কখনই কয়েকজন বিলাসপ্রিয় ই
জের যথ সম্বন্ধের অন্তর্ভে ২৫ কোটি লো'ক
এতদেশে ছু রকম বসাইতে পাবেব না। রাজ
ক্রোনাকামনে বিচার করিবার জন্ত বার্ষিক ৫ ল
টাকা ধরিত্তের নূ'র হইতে কাড়িয়া লওয়া হউ
এ ব্যয়তা যে ব্যক্তি দিতে পারেন তাঁহার মানে
ক্ষারণ করিতেও আম'বের পাশ ন্যাস। সন
উৎসাহ জাতি'ক আনরা একবারও মিলা ক
না। ইংরাজের দ্বার তা'হ। মস্তিক আ
তাই তাঁহারা আদ্য অত্যাচারের কথা শুনি
প্রতিবাদে'র ব'তুলিচ্ছিলেন, যে মহাত্মাকে দি
দিনই ভারতের শত্রু'র সাধবে বসুধাম হই
বেখা গিগাহে তাঁহাকেও আজ সভা কথা শী
কবিত হইল, তাই আমরা বলি'তছিল,ন আম
েরও বুদ্ধি কল্যাণ ফিরিল।

୩୪ ୨୫ ବଦଳର କାଳ ଭାରତ ସର୍ବମୋଟ ମିଳନ
 ଏନୋବକାସନ ସିନ୍ଧୀୟ କରିବା ଭାରତର କର୍ବ ଶ୍ରମି
 ତେହେବ । ୨୧ ବଦଳର କାଳ ଭାରତସାମୀ ଭାରତ

করিয়া প্রতিবাদ করিতেছেন। লন্ডন-
গণের সম্মুখে সেই প্রতিবাদ। অজ্ঞাত গবর্ণ-
মেন্টের প্রতিবাদ করণের মত করণ, বিরক্ত
হইয়া ভারতবাসীকে পীড়ন করিতে চেষ্টা করি-
তেন না। লন্ডন করিগণের গবর্ণমেন্ট কেবল সেই
প্রতিবাদে উন সীমাইয়া আছেন তাহা নহে,
অতিমাত্র বিরক্ত হইয়া বাতালে দুইবার কী
এইবার এককালে বিবাহিত হয়, বাতালে বেশীর
অধিকারের বিবাহিত এককালে ভগ্ন হইয়া যায়
তাহারই চেষ্টার আছেন। অধিকন্তু সিনলার
বাতালে বাতালী স্থাপিত হইয়া প্রতিবাদের মূল-
ভিত্তি ভংগিত হয় তাহার জন্ত উইলি পাউলি
পরিচালিত। গবর্ণমেন্টের গায়ে এখন প্রতিবাদ
হয় না। এখনই ভারতবাসী গবর্ণমেন্টের
কোন কার্যের অবৈধতা দেখাইতে যান, তখনই
তাহারা একটা বা একটা লোকসান খাইয়া ফিরিয়া
আসেন। যদি আমরা সিনলারবিশ্বাসের প্রতিবাদ
করিতাম হইত তাহা হইল লন্ডন করিগণের
প্রতিবেদ সমলার রাজধানী স্থাপন করিবার কল্পনা
উদয় হইত না। আমরা দেখিতেছি “কিন্তু”
বলিতে গেলেই ক্ষতি। তথাপি যে আমরা “কিন্তু”
বলা পরিভাষ্য করি না ইহার কারণ তন্মি তেব
আমরা। এত দিনে সে আশা ফলপ্রসূ হইতে
চলিল। লন্ডন রাষ্ট্রক চর্চছিল ভারতের সহিত
সমবন্ধমা দেখাইতে আসিলেন, তাই বলিতে-
ছিলাম আমরা তুচ্ছ কপাল ফিরিল।

শীতপ্রধান বেশ না হইলে ইংরাজ থাকিতে
পারেন না। উক প্রধান বেশ ইংরাজের বড়
অধ্যক্ষকর—তাই সিনলারবিশ্বাসের প্রণোদন।
গবর্ণমেন্টের কার্যে ইংরাজ কর্তৃক আর
বাজালী কর্তৃক গণিত গেলেন লঙ্কায় ২০
জন বাজালী হইবে। ইংরাজের কী যে অত্যা-
ধিক শীত একেবারেই সহ্য হয় না। নতুনীতাকে
বজ্রবশ বাতীত আর কোন বেশই তাহাদের
অকৃতি, বাতাল ও বসবাসের উপযোগী নহে।
সিনলার ন্যায় বাজালী শীতপ্রধান বেশে বাস
করিতে গেলেন প্রথমতঃ তাহাদের পীড়ার সম্ভাবনা
বিভীতঃ শরীর ভগ্ন হইলে গবর্ণমেন্টের কার্যের
ক্ষতি হইবার বিলম্ব সুভাবনা। লঙ্কায় ১০
জনের জন্ত ২০ জনের আগের দিকে দৃষ্টিপাত
না করিয়া নিজের আর্থের দিকে বেশিলেও সিন-
লার গবর্ণমেন্টের ক্ষতি তির লাভ হইবে না। আর
এই যে লঙ্কায়ের দুই সম্মত—তাহাও বা কর
মাস? সিনলার শীতের বধন অত্যন্ত প্রাচুর্য্য,
অনেক ইংরাজ সর্বস্বতঃ তখন পর্যন্ত বিচার ভাগ

করিয়া ভাঙ্গাব মানিয়ার জন্ত লালসিত হন।
বাজালীর কী প্রাণ সিনলার তখন যে ক্রিপে
চৌকির জগতঃ আমরা—তাহার উইলি পাউ-
লি। ৬১ ২২নংবব এক জন বৃদ্ধ বহুদিন রাজ
সরকারে কায করিয়া আর শেখসন পুত্রের
উপযোগী হইবেন—তাহার উইলি পাউলি
ক্রী পুত্রের মারা। বহুদিনের মারা কাটাওয়া
যুগাব ভায় চাকরির জন্য স্বর্গমুখ হইবে।
এক বাজালী, তার বৃদ্ধ, অধেশ্বর উপর মনতা
তাহার অপকা কতোর আর অধিক হইবে?
সরকার কতি খীনার করিয়াও বাজালী অধেশ-
ভাগ করিতে চাহেন না, অধেশ্বর মৃতিকার
পড়িয়া মবিভক্ত তাহার শুধ। কেবল লঙ্কায়ের
কয়েক মাসের প্রথের জন্য সেন্সাগণী করিতে
কতোর না মন বজার উদয় হয়? সে মন ভারত
গবর্ণমেন্টে সিভিলিয়ান কর্তৃক হবার উদয়
হইল না। কিন্তু সাত গুণ তের মদীর পারে
দুদুর উৎকণ্ডে হনয়মান ইংরাজের হবার বাত
প্রতিবাদ হইল, ইংলণ্ডবাসী ভারতের জন্য
বাঁহিলেন ত,ই বলিতেছিলাম মবিভক্ত কুটী-
তাইতে ৫ লক্ষ টাকা ব্যাচিয়া গেল, হব ত আবার
আমাদের কপাল ফিরিল।

চর্চছিল লৈলবিচারের প্রতিবাদী হইয়াছেন।
ভিতরে যে কারণ থাকুক না, এই সময় কিন্তু আমা-
দের একটা কার্য আছে। একবার এটিকে মন
চর্চছিলের রূপান্তরিত পাড়ায়। তখন এই সময়
একই বিশেষ চেষ্টা করিলে আমরা সকল হইব
একপ আশা করিতে পারা যায়। চর্চছিল অত-
সত্য সনিত্তির বিজ্ঞা করিলেন, আইরিশ হোম-
রুল বিলের বাক্য প্রতিবাদী হইলেন, ভারতবাসী
ও ইংরাজের বেতনের চাই কুটীরাংশ পার্থক্য
স্থাপন করিবার চেষ্টা করিলেন—সেই চর্চছিলই
আমরা ভারতবাসীর অধিক অর্থপ্রাপ্ত হয় বলিয়া
গবর্ণমেন্টের সিনলারবিশ্বাস বদ্ধ করিবার চেষ্টা
করিলেন। একবড় পরিচালন, তাই বলিতেছিলাম
আমাদের তুচ্ছ কপাল ফিরিল।

—৩৩—

অধঃমর্গণের কার্যাবরোধ।

অধঃমর্গণ উত্তমর্গের এণ পরিপোষ অক্ষম
হইলে ভিক্সার বস্তক জারি হারা তাহাকে কারা-
কৃত করিয়া থাকেন। এই কার্যাবরোধে বিধি
বাতালে এককালে রহিত হয় দুই বৎসর পূর্ব
হইতে তাহার কল্পনা হইতেছিল। নিঃ ইলবার্ট
এই কল্পনাটী কার্য পরিণত করিবার উদ্দেশে
ব্যবস্থাপক সভায় একরানি পাণ্ডুলিপি উপস্থিত

করিয়াছেন। আমাদের কোন কোন সভ্যগণী
এই বিল খাবির উদ্দেশে করিয়া মান্যপ্রকারে
বিজ্ঞপোষিত করিয়াছেন। তাহার ফলেন—ব্যবস্থা
পক সভার সভাগণের বেতন বাড়ীবা, দুঃস্থি ও
চিকিৎসা শরীরতা হওয়া আবশ্যিক পাণ্ডুলিপির
ভিতরে তাহার বিলকণ অভাব দৃষ্ট হয়। ইহাতে
চলিত চিন্তাশীলতার পরিচয় না হিয়া ইলবার্ট
সাহেব কেবল ভাবনাআসের প্রকাশ করিয়াছেন।
আমরা সভ্যগণীগণের এই মতের পোষকতা
করিতে পারিলাম না। ব্যবস্থাপক সভায় পাণ্ড-
লিপি লইয়া তিনি যে সত্যের বক্তব্য করিয়াছেন
তাহাতে বাস্তবিক মতবাদ ও অধঃমর্গণিতার
প্রকাশ পাইয়াছে। যাহা প্রকৃত মতবাদ তাহাতে
কখন ‘চিন্তাশীলতার লেশ মাত্র’ থাকিতে পারে
না। যাহা সভ্যগণ ব্যক্তিগত মতের উপদেশ,
তাহা প্রকৃত বিজ্ঞতা ও চিন্তাশীলতার উপদেশ।
বাতালে প্রাণের ভাব প্রকাশ কর, তাহা চিব
মিমই মতবাদের তাবাতাবের পরিচালক। ইলবার্ট
সাহেবের অধঃমর্গণে আমাদের একটা উৎপীড়ন
নিবারণ ও অভাবের পূরণ করিবার চেষ্টা হই-
য়াছে।

ইলবার্ট বলেন—বাতালে বেনদারের ভাল
লাভল ভালের গুরু, কপাট, চৌকাট, কুড়ি টাকার
অধিক বেতন ইত্যাদি মিতা ব্যবহারী ত্রা সামগ্রী
ও ভরণপোষণের সামান্য উপায় ভিক্সারিতে
কোক বিক্রয়বিচারে ভ্রান্তরিত না হয় বেও-
রানি কার্য বিধির আইনে তাহার বিশেষ বিধান
নিশ্চিত আছে। বেওরানি কার্য বিধির আইন
বহিঃস্থ আচার্যের উপর দত্তা হন না, কিন্তু
তাহার বেতনের উপর, ততরাং তাহার পরিবার
বর্গের আয়ের উপর দত্তা হইতে উচিত করেন না।
বেনদারের উপর ভিক্সারির সময় যদি তাহার
এমন কোন ত্রা সামগ্রী থাকে, যাহা ভিক্সারি-
তে কোক হইতে পারে না, কিম্বা সে এমন
সামান্য বেতন পায় যাহাতে কথঞ্চিৎ রূপে তাহার
পরিবারবর্গের ভরণ পোষণ বিক্রয় হয়, বেনদার
সেই বিশেষের সময়ে সেই সমস্ত মিতা ব্যবহার্য
ত্রা সামগ্রী মিতা ভরণপোষণের একমাত্র অবল-
ম্বন ও সেমাপূর্বক পবিভাগ করিয়া ঐক্য
হইতে চায়। কখনই সাক্ষ্যে সহজে তাহার এই
সমস্ত ত্রাখারি অব্যাহতি দিগাও পবম্পবা সমস্ত
ভাঙ্গাখিগকে নহাজনেন এণের জন্ত দায়ী নহিয়া
বাধ্য হইয়াছে। অধিকন্তু বেনদারের উৎপ-
পবিসারের যদি কোন মিত্র হন তাহা হইলে তাহা
তাহারা পবিভাগ করিয়া বেনদারের

কথিত হয়। কারণ যেমন্নার অবস্থার উন্নতি হইলে তাহার আত্মার ভরণ পোষণের একমাত্র অবলম্বন হইতে বাধ্য হইবে। সুতরাং যেওরাই কার্যবিধি আইনে জোকসমূহে যে বিভিন্ন বিধানী আছে তাহাতে কেবল যে যেমন্নার উন্নতিত পরিচালিত হইয়া থাকিবে, তাহা নহে, যেমন্নার পরিবারবর্গের নিজস্ব সম্পত্তি ও কার্যাবলীর ভরণ বিক্রিত ও উন্নতিত হইয়া যায়।

ইলবার্টের এই কথা কতদূর সত্য যেমন্নার ন্যায়ই তাহা প্রতিদিন অস্বস্তি করিয়া থাকেন। প্রতিদিন নবিত্রের ঘরে, নিরন্তর পরিবারবর্গের ছাড়াই, অন্যতরমূর্ত্তার শোক নিম্নে, এই সার সত্য থাকে। পত পত মূর্ত্তার আশ্রয় চকের সম্মুখে সর্বকণ্ঠে প্রতীক্ষিত হইতে থাকে। এ সকলের মূল কারণ দরিদ্রের এণ্ডার জমা কাগজ। এক দিন যাহার কেবল কসল, বাজারের তেল, তাহার পরিবারের মজুর উপায় করিয়া না আনিতে স্ত্রী পুত্র অন্যভাবে ব্যক্তি বাপন কর, কিন্তু সন্তান কামিতে কামিতে দুমাইয়া পড়। আর পিতা মাতা মরনের জলে ডাঙিত ডাঙিত সমস্ত রাত্রি ঘুমোমুখী উপবেশন করিয়া অতিবাহিত করে, সে দুঃ পরিবারের প্রতিপালক যদি ১০ দিন, ১৫ দিন, এক মাস কি ছয় মাস কাল এণ্ডার হয়ে অস্বস্তি করিয়া রাখা যায় তাহা হইলে কি শিশু সন্তানের কাণে হাঁচি? অবলার ধর্ম্মরক্ষা পার? বড় বড় আশ্রয় ভর আশ্রয় লোক সমাজে নুহা, সংখ্যা হুজি প, ৭ যাহারা খেটে পেটের দুঃ এণ্ডার জম কাগজের ব্যবস্থা তাহদের পক্ষে যে নিত্য উৎসাহিত তাহাতে আর ৬২৫, ৩৫ সংকেত নাই।

সহযোগিতা বলেন এণ্ডার জম কার্যাবলীর ব্যবস্থা উঠাইয়া দিলে বাণিজ্য ব্যবসা চলিত না। কেবল কাগজ এক দিকে অস্বস্তি হইবে না। আনরা বলি এণ্ডার জম যাহারা যেমন্নারকে জেল পাঠান তাহার কখনই টাকার প্রত্যাশা করেন না। যেমন্নারকে জেল করাই তাহার উদ্দেশ্য। জেল দিলে উত্তমকেই বরং তাহার আত্মীয়ের জম টাকা খরচ করিতে হয়। যাহাদের টাকা পাউবার ইচ্ছা, তাহার কখনই যেমন্নারকে জেল দেন না বরং তাহাতে যেমন্নার দুই পরমা উপ করিয়া তাহার এণ্ডার পালিশ করিতে পারে তাহা-ই চেষ্টা দেখেন। ব্যবসা বাণিজ্য কার্যাবলীর সমস্তই যে এণ্ডার উপর চলিতেছে তাহা আনরা বোঝার কবি। কিন্তু যদিও ব্যবসায়ী এণ্ডার সময়ে এণ্ডার অবস্থা বিবেচনা করিয়া

যেন। পরিচিত ও সমবাসী সন্ধ্যা ব্যক্তি তির টাকার আশ্রয় কাগজের এক দিকে প্রস্তুত করেন। এরূপ অবস্থার তাহার টাকা মারা যাইবার কোন সম্ভাবনা নাই। সুতরাং এণ্ডার পক্ষেও তাহার কোন প্রতিবন্ধক নাই। অস্বস্তির যদি কোন যেমন্নার এণ্ডার পালিশের নিত্য অস্বস্তি হইয়া পড়েন তাহা ইন্সলুভলি লিটারে-ভিনি পরি জ্ঞান পান। সুতরাং যেমন্নারকে জেল দিতে পারিষ না এই তত্ত্ব যদি মজারমেরা কাগজের এক দিকে প্রস্তুত না হন, তাহা এণ্ডার ও তাহার এণ্ডার না দিয়ার বিলম্ব কারণ বর্তমান আছে। ব্যবসায়ী অর্ধের ব্যবহার বেশ জ্ঞাত আছেন। অর্ধের অর্ধ ব্যয় করিয়া যেমন্নারকে জেল পাঠাইল যে তাহার কতি তির লাভ নাই ইচ্ছা তাহার বড় কামন, তাহে তাহা জামিতে পাবিলেন না। সুতরাং এই রূপিত অবস্থার ব্যবস্থা দিওরাই আইন হইতে তুলিয়া দিলে ব্যবসা বাণিজ্য এণ্ডার ও এণ্ডারের কোম ব্যাভাউট ঘটবার সম্ভাবনা নাই।

দ্বিতীয় ও ব্যবসায়ীর কথা হুজি যদি সাধারণ লোকের উপর দৃষ্টিপাত করা যায় তাহা হইলেও অবস্থার ব্যবহার কোন আশ্রয় হুক্তি প্রাপ্ত হইয়া যায় না। জমীদার ও প্রজার বেরপ সব্ব তাহাতে প্রজার উৎসাহ করিবার চেষ্টা করিলে জমীদার কখনও লাভবান হইতে পারেন না। একটা ব্যক্তি যাহার ডিক্লারিতে যদি মাতাম প্রজার জমিয়ার জেল পাঠান, ততকালের খাজনা আদায় ত দূরের কথা, তবিত্রের ও বাজনা সংগ্রহ করিতে তাহাকে সকল সমস্ত কৃতকার্য হইতে দেখা যায় না। প্রজার স্ত্রী পরিবার জমিয়ারের জমিতে চাষ শ্রাবান করিতে অস্বস্তি, আশ্রয় নাহে তাহারেব জম তাহার লাগিয়া, সুতরাং জমীদারের বাজনা কি করিয়া পরিচালিত করিবে? জমীদার যদি প্রজাকে জেল দিয়া দিয়া বরং তাহার অস্বস্তি উন্নতি করিবার জম সত্য-রতা করেন তাহা তাহার প্রাণ্য টাকার অধিক আদায় করিবার সম্ভাবনা থাকে। সময়ে সময়ে বরং দিয়া মজারমেরা প্রজাকে সাহায্য করেন। প্রজাকে জেল দিলে তাহার জমি উপর চাষ আদায় হয় না, সুতরাং সে দানবের টাকা মজারমেরা প্রজার জমি দিতে হয়।

যেহা হইতেই অবস্থার প্রাণ্য একদিকে যেন যেমন্নার সর্বস্ব, বরং দিকে তেনমি মজারমেরা কতি। উত্তর কতিপ্রমক এবং একটা ব্যবস্থা উঠাইয়া দেওয়া যে নিত্য কর্তব্য ইচ্ছা

সকলেরই মনোনিবেশ হইতে পারে। অবস্থার প্রাণ্য রহিত হইলে অবস্থার কতিপ্রম হুজি হইবে মজারমেরা প্রাণ্যের এক দিকে না তন সেন্দিক দৃষ্টি রাখা মজারমেরাই কর্তব্য। যে ব্যক্তি এণ্ডার করিয়া পরিচালিত অস্বস্তি তাহাকে এণ্ডার দেওয়া আশ্রয় টাকা জেল কেলি। দেওয়া হইই সমান। যাহার নিত্য দরিদ্র ব্যক্তিকে মজার করিয়া এণ্ডার দিওরাই তাহার এণ্ডার মজার পরিচালিত হইতে কর্তব্য। পুনঃপ্রাণ্য আশ্রয় অস্বস্তি হুজি ব্যবসা করিয়া লাভবান হইবার আশ্রয় যাহারা এণ্ডার তাহার পক্ষে সত্য হইয়া দিলে আশ্রয় কেবল কেবল বলেন এইরূপ সত্যের হুজি হইবে যে উপায় দরিদ্রের উত্তর অস্বস্তি সময়ে পূরণ, তর সেটা এককালে বহু হইয়া যায়। নিত্য ধনী ব্যক্তির কতিপ্রমের মত এণ্ডার করিয়া আশ্রয় করিবার উপায় একেবারে রহিত হইয়া যায়। এণ্ডার অস্বস্তি পূরণ করিবে, আর সময়ে সময়ে পূরণ করিয়া সেই এণ্ডার পরিচালিত করিবার দিওরাই সে আশ্রয় আর থাকিতে পার না। ইচ্ছা আশ্রয় অস্বস্তি। কিন্তু এই অস্বস্তি হইবে দরিদ্রের পরিচালিত ও উত্তর পতপ্রম হুজি হইবে দুতন উপায় অস্বস্তি মোচন করিবার ইচ্ছা হইবে নিরন্তর দরিদ্র সমস্তের উত্তর ও এণ্ডার অস্বস্তি কাল মধ্যে, ইচ্ছা অস্বস্তি উন্নতি করিতে পাবিলে অস্বস্তি মজার উপায় দেখাইয়া দেয়। এ অস্বস্তি দরিদ্র সমস্তের যদি এককালে অস্বস্তি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হন, দেশের মধ্যে "হা আশ্রয়" রূপ উন্নতি হইবে, সুতরাং অবস্থার কথাও অধিক শুনা হইবে না।

উপস্থিত আইনেও যে প্রাণ্যের প্রাণ্য দেওয়া হয় না এমন নহে। ইন্সলুভলি ব্যবস্থা উত্তম-এ কতি দিয়ার ব্যবস্থা। অবস্থার এণ্ডার করিবার পর অস্বস্তি ধর্ম্মসম্পত্তি বিক্রয়ের হুজি বেনামীতে হস্তান্তর করিয়া কেলেম, তাহা হইতে উত্তমকে অবস্থার মাধ্যম হুজি দিয়া বসিত হয়। ইন্সলুভলি ব্যবস্থার অবস্থার বড় হুজি পাইয়াছে অবস্থার এণ্ডার উঠাইয়া দিতে কখনই সেরপ ব্যক্তির সম্ভাবনা নাই।

আইনীর অস্বস্তি সময়ে আশ্রয় হুজি প্রাণ্য বক্তব্য প্রকাশ করিলাম। দরিদ্রের বক্তব্য অস্বস্তি নিম্নের কতিপ্রমের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। আনরা ইহার সকল দলির অস্বস্তি না করি সাধারণ আইনটা পাস হইলে উত্তম-পাশ্চিমবঙ্গীণের যে উপায় দর্শিত তাহা আর কোন সম্ভাবনা নাই। সমস্তেরা-টি দিওরা

ট মলেন বহিঃপ্রের জন্ত অবরোধ ব্যবস্থা স্থাপিত হয়। তদনন্তর আশাটের অপরাধী অর্থ হস্তান্তর করিয়া দেওয়া হয়। তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে পাল্লার ব্যবস্থা হয়। আমরা বলি চবি ডাকহাতি বাজার জালার অপরাধ ও হারিজোর অপরাধ এক মত। তাহাদের মধ্য অর্থ মর্জা প্রাপ্ত। তাই প্রথম পাল্লার অর্থদণ্ডের জন্ত অপরাধীর জেল যাত্রা চিত্রিত দ্বিতীয় অপরাধের জন্ত তাহার জেল হইতে অন্যত্র পাল্লার উচিত।

আইনটি প্রণয়নই উত্তর পশ্চিমে কেন চলিল। আমরা প্রাচীন গবর্ণমেন্ট উচ্চ করিয়া আপনাদের বিচার্য মধ্য প্রচলিত করিতে পারেন। তাহা পশ্চিম পশ্চিম ও আইনটি বাজার উপস্থাপিত। তাহা প্রচলিত করিতে গেল উত্তর পশ্চিম পশ্চিম পশ্চিম আশাট। শিল্পাধিকার হস্তান্তর দেওয়া গবর্ণমেন্টে হইল। অতঃপর মধ্য প্রদেশ করিয়া উচ্চ থাকে তাহা এই পেশা ডাকহাতি করিয়া বলিলে পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের বিস্তারিত বাজারী এখন হইতেই প্রচলিত হইতে পারেন।

—৩৩—

প্রজাসমিতি বালকের জীড়া নহে।

যেদের ইতিহাস পাঠ করিয়া দেখিলে পোষ্ট্রিসিয়ান ও প্লিমথামের ইতিহাসের কথা মনে পড়ে। পোষ্ট্রিসিয়ানের উচ্চাঙ্গের। তাহারা প্রচেষ্টা যে সমস্ত উচ্চ পদ তাহাই অধিকার করিতেন। প্লিমথামেরা মিল পদ কর্তৃত্ব—জেনিফার হইয়া চিরকালই অতিবাহিত করিতেন। তাহা লেখা পড়া শিখিলেও পোষ্ট্রিসিয়ানের পদ প্রথমই প্লিমথামের পাপ্য হইত না। পোষ্ট্রিসিয়ান মন মিস্ত্রী করিয়া অতি অল্প সংখ্যক এম্বলারীর পদ অংশিত থাকিত। উচ্চপদ পোষ্ট্রিসিয়ানের প্রাধান্য করিয়া দাঁড়াই চাকরি পাইতেন তাহা হইত। সমস্ত জীবিকা নির্বাহ করিতে পারিতেন। অবশিষ্ট সমগ্র প্লিমথাম উপস্থিত হইলেও রাজার প্রসার লাভ করিতে পারিতেন না। ক্রম ইতর কর্তৃক শিক্ত প্লিমথামের দ্বারা চলিল। রাজ প্রসার লাভ করিয়া পোষ্ট্রিসিয়ানের পদ লাভগত হইবার ইচ্ছা তাহাদের অন্তঃকরণে সঞ্চারিত হইল। পোষ্ট্রিসিয়ান উচ্চাঙ্গের অত্যাচার করিলে অব্যাহতি পাইতেন, আইনের কড়াকড়ি কেবল প্লিমথামের উপরই চলিত। শাসন কাণ্ডা পোষ্ট্রিসিয়ানের সম্পূর্ণ হস্ত, প্লিমথামের কথা কহিবারও কমতা ছিল না। এগুলি ক্রমে প্রকাশ্যে প্লিমথামের অসহ্য হইয়া উঠিল।

প্লিমথামের সচিব সমন্বয় ও সমান অধিকারী হইবার অভিলাষ লিখার বলে অতঃপাতি হইয়া উঠিল। উচ্চ হইতেই হেঁট। এরূপ প্রচেষ্টার পরে বহুই প্রচেষ্টা ব্যর্থ। হস্তান্তর অতিক্রমে প্লিমথামেরা এই পার্থক্য মিল রূপে যত্নবান হইতে চাইল। ক্রম অত্যাচার, অত্যাচারের সন্তান সন্তান আবার আন্দোলন—প্লিমথাম ক্রমে ক্রমে বেশতগণ্য একর করিয়া বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। তাহাদের অত্যাচারের কথা, অধিকারের কথা, পেট্রিসিয়ানের সচিব তাহাদের অত্যাচার পার্থক্যের কথা প্রাণে প্রাণে ঘোষণা করিতে লাগিলেন, পেট্রিসিয়ানের প্রচেষ্টার সন্তান প্রচার কর দিবে না, প্লিমথামের জন্ত মিত্রা মুক্ত করের সৃষ্টি হইবে, প্লিমথাম শিক্ত হইয়াও সমাজ মধ্য উন্নত হইবে না। পেট্রিসিয়ান রাজার সর্ব্ব সর্ব্ব হইয়া রাজ্য শাসন করিবেন—এই অত্যাচার পার্থক্য অত্যাচার প্রভেদ কতদিন আর বোমরাংগা চলিবে? শিক্তের সচিব অশিক্ত, ধনী সচিব ধনী, নানা ক্রমে সমবেত হইয়া কেবল এই আন্দোলনেই নাতিয়া উঠিল। আমরা শিক্ত হইব, উপস্থিত হইব অতঃপাতি কেন উচ্চপদ পাইব না। পেট্রিসিয়ানের জন্ত আমরাও প্রজা, কেন আমরা অধিক কর দিতে বাধ্য হইব? কেনই বা পেট্রিসিয়ানের অপরাধ প্লিমথামের সচিব সমানরূপে গণিত হইবে না। এই রূপে ইতর সমগ্রাণের মধ্য প্রদেশ আন্দোলন উঠিল। আন্দোলনের উপর অত্যাচার, তাহার উপর আবার আন্দোলন। এই রূপে পেট্রিসিয়ানের প্রচেষ্টা অত্যাচারের উপর অত্যাচার সচা করিয়াও প্লিমথাম আন্দোলন করিতে লাগিল হইল না। ক্রমাগত আন্দোলনের পরে পোষ্ট্রিসিয়ান প্লিমথামকে আবার করিতে শিখিলেন, প্লিমথাম অনেক সন্তান অধিকার প্রাপ্ত হইলেন—পার্থক্য দূর হইল, বোমরাংগার বল স্তম্ভ হইল, প্রজার অত্যাচার উপর সমগ্র বোমরাংগার অধিপত্য স্থাপিত হইল।

প্লিমথাম প্রজার সে আন্দোলন কখনই বালকের জীড়া নহে। তাহা এই সকল আন্দোলন কেবল কয়েকজন শিক্তব্যক্তির উচ্চাঙ্গের, সমাজ মিলকর প্রজাবর্গের তিতরেই উত্তেজিত হইয়াছিল। বাজারও সেই ব্যাপার উপস্থিত। কেবল প্রভেদ এইমাত্র যে ইহাতে বিজ্ঞানের দুর্গক নাই বরং আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে রাজতন্ত্রের জোড় প্রবাহিত। এই আন্দোলনের উপর পদ কর্তৃত্ব প্রচেষ্টার তিতরেই সর্ব্ব সৃষ্টিও গণিত হইয়াছে। অল্পে অল্পে অত্যাচারেরও অত্যাচার পাওয়া যাইতেছে

প্লিমথামেরা আন্দোলন বহিঃপ্রেরা ন হইলেও তাহা, বাজার এই বেশতগণ্য আন্দোলন কখনই হইলেও নহে। গবর্ণমেন্ট ইহাতে বহু হইয়া আর বহুই হইতে পারে যে এই সকল সমিতি হইতে আন্দোলনের সমস্ত মজল সাধিত হইবে তাহা আর সম্ভব মাত্রই নাই। সিভিলিয়ান প্রচেষ্টা করিতে পারেন এংলা ইতিহাস দ্বারা কটাক্ষ নিবেশ করিতে পারেন, মাজিষ্ট্রেট সমিতি উপস্থিত হইয়া গবর্ণমেন্টের প্রজাসমিতিতে তিরস্কার ও বিজ্ঞপ্তি করিতে পারেন। কিন্তু এই প্রজাসমিতি হইতে ভারতের তাবী মজল অনিবার্য।

ইতিহাস হইতে বহিঃপ্রেরা সত্য প্রাপ্ত করিয়া তাহা এইমাত্র সারসত্য যে পলায়ন বল রাজ্যের মজল। প্রজার মনমুখি রাজ্য রক্ষার প্রবাস উপর, প্রজার মত রাজ্য শাসন শাস্তিরক্ষার প্রবাস মাত্র অবগত। রাজ্য বহিঃপ্রেরা অবগত করেন, প্রজার সমগ্র হেঁটার কাল তাহাদের প্রতিবিধান হয়। অতঃপাতি কেনই বা বালকের জীড়া হইতে পারেন না। ভারতবাসী গবর্ণমেন্টের সম্পূর্ণ প্রসার চায়, মজার পাইয়া আসিয়া থাকে বিশ্বাস করিয়া ইংরাজ প্রজার সচিব সমান অধিকার চায়, ভারত গবর্ণমেন্টে ব্যবস্থাপক সভা অধিকাংশই বিদেশীয় সভ্য কর্তৃক সংগঠিত ভারতের প্রজা দেশীয় সভ্য দ্বারা সভার সংস্কার সাধন করিতে চায়, ভারতের পদ চতুর্দিকে বেরিয়া আছে, ভারতবাসী প্রজা প্রবৃত্ত সৈন্যের প্রবৃত্তি প্রবৃত্ত হইয়া বহিঃপ্রেরা প্রবৃত্ত করিতে চায়। ভারতবাসী উপস্থিত ও অশিক্ত হইতেছেন, ইংরাজের শাস্ত্র, ইংরাজের ব্যবস্থা ইংরাজের ভাষা পাণ্ডিত্য লাভ করিতেছেন ইংরাজের দিকট আধীনতা ও অবলম্বন শিখ করিতেছেন—অতঃপাতি ইংরাজ প্রজার সচিব সমান অধিকার পাইয়া রাজার মজল, রাজ্য মজল ও প্রজাবর্গের মজলের জন্য আত্মশাসন অবলম্বন করিতে চায়। ইংরাজ কর্তৃত্বের যথেষ্টাচার আর বাহ্যে তাহাকে উৎসাহিত হইতে না। ইংরাজ রাজ্য আর বাহ্যে প্রভেদকালের প্রভেদ না থাকে, কলিকতা পার্থক্যনীতি আর বাহ্যে ভারত শাসনের মূল বেলে বর্তমান না থাকে, তাহাদের প্লিমথামগণ আজ তাহাদের জন্য যে আন্দোলন তুলিয়াছেন। একি বালকের জীড়া ১০০০ বছর আগে সন্বেত হইয়া কি হেঁটার করিতে আসে? ইতিহাসের সত্যপ্রাপ্ত করিয়া বহু বাইবে প্রজা সমিতি দ্বারা আত্মর করিতেছেন না, অনর্থক মাথ বকাইবার জন্য সময়

রিভেডেন না, ছুইচারি জন পার্শ্বপক্ষ স্বা-
নব, দী শিক্ত -াজারি প্রাচীন, তজ্জক
তিয়া ইংলণ্ডের প্রচার অক্ষবণ করিতেছেন না,
কল্প ভারতের ভবিষ্যৎ আকাশ মেঘমিষ্ট
রিয়া দিতেছেন ভারত ইংরাজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত
ভক্তি স্থাপন কবিতা দিতেছেন, ইংল্যান্ডের মতিমা
মগ্র সভাসমাজ, সভাকৃতি ও সভা রাজ্যের
ধো ভেরিরবে ওচাস কবিতার উপাস শেখি ত-
জন। ইংরাজ। প্রজা-মিতি ভোম, রুট কী
ভাগ্যরাই দুশাসনর জয় চক।

পুস্তক সমালোচনা ।

পারিবারিক চিকিৎসা বিধান । আনবা এই
পুস্তক খানি পাঠ করিয়া বড়ই ঐতিমাত্ত করি-
ন। পলিগ্রামের হরিজ পরিবারের মধ্যে পীড়া
ইংল প্রায় অনেকট ভাঙার ডাকে না। যে
কোন প্রকার স্বব হটক না কেন অগ্রে ভাঙা
ইংলইন প্রয়োগ করিয়া স্বর বনন করিতে যায়।
যাব কোন প্রকার পীড়া হইল প্রায়ই ভাঙার
মিষ্ট হইয়া ভগবানের উপর নির্ভর কবিতা
গকে। কে ন কোন ভানে ভাঙার বৈদ্য একে-
গারেই মাই। ছাত্তিয়া কবিতাজ যমদুত্তর
গায় সকল গৃহেই সর্জনাল করিতে থাকেন।
ইই সকল ভানে বাহার একই রাজাল। লেখা
গজা জামেন উভাধের গৃহ "চিকিৎসা-বিধান"
ভের নায় ব্যবহৃত হওয়া উচিত। এই পুস্তক
খানিতে এলোপ্যাথিক মতে পারিবারিক চিকিৎ-
সার ক্ষমতা বিধান আছে। লেখক বিশেষ যত্ন ও
গরিজন স্বীকার করিয়া ইহাকে সাধারণ হুতির
উপযোগী করিয়াছেন। পুস্তকখানির মূখ্য কিছু
মহিক বলিয়া বোধ হয়। যদি হরিজের উপ-
কাবের জন্য এই পুস্তকের মুক্তি হইয়া থাকে
হবে হরিজের বাহাতে অনায়াসে পাঠ করিতে
পারে সেরূপ উপায় করা লেখকের কর্তব্য।

বেদব্যাস—প্রথমভাগ ২য় খণ্ড । অনেকগুলি
ভাষিক পণ্ডিত এই পত্রিকাখানির লেখক।
ইহা সবজীবনের মায় একখানি উচ্চের মাসিক
পত্র। দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারিলে
বেদব্যাস হিন্দুসমাজের তিতর বেদব্যাসের মায়
কার্য করিতে পারিবেন।

তত্ত্বমন্ত্রী—একাদশ সংখ্যা । ধর্ম, নীতি,
এবং সমাজ সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা। এই
সংখ্যায় তত্ত্বকথা, মীমাংসা, সমাজ ও নীতি,
আনরা মন্থা হইব কবে। একগুটি বিষয়ের অর্থ

লেখা আছে। তত্ত্বমন্ত্রী অনেক তত্ত্বের কথা
প্রকাশ করিতেছেন।

সতচরী—জাহ্নবী—বিজ্ঞানমর্পণ । (মাসিক
পত্র জীবনের পাত্ত কর্তৃক সম্পাদিত) এই
মাসিক পত্রিকাখানিতে শিকার আনক বিষয়
আছে, লেখা ও চন্দ্র। আনরা ইহার দীর্ঘজীবন
কামনা করি।

মহাখণ্ড মেস। ছুট-ব না ।—জিপিগ্রন্থ চক্র
বর্তী প্রণীত। এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানিতে বিশেষ
মহোদর রূপক বর্ণনা করা চটয়াছে। লেখাটী
মজ্জা হয় নাই। ইহা পাঠ করিয়া যদি একজন
মাতালেরও চৈতন্যোদয় হয় তাহা হইলে অমর। ও
লেখকের সহিত আপন মিগকে ধন্য আন করিব।

উত্তরদেবপৌর সমাচার ।

সপ্তম ২০এ জুন। আগামী ১লা জুলাই পলিগ্রামের
সভা। মর্কট চইন।

পারিস ২০এ জুন। কংসী রাজসংগীত সান্ত্বন্যের কংস
চইতে দিতা হুত কংস দিব্যক অচমট কংসী সোমট সভার
পল চটরকে।

সিদ্ধি ২০এ জুন। কংসীসিংগের কংসভাষ্য পয়ানেক
কবিতার জন্য যে কংসভাষ্য নিউ চিরাই চম বীপে গিয়া হল
প্রহা করিয়া আসিয়াছে। তাহার অর্থক সেনে কংসীগ ঐ
বীপটী তবত কংস কংস মর্কট, অর্থক ঐক্য কংসীর অর্থক
এ কংস দেবনা কংসে মর্কট কংসীগেগ উপল বীপগামী কংসের
অভাচার মধ্যমে যে সমস্ত কথা বাট চটরকে হল, তাহা প্রকৃত
বলিয়া ভক্তি বীকর করিয়াছেন।

সপ্তম ২০এ জুন। অবা পলিগ্রামের মহাসভা সভা হইল।
মহারাজীব মর্কট চইন চমসমর কর্তৃক পট্ট চইন। ভক্ত
বলন কংস অর্থক মর্কট দিব্যের মীমাংসা কংস অর্থ-
ক একটি মর্কট পলিগ্রামের পট্ট কাবোর প্রস্ত চটরকে।
এই প্রস্তা ইংলভাসী কংস দাবের কি মর্কট আনবার জন্য
বর্তমান পলিগ্রামের ভক্তি করা হইল।

২০ জুন ২০এ জুন। উক্ত হয় যে, ইংলভের সহিত সমস্ত মৈরি-
মিক রাজার সপা মধ্য দিব্যক আছে। জীস ও মূলগেদিতার
গাপারের নির্ভর্যবে মীমাংসা চটরকে। সেনের সহিত একটি
বাণিজ্য দিব্যক সহি স্থাপন চটরকে।

মসরীর বাপারের সন্তক অনেকটা ভাঙা হইয়াছে। ব্রিটিশ
সেমাংগো কংস চটরকে এবং সৈন্য সমুদ্রক মসরের মর্কট
সীমার মধ্যে আনয়ন করা চটরকে।

১৮৮৬ সালে ভারতীয় এবং উপনিবেশিক প্রদর্শনীতে
লোকের যেকোন আগ্রহ লেখা যাইতেছে তাহাতে পট্ট স্থা বার,
সাত্রাজের সকল দিকটের লোকের মধ্যে পরস্পরের প্রাণ
গভীর মর্কট সাত্রাজটিকে সূত্র মধ্যমে বন্ধ গাপারকে এবং
উত্তরোত্তর সেই মর্কট চটরকে চটরকে।

২০ জুন লেখা মহারাজী প্রার্থনা করেন যে, মূর্ত্তন পলিগ্রা-
মের প্রজাধের মধ্যে শান্তি ও সম্ভাব বাধিত করন এবং
সাত্রাজের একতা চটরকে করন।

সপ্তম ২০এ জুন। সাত্রাজের সহিত মর্কটের আনয়ন
হইল। এখানে ভিন যৎপরোন্মত্ত সম্মেলন এবং আনয়ন
সহিত অভ্যস্ত হইল।

কমিটিসিং পল ২০এ জুন। কবিতা পোটিং কংস
হইল যে, কংস অলেকক গাণ কংসের সাত্রাজ কংস
সূত্র করিয়াছেন এবং তাহার প্রাণের জন্য উহা
অনুগ্রহ করিয়াছেন।

উত্তরদেবপৌর কংসভাষ্যের যে দাব্যপত্র প্রকাশিত চট
হাউ সেরি চটরকে। "উত্তরদেবপৌর আনয়ন" প্রকাশ পলেন।

সিদ্ধি ২০এ জুন। অষ্টীয় এবং কংস গংগামট চটরকে
বলিয়া পট্টকরাছেন যে মূলগেদিতা মধ্যমে ভিন একা ভো
কংস কাবলে তাহা তাহার অনুমোদন করবেন না।

সপ্তম ২০এ জুন। বর্তমান পলিগ্রামের চটরকে চটরকে, এ
বলিয়া রাজকীয় দাব্য প্রচারিত চটরকে। "অ মী
আপট্ট মূর্ত্তন পলিগ্রামের আনয়ন চটরকে।

কোম্পানির বাগডেল ময় ।

৪ টাকা চতুর্থ কাগজ	২৭
৪৪০ ১৮৭ (১৮৮)	২২—
৪৫০ ১৮৭ (১৮৯)	১০১৮—
৪৬০ ১৯০ (১৯০)	এ এ

কলিকাতা ।

কলিকাতায় কি মফঃস্বলের স্থান স্থান যে প্রা
রের হুত বিলীত হয় তাহাতে হিন্দুর আর ভিন
ফাকী থাকেন না। উক্ত হুত অয়েল মামক এ
প্রকার তৈল ওচর্ক ও ভাগ ও হুতের অংশ এ
ভাগ মাত্র থাকে। এই নিমিত্ত হুতে হিন্দু ও অর্থ
ও বর্ধ হুইয়েরই বিলকণ দানী হুইতেছে। ত্রা
পণ্ডিতেরা অনেক গৃহজাত গকাহুত কির বাক
রের হুত ব্যবহার করিতেছেন না। বাকরা চম
নিজের কথা জাট ম না বাকরা এই হুতে ই
কাল পবকাল নষ্ট করিতেছেন। হিন্দু যেম
হুতের ব্যবহার করেন এমন আর কোন জাতিই মর্কট
হুত উভাধের এক প্রিয় সামগ্রী যে "হুতভী
হুতোজদ্" বলিয়া উভাধা হুতের আচার মান
কে অমান্য করিয়া থাকেন। হিন্দুর বাগ স
ক্রিয়া কাও বেগুজা সকল বর্ধ কর্তৃক হু-
প্রয়োজন। এমন একটি পদার্থ বাহাতে কলু
না হুইতে পায় তজ্জক সিমসন সাচেবের চে
করা কর্তব্য। শুধা যায় সিমসন মীমাংসা
যদি উপস্থিত হুতে হিন্দুর আস্থা মর্কট কর ত
বিশেষী ভেলু আকিসার কখনই বাজালীর অ
রক্ষা করিত পারিবেনা। যদি উভাধের কথা
তিতর মেল ভাব না থাকে তবে আনরা সি
সনের বাক্য অনুমোদন করি। বাজালীর অ
রক্ষার জন্য বাজালী কর্মচারীই নিযুক্ত ক
কর্তব্য। বেশ অবস্থা ও প্রকৃতি ভেদে মধ্য
আস্থা ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে রক্ষিত হয়। সিমসন
বাজালীর আস্থা বাক্য অপাবক হন উভাধের
একজন দেশীয় কর্মচারী নিযুক্ত করা মিত
কর্তব্য।

ବିବିଧ ସଂବାଦ

ଆଜ୍ଞାତ ଚର୍ଚ୍ଚି ଏକ ଲଙ୍କାତ କାହାଣୀ କେନ୍ଦ୍ର କରିବା-
ର ଆଦ୍ୟରେ ଏକକାଳେ ପଦ୍ୟର ସ୍ଵର ବାଦ୍ୟର ସ୍ଵର
ପଡ଼ି ଯାଏ ।

অন্যদৰে 'মিত্রআলা'নৈৰ সংস্কাৰত লিখিয়া-
ন লিগত টে আৰাধ্য শুক্লবাত দুগুণীৰ অমৰ্গত
সৈন্যপুৰুষৰ জমিদাৰ দ্বিত প্ৰকাশচক্ৰ নতুবা বাতা-
বৰ স্টে-প্লি একজন কৰ্মচাৰী হ'ল। হইলাছে।
প্ৰকাৰে যে এ কটা পাত হইল। তাৰ। কেই
নত পাব ন। পুলিছ কৰ্ত্তকী তাৰ অসুস্থান
হৈছে।

[illegible]

১৯৭৭ খ্রীঃ আমীনের পীড়ন উপসম হয় নাই।
 ১৯৭৮ খ্রীঃ ঊষার সৈন্যাদায়ক গোলাম হাটখোর
 হাক বলিয়াছেন ঊষার মৃত্যুর পর ঊষার বাসী
 ৫ সাতশতাব্দের সিংহাসন প্রাপ্ত হইবে।
 ১৯৭৯ খ্রীঃই বলিয়াছি আমীনের পীড়ন সনা
 ১৯৮০ খ্রীঃই তিন তিন আত্মিক তিন এককর ভাবনা
 ১৯৮১ খ্রীঃ।

রাজ্যের সত্য নাকি বেশ চমকিত হইল। সত্যের
 কণ্ঠস্বরের চেহারা হইল। সেজন্য। সত্য

বসিবার বিশেষ আবশ্যক হইলে সভার। বসিবার
পরামর্শ দিতেকার গুণের প্রাধান্য করিয়া
কাঁড়িয়াত করেন। এইরূপেই রাজ্যের ব্যয়
সংক্ষিপ্ত সম্পন্ন হইবে ।

এরকমের খুব হুড়ি হুড়ি গিগা:হ এগার
আটস পানা ভাল কই'ম। ঘেরপ কুমিকা দেখা
যায় তাকাত্তে সাধারণ চাবের ও কোম কতি
হউসেন।

বাক গবর্ণমেন্টের উপর দুইনত দাবী পড়িয়াছে।
খিল ভাড়াতে মতঃ ১৬ টী দাবী প্রীকার কবেন।

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট জিলাগরের সভাপতিতা ও সন্মানে
যে বনাক্স-সৌদ কার্জন লকার্ট'ক কারা ক্রয় করিয়া
রাখে মাউ। সিংহাস্ত ডাকাইত খাজাৎ পাতি
লকার্ট ও তাঁহার বলবলকে অস্ত্রদ্ধ করিয়া রাখি-
য়াছে। লকার্টের বিজ্ঞান ও তাঁহার মিসনেব সমস্ত
সম্পত্তি উভারা লুণ্ঠন করিয়া লইয়াছে। অপরুদ্ধ
ভৈরা লকার্ট ও তাঁহার বালক খাজাত হিংসর
মিকটে পরিমিত আধারাহ ও পাটতেছেন না।

জান্মিণিতে একটী ভুল ধম গার আছে। বাণি
বের কিয়দূরে জুলিয়স টাউমারে এই ধম গার
স্থাপিত। ক্রান্স হইতে কতি পূরণের হিসাবে
জান্মিণি সময় সময় বে অর্থ পান সেই অর্থ আস
কিছু-ত বায় না করিয়া রাখায় রাখায় জুলিয়স
টাউমার প্রেরণ করা হয়। বাবোয় বিভাস্ত
বিপদের সময় ভিন্ন অল্প সময়ে এই টাকায় হাত
দেওয়া হয় না। ইহার রক্ষার জন্য কয়েক জন
উচ্চ পদস্থ ব্যক্তি নিযুক্ত আছেন। ডাকাতের
প্রত্যেকের এক একটী করিগা নুতন প্রকা'র
চাষি থাকে। দুইটী চাষি একত্র না করিলে
ধন্যগারের দ্বার খোলা যায় না।

এটো পর্ব্বতের অগ্নি ৭৮৩ আঁকু তইয়াহু ।
অ-ষ্টাশিটার কোন কোন পর্ব্বত ৩৩ অগ্নি ১১০০
করিতেছে ।

পাইনিয়ার বংশ—বাদকসিমন কর্তৃক কর্ণেল
লফোর্টের অ-রোহের সনাতন নিষ্ঠা শুদ্ধ মনুষ্য
লফোর্ট বাদকসিমনের রাজ্যে গিয়া রসদ চাওয়া
বাদকসিমন আনীরের কোন অসু-তি বা পাহারা
রসদ বেগাইতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু
উদ্ভাৱের সন্ততি সম্ভাব্য করিতে কোন ক্রটি
করেন নাই। লফোর্ট তৎপন্ন অকণাৎ আনিয়া
বিশ্বকণ আভারাহি পাইয়াছিলেন।

কেহ কেহ বলেন অত্যধিক ভাষ্যক ব্যবহার
করিলে লোকের বর্ণন শক্তি হ্রাস হইয়া যায়।
বিশেষত অতিরিক্ত ভাষ্যক ব্যবহার করিয়া লোকে
অন্ধ হইয়াছে। ভারতবর্ষে ভাষ্যকের ব্যবহার

কম খেতে, কষ্ট ভোগে খাইয়া কাছাকাঠে
হারা ভাইগে দেখা যায় মাই।

একথা নিঃসন্দেহ যে দেশের যেকোনো অংশে
সমৃদ্ধ চৌনেদে বৃদ্ধি আসবে, বিশেষ করে গরুর
হইতেছে। চৌনের দ্বারা নিত্যই লাভ হইয়া
উঠিতেছে। রূপ একই স্থানে বৃদ্ধি বোধনা না
করিতা আর কি করিতে পারেন? চৌনের ১৫
হাজার সৈন্য মানচিত্রবিদ্যায় জ্ঞান আকিসাব
কর্তৃক চিহ্নিত হইতেছে।

গণেশ্বর ঠাকুর সাংসদ বিলাতের উইগনোর
ক্যান্সলে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। সেখানে ভার-
তের ষ্টেট সেক্রেটারী ঠাকুর মহারাজী ভারত
খবর নিকট পরিচিত করিয়া দেন।

মিঃ ডব্লিউ এলি প্রভাবনাথ, সি, এস, জে
নামের জন্য গ্রীষ্মকাল সত্বর সমাপ্তি হইয়াছে।
ব্যাকুলতার কোন সহযোগী কীভাবে পাঠ্য
গণকে উপদেশ দিয়াছেন যে তাঁহারা যেন ধার
কাঙ্ক্ষাও সংবাদপত্র না দেখেন। তারদ্বারা সকল
বস্তুই ধার বিলে ফিরিয়া পাওয়া যায়। সংবাদপত্র
ধারে বিশেষ সকলের নিকটে মূল্য পাওয়া কর্তব্য।

একজন আরব ৫০ জন সৈন্য একত্র করিয়া
মাধি হইয়াছে। বিজ্ঞানী মাধি জেতার নিকটে
টেলিগ্রাফের তার কাটিয়া দিয়া বিলক্ষণ উৎপাত
করিয়াছে, তাহার একমল তুর্ক সৈন্য পদাঘাত
করিয়া উৎপাদিত কিছু বাড়বাড়ি করায় আব
একমল তুর্ক সৈন্য কামনাকন নামক একজন
সেনাপতির অধীন হইয়া বিজ্ঞানীদিগকে আক্রমণ
করে। তাহার মধ্যে অনেকই মৃত হইয়াছে।
বিজ্ঞানীদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য সাত জনের
ছিন্ন নস্তুক জেতার দুর্গদ্বারে সাত খানি তরবার
উপর বসাইয়া রাখা হইয়াছে। নূতন মাধি ৭০
পাউন্ডার ছন্দ কি না জানা যায় নাই।

পারিসর রাজ্য বাণীতে লেনার নামে একটি
সুখ পক্ষি ছিল। একশত ডিম বৎসরে তাহা
যুত হয়। ফালেও বনটা গঙ্গনটে তাহার চক্ষ
উপর উল্লিহ হইয়া পতন প্রাপ্ত হইল। বনজ
স্বতন্ত্র সত্ত্ব প্রকুর অধীনে থাকিয়া সে এরূপ রাজ্য
নৈতিক শিক্ষা লাভ করিয়াছিল যে উপদে
ষিতেও ক্ষান্ত হইত না। কখন কখন একক
বিজ্ঞ রাজনীতিজ্ঞের ন্যায় কথাবার্তা কাহা
বলন চলিতের রাজ্য কাণ হইতে কেহ কে
কথা শিখাইতে গেলে সে শিখিত না।

বাবু যত্নে পাল ও রাখানো পাল বিল
 তের ভারত প্রদেশীতে ককত গুলি মৃতিকার গুহ
 পাঠাইরা দিয়াছিলেন । মাডোম টমাস

জামালপুর জেলি যেমন হাজার একশত মাকি
বিশেষকণা কোন অংশে মূল্য নহে।

জম জুইয়ের মকদ্দমা যুক্তের মাজিষ্ট্রেটের
চারারাম রহিত্যে। জামালপুরের কটোর
হেবলস বেনীয়া কালি কিরিচী পর্বা ও জুইয়ের
ক অবলম্বন করিয়া "হু" মৃত্ত তত্ত্বের পরিবার
নতান্ত করিয়া। উকিল দ্বিগ্ন মকদ্দমা চালাইবার
জনতা ভাষাধের নাই। জামালপুরের মজানী
জ লোক গণ যদি নিশ্চিত থাকেন তবে বাস্তব
কই লজ্জার কথা। বহুতে মৃত্তগতির পক্ষে
কজন উপযুক্ত উকিল নিযুক্ত হইয়া মকদ্দমা
লিখে পারে সেখানক চেষ্টা করা জামালপুর
যুক্তের বাজানী ও চিন্তাবানী ভিত্ত লোক
গণের অবস্থা কর্তব্য।

উইল্ট সাহায্যের একটা বুদ্ধিমান জুজুর
কথা শুনা গিয়াছে। রেলের গাড়ি বাইবার সময়
গার্ড একখানি "স্ট্যাণ্ডার্ড" ন মক সংবাদ পত্রিকা
ভিত্তি হন একস্থানে ফেলিয়া দিয়া বাইত। উকিল
জিত্তি জুজুরী প্রতিদিন সেই স্থানে বসিয়া
পড়িত, এবং কাগজ খানি পড়িলেই মুখ
রিয়া লইয়া গিয়া প্রভু ক মিত। একদিন গার্ড
ল জম স্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকার হু মে আর একখানি
ত্রিকা ফেলিয়া দিয়া ছিল। জুজুরী সে পত্রিকা
খানি যথা স্থানে ফেলিয়া রাখিয়াছিল। প্রভু
যদি পত্রিকা বা পাইয়া গার্ডকে পত্র লিখে।
জমস্থানে ভাষা যায় তুল জমেন অত্র পত্রিকা
গার্ডেই জুজুর নবির কাছে লইয়া যায়
হই।

জলভাষা জাতিবারের একটা তত্ত্ব সিংহ শিকার
রিয়া আশ্রয়। সময়ে সময়ে শিকার করিতে
গয়া একমাস কেত বাস কাল জলভাষা অভিযাত্রিত
বেন। রাজকুমারী শৈলবে একজন সারকস্ চতু-
রারের নিকট কস্ত শিকা করিতেম। তিনি
জাতি কি হাড়ির উপর একজন মস্তব্যাকে দাঁড়-
রাইয়া নিজে ভাষার অস্ত্রের উপর উঠিয়া সজ্জা
য ও বস্তি চালনা করিতে পারেন। মস্তব্য
জিত্তি, জীর যারিতেও তিনি পুখ পুই। আবার
মস্তব্যাকাত্তেও কম নহেন। সম্রাতি ভাষার লিখিত
ত্রিকা নামক একখানি পুস্তক বাহির হইবে।

আবার একজন শৌর্য প্রচারক বলিয়া-
ন—অশ্রু ভর করা ইংরাজের পক্ষে বড় সহজ
পার হইয়াছিল কিন্তু অশ্রু রক্তাভেই ইংরাজের
মম হয়। বহুই ইংরাজ অশ্রু অধিক সৈন্ত
করিতেছেন ততই বিজ্ঞোষের হৃদিত হই
ছে। অশ্রুশীঘ্রেরও খুব মধু সহজ—বিজ্ঞোষী

দল একশর বেশ স্তূর্ণ করিয়া পলায়ন করে
ইংরাজ সৈন্ত আ সরা স্তূর্ণ করিতে যায়। যাকি
থাকে তাহাও স্তূর্ণ হয়। যেতকে বাস কাটরা
লইয়া গেলে বাহা অবশিষ্ট থাকে কীটে ভাঙা
প্রাস করিয়া হুজব করিত কেত মস্তব্যাক পরিণত
করে।

ভেটনমান বসেন—রাজ রামশঙ্কর সেম গবর্ণ
মেন্টের পেন্সন পাইয়া বিকাসিত মজারাজের প্রাট
বেট মোক্কেটারী পদে নিযুক্ত হইবেন। রাজ রাম
শ র যেমন উপযুক্ত লোক কাচার জেমনি মধ্যমা
হওয়াও আবশ্যিক।

টিকারী রাজা লইয়া শীত আশ্রয়তে মকদ্দমা
উঠবে। মৃত্ত মজাবানীর আনীর সতিত মজারানী
কিরিচি অস্ত্র ছিলেন। এই সময়ে মজারানীর
রাজা কোর্ট অব ওয়ার্ডের ভবন যায়। মজারানীর
আনী এখন নিজে "গার্ডেন" অর্থাৎ বাবালকের
অভিভাবক ও অলি হইয়া টিকারী রাজার ম্যানেজার
হইতে চান।

জম বাত আনীর জোশন বেঙ্গল কান্ডাল
লোপ যোগ দিতে অস্বীকার করায় গবর্ণমেন্টে
জাতিকে বাধ্যশক সত্বর স-১ পদে নিযুক্ত করিয়া
জেন। এ জমরব সভা হইলে বড় আশ্চর্যের
বিষয়।

মজারাজীর রাজ্যের পঞ্চাশৎ বৎসরকাল অতি
যাকিত হইল। গত ২১ এ জুন এতদুপলক্ষ্যে চানে
জমেন মতোৎসব হইয়া গিয়াছে। অনেকগুলি
আকিস ও আশ্রয়ত বহু হইবার কথা ছিল। কি
কারণে ভাঙা ভয় নাই ভাঙা জামা যায় নাই।
যদি এই পঞ্চাশৎ বৎসর রাজত্ব কাল অরবীর
করিয়া রাখিবার প্রয়োজন হয় তবে এ বৎসরে
ভারত গবর্ণমেন্ট ভারতবাসীকে একটা মৃত্ত উপ-
চার প্রদান করুন। সেমাপ্রদত্ত সৈন্তজেনীতে
প্রবর্তিত হইবার জন্ত ভারতবাসী অনেক দিন হইতে
চেষ্টা করিতেছেন। এইবেলা সেই উপহারটা
প্রদান করিয়া গবর্ণমেন্ট ভারতবাসীর হৃদয়ে মজা-
রাজীর পঞ্চাশৎবৎসরের রাজত্ব স্মৃতিভুক্ত প্রোথিত
করুন।

কুব কন্ট্রোলিংমাপলে তুরস্কের সহিত বহুতাব
স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়া বিফলপ্রসন্ন হইয়া-
ছেন। তুরস্ক ও পারস্যের সার সহিত হুয়াতা
জানাইতে গিয়া বার্ষিক্যম হইয়াছেন। তুরস্ক
বৎসে কুব মজ, পারস্য বৎসে কোম মজ আবার
বাজা আক্রমণ করিতে পারিবে না। কুব আবার
সম্মার আছে।

সার লিপিগ প্রিন্স হলকারের মৃত্যুর পর

ইন্ডোরে বিয়াছিলেন। একবে ইন্ডোর হই-
সিদ্ধিয়ার পরিবারবর্গকে লাভ্য করিবার জ
গোয়ালিয়াতে আসিয়াছেন।

গোয়ালিয়ারের নিকট ললিতপুর ও ক.নি
অমতিদূরে জুজুর সিং নামক আর একজন ডা
ইত উপাত্ত করিতেছিল। গোয়ালিয়ার বর
রের সৈন্তের সহিত জুজুর যুদ্ধ ভয়, যুদ্ধে ভাক-
গাপতাগ করিয়াছে। বহু মর্জন সিংএর অপ
বল সিং ও মজাজর নামক আর দুই জন সবা
ছিল জলির আশ্রয় খাটরা ভাঙারও পক্ষ পা
রাছে।

মহাবাজ হলকারের মৃত্যুত ওই কালার শো
চিহ্ন দারণ করিয়াছিলেন। এতদিন মৃত্ত যাকি
সম্মানের জন্ত রাজার কাব কর্ম সমুদায় বহু ছিল
আমরা এই সংবাদে সুখী হইলাম। বেশীত রাজ
গণের মধ্য পরস্পর সৌহার্দ্য থাকে ইহা অ
দের একান্ত প্রার্থনীয়।

ভগলীর সেসম জজ রাম পোনি বসেন উকি
নোকারগণকে আশ্রয়তে চেগার ম্য দিবার
প্রস্তাব ভয় তিনি ভাষার কর্তা নহেন। বিবি
কর্তা ভট্টন এ বাড়ুলের কম্পনা বাহার মস্তি
উদয় হইয়াছে জাতিকে বেখিল আমাদের ম
হয়।

মাগপুর নেট্রাল রেলওয়ের কথা আর
পালি'য়ামেন্টে সত্য উঠিয়াছে। গবর্ণমেন্ট কি
যারকার প্রস্ত হওয়ার কম্পনা এখন কার্যে পা
গত হইতেছে না।

বেনজোব রাজা লইয়া দুইটা প্রতিদ্বন্দ্বী ত্য
বিবাহ আরম্ভ করিয়াছেন। একজনের নাম টা
সিস, আর একজনের নাম মালিওটোয়া। জ
নেরা টানসিসের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন
আমেরিকান ও ইংরাজেরা মালিওটোয়ার প
পোষক হইয়াছেন। জার্মানরা আপিয়াতে এ
বল সৈন্ত প্রেরণ করিয়াছেন। আমেরিক কম
মালিওটোয়ার রাজ পতাকা উজ্জীম কর্ত্তার নিমি
প্রোটেক্টরেটের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন
মকিণ ভারতে ইংরাজ ও ফরাসী জাতি দেশ
রাজার রাজা লইয়া বে বেলা মেলিয়াছিলেন এ
সেই বেলা। বেনজোবের রাজা এবার মস্ত কর্ম
না হয় আমেরিকান এই দুই জাতির মধ্যে এ
জাতির হস্তগত হইবে।

জনরবে প্রকাশ যে মাক্কেজিলায়েলের শো
নামক জাহাজ মৃত্ত ৭ শত গজাঙ্গুর মাজী জু
গিয়াছে। সমাগার কতদূর সভা এখনও জ
যায় নাই।

ଉପର କଲିକତା ଟେକନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ
 ଲକ୍ଷ୍ମୀବିହାର ଗ୍ରାମ, ଗିରିପାଲ ଗାଁ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ -
 ପୃଷ୍ଠା ୧ ।

প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক গফরাউল হক
লালবাগ মুন্সি সেন্ট্রাল কলেজের অধ্যাপক
এম বিহারী চৌধুরী।

প্রাণ ।

॥ हेः राज्ञः राज्ञः किं भाषितमस्य नमः ॥

গণরাজ্যে লোক স্তম্ভী থাকিত; প্রজার গণ হ'উক
 বনবাসীর গণ হ'উক সেই সুখবর—রাজ্যের অবস্থা
 কঠী প্রধাম কারণ ছিল। 'প্রজাপীতম' বর্জমান
 কিরা সে রাজ্যের স্থখ সৌভাগ্য বিস্তার হওয়া
 সম্ভব নসম্ভব কথা। স্বতঃ ২ বানরাজ্যের অধিপতি
 বলা প্রজাপার্শ্ব বনোপাত অভিপ্রায় সুখিয়া
 পার্য করিতেম। বলা বাটতে পার্য রাজ্য অধীন
 হ'লোকে উহার অতিপ্রায়বীনে থাকিবার আব-
 শ্যক, এ সম্বন্ধে কুলল প্রব মতে। উহারে বেশ
 রাজ্য উৎসব যায়। বনজমকে লইয়া যে অধী-
 তা সে অধীনতা রক্ষা করা অসামান্য কার্য।
 গঠন কর ব্যবস্থা কর, ব্যতীতের প্রতি মিত্রপ
 করিতে অবশ্য। অত্যাধিক একবার জিজ্ঞাস্য করা
 উচিত। যদি প্রজার জন্য রাজ্যের আবশ্যক, তবে
 তাহা কি প্রজার হিত হেথিবেম না? না হেথিবেম
 তহি কখনই রাজসিংহাসনে বসিবার উপযুক্তপাত্র
 নহে। উচ্চাসনে বসিয়া কমতা হীন লোকের শাসন
 সম্ভব পরাইবার জন্ত ত রাজপদ সৃষ্টি হয় নাই।
 যদি বনজমকে অধিকার করিতে পারেন তিনিই
 রাজ্য। আমি প্রজার ন্যায় কার্য করিব, যখন তুমি
 আমাকে তোমার অধীন পাবের আশা দেখাইতে
 পারিবে, এবং সেইসময় তোমার শাসনকার্যের
 উপযুক্ত বল জন্মিব। তখন তুমি আমার প্রতি
 আমার মিত্রের বিচারের তার রাখিরা কার্য
 করতে পারিবে। আমিও অপরাধী হইলে
 আমার উপস্থিত হইরা উপযুক্ত হও প্রবণ করিব।
 কিন্তু অগ্রে তাহার সোপান নির্মাণ না করিলে
 কিছুই করণে পরিণত হইবে না। প্রজাগণকে
 যে চোরবার ধরা পড়িতে হইবে এমন কিছু কথা
 নহে, আমি প্রজা হইবা তোমার (রাজার) প্রতি
 সম্প্রদান করিতে পারিলে তোমার উপর কি
 তোমার অধিপত্য নাই? প্রজাকে বুঝাইয়া লই-
 যার কমতা না হওয়া রাজনীতির বহির্ভূত
 কার্য। আশ্বাসন প্রদানী প্রভৃতি কার্যগুলি
 রাজ্য পরিপোষক সাহায্য নাই।

পুত্রের প্রতি তার মাঝিরা কার্য করিলে
শিখার আধিপত্য অথবা ন স মর মর্যাদা লাভ
কর না। আম্রাবের মতামতি ইংরাজ এই
বুজি উত্তম বুঝিগাছেন। আম্রাশাসন প্রণালী দ্বারা
নাটগণ প্রজাবর্গের আধীনতার দৃঢ় ভূ মর্যাদা দিরা-
ছেন। উদ্ভূত বক্তৃতা দ্বারা তাহাতে ব্যতিক-
অতি প্রার ভাল বলিরা অল্পমিত কর, কিন্তু আম্র-
শাসন প্রণালীর অন্তর্বিধিই অর্থ চলি যে কি, তাহা
কার্য না দেখিরা এখন আমরা কি বলিব? আমরা
বলন দেখিতেছি অত্র আইনের কর্তব্যাকর্তব্য দ্বি-
বেশীয় শিখার উন্নতি সাধন, চাষ ও ব্যবসা বাণি-
জ্যের উৎকৃষ্ট উপায় নির্ধারণ, আম্রাশাসনের বিচার
কার্যে অপকণ্ডিত স্থাপন, প্রভৃতি আম্রাশাসন
দ্বারা সংকুল হইতে চলিল সেই নিম্নই
আমরা রাজার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া আম্রাশাসন
বলন কতিব আম্রাশাসন রাজ্য প্রজা রক্ষক।
ইংরাজ রাজ্যে যে অশান্তিবিরাজ করিতেছে এ
কথা আমরা বলিতে পারিব না। কেন অংশে
ইংরাজের বিনি একই মত দেখিবেন অন্য কোন
কার্যে হয়ত আবার শতশ্রম মতল দেখিতে পাই-
বেন। আবার যে ইহু আমরা মত বলিরা
লক্ষ্য করি, হয়ত সেইহু পরিণামদর্শিতা হইতে
পারে। রাজ্য কার্যের রহস্য অর্জনশীল
বাল্যালী যে সহজে সব বুঝিরা উঠবে তাহা
এখন সম্ভবপর কথা নহে। ইংরাজের দ্বারা
অনেক বিষয় শিখিরা গুরুমারা বিজ্ঞা একাংশ
করা বাল্যালীর উচিত নহে। তবে ইংরাজ বাহা
শিখাইয়াছেন তাহারই আলোচনা করিতে গেলে
যদি কোন অপরাধ হয় সে অপরাধ না লগাই
রাজার কর্তব্য। রাজা মধ্যে যদি কোথাও অশা-
স্তির কারণ বিজ্ঞান্য থাকে দুখ দুটিয়া বলিলে বাহ
কোন দোষ হয় সে দোষ রাস্তার, প্রজার নহে।
সে দোষ স্পষ্ট একাংশ না কারণে শাস্তিনয় ইংরাজ
রাজ্য অশাস্তির প্রজার পাইবে। সন্যাসনাজে
ই রাজ্যের পক্ষে সেও অপরাধের কথা।

গবর্ণমেন্টে বিজ্ঞাপন

বঙ্গদেশায় লেপ্টন-স্ট গবর্ণ-
রের আদেশানুসারী
নিয়োগ।

ରାଜ୍ୟ ଓ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଭାଗ ।

ভাগলপুরের অহ ধী বেপুচি বা'জারের দ্বিতীয় তলসিই, এই

উন্নয়ন শীঘ্রই নবীকৃত্য বস্তুর চুইতে এই জেলার স্বীকা স্বকুমার
ভার পাইলেন । জরেষ্ট মাজিষ্ট্রেট মিঃ ডি, জে, ব্যাককারসনে
চুইর সময় ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট শীঘ্র ব্যারিকাদা সুখোপাখ্য
স্বাধীনতা সানিয়ার মন্তব্য ভার পাইলেন । বংপুর
অনু দী ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট শীঘ্র শ্যামাকুমার সুখোপাখ্য পূর্ণ
সঙ্গে বনলী হইলেন । পূর্ণিয়ার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট শীঘ্র রজন
কুমার বস্ত বংপুর সঙ্গে বনলী হইলেন । মিষ্টর বে ব্যাখট, সি
আই, ই, শাহাভের চুইর সময় ২০ পরগণার ডেপুটি সুপারিন্টে
পূর্ণ শীঘ্র এইচ, জে, উইলকিন্স জমিদার পুণিবে ডেপু
কমিশনার হইলেন । পুণিবে ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনের
মিষ্টর পি. এল, টাক, মিষ্টর জে, সি, ডিসে বাহাভের চুই
সময় পুণিবে ইন্সপেক্টর জেনেরদের কাজ করিবেন । অ
ভাগলপুরের ডেপুটি পুণি সুপারিন্টেণ্ডেন্ট মিষ্টর এইচ, এই
জিএস, টাকের দ্বায়ে পুণিবে ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনের
কাজ করিবেন । শীঘ্র রজন্যন সহায়ের চুইর সময়, শীঘ্র
বিরঙাখালী লাল মজারপুরের স্পেসিয়াল সব রেজিষ্টার
কাজ করিবেন ।

विद्यार्णवकाय विज्ञान ।

শ্রীযুক্ত মতিলাল সুখোপাধ্যায় ও বাবু গোবিন্দচন্দ্র সুখোপাধ্যায় ত্রিপুরা কমিশ্বা একলাসের অন্তর্গত মাজিষ্ট্রেট হইলেন।
বাবু উমেশচন্দ্র সেন বাঁকুড়া কল্লুরপুরের একটিং সুপেক হইলেন।
বাবু অমরচন্দ্র সুখোপাধ্যায় মহম্মদাবাদে কামালপুরে একটিং সুপেক হইলেন।
কলিকাতা ছোট আদালতের ডুটী কর বাবু শ্রীনাথ রায়, ২৪ জন বাবু টি, জোনেশ্বর জুজির সম্বিত্তর জজের এবং ৪র্থ জন বিটর এ, ও, ম্যাকগারথ বাহাদুর ডুটীর জজের কথা কারেন। আর বারিটর বিটর ও, বিলি হুজুর জজের পদে এ.ভ.বি.ব. বসু হইবেন। বাবু কিশোরীলাল সেন মতিচাঁরির অতিরিক্ত সুপেক, নিবু হইলেন।

অবশ্যই শিক্ষা বিভাগ—পানবা জেলা কলেজ হেড মাষ্টার বাবু রামকৃষ্ণের আর ভাগলপুরের সেকেন্ড মাষ্টারের সঙ্গে, ভাগলপুরের বর্তমান ২য় শিক্ষক বাবু হুগুমাথ চট্টোপাধ্যায় পাণবা জেলা কলেজ হেড মাষ্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করিলেন। প্রেসিডেন্ট কলেজের মাঝেমেটাটির সহকারী বাবু ব্রজলাল মুখোপাধ্যায় কলকাতার কলেজের অধ্যাপক নিবুজী হুগুমাথের সঙ্গে যোগাযোগ করিলেন। প্রেসিডেন্ট কলেজের অধ্যাপক নিবুজী হুগুমাথের সঙ্গে যোগাযোগ করিলেন। প্রেসিডেন্ট কলেজের অধ্যাপক নিবুজী হুগুমাথের সঙ্গে যোগাযোগ করিলেন।

নংবাদিত্তিরপত্ত ।

कान्ही ।

ଅର୍ଦ୍ଧଶତାବ୍ଦୀ ମନୁଷୀ ହରଦବୀ ମୁନିଃସ୍ୟ ଅସି ଓ ବଜ୍ର
 ମଂସକିତ ମହାତୀର୍ଥସାରାଶରୀ ହିନ୍ଦୁମତ୍ତେର ମତ୍ତମାରା
 ହାସ । ଅମ୍ବଦାତୀ ଅମ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣା ମହା ମୋକ୍ଷଦାତୀ ମହା
 ଦେବ ଏବାମେ ମିରନ୍ତର ବିରାଜିତ । କୃତାନ୍ତ ଭରାଦ୍ବାଜ
 ଏକାନ୍ତ ମରଣାମ୍ବର ଉକ୍ତରାମ ଅଭିଜ୍ଞାବ ପୂର୍ଣ୍ଣା
 ଉକ୍ତବିଜ୍ଞାନ ଗୋଲାମାଧ୍ୟେ ନିହୋଜାମେ କାଶୀନିଳ

রিতেছেন। উক্তার কৃপায় আদি খাদি,
রা, জন্ম, মরণাদি সংসার ব্যতিরিক্ত নোহ-
স্তরা বহু অসংখ্য গৃহবাসী, এবং অসংখ্য বিষয়
সম্বন্ধিত সাধু সন্ন্যাসী অনাগসে শমন
সমন অতিক্রম করিয়া, কৈশিকাদ্য লাভ
রিতেছে। বিবর বাসনাগর্জিত ও কাম-
কাঞ্চনাদি দুরন্ত রিপুর্নিত পার্শ্বের তপাল্য বহিত
পশ্যাতিল্যাবী সাধুগণের ইষ্টাবধানের সম্পূর্ণ উপ-
ক্ৰম এই পবিত্র কালীকৃত, এই পুণ্যক্ষেত্রে
পাশক, কুরুদ্ব্যধিত সনাত্ত দ্বিধিত, অধিকাংশ
জাতী আসিয়া পবিত্র তীর্থকে কুণ্ডবিত ও কল-
কৃত করিয়াছে। হুংধের বিষয় সমাজপুজ্য বর্ণ-
বর্ণ ব্রাহ্মণগণই অধিক পরিমাণে আচার, বর্ণ,
যজ্ঞ ও মহাতীর্থের পবিত্রতা নষ্ট করিতেছেন।
সকল কলচারীর কল্যাণের বর্ণন কবিত্তে
গা হয়, লেখনি সন্নিহিত হয়। শাস্ত্রজ্ঞান
বা ধর্মবিবেক রহিত পাবগণের দৃঢ় বিশ্বাস
বর্ষ শিবগণের বলে কালীতে মরিলেই মুক্তি-
প্রাপ্ত হইবে। এই অন্ধবিশ্বাসের বলেই দূর্গগণ
তীর্থের পবিত্রতা ধর্মের মাহাত্ম্য, নম্রতার কর্তব্য
করিতে পরাশ্রয়। কালেব কি কুটল
তি। সর্বশাস্ত্র কলের গুরুতর সংঘর্ষে, কলি-
জের প্রবল প্রতাপের বিদ্যায় শিখনাথ
পাশ্যাদিগকে পুণ্যক্ষেত্রে স্থানদান করিয়াছেন,
হাই আশ্চর্য্য! সবুল কলত বজ্রধন পানরগণ
কালীতে মরিয়াই যদি মুক্তিতে করে, তবে কলি-
গ্রীব পুরিত ঘোর মরক কাহার ভক্ত ?

পুণ্যতম মহাশ্রমের পুণ্যের পরিচরক ও
পীঠপ্রকাশক এখানে অনেকগুলি অরহত আছে।
শ্রমের পক্ষে অরহত অব্যাহিত। ব্রাহ্মণগণ
মো পরিজ্ঞান প্রত্যহ আহার পান। মধ্যে মধ্যে
ইচারি আনা পাইয়া থাকেন, তৎক্ষণে কুরুদ্ব্যধিত
দেশোলাঙ্কিত সনাত্ত ভাঙিত আলস্য পরায়ণ
শ্রমের সংখ্যা অত্যধিক হইয়াছে। অপদার্থ
সংসার ব্রাহ্মণের অসংখ্য উৎসাহের উপায়
হইয়া, ২৬০ মধ্যে তির্য্যাতীর্থ কেহ কেহ
শ্রমের আবরণে আচ্ছাদিত হইয়া ব্রাহ্মণ পরি-
চরক সাধারণের বিশ্বাস জন্মাইয়া অন্ধবিশ্বাস ব্রাহ্ম-
ণের সমাজে চলিয়া যায়। কিন্তু মিথুনের ভান,
দ্বৈতবোধের প্রকৃত কথা, জাতি সংহত সত্যতা
অধিক দিন চাপা থাকে না, সত্যবাৎ কিছু দিন
দেবেই দুরাচারের জাতি রহস্য ভেদ হয়। এরূপ
টোনা এখানে বিরল নহে। উপস্থাপিত এরূপ
কয়েকটি ঘটনার কালীবাসী ব্রাহ্মণগণ অজ্ঞাত
কালীকৃত ব্যক্তির কথা এখন আর বিশ্বাস না

করিয়া সকলেই একই সতর্কতা অবলম্বন করিয়া-
ছেন। 'কিন্তু এদিক সতর্ক হইলে কি হয়? ইচ্চা-
পেক্ষা আরো আশ্চর্য্য তদানক ঘটনা এখন সং-
টিত হইতেছে। কালপ্রভাবেই হউক, কি দুরিত
দেশের বর্ধিত দুর্কলার ভক্তই হউক না জানি কি
অনন্তনের কারণে হিন্দুর গৃহনন্দা লক্ষ্মীশীলা
অবলা জাতি চাতুরি জাল কাঁদিয়া লোক, ধর্ম ও
হিন্দুর নিকট গৌরব নষ্ট কবিত্তে উদাত্ত হই-
য়াছে। এখন কায়স্থ কিবা তদপেক্ষা নীচজাতিগণ
ত্রীলোক ধর্মের নামে, কালীবাসেব উদ্দেশ্যে এখানে
আনিয়া ব্রাহ্মণ কল্যাণ পরিচয় দিয়া সকল দিক
মজাইতেছে। বাঙ্গালী টোলা সোনাপুবা মতলার
জৈনক সম্রাট ব্রাহ্মণের বাসীতে এক পাটিকার
চাতুরি ও জাতি রহস্য সম্প্রতি প্রকাশ হইয়াছে।
এক কৈবর্ত রমণী রাজী জৈনীর ব্রাহ্মণ কল্যাণ
বলিয়া পরিচয় দিয়া ৬ বৎসর কাল প্রোক্ত ভক্ত
পরিবারের মধ্যে থাকিয়া পাটিকার কার্য্য
করিতেছিল। এ বীর্য্যকালের মধ্যে পালী-
য়সীর জাতি রহস্য প্রকাশ হয় নাই। গণ্যমান্য
ভক্ত ব্রাহ্মণের সংসার এতদিন থাকিয়া পাণ্ডিত্য
কৃত সংসার মজাইয়াছে তাহাব উদাত্ত নাই।
এখন সেই ভক্তলোকের গৃহ হইতে বহিষ্কৃত
হইয়া আধীনভাবে থাকিয়া অজ্ঞান্য ভক্ত
পরিবারের মধ্যে নিভা বাতায়তে বসিষ্টতা কবিয়া
কুলজী মজাইয়া স্বার্থসাধনের অন্য পথ অব-
লম্বন করিয়াছে। পাণ্ডিত্য কি চাতুরী। কি
সাধন ॥ বাঁহুর বাড়িতে ৬ বৎসর পাটিকার কার্য্য
করিয়াছে, তিনি লোকমিমা ভয়ে উপযুক্ত শাস্তি
না দিয়া তাড়াইয়া দিয়াছেন, কিন্তু এখন যেরূপ
ভক্তলোকের সর্বশাস্ত্র করিতে প্রস্তুত হইয়াছে,
তাহাতে কাহারও নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকা উচিত
নহে। সকলেই একমত হইয়া হুঁচারিণী উপযুক্ত
বক্তৃতা একান্ত কর্তব্য। এখানে অসম্মান
করিলে এরূপ ছত্রবেশিনী ও মরাবিনী
সর্বশাস্ত্রীর অপ্রতুল বেলা যায় না। গৃহস্থ মাত্রেই
এখন হইতে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা নিতান্ত
আবশ্যক।

এখানে লিখিত, শাস্ত্রাধ্যাপক ও কমবান
বাঙ্গালী অনেক আছেন। কিন্তু পবন্যর একটা,
সমাজভুক্তি, ধর্মালোচনা একেবারেই নাই বলিলে
অতুক্তি হয় না। এত ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে সমাজ
বন্ধন, সমাজ শাসন, ধর্মালোচনা কি উন্নতি সূচক
কোন কার্য্যের আলোচনা নাই। আছে কি?
হলাহলি। কি ধর্মী, কি পণ্ডিত, কি মনোবিত
গৃহস্থ, সকলেই হলাহলিতে উদ্বৃত্ত! আবার হুংধের

বিবর যে, দমপতিগণ আবার ব্রহ্মমহোপাধ্যায়
'পণ্ডিত' আখ্যায়িকারী ॥ উক্তারা বেন পবিত্র
তীর্থবাসের উদ্দেশ্য ও কর্তব্য এবং শাস্ত্রাধ্যাপক
তুলিয়া, সর্বকণ দলাহলিতে মাতিয়া রক্তমাংস
এদিক জাতিকর্ষ তীর্থের পবিত্রতা নষ্ট হইতেছে
ব্যক্তিচার প্রোক্ত কালী তাসিয়া হইতেছে তৎ
প্রতি কাহারো দৃষ্টিপাত নাই। ইচ্চা কর আশা
পেব বিবর নহে। ব্যক্তিচারী পাণ্ডিত্য সংখ্য
এখানে অত্যধিক বৃদ্ধ হইয়াছে যে, সং ও নোম
তিল্যাবী প্রকৃত কালীবাসী পুজিয়া ৬, ৭
স্বকটিন। প্রকৃত পক্ষে এই তীর্থ ক্ষেত্র এখন বা
বীরগণের বিলাসক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। এক
শোচনীয় অবস্থায় কমবান পণ্ডিতগণ সমাজ
ধর্মের উপেক্ষা করিয়া ইতব'লাকেই ভার ল
হলিতে উদ্বৃত্ত ॥ এটি পরিভাষার বিবর। পণ্ডিত
শাস্ত্রালোচনার উদাস্য করিয়া, আর্থ, ধর্ম
দুর্কশায় কাতর না হইয়া, মহাতীর্থের শিখা
গণের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া, ব্যক্তিচার প্রোক্ত
প্রত্যহ সংখ্যক ব্যক্তি রানি পাপের প্রোক্ত
দিয়া অতুল্য যখন দলাহলিতে উদ্বৃত্ত হইতেছে
তখনকার সমাজের স্বর্থ, ধর্মের উন্নতি, এটি
শাস্ত্রের পুনরুদ্ধার এবং তীর্থের পবিত্রতা রক্ষা
আলা কোথায়? এখানে স্বার্থ-সাধনোদ্দেশ্যে
ব্যক্তিচার পবিত্র অসংখ্যমাত্রা দিয়াই
পণ্ডিতের অতাব নাই। এই কৃত্রিম এবং কুরুদ্ব্যধিত
চাবী 'পণ্ডিত' আখ্যায়িকারীগণের আমবা নম্র
মহা পবিত্রকৃত কবিত্তে প্রস্তুত নহি। বাঁহুর
যথার্থ শাস্ত্রাধ্যাপক, সম্রাটবী ও জমী উদ্যোগিগণ
আমরা অন্তঃস্বব সচিত্ত তর্কিত প্রকৃত করি এ
উদ্যোগের দ্বারা পবিত্র তীর্থক্ষেত্র কল্যাণে
প্রতিধানের আশা কবি। পণ্ডিতগণের মধ্যে
অন্যমন্যাত পণ্ডিতপ্রবর কালী বাচস্পতি ম
শ্রমের উপযুক্ত পুস্তক পণ্ডিতগণের জীযুক্ত
ও জীযুক্ত জয়কৃষ্ণ বিদ্যাসাগর মহাশয়
প্রতি সর্ব পক্ষে আমাদের দৃষ্টি পণ্ডিত ও
উদ্যোগের বিদ্যাব গোবব মান, যণ প্রতি
এখানে প্রস্তুত। পণ্ডিত সমাজে এই দুই মহা
আব ১/৪ বিবর মধ্যে গণ্য মাত্র কমতাপ্র
লোক প্রিয় বাধু সোমনাথ ভাট্টার কমতা
প্রতিপত্তি অনেক। এই মহাত্মার মনোবোধ
যত পাইল কালীকৃত বাঙ্গালী সমাজের কল্যাণ
দুঃপন্থে কলত অপনীত হয়। এতদ্ব্যতীত
অজ্ঞাত বিবরণ বাবাত্তবে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা
বহিল।

কামপুর ।

অত্রা নিউনিসিপালিটির অবস্থা পূর্বাপেক্ষা অনেক উন্নত হইয়াছে । শান্তবর জিহুত বাবু কত্রমোহন বোম মহাপর মহম্ম সেফ্রেটরী পদে তিবিদ্ধ ছিলেন, তখনই ইহা উন্নতির সোপানে দীর্ঘপন করে । তিনি কয়কগুলি সাধারণের পকার জনক কার্য করিতে কৃতসংকল্প হন এবং পত্রোন্নতি, চট্টা, ও কেরম, কিন্তু কিছু দিনের উক্ত মহাপ্রা বিজ ইহার এই পদ ভাগ রিয়াছেন, তিনি এই পদ ভাগ করিতে সাধা- পের অভ্যাস হুগ্ন হইয়াছিল । যে ব্যক্তি সাধা- দিতকামন্য করে সকলে জাগরই তারিহ্র করা করিতা প্রাক । যাহা চট্টক ভংগবে ত্ত কারণে মানক জনৈক ইংরাজ এই পদ অতি- ক্ত হইয়াছেন ; ইনিও মক লোক মহেন । তারও সাধারণ কার্যে বিশেষণ নুতি আছে । কণে শান্তবর জিহুত বোল সাহেব বাহাদুর কনকার ভাণ্ডার । সহরের অবস্থা ও উন্নতির তি ইহারও বিশেষ লক্ষ্য । বোল সাহেব বাহা- রের অগ্রগেহ এবং নিউনিসিপাল সেফ্রেটরী ও নবরগণের উচ্চেষে কয়েকটা বিকর স্থাপিত হই- ৫৫ ।

১। ঠাণ্ডিপাড়া নামক যে রাস্তাটিতে এতে সজ্জাক্যাস গাড়ি যোড়া প্রকৃতি অধিক চলে ত পূর্বে অপ্রশস্ত থাকে বলতঃ লোক জন শপ- ত হইয়া চলিত এখন এই রাস্তার দুই পার্শ্বে অনেক স্থান ব্যাধান হইয়াছে এমন আর সে কষ্ট হই ।

২। সহরের মধ্যে যে সকল রাস্তার গাড়ি যোড়া অধিক চলে এবং মহাজনাবগের বাস গাছানি ও রস্তানির জন্ত গোস্তর গাড়ি অধিক যননাগমন করিয়া থাকে, এতদ্বা এই সকল রাস্তার দুই দুইদিক ঘর, ইহা পূর্বে হইত না ইহার জন্ত নিবরাও ২। ২ ব্যর সোমপ্রকাশে দুই একপ প্রারম্ভ ।

৩। সহরের মধ্যে গলি পথের দুই পার্শ্বে রম্যতা সকল উত্তমরূপে পরিচ্ছন্ন না থাকার অভ্যাস হুগ্ন হইত, এখন তাহা অনেক পরিমাণে গোবত হইয়াছে । এখন এতদ্বা একবার প্রারম্ভ হইয়া যৌত হইয়া থাকে এবং এই নিনি চহ কতকগুলি তর্জি ও বেথর তর্জি হইয়াছে ।

ইহারি কতকগুলি দিতকর কার্য বোধিয়া আশ্রা গাছের বর্তমান কালের বাহাদুরকে এবং নিউনিসিপালিটির মেম্বরগণ ও সেফ্রেটরী মহা- পকে সজ্জাক্য হুগ্নে রম্যবাদ বিতেহি, আশা

আছে ইহারের হইতে এই সহরের অনেক অনেক উন্নতি হইবে ।

কছু মালাহে। গ্রীষ্মের অভ্যাস প্রাচুর্য হইয়া- ছিল । দিবারাত্রি সু চলাতে জীবনগের মংগরো মান্তি কষ্ট হইয়াছিল । সম্প্রতি তত্ত ৩। ৪ দিবস হইতে ব্যরিধারা বর্ণন চওরার কষ্টের কিয়ৎ পরিমাণে লাঘব হইয়াছে । সুবহিও বহু হই- য়াছে বটে, কিন্তু গ্রীষ্ম এখনও কমে নাট । আকাশ সম্পূর্ণ পরিষ্কার নহে এখনও নুতি হই- শর সজ্জাক্য আত এবং চট্টনও ভাল চর ।

বিজ্ঞাপন ।

নিউ হোমিওপ্যাথিক হল ।

এম. বি. বিশ্বাস এণ্ড কোং ।

৪৭ নং সীতারাম বোবের স্ট্রীট কলিকাতা ।

বিজ্ঞপ্ত

ট্যাটক। ঔষধ ।

উত্তম উত্তম পুস্তক, পকেট বেন, ভারমিটার, ৩০ শিলির বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক ঔষধসম্ভব ১২ শিলি কর্ক, চানচা প্রকৃতি সমস্ত আবশ্যকীয় ত্রা ইংলণ্ড, জার্মানি ও আমেরিকা হইতে আসিয়াছে । গৃহচিকিৎসার উপযোগী বাবতীর বাজালা পুস্তক এখানে পাওয়া যায় এবং প্রথম প্রথম সংবাদ- পত্রের ও চিকিৎসা সহজীয় মানিক পত্রিকা সক- লের বিশেষ প্রশংসিত "সম্পূর্ণ বিধান তত্ত্ব বা হোমিওপ্যাথিক কি?" নামক উৎকৃষ্ট পুস্তক বাহি কেবল আনানিগের নিকট ডাক মাসুলসহ ১১০ এক টাকা আর আনা দুলা পাওয়া যায় । ওলাউঠা ও গৃহ চিকিৎসার জন্ত সকল রকমের ঔষধ পূর্ণ বাল বিজ্ঞানার্থ সর্বদা প্রস্তুত থাকে ।

করক যৎসর হইতে শত শত রোগীর আরোগ্য হারা বিশেষ পরীক্ষিত সর্বপ্রকার নালোরিয়া হারের শান্তিকারক উৎকৃষ্ট হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবস্থাপত্রসহ ১৩৫০০০ দুলা ১০ এবং অহুতলীকার বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবস্থাপত্রসহ দুলা ১১০ বেড় টাকা । ইহা কেবলই আনানিগের দ্বারা বিক্রীত হয় । ডাক্তার ক্রুবিদার এলিহ কপূরের আরক ব্যবস্থাপত্রসহ দুলা ১২ আনানিগের নিকট পাইবেন ।

মকমলের অর্ডর হুগ্নের সহিত ডালুপেরেল পাশের দ্বারা শীত পাঠান হয় ।

—৩৩—

হোমিওপ্যাথিক ডিপজিটারী ।

৪৭ নং সীতারাম বোবের স্ট্রীট কলিকাতা ।

এই হুতম ঔষধালয়ে সকল প্রকার হোমিও প্যাথিক ঔষধ, উর্ক, হিনি, বাজালা ও ইংরাজী

পুস্তকাদি এবং চিকিৎসোপযোগী প্রকারি অতি- তলত দুলা বিক্রয় হইতেছে । কলিকাতা ১২ শিলির ডাক ক্রুবিদার কপূরের আরক পুস্তক সহ মার প্যাথিক ৫ পাছা চিকিৎসা পুস্তক সহ ৩০ শিলির দ্বারা মার প্যাথিক ১২ ।

—৩৩—

বিশেষ সুবিধা বিশেষ সুবিধা

মকমলের বহুবিধের সুবিধার জন্য আনানি- কলিকাতা হইতে বাজারঘরে সকল প্রকার জিনি- বরিতকরিয়া পাঠাইয়া দিতে পারি । যাহার বহ- বে কোন ত্রা আবশ্যক হইবেক তিনি সি- টাকা প্রেরণ করিলেই ঐ দ্বাকে সহজ ভ্যা- পেরেল পোষ্ট নেই সকল ত্রা পাঠান হইবে নিম্নলিখিত ঠিকায় পর লিখিলে সমস্ত বি- জামিতে পারিবেন ।

বহু এবং হুগ্ন কো

৩৩ নং রাধাবাজার

কলিকাতা

—৩৩—

চিকিৎসা-প্রকাশ মন্ত্রের পুস্তকালয় ।

১৮৯ নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা । ডাক্তার জিব্রনাম সুখোপাধ্যায় কৃত বাবতীর পুস্তক এখন হইতে এই পুস্তকালয় থেকে বিক্রি হইবে এজেন্ট দ্বারা আর বিক্রি হইবে না ।

তৎকৃত

সরল ভৈষজ্য-প্রকাশ অর্থাৎ

সহজ মেট্রিক্স মেডিক ১ম ভাগ ।

গৃহস্থ ও পাড়ারগের ডাক্তারদের জন্য প্রকাশিত হইয়াছে ।

মূল্য ১২ পেজি ৩০০ পৃষ্ঠার বেশী ।

দাম ১৪০ টাকা; ডাকমাসুল ১০

এই পুস্তকালয়ে পাওয়া যায় ।

ঔপদেশনাথ সুখোপাধ্যায়

ম্যামজার

—৩৩—

হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় ।

জে. এম. ডাটচাৰ্চ এণ্ড কোং ।

এখানে ক্রমাগত করকখানি জাতীয় সক- আমেরিকা ও জার্মানি হইতে বিত্তর হোমিওপ্যাথি ঔষধ, পুস্তক, কর্ক, শিলি ও বহুবি আদিত হই- তলত দুলা বিক্রয় হইতেছে । এলেন এলেন

ভিরা দুলা ১০০ ছাতিয়ায় বেঃ শিটরা দুলা ২৪
ভূতি বড় বড় পুস্তক পাওয়া যায় । বিলাতী ২০০
ম ১০ সাধারণ টি ১০০ নিয়ন্ত্রণ ১০ এবং ২০ টি ১০০
সাথে বিক্রয় হয় । ১২ শিলির ওলাউঠার বাক্স
পুস্তক ৪৫ কাকরসহ ৫ ৩ সাধারণ চিকিৎসা-
র পুস্তক সহ ২৪ শিলির ৮৫ ৩০ শিলির ১০৫
শিলির ১৪,৪৪ শিলির বাহ্যিক ঔষধ সম্বন্ধ ১০
শিলির বাহ্যিক ঔষধ সম্বন্ধ ২৫ ১২০০ শিলির
২৪৪ বাক্স পুস্তক ও ঔষধিটার সহ ৮০ ঔষধি-
র ৪৫ ৩ ৫ (কাউন্টলিং বিতরণীর) (সমস্ত বাক্সের
হিচ পুস্তক ও কোটা চালিবার বাক্স পাওয়া যায়)
কামা ১১৭ নং বাক্সের টিট, কলিকাতা ।

জ্ঞানেকীনাথ ভট্টাচার্য্য—ম্যানেজার ।

—৩৩—

কর্মখালি ।

Wanted a Competent Hd: Master for
alauskaty H. C. E School on salary Rs 50
er Month.

Apply Sharp totle understingned. Chandi
haran Tarkabagish Hd: pandit,
kalauskati,—Barisal.

—৩৩—

১৮৭৪ অব্দে স্থাপিত ।

শরচ্চন্দ্র দত্ত এণ্ড কোং ।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ।

প্রস্তুতকারী ।

কলিকাতা মহা কোষ এবং হোমিওপ্যাথিক
চিকিৎসার বিক্রেতা হইতে ঔষধের উৎকৃষ্টতা
সহজে অনুভূত হইতে পারে ।

মূল্য তুলত ।

ওলাউঠা চিকিৎসার ১২ শিলি কামা ও কপু-
রের আরও সহ ৫ টাকা ।

গৃহ-চিকিৎসার ২৪ শিলির বাক্স বাবদ পুস্তক
সহ ৮ টাকা, ২ শিলির বাক্স ১০ টাকা ।

সাধারণ চিকিৎসার ৫১ শিলি ঔষধের বাক্স
বাবদ সহ ১৮ টাকা ।

ভাকারবিধের উৎকৃষ্ট বাক্স ২৫ টাকা, সম্পূর্ণ
ঔষধপূর্ণ বাক্স ৫০ টাকা ।

ইংরাজী বাঙ্গালা সচিত্র মূল্যনির্ণয়পত্র
বিলা দুলা প্রাপ্য । বিলাতী ৫৫ নং কলেক্টরীট
কলিকাতা ।

—৩৩—

বিশেষ লক্ষ্যে ।

সোমপ্রকাশ বস্ত্রে ইংরাজী ও বাঙ্গালা মান্য
প্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে । সজ্ঞত মূল্যে
অল্প সময়ের মধ্যে মৃতন অক্ষরে সূচ্যরূপে
কার্য সম্পন্ন করিয়া দেওয়া যায় ।

মফস্বলের যেসকল গ্রাম্য কলিকাতার
জমিদার এবং মহরের যেসকল গ্রাম্য
সোমপ্রকাশের মূল্য হস্তে দিতে ইচ্ছাকরেন,
বাহারা ৯৭ নং কলেক্ট টিট সোমপ্রকাশ
ডিপজিটারিতে দিয়া রসিদ লইবেন ।
যদি অর্ডার করিয়া ডিপজিটারীতে পাঠাউ-
বার প্রয়োজন নাই । যদি অর্ডার কার্য্যা-
লয়ের ঠিকানায় পাঠাইবেন ।

অনুরোধ কৃষ্ণদাস পালের অরখা
লিকক পণ্ডিত ও ছাত্রবিধের জন্য ডাকমান্ডল
সম্বন্ধ ৩০ টাকা, সোমপ্রকাশের মূল্য নির্ধারিত
হইয়াছে ।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি ।

আমরা বিদ্যে সহকারে সাধারণকে জানাই-
তেছি, বাহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন বিবার বাঞ্ছা
করিলে বাহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া
বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন । প্রথম
দিনবার প্রতি পংক্তি ৮০ আনা, তাহার পর ৮০
আনা । ইংরাজী অক্ষরে প্রকাশ হইলে ৮১০
করিয়া লাইন প্রতি বার বরা হইবে ।

বেসকল কর্মখালির বিজ্ঞাপন আবেদনের
মিকট আসিলে, তাহা প্রথম একবার বিলম্বিত
প্রচারিত হইবে । তাহার পর বিলম্বিতসারে মূল্য
দেওয়া হইবে ।

—৩৩—

জীবন্ত দারকানাথ বিদ্যাকৃষ্ণ প্রণীত
নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি নিম্নলিখিত মূল্যে
ও ডাকমান্ডলে কলিকাতা ৯৭ নং কলেক্ট
টিট সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে পাওয়া
যায় ।

উপদেশমালা	মূল্য	ডাকমান্ডল
১ র ভাগ	৮০	১০
২ র ভাগ	৮০	১০
নীতিসার ।		
১ র ভাগ	৮০	১০
২ র ভাগ	৮০	১০

৩ র ভাগ ৮০ ১০
বিশেষ বিলাপ ১০ ১০
করখানি একত্র লইলে সমুদারে ডাক
মান্ডল ৮১০ লাগিবে ।

জীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কলেক্ট
বিশেষ নিয়ম

সমর্থপক্ষে সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য দাখ
মান্ডল সম্বন্ধে বার্ষিক ১০ টাকা এবং বাঙ্গালি
৫৫০ টাকা । অসমর্থ পক্ষে ডাকমান্ডল সম্বন্ধে
১০ টাকা । অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা বার্ষিক
সিকের নিয়ম নাই । লিকক ও ছাত্রবিধের
জন্য ডাক মান্ডল সম্বন্ধ ৩০ টাকা দ্বিগুণ করা
হইয়াছে ।

অগ্রিম মূল্য না পাউলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ
প্রেরিত হয় না । বাহারা সোমপ্রকাশের মূল্য
পাঠাইবেন বাহারা মফস্বলে বাহা মফস্বলে কলিকাতা
লিখিয়া কলিকাতার বকিণ সোমপ্রকাশের ডাকখান
জীবন্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্তীর নামে নোট, ছাত্র
বরাহ চিঠি, যদি অর্ডার, ইহার অর্ডার বাহা
বাহার স্থবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য
প্রেরণ করিবেন । অর্ড আবার অধিক মূল্য
টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না । মূল্য
নির্দেশিত হইবার পূর্বে কেহ সোমপ্রকাশ প্রেরণ
অনিকৃত হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া
হইবে না ।

বাহারা মান্ডল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করি-
বেন, তাহাদিগের সেই পত্রাদি প্রেরণ করা
হইবে না ।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা
করিলে তাহাকে প্রথম দিন বার প্রতি পংক্তি
৮০ আনা তাহার পর ৮০ এক আনা দিতে হইবে,
কেহ ইংরাজী অক্ষরে প্রতি বার ৮১০ করিয়া
লাইন বরা হইবে ।

প্রেরিত, সংবাদদাতা, প্রথমকারীর পত্র ও প্র-
প্রতি বেসকল দিবস নামা স্থান হইতে এক
জন আইনে তাহার মতামত বা কোনটী আইন
বিরুদ্ধ বা সজ্ঞত এবং সত্য মিথ্যা বিবেচনা বিলম্বিত
সম্পাদক, প্রিন্টার বা ওপরাইটার দ্বারা বহন

এই পত্র কলিকাতার বকিণ সোমপ্রকাশের
ডাক হইয়া চাকড়িপোতা সোমপ্রকাশের
জীবন্ত বাহা প্রদান চক্রবর্তীর দ্বারা প্রতি সোমপ্রকাশ
প্রাকালো প্রস্তুত ও প্রকাশিত হয় ।

YOUNG **WILLIAM**

४४- मनुष्याः।

{ समर्थ भाष्य वाङ्मय मय्यत दार्जि
 ण्यका वाङ् । " निम्नक ७ हाउरि
 जना, दार्जिण्य वाङ्मय मय्यत ७३० टा

১৭. পুস্তক দুই খানি আলাদা সিকিউটি ও সংরক্ষিত ডি
জিটাইনি, স্যোমগ্রহণ ডিপজিটাইনি এবং বৈধ
ডিপজিটাইনিতে পাওয়া যায়। ১৭

ক্রীতদাস
 রামস্বৰূপ মল্লিকের পোস্তা ।
 বড়বাড়ার, - কলিকাতা ।

“বাহুবলৈক্যমোহ প্রত্যক্ষপরাধিত।”
 সুখঃবিম্বঃ সুখাঃবিম্বাঃ!!

ইহা সেবান্ন বাতুরাণীলা, জন্মের
 স্ত্রিদের শৈবিক, স্বাক্ষর, এবং ইহা
 শুক্রপাত ও অভিজিত শুক্রকর এবং তখন
 শিরঃশীতা, শারীরিক দুর্বলতা, অসুস্থতা ইত্যাদি
 মানসিক বিকার, হাত পা ইত্যাদি শুক্র
 তারনা প্রভৃতি এক প্রকার শৈবিক মাংস
 হইয়া শুক্র অত্যন্ত দীর্ঘ জীবনধারণ
 পরিমাণে হুঁচি পাইবে। এমন কি ইহা সেবন
 সাগরার সমস্ত উপকার বর্মে। ইহা যে সকল
 প্রকার বাতুরাণীকার একমাত্র মহোদয় তাহা
 অনেক প্রমাণসাপন্ন সহিত আছে এবং এই শুক্র
 আরোগ্য হইয়া অনেক পুরুষের দিতাছেন। এবং
 মাসের উদয় এক শিশি-২ ইচ্ছা তাক মাংস
 ১০ আনা।

এই তালিক প্রচাৰক বাসিন্দা পত্ৰ ৮ নং সংখ্যা
প্রকাশিত হইয়াছে, ইহার অগ্রিম বাহ্যিক সাহায্য
১১ হেক্ট টাকায় নিম্নলিখিত স্থানে লাগু হইয়া যায়।

“ভক্তিরসামৃতসিন্ধু” (পূর্ববিভাগ)

ସଂସ୍କୃତ ସୁଳ, ଟୀକା, ଟିପ୍ପଣୀ, ସାଜ୍ଞାନା ଅନୁବାସ ଏବଂ
 ସାଜ୍ଞାନା ଟିପ୍ପଣୀ ମଧ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଦୋଷକ ଦେଖିବ ଶ୍ରୀମୁଖ୍ୟ
 ସୁଳା ୨, ତାଙ୍କ ସାହସ୍ୟ ୧୨ ଆଶା ।

ନାନେର ଘଟଣାବଳୀ ।

এই ঔষধ ব্যবহারের আর্জি বহুলাংশে নাই, অথচ যে প্রকারের দান হটুক না কেন ২৪ ঘণ্টার নিশ্চয় আবেগা হইবে। দাঁত, কোষ্ঠবান, বিখ্যাত, চক্ষু-বাত, ছুলি (হোদ) পাবার দা, খোস, পিচুয়া গরমীর দা ও সর্ষপ্রকার কষ্ট রোগ তিন দিবসের মধ্যে নিশ্চয় আবেগা হইবে। ইহা কষ্ট ও

সর্ব রোগের অমার্য বহৌষধ। এই ঔষধে পাণ্ডা
গাই ইহা সাক্ষ্যম্ যেহেতু কৰ্কক পুরীকিত। দৃষ্-
তার সহিত লিখিত পানি এই ঔষধ ব্যবহারে
করই নিরাম্য হইবে না। বৃদ্ধ কৃষ্ণি ভৌমি
আনা, তিন কোটা ১০ আনা, ছয় কোটা ২৫
তরফ ৪০ টাকা।

জিহ্বাভঙ্গ্যর চক্রবর্তী।

ভাঙ্গার পানি।

—৩৩—

জলত মূল্য অমূল্য গ্রন্থ প্রকাশ।

সরল পণ্যাবলি।

সম্বন্ধ।

অমর-স্বত্ব হইতে সলস ক.৬ সম্পূর্ণ।

পঞ্চম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র পুস্তকের অগ্রিম মূল্য ডাকসাতল সাত
কলিকাতা ও বকসল সর্বত্র ৬ তিন টাকা
অগ্রিম মূল্য বা পাইলে পুস্তক পেরিত হয় না।

জিহ্বাভঙ্গ্যরী নীল।

২৫-৬ অলিকাতা ১২- অপর চিংপুর রোড।

ইলকটো গ্যালভানাইজ

অমুরী কবচ ও অমর।



শি নি, দার কৰ্কক লিখিত ও আধিকৃত।

৩৪ বং বেনেটোজ লোক পটভাঙ্গা কলিকাতা।

এই অমুরী কবচ ও অমর ঔষধ অমর আশ্রয়
পতি আছে যে, যে সকল রোগে মনুষ্য একেবারে
হতান হইয়া পড়েন অথবা ভাঙ্গারি ভাঙ্গিনি এবং
কবিরাজি চিকিৎসার কিছুই কিছু উপশম হয়
নাই, তাহারাই এই ঔষধ পতি এবং জীবন অরণ
কবচ, অমুরী ও অমর ধারণ করিলে সেই সমস্ত
হাঙ্গল রোগ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্তিলাভ করিবেন,
অতএব যদি কেহ দ্বাধি ব্রহ্মণ হইতে নিষ্কৃতি
পাইতে ইচ্ছা করেন, তবে আশ্রয় নিকটে ভাঙ্গিত
অমুরী, কবচ কিংবা অমর লইয়া বাউন, আর রোগের
কঠোর স্তম্ভ কোণে লিখিত হইবে না, এবং বৃদ্ধ
পারীও ইহা ব্যবহার করিলে ওলাটটা বসন্ত প্রভৃতি

সংক্রামক রোগ স্পর্শ করিতে পারে না। অমুরী
কবচ ও অমর জর কালিন (P. C. D.) বাধ্যত
হেতু। সেইজন্য এবং অমুরী ও অমর ঔষধ
পাইয়াই বাঁচিয়া থাকিবেন।

প্রতি কংগ্রেস মূল্য ১০ তরফ ১২ টাকা

প্রতি অমুরী মূল্য ১০ তরফ ১২

প্রতি অমর মূল্য ১০ তরফ ১২

প্যাকিং ও পোষ্টের খরচা এক হইতে ৬টা ১০

৭ হইতে ১২ টি ১০ নাগিয়ে।

১. প্রারম্ভিক অমুরী ও অমর যোগে বেরকর
লইতে ইচ্ছা করিবেন অগ্রিম পূর্বক সেই মত
ধারিতা লিখিতা ব্যবহার।

প্রেমিতপত্র।

বাক্যের জীবন্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক বাক্যের
সমীপে।

অত্যন্ত সন্মান।

জমাকোর্প নগরের কোলাহল ভাঙ্গি,

চল-মন, করি দিয়া অত্যন্ত বর্নন;

বিষাকার সৃষ্টি যাক কত মনোহর,

অতঃ পরে মিথিলা মুক্তাব মন।

মিতা মিতা এক বস্তু বেহারি নরম

বা জমাকর্পীতি আর উদাস মন্থরে।

তাই জমাকর্প নগরের কৃত্রিম স্বপ্ন,

চার মন বিচরিতে কামর, কলরে।

চল মন, নিছকীয়ে বদল খালুকা,

অলে বদা বীণমাধ বিবাকর করে;

অথবা মিথিলা সেই অমর গভীর

বীরকির নীল তল ভরত উগরে।

কিবা তুমি শূন্য গিরি শিখরে উঠিয়া,

মিথিলা সে বিষাকার অমর মিথিলা—

কিহুনে সে অজ্ঞেয়ী বিপুল অচল

বেহার প্রগল্ভ মরে সৃষ্টির পরিমা।

কিবা পলি ভবানর ভীষণ কাণে—

রবি শলিকর যদা ঢাকে শাখাবলী;

ভয়ে ভীতা ৭ কৃতি সাহসি' বেই দ্বানে

সাজাইতে হুকুমদে মারে বসন্তলী।

অথবা চলরে মন, ভীম মরু কুনে

মরুর হুকুমদা ভরতর দ্বানে,

অমর হ'লুকা রানি রবিকর তালে

বিগত মুক্তি বদা অমল সন্মান।

কিবা ভীমীর ভীম চল মন বাই

মিথিলা অজ্ঞেয় বিবাকর হবি।

কেননে কিরণ কোথা তুমি বীতি গলি

বিষাকারে কলরে মিথিলা হবি।

কিবা রে উত্তর মন, বর্নন শিলাসা

মিটাইতে চাও যদি, চল মনোহরে।

মিথিলা কলিলী বিকাশি' বদা—

মিথিলা সৌরভ মের মবীরে মনোহরে

প্রকৃতির হুকুমদে অথবা রে মন,

চল বাই কোতুলক কৃত্রিম মিথিলা,

অমর মরুত ভরত মরুতী মন্থরী—

পুন্সকর হার পরি বদা বর্নমাধ।

কিবা রে অমর মন, বদা ইচ্ছা চল,

মিথিলা বিষাকার মন্থর মিথিলা,

কুমার মন্থরী মন্থরী মন্থরী মন্থরী

• মন্থরী মন্থরী মন্থরী মন্থরী মন্থরী

জিহ্বাভঙ্গ্যরী মন্থরী মন্থরী

কলিকাতা।

—৩৪—

মহাপ্র। গত ১৭ ই জৈষ্ঠ রবিবার বড়ি

“ভুক্তকল মাইবেরী” অমর বাৎসরিকা উ

নব হইয়া গিয়াছে। সভাপ্রদে অনেক সভা উপ

স্থিত ছিলেন। জীবন্ত বাবু কীরোরচন্দ্র র

চৌধুরী এবং এ সভাপতির আগমন প্রদর্শন করেন

বাৎসরিক বিবরণ পাঠ সমাপ্ত হইলে, সভাপ

মহাপ্র পুস্তকালয় সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব ও স

বক্তৃতা করেন। তৎপরে নিয়মিত প্রস্তাব ও

সভাপ্রদ কৰ্কক অমরানিহিত হয়।

১। বেসকল অমরানিহিত প্রস্তাবের পু

সকল পুস্তকালয়ে উপহার দিয়াছেন, প্রস্তাবিগ

বক্তব্য বেওলা কর্ণবা।

২। বেসকল সাহিত্যিক পত্রিকার সম্পাদ

গণ প্রস্তাবিগর বক্তব্য পত্রিকা সকল পুস্তক

লয়ে উপহার দিতেছেন, প্রস্তাবিগকে বক্ত

বেওলা কর্ণবা।

৩। বেসকল বিবরণ মন্থরানিহিত অর্থ দ্বা

সাহিত্য করিয়াছেন, প্রস্তাবিগকে বক্তব্য বেও

কর্ণবা।

তৎপরে সভাপতি মহাপ্রদকে বক্তব্য দি

সভা তত্ব হয়।

বসন্ত

জিহ্বাভঙ্গ্যরী মন্থরী

সম্পাদক।

—৩৫—

মহাপ্র। পুস্তকালয়-পুস্তকালয়-পুস্তকালয়

কাল হইয়া পড়িতেছে। ইতিপূর্বে এখানকার
লগ্ন্য সৌরভী ঘোষারীকে বিব বাণ্যাইয়া হত।
এবং তাহার অলঙ্কারাদি চুরি করিয়া লগ্ন্য
ভাগির ভক্ত কামীর পুলিস এখানকার ডায়ালগ
হেতু হতকে বীভূ মতকে হওনিবির ৩৭৯।৫০২
বামল চ'লান লেম, রাণাঘাটের কুতপূর্বে ডেপুটী
জিট্টেইট বাবু রামচরণ বসু মহোদয় ডায়-
সংস্বেদোষেব প্রমাণ না পাওয়ায় কার্যবিধি
১৯ বারার মর্ধ্যভাসারে তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া
ছেন।

সম্প্রতি এক রাত্রিতে অসত্য লক্ষী-তলা পাডাব
চুমণি মালী একটা জীলেক খুন হয়। চুমণি তেরা
তাব সুখর তিতর কাপড় প্রবেশ করাইয়া ফুর
বা তাহার কণ্ঠস্থকর করিয়া ফেলিয়াছে।
তবৎ এখানে এই কথা লইয়া ঘাটে বাসার
ঘাটে মান্যপ্রকার আন্দোলন চলিতে লাগিল।
কামীর পুলিসের বড় কর্মী বাঁলী না মানক একজন
প্রাক্তে চা'লান দিলেন। অবশেষে ইন্সপেক্টর
বুখরং তবন্ত করিতে লাগিলেন। একজন
পুলিশাল সবইন্সপেক্টর লাভিপুর আসিয়া বধ্য
নে বাসা করিয়া রহিলেন। মধ্য মধ্যে আতব
কুমার ওয়ালা সাজিয়া তব তব করিয়া লাভিপুর
বিদর্শন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অবশেষে
বাঁলী না এং বেগীপ্রমাণ হত উত্তরকেই বিচা-
র্থ বাণ্যঘাটের মধ্যগত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু
জয়মামদ সুখোপাধ্যায় মহোদয়ের নিকট
গাপক করা হইল। পুলিস ইহাধের বিবরণে হও
নিবির ৩০২ (জানকৃত মঃ) ধাবার অপবাদ সাব্যস্ত
বিচা বিচারার্থ প্রেরণ করেন। সকলেই সোৎ-
ক চিত্তে বিচার প্রার্থী ও শেষ কল দেখিবার
না গেল। শেষে বহুভাষ্যরে লক্ষ্যকিয়া হইয়া
বল। আনাবিগের মানমীর ডেপুটী বাবু আসামী
য়ের বিবরণে সংস্বেদকর প্রমাণ না পাইয়া
তরকেই কার্যবিধি ২৯ বারামত ডিসচার্জ
বিচা খালাস দিয়াছেন।

এহিকে কিন্তু মৃত্যু সৌরভী এবং বাহুনিবির
প্রত্যক্ষা পুলিসকে অজ্ঞান বনাবাদ দিতেছে।
তব মৃত্যুর হত্যাকারীকে তাহা ইব্বর জামেন।
যে সম্পাদক মহাশয়। আপনাদের চাকড়ি-
গাতায় যেমত বেশী কড়াইয়েব হত্যাকারীর কোন
দামই হইল না এ দুইটা খুনের সম্বন্ধে তাহাই
উদাহরে। পুলিস এ সম্বন্ধে শোচনীয় অব্যোমাতা
প্রদর্শাইয়াছেন। এতদ্বারা সৌরভী এবং বাহু-
নিবির হত্যাকারীরা প্রজয় পাইয়া গেল।
হার মধ্যে আবও একটু রহস্য আছে। এসম্বন্ধে

বে মাপিত সাক্ষ্য বিবরণে তাহার সারাংশ
এই।—

“উপস্থিত ফুর আমার মতে, আমি কোন ফুর
বাঁলীকে দিই নাই, আমি উহাকে কামাই না,
পুলিসে জবানবন্দী দিয়াছি, সেখানে এই ফুর
আমার বাল ছিলাম, “বেরে কেমার” বলিয়া
আমার ফুর বলিয়াছিলাম দারগা। ফুর মের,
কমটেল খোটা। ইত্যাদি ইত্যাদি।

ঐতর্গ্যপ্রসন্ন যে
ইলছোবা-মোতলোই।

সোমপ্রকাশ।

২২ এ আশাট সোমবার

লর্ড রাণ্ডলফ চর্চভিলের স্বার্থজ্ঞে অসুস্থ্যাম
সমিতিকে আত্মতা দেওয়া হইয়াছে। ইংরাজ
স্বার্থে স্বার্থ, ইংরাজসা ভারত বাজো
স্বার্থ, বলিয়া বালক ভারতবাসীর আশা
তবলা এককালে বিশেষ বহির্ভূত জালাইয়া দিয়া-
ছেন। ঐতিহ্য সিভিলিয়ানগণ সে জ্ঞেয় সমিধ
হুত বোণাইয়াছিলেন। একদা জ্ঞানভাগ উপ-
করণ সামগ্রী প্রাপ্ত হইয়া আমাকে উদ্বৃত্ত হইয়া-
ছেন। ভযোগ্য পাইওনিবির, ভক্তক প্রাথমকারী
সার লিপিল গ্রিকিন এই জ্ঞেয় চক্র ভবন করিয়া
দীর্ঘজীবী হইয়াছেন। আর ভারতবাসী—ভারত-
বাসী বড় আশা করিয়া তাগিয়াছিল অসুস্থ্যাম
সমিতি স্থগিত হইয়াছে নাত্র, একবারে লুপ্ত হয়
নাই। আইরিশ প্রেমের একপ্রকার নীনাংসা
হইয়া গেলে আবার পালি'রানোটে ভারতীয়
রাজ্য সম্বন্ধে অসুস্থ্যামের কথা উঠবে। সে আশা
নিটল, এক আইরিশ প্রেমের নীনাংসায় উদ্বিগ্নীল
সম্প্রদায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়াগেল, প্রাডটোম ছিন্নবল ও
তগ্ননমোরথ হইলেন, নচাত্তা জন আইটে পরাস্তও
আইরিশ প্রেম লইয়া মাতিলেন। আবার বে লিবা-
রেল সম্প্রদায় একত্র হইবে, প্রাডটোম তাঁহাদের
অধিনায়ক হইবেন, রুকণ্মীল সম্প্রদায় পরাক্রুত
হইবে, চর্চভিল আর বাল চাপলা পরিহার করিয়া
নিম্বার্থ চক্রে ভারতের বিকে দৃষ্টিপাত করিবেন—
সে বিভ্রান্ত মূরপ্রত্যাশা। আশা অনেকদিন হইতে
ইংরাজের অনেক ব্যাপার দেখিয়া আসিতেছি,
অনেক অভাব সহ্য করিয়া আসিতেছি, এখনও
বেধিয আনাদের অন্তরে আরও কি আছে।

—৩৩—

বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার নিম্নলিখিত “চরিত্র
সম্বন্ধে একটা সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছেন। “চরিত্র
তাঁহার অীর বিমল চরিত্রের উপর কলত পড়িয়াছে
এ তাপ বাবু বলেন বেশীর যুবকগণ যে তাহাে রাজ
মীতির আলোচনা করিতেছেন তাহাতে তিনি
আপনাকে তাঁহাদের স্বজাতি বলিয়া পরিচয় দি-
হণা বোধ করেন। প্রতাপবাবুকে আমরা একজন
উন্নত জীবন বর্ধায়া বলিয়া জানি। তিনি বা
স্বজাতির কোন অপরাধ দেখিতে পান স্পষ্টস্বজা
ভার স্বজাতির নিকট বলাই তাঁহার কর্তব্য। তা
না করিয়া বেসকল ইংরাজ ভারতবাসীর নাত্র
বলিয়া উঠে, তিনি যে তাহাদের নিকট স্বজাতি
অগৌরবের কথা অগ্র গিয়া একাল কবেব উপ
অবশ্যই কাপুরুষতার কাণ্ড। প্রতাপ বাবু
দুর্ভুতি কেন হইল তাহা আমরা বলিতে পারি না
আর কখনও তাঁহার মূর্খতা এতদ মন্তব্যে ভীমতা
পরিচয় পাওয়া হয় নাই। বর্ধে স্বজাতির প্রাণ
সত্যে স্বজাতির বল, এরূপ একজন উন্নত জীবন বা
অপরাধী বলিয়া স্বজাতিকে হণা করেন, আর সে
হণার কথা অপরাধীর নিকটে ব্যক্ত না করিয়া
তাঁহার সংশোধনের চেষ্টা না করিয়া, অস্ত্রব্যত্যা
বিজাতীয়ের নিকট বৈজ্ঞানিক মর্ধ্য প্রকাশ করি-
যাম, একি তাঁহার শব্দে স্বজাতির বিষয় মতে? নিম
যই প্রতাপের উপর কোন উপদেশতার প্রত্যা
বাড়িয়া থাকিবে। তাই প্রাথমিক প্রচারক বর্ধে
মানে অবর্ধ প্রচার করিয়া অীর মধ্যকার উপ
কলত লেপন করিতেছেন। বেশীর যুবকগণ
রাজনৈতিক আন্দোলন করিতেছেন আমরা বলি
তাঁহাতে হণা বিশেষের লেশ মাত্রও নাই—প্রত্যা
বাবু এমন কোন আন্দোলন দেখাইয়া দি-
পারেন না বাহাতে রাজতন্ত্রের সমাক প্রকা
নাই। হণা বিচলিত মূর্খের কথা, বাহাতে কো
ইংরাজ কর্মচারীর গুণের অনাদর করা হয় এম
কোন আলোচনাতেই বেশীর যুবক বোণ দি-
ইয়া করেন না। প্রতাপবাবু বেশীর যুবকগণে
মানে এই মিথ্যা অপবাদ ঘটনা করিয়া ধরে
দিকে তাহাদিগকে আকর্ষণ করিবার প্রয়াস পাই-
ছেন। তিনি এই দাব্বা অবর্ধ করিয়া বর্ধ প্রচা
কবেন তাঁহাদের বর্ধে না বলিয়া যুবকগণ যি
বিশেষীর উপর বিশেষভাবেই পেষণ করে তা
তাঁহাতে অধিক অবর্ধ হয় না। দুই ইকি পনি
মিত স্বানের অপ্রসঙ্গ্য লইয়া কৈশব সম্প্রদায়ে
সমিতি প্রতাপ বাবুর একবৎসর বাপী ভয়ান
বেধি বিবদে বর্ধনাম ছিল। দুই ইকি হইয়া এ
মিউগা গেল, কিন্তু সময় দলবাসীর সমিতি তাঁহা

য দুই শত কোশের ব্যবধান ও বিবাহ উপস্থিত
ইয়াহু দুই শত শতাব্দী অতিবাহিত হইলেও
তাঁহা মিটিবার সম্ভাবনা নাই।

—৩৩—

পেন্সিলভেনিয়া পেন্টেস্তেলেন্স—জমকহেতু ইংল-
লন্ডন সিমলাপেন্সেলের মেম্বারসহ শিখার বসিয়া ভারত
পাসম করা আর বেলুনে উদ্রা রাজ্য পাসম করা
দুইই সমান হইয়া হাঁড়াইয়াছে। ইংলণ্ডের
ভাড়াট্টা হল, বেলুনেও ভাড়াট্টা ট্রিট বহি
বেলুনেও বেলুনেও শিখার গিয়া উঠে তবে বেলুনে
ইংলও পাসম কর, সিমলায় বসিয়া ভারত পাসমও
সেইরূপ হইতেছে। কলিকাতার বসিয়া গবর্ণর-
পদেব এতই বা গ্রীষ্ম বোধ কেম কর ? ইংলণ্ডের
নীতি মাত্র মর। সে হারুণ নীতে বহি লাঠি
হাড়াহরণের রাজকার্য পর্বালোচনা করিবার
কমতা থাকে তবে কলিকাতার গ্রীষ্ম কেম যে
উদ্রাহের রাজকার্য মনোযোগ না পড়ে ইতাই
অশ্রুধার কথা। সিমলায় রাজধানী স্থাপন
করিয়া গবর্ণমেন্টের কি যে লাভ তাহাও আনবা
বুঝিতে অক্ষম। সেখানে কর্তৃপক্ষগণের অধিক
সেতন দিতে হইবে। আনবাধীক জরায়ি অধিক
মূল্য ক্রয় করিতে হইবে, আর বেসমুদায় বেনীয়
কর্তৃপক্ষী বেশ ছাড়িয়া পাহাচের উপর জীম
যাপন করিতে বাটবেন উদ্রাহাও কামকর্মে বড়
একটা মন দিয়া গবর্ণমেন্টের মনস্তত্ত্বি করিতে পারি
লেন না। ইংলণ্ডের সামান্য একই বিলাসের ভিত্ত
এতদূর কতি স্বীকার করা গবর্ণমেন্টের কখনও
কখনও নহে। কেহ কেহ বলেন সিমলা বহি
মূল্যের পক্ষে অল্পবোণী হয় বাজালী কর্তৃ-
পক্ষগণকে বিবাহ করিয়া দিয়া উদ্রাহের নামে
উপযুক্ত পক্ষাধী কর্তৃপক্ষী দিবুত করিলে চমিত
পারে। গবর্ণমেন্ট কখনই এ ব্যবহার পক্ষপাতি
নহেন। বাজালী না হইলে সরকারী কার্য কিরূপে
যে বিশুদ্ধ হয় তাহা গবর্ণমেন্ট বিলক্ষণ জ্ঞাত
আছেন। সুতরাং উদ্রাহেরও সুবিধার দিকে
লক্ষ্য রাখিলে চলিবে কেন ? গবর্ণমেন্ট অর্গে
বসিয়া থাকিয়া মর্জের পাসম ক্রিপে করিবেন
তাঁহা আনবা ভাবিয়া পাই না। গবর্ণমেন্টের
চক্ষের উপরেই যখন অত্যাচারের অভাব নাই
তখন পক্ষাভেদ থাকিলে গুণধর মহাপুরুষগণ যে
কি কবিবে তাহাও আনবা বুঝিয়া উঠিতে পারি
না। আনবা যার যার গবর্ণমেন্টকে অল্পবোণ
করিবে গবর্ণমেন্ট এ বিধন সঙ্কল্প পরিচাল্য
করেন। ভারতবাসীও এই সঙ্কল্পের প্রতি-
দ্বন্দ্বী হইয়া কখনো গবর্ণমেন্ট খীর কর্তব্য

বুঝিতে পারেন তাহার জন্ত অত্যাচারতা চেটী
করুন।

—৩৩—

পাইওনিয়ার তাজেন কিন্তু মচকাম না। তিনি
এখনও বলেন কাখীরের রাজ্য সবচেহে উদ্রাহ
সংবাদদাতা যে সবাতার দিয়াছিল তাহাই সত্য।
মহাবাজের আইসেট সেক্রেটারী রাজ আতায়ের
কার্য পরিচাল্যের কথা নিখা বলেন, কিন্তু সহ-
যোগী সংবাদদাতার কথার দ্বন সত্য আন করিয়া
বলিতছেন—“আতায় এখন স্ব স্ব কার্যে পুস্ত
হইয়া থাকিবেন, কিন্তু যখন আমাদিগকে এই সমা-
চার প্রেরণ করা হইয়াছিল তখন উদ্রাহা কার্য-
ভাগ্য কবিয়াছিলেন। কাখীর সংবাদে প্রচার যে
হরবারে মহারাজার সহিত উদ্রাহা আতায়ের
কোন মতভেদ হয় নাই। কিন্তু অনিচ্ছাসত্তেও
আনাদের বলিত হইতেছে এ সংবাদটা মিথ্যা।
রাজা উদ্রাহা জ্ঞাতগণকে কোন একখানি পত্রে
সাক্ষর কবাইবার নিমিত্ত “জুলুম” করিয়াছিল
কিনা এবং জাতারা তাহাতে অস্বীকৃত ছিলেন
কিনা। কাখীরের টেট সেক্রেটারী আনাদিগের
নিকট কথ্যী ভাঙ্গিয়া বলিলে আমরা বড়ই বাধিত
হইব। বেনীয়ত বহি ওমর সিংকে অপমানিত না
করিবে মহা উদ্রাহা পক্ষপাত করা হইল কেন ?
ওমর সিংহের সহিত রাজার কোন মতভেদ ছিল
কিনা, রাজাও ওমর সিংকে রাজ্যে সচীবের
আখীর বলিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন কিনা। তারপর
আমরা নিশ্চয় জানি তাহা সত্য যে বাপারট
ঘটিয়াছিল তাহা সত্য। রাজা ইচ্ছাতে এত দ্রুত
হইয়াছিলেন যে সাধারণা তাহা আর প্রকাশ
করেন নাই। তাহা হইতে যখন যথার্থ সংবাদ
ইচ্ছা পূরক যাপন করা হয় তখন জীনগধে কাখী
রের বেসিডেন্টের নিকট যে প্রকৃত ঘটনা গোপন
করা হইবে ইচ্ছা অসম্ভব নহে। কাখীর রাজা
সবচেহে আনাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখিবার প্রয়োজন
হইয়াছে। কাখীরে বাজার কর্তৃপক্ষগণ যে
সংবাদ গোপন করিতেছেন ইচ্ছাতে উদ্রাহের
কিছু মাম বাড়িবে না, কোন উপকারও ঘনিধে
না”। মহাবাজীর সংবাদদাতার উপর এত
বিশ্বাস যে কাখীরের টেট সেক্রেটারীও উদ্রাহ
নিকট মিথ্যাবাদী হইতে পারিলেন। মহাবাজী
আবার সংবাদদাতার উপর টেকা দিয়া বলেন
কাখীরের রাজকার্য সবচেহে একটা বিশেষ অল্প-
সঙ্কাম করিবার বিলম্ব হইতেছে বলিয়াই এক গোল
বোম্ব দাঁড়িয়াছে। বোধ হয় মহাবাজীর ইচ্ছা
এই সবুদায় গোলযোগ মিটাইবার জন্ত কাখীর

এস করিলেই কিছু ভাল হয়। নিখা কথার
জীলোকের ভাষা বিবাহ করিতে ও খীর মীচতা
প্রকাশ করিতে মহাবাজীর বাধা ননতা !!

—৩৩—

বাবু বীরেন্দ্রনাথ পাল নামে একজন অজাতি
বেনী বোম্বা দিয়াছেন। ইহার কাম কর্ম জুটিত
না, বেকার থাকিয়া উদ্রাহ মস্তিকে একটা
ফুলের কম্বার উদ্রাহ হইয়াছে। তিনি
চাকরির প্রত্যাশায় পাইওনিয়ার ও ইংলিসম্যান
করেক সম্রাট দরিনা অজাতি ও খীর বহুগণের
বিক্রমে নিঃস্বার্থ প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়া-
ছেন। প্রজা সমিতির উপর বীরেন্দ্র বড় চট্টা
রাজনীতি লইয়া বেকল যুবক আলোচনা
করেন উদ্রাহের উপর উদ্রাহ বড় কোপ, বেনীয়
সংবাদপত্রকর্ত্তা দুইচক্ষে বোম্বিতে পারেন না।
এতগুলি ধ্বংস বীরেন্দ্র পাইওনিয়ার ও ইংলিস-
ম্যানের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। সে
হয় উদ্রাহ একটা চাকরি যুটিবারও বিলক্ষণ সম্ভা-
বনা। পাইওনিয়ার বলেন বীরেন্দ্র বুঝিনা
মুচতুর। বাস্তবিক এই সকল গবর্ণমেন্টের যুব
পাত্র উকিলদিগের মনস্তত্ত্বি করিতে পারিলে সহ-
জেই বীরেন্দ্রের অন্তর্ভুক্তি করিবে। এই সকল অজাতি
টেট। বহু পাইয়া আনাদের বলিত হয় “এগে
খর আনাদিগকে বহু হইতে রক্ষা কর”।

—৩৩—

হাওড়া মিউনিসিপালিটিতে অফিসিয়ার
চেয়ারম্যান হইতে পারিল না। কমিশনারগণের
জনগত চেটায় গবর্ণমেন্ট অংশেব দ্বির কবিয়া
ছেন একজন বেনীয় ব্যক্তিই মিউনিসিপালিটির
উচ্চাসন পাইবেন। এখন চেয়ারম্যানের পদপ্রার্থী
দুই জন। একজন মিউনিসিপালিটির তাই
চেয়ারম্যান বাবু কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য, আর
জন আনাদের পরিচিত বাবু উপেন্দ্রনাথ দিত্র এন
এ বি, জল। বাবু কেদারনাথ একজন রেলও
কন্ট্রোলার মাত্র, বাবু উপেন্দ্রনাথ একজন মুনিফ
ব্যক্তি। ১০ বৎসরকাল তিনি কমিশনারের কা
করিয়া আসিতছেন। ১৫ বৎসরকাল হাইকোর্
ওকালতি করিয়া তিনি লক্ষপ্রতিষ্ঠ হইয়াছেন
বাংলা যথার্থ গুণপ্রার্থী উদ্রাহা উপেন্দ্রনাথে
পক্ষবলধন করিয়াছেন। উপেন্দ্রনাথের এক
একেলে গল্প আছে সেইজন্য ইউরোপীয় কমি-
মারগণ উদ্রাহ বিলম্ব পক্ষ। ইহার উদ্রাহই
নিরীক সেকেনে গোহর লোক ভাল বাসেন
কারণ উদ্রাহা ইংলণ্ডের প্রতিবাদ করিতে, কি
গবর্ণমেন্টের কোন কার্যের লোব বেখাইতে

কটা খীকার করেন না। কেদার বাবু মিত্রের
কি চেয়ারম্যানের পর পাইকার জন্ম চেঁচীর কটা
বিত্তেছেন না। উক্তিমধ্য তিনি উপস্থিত বহু
কর্তন সম্বন্ধ কতকগুলি লোক দেখাইয়া গণ-
পটে পত্র লিখিয়াছেন। পত্রখানি কনিষ্ঠাব-
কতক ধরা পড়িয়াছে। কতকগুলি মিথ্যা
বাস গণ্যমণ্ডকে কেন জাপন করা উচিত
করা কেদার বাবু মিত্রের ইচ্ছার কৈফিয়ত
দিয়েছেন। দেখা যাক কেবল কি হয়।

— ৩৩ —

কলিকাতা, বইনকন টাকার কালেক্টর বড়ই উৎ-
সাহবল্য করিয়াছেন। তাঁহার আলায়ে মণ্ড-
বী ও দেশীয় শিল্প ও লোকায়ত্তারগণ উত্তম
পাঠ্য উদ্ভিষ্টাছেন। কালেক্টর সাহেব কোথাও
একজনকে উপস্থিত হইয়া টাকার ধার্য্য করিয়া
কটা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মোটীস দিয়াছেন। কোথাও বা
উচিত টাকার উৎপাদনে লোকানী পসারী
কান পাঠ উঠাইয়া লইয়া পল ইত্যদে। বাণ-
্য উপর টাকার ধরা হয় তাহার আর বায়ের
পব দৃষ্টিয়া বাজিয়া কালেক্টর সাহেব উক্ত
ক টাকার ধার্য্য করেন। লম্বা দায় সাহেব বলিয়া
কন লোকানী ও মহাজনদের দ্বারা উপর
দায় স্থাপন করা যায় না। তাহারাই দুই একা
ব দুই খনি ধরা রাখিয়া থাকে। এই অবি-
সের উপর ভর করিয়া সাহেব, গরীবদের দ্বারা
সবই অগ্রাহ্য করিয়া থাকেন। কলিকাতা
লেক্টরি ছবিঘোষের গোয়াল। সেখানে
বজা ক করে তাহার ঠিকানা নাই। কেবল
তাঁহার আর বেবলোপণ। বাজারের উপর
জ ধবিত্ত হইবে, পছন্দা পছন্দা তাহারিগকে
লীস দেওয়া হয়। শর্তা বিনে তাহার কাল-
বিত্ত উপাধিত হইলে এক এক জনের নকলনা
ক হয়। এইরূপে ১০ টা হইতে ৪ টা পর্যন্ত
সারিগিতে বাৎসা বদ্ধ করিয়া, বহল কবি
কর করিয়া সমস্ত দিন তা প্রত্যাসায় বসিয়া
কিতে হয়—কখন তাহারে ডাক হইবে। বাজার
ক হইল একলাসে বসিয়া বাজা ভিন্ন অন্য উপায়ে
তাব আর নিরপণ করা অসম্ভব। কালেক্টর
কন সেই খাতার উপর আশ্রয় করিয়া নিজের
আমত টাকার ধার্য্য করেন। এসকল কি কন অত্যা-
ব ৭ উপবণ্ডালায়া কি একিকে দৃষ্টিপাত করি-
ন না ৭ একজন অনাভিজ্ঞ অল্পবয়স্ক বিদেশীয়
মচানীর হস্তে দেশের লোকের আর নিরপণব
ব দিয়া তাঁহারা কি নিশ্চিত হইয়া বসিয়া থাকি-
ন। আমরা শেওঁ অব রেভিনিউকে বলি এ

উৎপাত তাঁহারা শীঘ্র বনন করুন, বাৎসরীয় উপর
বড় পীড়ন হইতেছে। উনকন টাকার বিল পাশ
কইবার সময় লর্ড ডফবিন আমানিগকে আশা
দিসা দ্বিতীয় যে টাকার নিরপণ কি অর্থের সময়
কোন পকার পীড়ন হইবে না। আমরা লর্ড ডফ-
বিনের সেই প্রতিজ্ঞা ভুল হইতে দেখিয়া নর্য্যভত
হইয়াছি। আশা করি কর্তৃপক্ষীয়গণ সজুরই
এই সকল অত্যাচারের প্রতিবিধান করিবেন।

— ৩৪ —

“মহারাজ” কছেন লোকের যেমন একবার
দুর্ভাগ্য ঘটিলে সহজে ভাঙা অপনোদিত হয় না,
মগ বিদ্যোদিত-গর ডাকাইত নান ও ভেদনি রাষ্ট্র
হইয়া গিয়াছে। বাস্তবিকই মগেবা এক এক জন
রাজার কন্যার সপত্ন হইয়া লিডেডে তাখাপি
তাঁহাদের ডাকাইত দুর্ভাগ্য মগকে যেজন্ত ডাকা-
ইত বলা যায়, ইংরাজকেও সেজন্ত ডাকাইত
বলিলে অত্যাধিক হয় না। মগ আরম্ভবাসিনের
তৈজসপত্র কাড়িয়া লইয়া তাঁহারিগকে মাস্তা
মানুষ করিয়াছেন, ইংরাজ তাঁহাদের ঘর বাড়ী
পুড়াইয়া দিয়া দেশভাগী করিয়াছেন। এখনও মগ
লুটনার কবিতা চলিয়া গেলে ইংরাজ অসলিউ
লুটের সামগ্ৰী সংগ্রহ করিতে যান। অতঃ ইংরাজ
কর্তৃক ডাকাইত ভাডাম এক কোড়কের নিয়ম
হইয়াছে। ২৫ ডাঙাব সৈন্ত ইত্যন্তঃ বিচরণ
কর কিন্তু মগের ডাকাইতির সময় হয় সৈন্তাধ্যাক
না হয় অধ্যাবোচী বলা কাছ না থাকায় ইংরাজ
জের সৈন্য বেঁসিত পাবে না। যখনই ডাকাইতেরা
ডাকাইতি করিয়া চলিয়া যায়, তাঁহাব সময় আদা-
দের এবেশের পুঁথির মত তখনই ইংরাজ
সৈন্য রণক্ষেত্রে বীরত্ব দেখাইতে আসেন, তখন
হুই এককল ডাকাইতের অসুসরণ উদ্দেশে দেশ
ক্রমণ করিয়া আসেন, না হয় মজব তলে পড়িয়া
নিপন্ন হন। সৈন্য সংখ্যা কমিতছে এক একটা
করিয়া আকিসাব পঞ্চাশ পাইতেছেন, তথাপি
জনরব বে কলেবায় লোক দিয়াছে, ক্রমে ক্রমে
ডাকাইতের নবাত্মক পড়িয়া সৈন্তাধ্য জীবন
জারাইতেছেন। দুইদিন একজন চালচলা বীমিগ
ইংরাজ ভিত্তিত পারিতেছেন না। ইংরাজের
কোন সভাবাদী সৈন্য, দ্যাক দিয়াছেন অতঃ এখন
যেয়ণ অবস্থা তাঁহাতে যব অধ্যাবোচী সৈন্যের
সংখ্যা বিয়ণ কবিতা দেওয়া হয় ১৮৭৭ অব্দের জুন
মাসে অধ্যাবোচী দেওয়া সত্ত্বে। আশা করি বোধ
হয় ভারত শূন্য করিয়া সৈন্য পাঠাইলেও অতঃ
বিজয় হওয়া সহজ নহে। ইংরাজ অতঃ আদা-
নতা হরণ করিয়া কেবল লোকগণেরই ভাগী

হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে ডাকাইতি লিখা করি-
তেছেন, অতঃ কিল্প ডাকাইত দ্বিত্তে হয় তাঁহাব
চেঁচী করিতে লিখিতেছেন। তথাপি ইংরাজের
অভিনাম বাইবার নহে। বিলাতে অধ্যাবোচী লইয়া
আন্দোলন উঠিয়াছে। কনস সভায় অধ্যাবোচী
কোন সভা ভেটে সেক্রেটারীকে জিজ্ঞাসা করা
তিনি ভারতের বড়লাটের মিত্র পত্র লিখেন
পত্রাভারে ডফবিন লিখিয়াছেন অতি অস্পষ্টবিনে
নহে, ইত্যদে অধ্যাবোচী তাপিত হইবে। আমরা যদি
লর্ড ডফবিনের কার্য্যকালের তিতর অতঃ ডাকা-
ইতি বনন হইল দেখিতে পাই তাহা হইলে
যুখিব কন নৃতব বাজারি আছে।

— ৩৫ —

স্বাধীনশাসন কি হিন্দুর পক্ষে নূতন ৭

ইউরোপীয় নিহাঙ্গীর ইতিহাস দেখা
নলেন হিন্দু রাজ্য আত্মপ্রাণলী ও মেলালার
জিলেন। তাঁহারা ভাবত প্রত্যাপ্ত প্রাচ্যগণ
যুখ বাজা অধ্যাবোচী তাঁহাবই উপর নিহা-
ব্যাপন করিয়া ইতিহাস লিখিতে আসেন। ইই
দেব ইতিহাস ও হুডাচ্যমদিগের পকিরায়
মোতার গল্প উভয়র মধ্যে বড় একটা প্রভেদ
হয় না। মোকমুলার প্রভৃতি যে সকল ব্যাভনাম
ইউরোপীয় অধ্যাপক হিন্দুগণ মনুষ্য করিয়া
ছেন, বেব বেদান্ত অধ্যয়ন করিয়া তাঁহাদের
শাস্ত্রে অতিজ্ঞতা লভ তবিতাছেন, নবজিব বাব
শাস্ত্রে তেন কবিতা হিন্দু পারিবারিক ইতিহাস
পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, কালিদাস ও ভবভূতি
অমৃতনদী কাণ্ডের সাগরে অবগাহন করিয়াছেন
তাঁহাবাই অদ্যত আছে হিন্দুর রাজত্বকা-
ভাবতর্থে প্রকাশে বাজতন্ত্র প্রচলিত থাকিয়া
প্রকৃতপক্ষে প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালীই অবলম্বি-
হইত। রাজ্যের শাসনকর্তা রাখিয়া প্রজাব
অগ্রহই আইনকল্পনের শাস্ত্রা করিয়া দিত। এ
বাস্তব পরিবর্তন অবলম্বিত হইলে অগ্রহই তা
সম্পন্ন করিয়া রাজ্য সত্ত্বে সর্পণ করিত। স-
সময় তাঁহাবক হইত। এক রাজ্যের হস্ত হই-
বাজাপাঠ কাড়িয়া লইয়া অতঃ রাজ্যের তলে
করিত। এইরূপে রাজ্য পক্ষ শাসন না করি-
প্রজাই বাজাশাসন কবিতা রাজ্য চালাইত।

কথাটি শুনিতে কিছু নূতন নূতন শোণ হইবে
কিন্তু একটু অধ্যাবোচী কবিতা দেখিলে সকা
যুখিতে পারিবেন এমন প্রাচীন কথা ভাব
ইতিহাসে আর বিতীত নাই। তাঁহাব অতঃ
জাতিব পাত্ৰে তাঁহাব অস্পষ্ট হইতে
অতঃ প্রজাই এককল্পে হিন্দু প্রজাতন্ত্র প্রাণ

করিয়া প্রতিবাদ করিতেছেন। লর্ড ডকরিংয়ের সম্মুখে সেই প্রতিবাদ। অজ্ঞাত স্বর্ণের প্রত্যাশা প্রতিবাদের করণ্যত্ব না করুন, বিরক্ত হইয়া ভারতবাসীকে পীড়ন করিতে চেষ্টা করি ন। লর্ড ডকরিংয়ের সম্মুখেই কেবল সেই প্রতিবাদে উদ্বীর্ণ হইয়া আত্মন ত্যাগ মতে, প্রতিবাদ বিরক্ত হইয়া বাতালে সুপূর্ণের কীৰ্ত্তি প্রতিবাদ এককালে নিবারণ কর, বাতালে বেনার বাধপত্রের বিবরণ এককালে ত্যাগ হইয়া যায়। হারাই চেষ্টার অংগে। অবিকল্প সিংলার ফাতে রাজধানী স্থাপিত হইয়া প্রতিবাদের মূল-স্থ উৎপাদিত কর তাহার জন্ত উদ্ভিগা পড়িয়া গিয়াছেন। গম্বুজমন্দির গায়ে এখন প্রতিবাদ হইয়া চর না। এখনই ভারতবাসী গম্বুজমন্দির কাম কার্যের অবৈধতা দেখাইতে যান, তখনই হারা একটা না একটা লোকসান খাইয়া কিনিয়া গেলেন। যদি আমরা সিংলারবিহারের প্রতিবাদ করিতাম হর ত তাহা হইল লর্ড ডকরিংয়ের ক্ষেত্রে সমলয় রাজধানী স্থাপন করিবার কল্পনা হয় হইত না। আমরা দেখিতেছি “কিছু” লিখে গেলেই ক্ষতি, তথাপি যে আমরা “কিছু” না পরিচালনা করি না ইহার কারণ ভবিষ্যতের জন্য। এত দিনে লে আশা করতাই হইতে গিল। লর্ড রাওল্ফ চর্চছিল ভারতের সহিত ব্যবস্থা দেখাইতে আসিলেন, তাই বলিতে-ছলাম আমাদের মুক্তি কপাল ফিরিল।

শীতপ্রধান বেশ না হইলে ইংরাজ থাকিতে পারেন না। উক প্রধান বেশ ইংরাজের বড় প্রত্যাশাকর—তাই সিংলারবাসের প্রয়োজন। গম্বুজমন্দির কার্যে ইংরাজ করতেন আর রাজধানী করতেন? গণিত বেলে শতকরা ২০ জন রাজধানী হইবে। উদ্বীর্ণের কীৰ্ত্তি বেলে অত্যধিক শীত একেবারেই সহ্য হয় না। নাভীতোকে চর্চেন ব্যতীত আর কোন বেশই উদ্বীর্ণের ক্ষতি, ব্যবহার ও ব্যবসায়ের উপযোগী মতে। সিংলার ন্যায় দারুণ শীতপ্রধান বেশে বাস করিতে গেলে প্রথমতঃ উদ্বীর্ণের পীড়ার সম্ভাবনা উদ্ভীর্ণের শরীর রক্ত হইলে গম্বুজমন্দির কার্যের ক্ষতি হইবার বিলম্ব সম্ভাবনা। শতকরা ১০ জনের জন্ত ১০ জনের প্রাণের বিস্তৃতি পূতিপাত করিয়া নিজের আর্থের বিস্তৃতি দেখিলেও সিংলার গম্বুজমন্দির ক্ষতি জির লাভ হইবে না। আর এই যে বনজনের সুখ সম্বন্ধ—তাহাও বা কর ন।? সিংলার শীতের বন্য অত্যন্ত প্রত্যাশা, অনেক ইংরাজ প্রত্যাশা এখন পূর্ণত বিহার ভাগ

করিয়া উদ্বীর্ণ নিবারণ জন্ত লালমিত্র হন। রাজধানীর কীৰ্ত্তি প্রাণ সিংলার তখন যে ক্রিপে টেবিলে তাহাও আমরা তালিকা উদ্ভিগে পারি না। ৩১ ৭২২২২২২২ এক জন বৃদ্ধ বহুদিন রাজ সরকার কাষ করিয়া প্রায় পেনসন পাইবার উপযোগী হইবেন—তাহাও উদ্বীর্ণের মাতা স্ত্রী পুত্রের মাতা, বহুদায়কের মাতা কাটাইয়া সুবার জায় চাকরির জন্য স্বর্গমুখ হইবে। এক রাজধানী, তার বৃদ্ধ, অধঃপর উপর মমতা উদ্বীর্ণ অংশকা কাহার আর অধিক হইবে? সমস্ত ক্ষতি উদ্বীর্ণ করিয়াও রাজধানী অবশ্য ভাগ করিতে চাহেন না, অধঃপর মুক্তিকার পড়িয়া মরিতেও উদ্বীর্ণের সুখ। কেবল বনজনের কয়েক মাসের সুখের জন্য দেশভাগী করিত কাহার না মনে হয় উদ্বীর্ণের ৭ সে বরা ভারত গম্বুজমন্দির নিতিনিয়ম প্রকৃতির হৃদয় উদ্বীর্ণ হইল না, কিন্তু সাত শতকরের মদীর পারে শুভ্র ইংলণ্ডে হৃদয়বান ইংল্যান্ডের হৃদয় বাত প্রতিবাদ হইল, ইংলণ্ডবাসী ভারতের জন্য বাঁধিলেন ত, ৫ বলিতেছিলাম বহিরের কুটীর হইতে ৫ লক্ষ টাকা বাঁচিয়া গেল, হৃদয় আবার আনন্দের কপাল ফিরিল।

চর্চছিল শৈলবিহারের প্রতিবাদী হইয়াছেন। ভিতরে যে কারণ থাকুক না, এই সময় কিছু আমরা বের একটা কার্য আছে। একবার এটিকে বন চর্চছিলের রূপান্তরিত পাড়িয়েছে, তখন এই সময় একই বিশেষ চেষ্টা করিলে আমরা সফল হইব এরূপ আশা করিতে পারা যায়। চর্চছিল অল্প-সকল সিনিয়র বিজ্ঞান করিলেন, আইরিশ হোম-রুল বিলের দারুণ প্রতিবাদী হইলেন, ভারতবাসী ও ইংল্যান্ডের বেতনের চাই ভূতীরাংশ পার্থক্য স্থাপন করিবার চেষ্টা করিলেন—সেই চর্চছিলই আবার ভারতবাসীর অনর্থক অর্থপ্রদত্ত কর বলিয়া গম্বুজমন্দির সিংলারবিহার বন্ধ করিবার চেষ্টা করিলেন। একবড় পরিবর্তন তাই বলিতেছিলাম আনন্দের মুক্তি কপাল ফিরিল।

—৩৩—

অধঃমর্গের কার্যবরোধ।

অধঃমর্গের উত্তমর্গের এল পরিণামে অক্ষম হইলে ভিত্তিবার দস্তক জারি দিয়া তাহাকে কার্য-রুদ্ধ করিয়া থাকেন। এই কার্যবরোধের বিধি বাতালে এককালে রহিত হয় দুই বৎসর পূর্বে হইতে তাহার কল্পনা হইতেছিল। মিঃ ইলবার্ট এই কল্পনাটা কার্যে পরিণত করবার উদ্দেশ্যে ব্যবস্থাপক সভায় একবার পাণ্ডুলিপি উপস্থিত

করিয়াছেন। আনন্দের কোন কোন মহাবলী এই বিল আনির উদ্দেশ্য করিয়া মাঝামাঝি নিতপোত্তি করিয়াছেন। উদ্বীর্ণা বৈধন ব্যবস্থা পক সভার সভাপতির বেতন পাণ্ডুলিপি ও চিত্রার গভীরতা হওয়া আবশ্যিক পাণ্ডুলিপি ভিতরে তাহার বিলম্ব অত্যন্ত দুর্ভেদ। ইহারে প্রকৃত চিন্তাশীলতার পরিচয় না দিয়া ইলবার্ট সত্যের কেবল তাৎকালিকের প্রকাশ করিয়াছেন। আনন্দের সহযোগিতার এই মতের পোষকতা করিতে পারিলেন না। ব্যবস্থাপক সভায় পাণ্ডুলিপি লইয়া তিনি যে ভাষার বক্তৃতা করিয়াছেন তাহাতে বাস্তবিক মন্তব্য ও অধঃপ্রত্যাশা প্রকাশ পাইয়াছে। যাহা প্রকৃত মন্তব্য তাহা কখন চিন্তাশীলতার লেশ মাত্রও থাকিতে পারে না। যাহা সমস্ত ব্যক্তির জব্বরের উপদেশ তাহা প্রকৃত বিজ্ঞতা ও চিন্তাশীলতার উপদেশ। বাতালে প্রাণের ভাষা প্রকাশ করে, তাহা চিন্তাশীল ইংল্যান্ডের তাৎকালিকের পরিচালক। ইলবার্ট সত্যের হৃদয়বাসে আনন্দের একটা উৎপীড়ন নিবারণ ও অত্যন্তের পূরণ করিবার চেষ্টা হই য়াছে।

ইলবার্ট বলেন—বাতালে বেনহারের চালাকাল চালের গুরু, কপাট, চৌকাট, কুড়ি টাকা অধিক বেতন ইত্যাদি নিত্য ব্যবহার্য জিনিস সামগ্রী ও ভবনপোষকের সামান্য উপায় ভিত্তিকারিত্যে ক্রোক বিক্রয়বিহার চিন্তাশীলতা না হয় বেগমি কার্য বিধির আইনে তাহার বিশেষ দিগা লিপিবদ্ধ আছে। বেগমি কার্য বিধির আইন বহিরের আচার্যের উপর হস্তা জম না, তাহা তাহার বেতনের উপর, ততরাং তাহার পবিত্র বর্গের অর্থের উপর হস্তা হইতে জমী করেন না বেনহারের উপর ভিত্তি জারির সময় যদি তাহা এমন কোন জিনিসামগ্রী থাকে, যাহা ভিত্তি জারিতে ক্রোক হইতে পারে না, কিম্বা সে এমন সামান্য বেতন পায় বাতালে কথঞ্চিৎ রূপে তাহা পরিণতবর্গের ভরণ পোষণ নির্ভর হয়, বেনহার সেই বিশেষের সময়ে সেই সমস্ত নিত্য ব্যবহার্য জিনিস সামগ্রী নিত্য ভরণপোষকের একমাত্র অর্থ হন ও সেম্পূর্ণক পরিচালনা করিয়া গণ হইতে চায়। কামই সাক্ষ্য সম্বন্ধে তাহাও এমন সমস্ত জিনিস অবাছিত দিগাও পরম্পরা সমস্ত ভাষাশিগ্নক মহাজনের প্রের জন্ত দায়ী কনি বাধা হইয়াছে। অধিকন্তু বেনহারের ইপি পবিত্রতার যদি কোন মন্তব্য ঘন থাকে তাহা তাহারা পরিচালনা করিয়া বেনহারকে বক্তৃতা

করিতে যায়। কারণ বৈদ্যার অবস্থার হইলে তাহার।
তাহাদের তরফে পোষকের একমাত্র অবলম্বন হইতে
বিহীন হইবে। সুতরাং বৈদ্যার কার্যবিধি
আইনে কোমর সম্বন্ধে যে বর্ণিত বিধানসী আছে
তাহাতে কেবল যে বৈদ্যারের উল্লিখিত পরিভুক্ত
জ্যোতিষ অরক্ষিত থাকে তাহা নহে, বৈদ্যারের
পরিবারবর্গের নিজস্ব সম্পত্তি ও কার্যরোধের
তরফে বিক্রিত ও চতুস্তরিত হইয়া যায়।

উদাহরণের এই কথা শুধুর সভ্য বৈদ্যার
মাজেই তাহা প্রতিদিন অনুভব করিয়া থাকেন।
প্রতিদিন পরিভুক্তের ঘরে, নিজ পরিবারবর্গের
চাহিদা, অনাহারমুক্তার শোক মিনাহে, এই সার
সভ্য বাক্যের শত শত নৃশংস আশ্রয় তরফে সমুখে
সর্বজনীন প্রতীক্য হইতে থাকে। এ সকলের
মূল কারণ পরিভুক্তের এতদূর জন্ম কারণ। এক
দিন বাহার কেন্দ্রের কল, বাজারের বেলা,
ততোবাক পরিভুক্তের মজুরি উপার করিয়া না
আমিলে জী পুত্র অনাহারে রাত্রি যাপন করে,
শিশু সন্তান কাঁদিত কাঁদিত হুয়াইয়া পাক, আর
শিশু মাতা মরণের জলে ডাবিত ডাবিত সমস্ত
রাত্রি দুখোদুখী উপবেশন করিয়া অতিবাহিত
করে, সে দুঃ পরিভুক্তের প্রতিপালককে যদি ১০
দিন, ১৫ দিন, এক মাস কি দুই মাস কাল এগের
দায়ে অভিহিত করিয়া রাখা যায় তাহা হইলে কি
শিশু সন্তানকে এতদূর রাখা যায়? অথবা ধর্ম্মের
পাত? বাক্যের রাজ্য আশ্রয় তরফে আর লোক
সমাজে নরক, সংখ্যা হুজি পাত? বাহার। যেটে
বেলায় দুঃ এগের জন্ম কার্যরোধের ব্যবস্থা
তাহার পক্ষে যে নিত্য উৎসাহিত তাহাতে
আব অনুভব, তরফে সন্তান নাই।

সহযোগিতা বলেন এতদূর জন্ম কার্যরোধের
ব্যবস্থা উঠাইয়া দিলে বাণিজ্য ব্যবসা চলিত না।
কেহ কাহারে এতদূর আশ্রয় হইবে না।
আনয় বলি এগের জন্ম বাহার। সেমসারকে জেল
পাঠান তাহার। কখনই টাকার প্রত্যাশা করেন
না। বৈদ্যারকে জন্ম করাই তাহার উদ্দেশ্য।
জেল দিলে উত্তমকেই বরং তাহার আত্মীয়ের
জন্ম টকা বরং করিতে হয়। বাহারের টকা
পাইবার ইচ্ছা, তাহার। কখনই বৈদ্যারকে জেল
যেন না বরং তাহাতে বৈদ্যার হুই, পরসী উপ
করিয়া তাহার এতদূর পরিভুক্ত করিতে পারে তাহা-
নই চেষ্টা দেখেন। ব্যবসা বাণিজ্য কার্য কারবার
সমস্তই যে এগের উপর চলিতছে তাহা আনয়
আঁকার করি। কিন্তু বর্ণিত ও ব্যবস্থা এতদূর
বিভিন্ন সময়ে এতদূর আশ্রয় নিষেধ করিয়া

যেন। পরিভুক্ত ও সমসার, সী সম্পদ ব্যক্তি তির
তাঁহার। আর কাহারে এতদূর আশ্রয় হইবে না।
এতদূর আশ্রয় তাহার টকা মারা বাহার
কোন সমসার নাই। সুতরাং এতদূর আশ্রয়
তাহার। কোন প্রত্যাশা নাই। অনুভবের
যদি কোন বৈদ্যার এতদূর পরিভুক্ত নিত্য অকম
হইয়া পড়েন তরফে ইনসলুভিলি মটর। তিনি পরি
জান পান। সুতরাং বৈদ্যারকে জেল দিতে
পারিব না এই তরফে যদি মজারমের। কাহারে এতদূর
দিতে প্রত্যাশা না হয়, তাহা এখনও তাহার এতদূর
না মজার দিলে কারণ বর্ণনাম আছে। ব্যবসায়ী
অর্থের ব্যবহার বেশ জ্ঞান আছে। অর্থের অর্থ
যায় করিয়া বৈদ্যারকে জেল পাঠাইল যে তাহা-
হেব কতি তির লাভ নাই ইচ্ছা তাহার। শুধুর
জানেন, তরফে তাহা জানিতে পারিবেন না।
সুতরাং এই বর্ণিত অবস্থায় ব্যবস্থা বৈদ্যার
আইন হইতে তুলিয়া দিলে ব্যবসা বাণিজ্য এতদূর
হাম ও এতদূর কোন ব্যাধাই ঘটবার সম্ভা-
বনা নাই।

এতদূর ও ব্যবসায়ীর কথা ছাড়িয়া যদি সাধারণ
লোকের উপর দৃষ্টিপাত করা যায় তাহা হইলেও
অবস্থায় ব্যবহার কোন আশ্রয় দৃষ্টি প্রাপ্ত হওয়া
যায় না। জমীদার ও প্রজার বৈদ্যার সমস্ত তাহাতে
এতদূর উৎসাহিত করিবার চেষ্টা করিলে জমীদার
কখনও লাভবান হইতে পারেন না। একটা
বাকি প্রজার দিক্‌নির্দেশিত যদি নাভান
এতদূর জমিদার জেল পাঠান, তরফার
প্রজনা আশ্রয় তরফে কখন, তরফার ও প্রজনা
সংগ্রহ করিতে তাহাকে সকল সমস্ত কৃতকার্য
হইতে দেখা যায় না। প্রজার জী পরিবার জমি-
দারের জমিতে চাষ আবাদ করিতে অকম, আপ-
নাদের উদ্যোগের জমি তাহার। লাভারিত, সুতরাং
জমিদারের প্রজনা কি করিয়া পরিভুক্ত করিবে?
জমিদার যদি প্রজাকে জেল না দিয়া বরং
তাঁহাকে আশ্রয় উত্তম করিবার জন্ম লভ্য
করেন তরফে তাহার প্রজা টাকার অধিক
আশ্রয় করিবার সম্ভাবনা থাকে। সময়ে সময়ে
দারম দিয়া মজারমের। প্রজাকে সাহায্য করেন।
এতদূর জেল দিলে তাহার জমির উপর চাষ
আবাদ হয় না, সুতরাং সে দারমের টকা মজা-
জন্মকে প্রত্যাশা করিতে হয়।

যেহা হইতেই অবস্থায় প্রজার একদিক
যেন বৈদ্যারের সর্বস্ব, এতদূর তরফে মজা-
জন্মকে কতি। উত্তমের কতিপ্রজার এতদূর একটা
ব্যবস্থা উঠাইয়া দেওয়া যে নিত্য কর্তব্য ইচ্ছা

সকলেরই মতামত হইতে পারে। অবস্থায় প্রজার
রচিত হইলে প্রজার দিক্‌নির্দেশিত হইবে সভ্য।
কিন্তু বাহার প্রজার না হয় লোকের দৃষ্টি প্রজার
মজারমেরই কর্তব্য। যে ব্যক্তি এতদূর করিয়া পরি-
শোধ করিতে অকম তাহাকে এতদূর বৈদ্যার আ-
টাকা জেল ফেলিয়া দেওয়া হুইই সমান। বাহার
মজারমের ব্যক্তিকে বরং করিয়া এতদূর বৈদ্যার
তাহার এতদূর দারমের মধ্যে পরিভুক্ত হওয়া
কর্তব্য। প্রজার আশ্রয় অথবা জমীর ব্যবসা
করিয়া লাভবান হইবার আশ্রয় বাহার এতদূর বৈদ্যার
তাহার পক্ষে সর্বজনীন বিশেষ আশ্রয়।
কেহ কেহ বলেন এইরূপ সর্বজনীন দৃষ্টি হইলে
যে উপায় করিবে উদ্যোগের আশ্রয় সমস্ত
সময়ে পূরণ হয় সেটা এককালে বন্ধ হইয়া যায়।
নিত্য বন্য দৃষ্টি করিয়া মজারমের মজা এতদূর করিয়া
আশ্রয় করিবার উপায় এককালে রচিত হইয়া
যায়। এতদূর আশ্রয় পূরণ করিবে, আর সমস্ত
সময়ে পূরণ করিয়া সেই এতদূর পরিভুক্ত করিবে
করিবে সে আশ্রয় আর থাকিবে পার না। ইচ্ছা
আনয় আশ্রয়। কিন্তু এই অবস্থায় হইলে
করিবে পরিভুক্ত ও উদ্যোগের শক্ত হুজি হইবে
মুতম উপায় আশ্রয় মোটম করিবার ইচ্ছা হইবে
মিরা করিবে সমস্ত উদ্যোগের ও এতদূর অশ্রয়
কাল মধ্যেই আশ্রয় অবস্থায় উত্তম করিতে পারিবে
অত্যাধি মজার উপায় দেখাইয়া দেয়। এতদূর
অত্যাধি করিবে সমস্ত যদি এককালে অশ্রয়
সংস্থান করিতে সর্বজনীন হয়, বেশার মধ্যে "হা অ-
যে অশ্রয়" হুজি উঠিয়া বাইবে, সুতরাং প্রজার
কখনও অধিক জন্ম হইবে না।

উপস্থিত আইনেও যে প্রজার প্রজার বৈদ্যার
হয় না এমন নহে। ইনসলুভিলি ব্যবস্থা
উত্তমকে কতি দিবার ব্যবস্থা। প্রজার
এতদূর করিবে, পর আশ্রয় বনসম্পত্তি বিক্রয়ের
হুজি বৈদ্যার চতুস্তরিত করিয়া কেবল, তাহা হইলে
উত্তমকে অবস্থায় নাভার চাষ দিয়া বসি-
হয়। ইনসলুভিলি ব্যবস্থায় প্রজার মজার
দৃষ্টি পাইয়াছে অবস্থায় প্রজা উঠাইয়া দি-
কখনই সেমসার ব্যক্তির সম্ভাবনা নাই।

আইনটির আঁচরণ সম্বন্ধে আনয় হুই এতদূর
ব্যক্তি প্রকাশ করিলেন। বাহার জমির মজার
আলোচনা দিলেই কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ
হইয়াছে। আনয় ইহার সকল কলির অনুমোদ-
না করি সাধারণ আইনটি পাস হইলে উ-
পস্থিত মজারমের যে উপায় দর্শিত তাহা
আর কোন সম্ভাবনা নাই। সমস্ত-ট দিবার

করিতেছেন না, ইষ্টাঙ্গি জন পার্শ্বন পক্ষ আব-
শ্যবাহী শিক্ষিত শ্রমজীবী প্রয়োজন্য হস্তক্ষেপ
করিয়া ইংলণ্ডের প্রকার অনুকরণ করিতেছেন না,
কিন্তু ভারতের ভবিষ্যৎ আকাশ মেঘনির্মুক্ত
করিয়া দিতেছেন ভারত ইংরাজ রাজ্যের অন্তর্গত
ভক্তি স্বাপ্ন করিয়া দিতেছেন, ইংরাজের যতিবা
নাম সত্যসত্যে, সত্যভক্তি ও সত্য রাজ্যের
যে ভেদেই চার করিবার উপায় দেখি ত-
খন । ইংরাজ । প্রজাসমিতি তোমারই কীর্তি
তোমারাই প্রশংসার জর ঢকা ।

পুস্তক সমালোচনা ।

পারিবারিক চিকিৎসা বিধান । আনরা এই পুস্তক খানি পাঠ করিয়া যতই জীভিলাভ করি-
গান । পল্লিগ্রামের হরিজ পরিবারের মধ্যে পীড়া
হইল গ্রাম অনেককেই ভাকার ভাবে না । যে
কোন প্রকার ছব হঠক না কেন অত্র তাহার
হইনাইম এরোগ করিয়া ছব হবন করিতে যার ।
যার কোন প্রকার পীড়া হইল গ্রামে তাহার
মন্ডিত হইয়া ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া
গকে । কে'ম কোন স্থানে ভাকার বৈদ্য একে-
গারেই নাই । হাড়ুড়িয়া কবিরাজ বমলুজের
যার সকল গৃহেই সর্জন্য করিতে থাকেন ।
তই সকল স্থানে বাছারা একই বাজালা লেখা
গড়া জামেন তাঁহাদের গৃহ " চিকিৎসা-বিধান"
ক্টের ন্যায় ব্যবহৃত হওতা উচিত । এই পুস্তক
বাছিতে এলোপ্যাথিক মতে পারিবারিক চিকিৎ-
সার অনেক বিধান আছে । সেথক বিশেষ যত্ন ও
পরিজন স্বীকার করিয়া ইহাকে সাধারণ হুদির
উপযোগী করিয়াছেন । পুস্তকখানির দ্বারা কিছু
অধিক বলিয়া বোধ হয় । যদি হরিজের উপ-
কারের জন্য এই পুস্তকের মুক্তি হইয়া থাকে
তবে হরিজে বাছাতে অনায়াসে পাঠ করিতে
পারে সেরূপ উপায় করা লেখকের কর্তব্য ।

বেদব্যাস—প্রথমভাগ ২য় খণ্ড । অনেকগুলি
অশ্লিষ্ট পণ্ডিত এই পত্রিকাখানির লেখক ।
ইহা মনজীবনের মাত্র একখানি উচ্চতরের ধ্যানিক
পত্র । হীর্ষজীবন লাভ করিতে পারিলে
বেদব্যাস হিন্দুসমাজের ভিতর বেদব্যাসের মাত্র
কার্য করিতে পারিবে ।

उत्पन्नश्री—एकानन गरुडः । धर्म, मोक्ष,
एवमनाम नवश्री मारिक पञ्चिका । एहे
गरुडार उत्पन्नः, मोक्षारना, मयाज ७ मोक्ष,
जानना नवरा रहैव कटव । एकश्री विपन्नर अरु

লেখা আছে। তখনকার অনেক কবীর কথা
প্রকাশ করিতেছেন।

सहचरी—ज्ञात्री—विज्ञानदर्पण । (मासिक
पत्र श्रीवैद्येश्वर पाण्डे कर्तृक सम्पादित) एत
मासिक पत्रिकायां विद्ये लिखित अत्यन्त विविध
आहे, लेखां वृत्त । आम्हा ह्याचें दीर्घजीवन
कायना करि ।

যথার্থ বেস। ছুটিবে না।—জীপিরমাথ চক্ষ
বর্তী প্রবীত। এই ক্ষুত্র পুস্তকখানিতে খিৎসক
মদ্যের স্পন্দক বর্ণনা করা হইয়াছে। লেখাটী
মল্ল ভয় নাই। ইহা পাঠ করিয়া যদি একজন
যাতায়েলও চৈতন্যোৎসব হয় তাহা হইলে অমরাও
লেখকের সহিত আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করিব।

উউরୁର।ପୌରୁ ନନ।ଚାର।

লক্ষ্য ২০৬ জন। আগামী ১লা জুলাই প নিয়োগের
 সভা দিখান চলে যাবে।

পার্লিস ২০০৯ খ্রু। কবাসী রাজবাংলায় সাক্ষিবর্গের ক'ল
হটতে বিজ্ঞানভূত কলকবিবহক আ ইমরী কবাসী সেসেট সত্য
পাল হটতে।

সিন্ধি ২৩৫ জন। কনাসীতিগের কাছাকাছি পথানেকল
 করিমার জন্য যে কাছাকাছি মিউ বিব্রাইডস দীপে সিদ্ধা হল
 তাহা করিয়া আসিয়াছে। তাহার অধিক পলেন কনাসীতি এই
 দীপটি বীভবত বহল কেনে নাই, অথবা উক্ত কনাসীতি অধীন
 এ কথাক বোঝা করেন নাই কনাসীতিগের উপর বীপনামী দপের
 অত্যাচার সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা রাষ্ট্র হইয়াছিল, তাহা একত
 বলিয়া জিহ্বা খিঁকার করিয়াছেন।

লক্ষ্য ২৫৫ ক্রম । অথ পালিগামেষ্ট মহাসভা দ্বয় হটল ।
 মহারাজার বক্তৃতা লষ্ট চান্দ্রসেনের কর্তৃক পঠিত হইল । তেঁহি
 বাক্যে কোল আত্মসত্ত্ব সংক্রান্ত বিষয়ের সীমাহীনের কথা অতি
 লভ্যে একটি মন্তব্য পালিগামেষ্ট পঠিত করিবার প্রস্তাব উইয়াছে ।
 এই প্রস্তাবে ইংলণ্ডবাসী জনসাধারণের কি মন্ত জ্ঞানিবার জন্য
 বর্তমান পালিগামেষ্ট ভাষ্য করা হইবে । *

সকল কার্য তৎপরি উপস্থিত হইয়াছে, ইংলণ্ডের সহিত সমস্ত বৈতনিক
সংসর্গের সমস্ত সমস্ত নিয়ন্ত্রিত আছে। খ্রীস্ট ও মুসলমানের
ব্যাপারের নিয়ন্ত্রণেই বীজ্য হইয়াছে। স্পেনের সহিত একটি
বাণিজ্য বিষয়ক সন্ধি স্থাপন হইয়াছে।

মিসরীয় বাণিজ্যের সজ্জিক অব্যেকট। জাল হইয়াছে। ত্রিগণ
সেবাসংখ্যা কমায় হইয়াছে এবং সৈন্যসমূহকে মিসরের বক্ষণ
সীমার মধ্যে আবদ্ধ করা হইয়াছে।

১৮৬৬ সালের ভারতীয় এবং উপনিবেশিক প্রবর্তনীতে
লোকের যোগ্য আগ্রহ দেখা যাইতেছে ভারতে স্ট্রাট ব্রুকা বাহ,
সাম্রাজ্যের সকল বিভাগের লোকের মধ্যে পরাম্পরের প্রতি
গভীর সহানুভূতি সর্বত্র প্রসারিত হইতেছে এবং
উত্তরোত্তর সেই প্রবর্তন বৃদ্ধির যাইতেছে।

যত্নে চান দেখে বহারাণী প্রার্থনা করেন যে, সূত্রের আলিঙ্গনে
যেই প্রাণাংশের মধ্যে শান্তি ও সম্ভাব্য বৃদ্ধি করুন এবং
সম্প্রদায়ের একতা দৃঢ়তর করুন।

সত্যদেবের কৃষ্ণ। প্রাকটিক সত্যদেব বড়ই প্রিয়।
 হেন। এখানেই প্রাকটিক সত্যদেবের সত্যদেব।
 সহিত অজ্ঞানিত হইল।

কবিতা-শিল্পসংগ্ৰহ ২৫৬ খৃঃ। কবিরা গোষ্ঠীকে সোনার
ছেল বে, গিঙ্গুল আভলকজ কার কয়েনোদ্য সাঁকার কয়েক
সর্গ ভল করিরাছেন এণ্ড ত যবরেব প্রতীকার জন্ম ঐদাবে
অনুভব কবিরাছেন।

টাইমসপত্রে বেরিয়ানসিপের এই বোঝাপড়ার প্রকাশিত তথ্য
 দ্বাৰাই সেটি কৃত্রিম। "ইউএইচইউআইআই" এইরূপ বলের।

বিজ্ঞানোৎসব : অগ্নি এং তরঙ্গ সম্মিলিত ভবিষ্যৎ
 বলিষ্ঠা পাটাতীজাতের যে বুলবে বিদ্যা। সমস্তে ত্রিম একা কো
 কবা করিলে উদ্ভাষা তাহাৰ আশুমে চল কারবেল না।

১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে। বর্তমান পালিকায়েন্ট ভবন তৈরি, এ
 নগর পালিকায়েন্টের অধীনে। অর্থাৎ ভবনটি। আগামী
 আগামী বৃহৎ পালিকায়েন্টের আওতায় চলে।

କୋମ୍ପାନିର ଦାଗଦେଇ ମର ।

• ৪ টাকা ভবের কাগজ ২৭

830	2491	(24)	20—
840	2495192	(2 20)	2050—
850	2 92	(2 20)	2 2

କଳିଙ୍ଗାତ ।

কলিকাতার কি মফঃস্বলের স্থানে স্থানে যে প্রকারের হুত বিক্রীত হয় তাহাতে হিন্দুর আর তিনজন্যেই থাকে না। উৎসাহে ছুইট আরেক নামক এক প্রকার তৈল ও চর্বি ও ভাগ ও হুতের অংশ ও ভাগ মাত্র থাকে। এই মিশ্রিত হুতে হিন্দুর আত্মা ও বর্ষ ছুইয়েরই বিলম্ব তাহী হইতেছে। ত্রাণ পণ্ডিতেরা অনেক গুণজাত গব্যহুত তির হুতের হুত ব্যবহার করিতেছেন না। ইংল্যান্ড চর্বি মিশ্রণের কথা জাঃ ম না ইংল্যান্ড এই হুতে ইংল্যান্ড পরকাল মতে করিতেছেন। হিন্দু যেহেতু হুতের আদর করেন এমন আর কোম জাতিই মত হুত উদ্বাহের এত জিহ্বা সামগ্রী যে "হুতহীন হুতোজম" বলিয়া ইংল্যান্ড হুতের আদর সামগ্রীকে অব্যাহত করিয়া থাকেন। হিন্দুর মাগ ম জিহ্বা কাও বেগুজা সকল বর্ষ কর্ণেই হুত করোজম। এমন একটা পদার্থ বাহাতে কলুবি না হইতে পার ভজ্ঞাত নিমসন সাচেদের চেন করা কর্তব্য। ওমা মায় নিমসন বলিয়াই যদি উপস্থিত হুতে হিন্দুর আত্মা মতে ও বিবেচনীয় হেলুথ আকিসার কখনই বাজালীর আদরকার করিতে পারিবে না। যদি উদ্বাহর কথিত হুতের সেনা তাব না থাকে তবে আনরা নিমসনের থাকে অল্পবেদন করি। বাজালীর আদরকার জন্ত বাজালী কর্ণচারীই নিমুক্ত কর্তব্য। বেশ অল্প ও শুষ্কি তেদে মনে আত্মা তির তির একারে রক্ষিত হয়। নিমসন বা বাজালীর আদর রক্ষার অপারক হন উদ্বাহর একজন দেশীয় কর্ণচারী নিমুক্ত করা নিত কর্তব্য।

লায় পুতুল গুলি যেমন ফুলের এঙ'লও নাকি
হপেকা হোম অংশে স্থান পড়ে ।

জন সুইমের মকদ্দমা যুদ্ধের মাজেট্রের
চারাবীণ রচিত্যে । জামালপুরের ফিটার
হেবলস দেশীয় কালী ফিরিলী পথও সুইমের
ক অবলম্বন করিয় 'ছ' মৃত 'ভক্তির পরিবার
বিস্তার করিয়া । উকিল দিয়া মকদ্দমা চালাইবার
মততা ত.হা.বের নাই । জামালপুরের স.জ.নী
জ লোক গণ যদি নিশ্চিত থাকেন তবে 'বাস্তব
কই লক্ষ্য' কথা । ব.ভাতে মৃত্যুঞ্জির পক্ষে
কজন উপযুক্ত উকিল নিযুক্ত হইয়া মকদ্দমা
লিখে পাবে সেদিক চেঁচা করা জামালপুর
যুদ্ধের বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী ভ্রাতা লোক
গণের অবশ্য কর্তব্য ।

উইল্ট সাহায্যের একটা বুদ্ধিমান সুকুর
খা শুনা গিয়াছে । বেঙ্গল গাড়ি বাইবার সময়
একখানি "জ্যাগার্ড" নামক সংবাদ পত্রিকা
তিব্বন একখান ফেলিয়া দিয়া বাইত । উকিল
জির সুকুরটী প্রতিদিন সেই স্থানে বসিয়া
কিড, এবং কাগজ খানি পড়িলেই সু-খ
বয়া লইয়া গিয়া প্রভু ক দিত । একদিন গার্ড
ল ক্রমে জ্যাগার্ড পত্রিকার স্থানে আর একখানি
ত্রিকা ফেলিয়া দিয়া ছিল । সুকুরটী সে পত্রিকা
খানি যথা স্থানে ফেলিয়া রাখিয়াছিল । প্রভু
বাব পত্রিকা না পাইয়া গার্ডকে পত্র লিখে ।
সময়কালে তানা যায় তুল ক্রমে অল্প পত্রিকা
ওয়াডেই সুকুর ন্যায়ের কাছে লইয়া যায়
ই ।

ফুলতান জাজিবারের একটা তপ্পি সিংহ লিকার
বিয়া আসে না । সময়ে সময়ে লিকার করিতে
যা একমাস বেড় নাস কাল জজাল অতিবাহিত
বেম । বাজুমারী শৈশবে একজন সারকস্ চফ-
পারর নিকট কস্ত লিখা করিতেম । তিনি
জা কি হাতির উপর একজন ময়দাকে হাঁড়-
বাইয়া মিজে তাহার কন্ডের উপর উঠিয়া সম্মুখে
হ ও তন্তি চালনা করিতে পারেন । বন্ধু
জিতে, তীব মারিতেও তিনি পুখ পট্ট । আবার
খাপড়তেও কম ম'চন । সম্প্রতি তাহার লিখিত
ফিকানানক একখানি পুস্তক বাহির হইবে ।

ব্রাহ্মের একজন শৌর্যবর্ধ প্রচারক বলিয়া-
ন—ব্রহ্ম জয় করা ইংরাজের পক্ষে বড় সহজ
পার হইয়াছিল কিন্তু ব্রহ্ম বন্দ্যেতে ইংরাজের
কম দায় । সতই ইংরাজ ব্রাহ্ম অধিক সৈন্য
পঠন করিতেছেন ততই বিজোহের হুজি হই
তে । ব্রহ্মসীমেরও পুত সুখ সম্বন্ধ—বিজোহী

মন একবার বেশ সুষ্ঠম করিয়া পলাতন করে
ইংরাজ সৈন্য আসিয়া সুষ্ঠম করিতে বাধ্য থাকি
থাকে তাহাও সুষ্ঠম নয় । বেততে ব.স কাটিয়া
গইয়া গেলে বাধ্য অবশিষ্ট থাকে কীট তাহা
গ্রাস করিয়া সুখের হরিত ক্ষেত্র মরুভূম পরিণত
করে ।

কোটমহান বেলম—বায় রামশঙ্কর সেন গবর্ণ
মেন্টের পেন্সন পাওয়া বিকাসিত মজারাজের আই
গেট সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত হইবেন । রায় রাম
শার যেমন উপযুক্ত লোক তাহার তেমনি মধ্যমা
হওয়াও আবশ্যক ।

টিকারী রাজা লইয়া শীত আদালত মকদ্দমা
উঠবে । মৃত মজারানীর আমীর সন্তিত মজারানী
কিরকিম খতম ছিলেন । এই সময়ে মজারানীর
বাল্য কোর্ট অব ওয়ার্ডের হস্তে যায় । মজারানীর
আমী এখন মিজে "গার্জেন" অর্থাৎ নাবালক
অভিভাবক ও অলি হইয়া টিকারী রাজার ন্যায়ের
হইতে চান ।

কুনা যায় আমীর হোসেন বেঙ্গল জামজাল
লোপ বোণ দিতে অস্বীকার করায় গবর্ণমেন্ট
তাঁহাকে ব্যবস্থাপক সভার সভ্য পদ নিযুক্ত করিয়া
ছেন । এ সময়কাল সভ্য হইগে বড় আশ্বপের
বিষয় ।

মজারাজীর রাজার পঞ্চাশৎ বৎসরকাল অতি
বাহিত হইল । গত ২১ এ জুন এতদুপলক্ষ্যে স্থানে
স্থানে মতোৎসব হইয়া গিয়াছে । অনেকগুলি
আকিস ও আদালত বহু হইবার কথা ছিল । কি
কারণে তাহা হয় নাই তাহা জানা যায় নাই ।
যদি এই পঞ্চাশৎ বৎসর রাজত্ব কাল অরণীর
করিয়া রাখিবার প্রয়োজন হয় তবে এ বৎসরে
তারত গবর্ণমেন্টে তারতবাসীকে একটা মৃতন উপ-
হার প্রদান করুন । সেহা প্রস্তুত সৈন্যজনীতে
প্রবিত্ত হইবার জন্য তারতবাসী অনেক দিন হইতে
চেঁচা করিতেছেন । এইবেলা সেই উপহারটী
প্রদান করিয়া গবর্ণমেন্টে তারতবাসীর হৃদয়ে মজা-
রাজীর পঞ্চাশৎবর্ষের রাজত্ব স্মৃতিস্তম্ভে প্রোথিত
করুন ।

কুব কন্ট্রিটিমোপলে তুরস্কের সহিত বন্ধুত্ব
স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়া বিফলপ্রবৃত্ত হইয়া-
ছেন । তুরস্ক ও পারস্যের সার সহিত বন্ধুত্ব
জানাইতে গিয়া বার্ষিক্য হইয়াছেন । তুরস্ক
বেঙ্গল কুব শজ, পারস্য বেঙ্গল কোম শজ আবার
রাজা আক্রমণ করিতে পারিবে না । কুব আবার
সভায় আছে ।

সার লিপিল গ্রিফিন হলকারের মৃত্যুর পর

ইন্সপেক্টর লিখাইলেন, এক্ষণে ইন্সপেক্টর হই-
লিখিয়ার পরিবারবর্গকে পাশ্চাত্য করিবার জ
গোয়ালিয়ারে আসিয়াছেন ।

গোয়ালিয়ারের নিকট মলিহপুর ও ক.লি
অমতিদুরে জুয়ার সিং নামক আর একজন ডাক
ইত উৎপাত করিতেছিল । গোয়ালিয়ার বন্দ
বের সৈন্তের সহিত জুয়ার যুদ্ধ হয়, যুদ্ধে ডাকাই
প্রাণভাগ করিয়াছে । মৃত্যু মর্দন সিংএর অশ
বল সিং ও বজাজয় নামক আর দুইজন লোক
ছিল গুলির আঘাত খাটয়া তাহারাও পঞ্চত পা
রাছে ।

মজারাজ হলকারের মৃত্যুর শুভকালীন পো
চিহ্ন ধারণ করিয়াছিলেন । একদিন মৃত সজি
সম্মানের জন্য রাজ্যের কাব কর্ম সমুদায় বহু ছিল
আমরা এই সংবাদে সুখী হইলাম । দেশীয় বা
গণের মধ্যে পরস্পর সৌহার্দ্য থাকে ইচ্ছা আ
বের একান্ত প্রার্থনীয় ।

ভগলীর সেনস জজ রান পেমি বেলম উকি
বোক্তারগণকে আদালত চেয়াব না দিয়ার
প্রস্তাব হয় তিনি তাহার কড়া ম'চন । যিনি
কর্ডা হটম এ বাতুলের কস্মা, সাদ্যব মন্তি
উদয় হইয়াছে তাঁহাকে বেধিল আমাদের হৃদ
হয় ।

মাগপুর নেট্রোল রেলওয়ে কলা আগ
পালি'রামেন্টে সভায় উঠিয়াছে । গবর্ণমেন্টে কি
ব্যরতার প্রস্তু হওয়ার কপ্পন টী এখন কাণ্ডে পা
গত হইতেছে না ।

বেলজোম রাজা লইয়া দুইটা প্রতিদ্বন্দ্বী শা
বিবাহ আরম্ভ করিয়াছেন । একজনকে নান টা
সিস, আর একজনের নাম মালিওটোয়া । জর্জ
নেয়া টামসিনের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন
আমেরিকান ও ইংরাজেরা মালিওটোয়ার পৃ
পোষক হইয়াছেন । জার্মানরা আপিয়ারে এ
বল সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন । আমেরিক কপ
মালিওটোয়ার রাজ পতাকা উজ্জীম করিবার নিমি
প্রোটেক্টোরেটের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন
যদিও তারতে ইংরাজ ও কবাসী জাতি দেশ
রাজার রাজা লইয়া যে বেলা খেলিয়াছিলেন এ
সেই খেলা । বেলজোমের রাজ্য এবার ভয় ভয়
না হয় আমেরিকান এই দুই জাতির মধ্যে এ
জাতির হস্তগত হইবে ।

জমরবে প্রকাশ যে মাকিজিলাফেলের পো
নামক জাহাজ হুত ৭ শত গজাঙ্গর যাত্রী তুলি
গিয়াছে । সমাগর কবদুর সভ্য এখনও জ
যায় নাই ।

করিতেছেন। তাঁহার কৃপায় আদি বাধি, ভরা, জন্ম, মরণাদি সংসার ব্যতিত ন্যায় নোহ-
 যাইয়া বহু অসংখ্য গৃহবাসী, এবং অসংখ্য বিবর
 গণসমারমিত সাধু সন্ন্যাসী অনায়াসে শমন
 গণসম অতিক্রম করিয়া, কৈবল্যধাম লাভ
 করিতেছেন। বিবর বাসনাযুক্ত ও কাম-
 ক্রোধাদি দুরন্ত রিপুগণিত পার্থিব ভাবনা রহিত
 উপস্যাভিলাষী সাধুগণের ইষ্টোপায়ের সম্পূর্ণ উপ-
 যুক্ত হইয়া এই পবিত্র কানীক্ষিত, এই পুণ্যক্ষেত্রে
 শাপাশ্রিত, কুরুদ্বারিত সমাজ স্থাপিত, অধিকাংশ
 বাঙ্গালী আসিয়া পবিত্র তীর্থে কলুষিত ও কল-
 কিত করিয়াছে। সুতরাং বিবর সমাজপুত্র বর্ণ-
 ক্ষেত্র ব্রাহ্মণগণই অধিক পরিমাণে আচার, বর্ণ,
 নির্ভী ও মহাতীর্থের পবিত্রতা নষ্ট করিতেছেন।
 সেনসকল কদাচারীর কদম্বাচরণ বর্ণন করিতে
 হইয়া ছয়, লেখনি সঙ্কচিত হয়। শাস্ত্রজ্ঞান
 পূর্ণা বর্ষাবিবেক রহিত পাবনগণের দৃঢ় বিশ্বাস
 অর্থ শিবগণের বলে কানীতে নরিলেই মুক্তি-
 লাভ হইবে। এই অন্ধবিশ্বাসের বলেই দুর্গগণ
 তীর্থের পবিত্রতা বর্ধের মাধ্যমে, মন্দিরের কর্তব্য
 রক্ষা করিতে পরাশ্রয়। কালের কি কুটল
 গতি। সর্বমানব কলের ওড়তর সংঘর্ষে, কলি-
 যুগের অবলম্বনে আচারের বিধায়া বিশ্বনাথ
 শাপাশ্রিতগণকে পুণ্যক্ষেত্রে জ্ঞানদান করিয়াছেন,
 ইত্যাদি আশ্রয়। সবল কলক বজ্রধন পায়রগণ
 কানীতে নরিলেই যদি মুক্তিলাভ করে, তবে কনি-
 পুত্রী পুত্রিত ঘোর মরক কাহার ভয় ?

পুণ্যতন মহাপ্রাণের পুণ্যের পরিচায়ক ও
 কীর্তিপ্রকাশক এখানে অনেকগুলি অরহত আছে।
 ব্রাহ্মণের পক্ষে অরহত অব্যাহত। ব্রাহ্মণগণ
 বিদ্যা পরিজ্ঞান প্রত্যহ আহার পান, মধ্যে মধ্যে
 দুইচারি আনা পাইয়া থাকেন; তৎকালে কুরুদ্বারিত
 অধোমুখী সমাজ ভাঙিত আলস্য পরায়ণ
 ব্রাহ্মণের সংখ্যা অত্যধিক হইয়াছে। অপার্থ
 অসার ব্রাহ্মণের অসংখ্য উদারের উপায়
 বোধিয়া, মধ্যে মধ্যে তির্য্যাক্তির কেহ কেহ
 ব্রাহ্মণের আচরণে আশ্চর্য হইয়া ব্রাহ্মণ পরি-
 চায়ক সাধারণের বিশ্বাস জন্মাইয়া অন্ধ্রের ব্রাহ্ম-
 গণের সমাজে চলিয়া যায়। কিন্তু নিম্নের ভান,
 হস্তবন্দীর প্রকৃত কথা, জাতি সত্ত্ব সত্যতা
 অধিক বিম-ভাপা থাকে না। সুতরাং কিছু দিন
 পরেই দুরাচার জাতি রহস্য ভেদ হয়। এরূপ
 ঘটনা এখন বিরল নহে। উপদ্রুপরি এরূপ
 কয়েকটি ঘটনার কানীবাসী ব্রাহ্মণগণ অজ্ঞাত
 ১। ব্যক্তি করিয়া এখন আর বিশ্বাস না

করিয়া সকলেই একই সত্যকতা অবলম্বন করিয়া-
 ছেন। কিন্তু এতক সত্যক হইলে কি ভয় ? ইতা-
 পেক্ষা আরো আশ্চর্য ভয়ানক ঘটনা এখন সং-
 টিত হইতেছে। কালক্রমেই হউক, কি রহিত
 দেশের খর্জি দুর্জন্যের ভয়ই হউক বা জানি কি
 অনন্তের কারণে হিন্দুর গৃহবাসী সন্ন্যাসী
 অবলা জাতি চাতুরি জাল কাঁদিয়া লোক, বর্ষ ও
 হিন্দুর মিলনক পৌরব নষ্ট করিতে উদ্যত হই-
 য়াছে। এখন কার্য কিবা ভবশেখা নীচজাতি
 জীলোক বর্ধের মানে, কানীবাসের উদ্দেশ্যে এখন
 আসিয়া ব্রাহ্মণ কড়া পরিচয় দিয়া সকল দিক
 মজাইতেছে। বাঙ্গালী টোলা সোমপুরা মন্দির
 জমৈক সমাজ ব্রাহ্মণের বাটীতে এক পাটিকার
 চাতুরি ও জাতি রহস্য সপ্রতি প্রকাশ হইয়াছে।
 এক কৈবর্ত রমণী রাড়ী জেদীর ব্রাহ্মণ কড়া
 বলিয়া পরিচয় দিয়া ৬ বৎসর কাল প্রোক্ত ভ্রম
 পরিবারের মধ্যে থাকিয়া পাটিকার কার্য
 করিতেছিল। এ দীর্ঘকালের মধ্যে পানী-
 রসীর জাতি রহস্য প্রকাশ হয় নাই। গণ্যমান্য
 ভ্রম ব্রাহ্মণের সংসার এতদিন থাকিয়া পাণিষ্ঠা
 কত সংসার মজাইয়াছে তাহার ইংতা নাই।
 এখন সেই ভ্রমলোকের গৃহ হইতে বহিষ্কৃত
 হইয়া আত্মীয়তাবে থাকিয়া অভ্যাস ভ্রম
 পরিবারের মধ্যে মিলা যাতায়াতে ঘনিষ্ঠতা করিয়া
 কুলজী মজাইয়া আর্থসাধনের অন্য পথ অব-
 লম্বন করিয়াছে। পাণিষ্ঠার কি চাতুরী। কি
 সাতক ১। বাহার বাড়িতে ৬ বৎসর পাটিকার কার্য
 করিয়াছে, তিনি লোকমিলা তরে উপযুক্ত শাস্তি
 বা বিদ্যা ভাড়াইয়া বিদ্যাহীন; কিন্তু এখন বেরপ
 ভ্রমলোকের সর্বমানব করিতে প্রকৃত হইয়াছে,
 তাহাতে কাহারও নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকা উচিত
 নহে। সকলেই একমত হইয়া দুর্জন্যের উপযুক্ত
 বহু করা একান্ত কর্তব্য। এখানে অল্পসংখ্য
 করিলে এরূপ হস্তবন্দী ও বাস্তবিক
 সর্বমানব অপ্রচল দেখা যায় না। গৃহস্থ যাত্রাই
 এখন হইতে বিশেষ সত্যকতা অবলম্বন করা নিত্য
 আবশ্যক।

এখানে শিকিত, শাস্ত্রাব্যাপক ও কদম্বান
 বাঙ্গালী অনেক আছে। কিন্তু পরম্পর একতা,
 সহায়কৃতি, ধর্মালোচনা একেবারেই নাই বলিলে
 অত্যুক্তি হয় না। এত ভ্রমভ্রমণের মধ্যে সমাজ
 বহন, সমাজ শাসন, ধর্মালোচন কি উন্নতি হইক
 কোম কার্যের আলোচনা নাই। আর কি ?
 হলাহলি। কি ধনী, কি পণ্ডিত, কি মধ্যবিত্ত
 গৃহস্থ, সকলেই হলাহলিতে উদ্যত ! আরো সুতরাং

বিবর বে, নদপতিগণ আহার মদ্যমদ্যোপাধা
 'পণ্ডিত' আধ্যাত্মী ১। তাঁহার বেদ পণ্ডিত
 তীর্থবাসের উদ্দেশ্য ও কর্তব্য এবং শাস্ত্রাভিলাষী
 তুলিয়া, সর্বজন হলাহলিতে ব্যক্তিরা রহিয়াছেন
 এতক জাতিকর্ষ তীর্থের পবিত্রতা নষ্ট হইতেছে
 ব্যক্তিগণের জোতে কানী তালিয়া বাইতেছে
 প্রতি কাতারো কৃপাত নাই। ইতি কম আরো
 পের বিবর নহে। ব্যক্তিগণী পাণিষ্ঠার সংখ্যা
 এখানে অত্যধিক বৃদ্ধ হইয়াছে যে, সং ও নোম
 তিলানী প্রকৃত কানীবাসী তুলিয়া পাণি
 তুলিয়া। প্রকৃত পক্ষে এই তীর্থ ক্ষেত্র এখন
 বীরগণের বিলাসক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। এরূপ
 পোচমীর অবস্থায় কদম্বান পণ্ডিতগণ সমাজ
 বর্ধের উপেক্ষা করিয়া ইতরলোকের ভ্রম
 হলাহলিতে উদ্যত ১। এত পরিভ্রমণের বিবর। পণ্ডিত
 শাস্ত্রালোচনার উদ্যোগ করিয়া, আর্থ, বর্ধ
 দুর্জন্যের কাতর বা হইয়া, মহাতীর্থের শিখা
 গণের প্রতি কৃপাত না করিয়া, ব্যক্তিগণ প্রকৃত
 প্রত্যহ সংঘর্ষিত রাপি রাপি পাপের প্রায়
 দিয়া অল্পকণ বহন হলাহলিতে উদ্যত হইতেছে
 তখনকার সমাজের দৃষ্টি, বর্ধের উন্নতি, প্রতি
 শাস্ত্রের পুনরুদ্ধার এবং তীর্থের পবিত্রতা রক্ষা
 আশা কোথায় ? এখানে আর্থ-সাধনোদ্দেশ্য
 বাধ্যত্বের পরিপূর্ণ অন্তঃসারপূর্ণ বিদ্যার্থী
 পণ্ডিতের অভাব নাই। এই কৃত্রিম এবং কুরুদ্বার
 চারী 'পণ্ডিত' আধ্যাত্মীগণকে আবার নতুন
 মধ্যে পরিগণিত করিতে প্রকৃত নহে। বাস্তব
 অর্থ শাস্ত্রাব্যাপক, সমাজগণী ও জানী ভাষ্যবিগণ
 আমরা অন্তঃসার সহিত ভক্তি জ্ঞান করি এ
 ভাষ্যের দ্বারাই পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে কদাচিৎ
 প্রতিবিধানের আশা করি। পণ্ডিতগণের মধ্যে
 অনান্যাত পণ্ডিতপ্রবর কানী বাচস্পতি সমাজ
 শরের উপযুক্ত পুত্রের পণ্ডিতপ্রবর জীবিত জগত
 ও জীবিত জরজরক বিদ্যাসাগর মহাপ্রসি-
 প্রতি সর্ব প্রথমে আমাদের নৃতি পণ্ডিত ভ্রম
 ভাষ্যের বিদ্যার গৌরব দান, বন প্রতি-
 এখানে অক্ষর। পণ্ডিত সমাজে এই দুই মহা
 আর বৈবর্তিকের মধ্যে গণ্য। যাত্র কদম্বান
 লোক গ্রিহ বাহু সোমবাধ তাহুতির কদম্বা
 প্রতিপত্তি মনেক। এই মহাপ্রাণ মদ্যোপাধ
 বহু পাইল কানীর বাঙ্গালী সমাজের কদাচার
 দুরপদের কলক অপমীত হয়। এতৎসম্বন্ধে
 অজ্ঞাত বিবরণ বারাতরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা
 রহিল।

শিখিমা দুলা ১০০ ছানিমাঝ মোঃ শিউরা দুলা ২৪
 প্রকৃতি বহু বহু পুস্তক পাওয়া যায়। বিলাতী ২০০
 ক্রম ১০০ বাহারটী ১০০ নিয়ন্ত্রণ ১০০ এবং ২৩১ম ১০০
 হিসাবে বিক্রয় হয়। ১২ শিশির ওলাউহার বাজ
 যার পুস্তক ৪৫ কাকরসহ ৫ ও সাধারণ চিকিৎসা
 সার পুস্তক সহ ২৪ শিশির ১৪, ৩০ শিশির ১০১০
 ৪০ শিশির ১৪, ৪৪ শিশির বাহ্যিক উষ্ম সন্মত ১৬
 ৭২ শিশির বাহ্যিক উষ্ম সন্মত ২৫, ১২০০ শিশির
 উৎকৃষ্ট বাজ পুস্তক ও বাহ্যিক উষ্ম সন্মত ১০০ বাহ্যিক
 টার ৪১০ ও ৫ (কাউন্টল বিতরণী) (সমস্ত বাজের
 সর্বত্র পুস্তক ও কোটা চামিয়ার বহু পাওয়া যায়)
 টিকানা ১১৭ নং বাহারটী, কলিকাতা।

জিলাসকীনাথ ভট্টাচার্য—ম্যানেজার।

—৩৩—

কর্মখালি।

Wanted a Competent Hd: Master for
 Kalaskaty H. C. E. School on salary Rs 50
 per Month.

Apply Sharp totle understingned. Chandi
 charan Tarkabagish Hd: pandit.

Kalaskati —Barisal.

—৩৪—

১৮১৪ সালে স্থাপিত।

শরচ্চন্দ্র দত্ত এণ্ড কোং।

হোমিওপ্যাথিক ওষধ।

প্রস্তুতকারী।

কলিকাতা বহু বেলার এবং হোমিওপ্যাথিক
 ডাক্তারদের নিকট হইতে ঔষধের উৎকৃষ্টতা
 সম্বন্ধে প্রশংসাপত্র পাইয়াছেন।

মূল্য হ্রাসিত।

ওলাউঠা চিকিৎসার ১২ শিশি ব্যবস্থা ও কপু-
 রের আরও সহ ৫ টাকা।

গৃহ-চিকিৎসার ২৪ শিশির বাজ ব্যবস্থা পুস্তক
 সহ ৮ টাকা, ২ শিশির বাজ ১২ টাকা।

সাধারণ চিকিৎসার ৫১ শিশি ঔষধের বাজ
 ব্যবস্থাসহ ১৮ টাকা।

ডাক্তারদের উৎকৃষ্ট বাজ ২৫ টাকা, সম্পূর্ণ
 ঔষধপূর্ণ বাজ ৫০ টাকা।

ইংরাজী বাজীনা সচিব মূল্যনিয়ন্ত্রণপত্র
 বিলা দুলা প্রভৃতি। টিকানা ৫৫ নং কলকাতা
 কলিকাতা।

বিশেষ প্রকৃতি।

সোমপ্রকাশ যন্ত্রে ইংরাজী ও বাঙ্গালী ভাষায়
 প্রকার ভবগরাক্ষ হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে
 অল্প সময়ের মধ্যে মৃতন অক্ষরে সচলরূপে
 ভাষা সম্পন্ন করিয়া দেওয়া যায়।

মফস্বলের বেসকল গ্রামিক কলিকাতার
 জামিবেন এবং সহরের বেসকল গ্রামিক
 সোমপ্রকাশের মূল্য হস্তে দিতে ইচ্ছাকরেন,
 তাহারা ৯৭ নং কলকাতা টাউন সোমপ্রকাশ
 ডিপজিটারিতে দিয়া রসিদ লইবেন।
 যদি অর্ডার করিয়া ডিপজিটারিতে পাঠা-
 য়ার প্রয়োজন নাই। যদি অর্ডার কার্য-
 লয়ের ঠিকানায় পাঠাইবেন।

অন্যদেবল কলকাতা পালের অপর্য
 নিকট পণ্ডিত ও ছাত্রদের জন্য ডাক মাসুল
 সম্বন্ধে ৩০ টাকা, সোমপ্রকাশের মূল্য নির্ধারিত
 হইয়াছে।

বিজ্ঞাপনসভাভাগের প্রতি।

আমরা বিদ্যার সৎকারে সাধারণকে জানাই-
 তেছি, বাহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন বিবরণ দাখল
 করিবেন তাহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি মূল্য
 বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। অথবা
 ভিন্নবার প্রতি পংক্তি ৮০ আনা, তাহার পর ৮০
 আনা। ইংরাজী অক্ষর প্রকাশ হইলে ৮০
 করিয়া লাইম প্রতি বার বরা হইবে।

বেসকল কর্মখালির বিজ্ঞাপন আদ্যবিধের
 নিকট আসিবে, তাহা প্রথম একবার বিজ্ঞাপনের
 প্রচারিত হইবে। তাহার পর নিয়মিতসারে মূল্য
 দেওয়া হইবে।

—৩৫—

ক্রিয়াক্ষম বাহ্যিকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত
 নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি নিম্নলিখিত মূল্যে
 ও ডাকমাসুলে কলিকাতা ৯৭ নং কলকাতা
 টাউন সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে পাওয়া
 যায়।

উপদেশমালা	মূল্য	ডাকমাসুল
১ র ভাগ	৮০	১০
২ র ভাগ	৮০	১০
নীতিসার।		
১ র ভাগ	৮০	১০
২ র ভাগ	৮০	১০

১ র ভাগ	৮০	১০
বিক্রয়ের বিবরণ	১০	১০

ভবগরাক্ষ একত্র লইলে সমস্তসারে ডাক
 মাসুল ১০ টাকা লাগিবে।

ক্রিষ্টপেত্রকুমার চক্রবর্তী।

সোমপ্রকাশ সংস্কৃত কলকাতা
 'সংস্কৃত' মন্তব্য

সম্প্রদায় সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য ডাক-
 মাসুল সম্বন্ধে বার্ষিক ১০ টাকা এবং বাঙ্গালিক
 ৫০ টাকা। অসম্প্রদায় সোমপ্রকাশ সম্বন্ধে ৮
 টাকা। অসম্প্রদায় সোমপ্রকাশ সোমপ্রকাশ বা বাঙ্গা-
 লিকের মূল্য নাই। লিখক ও ছাত্রদের
 জন্য ডাক মাসুল সম্বন্ধে ৩০ টাকা দিরা কবা
 হইয়াছে।

অগ্রিম মূল্য পাঠাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ
 প্রেরিত হয় না। বাহারা সোমপ্রকাশের মূল্য
 পাঠাইবেন তাহারা সোমপ্রকাশের মূল্য
 লিখিয়া কলিকাতার নিকট সোমপ্রকাশের ডাকমাসুল
 উৎকৃষ্ট উপদেশকুমার চক্রবর্তীর মাঠে মোট, ডাক
 বরাহা টিউ, যদি অর্ডার, ইহার অধ্যতর সাহায্যে
 বাহারা সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য
 প্রেরণ করিবেন। অর্ডার আবার অধিক মূল্য
 টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য
 নিয়ন্ত্রিত হইবার পূর্বে কেহ সোমপ্রকাশ প্রেরণ
 অধিক হইলে অধিক মূল্য কিরাইয়া দেওয়া
 হইবে না।

বাহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করি-
 বেন তাহাদিগের সেই পত্রাদি প্রেরণ করা
 হইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা
 করিলে তাহাকে প্রথম ভিন্নবার প্রতি পংক্তি ৮০
 হই আনা তাহার পর ৮০ এক আনা দিতে হইবে।
 কেহ ইংরাজী অক্ষর প্রতি বার ৮০ করিয়া
 লাইম বরা হইবে।

প্রেরিত, সংবাদমালা, অর্থকারীর পত্র ও আত্ম
 প্রকৃতি বেসকল বিবরণ দাখল হইতে প্রকাশ
 জন্য আইসে তাহার মতাবলম্ব বা কোনটা আইন
 বিধানে সঙ্গত এবং সত্য বিধা বিবেচনা বিধানে
 সম্পাদক, প্রক্টর বা প্রিন্সিপাল দ্বারা হইবে।

এই পত্র কলিকাতার নিকট সোমপ্রকাশের
 ডাক মাসুল ডাকমাসুল সোমপ্রকাশের
 উৎকৃষ্ট উপদেশকুমার চক্রবর্তীর মাঠে সোমপ্রকাশ
 প্রেরণের দ্বারা ও প্রকাশিত হয়।

ଆମେ ଆକାଶ ।

॥ "अथर्वशास्त्रं" इति नाम्ना च नामितं; अथर्वशास्त्रं च नामितं न जीयताम् ।"

८६ मङ्गलम् ।

१२७७ गज । १२७ ए बीयाङ्ग गिहिन १२७७ । १२ है कुलाहि ।

कर्मचारी भविष्य कोष का नाम न बदलें
 टीका बाज । निष्कर्ष ६ हाजिर
 कर्मचारी भविष्य कोष का नाम न बदलें

कर्मभानि।

[illegible]

জিটারি, সোমগ্রাম ডিপার্টমেন্ট অফ বৈদ্য
ডিপার্টমেন্টে পাওয়া যায়।

अनुसंधान

বায়ু:সবক যুক্তিকৰ পোতাৱ।

बहुधा जीव, कलिकादा ।

“ वाङ्मनोर्बलवत्ताः लक्षितं कथीयते । ”

सुधाविन्दु. सुधाविन्दु!!

ইহা সেনের বাহুর হাঁটু, স্তন্যের জনন
 স্তনের পৈথিয়া, শুক্রদেশ, অঙ্গ উত্তেজনা
 শুক্রপাত ও অতিরিক্ত শুক্রস্রব এবং তন্ময়
 পিরামীড়া, পার্শ্ববর্তী দুর্বলতা, অরুণলক্ষিত
 মানসিক বিষমতা, যাহা পা দ্বারা ও শুক্র
 তারনা প্রকৃতি এক যান মধ্যে নিষ্কাশিত
 হইয়া শুক্র অত্যন্ত গাঢ় ও ব্যরণশক্তি প্র
 পরিণামে বৃদ্ধি পাইবে। এমন কি ইহা সেনের
 সালসার সমস্ত উপকার কর্ণে। ইহা যে সর্ব
 প্রকার বাহুর পীড়ার একমাত্র কার্যকর ঔষধ
 অনেক প্রমাণসাপেক্ষে রহিয়াছে এবং এই ঔষধ
 আরোণ্য হইয়া অনেক পুরুষের বিদ্যাহীন। এ
 সালের ঔষধ এক বিশিষ্ট ২ টীকা ডাক যাহা
 ১০ আনা।

ଅନ୍ଧାରୀୟ ଯୋଗ
ହେଉ ଯାଉଛି ।

ਦੇਵਘਰ ।

এই তত্ত্বি প্রচারক মানিক পণ্ডের ৮ বর সংখ্যা
অকালিত হইয়াছে, ইহার অগ্রিম বার্ষিক সাহায্য
১। বেড় টাকার নিম্নলিখিত স্থানে পাওনা দান ।

“ভক্তিরসামৃতসিদ্ধ” (পূর্ববিভাগ)

ମନେହର ଦୁନ, ଟିକା, ଟିଲ୍ଲୀ, ବାଜାଜା ଆକାଶ ଏବଂ
ବାଜାଜା ଟିଲ୍ଲୀ ମହା ତଳି ଲୋକଙ୍କ ବୈଦ୍ୟ ଏବଂ
ଦୁନା ୨ ଟିକା ତାଙ୍କ ବାହୁ ୧/୨ ଆବା ।

"বেদান্ত স্যামন্তক" (গোবিন্দ
(ভাষ্যকারকৃত) :

বৈদ্য, জীব, প্রকৃতি, কাল, ও কর্মতত্ত্ব বোধক
বৈদ্যক নিত্যত এই (দেবনাগরাক্ষর, মুদ্রিত
সংস্কৃত) মূল্য ৮০ পাই 'আমি' কাক বাহুল্য ১০ পাই
আমি।

ମୁଖକ ହେ ବାବି କାମାରା ବିକଟେ ଓ ମରହତ ଡିଗ-

नाददत्र महोदधः ।

“କଟକ ଓ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱାଗମର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ।”

এই ঔষধ ব্যবহারে জ্বালা ধ্বংস নাহি, অথবা
যে প্রকারের দার হটক-বা তেজ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে
আরোগ্য হইবে। হাল, কোচলাব, বিবাল, ছত্র
বাত, ছুনি (হোদ) পারার বা, ধোণ, পীতক
গরমীর বা ও নরীপ্রকার কত রোগে তিম দিবনে
নব্যে মিলিত আরোগ্য হইবে। ইহা কত ও
চর্মে রোগের অদ্যর্থ নহৌব। এই ঔষধে পার

विभिन्नभूत एकही अनाम केभिन्न भूत । भेदा
अनेककालि उज्ज्वलांकर बाज । किंचि उकेरि
पहचानकीर्णभाने पकड्या निर्या करिबार ए

উক্ত উক্ত বিদ্যালয়ের মাই। প্রতিপক্ষ যে একটি
বিদ্যালয় ছিল, তাহার কার্যকারী সভার মেম্বর-
গণ অকস্মাৎ তাহা ত্রিমুখ করে প্রমাণ করেন।
আদালতের ভেত্রে বিদ্যমান অবস্থায়। ত্রিমুখ
হওয়া ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়া গিয়াছে।
এই ভাবে সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার মানস বর্তমান
আপনার যে কর্মকর্তা পণ্ডিত রাখা হইয়াছে,
স্বাধীন শান্তিপুর রাকসেফা গোপালপাড়া
মহাসী মামলীর ত্রিমুখ পণ্ডিত ব্রজনাথপাল
গোপালী মহাপাঠক মহাশয় টেকা। গোপালের
উপর দাবীর দাবীর লোকের বাড়ির মাই।
উক্ত ৩ বিধান আছে, তদ্বারা ত্রিমুখ রাখা
উক্ত উক্ত বিদ্যালয়ে উক্তদের প্রধান পণ্ডি-
তর পদে বসী করা হইয়াছে। ত্রিমুখ বিদ্যা-
লয়টিতে ব্রজনাথপাল প্রধান পণ্ডিতর পদে বসী
হয়েন ইহাই সাধারণের সম্পূর্ণ ইচ্ছা। কিন্তু তাহা
মাপাততঃ কলে পরিণত হইবার সম্ভাবনা নাই।
একমুখ ব্রজনাথপালটির ছাত্র সংখ্যা আপা-
রিতঃ যদিও ৩০। ৩৫ জন, কিন্তু উক্ত উক্ত
রূপে চালাইতে পারিলে ছাত্র সংখ্যার বৈমজ্জিয়
বৃদ্ধি হইবার সম্পূর্ণ আপা করা যাউতে পারে।
একমুখ উক্ত বিদ্যালয়ের কার্যকারী সভার যে
কর্মকর্তা মেম্বর ত্রিমুখ হইয়াছেন, উক্তদের
দাব এইঃ—

- ১। সুখার ঐহুক সভাবাবী যে, বাস।
- ২। ঐহুক বাবু বজবর যে, বাস।
- ৩। " " গোবর্ধন সরকার।
- ৪। " " হুকাবদচন্দ্র বাস।
- ৫। " " জগজ্ঞাননাথ বিহ।
- ৬। " " তৈরবচন্দ্র বাস।
- ৭। " " কেনারনাথ তট্টাচার্য।
- ৮। " ডাক্তার উদয়চন্দ্র পাল, বি এ,
- ৯। " বিনাথবিহারী সরকার।

কুটিল্যাস হায় পরিবারের প্রধান মেধার শ্রুতি
 রাজ্য সভা সভা বোবাল-বহুলায় উক্ত বিদ্যালয়ের
 কার্যকারী সভার প্রেসিডেন্ট অর্থাৎ সভাপতির
 নামে সমালীন হইয়াছেন। এক্ষেত্রে স্থানীয়
 উচ্চতর সমস্ত লোক আপনাপন আশঙ্কাসমূহ
 বিদ্যালয়ের উন্নতি কল্পে যাসিক অর্থসাহায্য
 করেন ইহাই প্রার্থনা। কারণ এই সমস্তে নব-
 য়েণ্টের সুখাশংকী হইয়া অত্যন্ত জীভাভ্যন্তক।

উপসভাকারে আমরা আল্লাহ সন্তোষের প্রার্থনা
করিব। হি হি হি হি - কনৌজের বার্টন পুস্তক
উক্ত বিদ্যালয়ের প্রথম বিভাগের একটি উপসভা
সমিতি দ্বারা দিয়া 'আল-বাহা' বিদ্যালয়ে

ମାଣିତା ଓ ଦେବ ମହାକାଣ୍ଡ ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ।
 ଏକତ୍ର ଡାକିବା ଦାବୀର ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ।
 ଏକତ୍ର ଡାକିବେ ମୁକ୍ତିର ଆହ୍ୱାନ ଶୁଣି
 ଅଗାଧା ତରଙ୍ଗରେ ଓ ବିହୀନର ମାୟା
 କରେ ଶିଖି ଶାନ୍ତି ।

খিওনকিঃ প্রতিবাহের প্রতিবাহ।

১. বহালগিরি । ২. আপনকার ২৫৫। ৩. সত্যের সোণ-
 অকল্যাণে অস্বাস্থ্য আকরিত আশ্রয় বিওসকির বিখ-
 জনীয় আত্মতাবের প্রতিবাদ পাঠ করিয়া দুগুণত
 চর্চিত ও বিশ্লেষিত হইয়াছি। বিশ্লেষিত হইবার
 কারণ মধ্যস্থ মতান্তর বেরণ তাহে প্রতিবাদ করিয়া
 হেন তাহাতে মধ্যস্থতার কিছুই প্রকাশিত হয়
 নাই বরং আমার প্রতি দোষ ও বিবেচ্য তাহ প্রকা-
 শিত হইয়াছে। হুজবিত হইবার কারণ মধ্যস্থ
 মতান্তর সম্ভাব্য বিশেষের মনোরঞ্জন করিবার
 জন্য সত্যের অপলাপ করিয়াছেন। আমি বলি-
 য়াছি (without Fatherhood Brotherhood)
 হইতে পারে ২১, দ্বিতীয়তঃ জাতি সম্ভাব্য
 আচার ব্যবহার বর্ণ বিধান, ইত্যাদির একীকরণ
 না হইলে জাতৃত্ব হইবে অসম্ভব। বিশ্বজনীন
 জাতৃত্ব সম্বন্ধে আমি যাহা কিছু লিখিয়াছি
 তাহার সার কথাই এই। মধ্যস্থ মতান্তর আমার
 দুক্তি বস্তুতঃ সামান্য নিয়মিত দুক্তি অবলম্বন
 করিয়াছেন যথা—“আমাদিগের দেশে মধ্যস্থ
 মতান্বেষণ হইবে এই সকল বিভিন্ন মতাবলম্বীদিগকে
 একত্র করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, পরে মধ্যস্থ
 সেবেস্ত্রাণ ঠাট্টার ও কেশবচন্দ্র সেন এবিধের
 বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন, ইহারা কি কেহই সকল
 মতান্বেষণ হয় না? অসমক পরিমাণে হইয়াছেন ইহা
 সকলেই স্মৃতি কর্তে স্বীকার করিবেন ইত্যাদি।”
 এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই আশ্রয়মাত্র যে বিশ্বজনীন
 জাতৃত্বের চেষ্টা করিয়াছেন না করিতেছেন
 তাহার পূর্বে কি পিতৃত্ব সম্ভাব্য হইবে না? ইহা
 আশ্রয়মাত্র কি বলিতেছেন না যে পৌত্তলিকতা
 জাতিত্ব বিদ্বেষাদির বীজরাশি সম্পূর্ণরূপে পরি-
 ত্যাগ না করিতে পারিলে কেহ আশ্রয়মাত্র দান
 অতিবিকৃত হইতে পারেন না? আশ্রয়মাত্র কি
 আচার করিতেছেন না যে হিন্দু মুসলমান . খ্রীষ্টান
 সকলে মিলি মিলি জাতিত্ব কুলিয়া এক বিশ্বের
 সম্মান জাতি পরস্পরের সহিত জাতৃত্বে আবদ্ধ
 হইতে হইবে? এক্ষণে মধ্যস্থ মতান্তরকে জিজ্ঞাস্য
 করি আশ্রয়মাত্র বৈতর্কিক বিশ্বজনীন জাতৃত্বের
 চেষ্টা করিতেছেন কিওনো কি সেই তাহে চেষ্টা

করিতেছে। 'আর্থার' বোধ 'জর্জ' মর্শ্বেই 'বর্তমান'
 আত্মসমাজের ২।১ জন বড় লোকের নাম 'জর্জ'।
 সাধারণতঃ 'বর্তমান'। ইনি আত্মসমাজের মত 'বর্তমান'।
 এলালী সমাজে 'সম্পূর্ণ' অর্থাৎ 'ভাষা' না হইলে
 এরূপ 'অভিধা' 'করিতে' 'না'। 'মত'।
 সমাজের এক ভুলে 'লিখিত' 'বর্তমান' 'বর্তমান'।
 বর্তমানে, 'সামান্য' 'বর্তমান' 'করি'।
 'বর্তমান' 'অর্থ' 'ভাষা' 'অসম' 'বর্তমান'।
 করে।"এ কথা আমিও বিশ্বাস করি। কিন্তু যদি
 কেবা বুঝিলিক বেখাইবার জন্য কোন কার্যসম
 করেন না ইচ্ছাও চিকু। 'মত' 'মত' 'এক' 'মত'।
 বিশেষ অভ্যাসের সত্যিক লিখিত 'বর্তমান' 'আমরা'।
 উল্লিখিত 'মত' 'ইহা' 'অর্থ' 'বর্তমান'।
 'আমরা' 'কত' 'ভাষা' 'বর্তমান'। 'বর্তমান' 'এক' 'বর্তমান'।
 'বর্তমান' 'মত' 'আত্মসমাজের' 'বর্তমান' 'জান'।
 'ভাষা' 'বর্তমান' without Fatherhood, Brotherhood
 'করিবার' 'এক' 'এক' 'পাইবে' 'ক' 'ভাষা'।
 'প' 'প' 'আমাকে' 'অর্থ' 'করিবার'।
 'বর্তমান' 'ভাষা' 'এক' 'ভাষা' 'আমাকে' 'ভাষা'।
 'ভাষা' 'মত' 'এক' 'ভাষা' 'করিতে' 'প'।
 'না'। 'ইহা' 'এক' 'করিবার' 'এক' 'ক' 'বর্তমান'।
 'বর্তমান'। 'মত' 'ভাষা' 'এক' 'ভাষা' '২।১' 'প'।
 'লিখিত' 'ভাষা' "সমাজসমাজ" 'প' 'ক'।
 'সমাজ'। 'ক' 'ক' 'ক' 'ক'।
 'ভাষা' 'ক'।" 'অর্থ' 'যদি' 'মত' 'ভাষা'।
 'মত' 'এক' 'উপ' 'ক' 'ভাষা' 'ভাষা'।
 'ভাষা' 'ক' ('ভাষা' 'ভাষা' 'ভাষা') 'ক'।
 'করি' 'ক' 'ক' 'ক' 'ক' 'ক'।
 'ক' 'ক' 'ক'। 'এক' 'মত' 'মত'।
 'ভাষা' 'ভাষা' 'ক' 'ক' 'ভাষা' 'ভাষা'।
 'ক' 'ক'।

समय

শিবব্রহ্মনাথ সেন ।

সোম প্রকাশ।

২৯ এ অক্টোবর সোমবার ।

৪৪। জেলাই কলিকাতা স্থানীয় বন্দর পৌর
৪৫। ২২ নং বাতীতে কলিকাতা মিউনিসিপালিটির ৩
৪৬। ৩৪৫ নং করবার্তা পৌর পত্রিকায় প্রকাশিত। ৪৭। ৪৮। ৪৯।
৫০। ৫১। ৫২। ৫৩। ৫৪। ৫৫। ৫৬। ৫৭। ৫৮। ৫৯। ৬০।
৬১। ৬২। ৬৩। ৬৪। ৬৫। ৬৬। ৬৭। ৬৮। ৬৯। ৭০।
৭১। ৭২। ৭৩। ৭৪। ৭৫। ৭৬। ৭৭। ৭৮। ৭৯। ৮০।
৮১। ৮২। ৮৩। ৮৪। ৮৫। ৮৬। ৮৭। ৮৮। ৮৯। ৯০।
৯১। ৯২। ৯৩। ৯৪। ৯৫। ৯৬। ৯৭। ৯৮। ৯৯। ১০০।

আসন্ন প্রবণ করেন। সত্যের মিত্র লিখিত বিবরণ-
গুলি বীণাংসিত হইয়াছে।

১। কলিকাতার সীমানা মধ্যে পঞ্চহত্যাগৃহ
স্থাপিত হইয়াছে। নবমহা নগরের, বিশেষতঃ বেঙ্গালে
হত্যাগৃহ প্রতিষ্ঠিত হইবে সেবাদকার অধিবাসি-
গণের পক্ষে বিলম্ব অসম্ভব হইবে। সত্যের
মিত্র এই যে মিউনিসিপাল কমিশনারগণ এ ব্যব-
স্থায় অস্বীকৃত না হইয়া উপযুক্ত কার্যই করি-
য়াছেন।

২। এইরূপ হত্যাগৃহস্থাপন সধারণ মতের
সম্পূর্ণ বিরোধী। যাহু কালিমাখ সাধারণের মত
অনুগত হইয়াও ইচ্ছায় অতিমত প্রকাশ
করেন, কিন্তু অসম্মত কমিশনারগণ এক বাত্যা
উদ্ধার প্রস্তাবের বিরোধী হইয়াছিলেন। তৎকালে
এই সভা কমিশনারগণের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ
করিয়া কালিমাখ কাহুর ব্যবহারে হ্রাস প্রকাশ
করিয়াছেন।

৩। কালিমাখ হত্যাগৃহ স্থাপন এবং আরও
কয়েকটি বিষয়ের সর্বসাধারণের মতের বিরুদ্ধে
বেঙ্গল অতিমত করিতেছেন তাহাতে উদ্ধাকে
ও বহু ওয়ার্ডের অধিনিধি বলিয়া বলা বাইরে
পারে না।

প্রথম প্রস্তাবকর্তা বাহু জামকোনাথ তটগারী
বলেন—প্রস্তাবিত স্থানে হত্যাগৃহ প্রতিষ্ঠিত হইলে
লোকের আতঙ্ক ও ভয়ের পক্ষে স্থানি হয়। বাহু
কালিমাখ মিত্র বিপক্ষ সভাপতি হইয়া হই তৃতী-
য়াল লিখিত বিবরণে গোপালক বলিয়া গালি
দিয়াছেন ইহাতে বিদ্বেষমাজ বিলম্ব অসম্মিত
হইয়াছেন। উদ্ধারা কালিমাখকে বেঙ্গল জাতি
ভক্তি করিতেন এবং তাহাতে সম্পূর্ণ ব্যাঘাত
জন্মিত। কালিমাখ কেবল অর্থ ও পদোন্নতির
নোতে আর কৰ্ত্তব্যজানক বলিয়া বিদ্যাহীন।

বাহু অসম্মতগণ চট্টোপাধ্যায় বলেন কালি-
মাখ বাহু উদ্ধার জাতি বর্ষ ও সর্বাঙ্গের নিকট
বিদ্যাসম্মতকরণে অনাগিত হইয়াছেন। উদ্ধার
উদ্ধার পুরস্কারপ্রাপ্ত অথঃ হইতে উদ্ধাকেই
“কসাই কালি, মিত্র” বলিয়া আখ্যা দেওয়া
উচিত।

দ্বিতীয় ব্যবস্থাকর্তা বাহু ভগবতচরণ মিত্র
বলেন হুগলি কলিকাতা কালিমাখবাহুর আত্যা-
নতকর্তা। উদ্ধা করিয়া বাত্যা তাক্তি হয়।
অত্যাচার বহু উদ্ধা বিলম্ব হুগলি করা উদ্ধার অতি-
প্রবল ছিল। হুগলিগণের পক্ষীকে প্রত্যেক খেঁক
ই জন্ম বা খুসিয়া ও জন্ম করিয়া বলিবার প্রস্তাবে
সাধারণের যে আবেগন করেন সেই আবেগন

বিজ্ঞপ্ত্যাকা উদ্ধাইয়া মিত্র কালিমাখ দ্বিতীয়বার
উদ্ধার উদ্ধারের পরিচয় দেন। কলিকাতা ও নগর
উদ্ধার মিউনিসিপালিটি-সংস্থাপন, এবং কলিকাতার
অভ্যর্থনা-কার্য্যে আত্যাচারগণের হুগলি আত্যা-
করিয়া এবং মিউনিসিপালিটিকে অত্যাচারিত বাহু-
তারপ্রতি করিয়া উদ্ধারবার উদ্ধার প্রকাশনা প্রকাশ
করেন। এ সকল কার্য্য লোক উদ্ধাকে বেশ
চিনিয়াছেন।

সত্যের প্রকাশ্য প্রস্তাব করন কালিমাখ
হুগলি প্রকাশ্যে ভক্তি কলিমাখ প্রকাশ্যে করি-
য়াছেন, এবং উদ্ধার বিবরণে একটি আত্যাচার
করা উচিত নহে।

-৩৩-

তারত সত্যপ্রা একজন রমণী চলে, এ
রাজ্য রমণীর আত্ম হুগলি সত্য ও অতিপ্রবল।
ইংরাজের, অধীনে মিত্র ও কলিমাখ রাজ্যের
মধ্যে রমণী যে যে সিংহাসন অধিকার করিয়া
আছেন, ইংরাজ তাহাদের উপর কলিমাখের
বেশ ইচ্ছাই সত্য ও শোভনীয়। অবলার মত
বে সত্যপ্রাচার শাসন হইতেছে সেখানে অবলার
পৌত্র ভলি দেখার না। অবলার উপর বলপ্রকাশ
কলিমাখ, রমণীর রাজ্য রমণী পৌত্র মধ্যকার
অবলার। তারত গবর্ণমেন্ট এই কলিমাখ
বেশ ইচ্ছাছেন, মধ্যকার অবলার আর কার্য্য
প্রকাশ করিয়াছেন। উদ্ধারী রমণীর কথা পাঠ
কেন কি অর্থ আছে? সোমপ্রকাশ উদ্ধার
হুগলিমাখ মিত্র আপনাদিগকে কলিমাখি আজ
উদ্ধার উপর ইংরাজ যে অত্যাচার করিয়া আর
কলিমাখের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাই হই একটি
কথা বলিয়া আপনাদের হুগলি আত্যাচার মিত্র
প্রবল হইয়াছি। উদ্ধারী রমণী অর্থ এই কলিমাখ
রাজ্যের অধীশ্বরী ছিলেন। হুগলি হইতে উদ্ধার
মাতা ও মাতামহী এই রাজ্য নির্মাণে শাসন
করিয়া আসিতেছিলেন। অত্যাচারের মধ্যে কলিমাখ
কলিমাখ ইচ্ছার উপর বিজ্ঞ বা অসম্মত হইতে
পারেন নাই। হুগলি বৎসর পূর্বে উদ্ধার মাতার
হুগলি হইলে ১৮ বৎসর বয়সে মধ্যকার সিংহাসনে
অধিষ্ঠান করেন। বাসাকালে তিনি উপযুক্ত
রূপ শিক্ষাপ্রাপ্ত করিয়া রাজকাৰ্য্যে মনোনিবেশ
করিয়াছিলেন। এই অসম্মতগণ উদ্ধার হুগলিমাখ
বিচারকমতা, ও পারদর্শিতার কথা দেশের মধ্যে
প্রকাশ্য ও গৌরবের বিষয় হইয়াছিল। মধ্যকার
কিন্তু একটি বাত্যা হুগলিমাখ করণ কর্তব্য ছিল।
হুগলিমাখী কলিমাখ আত্যাচার উপযোগ করিতে

পারেন নাই। আত্যাচার ইচ্ছা হুগলিমাখ
হুগলিমাখ। এই আত্যাচার হুগলিমাখ
মধ্যকার কলিমাখ বয়স হুগলিমাখ দেশ, মধ্যকার
ইচ্ছাশাসন পরিচালনা করিতে হুগলিমাখ। এ
কলিমাখ আর সত্যপ্রাণীকে অতিপ্রবল হুগলিমাখ
উদ্ধারই রাজ্যপ্রাণ করিয়া চেঁচা করিয়াছিলেন
এখনে তিনি মধ্যকার মাতা রাজ্যের মনোনিবেশ
আত্যাচার করিতেছেন বলিয়া উদ্ধারবানে অতিপ্রবল
উপস্থিত করেন। তাহাতে কলিমাখ না হুগলিমাখ
অতিপ্রবল মিত্র কলিমাখ রাজকাৰ্য্য ও রাজ্য
শাসনের দ্বিত্যাগেবণ করিতে থাকেন। এতদ্বারা
উদ্ধাকে মধ্যকার কার্য্য নিযুক্ত করিবার চেঁচা কর
হয়, মধ্যকার উদ্ধাকে অসম্মত আত্যাচার মধ্যকার
পদ প্রকাশ করেন নাই। মধ্যকার রাজ্যপ্রাণ করিয়া
জন্ম হুগলিমাখীক মন অসম্মত করিয়া বিচার
নয় নীত হয়। আত্যাচার এই সকল হুগলিমাখ পদ
অসম্মত করিয়া মধ্যকার কলিমাখ প্রবল বোল্ট
সত্যপ্রাচার অসম্মত হয়। সত্যপ্রাচার সত্যপ্রাচার
আত্যাচারী হুগলিমাখ পদপ্রাণ কলিমাখ কোমল
হুগলিমাখি মিত্র পারি না, কিন্তু অসম্মত
উদ্ধাকে ইচ্ছা বিলম্ব মধ্যকার দেশ, দেশ
নির্মাণে ১৮ কোমল মিত্রই মধ্যকার রাজ্য
এই অসম্মত? বোল্ট সত্যপ্রাচার মিত্র, অবলার
রাজ্য অসম্মতগণ প্রাণ করা হয়, অসম্মত উদ্ধার
মিউনিসিপাল সত্যপ্রাচার হুগলিমাখ অসম্মতগণ
হইল। বোল্ট সত্যপ্রাচার কলিমাখ না করিয়া এ
হুগলিমাখ হুগলিমাখ উদ্ধারী রাজ্যপ্রাচার প্রবল
কলিমাখ, মধ্যকার রাজ্য সম্প্রতি সমস্তই কর
হুগলিমাখ করিলেন। মধ্যকার পরিচয় হুগলিমাখ
পদপ্রাচার অসম্মত অসম্মত হুগলিমাখ না
মধ্যকার মিত্রই বেঙ্গল কোর্ট অব ওয়ার্ড
হুগলিমাখ হুগলিমাখ। বোল্ট উদ্ধার
হুগলিমাখ গলিমাখের হুগলিমাখ। এতদ্বারা
কলিমাখ, করিবার পর এতদ্বারা সত্যপ্রাচার কলিমাখ
কলিমাখ কোর্ট অব ওয়ার্ডে এই সত্যপ্রাচার, প্রবল
করা হইল। কোর্ট অব ওয়ার্ড সত্যপ্রাচার
মিউনিসিপালের কথা, কলিমাখ অত্যাচার করিবার
হুগলিমাখ উদ্ধারী মধ্যকার, ওয়ার্ড কলিমাখ
করিয়া উদ্ধারী রাজ্য কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধী
কলিমাখ আত্যাচার প্রবল হইল। মধ্যকার সত্যপ্রাচার
কোর্ট অব ওয়ার্ডের ওয়ার্ড অসম্মত হুগলিমাখ হুগলিমাখ
হুগলিমাখ মিত্র হুগলিমাখের হুগলিমাখী হুগলিমাখ
হুগলিমাখ। মধ্যকার মিত্র বোল্টের কি মিত্র
হুগলিমাখ আত্যাচার-আত্যাচার না। কিন্তু বোল্ট
এতদ্বারা করিয়াও আত্যাচার হুগলিমাখ না।

দেখিছাছ, আমল্য মনে কুৎসিত সাগরের বকের উপর দৃষ্টি করিতে দেখিছাছ, বরষাযুগে রোগীর হাসি হাসিরা এতদেব অবস্থাইতে দেখিছাছ আর আজ দেখ—বীণা বীণের বেশে, বর্ণ পীড়িত মস্তিষ্কীয় পাণ্ডুলের দেশে, লম্বাভক্তি জীবন পথে পরিভ্রমণ, অশেষ বহুবার এপীড়িত কামলীর বেশে আজ এই হলীপের দিকে চাহিয়া দেখ। আর কি কিসিয়া উঠবা? ছিছি ইংরাজ! বর্ষের বস্ত্রকে এমন করির পরাধাত করা তোমার উচিত হয় নাই।

—৩৩—

হলীপ আর দৃষ্টি পরিভ্রমণ করিয়াছেন—মনে করিয়াছেন যুঁহি ইচ্ছাতেই তাঁহার ইংরাজের সহিত হুঁহি সন্ধি অকার্যকর হইল। আর হলীপ দেখেন ইংরাজের রাজনীতি, গ্রামনীতি, সেখানে কি আইন ও ধর্ম্ম নীতি বেশিতে পড়ে। হলীপ ভারতবাসীর দিকটে তাকা চাহিয়াছেন—আবার ভয়, পাছে ভারত গবর্ণমেন্ট তাহাতে ও বাধা দেয়। তার কিছু অমূলক মনে, কেননা গবর্ণমেন্টের যদি সন্দেহ হয় হতা করিবার ও আধীনতা ইহু তাঁহারের হস্তে হস্ত হইতে পারে। হলীপ বেশে আসিবার জন্য বড়ই অগ্রহভিষ্মক একশ করিয়াছেন—গোলাতে বাইতে পারি, পতীভারীতে বাইতে পারি—হলপাথে কুঁচিয়া দিয়া লজ্জাবে বাইতে পারি—একদল এলাপের কথা। আর আর ১৫০০০০০ পূর্বে এসকল কথা কি এলাপ দিলিয়া বোধ হইতে পারিত?

আর ইংরাজ! তোমাকেও আর কি বলিব? বাহানকের রাজ্যধন অপহরণ করিয়া তুমি যে গাঢ়হুঁহি একশ করিয়াছ সস্তা জাতির রাজ্য ধ্বংসই সেরূপ করিতে পারে না। হলীপ কেবল গরুতে আসিতে চাহিয়াছিলেন আর তাঁহার নিজ পত্রিক সম্পত্তি কিরিয়া পাইবার আর্থন্য করিয়াছিলেন, এই দুইটা আশা কি অমায় ও বিজ্ঞান-প্রক? এখন যদি তিনি কোন ইটরোপীয় জ্ঞান পরণাপন হয়, তাহাতে কি ইংরাজের দ্বি বাভিবে না আর্থন্য হইবে? মনে হয় যদি হলীপের প্রতি পালনের প্রবোধ করে—ইংরাজের তাহাতে কি বড় বিধা? ভারতবর্ষের এই বিপদের দিগে পত্র ছিঁকটা কি ইংরাজের কর্তব্য? হলীপকে যদি প্রবোধে আসিতে দেওয়া হইত বোধ হয় ৫০ আশ পাউণ্ড লইয়া তিনি তাঁহার সমস্ত দাবী আশ রিতে পারিতেন। ইংরাজ তাহা বুঝিলেন। এখন জাতি হইতে হলীপ বাস্তবিকই যদি

অপর কোন রাজ্যের সহিত বলিয়া ইংরাজের সঙ্গে অগ্রণ করন তাহা হইলে ৫০ হাজার পাউণ্ড কি তাঁহার দাবী হুঁহ সমস্ত সম্পত্তির মূল্য এক কালে ব্যয় হইয়া বাইবার সত্যনা।

—৩৪—
বারোয়ারী।

আমাদের কোন সচিবাবী বারোয়ারীর বড় পক্ষপাতী হইয়াছেন। তাঁহার মতে বারোয়ারী অনেক মোক্ষের আশ্রয় আশ্রয়ের দ্বাৰা একপ "ভাতীর আশ্রয় একতার আশ্রয়" উঠাইয়া দেওয়া তাঁহার মতে বুদ্ধিমানের কার্য নয়।

আমাদের আশ্রয় যে মনুষ্য জীবনের মিতাক্ত প্রয়োজনীয় একদা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু সেই আশ্রয় দ্রুতি হইলেই প্রয়োজনীয় কিছু সামান্য হইয়া পড়ে। যদি গ্রামের ভিতর একটি ভূঁড়ির দোকান বাতীর আশ্রয় আশ্রয় বের আর স্থান না থাকে তবে কি সেখানে কত আশ্রয় আশ্রয় জীবনের কোন অভাবপূরণ করে? আজ কালকার বারোয়ারীতে বিভ্রম আশ্রয় জাত করা যায় না। আরই নয় বোম্বা ইত্যাদি লইয়া বারোয়ারীর পাণ্ডাধিগের আশ্রয় আশ্রয় হয়। ইচ্ছাতে আশ্রয়ের সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ডারই বিলম্ব প্রকৃত পাইয়া পড়ে। বারোয়ারীতে স্থানে স্থানে ১ হাজার বিহার করিবার জন্য পুঁসিদের সাহায্য আশ্রয় করে। কোথাও বা হত্যাকাণ্ড হইতেও দেখা গিয়াছে। বারোয়ারীর পাণ্ডারা আরই বিলম্ব। দেশের ভিতর তাহারা কেবল পরানিকা পরানি করিয়া দিমাতিপাত করে। তাহাদের কোন প্রকার লজ্জা নাই, এমন কোন সামর্থ্য নাই তাহাতে আর ভরণ পোষণের উপায় করিতে পারে, চোখাভক্তি তাহাদের অত্যন্ত বেশে পড়ে আরই তাহাদের অত্যাচারের কথা শুনিতে পাওনা আর এই প্রকার লোকই বারোয়ারির গল্প পাইয়া নাচিয়া উঠে, পাণ্ডা মাজিয়া তাঁরা আশ্রয়ের জন্য গৃহস্থ লোকের উপর উৎপীড়ন করে, তাহারও তাঁরা দিবার সামর্থ্য না থাকিলে ঘরের ঘটিবাটী কাড়ের বীল কাড়িয়া লইয়া যায়। যে যে গ্রামে এই প্রকার বারোয়ারীর পাণ্ডারা বাস করে সেখানে বিবাহ দিতে বাওনা ভজ লোকের পক্ষে বড় বিপদের কথা। বরকন্যা বিহার কালীন বর পক্ষী ও কন্যাপক্ষীর আত্মীয়বিশেষ ভিতর অগ্রণ জমাইবার প্রদান কারণ এইসকল বারোয়ারীর পাণ্ডা। ইচ্ছা অত্যাচারিত গালা-গালি দিয়া বরষাভের মিনা করাকে বড় পুরুষ মনে করে। তাই, বরষাভিয়া বড়ই কোন বারো-

য়ারীর জন্য তাঁরা দিমাতিপাত মিনা কুৎসিত অপমানজনক বাক্য, এমন কি কুৎসিত ভাষার গালাগালিও না থাকিয়া কিরিতে পারেন না। এইসকল ব্যক্তি যখন বারোয়ারীর পাণ্ডা তখন বে তাহাদের কার্যে বিভ্রম আশ্রয় পাওনা বাইবে তাহা কখনও সম্ভব নয়।

সচিবাবী কেবল কলিকাতা ও সতর অঞ্চলে বারোয়ারীর চাঁদা আশ্রয়ের প্রদান কথা উল্লেখ করিয়া এলেনা করিয়াছেন। একবার যদি তিনি পঞ্জীগ্রামের চাঁদা আশ্রয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করেন তাহা হইলে আশ্রয় প্রদান ততদূর প্রসাধিত করিতে তাঁহার আর প্রবৃত্তি হইবে না। সচিবাবী ভিতর বোকামদারেরা অনেকের কছে হুঁহি (বিভি) আশ্রয় করে। ইচ্ছাতে কাণাকো বিশেষ অভিপ্রায় হইতে হয় না। কিন্তু পঞ্জীগ্রামে বোকামদারেরা সেরূপ 'বিভি' আশ্রয় করে না। সেখানে কেবল কতকগুলি মাধকসেবী রাজ্যে বিলম্ব ব্যক্তি দ্বারা দ্বারা রাজ্যের অধিকারের মত বারোয়ারীর চাঁদা আশ্রয়ে বিলম্ব হয়। কেহ চাঁদা দিতে অপারক বা অস্বীকৃত হইলে পাণ্ডাদের হস্তে তাঁহাদের আর মিতার থাকে না। গাল মন্দ, অহা, এমন কি তাকাইতি করিয়া সুনয়ে সময়ে বারোয়ারীর পরনা আশ্রয় কর। বাস্তবিক বারোয়ারীর সময় হইলে লোকের মধ্যে আশ্রয় দুরে গিয়া ভারত সতর হয়।

বারোয়ারী বিবোধ ও অপরিধানবর্নী ব্যক্তি-বিশেষ উৎসাহ দিবার ভেত্রে, পঞ্জীগ্রামে জোর জবরদস্ত করিয়া আশ্রয়প চাঁদা উঠে না, আরই একটি ব্যক্তির বরষা বোলাইবার সংস্থান হওয়া কোন কোন স্থানে তার হইয়া উঠে। কিন্তু বারোয়ারীর আশ্রয়ের অগ্র প্রবর্তের ব্যস্ততা চাঁদা সংগ্রহ না করিয়া বারোয়ারীতে ব্যস্ততার হয়। শেষে সেই চাঁদার অধিকাংশ সংগ্রহ করিতে না পারিয়া ব্যস্ততা-বিদারের সময় পাণ্ডাদের মোড়লকে ঘরের চাঁদা ব্যক্তি করিয়া দিতে হয়। আমরা কোন 'রিজ' মোড়লকে জীও পুত্র বহু গহনা বহু দিমাতিপাত ব্যস্ততা করিয়া দেখিছাছি।

বারোয়ারী বাস্তবপদের দ্বারা বাইবার সমস্ত উপায়। বারোয়ারীর দুই চারি দিমাতিপাত পুঁহি হইতে পঞ্জীগ্রামের বাস্তবপদ পড়া ওনা শুধু পাণ্ডালাই ছাড়া পাণ্ডাদের সন্তা হয়, তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে গৃহস্থের দ্বারা দ্বারা চাঁদা আশ্রয়ের জাত ব্যক্তি হয়। পাণ্ডাদের কুৎসিত বিজ্ঞান কল্যাণ গীত, পাণ্ডাদের দ্বারা দ্বারা এই চারি পাণ্ডা-বিদা কি সত্য

কালেরনগে জ. ভাঙ্গা রেশ অল্পকরণ করিষ্ঠ শিখা ।
 হারের স্ববেশ-মায়ার বাক্যের সীর সবে উচিত-বর
 কেত কোম কথা বলিতে সত্যস করে না । শুভরাত
 ভক্তকরণ-অভাব বালকের কোমল মনে একটা
 কালির হাস পড়ে । লক্ষ্য চোখের আর ভাঙার
 অশ্রুনাশ-খটতে বেধা বার-বা । বারোয়ারীর
 উদ্বোধনের পর, উৎসবের দিন এইসকল সাপ্তা-
 ধের মাহক সেসব, বাছা ভাঙ্গা, পালাপাতি
 বীড়স ফৌজক এসকলও বালকবিশের বেশ অল্প-
 করণে । সামগ্রী, বারোয়ারী-ত বালকেরা চলাহল
 পান করে আর ভাঙারের চরিত্রের বাধা বার ।

এসকল কথাই আমরা শ্রমিগণের বারোয়ারী
সম্বন্ধে বলিলাম। সম্বন্ধে বারোয়ারীতে লোকের
উপর উৎপীড়ন হয় না বটে কিন্তু সেখানেও পাণ্ডের
জ্ঞান বদ্ধ নাই। যত ও বেশীর কাওরী সম্বন্ধেই
কিছু ব্যক্তি থাকে। যে আমোদের সঙ্গে নব ও গণিকার
সংক্রমণ করিয়া তাহাকে আমরা আমোদের মধ্যে
গণ্য করি না। এই বারোয়ারী ভাড়া বাজানোবিশ্বাস
আমোদের কার্য অস্বাভাবিক। বার বার বার
মাসে তের পার্শ্বের ভাড়া আবার আমোদের
অভাব কি? যদি জাতীর আন্দোলন ও একতার
আমোদের কথা বলেন বিশ্বাস হইবে। সংস্কার
কার্যে ভাড়া বড়ই উল্লেখ্য হয় বারোয়ারীতে
কখনই ততই হয় না। জন্ম আনন্দ, বিবাহ, এই
তিনটি সংস্কারে বিশ্বাস জাতীর স্বজন আনন্দ বাজান
যেহেতু বিবেচনা নানা রূপের নানা জাতীর লোক
গৃহস্থের গৃহে সমবেত হয়। জন্ম ও বিবাহাদি আন-
ন্দের কার্য, কখনও কখনও দুঃখগণের জন্ম কার্যে
মাত্র ভাষা আন্দোলন আন্দোলনের অভাব হয় না।
বিশেষতঃ একত্রে বাসিয়া ভোজন, আলোপ, পরিচয়
তর্কবিতর্ক ইত্যাদি দ্বারা জাতীয়তার বন্ধ দৃষ্টি পায়
বারোয়ারীতে কখনও ততই হইতে পারে না।
এত বিস্তৃত জাতীর আন্দোলন ও জাতীয় একতার
সময়ও উপকরণ থাকিতে হুসুত বারোয়ারী আন-
ন্দের প্রকার বিচার আমরা কোনও আশঙ্ক্য
বোধি না।

—••—

রাজস্ব সমিতি ও হাইকোর্টের ওরিজিনাল
বিভাগ উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব।

রাজস্ব সমিতি এক আশঙ্কিত ছুয়া ফু লিগাহেব ।
কিছু দিন পূর্বে শুধা গিয়াছিল রাজস্ব সমিতি হাই-
কোর্টের আর্থনিক বিভাগ বিভাগ টাউইয়া দিবেম ।
সম্প্রতি উক্ত সমিতির সম্পাদক হাইকোর্টের
ফেল্লোয়ারের বিকট বে পত্র প্রেরণ করিয়াছেন
তাহাতেই আশঙ্কিত পূর্বেকৃত অবস্থায় গত ।

বোধ হইল। রাজস্বসমিতি সভা সেভাবে-
 কোর্টের আর্থনিক বিভাগ বিভাগ উঠাইয়া “বিহার
 চেম্বার” করিতেছেন। কার্যেরা বলেন—“হাইকোর্টের
 নালি মকদ্দমার খার খরচ অধিক। ইত্যাত
 বেসকল মকদ্দমার ‘মিন্সট্রি’ হয় তাক। সাধারণ
 ‘মুকতি’ আর্থনিক সমুদেষ্টে ‘মিন্সট্রি’ উইয়া ‘খাটক।
 অর্থনিক সেতম বিয়া হুই জন বড় বড় বিচারপতি
 রাধিকা যে অর্থ’ব্যর উইতেছে তাহাতে কলেকজন
 ‘মিন্সট্রি’মট জজ ও একজন ‘ডিস্ট্রিক্ট জজের বেতম
 ‘বিয়াও অধিক টাক। দীর্ঘিহে শাটের। মকদ্দমার
 বিচার কার্য বহি একজন ‘ডিস্ট্রিক্ট জজ ও কলেক-
 জন ‘মিন্সট্রি’মট জজ কর্তৃক ‘মিন্সট্রি’ হয় কলিকা
 তার মকদ্দমা ওলি সেইরপে ‘মিন্সট্রি’ উইবার খাখ।
 কি? বিশেষতঃ এখন হাইকোর্টের বিচারার্থি-
 ‘গণের বেতম খার হয় ওরিসিমান বিভাগ উঠাইয়া
 বিল ভবপেকা অম্মবারে ‘বিচার’ বিভাগ আত
 হইবে”।

কথাগুলি শুনিতে বস্তু বন্ধ নয়। কিন্তু পাঠক যদি একটু ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখেন এটিরূপ ব্যবসার গবর্ণমেন্টের লাভ ও বিচারবীর সর্বমান তির আর কিছুই দেখিতে পাইবেন না। রাজস্ব কমিটী বলান উল্লিখিত ব্যবস্থা গ্রহণের বার সংক্ষেপের পক্ষপাতী। ওরিজিমান বিভাগের আর ২৯৮. ৫.০ টাকা। আর ৩০০০ টাকা। অর্থাৎ আর অপেক্ষা আর ৬৮০৫৫ টাকা অধিক। উল্লিখিত আয়ের সহিত যদি পোয়েট ও অ্যান্ডিবিদ্যুটসন পত্র লইবার আর একত্র করা যায় তাহা হইলে সমষ্টিতে ৫৪৩৮২ টাকা হইবে। ইহার ৬৮০৫৫ টাকা কতি না হইয়া বরং ১৭৭৩২ টাকা লাভ হইয়া থাকে। বিচার বিভাগ হইতে কোন বেশে কখনও যে লাভ হইয়া থাকে ইহা আমরা জানি না। ইংলণ্ডের বিচার কার্যে গবর্ণমেন্টের যে টাকা ব্যয় হয় তাহার অর্ধেক পর্যন্তও বিচার-বীর নিকট আদায় হয় না। জরিপ ও আবেদন-কার সহিত তুলনা করিতে গেলে ভারত গবর্ণ-মেন্টের বিচারালয়ে ব্যবসায় চলিলেও অভুক্তি হয় না। এই বিচার ব্যয়সার গবর্ণমেন্ট বাহাতে অধিক লাভবান হইতে পারেন রাজস্ব কমিটী ব্যয় সংক্ষেপের ভান করিয়া তাহারই জন্ত বন্ধনাম ধইয়াছেন। অধিবাসী মকদ্দমা গুলিতে অধী-প্রত্যবীর ছোট আদালতে যত দরচ পড়ে হাই-কোর্টে তাহার অধিক পড়ে না। সেই মকদ্দমা গুলি জজ আদালতের অধীন করিলে মকদ্দমার দরচ বাড়িবে বই কমিবে না। এইত গেল বিচার-বীর কতি। গবর্ণমেন্টের লাভ জজ বাচারদরদের

বেতন স্থান করিয়া 'উচ্চ বেতনের' তিরস্কার
বিদ্যা'বহি' হাইকোর্টের সাধারণ কার্য প্রণালী
একজন 'অভিযুক্ত' জজের উপর দেওয়া যায় তাহা
তবে সনিকি হাইকোর্ট হইতে কিছু লাভ
হইতে পারেন। কিন্তু যদি 'একবার' হাইকোর্ট
সাধারণ বিচার বিভাগে 'অভিযুক্ত' সংখ্যার বিবে
চনা করা যায় তাহা হইলে বোধ হইবে একজন
হাইকোর্ট 'অভিযুক্ত' জজ ও একজন তিরস্কার
জজ সমস্ত করিয়া 'উচ্চ' সাধারণতঃ নহে।
যদিও 'অভিযুক্ত' বিভাগে ৩৭৩০ অধিবাসী
কম ও ১০২০ বিচারী মকদ্দমা সম্পাদিত হইত।
এখানে 'লিবার' জজ ২০৫ 'অভিযুক্ত' ১৭
কমি পুরণকার বরখাস্ত, ২১৪ 'অভিযুক্ত' বরখাস্ত
২১৪ হিসাব লিবার জজ রেকর্ডের ১০৮০ ইনস
ভেন্সি, ৬০০ এডালস এবং 'অপরাধ' ১০৮০
বাস্ত। সর্বমোট ৪১৮০টি মকদ্দমা। হিসাব
বহিষে গোল বস্ত্র গড়ে তিরস্কার করিয়া মকদ্দমা
সম্পন্ন করিতে হয়। এইরূপ রেকর্ডের গতি
মকদ্দমা সম্পাদিত করিবার জন্য 'সাধারণ' বি
চারের আদর্শ অনুসৃত হইল। 'হাইকোর্ট'।
লিবার 'অভিযুক্ত' লিবার 'পাইল্ড' হে
না, ইহার উপর 'হাই' জজ 'এক' জজ 'মা
অভিযুক্ত' জজ 'বিদ্যুৎ' করিয়া, 'অভিযুক্ত' সনিকি
অভিযুক্ত 'অভিযুক্ত' 'হাই' হাইকোর্টের কার্য সমুদ
একজন 'অভিযুক্ত' জজকে তিরস্কার জজ
গণ্য করিয়া জজের হস্তে অর্পণ করা হয় তাহা
কার্যের যে দায়িত্ব বিদ্যমান তাহা হইতে
অসম্ভব ও সম্ভব নাই। হাইকোর্টে এখনই
কাদের কিছু তাহাতে উপস্থিত হইত জজ
বেতন তোলা জজের উপর আরও ক
জম বিচারক বিদ্যুৎ করিলে তাহা বিচার
অসম্ভব হয়। বিচার কিছু হেলেবেল
সামান্য নয়, তাহা তাড়ি করিবার জমিন নয়, মি
তীর্যক বিচারের মত অসম্ভব হইয়া
সারিলে বিচার কখনও অবিচার হয় না।
বিভাগে কর্মচারীর সংখ্যা অধিক রাখা হাই
বিচারকের বেতন অধিক বেতন। তাই
মকদ্দমার জজ যথেষ্ট সময়ও প্রদান করা
হইতে হুজির আরও ব্যাভাষা বাহর ওঠাই
মত যে, খো, করিয়া কেবল অর্থাৎ প্রত্যক্ষ
চাল করে তুলিলে বিচার কার্য অসম্ভব
হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থা করিয়া বার সংখ
যা ইংরেজের নাম, হাইকোর্টের অধিকার
বিচারার্থী অবিচারে অসম্ভব বিচার
সনিকি যদি 'অভিযুক্ত' জজ কেবল 'পা

সংবাদ" করিয়া দুরিত। বেড়ান তবে এমন রাজস্ব
নিতি এখনই অস্তিত্ব হউক। আমরা এ-
পাতনদূর বিশুদ্ধ রাজস্বসমিতি আর একদিনের
ও আর্থিক করি না।

বিচারার্থীরা জামিন চাইকোর্টে যে বিচার
র জন্য আদি হুজুর শিটার। লেখান হইতে
পিলি গেলে আর হুজুর বিচার পাওয়া
কিবে না। এই বিচারের বন্দবস্ত হইয়া উঠা-
ব মধ্যে আমাকেই আপিল আদালতে গমন
করেন না। হুজুর ইচ্ছা আপিল মকদ্দমার
মকদ্দম হান হইতেছে। গত দুই মাসের
পার্শ্ব বেধিলে দুই মাসেই আপিল আদালত
কেন্দ্র। এখন কেবল মিডা বিবেচনামাত্র।
উই বেডন বিজ্ঞ হুজুর জজ রাধিকার এই কল।
আপিল বেডনের বিচারকেন্দ্র হুজুর হাইকোর্টের
বিচার নির্ভর করিলে, কারণ থাকিবেই হউক
আর অকারণেই হউক কলিকাতার মকদ্দমার
আপিল অধিক হইবে যে অনেক টাকা ফস করিয়া
আপিল আদালতে আরও কলেক্টর বিচারক
সংকল করিতে হইবে। রাজস্ব সমিতির জাতের
ক এইরূপে পিলীলিকার তকল করিয়া শেষ
কিবে। মকদ্দম হইতে যে সকল মকদ্দমার
আপিল হুজুর আদালত অধিক কর কেন?
বিচারার্থীরা জামিন মকদ্দম আদালতে আপিল
অধিকার হুজুর ও হুজুরেই জজ নিযুক্ত আছেন।
আপিলকে প্রতিদিন একমত রকমের মকদ্দমা ও
আপিল ওনিয়া বিচার করিতে হয়। হুজুর
আপিলে অধিকার হইবার সম্ভাবনা নাট। উপর
আদালতের বিচারকেন্দ্র। আপিলের আদালত, উঠা-
র হুজুর অধিকার হওয়া অসম্ভব। লোকের এই
আপিল কেবল বেডনের পার্শ্ব হইতেই উদ্ধৃত
হইতে। ওরিয়েন্টালবিজ্ঞ, গে বেসকল মকদ্দমা
আপিল হুজুর মকদ্দমার জার আদালতের
কেন্দ্র বহি আপিল হইতে আদালত হইলে কার্য-
আপিল নিবন্ধন আপিল বিভাগ কোন কার্যেই
পাওয়া থাকিত না, কোন মকদ্দমাতেই আর
বিচার পাওয়া হইত না।

হাইকোর্ট ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ আদালত।
ই আদালত এখন ভারত গণপরিষদের অধীন
হল না। ইট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজস্বকাল
এই আদালত আপিল কাউন্সিল মানে
আদালত হয়, তখন কেবল রোম গণপরিষদের
এই আদালতের উপর আধিপত্য ছিল। ওয়ারেন
হুজুর সারি পেরে হুজুর হইয়া হুজুর কাউন্সিল-
এর কর্তৃত্ব আর জজ করিয়া হইবার চেষ্টা

করেন। হুজুর সে চেষ্টার ব্যর্থকাম হইলে
হুজুরবর্তী গণপরিষদ রাজস্বগণ জমাগত এই
আদালতের উপরেই হুজুর করিবার অধি-
সম্বন্ধ করিতে থাকেন। ১৯২৮-২৯-এই ইন্ডিয়া
কোম্পানির হুজুর হইতে ভারত গণপরিষদে হুজুর
ইন্ডিয়াবর্তী হুজুর হুজুর আর তখনও এই আদাল-
তের বিচারার্থী আধিপত্যে কার্য করিতেছিলেন।
লিট রাজস্বগণের এত দিনের চেষ্টার ফল ১৯৩৪
ক্রীড়াতে হল। সেই বৎসর হুজুর কাউন্সিল
উঠিয়া গিয়া হাইকোর্ট স্থাপিত হইল। মকদ্দম
উঠিয়া হাইকোর্টে সংকল হইয়া হাইকোর্টে
হুজুর হুজুরের আধিপত্য অনেক বর্ষ
হইয়া গেল। হুজুর অধিকার ছিল মর্ড মিট
আদালত আর শেষ হুজুর। এখন গণপরিষদ
জমাগতের ইচ্ছাতে একজন হুজুর বেডন পর-
হুজুর হইতে পারেন একজন হাইকোর্টের বিচার-
প তরও সেই অবস্থা। যে হুজুর বন্দবস্ত হইয়া
হুজুর হুজুর কাউন্সিলের আধিপত্য তরল
করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, মর্ড মিট আর
জজ হাইকোর্টকে ভারত গণপরিষদের পদাধিকার
করিয়াছেন সেই হুজুর, চরিত্র করিয়া রাজস্ব
সমিতি ভারত রাজস্বের সম্মান ও গৌরবের আদর্শ
স্থান তর করিবার প্রয়াস পাঠিয়েছেন। আর
সংকলই কি ইচ্ছা একমাত্র উচ্চতা? আমরা
যদি রাজস্বসমিতি এ জুলান কথার আদালতকে
হুজুর জুলাইবার চেষ্টা করিতেছেন। পূর্বেকারী
অর্থের সশিষ্টকরণ, সিনলবিচারে ভারতবাসীর
মতল চর্চা বড় বড় সামরিক কর্মচারীর উদর
পূর্ণ করিবার জজ, সিনলবিচারে প্রভুদের পার্শ্ব
বিচার পূজা করিবার জজ হুজুর ভারতের জাতির
পৌরব, এ সকল বিষয়ে কি আর সংকল হয়
না? রাজস্বসমিতি কি চকের মাথা হাইকোর্ট এ
সকল দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারেন না? সশিতি
আপিল গণপরিষদের অধিকার আর সংকল করিবার
সিনল আপিলে দাখিলেন, শেষে বিভাগ আদালত
কী, আরের বাস্তবিক উপস্থিত জামিন লইয়া
টানাটানি, রোমী ছাড়া কেউলা লইয়া ছেড়া-
ছিড়ি। পাঠক! এই অভ্যাসের মতন মত
আর রাজস্বসমিতি লইয়া আদালতের কি আর
প্রয়োজন আছে? সমিতির যদি এতই মত
থাকে, আমরা গলবর্তে সাজমতে বলি—কে
বড়! আদালতের প্রতি অগ্রহ করিয়া বিচার
হও।

রাজস্বসমিতির সংকলিত কলপ পাঠক জাতি
অবগত আছেন। হুই একজন আধিপত্য লোক

ছাড়া সকল সময়ে গণপরিষদের মাথা হইয়া। বিচার
বিভাগ হইতে যে মহাজ্ঞা বিচার সভা হুজুর
হুজুরাছেন তিনি আবার মকদ্দমার নিরোধনী
পাঠক এতদিক কে জামিন? ইনি হাইকোর্টের
বিচারপতি কলিহাস। এই কে মহাজ্ঞা
হাইকোর্ট বিনাশের সম্ভাব ইয়া করিতেছেন
শিরকপির। এতদিক উচ্চ কেবল হুজুর
জাত। বেডনে বেডনী হইলে হুজুর পাঠক
আর ইনি সেই বেডনেই বেডনী। ইতিপূর্বে হুজুর
আব কলপ সত্য বড়ের কেনী বহুবিধলীত
লোকের সম্মুখে কলিহাস মতন হাইকোর্ট
উপর মতল প্রকাশ করেন তখন তিনি কেবল
বিচারার্থীদের বাস্তবিকের কলিহাস বলিয়া
প্রকাশ করিতেছিলেন।

হাইকোর্ট উঠাইয়া বিচার গণপরিষদের
সংকল করিবার কোম কলিহাস উঠার মতন
বহুবিধ হয় না। সে কল? কেবল হুজুর
পাঠক সিনল। এখন সিনলার সত্য বিচার
বীর আরের কোম কলিহাস না করিয়া তিনি
কেবল যে গণপরিষদের আর সংকল করিয়া
প্রকাশ করিতেছেন ইয়াও কেবল হুজুরের
একদিন তিনি মকদ্দম আদালতের হুজুরগণের
দুরবস্থা বর্ণন করিয়া সাধারণের প্রাণের
হইয়াছিলেন এখন মকদ্দমগণের শিরকপা
কাড়িয়া লইয়া উঠাইয়া দিগন্ত অলপ করিতেছেন
আবার কলিহাসকে এত দৃষ্টিপাত কেন? তিনি
যে এই প্রস্তাবের মূল, এত রোজিটারকে যে
লেখা হইয়াছে আর কেবল ইয়া আদালতের
বিধান। নিজে একজন হাইকোর্টের বিচার
হইয়া অপর বিচারকগণের আর মারিবার
উঠার এ চেষ্টা কেন? সেও কেবল উঠার
লেখা ইয়া গণপরিষদের মর্ড হুজুরিলাত করিয়া
জজ। কার্যসিদ্ধ হইলে গণপরিষদ কি আর উঠা
কেনিতে পারিবেন? আমরা জামিন আরের
হুই রামন বিনট হইয়াছিলেন। এই গুজল
জাতিরা গণপরিষদের প্রত্যক্ষ হইবার চেষ্টা
করিতেছেন ইয়া কি রাজস্ব সমিতির হুজুর
মত? আমরা লেখিতেছি রাজস্বসমিতি হুই
আদালতের মতল না। এখন হুই হুই সিন
আদালতের বিভাগও অধিকার জজ হইয়া
কার্যসিদ্ধ হুইলে অভ্যাসের মতন তখন
সমিতিতে আমরা বলিবেইয়া কি, উপস্থিত
কি ৯ বদি আদালতের কলিহাস করিতে রাজ
সমিতির ইচ্ছা হয় তবে এই হুজুর হাইকোর্ট
সংহার প্রস্তাবের প্রকাশ করিয়া লোকে

গত ২৫এ জুন যে সভাঘরের শেষ বইবাছে
তাহাতে গত বৎসরের এই সভাঘর হুত্ব সংখ্যা
সহিত এ বৎসরের হুত্বসংখ্যা জুলনার সমান
হইয়াছে। হিসাবে দেখা যায় নাইল প্রতি ১০ জন
লোক ধরে।

अम-श्रीकान्त ।

ପୁରୀ ଅବଜାରର ସମେତ ଗୋଟାଏ ଗାଡ଼ି-
ରା ଯାଏକ କାଲୁକେ କୁହାଯାଏ । ସମସ୍ତଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
କରିବେ ଶୁଦ୍ଧ ଲାଭ ହୁଏ । ଶାସ୍ତ୍ରରେ । ପୁରୀ
ଏହି ଜାଣିବେ କେବଳ କଥା ବାରି ନାହିଁ , ଓ ଇହାର କୋଳ
ବାସନା କରେ ନାହିଁ । ଶାସ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରୀର ଯଥା ଅର୍ଥ

পূর্ণাঙ্গ পুরাতন টীকা-বিহীন বহির্ভুক্ত ভাষা
তৎকালীন পুরাতন টীকা-বিহীন "ও" অপসারণ
যেহেতু সামগ্রী ছিল। বহুকালের কালক
যুক্ত, বাক্য, যেমন তৈরিমিই আছে। ভাষার
পর সংস্কৃত ভাষার বাঁটা লেখা আছে ভাষাতে
যদি বলা এই সকল ভাষা সামগ্রী কোম্পানি বাস্তব
যদি সত্য হয়।

সমর্থন দেবার জন্য কাগজপত্রের শ্রেণিভিত্তিক
 তালিকা তৈরী করে এই সম্বন্ধে তথ্যটি জমা
 করে নিশ্চয় করিত্ব দেয়।

আমি গান সৌন্দর্য কবিতা এবং সাহিত্যে অবদান
 দিচ্ছি। সৈন্য নিবাসে থাকার চেষ্টা
 হচ্ছে। জালা কুনি ছিল শিবিকা ভাণ্ডার
 ন পাওয়া বাইরে। আর ও উদ্যোগ
 করার বড়ই চেষ্টা হচ্ছে। আশা করি
 কবে সাহিত্যে বাইরে।

নিউজিল্যান্ডের উত্তর-পূর্ব অংশের পাহাড়ের
 পাশে অনেক মনুষ্য জীবজন্তু ও বন সম্পত্তি
 নষ্ট হয়েছিল।

পৃথিবীতে যে সকল বর্ণিক ভাষা আছে তাহা-
 গুর :-

মান	ভবীর সংখ্য
ইংরাজি	১৭ কোটি
কর	১ কোটি
ভাষ্য	৫ কোটি
শেখর	৬ কোটি
করাসী	৪ কোটি
ইতালীর	২ কোটি ৮৭ লক্ষ

বণিক জাতি ইহুদিব সংখ্যা কুণ্ডি গণিতা শেষ
রা ব্রাহ্মণ্য।

বোম্বাই গার্ডেন বলেম যে পশ্চিম বিভাগের
বর্ণমতে আকিস সমুদ্রায় আশ্রণ কেরাণী পাইলে
যে তিন্ন জাতীয় কেরাণী লওয়া হয় না। তিন্নটী
কীর্ত্তির একখানি কর্ত্তারী তালিকায় দেখা যায়
যে, ১৭২৯জন আশ্রণ সে ফলে ২৮জন তিন্ন বর্ণের
করাণী সমুদ্র আছেন। আবার দুটি আশ্রণের
জা আশিল।

অদেজ খাল কাটিয়া হুঁচি করিবার কল্যাণ
ইত্যেহ নীত্রে এ কল্যাণী কার্যে পরিণত
রিবার সজ্জাবনা আছে ।

କ୍ରମା ସାର ଡାରବ ୪୪ର୍ଷୀ ଦେଖିବାର ଜୟ ଶ୍ରୀମ
ଏ ଓଡ଼େଲସ କୁଟବେତାରେବ ସତାରାଜାଙ୍କ ବିୟୁତ
ରିଜାହିଲମ । ସତାରାଜା ମେ ବିୟୁତ ରକ
ହେବ ବାହି । ଶିମି ଏବମ ସବି ଗାଟ ଶ୍ରୀମାଳା
ବର୍ଷକ ବର୍ଷବାର ନା କରୁନା ଅର ଶ୍ରୀମ ନଈଲ ମାଧବ

বিদ্যুৎ: অথবা অথবা সুবিশিষ্টারের সুবিশিষ্টার সুবিশিষ্টার
পারে।

বরিশালায় বিকট ম পাড়া নামক গ্রামে গিরি-
 বাবা নামী একজন ব্রাহ্মণের বাড়ি।
 অশিক্ষিত ব্রাহ্মণের আশ্রয়।
 ওদিকে কাল শিখার মত মত।
 তাহার মতের মত মত মত।
 কতকাল পর।
 বিকট আশ্রয় চার।
 অশিক্ষিত ব্রাহ্মণের আশ্রয়।

যত্নসহকারে যোগদান করিলেন। দ্বিতীয়বার শান্তির
সময় সত্যগর্ভের তত্ত্বের কথা কলি কলি শব্দে গল্প-
ছিল। কতকটা হাতাছাতি করিতে ও কীকার
কাত্ত হইয়া গেল। আইরিশ সভাপতি 'অগ্নিশর্পা'
হইয়া বসিয়াছেন, আরও বহিঃস্থ যোগদান
না হইলে, তাহা হইলে আরও বহিঃস্থ
বহিঃস্থ সভাপতি। প্রাচীণ যোগদান আইরিশ
সেই যোগদান সাধারণ প্রজাবর্গ যোগদান
অভ্যর্থনা করিতেছে। আইরিশ ও
সমীপে অনেক লোক বসিয়াছে। পালিগার্মেন্ট ও
কলি হইল। আগামী এই আগামী আগামী যখন
সুতম পালিগার্মেন্ট বসিবে তখন যোগদান কিং
দুর্ভিক্ষ। বসিবে আগামী তাহারই চিত্তের আগামী।

নুতন পালি-ব্রাহ্মণের অভিযোজিত হয়েছিল। আমায়ের
সভায় সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। আমায়ের
বড় আশা ছিল বলবরণে নিঃস্বার্থ হয়ে যাওয়া
সভা নির্বাচিত হয়েছিল। “নিরায়” টেলিগ্রামকে
সংবাদ পাইয়েছিলেন নিঃস্বার্থ হয়ে যাওয়া
করা হয়েছিলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে ১৭০৯ কোটি
অধিক হয়েছিল। লোকে বলতেন তিনি যে
সবের সভা স্বরূপে নির্বাচিত হয়েছিল। করি-
য়েছিলেন সে আর নির্বাচনের অস্তিত্বকাল। আমায়
এই সভাচারে অভ্যস্ত হয়েছিল। আমায় করি
নগরাজি কি তাঁহার অভ্যস্তের সহায়তের সহায়
বা ভ্রমোদয় হয়েছিল না। “যে মাটির পড়ে
লোক উঠে তাই ধরেক, নিরায় হয়ে কে
কোথায় যাবে।”

জর্জ ব্রাউলক চর্চছিল স্বদেশ ভারতের রাজধানী
সিমলার বা হইরা পুনঃই চাইলেই ভাল। পুনঃ
জলবায়ু আশ্চর্য, ইয়োয়োপীরবনের শব্দে বাহা
বিশেষ উপযোগী হইবে। চর্চছিল বিশ্রান্ত
বসিয়া ভারতের বাবা শ্রমের জলবায়ু কিরূপ
ভাড়া কেন্দ্র করিয়া জামিলেন। কলিকাতা
রাজধানী বা থাকিরা পুনঃই গেলেন সাধারণের
বিশেষ কতি আছে।

[illegible]

কাথড়া মিউনিসিপালিটির অধিকাংশবর্গ বাস
উল্লেখ্যব্যয় বিদ্রোহ সত্যাপ্তির আসন্ন প্রত্যাশ করি
বাস জন্ম মোটোকার্টের দ্বিষ্ট প্রত্যাশি বেবে-
রিয়াস পাঠাইয়াছেন।

স্বাস্থ্য সশক্তির পেটোয়াফিস বিভাগের উপ
নয়র পড়িয়াছে। ক-টোয়ার মাদ্যবস্ত্র বিকট
কৈফিয়াত তদ্য পড়িয়াছে।

বিগাতের ভারও অর্থনৈতিক যে সকল পাণ্ডিত্য
 যুবক গিরাছি-গন ঠাণ্ডাঘের রূপ বাহুরী ইং-
 বড় মনে বরিচাছে। কোন কোন ইংরাজ বল
 কেনেবর ন্যায় অপরূপ জন্মের নাই, আরও কে
 কেব বলেন বাবু এতপটুত্ব স্বগঠিত ও বি
 কান্তি। ভাল এট, ও একট, ওণ।

বিস্তৃতি করা হলেও রাজস্বাধীকর সেসময় জন্ম
 দুই এক দিন বেলা তিনটার সবচেয়ে এললাটে
 বলিয়া রাজি ময়ূরী পর্যন্ত বিচার করিয়াছেন । য.
 অতঃপর প্রীত্বের জন্য একল বেয়াইনি কার্য হইবে
 থাকে প্রাতঃকালে আদালত বসাইলেইত তা
 হয় ?

সেতানার সন্নিকটে এক রাকসী ঐবধ হার
গর্ভপাত ও ঐকম স্বভাব সত্যরতা করিত; পিণ্ডা
ভিনী ফুগটাবিগকে পাপ কার্যে। এইরূপ সাংঘা
করিয়া জীবিকা অর্জন করিত। তখন বহু
কাল সে এই ব্যবসার বেশ চালাইয়া আইসে
সেন্নিন কিন্তু হাতে কলমে বরা পড়িয়াছে। তাহ
বাটীতে কতক গুলি অস্থি পাওয়া যায়। এইগুলি
মরকভাল কিনা ইহা পরীক্ষার্থ ডাক্তার বান
ধেরণ করা হইয়াছে। সবচর

বয়সমণি২৮ একটী কন্যা পাইবার মানি
হয়। করিয়াছি তরবার কান বহন আ
আমার ১৩।১৪ বছরের একটা বিধবা কন্যা
লইয়া আমার পালক উবেশ গুপ্তর খাতিতে মা
উবেশ গুপ্ত একদিন আমার অঙ্গুষ্ঠি তকা
আমার কন্যাকে লইয়া পলাইয়া যায়। এখন
আমার অসম্মতিতে আমার কন্যাকে বিবাহ বি
চাহিঁতছে। কন্যার নাম সুখদা গুপ্ত। সে বর্ত
আমি যেম্ভার মাজুলের লিখিত চলিয়া আনিয়া
আমার পৈশবকপে বিবাহ হইয়াছিল। এখন

শব্দ বিচার করিতে ইচ্ছা করি। আমি শিখা
হার নিকট ফিরিয়া যাইতে চাই না। মাজিষ্ট্রেট
সকলকে ওত্থা দিয়া ক্রম দিলেন তখনকার
হার বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিবার তাহার অধিকার
নাই।

বরাঙ্গলার গজের উপর যে মোসেলু আছে
হার আঠার ঘনি মোকা এক ঘরের আড়
করায়ে বিরুদ্ধিত হইয়াছে।

কলিকাতা এবং কতকগুলি বর্জিত প্রদেশ
এই উপবিভাগ করিয়া তখনকার কলিকাতা
বিভাগ করিয়া তখনকার কলিকাতা
এই উপবিভাগ করিয়া তখনকার কলিকাতা
এই উপবিভাগ করিয়া তখনকার কলিকাতা

১লা জুলাই-১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে কলিকাতা
৩০৯২ নম্বর পত্রিকার দ্বারা সেনাপতি।
প্রতি তিনি ২০জন সৈন্য লইয়া
এক জন ব্যবসায়ীর উপর গুলি বর্ষণ করেন।
পত্রিকা বলে যে তাহার উপর অগ্নি আঘাত
হইয়াছিল। সিপাহিরা জেলেদের অন্তর্ভুক্ত
পাইয়া গুলি ছোড়। জেলে কোন কারণ
বিস্তারিত করিতে পারেন না।

অন্যে বাক্সাণী পুলিশ সৈন্য তখনক উপস্থিত
করিয়াছে। তাহার অন্তর্ভুক্ত যে একজন
সৈন্য আরও করিয়াছে তাগতে ইংরেজের
লগ্ন তখন আর বিলুপ্ত হইতে পারিবে না।
গেহা বলে সিপাহি উপস্থিত উপস্থিত না হইয়া
সৈন্যের ডাকাইত ঘনি বেলুপ্তন করে সে আনা-
সর ভাল।

এলাহাবাদে গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে অনেক
লি ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। অপরাধিগণ এখনও
১১ পড়ে নাই।

কাসিমী কিল বন্দন যে গত ২৮ এ জুন মাঝে
গারাগুহ হইতে ১৮ জন কয়েদী পলাইয়াছে।
তাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল সাত্তি। পুলিশ
সহ তাহাবিগের অনুসন্ধান করিয়া ১৩ জনকে
গ্রেপ্তার করে। তাহারা পাঁচ জন করিয়াছে। অব-
শিষ্ট পাঁচ জন পলাইয়া যায়। কয়েদীরা যেন
জেলের ভিতর তাহাদের বড় বন্দনা বেওয়া
হইত। তাহাদিকে পেট ভরিয়া আহার দেওয়া
হইত না।

কেবল এই অল্প অল্প করেই যে তাহাদের
নিউনিয়াসে কলিকাতা হইতে ১০০ জন করিয়া
সমস্ত ডাকাইতের সহিত জিজ্ঞাসা প্রদান
করিয়া থাকেন। তাহারা বর্জিত প্রদেশের মধ্যে

কোন কোন সতের ডেট প্রদেশের দাবী
বোধন তবে আর ততটা দৃষ্ট থাকে না। কোন
সচরাগরী একজন মিলান্ডের সত্যদাবী সত্যদাবী
গত মিথ্যাচারপন্থক আর জেলেদের গীর্জ ও মি
কেন্দ্র ১৫০০ পাউন্ড লাভ হইল মিলান্ড, মি
কাইএদের ১ বাজার পাইও, একজন ইন্ড
সত্যদাবীর জন্যে একবার ১০ বাজার পাউন্ড
দান করিতে সক্ষম হইল। এত বড় সত্য
যেহেতু বন্দন এই কাজ, আদ্যের জেলে হইলে
তাহাতে বিচিত্র কি?

এলাহাবাদে ১০০ জন লি বন্দন করিয়াছে।
কাসিমী সিদ্ধি হোলকার টমারী ইচ্ছাযে হুজুর
সঙ্গে সঙ্গে আহার আদীর পীড়িত। তখনকার
সত্য ও সত্য রোগে আক্রান্ত। পূর্বে শুনিয়া
হিমান কাসিমী সত্যদাবী ও নাকি পীড়িত, একজন
কলিকাতা হইলে সত্য চাকী প্রকৃত হবে। বাবা হউক
কলিকাতা এবং সত্য কিছু সত্যদাবী থাকেন।

হুজুরদের মধ্যে আরও নাকি বিদ্যেত যাই
বার জন্য যাক হইয়াছেন। এখন তিনি ইংরেজের
বড় বড় আক্রান্ত হাক তাহারা করিয়া বেড়াইতে
ছেন। নিম্নলিখিত কিস্তিগুলি আদ্যের মধ্যে
অভিযান্ত্র করেন। সেখানে ইংরেজের জীর্ণ
যান মিথ্যার জন্য অল্প টাক। সাহায্য করে
ইহঁদের নিম্নলিখিত পত্রিকাগুলির পর অনেক বিলাসিতার
ইংরেজ লিখিয়া হইয়া দৃষ্ট প্রকাশ করিয়া-
ছেন।

মাজিষ্ট্রেটের হুল সন্তোষে কিছু দৃষ্ট শিখা
এখন করিবার কল্পনা করা হইতেছে। কেহ
কেহ বলেন সাধারণ দৃষ্ট শিখা এবং করা ই
কর্তব্য। আমরা বলি বেসকল বিদ্যালয়ে কিছু
জান অধিক সেখানে হিন্দু ধর্মেরই শিখা সেওয়া
উচিত।

এলাহাবাদের জারিটের দাবী আদি উক্ত
পত্রিকাগুলি হইতে শিখিতে একজন অভিযান্ত্রিক
করণ করিবার উদ্দেশ্যে ৫০০ টাকা সাহায্য
করিয়াছেন। তাহা জারিটের আদ্যের অল্প
সত্য দাবী প্রকাশ করি। উক্ত পত্রিকাগুলি
মিথ্যার জন্য অল্প দৃষ্ট হয়। একজন অনেক
কৃতবিদ্যা অতি উচ্চতর বিদ্যে ব্যবহার হইতে
ছেন।

ডেটকোর্ড ও হলবরদ খালিয়া যে বারু জা
বোজন যোব ও দাবীতাই নওরাতিতে দাবী-
ভার সত্য পদে সত্যদাবী করিবার চেষ্টা করিতে-
ছেন তাহা তাহাবিগের নিকট প্রকাশ প্রকাশ
করিয়া সেদিন বোবাই কলিকাতা সত্য প্রকাশ-
করিয়া

উসম খালিয়া করিয়াছেন। তাহা তাহা
সেই বর্জিত প্রদেশে সিটমার জিরিয়া খীর উদারতার
পরিচয় দিয়াছেন। আমরা আশা করি তাহাদের
কলিকাতা সত্যের এক এক ঘনি অল্পশিপি ডেট-
কোর্ড ও হলবরদের অভিযান্ত্রিক বর্জিত নিকট
করণ করা হইবে।

দিল্লীতে শীর্ষে কতকগুলি দাবী কল আশিত
হইলেন। বোধ করি কয়েকটি সত্যদাবী ইচ্ছাযে
অভিযান্ত্রিক। বিলাতি কাপড়ের দাবী কেনী কাপড়
যদি পর্যন্ত পরিমাণ প্রকৃত হয় তাহা হইলেই
আদ্যের সত্য। এতদ্বারা সত্য বিলাত
অভিযান্ত্রিক দাবী এইরূপ দাবী কল ও বড় বড়ের
কল আশিত হয় ইহা আদ্যের উচ্চ। বিলাতি
কাপড়ের সত্য সত্য দাবী প্রকাশ আশা হুলা না
হইলে কেনী কাপড়ের আদ্য হইবে না। মাজি-
ষ্ট্রেটের দাবী কল করিবার জন্য তাহাতে কি
উপস্থিত ঘনি থাকি নাই?

এবার তাহাদের আদ্যের উপস্থিত লিখিয়া-
ছেন। মাজিষ্ট্রেটের দাবী ত্রিপি একটা সংকল্প
আদ্যের পুলিশগুলি সত্য দাবী আশিযে
অন্যভাবে একটা সংকল্প লাখা বিদ্যালয় পুলিশ
তাহা। বন্দনদের দাবী দাবী ও দাবী করে
জন মধ্যে গেলুতা পরিয়া ইংরেজি দাবী
সত্যদাবীক বিলাত লইয়া বড়তা করিয়া বেড়াই-
তেছেন। তাহাদের দাবী সত্যদাবী ঘনি সমাসী
হইয়া ও তাহাবাসীর দাবীর বিদ্যে দৃষ্টি বিলাত
করেন তাহা বিলাতের পবিত্র অর্গাম হইতে
দাবী প্রকাশ ও আদ্যের উপস্থিত দাবী করিতে
পারেন।

সচরাগরী পাইওনিয়ার এইবার একই উদ্য-
তা দেখাইয়াছেন। তিনি বলেন বিদ্যালয় ও রাজ
তত্ত্ব তাহাবাসিবিগকে সত্যের সৈনিক জেদী-
কৃত করিতে তাহা অপত্তি নাই। আমরা কি
যদি বিদ্যালয় ও অবিদ্যালয় নাকি সৈনিক
জেদীকৃত কর? তবে রাজা শিবপ্রসাদ কি
বীরেন্দ্র দাবীর দাবী বীরেন্দ্র সিংহকে সত্যদাবী
করিতে আদ্যের বিলাত আশিত আছে।

খালিয়ার রাজদাবীর আলোকপ্রকাশে হুঁরি
করিয়া কল লইয়া যাইবার বড়তা দাবী পাড়-
িয়াছে। অনেক কল ও নাকি এই বড়তা সংশ্লিষ্ট
আছে।

মাজিষ্ট্রেটের দাবীকৃত কতকগুলি লোক
লাভল কোদাল সঙ্গে লইয়া বেশ অনেক ঘনি
হইয়াছেন। তাহারা লোক দিব্যে ইচ্ছা বিলাত
প্রকাশ ও কর্তব্যতা দেখাইয়া দিবেন।

মিউ ডোনেম সাটচের আকরিত পত্র
মিরা ৭১ টাকা দানের হুঁচী উপহার বড়ী এবং
ইগাতি চেন লইতে আটসে। বোকাবাজারের
বড় বড় অপরাধীর পরিচয় ছিল বটে কিন্তু
মি এগুনঃ ইত্যদঃ করেন, তাহার পর
আমদারের পিয়াদার দারা বড়ী এবং চেন
আমদারের সঙ্গে পাঠাইয়া দেন। পিতাটাকে
এর কথা না লইয়া গিয়া বাড়িতে আকিতে
ল এবং অপরাধী তাহার হিতের চলিয়া যায়।
একদিন পরে নিমাতাম সন্টেন্টে গেল, ডবলিউ
সেন সাটচের আকরিত রসিদ আমিয়া
পয়াদার দারা দের এবং বড়ী চায়। পিয়াদা
এবং সাটচের দারা বড়ী দিয়া আসিবে বলে,
হাতে নিমাতাম বড় অসম্ভব হয়। অবশেষে
অগত্যা অপরাধীর হস্তে বড়ী ও চেন দিয়া
লিয়া আইসে। ইহার পর অপরাধীকে আর
কিছুদিন পরে সে
আমদারপুর হইতে উক্ত বোকাবাজারের অপ-
রাধীকে এই পত্র লেখে যে অপরাধী লীজই
লাভাবাদে বাইবে এবং সে পলাইয়া গিয়াছে
কথা যেন তিনি মনে না করেন। এই পত্র
দ্বারা তাহার মনে সন্দেহ উপস্থিত হয়। তিনি
হার সন্ধান লইবার জন্য এলাহাবাদ দুর্গে যান
এবং তথাকার গার্ডিয়ান জেনারেল সাটচকে
ই ঘটনা বিবৃত করিলে তিনি বলেন যে এখানে
সন্টেন্টে গে, ডবলিউ ডোনেম বলিয়া কোন
দুচারী নাই। এই কথা শুনিয়া তিনি নিজ
হ আটসেন এবং রেজেক্টরী করিয়া নিমাতামকে
এক পত্র লেখে যে কিছু তাহার কোন
সুত্র পাম নাই। তাহার পর গত এপ্রেল মাসে
অপরাধীর সতিত সাক্ষ্য হইলে বাবু রামপ্রসাদ
(বোকাবাজারের অধিকারী) তাহার দিকট টাকা
দিলেন। সাটচবল্লভ প্রকৃতি অহুসারে
সাক্ষ্যে তাড়াইয়া দেন। তাহার পর তাহার
মনে মালিন করা হইল। বিচারে জরিফা
তাহাকে দোষী বলিলেন। কিন্তু জজ ট্রেট সার্জ-
ন্ট মনে একটা ধারণা হইল অপরাধীর বয়স ১৭
বছর নাত, এরূপ অল্প বয়সে অত্যাচার নাম জরিফা
অপরাধকে টকাইবে ইত্যাদি সন্দেহ হইল। তদন্ত
তার তদন্তের জন্য কৈফি কোর্টে গেল। এই
বিচারে অপরাধীকে সকল বিবরণ জিজ্ঞাসা বলিবার
জন্য জজ সাহেব সাক্ষ্য দিলেন। ১৫ জা জুলাই
ময় দীর্ঘ হুজুমত অপরাধীকে উক্ত দিগে আদালত
দ্বারা আসা হয় তখন প্রতিমিহি আদালত বিচার-
সিদ্ধি তাহাকে বহুদক, সে 'সংবাদ' বিচারে অন্য

তাহাকে সন্দেহ বৈধি। ইহাছিল তাহা সে
লিগাটে। কিন্তু তিনি এক হুজুমত অন্য বৈধি
কর্তৃক মাই যে অপরাধী মিছে জাল করিয়াছে।
আর সেই দুটা বড়ীর মধ্যে একটা সে মিছে
করিয়াছে অপরাধীর সন্দেহ দের নাই।
আর একজন নিরপরাধীকে তাহার সত্য বলি-
য়াছে। কিন্তু অর্জুনসিং তাহা গিগাটে উক্ত
লোকটা পীড়িত হইয়া তখন সৈনিক ইনসপেক্টর
ছিলেন। বৈধি উক্ত মিমাভাস যে উক্ত বৈধি লোক
তাড়া জায়া গিয়াছে। তাহাকে আরও তৎসমা
করিয়া কঠিন পরিজটনই সতিত ১৫ মাসের বিচার
হইলেন। নিমাতাম বড় সহজ অপরাধে অভিযুক্ত
হয় মাই, সেই জালা করিয়াছে কিন্তু এরূপ লোকের
এ প্রকার সমাধা শাস্তি বৈধি যুক্তিসঙ্গত বলিয়া
বোধ হয় না।

সেসময় দ্বিতীয় মকদ্দমার অপরাধী কাম-
পুরের কুইল রোজেন্টের একজন গোরী সাক্ষ্য।
সে তারতবর্ষীয় বৃত্তিবি আইনের ৫০৭ ধারা
তদুসারে অভিযুক্ত হইয়া বিচারার্থ উপস্থিত
হইয়াছে। মকদ্দমার বিবরণ এটি—কামপুরের
বারাকের উপরের ১০ নং ঘরে অপরাধী
থাকিত। ১৮৮৫ সালের ১২ ই সেপ্টেম্বরে রাজ
৯—৩০ মিটিউর লম্বা অপরাধী আপনার ঘরে
আমিয়া একজন বড় বেলাবির লম্বার দিকট দার
এবং তাহাকে অভিযুক্তি করিয়া আপনার
লম্বার দিকট আইসে। সে সেখানে আসিয়াই
আপনার বন্ধক গুলি ভরিয়া করজার মধ্য বিলুপ্ত
মানক একজন পাখাটানা কুলী পাখা টানিত-
ছিল। তাহার দিকট গুলি করে। সৌভাগ্য-
ক্রমে গুলি তাহার গায়ে না লাগিয়া তাহার বাম-
পাখা হেঁচালো লাগে। বন্ধক লম্বা হইয়া নাজ
বেগনি তৎকালে সাক্ষ্যে আসিয়া বসিল এবং
সেই ঘরের আর আর গোরী তথায় আসিয়া
উপস্থিত হয়। অপরাধী তাহাদের বেধিয়া
বলিল তাহারা যেন তাহার প্রতি কোনরূপ অত্যা-
চার না করে, সেও কোন অন্যায় কার্য করে
নাই। বাবা হটক করেকজন গোরী তাহাকে
ধরিয়া হাজতে লইয়া গেল। বাইবার লম্বা পাখে
সে বনে তাহার বিশেষ হুজুম এই যে সে বন্দী
আওরাজ করিতে পারে নাই, তাহা হইলে সে
রোলিনসনের দারা হইত। এখানে বলা উচিত
কোন সময়ে রোলিনসন, আব্দুল একজন গোরী
অপর একজনকে গুলি করিয়া তাহার সাক্ষ্যে
সুতরাং অপরাধীর প্রতিকূলভাবে জাজ হইত
প্রকৃতি বিচারে ইহা একটি যুক্তিসঙ্গত হইবে বৈধি

কাহাকে গুলি করিয়া উক্ত গোরীর দারা কাসী
হইবে। সে বাক্যটিকে অপরাধী সাক্ষ্য বিলুপ্ত
কুলীকে কোন গুলি করিতে গিয়াছিল সাক্ষ্য দারা
তথ্য প্রমাণ হইয়াছে। ইতিপূর্বে এই ঘরে
আব্দুল কুলী পাটা টানিত। কোন কোন অপরাধী
তাহাকে এলিগে করে সে তাহার মাঝে মালিন
করে কিন্তু বেলাবির দারা বৈধি বৈধি বৈধি।
মিতিবদার এই কুলীকে গুলি দারিলে তাহার ৭
দিনের নিয়ন্ত্রণ হয়। কুলী আব্দুল কুলী
অপরাধী দারা হইয়া আসিয়াছে ইহা সে
সেবার হইতে বন্দী হইয়া অন্যায় পাখা টানিতে
গেল। আর বিলুপ্ত তাহার মাঝে কার্য করিতে
লাগিল। আব্দুল সাক্ষ্যের নামে মালিন করিতে
তাহার দিগদেহ প্রমাণ তাহার উপর অপ-
রাধীর দার ছিল, সে দারা হইয়া বিলুপ্ত কুলীকে
আব্দুল মনে করিয়া তাহাকে গুলি করে, কিন্তু
তাহার পরমাত্র জোরে এ দারা রক্ষা পায়।
পাখা কুলী বিলুপ্ত দিকে যে গুলি করিয়াছিল
একটা অপরাধী আকার করে কিন্তু তাহাকে খুন
করা তাহার উদ্দেশ্য ছিল না। তাহার বন্ধক
কিছুপ অত্যাচার করে তাহা বৈধি বৈধি জজ সে
বন্ধকের আওরাজ করিয়াছিল। অপরাধীর সাক্ষ্য
সকলেই একবারে বলিয়াছে, তাহারা বন্দন
তাহাকে (সাক্ষ্য) আসিয়া বৈধি তখন জুরা-
পাবের দারা উদ্ভব বা নে কোনরূপ উদ্ভবিত
ছিল না। বোকাবাজার বিবরণত একপ্রকার বৈধি
হইল একজন জুরিগণ কি বলিয়াছেন তাহাও বলা
আদ্যাক। বলা সময়ে তাহারা বন্ধন গৃহে যান
এবং তথায় অসম্ভব অত্যাচার করত আসিয়া
বলেন অপরাধী সাক্ষ্য কোন ব্যক্তি বিশেষকে খুন
করিবার জন্ত গুলি করে নাই তবে তাহার কাঁধী
মিতান্ত অত্যাচার এবং অসম্ভব হইয়াছিল, তাহাতে
লোকের প্রাণহানির সম্ভাবনা ছিল। যান্ত্রিক
বাহ্যের জুরিগণ এই রূপ অত্যাচার করিয়া
বলিলেন, সৈনিক বিচারের উদ্ভব কঠোরীবা
এইসকল লোকের হস্তে প্রাণ সংহারক অত্যাচার
সম্বন্ধে রাবিতে বিচার কঠোর তাল কাজ করেন
নাই, আর এই কার্যের জন্তই অসম্ভব সময়ে
অমিট হইয়া থাকে। তাহা হটক অপরাধী সাক্ষ্যকে
জুরিগণ অপরাধে অপরাধী বিধেটনা করিয়া
কঠিন পত্রিকেরে সতিত তাহার তিনি বৈধি বৈধি
কাহাটের আসিয়া বৈধি, কিন্তু অপরাধীর এবং
সাক্ষ্যের দিকট বৈধি আসিয়া সতিত হইতে
পারিলেন না।

বিশ্বাভূষণ লাইব্রেরী।
স্থাপিত-১৩০৯
চারিঘোড়া, মোনারপুর।

সাম প্রক শ।

प्रचर्त्तां प्रकृतिहिताय पार्थिवः सर्वस्योक्तिमदतो न होयतां । ”

୧୬ ଅବଧାନୀ ।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য বাড়ান সম্বন্ধ) ১২২৩ সাল। ৪ ঠা জাৰণ। ইং ১৮৮৬। ১৯ এ জুলাই।
১০ টাকা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৫-১৬) ৭ দ্বিপনাক। ৪ ঠা জাৰণ।

{ অসমৰ্ণ পক্ষে যান্ত্ৰজ সমৰ্থ বার্ষিক
টাকা মাত্ৰ । 'সিদ্ধান্ত' ও 'ভাৰত-
জন্য' বার্ষিক যান্ত্ৰজ সমৰ্থ ৩০ টকা

বিজ্ঞাপন

ইনসলভেন্স নেটেশ।

বাবু নক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায় স্টেট ।
২০ এ জুলাই বেলা একটার সময়
সবর হাঁওস্থিত এনাইমী আফিসে “সবাচার
ত্রিকা” মালিক বালালা দৈনিক সংবাদপত্র মালিক
কণে অফিসিয়াল এনাইমীর হস্তে আছে তাহার
খিকার সম্বন্ধে মতা এ২২ ইহার কুতটইন, থেন্স,
রুল, টেবিল, অংসবাব, গ্যাস কিটিং এ২২ আত্ম-
কিক অব্যাহা জবাবদি বিজ্ঞের কটবে ।

সম্রাটের চক্রিক। আর ১৩৭২সর প্রকাশিত
ইতিহাসে। ভারতবর্ষের মধ্যে এই কাগজখানি
খুব প্রকাশিত হয় বলিয়া লোকের বিশ্বাস।
বর্ণদেশে এবং অশরাপের তত্ত্ব লোকদিগের বিজ্ঞা-
ন দিবার জন্যই এই সংবাদপত্রখানি লোক-
পঠি করিয়া থাকে।

সামান্যভাবে ইহার অপরাধের বিশেষ বিবরণ
হু মকদ্দমাগুলি বিরোধী অথবা এসাইনী
কিউমের কার্যাব্যাহকর দিকটো জ্ঞানিতে পারিবেম।
কলিকাতা।

१७६६ } अकिमिमान अनाईनी ।

ਸਨ ੧੯੫੭-੫੮-੭।

যোষণা পত্র ।

ਸਾਖਿਅ ! ਸਾਖਿਅ ! ਸਾਖਿਅ !

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে আতঙ্কিত করা বাইতেছে
য ২৪ পরগণার অন্তর্গত থানা বাজাইপুরের অধিন
অধক্ষ্য পরগণা বৌদ্ধ মহারাষ্ট্র গ্রাম নির্বাসী
গণাবিবর্ধের মাতামহ "বুদ্ধোত্তর" কর্তৃক তার ভবি
শীষ্যের সম্পত্তি রাখিয়া পরলোক গমন করিয়া-

হেঁদ । একদে আদরা অধিকারী থাকি বিদায়
আমাদিগকে বঞ্চিত করিবার নামে উহার ভাষা
সম্পত্তি আভিরা জিন্দগুরুমোহম কর্তৃকার প্রকৃতি
হস্তান্তর, দামদিক্রম, করিবার বা নৌরানী
পাট্টা বিদায় অত্র গোপনে প্রচলিত করিতেছেন ।
অতএব মোটীসের দ্বারা সাধারণকে জানাইতেছি
যে আমাদিগের মাজমহের সম্পত্তি যের কোন
প্রকারে গ্রহণ না করেন ; কেন না যদি গ্রহণ
করেন তাহা হইলে পত্রিভাবে যে উদাসক বাপার
বর্ত্তিবে তাহাতে আদরা দরী হইতে বাধ্য হইবে না ।
তবিলিতে আদরা স্ব.রক্ষণে আনিব ইতি ।

आत्मनोऽपि नान्यथा ।

একোশিগড় কৰ্মকাৰ
 ত্ৰিলাসোহন কৰ্মকাৰ
 ত্ৰিশৰংগ কৰ্মকাৰ সিঃ
 সাং জেঃ পঃ বোঃ কলি-
 কাজা বহুবাজাৰ ।

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ কৰ্মকান
জেলা ২৪ পঃ থানা
বাড়ীপুৰ পঃ বেদমন্ড
মোঃ মাহমুদুল হক।

পি. এন. বিশ্বাস।

টাইল কাউটার এও অর্ডার সম্ভারান।

৪-১ নং সীতারাম ঘোষের ছোট কলিকাতা



ଅର୍ଗ କବରୀ ଡୁବଣ ଟେଜ ।

১ বছর কেবল কেন বিজ্ঞানে ব্যবহার্য।

মূল, ৬, ৪, ২ আউজ লিপি ৫৫০, ৫০, ১৬০ বাবা।

২. নব্বয় কেবল মাদ্রাসার পুর্বে যোগ্যতা ।

ସୁନା, ୮, ୫, ଆଉଟେଲ ଲିମିଟ୍ ୫୦ । ୦ ଆବା । ମ୍ୟାଟ୍ରି
୦ ଆବା ।

ଅବିଶେଷ ବିବରଣ-କାର୍ଡାଲମେ ଦେଖୁ । ତୈ-
କାର୍ଡାଲମ ସିନାସୁଆ ବିତରଣୀ ।

ଏକଜିର କ. ଡିନାଗର-ସୁଜା ୪୦ ବ୍ୟାପୀ ।

মেলা কাগজ.

मूक्य भाव ! मूक्य भाव ! मूक्य भाव ! !

मकल हकब आम्हणानि धुवेतुएह, पायेक,
नदर किछ मगार टाक/र दिजो ।

देवस्य ।

এই ভক্তি প্রচারক সামিক পত্র ৮ নং সংখ্যা
প্রকাশিত হয়েছিল, ইহার অগ্রিম বার্ষিক মাত্র
১৫ হেত টাকা নিয়মিত হায়ে পাওয়া যায়।

‘ভক্তিরসামৃতসিদ্ধ’ (পূর্ববিভাগ)

ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁନ, ଶିଳା, ଶିଳ୍ପୀ, ବାଜାରୀ ଅନ୍ତରାଳ ଏବଂ
ବାଜାରୀ ଟେଲିଭିସି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି ବୋଧକ ଦେଖିବା ପାଇଁ
ସୁନା ୨, ଶିଳା ଡାକ୍ତର ମାନ୍ଦ୍ରାଜ / ୧ ଆଗା ।

“বেদান্তস্যমন্তক” (গোবিন্দ
ভাষ্যকারকৃত)

সেইর, জীব, প্রকৃতি, কাল, ও কর্মসমূহ যোগে
বৈক্যব নিম্নোক্ত ঐশ্বর্য (দেবদেবতাকার সূত্র
সংকৃত) দ্বারা চারি আশা ভাক বাহুল্য ৩০ অ
আশা।

ପୁସ୍ତକ ହୁଏ ବାଲି ଆସାର ନିକଟ ଓ ମରୁଭୂମି ଡିଜିଟାରି, ମୋକ୍ଷକାଳ ଡିଜିଟାରି ଏବଂ ବୈଦ୍ୟ ଡିଜିଟାରିରେ ପାଠ୍ୟାସନ ।

बेकनोराज बा

রাখলেওক যদিওকে পোতা ।

ସହବାଜାର, -ବନ୍ଧିକାତ ।

গত হয় না। আমরা শুধুমাত্র তত্ত্বলোক উক্ত
রাজক কাণ্ড সকল দেখিয়া একবারে শোক ও
শ্রদ্ধাভাৱে মগ্ন হইয়াছি। এক্ষণে আমরা
সিটিংস্‌টোপ হুজুরের নিকট সাহসেরে আৰ্পণ
বিবেচনা যে এই সকল অভ্যুত্থানের প্রতি এক-
ক পুষ্টিপাত করেন। অকারণ একটা নিষেধ
লব্ধ জাতির প্রতি অভ্যুত্থান কেন হয়? আর
কেন উক্ত অসভ্য বোম্বাইজিদিগকে এ ভারত
জয় হইতে প্রতিবন্ধ করিয়া দিল। কারণ ইংরাজ
জয় বাস করিয়া এক অভ্যুত্থান লব্ধ আপেকা
চাহিবার বসেই আসে। আর যদি উক্ত জাতি
ভাষ্যত রাডো, রাবা কর্তৃক হয় তবে
চাহিবার প্রতি প্রতিবন্ধ পুষ্টিপাত পূর্বক বর্ণ-
না হইতে রক্ষার উপায় হইত। সুতরাং
রাজকতা আমরা আর দেখিতে পারি না।

শ্রীঃ—

—৩৩—

সম্পাদক মহাশয়! বর্ণ-বর্ণের বিভাগীয় কৰ্ম-
বীথিগের দ্বারা অনেক সময় পল্লীগ্রামে অনেক
পত্র হইয়া থাকে। কর্তৃপক্ষগণ তাহার বিমূ-
লগও জানিতে পারেন না অথবা জানিতে
পারিলেও উপযুক্ত প্রমাণভাবে তৎপ্রতিকারে
কৃত করেন না। ফলতঃ উৎপীড়নকারী আৰ্পণ
প্রকৃত কর্তৃপক্ষীগণ কর্তৃপক্ষীগণের চক্ষুর অন্ত
লে এরূপ ভাবে আপনাবিগের আৰ্পণরতা স্থিতি
নির্ভর করিতে থাকে যে তাঁহারা তাহার দাম্পণ্য
জানিতে পারেন না। চাহিবার প্রতিবন্ধ ও
আমরা ঠিক এইরূপ অভ্যুত্থানের কথা আরও
একজন পত্রলেখকের পত্রে অবগত হইয়াছি।
তাহা হইলে কাণ্ডের বড়ই বোঝাযত। সবরেজিষ্টার
হুজুর যদি আত্মীয় প্রতিপালনের উদ্দেশ্য থাকে
তিনি তখন-অতঃপক্ষে করিতে পারেন। আত্মীয়
প্রতিপালনের জন্য রিফ্র পীড়ন এবং আইনের
বমাননা করা চাকিরের পক্ষে বড়ই অন্যায়
কথা এমন আর কিছুই নাই। সবরেজিষ্টার বাবু
খন হইতে সতর্ক হউন, বালালগণকে আশ্বাসিত
হইতে দূরীভূত করিয়া দিল, মচেন্দ্র মিস্ত্রই তাঁহার
রুদ্ধে আবেদন করা হইবে, বাড়াবাড়ি করিবে
থাকে চাকিরের পক্ষীও ছাড়িতে হইবে।
বালগণের বিরুদ্ধে আইন কি, চাকির বাবুকে
কথা আর নহেন? তবে আমি বালাল বিগকে
বর্ণও করিয়া আশ্বাসিত হইতে দূর করিয়া দেওয়া
হইতেছে তাহাও কি তিনি জানেন না? বালাল
গণের যদি অর্ধও হয়, সুতরাং প্রজ্ঞাপিত

পরোকবীর বিবর সমুদয় শুদ্ধ। বজার রাখিয়া
আপন আপন লাভের পথ পরিষ্কৃত ও সুগম করে।
আমরা, অথবা একটা কামের প্রাণ সবরেজিষ্টার
বাবুর কার্যালয় সম্বন্ধে হইবে এক কথা বলিয়া মতা-
লরের পল্লীগ্রামে পাঠকবর্গের কথ্য কামীর
আকিস কার্য প্রাণীর সন্ধিত মিলাইয়া বেধিত
অভ্যুত্থান করিব। এরূপ অবস্থান করা যার না যে
সর্বত্রই এইভাবে কার্য চলিয়া থাকে তবে যদি
তাঁহা সর্বত্রই হয় তাহা হইলে বড়ই দুঃখের
বিষয়। তাহা হইলে পূর্বক বেনম সখিবিজ্ঞান
আকিসার দ্বারা বলিল প্রকৃতি রেজিষ্টারি করা
হইত এক্ষণেও সেইরূপ হইবার মিয়ম না হইলে
স্থিতি হইবে না।

জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গতী ভায়নগড়কারক
সখিবিজ্ঞানের বীথিপুর সবরেজিষ্টারি আপেকা-
কৃত অনেক দূর বিস্তীর্ণ। নিজ বগরা ঘাটের উপর
এই আকিস অবস্থিত। নিকটবর্তী স্থান সমুদয়
নিজিত তত্ত্বলোকের সংখ্যা অনিচ্ছিত মিত্র
চাহিবার আপেকা অনেক অল্প। এই আকিসে
প্রত্যহ চতুর্দিক হইতে আগত লোকের প্রয়োজন
এক ভাষা হয় যে বেন একটা মুনোকে আশ্বাসিত
বলিয়া বোধ হয়। সবরেজিষ্টার বাবু অনেক দিন
হইতে চতুর্দিক আকিসে কার্য করিয়া আসিতেছেন।
তিনি উপর ওয়ালাবিগের নিকট প্রাপ্তিস্ত ও
বর্তে। অথবা বাস্তবিকই তিনি একজন কার্যকর
লোক। তথাপি কামীর ক্রম সাধারণের নিকট
তাঁহার বিজ্ঞা বাতীত প্রাপ্তিস্ত কথা আমরা শুনি
নাই। ইহার কারণ কি? আমরা সে দিবস যাত্রা
দেখিলাম তাহাতে বাস্তবিকই স্তম্ভিত হইয়াছি।
অনেকগুলি অনিচ্ছিত উপায় বিত্তীয় লোক তাঁহার
আকিসে আছে। উচ্চবিগের ভরণ পোষণ রিফ্র
কামীর লোকবিগের দ্বারাই হইয়া থাকে। যে

চাকিরের তবে কি বড় হওয়া উচিত? পত্রলেখক
লিখিয়াছেন হুইপক বজার রাখিবার জন্য, আমরা
সামান্য পক্ষকে একবারে বিমূল করিতে বলি।
আমাদের কথার অবহেলা করিয়া সবরেজিষ্টার
বাবু যদি এখন হইতে তাঁহার প্রতিপাল্য বালাল
বিগের গর্ভ পরীক্ষাও তাঁহার আকিসে রাখিতে বেন,
তবে আমরা পত্রলেখকও উৎপীড়িত ব্যক্তিগণকে
উপ-বন্দ বি তাহারা বেন অবিলম্বে আলীপুরের
রেজিষ্টার ও মাজিস্ট্রেট সাহেবদের নিকট আবে-
দন করিয়া এই অভ্যুত্থানের প্রতিবিধান সম্বধান
হউন।

সোঃ—সঃ

কোন একবারে বড় কল্লিও প্রকৃতিবলি দেবে
ইতি করিতে হইলে উচ্চবিগের এক জনের দ্বারা
বাতীত সবরেজিষ্টার বাবুর নিকট রাখিল হইবে
মিয়ম নাই। যদি কেহ একবারে বলিও হস্তান্তর
কিছু হইয়া আকিসের দ্বারা প্রাপ্ত করেন তবে
কোরামি বালালগণ শৃগাল হুজুর তাড়াইয়া
যাত্র তাড়াবিগের প্রতিবন্ধ করেন, তাহারা বেন
“ডাক না হইল আসিবে না” উচ্চার পর বালাল
গণ বলিল নটরা একবারি কর্তৃক কোরাণী বাবু
নিকট অর্পণ করিলেন পর পর ডাক হয়। উচ্চা
বালালগণের বিশেষ পুষ্টি সাধন হয় কোরাণী শা-
লিগের কি অথবা সবরেজিষ্টার বাবুর এই পুষ্টি
অংশ আছে কি না তাহা ভগবান জানেন কি
ইহার জন্য বিরা রিফ্র শেষ করাতে সাধ-
রণে এ প্রকার মন করিতে পারেন। একজন
একবারি বিজ্ঞ কথলা রেজিষ্টারি করা হইলে
তাঁহার ৬০ টাকা বার হইল কিন্তু তিনি ৩০ ডি-
টাকা হই আশা রসিও পাটলেন। আবার একজন
হইয়া আসিতে আরও ১০ চাকি আশা লাগিল
এইরূপ করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে দিলে বেচি-
তার বাবুর স্থায়ী জির খোব নাম কিরণে রটিয়ে
একে ১৮৮৫ সালের ৬ আইনে রেজিষ্টারি এবং
বাড়িয়া বিভাগে, তাহাতে আবার উপ বৈবচাগদে
এই প্রকার গটকাপা ইচ্ছাতে গরিব প্রজারা মা-
যায়। আশা করি সবরেজিষ্টার বাবু এ দিবা
একই মনোযোগ পূর্বক আপনাবিগের অন্তর্গত বিগের
সতর্ক করিয়া বেন। বিভাগ টানা টানি করিয়া
গেলে সকল বড়ই ছিটিকা যায়। বাবু সয় তাহা
অতিরিক্ত হইলেই অবশেষে কামীর লোকে প্রতি-
বিধান বাধ্য হইবে। আলীপুরের জেজেট মাতি-
ষ্ট্রেট বাবুর নিজ আশ্বাসিত হইতে বালালগণ
দূরীভূত করিয়া লোকের অনেক উপকার করি-
ছেন। আমরা আজিও বাবুর পোষাকগণকে দূ-
ভূত করিতে বলি না, কিছু কিছু রেট কমাইয়া সব-
বিক বজার রাখিলে ভাল হয় না?

শ্রীঃ—

সোমপ্রকাশ।

২৯ এ আশ্বাঢ় সোমবার।

আমরা পাঠককে অবগত করিয়াছি বাবু লাল
মোহন ঘোষ এবং মিঃ দাদাভাই মওরাজী উচ্চ

কৃত কার্য হইয়াছেন। ইহারা উভয়েই লিখা
রস সম্ভারভুক্ত এবং প্রাক্তোনের পক্ষাবলম্বী।
প্রাক্তোনের আশংকা করিতে নিয়া ইহাদের
স্বাভাবিক গিরাহে। ইংলণ্ডের অধিকাংশ
শাসক আইরিশ বিলের বিশেষ, কৃষি ব্যবসায়ী
শাসকেরা প্রায়ই একতাক আইরিশ বিলের প্রতি-
দ্বন্দ্ব করিতেছেন, অল্প সংখ্যক ইতর লোক
তীত আর কেহই আরলওকে আদীন
লিটারেমেটে দিতে লব্ধ নহে। সুতরাং
লোকসমূহ ও বওরাজী ইহাদের সম্মত হইতে
পারেন নাই। তথাপি ভেট কোর্ট ও হলবরণ
অন্যেই ঠাধাকে মনোনিঃ করিয়াছিল তাহার
স্বাভাবিক ইহাদের প্রকৃত গুণপনা। বওরাজী একপ
স্বাভাবিক বিলাসিতা থাকিবেন না। শোয়াইয়ানিগণ
স্বাভাবিক ভারতে আনিয়া ভারতীয় ব্যবস্থাপক
সভা জেনিফুক্ত করিতে চান। বওরাজী
স্বাভাবিক সভার প্রকৃতি হইতে পারেন তাহা
ইলে প্রকৃত মঙ্গলের বিষয়, কিন্তু ভারত গবর্ণমেণ্ট
কজন আদীনমেডা অবেশদিত্তবী ব্যক্তিকে ব-
স্বাভাবিক সভার প্রবেশ করাইয়া বিশেষণ হইবেন
না। শোয়াইয়ানিগণ কিছু আতিথি প্রেরণ
পাশ হইবেন না। আর একজন কৃতবিদ্য উন্নত
স্বাভাবিক লীজই পাঠ্য হইবে। এরূপ করি-
বার কারণ কি তাহা আমরা ভাল বুঝিতে পারি-
নি। বাহাভাই বওরাজীর স্বাধিকার বিলাসের
কৃতিকেই ব্যক্ত হইয়াছে, বওরাজীর অধিবাসি-
গণ ঠাধাকে একজন উচ্চপ্রবীর সভা হইবার
পন্থা মনে করিয়াছেন। এইরূপ পরিচিত,
বিশ্রাস্ত ব্যক্তিকে এতলীজ ভারতে আনা আশা-
র মতে সুভিক্ষু বোধ হয় না। নুতন
সভার ইংরাজ সাধারণের নিকট পরিচিত
হইতে হইলে অনেক দিন বাইবে, ইতিমধ্যে আবার
কর্তব্য হইলে কোন মতেই ঠাধার সভা জেনি-
ফুক্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। যাহা লালমোহন
মতে ভারত সভা শোয়াইয়ের মত আর দ্বিতীয়
হইবে না করেন ইহাই আশীষ্য।

—৩৩—

প, ইওমিয়ার মলেন হাইকোর্ট উঠিয়া বাইবে বলিয়া
পের ভিতর যে চিৎকার শব্দ উঠিয়াছে তাহা
স্পষ্ট অস্বাভাবিক। হাইকোর্ট উঠিয়া দিবার উদ্দেশ্য
কাজ কবিতার নাই। হাইকোর্টের রেজিষ্টারের
মতে ঠাধাবা যে পত্র লিখিয়াছেন হাইকোর্ট উঠা-
না-বেওয়া তাহার উদ্দেশ্য নহে। ওরিজিনাল
মতাবে এখন হইলম অধিক বেতনভোগী জজ
গণের। ঠাধারের মতো একজনকে পন্থাক

করিয়া ঠাধার দ্বায়ে একজন সুবর্তিমেট জজ
মিস্ত্র করাই রাজ্য কবিতার অভিপ্রায়। তাই
কোর্টের বিচারের মতো সামান্য অমহিক আশা-
কীর কার্যগুলি সুবর্তিমেটের তত্ত্ব অর্পণ করিলে
চলিতে পারে। আশাশ্রমিকী দুইটি বিষয় জাতি-
বার মিস্ত্র প্রথম বিচারপতিক পত্র লিখিয়া-
ছেন। প্রথম—আদালতের সামান্য কার্যগুলি
নিয়ন্ত্রণীর বিচারপতি দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে
কিনা? ২য়—ওরিজিনাল 'বিচারের' সরঞ্জাম
হইতে কোমরপ বারসংকপ করা হইতে পারে
কিনা। প্রথমে প্রথম উত্তর চিত্র জড়িস বলিয়া-
ছেন একজন জজের পত্র উঠাইয়া বিলে কোম
কতি হইবে না। পূর্বতন রেজিষ্টার সেনাচেরার
সাথেই নাকি এই মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।
পাইওমিয়ার মলেন ব্যারিষ্টার জজ গণকে কার্যভূত
করিবার কোন কল্পনাই রাজ্য সমিতির নাই।

—৩৪—

১০ই জুলাই শনিবার বাংলাজী রাও
মিহিরা গোরালিয়ারের সিংহাসনে অধিরোধ
করিয়াছেন। প্রাতে অভিব্যেকোপযোগী বাগ
মজাদির অনুষ্ঠান হয়। বেলা ১১ ঘটিকার পর
শিবরাজ মধ্য সমারোহে রাজপ্রাসাদ হইতে বহি-
গত হইলেন। হলবল সমভিবাধারে ইহারাজ
মধ্যন দরবারে উপস্থিত হইলেন তখন একটী
ইংরাজী সঙ্গীতে মহারাজীর জয়কীর্তন করিয়া
অমনি উনবিংশতী কামামের শব্দের সহিত মধ্য-
রাজকে গোরালিয়ার রাজ্যের রাজ্য বলিয়া প্রচার
করা হইল। সার গণপত রাও এবং রাজসভার
সর্কারগণ তৎপরে মহারাজকে রাজ পরিবারবিগের
বেলাগরে লইয়া গেলেন। বেলাগরের পূজাকার্য
সমাপ্ত হইলে মহারাজ দরবারে আসিয়া অীর
রোপা সিংহাসনে উপবেশন করলেন। পার্শ্ব
আর কদেকবাগি আসন ছিল, মধ্যসমরে সার
মিলি গ্রিকিম কর্ণেল বামাকদর, কর্ণেল রবার্টসন
ও মিঃ ডেভিন উপস্থিত হইয়া সেই আসন গ্রহণ
পূর্বক মহারাজকে সম্বাদন করিলেন। সর্কারেবা
মজর বিতে লাগিলেন পোলিটিকাল এজেন্ট অরং
বিজোপহার অরং মহারাজার কর্তবেশে এক
গাছি সুতার দ্বারা 'পবাইয়া' দিলেন। অভিব্যেক
কার্য সমাপ্ত হইল গোরালিয়ারের দুর্গ প্রান্ত
হইতে ভীষণ কামামের শব্দে অভিব্যেক সম্বাদ
চতুর্দিকে বিবাহিত করিল। অরশের পলি-
টিকাল এজেন্ট রাজ্যের ব্যবস্থা সম্বন্ধে বৃত্ত মতা-
রাজের অনুদোধ রক্ষা হইবে এই অভিপ্রায়

সংলগ্ন আশাশ্রমিক করিয়া গোরালিয়ার পরিচালনা
করিলেন।

"জগদীশ্বরের ইচ্ছায় আজ আশাশ্রমিক উদ্দেশ্য
রের ধনী প্রথম করিবার মিস্ত্র আশাশ্রম ক
হইয়াছে। যে পবিত্র কার্যতার আজ আশার তত্ত্ব
অধিন-হইল, আমি তাহা সাধ মতে বিশ্বস্ততা
বচন করিবার চেষ্টা করিব। আমার পিতার বক্তব্য
মিলের ভুক্ত ও কর্তব্যবিধি আশার শাসন কালে
মহারাজা করিবেন ইহাই আমার আশা। রাজ্য
তার প্রথম করিয়া প্রজার সুখ ও মঙ্গল সাধনে
বিক আশার প্রথম ও প্রথমলক্ষ্য থাকিবে। আমি
জাতি মিস আশার পার্শ্ব উপস্থিত হইয়া আশার
প্রজাবর্গ ঠাধাকে আশার সহিত অভিন্ন বোধ
ইহাই আমার প্রার্থনা। রাজ্যকার্যের প্রত্যেক
আমি দরিত্র ও দুঃখপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের মিস্ত্র
একটী অমোঘজন স্থাপন করিব। সরকারী কর্তব্য
রিগণের উপর যে "মিস্ত্র মনোভিত" কর আশার
আজ হইতে আমি তাহা উঠাইয়া দিয়া আশার
রাজ্যভিব্যেক অরণীর করিলান।"

—৩৫—

সুতরাং এই শোষাক কর্তী উঠাইয়া দি
এক সুবর্তিব মতোই কর্তব্যরী ও সর্কারবলে
প্রবর্তাজন হইয়া উঠিয়াছেন। রাজ সরকার
মাবেব, বেওয়ান, উকিল, সকলেই আশার ও কৃত
তার সহিত সুবরাজকে আশীর্বাদ করিতেছেন
সভার সমস্ত সুবরাজ ২য় পর্বটের বহিগ
হইয়াছিলেন। সারা প্রবেশের রাজ্য ও সর্কার
অভিব্যেক উপলক্ষে সুবরাজকে উপঢৌকন প্রেরণ
করিয়াছিলেন। 'লর্ড ডকরিথ' বালা সাহেব
অভিব্যেক কার্যে সম্মতি বিদ্যায়ছেন। ১২ই জুলাই
সার মিলি গ্রিকিম সম্বাদে রাজ্য বাটীতে টা
নীত হইয়া সুবরাজের সিংহাসনোপবেশন সাধন
করিলেন।

—৩৬—

গবর্ণমেণ্টের কোন্ কোন্ কার্যে বার সম্বন্ধ
করা হইতে পারে তাহা রাজ্য সমিতি ক
সার্বজনিক সভার মতামত চাহিয়া পাঠাইয়া
লেন। সার্বজনিক সভা বার সম্বন্ধ করিবার জ
যে ভারতী কার্য ও সুভি প্রদর্শন করিয়াছেন তা
মিস্ত্র প্রবৃত্ত হইল। সমিতি উঠা হইতে
কর্তব্য সম্বন্ধে অসুখ উপদেশ লভ করিতে পা
বেন।

সভা মলেন :— ১। উত্তর পলিটিকের শো
অব রেভিনিউ উঠাইয়া দিয়া সের্ভের কা

সাগীণ ভবনবর, গবর্ণমেন্টে সেক্রেটারিয়েটে ও
উচ্চকোর্টের হস্তে বিদায় করিলে ভাল
হইল ।

২। ১৮শী ডিসেম্বর জাজের পক্ষ টাইলস দিয়া
জাজের কাগজ ডিভিডেন্ডে জাজের হস্তে অর্পণ
করা । ইহা দিবার পরে, প্রতি সপ্তাহে বিশেষ বিবে-
চনা করা কর্তব্য ।

৩। একজন কোর্টমারী জজ সূতম বাগাল
দিয়ে তাহারিদের এক একটা বিভাগের মধ্যে
সমস্ত জাজের কাগজ আলাদা খুলিয়া রাখা
কর্তব্য । ইহাতে একজন পঞ্চাশ ভাজার
কাগজ হইবে, ২২০ টাকা বাঁচিয়া যাইবে ।

৪। উক্ত পঞ্চাশ এবং অবশ্যকারী লীগাল
নথী আলাদা আলাদা উঠাইয়া দিয়া গবর্ণমেন্টে
জাজের দিকট মকদ্দম সম্বন্ধে যে সকল উপস্থাপন
করা হইবে, তাহা হাইকোর্টের গবর্ণমেন্টে উকিলের
কর্তৃপক্ষ দিয়া রাখা করিতে পারেন ।

৫। জেল বিভাগের ইমপ্লিমেন্টার জেল, রেজি-
স্টার প্রভৃতির মধ্যে আদালত কমিশনার দ্বারা
নির্ধারিত প্রদান করিতে পারেন । ইহাতে প্রায়-
২২ হাজার টাকা বাঁচিয়া যাইবে ।

৬। পুলিশ বিভাগে অনেক দায় সংকল্পের
প্রয়োজন । তেপুটী ইমপ্লিমেন্টার জেল ও এন্টি-
সিভিল ডিস্ট্রিক্ট অফিসের পক্ষ কোম অফিসের
অধীকারীকে । প্রথমটী টাইলস দিয়া প্রায়-
১৪০০ টাকা ও ডিস্ট্রিক্টে ৩০ হাজার টাকার
প্রয়োজন । অপ্রত্যাশিত অর্পণ বেতনের কর্তৃত্ব
এই সকল কার্যে সাহায্য হইতে পারে ।

৭। আবগারী ও লবন বিভাগ ইমপ্লিমেন্টার
জেল, রেজিষ্টার ও রেজিষ্টার অফ জাজের
কোম্পানি এবং অবশ্যকারী কমিশনারের পক্ষ
টাইলস দেওয়া কর্তব্য । রেজিষ্টার বিভাগের
কমিশনার কর্তৃক দায় ও ভাড়াটের কোন
প্রয়োজন নাই, আবগারীর ভাড়াট কার্য কমি-
শনারের হস্তে দিলে চলিতে পারে ।

৮। যে কারণে ইমপ্লিমেন্টার জেলার অফ
রেজিষ্টারের পক্ষ কোম আদালত নাই সেই
কারণে জাজের কমিশনারের পক্ষ কোম
প্রয়োজন নাই ।

৯। পৌরস্বত্ব কর্তব্য গবর্ণমেন্টে বার্ষিক ১৭০০
টাকা দায় করেন ইহা আদালতের পক্ষ বিদায়
প্রয়োজনীয় । রাজকর্তৃপক্ষের পক্ষ প্রায়-
১০ হাজার টাকা প্রয়োজন । নিম্নোক্তবিধানে প্রায়-
১০ হাজার অর্থ মতে করা বিদায় অসম্ভব ।

১০। গবর্ণমেন্টে যে সকল দায় বিদায় হইতে

জান করেন তারতম্য হইতে তাহা ক্রম করিলে
অপ্রত্যাশিত পাওয়া যায় ।

—৩৩—

সার্বভৌমিকতা অপ্রত্যাশিত সমিতির
অধীন বাহ্যিক অপ্রত্যাশিত অপ্রত্যাশিত সংকল্প
না করিয়া বেসকল দিবসে অপ্রত্যাশিত অধিক দায়
হইতে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ভারত
গবর্ণমেন্টে প্রচাণকে উপস্থাপন করিতে পারেন
কিন্তু তাহার উপর দেখা অবশ্য কর্তব্য ।

অবশ্যের কাগজের দায় টাইলস দিতে
বাঁচিয়া বড় দায় টাইলস দিয়া বেস দিবসে বর্ণিত
সংবাদটী মনোযোগ পূর্বক পাঠ করেন —

গত ৩রা জুলাই শনিবার রাতে বাকিপুরের
রাজপথ দিয়া একখানি পাবলিক লাইট বাছকগণ
চলিয়া যাইতেছিল । সঙ্গে একজন আদালতের
পেয়দা । সঙ্গে আদালতের মাজির । একটা হুজু
হুজু হইতে চিৎকার করিতে করিতে একটা লম্বা
বস্ত্রে পাবলিক দিকে বোঝিয়া আসিতেছিল ।
হুজু এক হস্তে লম্বা বস্ত্র আর এক হস্তে আর
বাকি করাত করিতে করিতে বোঝিতেছিল
পাবলিক দিকে ডিক্টিং জাজের বাজনার দিকে
যায় । লোকে বলিতে লাগিল সবতকারী
একজন উচ্চশ্রমীরা ভ্রমবিলা জেলে যাইতেছেন
ডিক্টিং জাজ একটা লম্বা বস্ত্রে করেতা মকদ্দম
আর মর্দা, বজার গাধার জন্য এই মর্দাকে
জেলে দিবার অনুমতি করেন । সবতকারী জজ
বাছকদের এই কর্তব্যটিকে দেখাইয়া বলিয়া প্রতি-
বাদ করিয়াছিলেন । কিন্তু তাহা বাঁচি নাই ।
কাজেতে অবরোধ করিবার জন্য যে জজ সাহেব
জজ দিরাছিলেন তাহা পরে জানা গেল । প্রথমে
আদালতের মাজিরকে জজ সাহেব এই উপস্থাপন
কাজের বাঁচিতে পাঠান যে যদি সে তাহার ওয়ার্ড
হুজুটী বালিকাকে অপর একমহিলার হস্তে সমর্পণ
করিতে না যায় তবে তাহাকে মাজির করে
করিতে । মাজির কাজের বাঁচিতে গিয়া
বালিকা হুজুটিকে দিবার ভয় প্রকাশ করায়
কাজে সে জজ সাহেব করেন । মাজির বালিকা
হুজুটিকে লইয়া খেদোক্ত মহিলার বাঁচিতে যায়,
কিন্তু সেখানে তাহার দেখা না পাইয়া তাহারি-
গকে জজের বাজনার আশ্রয় করে । ঠিক সেই
সময়ে বিপদের উকিল জজের বাজনার আসিয়া
বলেন যে উকিল মহিলা আর এই হুজুটী বালি-
কাকে লইতে আঁকার করেন না ।

—৩৩—

কলিকাতার এইরূপ আর একটা ভ্রমবিলা
পাবলিক করিয়া জেলে দেওয়া হইয়াছে ।

—৩৪—

গত ৩রা জুলাই শনিবার রাত্রে রাজপথ দিয়া
সঙ্গে, দুইজন বালাসাহেব অধিরোহণ করিয়াছেন
অভিব্যক্তিগণকে ইহার মগর অনুমতি করিয়া
বলে বলে ইহারের প্রজ্ঞা আসন্ন যদি কবিয়া
নির্মিত রাজপ্রাসাদের চতুর্দিকে সমস্ত হুজু
ছিল । অভিব্যক্তিগণের পূজাকারী ও মজা
পাঠ সমস্ত হইলে ইহারপ্রান্তে হইতে কামান
গভীর উদার দিগদিশের অভিব্যক্তি সমস্ত
গেরিত হইল । জুজুদ্বির সঙ্গে সঙ্গে কোম
কর্তৃক জজ বিন দে ইহার মগর প্রতিদ্বন্দ্বি
করিয়া যুবরাজ রাজসিংহাসনে উপস্থাপন করি-
লেন । সিংহাসনে উঠিয়া বালা সাহেব সমাগ
সর্কার ও প্রজাবর্গকে সমস্ত করিয়া অনুধুর সমস্ত
বক্তব্য আর মকদ্দমের বেরণ পরিচর দিয়া
তাঁহা ইহারবাসী কখনই বিশ্বস্ত হইবেন না ।

তাঁহার অবশ্যপ্রাপ্তি উদার বক্তব্য আমতা তম
ক্রমে ৫২ পৃষ্ঠার তৃতীয় পৃষ্ঠে প্রকাশ করিয়া
পাঠক অনুগ্রহ করিয়া দেখিয়া লইবেন ।

—৩৫—

অনুসন্ধানমিতির দ্বারা পর
মহাসভার আয়োজন ।

লর্ড রাষ্ট্রপতি চর্চিল জজদ্বায় সমিতি
আজ তর্পণাদি সমাপন করিবার পর বিলাত
মহাসভার উক্ত সমিতির বিরোধ ব্যবস্থার প্রজ্ঞা
হার করিবার নিমিত্ত সেদিন প্রস্তাব করা হইল
লর্ড চর্চিল সমিতি তাপনের অন্তরায় হইল
হিঁসায় বলিয়া লর্ড কজাল প্রত্যেক বস্ত্র
ভিত্তিক করেন । লর্ড সাগিনসবি ইহা
আপত্তি করিয়া বলেন সমিতির প্রতিদ্বন্দ্বি
জমাইবার নিমিত্ত চর্চিলের যে অপরাধ হইল
প্রান্তে ভারতের কৌট সেক্রেটারিয়ে তাহা
উল্লেখ করিবার বিষয় । গবর্ণমেন্ট এই অনুসন্ধান
এবং মীমাংসা ও অনুসন্ধান সমিতির সংগঠন
সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য কমল সভা
সময় বা দিয়া সংকল্প করেন নাই । সাগিনসবি
একবার কোম আপত্তি উঠে নাই এই পর্যন্ত
ইহার পূর্বসংস্থাপন সম্বন্ধ আর কেহই প্রস্তাব
করিলেন না, ভারতের তাহী বক্তার দায় উদার
টিত হইতে না হইতেই যে বালকের বলে আদ
হইল আর তাহা উদারিত করিবার জন্য কেহ
মনোযোগ করিলেন না । আদর্য যে তাহা
হিলায় মহাসভার ভারতের প্রজ্ঞা উদিত হইল
মহাসভা আর দিয়া বাছ না যে দেখা ক

কালান্তর করিতেছে, শুধু বিভাগে সিকি খরচে
লক্ষেরা ভূমিকা পাইতেছে কালক্রমের কলমে
বিদ্যালয়গুলি এক একটা করিয়া বেনীর লোকের
হস্তে গেল গবর্ণমেন্টের অতি অল্পসংখ্য সাতাইসাই
লিতে পাবে। তারপরগবর্ণমেন্টে শিক্ষাকমিসনের
উইলিংগট প্রায় করিয়া বেনীর গবর্ণমেন্টের
কিছুটা লিখিতাছেন যাচাই উচ্চশিক্ষার ব্যাঘাত
কর এতৎকালীন উচ্চ জেনেরেল কলেজ ও বিদ্যালয়
গুলি বেনীর এক একটা কমিটির অধীন অর্পিত
ইহা তদারূপে চালাইতে পারা যায় তাহার জন্য তাবীর
কলকার শিক্ষাকমিটি আছে তাহাদের সকলকেই
সংযোজিত করা কর্তব্য।

বেঙ্গল গবর্ণমেন্টে ভারত গবর্ণমেন্টের এই উপ-
দেষ্টা পিওন্যেরা করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন
মিলমীপুর ও বহরমপুর কলেজ সম্বন্ধে দুই কোম-
ল খবরপত্র না হয় তাহা হইলে ১৮৮৭ অব্দে
১৭ মে তাহাতে এই দুইটি কলেজ উঠাইয়া দেওয়া
হইবে। যদি কোম বেনীর তত্ত্ব সমিতি রাজসাহী
কলেজগর কলেজ অফিসে প্রবেশ করিয়া স্বপক্ষে
উচ্চ চানাইবার জন্য দাবী থাকিত ইহা। কারণ
যে এই কলেজ দুইটিকে উঠাইতে হইবে তাহা
হইবে। চট্টগ্রাম কলেজ সম্বন্ধে ছোটলাট
লেন বেনীর কোম তত্ত্ব সমিতি এই কলেজটি
উঠাইতে হইবে প্রথম করণ বা না করণ ইহা উঠাইয়া
দেওয়া উচিত নহে।

এখন বেঙ্গল গবর্ণমেন্টের বেঙ্গল অতিমত
হাতে কেবল চট্টগ্রাম কলেজটি রক্ষা পায়
মিলমীপুর ও বহরমপুর কলেজ এককালে
উঠিয়া যাইতেছে। এতৎকালে ও রাজসাহী
কলেজ যদি কোম তত্ত্বসমিতির হস্তে না যায় অথবা
যাহা এই দুইটি কলেজ প্রশাসন চানাইবার
জন্য দাবী না হয় তাহা হইলে এই কলেজগুলি
না হইতে বিলুপ্ত হইবে। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে
এককালে দুই কলেজ উঠাইয়া দিবার জন্যই বেঙ্গল
গবর্ণমেন্টে আদেশ প্রচার করিয়াছেন। আশা বসি
বেঙ্গল গবর্ণমেন্টের এই পদে এতদ্রূপে বঙ্গদেশে
উচ্চশিক্ষার শিরোদেশ হইবে। ছোটলাট কলি-
কাতার মেট্রোপলিটান, সিটি ও আলবার্ট কলেজের
সম্পর্ক লইয়া ভাবিতেন বেনীর লোকে সকল
কলেজ ও গির্জা রক্ষা করিতে পারিবেন কিং সেটি
সাধারণ জন। কলিকাতার সমস্ত মন্ডলের প্রত্যেক
লোক। কলিকাতার বহু ছাত্রের সমাগন হয় অন্যান্য
বিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা অল্প। মন্ডলে কলেজের আর
অল্প ও বহু অধিক। সুতরাং সাধারণের সহজে যে
সাধারণ ব্যক্তির বহন করিতে পারিবেন তাহা

কখনই সম্ভব নহে। শ্রীমান মহারাজার ভার রাজ-
সাহী বেঙ্গলীপুর বা বহরমপুরে এখন কোন সমাচা
যাতি নাই যাহারা নিজস্ব কলেজ চানাইতে
পারিবেন। সুতরাং মন্ডলের অধিবাসিদের ভার
কলেজ চালান ও উঠাইয়া দেওয়া দুইই সমান কথা।
ইহার উপর আর একটা কথা আছে। ১৮৮৪ অব্দে
ভারত গবর্ণমেন্টে শিক্ষা সম্বন্ধে যে ডিসপাচ
প্রচার করিয়াছেন উপস্থিত কার্য তাহার উল্-
লেখার বিলম্ব ব্যাঘাত ঘটতেছে। উচ্চ ডিস-
পাচে বেনীর লোকের কলম শিক্ষাকার অর্পণ
করিবার কথা আছে বটে, কিন্তু উচ্চশিক্ষার ভার-
প্রদান করিবার সমিতি যদি কোন বেনীর সমিতি
অগ্রসর না হয় তাহা হইলে কোন কলেজ বা বিদ্যা-
লয় উঠাইয়া দিবার যাবতী যে ডিসপাচ নাই।
অথবা কোন বেনীর সমিতি, কোন কলেজ চানাই-
বার জন্য আবেদন না করিয়া কলেজটি বিলুপ্ত
করিবার বিধিও লিপিবদ্ধ নাই। উচ্চশিক্ষার
ব্যাপারে ব্যাঘাত হইতে পারে উচ্চ ডিসপাচের
তাহা উল্লেখ্য নহে। গবর্ণমেন্ট এখন ১৮৮৪ অব্দে
ডিসপাচ প্রচারান্তরে বিলম্ব করিয়া কার্য করি-
তেছেন, অথবা তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্যের ব্যতিক্রম
ঘটাইয়া দায়ত বেনীর লোকে শিক্ষা বিষয়ে
আনন্দশাসন প্রদান করিতেছেন। কিন্তু কার্যে
উচ্চশিক্ষার মূল আঘাত করিয়া পালীপ্রদেশের
লোকের উচ্চশিক্ষা পাইবার আশা এককালে
হুটাইয়া দিতেছেন। আশা এ ব্যবস্থার সম্পূর্ণ
বিপর্যয়। বেনীর লোকের হস্তে উচ্চ কলেজ
গুলিকে অর্পণ করিবার এখন ও সময় আসে নাই।
বেঙ্গল কলার বেনীর লোকের হস্তে উঠা-
দিবার তাগতি করিবার কল্পনা হইয়াছে তাহাও
শক্য নহে। গবর্ণমেন্ট এখন এতৎকালেই সাতা-
যাচাই করিয়া কোন কলেজ উঠাইয়া দেয় ইহা
আমাদের অতিশয় নহে।

—৩৩—

কুলি অভ্যাস।

পাঠক। কুলিকাহিনী আর কতগুলি বৈদ্য ?
পাশ্চাত্য ওরোবের অভ্যাস আরও কেহ কুলিতে
পারেন নাই, আজও হুতাচারের পাপমূর্তি ভারত
বাসীর নয়ন পথে হইতে অদ্বিষ্ট হয় নাই, আজও
কুলি রমণীর আর্জয় ও আশার কপুরুষের শপথ
হইতেছে, তাহার বৃত্তা সবার কাণ্ডেরাজি
শ্রমজীবির দ্বারা বৈদ্য হইতে সত্য হইতেছে।
সেই অনাচারিক পণ্ডিতের কথা কুলিতে না কুলি-
তেই পাঠক আর এক কাহিনী প্রদান করুন, বিও
পাদি চাবাগানে এক কুলি রমণী বহর

বার। আশা চাবাগানে কুলির পরিচয় কি?
কুলি একদমেই তাহা অবগত আছেন। রমণী
আপন শিশুটিকে কুলি সবার শ্রমের দ্বারা
আপনি প্রভুর কাঁধে বিলুপ্ত ছিল, কারণের ও
কুলিও পরিচয় প্রাপ্তি। শিশুটিকে সন্তানপান করা
ইহার জন্য উপবসন করিল। শিশু সন্তানপান করি-
তেছে এখন ময়র বহর আশেজার সাতক সে
বানে উপস্থিত হইলেন। সাতক রমণীকে কুলি
হইতে বিরত কেঁদে-কোদে অবির হইয়া উপ-
লেন এবং খীল জোঁক দ্বিতীয় জাতের বহর
নীচে শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে গলাঘাত করিলেন।
পলায়ন রমণীর অঙ্গে না লাগিয়া শিশুর মৃত্যু
পতিত হইল, কোমল একজন বহর পলায়ন কোম
করিয়া নত হইতেও প্রাণ অধার দ্বারা গলা
পড়িল, শিশুর আশ আশার বহর কুলিতে বহর
মরণ ইহাও পরিচয় করিয়া গেল। শোকাভ
জমণী পাগলিনীর দ্বারা লোভিতা গিলা পূর্ণ
উপস্থিত হইল। পুষ্টিকের মাংস তহারের জ
ইন্সপেক্টর পাঠাইল ইন্সপেক্টর বাহু তদার
গিয়া কোম কলার রোজ দ্বারা কিলিরা লইল
না। তাহার আশিনেন সে ছাত্রের তদার
প্রকাশ পাইল, শত আঘাত পাইয়া বহর
বটে, কিন্তু আমেরার সাতকের পলায়নে
নাই। জমণীর আশবহনতা বহর পুষ্টিকা গি
শিশুর বৃত্তা হইয়াছে। কুলি সাকি ব্যাঘাত—বে
পুষ্টিকের সাতক, তেমনি তাহার সাতক সাতক
মহতাকারী পলায়নী আমেরার সাতক
পলায়নী। যে আশেজার এই মহতাকারীর
হইল সেখানকার বহরও এই মহতাকারীর
নাত। এরূপ অবস্থার ফল যে কি হইবে পাঠ
তাহা অজান। করিয়া জটিল। মহতাকারী অ
হতি পাইল, বহর কুলিও বহর হস্তে সন্তান
হারা ইহা মহারাজী অরুণের দ্বারা সাতক
দুর্ভাগ্য রাখিয়া গেল। পাঠক। ইহাও বহর
এই শৈশবিক মহতাকারীর ব্যাঘাত কিলিরা চলে
জল কে লবেন না, কাঁধে পেল আর কে
সমতার অবদ করিবার সময় পাইবেন না। আ
রাও ইহার উপর কোম মতল প্রকাশ
করিয়া কুলিকাণ্ডের আর একটা চিত্র ব
ইব।

সোকালাইৎ বহর চাবাগানে চাব
সাতক ই প্রকট। এই মহাপুরুষের অশী
অনেকগুলি কুলিরমণী চাকরী করে। সাত
একদিন বেড়াইতে বেড়াইতে বেঙ্গলমণী
অশীনের কতগুলি কুলিরমণী চাব বীজ প্র

করিবার জন্য পুঙ্খনিপাত হইতেছে। তখন বেলা
১০টা মিকটে আর কোম পুঙ্খ ছিল না। সাহেব
বিবাহের সময়ে গিয়া কান্ড তুলিতে চা-
লেন। সে সাহেবের মিকটে আসিয়া না বেধিয়া
চেষ্টা করিয়া হস্ত ধরিলেন এবং অধরে একটি
ফালগুণ তিথের গইয়া গিয়া বলাৎসরক ভাষার
বীজ চরণ করিলেন। কান্ড ভাষার সর্বমুখ বন
ইতি রত্ন ভাষা ইয়া চীৎকার রবে আদীর মিকটে
গিয়া গেল—বলিল ভাষার সর্বমুখ হইয়াছে
যার ইহপরকালে অলাঞ্জলি পড়িগাঃ! সানী
কুঠ জোম সাহেবের বিরুদ্ধে মালিস করিল।
লিস আর কোথা হইবে? পণ্ডর অজ্ঞাতি পণ্ডা
জিঃইট আরকুমট চাকর সাহেবের পরমবন্ধু।
কুঠ জোম মালিসের পর কানিতে পারিল
কিন হুজুরের ভাষে ভাষার সুবিচাৰ হইবেম
কুঠ তাই মকম্বাটী অমা আদালতে লইয়া বাই-
ইবার জমা দরখাস্ত করিল। মাজিঃইট সে দর-
খাস্ত পাইয়া অগ্নিপৰ্বা হইয়া উঠিলেন যে মাজি
সহেবের লিখিতাছিল আদার ভলম হইবে, মকম্বা-
র দার বা দিগা মিসমিস করিলেন, এবং জোম
আদীর দরখাস্ত পতিকল দিগার জমা আদালি
কে ২১১ দার। অহুসাৎ। বহুদীর করিলেন।
দার জীব উপর বলা প্রকাশ ও মাজি
র গোবের ভদারক পৰ্য্যন্ত হইল না। পাঠক
ই দারুণ অবিচারের কথা মজারাজো কখনও
কখনও করিতেছেন? আদরা একটী একটী করিয়া
ইহুপ কুলিয়ার কথা কতই প্রকাশ করিল না,
ইউরোপীয়ের সুখস্ব স্বাধারের প্রতিবাদ
রিয়া কতইনা চীৎকার করিলেন—কিন্তু কে
সাহেবের অরণ্যারোহন অবল করে? সে মিন
আদালপুয়ের তিস্তিহত্যার বিবরণ পাঠক অবগত
হইতেছেন। ভাৰ্গলপুয়ের সেসল আদালতের তিস্তি
দার ২০টাকা মাত্র হও হইয়াছে। তারপর
লেন হুগুস মামক আর একজন ইংরাজ ইয়া-
র গুলি ছুড়িতে ছুড়িতে একজন দেশীর ইতর
গাটের গাণ মাখ করিতেছেন। বিচারে ভাষার
১০টাকা মাত্র হও হইয়াছে। ক.প.পুয়ের টমাস
গটিক একজন পাণ্ড ওয়ালা কুলিকে বধ করি-
র মাঝমে বন্ধক ছুড়িগাছিল ম ভাগ্যক্রমে কুলি
চিয়া গিয়াছে। কিন্তু দিন পূৰ্বে মেডের পুরে
কজন ভদ্রমুক অধ্যাপক সন ভিবিজনাগ অকি-
য়ার অধ্যাপকের কথা পাঠক বিস্মৃত হন নাই।
মেকেস সাহেব একজন কুলিরমণীর উপর বলা
কাশ করিয়া ভাষার সত্য হরণ করিলেন, আর
১২ পাণ্ডিরকক বিচারক মাজিঃইট একজন

ভদ্র বংশীল বক্তার সর্বমুখ করিয়া সতিগিগাম
কুলে কালি দিলেন।

পাঠক। ইউরোপীয়ের হস্তে কুলিহত্যার ও
কুলির উপর অধ্যাপকের কাহিনী আর কত কুলি-
হত্যার পক্ষপাতী বিচারক মাঝের পণ্ডগণের
মতবা ভীমতার সমাচারট বা আর কত হইবে?
কুলিতে কুলিতে কর্তব্যবির চটনা। মার, গাণের
ভিতর বিজাতীর মতবার উদর হর, ইংরাজের
চাকরা মরাকার পণ্ডগণের অধ্যাপক হইতে রক্ষা
পাইবার জমা বনে জড়ল হিংস পণ্ডর মতবানী
চটনা ভাষার বস্ত জীবন বিসর্জন দিতে ও
ইয়া হর। আদরা না ইংরাজ রাজ্য বাল করি।
বে রাজ্য অলভ। নির্বিশেষ প্রমাণ পালম করেন,
কুলিও বরিকা বিচার করেন, আদিতের ওমর্ভের
রক্ষা না করিয়া বেচ কুটীকক সমামতাবে পালম
করেন, আদরা না সেই রাজ্যের প্রমাণ? আদীরতা
বে আদির মুলমুল, উদারতা। মাকার পালমনীতি
প্রমাণ জমা প্রমাণ পালম বে আদির রাজনীতি,
আদরা না সে রাজ্যের রাজ্য বাল করি? তখন
আদার উপর এই দারুণ অবিচার বিচার
হর না কেন? তখন কবেকজন মিরকর, নির্বন,
কুলীম উপমসাতীর হিংস অতাব ইতর ব্যক্তির
হস্তে পালমতার অর্পিত হইয়াছে কেন? তবে মর-
হত্যাকারী বেচকর এতও হৈতারা বিচীমরাজো
পালম হর না কেন? আদার অধ্যাপকের কথা
কতদিন আদরা গবর্নমেন্টের গোচর করিতেছি
গবর্নমেন্টে চকু কর্তবীর জড় পিঃওর মায় সে সকল
বিবর বেধিয়া কুলিয়া ও মিস্কটে হইয়া বণিয়া
আহেন। অজ্ঞাতি গেল কি এমনি এখন যে
মতবা ভাষাতে চকু কর্তবীর মাথা বার আর মর্ষের
মন্তক পদাঘাত করে? আদরা গবর্নমেন্টের মিস্কটে
তাব বেধিয়া কুলিত হইয়াছি। এতকাল ধরিয়া
একটি অকণে প্রতিমিত মরচত্য়ার শোণিত জোত
প্রবাহিত হইতেছে গবর্নমেন্ট কি ভাষার সমাচার
রাখেন না, কি রাখিয়া ও ভাষা বিবাস করেন
না অথবা বিবাস করিয়া ও অজাতীর অপরাধ
প্রাধা করেন না।

দেশ দেশান্তরে বেসকল ভাষার সমাচার প্রচা-
রিত হইতেছে গবর্নমেন্ট যে নিয়মায় বসিয়া দার্জি-
লিংএ বসিয়া সে কথা কুলিতে পাল না ইয়া কথ-
মই সত্তব মিত। সকল কথাই গবর্নমেন্টের কর্ণে
উঠে—তবে ভারত রাজ্য নাকি দেশীয়ের
প্রাণ পুঁজী মাহের মায় বলা হর, ইউরোপীয়েব
আদার আদারের মিস্তি, কামলালসা চরিতার্থের
মিস্তি দেশীয়ের আদার দেশীয়েবীর সত্য রত্ন

মিতাঃ অকিক্তকর বণিয়া বোম হন, তাই, ভাষার
বানী ইউরোপীয়ের মিকটে মতবা। পণ্ডর, হইতে
পার না—তাই গবর্নমেন্টের বীর্ষ মিতা। মতবা
ব্যক্তির অভিমতাবে, সত্যি ভাগিনী কুলিরমণী
আদিতের এককণের জড় ও তর হইতে বার না
কুলির বহাভূমি আসাম প্রদেশে একাঙ অশা-
কেন। অধ্যাপকী তা মর ভাষার মতবা মৃদবী
উদারের ভীম বঃইয়ার অদ্র থাকিয়া আদার
কি মিতার আদে?

গবর্নমেন্ট যদি ইতিমধ্যে উঠে, মজাঃইট
করিবার ই-টা করে মর বাল পালমার কথা মর
করুণ, আমেরিকার কুলি অর্থাচারের বিবর মর
বোম পুঙ্খক পাঠ করুন আদার সেদিন মীলকর
গণের ভদ্রমুক উপনীত আসাদেই কি বে দার
কুলি বিজ্ঞো উপস্থিত করিয়াছিল ভাষারও বিব
আদালো করুন। কুলির জীবন আদিক
দাম জীবনের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মত। গবর্নমেন্ট
যদি এখন আসামের কুলির দিকে দৃষ্টিপাত
করেন, কুলির দামত বোচবের জড় মাতাব
করেন, তবে আদারের প্রাণ রক্ষার উপর কে
পাণ্ডিরকর রাজ্য কে? ভরতের অধুনা রত্ন মত
রমণীর সত্য রক্ষার অবলম্বন কে?

—৫৬—

সিঙ্গলার দেশীয় সংবাদপত্রের
সংবাদদাতা রাখা আবশ্যিক।

কলিকাতা এখন মামত ভারতবর্ষের রাজধানী
কার্যত নিমলা মিতরেই ভারতের রাজ্যসংক্র-
কব কর্তব্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইত্যাদি কাম
জম অধ্যাপকী সতিগিগাম ও বিলাসপ্রিয় রাজ
পুত্রিহর ভিত্তি সকলমট কতি। ভারতবাসী গব
মেন্টের এই নিমলা বাসের বিরুদ্ধে অনবরতই চি
কার করিতেছেন। এংলোইণ্ডিয়ান এ আপতি
রোল উদিত করিতেছেন, দেশী বিলাতি সংবাদ
পত্র এখন কি বিলাতের মতাসত্যে ও গবর্নমেন্টে
এই নিমলা বিচার লইয়া আদালত হইতেছে
অনেকেই মনে করেন নীচই বুলি এই আদার
বের কল মলিবে। আদরা কিন্তু সেসকল মত
করি না। মত ভকরিণের গবর্নমেন্ট আপতি
সত্য করিতে লিখেন নাই। ভাষাতে আদা
ভারত গবর্নমেন্টের হস্তে যে অসীম কনতা বৈ
হইয়াছে ভাষার যদি অধ্যাপক করিতে গব
মেন্টের ইয়া হর, প্রতিবাদ কর কাভা
মতবা? প্রকৃত ও অবিবেকতা এক মত থাকি
প্রতিবাদের বে কল কলে, নিমলা বিচারের বিরুদ্ধে
প্রতিবাদ করিলে সত্তব সেই কলই কলিবে

হাই আদালতের বোধ হয় সিমলা হইতে রাজস্ব
কলিকাতা বা অন্য কোথাও লইয়া আসিয়া
কলিকাতায়। এই আদালতের ফল যদি
কলিকাতায় ফলে সম্প্রদায়ের মধ্যেই আসিয়া যে ভাল
উপায়ের সহিত পারিবে যে আদালত অনেক
দূর।

সিমলা হইতে রাজস্ব আসিয়া যখন টিন্‌ডাল
এই তখন আদালতের কর্তব্য কি? যেখানে রাজ
ধানী, রাজ্যের সমাচার সেই পথেই পাওয়া যায়।
কোন বিচারপাল্লার কার্যের বিরূপ পরিবর্তন
হইবে, প্রাথমিক বিরূপ আদালত বহুতালি
কোথায় কোন্ কর্তব্যবী বিরূপ কার্যের প্রাপ্ত
হইবে। তাহা আমরা আগে রাজধানীতেই
জানিতে পারি। বৃদ্ধি বিবর্তন সম্বন্ধে শাসনকার্যের
অভিভাব, শান্তি স্থাপনের বিধিকল্পনা, প্রচার
নয়ন ও দেশের উন্নতি সাধন, বাণিজ্য পুর্নকার্য,
রাজস্ব ও সকল বিষয়ের সমাচার প্রাপ্তিই রাজ-
ধানীতে জানিতে পারা যায়। কোন কোন সংবাদ
আবার রাজধানীতে বা থাকিলে জানিবার উপায়
নাই। গবর্ণমেন্টে আসিয়া হইতে এ সকল সমা-
চার আমাদিগকে দেয় না। আমরা কেবল
অমর্যক প্রেস কলিমঙ্গারের বেতন বোঝাইয়া যরি,
আর কোন একটা সংবাদেই তত প্রাপ্ত্যাপা
হইয়া পাইওনিবারের সুযোগকেই হইয়া থাকি।
ইহার কারণ কি? বাহু প্রাপ্ত্যাপ্ত সম্বন্ধে
এক দিন সিমলার একজন মহাসভা জিজ্ঞাসা
করিয়াছেন গবর্ণমেন্টে সুতর সমাচার জালি পাইও-
নিবারকে কেন কেন? আর কেনই বা বেনীত
সংবাদপত্র উক্ত হইতে বঞ্চিত হয়? মহাস-
ভার উত্তর করিলেন সংবাদ লইবার জন্য কোয়ার লোক
কোথায়? পাইওনিবার দ্বারা দ্বারা সমস্ত সুতর
বাহু করিয়া সিমলার একজন সংবাদদাতা রাখিয়া-
ছেন, ততরাং পাইওনিবার যে প্রাপ্তমেই গবর্ণ-
মেন্টের সংবাদ পাইবেন তাহার আশঙ্কা কি? বেনীত
সংবাদপত্রের কোন সংবাদদাতাই সিমলার
নাই। ততরাং তাহার পাইওনিবারের সুযোগ-
পেকী হইবে না তাহা আর কে হইবে?

এই কথা জালি আদালতের বিশেষ বিবেচনার
বিষয় ওয়া উচিত। প্রকৃত রাজধানী হইতেই
যদি আসিয়া সংবাদ সংগ্রহ না করি তাহা হইলে
গবর্ণমেন্টের উপর আসাদের অস্বাভাব করা সুখ।
গবর্ণমেন্টে যদি সিমলা পাইওনিবারকে হই একটা
সংবাদ দিয়া থাকেন তাহা হইলেও কোনও কথা
বলিবার বোনাই। একে বাজাল্য সংবাদ পত্রের
শব্দেই পরিচয় পারিলে গবর্ণমেন্টে প্রাপ্ত্যাপ্ত।

তাহার উপর আসার যদি আসিয়া রাজ্য সংক্রান্ত
সকল সংবাদ পাই না বলিয়া গবর্ণমেন্টের বোধ
হি, তবে বাহ্যিক আসার আর কোন সংবাদ না
পাইতে পারি গবর্ণমেন্টে তাহারই উপায় দেখি-
বেন। তদুপরি শাসন সম্বন্ধে আসার বহুতর
অভিভাব জাত করিয়াছি তাহাতে এই যাত্রা বলা
যায় যে যদি কোন বিবর্তন বিলুপ্তি না করি গবর্ণমেন্টে
তাহাতে আসাদের মঙ্গল করিতে পারেন। আর যে
বিবর্তন বিভাজ্ঞ প্রয়োজনীয় বলিয়া গবর্ণমেন্টকে যার
বার উপদেশ দি তাহাতেই যেন গবর্ণমেন্টে আসা-
দের অন্তর্য করিয়া যেন। যদি সিমলা হইতে
সংবাদ আসাইবার কোন চেষ্টা না করিয়া গবর্ণমেন্টে
সেই সংবাদ বিবার জন্য অস্বাভাব করি হইত
আসো বাহ্যিক আসার আর সংবাদ না পাই
গবর্ণমেন্টে তাহারই বাহ্যিক করিয়া বলিবেন। তাই
যদি আদালতের আগে আসার আসিয়া হইতেই
সংবাদ আসাইবার চেষ্টা করি। সে চেষ্টা করিতে
গেলে সিমলার মিত্রই একজন সংবাদ দাতা রাখা
আবশ্যক। এরূপ ব্যতীয়া কার্য কখনই একের
দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে না। আসাদের বেসকল
সহযোগী সিমলা সংবাদে প্রাপ্ত্যাপ্তী তাহার যদি
সকলই একর হইয়া এরূপ কার্যে অগ্রসর হন
তবে কৃতকার্য হইবার সম্ভাবনা। আমরা পূর্বেই
'সুপ্রাভাসনিতি' নামক বাতলা সংবাদ পত্রের সম্পা-
দকগণের একটা সমিতি স্থাপন করিবার প্রস্তাব
করিয়াছিলাম। যদি এইরূপ একটা সমিতি এখন
সংগঠিত হয় তাহা হইলে সকলের সমবেত যার
ও চেষ্টায় সিমলার এক জন সংবাদ সংবাদ দাতা
নিয়োগ করা কঠিন হইবে না। অবিকল্প গবর্ণ-
মেন্টের অতিশয় ও উপযুক্ত কার্যক্রম পূর্বেই
জাত হইয়া আসার তাহার সমাধি আলোচনা
করিতে সমর্থ হইবে। আসাদের জামিয়ার পূর্বে
গবর্ণমেন্টে যে কার্য করিয়া যেন, পরে একপত
যার প্রতিবাদ করিলেও তাহার প্রাপ্ত্যাপ্ত করা
উপায়ের অভাব সমস্ত হইবে। সুতরাং তখন এক
পত যার চীৎকার করিয়াও আসার কৃতকার্য
হইতে পারি না।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া বোধ হয় একটা
সুপ্রাভাসনিতি স্থাপন করিয়া তাহা হইতে চাঁকা
সংগ্রহ পূর্বেই সিমলার একজন সংবাদ দাতা প্রেরণ
করা আসাদের বিভাজ্ঞ প্রয়োজনীয় হইয়া উঠি-
য়াছে। আসাদের সহযোগিতার মধ্যে অনেকেরই
স্থানে স্থানে সংবাদ দাতা আছেন; অনেকেরই
সময়ে সময়ে অর্থব্যয় করিয়া তির তির স্থান হইতে
সম্প্রচার সংগ্রহ করেন। যদি দেশের সংবাদ

সংগ্রহ করিবার জন্য অর্থব্যয় করা বা স্থানে স্থানে
সংবাদ দাতা রাখা কর্তব্য হয়, তবে রাজ্যের সংবাদ
লইবার জন্য রাজধানীতে সংবাদ দাতা প্রেরণ করা
যে বিভাজ্ঞ কর্তব্য তাহাতে আর সন্দেহের
কথা কিছুই নাই। আসার সহযোগিতাকে
অস্বাভাব করি তাহার একত্র হইয়া একটা সমিতি
সংস্থাপন করুন। কিন্তু 'পেট্রিট রিজ এক রায়ট
ইতিহাস বিবার ইহার যদি এবিধ উপায়বী
জন কার্য। সিমলা হইবার বিলম্ব সম্ভাবনা। যদি
সাতারবার আবশ্যক হয় অনেক কৃতকার্য ও প্রমাণ
কর্তব্যের এতল কার্য সুতর তত হইয়া সাফল্য
করিতে পারেন। আসাদের এখন কেবল একই
উদ্যোগ, উৎসাহ ও উদ্যোগের প্রয়োজন

পুস্তক সমালোচনা।

আত্মতত্ত্ব-সৃষ্টিকল্প প্রবন্ধ। আনন্দ
এই পুস্তকের প্রকৃতি কল্প সমালোচনার বলিয়াছি
এইরূপ পুস্তকের বহুতর বৃদ্ধি হয় ততই বেগে
যতন। এই পুস্তক যদি সম্বন্ধে আসাদের তাহাতে
বক্তব্য। সুতর প্রকৃতি সত্য রূপ ও তদুপরি ভিন্নতা
সুতর বাহির করিয়া কোষকার কীটের দ্বারা আসনা
আপনিই দ্বারা জাল নিবারণ করে ও সেই জালে
আবদ্ধ হয়। উক্ত ভিন্নতা সুতর জালের যে ভিন্ন
ভিন্ন গব্যক বিধিত হয় তাহাতেই "অবহ" জীবের
তৎকাল ভিন্নতর বিশিষ্ট বলিয়া বোধ হয়। সেরক
এইরূপে ও যত জালে নির্বাণ পূর্বেই অবহ সৃষ্টি
করিয়া প্রাপ্ত্যাপ্ত শাস্ত্রের প্রাপ্ত্যাপ্তি সহ চতুর্বিংশতি
অবহ কথা লিখিত হইবে। নামসতর, উত্তরতত্ত্ব,
তৎকাল প্রকৃতিতত্ত্ব ইত্যাদি বহুতর ভিন্ন বেনীত
পুস্তক প্রকৃতি ও সংস্থাপিত বহুবিধ বক্তব্য ও
উদ্যোগাদি দ্বারা পুস্তকখানিকে বহুতর করিয়া-
ছেন। তির তির বর্ণন শাস্ত্রের বক্তব্য সম্বন্ধে
যার জন্য সেরক বহুতর পরিচয় করিয়াছেন।
একাধারে এতগুলি বর্ণনের আধ্যাত্মিক তাবও
উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা প্রাপ্তই দেখা যায় না। বীজের
সংকল্পতত্ত্ব বহুতর অর্থ্য বর্ণন শাস্ত্র শিকার জাত এই
পুস্তকখানি তাহার বিশেষ সম্ভারতা করিবে।

হার কালের বলিহারি—জীবনীনাথ দাস
কর্তৃক সম্মিত ও প্রকাশিত—ইহাতে কতকগুলি
ভাল মন্দ সঙ্গীত ও কবিতা আছে। আমরা
এরূপ পুস্তক প্রকাশ করিবার কোন আশা-
কথা দেখি না।

তত্ত্ব প্রকাশক বা রামকৃষ্ণ পরম হংসের
উপদেশ। জীবনচক্র বক্তৃতা সম্পাদিত। রাম-

ক পরমবৎশর সন্তান ও স্বামীর উপভোগ্য পূর্ণ
পোষকতা লাভ আশায়ের আদরের সামগ্রী। যদি
লোকও আরিগণকে ধর্মশিক্ষা দিততহ তবে এখন
ইতে পরমবৎশ দেবের উপদেশগুলি ডাকাতের
সঙ্গে কথাম করিলে ডাকাতের ধর্ম জীবন গঠিত
হইবে। সুবক্তরা বেনকল আপত্তি উন্নিয়া এখন
ইতেই নিরীখর বাধী হইয়া থাকান এই উপদেশ
গুলি যমোটোপ পুর্জক পাঠ করিলে সেসকল
আপত্তি খণ্ডন হইয়া যায় ।

সত্যিক সার বহরী—ঐতিহ্যবাহী তথ্যসমৃদ্ধ বিব-
 র্ত্তা, ঐতিহ্যবাহী বঙ্গোপদেশের আকাঙ্ক্ষা।
 এই পুস্তকখানি ব্যাকরণ শিকারিগণের বিশেষ
 মান্যকীর্ত্তি। ইহাতে মূলকার পশ্চিমী ব্রহ্ম-
 বৃত্তি উদ্ভূত করিয়া একাক্ষর করে তাহা উকার
 পরিবেশ করিয়াছেন। ব্যাখ্যাগুলি সরল ও সঙ্গম,
 প্রথম শিকারিগণ ইহাতে বিশেষ উপকারলাভ
 করিবে।

করিষোঁবের গোয়াল। মৈত্রিক ও ঔপচাসিক গ্রহ
 নয়। অন্য উকীল রামসিঁখাসহও গীতা মির্জা সন্দের
 প্রণেতা হারা হবীত। এই প্রকসনে আমাদের
 মাজের কতকগুলি বোঁবের চিত্র লেখা আছে।
 কতকগুলি অতিরঞ্জিত বলিয়া খোঁহ হয়। লেখক
 কত চিত্রগুলি বরণে অভিত করিয়াছেন তাহাও
 উক্তকথানি সবহে লোকের মন আকর্ষণ করে।
 ও বিন্দু, খিরটায় ও মেয়ের বিবাহের অঙ্কন
 অপর হইতাহে।

সত্যের সঙ্গীত এখন যতঃ অগভীরতর হু-বা-পা-
গায় প্রবীত, পুস্তক বাণিতে কতকগুলি নব
সঙ্গীত ও জাতীয় সঙ্গীত প্রকটিত। লোকের সঙ্গীত
নিকে স্বরপ্রবাহী করিবার চেষ্টা করিতেছেন।
কাল কালে থিয়েটারের গায়কী স্বর হইয়াছে।

ইউস্‌ফের পৌর নব।চার।

সকল এই জ্ঞানই : সবার ভালই। ভয় এবং হিংসা, ঘেঁ, পোষণ
 প্রভেদ নির্বিকার হলে হাবিলা গিরাডেবন।

ভগ্নিম্নে অথ্য বোহত্তর দান। দানু'রা ওইরা' পন্ন হে। বহ-
 ত্য'ক'লোক একত্র হইয়া অরেক্ত প্রবলীনীধনের লভ্য আক্রমণ
 হে এবং তাহাতে ভগ্নানক দানু' উপস্থিত হই। অরেক্ত বলের
 শ্যক জিহি চ্যালার, তাহাতে ১২৩০ হুত এবং ৩০০০ আদিত
 হইয়াছে। পুন্ডব দানু' বাবা'ইরা বিচায়ে এবং ১৭০০০কে জেতার
 হিচায়ে।

লক্ষ্য ৬ই জুলাই। কলিকাতা বোম্বা করিডোরে, অস্ত্রপের
টিম আর উপস্থিত বন্দর থাকিবে না। ইংলণ্ডে এখিবারে এক'কী
কান কাব্য করিবেম না বখিরাহেব, কেমন। এখবরে ত'হার
বলেব কোন খ'ব সাই, যেহেতু পারস্য উপদ্বীপের দিহাই তাহা
বন পারস্যের বাখিরাহের পথ।

मन्त्र २६ सूत्रादि । यथावासी प्रत्यक्षी मन्त्रात् अथर्व
वाङ्मन्यीष्टक ईश्वरक प्रत्यक्षी मन्त्रात् ।

সেইটিপটসবই, ৯ই জুলাই : “অভিভাব্যান বেসন্তানঃ য’হক
কপজে একটি সহকারী মি’ল’ প্রকাশ হইয়াছে। তাহারক
লিখিল আছে ঐহুকে ঐহুত নন্দন বলিয়া। অতীতক কাল
কথিয়া বালি ঘের স’ অ’তক কারন ন’ই। ঐহুতে আরও প্রকাশ
তে এ প্রদেশে বা’গজোর অ’হু’ পরিচুর্তন হওন’তে এই কার্যের
প্রয়োজন হইয়াছে ;

[illegible]

ଉପୋଷା—କାଳାନ୍ତର ପର୍ବସେବି ସେବକ ଆହେରିକ ସଂସାନ୍ତରୀ
 ମେଷ୍ଟାର କାହାଣୀହୁଲେଇ କାହାଣୀ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମେଷ୍ଟାର ତା କୁରା ନିରା
 ଚେନ ; ହିରୀର ମର ସାରି ବିଚାର କରିବା ମାଣିକ ଚର ସେ ଏହି କାହା
 ଣୀର ସେ ଆହାସ ହୁଅନ୍ତାହେ, ତେବେ ମର୍ବସେବି ତିରା କିରାହିରା
 ଦିଅନ୍ତା .

কল্যাণ ১১ই জুলাই; ইটাশীর মামা হ'লে ওলাইত।
নিজ ৩ বইয়া পড়িয়াছে।

কমিউনিস্টমোশন ১১ই জুলাই; কবিরা তুংক সন্দর্ভে
ব'লল। ৩ ১১ই জুলাই; ১১ বাইস বাণিজ্য বন্দরই
সামগ্রিক বন্দরে পরিণত করা হইবে না।

একশ্রেণী জুনিয়র খালি বিদ্যা ভাষ্যকালে ভাষ্যিত আলোচনা
আলোচনা ভাষ্যকালে ভাষ্যিত করিতেছে, ইহাতে আলোচনা ১২ নম্বর
সমস্ত সংকলন হইয়াছে।

লক্ষ্য ১০ই জুলাই হাট্টিংস ও সালসবারি উভয়ে মিলিত
একটি মন্ত্রিসভা গঠন কারবেব এমন ভাষা আউতছে।

সত্যম - ৪ই জুলাই, এ পর্বস ২৯৭ জন অসুস্থ-রোগিত ৭১
জন ই-ইন্সপেক্ট - ৩০ জন স্নাতকোত্তরপাঠী এবং ৭৮ জন পূর্ণ
পাঠীর মোক অসুস্থতার সভ্য নির্জীভূত হইয়াছেন ।

ଦୋଷାନୁବିତ୍ତ କାଗଜେର ମତ୍ତ ।

8 টাকা স্ট্যাম্প কাগজ ১৭৭০ ১৭৭০.

810	2690	(264)	22—
840	2690/192	(2620)	20240—
810	2. 92	(2 20)	4 4

କଳିହାତୀ

৩ রা জলাই যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে তাহাও
কলিকাতার মুদ্রাসংখ্যা ১৫৫জন। পূর্বে হইলগায়ে
১:০ ও ১৪৪জন মাত্র হইয়াছিল। এবং৭৭র পূর্বে
বৎসরের এইসময়ের অপেক্ষা মুদ্রা সংখ্যা অল্প।
এ সপ্তাহে যাইল প্রতি ১৮০৬জন মরিয়াছে।

হোটেলটি বাছাইয়ের কলিকাতার আসিডায়েন।
এখানে একজন কি বেতমাল কাল থাকিরা বেশ
জনাণ বাহির হইবেন।

ସାରୁ ବୌଦ୍ଧମାନଙ୍କ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସହକ୍ଷିପ୍ତ ହାତରେ ମିଳିବା
ବିଭାଗର ଡେପୁଟି ଇନ୍‌ସ୍ପେକ୍ଟରଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା କାର୍ଯ୍ୟ
କରିବା ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ । ବୌଦ୍ଧମାନଙ୍କ

ବାବୁର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ନିମ୍ନ ଲିଖିତ ବିଭାଗ କର୍ମୀ
ବିସ୍ମୃତ ହୋଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ।

মুদ্রারি যেমন মজুরাল কামক কাকি কাম
বিবির মায়ে এই বলিতা মালিন করিগা
মুদ্রাবিবি গীতার উইক জুলাইয়া বাতির করি
গীতা সিদ্ধান্তক। মকমমা মুনডবি আটক।

২৪পরগণার ডেপুটি কমিশনার দাব্য তেহত
কর আরও কিছুদিন কার্য কলিবার সিদ্ধান্ত
নহি পাইরা-হু।

গত জমিয়ার মধ্যে আবহুল জতিব কর্তৃক
আসিরাহেদা ওয়াতাক মদরীয়া করিবার জন্য
কয়েক হিন্দু মুলগাম ও পারসি কৌসনে গির
দ্রিকম ।

সেইদিন ডাক্তারের পলিমে, কলী-ক্রীমো
গাড়ি চাপা পড়িয়া সাধারণতঃ আতঙ্কিত
হান্না। গাড়িখানি এখন ৪০ মিনিট ধরেছিল তখন
গাড়িচালকে সাবধান করা হয়। গাড়িচাল
ডাক্তার অগ্রাণী করিয়া ক্রীমোকটীর দুকের উপ
বিহীন গাড়ি গইয়া যায়। গাড়িচালক বিচারাধী
আছেন। ডাক্তার বহিষ ডাক্তারকে ২০০ টাকা জামিন
দানকার করিয়া গইয়া গিচ্চাছেন।

একজন স্বেচ্ছাসেবকী তিনই জিরাংপুর কলেজ
প্রিন্সিপালের নিকট পত্রলিখেন যে আমি অসুস্থ
হইতেছি। জীভীন হইতে ইচ্ছা করি। এবং
আমি এটোল পাস করিয়া এম. এ. পাড়ি। তাহা
জিরাংপুর কলেজের প্রিন্সিপাল যদি আমাকে
১০০ টাকার বেতনের একটি শিক্ষকের কর্তব্য হেন এ
আমাকে রেবারেও করিয়া এত সংসার মাথি
বাড়াইতে থাকেন তাহা হইলে আমি জীভীন হই
পারি। প্রিন্সিপাল পরোক্ষের মাধ্যমে আমাকে
তোমাকে বুঝান করিবার জন্য মাসিক ১০
টাকা প্রদান করিতে পারি।

বিবেচন কি রাজস্বোচিত। বোধ কোষ
 আছে প্রতাপবানু তাহা আবাদিগণের বেলাই
 ছিল। তাঁহার বক্তৃতার যে সময়ে তিনি রাজ-
 সিংহকে রাজস্বোত্তী বেণিকা তাহারের স্বজা
 অজিতা পরিচয় দিতে ইচ্ছা বোধ করিতেছেন
 সেখানে তাঁহার যে বোধ বেশাণ বটীরাছে তাহ
 প্রোক্ষিত নাই। তিনি সচস্ব্যর ধনের ব্যাধি
 করিয়া বীজের কোষ ওৎকারে পরিণত করিয়া
 ঢেঁটা করণ। এই একটা কথাই তিনি ভাষিত
 দ্বিতের ম্যার বজবাসী স্বয়ং করণে আদ্যত করিয়া
 ছেদ। প্রতাপবানু অজিতের জাতিতা বহি একটু
 অবগত হইতে শিকা করের তাৎপর্য্যে বুঝিতে পা-
 য়েন বাঙ্গালীর বিকট তাঁহার হাত জুড়িয়া ক-
 তাৎপর্য্য কর্তব্য।

প্রতাপসিংহের বেনকল সঙ্গ ৬ ভাণ্ডার
কখন ও নিশ্চয় হইবে। আরো ৩ ভাণ্ডার বিব
অনেক বিবরে কৃতক বাঙ্গালী ভাণ্ডারক ভাল বা
তাই ভাণ্ডারক আবাদিগের প্রতি অবস্থা ই
একাল করিতে গেলে আরো বড় বাণী পাই

করেরউ গার অফিসে অনেক সীট বং
কিরিকী সজ্জান লোকের উপর অভ্যাচার করিব
অধিক। পাইয়াছেন। আইনগার সংশোধন ক
বিশেষ আদেশ।

যাহু প্রত্যেক চক্ষু নজরদার তাঁহার বক্তৃতা
খনি কবিগণ লিখারল সম্প্রদায় এক একখানি
লিখিয়াছেন। পড়ে তিনি যেনই চিত্র
উটরোপীয় তাঁহার মিকট উটরই সমান। তাই
নি ইউরোপীয়ের মিকট বাজারের দোষ বর্ণনা
সম্প্রদায়। আনন্দ তাঁহার এ উল্লেখের দোষ
ও অন্তর অংশ কিছুই লেখিত পাই না। প্রত্য
বু আনন্দবিশেষে তাঁহার উটরোপীয় ভাষা
এব মিকট আনন্দর যে দোষের আভির্ভাব বর্ণনা
বিলম্ব সে দোষের কথাটা একবার ও কি
কর লেখা উচিত বলাতে তাঁহার অবসর কম
উল্লেখের দোষ আনন্দর পরোক্ষ মিথ্যাকর
আনন্দের কুৎসা ও মিথ্যুকরিতা মাত্র।
কথা বর্ণনা বর্ণনা করিয়া আনন্দ বক্তৃতার কোন
কথা লেখা বক্তৃতা দেখাউন। "আনন্দ
লিখিত যে অংশ তিনি বাজনা সংলাপকে রাজ-
কথা উল্লেখ লেখা বর্ণনা লিখিত।
কি আনন্দ যে বাবড়। কত যে বাবড় মতে তাঁহার
কথাটা মিথ্য। কথা। আনন্দ তাঁহাকে অজ্ঞান
নিয়া কোন কথা বলিতে পারি না কিছু বিলম্ব
এই মাত্র বলি যে বাজনা কুৎসাবৃত্তে উল্লেখ
যেই। কি রাজকুৎসাবৃত্তি কোন কথায় প্রকাশিত
কি না ?

ববিধসংবাদ

কার্ণল লর্ডার্ট লন্ডন হইয়া আসিয়া মী. প্র.
বতাইতে গেলেন। অপর শুনিতে পাই তিনি
সীতাই সীতায় আসিয়াছেন। এই অর্থের জাহাজটা
গরিয়া বেশ বেড়াইবার মাথা মুক্ত কি যে উল্লেখ
কথা আনন্দ এ পর্যন্ত বুঝি ত পারিলান না।
"যোমাই চইতে জাহাজ আরও দুই হল সৈন্য
গরিয়া হইতেছে। এখন যে এমন কত রেজি-
মেন্ট পাঠাইতে চইবে তাহার সংখ্যা নাই।
কর এই ভয়, লক অর্থাতির মনঃ কি দুই একটা
সঙ্গে নিবারণ করিতে পারি ?

বিলম্ব একটা কার্ণাল জাহাজ পাঠিত হইয়াছে।
ছপরা ডিল্লীতে সৈন্যগণ নামক নামে "টর
গণ গোড়ন পাঠিয়া তা পান করিবার জন্ত বাবু
করিবার ইচ্ছার সত্যই ৫০০০ টাকা দান করিয়া-
ছেন। যে জাহাজ উপর বিভাগের জাহাজ চই
তেছে তাহাও এই বিভাগের জাহাজ। আনন্দ বাবু
লীকে অন্তর্যব সচিত্র যত্নে লিখিত।

চিকাগো নগরে গোট জাহাজ গুড়ের উপর

একটা দুই বকী বসান আছে তাহার বটোটা কাটা
ওজন ৪৫০০ পাউণ্ড। বটোর পেটলনট ৭৫০
পাউণ্ড। বাজাইবার চতুর্ভুজ ১০ পাউণ্ড, বটো-
টার ভাটলনট ৭৫ ১০ কীট ১০ ইঞ্চি।

সে দিন জাহাজের রাজা বেগম সাংকেত
জাহাজে একটা মতলী সভা কর। সভার লক্ষ্য-
ভাই মওরাজী ও মালমোহন বেগমের কর্তব্য বক্তৃতা
সম্বন্ধে বিলম্ব প্রকাশ করা হইয়াছে।

এ বৎসর চীন ও জাপান চইতে গত জুন
মাসের প্রথম পর্যন্ত বিজ্ঞান ১৭,৭৮৩৬০ পাউণ্ড
চা প্রেরিত হইয়াছে। পূর্বে বৎসরের এই সময়
১২,৭৩১২২ পাউণ্ড প্রেরিত হইয়াছিল।

এ বৎসর ভারতের প্রায় সকল স্থান দেশ রুষ্টি
হইয়াছে। শতাব্দী বেতার কি উভিমান কোন
স্থানে রুষ্টির অভাব নাই। উত্তর পশ্চিম ও পূর্ব
প্রদেশেও খুব মন্দা জাহাজে।

মদ্রাস, চীনে গত দুই বছর বাজার মূল্য একটা দুই
ক্রীয়েক দুই ৫ পা-পাচিয়া মরিয়াছে। আর এক
বক্তৃতা সাংঘাতিক রূপে আতঙ্ক হইয়া হাঁস-
পাতাল বাসী হইয়াছে।

আনন্দের সহযোগী মন বিভাগের ও সাধারণী
একত্র হইয়া গত সোমবারের পূর্বে হইতে "মন
বিভাগের সাধারণী" নাম গ্রহণ করিয়া প্রকাশিত
হইতেছেন।

টোকাগারি ডিল্লীতে একটা বাজার গিরির
অগ্নুৎপাতে অনেক গুলি গ্রাম ও মগর টবসর
গিরা বহলোকের জীবন ও ধন সম্পত্তি নিন্দিত
হইয়া গিয়াছে। এ বৎসর চারিদিকেই অগ্নুৎ-
পাত।

পুণ্ডিত কোমলাপ্রসাদ লক্ষ্যে বিভাগের সহকারী
কমিশনারের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

জাহাজের গোলমোহন গবর্ণমেন্টের অনেকগুলি
কার্ণাল আটক হইয়া রহিয়াছে। নাগপুর সেটেল
রেলওয়ে দখল হইল না, মাদ্রাসের ডক অমনই
রহিল, ই. বি. রেলওয়ের বাকি বিভাগে বাকিগণ
হইতে টোলগঞ্জ পর্যন্ত যে রেল পথ প্রস্তুত হইয়া
রহিয়াছে তাহাতে রেল পর্যন্তও বসিল না।

হারতাকার মহারাজা বেতার বিভাগ চইতে
ডাক কর উঠাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন।
বেতারের জমদার সত্য হইয়া উল্লেখ্য
হইয়াছেন। আনন্দ আশা করি জমিদার সভা ও
মহারাজা এ বিষয়ে কৃতকাৰ্য্য হইতে পারিবেন।

হোম গবর্ণমেন্ট উত্তর পশ্চিমাকলে একটা
মামলাপত্র সভা পুণ্ডিত করিবার প্রস্তাবে সম্মতি
প্রদান করিয়াছেন।

জাহাজের উত্তর পশ্চিম রেলওয়ের কবি
হইয়াছে অনেক দিন বরিয়া ডাক পত্রের ব
ছিল। সাধারণীপুত্র ও অখাল, রমণা বিনকত
রেল টোল লাই।

মাদ্রাস গবর্ণমেন্টের পূর্বেকার্য্য বিভাগে
কোম কোম কার্য্য নিতে "অখালনী" কোম
কোম প্রয়োজনীয় দোষ তাহা জাপ
করিবার জন্ত রাজস্ব সমিতি চইতে পত্র লেখ
হইয়াছে। যে সকল কার্য্যের জন্ত অসুবিধি বেগ
হইয়াছে তাহা রাজস্ব সমিতি বিবেচনা করি
কর করিবেন।

কাছাতে অতিবৃষ্টি হইয়া মদ্রাস লক্ষ্যে
প্রাণিত হইয়াছে। মাদ্রাস জমিদার পাত্র ১৮
অন্দের মত জল হাঁড়াইয়াছে। এখন যদি জ
নির্গমনের কোম উপায় করা না কর জাহাজ
গারান ও জাহাজের অভাব বর্ষের দোষ
প্রাণিত হইয়া যাইবে।

টমাস লর্ড নামক জেনারেল সৈনিক একজন
পাখা টোকা কুলকে অপর এক বাকি জাহাজ
করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। এমামাম লক্ষ্য
আনন্দের তাহার বিম বৎসরের জন্ত কর্তব্য প
জেনের সাহিত্য কার্য্যের দ্বারা চইতে।

জাহাজের একজন কুলকে ত পাইতে
পুড়াইয়া বরিয়াছে। জাহাজের বসন্তান্তি কোম
তাহা না বরিয়া দেওয়ার ডাক হইয়া জাহাজ
সাত্রে কোমামিন ৫৫৫ মাঝাইয়া অগ্নি জাহাজ
ইয়া দোষ, তাহা চই জাহাজ মুক্ত কর।

সিলংগে নেজার উইলিয়ামস একটা জাহাজ
নিয়ার শিশি খুলিতে গিয়া শিশিটা ভাঙিয়া
কেনেন। উহকট এনোমিয়া চতুর্ভুজ হই
বাহিগত হইয়া লেখক ৩৫৭.৭ মটো জাহাজ
অপকর্ষের পর তাহার মুক্ত হইয়াছে। নেজ
উইলিয়ামস এক জন ভোগা কল্যাণী ছিলেন
তাহার পরলোক গমনে আনন্দা মিথ্যে জাহাজ
হইয়াছে।

রয়টারের টেলিগ্রাফ পাইবার বিভিন্ন আন
বেত কালকাতার ডেলিমিউস ও টেটলম্যান চাহ
সিদ্ধা আনন্দ। টেটলম্যান বলেন লোকের মন
জমরব যে রয়টার লোকের অনেক টেলিগ্রাফ পাঠ
ইতে পারিতেছেন না। রয়টারের টেলিগ্রাফ
জন্ত গবর্ণমেন্টের কতগুলি চাহিদাও আছে এবং
প্রকাশ করা কর্তব্য। আশার ইলিঙ্গনামে
সম্বাদ টেলিগ্রাম বিক্রয় করেন। টেটলম্যান
নলেন ডেলিমিউস ও আনন্দের মুক্ত ৭৭ চাহ
ইয়াছেন ইলিঙ্গনামের এ বাবসা কর্তব্য নাই।

দর্শনশিল্প বলেন — যেম্না করা অপেক্ষা
করিয়া ও তরল পোষণ করা ভাল। যেম্না না
করিয়া অন্যভাবে নৈসর্গিক বাস ও ভ্রমণের। আমরা
কিন্তু যেম্না না করিয়া চুরি করিতে উপবেশ
তে পারি না। কিন্তু যেম্না করিতে বরিত্ত বাজালী কমে
হইত কি?

বিহারের সমস্ত গবর্নমেন্ট একজন ক্রম পরিবর্তন
বলেন, ই বাজেরা বেলীর সৈন্যের এত প্রাধান্য
করেন তথাপি বেলীর সৈন্যকে উপযুক্ত রূপে চুড়
না। লিথাইয়া উৎসাহ সৈন্যের ব্যায় ভাড়াবের
ভেত্রে ভাল অস্ত্র পত্র কেননা কেন? — আমরা উত্তর
ই, এ কেবল অবিধান, কেবল সন্দেহ।

ভেটসম্যান বলেন গত ১ই জুলাই পর্যন্ত ২৭২
ন বকশীল ৫০ জন উইলিয়ামিট, ১৩১ জন প্রাচ-
নিয়া ও ৬৫ জন প্যানে। ইট সত্যজ্ঞেয়ত্ব
হইয়াছেন।

যে বাট নগরের পরিচিতি আবার পারসা দেশে
করিয়া বাটবার চেষ্টা করিতেছেন।

বেচিরিয়ার রাজ্য আত্মরক্ষা করিয়াছেন।

জাপান-বাসিনা ইউরোপীয় প্রথার সুবিধা
লক্ষ্য করিবার জন্য ভারতে কয়েকজন উৎসাহী
জিকে পাঠাইয়া বিতাছেন। জাপান ইংরাজের
স্বার্থ অজ্ঞকরণ করিতে চায়।

কুলী হইতে দিল্লী গোল্ডটের এক জন সংবাদ-
দাতা লিখিয়াছেন যে কলিকাতার অধিবাসিনা, পীড়ি-
তর বড় একটা ডিক্টিংসা করে, যা। তাহার
শ্রমিকিংসা রোগ হইলে ইহারা তাড়াতাড়ি পরিত্যক্ত
করা হয়। এতদুপাধি-
বাসিনার পক্ষ সেখানে সুস্থার উপায় সচল।
এত প্রেরক বলেন পরিত্যক্ত উপর এমন কত বে-
কতাল আছে তাহার ইয়দা করা যায় না।

আমাদের জনৈক সহযোগী বলেন জাহানাবাদ
জেলার এক পুত্রিণীর দ্বারা একটা খেজুরগাছ
গাছ। সেটা প্রায়শ্চাত্ত সোজা হইয়া থাকে,
যত বেলা হয় ততই ক্রমশ মাথা বোর, ইতে থাকে
তাই প্রায়শ্চাত্ত সমস্ত পুত্রিণীর জলে অবনত হইয়া
পড়ে। সত্বে পর আবার ক্রমশই উঠে থাকে।

ইউনাইটেড ভেটসেস এখন সর্বমুখ ১০১৬০
খানি সংবাদ পত্র আছে। তন্মধ্যে ১২১৬খানি
ইংলিশ।

আসাতবে বিজীপ সৈন্যের ভিতর বড় মারীভর
আরত হইয়াছে। আবার ১০ জন লোক কেসল
পরিদর্শনে মারা গিয়াছে।

একজন বেলবের সেনাপতির সচিব বোসিট-
আর একটা বড় রকমের বুদ্ধ চর ইত্যাদি
অনেক জলি ইংরাজ ও প্রাচ্যসৈন্য হত হইয়াছে।

প্রাচ্য বেসকল ড. ক. ইত সৈন্য বরা পক্ষিগাছে
ভাঙাধিগের বাতাসে শীতলী পিটার হর তখন
ব্যবস্থাপক সত্বে একটা পাণ্ডুলিপি দেওয়া
হইয়াছে।

ঢাকা পোর্ট বেলেন মন্বনসিং বিদ্যালয়ে
এক জন বালককে ভাঙা শিকক ভিত্তির ভগ্নপান
করিতে বালক, সোমপ্রকাশে এইরূপ প্রকাশ কর।
মন্বনসিং বিদ্যালয়ের কার্য নির্বাহক সত্বে এই
বিবরে তদন্ত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন যে এই
জনরবতী অসুস্থ। যে বালকটা একটা রটনা করে
সত্বে কি তাহার মিকট কোম অনুসন্ধান লইয়া-
হিলেন?

২৭এ জুন ৩০ জন সান ড'কাইত লামাইলা
মালক একটা সুস্থ গ্রাম আক্রমণ করে। তাহার
পুলিষ শত্রুকে মারিয়া ফেল, একজন জনাবার,
দুই জন সিপাহি ও দুই জন শিবির বাতী হত হই-
য়াছে। কাটগন প্রেসটন্ দুই তিন জন শিবির
বাহক ও তিন জন সিপাহি আহত হইয়াছে।

আবদুল সতিক বাঁ বাতাহর কুপাল ভাগ
করিয়া কলিকাতার আগিরাভন। বিহার প্রদেশ
কালে বেলন ভাঙাকে এক ছড়া সুতার তার সাতটা
খিলাত ও একটা ছিরকের তার পেইচ উপহার
দিয়াছেন।

কুনাবার প্রায়শ্চাত্ত ইএটজিস ৩৪০০ সৈন্য
লইয়া বিজিত্রিতে অবস্থিতি করিতেছেন। মাল
সাত্বে ১০০০ টাকা জামিনে খালাস পাইয়াছে।

"ডেলি নিউস" বলেন রাজস্ব সচিব কলিকাতার
আসিয়া বেজল সেক্রেটারিয়েট আফিসে অবস্থান
করিবেন। এই বাদে বসিরা বাজলার দ্বার সংকেপ
কার্য চলিবে।

কলিকাতার বেজল মানমাল লীগের দ্বারা
এলাকাবদে ও উত্তর পশ্চিম ও অধোবা সত্বে
ম.ই একটা সার্বজনিক সত্বে সংস্থাপিত হইয়াছে।
সত্বে এখন অধিবাসনে মিত্র লিখিত বিবর জলি
দ্বিতীক হইয়াছে। এই সত্বে বেজল মানমাল
লীগ বেজলির প্রতিমিহি এবং মাল্লাজ মহা-
সত্বে, গোবাই সত্বে এবং এইরূপ অসামান্য সত্বে
আজকের সুখ পত্র ভাঙাধিগের সচিব সচিব ও
সহায়ত্বিত্তি রাখিয়া কার্য করিবে, এবং বাহাতে
গবর্নমেন্টের ভিতর প্রতিমিহি মূলক ব্যবহার
প্রতিষ্ঠা হর তাহার চেষ্টা করিবে। এই সত্বে
কল্যাণ্য সকল প্রদেশের রাজনৈতিক জাতির সত্বে

জলির সচিব সচিব ও সহায়ত্বিত্তি রাখিবার জল
কর্মী করা হইবে। মাল্লাজ মহা-
এই সত্বে জল একটা মহত্বের গোণা হইবে
ইহার সহায়ক ম.সিক জল এক আম
করিয়া চালা দিতে হইবে। এতদ্বিত্তি সত্বে
কিঞ্চিৎ 'কিঞ্চিৎ এক কালীম নাম করিবে
বতহিম না কার্য নির্বাহক সত্বে গঠিত হর তত্বে
সংগৃহীত অর্থ হইতে কিছু লাভ করা হইবে
আমরা এই সত্বে মজল কাননা করি।

অষ্ট্রেলিয়ার আবার মাকি অর্ধের খনি বাতির
হইত হইবে অনেক সহযোগর অষ্ট্রেলিয়ার কু
পাঠ্য করিয়া লইতে ন। অষ্ট্রেলিয়ার কু
ক্ষেপ আছে।

কুনাবার প্রায়শ্চাত্ত মাকি অষ্ট্রেলিয়ার
বিদ্যা আর একটা প্রাচ্যনী মুলিনেন। প্রায়শ্চাত্ত
প্রাচ্যনী মিত্র হইয়াছেন। কটন ভাঙাতে ক
মাই কিছু অষ্ট্রেলিয়ার জল ও এবার বেল তাড়ত
কর্ষকে বাতাহর প্রায় হইতে না কর। এক জন
আমকে ২৭ কোটি শোকেস সর্বনাশ।

বালু জৈলোকামাধ সুখোপাধার বিলাতে গিয়া
যথেষ্ট আদর পাইয়াছেন। বিলাতের ভারত
প্রাচ্যনী বে কৃতকার্য হইয়াছে জৈলোকা বালু ভাঙা
প্রধান কারণ। প্রায়শ্চাত্ত অষ্ট্রেলিয়ার উত্তর
ম.ম. করিয়াছেন। অষ্ট্রেলিয়ার লইয়া ভাঙা
ম.ম. মিত্র পরিচিত করিয়া দিয়াছেন। এ
আদর, তার পর প্রাচ্যনীতে বাতাহা বেল
পাইলেন ভাঙাধর ম.ম. জৈলোকামাধ পর
নাম মাই। হিম্মপেট্রিট বলেন ঢেকি অ
বেলেও ধান ভানে।

গবর্নমেন্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনেন্ট গবর্ন-
রের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

হাফড়া উল্লেখিত সন্তোপুতি কালেক্টর জিনক কুনমসে
হর পর্যবেক্ষণ বদলি হইলেন। সন্তোপের অস্থায়ী সহচর
কালেক্টর মোসাব আমওয়ার মহম্মদ হারতালার পাকা হইলেন।
হারতালার সন্তোপুতি মাজিষ্ট্রেট ও সন্তোপুতি কালেক্টর জিনক গোপ
চন্দ্র সুখোপাধার অল্য হুসু ম.ম. হরতা পবাত ম.ম. মিত্র
অস্থায়ী রূপে নিযুক্ত হইলেন। বাগুদী সন্তোপুতি কালেক্টর
জিনক কুনমসে সুখোপাধার দ্বারা এবং দুই লইয়া
গোবাই বদলি হইলেন। বেহারের অস্থায়ী সন্তোপুতি কালেক্টর
বালু মন্বনসিং চট্টোপাধ্যায় ম.ম. মিত্র হইলেন।

স্বহিগণের ভরোভাব হওয়া অবধি ভারতের

অবশিষ্ট ভূতপাত হইতে আরম্ভ হইরাছে। পূর্ব-
কালীন বেদ ও মহাবির বাবদ্য অনুসারে চি লে
বর্ষ মধ্যে কোন সাম্প্রদায়িকতা হইতে পারে না।
বর্ষ-বর্ষ, আচার বর্ষ, আশ্বিন বর্ষ, সংবৎ ও বোগ
প্রভৃতি সকলই পূর্বে বর্ষরূপে পরিগণিত ছিল। বি-
গণের পর ভারতে সাম্প্রদায়িকতা প্রচারিত হইতে
আরম্ভ হয়, সেই সাম্প্রদায়িকতার জন্য ভারতবাসী-
গণ পরস্পর বিবাহ করিয়া উৎসাহ হইয়া যায়।
বিবাহ পরামর্শ ব্যক্তিগণ কখন বর্ষ পরামর্শ হইতে
পারে না। কোন প্রকার উন্নতিই তাহাদের
সম্ভব নহে। সাম্প্রদায়িকতা হেতু রাগ বৈরাডি
কুপ্রভৃতি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ভারতবাসীদিগকে
অভিসম্ব প্রভৃতি সম্পন্ন করিয়া তুলিল, ততঃ
সকলেই সর্ব বিষয়ে হীন হইয়া পড়িল। বর্ষ আদর
হইতে বহির্গত হইয়া বাহিরের চিন্তাভাবের পরি-
বর্তিত হইতে লাগিল। অন্তরে কেবল প্রভাতপাতই
আজর হইল, পরস্পর সকলেই ঘোরতর বিবাদের
উদ্বৃত্ত হইল। সেই জন্য ভারতবাসী আত্মীয়তা
হারাইল। পরে বাহ্য কিছু বহুদূর ভারতবাসীর
অবশিষ্ট ছিল, বহুদূর বিবর্তনের উৎপীড়নে
তাহাও লোপ প্রাপ্ত হইল। ইহার দুল বে কেবল
মাত্র সাম্প্রদায়িকতা তাহার আর সংলগ্ন নাই।
তাহার বিচার করিতে গেলে প্রত্যেক অত
দীর্ঘ হয়, এজন্য অল্প তাহা হইতে বিরত
হইলাম। কল কথ্য, এই সাম্প্রদায়িকতার ফলে
আমাদিগকে এতদূর অসমর্থ করিয়াছে যে সামান্য
কুপ কৃত্য ত্রুটিবর্ষ, মহাসাগর কৃত্য আর্ধ্যবর্ষের
বিশলতা বিষয়ে ও বিতর্ক করিতেছে। ভারত
বাসীকে ধর্ম্মবিগণ শৌচলিক ও দুর্ধ বলিয়া
হাসিয়া উড়াইয়া দেয়। যেসকল অদেহীর তাত্ত্বিক
কিঞ্চিৎ শিক্ষা পাইতে থাকেন, তাহার সাম্প্র-
দায়িকতার আবরণে আবৃত। মহান্ আর্ধ্যবর্ষের বর্ষ
বৃত্তিতে না পারিয়া, ত্রুটির প্রভৃতি বর্ষের জ্যেষ্ঠতা
অনুভব করিয়া তাহার আশ্ববর্ষ বিসর্জন দিতে হয়।
ক্রমে এমন ভয়ানক অবস্থা উপস্থিত যে বর্ষ-ভাগ্য-
বশতঃ করেকজন হিন্দুবর্ষের প্রকৃত বর্ষরূপ পণ্ডিত
আবিষ্কৃত হইয়া উহার ব্যাখ্যা করিতে প্রস্তুত না
হইতেন, তাহা হইলে অতি অল্প দিনেই ভারত
আর্ধ্যবর্ষ হুলা অথবা এককালে বর্ষহীন হইত।
সৌভাগ্যবশতঃ মেঘ বিদূরিত হইয়াছে। এক্ষণে জাত
গণ অনেকের আর্ধ্যবর্ষের প্রকৃত মতান্তর বুঝিতে
পারিয়াছেন। তাহার সুবিধা হইলে কে-আর্ধ্যবর্ষই
নামের উপাধাশী একমাত্র বর্ষ, পৃথিবীর আর
সবই উপবর্ষ বা কুবর্ষ, ততঃ সকলেই একপে
অ-জ্ঞানের সহিত অধর্ষে অভিযান হইতেছেন।

দুই বৎসর তইল বিধিবদ্ধকৃত সভা মাঝে এক
 আর্থবর্ষ সভায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া আর্থবর্ষ সংরক্ষণ
 চেষ্টা করিতেছেন; কতিপয় বন্দীও বর্ষ পরায়
 তাহাতে যোগ গ্রহণ করার অতি অসম্মানেই
 সভায় আশাভীত উন্নতি হইয়াছে। আনন্ডা ম
 করিয়াছিল। এই সভা সমস্ত সভায় মূল ও অ
 গুলি তাহার মাধ্যমে অল্পকাল ধাক্কি
 সমস্ত হিন্দু সভ্যদের বর্ষব্যয় পরিবর্তিত করিবে
 বোধ হয় এই আশাতেই সমস্ত সভ্যদের নারী
 বিবাহিতী মাসিক পত্রিকা ধাক্কি সম্পাদক জি
 যারু কেহারাও সভা প্রতিষ্ঠাযোগ্য এই সভা
 সম্পাদিত করিয়া দিচ্ছিলেন। অতীত বার সভা
 সভাগণও মনে মনে উহার প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত হই
 চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু বর্তমান বৎসরে
 বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসের সমস্ত মোহিনীতে
 বৈশাখ সভার আশ্রমের যে কারণ, নির্দিষ্ট হইয়া
 ও কুতর্ক সামক প্রযুক্ত বৈশাখ সাম্প্রদায়িক
 ভগ্নানক ভাব প্রকাশিত হইয়াছে, যদি বৈশাখ
 সভার প্রকৃত এই উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে তাহা
 সমস্ত হিন্দু সভ্যদের একীকরণ হইয়া পূত্র

কীর বৈক্যব সন্তানদেরও, এলীকরণ হইবে না।
 ৩৮৫৩ বিখ্যৈক্যব সন্তান নামক গ্রন্থের এক নামে
 কথা আছে। “আমের দিন হইতে এই মগরীর
 কবচগণ নামানিধি চরিত্রতা স্থাপন করিয়া বহুশত
 ৩৮৫৩ পৌড়িত বুকবুকদের অপর পোষক করিয়া
 কী করিতেছেন। কিন্তু চরিত্রতা গুলি মনো
 ৩৮৫৩ মতেব গল্পবক ভট্টরা এখানক কোন কার্য
 রিতে পারে মাই বহুঃ হাস্যম্পদ হইয়া
 গল। লাভ সাধুরক তাহাতে প্রাণিত ও নিরুৎ
 ৩৮৫৩ হইয়া ইতস্ততা ভ্রমণ করিতেছিলেন। পরম
 ৩৮৫৩ কথানিগর জিহ্মচাকুর কৃষ্ণকটাক হারা ভাষা-
 ৩৮৫৩ গকে একত্র কবিতা “বিশ্ববৈক্যব সত্য” নামে
 ৩৮৫৩ কটী সত্য এই মগরী মায়া উৎপন্ন হইয়াছে”।
 ৩৮৫৩ জিহ্মচাকুর এই বাস্তবিক কি সমস্ত
 ৩৮৫৩ চরিত্রতা গুলি মিথ্যাত প্রচারণ করিতে
 ৩৮৫৩ মন? মিজ মতের অর্থ কি? এই সত্য
 ৩৮৫৩ লিতে কি ক্রীড়া বা মহামলীর প্রকৃতি ধর্মব
 ৩৮৫৩ চাব হইয়া থাকে, না কালীর সচিত বিকুর
 ৩৮৫৩ মন প্রচার করাকে সম্পাদক মহাশয় মিথ্যাত
 ৩৮৫৩ চাব ভাবিয়াছেন। যদি শোভাক কথ্য সত্য
 ৩৮৫৩ তাহা হইলে যে উহা সমাজন আর্থাবর্জী-
 ৩৮৫৩ পিত্ত বাক্য মতে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।
 ৩৮৫৩ পাতক মহাশয়ের যে উচ্চাই অভিধান, তাহা
 ৩৮৫৩ হক নামক পঞ্চ পাঠ করিলে স্পষ্ট বুঝা যায়।
 ৩৮৫৩ পঞ্চ পাঠ লিখিত হইয়াছে কালী, দুর্গা প্রভৃ
 ৩৮৫৩ র নির্মাণ্য ভোক্তা বৈক্যবগণের অকর্তব্য।
 ৩৮৫৩ মতের পবত্ব হইয়া “চরিত্রতা গুলি এ পর্য্যন্ত
 ৩৮৫৩ র্মি কার্য কবিত্ত পারে নাই।” এই উদ্দেশ্যেই
 ৩৮৫৩ পাতক মহাশয় একধার উল্লেখ করিয়া থাকেন
 ৩৮৫৩ তা হইলে ইহাতে কাহার মর্জিত হওয়া উচিত
 ৩৮৫৩ হে. কেন না উপরি উক্ত মত প্রকৃত বৈক্যবগণ মত
 ৩৮৫৩ হ। আর্থাবর্জবনত মত। উহা বর্জ্যমার্গ বর্জিত
 ৩৮৫৩ বর্জিব মত। বেদ ও ঐতিহ্যকা বর্জিত মত
 ৩৮৫৩ মত প্রাণ্য মত; ঐতিহ্যগণ চিবকালই পাপ
 ৩৮৫৩ মার অতঃ কল্পনা করিয়াছেন। চরিত্র এক
 ৩৮৫৩ র্তিতে গঠিত করিয়াছেন। বীভার। সেই ঐতি
 ৩৮৫৩ ক্যের বিকৃত বাক্য বলাব ভাষা কিস্তি নছেন।
 ৩৮৫৩ য একতানে লিখিতছেন।
 ৩৮৫৩ মিত্যেব না অগম্যুর্জিত স্ত্রাসকর্ম্মবহু কতম্।
 ৩৮৫৩ তথাপি তৎ সন্তুপ্তির্জিতবহু অগম্যঃ মম।
 ৩৮৫৩ বেদান, কার্য সিদ্ধার্থ মাধির্জিত স। বহ।
 ৩৮৫৩ উৎপন্নতি ভদ্রাঙ্গকে সা নিত্য। পৃতিবীর্যতে।
 ৩৮৫৩ আবার ঐতি তগবহুর্জিত বলিয়াছেন।
 ৩৮৫৩ ২ম। বহুর্জিত বর্জ্যমার্গনির্জিত ভারত।
 ৩৮৫৩ অতু পান মর্জ্যমার্গ ভদ্রাঙ্গনির্জিত স্ত্রাসকর্ম্মবহু।

পরিজ্ঞান সাধুবাং নিমিত্তক হুত্বাং।
 বর্জ্য সংস্কারার্থ সাধুবাং হুত্বাং।
 এই উক্তই এক ঐতিহ্যকা. তবে কেন না
 বলিব যে, বিনি শ্যাম ক্রিমিই শ্যাম। বৈক্যবগণ
 কি আশ্বগণের জার-জর জাগ করিব, ঐতিহ্যগণ
 করিয়া, গুণিত অশ্বগণ করিয়া বর্জ্য প্রবণ করিবেন?
 তাহা যদি হয় তাহা হইলে বুদ্ধিমান ভাষ্যের বর্জ
 আর্থাবর্জ মতে, উচ্চাশ্বগণের মূর্ত্যভর মাত। কারণ
 আশ্ব যেরূপ হিন্দুধর্মের সন্তানত আশা না করিয়া
 আপন উচ্চাশ্বত কোন কোন বহু অবলম্বন করিয়া
 ছেন, উপরোক্ত রূপ বৈক্যব বর্জ্যবলবীগণ ও
 সেই রূপ আপন প্রকৃতি অশ্বারী ঐতিহ্য কোন
 কোন বাক্য প্রবণ করিতেছেন ও কোন কোন বাক্য
 অগ্রাহ্য করিতেছেন। সুতরাং উপরোক্ত হিন্দুধর্ম
 বলা যায় না। ইহা বৈক্যব বর্জ্য মত বেদান্তিক
 সেই রূপ বৈক্যব বর্জ্য মতের মত অস্বাভাবিকতার
 পরিবর্তে অবপ্রাণিত করা হয়। বিচারের পরি
 বর্তে কর্তৃত্বকর করা হয়। মর্জ্য বিচারে মার্জ্য নাই।
 উহা সমাজন বর্জ্য বিচারী বৈক্যব বর্জ্য। সুতরাং
 প্রবর্জ্যাকৃত একবর্জমর্জী সাম্প্রদায়িকতার কথা
 বাস্তবিক হিন্দুগণের অধীরবের কারণ হইতে
 পারে না।
 বিশ্ব-বৈক্যব সত্য সত্য বহুশতগণক
 আমরা সাধুদের সন্তানত করিয়া বলি,
 যদি ভাষার বাস্তবিক আর্থাবর্জ সংরক্ষণ ব্রতী
 হইয়া থাকেন, তাহা হইলে সমস্ত ভাবিনীর
 লিখিত এই সকল বিষয়ের প্রতি মর্জ্যমার্গী হই-
 যেন। তাহা না করিলে আমরা বুঝিব ভাষার
 আর্থাবর্জের সংরক্ষক মর্জ্য-বিশালক।
 সংবাদিতার পত্র
 জামালপুর।
 গত ২১এ জুন তারিখের সোমপ্রকাশে এখান-
 কার পত্র প্রেরক জিবুজ বাবু মহোদয় যেন
 “জামালপুর ভৈরবের লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে
 যে পত্র লিখিয়াছেন গত ২১এ জুন বুকের
 সেসম আদালতে তাহার মূলত বিচার হইয়া
 ইংরাজ জাতির ভবিষ্যতের জরপতাকা উত্তীর্ণ
 হইয়াছে। এতদিন সংবাদ পত্রে আশাযের মূলি
 হত্যার বিচার সম্বন্ধে বাহ্য পাঠ করতাম তাহা
 সকল সমর বিশ্বাস করিতাম না। যদ্যে হইত ইহাবিশ
 পতালীতে পৃথিবীর নথো যে জাতি মৃত্যু বালিয়া
 পরিচিত, আর ও সত্য যে জাতির মৃত্যু ভাষার
 যে প্রকাশ্য ধর্ম্মাধিকরণ উপবেশন করিয়া জার

ও সত্যের মূল জুটায় তাহা করিবেন তাহা কখন
 হইতে পারে না। কিন্তু আশাযের পরম জামা
 পদ ভবিষ্যতের ভাষ্যপূরণের জন্ত তারম
 সাহেব মহাশয় গত ২১এ জুন বুকের সেসম
 আদালতে ভিত্তি তত্বাকারী হইলেন। সাহেবে
 সম্বন্ধে যে ভবিষ্যত করিয়াছেন তাহাতে বো
 হইতেছে বহুশত হইতে বেসকল অনিচ্চারের কথা
 সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হয় তাহা অতিরঞ্জি
 মতে। উক্ত ভিত্তি তত্বাকারী হইলেন সাহেব-
 রকা করিবার জন্ত এখানকার রেলওয়ে
 সাহেবগণ চাঁকা জুনিয়র্ডালম এন্ড পবর্জম
 রেলওয়ে পুলিশের ইনস্পেক্টর সাহেব মাধির্জিত
 কবার ভিত্তি করিয়াছিলেন। এখান বুকের
 জিবুজ বাবু মহোদয় রামক আসামীর পদ
 উকিল নিযুক্ত করা হইয়াছিল এন্ড মকদমা
 কাগজ পত্র ও ভাষার মিকট বেগরা ভট্টাছিল
 মহোদয় বাবুকে সাহায্য করিবার জন্য এক জ
 বোক্তারও নিযুক্ত করা হইয়াছিল সেই
 বোক্তার বাবুর মিকট কলিলেন যে বাটলি সাহেব
 সাক্ষিগণের জবানবানির কতকগুলি কথা
 উক্ত জবানবানির ধোয়া লেখেন নাই। একথা তে
 আমি বিশ্বাস করি নাই কিন্তু গত ১ম জুলাই
 তারিখের ইণ্ডিয়ান সিরারের সংবাদবাতা লিখিত
 ছেন যে রাইলি সাহেব সাক্ষিগণের সকল কথা
 প্রকাশ করেন নাই কি তরামক কথা। যদি ইহা
 সত্য হয় তাহা হইলে ইহার জার বহুশত
 ও পক্ষপাতীতা আর কি আছে? আবার এরূপ
 জবানবানি শুনেছি যে হুইম সাহেবের ভিত্তি
 চড় মারার পর যে হাতা হারা প্রচার কবিতা
 ছিল এ কথা সাক্ষীরা বলিলেন রাইলি সাহেব
 তাহা লেখেন নাই। এ কথা কতক মত
 তাহা আমি না। আমি ইহা করি পবর্জমার্জ
 উকিল সাক্ষিগণের জবানবানি হইতে ইহা
 সত্যতা মকদম সাধারণতঃ জ্ঞাত করান। কেনই
 সাক্ষীরা এক প্রকার বলিল মাঝির্জিত অত এক
 লিখিলেন। লোকের এরূপ ভুলভ্রমের জবানবানি
 বেগরা কোন মতেই বিশ্বাস মতে। যোম হয় এই
 সব গোপনালে হুইম সাহেবের পৃষ্ঠ পোষক
 গণ উক্ত মহোদয় বাবুর মিকট হইতে মকদমা
 কাগজ পত্র কিরাইরা লইয়া পাটনার ব্যারিষ্টার
 জন সাহেবকে নিযুক্ত করেন। তাহার পর বিচার
 রের দিন ভাষ্যপূরণের জন্ত তারম সাহেব
 ডাক্তরে জব সাহেবের জবানবানি লইয়া উক্ত
 হুইম সাহেবকে সামান্য আশ.৫ করা অপরাট
 ২০ টাকা জরিমানা করিয়া নিষ্কৃতি বিচার

নিলাম রেলওয়ের ড.জ.র জুজু সাহেব বলিয়া-
ম যে প্রতিষ্ঠা অবশ্য করিত তখন ২১৪ দিন পূর্বে
তার পরে অর্থাৎ ২১৪ দিন পরে তাহার আত্মবিক
হু। বড়ই কেম না, সে অত্যন্ত দুর্বল ছিল।
এই কুটন সাহেবের চপেটাঘাতে ২১৪ দিন পূর্বে
বিদ্যাহে এই মাত্র। একপে আনানিগের প্রথম
বা এই ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট রাউলি সাহেব একটী
নী বোকম্বা একাশা কোর্টে যা করিয়া রেল-
রে টেনস একলাসে কেম করিলেন? এবং
মধ্যমে বেলগনের কেরাশি, সাহেবকে সাফা-
ক জেরা করিতে কেম মিথ্যার করিলেন
না?

দ্বিতীয় কথা।—মিঃরর জ্ঞানভাণ্ডার এবং
মনকার জরাজীর্ণ তটস্থ যে কুমিল্প পাওয়া
হইতেছে যে সাক্ষিরা মাতা বলিতেছে তাহা
ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট রাউলি সাহেব সন্দেহের মাই।
কত যদি সত্য হয় তাহা হইলে তাহা না মিথ্যার
প্রমাণ কি?

তৃতীয় কথা—উত্তম পোশাক কোর্টের কোম-
নিয়ন্ত্রণের রাইলি সাহেব দুই মত টাকার
মামিলে কুটন সাহেবকে ছাড়িয়াছিলেন? চতুর্থ
কথা—ভাগলপুরের verdon সাহেব যখন সুজের
মামিলে তখন ভাগলপুর সুজের এক মিকট-
মতা স্থান হইলেও এরলে উপস্থিত হইয়া
local enquiry করিলেন না কেন?

পঞ্চম কথা—আর কত দিন এ দেশীয় দুখী
সাহেবরা যেতাজিগের কল্ল জীবন বিসর্জন
করিবে। আমরা ভরসা করি মানবীরা তাইকোর্ট
এই মকদ্দমার কাগজ পত্র নীচ তলব করিয়া
সাহেবের সুবিচার হয় তাহা করিবেন। এখানকার
মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে এই মকদ্দমার জন্য
মৃত্যু কোতও হুজু দেখা বাইতেছে। গের ভর
মামিলার অরণ আছে এলাহাভাহে ফুলার সাহে-
বের বকম্বা সম্বন্ধে এইরূপ হইয়াছিল কিন্তু
সংবাদ পত্রে বিশেষ আকোলন হওয়াতে তাহার
পূর্ণ বিচারের আদেশ হইয়াছিল এবং তাহারে
আসামীর লাজা হয়।

গত ১লা জুলাই স্বতন্ত্রাধিকার এখানকার
বৈধ লম্বা সংকারণী মতায় একটী বিশেষ অধি-
বেশন হইয়াছিল। উক্ত অধিবেশনে আমেরিকা
হইতে প্রত্যাগত জীপুজ বাবু অমৃতলাল রায় কে
সমীচীন পুণ্যার্থে সম্বন্ধে আকোলন করা হয়।
মহাশয় ও ভট্টশালীর পণ্ডিত সওদাগী আরাধিত
ব্যবস্থা বিবর্তন। অমৃত বাবু ও আরাধিত করিতে
সম্মত হইয়াছেন। একপে বৈধা সম্বন্ধসম্পর্কে

অমৃতোব করিতেছি তাহার উদারতার সহিত
অমৃত বাবুকে সম্বন্ধে প্রবেশ করণ।

এতৎ সম্বন্ধে ব্যাভারে মিথ্যার ইচ্ছা রছিল।
এখানকার করেকটি তথ্যেরে এতটী মজিবনী সত্য
সংজ্ঞাপনের চেষ্টা করিতেছেন আমরা বলি সত্য
করিবার পূর্বে গৃহ বিবেচ্য মিটাইলে ভাল হয়
না?

বিজ্ঞাপন।

ইলকটো গ্যালভানীর অমৃতী কবচ ও অমৃত



পি নি, দান করুক নির্দিষ্ট ও আবিষ্কৃত।

৩৪ নং বেলগটোলা মেম, পটলডালা কলিকাতা।

এই অমৃতী কবচ ও অমৃতের এমন আশ্চর্য
শক্তি আছে যে, বেসকল রোগে মনুষ্য একবারে
হত্যা হইয়া পড়েন অথচ ডাক্তারি, হাজিরা এবং
কবিজাজি চিকিৎসার কিছু-ই কিছু উপশব্দ হয়
মাই, তাহার এই মনুষ্য শক্তি এবং জীবন অরণ
কবচ, অমৃতী ও অমৃত ব্যরণ করিলে সেই সমস্ত
হারাং রোগ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্তিলাভ করিবেন,
অতএব যদি কেহ ব্যাধি মনুষ্য হইতে নিষ্কৃত
পাইতে ইচ্ছা করেন তবে আর র নিকট ভাঙিত
অমৃতী, কবচ কিবা অমৃত লইয়া বাউন, আর রোগের
কঠোর মনুষ্য ভোগ করিতে হইবে না, এবং মনুষ্য
শরীরে ইল বাবহার করিলে ওলাউঠা বসন্ত প্রভৃতি
সংক্রামক রোগ লক্ষ্য করিতে পারে না। অমৃতী
কবচ ও অমৃত জর কালিন (P. C. D.) নামাভিত
মেরিয়া লইবেন এবং অমৃতী ও অমৃতের মাপ
পাঠাইয়া বাবিত করিবেন।

প্রতি কবচের মূল্য	১০ তকম ১২ টাকা
প্রতি অমৃতীর মূল্য	১০ তকম ১৫)
প্রতি অমৃতের মূল্য	১০ তকম ১৫)
প্যাকিং ও পোষ্টের মরচা এক হইতে ৬টা ১/০	
৭ হইতে ১২টা ১/০ মাগিবে।	

৩ চারি রকম অমৃতীর মধ্যে ব্যাভারা যে রকম
লইতে ইচ্ছা করিবেন অমৃতগ্রহ পূর্বক সেই মনুষ্য
হারিয়া নির্দিষ্ট করেন।

মিউ. হোমিওপ্যাথিক হল।

এম, বি, বিদ্যালয় এণ্ড কোং।

৪৭ নং সীতারাণ ঘোষের স্ট্রীট কলিকাতা।

বিজ্ঞপ্তি

টাটকা প্রেষণ।

উত্তম উত্তম পুস্তক, পকেট কেম, ব্যারমিটার

৩৩ পিপিং বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক ঔষধসম্বন্ধে ১
পিপি কক, চামচ। প্রকৃতি সমস্ত আবহাওয়ার প্রব
ইংলণ্ড, জার্মানি ও আমেরিকা হইতে আসিয়াছে
গৃহচিকিৎসার উপযোগী ব্যবহারী বাজার। পুস্তক
এখানে পাওয়া যায় এবং প্রথম প্রথম সংবাদ
পত্রের ও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা সক
লের বিশেষ এলংসিত "সম্পূর্ণ বিধান তত্ত্ব
হোমিওপ্যাথিক কি?" নামক উৎকৃষ্ট পুস্তক
খানি কেনল আনানিগের মিকট ডাক বাস্তবস
১১০ এক টাকা আর আনা দুলা পাওয়া যায়
ওলাউঠা ও গৃহ চিকিৎসার জন্য সকল রকম
ঔষধ পূর্ণ ব্যক্তিকার্য সর্বদা প্রস্তুত থাকে।

করক মনুষ্য হইতে মত মত রোগের আক্রমণ
হারা বিশেষ পরীক্ষিত সর্বপ্রকার ম্যালেরিয়া
হারা শান্তিকারক উৎকৃষ্ট হোমিওপ্যাথিক ঔষ
ব্যবস্থাপত্রসহ ১৩১২য়ের মূল্য ৪০ এবং অমৃতপীড়া
বিদ্যায় হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবস্থাপত্রসহ মূল্য
১৪০ দেড় টাকা। ইহা কেনলই আনানিগের মাম
বিক্রীত হয়। ডাকার সুবিধার প্রসিদ্ধ কপু
আরক ব্যবস্থাপত্রসহ মূল্য ১ আনানিগের নিক
পাইবেন।

মকদ্দমার অর্ডার বহুর সহিত ডালুপেরে
পার্সেল হারা নীচ পাঠান হয়।

—৩৩—

বিশেষ সুবিধা বিশেষ সুবিধা

মকদ্দমার বহুরিগের সুবিধার জন্য আম
কলিকাতা হইতে বাজার মরে সকল প্রকার জিনি
খরিদ করিয়া পাঠাইয়া দিতে পারি। বাজার ম
যে কোন প্রমাণ আবশ্যক হইবেক তিনি সি
টাকা প্রেরণ করিলেই উহাকে সমস্ত ডাক
পোষ্টবল পোষ্টে সেই সকল প্রমাণ পাঠান তট
নিম্নলিখিত ঠিকার পত্র লিখিলে সমস্ত বি
জানিতে পারিবেন।

হস্ত এঃঃ মর

৩৩ নং রাধাশঙ্কর
কলিকাতা

ଅନ୍ତର୍ଭାଗ ୨୦ ୨୦

विश्वेश्वर विलास १० २०

କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ନିୟମାବଳୀ ଛାଡ଼ି
ଦେଇ ୧୦ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ।

श्रीकृष्णसुखं भवति न कदाहो

‘जन्मम मन्त्रम्’

সমস্তপক্ষে সোমসংকালনের অগ্রিম দ্বারা ভাষ্য
মাসিক সর্বত্র বার্ষিক ১০ টাকা এবং বাৎসরিক
৫০ টাকা। অসমস্ত পক্ষে ভাষ্যভাষ্য সামান্য
টাকা। অসমস্ত পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা বাৎসরিক
সিকের মিলন ঘাই। শিক্ষক ও ছাত্রদ্বিগে
অসমস্ত ভাষ্য সর্বত্র ৩০ টাকা দ্বিগে
হইয়াছে।

অগ্রিম খুলা বা পাউন্ডে যকজালে সোমগ্রক
প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমগ্রকাশের খু
পাউন্ডইবেক. তাঁহারা অ অ নাম দ্বা দ্বা করি
নিখিল কলিকাতার দক্ষিণ সোমগ্রপুর ডাকঘ
জিহ্বক উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্তীর মায়ে মোট, ত
যরাত চিঠি, মণি অর্ডার, ইহার অগ্রতর মাধ্য
নামের সুবিধা হয়. তিনি সেই উপায় দ্বারা খু
প্রেরণ করিবেক। অর্ড আবার অধিক খুলা
টিকিট প্রেরণ করিলে পূর্বীত হইবে না। খু
নিশেবিত হইবার পূর্বে কেহ সোমগ্রকাশ প্রত
অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট খুলা কিরাইরা বে
হইবে না।

বাহ্যেরা বাহ্যিকতা বিরূপ পত্রাদি প্রেরণ করি-
বেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ ক-
রাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ই
করিলে তাঁহাকে এখন তিন বার প্রতি পংক্তি-
হুই আনা তাহার পর ১০ এক আনা দিতে হইবে।
কেবল ইংরাজী অক্ষরে প্রতি বার ৬১০ করি
লাইন ধরা হইবে।

প্রেরিত, সংবাদদাতা, জনপ্রকারীর পত্র ও প্র
 প্রকৃতি বেসকল বিষয় জানা কান হইতে এক
 জন্ম আইনে তাহার সমস্ত বা কোনটী জা
 বিকৃত বা সত্য এবং সত্য মিথ্যা বিবেচনা বি
 সম্পাদক, প্রচারক বা প্রণয়নকারীর দায়ী মহেন

ଏହି ଏହି ମଧ୍ୟ କଳିକାତୀର ଚକ୍ର ସୋମବାର
ତାଙ୍କ ହୈରା ଚାଉଳିପୋତା ସୋମବାର
ଦିନୁକ ବାବୁ ଶ୍ରୀରାମ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଏହି ସୋମ
ଆଦ୍ୟକାଳେ ବୁଦ୍ଧିତ ଓ ଏକାନ୍ତ ହେ ।

विद्यापननातानिगेर एति ।

আমরা বিত্ত নষ্টকারে সাধারণকে জানাই-
 তেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন বিহার বাড়া
 করিবেন তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিত
 বিজ্ঞাপনের অগ্রিম দুলা পাঠাইয়া দিবেন। এখন
 তিনবার প্রতি পংক্তি ৪০ আনা, তাহার পর ১০
 আনা। ইংরাজী অক্ষরে প্রকাশ হইলে ৮১০
 কবিতা লাইন প্রতি বার বরা তইবে।

যেনকল কর্তৃকামির বিজ্ঞাপন আবানিধের
নিকট আনিবে, তাহা প্রথম একবার বিনামূল্যে
প্রচারিত হইবে; তাহার পর কিয়দালমের মূল্য
লগ্ন হইবে।

ত্রীমুখ স্বাক্ষরকানাথ বিদ্যাকৃষ্ণ প্রণীত
 নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি নিম্নলিখিত মূল্যে
 ও ডাকস্বত্রে কলিকাতা ৯৭ নং কলেজ
 স্ট্রীট মোহনপ্রকাশ ভিণ্ডিকটারিতে পাওয়া
 যায় ।

উপক্ৰমিকমালা	মূল্য	ডাকস্বাক্ষর
১ ম ভাগ	৮০	১০০
২ ম ভাগ	৮০	১০০
নীতিসার ।		
১ ম ভাগ	৮০	১০০
২ ম ভাগ	৮০	১০০

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ।

असुखकारी ।

কলিকাতা মহা মেজার এবং হোমিওপ্যাথিক
ডাক্তারবিশেষের নিকট হইতে ঔষধের উৎকৃষ্টতা
বলৎ প্রমাণ্য। পত্র পাঠাইয়াছেন।

ସ୍ୱଳ୍ପ ସ୍ତର ।

ওলাউঠা চিকিৎসার ১২ শিশি ব্যবস্থা ও কণ্ঠ-
রের আরক সহ ৫ টাকা।

ମୁଦ-ଚିକିତ୍ସାରେ ୨୫ ଖିଲିର ସାଜ ସାବଜା ମୁଦକ
 ୫ ଟୋକା, ୨ ଖିଲିର ସାଜ ୧୦ ଟୋକା ।

‘माधवप्रणव’ ५१ विधि केवल केवल
माधवप्रणव ५१ टोका।

ভাঙ্গারবিদ্যেয় উৎকৃষ্ট বাক্স ২৫ টোকা, সম্পূর্ণ
 উৎকৃষ্ট বাক্স ৫০ টোকা।

इस राजी थाजना मजिद मुलामिरनमनत्र
विना मुला थावत । ठिकाना ६६ नं कनेजरीटे
कनिकाडा ।

সামপ্রদায়িক

১৯৩৬

০০ নং কাল | ১২২০ নং | ১১ ই জাভন | ইং ১৮৮৬ | ২৬ এ জুলাই | ০৭ নং বাণী

প্রথম বার্ষিক হুলা সাহস্ক. সাহস্ক. ১২২০ নং | ১১ ই জাভন | ইং ১৮৮৬ | ২৬ এ জুলাই | অসমর্থ পক্ষের বার্ষিক বার্ষিক টাকা নং | শিকক ও ছাতিয়া-কক-বার্ষিক হুলা সাহস্ক. ১২২০ নং | ১১ ই জাভন | ইং ১৮৮৬ | ২৬ এ জুলাই |

বিজ্ঞাপন

সার রাজা রাজাকান্ত দেব রাজার সন্তান।
অসমিয়ায় কর্মকর্তা হইয়াছেন।

অসমিয়ায়

সর্বসাধারণ লিখিত ও লিখিত ব্যক্তিগত
সহায়তা উৎকর্ষ বেকাগর অফিস, উৎকর্ষ
গড়ে, সংশোধিত ও স্থাপত্যবি লিখিত পরি-
কৃত হইয়া সংখ্যা ৩২২ নং আসে আসে প্রকাশিত
হইতেছে।

এতি সংখ্যার রসাল ৪ পেন্সী ৮ করবা সাহে
১। পূর্ব পূর্ব প্রচারিত সংস্করণের ২৪ করবার
করা আছে, ইহারে জায়া অংশকা ও অধিক
করা আছে। নিম্নলিখিত প্রাককরণের পক্ষে এতি
সংখ্যার মূল্য ১/২ এক টাকা মাত্র।

অসমিয়ায় প্রকাশিত বহুপত্রগণ নিম্ন আকার
পত্রের বিক্রেতা পত্র লিখিতই অসমিয়ায়
প্রকাশিত লিখিত বহু সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে,
প্রকাশ হইবে। (৩২ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে)।

১২২০ নং পাণ্ডুরিয়াবাটা প্রিট, জিহ্বা প্রকাশিত হয়।
কলিকাতা, সি.ই.।
১২২০ নং প্রকাশিত হয়।

অসমিয়ায় প্রকাশিত বহুপত্রগণ নিম্ন আকার

অসমিয়ায়

Wanted a Headmaster for the Mogra
Romjan School. Salary Rs 25 per mensem.
None need apply who has not passed the
First Examination in Arts. Preference will

be given to Such Candidates who gained
Some experience in teaching. Applications
with Copies of testimonials should be sent
to the Secretary. The school is Nearest to
the Mogra Station E. S. S. Railway south-
ern section.

Mogra Romjan school } kabatra mohan
Mograhast P. O. } Deva
24 Pergonaha } And Teacher.

বৈক্য

এই ভক্তি প্রচারক মাসিক পত্রের ৮ নং সংখ্যা
প্রকাশিত হইয়াছে, ইহার অগ্রিম বার্ষিক সাহায্য
১৪ বেক ইকো নিম্নলিখিত দ্বায়ে পাওরা যায়।

"ভক্তিরসামুদ্রমল্ল" (পূর্ববিভাগ)

সংস্কৃত-হুলা, টাকা, টালনী, বাজনা অধ্যায় এবং
বাজনা টালনী সহ ভক্তি বোধক বৈক্য প্রহ
মূল্য ১/২ টাকা তাক সাহস্ক. ১/২ আনা।

"বেদান্ত স্যবস্তুক" (গোবিন্দ (ভাষ্যকারকৃত)

দেবর, জীব, প্রকৃতি, কাল, ও কর্তব্য বোধক
বৈক্য লিখিত প্রহ (বেদান্তপ্রাকর সুত্রিত
সংস্কৃত) মূল্য চারি আনা তাক সাহস্ক. ১/২ আনা।

পুস্তক দুই খানি আসার বিক্রেতা ও সংস্কৃত তিপ-
জিটারি, লোমপ্রকাশ তিপজিটারি এবং বৈক্য
তিপজিটারিতে পাওরা যায়।

জিহ্বা প্রকাশিত হয়।
সাহস্ক. ১/২ আনা।
বহুপত্রগণ, কলিকাতা।

শি. এম. বিশ্বাস

ইংলিশ কালেক্টর-এক-কর্তার সন্তান।
০৭ নং সীতারাম-বোম্বের প্রিট কলিকাতা।



অর্ধ-কবরী ভূষণ তৈল

১ বছর কেবল কেন বিভাগে ব্যবহার্য।
মূল্য ৬, ৪, ২ আউল শিপি ৫০, ৫০, ১০০ আনা।
২ বছর কেবল দ্বায়ে পূর্ণ ব্যবহার্য।
মূল্য ৮, ৪, আউল শিপি ৫০, ১০০ আনা। প্যাণ্ডি
১০ আনা।

নিম্নলিখিত বিবরণ কাটাঙ্গনে বেখুন। তৈল
কাটাঙ্গন বিনা মূল্য বিতরণীয়।
এজেন্সির কাটাঙ্গনের মূল্য ১/০ আনা।

দেশী কাপড়

মুতন পাড়। মুতন পাড়া। মুতন বাজা।
সকল রকম আবদানি হইয়াছে, পাইকা
দরে কিন্ত বগল টাকার বিক্রী।

"বাকুদৌর্জালোর প্রত্যক পরীকিত।"

সুখ. বিম্ব সুখাবিম্ব!!

ইহা সেবমে বাকুদৌর্জালো, অধ্যবোব, জন
শ্রিরের পৈখিলা, ওকমেব, অশ উত্তম

424

বহাণের। আবারও বেনী রত্ন কুঁচি সমূহ
 বহু পত্রিমাতে উপলব্ধ পূর্ণ স্বর্ষ বিবরণ
 যাহু সকল অভিযুক্ত হইতেছে জাহা বেধিয়া
 যবরে আশায় সকার হয় যে ভবিষ্যতে বজীর
 বৃক সম্ভার এই প্রকার পুস্তকের অভিনয়ে
 বিশেষ উপকৃত ও কিং পরিমাণে উন্নত হইতে
 পারিবে। পূর্বের নথিত বর্তমান অবস্থার
 কল্যাণ করিলে কুন্তিতে পারা যায় যে সাধা-
 য় লোকের কুন্তি এখন জির দিকে প্রযা-
 য় হইয়াছে, এখন আর মোক উপলব্ধ
 অভিনয়ে আটকানির 'হঠাৎ মা—রত্ন,পূর্ণ
 পুস্তকের অভিনয়ে প্রীতিলাভ করিয়া যা। আজি
 কালি সাধারণ রত্নকুঁচি সকল,বেধণ বহিমাতে
 আত বহিতেছে তাহা বেধিয়া কোন্ সম-
 য় বজির অস্তর উৎকৃষ্ট মা হয়? এক্ষণে
 আবার বাধ্য হইতেছে, কলত আছে, সমুদ্র
 অত্যাচার: আত্মবাহন . প্রিয়। বৈদ্যবিন কাথা

বিলাসবিহীন বস্ত্রের সম্ভাবনাও এই সমাজস্থি
হইতে অবিদ্যাত কলধরগণের বের অন-
র্থের সূত্রপাত করিয়া যাইতেছেন। বিববর
কলে ইহারা কালে সমস্ত বস্ত্রবেশ অস্থি সম্ভার
অর্জিত হইবার সম্ভাবনা। আধুনিক বিরে
টার ভয়ানকবিগের মধ্যে ফুলটা ভিন্ন অতিমর কাণ্ড
সুতাকুরাণে বস্ত্রের হয় না। এতাহ বিরেটার গৃহ
গুলি অল্পময় বেশকুবার সম্ভিত ব্যাক্যনা বলে
পরিপূরিত থাকে—ভরলমতি অপরিপত বস্ত্র সুবক
গণ এলোতবে উত্তেজিত হইয়া ববিধকু-বিবেক
পতনের ভাৱ এই সংকল বিরেটারে আঁকি হইবার
ভাৱ ধাবিত হয়। অবোধ জীবগণ হুরিরা হুরিরা
পেরে এই ব্যাক্য অমল্য প্রবেশ করে এ অচিবাং
হয় হইয়া যায়—অবিদ্যাতর আপা তরসা ও সেই
মত বিলীন হয়। কবে সাধারণ বিরেটার হইতে
এইরূপ কুগাণ্ড বিদূরিত হইবে—কবে লিখিত
সুবকগণ ইহার কলধরগণের হুরিজন করিতে পারি
বে। হই একটি বিরেটারে বেধা গিলাছে লেখা
ফুলটাবিগের পদরজত স্পর্শে কলধিত হয় যাই,
বেধাবে পিতা পুত্রের হস্ত ধারণ করিয়া প্রবেশ
করিতে সঙ্কতিত হন—এই প্রকারেই ভাৱপূর মিউনি-

22 २१—

সোম প্রকাশ।

১১ ই আনন্য সোণবান্ন ।

যে ব্যক্তি লভ্য সেই হয় ব্যক্তি। বাবু প্রভৃতি
চলি বহুবার সিবলার গিরা অল্প, তিথির
ফুলিয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে বোম্বাইয়ের ইন্ডিয়ান
স্পোর্টস্‌টম্যানস অসোসিয়েশনের সম্পাদক ও বি
কতক সিবলার ছাত্র। বাইরা আসিয়া লভ্য
জোঁদী হইয়া দাঁড়াইলেন। সহযোগী বহু
বিশ্বের সময় গবর্ণমেন্টে কখনও ব্যক্তি, লাই হইয়া
সহযোগী লাভ করিতে পারেন নাই। যে

দেখ, নী নিজেই কত বড় সাহসী। একবার
বাহার ঘরে বসে ইতিহাস লেকচারের আয়োজনা
লাবক যখন সম্পাদকীয় সভার সভাপতি
করবার জন্য আয়োজন করছেন, একবার
ন গবর্ণমেন্টের কার্যকলাপ কি একবার পরীক্ষা
করা উচিত তৎসঙ্গে সভাপতি আমাদের
গবর্ণমেন্টের কার্যকলাপ, তখন তাঁহার সে এক
ন গিরাতে, তখন তাঁহার কাজানীর উপর বড়
ক, আর 'আম' কি না সম্পাদকীয় কার্য
কর কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা হইয়াছে তাই উপ-
ই ব উপস্থাপন কুশিলা যোগ্য হইয়া বঁড়াইয়াছেন,
কালীর উপর কুর কটাক বিবেচন করিয়া গবর্ণ-
মেন্টের কৃপা কর্তৃক প্রকাশ হইয়াছেন।
আমরা আরও অনেক উল্লেখ করা শুনিয়াছি,
আমরা সময়ে সময়ে উল্লেখ হইয়া খীর প্রকুর
এ বিবরণ করে। ইতিহাস লেকচারের কি অর্থ
বাহার জন্য উভয় হইয়া কখনও আরও
ক অগ্রসর হইতেছেন ?

—৩—

প্রাচ্যভাষ্যের চেষ্ঠা বিকল হইল। বোম্বাইয়ের
এ হাফা করিবার নয় তাহাও তিনি করিয়াছেন।
নির্বাচনে বেশের মোকের কাছে রক্ষণীয়
প্রকার পরিপূর্ণ হইল। এতোক কাউন্সিল
সভার তাঁহার অপকসংখ্যা কলারবেটীর
একটি নূন হইতে লাগিল। নির্বাচন আর
এ হইয়াছে। এখনও যে কটী কাউন্সিলে
কর্তৃক হইবার কথা আছে তাহাতে যদি সকল
কটী প্রাচ্যভাষ্যনিয়ম ভয় তাহা হইলেও প্রাচ্য-
ভাষ্যের কৃতকার্য হইবার আশা নাই। তাহা
কিছু প্রাচ্যভাষ্য কার্যভাগ করিবার অভিসন্ধি
করিয়াছেন। স্যামিসবরি এখন ইংল্যান্ডের সর্ব-
কর্ষ হইবেন। স্যামিসবরির পূর্বপুরুষগণ
গণকে নিষ্পীড়ন করিয়াছিলেন, নিজ
কনি বোম্বাইয়ের বিরুদ্ধাচারী হইবেন তাহাতে
আমরা আশ্চর্য কি ? আমরও এখন শান্ত হইব,
আমরা অন্যতর হইব স্যামিসবরির সঙ্গে তাঁহার
কুটিলিগি, সিংগর বায় শত শত ভায়ে বিক্রো
উপস্থিত হইক, স্যামিসবরির পুলিস সৈন্য তাহার
কথা শুন্য। আশ্চর্য্যকর অবিবাহিত বৃদ্ধকর্তৃ
গুরুত্ব বর্ধি পড়িয়াছে, ভারতেরও নিষ্পীড়ন
করিয়া আশ্চর্য্য উপস্থাপন হইয়াছে। ৫ ই আগষ্ট
হইতে ইংল্যান্ডগবর্ণমেন্টের কলনীসের সঙ্গে যুক্তিয়া
পড়িলে নও রাওলস চর্চছিল ভারতবর্ষের কোঁক
কুশিলা বহিষ্টেন। এংলোইণ্ডিয়ান সভ্যত্বগণ
আমরা নীচে প্রকাশ পাইয়া ইক ছাড়া বঁচি-

বেম—আর ভারতের দুর্ভাগ্য একশত ৩৬ বর্ধিত
হইবে। এই হাফা করিবার সময় আমরা ভারত-
বাসীকে সতর্ক হইতে বলি, তাহী অমঙ্গল সভ্য
করিবার জন্য প্রকৃত হইতে বলি। সিলেক্টের
হইতে যদি উদ্ধারিত হইয়া থাকে কি কল কলার-
বেটীর কিল্প মোক ০১২৩ ভারতবাসী এখন
তাঁহা তৈর্য্যাকি বলিয়া দিও করুন। বিপদ ব
আমিবেই এখন বিপদের আশঙ্কা করিয়া হাল
ছাড়িল চলিবে না। বতই বিপদ আমিবে ততই
আমাদের প্রতিবাদ শক্তি তিত্ব হইবে। আমাদের
জাতিরা রাহা উচিত এই বিপদই সম্প্রদায় দুর্ভা-
কৃত। সভ্য করিতে বিবিধে পরিধানে সোনার কল
পাইব।

—৪—

অধ্যাপক বকুলদাস চন্দ্রবিহার সত্বে বি
কলারসিক লিখিয়াছেন—“ বাল্যবিবাহের
বিরুদ্ধে আমি যে দুই বাধাইয়াছেন তাহাতে
আমরা বিশেষ যত্নোৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছি,
আমরা এক সত্বে কিছু লিখি নাই। তাহার
কারণ আমি সকল বিষয়ে যত্নবত প্রকাশ করিতে
ইচ্ছা করি না। আমি জানি আমর আপেকা
উপস্থাপন করি অনেক আছে—এ বিষয়ে তাঁহা-
বেই উপদেশ প্রদান করা কর্তব্য। আমার বোধ
ভয় বধন দুই ব্যবস্থাপকেরা আপনাই যত্নবতী
তখন এইরূপ বিবরণে বা অস্বাভাবিক গবর্ণমেন্টের
তাঁহাই বিবরণ করা কর্তব্য। মোক যে আপনা
হইতেই সব করিয়া নইবে ইহা হুয়াশা। তাহা-
কিন্তে আউনের সাহায্য বেওরা আবশ্যক, তেত
না আইন; সাধারণ মতের সমষ্টি মাত্র। আমার
মতে অল্পে বৈদ্যক বালিকার বিবাহ বেওরা
উচিত নয়, কিন্তু বাল্য বিবাহের উৎসাহ বেওরাই
কর্তব্য কেন না তাহা না করিলে আপনরা দুর্ভব
ইউরোপীয় প্রকার অল্পবর্ধক হইয়া পড়িবেন।”

অধ্যাপক বকুলদাসের যত্নবত চাহিবার অগ্র
বৈদ্যক প্রতিপত্তির যত্নবত প্রার্থনা করা বাণা-
বাহির উচিত ছিল। বকুলদাস জাহী ও সংক-
তক হইতে পারেন, কিন্তু এ বৈদ্যক আচার
ব্যবহার সত্বে তাঁহার মত শুন্য। প্রকল করিবার
কল আমরা প্রকৃত বহি। বাল্য বিবাহ দুইকর্তৃক
কিট মিলনীর বলিয়া বোধ হইলেও আমরা উহা
হইতে যে পরিবর্তন সকল মাত্র করি অমঙ্গলের
পরিবর্তন ও প্রকাশ অপেক্ষা অধিক নহে। এই বাল্য
বিবাহের জটই হিন্দুর মধ্যে ইউরোপের তার
যাতিতার কোষ হইতে না। হিন্দুর জী বিবাহ
হইলে ইউরোপে বেদন বানা প্রলোভনে পড়িত

হইয়া ইহ পরকাল নষ্ট করেন, হিন্দুসমাজে প্রাচ্য
সেবক বেদা বার না। বাল্য বিবাহের কল পতি
পত্নী উদ্ধৃগন হইতে পার না, তেত কাহাতেও
উপেক্ষা করিয়া আদীন তাহে বিবরণ করিতে
পারেন না। ইউরোপের জীতি বলবতী হয় এবং উত-
রের জট উতরের দাবীত বোধ হইবে। বাল্য
বিবাহে উদ্ধৃকল বা করিয়া গবর্ণমেন্টে নিষ্পীড়ন
বিবরণ ব্যবস্থা প্রচলিত করেন ইহাই বকুলদাসের
অভিযত। আমরা যদি গবর্ণমেন্টে এ বিষয়ে উদ্ধৃ
কল করিলে সমাজে একটি হাফা বিশৃঙ্খলা
হইয়া উঠিবে। সমাজ হইতেই এই দুর্ভিত প্রাচ্য
বিবরণ করিবার চেষ্ঠা করা কর্তব্য। সমাজের
ভিতর বাহা অধিকতর হইবে তাহারই জট
গবর্ণমেন্টের নিকট হুটুয়া বাইবার কোষ আবশ্যক
নাই। নিষ্পীড়ন বিবরণ এখন কিছু কার্য
নহে যে তাহার জট গবর্ণমেন্টের পরবর্তন হইতে
কর। নিষ্পীড়ন সমাজের মধ্যে নিষ্পীড়ন এক
প্রকার রহিত হইয়াছে। অস্বাভাবিক মধ্যে
হুলনয়, সত্বে—নিষ্পীড়ন বিবাহের লক্ষ্যভী
হিন্দুর মধ্যে যে জাতিকে পদ দিয়া বিবাহ করিতে
কর তাঁহাদের কলার সংখ্যা অল্প, হুতরাং কলার
হুলা অধিক হওয়ার মোক কলার নিষ্পীড়ন
হইতে বিবাহার্থী হয়। কোম কলার নিষ্পীড়ন
হওয়ার তাহার অ. জীত বাকেরা নীজ নীজ কলার
বিবাহ বিবাহ পারিলেই নিষ্পীড়ন হয়। কোথাও
বা পিতা মাতা আ. কলার করিয়া নিষ্পীড়ন কলার
বিবাহ ঘেব। এইরূপে নিষ্পীড়ন বিবাহের উৎ-
পত্তি হয়। নিষ্পীড়ন বাল্যের বিবাহ হিন্দুর মধ্যে
প্রাচ্য রহিত হইতে। বাল্য আত্মক বর্ধন, ন
আছে সমাজের বলপতি কি সমাজ সংকলকগণ
কিছু হিন্দু চেষ্ঠা করিলে তাহা বিবাহিত হইতে
পারেন। আইন ব্যবহার সমাজ সংকলক করিতে
বাওরা, বিশেষতঃ এক জাতীয় সমাজের পক্ষে
ভিত্তিকারী কলার হইতে সমাজ ব. কলার প্রার্থনা
করা নিষ্পীড়ন অস্বাভাবিক ও অসম্মত কার্য।

—৫—

গত ১৪ ই জুলাই টাউনহলে. যে বিব্রাট সভা
হইয়াছিল তাহাতে বৈদ্যক বিবাহের ইংল্যান্ড
বাল্যভী একতর হইয়া গবর্ণমেন্টের নিষ্পীড়ন
বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়াছিলেন।

সভার নিষ্পীড়ন বিবাহকলি দ্বিতীয়ক হই-
তাহে।

১। নিষ্পীড়ন বিবাহের প্রাচ্য হইতে অবর্ধক
অনেক টাকা ব্যয় হয়।

২। ইহাতে গবর্ণমেন্টে কর্তৃকরি সাধারণের

[illegible]

৩। স্বাভাবিক অধিক বেতন পাইয়া শুধুমাত্র অর্থ, শ্রম করের তদ্ব্যতীত আরও সকল কর প্রদান-ই সিদ্ধান্তে সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায়।

৪। ইংলণ্ড অথবা অন্যত্র গমনের *উচ্চশিক্ষা
তারিখগণকে বেরলি থেকে দেওয়া হবে। শিক্ষণ
সময় কখনো তারিখের কংক্রিটারিগণ ডাকার চতুর্থ
কন'পাউন্ড থাকবে।

৫। সিমনা খামসু পীকীর লো করা বালক
সুতরার জলখোদী হাঁহাবর পাক অম্বাভাকর।
জাজ ও দোখাট গবর্ণমেণ্টের কৰ্মচারিরা সিমনা
লনা করিয়া বেস হুত আছেন। বেসজন
উরাণীর সন্মাত দাতি গবর্ণমেণ্টের কৰ্মচারী
হুম হাঁহারা ও সিমনায় না িরা অতন্ত জন মাই।
মলাবিহারার্থিরা বে হুজিহুত কথ। বালক মাই,
হাই হাঁহার অম্বা।

৬। শিবসে, ৪ ব্যবস্থাপক সভা স্থাপন করা
ইন্ডাস্ট্রিয়াল বনিকি মিলিয়ন সম্প্রদায় ভাণ্ডারে
দেখা লাভ করিতে পারিবে কিনা। ইন্ডাস্ট্রি
ব্যবস্থাপক সভা স্থাপন হইতে পারেন কিনা।

৭। শিবস। বাসের কারণ গণপরিষদের প্রকার
হিত সংজ্ঞা নাই। সুতরাং থাকিরা গণপরিষদে
জান ভাবাবেগ জাত হইতে পারেন না।

৮। রাজ্যের বধ্যস্থলে রাজধানী স্থাপন করা
যাযাক। চতুর্ভুজক স্থানে রাজ্যের যে বিশেষ
উড়ে পায়ের বধ্যস্থলে থাকিলে তাহা বিধের বিধা-
ন হইতে পারে। এই মুক্তি দেখাইয়া বিচার
যজ্ঞালয়ের পক্ষপাতী হইতে চান। এই মুক্তা
স্থানের সে মুক্তি স্বীকার করিতে অক্ষর।

৯। এতপ ব্যবহার কুজাপি অর কোম দবর্ণ-
মটেরই দেখা যায় না।

১০। উচ্যাপনস্থ উপযুক্ত রাজনৈতিক ও
ব্যবস্থাপক কর্মচারীগণের নিকট এরূপ ব্যবহার
অত্যন্ত ব্যয় ও ক্ষতি বিস্তৃত বলিয়া তিরস্কৃত
হইতাহে।

এ কর্তী রেজলিউশনপাশে চাইবার পর সভায় অনেক বক্তা নিম্নলিখিত্বারের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিয়া বক্তব্যটো ইহার প্রতিবাদ করেন এবং বাহ্যিক নিম্নলিখিত্ব গণবৈষম্যে রাজধানী উঠাইয়া আনেন ইত্যাদি আবেদন করিতে প্রতিজ্ঞা করেন। আমরা তাহা করি নত। এই সারু উপায়ে কৃতকার্য হইতে পারিবে ন।

ভাগে করিয়া হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন। পরি-
 বর্তন টা সমসাই কইনা পড়িল। কেব কেব বলিতে
 হেন পোশিত ও নতিল বদন উক থাকে তখনই
 লোকে হিন্দুধর্ম মাজিরা গ্রাহবর্ষ গ্রহণ করে আবার
 রক্তাক্ত নতিল কিছু নীচনা হইলে হিন্দুধর্মের
 নতিল বুদ্ধিত পারিমা কামই বিশাল হিন্দুধর্মের
 বিক ওভারের দ্বারা আভিষ্ট কর। চাকা-
 পের-তাই কইনাছে। কেব কেব বলেন সহ-
 সোণী চপলচিত্ততা ও বনবিধদের বীভৎস এই
 পরিবর্তনের কারণ। পরিবর্তনের কারণ কি সহ-
 সোণী ভাষা ব্যক্ত করিয়াছেন। আমরা চাকা-
 পেরের পুস্তক হিন্দুধর্ম গ্রহণ প্রচারে বড়-
 কইনাছি, কিন্তু ওভারের পরিবর্তনের কারণ ও
 আশঙ্কের বড় ভাষা লিপিল না। সহসোণীর
 একটা আপত্তি গ্রাহবর্ষে রাজনীতিক উন্নতির
 ব্যাধি কর। আমরা বলি যদি রাজনীতি কইনা
 ধর্মিকের কার্য কর রাজনীতির, নতিল ওভার
 সম্পর্ক কি? বীভৎস রাজনীতির অভাব বেধিয়া
 গ্রাহবর্ষে অসার হয়ে করেন ওভার। ভাষা
 প্রকৃত গ্রহণ ভক্তি ও বিশ্বাসবলক ধর্মের নতিল
 রাজনীতি কি সমাজনীতির, কিছু নাই। সম্পর্ক
 নাই। যদি হিন্দুধর্মই সহসোণীর প্রকৃত বিশ্বাস
 জড়িত থাকে তবে প্রকৃত আধ্যাত্মিক হিন্দুধর্ম
 সহসোণী বেন ভাষার ভিতর রাজনীতি
 বিলাইতা হ। কেনেন। রাজনীতি কইনার নীতি
 ইচ্ছা অসার গ্রহণ গ্রহণ আছে। ঐশ্বরিক ধর্ম
 নীতিতে সেরা গ্রহণ গ্রহণের গল্প পর্যন্ত নাই
 সত্তরাং অসার পবিত্র পন্থার নতিল ভাষা রাজ-
 নীতি বিলাইতে গেলে ধর্ম বে অসারই পরিণত
 হয় সহসোণীর ভাষা ভাষা হওয়া কর্তব্য। আমরা
 আবার ওভাকে সাবরে অধর্ম প্রচণ করিতেছি
 সহসোণী ধর্মের নতিল রাজনীতির সম্পর্ক ন
 রাখিয়া প্রাসক্তভাবে ধর্মপ্রচণ করেন ইহাই আম-
 রের অভিমত।

-৩৩-

✓
স্বামীজী তাঁর মর্মান বিদ্যালয়ের ছাত্রী বাই
মারি একটা ছাত্রী ভাণ্ডার আশীর মাঠে আদালতে
অভিযোগ করে। আশীর দোষ প্রমাণ হওয়াতে
এক দিনের জন্য কারাগার ও তিন খত চাঁকার
জামিন হয়। আশী ও স্ত্রীকে বিবাহ হইলে আজ
কাল স্ত্রী আদালত আগমন কর এবং কথার কথার
আশী পরিচয়গ্ৰহণ প্রার্থনা করে। আমরা এখনও
সেখিতপাই আশী যদি স্ত্রীর উপর অভিযান
করে সমাজের লোকের তাহার শাসন করে।
এখন সমাজ বহুনিবেদন শিল্প হইয়াছে তাহার

সঙ্গে সঙ্গে দুবকবিশের খোয়াসুখিও যেইরূপ হুজি
পাইরাটাই । এই প্রকৃতি বেরল হুজিও আতীত বীতি
সেরল খোয়াসুখি ছিল না । এখন যে দুবকী কবিশ
গন আতীতকার প্রকারে আতানতে গিয়া উঠে
এবং আতীত পরিচয় করি অন্য নহে উদাহরণের
নামা ব্যক্তিগত প্রকারে কবিতা । এ আতীত উপর
হবকের অতীত তত্ত্ব ও প্রকারে যে তফাত পাতি
হাফে তাহা অনেক দেখিতে পাইতেছেন । যে
সকল মহিলার উপরুত তত্ত্ব, অর্থন করিয়া
তাকবিশের অর্থ উপর হইয়াছে ও বর্ষা পাত
পরিপূর্ণ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু এতল জেনী
কর জন মহিলা সমাজে দেখা যায় । অতএ
অতএ উপরুত বিলাসিলা পরে ত্রী আতীত
প্রকার দেখা দুবকবিশের কর্তব্য ।

✓ **श्री. अमृतलाल राय** उ हिन्दू समाज ।

দৌরিত্য বিধাতা ঐকান্ত্য বানু নরুৎসলন বাগে
পুত্র ঐকান্ত্য বানু অমৃতলাল রক্তি বিলাত ও অমৃত
রিক্তা জবল করিক্তা কিরিক্তা আসিগাছেন । যে
আসিগা তিনি যথাবিধি প্রারম্ভিত করিয়া তিনি
সমাজে প্রবেশগত করিতেছেন । বানু অমৃতলাল
একজন বিনোদন্যাতন উদ্যোগিত উৎসাহী যুবক
এক দিন পাখ্যাত প্রবেশ বাস করিয়া, পাখ্যাত
যাবতীর ও পাখ্যাত ভাবার অভ্যন্তর হইয়া তিনি
অমৃতবির কথা ভুলেন নাই । আনন্দবিকাশ পানি
ভাগ করিবার পূর্বে তিনি মাতৃকৃত্তির ভাষা
কাহিনী বর্ণনা করিয়া যে স্বরস্রোতী পত্র বা
লিখিয়াছেন তাহাতে তাঁহার অন্তঃপ্রেরণা, আ
নন্দিতা ও প্রকৃত মহতের কথা অমর রূপে বা
হাইয়াছে । বানু অমৃতলাল তাঁর প্রথমে জ.মালপু
মাইনর স্কুল হইতে উত্তীর্ণ হইয়া এন্ট্রান্স ও এ
এ, পরীক্ষা দেন । তৎপরে বিদেশ জয়ন বিশেষ
যতঃ ইংলণ্ড গমনের জন্য তাঁহার ইচ্ছা তৎ
ক্রমে সেই ইচ্ছা এত বলবতী হয় যে বহুবাহু
আত্মীয় স্বজনদের কোন কথাতাই কর্ণপাত
করিয়া একেবারে তিনি-কলিকাতা হইতে বিলা
ত হইবার জন্য বাহির হন । তাহাতে কৃতকার্য
হইয়া তিনি বিলাত প্রস্থিত ও তৎপ্রাপ্তন হই
পড়েন । তাঁহার পিতা জামালপুরে ক্রী.
আকিসের একজন প্রথমে কর্মচারী । তিনি পুত্র
এই বলবতী প্ররক্তি বহন করিতে না গিয়া ক্র
বিলাত যাত্রা করিবার জন্য পুত্রকে সাহায্য কর
উচিত বিবেচনা করিলেন । বানু অমৃতলাল
কার্য হইবার সুযোগ বেছিরা আর কাল বিলম্ব
করিয়া বিলাত যাত্রা করিলেন । লোকের

বিক্রী বিজ্ঞা লাভ করিবার জন্য বিলাতে যাত্রা করিয়া গেলেন। সেখানে পড়াশুনা করিয়া কিসে তিনি ইংলণ্ডবাসীকে ভারতের এক মারুতি করিবার ইচ্ছা উত্থাপিত হইয়াছিল। আমেরিকাতেও তিনি সেই উদ্দেশ্যে গমন করেন। সেখানে বিশিষ্ট মান্য ব্যক্তিগণ তাঁহার সম্বন্ধে প্রশংসা করিয়াছিলেন। তাঁহাতে যৌবনকালীন অনেক পরিমাণে কৃতকার্য হইয়াছেন। আমেরিকাবাসিনারা যে ভারতের পক্ষপাতী হইয়াছেন, সেও কেবল বান্ধু অমৃতলালের দ্বারা। এই চেষ্টায় তিনি অনেকের অনেক কষ্টসাধ্য হইয়াছেন, সে দিন পলাতন পাইওনিয়ার ভার উপর কটাক করিতে সক্ষম করেন নাই। অমৃতলাল সেমিক দৃষ্টিপাত করেন নাই। তাঁহার কথন—অমৃতলালের হৃদয়ের কাঠিনী কীর্ণন করা। যেমন আমেরিকানকে তিনি সে চেষ্টার কাঠিনী ভাঙিয়া শুধাইয়াছেন, ভারতের অভাব, ভারতের পক্ষপাতী এমন করিয়া বলিয়াছেন যে কিছু তির এক দিমের পৌরুষের কথা, অভাবের কথা, প্রেমের কথা, আর এক দিমের অপরূপত্বের কথা বীরাটীমতার কথা, হুজুঁসহ দারিদ্র্যের কথা কোম লেখের কোম জাতির পৌরুষ হইতে ক নাই। অমৃতলালী অমৃত এখন করে আসিয়াছেন—দীর্ঘদীর্ঘ বিনোদের ভার স্নেহমহাবাসরপে রাজিক অপরাধের জন্য শাস্তি ও শাস্তির মত প্রদর্শিত করিয়া হিন্দুসমাজে প্রবেশলাভ করিবার সমাজস্থানের হওনায় হইয়াছেন। কিন্তু কে কি তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিবেন? অমৃতলালের আর ছাউনোট নাই, টেবিলে বসিয়া, পাশ্চাত্য কুটি পাশ্চাত্য ব্যবহারের হিন্দু ও তাঁহাতে বর্তমান নাই, এখন তিনি মুক্তি দর দরিদ্রাভব, দেশীয় আচারে সজ্জিত হইয়াছেন, বৈষ্ণব সঙ্কালের উপযুক্ত হিন্দু নীতি ও হিন্দু ব্যবহারসম্বন্ধ সকল কার্যে প্রস্তুত হইয়াছেন—বিকল্প ভাষার বিজ্ঞা, বুদ্ধি, উৎসাহ ও অশেষ তৈর্য্য। ভারতের সকলের জন্য সিংহ প্রয়োজনীয়। হিন্দুসমাজ কি তাঁহাকে পরিচালিত করিবে? অমৃতলাল অস্বাভাবিক মঙ্গলের জন্য অস্বাভাবিক হইয়া অধিক গিফোড, বহুবাহু ও আত্মীয় স্বজনদের সহায় করিয়া বেশ বেশান্তর প্রদান করিয়া গিয়াছেন হিন্দুসমাজ কি তাঁহাকে পরিচালিত করিয়া কৃত্যতা দেখাইবে? অজ্ঞাতীরের জন্য হার প্রদান করে, হিন্দুসমাজ কি তাঁহাকে চৌর হইতে বিজ্ঞাতীরের সহিত বসবাস করিবার ক্ষমতা করিয়া দিবে?

আমরা কখনও এরূপ কর্তার একজন দিতে পারি না। যাহাতে হিন্দুসমাজ হিন্দু, তত্ত্ব ও নৈতিকবিশীলিত আর আমরা কখনও এরূপ ব্যবহার পক্ষপাতী নহি। বিলাত কেরতগণকে সমাজ কষ্টে ব্রীকৃত করিয়া দিলে হিন্দু আর কিরূপে উৎসাহবাজ্য, ভবের বাসনা করিতে পারেন? আমাদের মধ্যে কীলার ইংল্যান্ডের দেশে গিয়া ইংরাজী ভাষা ইংরাজী রীতিনীতি ও আচার ব্যবহার শিখা করেন অভাবত। তাঁহারা ইংল্যান্ডে উৎসাহের কিছু অধিক বলিতে হইয়া উঠেন, তাঁহাদের উপর উৎসাহের বিশ্বাস হয়, কোম অভাব কার্য করিতে গেলে তাঁহাদের বেচিয়া ইংল্যান্ডের তর তর—কার্য ইংরাজী ইংল্যান্ডের ভারত কথা জানেন। বিলাত কেরতগণ কৃত্যতা। তাঁহাদের আর রাখিলে হিন্দু উৎসাহের রাজ্যে বাস। প্রকারে জাতবাস হইতে পারেন। তাঁহা-দিগকে হাতিয়া বিলাত হিন্দুর বাস। প্রকারে কতি। গর্বদৈবীকৃত অভ্যাসভরণের সম্ভাব্য করিয়া ইংরাজী সমস্ত কৃত্যতা হইতে পারিবেন ইত্যরের পক্ষে সেরূপ কৃত্যতা হওয়া সুকর। রামমোহন রায় যদি বিলাতে না গাইতেন, কেবল যদি বিলাতে না গাইতেন, হুজুঁসহ কি লালমোহন যদি বিলাতে না গাইতেন, বিলাতে গিয়া যে সকল কামনায়া ভারতবাসী ভারতের মঙ্গলোচ্চেষ্টা অমরণ্য পরিচয় করিতেছেন তাঁহাদিগকে যদি বিলাতে গাইতে যেওনা না হইত, তাহা হইলে কি ইংল্যান্ড রাজ্যে ভারতের কোম হুজুঁসহ হইত? বিলাতে না গিয়া ও অটকে আনটের হিতসাধন করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহা আমরা স্বীকার করি। রামমোহন, হরিশ ও কৃষ্ণবাসের হস্তে ভারতবর্ষ কতটুকু উপকার পাইয়াছেন তাহা এই হুজুঁসহ পর্বত বেচিয়া শুনিয়া আমরা মনস্তর অমরণ্য হইতে পারিরাহি আমাদের দেশীয় নব্য সভ্যগণিগণের মধ্যে বোধ হয় অস্পষ্ট ততদূর জানিতে সক্ষম হইয়াছেন। এই রামমোহন হরিশ ও কৃষ্ণবাসই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, ইংল্যান্ডের হস্তে হুজুঁসহ ও হুজুঁসহজাত করিবার নিমিত্ত ভারতবাসীর বিলাতে যাওয়া প্রয়োজন। আমরা এই সকল মহাত্মারই উপদেশবাক্য গ্রহণ করিয়া বলি, হিন্দুসমাজ ভারতের সম্মুখী পক্ষে চলিয়া কতিগত হইবেন না।

কেহ কেহ লাভ কতি হাতিয়া কেবল বহুদূর হোয়াই দিয়া বিলাত কেরতকে সমাজ হইতে ত্যাগাইতে চান। অথচ এই হুজুঁসহ বহুদূর দেশ অস্বাভাব্য শুনিয়াছেন এখন কীলার কৃত্যতা

হইয়া, সম্ভাব্যপত্রের সম্পাদক হইয়া বর্ষ ও সমাজ সম্বন্ধে অস্বাভাব্য করিতে শিখিয়াছেন। তাঁহাদের অনেককেই বিলাত গরের ক, ব পক্ষে লেখিয়াছি। তাঁহারা একবার যেমন হুজুঁসহ কথা শুনিয়াছিলেন, এখন তেমন আর এম্ভার গ্রহণ করেন। স্নেহমোহন বাস স্নেহমোহন তোজন ও স্নেহমোহন ইত্যাদি আমৃতলাল অপরাধের জন্য বখাবিধি প্রদর্শিত করিলে পাশ্চাত্যসমাজে অপরাধীকে হিন্দুসমাজে গ্রহণ করা হইতে পারে। প্রমাণের জন্য পাশ্চাত্য সমাজ উত্তর করিবার অধিক আবশ্যক নাই। বান্ধু অমৃতলালকে সমাজে গ্রহণ করিবার জন্য শুধুমাত্র দ্বিতীয় পণ্ডিতের চন্দ্রমাস, রামমোহন ও মনুহর তত্ত্বাচার্য্য মহোদয় এম্ভার পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যে সকল প্রমাণাদি প্রমাণ পূর্বক বাবদ্য দিয়াছেন তাহা এই না হইবে। মত সমর্থনের জন্য যথেষ্ট হইবে। আমরা শুনিয়া শুনি হ ইলাম, মত সমর্থন পাশ্চাত্য উত্তরাণী হইয়া পণ্ডিতগণের মতামত গ্রহণ পূর্বক অমৃতলালকে সমাজে লইবার চেষ্টা করিতেছেন। বৈষ্ণব সমাজের অমৃতলাল অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি এই মতের অস্বাভাব্য হইয়াছেন। কতিগত এম্ভার অভ্যাস স্থানে বেশকল বৈষ্ণব সমাজকে ব্যক্তি অমৃতলালকে সমাজে লইবার পক্ষে প্রত্যাখ্যান হইয়াছেন আমরা তাঁহাদিগকে অস্বাভাব্য হইতে উপদেশ দি। বিলাত কেরতগণ ও সমাজে গ্রহণ করিলে সমাজ বহুদূর শি বিলাত হইবে না, বহুদূর পক্ষে বিশেষ কোন বাধ্যত্ব হইবে না। আমাদের দেশের বেশকল ব্যক্তি বিলাতে না গিয়া ও আর গিয়া স্নেহমোহন করিয়া থাকেন তাঁহারা যেমন হিন্দুবর্ষের শত্রু, বিলাতে গিয়া স্নেহমোহন হইয়া বিলাত কেরতগণ হিন্দুবর্ষের ততদূর শত্রু হইতে পারেন না। ইংল্যান্ড আমাদের মতের প্রতিবাদী তাঁহারা ভারত শত্রু অর্থে দূর করিতে পারিলে তাহা বাহিরের লোককে শত্রু বলিবার অধিকার পাইবেন, লোক চারের উপর বহুদূর আনন্ড তাঁহাদিগকে প্রদান করিতে হইবে।

—৩৩—

মলীপ সিংহ ।

বিলাতের সম্ভাব্যপত্র প্রচার বে মলীপ সিংহ স্বীকৃত রাজ্যসভার চেম্বার করিয়াই ভারত গর্বদৈবীক টের বিরাগভাজন হইয়াছেন। মলীপ চেম্বারসভার টারিক যে পাশ্চাত্য লিখিয়াছিলেন আমাদের বিলাতি সভ্যগণিগণ যদি তাহা বিশেষ মনোযোগ পূর্বক পাঠ করিতেন তবে তাঁহাদের এ জন্য এককালে ব্রীকৃত হইত। ইংরাজ মলীপের সম্বন্ধে সম্ভাব্য

এই উৎসাহিতক আইন খুঁজি আর জিজগতে এই প্রণালীতে সুনিয়ন্ত্রিত করা হয় তাকে সুসম্মান জেবে হাস সংগ্রহ প্রণালী খুঁজাের পুরাকালীন ন্যাস গ্রহ প্রণালী ।

প্রলোভন দেখাইয়া সুনি কুঠাইবার জন্য কর সাহসেবরা স্বাসে স্বাসে হালাল নিযুক্ত রিয়া রাপেন । নিরক্ষর হস্তিগণকে হালালবিগের বোচন,র উত্তর পান তোজন ও জ্বলন বসায়ের প্রলোভন পাঠিয়া উদ্বিগ্নের হস্তে আত্ম সমর্পণ রে । হালালগণ প্রতুর সমুখে শিকার বরিয়া তাহাশিগকে এগিয়েবের মানে দুর্ভেদ্য মাধে পলে আবদ্ধ করে । দুর্ভ সুনি সুকিতে পারে না এই হাস বতে সাফর করির তাহার উম্মীৎন প্রীত হইলে, আত্মীয় বিলুপ্ত হইলে, হস্তাধার প্রাণ পর্যন্ত ও বিঃ জ্ঞান হিতে হইবে ।

একবার সংস্কারক বিগের হস্তে গড়িলে সুনির তি যে বর্ষ ইহকাল পরকাল সকলেরই বকিবাঙ হিতে হয় । পুত্রব, রমণী, হালক বালিকা কেহই এর সমনও কি মনকবলি হইতে আত্মরকা হিতে সমর্থ হয় না ।

গবর্ণমেন্টে এই সকল অভ্যাসের বিবে আর উপাত্ত করেন না বরং আইন ব্যবস্থাপকরা তাহাবিগকে এইরূপ দুর্ভাবহার করিতে প্ররম । বজবাসী ও আসাম বাসী ভোমরা কি এই আইনটির সংস্কার করিয়া চাকর সাহেব রপের রপূর্ণ করিতে পার না ? করিতেই যে বঁধায়, দেশের বে সর্বমান হয় । এত আইন গড়ন লইয়া ভোমারের আলোচনা, আবে মে আইনে লোকের ধন, প্রাণ, বর্ষ, প্রভাবারে সকলই বনষ্ট হইতেছে সে আইনের সংশোধন করিতে তাহাদের কি অহুতি জগে না ?

—৩৩—

ব্যবস্থা বিভ্রাট ।

বাজমার আইন লইয়া তারবর্ষের মামা ভাটন একটা ভয়ানক বিভ্রাট উপস্থিত হইয়াছে । বাজা-গার নুতন বাজমার আইনে বাজালার জমীদার ও প্রজাপর্গের মধ্যে এক নুতন সম্বন্ধ স্থাপিত হই-তেছে । প্রজা কখন বাহা অস্ত্রেও তাহে মাই জমীদার কখন বাহা কল্যাণেও অস্ত্রত্ব করেন মাই বিলাতি প্রতুরগের মস্তিষ্ক সেই সকল বিষয় প্রজা জমীদারের অভাব ও অবশ্যক বলিয়া অহু-নিত হইয়াছে । দেশীয় প্রবা পদ্ধতির বর্ণনাজা পর্যন্তও শিকা বা করিয়া বিদেশীয় ব্যবস্থাপকগণ তাহার পরীক্ষক ও ব্যবস্থাপক নিযুক্ত হইয়াছেন । তাহার দ্বিলাতি চিত্তা ও দিলাতি কল্যাণে

মস্তিষ্ক পরিপূর্ণ করিয়া এদেশে পরিপূর্ণ করেন আর কল্যাণে এ দেশীয় লোকের নুতন নুতন অভা-বের সৃষ্টি করিয়া বিজাতীয় আইন ব্যবস্থা প্রচার করিয়া বসেন । প্রজা জমীদার সম্প্রদায় আইন বেওরাবী আইনের মধ্যে প্রথম ভাবী এবং বেও-রাবী আইনগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা দুর্বল । ইহা লইয়াই ব্যবস্থাপকগণের অধিক টানাটানি । বাজালা, আসাম ও পঞ্জাব এই তিনটি স্থানে বাজ-নার আইন যে কতবার পরিবর্তন হইয়াছে তাহাতে প্রজা ও জমীদার উভয়েরই অবিতের বেতু হই-য়াছে । এখন পঞ্জাবের নুতন আইনটিই আবার বিবেচ্য—

পঞ্জাবের জমীদারের প্রাথমিক বন্দন ভাটনে প্রজাপ্রদায় কতক বন্দন প্রজারা জামিত না যে সুনির চাব আধার করিলে প্রজার আবার কোন কালে কোমরপ বন্দী নহে জগে । বাস্তবিকই বন্দন তাহাবিগকে জমীদারের প্রজা অল্পে প্রহণ করেন-কখন এইরূপ কোন অবিকার বেওরা-জমীদারের উদ্দেশ্য ছিল না । সেই অবধি বরা-বর তাহার উজ্জীবন ও সমুদ্র প্রজা কইল সুনি অবিকার করিত, এবং প্রজার কোন সম্বাদিকার সত করিবার প্রবা পঞ্জাবে কোন কালেই বর্তমান ছিল না । ১৮৬৩ অব্দে পঞ্জাবের সুনি ও প্রাণ সম্বন্ধে একটা বন্দোবস্ত হইল । ব্যবস্থাপকগণ বেবিগেল বন্দন বিলাতে প্রজাপর্গের সুনির উপর একটা সম্ব বেওরা হয় পঞ্জাবেও সেইরূপ বিধি প্রচলিত করা সৃষ্টিযুক্ত । এই বন্দোবস্ত প্রচার করিবার পর জমীদার বহুদিন সন্তুষ্ট সুনিগুলিবে প্রজার সম্পূর্ণ অবিকার হইবার ভয়ে তাহাবিগকে তাড়াইবার চেষ্টা করিলেন । উভয়ের ভিতর প্রজা ও বাজ-সমাজ এককালে দুইকৃত হইয়া উভয়ের মধ্যেই বিবাদ বীদিয়া উঠিল । বহুদিন বরিয়া, গবর্ণমেন্টে প্রজা ও জমীদারের সে বিবাদ মিটাইবার চেষ্টা ও করিলেন না, কোনরূপ চেষ্টা করিলেও তাহাত কৃতকার্য হইতে পারিলেন না । বিবাদ কেবল প্রজার সম্ব লইয়া । পঞ্জাবেব জমীদারের প্রা-বার সম্বন্ধে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, কিন্তু ১৮৫৭ অব্দেব প্রবল ভরিকার পর প্রতিবাদটা কিছু গুরু-তর করিয়া সুকিতে তাহাদের মাথনে হুলাস লাট । পঞ্জাবে হাস করিয়া যে সকল ইংরাজ বহুদিন হইতে দেশীয় ব্যবহার প্রবা বেধিয়া জামিতে-ছিলেন তাহাদের মধ্যে দুই একজন আপত্তি করিয়া অকৃতকার্য হইলেন, ব্যবস্থাপক যন্ত্রের বস্ত্রিগণ তাহারও কথা করপাত না করিয়া সব তাহার তার ১৮৬৮ অব্দেব পঞ্জাবী বাজমার

আইন প্রচার করিলেন, অবিকারবন্দন করিয়া সুনি সন্তান প্রচার প্রজাই নহে করিয়াছে । অবধি মাইয়াতেই সুনি কল্যাণের অস্তি হইলে,মাম ১৮৬৯ অব্দেব প্রজা প্রবাসিগণ ও প্রজার প্রব-করা জমীদারের অভ্যাসের উক্ত আইনের প্র-হাস না হইয়া উত্তরোত্তর সৃষ্টি পাইতে লাগিল । ব্যবস্থাপকগণ বেবিগেল এমী, প্রজাদের অব-সুতরাং আবার এই,কল্যের সার প্রতী নুতন বাজ-মার আইন প্রবাস করিতে হইয়াছে ।

এই আইনটি প্রবাসের প্রত্যা আইনের প্র-ভবের গঠিত । প্রজাদের আইন প্রবাস প্র-ও অভ্যাস তাহে প্রজাদের আইনে তাহা বিলক-বর্তমান আছে । অবিকার দেশীয় ব্যবহার প্র-বে কল্যের পরিবর্তন করা হইয়াছে তাহাতে উত্তর মেনরই-অনিকে মটীর সম্বন্ধনা । একে-হুদ আইন, প্রাধিকার, নিম্নলি প্রজারা বারমাস সিদ্ধান্ত করিয়া দেশীয় লোকের কল্যাণে অভ্যাসের সৃষ্টি করিয়া প্রাথম, সুতরাং বাজমা-আইনের নুতন ব্যবস্থাপক প্রচারও বে বন্দন হইতে পারে বা তাহা একপ্রকার হিরসিদ্ধিত । বিশেষব আইনের বন বন পরিবর্তন লোকের বিন বি-নুতন নুতন ব্যবস্থাপক করিতে হয় । সকল মোটে আইন পড়িতে সক্ষম নহে, সুতরাং এককর পরি-বর্তন হইয়া-গেল আইনের উদ্দেশ্য সুকিতে তা-বের অনেক বিন প্রাঙ্গী বা,র । তার পর লো-আইন অভ্যাস হইতে বা হইতেই যদি ব্যবস্থা কর্তারা তাহাদের উপর আর একটা নুতন প্রক-রের ব্যবহার তার তাপাটী বেন তাহা হইলে নহে সম্বন্ধে বিষয় খিজাট উপস্থিত হয় । ব্যবস-পক প্রজারা তাহা সুকিতে বা পূর্ণতা হইবার প-বর্তনের পর ১৮৮৬ অব্দে এই অভিনব আইনে অব বিদ্য বসিয়াছেন ।

নুতন আইনের প্রবাস আপত্তি বেতিবি-আকিসারের অস্তিত্ব কনতা হুজি । উক্ত আই-দের ১০ ধারার রেভিনিউ আকিসারকে কন-বেওরা হইয়াছে যে তিনি ইচ্ছা করিলেই প্রজা সম্বন্ধে প্রজার নিরপিত বাজমার হাস রা-করিতে পারিবেন । জমীদারের এই নিজ-সম্বী একজন একজিকিউটিভ আকিসারের হ-কেন বেওরা হইল আমরা তাহা সুকিত পা-না । অবরা এই পূর্ণতা তাবিতা তির করি-পারি গবর্ণমেন্টে জমীদারের বস্ত হইতে কল্য প্র-তাহাদের অবিকারগুলি কাড়িয়া লইতেছেন বেন জমীদার তাহিসমতার মামা প্রজার মিকট বে-অল্প সুনির সামান্য একটা উপবন্তের অংশ পা-

প্রাপ্ত

রাজপুর মিউনিসিপালিটির অধিকাংশ।
সম্প্রদায়িক বৈতনিক। আপনিত চিত্রকলিত
রাজপুর মিউনিসিপালিটির অধিকাংশের উক্ত
চিত্রকলিত করিয়া "আসি-উই-ইন, কিউ বৃত্ত
উপনিষাদ বৈতনিক বৈতনিক" কৈ "আপনিত
মিউনিসিপালিটির অধিকাংশের বৈতনিক।

রাজপুর মিউনিসিপালিটির অধিকাংশের কাজ
কৈ "আসি-উই-ইন" এবং "কউ-ই-ইন" বৈতনিক
মিউনিসিপালিটির অধিকাংশের বৈতনিক।

১৮। মিউনিসিপালিটির অধিকাংশের কাজ
কৈ "আসি-উই-ইন" এবং "কউ-ই-ইন" বৈতনিক
মিউনিসিপালিটির অধিকাংশের বৈতনিক।

২০। মিউনিসিপালিটির অধিকাংশের কাজ
কৈ "আসি-উই-ইন" এবং "কউ-ই-ইন" বৈতনিক
মিউনিসিপালিটির অধিকাংশের বৈতনিক।

২২। মিউনিসিপালিটির অধিকাংশের কাজ
কৈ "আসি-উই-ইন" এবং "কউ-ই-ইন" বৈতনিক
মিউনিসিপালিটির অধিকাংশের বৈতনিক।

অপনিত আপনিত বৈতনিক। এবং "আসি-উই-ইন"
কৈ "আসি-উই-ইন" এবং "কউ-ই-ইন" বৈতনিক
মিউনিসিপালিটির অধিকাংশের বৈতনিক।

২৪। মিউনিসিপালিটির অধিকাংশের কাজ
কৈ "আসি-উই-ইন" এবং "কউ-ই-ইন" বৈতনিক
মিউনিসিপালিটির অধিকাংশের বৈতনিক।

২৬। মিউনিসিপালিটির অধিকাংশের কাজ
কৈ "আসি-উই-ইন" এবং "কউ-ই-ইন" বৈতনিক
মিউনিসিপালিটির অধিকাংশের বৈতনিক।

২৮। মিউনিসিপালিটির অধিকাংশের কাজ
কৈ "আসি-উই-ইন" এবং "কউ-ই-ইন" বৈতনিক
মিউনিসিপালিটির অধিকাংশের বৈতনিক।

কমিশনার বাবুরের অধিকাংশের কাজ
কৈ "আসি-উই-ইন" এবং "কউ-ই-ইন" বৈতনিক
মিউনিসিপালিটির অধিকাংশের বৈতনিক।

৩০। কমিশনার বাবুরের অধিকাংশের কাজ
কৈ "আসি-উই-ইন" এবং "কউ-ই-ইন" বৈতনিক
মিউনিসিপালিটির অধিকাংশের বৈতনিক।

৩২। কমিশনার বাবুরের অধিকাংশের কাজ
কৈ "আসি-উই-ইন" এবং "কউ-ই-ইন" বৈতনিক
মিউনিসিপালিটির অধিকাংশের বৈতনিক।

(১৩ জন) আর ৪৯ জনের কেত বাহ নাই।
 এক সান্নাধ্যায়ক কর্তৃত্বাবলী নাগাঁও
 তা কাগজা সফলত সত্য হইল। এক সান্নাধ্যায়ক
 ২১৩ বার অধিবাসন ভটল ভাঙ্গ পর
 "আর বালা" কোথায় বা ভোমার সত্য
 তা ভাঙ্গার সত্য এবং আর কাগজ টিকি
 ধিতে পাওয়া যায় না, এখন "বে মায় বিদে
 ল গর্ভিতে গর্ভিত"।

সম্প্রদায়িক সভাপতি। আজ ৭ বলা মাত্র আপ-
 ক জামাইজাম এবং মিউনিসিপাল স্কুল,
 বা চিকিৎসালয় বলাবলি, মিউনিসিপালিটির
 বলাবলি কল, প্রভৃতি করেকটী বিবর থাকি
 ল। বারাক্ষর জামাইব।

ইউরোপীয় সমাচার।

লন্ডন ১৪ই জুলাই। বিলকট্ট মধ্য পুরস্কার মধ্য
 মধ্য পুরস্কার। ইংরেজ স্কুল পাথর মালিক অনেক
 আশ্রিত হইয়াছে।

পারিস ১৫ই জুলাই। দুক মাল আপন কাব্যচর্চায় প্রতি
 বরাহ প্রেসিডেন্ট প্রেসিডেন্ট একমুখি বক্তৃতি 'লাইভা-
 য়'। এই অধ্যায়ে মনুষ্যমণ্ডিতে সাধারণ হইয়া গিয়াছে
 'লাইভা' কল হইতে 'লাইভা' দেওয়া হইবে।

লন্ডন ১৪ই জুলাই। লন্ডন টাইলস পলিটিক্যাল মার্শাল
 'লাইভা' হইয়াছে।

লন্ডন ১৪ই জুলাই। সত্যের সময়ে যে পরিমাণ
 আশ্রিত হইয়াছে সৈন্যের সংখ্যা কম হইয়া তৎক্ষণাত
 মাল মাল মাল হইয়াছে।

লন্ডন ১৪ই জুলাই। কেবল বিবরণের সার আশ্রিত
 ম, সার জর্জ বার্ড উভয় সি. ই. ক. সার জর্জ সেরল
 'লাইভা' পটল সংগ্রহ এই করেকটীকে সংগ্রহ উপায় প্রদান
 হইবে।

লন্ডন ১৪ই জুলাই। হাওয়া ডিমায়াইট হাওয়া অধিকাংশ
 সেই মনুষ্য অধ্যবসায়কে প্রেরণ করিবার এবং পাত
 বলা 'লাইভা' ও অ্যামেরিকান গবর্নমেন্ট পরস্পর একটি
 ক. হইবে।

লাইভা মধ্য পুরস্কার যে তেলের প্রভৃতি কর্তৃত্বের সত্য
 'লাইভা' প্রাপ্ত সংগ্রহ পাওয়া গিয়াছে।

লন্ডন ১৪ই জুলাই। পাকিস্তান হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে
 'লাইভা' প্রতিনিধিগণ 'লাইভা' প্রতিনিধিগণের
 'লাইভা' হইতে।

লন্ডন ১৪ই জুলাই। ইউরোপের সত্য প্রসার একটি সত্য
 'লাইভা'। অধ্যাপক পাকিস্তানে পোপের একজন প্রতিনিধি
 'লাইভা'।

লন্ডন ১৪ই জুলাই। মধ্যপ্রাচ্যের প্রভৃতি অধ্যাপক অধ্যাপক
 'লাইভা' পাকিস্তানের মধ্যপ্রাচ্যের পুরস্কার আর হইয়াছে।

লন্ডন ১৪ই জুলাই। সংসদীয় প্রতিনিধি নির্বাচন কাব্য
 হইয়া গিয়াছে, কল এইরূপ হাওয়াইয়াছে—১১৩ জন

অধ্যাপক, ৭৮ জন ইউনিয়ন (স্ট্রাইক সাহেবের
 ভাড়া মাল, ১১১ জন স্ট্রাইক পাকিস্তান এবং ৮৫ জন পার্সি
 পাকিস্তান লোক মধ্যপ্রাচ্যের নির্বাচিত হইয়াছেন।

লন্ডন ১৪ই জুলাই। সত্যের সময়ে অধ্যাপক 'লাইভা' নির্বাচিত
 জীবন বাপন 'লাইভা' সংগ্রহ করিয়াছেন।

পারিস ১৫ই জুলাই। সত্যের সত্য 'লাইভা' মধ্যপ্রাচ্যের
 সত্য সত্যের অধ্যাপক মধ্যপ্রাচ্যের 'লাইভা' সংগ্রহ
 'লাইভা' গিয়াছে। লন্ডন হইয়াছে 'লাইভা'। 'লাইভা' মধ্যপ্রাচ্যের
 বলা এই হইবে 'লাইভা'। প্রতিপক্ষের কেবল 'লাইভা' হইবে
 হইবে।

লন্ডন ১৪ই জুলাই। স্ট্রাইক সাহেবের সত্য 'লাইভা' অধ্যাপক
 'লাইভা' পাকিস্তান করিবার সংগ্রহ করিয়াছেন।

লন্ডন ১৪ই জুলাই। সত্যের সময়ে অধ্যাপক 'লাইভা' নির্বাচিত
 জীবন বাপন 'লাইভা' সংগ্রহ করিয়াছেন।

লন্ডন ১৪ই জুলাই। সত্যের সময়ে অধ্যাপক 'লাইভা' নির্বাচিত
 জীবন বাপন 'লাইভা' সংগ্রহ করিয়াছেন।

সোমপ্রকাশের কাগজের দর।

৪ টাকা ডবল কাগজ ১৭৮/১০ ০ ১৭৮/১০

৪০	১৮৭২	(১৮)	১৮—
৪৫	১৮৭২/৭২	(১৮)	১৮—
৪৮	১৮৭২	(১৮)	১৮—

কলিকাতা

গত বুধবার আলিপুর মুলকী আদালতের এক
 জজ মোহরারের পূর্ন সর্পাধাতে বিরক্ত হইল।

গত রবিবারের পূর্ন রবিবার মধ্যপ্রাচ্যে ভন্
 সত্যের হইয়াছে। ভন্ সত্যের শিক্ত
 সকল সত্যেরই প্রিয়পাত্র ছিলেন। ভন্
 ব্যাধ বন্ধুকে হারাইয়া সকল সত্যের লোক
 হইয়াছেন।

অনেক মুলকী আদালতের রীতি আছে।
 পক্ষগণ যে মুলকী খরচা দেন তাহা আদালতের
 সত্যের খরচ হইল। প্রতিনিধি সভার অধ্যাপক।
 আলিপুর মুলকী আদালতে মুলকী খরচা লইয়া
 মুলকীর উকিলগণ একটি আইন পুস্তকাল
 প্রস্তুত হইল। মুলকী খরচা হইতে আইন পুস্ত-
 কালি প্রস্তুত হইল। ইহাতে উকিলগণ পক্ষগণের
 বিশেষ উপকার। সকল মুলকী আদালতেরই
 আলিপুরের অনুকরণ করা উচিত।

জরাজীর্ণ মাজিষ্ট্রেট কুমার গোপেন্দ্রক
 লিখাচ্ছে তেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু রামচন্দ্র সেনের
 কার্য ভার প্রাপ্ত হইয়াছে।

বেঙ্গল বাজারের একজন মুলকী

ভাঙ্গার একজন মুলকী একটি শিক্তসত্যকে
 কলিকাতা কার্যভারের বাহ। শিক্ত একটি কেরোসিন
 তেলের টেপি লইয়া খেলিতেছিল। রমণী কিরিয়া
 আসিয়া দেখে টেপিতে তেল মাই। শিক্ত
 মুখে তেলের গন্ধ অস্তিত্ব হইতেছে। শিক্ত
 নিত্যান্বিতের ভার চক্ষু হইয়াছেছিল। বাহা
 ভাঙ্গার ভাঙ্গার হাঁস পাড়ালে লইয়া
 বাহ সত্যের অধ্যাপকের ঘোষা ভাঙ্গার হইয়া
 হইল।

চিতপুর রোডের একজন বেঙ্গল সৈনিক
 অতিক্রম হইয়া প্রাণ ভাগ করিয়াছে। ভাঙ্গার
 কন্যা আসিয়া দেখে সে বিদ্যার উপর গলে
 হাত দিয়া মিসিয়া অ.হে। ভাঙ্গার উত্তর দের না
 কন্যা ভাঙ্গার মেলিয়া জাগাইতে গিয়া দেখে সে
 নিত্যান্বিত আর জাগাইবার ঘোষা মাই।

কলিকাতার করেকটী খন্ড মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যপ্রাচ্য
 একটি অধ্যাপক প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই অধ্যাপক
 যে সকল জাতিকে একত্র রন্ধন করিয়া ভোজন
 করান হইবে এবং নহে। ভিন্ন ভিন্ন জাতিক আশ্র-
 রের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা আছে। ভিন্ন ভিন্ন
 জাতীয় পাতক ও মুলকী, মধ্যপ্রাচ্যের ভিন্ন
 পাতকের ব্যবস্থা আছে। ব্যবস্থাটি মুলকী
 হইবে।

বিবিধ সংবাদ।

ভারতবর্ষে করেকটী কাগজের কল হইয়াছে
 বিলাতী কাগজের অধ্যাপকী এক প্রকার বক্তৃতি-
 যাইছে। পূর্বে প্রতি বৎসর ২৩।২৪ লক্ষ টাকার
 কাগজ বিলাত হইতে আমদানী হইত কাগজের
 বরও অধিক ছিল। এখন মুল্যের হ্রাস হইয়াছে।
 ১৮৮৪ অব্দে কেবল মাত্র ১৩ লক্ষ টাকার কাগজ
 বিলাত হইতে আমদানী হইয়াছিল। ভারতে যে
 করেকটী কাগজের কল স্থাপিত হইয়াছে তাহা
 ইংরাজিগণের উৎসাহে ও চেষ্টায়। বিলাতের
 খরচা অপেক্ষা এখানে অনেক অংশে সুলভ
 হইতেছে বলিয়া মূল্য ও সুলভ হইয়াছে। কাগজ
 প্রস্তুত করিবার কার্যে ভারতের অনেক বহিষ্কৃত
 ও ভিন্ন পরিবারগণের বহিষ্কৃত লাভ হইতেছে।
 কাগজের জন্য আমদানিগণেরও আর বিলাতের
 প্রত্যাশী হইতে হইল না।

বৌদ্ধধর্ম লইয়া ইউরোপে বড় আন্দোলন
 হইতেছে। পূর্বে এই ধর্মকে ইউরোপীয়গণ

সংস্কার বর্ষ বলিয়া মান্য করিতেছেন। এখন অর্ধ-
শতাব্দীর মর্ষ ও মত নষ্টিয়া বড় ভুলভুল পড়িয়া
গড়াইছে। এত ইম আর্কট বৌদ্ধধর্মে একেবারে
ভাঙিত হইয়াছে।

গোয়ালিয়ার শাসন সম্বন্ধে সারলিপিল প্রকিয়
লেনঃ—

“সার গণপত বাও বহির। ইত্যন্ত ভীষণ
কার্য্যের কোন স্যাব্যত হইবে কিম্বা উভয়ই আমার
জিহ্বাসা ছিল। বহির লোকের সাধারণ কার্য্য
চবিধা অনেক, রাজনৈতিক কার্য্য ও ভীষণ
সেইরূপ চবিধা। যে ব্যক্তি কম ক্রমেই কিছু
অধিক কার্য্য করেন রাজকার্য্য ভীষণই হস্তে সস-
পাদিত হইতে পারে।”

চরিত্রাতি প্রাণের প্রকৃত রাজপথের একপার্শ্বে
শব্দাত ভাং, অপর পার্শ্বে চরিত্রাতি ইং সৎ
বিদ্যালয়। শব্দাতের সময় বিকট দুর্গন্ধে বিদ্যা-
লয়ের ছাত্রগণ অস্থির হয়। শিককেবা প্রায়ই
বিদ্যালয়ের কার্য্য বন্ধ করিয়া সময় সময় দুই
বিশত বাধা হয়। ইত্যন্তে পাঠনা কার্য্যের বিল-
কণ ক্রটি হয়। এ অঞ্চলের বালকেরা যে রোগ
ভোগ করে এই বিকট দুর্গন্ধই তাহার অন্যতম
কারণ। বিকট অধিবাসী ও বোকাবলারগণেরও
ইহা একটা বিশেষ আত্ম ভয়ের ভেদ। মিউনি-
সিপ্যালিটি কি এখন হইতে শব্দাতের স্থান
উঠাইয়া দিতে পারেন না? বিকট মেজাজের
শব্দাতের মাটি। সেখানে শব্দ লইয়া বাইবার
কাম কট ও নাই। তবে এক বিকট আর একটা
অশ্রম রাখিবার আবশ্যক কি? আমরা আশঙ্কিত
কিন্তু মিউনিসিপ্যালিটি শব্দাতের নিষিদ্ধ এই
ভানটী পরিভাগ করিবার আত্মা দিবেন।
শব্দাত ভানটী বাবু মদীনচাঁদ যে বের, তিনিও
মিউনিসিপ্যালিটির একজন বিশিষ্ট কমিশনার।
মদীন বাবু বর্ষ একটু নোয়াবোগ করেন চরিত্রাতি
লোকের বালকদিগের ও বিকটবতী চরিত্রাতি
দাসী অনেকের এই আত্ম ভয়ের দুগ কারণটী
নাশ করিয়া তিনি সাধারণের কৃতজ্ঞতা ভাঙন
হইবে।

বিলাতি জুয়াছুরি—কিরদিন পূর্বে তাকার
শ্যামচন্দ্র নামধারী এক ব্যক্তি দুইজন অল্পবয়স্ক
বহির একদিন অল্প সময় সরাইরে আসিয়া
উপস্থিত হয়। এত বয়সের জন্ত একটা ভাল
খড়ী অঙ্গসজ্জা করে। বোলতরাম নামক এক
কিন বাতী তাকার জন্ত দ্বির হইলে এগ্রিমেন্ট
হইতে থাকে, এমন সময় তাকার শ্যাম-
চন্দ্র চাকরেরা আসিয়া বলে যে তিনি ক্যাণ্টন

মেটের প্রধান আফিসারের বাতীতে থাকিবার
ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই দুইজন বাতীতে বসে
করবার পর শ্যামচন্দ্র একদিন বোলতরামের
সভিত সাক্ষাৎ করিবার প্রার্থনা করেন। বোলত
রাম তাকারের সভিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া
কথামতীক জামিতি পারের ভীষণ মাসিক পেম-
সনের আর ৩৬০ টাকা। অনেক ব্যাভে ও কার-
বারে ভীষণ টাকা ভাঙান আছে—সংকল্প তিনি
একজন নিষিদ্ধ ও সপার ব্যক্তি। তাকার বোলত
ভীষণ প্রীর জমা একখানি অর্ধের গুণনা ও একটা
চেন আবশ্যক। বোলতরাম যদি ভীষণকে এই দুইটা
ক্রমা সংগ্রহ করিতে সাধ্যা করেন তাহা হইলে
তিনি বড়ই উপকৃত হন। বোলতরাম ভীষণ
শিকীচাদের জুলিয়া গিয়া ভীষণ কথার সম্মত হন,
এবং কিরদিনের মধ্যে এই দুইটা সামগ্রী জর
করিয়া দেন। শ্যামচন্দ্রের হস্তে তখন টাকা ছিল
না বলিয়া তিনি তার পরদিন টাকা দিতে চান।
এবং বিহার লইবার সময় বোলতরামের বিকট
হইতে আরও কয়েকখানি গুণনা এণ করিয়া জর
করেন। উক্ত বিবদ বোলতরাম লোক গিয়া
কিরিয়া আসে—বাবু সত্যাক্ষিক বাবু। তৎপর
দিন তিনি অল্প গিয়া শ্যামচন্দ্রের বাতীতে উপ-
স্থিত হইয়া বেধেন শ্যামচাঁদ সে বাতীতে নাই।
তখন তিনি জুয়াছুরি ক্রিতিতে পারিয়া পুলিস
সম্মত হন। তাকারের অল্প সময়ের একজন
উকিলের বিকট জুয়াচোর ধরা পড়িয়াছে।
তাকার প্রকৃত নাম গৌরপ্রসাদ। কমা যার গৌর
প্রসাদের একটা হল আছে। তাকার কেবল
জুয়াছুরী করিয়া বেড়ায়। এরপ তর রকমের জু-
চোরকে লোকে এখন হইতে চিনিতে শিখিবে।

ইউরোপীয়ান ও ইউরেনিয়ানবিধকে সতর
সৈন্য জেগিজুক্ত করিবার জন্ত গবর্নমেন্টের বিকট
আবেদন করা হইয়াছে। আমরা আশা করি
গবর্নমেন্ট ইহাদের অভিগাণ পূর্ণ করিবেন।

বিদ্যার জুয়ার কলটী বেশী লোকের হস্তে ও
অর্থব্যয় ভাপিত হইয়াছে। আমরা জুয়া ছুদী
হইলাম আশ্রিত ও এইরূপ আর একটা কল স্থাপিত
হইয়াছে।

কাবুলের আদীর লাত রোগে আক্রান্ত হইয়া
ছেন। চীন অধিপতিরও ইংগনি কাশ। এই
জনেরই রোগ সতর্ক।

কলকার ও সিদ্ধিয়ার মৃত্যুতে বেশী বিবেলী
সকল রাজাই অক্ষপাত করিয়াছেন। ভীষণে
অজ্ঞাতি বহাবাঙ্গীরগণ শোক প্রকাশ করিবার জন্ত
সভা করিতেছেন। আমরা এই সত্যজুতির ভিতর

বিরা ভবিষ্যৎকালের উজ্জল আলোকের আ-
বেশিত পাই। কে বলিতে পারে যে কবে আমরা
ভারতের সকল জাতি নিমিত্তা নিমিত্তা পরস্পরের
বেদনা অহুত করিতে শিখিব?

এই জুলাই পর্যন্ত ভারতবর্ষের লামা ভাট
জম পাই ও শস্যের যে বিবরণ পাওয়া গিয়াছে
তাৎক্ষণিক প্রকৃত হইল।—

শিখু ও বক্রি পঞ্চায়ে প্রদেশে ক্রটিপাত
নাই। অমায়্য শুলে ক্রটি বন্ধ হই নাই। বক্রি
ভারতবর্ষে রাজপুতানা ভিত্ত ভারতবর্ষের অজ্ঞা
কলে পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্রটি হইয়াছে। মায়্যা
বক্রি ও কুর্গে গুরু শল জমাইবার সত্যবনা
বোবাই, উত্তরপাশ্চিম, অমায়্যা, পঞ্চায়ে বন
প্রদেশ, তাইজাবাহ বেয়ার এসকল স্থানে শ
জমাইবার বিলকণ সত্যবনা। মায়্যা শে
বায়োর চব সত্যবপ্রহ, মায়্যাশে ও মায়্যা
সকল বিভাগেই আত্মের সংবাহ শুভ। হিসাব
বিদ্যী, মায়্যাশে কোলার বক্রি ও কুর্গ প্রদেশে
খবোর মূল্য ক্রটি হইয়াছে। পঞ্চায়ে মূল্য
বিভাগে আত্মীর মূল্যের হ্রাস ক্রটি হইতে
অমায়্যা স্থানে কোনরূপ হ্রাস ক্রটি নাই।

নিজানের মন্ত্রী কার্য্যভাগ হইয়া লর্ড ডকবিগ
পুত্রবিধিভে ডকবিগ তৎপরিবর্তে একজন ইং
জকে নিযুক্ত করিবার চেষ্টা করেন। বক্রি
নিজাম অল্প কতকগুলি নিয়মতন্ত্র গুরুত করি
মন্ত্রীর হস্তে বিরাহেন। সাধারণতঃ তাহাতেই বা
হইলে সীতপথে পুত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবেন
এবার লর্ড ডকবিগ কি ওজর করেন দেখা যাক

কাভেনডিশার্সে লর আগস্টে গুর মানে ম
কমা চালাইবার জন্য বক্রিভেটের বিকট অঙ্গ
চাখিয়াছেন। চোটগাটে বেসকল কুৎসাতিকার
বিরাশের বিলা করিয়াছেন তাকার একখা
সকল পাইবার জন্য উত্তরপাশ্চিমের তাইকো
আবেদন করিয়াছেন। বিরাশে কি সকল পা
বেন—মায়্যা বক্রিভেটের অঙ্গমতি পাইবেন?

আমরা জুয়া ছুদী হইলাম বেহিমীপু
মিউনিসিপ্যালিটি বেহিমীপুর কালসতী অঙ্গ
প্রহণ করিয়াছেন। ছোটগাটের আদেশ আ
হইলা আত্মের বক্রি ভর হইয়াছিল। বেহিমী
মিউনিসিপ্যালিটি বেহিমীপুরবাসীর বধ্য উপক
করিয়াছেন।

বোবাইয়ের রিপণ সওগার কোম্পানি যে
কৃতকার্য্য হইয়াছেন। বোবাই বধ্য অর্থক
বিদ্যালয় করিতেছেন। বোবাই অমায়
বিভাগের অঙ্গকরণী।

গবর্ণমেন্টের কোন কোন কম্পানীর উন্নতির
এ বেলা ঘটেছে। যেখানে এসিস্টেন্সের
সৈন্যগণের সকল জাতীয় লোকই বাহ্যিক
আহারাদি করিতে পারেন, এবং এইরূপে
জরুরী চাহিদার জন্য বাহ্যিক অঙ্গ-
অঙ্গের পক্ষে এ সময়ে নব কনসল্ট
কম্পানীর মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি একটা
এবং লিখিত পারেন তবে গবর্ণমেন্ট
পক্ষে ১০০ টাকা পুরস্কার দিবে।
সকল জাতীয় জাতীয়তা বজায় রাখিয়া
টান টেনে রাখা সহজ। এই একটা ভোজন
রকম অথচ ভাড়া অঙ্গের সমাধা হইবে
একটা উপায় হইবে। উক্তিয়া
১০১৫০ জন একমাত্র ভোজন পাওয়ার চতু
কিছুর বিনিময় আহার করে কেবল কাহারও
কম্পানী কবিলে অমনি উঠিয়া যায় তখন ভাড়া
ভোজন উচিত নয়। গবর্ণমেন্ট কি এই
হুল্লার অঙ্কণ করিতে চান? না দেশীয়
ব্যবসায়ের দল ভাড়া ও হাতিয়াসমা একত্র করিয়া
ভোজন বার সংকল্প করিবার ইচ্ছা করেন? কি
ভাড়া রাজস্বভিত্তিক! আমায়ের ভর হয়
অথবা মত সৈন্যগণের জাতি মারাত
গবর্ণমেন্ট বা আবার হুইল গটাইয়া
লন।

কিছু মুসলমানের ভিতর একটা বিশেষ ভাব
করাইয়া দেওয়া পাইওমিয়ারের একটা
হা। সব্বোত্তম বর্ণের কলিকাতার শিক্ষিত ও
শিক্ষিত বাবুরা মনে করেন ভাড়াই সর্ব
পুত্র, মুসলমানেরা কিছুই জানেন না। গবর্ণ-
মেন্ট সময়ে সময়ে এই বিষয়বস্তি আলোচনা
ভর বর্ণিত লোকদিগকে নিশ্চয় করিতে
হয়। এটা কি কাপুরুষতা বহু। পাইওমিয়ার
মিয়া স্থাপিত হইলেন বাজার মুসলমান
ক সম্ভবতঃ হিন্দুর সহিত মিলিয়া নানা
ভেদে ওভাসমিতিতে যোগদান করিয়াছেন।
ক ভেদী মুসলমান ও শিক্ষিত বাজারী
ভিত্তি সনাতন করিয়া রাজনৈতিক আন্দোলনে
যোগ দিয়াছেন।

পাইওমিয়ারের একজন সংবাদদাতা আবার
পাইওমিয়ারের উপস্থিত বটী। তিনি বিগত
উন্নত সভায় নিম্নোক্ত বিচার আন্দোলনের ফলে
পাঠিত ছিলেন। ওহু বলেন টাউন হলে বেরপ
তা হইয়াছে পাটনা ও ঢাকা কলেজের ছাত্রগণ
করিয়া সেরপ বালকের সভা করিতে পারে।
পেশের চৈর ককি টঙ্ক।

মাস্তাজ বিতংগে রূপা মানক পার্থক্য এবং
পের অধিবাসিনী ভাষাকার একটা পুলিশ কেবল
আক্রমণ করিয়া কলিকাতার সকলক হত্যা
করিতেছে। রূপার ভাষিক খোলাখোলা পড়িয়া
থিরাছে। জোকে বলে খোলাই চক্রিকা মানক
এক ব্যক্তি এই হত্যাকাণ্ডের মূল। বিজয়নাথ
হইতে ভিন্নত পুলিশ সৈন্য রূপার প্রেরিত হই-
য়াছে। এই হত্যাকাণ্ডের মূল বাহাই বাহুক
আবারের গের বর পুলিশ সব্ব সময়ে লোকের
উপর উৎপীড়ন ও অত্যাচার করিয়া এইরূপ
বিশ্বব্রত হয়। অন্যতম ও উন্নততত্ত্ব জাতি-
নিদের নিকট অধিক অত্যাচার করতে গেলে
অপেক্ষাকৃত মজা অত্যাচার ব্যক্তিগণের মত ভাড়া
বহু একটা সে অত্যাচার সভা করিতে গড়ত হয়
না। হতরাং এইরূপ মানক একটা হুইল উপস্থিত
হয়। আনরা বেরম এই হত্যাকাণ্ডের বিশেষ
অঙ্গসমূহ লইবার জন্য অগ্রসর করি, তেমন
আবার পুলিশের অত্যাচারিণীর উপর দৃষ্টি রাখ-
বার জন্য গবর্ণমেন্টকে উপদেশ দি।

ইই ইতিহাস রেলওয়ে কোম্পানির আর ব্যয়ের
বে বিতাব বাহির হইয়াছে ভাড়াতে বেলা যায়
উক্ত রেলওয়ের কার্যে ১৯০১ জন ইতালীয়
এবং ৬,০১৩ জন দেশীয় ড্রাইভার নিযুক্ত হই-
য়াছে। অধিক সংখ্যক দেশীয় ড্রাইভার নিযুক্ত
করিয়া গত বৎসর ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত উক্ত
কোম্পানির ২,৬৮ ১৯২ টাকা খরচ ব্যয়িতা থিরাছে,
তথাপি কোম্পানির কার্যের কোন ক্ষতি বা
বেশ্যোৎসাহ হয় নাই। বহু দেশীয় কর্মচার
হস্তে উক্ত রেলওয়েটী এখন সর্বোৎকৃষ্ট থিরা
পরিগণ্য হইয়াছে।

পাইওমিয়ার কান্দীর রাজ্যের বে খোলাখোলা
কথা লিখিয়াছিলেন কান্দীরবাসী ভাচার বিশ-
বিসর্গ জানেন না।

মস্ত্রি মাতিত সার্কাস একটা হুইলবার কথা
ওনা থিরাছে। এক জন হজেরবাসিনী রমণী
বেলুন হইতে অত্যাচার করিতেছিলেন। ওহু ৪০
ফিট উচ্চ হইতে সহসা অবসর হুত হইয়া
ভূমিতে পড়িয়া গিয়া ভাচার সর্বাত্মক হুইয়া
থিরাছে এখন ভাচার আগ সড়ট।

ওহু হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে মান্দালে
হইতে ১০ মাইল দূরে লোহাই নামক স্থানে ভাড়া
হুত পড়ে। ভাড়াইভার হস্তে কান্দীর বহুক
ছিল না। ভাচার প্রথমে পুলিশ আউট পোর্টের
পাত্রীক হত্যা করিয়া কাণ্ডে প্রেসটমক ভাষিক
আহত করে। একজন জবাবদার, একজন সিপাহি

ও হুইলম শিবিরবাহক শকু পাউয়াহ। তিন-
জন সিপাহি ও হুইলম শিবির রক্ষক আহত হই-
য়াছে, সান ভাড়াইভারের কেবল বহু পড়ে নাই।

নিম্ন থিরাখি এবং বহু উপস্থিত।
এরূপ এবং সংবাদক বহুক পৃথিবীর আর কুত্রাপি
নাই। অনেক গুলু বাহুর খোড়া ইহার উৎ-
পাতে আগ চাহিয়াছে। সেদিন হুইল মানক
একজন লোককে বহু হুঁকিয়া ধরে। হুইল
লক লক বহু বহু বহু অধীর ও অচৈতন্য হইয়া
পড়ে। কিসকণ্ড পরে হুইলের হুতদেহ বহুক
যা আহারিত বেলা যায়। ভাচার নাসিকা ও
কর্ণের ভিতর বহু থিরা খাইতেছে, চকু
ভাড়া বাহির করিয়া ভাচার ভিতরে বসিয়া
আহার করিতেছে। হুইল, লোহাইল মানক
জনা ভূমিতে গিয়াছিল। সেখান হইতে
বহুকে বাঁকে ভাচার অগ্রসর করে।
এবং পাইওমিয়ারে ভাচার বিনাশ করিয়া ভাচার হুত
বেলা আহার করে। বহুকে হস্তে আর এতদূর
এক জনের আগ যায়। ইতারা বহু না পার্শ্ব

১লা জুন থিরাগে ভাচার হুত হুই-
য়াছে। পূর্বরাজ্যে কতকগুলি হুত লোক রে মন
কাথলিক চার্চ অনেক কতি করে—জনরও উৎস
বে প্রোটেষ্ট্যান্ট ও অরোমানাই এবং করি
রাহ পাইম সদ্ধার সন অনেক লোক একত্র
হয়, একটু রাত্রি অধিক হুইল বাজা আরম্ভ হয়।
বাজাইটেরা এক সভা করিয়া কিং কর্তব্য বিব-
চনা করেন, এবং সৈন্য আনাইয়া আদালত গৃহ
রক্ষা করেন। পথ ঘাট অঙ্গের মধ্যেই লোক
লোকারণা হইল, ভাচার সকলেই প্রোটেষ্ট-
বিগকে নামপ্রকারের ভর বেলাইতে লাগিল,
স্থানে স্থানে প্রোটেষ্ট্যান্ট ও অরোমান হলে
কোন কোন ভাচার আক্রান্ত অবস্থান হইয়া
ছিল। রাত্রি ৯টার সময় ভাচার চারিদিকে
ইট ও পাথর ছুড়িতে লাগিল লোকের জামা
বহু ভাচারে আরম্ভ করিল। কাউন্টি বহু-
কনকিটসমান বহু, মেথডিস্ট বহু এবং কনগ্রিগে-
সন পুরাণিভের বটী, লাগি বহুক জালা বহু।
অঙ্গের মধ্যে ভাচার হুইয়া সব মতে কবিল।
কোন উপাসনা স্থান বহু করিতে থাকি রছিল
না। তারপর বিঃ কক্রেম ডেবিলের বাজীর উপর
আক্রমণ হয়। ডেবিল একটা বহুক ছুড়িয়া উহু,
জল বিজ্ঞোতিগণক দূর করিয়াছেন। আর এক
জন ভাচার বটী আক্রান্ত হওয়ার সে বক্তিগলি
করিয়া একটা বালকে আহত করে। একজন
মাজিষ্ট্রেট আসিয়া থিরা সৈন্যগণক একত্র করি-

লন। বাইসট একে মামক আইনখানি পড়া
উল। তাবপর সৈন্তেরা নিজেও বনেন নিযুক্ত
ইল। রাত্রি দুই প্রহরের সময় আর কোন গোল-
গুল না যায় নাই। দুই এক ঘণ্টা পরে টাউন
জের হুট। বাড়িয়া প্রচার করিল মগরে আত্মন
গিগিয়াছে। তখন এক জন ছুতা বাবসারী ইংরাজ
জেরজমানের ঘরবাড়ী জ্বলিতেছিল। রাত্রি দুইটার
সময় মিঃ শ্বিংলর বাড়ীতে আগুন লাগে। ইনিও
এক জন সজ্জাত ব্যক্তি। অনেকক্ষণ মর্দক থাকিয়া
শবে ইনি আর আত্মন মিলাইতে পারেন নাই।
আহার জী পুত্র আত্মনে পুড়িয়া মৃতপ্রায় হই-
গাছে। পুলিশের চেম্বার প্রায় বিজোলের শক্তি
হয়।

বোম্বাই গেজেট বলেন রাজস্ব সমিতি আগষ্ট
মাসের প্রথম কি দ্বিতীয় সভার পরে পুনরাগমন
করবেন। সেখানে স্থায়ী গবর্নমেন্টের সচিব
এর সংক্ষেপ সম্বন্ধে পরামর্শ করাই তাঁহাদের
কেন্দ্র।

ইংলিশম্যান বলেন রাজস্ব সমিতি অত্র নৈমিত্তিক
সভাপরে মধ্যপ্রদেশে পাকিস্তানে গমন করি-
বেন। তারপর বোম্বাই হাইকোর্ট সম্বন্ধে বিবে-
চনা করিবার জন্য পুনরাতঃ বাওয়াই সিদ্ধান্ত।
পুনঃ হুইতে অক্টোবর মাসে বাজালার আসিবার
সম্পন্ন হইয়াছে। নবেম্বর মাসে তাঁহাদের কলি-
কাতার প্রত্যগমন হইবে। কলিকাতার বসিয়া
মিঃ বিপোর্ট লিখিবেন। ভার্সি সার্কেল এখনই
কলিকাতার আসিতেছেন। সংবাদী শুভ বটে
সেক্রেটারী জেকব কিন্তু সময়মতেই মৌরস সত্বে
গমন করিয়াছেন। মাস্তাজে কবে তদারক
হইবে?

ধিবের দুইটি তরী ও আর কয়েকজন আত্মীয়
জন বোম্বাই আসিয়া বসবাস করিতেছেন। ইহারা
কলেই ধিবের প্রতিপাল্য ছিলেন। এক্ষণে
ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট ধিবের বৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণা দিয়া
স্বাধীন করিয়াছেন তাঁহার পোষাধর যে কি
প্রতিশ্রুতি দিয়া তাহা বিবেচনা করা কি তাঁহাদের
কৃতকা মতে?

পাইনিয়ার শুনিয়াছেন বাজালার লোকাল-
পাণ্ডেব সভা নিযুক্ত করিবার জন্য অনেক ভ্রম
লাগে মোট দ্বিগুণ অধীকার করিতেছেন। কোন
কাম সজ্জাত ব্যক্তি সভাপদের প্রার্থী হইতেও
স্বীকৃত করেন। পাইনিয়ার এ আভ্যুত্থি
সময় কোথা হইতে পাইলেন? এইরূপ বিখ্যা
টিকা কবা বুঝি তাঁহাদের অত্যাগ?

হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল স্কুল

পরীক্ষার ফল।

বাজালা বিভাগ।

সিনিয়র পরীক্ষা।

মহোদয়প্রাণ ফের, মনিতরাজ দাস, বীরেন্দ্রচন্দ্র
বোম, বনমোহন সুখোপাধ্যায়, রামলাল বন্দ্যো-
পাধ্যায়, জগদ্বজ্র বসু, নারায়ণচন্দ্র বোম চন্দ্র-
কুমার সুখোপাধ্যায়, মলিতরাজ দাস বন্দ্যোপাধ্যায়,
মাদবচন্দ্র সিংহ, বাজকুমার চক্রবর্তী রামচন্দ্র-
বন্দ্যোপাধ্যায়।

জুনিয়র পরীক্ষা।

অরুণাশ্রম সেন, অরুণচন্দ্র বৈদ্য স্বাধীন-
দাস রায়, বেনীমোহন দত্ত, বামলাল বোম, প্যারী-
লাল মাকী, কালীপ্রসন্ন দাস ওম, নারায়ণচন্দ্র-
স্বাধীন, স্বাধীনদাস সুখোপাধ্যায়, গিরীশচন্দ্র হুগু,
চন্দ্রকুমার মিত্র, কালীকিশোর চক্রবর্তী,
মঙ্গলাল রায়চৌধুরী, কৈলাসচন্দ্র রায়, মহোদয়-
চন্দ্র সেন কেদারনাথ আচার্য, সুপালচন্দ্র বোম,
করমোহন চৌধুরী, বলকুমার মল্লী, বহুবোমারী
বহুমদার।

ইংরাজী বিভাগ।

জুনিয়র পরীক্ষা।

কেন্দ্রমোহন বোম, অবিদ্যচন্দ্র মল্লন,
জুবৈ বন্দ্যোপাধ্যায়, কেরকচন্দ্র বসু, বীরেন্দ্র
সুখোপাধ্যায়, জুবৈ সুখোপাধ্যায়, এম, এম, বসু
এম, ডি।

গবর্নমেন্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনেন্ট গবর্ন-
রের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

মিঃ এ. এ. ককরেনের দ্বিতীয় সময় পাটনা বিভাগের
কমিশনার মিঃ এক, এম. হালিডে রোজমিউ বোর্ডের মেম্বরী
করবেন। পরায় বাড়িষ্টেট মিঃ এ. ককরেনের সর্ব সময়
প টনা বিভাগের কমিশনারি করিবেন। মিঃ ডি, অগর, সার্ভে
নের দ্বিতীয় সময় চট্টগ্রামের বাড়িষ্টেট মিঃ অগর, যামলন চট্ট-
গ্রাম বিভাগের কমিশনারি করিবেন। সেই সময় চট্টগ্রামের
জর্জেট বাড়িষ্টেট মিঃ এস, কে, ডবলাস তথাকার বাড়িষ্টেটী
করবেন। স হাবাদের এমটিং ডেপুটি বাড়িষ্টেট মোলনী
জামুল হাছন মওলদ আবদুল সত্বে মাসসরাসে মল্লী চট্টগ্রা
মেন। ইহুৎ নিত্য মল্লী ও বহুমদার, মল্লীচন্দ্র বসু, বাবর
প্রেম, ও প্রদত্ত অ'চ'বা - মস' হুইতে এমঃ মল্লী বহুমদার।

বহী কটকের প্রাচীনতম ডেপুটি বাড়িষ্টেট মল্লীচন্দ্র বহুমদার
প্রাচীনতম বাড়িষ্টেট কুমার দ্বিতীয়প্রকারের
আপাতত দিবাগপুর সময়ে মল্লী চট্টগ্রাম। মেম্বর ডবলাস্ট্রি
ডবলমুখ্য বসু পুত্রের কামটনমেন্ট বা জর্জেট নিযুক্ত হইলেন
আসিষ্টেট পুলিশ মিঃ ডি, এ. পাটেল কটক ডবলমুখ্য মল্লী
নিযুক্ত হইলেন। মল্লীচন্দ্র সিংহ ও কুমার পাটনা শিল্পপুত্রের
সব মেজিটার নিযুক্ত হইলেন। বাজ'লা বহুমদার মল্লীচন্দ্র
টারী মিঃ ডবলাস্ট্রি, ডি বাইথ মেজিটারি বিভাগের প্রতি
ইন্সপেক্টর ডেপুটি নিযুক্ত হইলেন।

বিচারসংক্রান্ত বিভাগ।

বাবু হামদারদে আসিষ্ট মরমনিংক ফিলোপাত্ত প্রদত্ত
মৌলনী মল্লীচন্দ্র ইসাক, মৌলনী অমরলাল গুপ্ত ও মৌলনী
মল্লীচন্দ্র চন্দ্রমণ্ডল যে তত্তা প্রদত্তসের এমঃ বাব হামদারদে
তগলি মিউনিসিপাল এজলাসের অনগ্রসর বাড়িষ্টেট নিযুক্ত
হইলেন।

সংবাদদাতার পত্র

রাধাধাট।

গত ১৭ ই জুলাই শনিবার চাকবহ মিউনি-
সিপালিটীর অন্তর্গত অনেকগুলি কামের প্রায় বো-
ম্বাই প্রজা অন্তর্গত অন্তর টাক্স মিলাবদ্য
আমাদিগের মবাগত মানসীয় ডেপুটি বাড়ি
ষ্টেট, চাকবহ মিউনিসিপালিটীর চেম্বারমা-
জিযুক্ত বাবু বিজয়নাথ সুখোপাধ্যায় মহোদয়ের
মিকট হরবাস্ত করিতে উপস্থিত হইয়াছিল। বাবু
বের উপর মিউনিসিপালিটীর টাক্স বার্য করিব
তার অর্পিত আছে, তাঁহাদের বিবেচনা বোম
সময়ে সর্বত্র অন্তর টাক্স বার্য কবা চর তদ্বিষ-
মর্দয়ে নাই। এমন ব্যক্তি আছেন বাবু
টাক্স কম বার্য করা হইতাহে, আবার কাহার
প্রতি অন্তরিত হইতাহে। মিলিথিত তারি
কাটী বেখিলে আমাদিগের ব্যাকের বাধ্য
ক্রমা হইবে। বাবাদের বেশী হওয়া উচি
ছিল তাঁহাদের নাম এই:—

বাবু বীরনাথ সান্নালাল বিবাস পালপাড়া, জমী
দার, অন্তররি বাড়িষ্টেট মিলে কমিশনার অ
ইহার ২৮৮০ ত্রৈমাসিক টাক্স।

বাবু রামচন্দ্র মৈত্র জমীদার প্রীতদার। ইহার
ত্রৈমাসিক টাক্স ১৮০ টাকা মাত্র।

ডাক্তার প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইহার
কোম্পানীর কাগজ ও হুদর কারবার, এসবাতী
বিজ্ঞের ব্যবসার আছে অথচ ইহার ত্রৈমাসিক
টাক্স ৮০ আনা মাত্র।

গোপালচন্দ্র সান্নালাল বিলকল হুদের কারবার
ইহার ত্রৈমাসিক টাক্স ৮/১০ মাত্র।

জীনাথ নন্দমদার বিশিষ্ট লোক, নিজ কমিশ-
নার অথচ ইহার ত্রৈমাসিক টাক্স ৮০ আনা।

কঁটালপুলি নিবাসী অমরনাথ-সুশোণাধার
বাম্ লোক ইহার ত্রৈমাসিক টাকায় ২০ আনা
কর নির্ভরিত হইয়াছে।

পালপাড়া নিবাসী বাবু রতনচন্দ্র চট্টোপা-
ধ্যায় অমরেরি নাতিষ্টেট ও জীবনীর মিত্রে করি-
নাম, ইহার ত্রৈমাসিক টাকায় ২০ আনা।

বাবু জগদ্বন্ধু সামান্য জীবনীর ইহার ত্রৈমাসিক
টাকায় ২০ আনা।

গণেশচন্দ্র ভট্টাচার্য কলকাতা জীবনীর ইহার
ত্রৈমাসিক টাকায় ২০ আনা।

একদেব বাহাদুর প্রতি অভিরিক্ত, ইহার ই-
তে ডাকনের তালিকা বিবরণি।

শবচন্দ্র শ্রুত সাবাজ সুবিদ্যায়, ইহার
ত্রৈমাসিক টাকায় ২০ আনা।

কঁটালপুলি নিবাসী সুখানন্দ সেন সাবাজ
পাড়ের লোকানদার ইহার ত্রৈমাসিক টাকায় ২০
আনা করিয়া হইয়াছে।

পুণ্ডরিক চাকর নিবাসী তারিণী মুন সাবাজ
ইহার ত্রৈমাসিক টাকায় ২০ আনা।

যশদা নিবাসী ঠাকুরদাসের-সুজয়শ্রী সাবাজ
ইহার ত্রৈমাসিক টাকায় ২০ আনা।

জীনাথ ঠাকুর নিবাসী সুজয়শ্রী, ইহার টাকায়
২০ আনা করিয়া হইয়াছে।

আমলগঞ্জ নিবাসী সুজয়শ্রী, ইহার টাকায়
২০ আনা করিয়া হইয়াছে।

বেলিগাড়া নিবাসী বতি বাঁ সাবাজ, ইহার
ত্রৈমাসিক টাকায় ২০ আনা।

জমীর মণ্ডল নিবাসী টেবিলজী, ইহার টাকায়
২০ আনা করিয়া হইয়াছে।

এই গেল অবস্থা। আবার বাহার প্রতি
টাকায় ২০ আনা করিয়া হইয়াছে।

নিবাসী গোবিন্দচন্দ্র জল বিক্রয় কারিণী ২০-
আনা করিয়া হইয়াছে।

পুণ্ডা, বিশিষ্ট বেওয়ার ত্রৈমাসিক ১০ আনা
টাকায় করিয়া হইয়াছে।

শবচন্দ্র পুরাকর্তা প্রদর্শন করিয়াছেন।

উপসংহার কালে আশির্বাদে মণ্ডল তেপুটী
নাতিষ্টেট চাকর মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান

কিছুকাল বিজয়নাথ সুশোণাধার মহোদয় ও

উক্ত মিউনিসিপালিটির আইনচেয়ারম্যান মো.
জো ডি, বেগুনার সাহেব, মণ্ডলের মিত্রে
সমিষ্ট অফিসে ডাকনাম ইহার বাহার প্রতি
টাকায় হইয়াছে এবং ইহার টাকায় ২০ আনা
করিয়া হইয়াছে।

বিজ্ঞাপন।

ইলকটে গ্যালভানাইজ
রী কবচ ও অনন্ত।



পি সি, বাস কবচ বিক্রয় ও আশির্বাদ।

৩৪ নং বেনেটোলা সেন, পুটলডা কলিকাতা।

এই অক্টোবর ও অনন্ত এমন্ অক্টোবর
শক্তি আছে যে, বেসকল রোগে মনুষ্য একেবারে
হত্যা হইয়া পড়েন অথচ ডাক্তারি কারিগরি এবং
কবিতাজি চিকিৎসার কিছুতেই কিছু উপশম হয়
না, ওষুধ এই মনুষ্য শক্তি এবং জীবন পরণ
কবচ অক্টোবর ও অনন্ত ধারণ করিলে সেই সমস্ত
রোগ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্তিলাভ করিবেন,
অথবা বহিঃকৃত ব্যাধি, রোগ হইতে মুক্তি
পাইতে ইচ্ছা করেন তবে, অথবা মিত্রে ডাক্তার
অক্টোবর, কবচ কিম্বা অনন্ত লইয়া বাটন, অথবা রোগের
কঠোর বস্তুনা ভোগ করিতে হইবে না, এবং যত
শরীরে ইচ্ছা ব্যবহার করিতে ওলাউঠা খসড়া প্রকৃতি
সংক্রামক রোগ লক্ষ্য করিতে পারেন, এই অক্টোবর
কবচ ও অনন্ত জন্ম কালিম (P. C. D.) নামাঙ্কিত
যেখিরা লইবেন এবং অক্টোবর ও অনন্তের মাপ
পাঠাইয়া বাণিত করিবেন।

প্রতি কবচের মূল্য ১০ ডজন ১২ টাকা
প্রতি অক্টোবর মূল্য ১০ ডজন ১৫
প্রতি অনন্তের মূল্য ১০ ডজন ১৫
প্যাকিং ও পোষ্টের খরচা এক হইতে ৬৩১।/৭
হইতে ১২৩।/০ লাগিবে।

৩ চারি রকম অক্টোবর মনুষ্য বাহার্য যে রকম
লইতে ইচ্ছা করিবেন অক্টোবর পূর্কক সেই মনুষ্য
বাঁহিয়া লিখিয়া দিবেন।

মিউ হোমিওপ্যাথিক হল।

এম. বি. হিউস এন্ড কোং।

৪৭ নং সীতারাম ঘোষের স্ট্রীট কলিকাতা।

বিভক্ত

ট্যাক্স প্রদান।

ইউরোপীয় উত্তম পুস্তক, পুস্তক কোষ, আনন্দবিদ্যা,
জীবনবিদ্যা, ঐতিহাসিক ও আর্কিওলজিক প্রদান সমস্ত ১২
শিল্প কক, চামচা পুস্তক সনিক, আনন্দবিদ্যা, জীবন
উত্তম, জীবন ও আনন্দবিদ্যা হইতে আনন্দবিদ্যা
প্রদানবিদ্যা, উপযোগী ব্যবহার্য সাক্ষ্য পুস্তক
এখানে পাওয়া যায় এবং প্রধান প্রধান সংবাদ
পত্রের ও চিকিৎসা সংক্রান্ত মাসিক পত্রিকা সমস্ত
লেন বিক্রয় প্রদান, সমস্ত বিধান তত্ত্ব
হোমিওপ্যাথিক কিং নামক উত্তম পুস্তক
খানি কেবল আনন্দবিদ্যের নিকট ডাক মাফলস
১১০ এক টাকা আন আন মূল্য পাঠাইয়া
ওলাউঠা ও পুস্তক চিকিৎসা জ্ঞান সকল রকম
ঐহব পূর্ণ বাস্তব বিজ্ঞান সর্জন্য প্রদত্ত থাকে।

কপটক বেসর হইতে লভ্য পত্র শ্রেণীর আনন্দ
জ্ঞান নিশ্চয় পরীক্ষিত সর্জনকার নামাঙ্কিত
আনন্দ শক্তিকারক উত্তম হোমিওপ্যাথিক ঐহব
ব্যবহার্য সমস্ত ১২ আনন্দ মূল্য ১০ এবং পুস্তক
নিখাত হোমিওপ্যাথিক ঐহব ব্যবহার্য সমস্ত
১১০ বেক টাকা। ইচ্ছা কেবলই আনন্দবিদ্যের
বিক্রয় হয়। ডাক, কবিতাজি, প্রসিদ্ধ কপটক
আরক ব্যবহার্য সমস্ত মূল্য ১ আনন্দবিদ্যের নিকট
পাইবেন।

মণ্ডলের অর্ডার বস্তুর সচিত্র কালপেয়ে
পারেন দ্বারা পাঠান হয়।

— ৩৩ —

বিশেষ সুবিধা বিশেষ সুবিধা

মণ্ডলের বহুবিধের সুবিধার জন্য আনন্দ
কলিকাতা হইতে বাজার ঘরে সকল প্রকার জিনিষ
বিক্রয় করিয়া পাঠাইয়া দিতে পারি। বাজার ঘর
যে কোন জিন্স আবশ্যক হইলেই তিনি মিত্রে
টাকা প্রেরণ করিলেই ওলাউঠা সজ্জা ডাক
পোষ্টেল পোষ্ট লেই সকল জিন্স পাঠান হইবে
নিখাত ঠিকানার পত্র লিখিলে সমস্ত জিনিষ
জামিতে পারিবেন।

৩৩ নং সীতারাম

কলিকাতা

— ৩৩ —

১৮৭৪ অব্দে প্রাপ্ত ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ।

৩ র ভাগ ১০ ১০

বিশেষের বিলাপ ১০ ১০

করখানি একত্র লইলে সমদারে ডাক

বাহুল্য ১১৭ লাগিবে ।

ঐতিহ্যবাহু চক্রবর্তী

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কতকট

বিশেষ দ্রষ্টব্য ।

সম্বৎসরে সোমপ্রকাশের অগ্রিম দ্বারা

বাহুল্য সম্বৎসর বার্ষিক ১০ টাকা এবং বাৎসরিক

৫১০ টাকা । অনবধ পক্ষে ডাকমাস্তুল সম্বৎসর

টাকা । অনবধ পক্ষে বাসিক ত্রৈমাসিক বা বাৎসরিক

সিকের মিয়ন নাই । শিকক ও জাতবিশেষ

জন্ম ডাক বাহুল্য সম্বৎসর ৩০ টাকা দ্বিতীয় ক

হইয়াছে ।

অগ্রিম দ্বারা বা পাইলে বাক্যে সোমপ্রকাশ

প্রেরিত হয় না । বাৎসরিক সোমপ্রকাশের দ্বারা

পাঠাইবেন । বাৎসরিক বা বাৎসরিক করিয়া

জিহ্বা কলিকাতার বন্ধিণ সোমপ্রকাশের ডাক

ঐতিহ্যবাহু চক্রবর্তীর নামে মোট, দ্বিতীয়

বরাহ চিহ্ন, ননি অর্জার, ইহার অর্জার বাহুল্য

বাহুল্য অধিকা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা

প্রেরণ করিবেন । অর্জ আবার অধিক দ্বারা

টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না । দ্বারা

মিথেষ্ট হইবার পূর্বে কেহ সোমপ্রকাশ প্রেরণ

অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট দ্বারা কিরাইয়া দেওয়া

হইবে না ।

বাহুল্য বাহুল্য বা বিলাপ পত্রাদি প্রেরণ করি

বেন, বাহুল্যবিশেষ নাই । পত্রাদি প্রেরণ ক

হইবে না ।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা

করিলে বাহুল্যে প্রথম তিন বার প্রতি পত্র ১০

হই আনা তাহার পর ১০ এক আনা দিতে হইবে

কেবল ইংরাজী অক্ষরে প্রতি বার ১১০ করিয়া

লাইন করা হইবে ।

প্রেরিত, সংবাদপত্র, জমদকারীর পত্র ও প্র

প্রতি বেসকল বিবর নামা দান হইতে এক

জন্ম আইলে তাহার মতামত বা কোমলী ক

বিল্লভ বা সন্ত এবং সন্ত-বিলাপ বিবেচনা বি

সম্পাদক, প্রিন্টার বা প্রপাইটার দ্বারা নহেন ।

এই পত্র কলিকাতার বন্ধিণ সোমপ্রকাশ

ডাক হইয়া চাকরিপোতা সোমপ্রকাশ

ঐতিহ্যবাহু চক্রবর্তীর দ্বারা প্রতি সোম

প্রাত্যহসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় ।

শরচ্চন্দ্র দত্ত এও কোং ।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ।

প্রস্তুতকারী ।

কলিকাতা মহা মেদার এবং হোমিওপ্যাথিক
ডাকবিধের নিকট হইতে ঔষধের উৎকৃষ্টতা
বহু প্রমাণ পাওয়া যায় ।

দ্রব্য স্থলভ ।

ওলাউচা চিকিৎসার ১২ শিলি ব্যবস্থা ও কপূ-
র আরক সহ ৫ টাকা ।

গুড়-চিকিৎসার ২৪ শিলির বাক্স ব্যবস্থা পুস্তক
৮ টাকা, ২ শিলির বাক্স ১০ টাকা ।

সাধারণ চিকিৎসার ৫১ শিলি ঔষধের বাক্স
ব্যবস্থা ১৮ টাকা ।

ডাকবিধের উৎকৃষ্ট বাক্স ২৫ টাকা, সম্পূর্ণ
ব্যবস্থা ৫০ টাকা ।

ইংরাজী বাঙ্গালা সচিত্র দ্রব্যনিরূপণপত্র
৫৫ নং কলেজস্ট্রীট
কলিকাতা ।

—০০—

হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় ।

জে. এম. ডক্টার এও কোং ।

এখানে ক্রমাগত করেকখানি জাহাজে নগর
আমেরিকা ও জর্জিয়া হইতে বিস্তর হোমিওপ্যাথিক
ঔষধ, পুস্তক, কর্ক, শিলি ও বস্ত্রাদি আনীত হইয়া
লভ দ্রব্য বিক্রয় হইতেছে । এলেন এনসাইক্লো-
পিডিয়া দ্বারা ১৮০ হানিম্যান বো পিউরা দ্বারা ২৪
প্রতি বৎ বৎ পুস্তক পাওয়া যায় । বিলাতী ২০০
২১০ বাহারিৎ ১৮০ বিজ্ঞান ১০ এবং ২২৩ ১৮০
হাসাবে বিক্রয় হয় । ১২ শিলির ওলাউচা বাক্স
পুস্তক ৪১ এই ক্যান্ডরসহ ৫৩ সাধারণ চিকিৎ-
সা পুস্তক সহ ২৪ শিলির ৮৪, ৩০ শিলির ১০৪০
৩০ শিলির ১৪, ৪৪ শিলির বাহ্যিক ঔষধ সম্বৎ ১৬
২ শিলির বাহ্যিক ঔষধ সম্বৎ ২৫, ২০০ শিলির
উৎকৃষ্ট বাক্স পুস্তক ও বাহ্যিক ঔষধ সহ ৮০ বাহ্যিক-
ঔষধ ৪১০ ও ৫ (কাউন্সিল বিতরণীয়) (সমস্ত বাহ্যিক
সচিত্র পুস্তক ও কোটা চালিবার বস্ত্র পাওয়া যায়)
কলিকাতা ১১০ নং বাহারিৎ, কলিকাতা ।

ঐতিহ্যবাহু চক্রবর্তী—স্বামিন্দ্র ।

—০০—

সোমপ্রকাশ দ্বারা ইংরাজী ও বাঙ্গালা নাম
প্রকার জন্মপ্রাপ্ত হইতেছে । সন্ত দ্রব্য
অন্য সমস্তের মধ্যে সন্ত অক্ষরে প্রকাশিত
করা সম্পন্ন করিয়া দেওয়া যায় ।

সমস্তের বেসকল প্রাপ্ত কলিকাতার
আমেরিকা এবং সহরের বেসকল প্রাপ্ত
সোমপ্রকাশের দ্বারা হস্তে দিতে ইচ্ছাকরেন,
বাৎসরিক ১৭ নং কলেজ স্ট্রীট সোমপ্রকাশ
ডিপজিটারিতে দিয়া রাখি লইবেন ।
ননি অর্জার করিয়া ডিপজিটারীতে পাঠাই-
বার প্রয়োজন নাই । ননি অর্জার কাঁচা-
লয়ের টিকানার পাঠাইবেন ।

অগ্রিম দ্বারা, কলিকাতা, পালের, করবার
শিকক পত্রিত ও জাতবিশেষের জন্ম ডাক বাহুল্য
সম্বৎ ৩০ টাকা, সোমপ্রকাশের দ্বারা বিজ্ঞাপিত
হইয়াছে ।

বিজ্ঞাপনমতাদিগের প্রতি ।

আমরা বিবর সহকারে সাধারণকে জানাই-
তেছি, বাহুল্য সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন বিবর দ্বারা
করিবেন বাহুল্য সোমপ্রকাশের পত্র গণিত
বিজ্ঞাপনের অগ্রিম দ্বারা পাঠাইয়া দিবেন । প্রথম
তিনবার প্রতি পত্র ১০ আনা, তাহার পর ১০
আনা । ইংরাজী অক্ষরে প্রকাশ হইলে ১১০
করিয়া লাইন প্রতি বার করা হইবে ।

বেসকল কর্তৃপক্ষের বিজ্ঞাপন আদ্যবিধের
নিকট আনিয়া, তাহা প্রথম একবার বিবরদ্বারা
প্রচারিত হইবে । তাহার পর বিবরদ্বারা দ্বারা
নগর হইবে ।

—০০—

ঐতিহ্যবাহু চক্রবর্তী বিদ্যাক্ষর এণ্ড
নির্মালিখিত পুস্তকগুলি নির্মালিখিত দ্রব্য
ও ডাকমাস্তুলে কলিকাতা ১৭ নং কলেজ
স্ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে পাওয়া
যায় ।

উপদেশদ্বারা	দ্রব্য	ডাকমাস্তুল
১ র ভাগ	১০	১০
২ র ভাগ	১০	১০
নীতিসার ।		
১ র ভাগ	১০	১০
২ র ভাগ	১০	১০

বিদ্যাভূষণ লাইব্রেরী
স্থাপিত-১৯০৯
চাঁড়িপোতা, সোনারপুর।

সামপ্রকাশ

৫০ নং ভাগ।

“স্বচরিতা” প্রকৃতিস্থিতার বার্ষিক: সর্বজনীন অনিষ্পত্তি ন বীজনা।”

৫৮ সংখ্যা

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাসিক সমস্ত ১২৯৩ সাল। ১৮ ই জ্যৈষ্ঠ। ইং ১৮৮৬। ২ রা আগষ্ট।
১০ টাকা। অগ্রিম বাধ্যসিক্ষ ৫১। ৭ রিপনাক। ১৮ ই জ্যৈষ্ঠ।

অসম্পূর্ণ পক্ষে মাসিক সমস্ত বার্ষিক
টাকা মাত্র। শিকক ও ছাত্রদিগ
জন। বার্ষিক মাসিক সমস্ত ৩১০ টাক

বক্তাপন

পি. এন. বিশ্বাস।

টাইপ কাটওয়ার এও অওয়ার সল্লার।

৪৭ নং সোতারাস ঘোষেরটাই
কলিকাতা।

স্বর্ণ কবচী ভূষণ তৈল।

১ মঘর কেশ কেশ লিখায়ে ব্যবহার্য।

মূল ৬, ৪, ২ আউল লিপি ৬০, ৬০, ১০০ আনা।

২ মঘর কেশ কেশ লিখায়ে ব্যবহার্য।

মূল ৮, ৪ আউল লিপি ৬০, ৮০ আনা। প্যাকিং
৮০ আনা।

সবিশেষ বিবরণ ক্যাটালগে দেখুন। ১০ আনার
টিকিট পাঠাইলে ২৪ পৃষ্ঠার বহি (ক্যাটালগ)
পাইয়েন।

প্রিন্টিং টাইপ।

অল পাউকা, পাইকা, গ্রেট প্রকৃতি অক্ষর
ছাপাখানার আবশ্যকীয় ব্যবহার্য প্রকৃতি বিজ্ঞ-
গার্থ প্রকৃতি আছে। (অল্প বা অধিক) সস্তর মক
অল পাঠান যায়। ক্যাটালগের মূল্য বাধ্যসিক্ষ
১০ আনা।

মূল্য এজেন্সি।

অল্প মাত্র কনিশন লইয়া (গৃহস্থ ও ব্যবসায়ী
সকলেবই জ্ঞাত) জঃ-ঃ কাপড়, ঔষধ, বহি, বাজ,
অলপার, হুত, মগধ, চাউল, আলমারি, টেবিল,
চিরার প্রকৃতি সকল প্রকার প্রকৃতি (মাক
সংস্কার) সস্তর পাঠান যায়। ১০ আনার টিকিট
পাঠাইলে কনিশনের বিবরণপত্র সহিত বাজার
মতের বহি পাঠিয়েন।

কর্মখালি।

Wanted a Competent Tehsildar for
Pargannah Chakai. Pay Rs 50, per mensem.
Preference will be given to one who has a
good knowledge of English, Hindi, Urdu and
a practical Experience in Zemindaree affairs.
Applications will be received up to 15th
Proximo. Apply with Copies of testimonials
Gidhour } Agher Nath Bhattacharja
Chord Line } Private Secretary To
His Highness the
Moharaja Bahadur
of Gidhour,

বৈকব।

এই ভক্তি প্রচারক মাসিক পত্রের ৮ মং সংখ্যা
প্রকাশিত হইয়াছে, ইহার অগ্রিম বার্ষিক সাহায্য
১৪ বেড় টাকা নিম্নলিখিত স্থানে পাওয়া যায়।

“ভক্তিরসামগতসিদ্ধ” (পূর্ববিভাগ)

সংস্কৃত মূল, টীকা টীপনী, বাজালা অস্ত্রাব এবং
বাজালা টীপনী সহ ভক্তি বোধক বৈকব গ্রন্থ
মূল ১, ১ টাকা ডাক মাসিক ১০ আনা।

“বেদান্ত সামন্তক” (গোবিন্দ
ভাব্যকারকৃত)

ঈশ্বর, জীব প্রকৃতি, কাল, ও কর্মতত্ত্ব বোধক
বৈকব সিদ্ধান্ত গ্রন্থ (বেদান্তগুরুতর মুদ্রিত
সংস্কৃত) মূল্য চারি আনা ডাক মাসিক ৬০ অর্ধ
আনা।

পুস্তক দুই খানি আমার মিকট ও সংস্কৃত ডিপ-
জিটারি, সোমপ্রকাশ ডিপজিটারি এবং বৈকব
ডিপজিটারিতে পাওয়া যায়।

জীকালীদাস নাথ
রাংসবক মজিকের পোস্তা।
বড়বাজার, কলিকাতা।

৮ মং বাজা বাধ্যসিক্ষ হেন বাধ্যসিক্ষ ৮ মং
জগদ্বিখ্যাত সর্বপ্রধান সংস্কৃত মতাক্ষেপ।

শককল্পক্রম।

সর্বসাধারণ লিখিত ও লিখারী ব্যক্তিগণ
ব্যবহার্য উৎকৃষ্ট বেদমাগর অক্ষরে উৎকৃষ্ট
কাগজে, সংশোধিত ও সুশৃঙ্খলিত সচিত্র পত্র
বর্জিত ভট্টা সংখ্যা জন্মে মাসে মাসে প্রকাশিত
হইতেছে।

প্রতি সংখ্যার মূল্য ৪ পেন্সী ৮ কদমা আনা।
ইহা পূর্বে পূর্বে প্রকাশিত সংস্করণে ২৪ কদমা
যত কথা আছে, ততাত ততাত অপেক্ষা ৭ অধিক
কথা আছে।) নিম্নলিখিত গাথকগণের পক্ষে প্রতি
সংখ্যার মূল্য ১ এক টাকা মাত্র।

শককল্পক্রম গ্রন্থখানী মতাপরগণ হির অক্ষর
কারীর মিকট পত্র লিখিলেই শককল্পক্রম
নিম্নলিখিত সচিত্র বহু সংখ্যা প্রকাশিত ভট্টা
পাঠান বাইবে। (৩৪ সংখ্যা প্রকাশিত ভট্টা
৭১ নং পঃপুস্তিকাখানী টাইট জীবনকল্পসংগ্রহ বহু।
কলিকাতা। } সি.ই.।
ইতিহাসবহু।

প্রেরিতপত্র

মান্যবর জীহুক সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহোদয়
সমীপে।

ভারতসত্তার মননবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে
রাজনৈতিক মগরসংকীর্ণ।

পতিতপাবন প্রভু বিরজন।

তোনার চরণে করি নিবেদন।

তোনাবচিত্তক আধ্যাত্মিক প্রত্যকাল মাল্য গাঁথি,
করিব সকলে গলে ধারণ।

কর যেন অশ্রুপতি, দুটাও বিপাকভীতি
রাজার প্রজার ভীতি, হৃদয় কর অশ্রুপতি।
স্বপ্নের যোগাও বল মঠে কর অশ্রুপতি,
তারতম্যের মল, হয় যেন বিবর্তন ॥
নোনা অতীত নিরীহ, নহি রাজ্যস্ব
চাছি রাজ্যের, নাহি দেয় কেহ।
চাছি পক্ষপাতহীন, শাসন কালার তেন,
বাইবেল শ্রম, অতেন বিবেক।
ওনা ভিত্তিরিরা রাণী, সনাম জন্মী,
ভারত সকলে তোমাকে না জানি।
তোমার যত শাসন ছেলে, কীর সর খেলে,
আমরা বিদ্রোহ পেলে, চাচী শতাব্দী।
তোমার শিবজি ঘোষণা, সকল হলো না,
এ বড় বেদনা, ছন্দে মামি।
উঠ ভারত-সন্তান, হও সবে একপ্রাণ,
মন্ত্রের সাধন কিবা শরীর কর পায়ন।
রাণী যে করিয়া সভা ভারতে বিদ্রোহের
করিতে সে স্বরাজ্য, হও সবে সন্তান।
ভারত কি যেনের কষ্ট, সোনার ভারত মঠ,
উচ্চমান পদার্থ, নিজস্বশাসনগণ।
মোহ প্রভৃতি পর যত, অপরের হস্তগত,
সাক্ষীগণ, পালের মত, ভারত এখন।
ভগ্নহুমে স্বাধীনতা, খোটে কত পর সৃষ্টি,
নেতৃত্বের তাহে বিধি, খণ্ড কি কখন।
যে পরে যখন বাই, অপের আদর নাই,
নিজস্ব শাসন তাই, রাজ্যের লোভন।
স্বাধীনতা স্বাধীনতা, সে কেবল সজ্ঞা স্বাধীনতা,
গৌরবের বাব পোয়া, ভোটেই কাবণ।
নিজস্বত্ব স্বাধীনতা, নিজেই বা জীবন,
অভ্যাগারে সে এখন, হৈল বিদ্রোহ।
ব্যক্তির স্বত্বের লাগি, প্রাণ দিতে অসুরাগী,
করে কবল লাগি, ভিক্ষুর মতন।
বেতন না লব বলে, বেতন তাই সৈন্যবলে,
নাএ সাহেব ছলে কবে নিবারণ।
অনাচার কল্যাণ ছাতি, বলে দুই বরজাতি,
ভারত সমরভীতি, বিধ না কখন।
দূর গেল ভরবান, চাকুরাখা হৈল ভব,
কটাবি হুঁচীর ধার, হৈল শত্রু।
এ আছে স্বাধীনতা, যার বুকি তর সিঁড়ি,
লগ্নে আশ্রয় লাগি, কাটাতে হয়ে জীবন।
এ বড় চতুষ্কোণী, কালজয় হইবে নাটী,
পাঠাপাঠি পবিত্রাটী, তারি আয়োজন।
সিঁড়িলাগিমে জানি, করিতে কপালপাণি,
যশের চূড়ান্তানি, করিতে মনন।
ছায় বিধি কোথা বাই, কেননে তুলসি পাই,

ভাবিয়া ভাবিয়া তাই, ভারত চেনন।
ভারত এ দুঃখের কিসে হবে নিবারণ।
(তাই) বলি তাইগণে চল এক মনে,
জন্মী চরণে করি যোজন।
(তিনি) কপাল আঘাত, গুণের আঘাত,
কোলে আপনায় মনন মনন।
এতে, যদি বলে ছলে, যেন কেহ বলে
সাজা তার গলে পড়া শোভন।
ভয় বাধার, ভাবিয়ে বাধার,
কি করিবে তার, রাজস্বাসন।
হুঁচকি তখন তাই এতদ্বারা
এতে বাস্তবিক-ভরসার। পরস্পর সনাতন।
কর ভারতবর্ষে তব কপালপাণি বরষণ।
কর ভারতবর্ষের যত বহনিত এ কখন।
ভারত সত্যের জয় করাও যোজন।

—৩৩—

সম্পাদক মহাশয়। ইতিপূর্বে গৌরীভাষিনী
শ্রীযুক্ত বাবু মহেশ্বর রাই মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত
বাবু অমৃতলাল রাইয়ের প্রারম্ভিত সম্বন্ধে বাচ্য
লিখিত্যিতি গোধ হইয়াছিল। গত ১১ ই জুলাই তারিখের
বঙ্গবাসীতে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুচরণ গুপ্ত, ভারতবর্ষ
সেন ও সভ্যকৃষ্ণ সেন এবং বোগেন্দ্রনাথ মল্লিক
উভ্যাহি কয়েক ব্যক্তির কয়েকখানি পত্র প্রকাশিত
হইয়াছে, তন্মধ্যে সভ্যকৃষ্ণ বাবু কলিকাতা বৈজ্ঞ-
সমাজসংক্রান্তী সভায় শ্রীযুক্ত বাবু মুরলীধর সেনের
দ্বারা সংজ্ঞায়িত প্রারম্ভিত সম্বন্ধে বাচ্য উল্লিখ
করিয়াছিলেন তাহাতে বঙ্গবাসীর সম্পাদক বলি-
য়াছেন “মুরলী বাবু অভিযোগ করিয়াছেন, বলিয়া
কি সকলেই অভিযোগ করিবে” এক-এ আমি উক্ত
সম্পাদককে জিজ্ঞাসা করি, মুরলী বাবু বা তৎসদৃশ
কোন ব্যক্তি তাহার আকিসে বাইয়া প্রারম্ভিত
বিশ্বদর্শন মত ভয় নাই বলিয়া তাহাকে বুঝাইয়া-
ছেন, বলিয়া কি তিনি ভট্টপল্লী ও মদনীপুত্র বাবুকে
শাস্ত্র প্রমাণিত বলিয়া প্রমাণ করিতে যত্নপরিচর
হইয়াছেন? হিন্দুজাতির দ্বারা মুরলী বাবু বড়
ভারত, বঙ্গবাসীর সম্পাদকও ভবেবত। তাই বলি-
তেছি এরূপে রাসতন্ত্রের একটি সমাজের বিতর্কনক
কার্যে বাবা দ্বিবার জন্ত এত চীৎকার কেন? বঙ্গ-
বাসীর সম্পাদক কেমন নিরপেক্ষ তাহা বিবেচনা
করুন। গত ১১ ই জুলাই তারিখের পত্রে গুরু-
চরণ বাবু যে একখানি অতিরঞ্জিত পত্র লিখিয়া-
ছিলেন এখানকার শ্রীযুক্তগণসী একজন বৈজ্ঞ-
যিনি প্রারম্ভিতকরে উপস্থিত ছিলেন, তিনি
তাহার প্রতিবাদ করিয়া একখানি পত্র লেখেন।

কিন্তু বঙ্গবাসীর সম্পাদক এমনি সভ্যদের যে সে
পত্রখানি প্রকাশিত করিতে সাহসী হইলেন না কি
জানি, কলিকাতার বিশেষতঃ কলুটোলার প্রসিদ্ধ
ব্যক্তি ব্যক্তির কোণফুটিতে পতিত হইলেন। হি, হি,
সম্পাদকের এরূপ কার্য করা বড়ই গণিত।
আমাদের প্রত্যেকের বৈদ্যসমাজসংক্রান্তী মনু বাবুর কার্যে
বিশেষ সহায়তা করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন এবং
কলিকাতা বৈদ্যসমাজসংক্রান্তী সভার ব্যবহার
বোধিয়া অত্যন্ত দুঃস্থ হইয়াছেন। আর সকলে বঙ্গ-
বাসী পত্রিকাকে অতিসম্মান করিতেছেন। আমি
এই পত্রের সহিত ভট্টপল্লী ও মদনীপুত্র বাবু
পত্র পাঠাইলাম, আপনি বঙ্গবাসীর মত একজন
প্রধান পত্রিকার। আপনার সোমপ্রকাশ হিন্দুসনা-
কের দুঃখান্ত। অতএব আমি ইচ্ছা করি এ বিষয়ে
আপনি সম্পাদকের দ্বারা আপনার মতামত
প্রকাশ করুন।

জামালপুর } বিশেষতঃ
১৭ ই জুলাই ১৯২৩ } শ্রী বোগেন্দ্রনাথ সেন।
স্বাক্ষর }
শ্রীযুক্ত বৈজ্ঞসমাজসংক্রান্তী মহাশয়গণ
সমীপে।

মহাশয়। গত ২১ ই আশ্বিন তারিখের গৌরীভা-
ষ্যে, শ্রীযুক্ত বাবু মহেশ্বর রাই মহাশয়ের দ্বারা
প্রকাশিত পুত্র শ্রীযুক্ত অমৃতলাল রাই শাস্ত্রসম-
বন্ধাবিধি প্রারম্ভিত করিয়া বৈদ্যসমাজভুক্ত হই-
য়াছেন। এই দ্বারা নিম্নলিখিত প্রমাণ ও বৈদ্য
মহাশয়গণ উপস্থিত ছিলেন। সমাগত তত্তলোক
সকল মনু বাবুর আত্মবিক্রম মত দ্বারা বিশেষ সন্তুষ্ট
হইয়াছিলেন।

গৌরীভা, কাকদলী, দালিমহর ও চাঁদুদার
বৈদ্য মহাশয়গণের এবং বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত বাবু
ভরদ্বাজ শাস্ত্রী ও দ্বিয়ারচন্দ্র বোম্বাল মহাশয়
দ্বিগের দ্বারা ও চেতন এত মতল কার্য সম্পন্ন
হইয়াছে তৎকর্তৃক তাহা বগকে কোটি ২ বতবার।

শাস্ত্রসম্বন্ধে যে যে ব্যবস্থাদ্বারা উক্ত প্রারম্ভিত
হইয়াছে সকলের গোচরার্থ সেই সকল ব্যবস্থা
নিম্নে প্রকাশিত হইল।

পরম পুজ্য শ্রীযুক্ত অধ্যাপক মহাশয়
সমীপে।
কলিকাতাবিবরণ। কোন ব্যক্তি অধিকৃত্যতি,
দ্বৈতবিদ্যাদ্বারদ্বারা দ্বৈতবিশেষে গমন ও আনন্দ
অনিরূপ্যের দ্বৈতভাষ্য করিয়াছেন এরূপ সভা-
বনা, এমনকালে এই ব্যক্তি দ্বাবিধি প্রারম্ভিত
করিয়া সমাজ ব্যবহার্য হইতে পারিবে কি না
ইহার দ্বাবিধি দ্বাবিধিপ্রদানে আশা হয় ইতি।

কাচড়াপাড়া। জীবুজ টোনাখ রায়। হারকা-
ল সেন ওও। পকানন বরাট মহাপ্রের পুত্র
নীলাম্বর বরাট।

শাটগতিয়া। জীবুজ চেমনাথ সেন।

চড়া। জীবুজ জগন্নাথ মজুমদার। রাউমোডম
ওও। চরিত্ররং হাস ওও। মতিলাল মল্লিক।
গাংখাসন বহু ওও। রমেশচন্দ্র সেন ওও, পূর্ণচন্দ্র
ওও। তোলানাথ মজুমদার। ভগবতীচরণ
ওও। কুমারমোহন সেন ওও। রাখালদাস
মজুমদার। কালীচরণ মজুমদার। রুজদাস সেন
ওও। সাধনচন্দ্র মজুমদার গোপালচন্দ্র ওও ওও।
গণ্ডীচরণ মজুমদার। বোণাপূর্ণ মজুমদার।
মদিহারী হাস ওও। কেদারনাথ হাস ওও।

পাঁচপাড়া। জীবুজ গিরিশচন্দ্র রায়।

কলিকাতা বরজিপাড়া। জীবুজ বিশ্বনাথ
ওও। বাবুচন্দ্র বহু ওওর পুত্র মতিলাল
ওও। ভগবতীচরণ মজুমদার মহাপ্রের পুত্র। গোপাল
চন্দ্র মজুমদার মতবানীচরণ সেনের পুত্র। পরমা-
ন সেন। কেদারনাথ সেনের পুত্র ভূপালচন্দ্র
ওও। শিবচন্দ্র সেনের পুত্র। মারাতপচন্দ্র সেন।
সরস্বতীচন্দ্র রায়।

বৈদ্যবাগী। জীবুজ রাজকুমার সেন ওও।
জনাথ ওও।

ভটিপাড়া। জীবুজ রাধাগোপাল মল্লিক।
আমারাতপ সেন। বজেন্দর সেন মহাপ্রের পুত্র,
গোবিন্দনাথ সেন।

রাজপুর। জীবুজ গোপালচন্দ্র সেন। প্যারী-
মহম্মদ সেন। ইন্দ্রচন্দ্র সেন।

আমাবপুর। জীবুজ মহেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী।

হালিসহর। জীবুজ বেটারাম ওও। প্রিয়নাথ
ওও। বিননাথ ওও রায় উপেন্দ্রনাথ সেন
ওও। অমৃতলাল হাস ওও (রায়) মজুমদার
বরাট মহাপ্রের পৌত্র কলিকূষণ বরাট। হাংগ
ওও (রায়) বতীলাস ওও। কিশোরীমোহন
সেন ওও। বিশির্বাধিকারী ওও। চন্দ্রনাথ ওও।
মহেন্দ্রনাথ ওও। শশিশেখর ওও। প্যামাচরণ
সেন ওও। শরৎচন্দ্র মজুমদার। কামাইলাস সেন
ওও। প্রতাপচন্দ্র সেন ওও। বিজয়কুমার হাস ওও
শরৎচন্দ্র সেন। ভায়াপ্রসাদ সেন।

গৌরিতা। জীবুজ চন্দ্রশেখর ওও। হারাণ-
চন্দ্র মজুমদার। গোপালচন্দ্র সেন। সত্যকুমার সেন
বিনোদবিহারী সেন। চরিত্রমোহন সেন। চরিত্র
মোহন রায়। বলরাম সেন। বিশির্বাধিকারী মজুম
দার। চারুচন্দ্র মজুমদার। দুর্গাচরণ মজুমদার।
ইন্দ্রনারায়ণ রায় মগেন্দ্রনাথ মজুমদার। শিবচন্দ্র

ওও। রাগনাথ ওও। কীর্ত্তীচন্দ্র ওও। বোগেন্দ্র
নাথ মল্লিক। গোপালচন্দ্র রায়। গোবিন্দচন্দ্র রায়
বীন্দনাথ ওও। অমৃতলাল ওও। অমৃতচরণ ওও।
ব-জীবুজ তোলানাথ সেন

অঙ্গুত

জিহ্মসরস্বতী মজুমদার।

কলিকাতা, ২৫ এ আষাঢ় মাস ১২৯৩ সাল।

সোমপ্রকাশ।

১৮ ই আবেণ সোমবার।

(আমরা সহযোগী জাতি ও বৈদিক পাঠ
করিয়া বিন বিন দুর্ভিষ হইতেছি। সত্যবাগিনী
সাধারণকে সম্প্রদায় সংবাদ পত্রিকা পাঠ করিতে
বিদ্যা ভাষাভেদে কোন উপকার করিতেছেন নিত্য
অন্তর্জোড়িত ভাষার লোকের ভ্রুতি কলুষিত করিয়া
বেশেব ভেদমি সর্বনাশ করিতেছেন। আমরা
সহযোগিবাদের নিকট অনেক আশা করিয়া-
ছিলাম। তাবিয়াছিলাম বঙ্গবাসী ও বৈদিক যখন
বেশের সর্বত্র গভীরত করিতেছেন, তখন সাধা-
রণে রাজনীতি, সমাজনীতি ও ধর্মনীতি সম্বন্ধে
সহজেই কতকটা অতিজ্ঞতা লাভ করিতে
সমর্থ হইবে। এখন বেধিতে পাঠ বঙ্গবাসী ও
বৈদিক লোকসমাজে কেবল দুর্ভিতির প্রচার
করিয়া সাধারণে দুর্ভিত হইতেছেন মাত্র।
হরপ্রসাদ শাস্ত্রীপ্রমুখ অনেক পণ্ডিত শাস্ত্রাবি-
জ্ঞাণ দ্বারা বিলাত গমনের জন্য আশ্রিত
ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া অমৃতবারুক সমাজে
পুনঃপ্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। বঙ্গবাসী
ও বৈদিক এই সকল পণ্ডিত বিশেষতঃ বারু
হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে উদ্দেশ্য করিয়া নিত্য
ভাষার গালি দিতেছেন।) গত ২৬ এ জুলাইয়ের
বৈদিক কতকগুলি পণ্ডিতের ব্যবস্থা দিয়া বৈদিক
সম্পাদক প্রকাশ করিতেছেন যে বিলাতে গিয়া
অত্যা জবাবি ভোজন করিলে কাহারও চিন্তা
সমাজে পুনঃপ্রবেশ করা উচিত নহে। এই সকল
শাস্ত্রীর প্রবাদের উদ্দেশ্য করিয়া সহযোগী বলি-
তেছেন—“আজ শাস্ত্রীজী কোথায়? বাহার চকু
আছে তিনি দেখিবেন দুর্ভিষের আনন্দ করি-
বেন। যে অন্ধ, উন্মত্ত বেহাড়া দুকাণকাটা—তার
আবার বিচারশক্তি কি? লজাইবা কি? শক্ত বা
পাখাণকে কোন সাধু কথা বলা বুঝা। মুক্তাহারের
মুখ নামের কি বুঝিবে?” একাত্তারের বারু

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে বামর বলিলেন দুক একাটা
দেখায়া বলিয়া মদীয়ার এসিজনামা পণ্ডিতগণকে
ও গালি দিলেন। আমরা জানি সম্পাদককে
উদ্দেশ্য কেবল ইংরাজী ও বাংলাদিগকে গালি
দেওয়া। ইংরাজি আমের বলিয়া হরপ্রসাদ ভাষার
নিকট বড় অপরাধী। হেঁপার পণ্ডিতা মহামায়া
পণ্ডিতগণও বৈদিকের নিকট বামর হইলেন।
আমরা জিজ্ঞাসা করি ইংরাজি শিকিত উৎসাহী
দুর্ভবিতের উপর ভাষার এক বিশেষ কেন? একি
সাধারণের নিকট পরিচিত হইবার উপায়
অশিক্ষিত লোকে জন্ম ও কুসংস্কারাপন্ন। তাহার
ইংরাজি শিকা করে নাই সংস্কৃতেরও বার দায়
না। পরের শাস্ত্রের উপর ভাষাভেদে দুর্ভ
আপনার শাস্ত্রের এক বর্ণ পূর্ণ শুভ ভাষার। আমের
না ভাষার। মহাপ্রেরের মনে ভাষে চটা কি
পুত্রাভব সমাজবাদের সচিত ভাষাভেদে বিন্দিত
নাই। নিজের শত ছিট, অন্যের সামান্য ছিট
ভাষাভেদে নিকট মহাপ্রের। বঙ্গসমাজে এই
লোকের সংখ্যাই অধিক। বৈদিক ও বঙ্গবাসী
এই সকল লোককে সংশোধন করিবার চেষ্টা
না করিয়া ভাষাভেদে ভ্রুতিকর পদার্থ সকল বোপা
ইয়া দিয়া পসার করিতেছেন। ইতর লোক
মত অবাচ্য বলিয়া কাহারও মনে আঘাত কি
যদি অর্ধোপায়ের চেষ্টা বেধিতে হয় তবে
কষ্টসাধ্য হ্রস্ব সম্পাদকীয় কাণ ছাড়িয়া ভাষা
বনাগনের অন্তর উপায় অবলম্বন করুন। কি
যদি বেশের কোন উপকার করিবার ইচ্ছা হয়
বোগিদের মনে থাকে তবে এ কুরুচিপূর্ণ অ-
জোড়িত ভাষায় গালি দিবার অভ্যাসটা পরিত্যাগ
করা ভাষাভেদে অবশ্য কর্তব্য। আমরা অনেক
দেখিয়া আসিতেছি গালি দিয়া কেহ কখনও
হইতে পারে নাই।

—৩৩—

আমাদের কোন কোন সহযোগী সা-
আমীর হোসেনকে ব্যবস্থাপক সভার সভা নিযু-
করণ অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন বলি-
কোনকোন মুসলমান বলিতেছেন আমরা মুসলমান
কে উচ্চপদে নিযুক্ত বেধিতে ইচ্ছা করি না
মুসলমানের এতীভবন। আমরা সকল কার্যে
সকল বিষয়ে ভাষাভেদে সাধাচারী হই ভাষার
সময়ে সময়ে সাধাচারে দানে পরাক্রম হন না
মুসলমানকে এখন আমরা ভাল বাসিতে শিখিয়া
ছি মুসলমানের বৈরিতা যে উভয়েরই অন্তঃ-
মূলীকৃত ভাষা আমরা বিলক্ষণ বুঝিয়াছি। অ-
মের সহযোগিতা যে সাধব আমীর হোসেন

ব্যাপক সভায় অধিষ্ঠিত দেখিতে ইচ্ছা
কর না, তাহার কারণ জাতিবৈরিতা নহে।
সকল কারণে আনীর সাএব হোসেনের
একগীতুজ হওয়া আমাদের অভিপ্রেত নহে।
সকল কারণ এক জন হিন্দুতে বর্তমান থাকিলে
আমরা তাঁহাকেও এড়াইয়া রাখি। রাজা
একপ্রকারে কি আমরা হিন্দু বলিয়া আঁহর করি ?
এক মুতর্ভের জন্য ও তাঁহাকে ব্যবস্থাপক সভায়
অধিষ্ঠিত রাখিতে আমাদের ইচ্ছা হয় ? সাএব
হোসেনের ভোক্তার লিখিতস্বাক্ষরে মার ইংরাজের
ব্যবস্থাপক সভায় অধিষ্ঠিত করি। অধিকন্তু তিনি
সকল গণপরিষদের কর্মচারী। সুতরাং উহা
সংসদসভা হইতে তাঁহার পক্ষে প্রায়ই অসম্ভব।
ব্যবস্থাপক সভায় থাকিয়া তিনি যে কেবল হিন্দুর
স্বার্থে কাজ করিতে পারেন তাহা নহে, মুসলমান ও
খ্রীষ্টানদের বড় একটা সুখের আশা করিতে
পারেন না। এই কারণেই আমরা তাঁহার সভা
অধিষ্ঠিত হইবার প্রতিবাদী। যে মুসলমান সাএব আনীর
কামেনের অবস্থা ও কার্যকলাপ পরীক্ষা করিয়া
বিচারাভ্যাসে তিনি বলিবেন সাএব হোসেনের মুসল-
মানদের কোন কল্যাণ নাই। সভা বলিতে গেলে
মুসলমান আনীরপক্ষে আর কেন স্থলা করেন ?
সভার সভ্য সকলের প্রাণ পণ করিবার সময়
আসিয়াছে। যদি আমাদের পরামর্শের চিত্ত বৈরি-
তাব বিব বর্তমান থাকে তবে কাতার ও মঙ্গল হইবে
না, বরং প্রতিদ্বন্দ্বিতাশীল এংলোইণ্ডিয়ান এই জাত
হিন্দুর আত্মবিশ্বাসে বেধিয়া টিটকারী করিতে
করিতে এখন সুখে গালি দিতে থাকিবেন। সে
কি আমাদের বড় অভিপ্রেত ?

—৩৩—

ভিক্টোর রমণীর পুরাতন কের্টিক জাতির
সভায় নানা বর্ণ লেপনে সুন্দর মুখ বিকৃত করিয়া
রাখিতে আসে। ভারতের রমণীর যেমন মুখাবরণ
ভিক্টোর রমণীর তেমনি বর্ণ প্রলেপন। রমণীরা
রাজ্যভাষা বাধা হইয়া একপ আচরণ করিয়া
থাকে। রমণীর কমণীর বহন বিকৃত তাহা প্র-
লম্ব করাটাই, গভীর উদ্দেশ্য আছে। পূর্বে যখন
ভিক্টোর প্রকার ব্যবহার ছিল না তখন ভিক্টোর
স্ট্রীসন জে তখনক ব্যক্তিভাবে যেন লক্ষিত হইত,
পুরুষেরাও তখন বর্ণ আন পুত্র হইয়া বৌদ্ধবর্ণ
কর্তৃত্ব করিতেছিল। বোধনতে জী পুরুষের
ব্যক্তিভায়ে প্রকৃত বর্ণভাব দুই পলাইয়াছিল।
কিন্তু এই ব্যক্তিভাব যেন লানাব রাজপরিবারের
ভিতর প্রবিষ্ট হইল। লামা নোমিবান যেছিলেন
বিশ্বনাথি, জীলোকগণকে কোন কঠিন রাজ্য-

আর বহন না করিলে দেশের সর্বজন হইয়া
থাকিবে। তিনি পুরোহিতগণের সহিত পরামর্শ
করিয়া দ্বিত করিলেন লোকের চক্ষে রমণীদিগকে
এমন করিয়া দেখাইতে হইবে যাহাতে পুরুষের
মনে সুপ্রভুতির উদয় না হয়, তাই এই লক্ষ্য
রাজ্যের নীতি। ইহাতে ভিক্টোর অত্যাচার জ্যেষ্ঠ
অনেকটা বড় হইয়াছে। বর্তমানের ভিতর বতি-
চার কোন একবারই নিবারণ হইয়াছে। এই
কঠিন রাজ্যের প্রথম যখন প্রচারিত হয় তখন
বেঙ্গল গোলযোগের আশঙ্কা ছিল তাহা কি
মাত্রই ঘটে নাই। গৃহযুদ্ধের রমণীদিগের আচরণে
মিতান্ত বর্ণভাব হইয়াছিল। এই কঠোর আচার
উপকারিতা সহজেই তাঁহারা উপলব্ধি করিতে
সমর্থ হইলেন। এখন এই ব্যবহারটা কিঞ্চিৎ
নিম্ন হইয়াছে। কোন কোন রমণী এখন বর্ণ-
ভাবনা করিয়া ব্যক্তিভাব আসেন, কিন্তু পুনিব
দেখিলেই তৎকাল্যে তাঁহাদিগকে লুকাইতে হয়।
বাহারের বর্ণভাবনা নাই তাঁহারাও সংস্কার
সম্পন্ন বলিয়া লোকের নিকট পরিচিতা নহেন।

—৩৪—

✓ জী আনীরপক্ষে বাঙ্গালী যুবক কি এই
ইতিহাসটা মনোযোগে পূর্বক পাঠ করিবেন ?
হিন্দু রমণীর অবস্থা প্রথা কেন ? ঘাটে নাট
জীলোকের হাত বরিয়া বড়াইতে গেলে কি হয়
তাহা এখন তাঁহারা বেশ করিয়া বুঝিয়া লউন।
আমাদের পূর্ব পুরুষেরা বুঝ ছিলেন না। সভ্য
নীতিতে যেন তাঁহারা অভিজ্ঞতালভ করিয়া-
ছিলেন কোন সভ্য জাতি আর পর্যন্তও তাহা
লাভ করিতে পারেন নাই। হিন্দুর সভ্যবদ্ধনী
যেমন দৃঢ় লোকের চরিত্র বিস্তৃত রাখিবার পক্ষে
বেঙ্গল অসুস্থ তখন আর পৃথিবীর মধ্যে কোন
জাতিরই নহে। ভিক্টোর বৌদ্ধ সভ্য দেখিলেন
জীলোকের উপর শাসন না করিলে ব্যক্তিভাবের
প্রভাব পায়, তাই এক মসভা ক্রটিসম্বন্ধ ব্যবহার
প্রচার করিয়া ফেলিলেন, হিন্দু সভ্যের ব্যবস্থা-
পক্ষে যে দেখিলেন জীলোকের চরিত্র নির্মূল
রাখিতে গেলে তাহাদের কমণীর ক্রটি, সুন্দর
বহনচক্রিয়া লোকলোচনের অধিষ্ঠিত করিয়া রাখা
চাই। তাই সভ্যনীতি সম্বন্ধ অবস্থার প্রথা হিন্দু
সভ্যের ভিতর প্রবেশিত করিলেন। এই অব-
স্থা প্রচার বলে হিন্দুরমণীরা ভগবতের সমুখে
সত্যের আত্মসম্মানে পরিচিতা হইয়াছেন।
অবস্থার প্রথা না থাকিলে ইউরোপীয় সভ্যের
যে চরুণা আমাদের বড় মেই চরুণা ঘটত। আন
কি সভ্যজ্ঞানভিত্তি ইংরাজ এবং অর্ধশিক্ষিত

অপরিণামদর্শী ইংরাজের নিকট শিক্ষা গ্রহণ
যাজানী যুবক জী আনীরপক্ষে জ্ঞান উদয়, কিন্তু
একবার যদি তাঁহারা কোন শিক্ষিত সমাজভিত্তি-
শীল ইংরাজের নিকট উপদেশ চাউন, উপ-
দেষ্টা নিশ্চয়ই বলিবেন “ইউরোপীয় প্রথা জী
আনীরপক্ষে বিধব অনর্থের মূল।” বিত্তীয়
বলিয়া গিয়াছেন ব্যক্তিভাব যে কেবল কার্যে ভয়
তাহা নহে, যেখানে সুস্থিত রমণীর মুখের
নিকট মিত্রীকণ কংসে ব্যক্তিভাব করিয়া বসে।
সাধারণ লোকের মধ্যে এমন অল্প লোক
আছেন যাহারা জীলোকের মুখের নিকট কেবল
পাখি ভাগাই মিত্রীকণ করিয়াছেন। ইহা
লোকের কথা নহে অনেক দূরে। যেসকলকের পী-
যা একটা রাজনৈতিক আন্দোলন উঠিলে ব্যক্তিভা-
বান, বরিসতা ও আত্মসম্মান যিহা সভ্যকে সভ্য
এক এক হুঁড়ি ধর্ম হুঁড়াইয় আনেন, যেটা চারি-
টার পুর আকিসের ছুটি হইলে মেহোবাফার ও
হাটকাটার ভিতর দিয়া আসিবার সময় যদি
তাহাদেরই তাহাটা একবার ভাল করিয়া
বেখা যায় তাহা হইলেই বেধ হইবে বাঙ্গালীর
মধ্যে শিক্ষিত অনিচ্ছিত, সারু অসারু। অনেকের
এলোভনের হাত ছাড়াইয়া রমণীর উপর সারু
দৃষ্টিতে মিত্রীকণ করিতে শিখেন নাই। যখন
রমণীর মুখ এলোভনের নামের, তখন সাধারণ ক-
তাহা দেখিতে না দিয়া এলোভন নিবারণ করা কি
সভ্যের পক্ষে সম্ভব নয় ? হিন্দু বলিয়াছেন
“বৃত্ত হুঁড়ি নবানীতি, তজ্জাতের মন পুন্য তন্ত, ৭
হুঁড়ি বহুক বৈকর আপ্যয়ে হুঁড়ি।” জী আনীর-
নতা গির বাঙ্গালী যুবক যদি অধ্যয়ন করিয়া
দেখেন তবে ভারতের সহিত বিলাতের রমণী-
দিগের অবস্থার তুলনা করিলে আর তাঁহা-
দিগের অবস্থার প্রথা পক্ষপাতী হইতে ইচ্ছা
হইবে না।

—৩৫—

অনেকে বলিয়া থাকেন অবস্থার কারণে
ব্যবস্থাজী এককালে উঠাইয়া না দিয়া ব্যবস্থাপক
সভা আইনটির আর একটা সুতন পরিবর্তন করুন।
যেমনদেরা জেলে গেলেই মজারদের টাকার
দাবী হুঁড়ি হয় একই নহে, জেল থাকিয়া আসিয়া
যেমনদেরার যদি কোম সম্পত্তি ব্যক্তিভাব হয় অথবা
এক পরিপোষের উপায় থাকে মজারদের তাহা
সত্যের প্রণের টাকা আদায় করিতে চাউন না।
জেল থাকিয়া আসিলে যাহাতে মজারদের দাবী হয়
হয়, ব্যবস্থাপক সভায় এরূপ বিধান করা কর্তব্য।
তাহা অতঃপর করা হইয়া এইরূপে করা হইবে।

১৮৮৩। যেখানেই যেখানেই কলকাতা-বাসী
 গিয়া থাকিতেন না। কিন্তু গবর্ণমেন্টে তাঁহাদিগকে
 কোনওরূপে কলকাতার উপস্থাপনা করিতে পারিতেন না।
 হিন্দু ধর্ম। এই সকল কথাই কলকাতার বাসিন্দাদের
 মনে গভীরভাবে বসিয়া গিয়াছিল। তখন তাঁহারা
 কলকাতার বাসিন্দাদের মিত্র ঐক্য দলবদ্ধ করিয়া কলকাতার
 পরিশোধ-কর্তৃক তঁহাদের ইচ্ছাকে সেন্সারকে
 ইচ্ছা করিয়া কলকাতার হিন্দু ধর্মের বাসিন্দাদের
 মনে গভীরভাবে বসিয়া গিয়াছিল। এই সকল
 কথাই কলকাতার বাসিন্দাদের মনে গভীরভাবে
 বসিয়া গিয়াছিল। এই সকল কথাই কলকাতার
 বাসিন্দাদের মনে গভীরভাবে বসিয়া গিয়াছিল।

— 22 —

ভারত আক্রমণের কষ্ট কবের
য়েলওয়ে বিস্তার।

একদিন বাতাস জমা আমরা ভীত ভইরাছিলাম
মজা ভাণ্ডা মিডাও কাম্পনিক বলিচা বোম
ইডেড না। ক্রমের ভারত আক্রমণ অনেক
যে ভইত সংবাদপত্রিকার আলোচা কিংব ভই-
গত। অনেক দিন হইতে ইংলান্ড ও ভারত-
নী সোৎসুক্যমত্রে ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমা-
দেশ লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন। নবা আসি-
র প্রবেশ করিয়া কুব কোথায়—কি করিতেছেন.
মকগাম সম্বন্ধে ক্রমের কি অভিপ্রায়, সীমানা মইরা
সংগ্রামের সহিত কুব কিরপ ব্যবহার করিতেছেন,
ই সকল বিষয়ে বড়দূর আশাধের মনোযোগ
করিত ভইরাছিল ব্রহ্মবুদ্ধ, কি আশ্বলাসনের
কেও আমরা বড়দূর লক্ষ্য করিতে পারি নাই।
ভারতের উত্তর পশ্চিম কোণের দিকে দৃষ্টি নিষ্কপ
করিলেই ভয়, ভবিষ্যদ্বাণী, ভারতের দারিদ্র্য, ইংরা
ভর্য বিব্রাণ, ইংরাজের সম্বন্ধ এবং ইংরাজের
সহিত ভারতবাসীর বৈরনৈমিত্ত্য এই সকল কথা
গণের আশাধের হৃদয়ে ঊষ্ম হইয়া ভীষণ সংগ্রাম
পস্থিত করে। সংগ্রাম ভূমির বোরাছাকার ভেদ
করিয়া আশাধের শুদুবদৃষ্টি ভবিষ্য রাখে; উপনীত
হইতে পারে না। ভবিষ্য বাজে ভারতের অদৃষ্ট শাসন
কিবার মিনিত স্বর্গ কি মরকের দেবতা সজ্জিত
বদে দণ্ডারমান রহিতাছেন তাহা আমরা অনুমান
করিয়া দ্বিষ্ট করিতে পারি না। কুব ক্রমশই অগ্র-
সর হইতেছেন। বরের দৃষ্টি যে ভারতের দিকে
রাহা আমরা অনেক দিন হইতে লক্ষ্য করিয়া

আনিতেছি। ক্রমের কার্যকলাপ দেখিয়া পাইও-
নিয়ারকেও জামাদের মত ভীত ও চিন্তিত
হইতে বইয়াছে। যে সিন্ধ, কুম্ভ মধ্য-আসিতার
মৌরবর্ষের প্রথম কর্ত্তবেশ করিয়াছেন, সেই সিন্ধ
হই-তটী কবের ভারতাক্রমণ জামার আভাষ
একাল পাইয়াছে। যৌরবর্ষ মতটী আকগান
সীমার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিল ততই আমরা
ক্রমের-দুর্য্যসিদ্ধি বুঝিতে পারিলাম। তার পর
ক্রমের সন্ধিত ইংরাজের আকগান সীমা লইয়া
বিবাদ। তাহারও যদি সীমাংশ হইল, ত কুম্ভ
ইংরাজের সন্ধিত—একটী বিবাদ বাধাইবার সিদ্ধি
অতঃ উপায় দেখিতে লাগিলেন। সন্ধির চুক্তি
অনুসারে যে পক্ষের মধ্য পাইয়া কুম্ভ লাভ হই-
বে, অধিকার করিলেন ইংরাজের অধিনয় করিয়া
আনিতে বা আনিতেই সীমা স্থাপিত। কুম্ভ ভারত
অগ্রবর্তী আরও ১৫ মাইল বিস্তৃত স্থান অধিকার
করিয়া বসিয়াছেন। মতী জেডের তার ক্রমের
মৌরবর্ষ ও হ হ করিয়া গড়িয়া আনিতেছে।

এই সকল বৈধিগা তত্ত্বগা পাইও-
মিতার পর্যাভাও স্বীকার করিতে হয় যে রূবের
লালসা কেবল আকগাবদ্ধায়েই পর্যাভসিত হইবে
না। হুকাভাভের দুরপ্রভাশা অগ্নোই পরিভূত
হইবার সম্ভ। রূব বহুই সাজাজা গ্রাস করিত
হেন ততই—ভাষার লোকপ্রসুতি চক্ষুণ বইরা
বাঁকাইতেছে। “ন জাতু কাম্য কামামাং উপ-
তোগেন সাম্যতি” কাম্য বজুর এত উপতোগ
করিয়া রূবের পরিভূতি নাই। আসিয়ার অর্ধেকও
ইউরোপের দার আনা স্বীক করায়ত্ব করিয়াও
রূবের সম্ভাব নাই। তাই নব্য-আসিয়ার রাজ্য
বিপ্লব করতলস্থ করিয়া ভারতের উপর রূবের
লোকসুতি। এখন ইংরাজের কর্তব্য কি ইহাই
আনাদের অলোচনার বিষয়।

পাইওমিয়ার ইংরাজকে অত্যাচারিতা বলিতেছেন।
 ক্রমের ভারতে আবেশ করা সম্ভব নহে। সহ
 যোগীর মুক্তি এই যে ক্রম বন্ধের তিতর দেশ
 সহিত চাইলেও অচণ্ড উত্তাপ সহ্য করা তাঁহার
 কমজানাবা নহে। এখনক্ৰম যে ভারতকে এলুডো
 রেডো ডাবিয়া বড়ই ঐর্ষ্যের প্রদান করিতেছেন।
 একবার পৌন্ডরারে আবেশ করিলে মুক্তি পাই
 যেন সে এলুডোরেডো উত্তাপ লৌহশলকা প্রোথিত
 আছে। উক্ত প্রদান বেশে সৈন্ত লামন্ত নইয়া ক্রম
 কখনই মুক্তি সমর্থ হন নাই। সে ক্রম কি এখন
 অচণ্ড উত্তাপের তিতর সংগ্রাম করিতে সমর্থ হই
 যেন? সহযোগীর এই মুক্তিটির সারবত্তা কতদূর
 বুদ্ধিমান মায়েই তাহা বুঝিতে পারেন। কোন

দুইদুই সভাপতির মিকটে বলিয়া প্রতিবাদী যেমন
 শিক্তর বাতায়ক লাভ্যনা করে "তর কি বেয়া
 করিতেছে," পাইওনিয়ারও যেমন ইংরাজ
 যোর বিপদের সময় ক্রমকাণ্ডের ভিত্তর "বেয়া
 দেখিতেছেন কাজ। সহযোগীর জন্য উরি
 সাধারণে তাঁহার কথাই যেমন আশ্রয়
 যেমন গবর্ণমেন্টও তাহার অধিক বিশ্বাস
 করিতে পারেন না। যদি শীতলক, য় দেশের অ
 বাসিন্দারের পক্ষে উকালদায় দেশে আসিয়া
 করা অনন্তর হয়, তবে ইংরাজ কেমন করিয়া "৩
 অধিকার করিলেন ? সিমলা ভেঁটে বাসিয়া আ
 গেলি যে গবর্ণমেন্টের বিরালীকা দ্বার সে প্র
 যেন্টই বা কেমন করিয়া প্রীতিমিত্যের সময় পে
 ওয়ারে হুজিতে বাইবেন ?

পাইওনিয়ার বংশের কুব লক্ষ লক্ষ প্রজাব নি
বিশ। নিম্নপার হইতে প্রকৃত কিছু কুবের অর্থ বৈ
কুবের রাজ্য বিভাগে কেবল অংশ, কেবল অ
টম। প্রকৃত অর্থ দান করিয়া ভারতে সুবিধে অ
কুবের অসাধ।

এই আশ্বাস থাকোও আবার আমাদেব ইং
লেজের কথা ভুলিয়ে দর। ভারতে ইংরেজ
গবর্নমেন্টের আর্থের কি বড় সুশ্রুত ? প্রজা
বাইরা মরিতেছে আর রাজ্য অপরিমিত
ব্যয়ে রাজকোষ খুঁক করিয়া দেউলিয়া হই
বাইতেছেন । ভারত গবর্নমেন্টের চতুর্দিকে বি
ও আর্থের অবটন । এত অবটনের সময় পু
খোর একটি প্রধান রাজ্যের সহিত বিবাদ করি
বাওয়া ইংল্যান্ডের পক্ষে বহি সম্ভব নয়—রু
পক্ষে সম্ভবনা হইবে কেন ?

পাইওনিয়ার এইরূপ অসার ব্যয় তা
নেটকে আশ্বাস দিয়া বলিতেছেন এখন কে
সৈন্যবল বৃদ্ধি করাই ইংরাজের কর্তব্য। আম
গুরুত্বপূর্ণটেক সেই উপদেশ দিই। কিন্তু পাই
মিয়ার যেমন ভারতবাসীকে ছাটিয়া রাখিয়া
সংগ্রহ করিতে চান আমরা তেমন উপদেশ দি
পারি না। যদি সৈন্তের বল বৃদ্ধি করিতে
ভারত হইতেই বৃদ্ধি করা আবশ্যিক। ভার
বাসীকে ইংরাজের রাজ্যরক্ষার নিমিত্ত ব
উন্নতির অরু নাগিয়া অর্থ সাহায্য করিতে হই
তখন সে অর্থ বিদেশীদের হস্তগত না হইয়া
বেশীতরর ধরে থাকে, আর সেই বেশীতর
প্রাণপণ যত্ন ইংরাজের যদি যথার্থ সাহায্য
ইংরাজ কি বলিয়া ঐহাবিগকে ছাটিয়া রা
বেন? প্রজাব উপর এতদূর অবিশ্বাস কর
গেলে রাজ্যের রাজ্যরক্ষা বড় সহজ ব্যাপার

। অধিকাংশের কারণই বা কি জন্য আমরা
জিতে পারি না। সিপাহিবিরোধের সময়
বতে ইংরাজ সাম্রাজ্য এখন উন্নতকরিত হইল,
খন দেশীয় লোকের সাহায্যে ই ইংরাজ খাজা
টয়া হাঁড়াইতে পারিয়াছেন। সে যোর বিপ্লব
বতবাসী যদি বুক দিয়া না পড়িতেন, আজ
আপসাগরের উপকূলে যেতমুখ দেখা বাইত
। ভারতের রাজত্ববর্গ লোক বলে অর্থ বলে বর্ষ
বাজর পৃষ্ঠপূর না হইতেন, দুর্ভিক্ষের শীথ-
না মুখন হইয়া বিরোধে বহুর আর্থনিক তেজ
। সচিবের, ভাষা হইল ১৮৫৭ অব্দ হইতেই
ইংরাজের মান ভারত উত্তিহাসে বিলাপ প্রাপ্ত
কৃত। ইংরাজের কি সে কণা এখন অরণ
। বিপ্লব হইলেই শত্রু বিজয়ের পরিচয় পাওয়া
। ইংরাজ বিপ্লবে পড়িয়াই শত্রু বিজয়ের
দেখিয়াছেন। রাজ তরু কে, রাজত্বোত্তী কে,
ভারত পরিচয় পাইয়াছেন, গোনার মুখে অগ্নি
পরীক্ষায় শোধন করিয়া ভারতবাসীর রাজত্বের
নাও পাউয়াছেন। এখন তলে তলে সেই বিপ্লব
কালের শত্রু রাজত্ব ভারতের প্রজাকে দূরে
বাখিয়া, কেবল অমল লইয়া সুখিত যাওয়ায়
ইংরাজের কি বাপুরুত্ব প্রকাশ পায় না?
ইংরাজ যদি বলেন “পরমা বিদ্যা সাধনা কর যাঁরা
কতি সাধনা কর কোন প্রয়োজন নাই” তবে এক
ীকভাবে কথা হয় না? পাইওনিয়ার বলেন
যুবক অর্থ সমুদান করিয়া বিমিত্ত ভাবে
অনেক প্রিয়ম উত্তেজিত করে ভারত ভাষা বচন
কবিতা অপব্যব করে। ত.ল, হারিজা দুর্ভিক্ষের
অপেক্ষা ধনপরিবারে সৌভাগ্যের ফল। না
খাইতে পাইয়াও যদি লোকের নিকট ধনবান
বলিয়া পরিচিত হওয়া যায় তাহাতে কতিব লিখ
কি? কতি কেবল এটমাত্র যে ধন পরিবারের
চৌবের ভর বৃদ্ধি হয়। পাইওনিয়ার পাণ্ডু গদ্য
নেটেব পরম্পরিক বক্তব্য উত্তেজক
ন ইহাই আশঙ্ক্যব আশঙ্ক। ধন পরিবার
গদ্যগদ্য পাঠে পঙ্গুগামী নিধন হইয়া উৎ-
পীড়ন ৫২২২ ইহাই আশঙ্ক্যের ভগ।

গবর্ণমেন্টে পরামর্শদাতা ২ পদার্থ ছাড়া কি
আশঙ্ক্যের কথা শুনিব? তলপিত্তের প্রায় আব
একবার উত্তিত করা হউক না কেন? ভারতবাসী
সামরিক শিক্ষা লাভ করিত না পারিলে ভারত
ইংরাজের রাজত্বের প্রকৃত বল বৃদ্ধি হইত না।
যেসকল শীথ ও সিপাহি সৈন্য সেনাজগিতে
অবিভক্ত আছেন, তাহাবিধকে ভাল করিয়া সাম-
রিক শিক্ষা দেওয়া হয় না, ইংরাজের হস্তে ভাল

অস্ত্র শস্ত পড় না, কেবলমাত্র অকার্যকর কতক-
গুলি পুরাতন অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করিয়া তাহা-
বিগকে সমুখ সমরে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। এই
ব্যবস্থারের সংস্কার করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।
অর্থবল লাভ করিবার ক্ষমতা কেবল লোকের উপর
করের উৎপীড়ন করিতে না গিয়া পূর্ণভাবেই যদি
ধনবান জীবনধারণের এক একটা সামরিক উচ্চ পদ
দিয়া সাধারণ সৈনিক দলের বেতা করিতে পারেন
তবে বাস্তবিকই ভারত গবর্ণমেন্টের বল চতুর্ভুজ
তবে কবেই তীতি তির্যকিত হয় ভারতবাসীর রাজ
ত্বের এক শত ভগ্ন বর্জিত হয়। ইংরাজের
হস্তে একবার ভারতবাসীর অগ্নি পরীক্ষা হইয়াছে।
এবারও ইংরাজ একবার অগ্নি পরীক্ষা করিয়া
দেখুন ভারতবাসীর রাজত্বের সরল ও ফল
সমুদ বলিয়া বোধ হয় কি না।



হেলেধরা।

সম্রাট বড় হেলেধরার তর হইয়াছে।
নিসম্রাটগিরের প্রতাপকালে আর একবার এই ভর
উঠিয়াছিল। রাজানী হিন্দু হেলে তখন নূতন
নূতন সাহেবের সজ্জিত মিসিতে পাইয়া, কলকোজ
নিসম্রাটী অধ্যাপকগিরের নিকট বিলম্বিতের দলটি
আজ্ঞা কর্তৃত্ব করিয়া, পথে ঘাটে সাহেববিহার
ভাটনাড়া সুখনাড়া দেখিয়া একেশ্বরের কুলিয়া
বাইত। শিককের কথা ছাত্রের যেমন শিরোবর্ষ
কবে পিতা মাতার কথা ওতুহর নানেন, শিক-
কেবল একটা আকর্ষণ শক্তি আছে, ছাত্রের মনের উপর
একটা টান আছে, ছাত্র তাহাতে অত্যন্তই শিক-
কের বিবেক ধাবিত হয়। সাহেব অধ্যাপক বাই-
বেলের উপাসনার পাঠ পড়াইয়া ছাত্রদলকে উপ-
দেশ দিলেন—পৌত্তলিকতা সংশোধন। ছাত্র অমনি
মন মনে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন ভবিষ্যতে অব
তিনি পুত্তলিকার পূজা কবিবো না। সাহেব
বলিলেন বিত্ত হিঁস পরিচর্যার আর উপায় নাই,
ছাত্র অমনি স্বধর্মগাগ কবির। পরিচর্যার পথ
খুঁজিয়া লইবার কল্পনা কবিলেন। ইহার উপর
আজ্ঞা আগার হিন্দুর কুলে কালি দিয়া প্রেরণ
ও প্রতিপত্তির লোভে লাহুল কাটয়া কেলিগ্রাফি-
লেনী তাহাবাও তদলমতি ছাত্রদলের ভবিষ্যতের
আশার উপর তেলির বেলা বেলাতে লাগিলেন।
যে বালককে একটু ইংরাজিগির দেখিতে পাইলেন
অমনি তাহাকে গোবা বিবি, নোটী বেতন গাড়ি
ঘোড়া ও ঘাট কোর্টেব প্রমোদন দেখাইয়া অল্প
অল্প টানিতে অগ্রস্ত করিলেন। এট সব টানা
টানিতে হই একটা ছোঁ ধরা পড়িল, যারের

শত্রু ছাত্রিয়া শিরের শালব এতাইয়া জাতি, বর্ষ,
আত্মীয়স্বজন সকলের রেচনবতার জলগুলি দিয়া
এতবারেই তাহারা অঙ্ককার হইবে আলাপ
এবেল করিল। অতিভাবেরা সতর্ক হইলেন,
ইকহ কেহ ছেঁল খরার তরে বালকের কুলে পড়া
বহু করিলেন। হেলে ধরা নিসম্রাটীর তরে অর্থ
দিশু সম্রাট একটা বড় কুল কুল পড়িয়া গিয়া-
ছিল।

কিরকিম এইরূপে বার, অতিভাবকমিলের
ভাটনাড় হেলেধরার আশঙ্কা কিছু কমিয়া আসে,
পূর্ণভাবেই বেগতিক সুখিতা এক একটা নিয়োগক
কলকোজ জাগন করিয়া বর্গীর ভর লাভ করেন।
তার পর ভারতবাসীর আশ লম্বাজের প্রথম অঙ্ক-
দয়। হিন্দুর বালক বিত্ত ছাত্রিয়া একবারেই অর্থ-
আম লাভের লোভে বনে নলে বিজ্ঞাপনের গির্জায়
আসিয়া জড়িত লাগিল। বড়বর্ষের প্রমোদন
জ্যোত বহু করিয়া আশঙ্ক্য করতটা এই ভেদে-
তার ভর নিবারণ করিলেন। আত্মবর্ষ ছাত্রিয়া
বেসকল বালক একেবারে দিশু সম্রাটের বহির্ভূত
হইতে গিয়াছিল আশঙ্ক্যে তাহাদের প্রত্যাভার
অহুহা বিত্ত পাইয়া তাহারা আর লম্বাজ হইত
না। কবে তাহাদের ভিতর ও হেলেধরা দেখ
দিলেন। কিন্তু খুঁজি হেলেধরার সার ইহারা তত
দূর বাড়াবাড়ি করিলেন না। হুই তারি জন বরের
বাতির হইয়া কিছু বিমেরপার আবার অর্থ গৃহে
আন পাইলেন।

আশঙ্ক্যের অকুলক কালে তাহাদের উপ-
লোভের যে একটা বিবেচনা জন্মিয়াছিল সে
তাদের সম্রাটের আশে, আশে হারিসতা স্থাপি-
হইল। হারিসতা অসমাজের বিবেক। বেগে
ভিতর আশে আশে যদি আশসমাজ সংস্থাপিত
হইত কোথায়ও কখনও বর্তমান পদ্ধতি ক্রমে হরি
সতা স্থাপিত হইত কিনা সন্দেহ। এইসক
হারিসতার অধিকার সভা তাহারা? বাহার
“আর্থ বর্ষ” “সম্রাট হিন্দুবর্ষের” নাম ডাকি
এককালে বেহাঙ্গার জন্ম দিতে চার, পৈত্রিক
ধর্মতাপী অমাত্যেরা দান্তিক বলিয়া আশঙ্ক্যে
করে, মন্ত্রকের উপর শিখা রাখিয়া কলীও জন্ম
কুলি বারণ করা গৌর নাম জপ করিতে করিতে
দোকানদারী করে, আদালতের আমলা হই
মিতাইয়ের নামে উৎসাহ প্রদান করে, রাধা না
উন্নত হইয়া বেদ্যার পদলে আশসমর্পণ
আব রসকুল কাটিয়া প্রতিবাদিগির বো-
সর্জন্যের চেড়ায় বিচরণ করে। বাহার সন্ততি
ঐক্যবানদের অধিকারী আশরা তাহাবিগকে

কিতে চুকিতে বাতারা রমণী ও বাজকের সর্ব-
শ করিতেছে, ধর্মের নামে অধর্মের জোত
বাহিত করিতেছে, সমাজের ভিতর তাহাদের
কটা আসন করিবার জন্য তাহ রও চেতী নাই।
বি বাস্তবিকই সমাজ ও ধর্মের সংস্কার করিবার
প্রয়াস করিয়া থাকে। সত্যজীবনের উচিত
এই এ পাবিত্রিগের বন্দন করা। বাজকের
পরে যখন তবিসাসমাজের মজলানল নির্ভর
তখন সেই বাজকদিগকে বসিয়া বসিয়া যে
কল ছেলেরা তাহাদের সর্বশাল করিতেছে
এ তাহাদের শাস্তিবিধান করা সংস্কারকগণের
কর্তব্য। উপেক্ষা করিবার আর সময়
নাই। সমাজ এখন সতর্ক হউন ওজ্ঞাবাহিনী
আর্থিক বৈফল্য সাধন হউন, এই দাসব্যবসা
রিত্যাগ করিয়া খীর চিত্ত সংশোধনের উপায়
খুঁজি। মতঃ উৎসাহ বার, সমাজবর্ষ রসাতলে
। আমরা যে ওজ্ঞাবাহিনী তথা এই প্রজাতন্ত্র
স্বার্থ করিয়াছি অগ্রাহ্য করিয়া অন্য ভাষার মান
কাল করিয়া ন। এখন হইতে যদি তিনি সাব
ন না হন আমরা পরে ভাষার মান একাশে
যা হইবে এবং পুণি ও সমাজের কাছাকাছি
যা হইবে তাহ করিয়া লিখা দিব।

—৩৩—

কেটসময়ান বঃ মিলারের মকদ্দমা।
কলিকাতা মেসিডেলি মাজিষ্ট্রেটের আদালত
হইতে এই মকদ্দমায়ী সেসমে সোপারক হইবার
আমরা পাঠকগণকে অবগত করিয়াছি। গত
২৩ জুলাই সেসম আদালতে এই মকদ্দমায়ী উঠে,
বিচারী মিঃ মিলারের হুকুম হওয়ার উপর পকে
কোন বিচার হইবে না। কেবল বাবু বনবিহারী
পুর এই মকদ্দমার করিবারী, থাকিলে এই
শ মামলা করা গিয়াছিল। মিলারের হুকুম
র মহারাণী অরু করিবারী জেগিছুক
ইয়াছেন। করিবারী পকেত যারিটার
সম্প্রদায় সাহেব এবং আসামী মাইট সাহেব
ব পকে মিঃ ডবলিউ মি বেনজী ও প্রিন্টার
লে এর পকে মিঃ আলেন বিদ্যুত হইয়াছিলেন।
জিষ্ট্রেট আদালতে করিবারী পকে যে সকল
কীর জবানবন্দী গ্রহণ করা হইয়াছিল তাহা
পকে আদালতে আনিয়া জেরা করাইবার অধি-
র সেসম জেরা আছে কি না গত ২৩ জুলাই
ই বিচার লইয়া তর্কবিতর্ক কর। জিষ্ট্র ওকেমেলি
সহেব বলেন যখন মহারাণী অরু এই মকদ্দমার
বিচারীর মান গ্রহণ করিয়াছেন তখন মাজিষ্ট্রেট
আদালতে করিবারী পকে সাক্ষীগণকে আবার তল

করাইয়া তাহাদের জেরা জবানবন্দী করিতে
হওয়া ভাষার কলতার অধীত। বিচারি আইন
কানুন হইতে এতৎসম্পর্কে অনেক মজীর বেখান
হয়। মিঃ ডবলিউ মি বেনজী বলেন যদি এই
সকল সাক্ষীকে পুনরায় তলব করিয়া আদালতে
আনা হয় তবে মহারাণীর পকেত কাউলিঙ্গীয়া
সেই জেরা করিতে পারেন না। এ সম্বন্ধে অ-ক
মজীর ও বর্জমান আছে। জজ সাহেব এ সম্বন্ধে
বিচার করিত রাখিলেন।

মিঃ বেনজী তার পর মিঃ মাজিষ্ট্রেটের সাক্ষা
গ্রহণ করেন। মাজিষ্ট্রেটের একাধারে হুকুম দায়
যে তিনি বাবু বোমেন্দ্রনাথ তট্টাচার্যকে কেটস-
মায়ের প্রবন্ধগুলির সংবাদ সংগ্রাহক বলিয়া বিবে
চনা করেন। মিঃ মিলারের সহিত এই বিষয়
লইয়া ভাষার যে কথাবার্তা হয় তাহাতেও
বোমেন্দ্রনাথকে বিদ্যা সংবাদবাহক বলিয়া উল্লেখ
করা হইয়াছে। বোমেন্দ্রনাথ বর্জমান রাজবাটীর
লীগাল বেচরপে নিযুক্ত ছিলেন। মিলার সাক্ষী
বজিরাহেন যে খরচপত্রের সত্যক জবক হিসাব
মিকাল দিতে না পারাও বোমেন্দ্রনাথ কার্যহীন
হইয়াছেন।

মিঃ বেনজী তার পর উল্লিখিত প্রবন্ধের অব
তারনা করিয়া সাক্ষীগণকে জেরা করিবার
নিষিদ্ধ আদালতের অধ্বনি চাছেন। তিনি বলেন
এ সকল সাক্ষীর জবানবন্দী না শুনাইলে জুরী
অস্বাভাবিক কখনও স্থিতির করিতে পারি
বেন না।

আদালত এই প্রস্তাবী অগ্রাহ্য করেন। তার
পর মিঃ বেনজী জুরীগণকে সভাপতি করিয়া মাইট
সাহেবের অস্থানে একটা সুকিপূর্ণ বর্জী বক্তৃতা
করেন। এইরূপ অবস্থায় বক্তৃতা আদালতে
প্রায় ক্রিান্তে পাওয়া যায় না। ইহাতে মিঃ
বেনজীর লিখা, কবচা বৈপুণ্য, বক্তৃতাশক্তি ও
কাণ্ড চতুরতার প্রত্যয় পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।
মিঃ বেনজী বলেন যে জজ মাইট সাহেবকে আদা
লতে উপস্থিত করা হইয়াছে তাহাতে সাধারণের
মজলানল নির্ভর করে। বিচারের সহিত কেটস-
মায় সম্প্রদায়ের কখনও কোন মনোভাব ছিল না
ইহা পুলিসকোর্টে মিলারের নিজের জবান
বন্দীতে প্রকাশ পাইয়াছে। কেটসময়ান সম্প্রদায়
বাস্তবিকই সাধারণের মনোভাব জজ বিচার ও বর্জ
মান রাজ সম্বন্ধে কটরকটী প্রস্তাব প্রকাশিত
করেন। সরল বিদ্যানে সাধারণের মজলার্থে যদি
কোন মিথ্যা ঘটনাও সত্য বলিয়া আনিয়া বিচার
করিয়া, সাধারণে প্রকাশ করা যায় তাহাতে কখন

নই মান বামীর অপরাধে প্রকাশক বা সেধক
বর্জীর করা যায় না। মাইট সাহেব কেটসময়ান
প্রকাশিত বিবরণি লোকের মুখে ক্রিয়াদিগে
মান। জজবর্গে ভাষার প্রস্তাবের অস্থানে সা
বোমেন্দ্রনাথ তাহা ভাষাকে আত করিয়াছেন
বর্জমান মজীবনীতেও এই জজবর্গের কথা প্র
শিত হয়। লোকে সত্য ঘটক মিথ্যা ঘটক ব
একটা ধানাদুনা আরম্ভ করে তখন তাহা
গালাহুসার। কবচীর অস্থানে করা লোকে
অবশ্য কর্তব্য। কেটসময়ান তাই সাধারণকে ইহা
অস্থানে জইবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন
বিচার অবশ্য বনবিহারী কাছাকাছি আদালত
ভাষার উল্লেখ নহে। ভাষার উল্লেখ যখন সা
রণের উপস্থিত তখন সেমালকোর্ডের যে বা
অস্থানে ভাষাকে বর্জীর করা হইতে
তাহা কখনই ভাষার উপর খটে না
উক্ত দায় ২ বর্জিত বিদ্যানাদুসারে কেটসময়ান
সম্প্রদায় কোন ক্রমেই বোমী হইতে
পারেন না।

বক্তৃতার পর সেসম মকদ্দমা স্থলভূমি থাকে
গত ২৩ এ জুলাই মকদ্দমা আরম্ভ হইয়া সা
বোমেন্দ্রনাথ তট্টাচার্যের জবানবন্দী লওয়া হয়
বোমেন্দ্রনাথ বলেন তিনি মিলারের চাপ্ত সমা
হার পান নাই। বনবিহারী ও অপর কলকাতা
লোকের চেটার ভাষাকে বর্জমান রাজবাটী
লীগাল বেচরের পদত্যাগ করিতে হয়। র
মহারাজের হুকুমের পর মহারাণী ভাষাকে কেটস-
মায়ের লিখিত ঘটনাগুলি কেটসময়ানে প্রকাশ
করিবার জন্য মাইট সাহেবের নিকট প্রার্থ
করেন। মাইট সাহেবকে তিনি ঘটনাক্রমে
সত্যমতা সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারেন নাই
কেনন জজবর্গের ইতি ও রাবীর মিলেবনই ভাষা
নিকট আপন করিয়াছিলেন। প্রস্তাবগুলি ঐক
শিত হইবার সময় বোমেন্দ্রনাথ বাবু তাহার প্র
বেশিয়া যেন।

২৭ এ জুলাই বোমেন্দ্রনাথের জবানবন্দী
বাখিলী হিসাবপত্রে কেটসময়ান লিখিত তথ্য
ও লক টাকা অবশ্য অন্য কোন বিশেষ অপরাধে
বর্জিত প্রমাণ পাওয়া যায় না। বাবু বোমেন্দ্রনাথ
সাহেবের পর মাইট সাহেবের পুত্রের সাক্ষা ল
হয়। তিনি বলেন এই মকদ্দমা চালাইবার জন্য
মহারাজীর নিকট হইতে কেটসময়ান সম্প্রদায়
খরচপত্র পাইয়াছেন। ইতি পূর্বে আর কখন
পান নাই। বোমেন্দ্রনাথ পালিত মানক বর্জমান
রাজের একজন উকীল ২৫০০ টাকা আনিয়া যেন

इ टांकन जमा कवन० अङ्कन करी मर
इ ।

[illegible]

আমিয়ার মাইটের একাধিক বের 'পর বি-
নাওঁ আবার বক্তব্য আরম্ভ করেন। তিনি
সংগোষ্ঠিত বিত্তের জবাবদারীর উল্লেখ করিয়া
লেন যে বন দিপ্তকের সাক্ষীর দু'খ প্রদর্শিত হই-
তছে যে বাস্তবিকই রাজকে, ও রাজীর অঙ্গর
হল হইতে টাকা হুরি থিতাহে প্রদান জিআসা
ই যে সে টাকা কেবল ক'রিতা হুরি গেল। মিঃ
মলার বর্জন্য রাজার মাসেকার। বনবিহারী
বর্ণন। ইহাওঁর সম্বন্ধি ব্যক্তিরে কে
কি ধরত হইবার বো নাই। যদি কোন টাকা
প্রদর্শিত হইত। থাকে তবে বারু বনবিহারী
কথা মিঃ মিলার সম্বন্ধে তাহা প্রদর্শিত না
করুন এই ব্যাপারে যাচা কিছু অপরাধ ইহাওঁ
র তাহার জবাব দাতী কে? একজন সংবাদ পত্রি-
কার সম্পাদক এসম্বন্ধে আর কাহাকে দাতী
করিত পাতেন? এই জ্ঞানক ব্যাপারের অত-
বন্ধন সম্বন্ধে ইহা সংবাদ পত্রিকার সম্পাদকের
পক্ষে আর কি চেষ্টা করা সম্ভব? তারপর প্রব-
নটে পক্ষের অভিযোগের বিরুদ্ধার একাধার লট-
র সময় মিঃ গ্যাম্পার ডাকাকে জিআসা করেন
প্রতি পক্ষের কোন হিসাব অপরিষ্কৃত আছে কিনা।
বিরুদ্ধ কেবলমাত্র বলেন "আজ্ঞা।" এই
সকল বোধিত। শুধিত। বোধিতব্যে
কথা অবিরাম করায় না। নাইট সাহেব-
কেও কোন অপরাধে অপরাধী করা
না।

উদ্বারপূর মিঃ গান্ধীদেবর বক্তৃতা দেখাইতে-
 ছন যে টেটসনাম লিখিত বিষয়গুলি সত্য, কিংবা
 নাথাকবে মঙ্গলকর টেটসনাম সম্পাদক তাহা
 অমান্য করিতে পারেন নাই। মিঃ গান্ধীদেবর

ବହୁତା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସହିତ ମୋଟରର ବଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରାଳୟ
ବନ୍ଦ ହେଉ ।

বিবিধ সংবাদ ।

স্বাধীনতা লাভ করিবার জন্য-রোনকল
জালালখানী তারতর্ক্য আমিরাদ্বিলেব. তাঁহার
সাম্য হায়েব তির তির সেবার সন্ধ্যাবস্ত পরীক্ষা
করিয়া একত্রে গেল ওয়ারে গিরতাহম।

আমরা সন্মিত হুজিও-ডটকম থেকেইদের
অধিষ্ঠিত প্রেসে। বারটোকে ইন্সপেক্শন প্রদান
করিতে হইত।

কটন মাহেব জিঞ্জিফাৰ্ট বিপ্লবিকণা মহাৰা
জাতিমিহি স্বৰূপে গৃহীত হইয়াছে। কটন মাহেব
এই উল্লেখসহ বৰ্ণাৰ্হ উপস্থাপ্ত।

করেকজন মাল্লাজী আশানের ঘোষের কৃষি
বস্তুগুলির সংস্কার সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ভারত
বর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ—এখানে কৃষিযন্ত্রের সংস্কার
যে সমূহ মজলের হইবে তাহা আর বলিবার
অপেক্ষা নাই। সংস্কারকগণ আরামের আন্ত-
রিক কুতূহলভার পাত।

পাঠক। ভুলসীরাহের কথা শুনিয়াছেন।
 অতঃপর তাঁহার রাজ্যে জনোন্মাদ ও বিচারক তাঁহার
 যে সর্বনাশ করিয়াছিলেন তাহারই প্রতিবিধান
 করিবার জন্য তিনি মহারাজার সহিত
 সাক্ষাৎ করিতে বিলাতে গিয়াছিলেন। বিলাতে
 পাগল বলিয়া তাঁহাকে অনেক বার বিচারালয়ে
 আনৃত হয়। অনেক তাঁহার হুম্ব হুম্ব
 হইরাছিলেন। বিলাতের ভারত সভায় ভুলসী-
 রাসকে পাঠাইবার প্রস্তাব হয়। সেখানে তাঁহার
 বিচার হইয়াছে কি না জানা যায়। জানি না।
 ভুলসীরাহ এখন বেশে আশ্রিতছেন। প্রোব
 নামক সংবাদ পত্রিকার এক জন শত্রুপ্রেরক বলেন
 বিলাত হইতে ভারতবাসীকে ভুলসীরাহের সহিত
 আনিয়া করিতে পারিলেন তিনি বাঁচেন। ভারত-
 বাসীরা বিলাতে গিয়া শত্রুপ্রেরকের কি পাক
 খাণে ঘাই দিরাছেন ?

আগামী ৫ ই মঘের মিং প্রান্তিকের কর্তৃত্ব-
কাল শেষ হইবে। ইং সনমান বঙ্গের প্রান্তিক
তাহার পর বিলাতে যাইবে। আশাযেব সে
একটা উৎসবের মিল বটে।

কুনা মার ভারত গবর্নমেন্ট বোম্বাই হাই-
কোর্টে আর একজন এভিসম্যান জজ নিযুক্ত করি-
বার ক্ষমতা সেক্রেটারির সম্মতি প্রার্থনা করিয়া

হেঁদে । যদি টেট সেক্রেটারী এই প্রস্তাব সম্বন্ধে
চলি পড়ে যদি কার্যকর এই পদ নিযুক্ত করা
হইবে । গবর্ণমেন্ট কি উচ্চপদে দেশীয় ব্যক্তির
দায় পূর্ণ পূর্ণ করিয়া ত্যাগ করিয়া যাইবে ?

বিজ্ঞানের ভারতপ্রবর্তনীতে যে সকল ভারত-
বাসী উপস্থিত হইতাহিনেন তাঁহার্য টিলাকের
সম্রাজ্য ব্যক্তিগণের- বাসীত খুব খানা পাটতে-
ছেন-। শিথিলকলে ১৫০ জন লোক নিমন্ত্রিত হইয়া
ছিলেন। যহার্য্যজী নিজেও অনেকককে উইও
সোর ও ব্যক্তিগ জায়ে কোজ বিদ্যাহিন।

পণ্ডিতারীতে বড় চোখের উপজীব। লোকে
বাতির বরফা বন্ধ না করিয়া ভিত্তিতে পানের বা
পরিষ্কারকমিগের ত্রাণ সামগ্রী পণ্ডিতারীতে বন্ধ
করা যায়। লোকে কোন জিনিস চাহে করি-
লইয়া গেলে পথে চোখের ডাফা কাটিয়া লর
রন্ধন করিবার সময় পক্ষান্তে বটীশটী থাকিলে
হুতী যায়। গায়ে বন্ধা পরিয়া কেহ বাতি
আঁসিতে পার না। আহারীয় অথ পৰ্যায় চক্রে
আড়াল হইলে থাকিতে পার না। করাসী পুতি
কি এমনিই বিলম্ব ? করাসী আসনকর্তার অধী-
কাজ্যবর্গ কি এতই দরিদ্র ?

সবিপ্লবের পোলিটিকাল এজেন্সি নেতর ট্রাইটো
কিরকিন পূর্বে ডাকাইতের বংশে জন্মগ্রহণ করে
আসত হইয়াছিলেন। আর্মরা ওমিরা হুগি
হইয়াই সম্রাট হওয়ার সুযোগ হইয়াছে। ১৮
জুলাই হ্যাংসানগার রেজিমেন্টে একজন ডাকাই
আক্রমণ করে। লেফটেনেন্ট কিং ৮০০ ডাকাই
তের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পরাস্ত
করেন। ২৬ জন মৃত ও ১১৮ জন গুরুত্ব হইয়াছে।

বর্ধমানের জমিদার ঊর্ধ্বাঙ্গের বে বর্তমান নিঃ
লুপ্ত রেকর্ডসিউ ৫৭, ৫৮, ৫৯ মেঘের থাকিবেন ত
হুঃ নিগারের পক্ষ কাছাকাছি নিযুক্ত করা হই
যা। বাবু বনবিহারীই ম্যানেজারের কার্য ক
বেন। উঁহাকে সহায়তা করিবার জন্য এক
সহকারী ইংরাজ ম্যানেজার নিযুক্ত হইবেন ম
আবার কেহ কেহ বলেন কাচাল কোটের অ
রাইনী সাহেব ম্যানেজারের পক্ষ পাইবেন। অ
কোন ইংরাজ সহকারী কি একজন মুতন ইংর
ম্যানেজার নিযুক্ত করা অপেক্ষা বনবিহারী বা
কেই এই পদে রাখা কর্তব্য। উঁহার অধী
ইংরাজী ভাষার শিক্ষিত একজন দেশীয় লো
কেই সহকারী পদে নিযুক্ত করা উচিত।

আগেবিয়ার ও মণ্ডিনিগ্রিয়ারেরা সাধারণ এ
খানি কুসম্পত্তি লইয়া বিবাহ আরম্ভ করিয়াছেন
ইউরোপের এথিক ও আগুণ ছুটতে চলিল।

গোয়ালিয়াব এখানে ভরানক জল প্রাচীরের
খ। শুনা গিয়াছে। গত ৬ই এপ্রেল রাত্রে এত
উঁচু হইয়া গিয়াছে। ছোট ছোট মেটে ঘর
ল এতখানার ভাঙিয়া গিয়াছে। অনেক
জনের ঘর বাড়ী পড়িয়া গিয়া গল্প বাজুর
বয়া গিয়াছে। দেশের লোকের মিসাজর হইয়া
ছেব উপর উঠিয়া আগ বাঁটায়ে। ৬ই এপ্রেল
ভাতকালে বেধা গেল ৬জন লোক প্রাচীরের জলে
হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। মতি খাঁ তারার
নক একবাঁকি গাড়ী করিয়া বাইতে ছিলেন
জী জলে গিয়া গিয়া তাঁহার ও গাথ গিয়াছে।
জী খানি চলিতে চলিতে একটা সেতুর উপর
পড়িয়া পড়ে, লক্ষ্য ও তাঁহার একজন ছুতা সেই
ক পড়িয়া গিয়া জলমগ্ন হয়। তাঁহার আর
কজন ছুতা তাঁহাকে উঠাইবার চেষ্টা করে, সে
ছুতা ব্যর্থ হইয়াছে, লক্ষ্যের হৃৎকোষ তিন দিন
বে জলের উপর ভাসিয়া উঠে। রাস্তা জল
জিয়া গিয়াছে, সেতু জলির একটা ও ভগ্ন হইতে
কি নাই, যথা এদেশে এমন ব্যাপন প্রাচীরের
খা কখনও শুনা যায় নাই।

একটা মাজাজী রেলওয়েতে ভরানক দুইটমা
ট্যাঙ্ক। ট্রেম আসিবার সময় রেল পথেব হকিণ
পার্শ্ব কতকগুলি মতিব মতায়নাম ছিল। পূর্বে
ট্রেমের লক্ষ্য মাজাজী মতিবের পলাইয়া বাইত।
মতিব কিছু তাহাদের একটাও মড়ে নাই। ট্রেম
যুগ্ম হইলে একটা মতিব ব্রেকডায়েন গিয়া
আঘাত করে। বেধা বেধি আর সকল গুলী
ট্রেমের এক একখানি গাড়ীর পার্শ্ব হইতে থাকে।
গাড়ী হাজিত করিয়া ট্রেমখানি থামাইতে
থামাইতেই গাড়ীর গাড়ীর উপর একটা মতিব
গিয়া পড়ে। গাড়ী খানি চূর্ণ হইয়া রেলমুখ
য়। গাড়ী আঘাত পাইয়া বাহিরে ছুটকাইয়া
ডেমন। জরম আর সকল গাড়ী মতিববিগের অত্যা
পারে ভাঙিয়া ছুটিকা শেষ নশা প্রাপ্ত হয়। এক
খানি পথেবের মাজ গাড়ী উল্টাইয়া পাথর চতু-
র্দিকে ছড়াইতে থাকে। কুলিরা অনেক গাড়ী
হইতে লাফাইয়া পড়িয়া প্রাণ হারাইয়াছে।
অনেকে পাথর চাপা পড়িয়া মরিয়াছে আরোবি-
বগের মধ্যে ৭ জন মৃত ও ১৭ জন আহত হই-
য়াছে। মতিবে কলের গাড়ীর গতিরোধ করে এ
কথা কখনও শুনা যায় নাই।

বোম্বাইয়ের জৈনসভা কাটিওয়ারের সীজেন্ট
জে. ওলিউ, ওয়াটসনের বিলাত গমনোপলক্ষে
তাঁহাকে এক অভিনন্দন পত্র প্রেরণ করিয়াছেন।

জৈন সম্মেলনের সচিব পাণ্ডিত্যালার ঠাকুর সাহে-
বের যে বিবাহ হয় ওয়াটসন সাহেব তাহা উত্তর
সম্মেলনজনক রূপে যীমানসা করিয়া বিরা উত্তরেরই
কাজত্যা ত্যাগন হইয়াছেন। আর কোম সীজ-
েন্টের ভাষণে এত ধৌরব লেখে নাই। তাঁহারা
ওয়াটসন সাহেবকে বেবিলা লিকালাত করুন।

কাবুলের আধীরের পুত্রের বিলাত গত ১০ ই
জুন সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বিবাহ রাত্রে মগর
রীতিমত আলোকিত করা হয়।

রাজস্বসমিতি পূর্বকার্য বিতানের সাময়িক
কার্যগুলি উঠাউঠা বিবেচন দিত করিয়াছেন।

এংলোইণ্ডিয়ানগণ গবর্নমেন্টের লিখন বিহা-
রের বিরুদ্ধে মহাসভার আবেদন করিবেন।

ইংলিসম্যান বলেন হুতম পতিমসিয়াল গবর্ন-
মেন্টের লিখিত হুক্তি সম্বন্ধে রাজস্বসমিতির মন্তব্য
গবর্নমেন্টের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। কমিটি আপা
করেন যে প্রবাসীতে ইন্সপেক্টরাল গবর্নমেন্টের
লিখিত স্থানীয় গবর্নমেন্টের সম্বন্ধ স্থিরীকৃত করিবার
প্রস্তাব হইয়াছে তাহাতে উত্তরের সম্বন্ধবন্দী
হুতম হইবে।

উত্তর পশ্চিমাকলের ব্যবস্থাপক সভা কিরপ
প্রবাসীতে সংগঠিত হইবে সে-কটোরি অবশেষে
তৎসম্বন্ধে গবর্নমেন্টের নিকট মন্তব্য পাঠাইয়াছেন।
ব্যবস্থাপক সভার কি উত্তর পশ্চিমবাসীর মতাব
প্রতিমতি সভাগণ স্থান পাটিকেন বা পুরাতন
পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া কেবল গবর্নমেন্টের দাসা-
মুদ্রাসগণ আসন পাতিয়া বলিবেন?

পূর্বে শুনা গিয়াছিল পঞ্জাবী পুলিশ সৈনি-
কেরা প্রবাসীর উপর দারুণ অত্যাচার করিতেছে।
পুলিশ ইনস্পেক্টর কর্ণেল লাউডেন ও সার চারলস
বার্ণার্ড লিখিতভায়েন এই জমরবলী সম্পূর্ণ বিখ্য।
পঞ্জাবী পুলিশ প্রবন্ধেবে কোম অত্যাচার কার্যে
সম্পর্ক রাখেন নাই।

গত ১৭ ই জুন বাড়িতে একটা পাচাতের
উপরে বড় মোকের সমাগন হয়। জনরব উঠিয়া-
ছিল উক্ত দিনে হুর্বার কিছু পরিবর্তন বেধা
বাইবে এবং সেই পরিবর্তনের পর হইতে পৃথিবীর
পরমায় শেষ হইবে।

খেনচাং রায় চ.বের ইনসলভেলির দরখাস্তে
একজন হিন্দু মহাজন আপত্তি তুলিয়াছেন। এই
মহাজনের নিকট প্রেমচাং রায় চাংবের ৩৩০০০
টাকা দেনা। মহাজন তাঁহাবিগকে বস্তক আরি
দ্বারা কারারুদ্ধ করিবার চেষ্টা করায় এই ইনসল
ভেলির আবেদন করা হইয়াছে।

ইংলিসম্যান বলেন কুব কুদশ অগ্রসর হইতে-

ছেন। বর্ডম,ম আকগামসীয়া অতিক্রম করিয়া
কুব আরও ১৫ মাইল অগ্রবর্তী হইতে চান। ব্রিটিশ
সীমা কমিশনারেরা ইচ্ছাকৃত সমস্ত কুব মাই
বিবর্তী এখন উত্তর গবর্নমেন্টের বিচার্য রহি-
য়াছে।

বিনমিরানের রাজ্যের ডাকাইতি হইয়া
গিয়াছে। প্রায় তিন ডাকার টাকার সম্পত্তি ম
হইয়াছে, পুলিশ যথা সময়ে উৎখত হইয়া ডাকা
ইতিবিগের দুই তিনজনকে গিলিষ্ট করুন।

বিল্লিনের রাজা যাকি ব্রিটিশসিগব সচিব
সমুখ হুত করিবার জন্য সৈন্ত সংগ্রহ ক হুত
জমরব যে মারি চারলস বার্ণার্ডের মন্তক যে যাকি
কাটিয়া আশ্রিত পারিবে বিল্লিনরাজ তাহাৎ
অপেক্ষে পুরকার দিবেন।

ভিক্রম বিলম্ব যে এত আতঙ্ক করিয়া থাকি
হইতেছিলেন। লার্ডসিগবের টাংবের দী
প্রবাস হইয়া বসিল। বর্বার ভিতর আব বাহি
হওয়া সম্ভব নহে। এত অপ্রয়োজন কবিয়া অম
র্ষক ব্যর করিবার আবশ্যক কি ছিল?

হলকার খীর রাজ্য প্রবন্ধ করিয়া গজ
বর্গের অবস্থা পরীক্ষা করিতে থাকিব হইতেন
বল,বীণের মত স্থানে স্থানে লেভি পুলিশ
বেড়ান আত্যা হইলেনই মন্তক।

মাজারেল অবিকারের সময় একটা মত এক
ব্যাপন পাওয়া গিয়াছিল।

আর্যপত্রিকা বলেন লামা গণেশদাস নাম
এক ব্যক্তি তামাক সেবন পরিভাগীকরিয়া মাসি
তামাকের ব্যয় ছর আনা হাঁচাইয়া মাসে ম
বহুমানক বৈদিককুলে দান ক রাখেন। এতাই খী
মন্ত নহে।

২৪ জন কাকী আরবের দাসত্ব পরিহার করি
বোম্বাইয়ে পলাইয়া আসিয়াছে।—এখানের দাস
আছে।

পাটনা হইতে একবাঁকি কলিকাতার তামি
তাঁহার জানাতা মন্তকাল মিরোগীর নিকট তাহা
কতাকে রাখিয়া ব্যর আর অত্যাচার করে
জানাতা সেই কতাকে উপযুক্ত পাত্রে দান কা
বেন। জানাতা কতাকে একজন মৌলিক কা
তের সহিত বিবাহ দেয়। কতোর পিতা জামি
পারিলা বিবাহ অসিদ্ধ করিয়া কতাকে ফিরাই
নইতে চায়। ইহা নইয়া আদালত মন্তকমা চ
তেছে।

পাইওমিরায় বলেন কেব ম উবিব, দে,তা
কুদ মাজোর লইয়াই লোকাল বোর্ড সংগঠিত
হইয়াছে। অভাগটী কি?

পূর্তিপোষকগণ। বোমরা কি বলিত পাব—
তোনাহেব হারা কলকর জগাই মাগাই উয়ার
পাইল ? কলক গোলাচরণে বুরকের চরিত্র লংগো
বিত কটল ?

আজ কাল মণি ধানী তাই সকল কলিকাতায়
একটা থিয়েটার খুলিয়াছেন। তাহার বেকি উল্লেখ্য
তাঁহা ভাল কবিগণ মুগ্ধ মগ্ন না। যদি লোককে
নয়নময়ন ধর্ম্ম লোকিত করা উয়ার উল্লেখ্য হয়,
লোককে পাশপদ হইতে উয়ার করা উয়ার
উল্লেখ্য হয়, তাহা তাঁহারা উত্তর সকল হইবেম
তাঁহা আর লোকের বুঝিতে থাকি নাই। অত্যা
শিষ্টতা তোমার পবিত্র—ধর্ম্মের কলক চরিত্র হই
তেছে দেখ। ধর্ম্মের লটকা এখন লোককে একটা
আনোহের জিনিস তৈয়ার করিয়া বসিয়াছে। ধর্ম্ম
এখন নকড়া ছকড়া হইয়া পড়িয়াছে—তাই বলি
পবনেশ্বর হোমার সন্তানদের হুমতি ধাত—আর
যেন তাঁহারা তোমাকে লইয়া রং তামাসা না
করিতে পারে।

ভূগণকারির পত্র

জেলা পাবনা বন ও আরিয়গণ।

ত্রিপুরা হইতে পত্র লিখিয়া তৎপরে এরূপ
আর্থিক অন্তর হই যে এ পর্যন্ত তায় মাসিক
টোল পাঠক মহোদয়গণের সহিত সাক্ষাতের
অযোগ পাই নাই। ইহারে ইহার একপে
আনক হুত হইয়াছি অতএব অন্য পাঠক সন্থিপে
উপস্থিত হইলাম।

ত্রিপুরা হইতেই পুরগণন করিয়াছি,
কোন মুতন ভাবে বাই নাই, কেবল কুটীয়া
হইয়া পাবনায় আসিয়াছি। কুটীয়া একটা সব-
ভবিষ্যৎ ও বেলগরে টেবল। গোবাই নদীর
তাবে অবস্থিত। সাধারণ সবভবিষ্যৎ বেলপ
ধাতা উচিত সকলই আছে, পেশীর মধ্যে
মহাকুমাণ উপরেই একটা নীলকুটী লক্ষিত
হইল। আর কুতপূর্ব জৈনক নীলকর মহা-
পুরুষের কীর্তি শুভ স্বরূপ ক'রকটী অট্টালিকা
স্থাপিত রহিয়াছে। শুভিলান উল্লিখিত নীলকর
এই বটীতে বাজার সংস্থাপন মানসে প্রজা-
পেখিত করিয়া অট্টালিকা শুভি অল্প ব্যয়ে
নির্মাণ করিয়াছিলেন। উয়ার নাম "বীকি
চালান" বলিয়া প্রসিদ্ধ। একপে টিহা আর নীল
কবিতার চপে নাই। স্থানীয় জৈনক জমীদারের
সম্পত্তি হইয়াছে এবং রাজক দ্বারা গণের ভাড়া

টিকা আবার পরিণত হইয়াছে। এ ক'র আত্ম
যত মন মত, একটা ধর্ম্মের আত্ম।

কুটীয়া হইতে গোবাই নদীর নোকা আরো
হল পূর্বক হুই মাউল আসিয়া পড়া মনোভে
পড়িত হয়, এ পড়া পার কটলই পাবনা
জেলায় উপস্থিত হওয়া যায়। আনরা বেল ৩টার
সময় কুটীয়া হইতে রতনা হইয়া রাত ৮ টার সময়
পাবনায় উপস্থিত হই। পাবনা জেলায় তিন দিকে
পড়ার একটা শাখা যেহেতু, জেলাটা যেম উপত্যকায়
মধ্যে সংস্থাপিত, বাস্তবিক আনরা এ পর্যন্ত যত
জেলা পরিদর্শন করিয়াছি পাবনার মাথ উল্লেখ্য
পূর্ব কোন স্থান দৃষ্টি করি নাই। জেলাটা পূর্ব
দুতীর জেলা ছিল। অল্প দিবস এখন জেলার
হইয়াছে। এখানে একাকী মাজিষ্ট্রেটই কার্য
করেন অপর মাজিষ্ট্রেট নাই। চারি জন ডেপুটী
এ এক জন মুনেক আছে। বিচারকের সংখ্যা
কম বেখিয়া প্রত্যেক মকদ্দমার সংখ্যা যে অল্প
ইহা সবকোই অনুমান করা বাইতে পারে। সম্রাতি
জজ বাহাদুরের কাছারির জন্য একটা মূতন মূতলা
অট্টালিকা প্রস্তুত হইতেছে। আর এই
জেলায় অধীন ততাল ইষ্টেটের জমীদার জিন্দ
বাবু বনমালি রায় মহোদয় হল সহজ টাকা ব্যয়ে
জেলায় মধ্যে একটা টাউনহল নির্মাণ করিয়া
বিস্তারেন। উক্ত টাউনহলটি প্রস্তাবিত বাবু
মহোদয় নিজ হস্তে নির্মাণ করান নাই। নিউ ন-
সিপালিটার হলে টাকা রহান করেন, কিন্তু বাবু
মহোদয় যে পরিমাণ টাকা প্রদান করিয়াছেন,
টাউনহলটি দুই অত অধিক ব্যয়ের বলিয়া সহসা
অনুমান করা হুইতে হয়। এখানে আরও শাসনের
চেষ্টারমান জৈনক জজ কোর্টের ব্যবসায়াজীবী
হইয়াছেন। আরও শাসনের বোধ গুণ আশাত্ত
আর বেখার আবশ্যক নাই।

পাবনা জেলা বাধিয়া বিধে বিভক্ত মন
নহে। অনেক গুলি মহাজন আছেন ইহার নাম
বন্ধের সহিত আনন্দানী রতনী করিয়া থাকেন।
এ জেলায় বিবি প্রকার লস উৎপন্ন হয়। দুই
দিন চার পুরায় সেস বিক্রয় হয় এবং মদেউও
পাওয়া যায়। একারণ দুতলাত মিটার ইত্যাদির
ময় অনেক মূল্য। জেলায় মধ্যে উল্লেখ্য অধিক,
পূর্বকট উল্লেখ্য করিয়াছি, তথ্যে কাঁচ, লগাছ
প্রহর পবিত্র। আজকাল প্রত্যেক গৃহের
গৃহে ও হাটে, বাজারে পথিকের বাসায়
সকল স্থানই শুপক কঁচাল দৃষ্ট হইবে। মৎস্য
ততটা শুধিগাছনক মধ্যে। পড়ার ইলিস ৭২সাই
প্রধান, পড়ার ইলিসদাছ আনোহের গঙ্গায় ইলি-

সের নার তৈয়াক নহে, একারণ অধিক আত্ম
অপকার করে না, আনরা প্রায় একপক কাল
মচ বাইলান তাহাতে কোন অত্থ শেষ হয়
নাই। পড়ার জেলেরও বিশেষ পাচকতা শক্তি
আছে।

জেলা পরিদর্শন, করিয়া মকদ্দম পরিদর্শনের
আশ্রয় করেন বিদ্য হইয়া আসিয়াছে। এখনে
জেলা হইতে ১৩ মাইল অন্তর পূর্বকট উল্লেখ্য
নামক একটা গ্রামে আসি, এ স্থানটিতে মতর
জললোক এবং একটা জমীদারের স্থায় স্থান, ই
জমিদারির অধিকারী বাবু বিজয়গোবিন্দ চৌধুরী
একজন বিশিষ্ট শিকারী লোক। ইহার শিকার
হস্তার পরিচয় পাইয়া আনোহের কুতপূর্ব রাজ-
প্রতিনিধি লর্ড বেৎ মহোদয় অত্থলে উপস্থিত
হইয়া ইহার সহিত একত্র শিকার করিতে যান
বাবুচী বাবুগিরিও রাজপুরুষবিগের সম্ভাব
ভাজন হইতে সর্বদা ছাড়াইয়া একপে সাধারণ
গৃহস্থের জায় বিদ্যাপন করিতেছেন। তাঁতি-
বকে যেমন বহুতর জললোক আছে স্থানটি
সেরপ পরিচয় বন জঙ্গল পূর্ণ। এ ক'র
পূর্বকটের চারি মাইল পেরেই ইচ্ছামতি নদী
তীরে আতাইল্ল নামক একটা গ্রামে আসি।
এখানে একটা আউট পোষ্টও একটা
পোষ্ট অফিস ও সামান্য দাঙ্গার আছে।
এখন হইতে ইচ্ছামতির তীরে পূর্ব মুখে আনরা
হুই মাইল আসিয়া তৎপরে একটা বৃহৎ চারি
কোণ পরিমিত স্থান বিল অতিক্রম করিয়া উত্তর
দিকে বন আরিয়গরে উপস্থিত হইতে হয়। প্রস্তা
বিত স্থান কেন্দ্রী ক্ষুদ্র নোকাযোগে অতিক্রম
করিতে হইল। বন কেন্দ্রের মধ্যে বিদ্যা আসি,
তখন আনোহের জমীদারি নী ধানকেন্দ্রের পোতা
বেখিয়া বন মোহিত হইতে লগিল। কেন্দ্রীজল
৭৮ হাত, ইহার উপর ধানজাত এক হস্ত পরি-
মিত উর্ধ্বে উঠিয়াছে। শুভিলান এখানে হল বাব
হাত পণ্ডিত ধান্যলতা দৃষ্টি হয়।

বন ও আরিয়গরে পাবনা জেলায় তৎপরে
প্রসিদ্ধ জমীদারের একটা আবাস বাজী। ইনি
অধিক সময় এইস্থানে থাকেন। বর্তমান জমীদার
মহোদয়ের অল্প বয়স, কিন্তু বীরতা গাভীরা
ও তত্বে আর জীবনকে অতিক্রম কথিয়াছে।
ইহার বেলপ কাঁচা বিবেচিত তাহাতে ইনি
এক জন আদর্শ জমীদার বলিয়া বোধ হয়, ইহার
বিদ্য প্রস্তাবাত্তর পাঠক মহোদয়গণকে অবগত
করিব।

বিজ্ঞাপন।

ইলকট্টে। গ্যালভানোয়

অমুরী কবচ ও অনন্ত।



শি সি, দাস কঙ্কু মিথিত ও আধিকৃত।
৪ নং বেনেটোলা সেন, পটলডাঙ্গা কলিকাতা।
এই অমুরী কবচ ও অনন্তের এমন অমর্য
জি আছে যে, বেসকল রোগে মন্ত্রা একেবারে
তাপ হইয়া পড়েন অথচ ডাক্তারি ব্যাকসি এবং
বিরাগি চিকিৎসার কিছুই কিছু উপশম হয়
ই, উভারা এই মহৎ শক্তি এবং জীবন অরূপ
বচ, অমুরী ও অনন্ত ধারণ করিলে সেই সমস্ত
রূপ রোগ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্তিলাভ করিলে,
তএব যদি কেহ ব্যারি যত্না হইতে মুক্তি
হইতে ইচ্ছা করেন তবে আমার নিকট ভুক্তি
করী, কবচ কিবা অনন্ত লইয়া বাউন, আর রোগের
ঠোর যত্ননা ভোগ করিতে হইবে না, এবং ক্ষু
বীর ইচ্ছা ব্যবহার করিলে ওলাউঠা বসন্ত প্রভৃতি
ক্রমিক বোগ স্পর্শ করিতে পারে না। অমুরী
৫ ও অনন্ত জয় কালিন (P. C. D.) নামাঙ্কিত
বিয়া লইবেন এবং অমুরী ও অনন্তের মাপ
৮ টয়া বাধিত করিবেন।
প্রতি কবচের মূল্য ১।০ ডজন ১২ টাকা
প্রতি অমুরীর মূল্য ২৪০ ডজন ১৫
প্রতি অনন্তের মূল্য ১৪০ ডজন ১৫
পার্কিং ও পোষ্টের খরচা এক হইতে ৬৩১।/০
৭ হইতে ১২ টি ৪০০ লাগিবে।
৮ চারি বকন অমুরীর মধ্যে বাছারা যে রকম
উত্তম ইচ্ছা করিবেন অগ্রাহ পূর্বক সেই মত
রয়া লিখিয়া দিবেন।

—৩৩—

নিউ হোমিওপ্যাথিক হল।

এস, বি, বিশ্বাস এণ্ড কোং।

৪৭ নং সীতারাং ঘোষের ষ্ট্রীট কলিকাতা।

বিজ্ঞপ্ত

টাটকা ঔষধ।

উত্তম উত্তম পুস্তক, পকেট কেম, থারমিটার,

৩৩ শিল্পি বাচিক ও আভ্যন্তরিক ঔষধসম্বন্ধে ১২।
শিল্পি কর্ক, চামচা প্রভৃতি সমস্ত ব্যবসায়িক জবা
ইংলণ্ড, জার্মানি ও আমেরিকা হইতে আসিয়াছে।
গৃহচিকিৎসার উপাধায়ী বাধতীর বাজালা পুস্তক
এখানে পাওয়া যায় এবং প্রধান প্রধান সংবাদ-
পত্রের ও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা বক-
নের বিশেষ প্রশংসিত "সদৃশ বিধান তত্ত্ব বা
হোমিওপ্যাথিক কি?" নামক উৎকৃষ্ট পুস্তক
খানি কেবল আমানিগের নিকট ভাক মাস্তমসহ
১.১০ এক টাকা আর আনা মূল্য পাওয়া যায়।
ওলাউঠা ও গৃহ চিকিৎসার জন্য সকল রকমের
ঔষধ পূর্ণ যত্ন বিক্রয়ার্হ সর্বদা প্রস্তুত থাকে।

কয়েক বৎসর হইতে শত শত রোগীর আরোগ্য
হারা বিশেষ পরীক্ষিত সর্বপ্রকার ম্যালেরিয়া
জ্বরের শান্তিকারক উৎকৃষ্ট হোমিওপ্যাথিক ঔষধ
ব্যবস্থাপত্রসহ ১৩৫৫৫৫৫৫ মূল্য ৪৫ এবং বহুব্রী পীড়ার
বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবস্থাপত্রসহ মূল্য
২৪০ দেড় টাকা। ইচ্ছা কেবলই আমানিগের দ্বারা
বিক্রীত হয়। ডাক্তার ক্রিমির এসিড কপূরের
আরক ব্যবস্থাপত্রসহ মূল্য ১ আমানিগের নিকট
পাইবেন।

মফস্বলের অর্ডার বহুর সহিত ডালুপেরেবল
পার্মেণ দ্বারা নীজ পাঠান হয়।

—৩৩—

বিশেষ সুবিধা। বিশেষ সুবিধা!!

মফস্বলের বহুব্রীগের সুবিধার জন্য আমরা
কলিকাতা হইতে বাজার দরে সকল প্রকার জিনিস
খরিদকবিয়া পাঠাইয়া দিত পারি। শতার বহু
বে কোন জবা আবশ্যক হইবেক তিনি সিকি
টাকা প্রেরণ করিলেই উহাকে সত্তর ডালু-
পেরেবল পোষ্টে সেই সকল জবা পাঠান হইবে।
নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিলে সমস্ত বিষয়
জানিতে পারিবেন।

হত এবং তর কোং

৯৩ নং রাধাবাজার
কলিকাতা।

—৩৩—

"বাতুর্দোর্লের প্রত্যেক পরীক্ষিত।"

সুখাবিন্দ সুখাবিন্দ!!

ইচ্ছা সেবাম বাতুর্দোর্লেরা, অগ্রহোব, জননে-
স্ত্রের শৈথিল্য, শুক্রসেহ, অল্প উত্তেজনার
শুক্ৰপাত ও অতিরিক্ত শুক্রকর এবং উচ্ছ্বিত
শিরশীড়া, শারীরিক দুর্বলতা, অরুণপতি হীনতা,
নামসিক বিষয়তা, হাত পা ঝালা ও শুক্রের
অরুণা প্রভৃতি এক মাস মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য
হইয়া শুক্র অত্যন্ত গাঢ় ও ধারণা শক্তি অধূ

পরিব্রাজে হুধি পাইবে। এমন কি ইচ্ছা সেবা
সামান্য সমস্ত উপকার দর্শে। ইচ্ছা যে স
প্রকার বাতুর পীড়ার এক মাত্র মর্দ্যাব্য ভা
অনেক প্রশংসাপত্র রহিয়াছে এবং এই শু
আরোগ্য হইয়া আমকে পুরস্কার দিয়াছেন।
বাসের ঔষধ এক লিপি ২ টাকা ভাক মাস
৪০ আনা।

দাদের মহৌষধ।

"কত ও চর্ধরোগের মনোপকারী।"

এই ঔষধ ব্যবহারে আলা যত্ননা নাই, অ
বে প্রকারের দাব হউক না কেন ২৪ ঘণ্টার মিল
আরোগ্য হইবে। দাদ, কোচদাদ, বিখাজ, শু
বাত, কুলি (চোম) পারার দা, ঘোস, পাঁচ
গরদীর দা ও সর্বপ্রকার কত রোগ তিন দিবসে
মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। ইচ্ছা কত
চর্ধ রোগের অব্যর্থ মহৌষধ। এই ঔষধে পা
নাই ইচ্ছা সার্বজন্য মেজর কর্তৃক পরীক্ষিত। ম
তার সহিত বলিতে পারি এই ঔষধ ব্যবহার
কেহই নিরাশ হইবেন না। মূল্য প্রতি কো
৪০ আনা, তিন কোটা ১০ আনা, ছয় কোটা ২
ডজন ৪০ টাকা।

জিরাঙ্গুন্যর চক্রবর্তী।

ডাক্তার পাণনা।

চিকিৎসা-প্রকাশ যন্ত্রের
পুস্তকালয়।

১৮৯ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ডাক্তার জিহ্ননাথ মুখোপাধ্যায় কৃত বাবতীর পুস্তক
এখন হইতে এই পুস্তকালয় থেকে বিক্রি হইবে
এজেন্ট দ্বারা আর বিক্রি হইবে না।

তৎকৃত

সরল ভৈষজ্য-প্রকাশ

অর্থাৎ

সহজ মেটিরিয়া মেডিক।

১ম ভাগ।

গৃহস্থ ও পাড়ারগায়ের ডাক্তারদের জন্য
প্রকাশিত হইয়াছে।
রয়াল ১২ পোজি ৩০০ পৃষ্ঠার বেশী।
দাম ১৪০ টাকা; ডাকমাসুল ১/১০
এই পুস্তকালয়ের পাওয়া যায়।

প্রিণ্টেশনাথ মুখোপাধ্যায়
ম্যানেজার

—৩৩—

১৮৭৪ অব্দে স্থাপিত।

বিশেষ চুক্তি।

৩য় ভাগ ৮০ ১০

শরচ্ছন্দ্র দত্ত এণ্ড কোং।

সোমপ্রকাশ যন্ত্রে ইংরাজী ও বাংলা নামা প্রকার ভবণ্যাক্ষর চুইতেছে। সঙ্গত মূল্য অল্প সময়ে মধ্যে নতুন অক্ষরে স্ফটিককণ্ঠে কাব্য সম্পন্ন করিয়া দেওয়া যায়।

নিবেশ্বর বিলাপ ১০ ১০

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ।

কনগানি একাত্ত সটলে সমুদায় ডা মাসুল ১/১০ লাগবে।

প্রস্তুতকারী।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী

কলিকাতা মহানগর এবং হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারিগেব নিকট হইতে ঔষধের উৎকৃষ্টতা যৎ প্রমাণ্য পাওয়াইয়াছে।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কাকত

নিম্নলিখিত

মূল্য স্থলভ।

এলাউচা চিকিৎসার ১২ শিলি ব্যবস্থা ও কপূ-
র আদক সহ ৫ টাকা।

সম্প্রদায় সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য স্থলভ
মাসুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং সপ্তাহিক
৫০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাকমাসুল সমস্ত
টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা বার্ষিক
সিকের অগ্রিম নাই। শিক্ষক ও ছাত্রদিগের
জন্য ডাক মাসুল সমস্ত ৩০ টাকা দিব ক
হইয়াছে।

গৃহ-চিকিৎসার ২৪ শিলির বাস্তব ব্যবস্থা পুস্তক
৮ টাকা, ২ শিলির বাস্তব ১০ টাকা।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মকমলে সোমপ্রকাশ

সাধারণ চিকিৎসার ৫১ শিলি ঔষধের বাস্তব
ব্যবস্থা ১৮ টাকা।

প্রেরিত হয় না। বাস্তব সোমপ্রকাশের মূল্য
পাঠাইবেম। বাস্তব অর্থ নাম বাস্তব কবি
লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাকঘর
জীবন্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্তীর মাঝে মোটে ৩
বরাহ চিঠি, যদি অর্ডার উভাব অর্ডার বাস্তব
বাস্তব সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য
প্রেরণ করিবেন। অর্ড আবার অধিক মূল্য
টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত চুইবে না। মূল্য
নিবেশিত হইবার পূর্বে কেহ সোমপ্রকাশ প্রেরণ
অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া
চুইবে না।

ডাক্তারিগেব উৎকৃষ্ট বাস্তব ২৫ টাকা, সম্পূর্ণ
ব্যবস্থা ৫০ টাকা।

বাস্তব মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করি
বেন বাস্তবগেব সেই পত্রাদি প্রেরণ ক
হইবে না।

ইংরাজী বাংলা সচিত্র মূল্যনিরূপণপত্র
নাম মূল্য প্রাপ্য। টিকানা ৫৫ নং কলেজস্ট্রীট
কলিকাতা।

মকমলের যেসকল গ্রাহক কলিকাতায়
আসিলেন এবং সতরেব যেসকল গ্রাহক
সোমপ্রকাশের মূল্য হস্তে দিতে ইচ্ছাকরেন,
বাস্তব ১৭ নং কলেজ স্ট্রীট সোমপ্রকাশ
ডিপজিটারিতে দিয়া রসিদ লইবেন।
যদি অর্ডার করিয়া ডিপজিটারীতে পাঠাট-
বার প্রয়োজন নাই। যদি অর্ডার কার্যা-
লয়েব ঠিকানায় পাঠাইবেন।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী পালের অরবার্ণ
শিক্ষক পণ্ডিত ও ছাত্রদিগের জন্য ডাক মাসুল
সমেত ৩০ টাকা, সোমপ্রকাশের মূল্য নির্ধারিত
হইয়াছে।

বিজ্ঞাপনমাত্ৰাদিগের প্রতি।

আমরা বিমর সভাকারে সাধারণকে জানাই-
তেছি, বাস্তব সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাস্তব
করিবেন বাস্তব সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া
বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম
ভিন্নবার প্রতি পংক্তি ৮০ আনা, তাহার পর ৮০
আনা। ইংরাজী অক্ষরে প্রকাশ হইলে ৮১০
করিয়া লাইন প্রত্যেক বার চুইবে।

যেসকল কর্মস্থলির বিজ্ঞাপন আনাদিগের
নিকট আসিলে, তাহা প্রথম একবার বিনামূল্যে
প্রচারিত হইবে। তাহার পর নিয়মাবলীসারে মূল্য
দেওয়া হইবে।

—৩৩—

জীবন্ত বাস্তবানাথ বিদ্যাক্ষর প্রণীত
নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি নিম্নলিখিত মূল্যে
ও ডাকমাসুলে কলিকাতা ১৭ নং কলেজ
স্ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে পাওয়া
যায়।

উপদেশমালা	মূল্য	ডাকমাসুল
১য় ভাগ	৮০	১০
২য় ভাগ	৮০	১০
নীতিসার।		
১য় ভাগ	৮০	১০
২য় ভাগ	৮০	১০

হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়।

জে. এন. ডট্টাচার্য এণ্ড কোং।

এখানে ক্রমাগত কয়েকখানি জাতীয় লেখ
নামবিকা ও জর্জিগ হইতে বিস্তর হোমিওপ্যাথিক
যন্ত্র, পুস্তক, কক, শিলি ও বস্ত্রাদি আনীত হইয়া
লভ মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। এলেন এনসাইক্লো-
পিডিয়া মূল্য ১৮০ ছাটিনান নো পিটকা মূল্য ২৪
পুস্তক বড় বড় পুস্তক পাওয়া যায়। বিলাতী ২০০
১০ মাসারট ১৮০ নিয়ন্ত্রণ ১০ এবং ২২ মাস ৮০
সমাবে বিক্রয় হয়। ১২ শিলিব এলাউচা বাস্তব
পুস্তক ৪৮ এই ক্যান্ডরসহ ৫৩ সাধারণ চিকিৎসা-
ব্যবস্থা পুস্তক সহ ২৪ শিলিব ৮৪, ৩০ শিলিব ১০৮০
০ শিলিব ১৪,৪৪ শিলিব বাস্তব ঔষধ সমস্ত ১৬
২ শিলিব বাস্তব ঔষধ সমস্ত ২৫, ২০০ শিলিব
উৎকৃষ্ট বাস্তব পুস্তক ও বাস্তবটিব সহ ৮০ বাস্তব-
ব্যবস্থা ৪৮০ ও ৫৫ (ক্যাটেলগ বিভবণীয়)। সমস্ত বাস্তব
পুস্তক ও ফোটা চালিবার যন্ত্র পাওয়া যায়।
টিকানা ১১০ নং বহুবাবস্ট্রীট, কলিকাতা।

জ্ঞানকীনাথ ডট্টাচার্য—ম্যানেজার।

—৩৩—

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে
করিলে বাস্তব প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি
৮০ আনা তাহার পর ৮০ এক আনা দিতে হইবে
কেবল ইংরাজী অক্ষরে প্রতি বার ৮১০ করি
লাইন করা হইবে।

প্রেরিত, সংবাদমাতা, প্রমাণকারী পত্র ও প্রমাণ
প্রেরিত যেসকল বিষয় নামা দান হইতে প্রকাশ
জন্য আইনে তাহার মতানত বা কোনটী আইন
বিরুদ্ধ বা সঙ্গত এবং সত্য মিথ্যা বিবেচনা বিষয়
সম্পাদক, প্রিন্টার বা প্রপাইটার দায়ী নহেন।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর
ডাক হইয়া চাক্ষুণ্যে সোমপ্রকাশ বা
জীবন্ত বাস্তবানাথ চক্রবর্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার
প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

বিদ্যাভূষণ
ইনসিট-১৩০৯
জিডিপোতা, সোনারগুহ।

সামগ্রিক

“ भवर्त्तना प्रकृतिविलास प्रविष्टाः कण्वतो कलिमयतो न वीर्यतः ।”

६३३ सर्वसमा ।

১৯৯৩ সাল। ২৫ এ জুলাই। ইং ১৯৯৩। ৯

৭. ত্রিগুণাচ্ছ। ২৫ এ জ্ঞান।

1. { অসমৰ্ণ পক্ষে বাস্তব নগৰে বার্ষিক
 টাক ১ লাখ । শিৱক ৩ ছাত্ৰবিশিষ্ট
 জন্ম বার্ষিক বাস্তব নগৰে ৩১ টাক

বিজ্ঞাপন :

শি. এন. বিশ্বাস।

টাইল কাউন্টার এক সর্টার মেশিন।

৪- নং নীতানাম ঘোষণাটি
কমিটায়।

ସର୍ବ କବରୀ କୁସଳ ତେଜ ।

১ মঙ্গল কেবল কোথ বিভ্রান্তে আসলোনা ।

॥ ७, ८, ९ पाठेन विनिर्दिष्ट, १०, ११/० पाठः ।

২. মন্দির কেবল আবেগ পূর্ণই ব্যবহার্য।

ना ८, ३, आउल निनि ५०, १० आवा । ग्याकिर
० आवा ।

ଅଧିକାର ବିବରଣ କ୍ୟାଟାଲଗ୍ କେନ୍ଦ୍ର । /୦ ଆକାର
କ୍ରିଡ଼ିଟ୍ ପାଠାବେଳେ ୨୫ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବାଧି (କ୍ୟାଟାଲଗ୍)
ହେବ ।

ଅନ୍ତିମ ଟାହେଲ ।

১০০ পাটকা, পাইকা, ষোল্লি একত্ৰি অকল্প
 পাখানার আবশ্যকীয় বাবতীর জের্যানি বিজ্ঞ-
 ১০০ একত্ৰি অকল্প । (অল্প বা অধিক) সমস্ত নক
 ১০০ পাটকা বার । কাটিলগার মুদ্রা দাখলসহ
 ১০০ আনা ।

সুদভ এজেন্সি।

অল্প মাত্র কমিশন সহিত (গৃহস্থ ও ব্যবসায়ী
কলেরই ক্ষেত্রে) অ.ম. কাপড়, ঔষধ, বহি, বাস,
বিলকার, হস্ত, ময়দা, চাউল, আলমারি, টেবিল,
স্মার প্রভৃতি সকল প্রকার দ্রব্যাদি (মাহক
ওয়ার) সম্বন্ধে পাঠান যায়। ১০ আনার টিকিট
ঠাইলে কমিশনের বিরমপত্র সহিত বাজার
রের বহি পাইবে।

ଦେଖ ।

এই ভক্তি প্রসারিত মানসিক পাতকের দ্বারা সংস্কার
প্রকাশিত হইয়াছে, ইহাও অস্বীকার করিতে পারা যায়
২। যেহেতু ঠাকুর নিরন্তরিত হইয়া পাইয়াছেন ।

"ভক্তিরগাম্যভক্তি" (পূর্ববিভাগ)

সংস্কৃত মূল, টীকা, টীপনী, বাজনা আলাপ এবং
বাজনা টীপনী সহ অতি যৌক্তিক বৈকল্য গ্রন্থ
মূল্য ১ টীকা-৩০ মাসুল ১০ টাকা।

“বেদান্ত সামন্তক” (গোবিন্দ)
(ভাষ্যকার রূত)

ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল, ও কর্মকণ্ড যোবক
বৈক্য 'সিদ্ধান্ত গ্রন্থ' (যেহাংগীরাবর) মুদ্রিত
সংস্কৃত) মূল্য চারি আশা, ডাক মাসুল ১০ আশা
আশা।

ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଶାସି ଆସାର ମିକ୍ସଟ ଓ ମଞ୍ଜୁଳ ଡିମ୍-
ଜିଟାରି, ଲୋକପ୍ରିୟ ଡିମ୍‌ଜିଟାରି ଏବଂ ବୈକଳ
ଡିମ୍‌ଜିଟାରିରେ ନା ଓଡ଼ା ହାତ ।

ঐক্যসৌহার্দ মাথ
 রাবৎসবক মল্লিকের পোস্ত।
 বড়বাজার, কলিকাতা।

*৬ সারি রাজ্য। রাধাকান্ত দেব বাহাদুর প্রবীণ ।

ଜଗଦିଦ୍ୟାତ ନର୍କିୟସ୍ୟ ମହତ୍ତ୍ବମ୍ ।

शककलकृतम् ।

সর্বসাধারণ শিক্ষিত ও শিক্ষার্থী ব্যক্তিবর্গের ব্যবহার্য উৎকৃষ্ট বেসামান্য অকরে, উৎকৃষ্ট কাগজে, সংশোধিত ও সূচপত্রাদি সহিত পরি-
বর্ধিত হইয়া সংখ্যা ক্রমে মাসে মাসে প্রকাশিত
হইতেছে।

ଅତି ସୁଖୀର ବସ ୫ ମେଣ୍ଟି ୫ ବସ୍ତା ଆସିବ

ইহা পূর্ব পূর্ব আনুমানিক সংস্করণের ২৪ করণ
রত ককি আছে। ইহাতে জাতি, অংশক, ও অধি
কম। আছে। স্মৃতিত প্রায়করণের পটক প্রা
ন্যপায়ন দুই ১ এক টীকা বাক্য।

১১৫২ পাণ্ডুরিতাঘাটে। কীৰ্ত্তি।
 কলিকাতা। } শিৱসিদ্ধেশ্বর বসু।
 নি.ই.।

कमिकाता । } नि.इ.।
} ऐकनिकनन वरु ।

नवकलाकाराणां स्वाधिकारी ७ सप्ताहक

প্রেরিতপত্র ।

✓ **স্বাক্ষরিত প্রকৃত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয়**

সম্পাদক মহোদয় । সম্মতিবৈধাসমাজ সংস্কার
 ত্রিণী সভা জীবন্ত বাবু অমৃতলাল সারের প্রাচলিত
 সম্বন্ধে সমগ্র বৈধাসমাজের অবগতির জন্ত
 একখানি সুত্রিত আশ্রয়পত্র প্রকাশ করিয়াছেন
 তাহাতে লিখিতাছেন যে " জামালপুর বৈধাসমাজ
 সংস্কারিনী সভা বহু বাবুর মিমন্ত্রণ গ্রহণ করে
 নাই এবং তাঁহার কার্যে অমত প্রকাশ করিয়া
 ছেন " এ কথাটা নিতান্ত অভ্যর্থনাত্মক লেখ
 ঐরাহে । উক্ত সভা এতৎসম্বন্ধে এখনকার
 সভা হইতে কোন পরাধি প্রাপ্ত না হইয়া
 বৈধাসমাজ সভার সভ্যমত প্রকাশ করিয়া
 ছেন তজ্জন্ত এ সভা অভিনয় সুস্থিত হইয়াছেন
 সমগ্র বৈধাসমাজী উক্ত সভার সুত্রিত পত্র পাঠে
 জামালপুর বৈধাসমাজ সংস্কারিনী সভার সভ্য
 সম্বন্ধে কোন পণ্ডিত না হন, এই জন্ত আশ্রয়

নিখিতিহি যে আজ পর্যন্ত প্রকাশকার সভা কলিকাতা বৈদ্যসমাজ সংস্কারিণী সভার দ্বারা ইতি-
কারিতা প্রদর্শন পূর্বক কোন সম্মেলন প্রকাশ
করেন নাই। কারণ এ সভা বিবেচনা করেন
যে যখন এ সভার উপর সমস্ত বৈদ্যসমাজের ভারী
দায়িত্ব ন্যস্ত করিতে হয় তখন তখন কোন
সম্মেলন প্রকাশ করা সুবিধা নাই। উক্ত
সুবিধিতপত্র পাঠে এ সভা কলিকাতা বৈদ্যসমাজ
সংস্কারিণী সভাকে বেপত্র বিধিমাতেই তাহার
প্রতিলিপি সাধারণের অবগতির জন্য জিহাদ।

পত্র।

১৯১২ সালের ১১ই জুন ১৯১২ সালের ১১ই জুন
এ প্রকাশনার ১১ই জুন।

কলিকাতা বৈদ্যসমাজ সংস্কারিণী সভার সম্পাদক
সহকারী সম্পাদক মহোদয় সমীপে।

সমিতির সভাপতি পূর্বক নিবেদন—

আপনারিগের ২৪ এ আদর্শ ও ২৪ এ আদর্শ
পত্র ও কয়েক বৎসর সুবিধিতপত্র বঙ্গদেশে
এ সভার উপস্থিত হইয়াছে। আপনারিগের সুবিধিত
পত্রের এক বৎসর সেবা হইয়াছে। “বে জামালপুর
বৈদ্যসমাজ সংস্কারিণী সভা বিমুক্ত প্রদর্শন করেন
এই এবং মহোদয় কার্যে অমত করিয়াছেন” ইত্য
পাঠে আমরা বিম্বিত হইলাম। কারণ এ সভার
কোন পত্রাহি না পাইয়া ১৯১২ এ সভার সভ্যত্ব
যেহে আপনারিগের ওরপ অভিমত প্রকাশ করা
কিন্তু হয় নাই। অতএব তরসা করি আপ-
নার উক্ত বিবরণী আপনারিগের সুবিধিতপত্র
ইতে প্রত্যাহার করিলাম।

আমর

১৩ জুন ১৯৩১
জামালপুর বৈদ্যসমাজ
সংস্কারিণী সভা।

একান্ত বঙ্গদেশ

জামালপুর বৈদ্যসমাজ সংস্কারিণী সভার
কতিপয় সভ্য।

—৩৩—

মহোদয়। আপনি বোগীবিগের প্রতি ভীষণ
ভাড়াচারের ঘটনা জ্ঞাত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ
করেন। আমরা যে কি পর্বত আশ্রিত হইয়াছি
তা সন্ধান পেইতে লিখিত লেখ করা যা
। আপনার উপরত্ব ওপের মধ্যে পরিচয়
করিতে পারি। একজন আপনার নিকট সন্তু-
রে প্রার্থনা, যাচাই উক্ত মিথ্যে অভিযোগ বোগী
ভাড়াচার, উপস্থিত বিবরণ হইতে স্পষ্ট হইতে
পারে তাহা করিয়া বর্ণিত করিলাম। বিশেষ
তি সংক্ষেপে অভিযোগ বর্ণন করিলাম। অত-
পর ৩৪ খানি প্রকাশ হইতে পারাযতের অবগত
হইয়া প্রাচীর পুণ্যপ্রতিষ্ঠা চক্রবর্তী মহোদয়,

তথাকার বোগীবিগের উপস্থিত হইতে বোধিত
নিজ প্রাচীর এবং তাহার চতুর্পার্শ্ববর্তী মঙ্গলময়
বিদ্যালয়সমূহের জাগ্রতিগকে মাঝে মাঝে
প্রার্থনা করিয়া বোগীবিগের পূর্বক প্রার্থনা
উৎসাহিত করিয়াছেন। সেই অতীতের তিনি
এবং উক্ত কতিপয় সমস্ত অনিচ্ছিত পান্ডুলিপি
একত্রিত হইয়া উক্ত প্রাচীর বোগীবিগের উপ-
স্থিত হইয়া, প্রাচীর বেলা মাপিত হয় এমন কি
উৎসাহিতের বেলায় উপর হইয়া বিক্রয় ও
স্বাধীন উক্ত পান্ডুলিপি বঙ্গদেশ হইয়া বোগীবি-
গের বাগীতে উপস্থিত হইয়া বঙ্গদেশে
বাগীতে প্রবেশ পূর্বক যার পিঠি পূর্বক ও করিতে-
ছেন। এবং উক্ত প্রাচীর হইতে বোগীবিগকে
উঠাইয়া দিবার জন্য সাধারণ চেষ্টা পাইতেছেন।
আবার বিক্রয় প্রাচীর উৎসাহিত মঙ্গলময় ও এক
বারে এরপ তাহা মাপিতাছেন যাচাইতে সমস্ত
বোগীবিগের উপস্থিত না হইতে পারেন। সাধারণ
পত্র সাধারণ সমীপে উৎসাহিত পান্ডুলিপি
কর করিতে প্রার্থনা করিয়াছেন। আবার উক্ত
হই চক্রবর্তী একত্রিত হইয়া বেলা বেলা লোকের
হস্ত পদ বক্রিয়া প্রার্থনা করিতেছেন যাচাইতে
সমস্ত বোগীবিগের বিক্রয় কার্য করেন। কিন্তু
অন্য কেহই তাহার কথার কর্পণ ও করিতেছেন
না; বেকসু উক্ত চক্রবর্তীর মায় মঙ্গলময় আর
আছে কিনা সন্দেহ। তাহার নিজপ্রাচীর
বোগীবিগকে রাস্তা, বাটে, বাটে বাজারে বেলায়
বেলায় সেই প্রাচীরে প্রার্থনা ও উপস্থিত হই
করিতেছেন। তাহারিগের মাপিত বোগী সমস্ত
বারে করিতেছেন, আর যাচাই উক্ত বোগী
প্রাচীর বাস করিতে না পার তাহার অন্য প্রকার
কৌশল অবলম্বন করিতেছেন। প্রাচীর প্রাচীর
সকলই উক্ত বোগে আছেন, এমন কি তৎকাল-
বাসী উক্ত বোগের পার্শ্ব আইন আত
ধাক্কা ও বিশেষরূপে যোগ দিয়াছেন। কেবল
বিদ্যালয়সমূহ মঙ্গলময় মঙ্গলময় পণ্ডিত জীবন মঙ্গল
চক্র বিদ্যালয় মঙ্গলময় নিরপেক্ষ ভাবে কার্য করি-
তেছেন। বিদ্যালয় কোন বোগী যদি তাহার
আত্মীয় অঙ্গনের বাগীতে বসন করেন তবে তাহা-
বিগের ও বঙ্গদেশে অভিযোগ প্রাচীর ও উপস্থিত হই
করবার জন্য ব্যস্ত। অকস্মিক একজন বিদ্যালয়
বোগীর উপস্থিত হইয়া করিয়া প্রতিপ্রাচীর অঙ্গন
এককোণ পন পূর্বক তাহাই বাস কিন্তু বিদ্যে
না পান্ডুলিপি আশা সকল হয় নাই। আবার আর
এক দিন এক জন বিদ্যালয় প্রাচীরে কোন কার্য-

পনকে তাহার কোম বোগীবিগের বাগীতে
উপস্থিত হন। ও তিনি বাগীতে প্রাচীর বাগীর
প্রাচীর বিদ্যালয় উপস্থিত পরিচয়।
এই প্রাচীর বাগী পাঠ করিয়া নিত্য
প্রাচীর উপস্থিত হইয়াছি। বোগীবিগ প্রাচীর
প্রাচীর পুণ্যপ্রতিষ্ঠা অথবা এমন উৎসাহিত নাই যে
এই সভার অভিযোগের প্রতিবিধান করেন।
প্রাচীর বিদ্যালয় বিদ্যালয় লোকের বাস না থাকে
আবার অঙ্গন করি নিকটবর্তী প্রাচীরের
ইচ্ছাকৃত সাধারণ প্রার্থনা হয়। তৎকালবাসী
উক্ত বোগের প্রাচীর হইতে বঙ্গদেশীয় জন
আবার বোগী মঙ্গলময় উপস্থিত বি তাহার
অন্য স্থান হইতে উক্ত বোগের আশ্রিত। এই
বোগের প্রাচীর করিয়া। আশ্রিত হই এক-
জন লিখিত পান্ডুলিপি আশ্রিত প্রাচীর
হইবে। অধিকতর তাহার সকল বঙ্গদেশ
হইয়া একজন প্রাচীর মাপিতের নিকট উপ-
স্থিত হইয়া এবং এই অভিযোগের বিষয় আবেদন
করুন। মাপিতের প্রাচীর মাপিতের প্রাচীর
মধ্যে একজন মঙ্গলময় যদি মঙ্গলময় হইয়া গিয়া
কোন অভিযোগের বিষয় প্রাচীরে প্রাচীর করেন
তাহা হইলে ও মাপিতের প্রাচীর বঙ্গদেশে করিবে।
উক্ত বোগের আশ্রিত হইবে। এতদ্বারা
অভিযোগের মধ্যে ও পুণ্যপ্রতিষ্ঠা মাপিতের
তখন বোগের প্রাচীর বোগীর পুণ্যপ্রতিষ্ঠা উপর ও
পরিচয় করিয়াছে।

আমরা বোগীবিগের উপস্থিত প্রার্থনা করা
কর্তব্য ও প্রাচীরের কিনা তাহা এখন প্রাচীরে
প্রার্থনা যদি কিনা প্রাচীর উপস্থিত হইয়াছেন
তাচার উপর এই অঙ্গনময়ের নিম্নে
বিশ্বকপাতি। বোগীর উপস্থিত মঙ্গলময় উচিত মত
বক্রিয়া প্রাচীরের আশ্রিত প্রাচীর যদি ইচ্ছার
মায় মায় পিঠি না করিয়া তাহারিগের মাপিত
প্রাচীরের আশ্রিত করেন তাহা হইলে অধিক
উপকারের সভ্যতা। বোগীর যদি উপস্থিত মত
কিন্তু সভ্যতা তাহা যে স্থান অধিকার করিয়াছে
তাহা হইতে প্রার্থনা করিবার যে কি প্রতি তাহা
আমরা সুবিধে পারি না। আশ্রিতের কার্যালয়ের
নিকটবর্তী করিয়া প্রাচীরে কয়েকজন কার্যালয়ে
উপস্থিত হইয়াছেন, ইচ্ছাতে কিন্তু সমাজের
যে কোন অঙ্গিত হইয়াছে তাহা আমরা বলিতে
পারি না। যাচাই হইতে বিচার করা কর্তব্য
ইচ্ছার মায় প্রাচীর করিতে সমস্ত কোন
কার্য হইয়া না।

আমাদের মতে কেট সেক্রেটারিট এই বন্ধনীট
 মুক্তিযুদ্ধই বইয়াছে। কোম কোম জেল জেল
 শিকার পদ্ধতি অতীব প্রাচীন। অনেক কবেই
 জেল-ভাঙে বহির্গত হইলে ভাঙাঘরের চরিত্রের
 শিল্পক সংশোধন হয়। যে অপরাধের জন্ত
 ভাঙাকে বন্দী হইতে হইয়াছিল অনেকের সে
 অপরাধ প্রকৃতি একবারেই নির্মূলিত হইতে দেখা
 যায়। অনেক বরিত্র লোকের কোম কোম জেলের
 অনিষ্টময় বশবত্তা থাকিয়া বহন মুক্তি পরে ওখন
 ভাঙাবিগড়ে আর জেল পত্যাগতের জ্ঞান সোধ
 হয় না। জেলে পরিচর, ভাঙার ও শিকারের
 যে শিবান আছে যদি উপযুক্ত জেলকর্তৃসারীর
 হস্তে পড়ে, তবে কচিৎবিগড়ে আরই অমূল্য

সমুদ্রে হঠাৎ দেখা যায় না। কয়েকদিনকে
খিঁটে আসিতে দলে এই নিয়মের ব্যতিক্রম
করা হয়। জেলের উপযুক্ত শিক্ষার
দান করিতে হইলে কার্য্যালয়ে এক একটা মুহূর্ত
কাল খুঁজিতে হয়, তাহাতে বার সংক্ষেপে না হইলে
হয় দুইটি হইবার সম্ভাবনা। কয়েকদিনের
কিছু কিছু যে সকল পণ্য জমা জমাে থাকা
কিছু কিছু ভঁটতে পারে কারখানায় থাকা ততদূর
কথা সম্ভব নহে। জেলের কয়েকটি একপ্রকার
শিল্প শ্রমিক থাকে। যে সকল কাল মধ্যে তাহদের উদ্ধার
করাইবার আর প্রচেষ্টা নাট্য, বাহিরে আধীন ব্যক্তি
এর সজিত কার্য্য করিয়া অনুরূপায় সুকল্যাত
করিবার প্ররতি তাহাদের মনে অভাবতই উদয়
করে। স্বতরাং কার্য্যের প্রতি তাদৃশ ন্যায্যোপায় না
করা কথ ই তাহার। কোন কার্য্য অসম্পন্ন
কিহতে পারে না।

এই সকল কারণে আমরা কয়েকদিনকে
খিঁটে আনাইয়া কার্য্য করাইবার পক্ষে সম্মতি
কিহতে পারি না। গবর্ণমেন্টে এই কঠিন বন্ধনী দ্বারা
উন্নীত রীপনের রেজোলিউশনটী বেজিত কবিতা মুক্তি-
নেরই কাণ্ড করিয়াছেন। সম্মতি আর একটা
কিউলার ব্যক্তি হইয়াছে। তাহাতে প্রকাশ যে
জেলের ভিতর যে সমুদায় পণ্য জমা বিক্রয়ের
দ্বারা প্রাপ্ত ব্যয়, গবর্ণমেন্টের আফিস সমুদায়ের
শুধু মূল্য বিক্রয় আর সেই সকল জমা ব্যবহার
কিহতে হইবে। ভাল ভাল কার্পেট ছুতার ও
জির ভাল ভাল শিল্পকার্য্য আত্মকাল জেলের
প্রতি দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে। জেলজাত এই
কল জমা গবর্ণমেন্টে আফিসে ব্যবহৃত হওয়াই
কথা। আজকাল আত্মকালতর অনেকগুলি ছাপাই
কার্য্য জেল হইতেই সম্পন্ন হয়। ইহাও গবর্ণ-
মেন্টের ব্যয় অধিক পড় না, কাণ্ডও মন্দ হয় না।
মধ্য প্রদেশের কোন কোন জেল কয়েকদিনকে
জিয়ার্কে নিযুক্ত করা হইয়াছে। ইহাতে কত-
কিছু ফল ফলিত তাহা আমরা বলিতে পারি
না। আত্মকাল বিব্রুদায় একটা ব্যবস্থা বজ্রবেশের
পযোগী নহে।

- ৩৩ -

মহাসভায় তাৎক্ষণিক আর ব্যয়ের
সংক্রান্ত।

এই সংক্রান্ত বখান প্রাপ্ত হয় তখন সিমলার
কিছুর তাড়াতাড়ি তাহারও একটা মত লইবার
কথা। ভারতগবর্ণমেন্টের হয় নাই। এক-
কালেই পাস কানরাই থাকা বজ্রবেশে হইল,
এর দিনেই প্রকাশ্য গেজেটে কাটা খোঁচা, মূল্য

কাটা, সর্বত্রই আত্ম বজ্রবেশে থাকা
সাধারণের প্রকাশিত হইল। সর্বত্রই চীৎকার
করিয়া, বৈশেষ লোকে আশঙ্কিত করিয়া,
সিমলা বিহারের টানে সব জাতিয়া গেল।
গোড়ায় বজ্রবেশে মজ্জা কাটারও কথা শুনা হইল
না। সত্যপন্থের মিত্র এক বার হৈ চৈ মজ্জা শুনা
গেল, শেঠের বাবজাচারিতার ব্যতিক্রম পরিবার
করিবার নিমিত্ত একবার বজ্রবেশে থাকা মজাসভায়
অর্পিত হইল। মেখাবেও বজ্রবেশে থাকার
এক চুল পরিমাণ পরিবর্তন হইল না।

২:এ জুলাই মজাসভায় বে অবিবেশন হয়
জাতীয় সকল বিষয়ের সীমানা হইবার শেষে
ভারতবর্ষীয় বজ্রবেশের আত্মকাল উঠে। দ্বিভাষ্যে
বীরভাবে বেই এই আত্মকালটী উঠিল অমনি
পরিপূর্ণ মজাসভা একবারে জম মূর্ত হইয়া গেল।
কেবল ভারত প্রজাপতি চুই চারিজন এংলোইণ্ডি-
য়ান এবং মিত্র ভারতের পক্ষপাতী দুই একজন
সম্মত খাঁট ইংরাজ ব্যক্তি আর সকল সভাই
একে একে সভায় ব্যক্তিগত বিজ্ঞান করিতে গেলেন।
কেউ সেক্রেটারি ডাউয়ার্ড সাহেব বলিলেন
ব্যক্তির ঘোষ হয় কোন আত্মকালের ব্যাপার ঘটনা
থাকিলে, সে আত্মকাল আর কি? ভারতীয় আত্মকাল
হইতে নিষ্কলিত। বখানই ভারতের প্রথম
মজাসভায় উত্থাপিত হয় তখনই ব্যক্তির কোন
আত্মকালের বিষয় উপস্থিত হয়। এত ত, জিলা না
হইলে আমাদের অদৃষ্টে প্রদূষণ ঘটবে কেন?

প্রথমে ভারতবর্ষীয় অণ্ডার সেক্রেটারি কলভিন
সাহেবের মতামত সহ বজ্রবেশে থাকা পাঠ কবিলেন।
ভারতবর্ষীয় ভিতর উঠিল। লর্ড রাওলফ চর্চিল
ভারত গবর্ণমেন্টের মিত্রব্যক্তি দেখিয়া একবারে
অবাক হইয়া গেলেন। তিনি বলিলেন কেবল
একলক্ষ পাউণ্ড ব্যয় করিয়াই যে প্রদেশের শাসন
চলিতে পারে উহা মিত্র আত্মকালের বিষয়।
ভারতের রাজকে বজ্রবেশে এই সামান্য মজলটাই
যদি প্রদূষণ হয় তাহা অপেক্ষা মিত্রব্যক্তি
গবর্ণমেন্টের পক্ষে কোন মতেই সম্ভব নহে। চর্চি-
ল কেবল দুইটা বিষয় গবর্ণমেন্টের ঘোষ
দেখিতে পান। একটা পূর্ণ বিভাগে অধিক অর্থব্যয়
আর একটা গবর্ণমেন্টের সিমলা বিহার। তিনি
বলেন ভারতের রাজধানী সিমলার না রাখিয়া
পুনাতেই স্থাপন করিলে ভাল হয়। চর্চিল কখন
সম্মানে আমাদের মজলকাননা করেন না। যদি সে
ক্রীমুখে দৈবাৎ একটা মজ্জাভেদ কথা ব্যক্তি হয়
মিডিলিয়ান সম্মতায়ের মুখ চাহিয়া অমনি তিনি
তাহার প্রতিসংহারে বজ্রবান হন। ব্যক্তকর্তন

এইরূপে মজ্জাভেদ ও পক্ষপাতীভূত বিষয় মজ উপ-
স্থিত হইয়াছে। একবার লর্ড রীপনের উদ্যোগ
নীতির প্রদর্শন করিয়া চর্চিল উদ্যোগ অগ্রগত
হইলেন পরকালেই অসত্যভাবে গালি দিয়া
রীপনের নিন্দাবাদ প্রচার করিতে লাগিলেন।
একবার মেলবিহারের বিশপপাতী হইয়া চর্চিল
বলিলেন সিমলা হইতে রাজধানী উঠাও, আত্ম-
মিডিলিয়ানের বিষয় মুখ অনুরোধ করিয়া
প্রকাশ করিলেন যদি রাজধানী উঠাইতেই
তবে রাজধানীর দেশে না রাখিয়া পুনাতে স্থাপন
করা উচিত।

পার্লিামেন্টে সভায় চর্চিল উদ্যোগ প্রত্যা-
সিদ্ধ বালচাশলোবও বজ্রবেশে পবিচয় দিয়াছেন।
লর্ড চর্চিলের পব সাব জর্জ ক্যাথের বজ্র-
বেশে ঘোষণা বিচার কবিতা আরও কখন
সার জর্জ পুরাতন পদ্ধতি লিখাযেল। কিন্তু উদ্যোগ
রাজনৈতিক দৃষ্টি যেমন উদ্যোগ কর্তব্য বৃদ্ধি
ভেননি মজা। সার জর্জ বলিলেন, "ভারত-
বর্ষ এখন বজ্রবেশে আত্মকালনের উপযোগী
হইয়াছে। পূর্বে উক্ত উদ্যোগ কোম্পানির দাতা
কালে ভারতবর্ষ সে এক দিনকাল গিয়াছে। তখন
ভারতবাসী শিক্ষালাভ করিতে পারেন নাই।
ইংরাজি সভা, ইংরাজ কলিগত রাজনৈতিক
আধীনতা কি তাহা অনুভব করিতে পারেন না।
বখন ভারতবাসী শিক্ষিত হইয়া আত্মকালনের
জনা লাগারিত হইয়াছেন গবর্ণমেন্টে তাহা
হইতে ভারতবাসীকে বজ্রবেশে আত্মকাল
নাহ ভারতবর্ষে বিশৃঙ্খলা ঘটনার সম্ভাবনা।

পরিবারের মধ্য বে ব্যক্তি উপস্থিত অমনি তিনি
বুজিতে পারেন বজ্রবেশের কত মূল্য। তিনি বজ্রবেশে
করেন উদ্যোগই হইতে যদি ব্যক্তব্য অর্পিত
তবে কখনই আয়েন অধিক ব্যয় কবিতা।
একপ্রকার হয় না। প্রজা, রাজ্যব্যবস্থা জমা
অর্থ প্রদান কবিতা প্রজারই হইতে যদি তাহা
ব্যক্তব্য অর্পিত হয় তবে গবর্ণমেন্টকে কখনই
এক ও ব্যক্তব্য হইতে হয় না। বজ্রবেশে
করিতে যদি ভারতবাসীর সাহায্য প্রদান
হইত, নিজের অর্থ নিজ ব্যয় করিবার ক্ষমতা
গবর্ণমেন্ট যদি প্রজার হইতে অর্পিত করিতেন তাহা
হইলে উদ্যোগ আমরা প্রজাতন্ত্রের সন বলি
গণিত্য লইতাম। সার জর্জ ক্যাথের বজ্রবেশে
আত্মকালনে যে আত্মকালনের উদ্যোগ কবিতা
তাহাও এই রাজ্যব্যবস্থার ক্ষমতা ভিন্ন আর কিছু
নহে।

সার জর্জের আরও একটা কথা আত্মকাল

করে ভাগবৎ রচিয়াছে। তিনি বলেন বিলাত
ইতে বক্তব্যে কত লোকের সহযোগিতা
করা ভাষ্যগবর্ণমেন্টের গলগ্রহ হইতেছেন।
ইহা দেশের ভিতর মাঝে মাঝে রেলওয়ে
পন করিবার প্রয়োজন দেখাইয়া গবর্ণমেন্টের
কট অনেক টাকা ব্যয় হইতেছেন। গবর্ণমেন্ট
কট কট হইতে টাকা লইয়া ইংলিণ্ডকে অন্য-
সেই সাহায্য করিতেছেন। ইহার ফল কি
হইতেছে উত্তরান বিভাগও রেলওয়ে ও বেঙ্গল
পুল বেঙ্গলওয়ে লাতলাভ দেখিলেই পাছা
লক্ষণ বুঝা যাইবে। এই দুইটা রেলওয়ে
মা গবর্ণমেন্ট যে অর্থ সাহায্য করিতেছেন তাহার
মাত্র তত্ত্ব দূরে থাক বসে আর অপেক্ষা ব্যয়
বিক্রম করিয়া গবর্ণমেন্টকে দিন দিন কতিপয়
টাক হইতেছে। গবর্ণমেন্ট শক্ত না হইলে এই
অর্থক ব্যয় নিবারণ করিতে পারিবেন না।”

রাজকর্তার আনুগত্য বক্তব্যের পর মিঃ স্যামুয়েল
যে ব্যয় সংক্ষেপ করিবার কয়েকটি উপায় নির্দেশ
করেন। তিনি বলেন গবর্ণমেন্ট সিভিলসার্ভিসের জন্য
বৎসর বয়স নির্দিষ্ট করার এবং ভাষ্যনা বিভাগে
সিবার ব্যবস্থা করার গবর্ণমেন্টের কেবলই ব্যয়
কমানোর কারণ হইয়াছে। কিছু পার হইয়া
লাভে যাওয়া হিন্দু শাস্ত্র বিজ্ঞ। যে হিন্দু সমাজ
লাভে সিভিল সার্ভিস পাল করিতে আসেন
রতে করিয়া গেলে আর উৎসাহে সমাজ
করা হয় না। তিনি সমগ্র হিন্দুজাতির
তোকা ও অস্পৃশ্য হইয়া জাতান্তর পরিগ্রহ
বিতে বাধ্য হন। এই দ্বাভাব সমাজ ভয় ও ধর্ম
রে ভীত হইয়া হিন্দুর সমাজ বিভাগে আসিতে
দ্বিষ্ট হন না, বিশেষতঃ ১৯ বৎসর বয়সক্রমের মধ্যে
পুরুষ শিক্ষা পাইয়া স্ত্রী শিক্ষা যত্ন আত্মীয়
স্বজনদের মাধ্যমে পরিচালিত করিয়া সাত সমু-
দ্রের পর পান, পরের দেশ, পূর্বের সমাজ
চরিত্র করিবার জন্য প্রস্তুত হওয়া হিন্দু কি,
কান জাতির বালকের পক্ষে সম্ভব নহে।”

গবর্ণমেন্ট প্রকারান্তরে ভারতবাসীকে সিভিল
সার্ভিস হইতে বঞ্চিত করিতেছেন। ১৯২২সালের
মধ্যে সিভিলসার্ভিস পদোচ্চা বেওয়া এবং বিভাগে
গেল সিভিলসার্ভিস প্রাচ্য হওয়ার ব্যবস্থা
করা যে কথা, ভারতবাসীকে সিভিলসার্ভিস হইতে
বঞ্চিত করিয়া এবং ইংল্যান্ডের জন্য
ই পক্ষপাত করা সেই কথা। শিবির হিসাব
মুসারে ইংল্যান্ড সিভিলসার্ভিসবিগেব প্রতিপালনের
জন্য গবর্ণমেন্টকে ৪০লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় করিতে হয়।
যি ভারতে গিয়া সিভিল সার্ভিস দিবার ব্যবস্থা

করা হয়, আর বিভাগে বাল্যকাল উপাধায়ন করিয়া
জান প্রাপ্ত যুবকগণ যি সিভিল সার্ভিসে হইতে
পান, তবে ৪০লক্ষের মত ২০লক্ষ টাকা ব্যয়
গবর্ণমেন্টের কার্যগুলি সুসম্পন্ন হইতে পারে।
এই উচ্চ ২০লক্ষ টাকার বার্ষিক দুই লক্ষ বরিত্তের
অন্যকি নিবারণ হইতে পারে। ভারতের প্রাচ্য
যে বিভাগে বরিত্ত এক ইমকম টাকার হিসাবই
ভাষ্য বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায়। ২৫ কোটি
লোকের মধ্যে এক কোটি লোকই ইমকম টাকার
বিতে ক্রমবান নহে। শিব ২৫লক্ষ লোকের ৫ জন
লোক বার্ষিক এক ডাকার পাউণ্ড বেতন পান কিম্বা
সম্মত। একে বরিত্ত ভারতবাসীকে গবর্ণমেন্টের
উচ্চপদগুলি হইতে গড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে,
ভাষ্য উপর আবার একশত প্রকার দুর্ভাগ্য
টাকার ভারে ভাষ্যবিশেষে তরানক রূপে পীড়ন
করা হইতেছে। উপরন্তু গুণ থাকিলে বেতন
কমের প্রত্যেক না করিয়া গবর্ণমেন্ট যেসকল
প্রকারে সমান অধিকার দিবেন মহারাজার এই
প্রতিজ্ঞা ব্যক্তার ব্যক্তিগত বর্তিয়াছে। ভারতবাসী
মনে করিতেছেন আমরা তাহাদের সহিত কেবল
প্রভাবনা করিয়া আসিতেছি।

স্যামুয়েল শিবের এই কথাগুলি শ্রবণার্থী।
যিনি একই মাত্রও অসুস্থির অধিকারী হইবেন এই
সকল কথাই সারসংক্ষেপে উক্তাকে অবশ্যই স্বীকার
করিতে হইবে। লর্ড কর্জিল ব্যক্তি বলুন, সার
কোন্স কাবলসন বতই স্বর্গীয় চিন্তার দ্বারা ভারত
গবর্ণমেন্টের পক্ষপাতী হউন, সত্যের অপলাপ
হইবার নহে। সমগ্র এংলোইণ্ডিয়ান সিভি-
লিয়ান সমাজ বঙ্গবন্ত হইলেও সত্য আপনায় জয়
টকা আপনি বাজাইয়া নিগদিত্তর বেবাবী
প্রচার করিয়া বেড়াইবেন। স্যামুয়েল শিব গত
শতাব্দীর সময় ভারতে আসিয়া ভারতের অসুস্থ
পর্যালোচনা করিয়া গিয়াছেন। যি স্বাধীনচেতা
সভাগণ এক একবার স্যামুয়েলের দ্বারা ভারতের
দুর্ভাগ্য অনেক প্রত্যক্ষ করিয়া যাব স্যামুয়েলের দ্বারা
সকলেই ভারতের অবস্থা জ্ঞাত হইতে পারেন।
ভারত গবর্ণমেন্টও স্বৈচ্ছ্যচারী হইয়া আর অধিক
প্রাচ্য পীড়নে মনোবৃত্তি হয় না। মহাসভাতেও
ভারতবাসীর বক্তৃতা উপরন্তু প্রতীকারের আত্ম
অসুগারপে চলিয়া যাইতে পারে না।

—কক—

ইংল্যান্ড চীনের অধীন করল রাজ্য ও
কর্ণগী চীনের সহায়।
জেনাবল পেটারগাউ যখন ব্রহ্মবিজয় করিতে
যান চীন হইতে প্রথম একটা অসম্মত/বন বর
পনা যায়। আর একবার গুন; গেল চীন ইংরা-

জকে ভাষ্যে অধিকার করিতে দিবেন না, সে জয়
চীন সীমানার চীনের সৈন্য সংগ্রহীত হইতে
লাগিল। অস্পৃশ্যের মধ্যেই সে খোজনা
মিটকা গিয়াছে, চীনের সহিত ইংল্যান্ডের একটা
গুণ সন্ধি হইয়াছে। আজ ইংলণ্ড হইতে মহা-
রাণী চীন সম্রাটকে উপঢৌকন পাঠাইলেন
কাল ভারত গবর্ণমেন্ট চীনের ভোজন্য করিয়া
বহুভার চিত্র পাঠাইলেন, আবার সম্রাট চীন
একটা মিসন বইবার কথা হইতেছে। এ মিস-
নের উদ্দেশ্য কি? ভিতর মিসনের যে উদ্দেশ্য
জিলাবিট মিসনের যে উদ্দেশ্য, এ চীন মিসনের
সে উদ্দেশ্য নহে। ইত্যাদি প্রত্যেকটা বই বন
ব্যক্তি আছে। ব্রহ্ম জয় করিয়া অর্থ ইংল্যান্ড
যে ব্রহ্ম স্বাধীন ভাবে কর্তৃত্ব করিতেছেন সে
আমাদের বোধ হয় না। ব্রহ্মের সহিত চীনের পূর্ব
গুণ সন্ধি অসুস্থার ব্রহ্মের উপর দ্বিচার বেদা
হওয়া ছিল এখনও তাহা বর্তমান আছে। স্বতরা
ব্রহ্মরাজ্য যে এখন মহারাজার খসে আসিয়া
তাহা কেমন করিয়া বন্য হইতে পারে? ইংলিণ্ড
কোম্পানি একদিন বঙ্গ বিচার অধিকার বিত
যেমন বিলীপ্তের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন
ব্রহ্ম সম্রাট ইংল্যান্ডকে ভেরিই চীনের কর্তৃত্ব
স্বীকার করিতে হইয়াছে। যখন সম্রাট উপর্যুক্ত
দ্বিরা ইংলিণ্ড কোম্পানিকে যেমন সম্রাটের ম
গাধিতে হইত, ব্রহ্ম সম্রাট ইংল্যান্ড চীনের সহি
সেইরূপ ব্যবহার করিতেছেন। উপস্থিত মিস-
টারও এইরূপ একটা উদ্দেশ্য আছে। তাহা
উপর চীনকে আবার হুমকিগাধী কর দিতে হইতে
তাহাও মিসনের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য। মহারাজা স্বতঃ
ভারতের রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া অর্থ ইংল্যান্ড
ভাষ্যে মাঝে কখন বটে মাই আজ লর্ড ডকরি
হইতে তাহাই ঘটিল। ইংল্যান্ড সমাগরা পৃথিবী
রাজ্য বলিয়া অচকার করিয়া থাকেন, ইংল্যান্ড
রাজ্যে কখনও নাকি স্বর্ঘ্য অস্তমিত হয় না, সে
ইংল্যান্ড একজন বৌদ্ধগাধালী চীন সম্রাট
পাছুকা বক্তন করিবেন। চীন সিংহাসনের নিয়-
জাত পাতিকা উপবেশন করিবেন। আর অধি-
২৫সব দ্বারা অস্ত্র করিয়া বৌদ্ধের জিলাপ
হুমকিগাধী কর চালিয়া দিবেন। এতে কি ইং-
ল্যান্ডের মান চানি হয় না? এতও পরাক্রম মেপে
লিয়ানকে যে জাতি হস্তির দ্বারা বাঁধিয়াছিল
তীব্রতা নীচ জাতির সহিত পরাক্রমে জয়
করিয়াছিলেন, পৃথিবীখণ্ডে স্প্যানিশ আরমা
দুবর্তী করিয়া ইংলিস সাগরে ইংল্যান্ড
পতাকা উড়ান করিয়াছিলেন, সে জাতি আজ

সামান্য একঘণ্টা অল্পকালের মধ্যেই সইয়া
ম রাজ্যের দাসত্ব স্বীকার করিতেছেন। এতদূর
ত মান চাইয়া অস্ববিচার ইংরাজের কি উপকার
হইল? এক দিকে ধর্ম গেল আর গেল মানহীন
শাস্তি বাধ্য থাকি ছিল তাহাও চীনের কণ্ঠিত
হইল। অতঃপর তখনে বসিয়া ইংরাজ আর কি
ইয়া বল করিবেন? এই ছাই পীস অন্ধকের
ম না করিলেই কি চলিত না? এক দিকে একটা
শৌন জাতির অধীনতা বিনষ্ট করিয়া আবার
সকলকেই বিজ্ঞানী করিয়া তুলিলেন, অপর
এক পেরিত ভারতের অস্থিরতা সচরাচর পোষণ
বিয়া বিজ্ঞানী বসনের বার সজ্জান করিতে
সিলেন। তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া লড় ডকরিণ
ইংরাজের অধীনতা ব্যাভিষ্টু চীন পানপান
লাজলি দিলেন। লড় ডকরিণের একটা মাত্র
চাল চালে ইংরাজ যেন এ.এ.এ. মজিলেন, ম.ম.
এ.এ.এ. বিসর্জন দিলেন। ইংরাজের পক্ষে ইয়া
একটা দুর্গতির বিষয় আর কি হইতে পারে?

ফ্রান্সের ভারত অস্ববিচার সাধন হইল। পাছে
রাসীজাতি অন্ধর সহিত যোগ দিয়া ভারতের
অধীনতার দ্বারদেশে আঘাত করিতে আসেন, এই
য়ে নিতান্ত অর্থ ক রয়া ইংরাজ খেতবজীর
ও কাটয়া লইলেন। উপরে আর এক জাতির
সহিত যোগ দিয়া জাতিগণ যে অস্ববিচারের মিসান
বিয়া পাক দিতেছেন বোধ হয় তাহা রাজনীতি
বিশারদ লড় ডকরিণ অগ্র বিবেচনা করিত
না। ১৯। অগ্রে দুর্ভিক্ষে পারিলে হয় ত এ বিষয়
এপারিত ঘটিত না, যেন এ.এ.এ. ভারতেরও সর্বশাস্ত
হইত না।

চীনের সহিত জর্জিয়ার সম্পর্ক পূর্বে স্পষ্টতঃ
প্রকাশ পায় নাই। যে দিন হইতে অন্ধদেশ
সবত বাস্তবিক হইল, সেই দিন হইতে জর্জি
মান প.ম. থাকি মাথাক আম করিলেন ১।
কয়ে চীনের ম.ম. বেলগের বিস্তার করিবার জন্য
জর্জি অর্থ সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।
চীনের সহিত জাতিগণ যি বিনষ্টতাও হুজি হইয়াছে।
চীন জাতিগণিক সংস্কৃত বিশ্বাস অবন ইতঃপ্রাপের
আব কোন জাতিগণ ততদূর বিশ্বাস করেন না।
চীনের রাজকর্তৃক এ.এ.এ. হাত পাড়িয়াছে। চীনের
সহিত ইংরাজের যে সন্ধি হয় তাহাতেও জর্জি
হস্ত দেখা গিয়াছিল। এক প্রকৃত পক্ষে সন্ধি
আমাদের বোধ হয় ইয়া ভারী বিবাদের গ্রন্থি সন্ধি।
ইংরাজ, জর্জি ও চীন কালে এই সন্ধি লইয়া
একটা কাণ্ড বাঁধিয়া বসিলেন ইয়া তাহাবই
পূর্ব হুচনা। এখন হইতে ইংরাজ অন্ধ ও চীনের

সীমা নির্ণয় করিবার জন্য কমিশন প্রেরণ করিতে
ছেন—বিবাহ বল্লির পূর্বে ইংরাজের সংগ্রহ হই
তেছে। ক্রমশঃ লইয়া পশ্চিম প্রান্তে যেমন হুল-
স্থল, পূর্বে চীনের সহিত তেমনি একটা হুলস্থল
বাঁধিবার বিলম্ব নষ্টব্য। জাতিগণ চীনের পৃষ্ঠ-
দেশে কলকাতা মাড়িতেছেন, বিসমার্কের মস্তিষ্ক
ও চীনের অস্ত্র বল সংযুক্ত হইতেছে। সুতরাং
ইংরাজকে ভারত রাজ্যের এক সীমায় ক্রম ও
অপর সীমায় জর্জি আনিয়া চাপিতা বরিবার
চেষ্টায় আছেন। এতদূর বিশেষের মূলে কি? ইংরা
জের প্রাসন্ন্যি, একদিকে অন্ধ, অপর দিকে অন্ধ
গামিন্যাম প্রাস করিবার বলবতী ইয়া। এই দুইটা
বাণীর ইংরাজ যদি চতুর্ভুজ না করিতেন, এক
দিকে সিংহন ও অপর দিকে মণিপুর পর্য্যন্তক
ইংরাজ যদি ভারতের সীমা বলিয়া স্থির করিতেন
তবে উপস্থিত কোন িবানই ইংরাজকে সহিতে
হইত না, কোন ভারী বিবাদের আশঙ্কা করিয়া
অস্থির সতর্ক থাকিত হইত না। ইংরাজের
রাজ্য পিপাসার ঘোরে হইবিক বাজ জঙ্কুর
চলিত বিয়া ভারতের যে কি দুর্ভিক্ষ হইবে কে
বলিতে পারে?

—৩৩—

প্রাণ যায়, ধর্ম যায়।

আমাদের বি মুখ বাওয়া বহু হইল। আমরা
একবার পাঠকগণকে জানাইয়াছি কলিকাতার হুত
ব্যবসায়ীরা হুতের সহিত চর্চি মিসাইতে আরম্ভ
করিয়াছেন। অধ্যাক্ষচারী ডাক্তার সিনসন
পূর্বেই ইয়া অ.ত হইয়াছিলেন। কিন্তু চর্চিতে
আমাদের কোন ভানি হয় না বলিয়া এদিকে বড়
একটা মনোবাগ করেন নাই।

ক্রমে অস্থিরতানে জানা গিয়াছে হুত ব্যবসায়ীরা
গো., শূকর, হুজুর, বিড়াল ইত্যাদি পশুগণের হুত
হেতু হুত নাড়ীচুড়ি বাতির করিয়া কোন নিষ্ঠুর
ভাবে জমাইয়া রাখে। এই সকল জগা অধিককাল
ধরিয়া সংগ্রহ করিতে থাকার ক্রমে উহা কীট
কুমি ও পুতিগাছের আবাস স্থান হয়। হুত ব্যব-
সায়ীরা এই সকল হুত ও অস্থির সামগ্রী অগ্নি
সংযোগ গলাইয়া লইয়া কিঞ্চিৎ হুতের সহিত
মিজিত করে এবং চীনের কামন্ডারায় পুবিয়া
বিজ্ঞানার্থ বাজারে পাঠাইয়া দেয়। সম্রাতি অর্নারন
মিউনিসিপালিটির একজন ওভিসিয়ার এই সকল
পদার্থ ভিন্ন ভিন্ন করিয়া উক্ত মিউনিসিপালিটির
ডাউসটেরারমান হইলো স.হেবের নিকট প্রেরণ
করেন। হইলো সাহেব ২৪ পবণবার মাজিষ্ট্রেট
ফর্মস সাহেবের গোচর করায় তিনিও কলিকাতাব

ডেপুটী কমিশনার ল্যাচার্ট সাহেবের নিকট সেই
সমুদায় সামগ্রী প্রেরণ করিয়াছেন। পুলিশ অস্থ-
সদ্ধানে এই তদানক গরম সংমিশ্রণ সহরের নানা
স্থানে বরা পড়িয়াছে। কলিকাতা মিউনিসিপালি-
টির সভাপতি ব্যারিসন সাহেবও অস্থিরতান কবি
বলিয়াছেন “উহার পরীক্ষিত তিনটা হুতের আভ-
তের মধ্যে হুইটতে হুতের সহিত চর্চির মিজ
দেওয়া হয়। এখন ডাক্তার সিনসন সাহেব বলিতে
ছেন এইরূপ বৈদ্যবিজ্ঞানে আশ্চর্য বিলম্ব ভানি
হইতে পারে। ডাক্তার সিনসন ও ডাক্তার পরকায়
মুখোপাধ্যায় প্রকাশ করিয়াছেন যে হুতের ও
ভাগলপুত অঞ্চল হইতে যে সকল মটকীর হুত আম
নানী হুত তাহাও কেবল মটকা তৈল মিজিত
থাকে। এই সকল মটকা মিজিত মটকীর হুত
আবার উল্লিখিত প্রকারে “মৃত খাঁপনের অস্থ-
তন্ত্রীর নির্ধারিত সহিত একত্র করিয়া বতখাজা
টেব্রেটী বাজার এবং কড়িয়ার বোঝানবাবেরা হুত
প্রস্তুত করে। সাধারণে যে প্রবোর জনা মূল. হেত
তাহা তাহার পায় না। মিজগকাবীরা এই মৌ
মিজগ যে আইনী জামিয়া অতি ধোপমে ও সন্ত
প.এ. কার্য সাধন করে। সুতরাং অতি গোপনে
সম্পর্কের সহিত অস্থিরতান করা আবশ্যিক হই
তাকে। এ সম্বন্ধে মিউনিসিপাল আইনে বাধ্য কি
বোধ থাকে ব্যবস্থাপক সভায় তাহা সংশোধ
করিবারও সময় আসিতছে”।

সকলই যখন এই বীভৎস কাণ্ডের প্রমা
পাইয়াছেন তখন শীতাই তাহার নিবারণের উপ
হইতেছে না কেন? অধ্যাক্ষচারীরা বেল
আইনের পরিদর্শন আদায়। আমরাও তা
স্বীকার করি। কিন্তু তাহাতে অনেক শি
হইবে। উদ্যোগ করিতে করিতে অনিষ্ট
এবল হইয়া উঠবে যে তাহাতে দেশের চি
হাক্ষণ পীড়ার হুজি হইতে থাকিবে। এই বর্ষ
দিনে উদেবের পীড়াই এবল হয়। বর্ষের পব শ
কাল বহুদেশের পীড়ার সময়। এই সময়ে কে
ম্যালেরিয়া ও উদরাময় যোগেই অধিক লো
মৃত্যু হইয়া থাকে। হুতের মাঝে এই সকল
ও বস্তু মিজগ ভোজন করিলে অল্প দিনেই
দেশের ভিতর উদরাময় রোগ এত এবল হই
উঠিবে যে শীতাই বহুবাসীকে বেশ গা ছা
পলায়ন করতে হইবে। আমরা সেই জন্য ব
তেছি পুলিশ ও অধ্যাক্ষচারীরা শীতাই এক
প্রতীকার করন, আইন গড়িয়া প্রতীকার শ
করিতে গেলে দেশের লোকের পরমায়ুতে কুণা
না। অধ্যাক্ষকার জবে ব বিজ্ঞান দৃষ্টি করিবার

জিহেট ও মিউনিসিপাল কমিশনসমূহের কর্মকাণ্ডে। তাঁহারা সেই কর্মকাণ্ডে চালনা করিত। কিন্তু নিম্নের নিমিত্ত এই সকল বিজ্ঞিত প্রকৃত্য বিজ্ঞের বন্ধ করিয়া দিল। হুত হুত হিন্দু মুসলমানের পরম ভোগ্য সামগ্রী। হিন্দুর আত্মা-বীজের মতো যদি বি হুত ছাড়িয়া দেওয়া হয় তবে তাহার ৪০ বৎসর পরমাত্র কালের অন্তর্গত কমা-ইয়া দিতে হয়। শাক সবজি ও ফল ফুলের উপর আত্মার জীবন, হুত হুত ছাড়িয়া দিলে সে মনোহর জাতির আত্মাবীজের জন্ম আর কি থাকিলে? আবার সেই বি হুত যদি কলুষিত হয়, যদি তাহাতেই পীড়া হুত করে তবে আর কী? তাহালাই জীবনমাণ্ডল কি? আত্মা আত্মকর্মে-চারী ও পুলিশের কর্তৃপক্ষ যার যার অঙ্গুরোধ করি যাহাতে এই মতানিষ্ট নিষারণের আরও উপায় হয় তাহারা তাহার বিধান করুন। মতেং দেশের লোকের আশা যার।

কেবল আশা যার বলিতেছি কেন? বেশীর লোকের ধর্ম পরীক্ষণ ও রসাতলে যার। হিন্দুর দেব কার্যে ও পিতৃকার্যে হুত হুতের নিত্য প্রয়োজন। হুত হুত হিন্দু বিশ্বাসের অঙ্গভঙ্গার পরম সত্য। হুতের সহিত গোমেষ তোজম করিলে হিন্দু ধর্মবিশ্বাস চক্রে দারুণ পেল বিদ্ধ হইবে। হুতের তার হুতেরও মানাশ্রমের বিকৃতি করণ আরম্ভ হইয়াছে। সুকা দিয়া গাড়ীর হুত দোতন কবিতা কলিকাতার গোয়ালারা হিন্দু সাধারণকে গোবস্ত পান করাইতেছেন। লোকপরায়ণ ব্যবসায়ীরাও হুত বাস্তবিকই হিন্দুসমাজকে গোবস্ত চুষিতে হইয়াছে। হিন্দুর জ্ঞান মুসল-মানেরও ধর্ম যার। শূকরের মাংস ইসলাম ধর্ম নিষিদ্ধ সামগ্রী। হুতের সহিত এই সামগ্রী তোজম করিয়া মুসলমানকেও ধর্মভ্রান্ত হইতে হইয়াছে। বিজ্ঞান কুসুমের তত্ত্বনির্মীত এবং মরুদেশে কুনি-কীট পরীক্ষণে হিন্দু মুসলমানের উপবন্ধ হইতেছে। কি হুতের কথা। ধর্ম যার, পবিত্র যার হিন্দু হিন্দু-আত্মা মুসলমানের ইসলাম একতাল জাহায্যে যার। কেহ কি উত্তর কর্তা নাই। হিন্দু মতো অন্যকেই সত্যস্বরূপ গণ্য করিয়া জপ দ্বারা প্রাণান্ত করিয়া হুত হুত পরিচাল্য কবিতা হুত যাহারের মিষ্ট পণ্ডিত্য করিয়াছেন। মিষ্ট রসের আশা সত্য প্রকৃতি যদি হিন্দু অশুভ প্রকৃতি লোপ পাই-তেছে। যাহারা হিন্দুধর্ম তর্কটী বিশ্বাস করেন না তাহারা সামান্যতঃ তরে হুত হুত ও মিষ্টারের সামগ্রী পরিচাল্য করিতেছেন। যাহারা এখনও এ সংসার জাহায্যে নাই, তাহারা হুত কোটা

পশুপক্ষির বেসমাজ তেজস করিয়া ইহকাল ও পরকালে জলাঞ্জলি দিতেছেন যদি এই মতানিষ্টের জ্ঞান প্রতীকার না হয় আত্মা হিন্দু সাধারণকে উপদেশ দিই তাহারা যাহারের হুত হুত ও মিষ্টার তোজম বন্ধ করুন, গৃহে গৃহে গাড়ী রাখিয়া সেই চাও হুত ও মিষ্টার প্রস্তুত করুন। খাঁট হুত বিদ্ধ মতানের জীবন রক্ষা করুন, মতেং সর্বমাপন হয়, আশা যার ধর্মকর্মের লোপাপত্তি হয়।

—৩৩—

নাট্ট নঃ সিন্ধারের মকদ্দমা।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর।)

২৮ এপ্রিল পুনরায় বিচার আবার হইল। জজ সাহেব উত্তর পক্ষের একজার ও বক্তৃতা জবাব করিয়া জুরিদের উপর চার্জ দিলেন। আটম বানহানির ধারার অর্থ কি তাহা তিনি জুরিদেরকে বুঝাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, প্রকৃতপক্ষে কবিতাটিকে আত্ম করিবার ইচ্ছা আসামীর ছিল কি না তাহা দেখা আইনের উদ্দেশ্য নহে। আসামী করিবার সম্বন্ধে কোন অপরাধ প্রকাশ করিলে তাহার করিবার স্বাধীন আশা লাগিতে পারে কি না, করিবার মান-হানি হইয়াছে কি না, অথবা প্রকাশিত বিবরণ যাহা করিবার মানহানি হওয়া সম্ভব কি না, এবং সম্ভব বলিয়া আসামীর বিবেচনা হইয়াছিল কি না, অথবা বিবেচনা হওয়া সম্ভব কি না, তাহারই অনুসন্ধান করা আইনের উদ্দেশ্য। “সংলগ্ন বিশ্বাস” শব্দের অর্থ অপর কিছু নহে। যাহাতে উপযুক্ত সাবধানতার অভাব তাহা কখনও সর্বদা বিশ্বাস হইতে পারে না। যদি কোন ব্যক্তি এইরূপ অপরাধ হুত প্রকৃতি প্রকাশ করিয়া কোতাব রী কার্যবিধি আইনের মানহানির অপ-রাধে অপরাধী জন তাহা হইল তিনি বলিত-পায়েন আদি সরল বিজ্ঞানে সত্য বলিয়া লিখি-রাহি অথবা যথাবিধি অনুসন্ধানের জন্য লিখি-রাহি অথবা সাধারণের হিতার্থে প্রকাশ করি-রাহি। কিন্তু সংসারপত্র লেখকগণকে এই আইনে কোন বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয় নাই। সাধারণের যে কার্যের জন্য অপরাধী জন সংসার-পত্রের লেখকগণ সেই কার্যের জন্য অপরাধী হইতে হয়।

জজ সাহেব এইরূপ আইনের ব্যাখ্যা করিয়া মকদ্দমার বিবরণ এবং উত্তর পক্ষের সাক্ষিদের একজারকে কি কি প্রমাণিত হইয়াছে তাহা জুরি-দিগকে তর তর কবিতা বুঝাইয়া দিলেন, এবং জাহাঙ্গিরকে সম্পূর্ণ নিষ্পেক্ষ তাহা উত্তর পক্ষের

প্রমাণাদি বিচার করিয়া রায় দিবার জন্য অসু-রোধ করিলেন। জুরিরা পরামর্শ করিবার জন্য বিচার হইলেন, এক ঘণ্টা পর দুখর দুই সায়েন সাহেব আসিয়া বলিলেন জাহাঙ্গিরের বিবরণ বর্তমান হইতেছে। পুনরায় পরামর্শ করিবার সময় বেগম হইল। এবারে সায়েন সাহেব আসিয়া বলিলেন যাহা সাহেবকে নির্দোষী বলিয়া রায় দিবার পক্ষে মকদ্দমাই প্রমাণ মত। মাইট সাহেবকে ৬ জন নির্দোষী ও ৩ জন দোষী বলিয়া রায় দি-তাম। জজ সাহেব বিদ্যালয়কে অধিকাংশ জুরির অতিমত কি তাহা জ্ঞান করিয়া জাহাঙ্গির কোম আপত্তি আছে কি না জিজ্ঞাসা করেন। বিদ্যালয় প্রত্যাব করেন কো-চারী কার্য-বিধির ৩০৫ ধারা অনুসারে উপস্থিত জুরি নামক করিয়া পুনরায় জুরি বসান হইল। বিদ্যালয় বেগম ৩০৫ ধারাবতে পুনরায় জুরি বসান জজ সাহেবের ইচ্ছাবীন। তিনি জজ সাহেবকে হুত করিয়া পুনর্বিচার বা করিবার প্রার্থনা করেন। জুরিদিগকে বিচার (ডিম্বা) করা হইল। আবার কব জুরি তাহা হইবে তাহাদের জজের সম্মত ২৯ এপ্রিল ব্যক্ত হইবার কথা ছিল। পরে বিদ্যালয় হইয়াছে আশাযী সেসনে পুনর্বিচার হইবে।

—৩৪—

ভারতসভার দলম বাৎসরিক উৎসব বিবরণ জাহা-তাবে আমরা গতবারের প্রকাশ করিতে পারি নাই এবারে তাহার খুল খুল বিবরণ বর্ণিত হইল। গত-বারে কেবল মাত্র একটা সভার প্রকৃতি হইয়া-ছিল। এই সভা অসম্মানের মধ্যে বেরপ উত্তর সাধন করিয়াছে ও ভারতের যেরূপ মত মত কার্য সাধন করিয়াছে এরূপ আর কোন সভাতেই সাধিত হয় নাই। বাবু জুরেরমান বজোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে ও উৎসাহে এই সভা যে অনেক অংশে পরিপূর্ণ হইয়াছে তাহা স্বীকার করিতে হইবে। গত পূর্ব সোমবার দিবা চারি ঘটিকার সময় টাউন হলে এই সভার অধিবেশন হয়। প্রায় দুই সহস্র লোক মানা ভান হইতে সমাগত হইয়া ছিলেন। রাজা হাজেজমারায়ণ দেব সভাপতি আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাবু কালীচরণ বজোপাধ্যায় বক্তৃতা করেন। বাবু জুরেরমান বজোপাধ্যায় ভারত সভার দল বৎসরের সংক্ষিপ্ত বিবরণী পাঠ করেন। কলিকাতার ভিত্তির বিদ্যা-লয়ের ছাত্রগণ জনসভার জাতীয় সন্মান সম্বন্ধে একটি গান করেন। কালীচরণ বাবু ভারত সভার ৫ টা দল বীতির উল্লেখ করেন ১ম একটা, ২য় মহাসভার ভারতকর্মীদেব

য় সাধারণ কার্যক্ষেত্রে অবতরণ, গৃহ সন্মাজকে
 রত করা ও রাজনীতিতে করা. ৫ম সাধারণ চট্টগ্রাম
 গণ-কল্যাণ ও অভ্যুত্থার অংগস্বরূপ সংস্থাপন।
 এই ভারতসভা সম্বন্ধে কালীচরণ বাবু যে বক্তৃতা
 করেন তাহার কিছু উল্লেখ না করিয়া থাকিতে
 পারিলাম না। তিনি বক্তৃতা কালে বলিয়াছেন
 যে, "কল্যাণ ভারতসভার গতিরোধ নহে কেবল কল্যাণ
 গতিরই মন। অনেক সময়ের গবর্ণমেন্ট এই ভাব
 সভার নিকট য না বিষয়ে মত জিজ্ঞাসা করিয়া
 গাঠন। ভারতসভার কৃতপূৰ্ব সেক্রেটারী ব্যারিষ্টার
 মাননোন্মোদনর লেন্টনাল্ট গবর্ণমেন্টের ব্যবস্থাপক
 সভার সভাপতি প্রাপ্তি উহার সমাজতম নিম্নলিখিত। এই
 সভা ভারতের শক্তিবিশিষ্ট কোট অধিবাসীর
 সভা। ভারতের মান্য স্বাম্য সভার মাথা প্রাণ।
 প্রসারিত চট্টগ্রাম। এই প্রথম সভার ঘনি কোম
 গ্যাপার সংঘটিত হয়, তাহা চাইলে উহার যাত
 প্রতিবাদ ভারতের এক প্রান্ত চাইতে অন্য প্রান্তে
 গমন করে। সাধারণ রাজনীতির চর্চা করিয়া
 বাহ্যে তাহা মন্য নুষ্ঠিত পারে তাহার জমা
 ভারতসভার অবিস্ময় চেষ্ঠা। বেধায়ে সভা
 বেধায়ে যায়, সেই ধার্মেই সভা। ন্যায়ই
 ইহার সারথি অন্নপ, সভাই পথ প্রদর্শকের অন্নপ।
 এই সভা কোম সম্ভার্য বিশেষ কর্তৃক চালিত
 নহে। ইহার তিনি উন্নততর স্বাম্য স্থাপিত।
 লোকে অর্ধ শতাব্দীতে বাহ্য সম্পন্ন করে. ভারত-
 সভা বন্য বন্যসরে তাহা সম্পন্ন করিয়াছে। এই
 বক্তৃতাটি যে সারগর্ভ ও উন্নত তাহা কে না
 স্মৃতিতে করিবেন। ইহার বক্তৃতা শেষ চাইলে
 ছাত্রগণ আর একটা গান গাহিয়া নগর সংকীৰ্ত্তনে
 যাত্রার ভ্রম। কলকাতা কোম্পানীর উপস্থিত চাইলে
 স্তবেস্ত বাবু একটা পতাকা তুলে বক্তৃতা করিয়া
 বলিল, এই পতাকা ভারতের ও ভারত
 সভার পতাকা এই পতাকা কখন পরিভ্রম
 করিবেন না।

মহান সংস্কারের কার্য সম্পন্ন হইলে ঐ দিবস
রাত্রি সভার উৎসব-সময় পরলোক গত মহারাজ
কবলকৃষ্ণের কাটিত "মহাপুত্র" নামক একটি রাজ
নৈতিক পাঠকের অভিনয় হইয়াছিল। রক্তকুসি
অতি সুদৃশ্য হইয়াছিল। যবনিকার ভারত-
নাট্য, বগায়মান, চারিদিকে ভারতীয় বিবিধ
জাতি বহুভাবে পরস্পর ঐক্য সম্ভাবন করিতেছে।
যবনিকার অভ্যন্তরে দ্বিতীয় পঙ্কাজের সমুদ্রে সিংহা-
সনে ব্রিটিশ মুকুট স্থাপিত। ভারতবাসীগণ চারিদিকে
সগায়মান হইয়া ইংলণ্ডেরীর জয় গান করিয়া-
ছিলেন। তাহার পর ছয়টি সজীবে মহারাজীর

[illegible]

—●—

রাববিলাসিনীদিগের উৎপাদ কলিকাতা
সম্বরের অবিবাহিগণ বড় কষ্টে কালান্তিত
করিবতেন। বেনাগণ সম্বরের সকল ভ্রমণ
যথা একটা ভাড়াটীয়া নৌতে বাসস্থান বিকি
করিয়া অল্পকাল বিজা মিজা অটীষ্ট সিদ্ধি করি
তেছে। ইহারা নামাওণ প্রয়োজনে যুবকদিগের
এবং বিদ্যালয়ের ছাত্রবর্গের মন ভ্রম করিয়া
ইহ জীবনের উন্নতি ও আশা ভরসা এককালে
বিমল করিতেছে। একম আইনের স্কুলে
বারমারীগণ কলিকাতার প্রত্যেক বিদ্যালয়ের
সমুখে ও চতুর্দিকে অ অ বাসস্থান স্থাপন করিয়া
নামাওণ অজতজীতে ছাত্রদিগের মাথা ধাই
তেছে। অবিবাহিগণ ও শিক্ষকগণ এইরূপ অত্যা
চারে পীড়িত হইয়া আবাদিগের বক্তব্যর টবন
বাছাড়ের দিকট ঐ চতুর্দাগির্দিকগকে স্থানা
ন্তরিত করিবার জন্য আবেদন করেন। কিন্তু
হু খের শির এই যে ছোটনাট মতোদয় এ বিষয়
কোনোযোগী হইলেন না। আসন্নকালের এইরূপ
অচরণে পাণ্ডিত্যীদিগের ক্ষতি বিঘ্নিত হই
তেছে। ইহারা সবার যুক্তি বাধা করিয়া

১০ টা ও ৩ টার সময়ে যারাওচ নীচাইয়া মদল-
মতি বালকবিশেষের চিত্ত হরণ করে। অধিবাসী-
বিশেষের ও শিক্ষক বণ্ডীর এই আনিতে বিধারদের
চেটে। সহও যদি আসনকর্তার কটাক না পড়ে
তাহা হইলে গৃহস্থ বালকগণিকাবিশেষের অধিকা
ও সরল পথে পদার্পণ করা ভার হইয়া উঠে।
আমরা টেনসন বাহাদুরের নিকট সাজুনে অল্পরোখ
করি যে তিনি এই আনিষ্ঠীর মূল কেমন করিয়া
মূলটাবিশেষ একটা অল্প ছান মিষ্টিট করিয়া
বিদ্যা বাশাভাজন হইল।

डेडेनार शौर नन।छार

লগুন ২৮এ জুলাই কলা কাল্টেন রূপে একটা সত্য প্রমাণ
 গিয়াছে, শুধু হার্ডি মা লসবেরি বকুতা কামরা লকাল ক বর
 হেন যে, নব মন্ত্রীদল আভরলঙ সবচেয়ে যে নীতি আশ্রয়ণ ক
 যেন হার্ডি হাটিংটন প্রভাব আভুকুলা করিয়েন। তিনি আ
 করেন আভরলঙের লসন সপক্ষে বলা ব দী প্রমাণে।

কল্যাণী সেবাগণ যাহাতে। যত চিত্ত-বিক্রম যৌগ ভাঙে।
আইনে চক্ৰমা ইংলণ্ড ও ফরাসে কথ্য-বা। মনেতে।

অ'মর্ত্তম ২৭এ জুলাই। সানসভা'লষ্ট মনের লো'কেই ক-
সময় বন জরুর দা'লো হাফাম কর্তৃত্বাভিন, পুলক ক'ম
ব'মাইতে পারে নাট, সৈন্যসল আ'মজা জিল চ'লাই'র ও-
উজ বামাইল, ৪০ জন ম'রুতাহে এব' ৭০ জন জ'কত
ক'লে জ'ল'ক ক'লি প'ল।

ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୬୫ ବୁଲାଇ । ଡେଭାଫଲରସ ମାଡବନ୍ଦ ଜର୍ଜି ଟାଣିଂଟ'ଙ୍କ
ଆଉ ଜର୍ଜି ସାଲିସବରିସ ଆଉଁ ବଳ ମି.ଜିଏ ମହାତ୍ତା କ(୧୮୧) ।

পশ্চিমদিকেরে ব্রিটিশ এবং চীন গণপ্রজাতন্ত্রের মধ্যে একটি
সন্ধি স্বাক্ষরিত হইয়াছে; উক্ত সন্ধিতে পূর্ণ স্বাধীনতা এবং
অভ্যন্তরীণে ভেটো বাইত এবং সেহস্বপন্থ বাইতের সমগ্র
ব্রিটিশ শাসন স্থাপন করা চীন সম্রাজ্ঞা হইবে এবং ব্যাপক
বিশেষ সহায়তা কিস্তি, বাণিজ্য বিষয়ে স্বতন্ত্র আবেদন
স্বাক্ষরিত, উক্ত চীন সীমা নির্ধারণ করা একটি কমিশন
হইবে, চীন গণপ্রজাতন্ত্র স্থায়ীত্ব সোভিয়েতের আশ্রয়
বলিয়া ব্রিটিশ গণপ্রজাতন্ত্র তৎক্ষণাৎ বিবেচনা করিবে না। স্বাভা
বিকভাবে এবং তৎক্ষণাৎ মধ্যে ব্যাপক বিস্তারিত চীন
ভেটো স্বাক্ষরিত।

কম্পন শক্তি পদ্ধতিতে নির্ধারিত সীমার মধ্যে রাখা হবে।

কনট্রাক্টিং এজেন্সি ২৯ টি আছে। আওতাধীন মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে
শীঘ্রই এখানে কারিগর আসবে। এছাড়া আর্থিক বিষয়াদি সীম
প্রত্যয়ে ও ক/সেবা অধিকার প্রদান করিবে।

লক্ষ্য ২৫৫ আশুট। শুভগোম রোসা বলির ডেন ধৈ আ
 রিস ডিম্বাষাট উপগ্রন্থকারগণ ইংলণ্ডে আপন ক ব্যব
 বিজ্ঞান ক ব্যবহার করা অংশের চেষ্টা করেতেছে।

ହରିଜେହେ । ଅଗତ୍ୟାମୀ, ଧର୍ମର ମହିତ ପୁଣ୍ୟେହେ ଏକ ଶ୍ରୀ ହରିଜେହେ ।

অর্জন করা যায়। এক কলমেই পদার্থের ও
 ভরের সার উপস্থিতি পাওয়াযেয়।

এ টাঙ্গলী লর্ড উপাধি পাইয়াছেন।

সোমপ্রকাশের কাগজের দর।

৪ টাকা	১৮৭১	(১৮৮)	২২১০-২২৫৫
৫ টাকা	১৮৭১	(১৮৯)	২২৫৫-২৩০০
৬ টাকা	১৮৭১	(১৯০)	২৩০০-২৩৫৫
৭ টাকা	১৮৭১	(১৯১)	২৩৫৫-২৪০০

কলিকাতা।

কলিকাতার একজন বর্ষক গত ১৮ ই ১৭ ই
 ১৭ গোট ভাস্কর্য বিখ্যাতের আমদানি এবং
 ১৭ বসন্ত বাগ নামক নাটকের অভিনয় দেখিত
 যাইলেন। রাজা বসন্ত বাগ নামক নাটক খানির
 ভিনয় দ্বারা চট্টগ্রামে। বিশেষ রাজা বসন্ত
 যের অন্যতর এবং উৎসাহিতের অসহ্য
 রনা দেখিয়া বর্ষকমণী করুণারসে ভাবমান
 টগাছিলেন। চিত্রপট ওলিও দেখিত অতি
 ক্ষর চাইয়াছে। আমদানি পুস্তকখানি অতি
 ক্ষর হ'ব। অভিনয় করায় চকটিন। তবে এই
 রাস্তা বলাইত হইলে, বহু বিন পূর্ণ্য বাহা অতি-
 ত হইয়াছে, এক্ষণ উপরুক্ত ব্যক্তির উপর
 পুস্তক কর্ণে, তার ভক্ত থাকায় পূর্ণ্যপেকা
 মেক ভাল চাইয়াছে। বিশেষ শান্তিরবীর
 হস,পূর্ণ বক্তৃতাগুলিতে সকলকেই ভাসিতে
 ইয়াছিল।

ক্রী.জসসংগর একটা সোমবর্ষক অত্যাচার
 ও প্রকাশ কবিগা-জন। ব্যাপারটা শুনিলে
 ১৭, রাগে, ১৭৭৭ ঘরঘরে দারুণ যন্ত্রণার উপর
 ১৭। সচসংগী লিখিয়াছেনঃ—

কলিকাতার সারিখা কোন রাজবাটীতে
 কটা প্রকাণ্ড মহাদেব আছেন। বহুকাল হইতে
 সংখ্য। যাত্রী মহাদেব বর্ষকমণী এই রাজ-
 টীতে গমনাগমন করিয়া থাকে। কিয়দিকস
 তীত হইল কংকটী ক্রীলাক উক্ত মহাদেব
 র্ণমে গমন করেন। বর্ষক হইলে পর একটা
 লাক অসিয়া ভীষ্মদিককে বলিল "ওগো"
 দাওলার উপর যে বিগ্রহাদি রখিয়াছেন তাহা
 ক ভোদবা দেখিয়াছ ? ক্রীলাকেয়া বলিল "না"
 "তবে এস" এই বলিয়া সেই লোকটো তাহা-
 দিককে উপরে লইয়া গেল এবং একটা প্রকাণ্ডে
 নটয়া গিয়া এই দ'লর মধ্যে যে দুইটী রমণী সর্বা-
 পকা সুন্দরী ছিল, তাহাদিককে সর্বাঙ্গ বিগ্রহ
 দ্বন্দ্ব,ইদার নিমিত্ত অপ'লকাণ্ডে প্রবেশ করা-
 ইয়াছিল। অপর সাক্ষিনিদিককে ক্রমে প্রিগ্র
 বধান হইলে বলাতে তাহার বাহিরে অপেকা
 করিতে লাগিল। তার পর এই বক্তৃতাগিনী
 যুগটোর অদৃষ্টে বাহা ঘটয়াছে তাহা লিখিত
 ন হ। যুগটোর যুগায় যুগায় হইয়া ভার্ণনা

করিয়া করিতে বক্তাক্ত বসে শক্তির ভইয়া
আইসে। "

ঘটনাটা সত্য কি না তাহা আমরা জানি না।
 সচসংগীও ভয়ঙ্কর লিখিয়াছেন যাত্র। বর্ষক সত্য
 হয় ক্রীলাকেয়া প'ক.কোন মেলাগ'ল গমনাগমন
 করা ভাব। আমরা আশা করি নীতাই অসুস্থ্যাম
 করিয়া এই ভয়ঙ্করটা সত্য নিরপণ হইবে। এমন
 শৈশবিক ক.ও নীরবে দেবতাস্থান ঘটতে
 থাকিলে ভীষণতম গুলির উপর পুণি,বর বিশেষ
 দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। রাজধানীর নিকট
 বহি শুভরমণী ও কাকের ঘটনা সংঘটিত হইয়া
 পারে তাহা আর কোথাও গেলে নিশ্চয় নাই।

বিজ্ঞাপন।

হরেন্দ্রনাথ হরেন্দ্রনাথ হরেন্দ্রনাথেব কেবলম
 নূতন প্রকাশিত।
চৈতন্যলীলা বা
নিমাই সন্ন্যাস

(স্টার থিয়েটারে অভিনীত)
 যে নাটকের অভিনয় বর্ষকমণী কি বিন্ধ কি ব্রহ্ম
 সকল সম্ভবায়ের লোক একবাক্যে প্রশংসা করি
 তেছেন, যে নাটকের অভিনয় বর্ষকমণী সংবাদ পত্র
 সম্পাদকেরা সহজ সুখ প্রশংসা করিতেছেন,
 তাহা অবতিনয়ের দিনে স্টার থিয়েটারে নাম
 সংকলান হয় না যে নাটকের শুভমুখ সজীত জবাবে
 সকলেই মুগ্ধ ও চিত্তাৰ্পিতের ভাবে হইয়া থাকেন
 সেই চৈতন্যলীলা নাটক পুস্তকাকারে প্রকাশিত
 হইয়াছে।

ইহা বঙ্গদেশের নাট্যসংগ্রহ সংকলনের অর্জন,
 এই নাটক বর্ষকমণী সকল নাটকের অপেকা
 ক্ষেত্র, এই নাটকে আধিরসের বেশ মাত্র নাই
 ইহা ককধরসের প্রজবণ ও শান্তিরসের দ্বারা
 রোহ শৈলবিশেষ। বলা বাহুল্য এই নাটক শুণ-
 লিত ৬৬ ক্রীকৃত বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহোদয়ের
 অমৃতবরী লেখনী প্রসূত। মূল্য ৫০ মাসুল/০ আনা
 ৮৭ নং কলকাতা সোমপ্রকাশ ডিপোজিটরিভে
 প্রাপ্য।

ক্রীষ্ণগাচরণ দাস
মাসুলজাব

বিবিধ সংবাদ।

বিলাত ও করাসী দেশের কতকগুলো লোক
একত্র হইয়া একটি গুপ্ত সভা করিয়াছে। এই

সভার প্রায় ১০০০ লোক সভা চাইয়াছে। ইহারা
 এক দেশের ভাল ভাল কুরুব হুঁবী করিয়া অত্র
 দেশে পাঠায় এবং তাহা হইতে বেশ দু মল টাকা
 লাভ করে। এই গুপ্ত সভাটা নাকি সম্রাতি পর
 পতিসংক্ষেপে।

বিক্রম নেপালের সচিব যুদ্ধ করিয়াব ভা
 সঞ্জিৎ হইতেছেন। দেশের ছোট বড় আসা
 রুদ্ধ সকলেই হ'ব'ব'সৈন্ত জেপিতুক হইতেছে
 যুদ্ধের কারণ জি জানা যায় নাই। লাসা'ত না
 এই উপলক্ষে একটি ত্রিভীণ মিসন ব ইতেছে। কে
 কেচ স্লেম এটনার বেকেলব বড় দুই ব। আ বা
 সমাচার পাওয়া যিগা'হ মেক'লর মিসনটী না
 ব' চটল। চিম উপদেশ দিয়াছেন এই চ'র্ক'গ
 সময় থাকি'জা মিসন পাঠাইলে বিশেষ অনিষ্ট ঘ
 বার সভাবনা। মেকলে নিষ্কৃতি পাটবেন তার
 ব' ও বীচিবে। কাছার কথা সত্য ?

মাস্তাজে ও মালাবাংবে এক একটা ভগ্নীভতা
 ভটনা গিয়াছে। ভটনা ভতায়ই কাবণ এক
 ভগ্নী জির ভাতীর কোন যুগ'কর এতি ভগ্নভ
 ভগ্ন রজাতা তাহাদের প্রাণ বিনাশ করিয়াছে
 সেস'ন তাহাদের প্রাণ ব'ণ্ডর আত্মা হয়। হাই
 কোর্ট ভীষণতর ব্যাসেব অমৃতভি দিয়াছে।

বে.সাই প্রদেশে উজরা দাতব্য সভা বলি
 একটি সভা আছে। ইহা হইতে কেবল অন্য
 বালিকা ও ক্রী-লাকগণ'ক সাহায্য করা হয়। স'ল
 এখন কিছু অগ্রসূত হওয়ার লোক'ক নিকট চ'ল
 করা হইতেছে। সে.সাই বাসী স'ক'মই সাহা
 করেন ইহাই আশা'বের প্রার্থনীয়।

অসমের মিস.মারা চা বাগান'ব এক
 জম জুলি এক মহাপুত্র বর নাম অবিমো
 করে। যে ব্যক্তি দরখাস্ত লিখিয়াছিল পূর্ণ্যবতা
 তাহাকে হরিয়া আঘাত করেন। আহত লেখ
 সভা না করিয়া সাহেবকে উত্তম ম'লন ফের
 সম্মান দিয়াছেন। গোলাবাটের সবভিত্তিকনা
 আ'কসার অবশেষে এই দুইজনকে পৃথক ক'হি
 নেন।

আমরা বিভা'ত দুর্ধিত দ্বিত প্রকাশ করি
 তেছি লাভের চীক'কোর্ট বারের একজন প্র
 সভা পণ্ডিত রামনারায়ণ গত ২৩ই জুলাই বে
 দুইজনের সময় রওয়াল শিওতে ইহলোক প'বি
 ত্যাগ করিয়াছেন। গত বৎসর তিনি ভক্ত হই
 ছিলেন মাত্র ঈ.তার বরস ৩৭৭৭সর যাত্র হইয়াছিল

পঞ্জাব'ব সীমা সৈন্দের মল'ক স্থানান্তবি
 কহিবার সময় পঞ্জাব'ব লেপ্টেনেন্ট গব'র্নর ঈ
 দিককে সাহসসহায়ণ করিয়া উভা'দ্বয় রাতভ
 কা'ব দকতা ও পরিজ্ঞান শীলতার ব'বর্ধ প্রসং
 করিয়াছেন। সার এচিসম আ'য় উদ্বাহা'গে সব
 বিভাগেব লোকের নিকটই আল'ব'ব

টিনেভেলিতে একটা জাউনি থিয়েটার ঘ
 অভিনয়'র মধ্যে আত্ম'ল লাগ। ঘরে কা'র ও
 লোক ছিল। তাহার বাহিরে আসিতে গি
 বেবে বাহির হইতে যার ব'দ্ধ করা। অগ্নি
 ১০জন লোক প্রাণ ত্যাগিয়াছে, ৬০জন লো
 সাংখ্যাতিক রূপে ব'দ্ধ হইয়াছে।

কন্যাপুত্র বৃত্তি পড়ায় আশা'ব রেজপ'থ ভ'বি
গিয়াছে। গাড়ি ও ব'দ্ধ হইয়াছে।

ভারতবর্ষের মহারাজা আর রাজধানীতে যে চিকিৎসালয়টি নির্মাণ করিতেছেন তাহার জন্য কতী খ্রীষ্টিক্রিস্টাব্দে ১৮৯০ খ্রিঃ। এই স্থানেই গার্ভিসের আশ্রয় করিতে পারেন।

আগামী জাম্বুজারি নামে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটী প্রকাশ করা হইবে।

ভারতবর্ষের যে চর্ম্মি দেওয়া হয় এটি প্রকৃত নয়। কোন পত্রপ্রেরক বলিয়াছেন তিনি অচক্ষে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য চর্ম্মির গামলা দেখিয়া নিশ্চয় হইল। পচন হইতে সেখানে ভিত্তিতে পারা যায় না। সচরাচর তিন তাল চর্ম্মির সহিত একতাল গিয়া রক্ত প্রস্রাব হয়।

অন্যদেব মহারাজী কোন কোন ভারতবর্ষের সংবাদপত্র পাঠ করিয়া থাকেন। মহারাজীর পক্ষে যে উৎসব হইয়াছিল তাহাও মাহোৎসব বলিয়া বোধ হইতে পারে। মহারাজী তাহা পাঠ করিয়া বড়ই সন্তোষ লাভ করিয়াছেন।

জালাল উদ্দৌলার জন্ম দ্বিতীয় লোকে কেহো মন তৈল ব্যবহার করে। পাইনিয়ার বলেন উইলসনের উপর ট্যাক্স দিয়া কর্তব্য। আশপের জোপনীত এবং বৈক্যের তুলসীর মালার উপর ট্যাক্স ধরিলে কি ভাল হয় না?

পাইনিয়ারের বিলাতের সংবাদলাভা বলেন মহারাজা মলীপ সিং আবার বিগড়াইতে আরম্ভ করিয়াছেন। এমার মিলের জীপুজের সাহিত্য উদ্ধার বিবাহ। সম্রাট তিনি উদ্ধার জীপুজের উপর নিত্য অজ্ঞাত ব্যবহার করিতেছেন। মহারাজী আর্মি মোহাগিনী। হাজার ক্রেশ পাইলেও তিনি ব্যয় করছেন না। কিন্তু বাতাসে উদ্ধার উপর ভাঙিয়া করা না হয় তাহাও চেষ্টা করা মপর লোকের কর্তব্য বলিয়া বোধ হইয়াছে। দ্বিতীয় গবর্নমেন্টের উপর উদ্ধার দারুণ কোণ, কমন। গবর্নমেন্ট উদ্ধাকে যথেষ্ট টাকাক্রি দিতে পারেন নাই। ভারতে রাইতে পারেন নাই বলিয়া উদ্ধার আরও রাগ। সকলেই জানেন মলীপ অজ্ঞাত বাজার সাহায্য লইবার ভয় দেখাইয়াছেন। বোধ হয় ক্রয়ের আশ্রয় গ্রহণ করা উদ্ধার অভিপ্রায়।

পারস্যের সাহায্যে বাইরের পারসি সম্রাটকে পাল্লিয়া গিয়া বাস করিবার জন্য অজ্ঞারোহ করিয়াছেন।

বোলাব রেল প্রায় সীমান্ত আশিলা আগন্তু মাসের শেষে যোগদানে আসিবার সম্ভাবনা।

একটি সিংহের হস্তরোগ বিলাতের এক বাটনি-বোরের একজন রক্ত চিকিৎসকের নিকট আসা হয়। চিকিৎসক সিংহের মুখে ছাত দিয়া পুত

সাবধানে দস্তী বাহির করিয়া আনেন। কিন্তু তাহাতে সিংহের একই বস্ত্রনা বোধ হওয়ায় সে অধম চিকিৎসককে আক্রমণ করিয়া তাহার প্রাণ বিলাপ করে। সিংহকে বিলাস করা কন নির্দোষের কার্য নয়।

“জাম্বুজারি মিত্র” নামক সংবাদ পত্রের একজন পত্রপ্রেরক বলেন কালী হইতে কোচিং একটি আশ্রয় সম্ভাব্য গিয়াছেন। তিনি একাসন্ন বলিয়া ১২ পাইট ও ওজনের আর হুংপাইতে পারেন। পত্র-প্রেরক আবার উদ্ধার কুমার উদ্ধার করে। এই ক্রিকেটের দ্বারা ১০, ২০ জন লোক পাইলেই তাহাদের সর্বনাশ। পত্রপ্রেরক চেষ্টা করিয়া ইহা ক্রিকেট বিলাতের একজিগিসনে পাঠাইতে পারেন না?

হেবডেনে একপ্রকার টেলিফোন আবিষ্কৃত হইয়াছে। ১০০ মাইল দূর হইতে তাহারা লোকের কথা শুনা যায়। কোন বাতাসে জ্বিলে অথবা টেলিফোনের তার টেলিফোনের জন্ম বাবদ হইলে লব কিছু অল্পই শুনা যায়।

সেন্ট পিটার্সবার্গ কোর্টে একটি মজার মকদ্দমা উঠিয়াছে। একটি জরনহিলার বড় আয়ের একটি কুকুর ছিল। মৃত্যুর সময় তিনি আমাওয়ারসিলতা নামক এক রমণীকে কুকুরের অভিভাবক নিযুক্ত করিয়া কুকুরের প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত উদ্ধার মাংস ৪০০ রুবল রাখিয়া উইল করিয়া যান। কুকুরের মাম বিলাপ। ওয়ারসিলতার মৃত্যুর পর জীবিত থাকিলে উইলের মর্মান্বসারে উদ্ধাকে ইতানোকা নামী আর এক রমণীর হস্তে রাখিবার কথা থাকে। কুকুরটির মৃত্যুর পর ইতানোকা আশিলা উইলের টাকার অর্ধেক দাবী করেন, তিনি বলেন কুকুরটি উদ্ধারই কর্তৃত্বাধীন ছিল। বিলাপের মৃত্যু হইয়াছে। কুকুরের দাবী এখন কে গ্রহণ করিবে আশ্রয় তাহা বিচার করুন।

মাহোৎসব সাংবাদিক সভার সভা অনারবল মাহোৎসব জাম্বুজারি দেওয়ানের পত্রপ্রার্থী হইয়াছেন। ইনি এই পত্রের বাস্তবিকই উপযুক্ত পাত্র।

দ্বিতীয় গবর্নমেন্ট অরুই লোকের পিতৃ মাতৃ ভক্তির সহায়তা করিয়া থাকেন। যদি কোন গবর্নমেন্ট কর্তৃকারীর পিতা কিম্বা মাতার মৃত্যু হয় উদ্ধার কার্য নিত্য আশ্রয়কারী হইলেও তিনি ৩।৪ মাসের ছুটি পান। কোম্বারী আশ্রয়তে কোন ব্যক্তি বণ্ডীর হইলে যদি সম্রাট উদ্ধার পিতা মাতার মৃত্যু হইয়া থাকে, অথবা যদি তিনি পিতার কোম্বা বা কনিষ্ঠ পুত্র হন,

তবে মাজিস্ট্রেট উদ্ধার দেওয়ার হাঙ্গ করিয়া যেন। বাতাসে পিতৃভক্তের বাতাস হয় অথবা পুত্র-পুত্রের সম্মান দাবী হয়, গবর্নমেন্ট কোন ওজ্ঞাকে সেসকল কার্যে বাধ্য করেন না। পাঠক। এই ব্যবহারের সঙ্গে আশ্রয়ের বড় বড় আশ্রয়ে মাহোৎসববিগের ব্যবহারের তুলনা করিয়া দেখিবেন। জাম্বুজারি পোষ্ট আশ্রয়ে একজন কেরানী পিতৃ জাম্বুজারিকে তিন দিনের ছুটি আশ্রয় করার বড় সাহেব বাতাসের উদ্ধাকে দ্বিসিদ্ধ করিতে চাহেন। আর একজন কেরানী মাহোৎসববিগের পর-জাভা পরিয়া আশ্রয়ে জাম্বুজারি সাহেব উদ্ধার দাবীনা কাটনা মন।

ভারতের মহারাজী উদ্ধার রক্তবীক বার্ষিক এক মাহোৎসব পাঠ ও বেতন দিয়া থাকেন।

কেহ কেহ বলেন অধোবা ও উত্তর পশ্চিম কলার জন্ম একটি মাত্র হাইকোর্ট স্থাপিত হইবে। কলিকাতার ভারত সভার সে দিন মহারাজীর পক্ষাধর্ম্ম রাজজোপনকে ধন্য বার্ষিক উৎসব কার্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সভাপ্রসঙ্গে বক্তৃতায় মহারাজীর উদ্দেশে গুন করিয়া আশ্রয়ের অত্যাশ্রয় করা হয়। সভার অধিক বক্তৃতায় সভা কার্যে যোগদান করিয়া বড়ই উৎসাহিত হইয়াছিলেন। সভা করিলেই যেমন আশ্রয়ে অরণ্য রোদন হয়, এখানেও তেমনি এক একটি অত্যাধিক কথা বলিয়া আশ্রয়কে অরণ্য রোদন করিতে হইয়াছে।

গুন। বাহ উইলসনেতে কোর্টে ৩২৫,৫৭৪ টেলিফোন আছে। বিলাতে কেবল ১৩ হাজার মাত্র।

গণের ট্যাক্স সাহেব গত মাসের মধ্যে মাহোৎসব ১৭ ১৬ রক্তের ট্যাক্স উঠিয়া দিয়াছেন মাহোৎসব উপযুক্ত কার্য হইয়াছে।

ইং ১৮৮৬—৮৭ সালে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক হইয়াছেন।

এটাল পত্রিকা
উত্তরী

বেতারও কে এন্স, মাহোৎসব, নিত্য ইমজিটিউসন, প্রধান পরীক্ষক। নিঃ ডলি এচ, উজ্জ্বা মাহোৎসব, কলিকাতা। বেতারও কে মরিসন্ জেমারল এন্সমবি ইমজিটিউসন নিঃ টি, আর, রিডল্য মাহোৎসব লন্ডন, নিঃ এ, এন্স জাভা কলেক, নিঃ এ, এচ, পিরি লন্ডন ক্যানিং কলেক, নিঃ এন, এন বোব নেটপলি ইমজিটিউসন। জীবিত মৌলিক মাহোৎসব ট্যাক্স, পশ্চিমবঙ্গ বড় ঢাকা কলেক।

উনিশশালিগী যে একটু আলসা ছাড়াইখা
করিলীর অধিকারিগণকে বোটাণ ভেদ এমন
কি তাহাদের নাই। এইরূপ প্রাণের মামা ভাষে
কন থাকার শৃগাল সর্প, বরাহ প্রভৃতি চিহ্ন
পুত্রের আশাস দাঃ হইয়াছে।

সে দিন কোমালিগী বিগামী 'এক গোটা-
ব গু'র বরাহক হইতে একটা ৬ মাসের শিশু
জন্ম দিয়া ৭৮ ঘটিকার সময় শৃগাল কর্তৃক
লুপ্ত হইয়াছে। এই ব্যক্তিই খাটী ও গুণাহির
রি নিকে ইহা মিথিত প্রাচীর দ্বারা বন্ধিত।
গালগ্রাসভুক্ত সম্রাটীর জন্মী পাখি ও রক্ত
ভর কার্ণো নিবুৎ হইলেব। এমত সময় সম
টাত শৃগাল বাহির হইয়া শিশুটিকে ঘূষে
দিয়া লইয়া যায়। শিশুটী পক্ষি পাইয়াছে।
শিশুটীক শৃগাল লইয়া গিয়াছিল এইরূপই
সাক্ষ্য বিবাস। যদি 'সত্য' হয় তবে
ভরার অপরাধী কে? মিউনিসিপালিটী না
হয় কেহ??

এখানে ইতি পূর্বে 'জানক' বরাহের ভয়
উল্লিখিত। হুই একজন বরাহের আক্রমণ
গণ ভরাইয়াছে। কটকজন সাংসতিকরণে
ভাঙত হইয়াছে। পূর্বে এখানে বিবাক সর্প
বা মাউস না, মুখম মিউনিসিপালিটীর আশা
গলাভুক্ত কেউটে গোমুরার আশ্রয় পাড়িয়াছে।
আশ্রয়ের এ মিউনিসিপালিটীর আশ্রয় কি?
একটুকু আশ্রয় বাসা আছে 'আছে গরু না বর হান,
ভার ভুগে সর্বকাল।' গরু গুলি আশ্রয় হুই।
ইহা অপেক্ষা কি খুন গোমুরা ভাল মর্মে?

ভরণকারির পত্র

পাথরা বনগারি মগর।

জেনা পাথরার মধ্যে তড়ান নামক একটা
জান আছে এ জেনার মধ্যে এই জানের জমীদার
বিগার জমীদারি প্রাপ্ত, একদে বহু শরীকে
পরিণত হইয়াছে তথ্যে ৮ বনগারিলাল রায়ে
অংশই অধিক একারণ এই জমীদারির অধীনে
অনেক গুলি বনগারি অধিষ্ঠিত করেন, কিন্তু
মিষ্ট তড়ানটী একটা বিলম্ব মধ্যে, এতনা জাননী
মিষ্ট অশাস্ত্রকর, তজ্জন্য অগণিত বনগারি বাবু
তড়ান হুইতে বনগারি গোপ অন্তর বডজলা নামক
একটা ক্ষুদ্র ভীমী হুটে অনামাভসারে বনগারি
মগর নামক প্রাণে মিষ্ট বাটা বাজার প্রভৃতি স্থাপন
করিয়া অকালে কালকরমে কবলিত হইল।
ভীমার পুত্র না হওয়ার মিষ্ট জাতি হইতে সন্তক
প্রাণ করেন। এই হতকের নাম বাবু বনগারী

হা। একদে ইহার খল ২৩২৪ বনগারি অধিক
কটকনা। এই অংশ বরমে ইহার 'গাভী' ও
গাভীকটনা বেধিয়া যার পর নাই সন্তক হইয়াছে
আমরা বহু জ্ঞান জন্ম করিয়া বহু বনগারি
ও রাকার সচিব আশ্রয় ও গাভীকটনা করিয়াছি।
কিন্তু বনগারী বাবু কার্যাদি বেধিয়া অশাস্ত্রি
না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। সচিবগণের
কর্ম করা যদিও আশ্রয় কর্তব্যের বিরোধী,
কিন্তু বহু প্রস্তাবিত বাবু চরিত্রি জমীদার
সকলের আশ্রয় করণ, তখন আমরা সাধারণ
উদ্যোগ-বিষয় প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারি-
লাম না।

আজকাল প্রায়ই দুই তর নবা জমীদার' বাবু
মহোদয়গণের একটা না একটা খেরাল আছে।
কেহ বা সজীত, কেহ বা 'ব'র বিলাসিনী' কেহ
বা লিকার, কেহ বা লম্বক সেরমে, অন্তর্গত বলা
প্রভৃতি কোন না কোন একটা রকম প্রায়ই দুই
তর। প্রস্তাবিত বনগারী বাবু এ সমুদায় হইতে
অন্তর। এমত কি তিনি জানক পর্বত ব্যবহার
করেন না। কেবল একমনে নিজের জমীদারি
কার্যের গবেষণা করেন। প্রাত্যহিক প্রাক্কর
সমাপন করিয়া নিজ কাছারিতে উপস্থিত
হইয়া তর তর করিয়া সমুদায় কার্ণোর পর্ষাবেকণ
করেন, বহু বেলাই তটক কর্তব্য কার্য শেষ না
করিয়া কাছারি ত্যাগ করেন না। তৎপরে জ্ঞান
আশ্রয়ের পর আবার তিন টার সময় কাছারিতে
উপস্থিত হইয়া কার্য করেন। 'দেওরান' দুপারি-
টে-ওটে প্রভৃতির উপর জমীদারি কার্ণোর ভাষা-
পর্ষ আছে কিন্তু ভাষাতে তিনি নিশ্চিত না
হইয়া নিজের একটা সেরমে করিয়াছেন তর-
যীনে চরিত্র ইম্প্রুভের নিবুৎ করিয়া সমর
মহাশয় সমুদায় পরিধর্মন করেন এবং নিকটে
জৈনক মহাকারী সর্বদা কর্ণোর সত্যতা করে।
চিন্তার অচলা ভক্ত কিস আর্দ্রীতি নীতি
উজ্জিত হয় তৎপতি সত্য উদ্যোগী। ভিয়ারী
কি কোনরূপ পথিক উপস্থিত হইলে কেহই
থাকিত হয় না। বনগারি মগর হতবা উদ্যোগ
নামক একটা চিকিৎসার স্থাপন করিয়াছেন।
ভাষাতে একজন সুবিদ্য ভক্তের সত্য উপস্থিত
থাকিয়া সত্য উদ্যোগি বিতরণ করেন। নিকট-
বর্তী প্রাণে একটা মাইনর খুল আছে এটিকে
একোপ করিতে উদ্ভূক। কল বনগারী বাবু
সর্বপ্রকারে লিলে অত্যাচার হয় না। মিষ্ট
অধিকারের মধ্যে বাধাতে কোমলারী কি আবার
কোনরূপ মহাকারী উপস্থিত না হয় সে বিষয়ে

সতর্ক। আমরা সাধারণ দুই করিলাম একটা
মহাকারী কোমলারী করিলে বহুই সত্য উদ্ভব
বলিয়া কার্যকরকরণ হুইলেও সে বিষয়ে
বিব্রত হই সত্য হইলেব না। আমরা প্রায়
অত্যাচার অত্যাচার করিলাম এক দিনও উদ্যোগ
উদ্যোগ করণের করিলাম না। সত্য উদ্ভব
জিহ্বা সত্যে সত্যে উদ্ভব উদ্ভব। পূর্ণপথে
পাথরা জেনা বনগারি জেনা উদ্ভব করিয়াছি
জেনার টাউনজেনার জেনা বনগারী টাউন বন
করিয়াছেন। 'আবার অত্যাচার' সত্য উদ্ভব
সেরাজগর 'বিদ্যালয়গুপ্ত' মিষ্টাচার বনগার
টাউন বিদ্যালয়। খীত প্রাণের চতুপাশ' মিষ্ট
যার উদ্ভব বনগারি মিষ্টাচার করাইতেছেন। অপর
বেলাই বই 'প্রাণীভনই' দুই তর। একদে
এ সকল মূলে জমীদারে প্রায় প্রায় সত্য নাট
কিন্তু বনগারী বাবু প্রায় ৪টি ভিলাই পীডন
না থাকার ভাষারও ইহার বিশেষ অঙ্গ।
বাস্তবিক বনগারী বাবু অত্যাচারে আশ্রয়
বনগারের জমীদারগণ চালিত হন আমরা এক
অন্তর্যাস করি। প্রস্তাবিত বাবু বিশেষ প্রাণ-
তির বিষয় এই যে এই নবীন বরমে ইতিমধ্যে
করিয়া কেবল জমীদারি কার্ণো মনোযোগী হইয়া
প্রায় মগল সাগরে রত।

সংবাদিতার পত্র

বাড়ীপুত্র।

অজ্ঞাত মিউনিসিপালিটী সম্বন্ধে পূর্বে বা
প্রকাশ হইয়াছিল এতাবৎ এহার কোন সত্য
কলিল না। প্রাণীর জানে জানে প্রাণ বন জ্ঞান
হুই হুই সত্যের নামা অনিষ্টের কাব
হইতে চলি। তেজ গুলির জানে জানে পাথরা
বা বাক্য ও হুই জ্ঞান বাহির হইতে ন, পার
বন জ্ঞান পীডিত সাধারণের অতি কর্তব্য হই
লাগিল। ইহাতে যে সাধারণ আশ্রয় বিব ব
বেক, ভাষা কমিগনগণ একবারও চিন্তা কর
না বা করিবার বোধ হয় সময় পান না অ
হয় ও ভীমার জানেই আইসে না। এ
সত্য বিষয়ে জ্ঞান আছে, অর্থাৎ কি হই
গোমুর আশ্রয় উপকার ও অপকার হয়, এ
জৈনক প্রযোগা কমিগন অজ্ঞাত মিউনিসিপা
টীতে নিবুৎ হওয়া মিষ্ট প্রয়োজনীয়। ও
গেল এই অত্যাচার বোচন করিবার সত্য প্রা
কতকগুলি লোক বাবু হুইতজেনার রাকচৌধুরী
বনগারী করিয়া চেচারণান মনোযোগের নি
আবেদন করিয়াছেন, কিন্তু কতকগুলি বীনা

গাক নাকি ইত্যাদি বাক্য সাধিব্যব চেষ্টাও করি-
তাম। বাক্য সাধিব্যব। বাক্য কান মাফাক।
গাক পনের উপকারও করিবক না কেহ উপ-
কার করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাহাতে ও সীমা করে,
কি স.মাক নির্মুক্তিতা ও নীচতার কার্য।
বাক্য করুন, করতকুমার বাবু কনিশমব মিষ্টক
ইয়া সাধারণ আশ্রয় প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া
একজন হিত সাধন করুন।

এখানকার পুলিশও গমাইনভারি চাল ধরি-
তে। সব ইনস্পেক্টর বাবুদী নিজেও যেমন
পাতি সিং তেমনি কতকগুলি কনটেইনল ও পটল
হইয়াছে। চোর বহুভাগেই ধরিয়া বাও
পালানোর সীমা থাকিবেক না, কিন্তু আপনা-
গকে অসুস্থজ্ঞান করিয়া ধরিতে হইলেই গম-
ই। পাচাবণ্ডালার সময় সময় এক
কদিন বেঁচে থাকার চেষ্টা "খুব খবরদার
না" বলিয়া এই যে অন্তর্ধান হই আর সময়
ত্রি মর্শম পাওয়া তার হইয়া উঠে।
এক প্রানের আশিষ মিষ্ট্রী (শেখের) ধরে
বিবদ্ধ করিয়া তাহার জীপুকে বাস কাটিতে
য। জীলাকটী অগ্রে বাটী আসিয়া দেখে যে
বাবু তালা খোলা। বাবার উঠিয়া গৃহমধ্যে
কুমিয়া বাড়িব চেষ্টা আস্তে আস্তে হারের
পকেট খুঁজিয়া চিৎকার করিতে বিস্তর লোক
সমাগত হইয়া চোর প্রেস্তার করিয়া পুলিশ
সংগ্রহ দেয়। পুলিশ আসরে আটখানা হইয়া
চোর লইয়া মাথা সুদাইয়া পাগড়ী বঁকোইয়া
আশিষ আসিয়া চোরকে আলিপুর চালান হিলেন,
কত অসুস্থজ্ঞান করিয়া ধরিতে হইলে এরূপ মাথা
খানী ও পাগড়ী বঁকান বেধা বাইত না।
সংসেবত ব্যাপার এই, আবার রাজি ১০ টার
ময় জবীহার বাবু বশন্তকুমার রায়চৌধুরী
কালুর বাটী হইতে আশিষ এক পত কুট
বধান মে রক্তক গৃহ আছে, তাহারে বাটতে
ঠাং নহা গোলমাল হইয়া উঠে। বশন্তবাবুর
সংগত লোকজন সঙ্গে জবীহার বাবু গিরিশ-
ক বাক চৌধুরী লোক জন সঙ্গে উপস্থিত হইয়া
দেখেন যে রক্তকদিগের ও। ধনী গাতি চোর
কি কবিয়া লইয়া গিয়াছে। ৩২কণা৭ চারিধিক
ধরাও কবা হয়, কিন্তু লোক উপস্থিত ও বিধম
নাঃলোপ হওয়ায় চোর একটা গাতি প্রায় রক্তক
হইতে ২। ও বনী অন্তরে ছাড়িয়া ও অপব
প্রতি গুলি হাভাব কতক নিকটে ভাগ করিয়া
পলাইয়া যায়। কাননী এরূপ জটিলময় যে তাহাতে
কোন লোক ১৬। ১৭ টী মর্শম বাকা সঙ্গেও

তাহাতে প্রবেশ করিতে সাক্ষ্য করে নাই। এ
কাননী মিউনিসিপালিটির বাক্য। উহা কি
মিউনিসিপাল কার্যকলাপের ও কনিশমবগণের
কার্য বাক্যের একটা সুচারু নুষ্ঠান নহে? রক্তক
গৃহ জলপী রাস্তার ট্রিক উপরে ও বশন্তকুমার
বাবুর বাটীর অতি সরিকট বাক্য। অত লোলে
নাল অত লোকের জনতা, বলিতে কি প্রায় লতা-
ধিক লোক কমান্ডে হইয়াছিল, কিন্তু পুলিশের
শাফা খল ও পাওয়া যায় নাই। বোধ হয় এই সকল
গেলোবোবের কারণ রোঁধ বেওয়া ও বাক্য চেষ্টা
ছিল। বাহা হটক এ সকল বিষয়ের পছন্দকার
মান্যবর মাজিষ্ট্রেট সাহেবের গোচর ও সৃষ্টি
না পড়িলে গ্রাম বাসীরা আর তথ্য লাভের উপায়
নাই। বাবুইপুর সবডিবিজান উঠিয়া বাওয়া এই
সকল বিষয়ের ফল দিন দিন ফলিতেছে। গবর্নমেন্ট
রূপা করিয়া এ বিষয় বিবেচনা করিয়া সব ডিবি-
জান সৃষ্টি করিলে সাধারণ লোকের স্বাধ ও
লাভের পরিসীমা থাকে না। আরও অনেক
বলিবার থাকিল বাক্যের প্রকাশ করিবার বাসনা
রছিল।

—৩৩—

নিম্ন আসাম।

ধুবড়ি হইতে একটা পাবলিক রোড বিলাসী
পাড়া পর্যন্ত আসিয়া এখান হইতে দুটা লাইন
হইয়া একটা চাপড় ও একটা বোতমা অভিযুখে
গিয়াছে। উত্তর লাইনে যে একটা জললাকীর্ণ
লোক গমমাগমনের বস্তুর অবস্থিতি হইবার হই-
য়াছে, এমন কি একাকী কাহারও হইতে সাহস
হয় না। আবার বর্তমান ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার
বাবু ব্রজেন্দ্রনাথ লাল্য বহাণর একবার
এই লাইনে আসিলেই দেখিতে পাইবেন
এই উত্তর লাইনে লোকগমমাগমনের কত কত
হইয়াছে। লাল্য বাবু এখন ধুবড়ি আসিয়াই এই
উত্তর লাইনের রোড মেথরের পথ উঠাইয়া
একজন ওভারসিয়ারের প্রতি সমস্ত ভার অর্পণ
করেন। ওভার প্রথম স্থানীয় অবস্থা দেখিয়া
পরে বাক্যও করিয়া কণ্ডের আশ্রয় করা উচিত
ছিল। এই পার্শ্ববর্তী জলময় উত্তর লাইনের
কার্য একজন ওভারসিয়ার দ্বারা কখনই সম্ভব
রূপে চলিতে পারে না। আবার কুতপূর্ণ
ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার বাবু হর্গালাস দাস বহাণর এই
স্থানের অবস্থা বিশেষরূপে জানিতে পারিয়াই
একজন ওভারসিয়ারের অধীনে দুজন রোড
সেতাবার নিযুক্ত করিয়া উত্তর লাইনের কুত
কুত বঁশের পুল গুলি বেরানত করিয়া জল

পরিষ্কার করত। সর্বদা অমাত্যে লোক গমন
গমনের উপযোগী করিয়া রাখিয়াছেন।
এই সময় কোন ইংরাজ থাকিল নহাখলে কা
উপলক্ষে বাহির হন, তবে লাল্য বাবুকে পুরস্কার
পরিবর্তে কত ভিত্তির লতা করিতে হইবে তা
বহা বাবু না। বর্তমান ওভারসিয়ার বাবু এ
যতদূর করিয়া পারিয়াছেন তাহাতে জটা করে
নাই। অতএব আমরা বলিতেছি লাল্য বা
পুস্তক ওভারসিয়ারের অধীনে ২ জন রে
মোস্তরের পথ স্থাপন করিয়া তাহাতে সড়কের
উত্তর লাইনের কুত কুত বঁশের পুল বেরান
ও জল গুলি পরিষ্কার হইতে পারে তাহা
বিশেষ বস্তুর হয়।

— ৩৩ —

গাতি।

অনেক বেশ পরিচয় করিয়া একবে গাঁ
আসিয়াছি। বেবিলাস পল্লীপ্রান্তের মধ্যে এ
কুত প্রান্তী সর্বাপেক্ষে জেষ্ঠ। এই গ্রাম বহু
বাক্যনা লক্ষ্যার্থে ডাক্তার বাবু বৈকুণ্ঠ
চক্রবর্তী মহোদয়ের অধীন। সন্মত এ গ্রাম
বিষয় কিছু পুলিশ লেখা ভাল। অনেক মি
হইতে সংবাদপত্রে ও লোক মুখে অতদূর ডাক
বৈকুণ্ঠবাবুর গুণগ্রাম গুলিয়া ওভার সচিত আল
করিবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল জগদীশবের ইচ্ছা
ওভার সচিত আলাপ করিয়া বিশেষ পরিচয়
লাভ করিলাম। কেননা উক্ত ডাক্তার বাবু অত
সরল স্বরূপ অমাত্যিক লোক। উক্ত মহোদ
বহু এই গ্রামের অবিকার উপস্থিতি সাধিত হ
য়াছে। সাধারণতঃ পল্লীপ্রান্তের বেরূপ অব
গাতি গ্রাম তাহা অপেক্ষা অনেক উন্নত। জা
না আবার বৈকুণ্ঠ বাবুর ব্যাচ পরোপকা
লোক অমাত্য পল্লীপ্রান্তে আছে কি না। ব
থাকিত নিঃসন্দেহ তাহারে দৃষ্টিশা মো
হইত।

এখানে কয়েক ঘর জিমাণি (তেল) ব
করিয়া থাকেন। গুলিতে পাওয়া যায় তাহা
সংস্থানও বেশ আছে কিন্তু কি দুঃখের বি
বেশের হিতার্থে তাহারা এক কর্কট সাহা
করিতে কার্পণ্য প্রকাশ করেন, আবার
বজালি ডাক্তার পনের মাথার কাঁটাল ডাক্তার
খুব মজবুদ। বাহা হটক গও রাস্তা ডাক
বাবুর সঙ্গে একত্রে আহার করিবার সময়
গ্রাম মধ্যে অনেক রক্তক অবগত হইয়া
পরে সবিচারে সে সমস্ত কথা লেখা দাইবে।

— ৩৩ —

মকমলের অর্ডার বহুর সহিত জালুপেরেল
মেল হাথা নীচ পাঠান হয় ।

—৩৩—

১৮৭৪ অব্দে স্থাপিত ।

শরচ্চন্দ্র দত্ত এণ্ড কোং ।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ।

প্রস্তুতকারী ।

কলিকাতা মহাসেনার এবং হোমিওপ্যাথিক
ডাক্তারিগের নিকট হইতে ঔষধের উৎকৃষ্টতা
করে প্রমাণ পাওয়া যায় ।

মূল্য সুলভ ।

ওলাউঠা চিকিৎসার ১২ শিলি ব্যবস্থা ও কপূ-
র আদক সহ ৫ টাকা ।

গৃহ-চিকিৎসার ২৪ শিলির বাক্স ব্যবস্থা পুস্তক
৮ টাকা, ২ শিলির বাক্স ১০ টাকা ।

সাধারণ চিকিৎসার ৫১ শিলি ঔষধের বাক্স
ব্যবস্থা ১৮ টাকা ।

ডাক্তারিগের উৎকৃষ্ট বাক্স ২৫ টাকা, কপূর্ণ
ব্যবস্থা ৫০ টাকা ।

উৎকৃষ্ট বাক্স সচিব মূল্যনির্ণয়পত্র
না মূল্যে প্রাপ্য । টিকানা ৫৫ নং কলকাতা
লকাতা ।

—৩৩—

হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় ।

জে. এম. ডাক্তার এণ্ড কোং ।

এখানে ক্রমাগত কয়েকখানি আফ্রিকা লতন
যেবিকা ও জর্জনি হইতে বিস্তর হোমিওপ্যাথিক
ঔষধ, পুস্তক, কক, শিলি ও যন্ত্রাদি আনীত হইয়া

সকল মূল্যে বিক্রয় হইতেছে । এমেল এসসাইক্লো-
ডিয়া মূল্য ১৮০ হানিসাম সো পিউরা মূল্য ২৪

হুই বড় বড় পুস্তক পাওয়া যায় । বিলাতী . ২০০
ম ১১০ নাহারট ১৮০ মিয়ক্রম ১০ এবং ২২ ১/২ ১৮০

সমাবে বিক্রয় হয় । ১২ শিলির ওলাউঠার বাক্স
পুস্তক ৪১ এই ক্যান্ডরমহ ৫৩ নাহারণ চিকিৎসা

পুস্তক সহ ২৪ শিলির ৮১, ৩০ শিলির ১০
১০ শিলির ১৪, ৪৪ শিলির ব্যক্তিগত ঔষধ সমস্ত ১৬

১ শিলির ব্যক্তিগত ঔষধ সমস্ত ২২, ২০০ শিলির
উৎকৃষ্ট বাক্স পুস্তক ও যন্ত্রাদির সহ ৮০ যন্ত্রাদি

৪১০ ও ৫ (ক্যাটেলগ বিতরণীয়) (সবও বাক্সের
বিভিন্ন পুস্তক ও কোটা চাক্ষিকার বাক্স পাওয়া যায়)

কানা ১১১ নং বহুবাহীট, কলিকাতা ।

ঔষধালয় ডাক্তার—মাসেকার ।

—৩৩—

বিশেষ প্রস্তাব ।

সোমপ্রকাশ যন্ত্রে ইংরাজী ও বাংলা নাম
প্রকার কবচর্যক হইতেছে । সস্তত মূল্যে
অল্প সময়ের মধ্যে সুউজ্জ্বল অক্ষরে প্রচারিত
হওয়া সম্পন্ন করিয়া দেওয়া যায় ।

মকমলের বেসকল গ্রাহক কলিকাতার
আসিবেন এবং সহরের বেসকল গ্রাহক
সোমপ্রকাশের মূল্য হস্তে দিতে ইচ্ছাকরেন
কিহারা ১৭ নং কলেজ ট্রাট সোমপ্রকাশ
ডিপজিটারিতে দিয়া রসিদ লইবেন ।
যদি অর্ডার করিয়া ডিপজিটারীতে পাঠাই-
বার প্রয়োজন নাই । যদি অর্ডার কার্য-
ালয়ের ঠিকানায় পাঠাইবেন ।

অমরেন্দ্র কলকাতা পালের অরবার্ণ
বিক্রয় পত্রিক ও ছাত্রদিগের জন্য ডাক মাসুল
সমেত ৩০ টাকা, সোমপ্রকাশের মূল্য নির্ধারিত
হইয়াছে ।

বিজ্ঞাপনস্বত্বাধিগের প্রতি ।

আমরা বিস্তর সভাকার সাধারণতঃ জামাই-
ডেজি, বাহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন বিচার বাহা
করিবেন তাহারা সোমপ্রকাশের পত্রিক গণিত
বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন । এখন
ভিনবার প্রতি পত্রিক ৮০ আনা, তাহার পর ৮০
আনা । ইংরাজী অক্ষরে প্রকাশ হইলে ৮১০
করিয়া লাইন প্রতি বার বরা হইবে ।

বেসকল কর্তৃপক্ষের বিজ্ঞাপন আনানিগের
নিকট আসিবেন, তাহা এখন একবার বিমামুল্যে
প্রচারিত হইবে । অতঃপর বিমামুল্যে মূল্য
নগর্য হইবে ।

ঐচ্ছিক কার্যনাথ বিজ্ঞাপন প্রদীপ্ত
নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি নিম্নলিখিত মূল্যে
ও ডাকমাসুলে কলিকাতা ১৭ নং কলেজ
ট্রাট সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে পাওয়া
যায় ।

উপদেশমালা	মূল্য	ডাকমাসুল
১ র ভাগ	৮০	১০
২ র ভাগ	৮০	১০
নীতিসার ।		
১ র ভাগ	৮০	১০
২ র ভাগ	৮০	১০

৩ র ভাগ ৮০ ১০
বিশেষের বিলাপ ১০ ১০

করখানি একত্র লইলে মাসুলের ডাক
মাসুল ৮১০ লাগিবে ।

ঐউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী ।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটি

সামান্য বিষয়

সমস্তপক্ষে সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য ডাক-
মাসুল সমস্ত বার্ষিক ১০ টাকা এবং বাৎসরিক
৫১০ টাকা । অসমস্ত পক্ষে ডাকমাসুল সমস্ত ৭
টাকা । অসমস্ত পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা বাৎস-
রিকের বিবরণ নাই । শিফক ও ছাত্রদিগের
জন্য ডাক মাসুল সমস্ত ৩০ টাকা দ্বিগ করা
হইয়াছে ।

অগ্রিম মূল্য বা পাঠিলে মকমলে সোমপ্রকাশ
প্রেরিত হয় না । বাহারা সোমপ্রকাশের মূল্য
পাঠাইবেন তাহারা স্ব স্ব নাম প্রমাণ করিয়া
নিম্নলিখিত কলিকাতার কলিকাতা সৌধারপুর ডাকঘরে
ঐচ্ছিক উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্তীর নামে নোট, তত্ত্ব
বরাহ চিঠি, যদি অর্ডার, ইহার অতঃপর বাহাতে
বাহার স্থিতি হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য
প্রেরণ করিবেন । অর্ড আদায় অধিক মূল্য
টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না । মূল্য
নির্দেশিত হইবার পূর্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে
অধিকৃত হইলে অধিনীতি মূল্যকরিত হইয়া দেওয়া
হইবে না ।

বাহারা মাসুল বা বিজ্ঞাপন প্রেরণ করি-
বেন, তাহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা
হইবে না ।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা
করিবে তাহাকে এখন ভিনবার প্রতি পত্রিক ৮০
হুই আনা তাহার পর ৮০ এক আনা দিতে হইবে ।
কেবল ইংরাজী অক্ষরে প্রতি বার ৮১০ করিয়া
লাইন করা হইবে ।

প্রেরিত, সংবাদপত্র, অসম্পূর্ণ পত্র ও প্রাপ্ত
অক্ষতি বেসকল দ্বিগ মাসা দ্বায় হইতে প্রকাশ
জন্য আইলে তাহার মতামত বা কোনটী আইন
বিজ্ঞান বা সস্তত এবং মতাদি দিবেচনা দিবারে
সম্পাদক, প্রচারক বা প্রচারাইটার দায়ী নহেন ।

এই পত্র কলিকাতার কলিকাতা সৌধারপুর
ডাক, হইয়া চাক্ষিকপত্র সোমপ্রকাশ যন্ত্রে
ঐচ্ছিক বাহা প্রমাণ চক্রবর্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার
প্রাক্যালয়ে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় ।

৩৫৫ ছইয়া সংখ্যা ক্রমে মাসে মাসে প্রকাশিত হইতেছে ।

প্রতি সংখ্যায় রয়াল ৪ পেন্সী ৮ করনা আছে ।

১১ পূর্ব পূর্ব প্রচারিত সংস্করণের ২৪ করবার করনা আছে, চতুর্ভুজ ভাষা অপেক্ষা ৩ অধিক

না আছে । নিম্নলিখিত গ্রাহকগণের পক্ষে প্রতি, ১১ পূর্ব পূর্ব ১ এক টাকা মাত্র ।

শ্রীমদ্রামকৃষ্ণকবির ঐক্যার্থে মতাপরগণ নিম্ন আকার

বীস মিকট পত্র লিখিলেই শ্রীমদ্রামকৃষ্ণকবির

মহাপ্রাণীর সচিত্র বস সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে, ১১ পূর্ব পূর্ব ১ এক টাকা মাত্র ।

১১ পূর্ব পূর্ব ১ এক টাকা মাত্র । ১১ পূর্ব পূর্ব ১ এক টাকা মাত্র ।

১১ পূর্ব পূর্ব ১ এক টাকা মাত্র । ১১ পূর্ব পূর্ব ১ এক টাকা মাত্র ।

১১ পূর্ব পূর্ব ১ এক টাকা মাত্র । ১১ পূর্ব পূর্ব ১ এক টাকা মাত্র ।

১১ পূর্ব পূর্ব ১ এক টাকা মাত্র । ১১ পূর্ব পূর্ব ১ এক টাকা মাত্র ।

১১ পূর্ব পূর্ব ১ এক টাকা মাত্র । ১১ পূর্ব পূর্ব ১ এক টাকা মাত্র ।

১১ পূর্ব পূর্ব ১ এক টাকা মাত্র । ১১ পূর্ব পূর্ব ১ এক টাকা মাত্র ।

১১ পূর্ব পূর্ব ১ এক টাকা মাত্র । ১১ পূর্ব পূর্ব ১ এক টাকা মাত্র ।

১১ পূর্ব পূর্ব ১ এক টাকা মাত্র । ১১ পূর্ব পূর্ব ১ এক টাকা মাত্র ।

১১ পূর্ব পূর্ব ১ এক টাকা মাত্র । ১১ পূর্ব পূর্ব ১ এক টাকা মাত্র ।

১১ পূর্ব পূর্ব ১ এক টাকা মাত্র । ১১ পূর্ব পূর্ব ১ এক টাকা মাত্র ।

১১ পূর্ব পূর্ব ১ এক টাকা মাত্র । ১১ পূর্ব পূর্ব ১ এক টাকা মাত্র ।

১১ পূর্ব পূর্ব ১ এক টাকা মাত্র । ১১ পূর্ব পূর্ব ১ এক টাকা মাত্র ।

১১ পূর্ব পূর্ব ১ এক টাকা মাত্র । ১১ পূর্ব পূর্ব ১ এক টাকা মাত্র ।

১১ পূর্ব পূর্ব ১ এক টাকা মাত্র । ১১ পূর্ব পূর্ব ১ এক টাকা মাত্র ।

১১ পূর্ব পূর্ব ১ এক টাকা মাত্র । ১১ পূর্ব পূর্ব ১ এক টাকা মাত্র ।

১১ পূর্ব পূর্ব ১ এক টাকা মাত্র । ১১ পূর্ব পূর্ব ১ এক টাকা মাত্র ।

১১ পূর্ব পূর্ব ১ এক টাকা মাত্র । ১১ পূর্ব পূর্ব ১ এক টাকা মাত্র ।

১১ পূর্ব পূর্ব ১ এক টাকা মাত্র । ১১ পূর্ব পূর্ব ১ এক টাকা মাত্র ।

“ভক্তিরসামৃতসিন্ধু” (পূর্ববিভাগ)

সংস্কৃত মূল, টীকা, টীপনী, বাঙ্গালা অনুবাদ এবং বাঙ্গালা টীপনী সহ ভক্তি বোধক বৈক্য গ্রন্থ মূল্য ১ টাকা ডাক মাসুল ১০ আনা ।

“বেদান্ত সাময়িক” (গৌড়বিম্ব)

(ভাষাকারকৃত) ইন্দ্র, জীব প্রকৃতি, কাল, ও কর্মতত্ত্ব বোধক বৈক্য সিদ্ধান্ত গ্রন্থ (বেদান্তবাক্যের সুত্রিত সংস্কৃত) মূল্য চারি আনা, ডাক মাসুল ১০ অর্ধ আনা ।

পুস্তক দুই খানি আমার মিকট ও সংস্কৃত ডিপ-জিটারি, সোমপ্রকাশ ডিপজিটারি এবং বৈক্য ডিপজিটারিতে পাওয়া যায় ।

শ্রীকালীদাস দাশ রামসবক মল্লিকের পোস্তা । বড়বাজার, কলিকাতা ।

চিকিৎসা-প্রকাশ যন্ত্রের পুস্তকালয় ।

১৮৯ নং বড়বাজার ট্রীট, কলিকাতা । ডাক্তার ঐযত্ননাথ মুখোপাধ্যায় রক্ত বাবতীর পুস্তক এখন হটতে এই পুস্তকালয় থেকে বিক্রি হইবে । এজেন্ট দ্বারা আর বিক্রি হইবে না ।

সরল ভৈষজ্য-প্রকাশ

অর্থাৎ সহজ মেট্রিরিয়া মেডিকী ১ম ভাগ ।

গৃহস্থ ও পাড়াগাঁয়ের ডাক্তারদের জন্যে প্রকাশিত হইয়াছে ।

রয়াল ১২ পেন্সি ৬০০ পৃষ্ঠার বেশী । দাম ১১০ টাকা; ডাকমাসুল ১০০

এই পুস্তকালয়ে পাওয়া যায় ।

ঐপরেশনাথ মুখোপাধ্যায় রায়বাজার

বিশেষ সুবিধা । বিশেষ সুবিধা ।

মফসলের বহুবিধের সুবিধার জন্য আমরা কলিকাতা হইতে বাজার দরে সকল প্রকার জিনিস

বিক্রয় করিয়া পাঠাইয়া দিতে পারি । যাহার যখন

বে কোন জিনিস আবশ্যক হইবেক তিনি সিকি

টাকা প্রেরণ করিলেই উহাকে সত্তর ডাক-পেন্সি

পোষ্টে সেই সকল জিনিস পাঠান হইবে । নিম্নলিখিত

উক্ত এবং স্তর কোং ১৩ নং রাধাবাজার কলিকাতা ।

“বাতুদোষীনার প্রত্যেক পরীক্ষিত ।” সুখ বিম্ব সুখাবিম্ব ।

ইহা সেবনে বাতুদোষীনার, অগ্নিবোম জমনে

শ্রিরের শৈখিল, শুক্রমেহ, অঙ্গ উত্তেজনা

শুক্রপাত, অতিরিক্ত শুক্রকর এবং উত্তেজনা

শিরাপীড়া, শারীরিক দুর্বলতা, বরষণক্তি হীনতা

মানসিক বিষণ্ণতা, হাত পা জ্বালা ও শুক্র

তারলা প্রভৃতি এক নাস মধ্যে নিষ্কর আরোগ্য

হইয়া শুক্র অত্যন্ত গাঢ় ও ধারণা শক্তি প্রাপ্ত

পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে । এমন কি ইহা সেবনে

মাসমাস নবন উপকার ঘর্মে । ইহা যে সকল

প্রকার বাতুর পীড়ার এক নাস নর্যাবন ডাক

অনেক প্রশংসাপত্র রচিয়াছে এবং এই ঔষধ

আরোগ্য হইয়া অনেক পুরস্কার দিয়াছেন । এ

মাসের ঔষধ এক শিশি ২ টাকা ডাক মাসুল

১০ আনা ।

দাঁদের মনোবোধ ।

“কত ও চর্ম্মরোগের মজ্জাপকারী ।” এই ঔষধ ব্যবহারে জ্বালা বহুধা নাই, অথ

বে প্রকারের দাঁদ হটুক না কেন ২৪ ঘণ্টায় নিষ্কর

আবগ্য হইবে । দাঁদ কোচনা, মিথাল, সুজ

বাত, ছুনি (ছোদ) পারার ঘা, খোস, পাঁচ

গরখীর ঘা ও সর্ষপ্রকার ক্ষত বোগ তিন দিবসে

মধ্যে নিষ্কর আরোগ্য হইবে । ইহা কত

চর্ম্ম বোগের অব্যর্থ মনোবোধ । এই ঔষধে পা

নাই ইহা সার্জন মেজর কর্তৃক পরীক্ষিত । দ

ক্তার সচিত্র বলিতে পারি এই ঔষধ ব্যবহার

কেহই নিরাশ হইবেন না । মূল্য প্রতি কো

১০ আনা, তিন কোটা ১০ আনা, ছয় কোটা ২

ডজন ৪১০ টাকা ।

ঐরাজকুমার চক্রবর্তী ।

ডাক্তার পাবনা ।

—৩৩—

১৮৭৪ সনে প্রাপ্ত ।

শরচ্ছন্দ্র দত্ত এও কোং ।

হোমওপ্যাথিক ঔষধ ।

প্রস্তুতকারী ।

কলিকাতা মহামেলার এবং হোমিওপ্যাথি

ডাক্তারগণের মিকট হটতে ঔষধের উৎকৃষ্ট

সম্বন্ধে প্রশংসা পত্র পাইয়াছেন ।

মূল্য স্তম্ভ ।

ওলাউঠা চিকিৎসার ১২ শিশি ব্যবস্থা ও ক

রের আরক সহ ৫ টাকা ।

গৃহ-চিকিৎসার ২৪ শিশির দ্বারা ব্যবস্থা পু

সহ ৮ টাকা, ২ শিশির দ্বারা ১০ টাকা ।

সাধারণ চিকিৎসার ৫১ শিশি ঔষধের ব

ব্যবস্থাসহ ১৮ টাকা ।

বন্ধ পাঠ করিয়া বাহবা লইলেন কি করে? ভাড়াটুক বিপিন বাবু, বাহাদুর পুরুষ ॥ ভাড়াটুক উনিংল শতাব্দীর শেষ ভাগে এসে যখন গলাগাজি করিয়া সাধারণের নিকটে বসিয়া পরিচয় দিতে কে পারে। বিপিন বাবু কখনো যে সকল যুক্তি, প্রমাণ, প্রমাণ নিরাসন তদ্বার সকল স্তম্ভ সনালোচনা করিলেন তদ্রূপ অন্তিম লোপ হয় এবং পাঠকবর্গের ও অন্তিম বিরক্তি জন্মে সেই জন্য বিপিন বাবুর ও একটা কথা নাত্র উল্লেখ করিয়া উভয় অবস্থার অসামঞ্জস্য প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব। বিপিন বাবুর প্রথম কথা এই বিলাত গমন মানা করে অশেষ দ্বিভকর বলিয়া স্বীকার করিলেন ও বিলাত প্রত্যাগত ব্যক্তি মাত্রেই যে আর্থাধিকার বোধোত্তমপন্থা আর সম্বন্ধ নাই। কেন না বাহাদুরের পিতৃ পিতামহের ধর্ম্মে আত্মা থাকিলে ভাড়াটা কখনোই ধনোপার্জননের প্রলোভনে যশীল হইয়া বিলাত বাইতেই না। ইহার অর্থ এই হইতেছে বিলাত প্রত্যাগত ব্যক্তিবর্গের অধর্ম্মের প্রতি আস্থা নাই অথচ বাহাদুরের দ্বারা বেশ কিছুকাল অনেক কার্য সাধিত হয়। ইহাতে বিপিন বাবু একদিকে স্বীকার করিতেছেন বিলাত প্রত্যাগত ব্যক্তিবর্গের দ্বারা দেশের অনেক মঙ্গল সাধিত হইতে পারে। অবার একদিকে বলিতেছেন বিলাত প্রত্যাগত ব্যক্তি মাত্রেই আত্মবিপ্লব ধর্ম্ম প্রদর্শন। এক্ষণে এই দুই বিপরীত কথার সামঞ্জস্য হইতে পারে। আত্মবিপ্লবের সাধনায় সুদৃষ্টিতে ভাবিয়া দেখিলে এই দুই বিপরীত কথার সামঞ্জস্য হইতে পারে। অজ্ঞাতের মঙ্গলকামনা, অথবা বাহাদুরের মঙ্গল কামনা বা শুভ ইচ্ছা ভাড়াটুক এক ধর্ম্ম বুদ্ধি দ্বারা হইতে পারে না। বাহাদুরের দেশের-স্বতন্ত্র কার্য সাধিত হয় বাহাদুরের সমাজের মঙ্গল কার্য সাধিত হয় তিনিই ধার্মিক ভাড়াটুকই ধর্ম্মের প্রতি গভীর ভক্তি আছে। যদি বিলাত প্রত্যাগত ব্যক্তির দ্বারা দেশের দ্বিভকর কার্য সাধিত হয় স্বীকার করা যায় তাহা হইলে ভাড়াটুকই ধর্ম্মের ধর্ম্মোত্তরাগী বলিতে হইবে। ধার্মিক ব্যক্তিগণই দেশের জন্য সমাজের জন্য শ্রমশীল হইবেন। আর বিপিন বাবুর মায় অস্ত্র-শস্ত্র শূন্য ভক্ত ধর্ম্ম হুজী কেবল আর্গা ধর্ম্ম ধর্ম্ম বলিয়া ব্রহ্মা চীৎকার করেন। তাহার পর বিপিন বাবু প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে মাননীয় নবদ্বীপ ও ভট্টপালী দে বাবু বিবরণে তাহা লইয়া নাত্রা চর্চা করিয়াছেন। তাহা এই প্রকারে দেখিয়া নবদ্বীপে তাহা পাঠগণ যথার অগ্রসর হইতে সাহস

করেন না বুকেরা তথার অনাগ্রাস পাবিকণ করে। বিপিন বাবু ইহাতেও কান্দ না হইয়া উক্ত প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থামাত্রা পণ্ডিতগণের আর কোথাও নিবন্ধন হইবে না বলিয়া তর বেখাইতা-ছেন, আমার বোধ হয় এই মতাপ্রবর্তনই উক্ত পণ্ডিতগণের শিষ্যদিগকে উত্তেজিত করিয়া গুরু শাসন বেখাইতেছেন। এক্ষণে গুরুমারা বিবো বা শেখারাই বাচি। বিপিন বাবু আর একস্থলে বড় গভীর চিন্তার সঙ্কিত বলিয়াছেন বিলাত প্রত্যাগতকে সমাজে প্রবেশ করিতে দিলে সমাজ বহুদূর নিম্নলি হইয়া যাউবে এবং তাহা দ্বারা সমাজ মাঝে অনেক দুর্ভাগ্য সাধিত হইবে। আমরা তো একবার কোন সারবর্জ্য দেখিতে পাই না। বিলাত প্রত্যাগত ব্যক্তি দ্বারা সমাজে অনিষ্ট হইবে এই কল্পনা করিয়া ভাড়াটুককে (বিলেবতঃ বাচার) সমাজে মিসিতে একান্ত উচ্ছৃঙ্খল সমাজে প্রবেশ করিতে না দেওয়া নিত্যমুখ্যমুখ্য নীতির কার্য, এবং এরূপ কার্যেও বাহাদুরের হিন্দু সমাজ পরিণামে বর্জ্য সমাজ মানে অভিহিত হইবে। আমরা তো দেখিতে পাই বাহার বিলাত হইতে প্রত্যাগত হইয়াছেন বাহারিগের মধ্যে অধিকাংশ সাধু চরিত্র এবং ভাড়াটা আর্থাধিকার বিবোদী না হইয়া বরং পক্ষপাতী। তরলমাত্র পবিত্র হিন্দু ধর্ম্মের জ্যেষ্ঠতা রক্ষা করিবার জন্য বিলাত কার্য-গতের বাস করিলেন। রমেশচন্দ্র অস্বাভাব্য অধ্য-বসায় ও অজ্ঞান অর্থ ব্যয়ে পুজাপার আর্থাধি-গণের সেই প্রাচীন ধর্ম্মের একই বজ্রাঘাত প্রচার করিয়া দেশের একটা মহৎ অভাব মোচন করিলেন। জাতিমোচন, মনোমোচন, আনন্দমোচন দেশের জ্ঞান ও স্বাধীনতার জ্ঞান বাহাদুর করিতেছেন, তাহা বাহারিগের চক্ষুবিধে অজ্ঞানে রঞ্জিত হয় নাই, তাহারাই দেখিতেছেন। বিপিন বাবু আর এক স্থলে বলিয়াছেন “বিলাত প্রত্যাগত সমাজে প্রবেশ করিলে কেহ কাহারও বন্দীকৃত বা নীতির অঙ্গগত হইবে না।” ইহারি বাবুজীর এ কথা ব্রহ্মা কখনো তিনি জ্ঞানেন না নীতির অঙ্গগত ও সমাজের বাসত্ব এ দুইটা এক জিনিস নহে। নীতির সঙ্কিত সমাজের প্রচলিত আচার ব্যব-হারের বিবাহ বিবাহ অপরিহার্য, আজ সমাজ মাঝে নীতি বলিয়া নির্দেশ করিতেছে হয় ও এক লক্ষ বৎসর পরে তাহাকেই সমাজ বোরতর দুর্নীতি বলিয়া ঘোষণা করিবে। সেই জন্মই পাশ্চাত্য পণ্ডিত বেন ডিউম মিল (standard of morality) সম্বন্ধে রাশি রাশি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াও নীতির আদর্শ সম্বন্ধে কিছুই স্থির করিতে পারেন

নাই। হিন্দুশাস্ত্রেও উহার প্রমাণের অভাব নাই। বিপিন বাবু আর এক স্থলে বলিয়াছেন “বিলাত প্রত্যাগতকে সমাজে লইয়া যখন যখন যখন কাহো যখন যখন বাহাদুরের সমাজ চকিত হইবে।” ইহার অর্থ কি? বক্তা চাহিয়াছেন কি এ জ্ঞান নাই? সে সমাজ মাত্রেই পরিবর্তনশীল, বাহার পরিবর্তন নাই, তাহার জীবন নাই, সে মিলের অপরিহার্য অঙ্গ। যে সমাজের পরিবর্তন নাই সে সমাজ সমাজ মানে অভি-হিত হইতে পারে না। হিন্দু সমাজ সঙ্গীত সমাজ, এ সমাজে চির দিন যখন যখন আচার ব্যবহার প্রচলিত হইয়া আসিতেছে এবং সেই জন্মই আজ পর্যন্ত হিন্দুসমাজ এত সরস ও উদার বলিয়া ভগতে পরিগণিত হইতেছে। বাহারিগের কিছুমাত্র হিন্দু ব্যবহার শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা আছে তাহার যুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন সমাজ তদ্বিৎ আর্গা প্রবিগল বেশ কাল পাত্র বিবেচনায় সময়ে সময়ে সমাজ মধ্যে যখন যখন আচার ব্যবহারের প্রচলন বিধি করিয়া গিয়াছেন। বাহারিগের কিছুমাত্র হিন্দুশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা আছে তাহা বা হিন্দুসমাজের বৈদিক, দার্শনিক ও পৌরাণিক সমাজ বিবরণ পর্যালোচনা করিলেই বুঝিতে পারি-বে। বিপিন বাবু মতান্তর ও কীর্তি-বাসের রামায়ণ পাঠ করিলে সামাজিক আচার ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক বিবরণ জানিতে পারিবেন। বিপিন বাবু আর এক স্থলে বলিয়াছেন “আমরা বিলাত প্রত্যাগত বাবুদের সচ বিপক্ষতাচরণ করিতেছি না।” জিজ্ঞাসা করি বিপক্ষতাচরণ কাঁচকে বলে? একজনকে তাহার পিতা মাতা আত্মীয় স্বজনদের সহ পাণ হইতে ছিন্ন করা ও অজ্ঞাতপূর্বক তাহাকে ধর্ম্ম ও স্বীয় সমাজ হইতে বঞ্চিত করা অপেক্ষা কি বিপক্ষতাচরণ আর কিছু আছে? জন্মদী পুণ্ডিক কোড়ে লইয়া প্রোক্ষণ বিসর্জন করিতেছেন, আত্মীয় স্বজন—বহু দিন পরে প্রিয়তমকে পাঠিয়া আনন্ডিত হই-লেন, এখন ধর্ম্মের দোহাই দিয়া জন্মদীর ক্রোধ হইতে ও আত্মীয় স্বজনের নিকটে হইতে তাহাকে বিচ্যুত করা অপেক্ষা কি বিপক্ষতাচরণ আর কিছু আছে? উপসংহারে বিপিন বাবুকে অগ্রসর করি তিনি তত্তলোক লেখা পড়া শিখিয়াছেন, অতএব আর উনিংল শতাব্দীর শেষ ভাগে যলাহিলির চেষ্টা করিয়া সমগ্র বৈজ্ঞানিক কালি দিবেন না। জালালপুর একান্ত বন্দন ৩রা আগষ্ট ১৮৮৬। জী:-

সোমপ্রকাশ।

১ লা ভাদ্র সোমবার ।

বাঙ্গালার রাজস্ব আইনের ১৫৩ ধারা অনু-
সারে ৫০ টাকার দ্বার দাবীযুক্ত রাজস্বের মকদ্দমা
মিলিতি করিবার জন্য কোন কোন ফলেফের তত্তে
সমস্তি কমতা দিবার প্রস্তাব হইতেছে । এরূপ
সমস্তি কমতা দিলে অর্ধ-প্রত্যর্ধীর উপকার হইবে
কি না তাহা বেঙ্গল ফুলক এই কমতা প্রস্ত
হইয়াছেন তাঁহাদের বিবাই দেখা যাইতেছে ।
ফুলেকবিগের তত্তে রাজস্বের আদায় মকদ্দমা
মিলিতি কর । প্রতিদিন ৪০।৫০ টী মকদ্দমা মিলিতি
করিতে গেলে প্রত্যেক মকদ্দমার ৫ মিনিটের
অধিক সময় দিতে পারা যায় না । ৫।৬ মিনিটের
মধ্যে কোম বিবাকী মকদ্দমার মিলিতি করা আর
চরুতি খেলিকা অর্ধী গভারীর অর্ধী পরীক্ষা করা
সমায় কথা । এই অল্প সময়ের মধ্যে মকদ্দমা
বুঝিয়া, অর্ধী প্রত্যর্ধীর অর্ধী বুঝিয়া বিচার না
করিয়া সিচার কার্য কখনই ফলপূর্ণ হইতে পারে
না । পক্ষগণ বলিয়া থাকেন ছোট আদালতের
একলাসে একলাসে কাণ কাঠ টাটান আছে ।
সেখানে বিচার না হইয়া কেবল অর্ধী প্রত্যর্ধীকে
বলি দেওয়া হয় । সমস্তি কমতা দিলে ফুলেক-
বিগের তত্তেও এতরূপ হইতে থাকিবে । ছোট
আদালতে কেবল টাকার মকদ্দমার এতরূপ বলি
যাত্রা যতদূর অমিষ্ট হয়, রাজস্বের মকদ্দমার বলি
দিলে তাহার অপেক্ষা অধিক অমিষ্ট ঘটবার সম্ভা
বনা । রাজস্বের মকদ্দমা প্রচার সমস্ত অধিকার
ও উপজীবিকা লইয়া মকদ্দমা । এই সকল মকদ্দ
মার বিচার হুজুরগণ যদি কেবল টাকার এতাই-
বার জ্ঞান নে, বো করিয়া সারেন, আর সেই বিচা-
রের উপর প্রচার যদি আর কোন উপায় অবলম-
বন করিবার না থাকে তবেই ক্রমশ ও ক্রম উত্তরে
রেই সর্বমাপ । একটা ৪৯ টাকার দাবীর মকদ্দমার
ফলত প্রচার উপজীব্য দুনি হইতে প্রত্যেক ভোক্ত
বরখাস্ত করিবার দাবী আছে। ফলত প্রত্যেকই সম্ভবায়
অথবা বোঁরশ সমস্ত বিশিষ্ট প্রচার বরখাস্তর বোগ্য
কমতা মাপ করিয়া তাহাকে ইচ্ছাধীন প্রজা
বলিয়া মাজিস করা হইয়াছে । এরূপ ফলে ৫।৬
মিনিটের বিচারে আদার যে উপজীবিকার উপর
হাত পাড়িবে এ কথা সকলেই বুঝিতে পারেন ।
এই প্রস্ত ফুলেকবিগের তত্তে সমস্তি কমতা দিবার
বিষয়টি আদার প্রস্তাবসমীচীর বলিতে পারি না ।

আদারের বিবেচনা হয় যদি বেঙ্গল ফুলেক
ফুলেকবিগের সমস্তি কমতা দিলে চান ত
ফুলেকের অর্ধী ক্রমশ করা কর্তব্য । প্রত্য
চৌকির ৫০ টাকার দ্বার রাজস্বের মকদ্দমা বি
রের জ্ঞান বরখাস্ত হইয়া করিয়া ফুলেক র বি
তবে এই অনিষ্টটি নিবারণিত হইতে পারে ।

—৩৩—

উক্তির প্রস্তাব সত্তর দাবী লীমনাথ ব
পাধ্যাক-বলিয়ার প্রস্তাব সিভিলিয়ানগণ যখন তাহা
আলিবার জ্ঞান বিলাত ত্যাগ করেন তখন তাঁ
বিষয়ক বর্ধতা প্রতিজ্ঞা করিয়া এই মর্মে এগ্রিমেন্ট
মিলিতি দিতে হয় যে তাঁহারা ভারতে আসি
কোন ব্যবসা বণিজ্যের সম্পর্ক বাধিতে পারি
না । ৩৭ অর্ক ৪র্থ, উইলিয়াম নামক দুইটি বি
অগ্রমারে তাঁহাবিগকে ব্যবসা বণিজ্যে চল্লিশ
কবিতে বিশেষরূপে নিবারণ করা হইয়াছে
একদম লক্ষ্য পাইয়াছে যে আসাম টি কোম্পানী
বেঙ্গল কোল কোম্পানী এবং উত্তরগো প্রািন্ট
কোম্পানীতে অনেক সিভিলিয়ানের অংশ আছে
আদার দৃষ্ট বিবাস গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী পক্ষ
সিভিলিয়ানগণও এই সকল ব্যবসা কার্য
তিত্তরে তত্তর সম্পর্ক বাধিয়া থাকেন ।
সম্ভার কথা । বাটবেল লক্ষ্য কবিয়া উ
রূক প্রত্যেক জানিয়া মতপ্রকৃ সিভিলিয়ান
যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়া আসেন তাবৎবর্ষে পদা
করিতে না করিতেই সে সমস্ত প্রকাবে নি
হইয়া যান । আদার আইনের মন্তব্য পদা
করিয়া অর্ধেক খেজাচারিচার পক্ষি
থাকেন । সিভিলিয়ান হুজুরেরা স্ত্রী না মদুনেতি
আদার অর্ধেক আপনাবিগকে প্রকাশ করি
থাকেন ? কেহ কেহ আদার না বাঙ্গালী
বিবাসযাতক বলিয়া গালি দিয়া থাকেন, এই ধ
ধীন ও বেআইনী কার্যে তাঁহাদের খ্রীষ্টপ
সাধুতা ও সত্যপ্রিয়তা কোথায় রছিল ? মাত্র
জের হুজুরেরা প্রাটিকের অগ্রপ্রবে প্রকাশ
ব্যবসাকার্যে যোগ দিয়া থাকেন, বাঙ্গালার এ সক
কার্য গোপনে সম্পন্ন হইয়া থাকে আদার কো
কোন জ্ঞান বাহ্যিকর বোঝানি করিয়া অীর পুর ক
অথবা আদীরগণের মাঝে সওহারী অংশ ক
করিয়া ব্যবসার জাত্যংশ প্রদান করিয়া থাকেন ।
ইহাদের দিকটাই আদার এই সকল ব্যবসা সম্পর্ক
অভিযোগের বিচার হয় । সিভিলিয়ান প্রকৃগণের
পক্ষে একি বড় হুদার কথা নহে ? আদার আসা
দের কুদী কাছিনীতে যে সকল বর্ধবাণের ততি
বুঝি দেখিতে পাই কেবল আসাদের লাভকর

সম্পাদক মহোদয় । বর্ধবাসের অধীন দেবী-
পুরের সিংহ মহোদয়েরা বলিয়ারি কমান্ড লোক ।
উহার ৫।৭ বৎসর পূর্বে একবার দাবী প্রচার
দৌলৎগঞ্জ গ্রামে বিলাত দিতে আসিয়া বেঙ্গল ম
টাকা বর করিয়া যান । এদারও তাঁহাবর-বাড়ী
এদারকার একটা খালিকের প্রত্যাব হইয়া গিরাজ
কিছু বৈষ বিকৃতির অজ্ঞতা ঐকান্ত উপেক্ষিত
মহোদয় তানাত্তরিত হইয়া তাঁহার কতাব বিলাত
দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন । যদিও আদার এই
বিলাতপ্রসঙ্গে অনেক তত্ত লোকের আগমন
অর্ধত খুদীপুত্রি হইতেও বাঙ্গালী বাজি প্রকৃতি তান
সিক খাপার কিছুই লেখিত পাই নাই, তত্তির
সামাজিক বিলাত ও কানাবি কার্যের অনেক বিলাত
আদারের মধ্যগত জানাওঁ বাবু কালিদাস সিংহ
মহোদয় পূর্বেই বিলাতপ্রেক্ষা বড় হুজুর পরিচর
বিলাতম । কতক দিন সমাগত বীন দুইটি
কতির বৈজ্ঞান, অগ্রবাহী, তাট প্রকৃতিতে চারি
আদা আট আদা এক টাকা এক প্রত্যেকেরও বা
তত্তে বিলাত করা হইয়াছিল । এদারকার মধ্য
ইংরাজী ফুলেক জ্ঞান পূর্বাচারের জ্ঞান আদার ১০৩
টাকা দান পাউরাছি । কালীধার বর ১৮ বৎসর
মাত্র, এদারও তিনি অদার করিতেছেন, ফুলিকিত
হইতে পারিলে এরূপ লোকের দ্বারা অনেক আদা
করা যাইতে পারে ।

গত আদার মাসে তাইহাট খালিয়ারি বিলাতী
ফুলেক প্রচার সিংহ মহোদয় তাঁহার আদুপুনের
বিলাত উপলক্ষে দৌলৎগঞ্জ ফুলে ১৫ টাকা বিলা
গিয়াছেন । এই তত্ত লোকটির বিলাত ও সর্বাব-
হার আদার বড় বাধিত হইয়াছি ।

ই, বি, টেট রেলওয়ের প্রচার প্রকৃতি হইতে
দৌলৎগঞ্জ পর্বাতি তিন প্রকাশ ব্যবসায় বাবা
প্রচার মধ্যে প্রায় সকল প্রকারই অজ্ঞান হুজুর ।
আদার মাস হইতে বেড়ার গাড়ী যাতায়াত বড়
হওয়ার তত্তলোকবিগের বৎসরোবাসি অগ্রবিলা
ভোগ করিতে হইতেছে । এই প্রস্ত দৌলৎগঞ্জে
কতকবার বেড়ার অধিবাসন হয় নাই, গত ২৪
ফুলেই আদারের হুজুরজ্ঞান ফুলেগা ডেপুটী
মাজিষ্ট্রেট মহোদয় বেড়ার গাড়ীতে বৈষ হইতে
কিরূপ পর্বাতি আগমন করত প্রচার হুজুর
বিলাত অধিক কষ্ট লইয়া প্রচারপ্রদ করিতে
যায়া হইয়াছিলেন । অচিরে এই প্রচারটির
অগ্রপ্রবে হওয়া উচিত ।

বসুদেব

প্রচারপ্রদ দাস

দৌলৎগঞ্জ ফুলেকের লিখক ।

—৩৩—

[illegible]

— ❁ —

স্বল্পমূল্যে নিউনিসিপালিটির অন্তর্গত কয়েকটি
গ্রামে ভ্রমণকর্ম শুরুর পর তখনই বলা হয়। গত ২০
জুন ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দে ২০০ জন ছাত্রের ও ২০০ জন গুরু
সাহিত্যিক শ্রমিকের কামড়া উঠেছে। বর্তমান শ্রমিক
সংগঠনের মধ্যেই অধিক উৎসাহিত করিয়েছে।
বর্তমান যাঁহাঁ ব্যক্তিগত সম্মুখে পাইতেছে তাহাঁকেই
কর্ম দিচ্চেন করিয়েছে। গত শ্রমিকের দ্বিগুণের
সময় একটি সম্মেলন মহিলা ও ভাষার পূত্র বন্ধকে
একটি সম্পন্ন করিয়েছে যে ভাষার জীবন সংসার
তাইয়াছে। একটি বালকও শ্রমিক বহুশিত
তাইয়া অচেন্তন রহিয়াছে। কোমলীয়া গ্রামে
একটি শিশু সম্মেলন গুরুত্বের বাজীর মধ্যে বহুতে
শ্রমিকের লইয়া গিয়াছে তাহাঁরও বিবরণ গত
সম্মেলন উল্লেখ করিয়াছি। আবার এই সকল
কর্মেরও শুনিয়া বড়ই বিস্মিত হইতেছি। নিউনি-
সিপাল কর্তারা কি করতাবিগের গ্রাম রক্ষা
করিতার জন্য কোমলপ উপায় উদ্ভাবন
করিয়েছেন না? ইতিপূর্বে এই সকল
গ্রামে বলাহের তর হইয়াছিল মধ্যে কিছু ক্ষুদ্রের
সংগে একটি বালিকার আগ দিয়াছে। নিউনি-
সিপাল কর্তৃগণ কি এই সকল দেখিয়া শুনিয়া
নাসিকার সম্পন্ন তৈল দিয়া নিজে বইতেছেন?
বালিকার উপর এই গুরু গ্রামের অধিবাসি-
বিরোধের বন, গাণ নির্ভর করিতেছে তাহাঁবিরোধের কি

এত কেহাসীন থাকে উচিত? গ্রামবাসিদিগের
মঙ্গলের দিকে যদি ইহাদের দৃষ্টি থাকিত তাহা
তইলে বিপদ সমাধৃত হইবামাত্রই তাহার
প্রতীকার হইত। পথে পথে কেবল দুই চারি
কেড়া মাঠ কেনিরা উভারা কি আমায়ের গড়ই
বাধিত করিতেছেন? বাধ্যত মোকের জীবন
সংলগ্ন এমন কার্যে চমৎকণ করিত কেন যে
উদাহরের কল্পনার কর্ণধা হয় তাহা আমরা
বুঝিতে পারি না।

বিউমিসিগালিটী আশাধের পরামর্শ শুভ্রম ।
 বিংশ জন্মের বিমাতের জন্য শুভ্র পুনর্জন্ম দিব্য
 বাক্যবস্ত করিলে চলিবে না । পরমার লোভে
 শৃগাল কুকুর টেঁকাইতে যায় এ অতলে এমন
 লোক নাই । ঔষাধি বিউমিসিগাল কও চাইত
 বন্ধক ও ছিটী গুলি, বাক্য আশাইয়া মিশ্রোক্ত
 কুলী ও বাক্যবিধের দ্বারা এই সকল জন্মবিধের
 সংহার করুন অথবা এক মাসের জন্য একটী
 লোক আশাইয়া এইরূপ কার্যে অতঃপর মনোহর
 করুন । মতেঃ নাম যাহ পুরস্কারের যেমন
 করিয়া রাখিলে চলিবে না ।

— 44 —

অর্থদোহে যে মানুষ কত বিশেষভাবে ভয় ভাঙা পাঠক অবশ্যই জানিবেন যে যেখানে যেখানে। ন্যায়বিচার কলিকাতা পুলিশ আদালতে ভাঙার গোপালচন্দ্র হত্যার নামে একটি প্রত্যক্ষ-ধার মালিস উপস্থিত হয়। ভাঙার গোপালচন্দ্র ময়মনসিংহের মৃত রাজা হরিচন্দ্র চৌধুরীর অধীনে কর্ম করেন কিন্তু তাঁহার মাসিক বেতনের কোন আদায়ক ছিল না। রাজা কেবল মাত্র তাঁহার ঘোরপোষ দিচ্ছিলেন। মধ্যে রাজার কর্মকর্তা মকদ্দমার আদালতে উপস্থিত হইবার জন্য সমন বাহির হয় কিন্তু আদালতে উপস্থিত হইতে বড় বিরক্ত ও অসিদ্ধা প্রকাশ করায় ভাঙার গোপালচন্দ্র রাজাকে এই পরামর্শ দিলেন যে যদি তিনি কিছু অর্থ ব্যয় করিতে পারেন। তাহা হইলে অব্যাহত পাব। একদিন গোপালচন্দ্র রাজাকে বলেন যে ভাঙার কোর্ট সাহেবের সহিত ছোট লার্জার বিশেষ আলাপ আছে। তাঁহা দ্বারা রাজাকে বাতালে আদালতের মালিক হইতে না হয় এইওণ ব্যবস্থাপনা করিবেন বলিয়া ক্রমে রাজার নিকট হইতে ৩০ হাজার টাকা ব্যয় করেন ও কোর্ট সাহেবের আকরিত একখানি জাল রসিদ আনিয়া দেন। তাহার পর ছোট লার্জার প্রাইভেট সেক্রেটারীর আকরিত একখানি

জান রসিক আমজন করেন। ভাঙতে এটরপ
তাদের লেখা বাঁক বেঁকা হেঁচকি আদর্শ
হাজির হটেতে বাঁকজীবনের মত রেখাই
পাউলেন।

গোপালচন্দ্র এইরূপ কৌশল জাম বিচার করিয়া কিছু দিন অভিযাহিত করেন। ইতিমধ্যে রাজা পীড়িত হইয়া কলিকাতার হাস্যভাগ করেন। পূর্ক হইতে ইহার পুত্রের ডাক্তার গোপালচন্দ্রের উপর সন্দেহ ছিল। এই সন্দেহ ক্ষেত্রে বক্তৃতা শুধায়ত্ত তিনি মিঃ কর্ণেলকে এই বিষয় অবগত করেন। মিঃ কর্ণেল কতকগুলি চিঠির পুনর্মিলন চেষ্টা অর্পণ করেন। এই সকল চিঠি পাঠের কোন খানিতে স্ট্রটসেনফোর্টারী সার্জ কিংসলি, কোম খানিতে সার্জ রিপার, কোম খানিতে সার্জ রিডাল উদয়নের নাম আঁকরা আছে। ইহার আরও করেকটি শব্দতার কথা পুনর্মিলনের অভ্যন্তরীণ একান্ত পাঠ্য আছে। ইনি ১৮৭৬ অব্দে জাম সার্জিক্যালটে বাবিল করিয়া মেডি'কল কলেজে প্রবেশ করেন। তিন বছর পরে এই অধ্যয়নার কথা লইয়া ধোনাযোগে উদ্ভিত হওয়ার ইচ্ছা কালেজ ছাড়িয়া প্রস্থান করেন। কিছুদিন পরে এলাহাবাদে এম্বি ডিউগাহি লইয়া ডাক্তারী করেন। সেখানে ডাক্তার জাহাজীর কথা একান্ত হওয়ার কলিকাতায় অভ্যাগমন করেন। পুনর্মিলনে এই সকল ঘটনা সম্বন্ধে ডাক্তার কোর্ট সাহেব ও সার্জ রিডাল উদয়নের জ্ঞানমন্দির লওয়া হইতেছে। ইহার উল্লিখিত কথাগুলি সম্পূর্ণ মিথ্যা বস্তি একান্ত কার্য্যক্ষেত্র। গোপালচন্দ্র এক্ষণে হাজার টাকার মোচনখাও পাঁচ হাজার টাকা করিয়া দুইটা জীবন বিক্রাছেন। আবার মৈয় চোলের মাঝিষ্টেটের নিকটে এই নকল হইতেছে। বিচার কিরণ হয় পরে একা

হইবে।

—●●—

উদার নৈতিক সম্প্রদায়ের ন্ত্রিভুক্তকালের অব
সান হইয়াছে। বুদ্ধিশীল সম্প্রদায় রানবও দ্বার
করিয়া ইংলণ্ডের উচ্চমঞ্চে উপবেশন করিয়াছেন
এখন লর্ড র্যাণ্ডল্ফ চার্কছিল প্রজাবর্গের অধি
নায়ক হইলেন এবং আর রিচার্ড ক্রস্‌ তার
বর্ষীয় ভেট সে-ক্রোটারিও পদে বৃত্তি হইলেন। ল
র্যাণ্ডল্ফ চার্কছিল সবদে আমরা আর কি প
চয় দিক? তিনি যে ভারতের ভেট-সেক্রেটারির প
প্রাপ্ত হন নাই ইহাই আমাদের পরম সোঁতাগ
একবার আমাদের শাসনভার হস্তে লইয়া চার্কছি

[illegible]

— ৩৩ —
 ভারত সভা মাতৃহৃদয়ের কলসী অশ্রু
 ঘোচন করিয়াছেন।”

একজন সংবাদপত্রের লেখক আছেন, তাঁহার
উল্লিখিত নামে চট্টা, আন্দোলনের নামে বর্ণীভূত।
কোন একটা নৃত্যময় বিশ্বের আন্দোলন-উঠিলেই
অন্যি তাঁহারের শিরে রাজ্য পড়ে, অন্যি তাঁহার

[illegible]

অধিকাংশ জুরী বেয়রপ রায় প্রকাশ করিয়াছেন
মজ সাংকেই ইচ্ছা করিলে সেইরপ রায় দিতে

[illegible][illegible][illegible]

'ভাষাভাষ্য' পুস্তিক ও 'স্বাধীনতা' পুস্তিককে ভাষা
 অঙ্গভাষ্যক' বলা হইতে পারে। 'স্বাধীনতা' পুস্তিক
 পত্রিক প্রকাশ হইয়া বহু সুপ্রসিদ্ধ চাপিত হইয়া
 তবে ইংল্যান্ডের সুপ্রসিদ্ধ এডভোকেট উইলিয়াম
 সত্যাসত্য' ডিউরীও কর্তা 'কমন্স' রপ্ত বকের
 সাধারণতঃ মতে। 'স্বাধীনতা' পুস্তিককে ভাষা
 সংবাদপত্রের 'স্বাধীনতা' পুস্তিক-কল্পিত
 সাধারণতঃ উপকার হইবার সম্ভাবনা হবেই
 উচিত। ভাষা প্রকাশ করিতে হয়। উক্ত বি-
 শ্বের ভিতরে যদি 'স্বাধীনতা' পুস্তিকের
 সম্পাদক কেমন করিয়া ভাষা প্রকাশ করিতে
 পারেন? প্রকাশ করিলেই বা সাধারণের
 ভাষাতে উপকার কি? সেই জন্যই 'স্বাধীনতা'
 বিধান আছে কোন বিধি প্রকাশ করিলে ভাষাতে
 সাধারণের উপকার হইবে সম্পাদক যদি এইরূপ
 সরল বিজ্ঞানে সংবাদ পত্রিকার ভাষা প্রকাশিত
 করেন, তবে তিনি মানবজাতির অপরাধে অপরাধী
 হইতে পারেন না। যদি উচিত হয় তবে সত্য
 বকের প্রেম মনোবাহ থাকে অথবা যদি 'স্বাধীনতা'
 কেবল অপরাধ করাই সম্পাদকের অভিপ্রে-
 ত হয় তবেই তিনি সামাজিক পক্ষে অপরাধী। টেটস
 যান সম্পাদকের সহিত মিলাতের কোন মনোবাহ
 ছিল না, মিলাতের অপরাধ করিবার উদ্দেশ্যে
 উচিত ছিল না। কেবল সরল বিজ্ঞানে সত্য
 রূপের দলিলের জন্য একটা পুস্তিক অপ্রচার
 প্রতিবিধান করিবার মানসেই 'স্বাধীনতা' লেখন-
 যার প্রকাশিত হইল। যদি ইচ্ছা হইত তাহা
 অপরাধী বলিয়া ধরা পড়েন তবেই গবর্ণমেন্টে
 সুট উত্থাপন ও বরা পড়িবে। তবেই সংবাদ পত্রিকার
 সম্পাদককে বুঝিতে হইবে যে সুপ্রসিদ্ধ
 'স্বাধীনতা' পুস্তিক অপরাধ হইয়াছে। আমরা
 জাতি ও কের্মানির কথা স্মরণিত হইয়া
 উচিত ভিতর দিয়া গবর্ণমেন্টের অগাধ উত্থাপন
 হইয়াছে দেখিতে পাইতেছি। সুপ্রসিদ্ধ 'স্বাধীনতা'
 নত। যদি এইরূপে অস্বাভাবিক দ্বারা দ্বারা কেমন
 তবে তবে ভাষার মত দেখে হইয়া আমরা আর কি
 করিব? আমরা উৎসাহ চিত্তে এই মকদ্দমাটী
 উপর দৃষ্টিনিবেশ করিয়া আছি—কল বাহ
 হইবে ভাষারই উপর সুপ্রসিদ্ধ প্রভু আদর্শ
 নির্ভর করিতেছে। আদর্শের সহায়, গিগা
 বিস্তৃত থাকিবেন না। সকলেই এ সংবাদ
 উচিতের মত প্রকাশ করুন, সকলেই বাধ্য
 এই মকদ্দমাটীর অধিকার হয়, একজন জজ
 হস্তে গবর্ণমেন্টে বাধ্যত সুপ্রসিদ্ধ আদর্শ
 বিধান সাধন না করুন, ভাষারই জন্য সত্য

উন। দূর হইতে আসা যেন। বইতেছে তাহারে
মিষ্টতা থাকা কোম মনেই কর্তব্য নহে।

—৩৩—

এট্রাল পরীকার প্রস্তাবিত

পরিবর্তন ।

কৃত্যসমূহে হই ২২সব এট্রাল পরীকার কল
বিধি। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ চিন্তিত হই
ছেন। এট্রাল পরীকা বিশ্ববিদ্যালয়ের
পক্ষে ধার। ছাত্রবিগের পক্ষে এট্রাল পরীকা
বতাদের সিংহাসন সমস্ত ও সুগম হওয়া একান্ত
আবশ্যক। বেসকল বালক এট্রাল পরীকার
কৃত্যসমূহে বহু তাহারে বহু পতকরা ১০ জন
চক্ষু পরিভাগ করিয়া অর্থোপার্জনের চেতনা
হবে। অর্থোপার্জনের উপায় কেবল মাত্র কেরানী
গণি। এই সকল বালককে বিশ্ববিদ্যালয়ের
রক্ষণে হইতে হইয়া বিদ্যা বিশ্ববিদ্যালয়ের
কর্তৃপক্ষ কেবল যে তাহারে শিক্ষার পথ রোধ
হবে তাহা নহে, কেরানীগণি বহু করিয়া
হলেন। প্রবেশদার যদি সুগম হয় বালকরা
ব বার ভিতরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করে।
খম উদ্যম বিকল হইলে দ্বিতীয় উদ্যম আর
হাতিগকে অকৃতকার্য হইতে যেন। বার না
করা উচ্চশিক্ষারও বিলম্ব বিস্তার হইতে
কেন। সেনেট সভার গত অধিবেশনে এই বিষয়
হইয়া তুফুল আলোচন হইয়া গিয়াছে।
চাপতি কটন সাহেব যিনিরাছেন এট্রাল পরী-
কার জন্য বেসকল পুস্তক নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহার
প্রতি যদি পরিভাগ করা কর্তব্য। বিদ্যালয়ে
প্রতিষ্ঠা বাধিতার কোন আবশ্যক নাই। সুরক্ষা
গণের বহু ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটবিগের পক্ষাতি
ন। কেত্র বিজ্ঞান শিক্ষা আবশ্যক বলিয়া নিয়ম
হলেন তখনই এট্রাল পরীকার পরিবর্তন প্রতি
হবে। এক্ষণে এই পুস্তক যদি রাখিলার আর
কোন আবশ্যক করে না। ইংরাজি ও সরল গণিত
পক্ষাতি নিত্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু দ্বিতীয় ভাষার
প্রশ্ন কোন কার্যকারিতা দৃষ্ট হয় না। এট্রাল
পরীকার একটা নিয়ম আছে যে পরীকারি যিক
কোন বিষয়ে উচিত মত মতর পাইয়া কৃতকার্য
হইতে হইবে। সে নিয়মটা পরিবর্তন করা উচিত।
কোন ছাত্র যদি এক বিষয়ে অধিক মতর পায় এবং
আর একটা বিষয়ে কম পায় তবে নির্দিষ্ট সংখ্যার
মত হইলে তাহারে পাস করা যাইতে পারে।
এ, এ, ক বি, এ পরীকা সম্বন্ধে কোন পরিবর্তন
কোনকালে পরীকার জন, প্রকৃতি বাহ্যে

অনির্দিষ্ট হয় পরীকারগণের সে দিকে
গোঁড়া কর্তব্য।
বাহু কৃতকার্যী সেনা যতেন 'দ্বিতীয় ভাষা' উদ্ভা-
ইয়া যেতারা কোন মতেই কর্তব্য নহে। রো
সাহেব ভিতরকারি বাজালীর ইংরাজি ভাষার কোন
বোঝা না থাকে। তিনি মনে করেন 'বাজালীর
পক্ষে ইংরাজি ভাষা শিক্ষা করা বিতর্কনা যাহ।
তাই বাজালীর ইংরাজি বোঝিলেই তিনি একটা
না একটা দিকনির্দেশ করিয়া বসেন। বো বসেন
ইংরাজি ভাষা শিক্ষার জন্য এট্রাল পরীকার
যে বাল্যবস্ত আছে তাহার কোন পরিবর্তন
আবশ্যক করে না। তাঁল ইংরাজি না শিখিলে
যে কত বড় দোষ বর্ত্তি তাহা তিনি বিশ্ব পোষ্ট-
মেন্টের একাংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়া দেন।
কেবল দেখান নহে। তিনি যিনিরাছেন লেখকের
এই বিস্তৃত ইংরাজি প্রকাশ করিবার পূর্বে চেয়ার
কুমার একজন ছাত্র ধার। সংশোধন করাইয়া লইলে
ভাল হইত। ডাক্তার রাজেন্দ্রনাথ রো সাহেবের
এই শিক্ষণ না সহিত পারিভাষিক বাজালীর
পক্ষে মতরাতির ইংরাজি ভাষার পরিবর্তিতা লাভ
করা সম্ভব নহে। উদ্ভাট এক জন বাজালীট আবার
কোন বিশিষ্ট নাম ইংরাজ বৈজ্ঞানিকের ভাষার
ব্যাকরণ দোষ দেখাইয়া অপব্যস্ত করিয়াছিলেন।
আমরা এ বিষয়ে লইয়া কোন কথা বলিবার অধি-
কারী নহি। এই পক্ষ যিনিরা পাঠি এংলো-
ইণ্ডিয়ান হাউসেরা বসেন বাবুবেটা রো সাহেব ও
ডেমনি বাজালী ছাত্রবেটা। ছেলেরা এট্রাল পরী-
কার যে অধিক কেস হইয়া আসিতেছে রো
সাহেব তাহার অন্যতম কারণ। আমরা রোর
ন্যায় শিক্ষককে পরীক্ষক পদে অধিষ্ঠিত হইতে
কখনই ইচ্ছা করি না।

এবার এট্রাল পরীকার জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ
হইতে অনেকগুলি বাজালিকে পরীক্ষক নিযুক্ত
করা হইয়াছে। ইহারে হস্তে অধিক ছাত্র পাস
হইবার আশা আছে। বিশেষতঃ বৈজ্ঞানিক পরিবর্ত-
নের প্রস্তাব হইয়াছে তাহাকে ছাত্র বা শিক্ষক-
গণের অসন্তুষ্টি হইবার কোন কারণ দেখা যায় না।
আমরা কটন সাহেবের প্রস্তাবগুলি সম্পূর্ণ অস-
মোহন করি। কেবল দ্বিতীয় ভাষাটা উঠাইয়া
বিহার পক্ষপাতি হইতে পারি না। একে সংকৃত
ভাষা শিক্ষা করিবার প্রকৃতি ছাত্রগণের ভিতরে
এক প্রকার লোপ পাইতেছে। তাহার উপর যদি
বাস্যকাল হইতে সে প্রকৃতির সহায়তা না করা
হয় তাহা হইলে ইংরাজি শিক্ষকের ভিতরে
সংকৃত ভাষার আর আদর থাকবে না। ছাত্রগণ

এট্রাল পরীকা বিধি সমস্ত সংকৃত সাম-
বাকরণ শিক্ষা না করিলে এ, এ, ক বি, এ পরী-
কার যে সকল ছাত্র তাহা ও সাহিত্য নির্দিষ্ট
আইটে ভাষা কখনই অধ্যয়ন করিবার সমর্থ হইবে
না। এরূপ গোঁড়া কাটরা আসার জন্য বিদে
সংকৃত ভাষা শিক্ষা ছাত্রের পক্ষে বিধি কটক
হইয়া উঠিবে এবং পরীকার বিধি সমস্ত অসম-
ভাব সংকটেই অকৃতকার্য হইয়া যিনিবে। বাজালী
উচ্চ, উচ্চিরা তিনি ইংরাজি অধ্যয়ন দ্বিতীয়, ত্রি-
মতঃ ও আদ্যেতঃ এইমাত্র হইয়া।

ইয়োরাপীর সমাচার

লণ্ডন ৩ টি আগষ্ট; ১৯৩৭। এট্রাল পরীকার সমস্ত
সেবেসেল নিযুক্ত হইয়াছে।

কোনকটর বাজালী পূর্বমত চলিতেছে এবং সেপালকা
ইন্ডাস্ট্রি বহু ভাষা হইতে।

ইউরপ সগরে মেডারের নিয়ন্ত্রণ মতে ১০০ জনতমীর এ
উপনিবেশক উচ্চ মগর সাপেতে বিজ্ঞানসম্মত তথ্য তাহারে
সহায় উপলক্ষে একটা প্রকৃত ভাষা হয়।

গোম ও আগষ্ট; পাল বাজালীসে সেনার আগলিয়া ও পিকি
তাহার প্রতিবিম্ব নিযুক্ত হইয়াছেন। গোলের বহুভাষা এক
দ্বিতীয় প্রতিবিম্ব থাকিবে।

লণ্ডন ৩ টি আগষ্ট, টাইমস নিবন্ধেছে। তাহাৎবের বাজালী
কৃত্যসমূহ এক্ষণেছে ব্যাপার বিদ্যাকম সকলের মনোবা
আকর্ষণ করিতেছে। টাইমস নিবন্ধ করেন, ভর আস যাই
না যাইতেই ইংরেজর কৃত্যসম্মত মনো একটা ছাত্র কনি
বসিবে।

লণ্ডন ৩ আগষ্ট; মেসি মি রন টি ওয়াটাল সাধারণ বি
সের অস্ত্রা (সেক্রেটারী); এ, বি, কর্তৃক যে বিভাগের সে
টাই, তখন রক্তিক মসখিক বিভাগের আর বাজে সেক্রেটারী
নিযুক্ত হইয়াছেন। সেবোক্ত পদটিতে মেসি হেনরী এস
কোট সাহেব নিযুক্ত হইলেন, এ সংবাদ অসম্ভব।

কন্ট্রোলিনোপল ৩ আগষ্ট; আহরন সুতহার পাল ভাষা
সেনার অধিক নিযুক্ত হইলেন, এই সংবাদে মূল নাই, (ভি
একদে নিবন্ধেই থাকিবে)।

লণ্ডন ৩ আগষ্ট, টাইমস বলেন, বাজালীর জীবিত
মাতলকে বাজালীর বর্ণনা পদ আর্পিত হইয়াছে; কিন্তু তি
উচ্চ এক প্রকারেই তি ক বলা হয় না।

লন্ডন প্রাক্তন মেসিমেড প্রোভিডেন্সের লন্ড নিযুক্ত হই
ছেন।

সেন্টপিটসবার্গ ৩ আগষ্ট; সেন্টপিটসবার্গ প্রকৃতি
টাইমে সীমা সম্বন্ধে যে মেসিমেড উদ্ভি ছিল তাহা মি
গিরাহে।

লণ্ডন ৩ আগষ্ট; অধ্যাপকসিমে লন্ডন সমস্ত আইরিশ
পণের একটি অস্ত্র হইয়া গিয়াছে, পাবেল সাহেব উচ্চ
সম্প্রদায় হইয়াছেন। - স্ত্রীসম্মত হওয়ারেই (কতক ভাষা
তাহা নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য তর্ক হয়। স্ত্রী সাহেব এর
মারিমেড সাহেব প্রবর্তিত প্রকৃতিসম্মত আইরিশ বসেন
দ্বিতীয়। তাহার আও বসেন বাজালী প্রাক্তন এংল
বর্ত্তিত হওয়া বিভাগ আবশ্যক হইয়া উঠিবে।

তীর্ণ হইয়াছেন কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এই বিল সার্ভিস পরীক্ষার একজনও ভারতবাসী তীর্ণ হইতে পারেন নাই ।

আমেরিকায় তীব্র জলপ্রপাতের কথা শুনে কলিফোর্নিয়ায় । এখানে নামে একজন রাজা সেই প্রপাতের পতন স্থলে এক পিণ্ডার ঘাট প্রতিষ্ঠা করিয়া পতন স্থল হইতে ৬ বাউল দূর উঠিয়াছেন । পিণ্ডার প্রাণ কতদূরক ভয়ানকী পুর হইতেছে । আর এত সাধা সাধা কথা ।

জলপ্রপাতের বন ৩ ঠিকার মান বোঝা হয় অনেক অসঙ্গত আছে । সেট প্রসিদ্ধ লোকের সাহায্যে নিজ নাম চিত্রবরদীর কীর্ত্তির নাম লক্ষ টাকা খরচ করিয়া বিলাতে প্রদর্শিত করিয়া একটা হাসপাতাল নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন ।

জলপ্রপাতের অপর ইচ্ছা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন ।

জনকোষ নামক এক জন আরও বসী হাই-ব্রাউন আসিয়াছেন । তিনি মাঝি পার্সি ডাকা

কর ক্রমে ক্রমে পারেন, কিন্তু অীরমাতৃতা

ক প্রকার কলিফোর্নিয়া গিয়াছেন । জনকোষ বলেন

বৎসর বয়স্ক কালে ডাকাতকে বন্দী করিয়া আক

ন রাজ্যে লইয়া যাওয়া হয় । সেখানে তিনি

জাতি ভাবে বাস করিতে ছিলেন । ইংরাজ সিন্ধ

মিসনের সঙ্গে পলাইয়া আসিতেছেন ।

বীরাটবাসী হিন্দুগণ বলাচিহ্নের বিরুদ্ধে

কটী আইন করিবার জন্য বক্তৃতাটের বিকট আবে

ন করিয়াছেন । ডাকাতরা যেমন ঘরের ঘর ১৬

কড়ার বস ১২ বৎসরের খুন হইতে বিনা

গাং বাবদা করা কর্তব্য বোধ ।

বসকল বিজোহী বণ ইংরাজের বস্ত্রপত হইয়াছে

ডাকা লকলেই তরুণ বয়স ১৭ হইতে ২৪ বৎস

র উচ্চ কাহারও বয়স হয় নাই ।

সারউইলার্ট বেদি ছয় মাসের জন্য বিলম্ব লইয়া

লাতে বাইতেছেন । আর চার্লস বার্ণাড ডাকাত

দে নিযুক্ত হইবেন ।

অধনর্গদের কারারোধ সম্বন্ধে যে পাণ্ডুলিপি

ছুত হইয়াছে তৎ সম্বন্ধে ব্যবস্থাপক সভা পুন

লিক সভার সভ্যগণ চাহিয়া পাঠাইয়াছেন ।

আরোহ উঠাইয়া দেওয়াই বোঝাই গভর্ণমেণ্টের

ভিন্ন আশা করি বধিক সভারও এইমত হইবে ।

বিলাত হইতে ভারতে একজন ক্রিকেট ক্রীড়ক

নামসী হইতেছে । কোন কোন সচিবাত্মী বলেন

ইংরেজ দ্বারা আনাগেব শরীর চাকার জরিয়া

ইং । একজন হাস ক্রীড়ক আসিল গে, য হয়

নাম এক একটা নমাবীর হইয়া নোড়াইব ।

ইটালি দেশের একজন বিজ্ঞানীও একপ্রকার

জীব তথ্যবিজ্ঞান করিয়াছেন । ইয়া পান

করিলে কুখ্যাতক্য থাকেনা । বিব ভবন করিলে

বেশের কোন অমিষ্ট করনা । সে ব্যক্তি নিজে

অতিথি চারি গ্লাস জল খাটাই আণ ভারত করে ।

বিব ইয়াং বেখিয়ার কল্যাণ করিতেছে ।

কিনজিট্ মিসর নীচুই ভারতবর্ষে কীরিয়া

অসিবেন । প্রাকটোমর সচিত জনপ্রাইটের বিম

কণ সৌভাগ্য আছে কিন্তু আইরিস বিল লইয়া

উত্তরের মতাকর হইয়াছে ।

হুজির ওণ একমুখে বলা যায় না । বেখানে

অনেক লোকের বাস এক পল্লী হুজির হইলেই

লেখানকার কুখিত বায়ু বিনষ্ট হয় । খোপার যেমন

কাপড়ের বলা পরিহার করে সেমনি বায়ুতে যত

অপরিষ্কৃত পদার্থ থাকে তৎ সমস্তই হুজির ওণে

সংলগ্ন হইয়া য় । লোকে মনে করে গর

হানই আশ্রয় উপযোগী । কিন্তু বেখানে অধিক

লোকের বাস সেখান হুজির অত্যাধিক বাক

প্রকার রোগের উপস্থিতি হইয়া থাকে ।

যদিপুরের বজারাজ ডাকার রাজ্য ও প্রজা

বর্গের উন্নতি আশ্রয়ক্ষেপে বিলম্ব চেষ্টা করিতে

ছেন । যদিপুরের জমল হইতে কাঠ লইয়া যদি

পুরবাসী এখন বিলম্ব ব্যবসা করিতে পারিবে ।

বায়ু রাসায়নিক পাণ্ডা ৮ জন হাসপাতালের জীবনী

লিখিতেছেন । কক হাসের জীবনী বনবাসীর নিকট

আমাদের মত হইবে । আমরা আশা করি ককবাস

সম্বন্ধে যিনি বক্তৃতা অবগত আছেন তিনি তাহা

বখা সময়ে রাসায়নিক বায়ুকে জ্ঞাত করিবেন ।

বিলাতে সৈন্ত সনাতন সহকারে আর একটা

মিসন প্রেরিত হইয়াছে । গভর্ণমেণ্টের কেমন

একটা মিসন প্রোগ্রাম জড়িত ।

লর্ডপ্রিন্স ডাকার পাচককে ৮০০ পাউণ্ড

খেতন দিয়া থাকেন । এমন সব কি আর আরও

বর্ষে বেখিতে পাওয়া যায় ?

ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মিঃ ইলবার্ট ভারতবর্ষ

ভ্রমণ করিয়া বাইতেছেন । ইলবার্ট ডাকার কনান

পরিচিত পাণ্ডুলিপি লব্ধ ভারতের কৃতজ্ঞতা

ভ্রমণ হইয়াছেন । ইনি ব্যবস্থাপক সভায় যে যে

আইন প্রবেশ করাইবার চেষ্টা করিয়াছেন । সকল

জিহ্বা কুণীতি মত । ইলবার্টের অত্যধ আশা

দের বাস্তবিকই রূপ লাভক হইবে । ডাকার পদ

এবস্থাপন আর একজন সভা মিলিমে কি না

সম্ভব ।

সার আর কস্ ভারতীয় স্টেট সেক্রেটারি পদ

নিযুক্ত হইয়াছেন । কস সাহেব যখন লোক

মতেন । তিনি যে কয়দিন অগার সেক্রেটারি

ছিলেন তাহাতে ডাকাকে ডাকারও কোন অমিষ্ট

করিতে দেখা যায় নাই । এখন উক্ত পদ তিনি

উঠিয়া কি করেন দেখা যাক ।

ভ্রমণকারির পত্র

উত্তিষ্ঠা ।

আমি ভ্রমণ করিতে করিতে গত ৮ ভ্রমণকার

সময় জিজ্ঞাস্যার্থে উপস্থিত হইলাম । মত

কত আশা কত আশঙ্কা, যখন এতদবস্থায়

বর্ধিত হইতেছিল, তখন একজন মনে মনে

রচিয়া গেল । দেখি, লোকে লোকাবলা, বসিয়া

উঠিবার ক্রম নাই ; ভ্রমণকারী সমস্তই দুর্বলা

ভ্রমণকার বন্ধিদের সিংহদ্বার সমস্ত ক্রম অবসাদ

একত্রীণ্ড করা রক্ষিত । ডাকার মধ্যে কেবল

করিয়া ভ্রমণকারের মর্মান্তিক জ্ঞাত করিতে হই

জীবনশাশা বিসর্জন দিতে হয় । আর ডাকার

আজ তাহার ভাগ্যই ভয়াবহ । মত প্রসঙ্গ

করিয়া যে আনন্দলাভ করিলাম আমনকাজ

প্রবেশ করিয়া ডাকার বিহারবাসী প্রাণে চইল

পূর্বে যে মতপ্রসঙ্গে ৮ পরসার এক ভ্রমণ ই

পূর্ণ হইত এখন তাহাতে ৮/১৫ দিনও সেরা

না । ডাকার উপর আবার পাতাবের পর

লগ্না উপস্থিত আছে । কোন মত ঠাকুরকে

মর্মান্তিক করিয়া ডাকার করিলাম । পশ্চিম

ডাক । প্রত্যেক চট বা আড়াতে ২/৩ টা

কৃতজ্ঞতার পারিত আছে । কটক হইতে পূ

পর্যন্ত পৌর্ণিমা সারের ন্যায় লোক গমনাগমন

করিতেছে । এবার আর ৭০,০০০ ডাকার

সমাগত হইয়াছিল । কটকে কলিকাতার

বায়ুর জাহাজের একেট (জাহাজের নাম কাসু

বেল সাহেব ও অন্যান্য কর্মচারিগণ বোট

অপেক্ষ করিতেছিল । বজ্রিগণকে তাহা

জাহাজে লইয়া বাইবার মিনিত মানা

প্রয়োজন হইয়াইতে লাগিলেন । তাহারা বলি

৮ আশ্রয় জাহাজে মত স্থিতি, কোন

নাই । আর যদিও এখান হইতে বাই

মজলদর প্রান্তে কলিকাতা পৌছিতে । আন

চাঁকখালি বাইব না । আশা করা

আমাদের জাহাজ অপেক্ষ করিয়া আছে ।" এই

রূপ বিখ্য প্রয়োজন দেখাইয়া ৩ টাকা

এক ঘনি টিকিট দিয়া আমাধিগকে বোট

ইয়া লক । ডাকার পর যখন

জাহাজের মধ্যে আনিয়া এই

জাহাজ আসিতে

বুলিয়া বাজিগণকে অগ্নি

বোট হইতে নামাই

দেয় । মাঝিরা দেখি

কোথার বা কি । তখন

কি করি কিছু

কবি

ম পারিয়া

চলিতে

লাগিলেন । তখন

হইতে

প্র

কি মাইল দূর করেকখানি জীর্ণ ভূখণ্ডে সমা-
ধিত অর্ধজনগণ বসিলেন ও অত্যাচার করিল।
একখানি লোকের আশে তাহাদেরই বাড়ি-
গকে থাকিতে হয়। করেকটি ভবনসমূহ।
লোক বাতির সঙ্গে মোট বাট অনেক ছিল।

ভাষা কি করেন; ভাষা মুটে মাই আর আপ-
নাও আপনাদের মোট লইয়া চলিতে সম্পূর্ণ
নয়। জাহাজের কর্মারা জীলোকগণকে এই
বর্ণনায় কলিমা চলিয়া গেলেন আর বাড়িঘরের
ভিত্তি একসর ও ভাঙাইলেন না। সেখানে ডিস্ট্রিক্ট-
কোর্ট পুনিব ছিলেন। মজরমপুর রিবাসী জনৈক
জাহাজ উক্ত বিবরণী ভাষার গোচর করায়
লিখি লইলেন। একটা পীড়িত লোক
ছিলেন বহিঃ উদ্যার আর কিছু দিন বীড়িয়ার
আশা ছিল কিন্তু এই সর্বট পর অবসার পড়িয়া
তিনি মানবলীলা মজরম পূর্বক বস্ত্রধার হস্ত হইতে
কৃত হইলেন। এই বিবরণ মজরম পড়িয়া একটা
লাফের ওয়াল গেল আর লত লত লোক ব্যস্ত
পড়িল সংসারী লোকের অর্থপিপাসা কি
কি? এত গুলি লোকের জীবন অপেক্ষা
জাহাজের অর্থপাওজন এত প্রিয়, গবর্ণমেন্টের
জাহাজের উপর মজরম রাখা উচিত। কি করি
বৈধ মনের সর ভাল? বাহা ঈশ্বরের ইচ্ছা
জাহাজে হয় ইত্যাদি বাক্য দ্বারা মনকে কোম মতে
পাশ করিয়া কোম মতে দুই দিন জলবাসের পর
য জাহাজে উঠিলাম বলিয়া নিশ্চিত হইলেন
গোম। “যেই অর্গে গেলেন ও বাস ভাষেন”।
যখন জাহাজের কাণ্ডের সাহেব দেখিলেন যে
লোক কম হইয়াছে, তখন পুরায় চাঁদবালি
উপস্থিত হইলে তখন এত লোক লোকাই করি-
লেন যে আর বসিবার স্থান পাওয়া গেল না।
জাহাজ প্রাণ বাত আর কেহ বা অর্থভাগসার
কর। আবার মাজ রা জাহাজের কর্মচারি (সায়েব
এবং খালসী মজরমগণ) জাহাজের আবার নামা
প্রক ৮ অত্যাচার বাড়িগণকে সহ্য করিতে হয়।
ইচ্ছা বাড়িঘরের নিকট উৎকোচ গ্রহণ করে।
১৭/৮ বাড়িগণকে গালি বের ও সহ্যার করে।
জাহাজের মেয়ে ছেলেরন ঠাট্টা ভাষা
করি ৪৩ ক্রটি করে না। এইরূপ অবস্থার সুখবার
মাত্র ২৩টার ম-ম জাহাজ আসিয়া কলিকাতা
গোছিলে পালে পালে বাজাল মাকীর্ণ আসিয়া
হুই পরম। করিয়া বাড়ির হস্ত হইতে গাঁটরি লইয়া
আপন আপন নৌকায় রাখিতে লাগিল। সংখ্যার
অতিরিক্ত লোক হইলেও নৌকা ছাড়ে না জ্বর-
হস্তি করিয়া বাড়িঘরকে আপন আপন নৌকায়

বঁধিয়া রাখে। একে জাহাজে দুই দিন অবসার
ভাষে আবার এইরূপ অত্যাচার সহ্যের কি এ
অত্যাচারের লাভি মাই? পুনিব কি করেন।

সংবাদদাতার পত্র।

এলাহাবাদ।

এখন মজরম এং মজরম লইয়া কিছু
এং মজরমদের আর বাজা বাজামা চাইয়া
যকে। এমন মজরম মাই বে এইরূপ বিব-
নের কথা কোথায় না কোথায় শুনা গিয়াছে।
অতি অল্পদিন ভইল এলাহাবাদ হাইকোর্টে এ
সময়ে একটা মজরম নিশ্চিন্ত হইয়া গিয়াছে।
কমকটা কারনের জন্ত আমরা এই মজরমের দিব
রম এখানে প্রকাশ করিলাম। ঘটনাটি এইরূপ,—
গত ১৮৮৫ অব্দের ১০ ই অক্টোবর মনিয়ার অল-
রাহু বিরাট মজরমের ভিতর দিয়া কিছুটা মজরম
হইয়া রামলীলা লইয়া মাইতেছিল। জাহাজের
সঙ্গে মোড়া বাজমা এং মাজরমী ছিল। এক
ভাষে মজরমদের একটা মজরম ছিল সেখানে
আসিয়া বড় গোল হইয়া। মজরমের ভিতর কতক
গুলি মজরম নোমাজ করিতেছিল, কতক বা
জাহাজ উত্তোষে ছিল। কিছুদিন মজরম এখানে
আসিলে মজরমদের বাজমা বাজা থামাইতে বল,
এই লইয়া বিবাহ বাঁধে পরে তখনক মারপিট
হয়। পুনিব আসিয়া বেবে মজরমদের বড়
অবাধীত হইয়াছে আর কিছুটা প্রচার করিয়াছে।
এই মজরম রঞ্জিং সিং, গোবিন্দপ্রসাদ, মুরারিলাল
এই তিন জন কিছু আসামী জেবীভূত হয়।
মজরম প্রথমে প্রথম জেবীরা মাজিষ্ট্রেট অফিসে
সায়েবের নিকট উপস্থিত হয়, কিন্তু তিনি মাজি
মজরমদের প্রতি কিছু মজরম প্রকাশ করিতে
জাহাজ একলাস হইতে মজরম উঠাইয়া লইবার
জন্ত হাইকোর্টে মজরম করা হয়। গত ১লা
মার্চ প্রথম বিচারপতি মজরম উঠাইয়া লইবার
জন্ত আহ্বান প্রকাশ করেন এবং তৎক্ষণাত্রে ডিস্ট্রিক্ট
মাজিষ্ট্রেট রাইট সায়েবের প্রতি হস্তম করিয়া
এই মজরম প্রচারক করিবার তার বেওয়া হয়।
বিচারে গোবিন্দ প্রসাদ এবং মুরারিলাল নির্দোষী
প্রমাণিত হয় বলিয়া জাহাজের খালসীবেব আর
রঞ্জিং সিংয়ের মোম সাব্যস্ত হয় বলিয়া কঠিন
পরিজন্মের সহিত জাহাজ ৬ মাসের কারাবন্দের
আবেদন হয়। অপরাধী রঞ্জিং সিং প্রথমে মির-
টের সেবম জন্মের নিকট আপীল করে, সেখানে
ভাষা মানবুর না হওয়াতে প্রথমকার হাইকোর্টে
ল করে ভাষাও অগ্রাহ্য হইয়াছে। সে

মাজিষ্ট্রেট ডিস্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেট রাইট সায়েব এ
মজরমের তার বিচার মজরম করেকটা বড় অসম
কথা বলিয়াছিলেন ভাষা এই—

“This case has been made over special
ly to me for trial by the High Court—
cannot but think unnecessary—because
there are several other officers in the dis-
trict capable of trying it, and to try a long
and tedious case like this interferes great
with the District officer's own work, this
in fact the reason why the case has been
so long under trial. It having being taken
up from time to time as occasion offered
and, in obedience to the orders of the High
Court, it has been investigated in the ver-
minutest detail such as under no other
circumstances would have been necessary
or warranted.”

অর্থাৎ এই মজরমের বিচার করিবার জ-
হাইকোর্টে জাহাজ উপর তার বিচারে। বি-
জাহাজ বিবেচনার ইচ্ছা নিতান্ত অপ্রাণ্যক হই-
য়াছে, কেননা এ প্রদেশে এরূপ মজরমের বিচার
করিবার আরও অনেক উপযুক্ত লোক আছে
আর মজরম বীর্ঘ ও ক্রেশজমক মজরমের বিচার
করিতে হইলে ডিস্ট্রিক্ট অফিসারদের কাণ্ডে
অনেক কতি হয়। মাজিষ্ট্রেট সায়েবের এ এক
বিসমৃদ রায়ের উপর প্রথমকার হাইকোর্টে
প্রতিমিবি প্রথম বিচারপতি বেরপ মজরম এক
করিয়াছেন ভাষাও উচ্চ করা হইল, তিনি
বলিয়াছেন—

“Before leaving the case, I am con-
trained to remark one or two observations
in the Magistrate's judgment which are nei-
ther suitable nor respectful. It was improp-
er for him to comment upon the action of
this court in ordering him personally to
try the case, and, whether he thought
had been unnecessarily directed to do so or
not, it was his duty to obey the order with-
out criticising its propriety. It was an
exceptional one, made under unusual and
exceptional circumstances, the nature of which
the Magistrate might readily have
understood. The Magistrate's remarks
also that the case was investigated

mutest detail, such as under no other circumstances would have been necessary or warranted is an exceedingly unfortunate

তিনি মেনকাংল বলিয়াছেন "The Magistrate must in future refrain from criticisms and remarks of the kind to which I have referred" মাজিষ্ট্রেট রাউট সাহেবের চঠ বিবিতা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। জাইকাট প্রভৃতি যে এককমার ভাববক করিবার ভার দিয়াছেন, তাহা বেন ঠাহার পক্ষে অতিশয় ভার হইয়াছে এবং তিনি বিবক্তি প্রকাশ দিতেও ভয় পাইয়াছেন। এক্ষণে জাইকাট প্রভৃতি যে এককমার ভাববক করিবার ভার দিয়াছেন, তাহা বেন ঠাহার পক্ষে অতিশয় ভার হইয়াছে এবং তিনি বিবক্তি প্রকাশ দিতেও ভয় পাইয়াছেন।

একজন মাজিষ্ট্রেটের প্রধান দিবাংগতি হইয়াছে। এই সময়ে এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন এবং আগামী সোমবারে ঠাহার কার্য্যসম্পন্ন করিয়া যাবেন।

সম্প্রতি এখানকার হারজান লাইট ইনফ্যান্ট্রি কলন গোলা গুলি কবিতা আত্মকথা করিয়াছে। এই গুলির মত সংগ্রহ পাইয়াছিল বলিয়া সে কলন কবিতা করিয়াছে।

আজ কাল এখানে ভয়ানক বর্ষা পড়িয়াছে। কলন লাইট হারজান লাইট ইনফ্যান্ট্রি কলন গোলা গুলি কবিতা আত্মকথা করিয়াছে। এই গুলির মত সংগ্রহ পাইয়াছিল বলিয়া সে কলন কবিতা করিয়াছে।

—৩৩—

বালিয়া উঃ পঃ প্রবেশ ।

আজ কাল এখানে বিলম্বিত হুজি হইতেছে। দেশ এত হুজিব আবশ্যক নাই। এই বিশ্রাম হুজি-ও চাম বাসর কোন উপকার না হইয়া বরঞ্চ অপকার হইতেছে। তথাপি অবশ্যই হুজিব বিজ্ঞান নাই। ইহাও গোবর পুষ্টি হইতেছে। অন্য পীড়ার কথা শুনা যায় না। স্বপ্ন স্বপ্ন ও অশ্রু নাই।

এখানে এখন এফ সি নিউলক ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেট ও কলকট্টা। তিনি বিলম্বিত কাজ মেজাজের সহিত লোকজনকে সঙ্গে দেখা শুনার বড় ধার দিয়াছেন। সে বড় মজা নাই। কিন্তু সর্বদা সে বড় ভাল নাই। পক্ষম হুজিও কবিতা হুজিও দেখা যায়। যে পর্য্যন্ত তিনি এজেন্সি পূর্ণ করিয়াছেন, সে পর্য্যন্ত জেগে

উন্নতির লক্ষ্য লক্ষিত হয় না। বরঞ্চ উন্নতির পূর্ব্বগত মাজিষ্ট্রেটের কীর্তীর লোপের লক্ষ্য লক্ষিত হইতেছে। আমরা ফেলগা সর্বদা লক্ষ্য রাখি, কিন্তু তাহাদের চিরন্তন জাত সমানভাবে চলিতেছে। দুই এক জন অধীনস্থ ডিপুটি মাজিষ্ট্রেট আজ কাল খান রাধি কি কুল রাধি গোবর একটু ইতস্ততঃ করিতেছেন নটে, কিন্তু ঠাহার এক জেলায় দেশী থাকিবার আবশ্যক নাই। কাবণ অনেক দিন থাকিয়া বেশ পসার কবিতা ফেলিয়াছেন। এ জেলা হইতে ঠাহাদের সুভাগ্যনা থাকিবে। জানিয়া লোকের ভাগ্য কি আছে।

প্রথম মুন্সেফ, যোগসী ইনাফুলক সাহেব এ জেলা হইতে বদলী হইয়া গিয়াছেন। তিনি সকলের সহিত লইয়া গমন করিয়াছেন তাহা বলা থাকিবে। বাবু অনন্তপ্রসাদ এডিসনাল মুন্সেফ, এক্ষণে ঠাহার কার্য্য করিতেছেন। ঠাহার দ্বারা অধ্যাপি কেহ আসেন নাই। বাবু অনন্ত প্রসাদ অনন্ত প্রণের আকর কার্য্য আইন অস্ত্র-সারে চলেন বলিয়া অজ্ঞ উকীলদিগের একটু অপ্রিয়। বাবু হুজি এই প্রকার একটু আইন বাস্তব লোক না হইলে এখানেই বিবক্তি প্রচলিত "নবড় বোঁ বোঁ" কারওয়ানির কথন অস্ত্রোক্তি-ক্রিয়া হইবে না। আমরা অনন্তপ্রসাদকে অনন্ত প্রণের আধার বলিতে কুণ্ঠিত হইব না।

এখানকার পোষ্ট মাজিষ্ট্রেট বদলী হইয়াছেন। এখন যিনি পোষ্টমাজিষ্ট্রেট আসিয়াছেন তিনি এক জন উপযুক্ত লোক। পূর্ব্বজন পোষ্ট মাজিষ্ট্রেটের মত বিভাগ খোঁটা আখুরিয়া নহেন। একটু আদর্শ লিখিত পড়িতে পারেন। মহালানী মিষ্টভাবী ও কর্তব্য পরায়ণ বটে। এই প্রকার লোকই এই প্রকার পদে বাঞ্ছনীয় বটে কিন্তু তিনি এত দানকে বড় লক্ষ্য করেন না। পোষ্ট আফিসেব কর্তৃপক্ষগণ অনেক দিন হইতে কলন করিতেছেন একজন, বাজালা জামা শিরমকে এখানে বেওয়া হইবে চিরকাল কি এই কলন কলন, আকাশ থাকিবে কখন কার্য্য পরিণত হইবে না? যে জনিরা হুজি হইয়া না পড়িলে কি জগৎ উপকৃত হইতে পারে। কলন কার্য্য পরিণত হইবে ও তজপ। সনয়ে সনয়ে এখানে আর ওজন দাঙ্গামী থাকেন।

এখানকার ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার বাবু ধরমীষর বন্দোব পাধ্যাত্ত দিন বাসের ছুটি লটরা খীয়া ভবনে গমন করিয়াছেন, তিনি এক জন মহাশয়, ধার্মিক অর্থিক লোক ছিলেন। ঠাহার ছুটি ফুটাইলে গাজি-

পূর্ব্ব বর্ষ হইলেন সুমিত্র পাইলট হি এ সময়ে সল্টেন ডাখিও আছেন। জেলায় সকলে ঠাহার এই জন্য ভাল বাসিত। অফিসিয়াল জবদার কাছাকাছি নল, তিনি তাহা জানিবার না।

এখানকার ততসীলদার মহাশয় ওয়াসী মিষ্ট্র পুরে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও কলকট্টা হইয়া গিয়াছেন। ঠাহার পদে, হুজিতে আমরা শুধী হইয়াছি বাবু রামসনক রায় ঠাহার দানে ততসীলদারের কাজ করিতেছেন। তিনি মজ উপযুক্ত ন্যূনি শুনা বাইতেছে, মহাশয় ওয়াসী এখানে সে আসিবেন। ঠাহাকে আমরা এখন ডেপুটি কালেক্টরের পদে দেখিলে শুধী হইব সন্দেহ নাই বর্ষের ওয়াসীর, মজ কাব্যিক লোককে আমরা উন্নত হইতে দেখিলে বড় শুধী হই বটে কিন্তু বিদায় দিলে উচ্চা হয় না।

বিজ্ঞাপনে জুয়াচুরী। আজ কাল বিজ্ঞাপন দিবার কথা বিলম্বিত হইতেছে। ইহাও অনেক ক্রটিয়া আছে সম্ভব নাই। কতকগুলি মজ একতর লোক ইহাকে অসঙ্গুপায়ে আর্থ্যপূর্ণ জিনের উপায় কবিতা তুলিয়াছে। তাকনাও লটরা পুস্তক বিতরণের বিজ্ঞাপন অনেক দূর হয় অনেক বিজ্ঞাপন "তো" দেখা যায়। সম্প্রতি মহীয়ার অস্ত্রপাতী আব্দুল বেড়িয়া হইতে দুই বিজ্ঞাপন জারি হইয়াছিল। প্রথম বিজ্ঞাপন গাখাখার দুই আনা ডাকনাহুল হুজি সজী : পুস্তক হিন্দু, বুলো বিতরণ। দ্বিতীয় বিজ্ঞাপন সজী প্রহরমালা ২১৬ পৃষ্ঠা, ডাকনাহুল বেড মায়া বিনামূল্যে বিতরণীয়। বিজ্ঞাপনের ছবি দেখিলে যুনির ও মন টলে, মাহুদের কথা কেবল উত্তর পুস্তক জন্য ডাকনাহুল বা জরিমানা আবেদন ছেগামী পাঠাইয়া দেখিলান। প্রথম বিজ্ঞাপনমাতা বা, ডাকনাহুল এতীতা ম্যানেজার হিন্দু লাইব্রেরি দ্বিতীয় বিজ্ঞাপনের মাহুল প্রণী বাবু মাহুদন ভট্টাচার্য্য মহাশয়। বুলো পাঠাইব পর প্রত্যেককে ২১৬খানি চিঠি লিখিলাম ফল হইল না উত্তর না পুস্তক। বোধ হয় ২১৬পৃষ্ঠা পাণ্ডুলিপি অধ্যাপি সংসারের আলোক দৃষ্ট করেন নাই। অথবা ডাকনাহুল সচিত্র দি পছন্দিনা বলিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়া থাকে যাহা হউক শূন্য বিজ্ঞাপন দিয়া উপায় ক অপেক্ষা ভিকারহুজি অবলম্বন জেগেব তাহা গো হয় এ প্রকার বিজ্ঞাপন সাংগণ ও অীকাব করি কুণ্ঠিত হইবেন না। জানিয়া আমাদের ন্যায় ব লত লোক ডাকনাহুল বা আব্দুল ছেলানি দি থাকিবেন।

—৩৩—

বিজ্ঞাপন।

মহারাজ জ্যোতীর্ন মোহন ঠাকুরের জাতি
বিরোধ সম্বন্ধে যে বক্তব্যনা হয়েচে ছিল তাহা
আশনি নিষ্টিরা হাইকোর্টে গুলিরা আমরা অজ্ঞা-
হিত হইলাম। বাবু রামনন্দর সেব মহারাজের
বিরোধের ম্যামেজার হইয়াছেন। এখন যদি

শ্রীযুক্ত পীতাম্বর কোর হুটীর সময় কালকাতা বাজারের
একলো পারসিয়ান খিদ্দারের বয় (প্রবীর) হুটীর শিক্ষক শ্রীযুক্ত
হরপ্রসাদ ঘোষা ১৮৮৮ সালের ২৬এ জুলাইএর আবেশ রথ চড়িয়া
হাল জিলা কুলের বয় শিক্ষক হইলেন। ১৮৮৮ সালের ২৬এ
সেপ্টেম্বর হইতে কিংবা অন্য যে কোম ভবন পরিচালিত হইতে
মোস্তাফাবাদীর আল সলুকের জেড ইস্পেন্ডির শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র
ভট্টাচার্য্য সিদ্ধিলাল জেড কোর্ডের এম এম. রের ২২ থানা নং
১মাল ৫ বিলের হুটী পাইলেন।

টটক। ঔষধ।

विज्ञानकीमात्र तबे, चास।—भा.म.स.।

বিশেষ ব্রহ্মণ্য ।

সামগ্রিক প্রকাশ যন্ত্রে ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায়
কার জবওরাক হইতেছে । সঙ্গত মূল্য
এ সময়ের মধ্যে স্তম্ভন অক্ষরে স্ফটিকরূপে
নয় সম্পন্ন করিয়া দেওয়া যায় ।

মফস্বলের যেসকল গ্রাহক কলিকাতার
সিবেল এবং সহরের যেসকল গ্রাহক
সামগ্রিক প্রকাশের মূল্য হস্তে দিতে ইচ্ছা করেন,
সহারা ৯৭ নং কলেক্ট টীট সোমপ্রকাশ
ডিপজিটরিতে মিথ্যা রসিদ লইবেন ।
নি অর্ডার করিয়া ডিপজিটরীতে পাঠাতে
র প্রয়োজন নাই । যদি অর্ডার কার্য্য-
দেব ঠিকানায় পাঠাইবেন ।

অন্যেবল কলকাতার পালের অপর
কক পণ্ডিত ও ছাত্রদিগের জন্য ডাক মাসুল
মত ৩০ টাকা, সোমপ্রকাশের মূল্য নির্ধারিত
হইয়াছে ।

বিজ্ঞাপনসভাদিগের প্রতি ।

আমরা বিদ্যর সভাকারে সাধারণকে জানাই-
ছি, বাহা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার ব্যয়
বিবেক ও সহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিত
আপদের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন । এখন
মবার প্রতি পংক্তি ৮০ আনা, তাহার পর ১০
আনা । ইংরাজী অক্ষরে প্রকাশ হইবে ৮২০
দিয়া লাইব প্রতি বার দ্বা চাইবে ।

বেসকল কর্মখালির বিজ্ঞাপন আনাদিগের
কট আনিবে, তাহা এখন একবার বিনামূল্যে
চারিত হইবে । তাহার পর বিজ্ঞাপনসভার মূল্য
ওরা বাইবে ।

—৩৩—

ঐশ্বর্য্য দাক্তানাথ বিদ্যাসুন্দর প্রণীত
নির্মলিখিত পুস্তকগুলি নিম্নলিখিত মূল্যে
ডাকমাসুলে কলিকাতা ৯৭ নং কলেক্ট
টীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটরিতে পাওয়া
যায় ।

উপদেশমালা	মূল্য	ডাকমাসুল
১ ম ভাগ	৮০	১০
২ ম ভাগ	৮০	১০
নীতিসাব ।		
১ ম ভাগ	৮০	১০

২ ম ভাগ	৮০	১০
৩ ম ভাগ	৮০	১০
বিশেষত্ব শিল্প	১০	১০

কযপানি একত্র লভিলে সমুদায়ের ডাক
মাসুল ১০ লাগিবে ।

খ্রীষ্টপদ্রকমান চক্রবর্তী ।

মূল্য প্রাপ্তি ।

আমরা কলকাতা সভাকার নীতাব করিত্তি
নিম্নলিখিত যতোনয়গণ সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেবণ
করিয়াছেন ।

ঐশ্বর্য্য বাবু গোপালচন্দ্র বসু জমীদার—	কটক	৩৫
" " বকসী ববলুকা দে—	মেদিনীপুর	২১
" " কালীচন্দ্র সাহা চৌধুরী জমীদার	ভগীরথপুর	২০
" " বনমালী দাস—	বাণিকচক	১৫
" " গঙ্গানারায়ণ প্রধান—	কুড়ুলহাটি	১৫
" " দ্বারানন্দ বসিক—	বাটাল	১৪
" " গোবিন্দনারায়ণ ঘোষাল—	এলাহাবাদ	১০
" " শ্যামাচরণ রাওচৌধুরী—	মেদিনীপুর	১০
" " দুর্গাশঙ্কর মিত্র—	শাকলগ্রাম	১০
" " দুর্গাবাস দাস—	বালুঘাটা	১০
" " রমণীন্দ্রনাথ রাওচৌধুরী জমীদার—	রঙ্গপুর	১০
ঐশ্বর্য্য বসু বাবী অর্ধমণী দেবী—	বহরমপুর	১০
" " কুমার শশিধরচরণের রায় বাহাদুর	ভাটেরপুর	১০
শ্রী ভবলিউ চৌধুরী সেকার—	বহরমপুর	১০
" " ব্রজনাথ রায়—	ভকলপুর	১০
বিমাইচন্দ্র রায়—	বালিয়াডাঙ্গা	৯
মহেন্দ্রনাথ দালদার—	মেদিনীপুর	৭
নীলকমল সিংহ—	রঙ্গপুর	৭
" " ঐশ্বর্য্য চক্রবর্তী—	চাইদাম	৭
বহুলাঙ্গার বসু বিজ্ঞান—	কলিকাতা	৫০
" " বিশোদীনাথ চৌধুরী জমীদার	কালীঘুর	৫
" " মেদিনীপুর পবলিক লাইব্রেরী—	মেদিনীপুর	৫
" " রামনারায়ণ দাস—	কুড়ুলহাটি	৩৮
" " নবীনচন্দ্র অধিকারী—	বিদ্যাপুর	৩০
" " নরেন্দ্রনাথ কুমার—	বরকটপুর	৩০
" " বিশোদচন্দ্র সাহা—	দুর্গাচাঁদ	৩০
" " গোপালচন্দ্র মহম্মদ—	মুম্বা	৩০
" " ভূপেন্দ্রনাথ দালদার—	রাঁচি	৩০
" " যোতীনাথ বেন—	বীরভূম	৩০

" " বিদ্যাসুন্দর চৌধুরী—	কলিকাতা	৩০
" " বিশিষ্টাধিকারী চৌধুরী—	কলিকাতা	৩০
" " ব্রজনাথ মিত্র—	রাজপুর	৩০
" " নরেন্দ্রনাথ বসিক—	কলিকাতা	৩০
" " মহেন্দ্রনাথ আসী চৌধুরী—	চুপচাঁচিয়া	৩০
" " রাধাকান্ত ব্রজচাঁদ—	বালক	৩০
" " শ্যামাচরণ বেন—	কোদালীয়া	৩০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কলেক্ট
বিলেন নির্দেশ

সমগ্রপক্ষে সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য ডাক
মাসুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং বাঙ্গালি
৫০ টাকা । অসমর্থ পক্ষে ডাকমাসুল সামত
টাকা । অসমর্থ পক্ষে বাসিক ত্রৈমাসিক বা বাঙ্গা
মিকের মিয়ন নাই । শিকক ও ছাত্রদিগের
জত ডাক মাসুল সমেত ৩০ টাকা দ্বির কব
হইয়াছে ।

অগ্রিম মূল্য বা পাঠিলে বাকমূল্য সোমপ্রকাশ
প্রেরিত হয় না । সহারা সোমপ্রকাশের মূল্য
পাঠাইবেন, তাহার অর্থ বা নাম দান সম্পন্ন করিয়া
মিথিয়া কলিকাতার দক্ষিণ মোদারপুর ডাকঘরে
ঐশ্বর্য্য উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্তীর নামে নোট, ভাউ
বরাদ্দি, মণি অর্ডার উদ্যব অন্যত্র বাতালে
দাতার স্থাপিত হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য
প্রেবণ করিবেন । অর্ড আদ্য অধিক মূল্য
টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না । মূল্য
নির্দেশিত হইবার পূর্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণ
অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া
হইবে না ।

সহারা মাসুল বা দিবা পত্রাদি প্রেরণ কবি
যেহ, তাহাদিগের সেই পত্রাদি প্রেবণ ক
হাইবে না ।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা
করিবে তাহাকে এখনকিছ বাস্ত প্রতি পংক্তি
হই আদ্য তাহার পর ১০ এক আদ্য দিতে হইবে
কেবল ইংরাজী অক্ষরে প্রতি বার ৮২০ করি
লাইব দ্বা চাইবে ।

প্রেরিত, নংবাংবাং, অধিকারীর পত্র ও প্র
প্রতি বেসকল দিবার ব্যয় দ্বাং দ্বাং হইতে এক
জত আইনে তাহার মতামত বা কোনমতে আই
বিব্রত বা সঙ্গত, এবং সঙ্গত মিথ্যা বিবেচনা বিব
সম্পাদক, প্রিন্টার বা কপরাইটার দ্বারা নহেন ।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ মোদারপুর
ডাক হইয়া চাকরিপোতা সোমপ্রকাশ য
ঐশ্বর্য্য বাবু উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর দ্বারা প্রতি সোম
প্রকাশকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় ।

ଆମ ପ୍ରକାଶ

[illegible]

বিজ্ঞাপন

[illegible][illegible][illegible]

বেঙ্গালীভাষার অভিধান' কর্তৃক, কি চিত্র কি প্রেক্ষ
সকল সংস্কারের লোক একবারেই গণনা করি
তেছেন, বেঙ্গালীভাষার অভিধান' কর্তৃক সহস্র পাঠ
জন্মান' করা সহস্র দুই গণনা করিতেছেন,
যাচার অভিধানের দিন তাঁর বিবেচনার আন
সংস্কারেই বহু বা. বেঙ্গালীভাষার পুনরুৎপাদন
সকলেই বুদ্ধ ও চিত্তার্ণবের ভাষা বই, খাটক,
সেই চৈতন্যমীনা খাটক পুস্তকাকারে প্রকাশিত
হইয়াছে।

[illegible][illegible]

श्रीगणेशाय नमः । देवनागरी लिपि ।
कान्तिपुर, नवम्बर १९५३ ।
श्रीगणेशाय नमः । देवनागरी लिपि ।
कान्तिपुर, नवम्बर १९५३ ।

...कति मन्त्राणां प्रमाणं न ह्यस्तीति कश्चिदप्युच्यते ।
 किञ्च पूर्वं प्रोक्तं किञ्चित्प्रमाणं न ह्यस्तीति कश्चिदप्युच्यते ।
 यत् कथा काट्यं, इत्युक्तं, अत्र न प्रमाणं न ह्यस्तीति
 कथा काट्यं । किञ्चित्प्रमाणं न ह्यस्तीति कश्चिदप्युच्यते ।
 मन्त्राणां प्रमाणं न ह्यस्तीति कश्चिदप्युच्यते ।

[illegible]

পি, সি, মাস
 ভারতের একমাত্র বিশ্ব-বিক্রেতা ও
 আবিষ্কারক ।
 অনুরী কবিতা ও অনুর ।



শি শি, বাস করুক নির্ভিত্ত ও আবৃত্তি ।
 ৩৪২২ বেদবেদোন্মাদা দেব, — গাইবদালা — কলিকাতা ।
 এই অক্ষরী কবিত্ত ও অমৃত্তত এখন অক্ষরী
 নক্ষি, দাহে যে, বেদকর বোলে নক্ষি, একমাত্র

नाट्यशास्त्रेणैवैतन्मन्त्रं कथितं मन्त्रं वदन्ति ।

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

[illegible]

কর। আবার সকলে আত্মশাসনের উপযোগী
হইতে পারি নাহ, আনন্দ ভাষণ শ্রীকার করি।
সকল সঁওতাল আত্মশাসনের উপযোগী নহে।
অত্যাশা ভাবনা-প্রত্যাশাও করিয়া কিছু বেধ,মে
ভুলকপর্ষা,ভুলবিভ্রের রাজ্যখণ্ডি,মিছের শিখাশর,
উদ্বাহার,মিছের সৌভাগ্যী,শুভিহ, মিছের চান্দা-
উত্তর জায়ে, সে বন্দুক,শক্তিধর, উত্তর শক্তিধর
কি বাজায়ে, খোলাইয়ে কি ঘণ্টা ধ্বনি,আত্মশাসন
কি রাস্তা খানদের আর গল্পগায় কি? রীপন
মিছের সুবেই প্রকাশ করিছাটের আত্মশাসন
এবান. করিয়া প্রবেইবর্কনেই সকল শাসন স্তত-
কার্য হইতে পারিবে না। তা-বলিয়া ভারতবাসী
নাহেই কাগজ-উপযোগী নহে,একথা বলা বাইতে
পারে না। রীপন এংলোর ইতিহাস সিকিগিহান
গণকে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন যে উচ্চাধিকারকে
কিছদিন অপেক্ষা করিতে হইবে। রীপন অচান্ত
যে বীজ বলা করিয়া গিয়াছেন,অধুনিও তইলে
প্রথমতঃ যদি তাহা একমতলার-সুস্থিকা হইতে
উঠাইয়া নইয়া বেধিতে যান অধরের দুল কতদূর
এবেশ করিরাহে তা-ব মিছেরই উচ্চাধা গাছটীর
বাধা বাইরা মসিবে। লক্ষ্যকোনাই হটক, আর
অন্যকোনাই হটক, এংলো ইতিহাস প্রভু,গাছটী
খনি-আত্ম-উচ্চ ইবার চেঁকা'না করুন প্রবেই,ইংরা-
দের যান বন্ধানিত হইবে,রীপনের কৌর্টি অস্বুজ
হইবে ভারতবাসী যার সমু. যার অধিকার প্রাপ্ত
তইরা। রাজার উপর সহঅগ্রহ অধিক তক্তিমান
হইবে।

সে বিন বিকটে অসিতহে। ভারতের দিকে
সৌভাগ্য লক্ষী আবার বেধ অঙ্গের ছইয়াছেন।
ভারতবাসি? এই কৃতদ্রিমের আশাধন করিতে
প্রস্তুত হও। উৎসবের জন্ত অসম্মিত হও।
পল্লভে নক্ষত্র কাঁড়াইরা আছে, সখুখে বিদ্র বিলসিত
আছে। এই দুয়ের মধ্যে আপনার কর্তব্য স্থির
কর। অনেক কাঁদিয়া কাটিয়া যে ঘন বাচিয়া
পাইয়াছি দেখিও যেম অবস্থ করিয়া আবার ভাঙা
হারাইতে না বসি।

ਅਨੰਤਰ, ਪਿਤਾਮਹ ।

সন্তান প্রতিপালন যেমন পিতার কর্তব্য সন্তান-
মৃত্যু অশ্রুণী কবিতা যাওয়া তেমনি তাঁহার অধিক
কর্তব্য। শিশু মৃত্যুর ঐক হইলে তাঁহার
বার্ত্তাকোষ অপর্যায়নে সন্তান সেই শ্রুতির জন্ত
হাস্তী হয়। সংসারে এখন এমিষ্ট হইবার সময়
সন্তান যখন সংসারের সকল বিষয়ে অজ্ঞ থাকে,
ঘরের বিশেষ পরের অভ্যাচার, রাজ্য মুহুর্তনের

মামনের বন বন্য হা, ক্রান্তচক্র । জিহ্বীচরণ
ব কতক প্রকাশিত । আর্ধ্য ত্রিভাঙ্গ ৩৮ বৎ-
সুলিয়া দীপ ।

এইচিহ্নমিতৈশেব' বইত মৃত্যু পর্য্যন্ত
যেহা বন হুগুত হুগুত হিহ্ন চিত্রিত...
অতলি একটি হুগুত পরিবিশেষে' জমাবরে
শব, বালা, পৌগত, কৈশোর, যুবা, প্রৌঢ়,
ক, অতিবৃদ্ধ, জরা ও মৃত্যুর অবস্থা পরিচায়ক
নতী হুগুতকারে অতিত । যথা যতাকালের তীম
খি । যেখানেই ইহজীবনের 'মমরত্ব' চকের
যুখে ৭ তীরমান হয় । চিত্রের ভিতরে কি কি
যায অ.চে, চিত্রকর বা ভইলে জায়া বলিতে
রা বার না । তবে এইরূপ বৈজ্ঞানিকোপক
চক্র যে বাজালীর বরে বরে রাখা কর্তব্য তাহা
মরা বিসংখ্যে উপদেশ দিতে প রি । উল্লভ
যালী চিত্রগুলি টাকাইয়া বাহার্য্য গৃহের শোভা
র্জন করম এবং সময়ে সময়ে হুগুতির উত্তে-
না করিয়া থাকেন, তাঁহারা মহি সেগুলি পুঙ্কা-
না কেলিয়া ভাঙাচুরা করে " নবের উপদেশ "।
" মামনের বন-কলা " আপন করেন তাঁহাদের
রের শোভা বিভূষণ বর্ধিত হয়, ইহজীবনের
মরত্ব ও মৃত্যুর অবস্থা-জানিত্ব অরণ করিয়া কখনই
হাকে হুগুথে যাঁতে হয় না ।

গবর্ণমেন্ট বিজ্ঞান ।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনেন্ট গবর্ণ-
রের আদেশানুসারী
নিয়োগ ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ ।

লেপ্টনেন্ট মাজিস্ট্রেট মিঃ এ. ভবলিউ পদ টাইমবি সাহেবের
টম সমস্ত তপালী একটিকে মাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হইলেন । মিঃ
এ. ভবলিউর মৃত্যুর সময় ১৮৮৬ এক এই. বি. ক্রাউন মার্শাল-
দের একটিকে মাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হইলেন । মিঃ জি. এম. কার্ণ
ডেব হুটিম সমস্ত বঙ্গপুরের সেনা এক বিঃ জে, ১৮৮৬মোর
টিনাব 'সিবি' ও সেনা, জজ নিযুক্ত হইলেন । পটিনার
মাজী ডেপুটি মাজিস্ট্রেট মৌলবি সাহেব বঙ্গবঙ্গ কিছুদিনের জন্য
ও বঙ্গবঙ্গের জায়া জাজ হইলেন । ক্রিপুনার আসিস্ট্যান্ট
লিথ জুগারসেটেক্ট ও বিঃ এস. ওম, উইলটন বক্ত ১৮৮৬
গাই হইতে, তথাকার একটিকে ডেপুটি পুলিথ জুগারসেটেক্ট
ইলেন । মালবের ডেপুটি মাজিস্ট্রেট বাবু শিবচন্দ্র লাল বক্ত
রা এলেন হইতে তথাকার সমস্ত সব রেজিষ্টারের কাবা
রিভেডেন । প্রেসিডেন্সি হাসপাতালের আপাথিকারি মিঃ জে.
বংগটন সাহেবের মিনিল মোতকল অফিসার হইলেন ।
৮৮৬৬৬ আগুতর স্থানে একটিকে ডেপুটি কন্স্টেবল বাবু
মমোদে তট্টা বা ইনকম ট্যাক্সের ডেপুটি কন্স্টেবল হইলেন ।

বিচারসংক্রান্ত বিভাগ ।

ডাকার প্রথম সব জজ নিযুক্ত পৌরস্বাধীন বিচার বিভাগ জেবী
সব জজ হইলেন । জিহ্বীচরণমিতৈশে'ভাঙ্গ হুগুত ১৮
হুগুত নিযুক্ত অতুলচক্র বেদে জুতীর জেবী সব জজ হইলেন ।
ইহা জায়াবী মল্লভাঙ্গ হুগুত পমরত্ব কাকার অভিজিত বন কাকার
কাবা ভিত্তিবে । বঙ্গবঙ্গসংক্রান্ত মাজিস্ট্রেট সব জজ নিযুক্ত মমর-
মাল চট্টোপাধ্যায় সাহেবের বিচার সব জজ নিযুক্ত হইলেন ।
নিযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বক্ত হুটিম সমস্ত নিযুক্ত মৌলভোজিত হুগু-
পাওয়ার-পূর্ণিমা কাকার একটিকে হুগুত হইলেন । সৈয়দ
কর্ণা সাহেব 'আদাল' জালি, নিযুক্ত সৈয়দ চক্রবর্তী এবং
নিযুক্ত কালীকুমার বিহার বঙ্গবঙ্গসংক্রান্ত, জামালপুর এতলাদের
অকরিত মাজিস্ট্রেট জিহ্বীচরণ জুতীর 'জৌর মাজিস্ট্রেটের কমতা'
প হইলেন, মামনের প্যারীয়ে এস-মুখোপাধ্যায় উত্তরপাড়া
মিঃমিসিলাল দেকের কমতাজী মাজিস্ট্রেট হুটিম ০৮ জেবীর
'মাজিস্ট্রেটের কমতা' পাইলেন । নিযুক্ত বঙ্গবঙ্গ হুগুত 'মাম'সুপ
মমরত্বের অমরগী মাজিস্ট্রেট হুটিম ০৮ জৌর মাজিস্ট্রেটের
কমতা পাইলেন ; মোতাখালির সব ডেপুটি কালটের মৌলবী
করিত উরা বা এবং অমরগী সব ডেপুটি কালটের নিযুক্ত
বঙ্গবঙ্গনাথ চক্রবর্তী জুতীর জৌর ডেপুটি মাজিস্ট্রেটের কমতা
পাইলেন ।

ইরোরোপীয় সমাচাব

মজম ১১ ই আগষ্ট, আদালিদের মজম ভারত সেক্রেটারি
সার ডিচার্ড জন সাহেব সমস্ত মজমজৌতে উন্নীত হইলেন ।
ইহার মজম উপ বি মাইকোট করায়টেন ।

মজম ১২ ই আগষ্ট, মামনের মাজিস্ট্রেট সাহেব মজমজের
গবর্ণর নিযুক্ত হইলেন । ইনি ভারতের হুগুতপূর্ণ গবর্ণর
জেবেরেল জর্জ বেবোর জায়া । হন আগামী মবেবর মজম
এ মজে আসিবেন ।

মামনের জৌমে কক-মাজে একটি জোজ হয়, ত হাতে লর্ড
সাকসবরি একটি বক্তৃতা করেন । তিনি বলেন যে, অ-
মলতের মাসমালা মৌর মমরত্ব লোকের অভ্যাসের হইতে
মাজমজগকে রক্ষা করাই এবং সেই প্রবেশে মাজম হাপস মজ
বল প্রতীর্ণ করাই মবনবেবোর প্রথম কাবা হইবে ।

তিনি আরও বলেন যে বাবু ও বন আকপার মৌর নির্দ্বন্দ্ব
কাবা এবংও শেষ হয় মাই এবং মিসরের মমোজজও টিক হয়
মাই । তথালি ভাঃহার বিবাস যে এই কাবা বলা বিবাসে মিলার
হইয়া হইবে ।

গেলকট এবং কতকটা ঠাণ্ডা আছে । সৈন্যপাণ্ড
মকার্ণরাজ্যের পাছারা দিতেছে ।

মজম ১০ ই আগষ্ট ; হুটমাইটেড' আরও মামক পর
মামনের হৌসে লর্ড সাকসবরির বক্তৃতা সমালোচন ভিত্তে
মিরা বলেন যে, উহা মাসমালাটে অর্থাৎ জাভীর সম্ভারের
মিকজে মমরবেবরা হুটিয়ে । মাজম আর আপা মাই ।

ভিটক অব কমট সন্ত্রীক ভারতবর্ষে আসিবার জন্য আগামী
মামের ৮ই তারিখে মার্শেলস মমর জাভাজে চুটিবেন ।

মজম ১০-ই আগষ্ট, লাকসারিটের একটি কলার খমিতে
আজম মামিরা উহা উক্তি মিজায়ে । ০৮ জন মোক মাটি
জাযা পজিডায়ে ।

মজম ১০ ই আগষ্ট . সার মাজিকল হুগুত নীত মজিমজাজে
মিজায়েন আরমলতের অবস্থা অসম্ভাব্যমক । অতএব কিছু
মবেবর মমা পারলিথ'বেব ১৬ থাকিবে । মমরকালে আর এই

মমরকাল মমর মজিমজা ; অমরমজম মজম পমরমজম
জন) ম'মরমজিতে একটি কমিটি পজিত হইয়াছে ।

অমরমজিমেলি ১০ ই আগষ্ট ; অমরমজিম মামমজম
জেবিল পাণ্ডার, অমরমজিম উপমজম ক-মর ইলজ. ৩. হুগুত
মমো মমরমজিম উপমজম হুটিম হে । ইংরাজগণ মজম জোমল
পমরমজিম ক'মজিট' 'মৌলভ ক'ম' মমর 'অমরমজিম' 'ক'মিটি'
মমা হুগুতম-এবটি ভাঃকল মিজা'প হুটিমজমক ।

কলিকাতা

কালিঘরী গাহুলী এবার এম সি, পরীক্ষায়
উত্তীর্ণ হইয়াছেন । পরীরমিতা ও বেটু বেবিত-
কাজ তিনি অকতকার্য্য মমর কিছু 'মিম'মজিম'মমা
মজামে জাভাজে অমরমজিম মজিম মস করিম
মিজায়েন ।

মজ ৭ই আগষ্ট বে মজামের শেষ হইয়াছে
ভাভাজে লোকের মজম সংখ্যা ১৯২ । পূর্বের টাই
মজমে জমাবরে ১৭০ ও ২৫১ জন মরিত
মিজায়েন ।

আলিপুরের মাজিস্ট্রেট ডানিএলের অবতার
মাজিমার সাহেব সে দিন উক্ত আদালতের উক্তি
বাবু পূর্ণপতি গাহুলি'মজিম'ক আগামতে প্রবেশ
করিকব অপরাধে অমরিকার প্রকক 'মিম'
পোনাল কোডের ৩৪৭ ধারা অনুসারে অর্থাৎ
করেন । মজমী মাইকেটে মোমর করায় ভাই
কোর্টের জজ বিভাগে সাহেব মার মিজায়েন যে
আগামতে কাভারও প্রবেশ বক্ত করিবার কমতা
মাজিস্ট্রেট সাহেবের মাই । মাজিস্ট্রেট বি
কাতাক মামাল মলিমা মিজ করিম ভবে মিজা
মাজিস্ট্রেটমার এই মজমারে ভাভার -মিজায়েন মক
কমা চালায় উচিত । রাজমামীর মিকটে এর
মাইম ও বিবেচনা মিজম বিচার হওয়া বি
আমরমজিম বিবর মজে ।

আমরা অতীত হুগুতের মজিম প্রকাশ কবি
কেহি বে, জাকার চক্রবর্তীর বেন এম, জি, গ
৩০ এ আগুণ মমিবার প্রাককালে মামবলীল
মমরম করিয়াছেন । ইনি অতি সুবিবেচক
চিকিৎসাশাস্ত্রে পারদর্শি ছিলেন । ইহার মজম
আমরকট হুগুত হইয়াছেন । চিকিৎসাশাস্ত্র
মিমারব বক্তির মমো যে একটি বিচকক মাজিম
অভায হইল তাহা আমরা মজিতেছি । ইনি
মাজিম, করামী, জর্জন প্রকৃতি ভাভার ম
ছিলেন । প্রগাঢ় অধ্যয়মাত্মক মিমজম তিনি
মজিম মিজমে থাকিতেন । প্রে বংমর মজম
পমরপতি করিতে মা করিতে ইহার মজম হইল ।
মমর পুজাশোকে ইহাকে জর্জরিত করিয়াছিল
৩০ এ আগুণ মমিবার মাজি ১টার সময় জজ ম
মামকক পরমহংস পরলোক গমন কবি' হে
অবগত হইয়া আমরা মমিত হইলাম । হই
প্রকৃতিক প্রেম, পরমর্ক জাম অমি মিমরে ম
সেই মমরমজিম আছে । এই মাজম মমপুজম ১৮
মজ ১০ ই কাকুর মমবর মমিট, মম । মমমী
অমরগত মৌর কামারপুর প্রাঃ ইহার জমজ
ছিল । মমর জৌমের মজিম 'ভাভার মমিবিব
উন্নতি বেবা মিজায়েন । ইনি মিমবে লোপাণ
জামিতেন মা । কিছু ভাভার প্রকৃতিক পে
তিনি মিজ হইয়াছিলেন ।

RESEARCH

100-443887-100

[illegible][illegible][illegible][illegible]

১. স্বাধীনতা : স্বাধীনতা হলো একজন ব্যক্তির নিজস্ব জীবন যাপন করার অধিকার।
 ২. স্বাধীনতা : স্বাধীনতা হলো একজন ব্যক্তির নিজস্ব জীবন যাপন করার অধিকার।
 ৩. স্বাধীনতা : স্বাধীনতা হলো একজন ব্যক্তির নিজস্ব জীবন যাপন করার অধিকার।
 ৪. স্বাধীনতা : স্বাধীনতা হলো একজন ব্যক্তির নিজস্ব জীবন যাপন করার অধিকার।
 ৫. স্বাধীনতা : স্বাধীনতা হলো একজন ব্যক্তির নিজস্ব জীবন যাপন করার অধিকার।
 ৬. স্বাধীনতা : স্বাধীনতা হলো একজন ব্যক্তির নিজস্ব জীবন যাপন করার অধিকার।
 ৭. স্বাধীনতা : স্বাধীনতা হলো একজন ব্যক্তির নিজস্ব জীবন যাপন করার অধিকার।
 ৮. স্বাধীনতা : স্বাধীনতা হলো একজন ব্যক্তির নিজস্ব জীবন যাপন করার অধিকার।
 ৯. স্বাধীনতা : স্বাধীনতা হলো একজন ব্যক্তির নিজস্ব জীবন যাপন করার অধিকার।
 ১০. স্বাধীনতা : স্বাধীনতা হলো একজন ব্যক্তির নিজস্ব জীবন যাপন করার অধিকার।

[illegible]

ତିନି ମାସପାଇଁ ମିଳିମିଶାଇ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ
 ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
 ଗ୍ରନ୍ଥର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
 ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗ୍ରନ୍ଥର ମଧ୍ୟରେ
 ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗ୍ରନ୍ଥର ମଧ୍ୟରେ
 ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗ୍ରନ୍ଥର ମଧ୍ୟରେ
 ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗ୍ରନ୍ଥର ମଧ୍ୟରେ

[illegible][illegible][illegible][illegible]

১৭৭৬ খ্রিঃ ১২শে বৈশাখ ১২৩৩
 শ্রীমতী ব্রজবল্লভী দেবী
 মহারাজাধিরাজ শ্রীমতী
 দেবী ১৭৭৬ খ্রিঃ ১২শে বৈশাখ ১২৩৩
 শ্রীমতী ব্রজবল্লভী দেবী
 মহারাজাধিরাজ শ্রীমতী
 দেবী ১৭৭৬ খ্রিঃ ১২শে বৈশাখ ১২৩৩

ଅବସ୍ଥାରେ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ପାରିବେ ନାହିଁ । ଏହା
 ମିଶ୍ର ହୋଇପାରୁଥିବା ସମ୍ଭାବନା ଯୋଗୁଁ ଏହା ଏକ
 ଜନ ସମ୍ମତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ଏହା ଏକ
 ବିଷୟ ଯାହାକି ଏକ ସମୟରେ ହୋଇପାରେ । ଏହା
 ବଦଳି ଯିବେ ଏବଂ ଏହା ଏକ ସମୟରେ ହୋଇପାରେ । ଏହା
 ସମାଜ ସହ ଏକତା ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଏହା ଏକ
 କେବଳ ନିଜର ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଏହା ଏକ
 ଆବେଗ ।

निम्नलिखित विषयों पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं :-
 १. भारत में राष्ट्रीय धर्म क्या है ?
 २. भारत में राष्ट्रीय भाषा क्या है ?
 ३. भारत में राष्ट्रीय फूल क्या है ?
 ४. भारत में राष्ट्रीय पक्षी क्या है ?
 ५. भारत में राष्ट्रीय जलजन्तु क्या है ?
 ६. भारत में राष्ट्रीय वृक्ष क्या है ?
 ७. भारत में राष्ट्रीय फल क्या है ?
 ८. भारत में राष्ट्रीय पेय क्या है ?
 ९. भारत में राष्ट्रीय खेल क्या है ?
 १०. भारत में राष्ट्रीय नृत्य क्या है ?
 ११. भारत में राष्ट्रीय संगीत क्या है ?
 १२. भारत में राष्ट्रीय साहित्य क्या है ?
 १३. भारत में राष्ट्रीय चित्रकला क्या है ?
 १४. भारत में राष्ट्रीय हस्तकला क्या है ?
 १५. भारत में राष्ट्रीय खेलकूद क्या है ?
 १६. भारत में राष्ट्रीय खेलकूद कौन सा है ?
 १७. भारत में राष्ट्रीय खेलकूद कौन सा है ?
 १८. भारत में राष्ट्रीय खेलकूद कौन सा है ?
 १९. भारत में राष्ट्रीय खेलकूद कौन सा है ?
 २०. भारत में राष्ट्रीय खेलकूद कौन सा है ?

[illegible]

১৯৩৫

১৯৩৫

১৯৩৫

১৯৩৫

১৯৩৫

১৯৩৫

১৯৩৫

১৯৩৫

১৯৩৫

১৯৩৫

১৯৩৫

১৯৩৫

১৯৩৫

১৯৩৫

১৯৩৫

১৯৩৫

১৯৩৫

১৯৩৫

১৯৩৫

১৩ ৬ই আগস্ট শুক্রবার সন্ধ্যার সময় এখান
 কার হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ম. র. জম ইজ
 সাহেব এখানে আসিয়া পঞ্জীকৃত করেন। শনিবার
 দুই .ছিন্ন ঘটনায় অন্য সোমবার বিচারাসনে
 বসিয়াছেন। আরিষ্টদের পক্ষ হইতে কলকিন
 সাহেব এবং উকীলদের পক্ষ হইতে পণ্ডিত অরী
 দাস তাঁহার সাক্ষর সম্মুখ করিলেন। ইহার
 উত্তরে ম. র. জম ইজ সাহেব তাঁহা বরখাস্ত
 দিয়া বলিলেন যে তিনি উ. হা. দেবর সহিত একত্রে

भाटनगारा

जॉर्ज ब्रिगेस

সামপ্রকাশ।

৩৬ নং ভাগ।

“বঙ্গদেশে প্রকৃতিবিশেষ পার্থক্য: লক্ষ্যমণী কলিকাতায় ন কীয়ালা”।

৪১ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক দ্রুত। স্বল্পতম সময়
১০ টাকা। অগ্রিম বার্ষিক ৫০.০০

১২২৩ সাল। ১২ ই ভাদ্র। ইং ১৮৮৬। ৩০ এ আগষ্ট।

৭ রিপনাক। ১৫ ই ভাদ্র।

অগ্রিম লোক বাতলী সময়ক: বার্ষিক
টাকা মাত্র। বিকল্প ৫০ রূপকিন্দ
অগ্রিম বার্ষিক বাতলী সময়ক: ৩০ টাকা

সোমপ্রকাশ।

১৫ ই ভাদ্র সোমবার।

সামপ্রকাশের আশেপাশে।

পাঠক! আজ আমরা পিতৃদেব হইয়া
আবার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। আজ তোমার
বলিব জানি না, এ সময়ের হৃদয় কতখানি
খিঁচিয়া উঠিয়াছে তাহা বুঝিতে পারি না। আজ
কখনই ইচ্ছা হয় তোমা নগর গ। বহিরা উল্কা-
রে জ্বলন করি, অন্ধার স্রোত অন্ধ বিষাইয়া
এ জরিতা পথের নাম উচ্চারণ করি। তাই
। পিতৃশোক কি এমনই এমন যে মানুষকে
অসহ্য পাগল করিয়া তুলে? আমরা পিতৃহীন
ইচ্ছাছি, রক্তাক্ত হইচ্ছাছি, একেবারে জালায়া
যতা, ইহকালের সাক্ষর দেখি, বসন্তের শিকার
ক, তারতন্যের আশঙ্কায়, সকল গুণের
ধর—এমন বন, এমন রক্ত, অশ্রুমাণ্ডিত অশ্রু
খর বিসর্জক হিয়া পুত নব, উদাস অবরে ঘর
জিয়া আলিয়াছি। কি বলিব তাই।—সান-
কানের জন্মভা বসন্তের জাগীত সংবাদপত্রের
তা। আমরা পিতৃহীন হইচ্ছাছি, তোমার
হৃদয় হইচ্ছাছি। হৃদয়কাতক: হারাইয়া
সেইসময় “সেইসময়” নামক সংবাদ-
পত্রের সর্বপ্রথম প্রকাশ। “সোমপ্রকাশ”
এক সোমবার। আমাদের অজ্ঞ। তাই, তাই।
পাঠক! উত্তরীক করে করিয়া তাইবের-গলা
হাইয়া কীভাবে আনন্দ। এস দেখি, এস

আমাদের উদাস লগ্নে লগ্নে চলিয়া যি, কে
তাই বলিবে আমাদের সত্য কাঁদিতে আনিবে, কে
এই ওতপোতের চীৎকার শুনিয়া অন্ধ হুয়াইত
আনিবে। লক্ষ্যমণী বাতলী হুয়াইত। তোমার
হৃদয় বড় আশার সামগ্ৰী। যে উল্কা
“সোমপ্রকাশ” জন্ম, যে উল্কা সোমপ্রকাশ
রকলে হৃদয় লগ্নে লগ্নে। এক দিন তোমার
হৃদয়ে সে উল্কা সঙ্গ হইবে, অগ্রক ৫ অগ্রক
বিলিয়া তোমার এক দিন পিতৃদেব পাঠক
শোক অন্ধ মোহন করিত পারিবে, ইচ্ছা হইত
ভরসা ছিল। তোমার পুত্র উপর সোম উদাস
হইত ছিল, রক্ত বহন সব ক্রমিক পুত্রগণের উপর
উদাস অরুণ ঘেট বাজিয়াছিল। তোমার
মায়ার পবন হৃদয় ২২ তিনি আজ তোমারিগকে
পরিণাম করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, বসন্ত পুত্র
করিয়া পুত্র পলাইয়া গিয়াছে, বসন্ত বেশ
আবার করিয়া বসন্ত বসন্ত উল্কা বসন্ত
গিয়াছে। কী বলিব তাই। সেট সোমপ্রকাশ
একবার গল্প করিলে তার না কারা আইসে?
তুমি জানো, তুমি বৈজ্ঞানিক তুমি বৈজ্ঞানিক, তুমি
বার্ষিক—বাবা ইচ্ছা তাহাই হই, পিতৃশোক
এমন অজ্ঞে বসন্ত করিবার কখনো তোমারের সই।
সাক্ষ্য করিবে? হৃদয় পুত্রশোকের সময়ক-সেই
সেইসময় হুয়াইত অশ্রু মাথা নুত সাক্ষ্য
হাই আনন্দকে হুয়াইত ওমাইতে পারিবে?
বিলিয়ে পিতৃশোকের হইলে কখন করিয়া
কি, কেবল অন্ধ লগ্নে উল্কা করিতে
পারিবে? সঙ্গার আইত, অন্ধ হুয়াইত উদাস
কখন আর কি কেবল ও অগ্রকের অসার
সেইসময় ভিতর টোকা, আনিবে পুত্র
শোকের সময়, হৃদয়, সঙ্গ, আমাদের সময়,

বিষাদের সময়, সঙ্গার সময়, বিলাস সময়,
চকের সময় অশ্রু হইয়া অশ্রুের উপর বসন্ত
হইত, হৃদয়কাতক অন্ধ লগ্নের অশ্রু হইত
আর কি কেবল ও অগ্রকের গলায় হইত
পারিবে? কী বলিব তাই। এ অগ্রকের অন্ধ
হুয়াইত আর কি সঙ্গার আছে? সেট অন্ধ-
হুয়াইত অন্ধ আবার অশ্রু, অশ্রু, অশ্রু,
উল্কা, হুয়াইত সঙ্গার যে পুত্রক অন্ধ হইত
গিয়াছে—আজ বাতলী অন্ধ হুয়াইত
সইত। এ সংসারের বার্ষিক তাই? আমাদের
বিলিয়া গিয়াছে, সঙ্গার গিয়াছে, সঙ্গার
গিয়াছে, সঙ্গার গিয়াছে হুয়াইত গিয়াছে, অশ্রু
গিয়াছে অশ্রু অশ্রু অশ্রু অশ্রু অশ্রু
আমরা পাগল হইয়া ঘরে ঘরে বেরিয়া
আর ডাক হুয়াইত বাবিতা বাবিতা
তাই রে। আজ তোর বড় অশ্রুর বার্ষিক-
সঙ্গার হুয়াইত তোমার ডাক হুয়াইত
হুয়াইত। বাবিতা সব আজ কাঁদিত এস গলায়
তীরে পিতৃশোক পিতৃশোক করিবার জন্ম সোমপ্রকাশ
এস, বড় তাই হুয়াইত হুয়াইত অশ্রু অশ্রু
গলায় অশ্রু পুত্রক তরু উল্কা করিবে
এস। আজ হুয়াইত বিলাস আনিয়াছে, অশ্রুর
আরতেই অশ্রুর মাথা হুয়াইত অশ্রু
সঙ্গার ভিতর দিয়া অশ্রু অশ্রু অশ্রু
হুয়াইত। বিলাসের দিন বড় অশ্রুর দিন। বাবিতা
সঙ্গার পুত্রক শোক সেই দিনে বড় উল্কা
উল্কা। বাবিতার ঘরে ঘরে সেই দিন কলা, শোক
আর বা হুয়াইত। আজ হুয়াইত সেই দিন আনিয়াছে।
বাবিতা কী বলি তাই। এক দিনে এ কারার নিঃশব্দ
হইবে না।

আর কখনো বিলাস অশ্রু হুয়াইত? এ কথা

কীভাবে আমাদের উন্নতির পথে অবদান রাখবে।
আমরা শোকে অন্ধ কলিত কলিতে হোমার
পবিত্র স্মৃতি জীবনের মধ্য জাগাইয়া রাখিয়া ব'র
আমরা হোমার মান অরবীধ করিয়া রাখিতে পারি
তবেই সোমবারের সন্মান সুখ উজ্জ্বল থাকিবে,
আলোকিত কর দেব। যেন আমরা শোকে ভয়ে
অবনত হইয়া বীর কর্তব্য তুলিয়া না যাই।
হোমার অগৌরব উলানে উপর ভেঁতে আবার
আমাদের অসংকিত ভাবে উৎসাহিত কর
হোমার পবিত্র কলিত আবার আনন্দিত কর
প্রাণিত কর, সজীব হাঁড়াইয়া দেবতার দ্বার
বেদন আনন্দিত কর মন্তব্যের বস বিতে, উপর
ভেঁতে আলোকিত করিয়া তেমনিত আনন্দের বস
হাও। বড় আনন্দের "সোম-কাল" অর্গ হইতে
যদি হোমার আদেশ শব্দী ভূমিতে পাত ভাব
ভাবার শোক সজীব সজীবিত দেবে সূর্য জীব-
নের আনন্দিত হইবে, সূর্য বাল সৌর্যম হইয়া
হোমার দ্বার মিত্তিভিত্ত - ব'র পথে, ব'র-
বোর পথে, বসবাস পথিকের মত আবার আনন্দ
রাজনীতি, সত্যনীতি, ও স্বাধীনতার ইঙ্গিতপথে
পথচাঙ্গন করিতে সক্ষম হইব।

✓ হারকামাথ বদ্যভূবণের ✓ সংক্ষিপ্ত জীবনী। ✓

পাঠক। আমাদের বীমবেশ চর্চন করিয়া
শোকে হৃদি জ্বল করিয়া মুক্তিত পারিচাছেন
আমরা আমাদের পরমার্থাত্ম পণ্ডিতের হারিকা-
মাথ বিদ্যাক্ষরণকে হারাইয়াছি। যিনি পৃথিবীর
সমস্ত রূপমিত্ত ব্যক্তির জীবনী লিখিয়া বসবাসীর
ইতিহাসজ্ঞান জন্মাইয়া দিয়াছেন আজ আমা-
দিগকে তাহারই জীবনচরিত লিখিয়া, ইতি-
হাসের একটী একান্ত মূল ভান পূরণ করিতে
হইতেছে। সখী এক মূল ভক্তিয়া গিয়া আর
এক মূল গঠিত হয়। কোমর জোড়ে দেশ ও
স্বদেশের যে অংশ তত্ত্ব হইয়া যায়, তাহাতেই
ইতিহাসের মিক করিয়া উঠে। সমস্ত বাতাকে
হারাইয়া বাতাকার করে, ইতিহাস তাহাকে
পাইয়া রক্তাক্তভাবে বিবৃত কর। আমরা আজ
তথ্যে একটী উজ্জ্বল সুবর্ণ ইতিহাসকে সজীব
করিবার প্রয়াস পাইতেছি। কিন্তু সংখ্যক পণ্ডি-
কায় হই চারিটি ভূত পূরণ করিয়া বিদ্যাক্ষরণের
অনুভূতি করিয়া করা যায় না। হই চারি করবার
হারকামাথের গুণগ্রাম শেষ করা যায় না। সে
সমস্ত জীবনী লিখিতে হইলে একখানি অক্ষাণ্ড

গ্রন্থের আবিষ্কার। আমরা আজ তাহা পাইতে
উপকার দিতে পারিলাম না। সংখ্যকপূর্ণ মন্ত-
ব্য, সমস্ত উজ্জ্বল শোকে কর্তব্য, পাঠকবর্গকে
আমরা তাহাই অক্ষাণ্ড বান করিতেছি।

১২১০ খ্রিঃ জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত
কলিকাতার প্রাক্তন চাকরিপোতা নামক গ্রামে
হারকামাথ বিদ্যাক্ষরণ জন্ম গ্রহণ করেন। হারকা-
মাথ হারিকামাথ বৈদিক জেলীর জ্যেষ্ঠ। তাঁহার
পিতার নাম বরভদ্র হারকামাথ। বরভদ্র হারি-
কামাথ বৈদিক সনাতন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বভূত
ও কৈশিকপণ্ডিত পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতৃ
দ্বির সম্পত্তি ছিল না। কেনন পৌরহিত্য জ্যেষ্ঠ
পণ্ডিতের ব্যবসারে তিনি জীবিকানির্ভার করিতেন
হারকামাথ মধ্যম অতিথর ভেজখী ও আদীমচৈতা
যাকি ছিলেন। সংসারের সন্তান জন্ম নক্য ক রি-
য়াও তিনি কখন বসবাসবর্গের হারক হইতেন না।
হারকামাথের দুই পুত্র জ্যেষ্ঠ হারকামাথ ও কনিষ্ঠ
পুত্র জ্যেষ্ঠ চক্রবর্তী। হারকামাথ বাল্যকালে
বীর পিতার নিকট ব্যাকরণ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।
পণ্ডিত সর্বাঙ্গমুক্ত সার্বভৌম ও জ্ঞান বৎসর পর্যাণ্ড
হারকামাথের ব্যাকরণ শিকক ছিলেন। ব্যাকরণ
শিক্ষা কালে সার্বভৌম তাঁহার অধ্যয়নার বেধিয়া
লিখিয়াছিলেন "এই বালক কালে একজন দিক-
পাল পণ্ডিত হইবে" সার্বভৌম "বালক"র
পাঠকমার তাহার ক্রমোন্নতি বেধিয়া লিখিতে
পারিয়াছিলেন। হারকামাথ বৎসর বয়সে কালে
হারকামাথ মধ্যম তাঁহাকে কলিকাতা সংস্কৃত
কলেজে নিযুক্ত করিয়া দেব। সেখানে ক্রমাগত
হারকামাথ কাল, ভাষা, স্মৃতি, বেদান্ত চর্চন,
সাধিতা, অলঙ্কার, কাব্য ও জ্যোতিষ শিক্ষা
করিয়া তিনি অধ্যাপকের বিশেষ প্রিয়
পাত্র হইয়া উঠেন। বাল্যকালে হারকামাথ
শিক্ষাকে বড় ভর করিতেন। সে জন্ত অসং সন্ত
বা অসং কার্যে বোগবাস করিতে কখনই তিনি
সাহসী হন নাই। বৌদ্ধের প্রারম্ভ হইতেই
হুদিকামাত করিয়া বসবে তাঁহার চরিত্র সংগঠিত
হইতে লাগিল তখন অসং সন্ত ও অসং কার্যের
প্রতি অভাবতই তাঁহার বড় বিদ্বেষ জন্মিয়া উঠিল।
তখন বাহার উৎপত্তি হইল অভাবে-ভাবা প্রতি-
কলিত হইয়া জন্মেই তাঁহার শিক্ষার পথে সন্ত-
রতা করিতে লাগিল। শাস্ত্রগ্রন্থের সুবক্তব্যের
মধ্য তখন বেদন তথ্যমাত্রিকতার প্রবল। ছিল
তাঁহাকে সমস্তের মুক্ত হইলে কখনই হারকামাথ
হুদিকা জ্ঞান করিয়া পণ্ডিতবর্গের অগ্রণী হইতে
পারিতেন না, বরংই করমোদীকিতের মত

তাঁহাকে জীবিকায় আলোচ্য প্রবোধ, সুখমিত্ত জিহা,
সুখমিত্ত আলোচনা ও সুখমিত্ত ভাবে। প্রবোধ
ব্যক্তি। হুদিকামাথ হারকামাথের নিকট শিক্ষা
আত্মপূর্ণতা সংগ্রহ করিয়া, কলিকাতার বহি-
র্ভাগে কলিকাতার অধ্যাপক হুদিকা হুদিকা জীবিত
নির্ভাবের উপায় হেথিতে হইত। হারকামাথ
এ বস হইতেই পিতার ভরে সুসংস্কৃত পরিচালনা
করিয়া সন্তক হইয়াছিলেন। সেই অভ্যাসবশত
অধ্যাপিত অসং সংস্কৃত তাঁহার সার্বভৌম ছিল।
হাওয়াক তিনি অসংস্কৃত পণ্ডিতা জ্যোতিষের দ্বিতীয়
অধ্যাপক হইলেও তাহার সচিত্র ব্যাকরণ পণ্ডিত
রচিত করিতেন। তত্ত্বজ্ঞান পাঠের অসং শোকে
সম্মান করিতে কখনই তাঁহাকে দেখা যায় নাই।
এই কারণেই লেখকের মধ্য অধ্যাপক হুদিত হুদি-
কামাথ ছিল না। হারকামাথ কখনও কাহাকে
হই কখন বলি তন না কিন্তু বৌদ্ধ কাল হইতেই
তাঁহার গিরতর রূপ ছিল—অসং অভ্যাসের শোকে
সম্মান তাঁহার নিকট অগ্রসর হইতে সাহসী
হইত না।

হারকামাথ বৎসর কাল সংস্কৃত শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া
বীর বীমভিত্ত, গুণে হারকামাথ জন্মেই শিকক ও
জ্ঞানসম্পন্ন মাত্র রূপ হইয়া উঠিলেন। তৎপরে
কলেজের ছাত্রত্ব পত্রিকা অর্জিত হয়।
হারকামাথ পরীক্ষিত ছাত্রগণের মধ্য প্রথম ও
প্রথম হুদিত পাইয়া বিদ্যাক্ষরণ পদবী লাভ করেন,
সংস্কৃতের সচিত্র ইংরাজী ভাষা জন্মেই কলেজের
পাঠা হইয়া উঠিল। হারকামাথ পুনরায় ইংরাজী
শিক্ষা আরম্ভ করেন। অধ্যাপনার গুণে অধিক
বয়সে হারকামাথ ইংরাজী বর্ণমালা লিখিতে
আরম্ভ করিয়া ক্রমে নিজের চেতন যেন ইংরাজী
ভাষাজ্ঞান লাভ করেন। সংস্কৃত কলেজে পাঠ
সমাপ্ত করিয়া ইনি কলিকাতার কোর্ট উইলিয়ামে
লিখিত সার্বভৌমের শিককতা কার্যে নিযুক্ত
হন। পরে সংস্কৃত কলেজেই ব্যাকরণ শিককতা
পরে নিযুক্ত হন। এখন হইতে ২১ বৎসর
কাল অধ্যাপকতবে পরিচয় করিয়া হারকামাথ
বিদ্যাক্ষরণ সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপনা কার্য
করিতে থাকেন। সেবে বিদ্যাক্ষরণের বহানতের
পরিবর্তে কিঞ্চিদ্র সংস্কৃত কলেজের জিহাউল
প্রধান অধ্যাপকের কার্য করিয়া ১২৫০ সালে পেন্সন
প্রাপ্ত করেন। কলেজের অধ্যাপনাকালে ইনি
হিন্দু ধর্মের কৈশিকসমস্ত বস নামক জন্মেই শিক-
কের সচিত্র বীর সংস্কৃত শাস্ত্রজ্ঞান বিবিত
করিয়া ইংরাজী শিক্ষা লাভ করিতেন।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপনা কালেই "সোম-

করেন। তাঁহার সূচীতে বৈদিক সমাজে অনেক
কিছু এবং শিল্প সম্বন্ধে বহু করিয়াছেন। তাঁহার
অন্যতম বাৎসরিক এই প্রকার ছিল যে যত্নে শিল্প
করিতা ও তিনি অনেক বসীর উন্নতির চেষ্টা
করিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষের প্রথম কীর্তি "সোমপ্রকাশ"।
সোমপ্রকাশ বঙ্গবাসীর শিক্ষাক্ষেত্র, বাজালা, সম্ভার
পত্রের পিতা। ইহাতেই প্রথমে বঙ্গ-
বাসীকে রাজনীতি শিক্ষা ও রাজনৈতিক আশা
দানের কৃতি জ্ঞাতিরা হইল। রাজনৈতিক উন্নতির
সহিত সংস্কারের প্রকাশ করিতে "সোমপ্রকাশই"
প্রথমে শিক্ষা দিত। সোমপ্রকাশের অঙ্গল
সেখনীর অর্থে যেতাত্ত্বিকের অভ্যাসের উন্নতি
করিয়া গিয়াছে। বঙ্গবাসীর কি অভাব, কি পীড়না
এবং বাজালীর প্রতি কর্তব্যের কর্তব্য কি,
সোমপ্রকাশ প্রথমে তাহা গুরুত্বপূর্ণক বুঝাইয়া
দিয়াছেন, যেসকল পুরাতন কথা লইয়া গুরুত্বপূর্ণক
আমরা এখন চাপিতা করিতেছি সোমপ্রকাশের
শ্রুতিই পূর্বে তাহার সূচনা ও প্রস্তাবনা করা হয়।
সোমপ্রকাশ বঙ্গভাষার সংস্কার কর্তৃক। পূর্বে
সাহিত্য বাজালা, মৈথিলি বাজালা, এবং অল্পসংখ্য
বিশ্ববর্জিত সংস্কৃত—বাজালা ভাষিয়া হুঁরিয়া
সোমপ্রকাশই আধুনিক বিদ্যুৎ বঙ্গভাষার সংস্কার
করিয়াছেন। বিজ্ঞানবোধ ও তাঁহার পরদর্শন বিজ্ঞা-
সাহিত্য বহিঃ প্রকাশ না করিতে, বঙ্গভাষার
বর্তমান উন্নতি আরও প্রচুর বৎসর দূরে গিয়া
পড়িত। ইহার প্রণীত প্রকাশিত প্রসঙ্গ ও গোপনের
ইতিহাস আছে। বিজ্ঞানবোধের বিরুদ্ধেবীর পঠের
জন্ম ইহার প্রণীত প্রকাশিত "নীতিসংগ্রহ" এবং
বর্তমান রচনা। তন্মিত বিজ্ঞানবোধ একখানি
ব্যাকরণ প্রকাশ করিল। ১৮৮৫ অব্দ হইতে প্রকাশিত
পোস্তা হইতে সম্প্রদায় নামক একখানি মাসিক
পত্র বাহির হয়। ৯ বৎসর কাল সম্প্রদায়ের সম্পাদনা
করেন কার্য করিয়া বিজ্ঞানবোধ পোস্তিত জন এবং
সম্প্রদায় বহু করিয়া কালীদাস যাত্রা করেন।
সেখান হইতে কালীদাস অবস্থা বর্ণনা করিয়া ক্ষুদ্র
ক্ষুদ্র কতকগুলি কবিতা লিখিয়া বিবেচনার বিশেষ
নামে একখানি বহু কাব্য প্রকাশ করেন। ১৮৮৯
ও ৯০ সালে তাঁহার প্রণীত "উপদেশ দ্বারা"
প্রচারিত হয়। তিনি সমগ্রতঃ দুই জীবাণী ও বাহ্যিক
সহিত সংস্কারের প্রকাশ করিতেছিলেন।
সেখানি সম্পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে।

বিজ্ঞানবোধ বহুদিন হইতে বহুদূর যোগে রোগ
পাইতেছিলেন। তাঁহার আশ্রয় ও ভয় হইয়া
পড়িয়াছিল। জন্মস্থান পরিদর্শনের নিমিত্ত কয়েক

বৎসর যত্নে তিনি যুক্তের প্রণীত মানা প্রদান
করিয়া অন্তর্গত বহু "কার্তিক" নামে ভজনপুত্র
ভিত্তিতে সাতজন নামক ভাইকে প্রদান করেন। সেখান
তাঁহার সমাপ্তি হইতে ভিত্তিকৃতনামানী সকল
রই জন্মভাষ্য, হইয়াছিলেন। সাতমাসে যাহা
পরিবর্তন হইত গিয়া তিনি সেখানে একজন
বিজ্ঞানবোধের সংস্কার করেন। একজন নাইট প্রদান
করেন। সাতজন মিউনিসিপালিয়ার বিশেষ
উন্নতি সাধন করেন। সাতজন সমগ্রতঃ ভায়
নির্ধারণের জন্যও তিনি বিশেষ উদ্যোগী হইয়া-
ছিলেন। দেশের উন্নতিপক্ষে তিনি এত চিন্তা
করিয়াছেন যে যুক্তবাসীর বিকার প্রভৃতি কেবল
তারতম উন্নতি ও দেশের মোক্ষের উন্নতি লই-
য়াই প্রকাশ করিয়াছিলেন, যুক্তের কষ্টকর মাস পূর্বে
তিনি কিছুদিন আশ্রয় করিয়াছিলেন। সাতজন
তাঁহার প্রণীতবোধে একজন হুঁরিয়া কারবন্দা হয়।
উদ্যোগের রাজ্যভাষ্য প্রকাশ ভাষ্যের গোপনীয়
সাহিত্য এক প্রসঙ্গও প্রকাশ না করিয়া তাঁহার
চিন্তা প্রকাশ করেন। সেখানকার পোলিটিকাল
এজেন্ট এবং স্থানীয় ভ্রমণকর্তা সকলেই তাঁহাকে
আরোপ করিবার জন্য যত্নবান হন। কিন্তু
কারবন্দা আরোপ করা নির্বোধ অসাধ্য। গত ৭ ই
তাহা যত্নবোধ প্রকাশিত গোপনীয় সাহিত্য
অতি সতর্কতার সহিত কারবন্দা কাটিয়া বেন-
তার পর নাকীড় কর আসে। সেই অবধি
সোমপ্রকাশ বেনা হই প্রথম ৫ মিনিটের সময় ৬৭ বৎ-
সর বৎসর যৌর পরিবারবর্গ ও সমস্ত সাতমাসিককে
কাঁচাইয়া তিনি ইচ্ছা করিয়া পরিভ্রমণ করিয়া যান।

কপূর বেন উকিয়া গেল,—তাঁহার তেজস্বী
সেখনী ভারতবর্ষে পরিভ্রমণ করিয়া গেল।
হুঁরিয়া ক্রিয়াকলাপে বৈদিক বৈদ্যেই নিমিত্ত
গেল। ভক্তভাষ্য পরিবারবর্গ, হুঁরিয়া বঙ্গবাসী
কাঁচিয়ার জন্য পড়িয়া রহিল। সোমপ্রকাশের
শিতা অগ্নি গনন করিলেন। পাঠক! যাহা
ভাষ্যই হইয়া তাহা ও আর পাইব না, বেননটী
গিয়াছে তেজস্বী ও আর হইবে না। গত কষ্টকর
বৎসর যত্নে কেবল আমরা এক একজন রক্ত হারা-
ইতেছি। কোন মৃত্যু স্থান পরিপূর্ণ হইয়াছে তাহা
আমরা জানি না? ভগবান! যাহা হাও এমনি
করিয়া কি তাহা কাড়িয়া লইতে হয়? এত দিনে
সোমপ্রকাশ শিত্তশোক অবগত হইল !!!

প্রাপ্ত

অগ্নিগামী পুণ্ডিত "ভারতবর্ষে বিজ্ঞানবোধ।
আমাদের কোন সমগ্রতঃ পুণ্ডিতেরক, লিখিয়া

হেঁম,—পুণ্ডিত ভারতবর্ষে বিজ্ঞানবোধ আ-
ইহ সংসারে নাই" এই শোক সম্রাটের সম্রাট
বঙ্গবোধ আজ গভীর শোকসাগরে মিনহা হই-
বন। সোমপ্রকাশের পাঠকগণ শোকসাগরে
হইতে অবিরল অশ্রুধারা বরিষণ করিয়া
ভারতবর্ষের একজন বরপুত্র আজ মৃত্যু-
স্থান করিয়া চালাইয়া গিয়াছেন। বঙ্গীয় সংসার
পত্রের শিরোনাম "সোমপ্রকাশ" এতদিনে অস-
হইল। ভারতবর্ষে বঙ্গবোধের প্রকাশ সংসার প-
ত্রের করিয়া চিরদিনের জন্য শান্তিধর্মের জো-
আমর লইলেন। পাঠক! আজ যে অসং-
খ্যাত সংসারপত্র পাঠ করিয়া কত সামাজিক
রাজনৈতিক বিষয় সকলে অবগত হইতেছেন-
বঙ্গের গৃহে গৃহে নগরে নগরে সংসারপত্র
বহন প্রচার হোতেছেন—ইহার প্রথমক পুণ্ডিত
ভারতবর্ষে বিজ্ঞানবোধ। আজি জিন্দগিয়ার
যত্নে কত সমগ্রতঃ যাহা অভিজ্ঞ করিয়া অ-
উৎসাহে ও অশ্রুত চিত্তে বেননটী করিয়া সাত
সোমপ্রকাশের সম্প্রদায় কর্তৃক সম্প্রদায় করিয়া
হেঁম তাহার তুলনা হইল। বঙ্গভাষার
একজন অধুনা রক্ত মিত্রবোধ কালে প্রসঙ্গ করিল,
পাঠক! বেননটী এই দীর্ঘকাল ব্যাপিতা আ-
প্রতি ভাবে আশ্রয়কে বিবিধ বিধ শিক্ষা দিলে
অভ্যাসপুণ্ডিত বঙ্গের অসংখ্য সম্রাটকে
অভ্যাসের হইতে রক্ত করিবার জন্য সেখানী
করিলেন। নীলকর প্রণীত ও প্রকাশিত অশ্রু-
কৃতকর্মকে সাহায্য করিবার জন্য প্রণীত
করিলেন। তাঁহার শোক প্রকাশের জন্য আ-
নারা কি বিন্দুভাষ্য অশ্রুধারা কেলিয়া নিম-
ধাকিবে? যিনি বঙ্গবোধের সর্বজনীন উন্নতি
জন্য বহু বন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ইহা
সেখানী সম্রাট সম্রাট অগ্নিরাশি উদ্ভব করিয়া
নীলকরদিগকে পুণ্ডিত করিয়াছিল। রাজ্য
সতর্ক করিয়াছিল, প্রজাকে কর্তব্য শীল করিয়া
ছিল, সেই ভারতবর্ষে আজ আমাদিগকে কাঁচাই-
বঙ্গবোধ আশ্রয় করিয়া ভারতবর্ষকে পুণ্ডিত
করিয়া বঙ্গবোধকে অসাধ্য করিয়া অসম্ভবভাবে
করিলেন। অ.ইস আমরা সকলে নিঃশব্দে তাঁহার
নাম বঙ্গবোধে চিরদিনের করিয়া রাখি। সংসার
রের রোগ শোক তুল করিয়া সংসারের চিত্ত
সকল পদমলিত করিয়া ভারতবর্ষে সেইখান
গিয়াছেন সেখান সংসারের শিক্ষা তাঁহার
অর্জন করিতে পারিবে না, কিন্তু আমাদের প্রাণে
বেধনা, হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা বাহুরূপে অর্গে গি-
চিরদিনই তাঁহার চরণতল পূজা করিতে পারি-

রাজপুর পরিষদ, কোদালীয়া, চাট্টিপোতা
 উক্ত প্রামাণ্যসী কৃতবিদ্যা যুবকগণ । আপনারা
 যে উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া দেশের মুখ উজ্জ্বল
 করিতেছেন বলা মুখে আপনাদের যে বংশোদ্ভূত
 হইতেছে । ইহার জন্য কি আপনারা যত্ন নত্যা
 তত্ন দায়কমান্য বিদ্যাভ্যুৎপাদন নিকটে কিরূপে
 হইয়াছে কি বলি নছেন ? এতে যে রাজপুর মিউনি
 পালিটির অন্তর্গত উক্ত ভেদীর ইংরাজি বিদ্যালয়
 উক্ত বর্ষ বর্ষে কত বালক বহির্গত হইয়া
 বেনোপার্জনে রত হইতেছেন ইহারা কি তাঁহার
 পুরস্কার পড়াকা স্বরূপ হইবে না ? রাজপুর
 বাসী অভি অল্প লোকই আছে বলা যায় । জ্ঞান
 ভের নিমিত্ত কিছু পরিমাণে এই মহাত্মার
 কট স্বপ্নপাল্যে আবদ্ধ নছেন । এতদ্ব্যতীত যুবক-
 গণকে অশিক্ষা দিবার জন্য বহু আয়াস অধিকার
 দিয়া নিজ অর্থ অফাতরে ব্যয় করিয়া বিদ্যাভ্যুৎপাদ
 ন যে বর্জন্য ইংরাজি বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠাপিত
 করিয়া দিয়াছেন ইত্যাদি অশ্রীয়া মহাত্মার
 পূণ্য কীর্ত্তি প্রভু বলিয়া পরিগণিত হইবে না ?
 বিদ্যাভ্যুৎপাদন মহাত্মার মুখুতে তরিনাতি শুদ্ধ
 ক দ্বিষস বহু হইয়াছিল । বঙ্গদেশের বালকগণ
 বিংশকের জন্য শোক চিহ্ন অরূপ কাল্য কিতা
 রূপ করিয়াছে । কিন্তু আমরা ইহাও মনে
 পাই এইরূপ বিবেচনা করি না । তাঁহার কীর্ত্তি
 অরূপ, এই আটম সোপ্রকাশ সংবাদপত্র
 পূর্বের তালিকা বিধানের জন্য তাহার নিকটে উপ-
 ক বঙ্গবাসী সাজেরই ইহার প্রায়ক বহু
 কণ । হারিদিগের জন্য এই পত্রিকার দ্বারা
 কখনোই সমস্ত ৩০ টাকা নির্ধারিত হইয়াছে ।
 পূর্বক লক্ষ্যের দ্বারা ও শিককগণ সকলে
 পূর্বক এই আটম পত্রিকার প্রায়ক ভেদীভূত
 ইয়া তাঁহার কীর্ত্তি অক্ষয় করিয়া রাখবার চেষ্টা
 করি । যেসকল দুঃস্বপ্ন শোক তাঁর আমাদের স্বপ্ন
 পূর্বক হইয়াছে তাহা এই সামান্য লেখনীতে
 প্রকাশিত হইবার নহে । আমাদের এই শোক
 পূর্বক ভেদীভূত । আজ যত্নের যে নিখরচা
 পূর্বক রাহু অসিয়া প্রায় কারল পত বর্ষে
 পূর্বক আকাশে ভাষা পুনরাবৃত্ত হইবে কিনা
 পূর্বক । রাজপুর বাসী ৬৩০০লী আপনারা
 পূর্বক যে অল্পা নিধি হইতে বাকিত হইলেন পত
 পূর্বক । নিম্নলিখিত ৩৩ পুনঃ প্রাপ্ত হইতে পারি-
 বেন না । আপনারা সকলে মতপট হইতে যত
 পূর্বক পুণ্ডিতিক রক্ষা করুন ।

আপনারা অংশবৎসল সমাধিপালক বঙ্গদেশ-
 পূর্বক রক্ষা রে দন করিতে লিখিয়েছেন । কখনই

উপকার লাভ করিয়া কখনওই পূর্বক না ।
 পূর্বক প্রায়ক দায়ক মাধব বিয়েলে গভ বরের
 সেনপ্রকাশ শোক চিহ্ন ব্যয় করিতে পারে
 ন উইক র ক রণ বোধ হয় পত্রিকা যা বহু ভই-
 ব ব পূর্বক মুখু সংবাদ পৌী হইয়াছিল । অথচ কুঁর
 আগামী বারে সোমপ্রকাশ পূর্বক বের বধা-
 রীত শোক 'চহু ব্যয় ক'র' । যজিকতা
 রক্ষা করবেন ।

উপসংহারে রাজপুর মিউনিসিপালিটির কর-
 দায়ক—আপনাদের নিকটে এই শেষ ভিক্ষা আপ-
 নারা সকলে যত্ন হস্ত হইয়া বধাসাধা অর্থসাধা
 করিয়া সেই অর্গারুত মহাত্মার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যা-
 লয়টির নিমিত্ত একটা অল্প বাটী নির্মাণ করিয়া
 দায়কমান্যের মান চিত্রস্বরূপ করিয়া রাখুন ।
 তাহা হইলে সনন্ত বঙ্গদেশ বাসিরা আপনাদের
 বংশোদ্ভূত বিবেচিত হইবে । বিদ্যাভ্যুৎপাদন মহাত্মার
 শোচনীয় প্রকাশ জন্ত সংকৃত কমেজও একদিবস বহু
 হইয়াছিল ।

বঙ্গদেশে ৫০ টাকার মূল রাজস্ব বাধিলে জর
 দ্বারীয় গভর্ণমেন্টে একটা মুখর বন্দোবস্ত করিয়া-
 ছেন । এতদ্বিষয় পূর্বক প্রায়ক কালেক্টরিতে গিয়া
 রাজস্ব বাধিল করিয়া আসিতে হইতে একদে
 উক্ত টাকা পোষ্ট অফিসে জমা দিগেই চলিবে ।
 টাকা জমা দিবার জন্ত কালেক্টরিতে বেরপ
 চাপান লিখিয়া দিতে হয়, পোষ্ট অফিসে দিতে
 গেলেও সেইরূপ করিতে হইবে । পোষ্ট অফিস
 ব্যাঙ্কে উক্ত টাকা জমা থাকিবে । ট্যাক্সদাতা
 নিয়মিত সন্মুখে টেক্স অফিসারের সাম্মুখিত
 একখানি রসিদ পাইবেন । বর্জন্য ও টাকা
 অফলে প্রায়ক এই বিয়মটী চালাইয়া দেখা হইবে
 ইহাতে বাস্তবিক উপকার হয় কি না । আমরা
 বিশ্বাস করি ইহাতে সাধারণ প্রজার বিশেষ
 উপকার হইবে । টাকা জমা দিবার জন্ত কালেক-
 টারিতে সাধারণের কতদূর ক্লেশ সভ্য করিতে
 হয় ইহা তাহারও অবগিত নাই । একে সমস্ত
 দিন আনলাদিগের ভোষ্যমোহ করিতে যার
 তাহারে কিছু কিছু মজুরি দিয়া সন্তুষ্ট করিতে
 হয়, তাহার উপর কেহ যদি নির্দোষ সন্মুখিত বধা
 কালেক্টরিতে উপস্থিত হইতে না পারে তবে
 সেদিন আর তাহার টাকা বেওরা হয় না । সেই
 একদিনের সাধারণ জটীতে হস্ত তাহার বিধ
 সম্পত্তি বিলীন বিক্রয় হইয়া যায় । পোষ্ট
 অফিসে টাকা জমা দিবার বিধ থাকিলে এই সকল
 অনিষ্টের নিবারণ হয় । অধিকন্তু বরের নিকটে
 টাকা বাধিল করিবার স্থান পাইলে বেশ বেশা

আমাদের লোককে ভাল চিঠি বা বিদ্যা কালেক্টরিতে
 বোঝাইতে হয় না । গভর্ণমেন্ট ৫০ টাকা ও তাহার
 মূল রাজস্ব সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবস্থা করিতেছেন,
 আমাদের বিবেচনায় ২০০ টাকার পর্যন্ত জমা দিবার
 জন্ত এই বিয়ম করিলে ভাল হয় । কারণ বাধাধিগত
 বার্ষিক দুইশত টাকা রাজস্ব বিতে হয় তাহারও
 কমবান ব্যক্তি নছেন । তাহারের অধীনেও পাক
 পেয়ালা এবং অধীন কর্ত্তব্যরীর সংস্থা অধক
 থাকিতে পারে না । অরু তাহারিগকে নানাকার্য্যে
 বাপুত থাকিগও কলিই কলিই কালেক্টরিতে
 বোঝাইতে হয় । বাহ বের লোকবল সাধারণ
 আছে কালেক্টরিতে তাহারে টাকা সা মল করি-
 বার কোন বোধই নাই । মাতা-পিতা উপর কৃপা
 প্রার্থন আর বের টাকিয়া হওয়া উচিত ।

—৩৩—

আমাদের কি বরের মত একটা কার্য্য হইবেনা ?
 আমরা যখন বা চাহিব গভর্ণমেন্টে অর্থন তাহা
 অধিকার করিবেন, বাহাতে আমরা সন্তুষ্ট হইব
 জেনেও গভর্ণমেন্টে সেকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন না ।
 বাহাৎক আমরা ভাল বাসিব, গভর্ণমেন্টে তাহাৎক
 দুবকরিয়া দিবেন, বিবি জমাগত উতাক করিয়া
 আমাদের অগ্রর ভাষন হইবেন, গভর্ণমেন্টে
 তাহাৎক প্রতিপালন ও অত পরত সাহায্য
 করিবার চেষ্টা করিবেন । উত্তর পশ্চিমের ছোট-
 লাট সার আলফ্রেড ল্যারকে পাঠক বিশেষ অব-
 গত অছেন । তাহার নাম নাম জানির বাবী করিয়া
 একজন টংরাজ কেমন বড় সাহেবের নিকটে প্রত্যা-
 বাত হইয়াছেন । তাহাও কাতরও জানিতে থাকি-
 নাই । এমন সেই ল্যারেল সাহেবের কর্ত্তব্যকাল শেষ
 হইয়াছে । সে ক্রটরি অবস্টেট আরও এক বৎসর কাল
 তাহাৎক নিঃস্বাসনে রাখিবার প্রস্তাব করিয়াছেন ।
 উত্তর পশ্চিমবাসীর অধুই আরও কত ভোগ
 আছে তাহার ইয়তা নাই । পূর্বক গভর্ণর সার
 চারলস এডিসন প্রায়ক শাসন কর্ত্তা । লোকের
 নিকটে তাঁহার সমান ও ব্যাতি বিস্তৃত হইয়া পাকি-
 য়াছে । শীঘ্র এটিসমকে গুরুত্ব সমান আদর
 করিয়া নকেন । ইহাৎক আরও কিছুদিন পূর্বক
 কর্ত্তব্য করিতে অস্থায়ি দিবার জন্ত পূর্বক
 সাহসে প্রার্থনা করিতেছেন । কেউ সেক্টর
 সেই অবস্থার উত্তর না দিয়া আগে লোকের
 অগ্রর সার আলফ্রেড ল্যারকেই রাখিবার চেষ্টা
 করিতেছেন । "তবে কুটে নগ পায় দল ব্যি
 অভিমান ।

ওরিয়েন্টাল কমপ্লেক্সে কলিকাতা বোম্বাই ও মাদ্রাস হইতে তিনজন বেনীও প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার কথা হইয়াছিল। একজন কুম্ভা বাইকেছ তিনজন ইটালীয় প্রতিনিধি প্রেরণ করা হইবে। ইহার আবার ভারত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অসত্যিক এবং ভারতবাসীর উপর মিথ্যে বিরক্ত। লর্ড ডার্বিং আজকাল শাহীরা বাহিয়া এইরূপ প্রকৃতির লোককেই রাজকার্যে নিযুক্ত করিতেছেন। ইহাদের দ্বারা দুলা গী'র সার লিপিল প্রকৃতির। সার লিপিল যদি বলেন ভারত-বর্ষে ইংরাজাধিকারের পূর্বে ভারতবাসীরা লিপিতে পড়িতে জানিত না, ইংরাজকে তাহাতেই বিশ্বাস করিতে হয়। এইরূপ অত্যন্ত লোকে আবার আমাদের প্রতিনিধি হইয়া কমপ্লেক্সে সভায় বাইতেছেন। একতাকেই অব ইতিয়া বলেন যদি সিনড্রেট বাইবার পথ থাকিত তবে সকলেই দেখিতেন ওরিয়েন্টাল সভায় একজনও ওরিয়েন্টাল নাই।

—৩৩—

কর্নেল লফোর্টের নিম্ন জিহ্বক পর্ষদ গিয়া-ছিল। জিহ্বক বাহ্যিকসিদের অন্তর্ভুক্তি ভারতবাসী নামক একটি ক্ষুদ্র নদীর পর্বতানে স্থাপিত ভারতবাসী আন ই-পূর্বাভাস আন একটি নদীর শাখা এই দুইটি নদী হিন্দু-সর সমীপস্থ একটি হ্রদের সাহায্যে জীবিত রহিয়াছে। জিহ্বক হইতে তিনজন ৩৫ ঘোশ ব্যবধানে অবস্থিত। কর্নেল লফোর্ট জিহ্বক পর্ষদ গিয়া যে কি করিয়া আসি-লেন তাহার কিছুই প্রকাশ পায় নাই। আমাদের চক্ষে কেবল অর্থজাহা তির আর কিছুই প্রতীতি হয় না। আবার সীমা কমিসন ও নাকি কিরিয়া আসিতেছেন। তিরের কথা কি তাহা কেহই স্থিতিতে পারিতেছেন না। আমাদেরও তাহা গাঠিক ভাল বলিয়া বোধ হয় না। কয়েকদিন যাত্র শুনা গেল রুম সীমা জাহাওয়া ১৫ মাইল আগের হইয়া আসিয়াছেন। সীমা কমিসনের আবার হ্রদ সমস্যার পড়িয়াছেন। তার পরই কমিসন পূর্ত বোম্বাইবোন। কার্যের মধ্যে পণ্ডিত ও ভারত বাসীর অর্থনাশ।

—৩৪—

রুমের সহিত আবার নাকি একটি হ্রদ তর্ক উঠিয়াছে। এবং এই বাহ্যিকসিদের নামক স্থানটি অধীন কি কারুল রাজ্যের অধীন। রুম বসিতেছেন বাহ্যিকসিদের চিরকালই অধীন রাজ্য। ইংরাজ কেবল ইহাকে কারুল রাজ্যত্ব করিয়া লইয়া-

ছেন। ইংরাজ বসিতেছেন বাহ্যিকসিদের চিরকালই অধীরের অধীন। রুমের সহিত ১৮৭০ সালে ইংরাজের যে সন্ধি তার তাৎপ্যে কুম বাহ্যিকসিদের আনন্দর রুম-পূর্ণ অধীন গিয়া অধীর করিয়া লইয়াছেন। চিরকালের মায় বাহ্যিকসিদের অধীর রুমের একটি অংশ মাত্র। ১৮৭০ সালে এই প্রকৃতি আর একবার উচিত হয়। তখন ও রুম বাহ্যিকসিদের অধীর রাজ্যত্ব বসিয়া অধীর করেন। একদিনের পর আবার সেট পূর্তন কথা ফুলিয়া রুম যে বিবাস ইংরাজের চেষ্টা করিতে ছেন ইহার অর্থ কি? সীমা নির্ধারণ কার্যে ইংরাজ বোধ হয় ঠিকিলেন।

—৩৫—

জুনিয়ার সিভিলিয়ানগণ গর্বের জেনারেলের নিকট উপস্থানের বেতন বৃদ্ধি ও পদোন্নতির জন্য আবেদন করেন। উত্তরে সেক্রেটারী অবজেক্ট লিপিয়াছেনঃ—সকল বিষয়ে সকলের সমান অঙ্গুষ্ঠে হয় না। আবেদন করিয়া যে অংশ বেতন পাইয়া থাকেন তাহা ও একত্রিতবনের অধীন। সিভিলিয়ানের বাহা নিম্নতম বেতন ইহার। তদপেক্ষাও দুই বেতন পাইয়া থাকেন সভা। কিন্তু অনেক আবার পেনসন পাইয়া 'কাঁচা' হইতে নীচুই অবসর গ্রহণ করিতেছেন, হ্রদরাং নীচুই ইহাদের পদোন্নতি হইবার সম্ভাবনা। এই অপ্রতুলের সময় গর্ববৈশিষ্ট্য তাহাদের আবেদন সম্বন্ধে আর কোন বিবেচনা করিতে পারেন না। ইহা'কেই বলে "বলু আঁটুনি কথা গের"। গর্ববৈশিষ্ট্যের ধরন আঁটন বড় পক্ষ কিন্তু বাহিরের বন্ধনী বড় শিথিল। তাগলপূরের পক্ষ বিদ্যালয়ের কম্পনা গেল, কলেজগুলি মাটি হইতে বসিল, আর মিস-মের উপর মিস, সিনলা গমনের নিমিত্ত ইট ইতিয়া রেল কোম্পানির উদর পূরণ ইহার এক পরসী যার কমাইবার কথা হইল না। আমরা সিভিলিয়ানগণের বেতন বৃদ্ধি করিবার পক্ষপাতী নহি, সারজন ট্রাটির মত ইংরাজকে আমরা উদ্ধার কর্তা বলিয়া অধীর করি না। তবে আমাদের বাহ্যিক সিভিলিয়ান নির্দিষ্ট বেতনের অপেক্ষা দুই বেতন পাইয়া থাকেন উপস্থানের সে কর্তা মুক্তা কমাউলিই ব্যয়সংক্ষেপ হইবে না। অধিক ব্যয়সাধ্য ব্যয় গুলিতেই ব্যয়সংক্ষেপ আবশ্যিক। গর্ববৈশিষ্ট্য যদি এই বৈশিষ্ট্যিক সিভিলিয়ান সমস্যারকে এককালে তিরোহিত করিতে পারেন তবে তাহাতেই প্রকৃত ব্যয় সংক্ষেপ হইতে পারে।

প্রেরিতপত্র।

মান্যবর জীবু সোমবার সম্পাদক মহোদয়
বাকবরো।

জোরার ভাটা।

জোরার ভাটার জোত—মানব নিয়তি
ব্যক্ত কবে চিরকাল নিয়মে ভাটার
সম্পদের আকর্ষণে মানব প্রকৃতি
অবতারে উদ্ভাসিত—ভীষণ জোরার।

অত্যাচর ভরসাঘাতে সম্পদ জোরারে
চরম মানবতরী মিশ্র তাহার
কৃপণ ক্ষুদ্রনরে অতল পাথারে
কালের অলিঙ্গ জল-চির মগ্ন হয়।

কণ্ঠস্বরীজোরার ভাটা পরিণাম
ভীষণ উদ্ভাস চির বহেনা ভাটার
উদ্ভাসের পর হাস তরল উদ্ভাস
সেই জোত সেই বেগ বিরাট সবার

সম্পদ সলিল রাশি সব ছলি যার
গর্ভের তরলরাশি অশ্রু সলিল
জীর্ণ ভাব, শুক বেগ জ্বল বাহিরে
সম্পদের বেগা জ্বলি জীব মল্লমলী।

এই জোরারতে পূর্ণ গিরিশ ইটালি
গরম উদ্ভাসে কত বিখ্যাত ব্যারী
আজ সে বীরের জ্বলি হায়রে সলিল
নাহি সেই শূন্য কারো অশ্রুনের পুরী।

পাণ্ডব কোরব বংশ ভারত জ্বলির
বীরপুত্র ভারতের গিরাজে গলিয়া
অবিখ্যাত বীরবংশ এই পৃথিবীর
সব সে ভাটার জোতে গিয়াছে ভাসিয়া

নির্দোষ মানব এই ভাটার সংসারে
হৃদয়ের জোরারতে কেন গর্ব তার
কেন বে উদ্ভূত সবে মিথ্যা অবতারে
কিছু নয় কিছু সব জোরার ভাটার।

একান্ত বশব্দ

জিগৌরীপ্রসাদ বসুদেব।

সমস্তিপুর—হারতাল।

—৩৬—

বংশের গর্ববৈশিষ্ট্য বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ
এই অভিমত প্রদান করিয়াছেন।

জ্ঞানস্বরূপ সম্পাদক মহোদয়। গত পত্রিকার
অন্য কালের অস্থায়ী চেতনাকার বাহু অস্থায়ী
ভাটাব্য এবং এ, মদোদরের বিহার উপলক্ষে
অন্য গুরুত্বপূর্ণ বাহুর বাহা বাটতে অনুরূপ ৩ পত্র

ক'লের হাট ও জজ কোর্টের অনেকাংশ উকীল
মতাবলম্বী সমবেত হইয়া একটি বড়ো সভার
অধিবেশন পূর্বক তাঁহাকে এই অভিনন্দনপত্র
নির্গাহেন। ঐহুত বাবু জব্বারখান মজুমদার
বি এল, সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ও ঐহুত
বাবু ভূগাচরণ সেন মহাশয় যথেষ্ট সভাপতি
প্রদর্শন করিতেছেন আশা করি অভিনন্দনপত্রসহ
সংবাদী আপনায় জনহিত্যে সোমপ্রকাশে
প্রকাশ করিবেন।

ঐহুত মহোদয় তাঁচাচার্য্যর প্রভেদভেদভিনন্দনপত্র।

(১)

আদর্শনং তে পিতরীষ তাত।
জাতা নতিন্দুরি পুত্র বোগা।
অশ্বাসপি তুং তমসানিব আনু,
সেহাভাজ্যঃ কৃতবাস্যহাসন।

(২)

তদ্ব্যংগুহা বরম্যা নর্ষে,
পুত্রীমর্ষেণ তনির্ঘনণ।
পুত্রাপহারং তবপাণ-পায়ে,
সাম্যভমেতং বটরাম ভজ্যা।

(৩)

অর্ঘ্যভরং তে মজ্জ বামনাং সা।
নবদাপানর্ষে গুণ-বিহীম-ভাং।
মহুস বরো বহতা মতোহরং,
মোহার-কৃত্যং বরমীষ-হত।

(৪)

অশ্বাস পাশ্বে স্থিতামি যানি,
পাত্রাণি যনোযত তাত তেহানু।
চিকেন্দ্র তদ্বৎ খলু চাক্র বৃত্তা-
বৌদীরাণ্যে বিকলংহি হাছা।

(৫)

জান স্থাতিতে বিনলা চকাতি,
পূর্ণং নবস্তে কইতিষ্ঠেৎক।
অধ্যাপনামাস তবাত শুভাচ,
বন্দ্য অহুতা অধিরামপি সাং।

(৬)

জাতঃ ক্ষুঃ টং তৎখলুঃ প্রতাপা,
সহুসলিকা-কঠরেহাভগুঃ।
জারিত বীজের জগোনিপুত,
তজ্জ, দু বধা সংকলনং হুতকাং।

(৭)

জান স্থাতিতে ভিমিরং, কনো নো,
সাপার বাংৎ অবতুৎ কিংকিং।
জাবৎহুটং ২৪তং প্রতীপং,
নির্জাপনামাস বন্দ্য কীরঃ।

(৮)

সারলা মৌল্যার্য্যমাসিকং।
মহাস্তমৈতে নৃতিহা ওবাধি।
অশ্বাসমেতা ভাজতীষ ময়
স্বাস্ত্যভিধেয়া জমনিঃ কবাচিং।

(৯)

বদ্যোদীভানু বরম্বরেম,
মহাচিহ্নং ক্রিমলীত বৌর্ষা।
কিন্তু স্থিতালকৃতি ভামিতং তে,
পাষাণ-রেখাং হবি মো বিজেতু।

(১০)

কবাং তুবা তৎ কলুৎ কৃতং য,
বদ্যতিরক্তং কবতোহতি দুর্ধেঃ।
আতাবিকং স্যাহুতং হি দুঃ,
দুর্ধসা বোবো বহতাং কবাচ।

(১১)

আশাশ্রিত্যং তব সিদ্ধতাম
সুপুং বিএনেতি পরীকলংক।
স্বাতিভুতঃ স্যাহুৎ বয়ে বিকীর্ষা,
তুয়া বরাণাং নিচরাপ্রীক।

একান্ত বন্দন

ঈরাজেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী।

—৩৩—

পারিভাটী মিউনিসিপালিটির হুরবন্দা।

অসম্পদ সম্পাদক মহাশয়। হকিণ বারাক-
পুর মিউনিসিপালিটির সভাপতি (চেয়ারম্যান)
কমিশনরগণ তথাকার বাজিষ্ট্রে মতেবকে বনো-
নীত করার আপনি ও অন্যান্য সম্পাদকগণ
অনেক কথা করিয়াছিলেন। কিন্তু কমিশনরগণ
জানিতেন তাঁহাদের মতো অনেক মহাপুরুষ
আছেন, রাজ্যী সভাপতি হইলে কর্তব্যকার্য
অবহেলায় করিলে ত্রুটি করিবেন না, প্রকৃত
তথ্যই ঘটনাছে। যেখন বকরিস বাজিষ্ট্রে
মতেব সভাপতি ছিলেন, সে পর্বন্ত কোম বিশৃ-
ঙ্খলা ঘটে নাই কিন্তু এক্ষে ঐহুত বাবু জব্বার
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ
করায় যদিও তিনি কর্তব্যকার্য্য অব্যমোদী
হইলেন, হুতাক্রমে কার্য্য সম্পাদন নিমিত্ত সর্বদা
চেষ্টা পাইতেছেন, তথাও কোম কোম কমিশনর
অবহাবিধি কার্য্য করিতে বিমূঢ় হইতেছেন না।
এখানে আমবা পারিভাটীর কমিশনর মহাশয়কে
তাঁহার দৃষ্টান্ত অরূপ গ্রহণ করিলাম। ইনি এক
জন বড় জব্বার রাজচৌধুরী বরের বংশধর।
ইহার পূর্ব পুরুষেরা বহুবিধ, সংক্ৰিষ্টা জাতি
সর্বত্র বিদ্যমান আছেন। পরম্পরায় এক্ষে ইহার

কর্তৃত্ব সমর উপস্থিত হইলেন, ইনি অমৌল্যার্য্যমতে
এমন কি সত্যোদয়কে পর্বান্ত বকিত ও বাবা মতে
কোন বেওয়ারীভায়া অতি কষ্টে বিচারালয়ের
সত্যমো তাঁহার কর্তৃত্ব বিশেষ করিয়াছেন।
পরম্পর আশ্বিনাশ্ব পূর্ব গোঁরম সকলই হুৎস
পাইয়াছে। একবার কর্তার গোঁরই সমস্ত কাল
কবল বিলীম হইল। ইহার কর্তৃত্বে এমন একটি
সর্বমামা বড় বর রসাতলে গেল, তা বড় অসুখী;
একদা তিনিই প্রানের কর্তা, সাধারণের উত্তম
অনতির বিধাতা। সেখন তাঁহার কতক পর্বন্ত
পকপাতিতা। গত বৎসর মিউনিসিপালিটি হইতে
যে টাকা পাওরা গেল তাহাতে কেবল আপন
বাতির লক্ষ্যে যে রাস্তা আছে, তাহা রীতিমত
বাড়লা খর করিয়া প্রকৃত করাইলেন, আপাততঃ
সংস্কার আবশ্যকই ছিল না। আগার কমিটেতি
এ বৎসর যে টাকা পাওরা ঘাইবে তাহাতে কেবল
আপন বাতির পজিমাংগে গত বৎসরের অসম্পূর্ণ
অংশ প্রস্তুত হইবে আশ্চর্য্য। কমিশনর বাবুর
অধীনে ১৯১৭ টী রাস্তা আছে, এ সমস্ত গুলিতে
জলাঞ্জলি দিতা কেবল আপন বাতির লক্ষ্যে
রাস্তাটী রীতিমত প্রস্তুত করাইবেন, বীন বকির্ষ
অন্যজনদের শোভিত সজররপ অর্থ বসুজাজুনে
বার করিবেন ইহা কর্তৃত্ব অত্যাচান ও অবিচার।
কমিশনর বাবুর অগ্রহুতে এই পর্বন্ত বলা ঘাইতে
পারে যে অত্র প্রানের হকিণ পাড়ার কতকগুলি
লোক তাঁহার সভার আছেন। বদ্য বড় বাহুবের
ছেলের বেরপ থাকে সাধারণ উদ্যোগে ১২ পত
হর লোককে লগল করিয়া ভোট বেওয়াইয়া
বাহুজীয়ে কমিশনর করা চাইয়াছেন। কেবল
তাঁহাদের উপরোধে হকিণপাড়ার পথ ও
পরঃপ্রণালী কিংবদন্তিনায়ে সংস্কার হইতেছে।
প্রানের উত্তরভাগে বন্দ্যোপাধ্যায় পাড়া। বদ্য
বাবুজীয়ে ত্রয়োদশের বাস। বিশেষতঃ এ পাড়ার
রাজা রানচাঁদের ঘাট হইতে বরাকপুর পর্বন্ত
যে রাস্তা আছে, ইহার নিতা ২৫০০ বাসি
ঘোড়ার গাড়ী ও ১৫০০ বাসি গরুর গাড়ী যাতা-
য়াত করে কিন্তু উক্ত বাবু কমিশনর হুত্যা অধি
এ পথে তাঁহার দৃষ্টিপাত যাত্র হয় নাই। পথ ও
পরঃপ্রণালী একাকার হইয়াছে। হকিণপাড়া
তির সকল পাড়ার রাস্তাই এইরূপ হুরবন্দা ঘটি-
য়াছে। যেমন ভোগী ও জন কুল আছে। তাহার
এ সকল পথে কখনও গতিবিধি করে না। চক্রে
বোঁটু নাই পরম্পরায় গুনা আছে যাত্র। বন্দ্যো-
পাধ্যায় পাড়ার রাস্তা জমির অবস্থা বেধিবে
এখানে যে মিউনিসিপালিটি আছে, তাহা

অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবেন না। এ পাঠ্য হইতে তত্ত্বমোকেই হইবে। তাহা যোগ্য গাফি আছে। তাঁহার তত্ত্বমো টাঙ্গ দিয়া থাকেন। আরে কতি বিদ্যা ও পণ্ডিত তাঁহারের গাফি বোকা শিকার তুলিতে চাইয়াছে। সম্প্রদায়ক যত্নপর বস্তুই দেখি, একজন ইংরেজ নাতিষ্টই সভাপতি থাকিলে কি এরূপ আর্থ পরতা ঘটত। বর্তমান সভাপতি জিহুত বাবু ভবনীর বক্তব্যপাঠ্যের মহানন্দ আর এখানে আগমন পূর্বক বক্তব্যপাঠ্যের পাঠ্যের রাস্তা ওলির এরূপ শোচনীয় অসুখ অবলোকন অসম্ভব হইয়া গিয়াছিল। পরে কবিত্বের বাবুকে এ পাঠ্যের রাস্তা ওলির সংস্কার জন্য পুনঃ পুনঃ অসুখ করিয়া গেলেন, "তোরা যা শুনে বর্ষের কতিবী" হুতরাং সে কথা কথ্য মাত্রই পূর্ববর্তিত হইল। আপনি ও আপনকার পাঠ্যকর্ম কবে করিতে পারেন, এরূপ প্রশ্নকে কবিত্বের নির্বাহন করা হইল কেন? তাহার কারণ আর এখানে দাঁকিবে ১২ নং নং মোকের খস। বাবুজী তাহারে টাঙ্গ কনাইয়া দিবে, গোরক্ষান নির্মাণ করাইয়া দিবে চাহুরি দিবে এই একর মানসপত্র প্রকাশন দ্বারা সুখ বিগকে বশীভূত করার তত্ত্বমোকেই বাহাকে কবিত্বের করিবার অভিপ্রায় করেন তিনি বিশেষ মনের প্রমাণ অধিক দেখিয়া তাঁহার অসুখিত্ব হইলেন হুতরাং বাবুজীর "গোলা বা তাল" হইল এই হেতু নির্বাহন সভার আলিপুরের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট কানেক্টর জিহুত বাবু কালীচরণ ঘোষ মহোদয় কবিত্বছিলেন, এমন গণ্ডায়ে কোন তত্ত্বমোক উপস্থিত হইয়া তোট দিলেন না কেন? পালক মহোদয়। ইহার কোন বিশেষ কারণ আছে। ইংরেজের আইন বড় তরানক ইহাতে বাবুজী ও কবীর উভয়ের তোট সমান হুতরাং তত্ত্বমোক আসিয়া কি করিবেন নিরপেক্ষ হইয়া তত্ত্বের সংঘ। সর্বত্রই অল্প আইনে তত্ত্ব-তত্ত্ব কোন ইতর বিশেষ নাই। বাবুজীক আরও শাসনে অজ্ঞান সভাপতি ও অজ্ঞান কবিত্বের হওয়া প্রার্থনীয় ও পরম আশঙ্ক্যের বিষয় বটে; কিন্তু এখানে "বাবুজীর হুত বড়া" হইয়াছে। কৃপণ একাধা।

ভবনীর বক্তব্য

জিহুত বাবু ভবনীর
সাং পাণ্ডিত্য।

অজ্ঞান সম্প্রদায়ক মহোদয়। আজকাল কতিপয় প্রবন্ধক ব্যবসায়ী হুত পুস্তক বা পত্র প্রকাশ করিবে বলিয়া বা অজ্ঞান ব্যবসায়ী

বর্তমানের আর্থ "ভবনীর" প্রবন্ধমাত্র নির্বাহন। পরে এ সভার প্রবন্ধ প্রকাশের টাঙ্গ কতি পাঠাইলে তাহা সমস্তই অসম্ভব হইবে বা ১০ নং টাঙ্গের হুত। চাহি অ.মার প্রবর্তা পাঠাইয়া বের। বলা বাহুল্য; এরূপ প্রবন্ধক ব্যবসায় সমূহ অনিষ্ট কারক ও ইহা বিধারিত হওয়া কর্তব্য।

এই অনিষ্ট নিবারণের জন্য আমার কতিপয় ব্যবসায়ীগণী বহু সংগ্রহিত "অসুখ" সমিতি" নামে একটি সমিতি সংস্থাপনের উদ্দেশ্যে চেষ্টা-ছেন। তাহারে একান্ত উদ্দেশ্য। বে দেশের সমুদায় সংবাদমাগী, সংবাদপত্রের সম্পাদক ও ব্যবসায়ীগণী কতিবিত্ত ব্যক্তিগণ তাঁহারের পুস্তকপাঠক হন। আপনার নিকট এই সমিতির সংক্ষিপ্ত উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলী প্রেরিত হইল। আমার একান্ত অশ্র-রোধ আপনি সমস্তই এই সমিতির পরিচালন করিয়া আমার বহুগণের এই সহমুখ্যানে উৎসাহ দিবে। আশা করি, আপনার নিকট আমার এ অশ্রোদ্ধ রক্ষিত হইবে ও আপনার পত্রিকার এসব হে বিশেষ আশ্বাস করিবেন।

একান্ত বন্দব
জিহুত বাবু

অসুখ সমিতি।

ফেতা ও বিফেতা লইয়া বাবু। ফেতা বিফেতা উভয়ে ব্যাপারে—সভায় চলিলেই বাবুজীর উদ্দেশ্য। আর অসংগত চলিলেই—একজন অপত্রকে প্রবন্ধক করিতে বাইলেই বাবু জার অবনতি।

কলিকাতার একটি বাণিজ্য প্রবাস দ্বারা কলিকাতার নামাধিক প্রবাসের জর বিক্রয় হইয়া থাকে। কিন্তু সকলের পক্ষে (বিশেষতঃ মধ্যবিত্তবাসীর পক্ষে) কলিকাতা হইতে সর্বত্র দেখিয়া গুলিয়া বা পরীক্ষা করিয়া জিহুতপত্রের জরবিক্রয় সম্ভবপর নহে। এইজন্যই তার অধিকাংশ লোককেই বিজ্ঞাপনের উপর নির্ভর করিয়া বা কোন ব্যবসায়ীর (এজেন্টের) উপর তার দিয়া কলিকাতার জিহুতপত্রের জর বিক্রয় করিতে হয়।

এরূপ হলে ফেতা বা বিফেতা যদি অসংগত চালিত হয়, তাহা হইলে ব্যবসায় বড় ক্ষতি। বিফেতা বাবুজীর হুত। এরূপ হুত—ফেতা-বিফেতার মধ্যে একজন অপত্রের লিখিত প্রবন্ধক করিতে বাইলে, সেই বিফেতা হুত হইত ও বিফা-লের অভাবে বাবুজী চলে না।

আমরা আগামী বারে এ সম্বন্ধে বহু প্রকাশ করিব। এখানে খবর। মোহ—স।

আজকাল কতিবিত্ত বিফেতা ও ফেতা একই বিশেষ চলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। একপক্ষ বিফেতা যেমন কি পুস্তক, কি পত্র, কি অসংগত ব্যবসায়, বিক্রয় করিবে বলিয়া সাধারণ নিকট হইতে ১০ টাঙ্গা লইয়া কখন ও ১০ টাঙ্গা আমার জিহুত দিচ্ছেন,—কখন ও বা সকল টাঙ্গাই একেবারে আশ্বাস করিতেছেন; অন্য পক্ষে যেমন ফেতা কখন ও বা কতি দিয়া ১০ টাঙ্গার জিহুতটাই আশ্বাস করিতেছেন—কখন ও বা ১০ টাঙ্গা দিয়া ১ টাঙ্গার কাজ সাধিয়া লইতেছেন।

ইহাতে যেমন একর অসংগত ব্যবসায়ীর নিকট ফেতা ফেতা আর তত্ত্ব ব্যবসায়ীকে ও বিফা করিতে পারিতেছেন না, তেমনই অজ্ঞান ফেতা নিকট ফেতা তত্ত্ব ফেতাকে ও বিফেতা আশ্বাস করিতেছেন না। বলা বাহুল্য, এরূপ অবস্থান ব্যবসায় ও দেশের সমূহ অনিষ্ট জনক ও এরূপ অনিষ্ট নিবারিত হওয়া কর্তব্য।

এই অনিষ্ট ব্যবসায়ীর করিবার জন্যই অসুখ সমিতির জন্ম। ইহার উদ্দেশ্য, (১) সভায় হুত প্রবন্ধকগণের জরচুরী বহুত চেষ্টা। (২) সাধারণক জরচুরীর বহু বইতে ব্যবসায় পাঠ্য। (৩) ও তত্ত্ব ব্যবসায়ীগণকে বাবুজীর উদ্দেশ্যে সাধারণতা।

এই সহমুখ্যানের জন্ম সমিতি হইতে মোহ নিযুক্ত হইল। তাহার সভায় এই সভার প্রবন্ধকের অসুখমাত্র তত্ত্ব থাকিবে। কলিকাতা তাহারও কোন জিহুতপত্রের জরবিক্রয়ের আশঙ্ক হইলে বা কাহারও কোন টাঙ্গা ক আশ্বাস প্রবাসের প্রয়োজন থাকিলে, অপরিচিত হলে, তত্ত্ব তাহা অত্র অসুখ সমিতি জপন করিবেন। সমিতির নিযুক্ত কর্মচারী সমিতির আদেশমুত্রেই এ আপিত বিষয়ে অসুখ লইবে। পরে তাহার সঠিক সংগত অসুখ সমিতি হইতে ফেতা বা বিফেতা আপন করা হইবে।

বলা বাহুল্য, এই কার্যের অসুখমাত্র অসুখ সমিতির বিশেষ ব্যয় পড়িবে, নিযুক্ত কর্মচারীগণের বেতন তো আচ্ছ, তাহা বিজ্ঞাপনের ব্যয়,—পর্যাপ্ত জাপানের ব্যয়ও অল্প নহে। লোকের উপকার করিতে অসুখ বটে, কিন্তু এত ব্যয় সভা করা নত কথা। হুত মোকের নিকট এ সম্বন্ধে কিছু শাখা না লইলে চলিবে না। চলিবে না বলিয়াই

বৈদেশিক, বাণিজ্য, অর্থসঞ্চয়, শ্রমিক ইত্যাদি বিষয়ে সমস্ত কার্যক্রম পরিচালনা করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাহা এই সকল রাজ্যসভার কিছু কিছু ক্ষমতা বিধিত করিতে হইবে না। যুগান্তকারীদের দ্বারা পড়িয়া সমস্ত সমস্যা সমাধান করিতে ইচ্ছা করিবেন, তখন সমিতিতে সামান্য সাধারণ কার্য এইরূপ লোকসভা হইতে পরিচালিত হইতে পারে না।

এইরূপ সাধারণ লোকের সমস্যা সমাধান বা পরিচালনা আমরা এই সমিতি সম্বন্ধে এই কয়েকটি মতামত করিতে চাই।

১। বাণিজ্য সমিতির সাধারণ কার্যক্রম এক টাকার চাঁদা দিবে, তাহা এই সমিতির মেম্বর দ্বারা গণ্য হইবে।

(ক) আর বাণিজ্য মেম্বর হইতে উক্ত অর্থ প্রাপ্ত হইবে ১ এক টাকা চাঁদা দিতে অর্থ প্রাপ্ত হইবে। তাহা পত্রের দ্বারা ইচ্ছা করিলে পত্র দ্বারা মাসিক লুই আনা করিয়া চাঁদা দিতেও মেম্বর হইতে পারিবেন।

(খ) এরূপ মেম্বরগণ যে কোন বিষয় সম্বন্ধে কার্যক্রম আনয়ন তাহা সাধারণ অর্থসঞ্চয় করিয়া প্রাপ্ত হইবে। তাহা পত্রের দ্বারা ইচ্ছা করিলে পত্র দ্বারা মাসিক লুই আনা করিয়া চাঁদা দিতেও মেম্বর হইতে পারিবেন।

(গ) অর্থসঞ্চয় সমিতি হইতে একখানি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হইবে। তাহা সমিতির দ্বারা প্রাপ্ত হইবে, পেট্রোল পরিদর্শকগণের নাম ও কার্য, কৃষি বাণিজ্যের কথা, জীবিকানির্ভারের সমস্যা সমস্ত উপায় এবং ভাষ্যাদি প্রকাশিত হইবে। মেম্বরগণ এ পত্রিকা বিনা মূল্যে প্রাপ্ত হইবেন এবং সাধারণের জন্য ইহার একটি মূল্য নির্দিষ্ট থাকিবে।

২। বাণিজ্য এরূপ মেম্বর না হইবেন, কোন বিষয় সম্বন্ধে চাহিলে, তাহা সমিতির প্রত্যেক মেম্বরের জন্য ৫০ হুই আনা করিয়া প্রাপ্ত হইবে। পত্রের প্রাপ্তির জন্য ইচ্ছা করিলে আর কিছু দিতে হইবে না।

৩। সমিতির কার্য প্রাথমিক কলিকাতা ও সমস্ত ভারতবর্ষে প্রাপ্ত হইবে। পরে সাধারণ ইচ্ছা উপকারিতা অনুসরণ করিলে, কোন সমস্যা সমাধান ও তারতম্যের আর বাণিজ্য প্রাপ্ত হইবে ইহার দ্বারা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইবে।

৪। প্রতিপন্ন সংবাদসমী, সংবাদ পত্রের সম্পাদক ও পরিদর্শকদের উপস্থিতিতে এই সমিতির পরিদর্শক নিযুক্ত হইবেন।

ক) উক্ত সমিতির আদায় পরিদর্শক

করবেন ও সমিতির পত্রাদির উত্তর দিবে।

(খ) বাণিজ্য সমিতির কিছু উক্ত আর যেখানে ইচ্ছা করিলে তাহা বাণিজ্য উত্তর দিবে। কোন সাধারণ দৈনিকের কার্যে ব্যয়িত হইবে বা সেই হিসাবে মেম্বরগণের চাঁদার আর কমায়ে প্রাপ্ত হইবে।

(৫) পরিদর্শক না মেম্বর না হইলেও, যে কোন ব্যক্তি যে কোন রূপে সমিতির সাহায্য করিলে, পেট্রোল মতো গণ্য হইবে। পেট্রোলগণের নাম ও সাধারণ সমিতির পত্রিকার প্রকাশিত হইবে ও সমস্ত পত্রিকা ও তাহা দিগকে প্রাপ্ত হইবে।

৬। এতদ্বারা বিশ্বাস করিলে অর্থসঞ্চয় সমিতি নিযুক্ত কর্মচারী দ্বারা লোকের প্রাপ্ত টাকা আদায়ের ভার লইতে ও উক্তক। এ সমস্তের বিশেষ বিবরণ পত্র প্রাপ্ত হইবে।

কলিকাতা ও মধ্যপ্রদেশের সকল ভাষাভাষীদের সমিতি অর্থসঞ্চয় সমিতি সমস্ত কার্যক্রমে উক্তক। তাহা দিগকে সমিতির পরিদর্শক মেম্বর বা পেট্রোল মতো গণ্য করিয়া তাহা দিগের দ্বারা উপস্থিত হইতে ও তাহা দিগের উপকার করিতে আদায় হইবে, সাধারণ সমিতির প্রতি প্রাপ্তি করুন ও সমিতির পূর্ণপেত্র হইবে, এই আশা।

উপস্থাপ্ত দেশের রাজ্য, মধ্যপ্রদেশ ও সমিতির দিগের দিগে অর্থসঞ্চয় সমিতি এই সমস্ত কার্যক্রমের জন্য সাহায্য প্রার্থী। তাহা সমিতির এই কার্য প্রাথমিকের জন্য সাহায্য করিলে সাধারণ লোকের দিগে এই ব্যয়িত চাঁদা বা প্রাপ্ত প্রাপ্ত হইবে না, সেই প্রাপ্ত ব্যয় হইতে সাধারণের উপকার করা হইবে।

পত্রাদি কার্যের দিগে প্রাপ্ত হইবে।
জীবিকানির্ভার সমিতি।
অর্থসঞ্চয় সমিতির কার্যক্রম।
১২ নং বৈদ্যনাথোলা স্ট্রীট,
হাটখোলা, কলিকাতা।

ইউরোপীয় সমাচার

১৩ ই জুন। সতক ১২ কগম, পত্র প্রাপ্ত হইবে।
যে দুটি পত্র প্রাপ্ত হইবে তাহা দিগে প্রাপ্ত হইবে।
১৩ ই জুন। সতক ১২ কগম, পত্র প্রাপ্ত হইবে।
যে দুটি পত্র প্রাপ্ত হইবে তাহা দিগে প্রাপ্ত হইবে।

১৩ ই জুন। সতক ১২ কগম, পত্র প্রাপ্ত হইবে।
যে দুটি পত্র প্রাপ্ত হইবে তাহা দিগে প্রাপ্ত হইবে।

১৩ ই জুন। সতক ১২ কগম, পত্র প্রাপ্ত হইবে।
যে দুটি পত্র প্রাপ্ত হইবে তাহা দিগে প্রাপ্ত হইবে।

১৩ ই জুন। সতক ১২ কগম, পত্র প্রাপ্ত হইবে।
যে দুটি পত্র প্রাপ্ত হইবে তাহা দিগে প্রাপ্ত হইবে।

১৩ ই জুন। সতক ১২ কগম, পত্র প্রাপ্ত হইবে।
যে দুটি পত্র প্রাপ্ত হইবে তাহা দিগে প্রাপ্ত হইবে।

১৩ ই জুন। সতক ১২ কগম, পত্র প্রাপ্ত হইবে।
যে দুটি পত্র প্রাপ্ত হইবে তাহা দিগে প্রাপ্ত হইবে।

১৩ ই জুন। সতক ১২ কগম, পত্র প্রাপ্ত হইবে।
যে দুটি পত্র প্রাপ্ত হইবে তাহা দিগে প্রাপ্ত হইবে।

১৩ ই জুন। সতক ১২ কগম, পত্র প্রাপ্ত হইবে।
যে দুটি পত্র প্রাপ্ত হইবে তাহা দিগে প্রাপ্ত হইবে।

১৩ ই জুন। সতক ১২ কগম, পত্র প্রাপ্ত হইবে।
যে দুটি পত্র প্রাপ্ত হইবে তাহা দিগে প্রাপ্ত হইবে।

১৩ ই জুন। সতক ১২ কগম, পত্র প্রাপ্ত হইবে।
যে দুটি পত্র প্রাপ্ত হইবে তাহা দিগে প্রাপ্ত হইবে।

১৩ ই জুন। সতক ১২ কগম, পত্র প্রাপ্ত হইবে।
যে দুটি পত্র প্রাপ্ত হইবে তাহা দিগে প্রাপ্ত হইবে।

১৩ ই জুন। সতক ১২ কগম, পত্র প্রাপ্ত হইবে।
যে দুটি পত্র প্রাপ্ত হইবে তাহা দিগে প্রাপ্ত হইবে।

কিন্তু বার অনেক সংজ্ঞা লোকে ভেদ করে
 বিশেষ বিশেষ পাতী। যাঁরা স্পেন্সার, প্রোফে
 সার হকলে স্পার্কস, কুটিং টিমথেন, সুইন
 বরন ট্রেভিনিয়াম ও সারজন মিউং ইত্যাদি
 সকলেই যাকি হোমরনের আপেক্ষিক যত্নে।

উত্তর প্রদেশের চুইতে আসামের মনিপুর পর্যন্ত একটা পথ প্রস্তুত হইবে। সেই পথ দিয়া ডেনারল গার্ডনের সৈন্য প্রবেশে গমন করিবে।

পারিস নগরে শব্দাঙ্কের জন্ম হুটী অগ্নিকুণ্ড নির্মিত হইয়াছে। দেখা দেখি উটরোপের শব্দাঙ্ক কামও মৃত্যুজীব দাক্ষিণ্য আরম্ভ হইয়াছে। বিলাতে ২৬ দিন চইতে দাক্ষিণ্য প্রবর্তিত হইয়াছে। শব্দাঙ্ক তিস্ত্রিগের ব্যবহার। শব্দর উর্দ্ধ দৈহিক ক্রিয়া গাথা অনেক বোগের উৎপত্তি হয়। তাৎপত্য সাধারণতঃ বিলম্ব অনিষ্ট হইয়া থাকে। পৃথিবীর সমগ্রভূমি এমত ভাষা বুঝিতে পারিতেছেন। কাল সমগ্র পৃথিবীতে তিস্ত্রি আচার ব্যবহার সাধরে গৃহীত হইবে, মনুষ্য তবিতা ঘটন সার্থক হইবে।

মাস্ত্রাজ, যে বৈদিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে তাহার কার্য সুসংগঠিত নির্মাণ হইতেছে। এই বিদ্যালয়ে প্রধানতঃ আর্থিক ও আর্থিক নীতির শিক্ষা হইয়া থাকে। কালে এই বিদ্যালয়টি আর্থিক শিক্ষার প্রধান স্থান বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

চীনের এডেন্স রীজেণ্ট প্রকাশ করিয়াছেন চীনের সুব্রাহ্মণ্য এখন লিখিত পড়িত লিখিতা-রেন, ভালমত বিচার করিতে পারেন। এখন তাঁহার লিখাসন প্রদান করা কতব্য। চীনসম্রাট বলেন বালকের আরও কিছুদিন লেখা পড়া শিক্ষা করা উচিত।

ব্রিহত্ত রেলওয়ের কিসনপুর ও বিলাসপুরের মধ্যবর্তী ৭৭ মাইল দূরত্ব হইয়া ১১ মাইলের গাড়ীর গতি ১৬ হইয়াছে। যাত্রীগণকে বোকার পারাপার করিয়া দেওয়া হয়। বরা ও পিঞ্জা, এ ২ নজরপুর ও মতিপুরের মধ্যবর্তী স্থান সকল চইতে প্রাচ্যের জল ক্রমে ২ অশ্লুত হইতেছে। ব্রিহত্ত কুরিয়ার নামক সংবাদপত্র বঙ্গদেশ গুরু ও বাগতি নদী উত্তোলিত হইয়া নজরপুর ডাকঘরের নিকটে পর্যন্ত জলময় হইয়াছে। অনেক পথ ঘাট জল পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। মৌলের চাষের কতি হওয়ায় মৌলকরতা বিপদ-প্রাপ্ত হইয়াছেন।

আসামের প্রাচ্যের বড় উপত্যকা। আসামের প্রাচ্যে গুলি যেস সমুদ্রবিশেষ হইয়াছে। বহুদিন যে সকল নিরক্ষর উপর জল উঠে নাই অনেক ক্রমক দেখানে গিয়া চাহবাস করিয়াছিল। আসামের অরুণা ওলিও সানাত লোকের আশ্রয় ভূমি হইয়াছিল। সেখানে মনুষ্যবাসের প্রথম চিহ্ন

পরিদৃষ্ট দেখা যায় না। উচ্চ ভূমির উপর যে সকল বর বাতী নির্মিত হইয়াছে তাই তা বীপের মত জাগিয়া রহিয়াছে। এমন প্রাচ্যের উপত্যকা গত ২০ বৎসরের ভিতর ভূমি যায় নাই।

ইংলিস্থান বঙ্গদেশ গোলালক রেলওয়ে ভেদনটী জলময় হইয়াছে। চীনারে পহিতিবার জন্ম যাত্রীগণকে হুই মাইল পর্যন্ত বোট করিয়া লইয়া যাওয়া হয়।

লক্ষ্যে একটা ক্রী-চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে।

কায়ারর একখানি সংবাদপত্রের লেখক মিসরবাসিগণকে মিসর ভ্রমতে ইংরাজ ভাড়াইবার উপায় দেখিতে ও তাৎপত্যগকে গোপনে ভাষা করিবার উপদেশ দিতেছেন।

সেক্রেটারী অব কেট বেলি সাহসক ছোট লাটের পদে মনোনীত করিয়াছেন। বেলী ছুটী লইয়া বিলাত যাইতেছেন, তাঁহার পদে বর্ণিত সাহসকের বাতাল হইবার কথাছিল, আবার আশা-বের কমিশনার ইলিয়ট সাহসক ও এই পদ গতির সম্ভাবনা।

সার জন ট্রাচি বলিয়াছেন সিভিলিয়ান আসাম কলিকাতার অবস্থা অর্গেরনার হইয়া দৃষ্ট হইয়াছে। আসামের সচিবানী স্পেসিটর বলেন কলিকাতার মায় অস্বাস্থ্যকরতান আর কুজাপি নাই। এই নরক ভোগ করিতে করিতে রাজ্য শাসন করা সুকর বলিয়া গত ৩০ বৎসর বরিতা সিমলায় গর্গমন্ডের কাছাকাছি চলিতেছে। কলিকাতা সম্বন্ধ কথা হুটী বহিও পরম্পর বিরুদ্ধ ভাষা তাৎপত্যের উদ্দেশ্য এক। সার জনের উদ্দেশ্য সিভিলিয়ানদের অশেষ গুণগ্রান প্রকাশ করা সুতরাং তাঁহাদের গাড়া কলিকাতার অবস্থা ভাল চইতেছে না দেখাইলে চল না। সহযোগীরও উদ্দেশ্য সিভিলিয়ানগণের সুখ সন্তোষের সম্ভাবনা করা। সুতরাং সিমলা-বিভাগের পক্ষ হইয়া কলিকাতার অবস্থা খীন ও অস্বাস্থ্যকর না বলিলে চলিবে কেন?

করাসি বেশে সন্ত্রাস্তি একদিন করানক বড় ভুক্তি ও বস্ত্রাভাষ হইতেছে এমন সময় একটা সুবর্তী ছাতা মাথায় দিয়া বোড়ি। বাটর বিকে আলিতেছিলেন। আসিতে আসিতে পথিমধ্যে তাঁহার সম্মুখে একটা বিকট শব্দ হইল ও হৃদয়ের ব্যাঘ্র একটা বীভূত আতা প্রকাশ পাইল। সুবর্তী কিংবদন্ত হতভুক্তি হইয়া-আবার চলিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি ধরে আসিয়া দেখেন ভুক্তি দিয়া গোড়া পর্যন্ত হুল কাটান লইলে বেনদ

হয়, তাঁহার মাথার হুলও ভেদনি কাটা পিরাতে। সুবর্তী এই বাণীর দেখিয়া একেবারেই বিকট প্রাপ্ত ও শব্দাঙ্ক হইয়াছেন অজ্ঞানে চিকিৎসা করিতেছে।

উসলামপুরের সক্রিয় খেটু ওয়াতি মাথায় কামে একটা বিশ্বকর শাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। মিমিত দিন দিন সজ্ঞ সজ্ঞ গোষ্ঠী সমবেত হইতেছে। সেখানে মাঝি একটা মল্লীক সুপার্ব্য মজিত থাকে এ-এ একদম চইতে দ্বান-স্তাব সক্রিয় যায়। সেখানকার সুসলমানেরা বিন-ভেদে জাতিব নামক তাৎপত্যের একজন পীরকে এউতামে কবন দেওয়া হয়। তারি অমর পূর্ণ গোষ্ঠীর অটোমিকটি গুরু ও খান দিয়া যাওয়া হয়। ইংলর নাল মসলা আর একটা পীরের ভাষ-কণর গৃহ চইতে মণা হইয়াছে।

কবের জারিয়া বার্ষিক ১২ হাজার পাউণ্ড রুতি পাইয়া থাকেন। তদাতীত তাঁহাকে এজলাসের খরচ দেওয়া হয়। যদি তিনি কবের ভিতর থাকেন তবে বিবদা চইলেও তাঁহার এই রুতি বজার থাকিবে। অত কামে গেলে আর্দক পাই-বেন। সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী বার্ষিক ১২ হাজার পাউণ্ড রুতি পান। তদাতীত তাঁহার এজলাস খরচ আছে। তাঁহার জীবদশায় তাঁহার ক্রী ৬ হাজার পাউণ্ড পান, বিবদা হইলে তাঁহার রুতি কোর্ট খরচ শ্রুতি ১২ হাজার পাউণ্ড থাকিবে। জারের অজ্ঞাত সম্ভাব্য মাথালক অবস্থার বার্ষিক ৬৫০০ পাউণ্ড পান। সাধারণ হইলে ১৬ হাজার পাউণ্ড। তাঁহাদের বিবাদের বৌতুক ১ লক্ষ পাউণ্ড। তাঁহাদের জীর্ণ বার্ষিক ২৫০০ পাউণ্ড পাইয়া থাকেন।

আরল প্রানভিল যাত্রাগে আক্রান্ত চই-রাছেন। বোধ হয় লীজই রাক্টমৈতিক বিষয়ের সম্পদ পরিভ্যাগ করিবেন।

সার চারলস বান ও বোড়া চইতে পড়িয়া গিয়া আক্রান্ত হইয়াছেন। তাঁহার কোন তরফ কারণ নাই।

বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র বাবু মোতীজ নাথ ঠাকুর নরক দেখিয়া মনুষ্যের গুণের চরিত্রের কথা বলিতে পারেন। বাবা দেবাঈয়ার জন্ম প্রতিদিন তাঁহার বাটীতে মোকে মোকারণ হয়। আনরা বলি বাতীজবাবু বই পিথিয়া থাকেন তবে বজবেশ এই বিভাগ প্রচার করুন। তাহা চইলে ছাত্র সম্ভাব্য বিচার পূর্ণক খী প্রাক্তির উপযুক্ত বাবদা ও শিক্ষার উপায় আ-ময় করিতে পারিবেন।

— 33 —

প্রতি কবচের মূল্য ১।০ তাম্র ১২ টাকার
 প্রতি অমৃতের মূল্য ১৪০ তাম্র ১৫৫
 প্রতি অমৃতের মূল্য ১৪০ তাম্র ১৫৫
 প্যাকিং ও পোষ্টের খরচা এক হইতে ৬৮।১০
 ৭ হইতে ১২ টি ১৭০ লাগিবে।

উপহংশ রোগের পারা

বর্জিত মহৌষধ ।

সিপাহী বিরোধের অবসান সম্বন্ধে নেপালের জনগণে এক দুঃসংবাদ ফীর্দের মিকট প্রাপ্ত। বিগত ২৯ বৎসর ইং বিদ্যামূল্যে বিতরিত হইয়াছে কিন্তু ক্রম ইহার উপকারিতা যথেষ্ট প্রচারিত নহিত ইহার প্রাক্তন এতাদৃশ কৃতি হইয়াছে যে বিনা মূল্যে বিতরণ এক প্রকার অসাধ্য হইয়াছে। এই সকল এবং অসংখ্য কারণে ইহার মূল্য নির্ধারিত করিলাম। ইচ্ছা কৈ প্রকারের পাণ্ডা মাট, ইত্যাদি অল্পকালমাত্র সেরে ই সকল সর্বত্র লোক এই উৎকট পীড়া হইতে সম্পূর্ণরূপে চিকিৎসা লাভ করিগাম্ভন। গর্ভবতী স্ত্রী কেবলমাত্র ইহার লেপনেই রোগোদ্ভূত হইয়াছে (গর্ভাণ্ডার সেসব সম্পূর্ণ নিবিড়)। ইহার দ্বারা শিশু সন্তান ও শৈশবিক রোগ হইতে সম্পূর্ণ অসুরক্ষিত পাইয়াছে। ইহা রোগের সর্বোৎকৃষ্ট আশু চিকিৎসা, এমন কি পাণ্ডাঘটক ঔষধ সেবনজনিত দূষিত রক্ত ও পরিষ্কার করে ও শরীরের সকল একত্রিত ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করে, এই বোগের এরূপ পারা বর্জিত মহৌষধি এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। কামরুজব তবিক ডাক্তার ও সজ্ঞাত ব্যক্তি সমস্ত প্রসংশাপত্র এবং ঔষধি সেবনের মিহরাবি ঔষধের শিশির সচিত থাকিবে, আশংক্যে মিহিরেই উক্ত প্রসংশা পত্রাধি বিদ্যাব্যয়ে পাইবে। প্রত্যেক শিশির মূল্য ২৫০ প্যাকিং ১০

শ্রীকালী দাস সরকার

সর্বপ্রথম পেমসমর-মকৌ।

—০০—

বিশেষ সুবিধা! বিশেষ সুবিধা!

মকমলের বহুবিধের সুবিধার জন্য আমরা কলিকাতা হইতে যাকার করে সকল প্রকার জিনিস পরিবহন করি। পাঠাইয়া দিতে পারি। যাকার যখন যে কোষ জন্য আবশ্যক হইবেক তিনি মিকি টাকা প্রেরণ করিলেই ঐ যাকে সস্তা ডালু-পোড়বল পোড়ে সেই সকল জন্য পাঠান হইবে। নিম্নলিখিত টিকানার পর মিহিরে সবস্ত বিবরণ প্রাপ্ত হইবে।

বস্ত এবং ছর কোর

৩০ নং রাধাবাজার

কলিকাতা।

—০০—

বহুবিধ সুবিধা ।

সোমপ্রকাশ যন্ত্রে ইংরাজী ও বাঙ্গালী নাম প্রকার কল ও যন্ত্র টেট হইতে। সস্তা মূল্যে যন্ত্র সমস্তের মধ্যে নতুন প্রকারে সচলরূপে কাষ্য সম্পন্ন করিয়া দেওয়া যায়।

মকমলের গেসকল গ্রাহক কলিকাতার জামিবেন এবং সহরের গেসকল গ্রাহক সোমপ্রকাশের মূল্য হস্তে দিতে ইচ্ছাকরেন কাচার ৯৭ নং কলেকট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে দিয়া বসিল লইবেন। মনি অর্ডার করিয়া ডিপজিটারীতে পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। মনি অর্ডার কার্য্যালয়ের ঠিকানার পাঠাইবেন।

অন্যেবল কলকাতা পালের বরদার্ষিত পণ্ডিত ও ছাত্রবিধের জন্য ডাক মাসুল সবে ৩০ টাকা, সোমপ্রকাশের মূল্য নির্ধারিত হইয়াছে।

—০০—

শ্রীযুক্ত বাহকানাথ নিম্মাক্ষর প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি নিম্নলিখিত মূল্যে ও ডাকমাসুলে কলিকাতা ৯৭ নং কলেকট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে পাওয়া যায়।

উপহংশমালা	মূল্য	ডাকমাসুল
১ র ভাগ	৮০	১০
২ র ভাগ	৮০	১০
নীতিসার।		
১ র ভাগ	৮০	১০
২ র ভাগ	৮০	১০
৩ র ভাগ	৮০	১০
বিশেষের বিলাপ	১০	১০

করণানি একত্র লইলে সমুদায় ডাক মাসুল ১০ লাগিবে।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী।

—০০—

বিজ্ঞাপনব্যত্যাগের প্রতি।

আমরা বিবর মকমলে সাধারণতঃ আশী-তেজি, বাহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার সুযোগ করি। বাহারা সোমপ্রকাশের পাঠিক, পরিচয় বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। অন্যতঃ ভিত্তি, প্রতি পণ্ডিত এই মূল্যে আশী পূর্ব

আনা। ইংরাজী অক্ষর প্রকাশ হইলে ৫১০ করিয়া লাইন প্রতি বার দিয়া হইবে।

বেসকল কর্তৃপক্ষের বিজ্ঞাপন আনাবিধের মিকট আসিবে, তাহা প্রথম একবার বিনামূল্যে প্রচারিত হইবে। তাহার পর বিজ্ঞাপনসারে মূল্য লক্ষ্য হইবে।

সোমপ্রকাশ স. কলেকট্রীট কলিকাতা
সংবাদ বিভাগ

সর্বপ্রথম সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য ডাক মাসুল সবে ১০ টাকা এবং বাহা মিকট ৫১০ টাকা। অন্যতঃ পক্ষে ডাকমাসুল সবে ১০ টাকা। অন্যতঃ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা বাহা-মিকের মিয়ন নাই। শিক্ত ও ছাত্রবিধের জন্য ডাক মাসুল সবে ৩০ টাকা দিরা করিয়া হইয়াছে।

অগ্রিম মূল্য বা পাঠাতে মকমলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। বাহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন। কাচার ৯৭ নং মনি অর্ডার করিয়া মিহির কলিকাতার মিকি সোমপ্রকাশের ডাকমাসুল ঐকট উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্তীর মানে মোট, কতি, বরাদ্দি টি, মনি অর্ডার ইহার অন্যতঃ বাহা ডাক মাসুল সবে ১০ টাকা, সোমপ্রকাশের মূল্য নির্ধারিত হইয়াছে।

বাহারা মাসুল বা বিলা পত্রাধি প্রেরণ করিলে কাচারবিধের সেই পত্রাধি প্রেরণ করা হইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে কাচার প্রথম ভিত্তি মাস প্রতি পণ্ডিত এই মূল্যে আশী পূর্ব ১০ এক আনা দিতে হইবে। কেবল ইংরাজী অক্ষরে প্রতি বার ৫১০ করিয়া লাইন দিয়া হইবে।

প্রেরিত, সংবাদমালা, অগ্রকারীর পত্র ও অন্তঃপ্রেরিত বেসকল বিবর নামা দ্বারা হস্তে একত্র আশী মাসুল মাসুল বা কোমটী আশী বিবর বা সস্তা এবং সস্তা মিহির বিবর ১০ মাসিক, প্রিটার বা ওপরাইটার দ্বারা মাসুল

এই পত্র কলিকাতার মিকি সোমপ্রকাশ ডাক হইল চক্রবর্তী সোমপ্রকাশ শ্রীযুক্ত বাহা বিবর মকমলে চক্রবর্তীর দ্বারা প্রতি মাসে প্রাথমিক মূল্যে ৩০ টাকা দিতে হইবে।

ଆମ ପ୍ରକାଶ ।

४२ मरणा ।

৭ দ্বিগুনায় ৩২ এ ভাঙ।

বৈদ্য জীবন ।

हेमकुटे। ग्यालडानं व

ਅਕਸ਼ਰੀ, ਕਬਾਹਤ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ।

वि. एच. का. विद्यापीठम् । अ. विद्यापीठम् ।

॥१॥ ५५ पुष्पाञ्जलि शिष्टे कविक। ॥

আমার নির্ধিত অঙ্গুরী, কবচ ও অন্যান্য আভি-
শিক্ত বিক্রয় হইবে। আমের এক মণের রতন নির্মাণ
করিয়া বিক্রয় করিতেছে। ইহা সকলকেই জানে
নে, ভারতবর্ষে আমিই নির্ধান করিয়াছি। সুবি-
ধ্যাক্ষমিত্রের সৌজন্যে টোমবার্ট অফ বার্টন, চার্লস
অরেকট, আমার নিকটে হাইড্রো জেন করিয়া বিক্রয়

করিতেছেন, ব্যাংকরিয়া ও পুরাতন স্বর আন্দোলনে
আরোগ্য। তাইবা থাকে, বিশেষতঃ ওলাউঠা ও বন্য
রোগ উভার আন্দোল উপকারিতা নক্তি নেরা
বাইতেছে। এবং কি উভা ব্যয় করিলে সংক্রমক
রোগ কষ্টক অক্রান্ত হইবার সম্ভব নাই, বহুতঃ
উভা রক্তপরিষ্কার করতঃ পক্ষা আন্দোলনে ও
মলমাস দ্বা দিবারণ করে। এমোপ্যাথিক,
সেমি-মোপ্যাথিক ও তাইন্তোপ্যাথিক চিকিৎসাতে
যাকার কলপায় নাই এই ভাঙিত ব্যাপনে কল
পাউতচের। সোম্য ও রপার বিধিত কবত ও অহুরি
ভাঙিত সংস্কৃত বলিরা উক্তি করিলে মে দিতার
অহুলক ও ভাঙা ব্যবহারে কোন ব্যক্তি আংরাহ।
কখনই তাইতে পারে না। প্রতি কবতের মূল্য ১৮/-
আনা, তজন ১২৮/-; প্রতি অহুরীর মূল্য ২ টাকা,
তজন ২০/-; প্রতি অনন্তের মূল্য ১৮/-, তজন ১৫
প্যাকিং ও শোটেইর ১ তাইতে ৬ বাসি। ৮/- আনা
তজন ৬৮/- বাসি। অহুরী ও অনন্ত লাইতে ইলুক
বাপ পাঠাইবেন।

हरैर्नाम हरैर्नाम हरैर्नामेव केवलम् ।

নতন প্রকাশিত

চৈতন্যলীলা বা নিমাই সম্বাদ ।

(ঠাকুর খিড়িটোরে অভিনীত)

বে নাটকের অভিনয় কর্ণমে কি বিন্দু, কি স্নেহ,
মকল সম্ভাব্যের লোক একবারেই প্রশংসা কর-
তেন, বে নাটকের অভিনয় কর্ণমে সম্ভাব্য পাত্র
সম্প্রদায়েরা সমস্ত দুঃখ প্রশংসা করিতেছেন,
বাহার অভিনয়ের বিশেষ ভীর বিশেষভাবে স্থান
সংস্থাপন কর না, বে নাটকের সমস্ত সমীচীনভাবে
নকলেই দুঃখ ও ভীষণতার ভাষাই বাটকন,

সেই চৈতন্যবীণা হারিক গুণকাকার অকাঙ্ক্ষিত
হইয়াছে ।

ইহা বঙ্গদেশের নাট্যসমাজ সংস্থার পক্ষ
এই নাটক বহুসংখ্যক সকল নাটকের বিশেষ
ক্ষেত্র। এই নাটকে আদিরসের লেখক বাজাই,
ইহা ককেশাসের প্রজন্ম ও শাস্ত্রের - দুই
রোহ শৈলবিশেষ। বঙ্গা ককেশাস এই নাটক
সিদ্ধ যদি ঐশ্বর্য বা সুগিরিপত্নী যোবন স্ত্রী
অনুভবী লেখনী প্রভৃৎ। দুলা ৫০ বাজল ০
১৭ বৎ কলকাতা সোব ৭ কাশ ডিলাজিটাই
পাওয়া।

ବିଶ୍ୱାସୀୟତା ଓ
 ସାମ୍ବେଦନା

पि, सि, दास

ভারতের একমাত্র নির্ম্মণ শক্ৰী ও
আদিকারক ।

ਅਨੁਸ਼ੀਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ੀਲ ।



ମି. ମି. ଦାମ କଣ୍ଠକ ନିର୍ଦ୍ଧିତ ଓ ଆବଦ୍ଧ ।

৩৪২২ বেঙ্গল টোলা লেন, — পাটলজালা — কলিকাতা ।

এই অমূল্য কবিতা ও অনন্তর এমন আশ্চর্য
শক্তি আছে যে, বেসকল রোগে মজ্জা একবারে
হত্যা হইয়া পড়েন অথচ ডাক্তারি, হাকিম-এবং

কবিতাটি চিত্রিত্যায় কিছু কিছু উপলব্ধি
নাট, উচ্চারা এই মতক শক্তি এবং জীবন অল্প
কবচ অমুরী ও অনন্ত মারণ করিলে সেই সমস্ত
লক্ষণ রোগ চইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্তিলাভ করিলে।
অতএব যদি কেউ ব্যাধি যন্ত্রণা চইতে মুক্তি
পাইতে ইচ্ছা করেন তবে আমার নিকট ভর্তিত
অমুরী, কবচ কিংবা অনন্ত লটকা বাটন, আধরোগের
কাটার যন্ত্রণা ভোগ করিতে চইলেন না। এমত কবচ
লটকায় ইচ্ছা বাসনার কবিলে লাটকাটা বসন্ত প্রভৃতি
সংক্রামক বোগ লক্ষ্য করিতে পারেন না। অমুরী
কবচ ও অনন্ত কব কালীন (P.C.D) নামাঙ্কিত
কোথিলা লইবন এবং অমুরী ও অমুরের মাণ
পাঠাইয়া বাণিত করিবেন।

লতি কবচের দ্বারা ১১০ ডজন ১২ টাকা
প্রতি অমুরীর দ্বারা ১১০ ডজন ১৫
প্রতি অনন্তের দ্বারা ১১০ ডজন ২৭
প্যাকিং ও পোস্টের ব্যয় এক চইতে ৬ টাকা ১০
৭ চইতে ১২ টি ১০০ লাগিবে।

৩ চাবি রকম অমুরীর মধ্যে বাতারা বেরকম
লইতে উচ্চা করিবেন অমুরী পূর্বক, সেই নম্বর
বিত্তিলা নির্দিষ্ট করেন।



সংবাদ্যন।—আমার ভক্তিত সংযুক্ত ইলেকট্রো
গ্যাসতানীয়া অমুরী, কবচ ও অনন্তের অসীম গুণ
বর্ণনে কেউ কেউ অক্ষরগণ করিতেছেন। ইচ্ছা
কোথিলা সর্বসাধারণকে বিশেষরূপে অমুরীর করি
বেন উচ্চারা সুতরক না পড়েন, কারণ উচ্চারা
বিষয়ী লোকের কোন জানি না চইতে পারি কিছু
মধ্যমিত লোকে বাতারা প্রাণের দ্বায়ে কিনিবেন
ভাষ্যরা এতাবি চইলে অত্যন্ত কষ্টবাক্য।

অতএব পাটলে ভাষ্যপেরেবল প্যারেলেন জিনিস
পাটান চা। অমুরী, কবচ ও অনন্ত প্রতি সপ্তাহে
লীখান কিংবা লগ্নে বিলা পৌত করিয়া লইবেন।

“ বাতুরোক্তনাম ওতাক পুরোক্তনাম ”

সুখ, বিম্ব সুখাবিম্ব!

উচ্চা সেবনে বাতুরোক্তনাম, অপ্রমোহ, জননে-
জিরের লৈখিলা, শুক্রনেচ, অঙ্গ উত্তরজনার
শুকপাত ও অতিরিক্ত শুক্রকর এবং অজনিও
লিখাপী চা, পার্যীরিক দুর্লভ, অরণ্যকি হীম চা,

মায়নিক বিবর্তা, বাত পা জ্বালা ও শুক্রের
ভারজা পড়তি এক মাস মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য
হইয়া থাকে অতএব গায় ও বারণা করি এবং
পূর্ণিমাণে হুতি পাইয়া। আর কি উচ্চা সেবনে
জ্বালার সুতর উচ্চার উচ্চ। ইচ্ছা যে, সপ্ত-
লকার বাতুর পূর্ণিমাণ এক মাস লগ্নে উচ্চার
অনেক প্রশংসাপত্র রহিয়াছে এবং এই উচ্চা
আরোগ্য চইয়া অনেক পুরস্কার বিলাছেন। এক
মাসের উচ্চা এক শিশি ২ টাকা ভাক মাতুল
১০ আনা।

দাদের মহৌষধ।

“ কত ও চর্ম্মবোগের মহৌষধী। ”

এই উচ্চা বাতুরের জ্বালা যন্ত্রণা নাট, অমুর
বেজাকারের চর্ম্ম হউক না কেন ২৪ ঘটিকা মধ্যে
আরোগ্য হইবে। বাত কোষ্ঠদা, নিবাজ, কৃষ্ণ-
বাত, জ্বলি (কোম) পাকার বা, খোস, পাঁচকা
গরমীর বা ও সর্বসাধারণ কত রোগ তিন দিনের
মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। ইচ্ছা কত ও
চর্ম্ম বোগের অকার্য মহৌষধ। এই উচ্চা পাঠা
নাই ইচ্ছা সার্কিন নেজর কর্তৃক পরীক্ষিত। মুচ-
তার সহিত বসিতে পারি এই উচ্চা বাতুরের
কেইমিলাপ হইবেন না। দ্বারা প্রতি কোটা
১০ আনা, তিন কোটা ১০ আনা, ছয় কোটা ২০
ডজন ৪০ টাকা।

জিরাঙ্গুবার চক্রবর্তী।

ভাট্টার পাংবা।

প্রেরিতপত্র।

মান্যবর জিহুত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয়
মাস্তবরেয়।

দীপ নির্মাণ।

হুখা আশা আর কারু মতন
জ্বালাত বাতুর গোর
হুখা মায়া জুং কিরিল এখন
বীধিবে জীবনে তোর।
মুক্তিধীন চকে, মুরতি জোয়ার
নাহি বুঝ কনৌর,
আধার কেবল, মাঝে এ নরনে
আধাবই রত্নীত।
বাও বাতায় বাও, এক মাসের
এম না অক্ষর যারি,
ভক্তিতে যানের অধে, পূর্ণাঙ্গ
যেনরে জ্বলকে পড়ি।

এ সময় স্মৃতি টিফিনা হোমার
বাও জ্বল মন মাণ

জ্বল মন জ্বলিবে জগতের মাটা
সকলি জ্বলিতে ন।

জ্বল মন জ্বলিবে কেবল মন
জ্বল মন জ্বলিবে তোর।

জীবনের বাতি, যেখন না তুই
নিবানে করিবি বোব।

একটা একটা মুর্তি গণিব
করিব তুজারি বাস।

বজ্রিগ জ্বলিবে পূর্ণাঙ্গ হোমার
জ্বল মন জ্বলিবে আস।

জ্বল মন জ্বলিবে—অনন্ত জিহুত
চেতন না জ্বলিবে জ্বলিবে

পূর্ণাঙ্গ কাল, জ্বলিবে জ্বলিবে
শোভিত জ্বলিবে গোর।

এ আসে আসে আতি হুখা আসে
পাণ্ডা জ্বলিবে জ্বলিবে

কতকণে তন, মেজিট জ্বলিবে
জ্বলিবে এ কীল কাল।

অই বুঝ এস—কোথি চইতে এস
জ্বলিবে জ্বলিবে মারি।

জ্বলিবে জ্বলিবে মননের কাছ
জ্বলিবে জ্বলিবে মারি।

পলকে পলকে বাত অক্ষর
জ্বলিবে জ্বলিবে মন।

জীবন জ্বলিবে নিবে বুঝি জ্বলিবে—
জ্বলিবে জ্বলিবে কেন?

নিবেছে এনার—কতই চ নাই
জ্বলিবে জীবন-জীলা।

একটা আলোক এবং কেবল
জ্বলিবে জ্বলিবে মন।

পূর্ণাঙ্গ-পূর্ণ বেজাক অমুর
জ্বলিবে জ্বলিবে মন।

জ্বলিবে—জ্বলিবে একটা জ্বলিবে
জ্বলিবে জ্বলিবে মন।

জিগরিজানাম জ্বলিবে জ্বলিবে
১০০ নং জ্বলিবে জ্বলিবে

কলিকাটা।

—৩৩—

সম্পাদক মহাশয়, জিহুত জ্বলিবে
জ্বলিবে, কেবল জ্বলিবে জ্বলিবে

জ্বলিবে জ্বলিবে জ্বলিবে, জ্বলিবে জ্বলিবে
এক একটা জ্বলিবে জ্বলিবে জ্বলিবে।

অতীতকালীন সন্তানসমূহের মধ্যে। আজ কাল,
আমরা শিক্ষা দিচ্ছি যে তারা আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠবে।
গণের মধ্যে নানা প্রকার অজ্ঞানতার দূরীকরণ হবে।

১৮৮৩-৮৪ সালের ১৯ই জানুয়ারি তারিখে
 জি. এ. সলিমুল্লাহ সাহেবের
 মাজিমা সাহেবের মিকট মীতির আদর্শ
 ইয়েন ডাক না উঠে। উক্তমাই অশিক্ষিতের
 যখন উইয়া আপনাবিগের পরিচয় প্রদান করি-
 ত। শিক্ষিত সমাজের দ্বারা এরূপ অসুষ্ঠাম
 মতটি উঠলে অশিক্ষিতের মিকট উইতে আনরা
 ক আনা করিতে পারি। সাধারণের উপকারার্থে
 আমরা অস্বাকার প্রস্তাব ২৪ টি বিষয়ের উল্লেখ
 না করিয়া থাকি। পারিলাব না। ইচ্ছাতে
 শিক্ষিত সমাজের ওও চরিত্রের হৃদয়
 পড়ি। উইয়াছে। শিক্ষিতবল অর্থপাতি
 উইয়া যে নামা প্রকার অমথা উপায় অবলম্বন
 করিয়া অর্থগণের দ্বিধা প্রস্তুত করব। উক্ত বড়
 দক্ষতা ও হৃদয় বখা। এরূপ স্থগিত বিষয়ের
 আলোচনার আশা কর লেখনীও কলকিত উই-
 তেছে। তবে ইচ্ছাতে সাধারণের উপকার নির্ভর
 করিতেছে। উক্তার উল্লেখ ১ কবা অস্বাকার বোঝে
 প্রস্তুত হইয়া।

আজ শ্রাবণ বৎসরের অতীত হয়েচে চলিল।
আনানিগের সনতিপুস্তক জনৈক বহু বক্তব্যমীতে
প্রকাশিত ২১৩ টা বিজ্ঞাপন দৃষ্ট করতঃগুলি পুস্তক
ক্রয় করিবার জন্য বিজ্ঞাপনদাওঁহিগের মিকট
বিজ্ঞাপনে মূল্যধি প্রেরণ করেন কিন্তু হুঁতগা
লভ্য আনান্ধব বহুর টাকা গুলি "ন.ব.বায়
ব.ব.ব." কটয়া গিয়াছে।

[illegible]

যে ১৫ টাকা কুলোব ২০ খান পুস্তক ২০ এ মাথ
পর্ষাদ ২১০ কুলা গরুত হইবে আনাথের সঙ্গ
মতি বহু এই অর্কর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া নিকটে
সদায়র মধ্যে কুলারি গেরণ করিবন। ২১১ মাস
চালিয়া যার, পুস্তক কর দেখা হই। এখন আনাথের
বহু অনন্যদাতাকে পর লেখেন : উগ্রব আসিল
যে তিনি গীতিঃ—দীর্ঘ পুস্তক গেরিত হইবে
আরও কিছুদিন চালিয়া যার, পুস্তক আসিল না।
আনাথের বহু আবার পদসা বরচ করিগ, বিপ্লাই
কাত গেরণ করিবেন—কিছুদিন পরে কাড় খানি
দীর্ঘ দীর্ঘে "Unclaimed" হইয়া ফিরিয়া
আসিল। আনাথের বি এ, মহালার কথ্য এক
খানেক শেব হইল। তার পর কলিকাতা স্কুলে
দীর্ঘ ৯৯৫ বছরমিত্রে গলিৎ হেরলচর ঘোড়ার

“অর্থ জাতিদা” নামক পুস্তকটি বিজ্ঞান
এ সম্বন্ধে বহুসংখ্যক লোকচিত্র। আমাদের
বহু উৎসাহ বিজ্ঞাপনাদ্বারা ১ টাকার প্রেরণ
করুন। দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রেরণ বহু প্রথম দায়
পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। তৎপরে কলিকাতা
পত্রিকা “অর্থ জাতিদা” নামক পুস্তক এক
পত্র বিজ্ঞাপন প্রকাশিত করুন। তাহা-
দের বহু উৎসাহ বিজ্ঞাপনাদ্বারা ১০ প্রেরণ
করুন। ইহাদের বিজ্ঞান পত্রিকা বহুদূর
যে পত্র প্রেরণ করেন তৎপরে পত্র
মতামত লিখিয়াছেন যে “ভারতীয় ভাষা
আমরা প্রকাশনা করিব না। এইরূপ উত্তর প্রেরণ
করিয়া পত্রিকা মতামত অব্যাহত হইয়াছেন। এ
সকল গুলি এক সময়ের কথা এক সময়ের বহুসং-
খ্যক বিজ্ঞাপন গুলি প্রকাশিত হয়। যাহা হউক
আমরা আর এক বৎসর চেষ্টা চলিল এই কাণ্ড
চলিয়া গিয়াছে। এ পর্যন্ত আমরা কাগজের কোন
উচ্চ বাচ্য পাইলাম না। যত লিখিতবিশেষ
চলিত। ফলে আমরা জানি না যে কত লোক
এইরূপে এই মতামতবিশেষ দ্বারা প্রভাবিত হইয়া-
ছেন, এখন উৎসাহ আর বিজ্ঞাপিত টিকান যাই,
উৎসাহের নাম পত্র লেখা হয় আব সে গুলি ধীরে
ধীরে ফিরিয়া আসে। ফলে আমরা জানি কত
লোক এই মতামতবিশেষ দ্বারা প্রভাবিত হই-
য়াছেন। যাহা হউক লিখিতগণ্য পরসী উপা-
য়েই প্রথম প্রকাশনা পত্র বাতির করিয়াছেন।
সিলাভী কৃষ্ণাচারী কও বেদ হয় কোন ভার
মানিতে চেষ্টা।

ॐ-गांधी समाज नवभारत ।

मन्त्रिपुत्र ।

— 44 —

জন্ম লভ্য সম্পদ বহু নষ্টাশয়। আপনাত ২১ এ
জীবনময় সে নষ্টক লেব প্রেরিত। শুভ "জীবন-
পুত্র বৈদ্যসমাজ সংস্কারিণী সভার কঠিন সত্য"
আবিসিদ্ধি বে একদা নি পত্র প্রকাশিত। উত্তরাধিক।
তৎসময়ে আনন্দা কিছু বলিতে চাহি। কলিকাতার
বৈদ্যসমাজ সংস্কারী সভা যে উদ্দেশ্য এক
খানি দুই ত্রয় পত্রে লিখিয়াছেন "সত্য এই প্রকৃত
এ ২ যন্ত্র ও বাস্তব বিজ্ঞান কার্য।" সন্যে সমাজের
মত প্রকণ আশ্রয় বিবেচনায় উপস্থিত কার্য।
(অ. প্রকৃতি ও কার্য)। অসুখোদন করিয়া, নিম্নলিখ
প্রকৃতি ক বহু অসমর্থ উদ্দেশ্য। জীবন পুত্র
সংস্কারিণী সভাও একদা অসুখি প্রকাশ করিয়া
নিম্নলিখ প্রকণ করিয়া মাট। "উদ্দেশ্যে অন্যান্য
পুত্রক কিছুই লিখিত কল মাই।" সুস্থিগত সভা

মতামতেরা এই উদ্দেশ্যে ক'রানো হইল। সংস্কারবিরোধী
সভার ১৮ই আশ্বিনের অধিবেশনের সিদ্ধান্তানু
সারে মনু শাস্ত্র নিম্নলিখিতরূপে বেদন উত্তর দেওয়া
গিয়াছে, তাৎপর্য মনুশাস্ত্রের নিম্নলিখিত অংশ
কর নাই ইহাই যথার্থ ব্যাখ্যা। সাধারণ অধি-
বেশনে ইচ্ছা প্রকাশ হইয়াছে পাত্র ৫০ জন সভ্য
এই অধিবেশনে উপস্থিত হইলে ইচ্ছার সঙ্ক-
লের ন্যসে এই ব্যাপার এবং সংস্কারপত্র ইচ্ছা
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সম্বন্ধে সংস্কারবিরোধী সভা
সংস্কারবিরোধী সভা কে পত্র লিখিয়াছিলেন সংস্কার
বিরোধী সভা এই পত্রের উত্তর না দিয়া নৌবৎ সম্মতি
লক্ষণে প্রকাশ ক'রানো হইল। সংস্কারবিরোধী সভা পত্র
ইচ্ছা প্রকাশের পরে লিখিত করিয়াছেন
এক-একটি সংস্কারবিরোধী সভার সম্পাদক ও কতগুলি
সভা (২ জন না ৩ জন) এই ঘটনা বিবৃত করিতে
চাচ্ছেন তাহা হইলে সে প্রকাশের ক্ষতিসাধন নাহি
কেনেই প্রকাশিত হইবে না। মাননীয়
সম্পাদক মতামত সভা আত্ম ন না করিয়া যথার্থ
ব্যাখ্যা করিয়া সংস্কারবিরোধী সভা-কে এই কথা টুল
যে সেই সভার পত্র ইচ্ছা প্রকাশ করিতে
লিখিয়াছেন ইহাই তাৎপর্যের বিষয়। আর
আত্ম-ব্যাখ্যা দিয়া এই প্রকাশের পত্র
আবার সাধারণ সভায় করিবার প্রস্তাব দিয়া
ছেন। যেহেতু সভা আত্ম-ব্যাখ্যা লিখিত হয়
নাই বাহ্য ২। ১ জন সভ্য ব্যতীত সভার অন্য কে
অগ্রহ নহে তাহা আবার সাধারণ প্রকাশ কর
কেন ?

নুগাবুর পুত্রের প্রাণটিও অনেক দিন ছইত।
 গিয়াছে এবং অনগ্রা জাতি সংক্রান্ত সভা তাঁর
 মিন্দ্রণ গ্রহণ করেন নাই। ক'ণ্য সভা মি
 টি চ ১ করেন যে সভা নুগাবুর মিন্দ্রণ গ্রহণ
 করিয়াছেন ৭ অথবা তাঁর দ্বারা কি মিটচনা করে
 যে তিনিই কাটল এই জুঃকাধের মিন্দ্রণ সভা
 ও ৬ করিয়াছেন ৭ এরূপ বিষয়টো মিঃ গায় পাঠি
 ভোয় পরিচালক বটে।

আমরা বেধ করি এই কর্তব্য সমা। সমা।
 ১. উদ্দেশ্যের অধিবন্ধনে উপস্থিত ছিলেন
 সমা। ব. প্রথম পত্রিকা-তে মিন্দ্রণ প্রকাশ করিল
 বুদ্ধিতে বন্ধন। মিন্দ্রণ প্রকাশ সমা। ব. প্রথম
 প্রকাশ। সমা। ব. পুস্তকে মিন্দ্রণ প্রকাশ করা হয়।
 ইহা কি মিন্দ্রণ। প্রকাশ। সমা। ব. সমা। ব. প্রথম
 সমা। ব. প্রথম পত্রিকা-তে মিন্দ্রণ প্রকাশ করা হয়।
 সমা। ব. প্রথম পত্রিকা-তে মিন্দ্রণ প্রকাশ করা হয়।
 সমা। ব. প্রথম পত্রিকা-তে মিন্দ্রণ প্রকাশ করা হয়।

নিম্নলিখিত প্রকল্পে কখনও কোনও উদ্ভাবন নিম্নলিখিত প্রকল্পে
কল্পিত হবে কি না এই বিষয় কেবল এখন অজানা
আছে। ইচ্ছা এই প্রকল্পে কখনও ইতি।

একান্ত অহংগত
 তীর্থালম্বাস সেনে গুণ
 ত্রিংশিকৃষ্ণ রায়
 ত্রিগোপ লক্ষ্য ব দ ।

সোমপ্রকাশ

২- এ উক্ত সোমবার

ইহকম ট্যাক্স অবসর্জন করিবার সময় লড় উক-
রিণ আপা বিচাছিসেন ট্যাক্স সংগ্রহকালে প্রকার
উপর কোন প্রকার পীড়ন বা অত্যাচার করা
হইবে না। আদরাও ভাবিচাছিসেন মিডাক্সই
যখন রাজার দায়ে আনাহের যথাসর্বস্ব বিক্র
হইবে তখন রাজা কখনও পীড়ন করিয়া কর
সংগ্রহ করিবেন না। কর নির্দিষ্ট করিবার ক্ষম
কখনও অতুলনুক্ত উৎপীড়ক কর্মচারী মিস্ত্র
করা হইবে না। এখন ট্যাক্স আদায়ের আলে-
সারগণের ব্যবহার বেখা খোদর আদায়ের
স্বর্ণমেষ্টে প্রতিজ্ঞা করিতে বক্তার শ্রুতি প্রতীক। পূর্ণ
করিতে তত্ত্বের মনোযোগী মতেন। কলিকাতার
কর সংগ্রহ সম্বন্ধে অত্যাচারের বিবর ইতিপূর্বে
পাঠকগণের অগত করিয়াছি। কলিকাতার
অধিবাসিগণ অত্যাচারিত হইলে তাহা বিবরণ
করিবার উপায় আছে আছে। আলেসারগণও
কলিকাতার বড় একটা বংশাচার করিয়া উঠিতে
পারেন না। কিন্তু মফস্বলে তাহাদের এত
প্রভাব। মোকরও এখানে বাড় পাতিয়া সহজ
প্রকারের অত্যাচার সহ্য করে; একবার মাত্র
বাঞ্ছনীয় করিতে পারেন। মাত্র ২৪ পর-
গণার যে প্রকারে আর কর নির্দিষ্ট করা হইয়াছে
আমরা তাহার বিবরণ শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছি।
কর নির্দিষ্ট করিবার সময় বাছাতে আলে-
সারের বিচারের উপর আপীল না হয় এই
উদ্দেশ্যে আলেসার বানু রাজার উপর আদায়
করিয়া তাহাদের অনেকের লোক লইতেছেন।
কেহ যদি লোক করিতে অস্বীকার করে আলে-
সার চক্ষু রাখাইয়া বলেন “লোক করিলে
তোমার ট্যাক্স কম হইবে, অচেৎ অধিক ট্যাক্স
নির্দিষ্ট করিব”। এইরূপে ভয় দেখাইয়া লোক
লইয়া বানু তাহাদের আপীলের পূর্ব পর্যন্তও বহু

করিয়া দিত্তেছেন । কোনকোন স্থান বাগান ভূমির উপর কর দিয়া চাইয়াছে । আরকর আটম্নে যদিও কেবল চাষাবাদ আর ও কুমারি করণার্থেই বসিয়া বসিয়া ইচ্ছাছে কিন্তু বাগানের আটম্নে চাষের ভূমির ভিতর বাগান ভূমিও বসিয়া চাইয়া থাকে আরকর আটম্নে এমন স্পষ্টে বিধান না থাকিলেও যেতিমিউবোর্ড চেষ্টা একটি বিশেষ সাকিউলার ব্যক্তির হইলো যে বাগান ভূমিও আরকর বর্জিত, আসসায়া বাবু সেই নিধানটির অবমাননা করিয়া বাগানের উপর পরীক্ষণ কর নিরীকিত করিতেছেন । লোকের আশঙ্ক্যেই বিশেষ কোন অনুসন্ধান লওয়া হয় না । হুই পাঁচজন লোক লাগিয়া বাহার বড় আয় নির্দিষ্ট করিয়া দিতেছে তাহাকে একবার মাত্র জিজ্ঞাসা না করিয়া অথবা তাহার নীচে পরীক্ষণ একবার পরীক্ষণ না করিয়া কোন কোন স্থলে তাহাকে করহাতের মধ্যে গণনা করা হয় । পরে কেনল সাকর লইবার সময় তাহার সচিব সাকর ও কথাস্তর হয় মাত্র । লালমবেড়িয়া নিবাসী বর্তমান ব্যবসায়ী একজন দ্বিতীয় ব্রাহ্মণের উপর এইকালে কর নির্দিষ্ট হয় । ব্রাহ্মণ আসসায়া বাবুকে বলেন “ বাবু ! আপনি একজন বর্জিত লোক, আপনাদের ভার উচ্চ বেতনভোগী বনী ব্যক্তি এ অঞ্চল অতি অল্প । আপনাদের পুরোহিতকে প্রতি বৎসর কর টাকা দিয়া থাকেন অথবা তাহার একটা হিসাব করুন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে যে এই দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে আমার ভার দ্বিতীয় বর্তমান ব্যবসায়ীর আয় কত হইতে পারে ” । আসসায়া বাবু ব্রাহ্মণের কথায় বিরক্ত হইয়া উঠেন । ব্রাহ্মণের যদিও অব্যাহতি পাইবার আশা থাকিত এই স্ত্রীভার কথায় তাহাও নষ্ট হইয়া যায় । আসসায়া বাবু পরীক্ষণ ব্রাহ্মণের দশ টাকা টাক্স করেন । বাহারী গোপনে কুসীদ ব্যবসা করিয়া অর্থোপার্জন করে আসসায়া বাবু তাহাদের বড় একটা অনুসন্ধান করিতে পারেন না । অনেক স্থলে কেবল বহুকালের পুরাতন ইষ্টেকর দরবাজী বেধিয়া দিত্তে হীনশ্রী প্রভৃ সস্ত্রী ব্যক্তিগণকেও করভারপ্রাপ্ত করিয়া পীড়ন করা হয় । লোকে কর পীড়নের হাতে হাতে জ্বালাতন হইয়াছে, প্রতিদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া তাহার একশতবার অভিসম্পাত করিয়া গর্দভনেটে ও আসসায়াগণকে নরকস্থ করে । ইহারই নাম কি প্রজারক্ষণ ও রাজ্যশাসন ?

—••—

এসিমা ও ইউরোপে দারুণ দুর্ভোগ। রুবের
রাজ্যভাঙ্গা এসিমাতে যেমন এখন ইউরোপেও
যেমন। ইংরাজের রাজ্যভাঙ্গা রুবের সহিত

সদর্পে লাগিয়া এই উত্তর মহাদেশেই
কারণ চটাইছে। ভারতের প্রান্তে কুবের মন্দির
ইন্দ্রাজের একবারও যদি খাণ্ড প্রতিষেধ
সময়ে এমিরার রাজাগণ কুবেরের খুঁড় জা
এক পক্ষ বা হয় অন্য পক্ষ অবলম্বন করিয়া নষ্ট
নেই সর্বশাস্ত্র চটাইবে। ইউরোপে বুলগেরিয়া
প্রান্তে যদি একবার সমরামল লাগিয়া উর্দু
জর্জি ডুকি, ইন্দ্রাজ, করানি ও কুব মন্দির
নেই অবলম্বীতার জন্য রক্তক্ষয় অবতীর্ণ হটাইবে
সকলকে অকৃত অমল দখলমান চাইয়। ইউরোপে
অরাজকতার রাজ্য বিস্তার করিবেন। বুলগেরিয়া
প্রান্তে যে দুর্ভাগ্য আগতপ্রায় আনরা ভাঙি
পাঠককে বলিতেছি। বুলগেরিয়া বহু দিন চটাই
কুবের অধীন, কুব বাহুবলে বুলগেরিয়ার রাজ্য
আলেকজান্ডারকে সিংহাসনে বসাইয়া শত্রুরাজ
গণের ভীষণ উৎপাদন করিয়া দিচ্ছিলেন।
সম্রাট সার্ডিয়ার সহিত বুলগেরিয়ার যুদ্ধ হয়
সেই যুদ্ধে আলেকজান্ডার ইন্দ্রাজের আশ্রয় গ্রহণ
করিয়া কুবের কোণে পতিত হন। কুব ভীষণে
সিংহাসনচ্যুত করিয়া কারাকুন্ড করিয়াছেন
বুলগেরিয়ার নৈকসামন্ত কুবের সহিত বোণ দিয়া
আলেকজান্ডারকে হৃত করিয়া দিয়াছে। কুব
কখনই ইচ্ছা করেই সন্তুষ্ট হন নাই। আর্থের বাবা
চাইছে যে বীরা কুব পূর্বকৃত সতিবদ্ধন ছিন্ন করিয়া
প্রকাশ করিয়াছেন যে কুবসাগরের তীরবর্তী
গেইন নগরে ইন্দ্রাজ কি আর কোন জাতি প্রবেশ
করিতে পারিবেন না। ইন্দ্রাজ বার বার সচিব
কথা ডুলিয়া আপত্তি করিতেছেন, কুব তাহাতে
কর্ণপাত ও ক'রতেছেন না। ইন্দ্রাজের এ অপমান
রাখিবার আর স্থান নাই। বালক স্যাক্সগকজয়
মন্ত্রীসভা উকনান্ত ও সমরনীতিপরায়ণ। এ
অবমাননা সহ্য করিয়া তাঁহারা যে নিশ্চিন্ত থাকি
বেন কখনই তাহা বোধ হয় না। এদিকে আ
গানে তলুতবাজ অল্প অল্প পা বাড়াইতেছে
ইন্দ্রাজও এত দিন গারের আল গারে দাঁড়ি
এখন একটু একটু চকু রাজাইতেছেন। কুব ও
বাম নামক দান বাণী করেন। ইন্দ্রাজ বলি
ছেন কুব ওমাখানের দিকে লোলুপ নৃষ্টি নিয়ে
করিয়া তাঁহারা আদীরকে সত্যতা করিয়া ব
পূর্বক - এম্বান দখল করিবেন। বাবাকুমি
রাজ্য নইয়া ইন্দ্রাজের সহিত কুবের আর এক
বিবাদের কারণ উপস্থিত হইয়াছে। ইন্দ্রাজ
বলেন বাবাকুমি আফগান রাজ্যভুক্ত। কুব
এখানে তাহা অধীকার করিয়াছিলেন। ইন্দ্রাজ
একপক্ষে সচিব কথা উত্থাপন করার কুব বলিতেছেন

বিষয়ের নাম এক্ষেত্রে। এই এক্ষেত্রে উ-
পরে বর্ণিত বিধি নির্ধারিত করে। আবারও বেশ
রোপ্যদ্রব্য প্রদান। এই বেশীর বণিকেরা
সকল বিদেশী মালপত্র এ বেশ আশ্রয় বিক্রা
করে, তাহার মূল্য অল্প এ বেশ টাকা জইর
পিতা এক্ষেত্রে অধেশী টাকার সহিত বিক্রা
করে। এ বেশের টাকা যে বাড়িতে নির্ধারিত
তাৎপর্যে পরিণত হয় হ্রাস ও বৃদ্ধি হইবে, তা
বেশে তির বাড়ি নির্ধারিত টাকার সহিত বিক্রা
করিবার সময় টাকার মূল্য সেই পরিমাণে হ্রাস
ও হ্রাস হইয়া থাকিবে। সন্ততি নানা দ্রব্য
রোপ্যের যদি আশ্রিত হওয়ার ক্ষুদ্র পরিমাণে
চৌপ. পাণ্ডা ৫ ইতেছে। অতঃপর এক্ষেত্রে
আমাদের বেশের টাকার মূল্য অল্প হইয়া
হইয়া থাকিবে। হোম চার্জ বহিরা ভারতবর্ষ
হইতে বৎসরে বৎসরে বত টাকা বিলাতে পাঠান
বার রোপ্যের মূল্য হ্রাস হওয়ার এ বৎসর তাহার
অপেক্ষা অধিক টাকা পাঠান হইয়াছে। আমাদের
বেশের এক টাকার বিলাতের দুই সিলিং। ভারত
গবর্ণমেন্টের মজুত প্রভূত হইবার পর এক্ষেত্রে
অল্প দুই সিলিংয়ের দ্বারা এক সিলিং চার্জ
পেলা বৃদ্ধি হইবে তাহার আর সম্ভাবনা নাই।
অতঃপর বড়োটা প্রভূত করিবার সময় এই হিসাবে
অল্প দুই কোটি টাকার কতি ভারতবর্ষকে সহ্য
করিতে হইবে। এই কতির পূরণ হইবে কি
প্রকারে? হ্রাস গবর্ণমেন্টকে প্রদান করিতে হইবে না
হ্রাস, রাজ্যের ব্যয় হ্রাস করিতে হইবে ইত্যাদি
যদি কোন উপায় না হয়, তবে রাজ্যের উপর কর
বৃদ্ধি করিয়াই অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে। গবর্ণ-
মেন্ট ইহা মনেই অনেক ভগ্ন করিয়া বসিয়াছেন
এখনও একমত বিশাল টাকার জন্য গবর্ণমেন্ট
ব্যত পাতিয়া বসিয়া আছেন। ইহার উপর আর
কি করা সম্ভব। রাজ্যের বর সংক্ষেপে ভার
কিরণ অর্থায়ন হইবে তাহা রাজ্য সমিতি
কর্তৃক প্রদর্শিত হইয়াছে। আশী
গবর্ণমেন্ট ভারত সহিত রাজ্য সমিতি বেক্ষে দুই
করিয়াছেন তাহাতে অতি সামান্য অর্থই সং-
গ্রহ হইতে পারে। নানা বিধ-ব্যয় সংক্ষেপ
এ ভারত গবর্ণমেন্টের চুক্তির উপাধীন হই-
করণ ৫০ লক্ষ টাকার সম্ভাবন হইতে। পাঠান
লক্ষ এককোটি ৫০ লক্ষ টাকার প্রভূত প্রভূত
অর্থায়ন। ভার গবর্ণমেন্টের আর উপাধীন নাই
কর বৃদ্ধি করিয়া ৫০.৫০ টাকার সং-
গ্রহ সামান্য কথা নহে। "ইংলিসমান" বর
আরও বৃদ্ধি করিয়া এই অর্থায়ন

১৪ ১৪জন যুবককে টেনিসম্যাচ জয় করিয়া বিদ্যা
কলেঙ্গের জয় অর্জনে নিযুক্ত করা হইয়াছে
তদনিন বিচার্য পূর্বে কলকাতা অনেক দিন
রাজ্যে পতিত জন্মের সংখ্যা অধিক হই-
য়া এখন আর তাহাদের স্থান বহু সূচ্য করিতে
হইবে না।

আজ নবীন জন প্রাপ্ত হইয়া শত শত
লাকেব বিনাশ সাধন করিয়াছে। বেভাবেও
কালেক্টর বসিয়াছিলেন প্রিন্সে একজনকে ও
দীন হইয়া মাই। বেভাবে গেলোটে বসেন কত
শতক মরিয়াছে তাহার সংখ্যা করা যায় না।
আজ নবীন যুগের উপর শত শত মৃত দেহ
পরিয়া যাইতেছে। গর্ভমণ্ডে অর্ধ ও চাউল
ভাঙা করিয়া আমকলমাপীড়িত ব্যক্তিরা প্রাণ
হারাতেছেন। প্রাণের কল এখন অল্পে অল্পে
মৃত হইয়া ফুঁদে উপর গমিত উদ্ভিদ ও
বৈজ্ঞানিক মৃত দেহের পুতিগল্প বাধিয়া যাই-
তেছে। উচ্চতর আবার ভগ্নাতক বোগের উৎ-
পত্তি হইয়া মর্গের প্রাণ সশঙ্কিত করিয়া তুলি-
তেছে। বঙ্গদেশের দাক্ষিণ্য মারীতর ও চারিাঙ্কব
গণ ব্রাহ্ম ও একটা ভগ্নাতক দুইদেব ঘটনব
জীবন।

নাঙ্গরাজ্য বঙ্গ প্রদেশ আর ও অনেকগুলি
প্রাকৃতিক দ্বীপ পাড়িয়াছে। ভাঙাউর্ভবা এখন
মলে রহিয়াছে।

পাইলটগণ বসেন চীনের দাবলগারী কর
করেকজন মগকে চীন পাঠান হইবে।
চীনব সচিব ইংরাজের নাকি এইরূপই সিদ্ধি
হইয়াছে।

পুলনা অঞ্চলের কলকজন দাকালী নাকি
চিনিয়া প্রকৃত করিবার জন্য একটা কল স্থাপন
করিয়াছেন। বারসা যতই গিল্পিত হয় ততই
ব্রাহ্মের নজর। পানের মূলাপেক্ষা ক দয়া আর
অধিক দিন থাকে আমাদেব ভাল দেখায় না।

ইংলিসম্যান বলেন মহাসভায় শৈল বিচার
হইয়া আবার দে দন একটা ওয় উঠে। সার
পায় লেখত্রি জিজ্ঞাসা করেন শৈল বিচার্যব
য সম্বন্ধে অসুসঙ্গ ন লইবার এক হইতেছে।
আই গফ্ট বালগাছেন বে এখনও টেট সেক্রে-
টারী এ সম্বন্ধে অসুসঙ্গ ন লইতেছেন।

ভাবেন অণ্ডা সেক্রেটারী সার জর গটে
হবে একজন সংগার পত্রের সম্পাদক ছিলেন।
জাতি তিনি সবরে সবরে সংবদপত্রে লিখি-
তেন। উন আবার আইন বিষয়ে বর্ণেব পার-

চীনের রমণীগণ বিচার করিতে বড় মারাজ।
তাহাদিগের সচিব অস্বীকৃত্য করিলে বড়ই
মিলিয়া যায়। অধিক কথা বর্তা না করিলে
বড়ই অসকটে হয়। কিন্তু বিধায়ে বাবা ভট্টে
সকলেই অলম্বুত। কেহ কেহ। সবাহর
ভয়ে আত্মত্যাগ করে। কেহ বা মঠে
প্রবিষ্ট হইয়া কুনাবী অবস্থায় দিন যাপন
করে।

বিলাতেব একটা পক্ষীপ্রদর্শনীতে হববোলা
পাখীর আমদানী হয়। যে পাখী সন্তোষজনক
রূপে কথা কহিতে পারিবে তাহাকে পুরস্কার
দিবার কথা হয়। পক্ষিগুলির মধ্যে একটিকে
যেনম রাজবা পুলিশ বাতির করা হইবে অননি
সে মুখ তুলিয়া সাক্ষ্য তাহে বলে "কতগুলি
পাখী দেখ?" তাহাকেই পুরস্কার দেওয়া হই-
য়াছে।

চীনেবা আশ্চর্য প্রকারে কলগা বোগ নিবা-
রণ করে। চীমারে একজন কলগা বোগে
পীড়িত হওয়ায় তাহার আত্মীয়গণ একজন ডাক্তার
জাকিয়া আন। ডাক্তার একবার হুচি আনিয়া
চিকীৎসা আরম্ভ করে। প্রথমে রোগীর কপা-
লেব দুইপাখি দুইটা ছুঁচ ফুটাইয়া দেওয়া হয়
তাবপর জিহ্বাব উপর বুকের ধাবে উদরের
উপর ছুঁচ ফুটাইয়া পবে রোগীর খাণ্ডর চামড়া
কাটিয়া বিয়া ডাক্তার চলিয়া যায়। কয়েক ঘণ্টা
পরেব বোগী আবেগা লাভ করে।

ভাবেন একশ্রেণী গ্রন্থে মনোযোগ দিবার
জন্ত মহাসভার অনেকগুলি সভ্য প্রধান মন্ত্রী
নিকট আবেদন করিয়াছেন। বাস্তবিকই এ দিকে
দৃষ্টি না করিলে আর কয়েক বৎসর মধ্যে ভারতের
সর্বনাশ হইয়া যাইবে।

৫৫ বৎসর বয়স্কন হইতে না হইতেই গর্ভমণ্ডে
কর্ষচারিাদগকে পেন্সন লইবার ডাড়া দেন।
কিন্তু নিজেব বেলায় এ ৫৫ বৎসরের নিয়মটা খাটে
না। যে বয়সে কেবাণী প্রকৃতি অজ্ঞাত কলচারি-
রিগক তাড়াইয়া দেওয়া হয়, গর্ভমণ্ডে সেই বয়-
সেই নিঃজন স্ববনকে লেখবের পবে নিযুক্ত
করিতে ছন। ইংরাজের আইন সভাসভাই কি
মাখনের জাল?

পুনঃ, সুবাট বোচ ও নাবাইডেব ছোট আদা-
লত উঠাইয়া দিবার জন্ত রাজস্ব কমিটি গণ্ডাব
করিয়াছিলেন। সমগ্র বোম্বাইবাসীর প্রতিনিধি
অরূপ প্রজ্ঞাচিত্ত বর্জক সভা গর্ভমণ্ডেকে জানাই
যাছেন ইচ্ছাও দেশের সমুদ্র অনিষ্ট হইবে।
দেশের লোকের কাহারও ইচ্ছা নয় যে এই অদা

লত গুলি উঠিয়া যায়। আনরা আশা করি
রিয়াই সভার আবেদন প্রোচা করিবেন।

আমাদের প্রীড়িত কুলিদিগের সাহায্যে
জন্ত বেনিগীপুরের যুবক সম্রাটর চাঁদা করিয়া অ-
সংগত করিতেছে। উচ্চনী বাস্তবিকই এসং-
নীয়া বেনিগীপুরবাসিগণ সন্ত লই যেন এইসংকটে
যোগদান করেন। আসানবাসী কুলিদিগের সাহা-
যেব জন্য কামে কামে সভা করা কর্তব্য।

বালা বিবাহের উপর বাগাতে আইনের
কেন না ভট্টে পার। ওজন্ত বোম্বাইবাসী
নীতাই একটা মতভী সভা করিয়া বোম্বাইবাসী
সাহায্যেব মতামত গর্ভমণ্ডে জ্ঞাপন করিবেন।

কুপাবচিত কলকজের জন্য আমবা অনেক দি-
খরিয়া অর্ধবার করিয়া আসিতেছি,এতদিনে একজন
ভারতবাসী কলকজের পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া
আমাদের অর্ধবার কতকটা সার্থক করিয়াছেন।
লর্ড কিংসলে পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণকে পারিতো-
ষিক বিভবণ করিবার সময় বলিয়াছিলেন "ভারত-
বাসীকে কেবল সুবিচার ও শুশাসন দিলে চলি-
না। তাহাদের সচিব সম্রাটর না করিলে ক-
নই ইংরাজের শাসন ভাবতবার সুপ্রতিষ্ঠা
হইবে না।"

কান্দীরেব মহারাজা কান্দীরেব দুই সন্ত
জমীদার ও প্রজাবর্গের সচিব একটা যক্ষো-
কবিবার জন্য বাস্ত আছেন। গর্ভমণ্ডে এ
উইংগেট নামক একজন সিভিলিয়ানকে তাঁহা
সাহায্যার্থে প্রেরণ করিয়াছেন। এ সাহায্যে
প্রয়োজন কি? উপর পড়া হইয়া কান্দীরেব রাজ্যে
কার্যে গর্ভমণ্ডের এ সম্রাটর আবশ্যক কি
ভাবগতিক ভাল নহে। এ বাপারটা পৌষ
ইংরাজ গালিসির অন্তর্গত।

জনা গিয়াছে বোম্বারর আনীর কারুলে
আনীরেব নিকটে খোজা সালে নামক দান নিজ
বলিয়া চাছিয়াছেন। বোম্বারর আনীর কুলে
ভল্ডে উঠেব বসেন। তাঁহাকে দিয়া কব গো-
হর আর এক নুতন খেলা খেলিতেছেন।

আজগুবি বরচ গুলিতে চাচিনে করিয়া
সংবাদপত্র দেখিতে হয়। একখানি সংবাদপত্রে
প্রকাশ যে একবাতি গুলি করিয়া একটা পায়ব
নারে। পায়রাটী উড়িয়া যাইতেছে। গুলি
খাইয়া পড়িয়া গেলে খাভুক দেখে যে তাহা
পক্ষেব উপর জার্মানির রাজবও অস্তিত রহিয়াছে
পায়রাটী ওয়ার আফিসে পাঠান হইয়াছে ওয়া
আফিসেও এই পায়রা দেখিয়া জার্মানী
উপস্থিত হইয়াছে।

সার উদ্ভাট নেলি কার্যে আপাতঃ ইংল্যান্ডে
 যাব নিযুক্ত, তাইবেন। কিন্তু ক্যাটলিনার
 দ্বিভাষী স্বরূপে ক্যাটলিনা নিযুক্ত করা হইবে,
 যখনও তা স্থির হয় নাই। বড় নাট এ সম্বন্ধে
 উদ্ভাট সে ক্যাটলিনার পত্র লিখিয়াছিলেন। উত্তরও
 মিলিছে। ফল কি এখনও জানা যায় নাই।
 -তবে, মদ্রাসের সংগঠন দেখিয়া কুব
 জাতিদের যে স্বকণ্ঠে বলিতা হইয়াছে ইংল্যান্ডের
 ক্যাটলিনা ক্রমের প্রতি সম্পূর্ণ সন্তো-
 সিত। উদ্ভাট আরও বলেন ফরাসির সহিত
 যাব যোগ দিলে ভাল হয়।

আমরা টিভি-স্ক্রীন একজনের মত বনগাঁও ডাক্তার-
র কথা পাঠক মন-ক আগ্রহ ক বয়স, ৬৬। বনগাঁও
সংগঠিত কবিগণ পূর্ব অংশের বন্ধুর চেষ্ঠা
বিদ্যাভিলেব একবে কিনি ই বাক্যের কলমে বাক্য
ভিত্তিক। হনি নাগা কান্তি নাক এক কান্তি
হয়। আমি। আর লেভে অবন কান্তি, বাক্য
কেন। বনগাঁও উপর কলমে বাক্যের মন কলমে
রাজ যেন আরও আরও পূর্ণত্ব প্রকাশ না
কেন।

ନାହିଁନ୍ଦୁ ସେନ୍ଦ୍ରୀ ଏକେ ଏକଟାଏ ଏକାରି
 ମଜ୍ଜତ କଥା ଟକାଶତ ତର ସେ ଆନବା ମନସ୍ତେ
 ଯେ ହାସ୍ୟ ମହାବ କବିତେ ମାଧବୀ । ହାତପୁରୁଷ
 ଯେ ଲିଖିତ ଓ ଲାଞ୍ଜନେ ସେ, ସେତେ ଶ୍ରୀ, ଶ୍ରୀ ମା-
 ଯା ହିଲେନ, ଯା ଏବ ମହା ଓ ହୃଦୟେବ କଳକରନ
 ଯେପୁଣି କାରତ ଏକେ ଆମିତା ନବ, ସାଲ, ସ
 ଯେକେ ହିନ୍ଦୁ ବାମାହିତା ମିଶ୍ରାହେନ । ନାହିଁନ୍ଦୁ
 ମନ୍ତ୍ରୀ, ଯେ ଏକେ ଶ୍ରୀ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ
 ଯେ ଶ୍ରୀ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ
 ଯେ ଶ୍ରୀ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ

[illegible]

১৮৮১ সালে এক বৎসরের জন্য ছুটি নইয়া
বাজার বাইরে ছেন স্থানীয় উহার ৭৫ পুনিয়
কোট ব মাজেট মাসেই সাংসদ সাংসদ
ইংল।

১৫৬ জটিল সার কোষের প্রতিস্থাপন

বিভাগে' সম্ভব পূজার বকে ভে'কসম অজ
 ধা'ক'হন । ও ই সেপ্টেম্বর তাইকোট বক ভইবে
 জ'হিস নবিস, উইলসন ট্রো'তগিন ন ও ন্যাক-
 কানন ছু'দী পাটয়া িল.৫৩ বাইডে'হন ।

২১ এ আগষ্ট যে সপ্তাহের শেষ ছইগাছে
 তাহাতে কলিকাতার মৃত্যুসংখ্যা ১৭৭। পূর্ব-
 সপ্তাহের মৃত্যুসংখ্যা ১৯১। পূর্বসপ্তাহের
 সপ্তাহের সাক্ষিত তুলনায় এ ৬মবার মৃত্যুসংখ্যা
 ৫০ জন কম।

আনন্দা বড় লিখিত হইয়া লোকাল কাঁচ-ভিত্তি গত
সোমশাব ওমানী গুববেয় স্থাপিত পেনি সাফল
বেব যুহু হইয়াছে । পেনি সাফল একজন
ধর্ম্মত। আটান নিসনাবি ছে, লন সজ্জেশেব
মধ্যে আশিক্য বিস্তারপক্ষে পেনি সাফল যোগে
সভায়তা কবিয়াছেন । নেতাদেও পেনি সাফল প্রতিষ্ঠিত
মলিনা: বিজ্ঞান, যের সংখ্যা ও ন্যায় গালিকা বিজ্ঞান
আপেক্ষা অধিক । আনন্দা আশা করি না যে স্থান
বালক বিজ্ঞান যক্ষণে হইতে পেনি সাফল একট অগ্র
চিহ্ন থাকে। বন্দোবস্ত কবা হইবে ।

সাব আলফ্রেড লায়ল এখন লেণ্ড'ন অধি-
ষ্ঠান করিতেছেন। সেখানে থাকিয়া অধ্যাপনা
কাজের আইন সংশোধন সম্বন্ধে ৩ লক্ষসংখ্য
পণ্ডিতের সহিত প্রবন্ধ লিখিয়া তাহার উদ্দেশ্য।
এক দ্বিতীয় লিখিয়া আনন্দ পোষ হয় সাব
লায়ল, তালুকদার একে গাড়া শিঙিয়া মনোহে
আনন্দ চক্ৰ পাইছেন।

সেই, তবু কেহও না জানে।
কিন্তু অহংস। হই। ইহা যদ্যপি গিয়াছে। অসম
এখন বাঁচিয়া উঠিয়াছে।

ମୂର୍ତ୍ତି, ନିର୍ମାଣ, ଓ, ଶ୍ରୀ ଯାତ୍ରା ।

ଅ.ନାମସ୍ତୁତ ।

[illegible]

এখানে দুই দিন থাকাই কত! আরও। এই ৩
দিন কি কি পর্যায়ে কবেন পর পা
লিখিব।

তুলনামূলক ভিত্তিতে ইতালী কনস্টিটিউশনাল মন
কমিটি কংগ্রেসে উল্লিখিত। সে দিন সে
পুলিটিকাল একটন সব টেন্ডেন্সিট এবং ক
বেলিংয়ে আফিসে জেন কুইনেব অফিস
কমিটি ছাড়া। শেষে সব সংসদপন্থে অফিসে
কলই মনস্ট্রাকারী পুনরায় বিচার করা
উপায় কটেছে।

[illegible][illegible]

— 44 —

॥ १ ॥

[illegible]

হোষ এই যে তিনি মিলে সেন সঙ্কটবির
 বিঘ্ন কার্যে সফলরূপে সঙ্কট কর্তব্যে নিযুক্ত
 করেন নাট। সেক্ষণে কতকগুলি লোকের আশঙ্কা
 আছিল, তাহারে মান্যমান জ্ঞান অজ্ঞান কিছুট
 বুঝেন না। কোনরূপে স্বার্থলাভ হইলই হইল।
 বাবু যখনে কুলল বিস্তার করিতে যান, ইহার
 সেই খানেই কাজাম বাধা দেয়। উক্ত বাবু অচল
 সঙ্কল দেখিতে অবসর পান না। অগত্যা সমুদায়
 কথাকাব্যের উপর নির্ভর করিতে হয়। বাবু
 কখন কখনকারী অস্তুত ঘটনাও নির্মিত। নান্দ
 অস্তুত করিলেও কাব্যও দেখ টাকার সরঞ্জাম
 যেন না। বাবু কোন ভাষা লেখেন সচিৎ সন্ধ্যা
 লাপ করিয়া তাঁহার সন্ধ্যার সচিৎ রাখিলে
 আদেশ দিলেও দেখেনা। তাহারে সঙ্কটের নাম
 পাইতে যেন অচলের নাম তাঁহার সচিৎ নামের
 কারণ, তাহারেও কাজেই বিবর্ত হইয়া গেল। যান
 আনবা জমীদার বাবু-এই ব্যক্তির নামের
 উপর লক্ষ্য রাখিত অস্তুত করি এন যেন
 উদার মেইলপ শিকিত বহুদলী কর্তব্যে নিযুক্ত
 করেন। সকল দিকে মজল হইবে। বন্দ্যাস
 বাবু সাধারণ দেশস্থিতকর বিষয়ে বিশেষ যত্ন
 দেখিয়া আনবা এবিধ উপদেশ দিতেছি। কুচক্র
 নোনাহেব ও কর্তব্যে পাবিত্যগ করিলে সন্ধ্যা
 জেরও মজল হইবে।

বর্ষ সমাগ ১। প দশাব পিচির বৃত্তি নগনশশ
বলক কার্য করে। শাখ নদী শিল খাগ ইত্যাদি
বর্ষ জল বৃষ্টি তরঙ্গা গানসমুদ্র জগনব চটগাও।
শিলক, শিল নিম্নে গজগ যোগ্য কোয়াব চাঁটা
কনাম এ প্রদেশে তাক্য নত। এখানে কুজ
বর্ষ সমাগ (জ্যৈষ্ঠ) একটানা, অর্থাৎ শিল
গানিনী। বর্ষ পূর্ণ মুখে প্রায় প্রায় জল
শিল খাগ চট প্রভৃতি। জগাখ চাঁটার নদী
জগাখ জল বৃষ্টি হইলে চাঁটার কনিয়া শিল

বঙ্গাপন।

নিউ হোমিওপ্যাথিক হল।

এস সি. সিংহাস এম এফসি।

৪৭ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট কলিকাতা।

চিকিৎসা

ট্যাক উষ্ম।

উত্তম উত্তম পুস্তক, পকেটবক্স, ধার্মিকতা
শিশুর ষাটিক ও আত্মস্থবিক ষেবদসনেন্ড ২২
শি কক্ চামটা প্রভৃতি সনল আশ্বাকীর জ্বা
লগ, জাশ্বি ও আশ্বিকি হইতে আসিরাহ।
চি কক্কার উপাধ নী ব.বতীর ষাট.লা পুস্তক
ধার্ম পাওরা যথ এবং জ্বাশ্বা সনল সনল
জর ও চিকিৎসা সনল মাসিক পত্রিকা সন-
ব মিলেব প্রসঙ্গিত "সনল সিদান তত্ত্বনা
শি কক্কার ষি ৭" নম্বর উৎকৃষ্ট পুস্তক
নি কক্কার আশ্বিকিগেব নিকট জাকমাশুল সন
১০ এক টাকা আশ্ব আশ্বা সনল পাওরা যথ।
শাউটা ও গৃহ চিকিৎসা জর সনল বক্কার
যথ পূর্ণ ষাট বিজ্ঞানার্গ সনল সনল ষাট।
সনল ২২সব হইতে সনল ৭০ বঙ্গীয় আশ্বা
রা বিশেষ পদীকিত সনল সনল মাসিক
জর পাশ্বিকারক উৎকৃষ্ট হোমোপ্যাথিক ষেব
যজাপনসন ১৩৭নর মূল্য ৪০এবং বক্কার পীটার
যাট হোমোপ্যাথিক ষেব ষাটপন সন মূল্য
১০ দেড় টাকা। ষেব কক্কার আশ্বিকিগেব ষাট
জীত হয়। জাকার কক্কার আশ্বিকিগেব কপু
জর ষাটপনসন মূল্য ১ আশ্বা সনল সনল
কক্কার।

এফসিগেব সনল ষাট সনল জাকমাশুল
সনল ষাট সনল পাঠান হয়।
—৩৩—
হোমিওপ্যাথিক উষ্মালয়।
জে, এন, ডাটচাথ এণ্ড কোং।
এখানে জাকমাশুল কক্কার ষাট সনল
সনল ষাট ও জাকমাশুল হইতে সনল হোমিওপ্যাথিক
যথ, পুস্তক, কক্কার শিলা যজাশ্ব আশ্বিকি হইয়া
সন মূল্য বিজ্ঞান হইতে হই। এলেন এমসাইকো
জিগা মূল্য ১৮০ হামিমাম মেঃ পিটবা মূল্য ২৪
জিগা বক্কার পুস্তক পাওরা যথ। বিলাতী ২০০
ম ১১০ মাসারট ১৮০ বিজ্ঞান ১০ এণ্ড ২৩ মাসার
সনল বিজ্ঞান হয়। ২২ শিশুর ওলাউটার ষাট
পুস্তক ৪৪ এই কাক্কারসন ৫ ও সাধারণ চিকিৎ
পুস্তক সন ২৪ শিশুর ৮১, ৩০ শিশুর ১০
শিশুর ১৪,৪৪ শিশুর ষাটিক ষেব সনল ১৬

৭২ শিশুর ষাটিক ষেব সনল ২২ ২০০ শিশুর
উৎকৃষ্ট ষাট পুস্তক ও ষাটিকিটার সন ৮০ ষাটিকি
টার ৪৪০৫(কাটলগ বিজ্ঞানী) সনল ষাটিক
সনল পুস্তক ও কোটা মাসিক যথ পাওরা যথ।
ঠিকানা ১১৭ নং বক্কারজাট কলিকাতা।

জাকমাশুল ডাটচাথ—মাসিকজর

—৩৩—

১৮৭৪ অব্দে জাপত।

শরচ্চন্দ্র দত্ত এণ্ড কোং।

হোমিওপ্যাথিক ষেব।

প্রস্তুতকারী।

কলিকাতা মজাশ্বালা এণ্ড হোমোপ্যাথিক
জাকমাশ্বিকিগেব নিকট হইতে ষেব ষেব উৎকৃষ্ট
সনল প্রসঙ্গিত পত্র পাঠগাছেন।

মূল্য সনল।

ওলাউটা চিকিৎসা ১২ শিশু ষাট ও কপু
জর আশ্বিকি সন ৫ টাকা।

গৃহ-চিকিৎসা ২৪ শিশুর ষাট ষাট পুস্তক
সন ৮ টাকা, ২ শিশুর ষাট ১০ টাকা।

সাধারণ চিকিৎসা ৫১ শিশু ষেব ষাট
যাকমাশুল ১৮ টাকা।

জাকমাশ্বিকিগেব উৎকৃষ্ট ষাট ২৭ টাকা, সনল
ষেবপূর্ণ ষাট ৫০ টাকা।

ইংলান্ডী ষাটলা সনল মূল্যনিকশপন
সন, মূল্য প্রসঙ্গিত। ঠিকানা ৫৫ নং কলেক্টরী
কলিকাতা।

—৩৩—

বৈষ্ণব।

এই বৈষ্ণব প্রচারক মাসিক পত্র। নং সনল
প্রকাশিত হইয়াছে, ইহার অগ্রিম ষাটিক সনল
১৪ দেড় টাকা নিম্নলিখিত স্থানে পাওরা যথ।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (পূর্ববিভাগ)

সংস্কৃত মূল, টীকা টীপনী, ষাটলা অগ্রিম এণ্ড
ষাটলা টীপনী সন ডাক বোধক বৈষ্ণব এণ্ড
মূল্য ১ টাকা ডাক মাসুল ১০ আশ্ব।

“বেদান্ত সামন্তক” (গৌবিন্দ
(ভাষ্যকারকৃত)

ষেব, জীবা প্রভৃতি, কাল, ও কক্কার বোধক
বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত এণ্ড (সেবনাগবাক্কার মুক্তি
সংস্কৃত) মূল্য চারি আশ্ব, ডাক মাসুল ১০ আশ্ব
আশ্ব।

পুস্তক হইয়া গামি আশ্বার নিকট ও সংস্কৃত ডিপ-

জিটরী, প্রসঙ্গিত ডিপজিটরী এবং বৈষ্ণব
ডিপজিটারিতে পাওরা যথ।

জীনাশ্বাস মাসিক

সামান্যক মাসিকের পোস্তা।

বক্কারজাট, কলিকাতা

—৩৩—

চিকিৎসা-প্রকাশ যন্ত্রের পুস্তকালয়।

১৮২ নং মহাভারত ষ্ট্রীট, কলিকাতা
জাকমাশ্বিকিগেব মূল্যপাওরা হইয়া পুস্তক
এবং হইতে এ পুস্তকালয় থেকে শিলা হইতে
এজেন্ট ষাট আশ্ব শিলা হইতে না।

তৎকৃত

সরল ভৈষ্ণব প্রকাশ

অগ্রিম

সহজ মেট্রিয়ার মেডিক।

১ম ভাগ।

গৃহ ও পাঠাগারে ডাকমাশুল সনল

প্রকাশিত হইয়াছে।

মূল্য ১০ পেন্সি ৩০০ পৃষ্ঠার সনল

মাস ১৪০ টাকা; ডাকমাশুল ৮০

এ পুস্তকালয় পাওরা যথ।

ড. পরশনাথ মাসিক

মাসিকজর

—৩৩—

৮সব ষাট ষাটকাল সন ষাট প্রভৃতি

জগদ্বিখ্যাত সনপ্রধান সংস্কৃত মাসিক

শরচ্চন্দ্রদত্ত।

সর্যসাধারণ শিলা ও শিলাশ্বি ষাটিক

সাধারণ ষাট ষেবনাগব আশ্বিকি

কাক্কার, সনল, ৬ বক্কার ষাটিক

শিলা হইয়া সংস্কৃত সনল মাসিক

হইতে হই।

এই সংস্কৃত মূল্য ৪ পেন্সি ৮ সনল

ষাট পূর্ণ ০৪ প্রচারিত সংস্কৃত ২৪

যত কণা আছে, ষাট ডাক অশ্বিকি ও

কণা আছে। নিম্নলিখিত প্রচারিত পত্র

স ষাট মূল্য ১ এক টাকা মাস

শরচ্চন্দ্রদত্ত প্রচারিত বক্কারগণ নিম্ন

কারী ষাট পত্র শিলাই শরচ্চন্দ্রদত্ত

নিম্নলিখিত ষাট ষাট সংস্কৃত প্রকাশিত

পাঠান হইবে। (৩৪ সংস্কৃত প্রকাশিত

৭১নং পাঠবিদ্যা, ষাট ষ্ট্রীট, জিহ্বাশ্বাস

কলিকাতা।

শরচ্চন্দ্রদত্ত ষাট ষাটিক

কে. ডি. সরকারের উপদংশ রোগের ৭৭৭ বজ্জিত মহৌষধ ।

সিপাহি বিদ্রোহের অবসান সর্বত্র দেশান্তর
কাল এক যুগলমান সর্কীরের মিকট প্রাপ্ত ।
গত ২৬ ২৭সব ইচ্ছা বিনামূল্যে বিতরণিত হইয়াছে
করুণ ইচ্ছা উপকারিতা যশের প্রচারের
করুণ ইচ্ছা প্রাচক এতদূশ রুচি হইয়াছে যে
না মূল্য বিতরণ এক লকার অসঙ্গা হইয়াছে ।
ই সকল এবং অসঙ্গ কাবণে উচ্চর মূল্য নির্ধা-
ক বিলম্ব । ইচ্ছাকৃত কোন প্রকারের পাঠ্য
ই, ইচ্ছা অসঙ্গকামাত্র সেখানেই সঙ্গ সঙ্গ
এই উৎকর্ষ নীচা হইতে সম্পূর্ণরূপে চিবা-
গা লাভ করিয়াছেন । গর্ভবতী স্ত্রী কেশলমাত্র
কাম সেখানেই রোগোন্মুক্ত হইয়াছে (গর্ভবতীর
সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ) উচ্চর দ্বারা শিশু সন্তান
শৈশবিক রোগ হইতে সম্পূর্ণ অব্যাহতি পাই-
ছে । ইচ্ছা বোগর সর্জবতীর আশু বলপ্র-
দান কি পাব্যবহিত ঐক্য সেবনক্রমিত সুবিধিত
পরিচর্য করে ও শরীরের সকল প্রকার ক্র-
ত্যাধি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য কাম, এই বোগর
রূপ পাব্য বজ্জিত অব্যর্থ মহৌষধি এ পর্যন্ত
প্রতিষ্ঠিত হয় নাই । কামকাম সুবিধিত ডাক্তার ও
জ্ঞাত ব্যক্তি প্রত্যেক প্রসঙ্গোপাত্ত এবং ঐক্য
সবত্র নিয়মিত ঐক্যর শিশুর সজ্জিত থাকিব,
আমাকেই লিখিলেই উচ্চ প্রসঙ্গা পরাদি বিনামূল্যে
প্রদান । প্রত্যেক শিশুর মূল্য ২।০ প্যাকিং ১০

শ্রীকালী দাস সরকার

● গুরুদেব পেনসনর- লক্ষ্য ।

- ৩৩ -

বিশেষ সুবিধা। বিশেষ সুবিধা।

মকমলের বজ্জিগের সুবিধা প্রাপ্ত আমরা
কলিকাতা হইতে বাজার করে সকল প্রকার স্নানিস
প্রদান কবিয়া পাঠাইয়া দিতে পারি । যাচার যখন
যে কোন জগা অবশ্যক হইবেক তিনি সিকি
টাকা প্রেরণ করিলেই তাঁহাকে ১৩৩ ডালু-
পেরের পোটে সেট সকল জগা পাঠান হইবে ।
নিম্নলিখিত ঠিকানার পত্র লিখিলে সমস্ত বিষয়
জ্ঞানিতে পারিবেন ।

১৩ এবং ১৩ কোং

১০ নং রাধাকান্তার

কলিকাতা ।

- ৩৩ -

বিশেষ সুবিধা ।

সোমপ্রকাশ যন্ত্রে ইংরাজী ও বাংলা নামা
প্রকার ভবগুরুক চট্টোভে । সঙ্গত মূল্যে
অত্র সমস্তের মধ্যে নতুন অক্ষরে শুচাক্রুপে
কাব্য সম্পন্ন করিব দেওয়া যায় ।

মকমলের মেসকল প্রাচক কলিকাতার
অসিবেন এবং সহরের মেসকল প্রাচক
সোমপ্রকাশের মূল্য হস্তে দিতে টিকাকরেন
যাঁচার ১৭ নং কলেজ ট্রীট সোমপ্রকাশ
ডিপজিটারিতে দিয়া রসিদ লইবেন ।
মনি অর্ডার করিয়া ডিপজিটারীতে পাঠা-
বার প্রয়োজন নাই । মনি অর্ডার কার্যা-
লয়ের ঠিকানার পাঠাইবেন ।

অমরেন্দ্র কলকাস পালের অব্যর্থ
শিক্ষক পণ্ডিত ও ছাত্রবিশেষ জমা ডাক মাসুল
সমন্বিত ৩০ টাকা, সোমপ্রকাশের মূল্য নির্ধারিত
হইয়াছে ।

- ৩৩ -

শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিনোয়ত প্রণীত
নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি নিম্নলিখিত মূল্যে
ও ডাকমাসুল কলিকাতা ১৭ নং কলেজ
ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে পাওয়া
যায় ।

উপাঙ্গমমালা	মূল্য	ডাকমাসুল
১ র ভাগ	৮০	১০
২ র ভাগ	৮০	১০
নীতিমার ।		
১ র ভাগ	৮০	১০
২ র ভাগ	৮০	১০
৩ র ভাগ	৮০	১০
বিশেষের বিলাপ	১০	১০
করখানি একত্র লইলে সমুদারে ডাক মাসুল ১/১০ লাগিবে ।		

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী ।

- ৩৩ -

বিজ্ঞাপনস্বত্বাধিগের প্রতি ।

আমরা বিনয় সহকারে সাধারণকে জানাই-
বেছি, যাঁচার সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা
করিলেন তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিত
বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন । এখন
তিনবার প্রতি পংক্তি ৮০ আনা, তাহার পর ১০

আনা । ইংরাজী অক্ষরে প্রকাশ হইলে ৮১০
করিয় লাইন প্রতি বার ধরা হইবে ।

মেসকল করখানির বিজ্ঞাপন আনানির্গের
মিকট আসিবে, তাহা এখন একবার বিনামূল্যে
প্রচারিত হইবে । তাহার পর দ্বিতীয়বারে মূল্য
লওয়া থাকিবে ।

সোমপ্রকাশ সংগ্রহ কলিকাতা

সম্প্রদায় সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য ডাক-
মাসুল সমন্বিত বার্ষিক ১০ টাকা এবং বাংলাসি
৫০ টাকা । অসমর্থ পক্ষে ডাকমাসুল সমন্বিত ৭
টাকা । অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা বা
সকের মিয়ম নাই । শিকক ও ছাত্রবিশেষের
জমা ডাক মাসুল সমন্বিত ৩০ টাকা দ্বার করা
হইয়াছে ।

অগ্রিম মূল্য বা পাঠিলে মকমল সোমপ্রকাশ
প্রেরিত হয় না । যাঁচার সোমপ্রকাশের মূল্য
পাঠাইবেন তাঁহারা অত্র নাম ধার সম্পত্তি করিয়া
লিখিয়া কলিকাতার বক্ষিণ সোণারপুর ডাকঘরে
শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্তীর নামে নোট, তথি
বরাড চিঠি, মনি অর্ডার উচ্চর অস্বাতর শাখায়
যাচার সুবিধা হয়, তিনি সেট উপায় দ্বারা মূল্য
প্রেরণ করিবেন । অর্ড আনার অধিক মূল্য
টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না । মূল্য
নাথেষ্ট হইবার পূর্বে কেত সোমপ্রকাশ প্রেরণ
অনিচ্ছক হইলে অবশিষ্ট মূল্য করাইয়া বেগন
হইবে না ।

যাঁচার মাসুল বা দ্বিতীয় পত্রাদি প্রেরণ করি-
বেন তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি প্রেরণ হইবে
হইবে না ।

বেশ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা
করিলে তাঁহাকে এখন তিন বার প্রতি পংক্তি ৮০
হই আনা তাহার পর ১০ এক আনা দিতে হইবে
কেবল ইংরাজী অক্ষরে প্রতি বার ৮১০ করি-
লাইন ধরা হইবে ।

প্রেরিত, সংবাদদাতা, জমদকারীর পত্র ও প্রা-
চক্ট বেসকল বিষয় নামা স্থান হস্তে প্রকা-
কর আইসে তাহার মতামত বা কোনটা আ-
বিরুদ্ধ বা সঙ্গত এবং সত্য মিথ্যা বিবেচনা বি-
সঙ্গত, প্রচার না ওপরাইটার দায়ী নহেন ।

এই পত্র কলিকাতার বক্ষিণ সোণারপু-
র ডাক হইয়া চাক্ষুপোতা সোমপ্রকাশ ম-
শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ চক্রবর্তীর দ্বারা প্রতি সোম-
প্রকাশে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় ।

সোমপ্রকাশ।

৩০ আশ্বিন।

“দর্শনাত্মক পত্রিকা” নামে পরিচিত।

৪৩ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাসিক সমস্ত ১২ টাকা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১২০ টাকা। ১২০০ সাল। ২৯ এ ডিসেম্বর। টং ১৮৮৬। ৩ ই সেপ্টেম্বর। ৭ রিপনাক। ২৯ এ ডিসেম্বর। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাসিক সমস্ত ১২ টাকা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১২০ টাকা। ১২০০ সাল। ২৯ এ ডিসেম্বর। টং ১৮৮৬। ৩ ই সেপ্টেম্বর। ৭ রিপনাক। ২৯ এ ডিসেম্বর।

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

স্বর্গীয় পিতৃস্বর্গের আদরের পুত্র এটি সোমপ্রকাশ সংবাদপত্রখানির জীবন ও উন্নতি কামনার নিমিত্ত লোকসমাজের হিতের জন্য অর্পণ করিলাম। সোমপ্রকাশ শুক্রে বর অনুষ্ঠান ইত্যাদি নীচের চিত্রে লোকসমাজে বিচরণ করিবে। পাঠক, গ্রাহক, অনুগ্রাহক সকলেরই আমর। যুগাপেক্ষা।

টুটি	লেখক
পণ্ডিতবর ঐযুক্ত	ঐযুক্ত বাবু লাললাল চক্রবর্তী
উদ্বোধন বিজ্ঞাপন।	শ্রীচর আলীপুর।
স্বর্গীয় পিতৃস্বর্গের আদরের পুত্র।	সা. বি. লেখক।
গণপন।	পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এ. এম.
স্বর্গীয় পিতৃস্বর্গের আদরের পুত্র।	স্বর্গীয় পিতৃস্বর্গের আদরের পুত্র।
গণপন।	গণপন।

সোমপ্রকাশ সংবাদ চিঠি পত্র, টাকা কড়ি, মনিঅর্ডার আদি যেকোন চাহিদাপোতা সোমপ্রকাশ কার্যালয়ে ঐযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্তীর নামে গ্রাহক মহোদয়গণ পাঠাইতেছেন সেই রূপ পাঠাইবেন। অতঃপর সোমপ্রকাশ সংবাদ চিঠিপত্র বা টাকা কড়ি মনিঅর্ডার যোগে গ্রাহকমহোদয়গণ আর কাহারও

নামে পাঠাইবেন না। অথবা কার্যালয়ের কোন কর্মচারীর নামে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিবেন না। অপর নামে পাঠাইলে মনিঅর্ডার হস্তগত না হওয়া সম্ভব। গ্রাহকগণের সে বিষয়ে যেন দৃষ্টি থাকে। ইহার পূর্বে যদি কোন গ্রাহক আনন্দের কার্যালয়ের কোন কর্মচারীর নামে মনিঅর্ডার সোমপ্রকাশ পাঠাইয়া থাকেন এবং পূর্বে পূর্ব মূল্য প্রাপ্ত প্রকাশ না দেখিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া আমাকে পত্র লিখিবেন এবং পোস্টের স্বাক্ষরিত বসিল আদি প্রমাণ করিয়া অনুগ্রহীত করিবেন।

শ্রী উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী
সোমপ্রকাশ অফিস।

কর্মস্থান।

একজন ভক্তের নিত্য প্রয়োজন। যেডি-কেল কলেজের খাউজার পবিত্র উত্তীর্ণ হওয়া আশংক্য। মাসিক বেতন আশা ২৫ টাকা, কর্তৃক উন্নতি দেখিয়া বেতন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করা যাইবে কাম্যপ্রার্থীগণ স্ব স্ব প্রার্থনা পত্রসহ নিম্নলিখিত ঠিকানায় আমার নিকট আবেদন করিবেন ইতি ৩ রা সেপ্টেম্বর ১৮৮৬।

শ্রী প্রতাপচন্দ্র ভট্টাচার্য
কলকাতা—ময়মনসিংহ।

বৈদ্য জীবন।

প্রাচীন সংস্কৃত চিকিৎসা শাস্ত্র। নামট ইত্যাদি হইবার পরিচয় দিতেছে। এই গ্রন্থের সমস্ত কাগজ-পত্র গায় বার্ষিক বোঝান। ক্রিষ্ণচন্দ্র চিকিৎসক সকলেরই ইচ্ছা জীবন অর্জন, এবং কল্যাণোদ্দেশ্যের বিশেষ আশ্রয় সামগ্রী। আমরা এই গ্রন্থ মূল, টাকা ও বিক্রয় বজায় রাখিবার জন্য ১০ পৃষ্ঠা করিয়া খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করিতেছি। ছয় মাসে সমাপ্ত হইবে। পূজার পূর্বে ১ টাকা পাঠাইলে সমগ্র পুস্তক দেওয়া যাইবে। পরে ২ টাকা। কার্যাব্যাক্তির বিবৃতি কৃত্য ও ভাষাভাষা, ভাষা জীবনমুখ তপসী।



ইলকট্টো গ্যালভানি-র

চন্দ্রী, কবচ ও অনন্ত।

বি. এম. কার নিম্নলিখিত ও আবিষ্কারক।
নং ২৮ মুজাপুর স্ট্রীট, কলকাতা।

আমার নির্মিত অমূল্য, কবচ ও অনন্ত আবিষ্কার বিক্রয় দেখিয়া অনেক অনেক রক্তন নির্মিত করিয়া বিক্রয় করিতেছে। ইচ্ছা সকলই জানেন যে, ভারতবর্ষে আনিই নির্মিত করিয়াছি। স্বাধীন খাত মিসার গীলবার্ট হোমবার্ট অফ হার্টস, চার্লস লকেট, আমার নিকট হইতে ক্রয় করিয়া বিক্রয় করিতেন, ম্যালেরিয়া ও পুণ্ড্রিত স্বর আশ্রয়ার্থে আরোগ্য হইয়া থাকে, বিশেষতঃ ওয়াটচা ও বসন্ত রোগে ইহার অমূল্য উপকারিতা শক্তি দেখা যাইতেছে। এমন কি ইচ্ছা ধারণ করিলে সংক্রামক

পূর্ণ কবচ অঙ্কিত হইবার সম্ভব নাই, বস্তুতঃ
এ বস্তুর পরিচয় করতঃ পড়া আলস্যরূপে ও
সমকাল মধ্যে বিবরণ করে। এসোপ্যাথিক
নিয়োগাধিক ও হাইড্রোপ্যাথিক চিকিৎসাতে
কার্য কলপান নাই এই জড়িত কারণে কল
উৎপন্ন। সোমপ্রকাশ নিম্নলিখিত কবচ ও অঙ্গু-
লিখিত সংযুক্ত বলিয়া উক্তি করিল সে বিভিন্ন
মূলক ও তাত্কা ব্যবহারে কোন ব্যক্তি আশ্রয়
ধর্মই উৎপন্ন পারে না। প্রতি কবচের মূল্য ১১/০
মাত্র, ডজন ১২।০, প্রতি অঙ্গুরীর মূল্য ২ টাকা
ডজন ২০, প্রতি অনন্তের মূল্য ১।০ ডজন ১৫
পার্কিং ও পোষ্টের ১ ভইতে ৬ খানি ১৬/০ অর্থাৎ
ডজন ৮০, বাহ্যিক অঙ্গুরী ও অনন্ত লইতে ইচ্ছুক
পাঠাইবেন।

ইলেকট্রো গ্যালভানীয়

অঙ্গুরী কবচ ও অনন্ত।

পি, সি, দাস

ভারতের একমাত্র নির্মণ কর্তা ও
আবিষ্কারক।



নং বে-টোলা লেন-পটলডাঙ্গা-কলিকাতা।
এই অঙ্গুরী কবচ ও অনন্তের এমন আশ্রয়
ক আছে যে, যেসকল রোগ মস্তক একবারে
শান্ত হইয়া পড়েন অথচ ডাক্তারি চিকিৎসা এবং
বৈজ্ঞানিক চিকিৎসায় কিছু-তই কিছু উপশম হয়
ই, তাঁহারা এই মহৎ শক্তি এবং জীবন অল্প
মত অঙ্গুরী ও অনন্ত ব্যবহার করিলে সেই সমস্ত
রোগ বেগ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্তিলাভ করিবেন।
এতদ্ব্যতীত কেহ ব্যর্থি বস্তু হইতে মুক্তি
হইতে ইচ্ছা করেন তবে আশ্রয় নিকট জড়িত
অঙ্গুরী, কবচ কিম্বা অনন্ত লইয়া বাউন, আশ্রয়গের
মন্ডের সমস্ত ভোগ করিতে হইবে না। এবং শুধু
অঙ্গুরী হইয়া ব্যবহার করিলে এল উঠা বসন্ত প্রভৃতি
রোগজনক রোগ লক্ষ্য করিতে পারেন না। অঙ্গুরী
কবচ ও অনন্ত ক্রম কালীন (P.C.D) নামাঙ্কিত
করিলে লইবেন এবং অঙ্গুরী ও অনন্তের মূল্য
পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

প্রতি কবচের মূল্য ১।০ ডজন ১২ টাকা
প্রতি অঙ্গুরীর মূল্য ২।০ ডজন ২০
প্রতি অনন্তের মূল্য ১।০ ডজন ১৫
পার্কিং ও পোষ্টের ১ ভইতে ৬ খানি ১৬/০
৭ ডজন ১২ টি ৮০ লাগিবে।

৩ চারি রকম অঙ্গুরীর মধ্যে বাহ্যিক যে কবচ
লইতে ইচ্ছা করিলেন অঙ্গুরী পূর্ণক সেই মত
ব্যবহার করিবেন। এই সমস্তাদি মাল্য
অন্তিম জড়িত পরক কেবল আশ্রয় নিকট পাওয়া
যায়।



সাধন।—আশ্রয় জড়িত সংযুক্ত ইলেকট্রো
গ্যালভানীয় অঙ্গুরী, কবচ ও অনন্তের অসীম গুণ
দর্শনে কেহ কেহ অঙ্গুরী করিতেছেন। ইচ্ছা
করিয়া সর্বসাধারণকে বিবরণরূপে অঙ্গুরী কবি
যেন তাঁহারা কৃত্রিম পান্ডন, কান্দন ইত্যাদি
বিষয়ী লোকের কোন চানি না উৎপন্ন পারে, কিন্তু
মহাবিশ্ব লোকে বাহ্যিক প্রাণের দ্বারা কিম্বেন
তাঁহারা প্রভাবিত হইলে অত্যন্ত কষ্টদায়ক।

অঙ্গুরী পাঠিলে তাম্রপেয়েবল পার্শ্বলৈ জিনিস-
পাঠান কল। অঙ্গুরী, কবচ ও অনন্ত প্রতি মস্তকে
সাধন কিম্বা লক্ষ্য দিয়া দৌত করিয়া লইবেন।

প্রেরিতপত্র

শোকসূচী পত্র।

মহাপ্রয়াগে নাগের দেশটিতেই সোম-
প্রকাশ পত্রের ব্যবস্থা ও অংশবিশেষ
সম্পাদক মহোদয়ের স্বর্গারোহণ সংবাদে যার পর
নাই বাধিত হইয়া এই ক্ষুদ্র কবিতাটি আত্ম
সমাধি সোমপ্রকাশপত্রে প্রকাশার্থ প্রেরণ করি-
তেছি। অতঃপর কৃতজ্ঞতা ভিন্ন স্বর্গীয় পুণ্যের
আত্মকে আর কি উপহার দিব—তাই আজ আশ্রয়-
গের পবনোক ধ্বংস সম্পাদক মহোদয়ের শোকে
শোকর্ষ হইয়া এই শোকসূচী প্রকাশক
কবিতাটি সোমপ্রকাশে প্রকাশার্থ প্রেরণ
করিলাম।

সারকা—মাধ—বিয়োগ।
(সম্মুখে 'সোমপ্রকাশ')

১
বিবাহ দুরতি বরি কালীন বেখার
কেবল আজ 'সোমপ্রকাশ' এবেদ দশা
মলিন শির্ষ মেচে—ভারতের গৃহে গৃহে,
শোক পরিম্বদে কেন চও প্রকাশিত,
কেন সেই সোম প্রার্থ আজি অস্তিত।

২
হিংস বর্ষ পাবে যায়। একি মরশন।
অকস্মৎ মেধারূপে যথাক্রমে তপন,
ভাবাত্মক সোমপ্রকাশ ভারত সাত্তিকাল
উজলিয়া ওঠ দিন ছিল যে ভারত,
কেন এ কালিনা রেখা আজি সে অস্তিত।

৩
কি কিংবা সোমপ্রকাশ পিতৃভীম তুমি
তাই কি কাঁদে ও আজি এ ভারত ভূমি।
মিনাতি শোক ভেরী—বিবাহ লক্ষণ বরি
ভারত—আশ্রয় আজ ভরত প্রকাশ,
আজি কি দুর্দিন আজ তব সোমপ্রকাশ।

৪
তব জন্মভূমি আজি—সারকানাথ নাই।
বিবাহ দুরতি তুমি বরিয়াছ তাই
বিবাহিত আজি তবে—বিবাহের বস্ত্রব-
বিবাহের বস্ত্রি আজি পতিধান হয়
আজি এ ভারত ভূমি হাওয়ায় নয়।

৫
ভাবকানাথের তরে—ভারত অনাগ
সারকা নাথের তরে মহামর্ঘ পাত।
অনাথ এ সারকা—সারকালী বস্ত্রব-
বস্ত্র-বস্ত্র সারকালী বস্ত্রের কোথায়।

৬
অঁ গারিয়া একতুমি অঁ জিরে পলায়।
কে লিখিবে 'সোমপ্রকাশ' তব পত্রে
আজি সে অলস ভাবে অলস ভাবায়
নীলকর অভ্যাসে—ইংরাজের অধিকার-
রাজ্য সংহারপত্রে অধীনতা নাশে

৭
জিতবল পূর্ণ সেই মহৎ জয়
অনন্তের উপকারে সারকালী বস্ত্র,
দেশের মহানোদে—বিস্তীর্ণ ভারত দেশে
ভূমিতি, সত্যতা, বিদ্যা বহন প্রভাব
অঁ জীবন গেছে বার পর উপকারে।

৮
ভায় সেই মহামতি, সাধু সন্যাস,
ভারত উজল মণি কীর্তি ভাতি নয়,

ক' হা'র ভারত ছবি—বালা হুজ, দুখ, ধনী
ক' হা'ইয়া "সোমপ্রকাশ" আজি গো তোমার
ভারত গৌরবমণি পায়েইল তার।

৩
"কীৰ্ত্তি ধন্য ম জীবিত" ভারতবাসীর
অকল্য হুজ, ভারত দেশের।

৪ ভারত পুণ্যের নাম—ভিত্তি এ ভারত নাম
বহু বড় বড় নাম—হা'র ভারত।
হা'র বৈবিক ভারত হা'র ভারত।

৫ এম নরসিংরাজ আজ সগুণ মিলিত
আগের ভারতবাসীর আজিছে অস্তিত্ব
ভারতের দ্বিতীয় ভারত—আজি সোমপ্রকাশের
কব মন সত্যত। ভারতের ধর্ম
কুলিও না কুলিও না ভারতের রতনে।

—৬৬—

পরমহংস—বিদ্যাপাণ্ডা।

১
কতকাল কাল জোড় বহিবে ভারতে।
বড় বড় আজ সব বড়ভূমি ভারত
এক একে দায় চলি—ভেজি বড় বড় কলী
বড় ভূমি—বড়ভূমি হিন্দুত্ব হিন্দুত্ব
কতকাল কাল জোড় বহিবে ভারতে।

২
ধর্মের মন্ডল এক—পরমহংস ধর্ম
আজীবন বপ, তপ, যোগ, পরায়ণ
নীনা ভাগীরথী তটে—বকিংগরের ঘাটে
বড় বাস বড় বীর সত্যাস জীবন
কাল হংস—পরমহংস আজিছে সে জন।

৩
ভক্তের মুরতি সেই বকিংগরের
অমল্য রতন এই ভারত দেশের
ভারত পুণ্যতটে—যোগাসনে যোগমঠ
আর নাহি আজি সেই ভক্তের মন্ডল
অন্তগত।—অন্তগত!—উজল তপন।

৪
ছাড়িয়া পার্থিব যোগ পার্থিব ভবনে
অর্গের মন্ডল সেই যোগ মন্ডল
বহু পিত্ত যোগ—পরম প্রেমাত্ম্যে
আজি সেই পরমহংস পবিত্র জীবন
অনন্ত যোগেতে আজ যোগ মিলন।

৫
কিছু আজ দায়! হিন্দুত্বের ভাষার
পুণ্যতন শোক এক জাগিল আবার
যোগাসন আচার্যের—অন্যন্য কেশবের

অভেদ। সৌভাগ্য ভার পরমহংস মনে
আজি সে বিদ্যাপাণ্ডা উদিল অস্তিত্ব।

৬
উত্তরের মন্ডল—অপূর্ণ মিলনে
বকিংগরের সেই ভক্তের কাননে
উত্তরের মন্ডল—উত্তরের প্রেমাত্ম্যে
উত্তর ভক্তের সেই ভক্তের মিলন
আজ সেই ভক্তপুত্রী মৃত বরন।

৭
সে দিন আচার্য বনে রোগ মন। পরে
ভিলেন পায়িত ভারত কল কলী
মহাত্ম্যে মন্ডল—বৈদ্যের অস্ত্রাণে
কল কলীতে সেই কল মুরতি
আজিছে পরমহংস সাধু মন্ডল।

৮
হুই যোগী একযোগে যোগ কল করে
আচার্য, যোগের দ্বারা অস্তিত্ব কলিবে,
পের পরমহংস হে—অতি শান্ত অস্তিত্ব
নানা ভক্ত নাম সত্য নামালাপ করি
আচার্য গেলেন অগে ইন্ডোলক ছাড়ি।

৯
সেই শেখ সন্নিহিত পার্থিব জীবনে
হুই যোগীজনে কল ভব বা যোগমন্ডল,
অনন্ত যোগের মন্ডল—মিলিত ভক্তাণ্ডে
আজি হুই একে একে হুই একে
অনন্ত যোগের রাজ্যে অনন্ত মিলন।

১০
গেল চলি একে একে সাধু ভক্ত ভব,
রবে না ভারতে আর সাধু, জীবন
ভারতের মন্ডল—বিদ্যাপাণ্ডার অস্তিত্ব
না জামি ভারত জীবন ভারতের
কতকাল কাল জোড় বহিবে ভারতে।

শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার
সনত্তিপুত্র—বাংলাদেশ।

—৬৭—

অভেদ। কি শোচনীয় দৃশ্যবিদ্যাক সংসার পাই-
লাম। বড়ভূমি বিদ্যাপাণ্ডা নাকি আর এ পাণ্ডা-
ময় সংসারে নাই। তিনি সংসারের পর
পারে সেই দেববাহিত অমরধানে প্রস্থান করিয়া-
ছেন। তিনি ভাষার বিকীর্ণ কণা সন্ধান করিয়া,
পরম পিতার আহ্বান পালন করিয়া সেই চিরশান্তি
রর দেবধানে চলিয়া গিয়াছেন।

দেব। তুমি বড়ভূমিকে কীভাবে চিরদিনের
জন্ম কোন্ পুণ্যধানে গমন করিলে? আবার

কোন্ পুণ্যধানে তোমার দ্বারা সত্যসংসারকে
আবশ্যক হইল? ভক্তের অপর কোন্ দ্বারা
কি অস্ত্রের অস্ত্রাণে হইল? তাই সেখানে
সংসারের লক্ষ্যে, করিয়া, ভক্তাঙ্গিকে শাস-
করিতে চাইবে বলিয়া তুমি আহুত। হুইয়াছ
আর কোন্ মৃত্যু রাজ্যের রাজ্যে কি মৃত্যু
আবশ্যক হইল? সেখানেও কি রাজনীতি
আলোচনা করিতে চাইবে? তাই তুমি আ-
মিগকে ফেলিয়া প্রস্থান করিলে? আবার
কোন্ মৃত্যু রাজ্যে সংসার বিস্তার করিতে
চাইবে? তাই তোমার আহ্বান হইল?

দেব। তুমিই বড়ভূমি বিদ্যাপাণ্ডা। তোমার
বিদ্যাপাণ্ডা উপস্থিত সার্থকতা হইল। তুমি
বিদ্যাপাণ্ডা গোঁবদ মুক্তিলাভিলে। অস্ত্রাণে বিদ্যাপা-
আরাধনা করিতে আরম্ভ করিয়াছ এবং বিদ্যাপা-
সেবারই তোমার ইচ্ছাধীন পের করিয়াছ। ধর্ম
তোমার সাধু সংসার ধর্ম তোমার মনের এক
প্রত্যক্ষ, ধর্ম তোমার সত্য মিথ্যা। তুমিই ধর্ম
বিদ্যাপা আচার্য পাইয়াছিন, তা না হইলে তুমি
ভারত জন্ম এক আচার্য—ভাগ করিলে কেন
বিদ্যাপা যে বহাদুর তুমি জামিতে বলিয়া
লোককে সেই অমূল্য অস্ত্রাণে নাম করিয়া
জন্ম জীবনোৎসর্গ করিয়াছিলে। তুমিই মৃত্যু
বহু দীক্ষিত হইয়াছিলে বলিয়া ২৭ বৎসর ধর্ম
ভারতের পীঠস্থান, কীৰ্ত্তিমান, সংসার কলমে
অস্ত্রাণের সাধারণকে বিদ্যাপা বিলাইয়াছ।

মহাত্ম্য। বিদ্যাপাণ্ডা আজ আনন্দে আর
তোমাকে কি দিব, ভক্তের ভক্তি প্রদান এবং মন
যারিই আজি তোমার চরণে অর্পণ করিলান।
তুমি যে অমূল্যধন বহুভূমিকে দিয়া চলিলে গজা-
ভলে গজাপুজার দ্বারা সেই ধর্ম দ্বারা তোমার
অর্চনা করিলান। যাও দেব যাও। তোমার আজ
বড় মন্ডল দিন, এই শুভ অর্গাণ্ডের অনন্ত
পুণ্যধানে তোমার আগমনবার্তা পাইয়া
আনন্দময় করিতেছে। এই দেব তোমার
অভ্যর্থনার জন্ম অমর মন্ডলধর্মের অধিবাসীপণ
অগ্রসর হইয়া অর্গ দ্বারে উপস্থিত। আজ ত্রিবা-
লার তোরণ দ্বারের কি চমৎকার পোতা হই-
রাছে। তোমাকে সৎসরে প্রদান করিবার জন্ম,
আর্গাভূমিবিদ্যাপা কবিরাজের কাব্যকাননের
মহাত্ম্যী কোকিল, কালিদাস, বঙ্গ সাহিত্য ভাণ্ডা-
রের দক্ষ ভাণ্ডারী অকল্যুনার, বড়ভূমির অপরমুখ
পুরুষ কপালাসুন্দরীর শ্রিয়পুত্র—কাব্যোপাখ্যানের
মৃত্যুদালী মৃত্যুদালী মৃত্যুদাল, কাব্যোপাখ্যানের
আলোকে ছেলে রায় ওয়াকর,—বর্ধীর দিন।

মক রামমোহন ঐক্যবদ্ধতা পুস্তকখণ্ড এবং কালী
কি নবদীপ ঐক্যগণ্ড অর্গনামী সুবীণ্ড উৎস্র
তে বস্তুনিষ্ঠ। আর এই বেষ সর্বপক্ষাত
বস্তুনিষ্ঠতা অপরূপ প্রাণকথা রানী ভবানী,
সমগ্রী অহল্য ঐক্যিত ভারতলসারী ভোমাকে
পেণ করবার জন্য নাটকিক প্রযোজি লইয়া
পৌক্য করিতেছেন। তাই বলিতেছি আজ ভোমার
চতুর্থের দিন। বাও দেব। সংসার পরোহির
র পাতে বাও। এই বেষ ভগবানের কাণ্ডারী
ভামাকে পাব কবিতার জন্য উপস্থিত। এসংসারে
মন করিয়া মরিতে হয় তাই বাও তুমি নাট্যকে
বাইয়া খেল। এখানে জাহ্নল্যমান সোমের
সংসার বাখিয়া পুত্রকন্যার প্রথমসঙ্কলতার
লাহ বিধান কবিতা মধ্য ভারতের সেই অধী-
তার মীলাতুমি সাতনা মগর হইতে অর্গারোহণ
বিলে।

পূর্ণাঙ্গন। তুমি সিংহবাল্যে প্রবেশ করিলে
বসন্তর সুসন্ত, মগল ভাষার জহ্নতুমির কথা
বাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন। তুমিও
বসন্তর যে অংশে দুর্কশা দেখিয়া গেলে তাই
নি করিতে বোধ হয় তুমিই না। আচ্ছা জগৎ
র মন্থ বখন শুনিবেন যে ভাবতবাসী আর
হাব প্রবীত শাস্ত্র শাসন মানে না, হিন্দুসন্তান
বহুচারী হইয়া অপরূপে বিচরণ করিতেছে।
রমতার পরিবর্তে কপটতার মজিয়াছে তখন
নি অর্গপুত্রে থাকিয়া অশ্রু বিসর্জন করিবেন।
রতীর আত্মকে ছেলে কালিদাস বখন শুনিবেন
ভাষার উত্তরাদিকারী এখন অর্ধবাসী; ভারত
সী সংকত চর্চা ভাগ করিয়া প্রেক্ষতা অত্যাস
রিতেছে, তখন তিনি অর্গে থাকিয়াও মর্দ্যাত
কিবেন। মতান্তর রামমোহন শুনিয়া অজ্ঞানিত
কিবেন, তিনি যে অমৃত ব্রহ্ম বোপদ করিয়া
র্গারোহণ করিয়াছেন তাহার শাখা প্রাণাধা
ভারিত হইয়া ভারত যেন সমগ্র পৃথিবীকে
মৃত ফল প্রদান করিতেছে, কিন্তু ভাষার
গীতের কথা শুনিয়া অশ্রু ও অশ্রু বিসর্জন না
বিয়া থাকিতে পারিবেন না। পবন ভক্ত চৈতন্য
মন শুনিবেন যে ভাষার ও চারিত বর্ধে নানা
কার আবর্জনা বাপি প্রবেশ কবিতা শেষ,
তকাপারী নেতা নেতির বর্ধ হইয়া পতিয়াছে,
ভার প্রাণের কনিদান আর ভাষার ন্যায় কেহ
প্রাণের সজিত গাধিয়া জগৎ মাতার মা, তখন
নি মর্দ্যাত হইয়া আবার মৃত হইতে পারে
বনান প্লাইন্যব জন্য অর্গ হইতে অবতরণ
করিবেন। মন্থবন যখন শুনি-

বেন যে গৌড়কর্মের পানের জন্য গৌড়কর্মের
মন্থক রচনা করিয়া গিয়াছেন, মন্থ লেখকের
সে চক্র ভাষার ভাষার নথু অপহরণ করিয়াছে
এবং অপরূপে খাঁটি মন্থ সজিত আশা পকার
ভাষার দিয়া মন্থ মন্থতা নাপ করিয়াছে তখন
তিনি কি মনে করিবেন? ভাষার বখন শুনিবেন
যে তিনি কাশরস একদিন বজ্রবাসীকে বাতাইয়া
ছিলেন আজ সেই রস সুপাত হইয়া বিবে পতি-
গত হইয়াছে এবং পেসাহার সংবাদপত্র দারা
সেই বিন বজ্রবাসীর করে করে বিতরণিত হইতেছে
তখন তিনি লজ্জা এবং ধূলীর জিরমাণ হইয়া
বজ্রবাসীর প্রতি মরকত হইবার আত্মসম্মত
করিবেন তাই যে আর সন্দেহ নাই।

বেব। তুমিও অর্গারোহণ সকল প্রবেশই
জমণ করিব। ভারতের বীরচূড়ামণি বীরপুত্র
বেবিত পাইল যদিও যে ভারত এখন বীরহীন—
ভারত এখন কাপুরুষের আবাসস্থান, ভাষার
বহুপরের সিংহ শাবক হইয়া পৃথালয় প্রাণ
হইয়াছে, ভারতসন্তান এখন পথপানত। ভারত
এখন মসজিদস্থলে বন্ধ, ভারত এখন অশান,
ভারতমাতা এখন কাকালিনী ভিখারিনী।

বেব। তুমি বন্ধ থাকিত যেমন ভারতের
দুর্কশা বোচনের জন্য প্রাণপণ করিয়াছিলে,
ভোমার নিকট আমাদের এই মিমতি তুমি অর্গে
থাকিয়াও অর্গপতির নিকট এই প্রার্থনা করিও
যে এই অর্গপতিত ভারতবাসীর সুধসর্গে বজ্র-
বাসী যেন আর বহুচারী হইয়া অপরূপে
বিচরণ না করে। ভারত যেন আবার সেই পূর্ব
গৌরব পুনঃপ্রাপ্ত হয়, আবার যেন ভারত যুগের
ভাসি চাসে, আবার যেন বজ্র-চরিত্রের মতিরা
উঠে, আবার যেন ভারতের বীরবর্প বেদিনী
কম্পিত হয়, আবার যেন ভারতের কাব্যকানন
নুতন নুতন ফল ফল পরিপোষিত হয়। ভারতের
সর্বনালকারী উপবর্ধ রসাতলে গিয়া আবার যেন
একমাত্র পবন পবিত্র অরূপ পরমেশ্বরের মান
ত বতবাসীর জহ্নকিরে প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতের
জাতবিরোধ হুঁচকা গিয়া আবার যেন ভারতে
নৈরীতাবের উদয় হয়, আর যদি তাই না হয়
তবে অর্গীয় পিতার নিকট এই প্রার্থনা করিও যে
দুঃখিনী ভাবতমাতা ভাষার এই বিংশতি কোটি
সুপাধ্য হইয়া অতলজলধিতে নিমগ্ন হন।

হবিনাতি } অজিতচন্দ্র রায়

মাতঙ্গর জিহ্বা বাহু উপলক্ষ্যে চক্রবর্তী
বসন্তর সর্গীপেহ।

মহাপর। পূজাপার পাণ্ডিত্যের সোম-
প্রকাশের সম্পাদক জিহ্বা বারকানাথ বিদ্যা-
ভূষণের ব্রহ্ম সংবাদ পাইয়া আশি বার পর নাই
শোক পাইলেন। ভাষার ভাট মতান্তর দান অত্র
কাহার জন্য পরিপূরণ হইবে ইত্য কখন আশা
করা বাইতে পারেন না। ভাষার অত্যন্ত বাজনা
সংবাদপত্র লক্ষ্যে লক্ষ্যপূর্ণক সোমপ্রকাশের কি
অবস্থা হাঁড়াইবে তাহা কেবরই জানেন। পরন
কারুণিক পরমেশ্বরের নিকট অন্ধার প্রার্থনা
এই যে অর্গনামী - বিদ্যাব্রহ্ম মতান্তর
পূত্রবিরেত্র মর্জনা অপরূপে চালিত করুন এবং
ভাষার কীর্তিস্তম অক্ষয় করুন। ভাষার পুত্র
এবং পরিবারবর্গের শোক সম্ভাপন সময়
আশি অন্তরে সহিত মতান্তরিত প্রদর্শন
করিতেছি।

বেটলি } বসন্তর
৩ই সেপ্টেম্বর ১৮৮৬ } জিহ্বাশ্যামল রায়।

-৩৩-

গত ১৫ ই তারের শোকপূর্ণ সোমপ্রকাশ
পাইয়া বার পর নাই সন্তপ্ত হইলাম। পবন
পূত্রনীর অর্গীয় সোমপ্রকাশ সম্পাদক মতান্তর
আর ইহ জগতে নাই—এই শোচনীয় সংবাদ
সোমপ্রকাশ পাইবার পূর্বে ১৩ ই তারেব সজী-
বমীতে অবগত হইয়াছিলাম, হার। এত দিনের
পর আমাদের বজীর সাহিত্যেব লক্ষ্যমাতাকে
হাবাইলাম। আমরাও ইচ্ছাকে উদ্দেশ্যে পিণ্ড
ভার জ্ঞা করিয়া সুবীর উপবেশ বাক্য নীন্দ্যার্থ্য
করিতাম। আমাদের সেই উপবেশটা এখন-
গণকে ভাগ করিয়া দিবার্থলোকে গমন করিলেন।
বখন বজ সাহিত্যের, কি রাজনীতির আলোচনা
হইবে তখনই আমরা বিদ্যাব্রহ্ম মতান্তরকে
অন্তরে অন্তরে ধর্ম করিব। অজের অর্গ।
যদিও তুমি আমা দর দুকিব বচিছু ও হইলে
কিন্তু অন্তর হইতে এখনও মন্থ বাইতে পারিবেন
না। আমরা নিরন্তর ভোমার প্রাণের ১০৫৫
অগুরুক রাখিয়া ভক্তি ও অজ্ঞা মতান্তরে উদ্দেশ্যে
ভোমার অর্জনা করিতে থাকিব। ভোমাকে
চারাইয়া আমাদের অন্ধরে আঘাত লাগিয়াছে।
বোধ হয় তুমি তাহা বিদান হইতে দেখিতে পাই-
তেছ। আমরা ভোমার চির দিনের অঙ্গগত,
আমাদের আর উপবেশ নাই। পরলোক হইতেও
ভোমার আশাদিগকে উপবেশ দিয়া হুতার্থ করিতে

হইবে। আমরা তোমার বিরুদ্ধ—বহু থাকিতে
লিখিত পাবিব না। যদিও প্রায় দুই মাস ধরে
আমাদের দেশীয় কলেক্টর জমাদার পণ্ডিত
সকলকে ভাগ করিয়াছেন, কিন্তু কাহারও ভাষা
আমাদের এত শোকার উদয় হয় নাই। সকলেই
আমাদের যোগ্য কিন্তু বিদ্যাক্ষরণ মহোদয়ের প্রতি
শ্রদ্ধা জমাদার কারণ তাঁহার সম্পাদিত সোম-
প্রকাশ এবং সোমপ্রকাশের বহু ভাষার ও রাজ-
ত্বের সংস্থা আমরা বালাকাল চাইতে এক
সময়কাল চাইতেই লিখা পাউরাছি। তাঁর ব-
ল এক্ষণে সোমপ্রকাশের পাঠ্য স্থান পাটনাই
যত অবস্থায় বিদ্যাক্ষরণ যে আমাদের স্বদেশের
জমাদার সামগ্রী ও উপাসনার বস্তু হইবেম তাক
আমাদের বিবরণ ?

উপসংহারে বলিয়া এই অগৌরব বিদ্যাক্ষরণ
মহোদয়ের লিখিত ভাষা প্রায়ই সকল স্থানে
গেছেন, এক্ষণে তাঁহার সন্তোষ হইয়াছে যে
স্বদেশীকরণ করিতেছেন, আমরা তাঁহার
বল করিয়া দিতেছি (আমাদের খেলী বলা
হয়) যে বালাতে বিদ্যাক্ষরণ মহোদয়ের সোম-
প্রকাশ রূপ কীর্ত্তী উজ্জলভাবে বিদ্যাজিত থাকে,
কলে গুরুত্বের অল্পরোহে এরূপ কার্যের
যোগ্য হইবে। তাঁহার ছাত্র ও বিদ্যারূপ সক-
লেই এই পত্রিকাখানির গ্রাহক হইবে, আমরা
কি বিশেষকৈ লক্ষ করিয়া বলিতেছি। কেন না
যদি বালা সাহিত্যের কল্পনাত্মক প্রতি ভক্তি
রিতে বলা হইতেছে তখন বালায়ী মাত্রেই
হইবে কর্তব্য।

আমাদের স্বদেশ বেতন শোক সমুদ্র তাসি-
কছে বেহকেও তেননি প্রাণের ভাষাতে
আমাদের ভাগ ভাগ করিয়া সিংহগঞ্জ পৌছি-
য়াছি। বাস্তবিক এত বারিময় ভান করনই দর্শন
করি নাই। নাট, গ্রাম, মগরী, সকলে জলে পরিপূর্ণ।
লাকের বসন্ত বাতীতে গৃহের মধ্য পথের জল
বেষণ করিয়াছে। নৌকা ভিন্ন এক বাতী চাইতে
নত বাতী বাইবার উপায় নাই। সিংহগঞ্জের
মধ্যে মাজিষ্ট্রেট ও মুন্সেফ কার্যের গোড়া
পথের জল আসিয়াছে, টেলিগ্রাফ আফিসটা যেন
হলে ভাসিতেছে, লোকের মুখে শুনিতেছি পাব-
নার এরূপ জল বৃষ্টি বহুকাল হয় নাই। বজ্রবিদ্যুৎ
শক্তি চতুর্দিক জলময় পতিয়া ভয়ানক হুগু
হুগু হইতেছে। সিংহগঞ্জের প্রতি গৃহই
পৌড়া। এ দেশের এ সময়ের প্রধান কৃষি পাট
ও আউস ধান। জল বৃষ্টি হওয়ার আউস তুফান
পতিয়া যাইতেছে। পাটও কাটিতে না পারায়

নষ্ট হইতেছে। অনেক চৈতন্যিক, ধানও পতিয়া
গিয়াছে, লোকের সন্তোষ ভিত্তিতেই নাই।

সিংহগঞ্জ মধ্যমী নিকট বিস্তৃত। কল
কাহার পর ঢাকা, বারানসী গঞ্জ ভাষা পাই সিংহ-
গঞ্জের উল্লেখ করিতে পারা না, যমুনা জীব
এক দুই মাইলের অধিক বন্দরের দীর্ঘতম।
প্রান্তে এক মাইল চৌতাল। মধ্যস্থত বারী নদী
একটা ক্ষুদ্রতমী; ইহার দুই মাইল উত্তর ভাট
এত নৌকা যে স্থান করিয়ায় কান চলে না। যমু-
নার অনেকগুলি কোম্পানীর বাপীস পোক প্রতি
সপ্তাহ গমনাগমন করিতেছে। পলাতন মধ্য
পাটই অধিক। হোর মিলার কোম্পানীর অধীনে
একটা চট্টের কল চলিতেছে এট কোম্পানীর
জমিদারিও এট হলে। কিন্তু উপায় কর্ত্তারিগণ
অতি প্রজাপীড়ক এ কারণ বন্দব ক্রমে তদ্রূপ
প্রাপ্ত হইতেছে।

ঐরসিকরূপ সোমপ্রকাশ
সিংহগঞ্জ—পারনা।

—৩৩—

জমাদার মহোদয়। গত ১৫ ই ভাষা তাঁর-
ধেব সোমপ্রকাশ খানি চলুগত চাইল শোক-
হৃদক চিত্র বেখিয়া স্বদেশের স্বদেশ করিয়া উঠিল।
বাস্তবতা সহকারে খুলিয়া "সোমপ্রকাশের অর্পণ
প্রদত্ত" বেখিয়া শুভিত হইলাম—কাগজ খানি
চলুগত হইয়া পড়িয়া গেল। কি এক অনচকৃত
ভাষা স্বদেশ আলোড়িত হইয়া উঠিল। কি সর্ব-
মাপ। বালা স্বদেশ ভাবিনাই—কম্পনার উদয়
কল নাই, তাহাই আজ বেখিতে হইল। চার।
বালাকে আমরা পিতার ভাষা—স্বদেশ ভাষা জমাদার,
ভক্তি ও স্বদেশের অন্তরতম প্রদেশে বাখিয়া একা-
চিত্তে পূজা করিতাম, আজ তাঁহাকে হারাইলাম।
বাচার লেখনী বিস্তৃত তেজোময়—জানময়—উপ-
দেশ ময়, সাবগুণ লেখা পাঠ করিয়া অনেক জ্ঞান
লাভ করিয়াছি অনেক উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি।
চার। আজ তাঁহাকে জ্ঞানের মত হারাইলাম।
অন্য পবিভাগ। সিংহগঞ্জ কালের কালকাল
জ্ঞান নাই, দ্বাদশমী নাই পণ্ডিতপ্রবর পূজ্যপাদ
সোমপ্রকাশ সম্পাদককে এত শীঘ্র হরণ করিল ?
সোমপ্রকাশ বালা সাংবাদপত্রের শীর্ষস্থানীয়।
সোমপ্রকাশ অনেক বিষয়ে সাধারণের শিক্ষাগুরু।
সোমপ্রকাশ পাঠে অনেকের ভাষা শিক্ষা হই-
য়াছে। নির্ভর ওপন ভবন বজ্রাতার যে ভবন
রক্ত হরণ করিল, যে স্থান শূন্য হইল, সে স্থান
কি আর পূর্ণ হইবে ? বজ্রাতা কি আর এমন
রক্ত কোড়ে করিতে পাবিবেন ? বজ্রত্বের গৌরব
সাধারণের স্বদেশ—স্বদেশের বল, সিংহগঞ্জের

আজর আর কে হইবে ? বজ্রাতার সুখাঞ্চল
আর কে করিবে ? আজ যে মহাত্মা তাঁহার পরি-
বারগণকে কাছাকাছি জগৎকুমি আধার করিয়া
অবশ্যী ও বিদেশীদিগকে মিবানন্দ নীরে ভাসা-
ইয়া সোমপ্রকাশের পাঠকগণকে কান ইয়া স্বদেশ
গমন করিয়াছেন, সে মহাত্মান বিবর্ত শোক কি লেখ
নীতে প্রকাশ করা যায় ? তাঁহার আবেশে
পাটব না সত্য, চতুর্দিকে তাঁহার দর্শন পাটব না
সত্য, যে উপদেশ যে জ্ঞান লাভ করিতাম, তত
আর পাটব না সত্য, কিন্তু সে মহাত্মা ভগবৎ
অনিশ্চয় জ্ঞান। তাঁহার নাম সাধারণের চরণ
চিরজাগরুত থাকিবে। "শ্রীমৎ কল্যাণী
কল্যাণী স্বদেশী নো ভুগা।"

সোমপ্রকাশের সহায় পাঠকগণ। আইন
দিত্ত ভূষণ মহোদয়ের শোকাভিত্তিত পাবনা স্বদেশ
সহিত স্বদেশ ভবিষ্য কঁদি। কঁদিব—বর্তমান
বর্তিত ভবিত বর্তিত, কিন্তু কঁদিয়াই কি নিশ্চয়
চলিবে ? তাঁহার মিকট বে পবিভাগে ধনী, কঁদি-
লেই কি সে ধনের পবিভাগ চলিবে ? আমাদের
কর্ত্তব্য পান্ন হইবে ? কখনই না। তাঁহার কঁদিব
অন্ততম পরিচরক, আমাদের আশ্রয়—বালা, না
সাংবাদপত্রের শীর্ষস্থানীয় সোমপ্রকাশের স্বাধিক
ও উন্নতি কম্প সকলে একাধিচিত্ত হই, সকল
চেষ্টা করি, চেতনার অসংখ্য কি আছে ? প্রত্যেক
প্রত্যেক স্বদেশ সোমপ্রকাশের একজন প্রত্যেক স্বদেশ
করিতে পাবেন, তাক কি কম না ভাষা আমরা ?
সহায় প্রত্যেক কি পাবিবেন না ?—অবশ্যই পাবি-
বেন। আমি আপনাদের মিকট প্রতিজ্ঞা করি-
তেছি চেতনার ক্রটি করিব না অবশ্যই কৃতকার্য
হইব সন্দেহ নাই। তসসা করি সহায় পাঠক
মাত্রেই মনযোগী হইবেন।

পরিণেবে আর একটা কথা। আমরা জানি
অনেক স্থানিকত সক্ষম বনী সোমপ্রকাশের গ্রাহক
আছেন। অগৌরব সম্পাদক মহোদয়ের স্বদেশ
কোন চিত্র স্থাপনের জন্ত কি সকলে মনযোগী হই-
বেন না ? সকলে স্বদেশ সাংবাদপত্রের চাঁদা দান
করিলে আমাদের আশা পূর্ণ হইতে
পারি। তাঁহার উপযুক্ত শিক্ষিত পুত্রদের মিকট
কিবা সোমপ্রকাশ ভিপজিটারির অধ্যাক স্থানিকত
স্বদেশ পাত বাবু দুর্গাচরণ বাব মহোদয়ের মিকট
টাকা পাঠাইতে চাইতে পারে, তৎপর সকলের
বিবেচনা ও পরামর্শাভ্যাসী স্বদেশচিহ্ন স্থাপিত
হইবে। তসসা করি পাঠকগণ মনযোগী হই-
বেন এবং তাঁহাদের মতানত সোমপ্রকাশে প্রকাশ
করিবেন।

ঐউনাবাধ কবিচন্দ্রমণি।

—৩৪—

চ.কমক কটতে বাবু ডারিদ্রীচরণ দত্ত লিখিয়া-
ছেন যে আমাদেৱ বাবাচাৰ্য্যক সংবাদবাহ্য চাক
ৰত নিউ নসিপালিগীৱ অধিবাসীগণেৱ মিউনি-
সিপাল কৰ নিৰ্দেশ কৰিয়া যাচা লিখিয়াছেম
তাচা অবধাৰ্থ প্ৰ ক্ৰম পূৰ্ণ। তিনি কতকগুলি
লোকৰ টাটেকৰ অৰূপত কৰিয়া সংবাদবাহ্যৰ
ক্ৰম দেখাউয়া দিয়াছেম।

২৯ এ ভাঙ্গি মোহনাব

নিম্নসাগরের অফি সমষ্টিং ডেপুটী কমিশনার
 মি. জে. ডি. এণ্ডারসন সাহেব আনাবিগকে এক
 ২৭শে পত্র লিখিয়াছেন জাভার নর্থ মিলে প্রায়
 ৩৫০:—

“কান্ত ভোমনি ও ভাঙ্গার আদী বৈষ্ণব”
 ১২। মালিস কবিতার অপরাধে বণ্ড দেওয়া হই-
 য়াছে। “সেবাসকাশ” কান্ত ভোমনির উপর
 নগাধার কবী হইয়াছে বলিয়া যে মালিস টি
 ভাঙ্গার ও বৈষ্ণব উপর বণ্ডাজ্য দিয়াছেন
 ও তাহকে অস্বীকার করিয়া গেছেন তাহা হইয়াছে
 যে তিনি বৈষ্ণব হইতে বলায় তাহাকে
 ফাঁস দেওয়া হইত। কান্তের মকদ্দমা সেসময়
 আদালত দ্বারা থাকিবার সময় এইরূপ লেখা
 হইয়াছে। শেষ কর আসামের কোন সংবাদ-
 পত্রা মিথ্যা সমাচার দিয়া লেখককে সত্য হইতে
 বিচলিত করিয়াছেন। কান্ত যে বলায়কারের
 উদ্দেশে মিথ্যা মালিস কবিতাছিল তাহাতে সন্দেহ
 নাই, এবং আমাদেবেরও যদি বিচারে জন্ম হইয়া
 থাকে তাহা সংশোধন করিবার জন্য আইন
 উপায় আছে। আপনারা যদি বাণের একখানি
 নকল পাঠাইতেন, তবে নিশ্চয়ই আপনাদের বোধ
 হইত যে, এককন্যাতীতে ব্যক্তিগত দোষের উল্লেখ
 করিয়া সংবাদপত্রিকায় প্রস্তাব লেখা উচিত নহে।
 কুলিবিগের বাহাতে অভ্যাসের নিবারণ কর তাহা
 হইবে চেষ্টা করিবার পক্ষে আমাদেবেরও বিশেষ
 সহায়কুতি আছে। কিন্তু আপনারা যে তাহে পর
 লিখিয়াছেন তাহাতে বলা হইয়াছে যে কান্তমণীর
 নগাধার কবী সত্য এবং সে ও ভাঙ্গার আদী
 বৈষ্ণব হইয়াছে তাহাও কেবল অপর পক্ষ
 ইচ্ছাপূর্বক বলিয়া। বিশেষরূপে বিশেষ কবিতা
 বেঁধিলে আপনারা বুঝিতে পারিবেন যে এ অপ-

স্বাধীন সম্পূর্ণ অস্বাধীন : বিশেষতঃ যখন ইহার
সম্পূর্ণ বিচার নিষ্পত্তি হয় নাই তখন এরূপ অস-
ব্যব রটনা কবিলে চিন্তারের ব্যাঘাত জন্মে।
এই নিমিত্ত এই অসব্যবের প্রকৃত অঙ্গগণকে
বিচার্য্যবীন করিবার জন্য আমি আপনাদের
সাক্ষ্যে গার্হনা করি। আপনাদের এই প্রবন্ধ-
টির সংবাদবাহ্য কে তাহা লীজাই আমাকে জ্ঞাত
করিল বাহিত হইবে।”

এই পত্রখানি পাঠ্য আমরা এখন বিলম্ব
স্থিতে পাবিত্তি যে আবাহনর প্রকাশিত লেখ-
কর্তা বিবেচন: পূর্বক লেখা হয় নাই। কাস্তমণীর
মকদ্দমার সিদ্ধান্ত মিল্পিত না হইবার পূর্বে তৎ-
সম্বন্ধ কোন সমামত প্রকাশ করা অথবা অপরাধী
বা নিরপরাধী কে তাহা অভ্যমানে স্থির করিয়া
বাস্তিবেশবাক উদ্দেশ্য পূর্বক গালি দেওয়া বা
তিবন্ধ্য কবা নিত্যন্ত মার বিকৃত। আমরা
আবাহনের কোন কোন সম্বোধনী ও তাঁহাদের
পত্রপ্রবন্ধগণের কথা উপর নির্ভর করিয়া এবং
কুলি রমণী কাস্তমণীর অভিচারের কথা নিত্যন্ত
দুঃখিত হইয়া এই বিবেচনাটা ভাবাইয়াছিলাম।
আজ কাণ আসামের কুলিগণের উপর চা-করেরা
বিলম্ব অভিচার করিয়া থাকেন। কাস্তমণী
সেই অভিচারের পাত্রী হইয়াছে কি না তৎসম্বন্ধে
এখনও আমাদের বিশ্বাস থাকাই তউক, তাহার
মকদ্দমার সম্পূর্ণরূপ নিশ্চিন্ত হইবার পূর্বে মাজি-
ষ্ট্রেট সাহেবের উপর কটুক্তি প্রয়োগ করিয়া
আমরা অন্যায় কার্য হই করিয়াছি। আমরা সে জন্য
মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কমিশনার এণ্ডারসন সাহে-
বের নিকট সন্মাস্ত্রকরণে জন্য প্রার্থনা করি।
কাস্তমণীর জন্য আবাহনের অন্ত্যকরণ গলিয়া
গিয়াছে। বহি বিবেচনা ভীম হইয়া আমরা
তাঁহাঙ্গিকে তিরস্কার করিয়া থাকি তবে চাকর
হিগের অভিচারপ্রিয়তা ও কুলিহিগের উৎপীড়নই
তাঁহার আভ্যিকী কারণ। এণ্ডারসন সাহেবের
উপর আবাহনের লজ্জা নাই। আমরা ইতিপূর্বে
কখনই তাঁহার কোন কাণ্ডে পীড়ন লক্ষ্যপাত বা
হৃদয়ভীষিতা দেখিতে পাঈ নাই। বরং আসাদী
রাইতহিগের উপকারের জন্য তাঁহাকে অনেকবার
সচেষ্ঠে দেখিয়াছি। কোন কৌতুহারী মকদ্দমায়
এক লক্ষ ইউরোপীয় ও অপর লক্ষ বেদীয় থাকিলে
সকল সময়ে সচিব্য হয় না লোকের এইরূপ
বিশ্বাস। সুই একটা মকদ্দমায় বিচার দেখিয়া
লোকের এইরূপ বিশ্বাসের উৎপত্তি হইয়াছে।
কাস্তমণীর মকদ্দমা সম্বন্ধে কোন সংবাদপত্র
আবাহনের কোন কথা লিখিয়া পাঠান নাই।

আমরা কোন কোন সমস্যাগুলি এ বাছাই করে
সংবাদভাষ্যের উপর বিশ্লেষণ করি। এরপর
এদের আভ্যন্তরীণ করি। আমরা
উপরে বিশ্লেষণ ক'রবার চেষ্টা প্রত্যেক
কর্তৃপক্ষই করে। আমরা যদি প্রত্যেক
আমাদেরকে ক'র করি।

✓ স্বারকনাথ বিদ্যাভূষণের পরলোক গমনে আজ বঙ্গবাসী যাতেই পোহক অভিজ্ঞ। আশা
হের সহযোগিতাও কীছার শুভপ্রাণ কীর্জন করিয়া
কাঁড়র চটেতেছেন, অ.নাথের আত্মীয় বান্ধব
আনান্দগকে সাহায্য করিতেছেন, সোমপ্রকাশের
প্রাচক ও পাঠকগণ বিভাল স্নোকারুণ্য হইয়া
পত্র লিখিতেছেন কেনি কেনি বর্ষার্থ ছাত্রবন
বক্তি আশ্রয়িত্ব জন্য আতি সম্পর্ক না থাকি-
লেও স্বারকনাথের জন্মক সমুখ জ্ঞান করিয়া
অশ্রীত প্রকণ পূর্বক আশ্রণ ভোজনাদি করাই
সহায়তার পরিচয় দিয়াছেন। আজ আমরা
সমগ্র বঙ্গবাসীর নিকট সমুখা পাইয়া, পিতৃহৃদেব
চলেশ শুভপ্রাণেব কথা জবাব করিয়া সুস্থিতে
পারিতছি বাঙ্গালীর জবাব আছে। কনিষ্ঠ জাত
সহযোগিতাও সকারেই চক্ষে অন্ধ বৈশিষ্ট্য,
কনিষ্ঠতম বঙ্গবাসী ও বৈশিষ্ট্যের মুখেও মুখেব
কথা শুনিলাম কিছু শালক বঙ্গবাসী ও বৈশি-
ষ্ট্যের মুখেব কথাই কেনন একটা ভবিষ্য আছে।
চিন্তা পরিবারের ভিতর আজ কাল অগ্রজের
উপর অস্তিত্ত কেনন একটা জীব বৈশিষ্ট্য সে
ইচ্ছা বর্জন আছে। বঙ্গবাসী ও বৈশিষ্ট্য সোম-
প্রকাশের অধ্যাপক হইয়াছে বলিয়া সাধারণে
বৈশিষ্ট্যের অপবন কীর্জন করিয়াছেন। ইহার
কারণ কি? নিজের অহতার প্রকাশ; ইহার
উদ্দেশ্য কি? সহযোগিতাও পত্র সুস্থি করিয়া
জন্ম সোমপ্রকাশের পাঠকগণকে উত্তেজিত কর।
বখন সোমপ্রকাশ উত্তরীয় তত্ত্ব করিয়া সহযোগ-
গণের নিকট উপস্থিত, "বঙ্গবাসী" তখন চক
বাঙ্গাইয়া লোক সমাজ প্রকাশ করিয়াছেন "সোম-
প্রকাশের অধ্যাপক হইয়াছে" সোমপ্রকাশের
চিন্তা, নী নাই — ইচ্ছা সোমপ্রকাশের প্রাচক চট্টা
গিরা চিন্তা নী "শালগাছ" বৈশিষ্ট্য ও বঙ্গবাসীর
আজের প্রকাশ করুন। সোমপ্রকাশ এখন চিন্তা কি
অচিন্ত সোমপ্রকাশের পাঠক ভাষা জানেন। এক-
দিন সোমপ্রকাশেরই প্রকাশে চিন্তা নী লিখা
করিয়া সহযোগিতাও লেখনী দিতে। লিখিয়াছেন।
বখন জীব, বখন সেই সোমপ্রকাশের উপরেই আজ
সব করিয়া সমুখের বর্ষার্থ পরিচয় দিতেছেন।

সহযোগীগণ যাহাট বলুন সোমপ্রকাশ—পাঠকের
মিষ্ট কখনই অতিশু বসিল। মিজিও তম মাই।
সোমপ্রকাশ এখন কখন, এখন তাৎ এ পর্যায়ে
কখনই লোকান্তিত তম মাই যাহাতে চিত্তবাসীর
নাথ হইতে পারে না। সোমপ্রকাশ কিন্তু,
কিন্তু সৌভাগ্যের দ্বার ধারন না। সহযোগীগণ
চিত্তবাসী ও চিত্ত সমাজের ভিতরে সাপ বৈধ
যাহাই থাকুক সকল বিষয়েই যেমন উন্নততাব ও
উৎকৃষ্ট নীতি কেনিরা থাকেন, সোমপ্রকাশ
তাহা দেখিতে পারেন না, ফুলী নদর,
বোম্বাইয়ের কুম্ভাগরীয়া আর অধিকৃত
প্রাক্তন মণ্ডলীর মিজিও উভয় যেমন ধর্মের
বাগ্যভঙ্গর দেখিয়া থাকেন। লইয়া থাকেন—
সোমপ্রকাশ সেসকল করিতে সমর্থ নহে। সংস্কারই
সোমপ্রকাশের চিরস্তব। সমাজ বল, ধর্ম বল,
রাজনীতি বল, লোকাচার বল, সোমপ্রকাশের
অন্ত হইতেই তাহার সংস্কার সাধন হইতে
হইয়াছে। সমাজ ও ধর্মের বেখানে হোব
সোমপ্রকাশ মিথীক চিত্তে তাহা সাধারণ
প্রকাশ করিয়া থাকেন। সহযোগীগণের ন্যায়
অর্থলাভসার বলবর্তী হইয়া কেবল কতকগুলি
লোকের অন বোম্বাইয়ার মত তত্ত্ব “সোমপ্রকাশ”
কখনই লিখা করেন মাই। সোমপ্রকাশের গুরু-
ত্বের ৮ হারকামা এই সংস্কারের বীজমত আনা-
ধের কর্ণে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সেই বীজ
মত লইয়াই আশাধের সাধন। সহযোগীগণ
বঙ্গদেশের শত্রুর দ্বারা বঙ্গবাসীর চিত্তপাশিত
কুম্ভাগরী ও কুম্ভাগরী গুলির প্রাঙ্গণ করিয়া
থাকেন সোমপ্রকাশ বঙ্গদেশের কার্য করিয়া
বঙ্গবাসীর হোব গুলি চক্রে অস্থূলি দিয়া দেখাইয়া
দেন। সহযোগীগণ অর্থলাভসার পাশল হইয়া
সংবাদপত্রের পাবিত্র তত্ত্ব ব্যবসাকারে পরিণত
করিয়াছেন সোমপ্রকাশ পরোপকার তত্ত্ব মন্তকে
বারিরা কেবল নিম্নার্ণভাবে লোকশিক্ষা বিষার
জানাই জীবনধারণ করিতেছেন। সোমপ্রকাশের
অন্তর সহিত “বঙ্গবাসী ও বৈমিকের” তত্ত্বের এত
প্রভেদ। হুতরাং আজ বঙ্গবাসীর ওগু শত্রু
সহযোগীগণ যে কৃত্রিম হইয়া আশাধের শত্রুতা
করিতে আসিবেন তাহার কিছুই বিচিহ্নতা নাই।
আমরা সহযোগীগণের এতপু হুততার সুর হই
নাই। বিধু ক.সারির বন বোম্বাইয়া অর্থোপার্জ-
নের নিমিত্ত বঙ্গদেশের সৃষ্টি উদ্দেশ্যের চেতায়
সোমপ্রকাশের তত্ত্বিত্ত নৌরতের বিন্দুনাথও
হাস হইতে পারে না। তাহ সহযোগীগণ
আশাধের কবিত্ত জাতি। উদ্দেশ্যকে আমরা

দেব করিয়া থাকি। উদ্দেশ্য বিন্দুনাথী হইলে
আশাধিকার হুততা কখন বসিতে হত। বিশেষতঃ
শিষ্টার মৃত্যুর পর যে সমাজ উদ্ভূত হয়, অপ্রাক্তন
শিষ্টার মৃত্যুর হুততা তাহার লিখা হিতে অপ-
তর। “বঙ্গবাসী ও বৈমিক” আশাধের হুততা
নামের কথা লিখা অথবা আশাধের অনিষ্ট
চেতায় চেতিত হুতল হোটে তাই লিখা তাহা
আশাধের দ্বারা সচিত্রিত তম, কিন্তু অনিষ্ট চেতায়
ব্যবহৃত হেতুঃও আশাধিক। এই দুই কারণে
এই প্রস্তাবের অবতারণা।

— ৩৩ —

“আমরা হুততা প্রস্তাবে প্রস্তাবে মেঘতম্বরে—”

মহাত্মা জর্জ রিপনের তত্ত্ব মতম আশাধের
শাসন লাভ করি তখন বঙ্গদেশে আশাধের জ্যেষ্ঠ
আব দর মাই। দর মবে আশাধের, সমাজ
সভায় বক্তৃতা, বক্তৃতা, সাধারণ, ইংরাজের
প্রাঙ্গণমানে বেশ বেন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়া
ছিল। সে বোর মটায় আশাধের বোগ দিয়াছি,
আশাধের ইংরাজ বাহাদুরের অমারিকতার মুখ
হইয়াছি। সেদিন পর্যায়েও আশাধের সৌভাগ্য
দেখি প্রাঙ্গণ হইয়াছে বসিয়া কতই না আশাধের
রাছি। সে দিনের সেই মহাত্মার অবলম্বন করিলে
আশাধের আশাধের মতম তাবে স্কীত হইয়া
উঠে। এত বে আশাধের—পরিণাম তাহার কি
হইয়াছে? আমরা কি আশাধের কল পাই
রাছি? মহাত্মা রিপন আশাধের মতম যেমন
তাবে গঠন করিয়া আশাধের উপহার দিয়া-
ছিলেন, সেই তাবেই কি আমরা তাহা ভোগ
করিতে পারিতেছি? পাঠক যদি একবার আশাধের
শাসন আইনের উপর ছোটলাট বাহাদুরের মতম
ও সার্কিউলার পাঠ করিয়া দেখেন, তবে স্পষ্টই
বোধ হইবে সে সার্কিউলার ও সে মতম রিপনের
মতমতমের অনেক ব্যাধি জন্মিয়াছে। রিপন
যে মতম বীজ রোপণ করিয়া অস্থূলিত হইবার
পূর্বে তাহার মূলদেশ কতদূর গমন করিয়াছে
তাহা দেখিবার জন্য বারবার অস্থূল উত্তোলন
করিতে ইংরাজ কর্তৃপক্ষের গণকে নিষেধ করিয়া-
ছিলেন, সে অস্থূল আজ মূলদেশের পরিণত।
মূলদেশের শৈলশ্রেণি কেহ উহার মূলদেশে পাতন করিয়া
দেখেন মাই কিন্তু বঙ্গের ছোটলাট তাহার পাখা
প্রাঙ্গণ ছেদন করিয়া তাহার আশাধের
ভেদ ও স্কীতির দর মত করিয়া দিয়াছেন।
নীতিই যে আর তাহা পাবিত্র হইয়া বঙ্গদেশের

বিজ্ঞানের দ্বার হিতে পারিবে তাহার কিছু মাত্র
সম্ভাবনা মাই।

জর্জ রিপন আশাধের প্রচার করিয়া বসিয়া
ছিলেন বোর্ডের উপর কর্তৃপক্ষ সম্বন্ধে মাজিষ্ট্রেট-
গণের দ্বারা থাকিবে না। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সভ্যরা
আশাধের ভিতরই চেয়ারম্যান ও ডাইস চেয়ার-
ম্যান নির্বাচন করিয়া লইবেন। সেন্টেনেটে গণ-
ন্য প্রকাশ করিয়াছেন যে ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেটগণ
ডিষ্ট্রিক্ট সভার সভাপতি হইবেন। ডিষ্ট্রিক্ট সভার
অর্ধেক সভ্য দ্বারা সভা হইতে নির্বাচিত হইবে,
অপরার্ধ গবর্নমেন্ট অর্ধেক মাজিষ্ট্রেটগণের
মতামত দ্বারা সভা নির্বাচন করিবেন। উভয় ফল
কি হইবে? দ্বারা বোর্ডের দুই তৃতীয়াংশ সভ্য
ভোটারগণ দ্বারা করিবেন। মির্জিও সভ্যরা
বোর্ড সংস্থাপন করিয়া আশাধের ভিতর হুত-
তেই চেয়ারম্যান ও ডাইস চেয়ারম্যান বৈধি
লইবেন। দ্বারা বোর্ডের কিছু কোন কনফারেন্স
থাকিবে না। আশাধের আইনে যে সানাতন
কনফারেন্স দ্বারা বোর্ডে হেতু হইয়াছে তাহা
চালনা করিতে হইলে দ্বারা বোর্ডের ডিষ্ট্রিক্ট
বোর্ডের মুখপেক্ষা করিতে হুতল। সানাতন
একজন পাক চেয়ারম্যান ও মিত্রগণ ও মতম
সম্বন্ধেও দ্বারা বোর্ড আপন উদ্দেশ্য কোম
কর্ম করিতে পারিবেন না। উদ্দেশ্যের সকল
বিষয়ে মতম ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের মুখপেক্ষা করি-
তে হইতেছে তখন ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড আশাধের আশাধের
কতই অপ্রাঙ্গণ আশাধের দেখা কর্তৃপক্ষ
দ্বারা বোর্ড হইতে অর্ধেক মাত্র সভ্য ডিষ্ট্রিক্ট
বোর্ড দ্বারা পাইবেন। অপরার্ধ সংস্থা কোন
কোন ব্যক্তি দ্বারা পূর্ণ হইবে মাজিষ্ট্রেট তাহা
দেখাইয়া দিবেন। এই লোক গুলি যে মাজি-
ষ্ট্রেটের মতম মত “আপু কিংবাণ্ডি” সভ্য হই-
বেন এক মিউনিসিপাল নির্বাচন হইতেই তাহ
হুতল বাহ্যেছে। এখন ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডে মাজিষ্ট্রেট
চেয়ারম্যান অল্পে হুততা ভোট পাইলে তাহা
সভ্যগণের মধ্যে অর্ধেক ব্যক্তি তাহার অস্থূল
এমত অবস্থায় মতম মাজিষ্ট্রেটগণের মতম
সচিত্র সভ্যগণের মতম হইবে মাজিষ্ট্রেট তখন
দ্বারা অস্থূল মতম বেন জরী হইয়া আসিবেন।
হুতরাং প্রাক্তন পক্ষে প্রচার আশাধের মতম
হইয়া মাজিষ্ট্রেট শাসনই হইয়া পড়িবে। আমরা
এতপু আশাধের সম্পূর্ণ প্রতিবাদী। একজন
কেবল মূলপাঠশালা, চিকিৎসালয়, রাস্তা বাট
পাটও, কেরি ইত্যাদি অতি সানাতন বিষয়ে আশাধের
আশাধের অতাব মোচনের কনফারেন্স পাইব। বিচার

সংক্রান্ত বিষয়ে সাধারণতঃ আমানত কোন অধি-
কাৰই থাকিবে না। তাহার উপর যদি আমরা
তাছাড়া সম্পূর্ণ আধীনতা না পাই তবে আমরা
শাসনের স্বত্ব কলিবার কোন সম্ভাবনাই
থাকিব না। শৈশবে শাখা পল্লব জেদন করিয়া
মিলে রাখুক কি কোন ফল ফল ?

৫ টি মার্চ বলিয়াছেন এক বৎসর কাল ডিউট
বোর্ড জুনি ডিউট আফিসারগণের অধীন রাখিয়া
বোর্ডের কার্যসমূহ তাহ গতিতে চলিয়া যাইবে
যাইবে। এই এক বৎসর পরে যি ডিউটগণকে
যে বোর্ডের কর্তৃত্ব হইবে অসমস্ত তথ্য হইবে
কোন মতেই আমানত রাখিবে না। মাজি-
স্ট্রেটগণ চিরকালই বোর্ডের উপর গুরুত্ব কবিত্তে
পাটাবেন, চিরকালই প্রচারিত মত শাসন না হইয়া
ডিউট আফিসারের মতেই শাসন কার্য চলিতে
থাকিবে। দেখিয়া জুনিয়া আমানতের বিবেচনা
কর সাধারণতঃ কোন মামলাই রচিল, কারো
কেবল পদাধিকারের ভিত্তি আর কিছুই হইল না।
সাধারণতঃ শাসন প্রথম স্থানীয় আমরা যে এক
শাসন এক উৎসাহের সন্ধি অসম্পন্ন কবিত্ত
ভিত্তি এখন তাহা আফিসার মামলাই সাব হইল।
শাসন শাসন বেনমা কবিত্তা বেনমাশাসন
কোনও পদাধিকার, কিছু প্রকৃতিরগত হইতে
একটি হস্তে মাত্র প্রসঙ্গ দেখিয়া সকলকেই বিস্তৃত
হইবে। মামলা সংক্রান্তে কখনো দেখিয়া গবর্ণ-
মেণ্ট ২ নং বিধিমালা কবিত্তা মামলা, আচমন না
কবিত্তা ১ নং কখন আমরা নিশ্চয়ই বিধিমালা
কবিত্তে পাবেন।

—৩৩—

চা-কব গিবন সাহেবের মতামত।

আমরা ইতিপূর্বে পাঠকগণকে অবগত করি-
য়াছি যে হাইকোর্ট গিবনকে বোম্বাই বালিয়া সাবাল
করিয়াছেন। জুডিস প্রাণ্ট ও জুডিস রমেশচন্দ্র
মির উভয়ে এই মকদ্দমার বিচার করেন। বিচারে
গিবনকে অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় বেশ শুদ্ধ
এংলোইণ্ডিয়ান কেনিয়া উদ্বিগ্ন। কলি-
কাচার হংসজ, আর্থরকিনী সভা সকল সময়েই
অন্যদের আর্থরকিনী সম্পন্ন কবিত্তা থাকেন।
সংক্রান্ত অপরাধে অপরাধী হইলেও ইংলিজ আফা-
লাতে মণ্ডলীয় হইবার উপযুক্ত নহে, ইহাই তাঁহা-
দের বিশ্বাস। সম্ভ্রান্ত হউক, অসম্ভ্রান্ত হউক
ইংলিজের আর্থরকিনী ও ইংলিজকে বিপদ হইতে
উদ্ধার কবাই সভার মুখ উদ্দেশ্য। স্বতরাং
গিবন মণ্ডলীয় হওয়াতে ইংলিজের মন্তব্য যে বঙ্গ-
প্রান্ত পাড়ার তাহার আর আশঙ্কা কি? কিন্তু

কেবলই ইংলিজ আর্থরকিনী সভা অপরাধী
ইংলিজগণের মতামত, আমানত ইংলিজ
সভাবাগীণও এই রূপে সভার অভিমত। সভা-
বোম্বাই কাচার কাচার বিচারনা পুত্র হইয়া অপ-
রাধিগণের পক্ষাভাসন করেন। বাস্তবিক অপ-
রাধের মত কোন ইংলিজ সিচ'বালার মণ্ডলীয়
হইল অমনি তাহার মন্তব্য উক্ত হইয়া উঠে;
অমনি তাহার সিচ'বালার কৃৎসাদ্য আরজ
করিয়া অপরাধী তাহাতে উক্ত তাহার মন্তব্য
পাইতে পাবেন তাহার মত অবশেষে হেঁচো
করিয়া থাকেন। সভাবাগী উল্লিসনাম সাহেব
আর্থরকিনী সভার পৃষ্ঠপোষক, আবার (চা-কব)
প্রাণ্টার গেসেট অপরাধী চা-কবগণের প্রাণ
সংরক্ষণ। গিবনের মকদ্দমা ইহাও জানপুত্র হইয়া
জুডিস রমেশচন্দ্রের উপর অত্যাচার গালি
বর্ষণ করিতেছেন। রমেশচন্দ্র বাজী, 'তিনি
জাতি নৈশমার বন্দবস্ত হইয়া গিবনকে বিভ্রান্ত
অভ্যাসন হইয়া বিচারে ইহাই সভাবাগিগণের
অভ্যাসন। আমরা জিজ্ঞাসা করি জুডিস মিত্র
সন্ধি যে জুডিস প্রাণ্ট সাহেব মিস্ত্রিগণের
তাঁহার তাহার অপরাধ হইল না কেন? যে
সেসন জজ জনসন সাহেব জুরিগণের সাহেব
উপর নির্ভর না করিয়া মকদ্দমাটি হাইকোর্টে
প্রেরণ করেন, মিত্রের অপরাধে তিনিই বা কোন
কারণে নিশ্চয়ী হইয়াছেন? আমরা জুনিয়াছি
প্রাণ্ট সাহেব মাকি আর এক বৎসর কাচার
মুক্ত করিবার জন্য উদ্ধা করিয়াছেন। জুডিস
রমেশচন্দ্রের প্রাণ্টাই এক বৎসর কারাগার হই
য়াছে। নিঃজনসন ও জুডিস প্রাণ্টে কাচার
তার কার্য করিয়াছেন। জুডিস রমেশচন্দ্র ও
প্রাণ্টের সভাবাগী হইয়া এংলোইণ্ডিয়ানের
কোম্পানিতে পতিত হইয়াছেন। দেশীয়ের উপর
এংলোইণ্ডিয়ানের এ বিবেক কি আর হুচিবে না?
মন্তব্য কি চিরকালই ইংলিজের উপর বিশ্বাস
হইয়া থাকিবে? ইংলিজের ব্যবসার জন্য
বিগত ও লজ্জিত হইতে হয়। যে জাতি সামা-
নীতির এক আদর কবেন, সে জাতির কতকগুলি
কৃশাচার সম্ভাব্য বৈষম্যের বীজ ছুড়াইয়া দেশের
ভিত্তি অশান্তির রূপে উৎপাদন করিতেছে ইহা
কি কন আশঙ্কার কথা? আর্থরকিনী এংলোইণ্ডি-
য়ানকে দেখিলে আমানতের মুখও হয়। যে জাতি
সভার আদর কবিত্তে জানে তাহার মতঃ এমন
বিবেকবাহিত ব্যক্তিগণের উপস্থিতি দেখিলে
কাচার না মুখ হইয়া থাকে? সভার মত অবশ্য-
তাবী। সাধারণতঃ সভা ও অভ্যাসের সম্মত

করিয়া আর্থরকিনী সভা অপরাধী
বিন তাহার পরম হইবেই হইবে। এক দিন
এক দিন আর্থরকিনী এংলোইণ্ডিয়ানকে মীর
হুজির এডিসন পাইতে হইবেই হইবে। যে
বিবেক কথা আর করিয়া এংলোইণ্ডিয়ানের
আমানত মুখ হয়। ইংলিজ জাতি কর্তব্য
পরাগণ, সভা প্রভৃতি ও কর্তব্যবাহিতা ইংলিজ
সামান্য সন্ধি এক হইয়া গিয়াছে। এই কারণে
মখনই আমরা কোন ইংলিজ সভাপন হইয়া
বিচলিত হইয়া এ দেশীয় লোকের উপর পীড়িত
কবিত্তে দেখি অমনি আমানতের মত ভর ই
কখনই ইংলিজ মতম অথবা উনি ইংলিজ
মামের কলক।

হাইকোর্ট গিবনের মকদ্দমা বিচার হইবার
এংলোইণ্ডিয়ানকিগণ চেহারা প্রধানে বিচারপতি
সাব সাহেবের প্রিয়ারামের বিকট মকদ্দমার পু-
র্বিচারের জন্য আবেদন করা হয়। ব্যারিষ্টার
পিউসাহেব নানা ছন্দে বন্দে বক্তৃতা করিয়া বি-
লেন গিবনের উপর সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করা হইয়াছে
জুরিরা একমত মত মিলে ভিত্তিতে হাইকোর্টে
বিচার করা আইন মত হয়। গিবন পীড়িত
তাঁহার উপর এক কণ্ঠে মতামত করার অবিশ্বাস
হইয়াছে। হাইকোর্টে মাকি করিয়াছেন তাহ
জাতি অনাগ বিবেচনা করিবার কখনো চিক জুরি
সের আদ। পিউসাহেব এই মকদ্দমার পু-
র্বিচারের জন্য ৫ জন জুরির বেক মসাইব
প্রার্থনা করেন। প্রথমদিন সার কোমার মকদ্দমা
পুনর্বিচারের জন্য অধ্যাক্ষ দেখে নাই। পরে ৫ জন
জজ একত্র হইয়া হাইকোর্টে মত বিচারের উপর
পুনর্বিচার করিতে সম্মত হইয়া এসময়ে গিবন
করিবার জন্য সেদিন বেক মসে। সার কোমার
পিউ সাহেবের মন্তব্য এক এক খণ্ড করিয়া
দেখাইয়াছেন যে হাইকোর্টের বিচারের উপর
বিশ্বাস করিবার তাহার কোন অবিশ্বাস নাই
গিবনের এক বৎসর কারা হইতে এক মতম
অর্থওই বজায় রচিল। এংলোইণ্ডিয়ান
আরও কিছু হইয়া উঠিয়াছে। জাতিভায়া কখন
বিচারালয়ে হুজির হইল এংলোইণ্ডিয়ান চি-
কালই কিন্তু হইয়া থাকেন। বিচারের মকদ্দমা
চৌকিয়ার তাহার মত মেসারদের মকদ্দমা
সেদিনকার ভিত্তি তাহার মত জাতিগণের
কিরিতির মকদ্দমা, বিচার প্রভৃতির মকদ্দমা
এমন মকদ্দমা হইয়া এংলোইণ্ডিয়ান মাকি
উদ্বিগ্ন হইয়া অপরাধী অশান্তির পাকবিত্ত
পক্ষাভাসন করিয়াছেন ২ বলিতে প্রমাণ হয়, হ

১. কোন কোন ইংরাজ বর্ষাভাগেও হঠাৎ নিম্নের
 দাবী আনয়ন করেছেন। জটিল রূপের
 সত্তা অবসর ও প্রাপ্তি সাতের বেশি হইত কথ
 মিথ্যে। বার্ষিকের মতলস ব্যাখ্যায় সভা-
 নী প্রিবিরাটকে সতীতা ও গান্ধীনী।
 নিউজ। অসত্যের জগৎ জমা শিক্ষিত ও
 তা সমাজে এত প্রাণপণ চেষ্টা ৭ মার্চ ও সত্যের
 জিহ্বা উপর ইংরাজ খাসম চালিত তইব কি
 কতক ৭ মার্চ খেতাবক সন্তোষ বাবিত কর,
 সীতাম্বর জমা অতন্ত আটকের প্রয়োজন,
 সন্তোষ বাবিত প্রয়োজন। ব্রিটিশ ভারতে
 উচ্চশিক্ষা ও নৈরীতাতন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি
 ইংরাজ ব্যক্তি তইল ব্রিটিশ হাকুমত মতল
 ১। আদরা সেও জমাই বলি বিচারকগণ সাধ
 মত উইন, জাতীয়তার মতল বিসর্জন কর, অবসর,
 ১। প্রিবিরাটের মার্চ কর্তব্যের পথে পথ
 করণ করম, সন্তোষ কি অসত্যের কি বিদ্যমান
 করণই জাতারা লক্ষ তইরা হাড়াইব।

পুস্তক সমালোচনা

পাণীগণিত পরিমিতি সনেনত । জীবেকমাবনাথ
 ত্রিভাঙ্গা জ্ঞানীত ও সনেনত । এই পুস্তকখানি
 অনেক প্রকারে মুদ্রিত । ইহাও অনেক কসিনার
 প্রকাশিত মুদ্রিত যন্ত্রে প্রকাশিত । প্রকাশ
 পুস্তকখানিকে জ্ঞানগণিত উপাখ্যায়ী করিয়া
 না দেখে করিতে কষ্টী করেন নাই । তিনি সে
 কষ্টে কষ্টকর ও কষ্টপ্রিয় । গোপাল শাস্ত্রী
 পাণীগণিতে যে করেকনী দোষ আছে তাহা
 নাই । অধিকতর ইহাও অনেকগুলি মুদ্রিত
 প্রকাশের অধিক সনেনত করা কষ্টপ্রিয় ।
 মুদ্রিত যন্ত্র পুস্তক ত্রিভাঙ্গা আরও সনেনত করি-
 ত পুস্তকখানি দিল্লীসিঙ্গের ও পাঠ্য, যানী হইত,
 দিল্লীর ভাষা যন্ত্র সনেনত হওয়া উচিত ।

“অর্থানারী গাথা অর্থায় কাল্যাকাঙ্গার প্রতি
 নাসিক ভাবভীর প্রধান প্রধান রমণীর কথা”—
 রপুত্র মহারাজার কল্যাণের অধ্যাপক শ্রীনেতৃ
 চৌধুরী বি. এ. বিবর্তিত। ইহাও কর্তৃপক্ষের
 ক্রীড়ার কৰ্মস্বামী, ভাবাবাই, জগদাই, রমণীর
 প্রভৃতি অনেকগুলি অর্থানারীর জীবনী
 গাথাবাদের বর্ণিত হইয়াছে। প্রত্যেকের কাব্য
 লিখিয়া আশাশুভ্রণ কৃতকার্য হইতে পারেন মাই।
 গাথ ও ভাবের অনেকগুলি দোষও বর্ণনায় আছে।
 মঙ্গল, কথাটো, অক্রমিত চিন্তা, অমঙ্গল চিন্তা
 প্রের আশ্রয়জন ” এগুলি ভাবের দোষ। কাব্যের

শাশিলা উপস্থিত রূপ ঘাট, কানে কানে জ্বা বোম
 দেখা যায়। সেখান কাব্যাকারে মা নিখিয়া গবে।
 যদি এই বর্ষনীলা বীর রমণীদিগের জীবনচরিত
 লিখিতেন, সাহিত্য ভাষার আর্বানারী একটি
 অমূল্য রত্ন হইত।

“মহাতারত - ঐরাবতরূপ বাস কর্তৃক সরল ও
বিশুদ্ধ বাজনা পড়ে অবিকল অনুবাহিত।” আহি
পর্বের শেষ অংশ, রাবতরূপবানু মহাতারতের কাণা-
নুসারে একটি কীর্তি রাখিয়া যাইতেছেন। তাঁহার
কবিতা সকলেরই পরিচিত ও প্রাণস্পর্শিত। মহা-
তারতে তাঁহার কবিত্বের মত একটি পবিত্র
পাণ্ডুর বাসনা, তাঁহার কাব্যে এটি সম্পূর্ণরূপে
ইতিহাস গ্রন্থ, মহাতারতের ঘটনাক্রমে তাঁহার
বধাবধি বর্ণন করিতে চাইয়াছে। কল্পনাক
কাবীনতা বা বিশেষ কাণ্ডের সৌন্দর্য্য ভরসা।
রাবতরূপবানুকে আশ্রয় কল্পনা করিতে হয় না।
কতকগুলি গীতাবলি ঘটনা লইয়া ছন্দ বদল করিতে
চাইয়াছে মাত্র। শুভরং ইতার উপরূপ সৌন্দর্য্য
রক্ষা করা অসম্ভব। অনুসারে কবিতার মতটুকু
সবল ও বিশুদ্ধভাবে রক্ষা করা যায়, রাবতরূপ বানু
তাঁহার কৃতকার্য্য চাইয়াছেন।

India's Needs—material political, social, moral and religious by John Mordueh LL.D —এই পুস্তক ধ্যানিত ভারতের সমাজ,নীতি,ধর্ম ও রাজনীতি সম্বন্ধে অনেকগুলি বিষয় জ্ঞাত হইতে পারা যায়। সংবাদ পত্রিকার সমাসম্পাদকগণ এই পুস্তকধ্যানান্ত অনেক শিক্ষাসমিত কবিত্তে পারেন। মৰ্কক সাহেবের ভারতবর্ষ সম্বন্ধ যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে।

“কথন সংকিতা” মূল সংস্কৃত হইতে জীৱামলচন্দ্র
নন্দ কর্তৃক বাঙ্গালী ভাষায় অনুবাহিত। রায়মলবাবু
এই গ্রন্থখানি অনুবাহ করিতে গোড়াবের অনেক
গল্পনা সহ্য করিগাছেন। ইহা বঙ্গসাহিত্য
ভাণ্ডারেব একটা উজ্জল রত্ন। বাঙ্গালীকে যিনি
এমত রত্ন উপহার দিতে পারেন, মিস্ত্রকের গ্রামি
সহ্য করিতে অবশ্যই তাঁহার কন্যতা আছে। এই
গ্রন্থে রত্নেশ্বরবরু নাম চিরস্মরণীয় থাকিবে। বঙ্গীয়
সাহিত্য ধৌরবাহিত হইবে।

अथ ।

ভূবোম্বিনী পত্রিকা একাদশ কল্প চতুর্থ ভাগ।

Report of the ninth annual meeting of the
Indian association for the cultivation of
science.

ইউরোপীয় সখাচার

২০২ নম্বর ৩১ এ আসা হই। মৰ্ধ্য জৰ্জৰন পেকেট মলেয় মূল
৫০ টি তার গোলযোগ জন্য জৰ্জৰন কিছুমান বিচলিত হ'ল। উল্লেখ
এখানে যে ৩৩৩৩৩৩ ৩৩৩৩৩৩ ৩৩৩৩৩৩ ৩৩৩৩৩৩ ৩৩৩৩৩৩ ৩৩৩৩৩৩
কুলাস আমনও ৩৩৩৩৩৩ ৩৩৩৩৩৩ ৩৩৩৩৩৩ ৩৩৩৩৩৩ ৩৩৩৩৩৩ ৩৩৩৩৩৩
ক লস হৰ ইবুবেগেনের সমস্ত গোলযোগের মূল।

তির্যোদা ৩১ এ আসে। প্রিন্স আলেকজান্ডার
 এখানে আসিয়াছেন এবং অস্ত্র সন্ধানের সহিত অস্ত্র
 চাইয়াছেন। সোভিয়েত কবিগণ যে প্রতিশোধ প্রিন্স
 আলেকজান্ডারের সিংহাসনচ্যুতিতে লভ হিলেন, তিনি খ্রী
 গদর্শনকে কর্তৃক অস্ত্র চাইয়া হিলেন।

তিনিই হলেন ৩১ এ অক্টোবর ১৯৭১ সালের ১১ নভেম্বর জাতির
আজ্ঞা, এটি -৩০ টীম ৩০০ ৯ খানি সূত্র জাতির প্রেরণ ১৯৭১
এ৭২ টীম সেবারা চক্রেবেণে ভীয়ে নামে। কিন্তু কোথায় বাসী
এই দের কার্যে যাওয়া দেখে।

যে য ১ জা সেপ্টেম্বর। উক্তর কোর্টন, চৌম এনং 'সাধারণ'
নামক দু'মে প্রিন্সিপালকে ১৯১১ ক ১৯১২।

[illegible]

গল্পন। তাঁ সেপ্টেম্বর। কল্যাণে কামদেব সন্তান সেফ
সাতের এতটা প্রভাব করেন যে, বেলাকাটে যাওয়া রক্ষা
নুতন কাব্য প্রণালী স্থাপন করত। সার্বভৌমিক হস্ত
ও উপলক্ষে গেলেন, যত্নে বা রক্ষা কামদেব বেলাকাটে
হাস্যময় অনুসন্ধান শেষ করেছেন, সন্তান তিনি এ সম
কেন কথা বলিবে না।

গভর্ন ৩ এ। সেন্টেবর, কল; ৪ রে সেক্টেব সাফেবের এড
অব্রাহাম টাইল; ৫ পাইল; ১২০ অব ডাইর বপকে এণ্ড ১২০
পকে ২৩ ৫৫; ৬ ৫৫ ৫৫ ৫৫ ৫৫ ৫৫ ৫৫ ৫৫ ৫৫ ৫৫ ৫৫ ৫৫
এ. ৫ ৫৫ ।

যোম ভুল্লর এবং হাতি কালিণ কবচসু সত্তার কার্যের এ
নিত্যকৃত্তর কাকতের। বহালকর সকাগ্রে টাণ্ড ক
প্রজ্ঞান উৎপন্ন অমৃতক, এবং আত্মরূপের বিষয়ে পদার্থমণে
সর্বদে মনোযোগ গজরা কষ্টীয়। পার্শ্বের নাহেব এই প্র
তথ্যপন কারতের বালরা মৌলিক দিত্তর।

সংগঠন সম্মিলন বালভেইন জাতির লিট ট
 খাইয়া গ্রন্থ আলেফজাতির সংগঠন পরিচালক বদন
 গুজরাতে কবির মজার জাতির অধ্যক্ষ সেক্টর
 সাজেব বসে যে বসে বসে। হীরাবের অধিনায়ক
 সাজেব হইতে অধ্যক্ষ পাবে হুজুরের শাখা
 কবির, ট ইমস যে এই সংগঠন দিখাইছেন
 সাজেব বদন পান হাই।

কলিকাতার ক্যাথলিকরা বোরাণীর বাজীর
সম্মুখে কয়েক বৎসর চাইল এইরূপ আর একটি
ঘটনা হয়। একজন মুসলমান কসাই একটি
গাভীকে খস করিবার জন্য লইয়া বাইরেছিল।
গাভীটা বোরাণীর বাজীর সম্মুখে গুইয়া পড়িল।
৩৪ জন কসাই অবতরত বেড়াষা করিতে লাগিল।
সকলে মিলিয়া গরুটিকে বহুলা ভুলিবার চেষ্টা
করিল—গাভীটা উঠিল না। সে বেশ মৃদু স্বভাব
পরম ধর্ম্মশীল। হিন্দু রমণীর আশ্রয় পাইবার জন্য
উভারভারের সম্মুখে পড়িয়া রছিল। জমাগত
বেড়াষা করিতে করিতে অনেক হিন্দু লেখা-
সনাগত ছইয়া নিবারণ করিতে লাগিলেন। পা-
ওয়ার ডাছাঘের কথা কথিত মা কবিয়া গরু-
টীর উপর পৌঁছন করিতে লাগিল। আমাদের
কোন বহু বর্নন করিলেন সে অবস্থায় গাভীটির
হুই চক্ষু কিয়া বাওকিই অন্ধর দ্বারা পড়িতে
ছিল। বোরাণী ঠাকুরানীর জৈনক কৃত্য কর্ত্তর
নিকটে গিয়া এই বিবর মিথবন করিল। কর্ত্ত
মিলিলেন বহু মূল্য চার, ও বহু লাভ চার দিয়া
গরুটিকে বাজীর ভিতরে লইয়া এস; কৃত্য মুসল-
মানদিগের নিকটে এই অস্বরোধ করিয়া অনেক
পৌঁছনোড়ি করিতে লাগিল—কর্ত্তেরা কোন
মতেই স্বীকার করিল না। পরে বোরাণী আহবান
করিলেন মুসলমানদিগকে দূর করিয়া দিয়া গাভী
টিকে বহুপূর্বক বাজীর ভিতরে লইয়া এস, এ
উদ্যমে যদি আমার বখাসকর্ম্ম দ্বারা তাড়াও কিবা
উদ্যার দ্বারা লেগণ আহবান পাইয়া মুসলমান
দিগের উপর আক্রমণ করিল। হিন্দুর ভায় মুসল-
মানেরও বলবল সংগৃহীত ছইল। তখন তরাম
দ্বারা উপস্থিত। এই অবস্থায় রানীজীর একজন
দ্বারবান গাভীটির বহু মূল্য করিয়া গারে তা
দিয়া বাজিল "আর মা আর" গাভীটা তখনই বে-
একা কর্ত্তর আর বহুতে পারিরা আপনা ছইতে
উঠিল এবং দ্বারবানের সঙ্গে রানীজীর বাজীর ভিত-
প্রবেশ করিল। পাছেরা অনেক চেষ্টার প-
অবশেষে একশত টকা লইয়া আসে হয়। চকে
উপর আমাদের আরাধ্যা দেবীর উপর এ
অভ্যাচারটা হয়—কুকের ভিতরে বেশ শেল বিধি
হয়। হিন্দুরাজগণ তোমরা কি গবর্ণমেণ্টে অ-
রোধ করিয়া এই হত্যাকাণ্ডটা উঠাইয়া দি-
গার না?

প্রায় এক বৎসর অতীত হইল 'সবী সমিতি' নামে কলিকাতায় একটা সভা স্থাপিত হইয়াছে। উক্ত সভা কেবল কলিকাতার ভিত্তি বহিঃসীমা সভা জেনিফর হইতে পারিবে। অন্যথা স্থানীয় বিবদ ও বালিকাগণকে শিক্ষা দিবার জন্য এই সভা স্থাপন করিয়াছে। আমরা আশা করি হীমতীনা আলিকা ও বিবদগণের এই সভা হইতে লাভবান হইয়া যাবেন।

বাবু সংবাদ।

বরদার গুইকুমার এ বেনীম রাজকুমারের মধ্যে উদ্ভবশীল ও উদ্ভবশীল। তিনি সপ্ততি বয়সে কলিকাতা বি. এল. বিভাগে পুস্তিকা শিক্ষার্থী-গণের বিজ্ঞান শিক্ষার উপায় করিয়া বিদ্যাহীন। তিনি বরদার অর্থকরী বিভাগ শিক্ষা দিবার জন্য একটা স্বতন্ত্র বিভাগে পুস্তিকা উদ্ভাবনী হইয়াছেন।

অর্থকরী বিভাগ শিক্ষা দিবার জন্য বোম্বাই-শিক্ষণ উদ্ভাবনী পুস্তিকা লাভিরাছেন। রিপণ নোমো বয়সে কলিকাতা জমা আদায় তদারকীত। ব. টাঙ্গা বামসেট জিজ্ঞাসিত কলিকাতা সংগৃহীত হইয়াছে। জালাও লইয়া অর্থকরী বিভাগ শিক্ষাব্যবস্থা করা হইবে।

অতীতের রেলওয়েতে প্রায় ৩০০০ রমণী চাকরী করিয়া থাকে। বেসকল রেলওয়ে কর্মচারী বেস-ওয়ে কাগজ করিতে কবিতা শুদ্ধতাগ করিয়াছে। উক্তা সকলেই উদ্ভাবনী আদায়। ইহার মাসিক ৩ পাউণ্ড হইতে পাঁচ পাউণ্ড করিয়া বেতন পাইয়া থাকেন।

গত ২৩ এ আগস্ট ১০০ বোম্বাই ওয়াশ সৈন্ত উদ্ভব জাই নামক স্থান অধিকার করিয়া অনেক পানিত পত্র কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে। মালানভিতে অস্থানীয় পথ আক্রমণ হইয়াছিল।

কালে কিছু দিন হইল তদারকী বড় হইয়া গিয়াছে। অনেক লোকের প্রাণহানী হইয়াছে। অনেক বাড়ীঘরও ভূমিসাৎ হইয়াছে।

বিলাতের আরম্ভ ইনডিউস্ট্রিটের বি. ডি. থান সৌখীনী মানস জনৈক ব্যক্তি মলীয়া অকলে একটা পিতলের কারখানা খুলিয়াছেন। প্রকৃত উদ্ভবিত একটা নুতন চিত্র।

কেহ কেহ বলেন লর্ড ডফ্রিন টাঙ্গা পাথর উপর বড় চটা। কলিকাতার মাটোয়াস একটাও টাঙ্গা পাথর খুলাই নাই। ইউরোপীয়দিগের গ্রীষ্ম

কাল টাঙ্গা পাথর না হইলে একদণ্ড টাঙ্গা মা। এই জটাই হুঁকি লর্ড ডফ্রিন সিমলা বিহারের এত পক্ষপাতী।

বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার বলেন লর্ড ডফ্রিন নীচাই ভারতবাসী ও বেনীম যুক্তাধিকার সম্মুখে গবর্ণমেন্টের নীতি ও উদ্ভাবনী সম্বন্ধে এমন কতক গুলি বিষয় প্রকাশ করিবেন যে আর কাভাডেও সে জন্ত উদ্ভাব উপর বিবক্ত হইতে হইবে না। বাবু প্রতাপচন্দ্রের কথা সভা হটক ইচ্ছা আদায়ের আশ্রয় কিন্তু বেধানে পীড়ন সেখানে মজুমদার বাবু আমাধিকারকে কিরূপে সম্বলিত করিবেন হুঁকিত পারি না। বাবু প্রতাপচন্দ্রের ধর্ম কথ্য কি হুলাস হারে সিংহাছে। এ কঠোর রাজনীতির আলোচনা করিবার জন্য উদ্ভাব সিমলায় থাকিবার প্রয়োজন নাই। তিনি পর্যন্ত হইতে মাঝিমা আমিতা ত্রাণ মল্লিকের বেনীম উপর ৬ ইঞ্চি দূরে উপবেশন করিয়া বক্তৃতা করুন, কাভাডে বরং লোকের অনেকটা উপকার হইতে পারিবে।

কন্যা দার বাবাকুমারের সিপাহি সৈন্তেরা হুত ভোজন বন্ধ কবিয়াছে। তাহাধিকার বসবে জন্ত এখানে বী দেওয়া হইয়াছিল, সিপাহিরা তাহা ফেরত দিয়াছে। বী মা খাইয়া সৈন্তেরা কত দিন হাঁচিতে পারে? গবর্ণমেন্ট কি অন্ততঃ সৈন্তের জীবন রক্ষা করিবার জন্য চর্মী মিজা বিহারে করিবার উপায় বেধিবেন না?

বিবাহ কার্ণে গবর্ণমেন্ট হাফাতে চন্দ্রকেপ না করবেন সে জন্য অনাস্থ্যবল রাও সাহেব ডি. এন. মাল্লিক একটা সভা করিয়া গবর্ণমেন্টের নিকট একখানি আবেদন পাঠাইতেছেন। সভায় বক্তার লোক সংগৃহীত হইয়া থাকার করিয়াছেন।

গত ১ ই জুলাই সেসন অধিবেশনে কলিকাতা-বির আপিল শুনিবার দিন ছিল।

উদ্ভাবী হুতে উদ্ভাবী মেজি বড়লাটের নিকট আবেদন করিয়াছেন যে উদ্ভাবী। উদ্ভাব পক্ষে অস্বাস্থ্যকর স্থান। এখানে উদ্ভাব শরীর অসুস্থ হইয়াছে, উদ্ভাবকে অন্যত্র থাকিবার ব্যবস্থা করা হউক। তিনি ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের সহায়তা করিয়া পলায়নপর থিবকে ধরিয়া দিয়াছেন উদ্ভাব উপর এ নিগ্রহ করা উচিত নহে।

পিপলুম বজাট বলেন আগামী ১ জা এপ্রেল হইতে সার মিলিল গ্রিকিন পজাবে বর্ণের হইবে।

পজাবের টীক কোর্টে আর একজন জন্ত নিযুক্ত হইবে।

আনন্দ বাই বোসী আমেরিকা হইতে বিলাতে

হাটতেছেন। সেখান হইতে তিনি নবেম্বর মাসে ভারতে আগমন করিবেন।

জনরব বে পঁজাবে বেনীম তাহার বে গ্রেজ. চ. বাজক বিজ্ঞানমণ্ডলী প্রচারিত হইয়াছে, বেনীম অংকিত তাহাও জটা।

আলিগড়ের মুসলমান পুস্তকালয়ে মহারানী ভারতবাসী তাহার অঙ্কিত হুইখানি পুস্তক দান করিতে স্বীকার করিয়াছেন। মহারাজী আমাদের বক্তব্যবেব পাত্রী।

ডা.মা. হটতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেনঃ— ডা.মার মিল প্রবেশ সম্বন্ধে জলাকীর্ণ হইয়াছে। এক ব্যক্তি হইতে অন্য ব্যক্তিতে হাটতে হইলে বোঁকা করিয়া হাটতে হয়। প্রাণের জন্য বাবসা বন্ধ হইয়াছে নদী বক্তার তীমারের বোট প্রবেশ কবিতেছেন। এমন প্রাণে কখনও বেধা যায় নাই।

কন্যা দার বাবু লালমোহন বোম্বাই আধুনী নবেম্বর মাসে ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিতেছেন। তিনি মহাসভায় প্রবেশ করিবার উদ্ভব পরিভাগ কবেন নাই। সপ্ততি অর্থকরী উদ্ভাবকে দেশে ফিরিয়া আসিতে হইতেছে। গত নির্বাচনে-পলকে উদ্ভাবকে বশ সন্তান মুক্তা ব.র কবিতা হইয়াছে। এখন ভারতবাসী উদ্ভাবকে সহায়তা না করিলে আবার উদ্ভাব বিলাতে যাওয়া বন্ধ হইবে।

হাফাতে বৎসরের ভিতর হুইবার করিয়া এন্টেল পবীক। লওয়া হয় বে.খাইবাসিগণ তদন্ত গবর্ণমেন্টের নিকট আবেদন করিতেছেন। কলিকাতায় এরূপ একটা আন্দোলন করিলে ভাল হয়। প্রবেশিকা পরীক্ষা বিধিবিধানের প্রবেশেব পরীক্ষা। ছাত্রগণ সহজ হাফাতে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পাবে তৎপক্ষে চেষ্টা করা কর্তব্য। অনেক বুদ্ধিমান বালক সামান্য কারণে পরীক্ষায় অগ্রতকর্ষ হইয়া থাকে। বৎসরের ভিতর হুইবার পরীক্ষার বিধান থাকিলে তাহাধিকারকে অকার্যেব ছরমাস বসিয়া থাকিতে হয় না। বিলাতে বৎসরের ভিতর অনেকবার প্রবেশিকা পরীক্ষা লইবার বিধি আছে। এখানেও তাহা প্রবেশ করা উচিত। বে.খাইয়ের ভায় কলিকাতাতেও এইরূপ আন্দোলন করা কর্তব্য।

ভারতের রাজন্যবর্গের মধ্যে অনেককেই বিপ্লবিক ও বহু পত্রিক। কেবল গুইকুমারই নাকি এক পত্রিক।

মহারাণাসী লক্ষণ দাস মহাভারত ইংরাজীতে অনুবাদ করিবার জন্য বাবু প্রতাপচন্দ্র রায়কে ২০০ টাকা দান করিয়াছেন। 'লক্ষণ দাস আমাদের বক্তব্যবেব পাত্র।

বেঙ্গলগড় চইতে সহযোগী বেঙ্গলীর একজন বাহাদুরী লিখিয়াছেন— গত ১২ ট আগস্ট ৯ বৎসরের একটি বাংলা আসামী বালক সিকটে কমিসনার লী সাহেবের নিকট উপস্থিত হইল। বালকের পৃষ্ঠ ৩ মিডল দেশ চৌকী বেরা হইতে চিকছিল। সে খেল পূর্ববিনস সহাব মরচা—বাগানের নিকটে ডাকার করেতী গাতি দিতেছিল। ৫১—গাণেশের সাহেব গাতি গুলিকে ডাকার বাগানের সীমাব তিতর আনিবার জন্ত ডাকার চৌকিয়ারকে আহবান করেন। বালক খুশি হইয়া সাহেবের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি বালককে পের ডাবা বালককে দ্বারা আঘাত করেন। বালক প্রচার খাটতে খাটতে অচেতন হইয়া পড়িতে পড়িয়া যায়। কিছুক্ষণ পরে বালকের পড়া এই পাশব অত্যাচারের কথা শুনিয়া সাহেবের নিকট আসেই সাহেব ও ছাত্র শিষ্টাচার প্রচার করিয়া ডাকার সমুদেব হইয়া হস্ত তালিয়া বের। প্রচাপ্ত উত্তরে লী সাহেবের নিকট নাগিস করি-
ছে। প্রত্যক্ষার উপর সমন করা হইয়াছে। লী সাহেব অভিচারক। আশা করি তিনি আমা-
রগকে হতাস করিবেন না।

“মাস্ত্রাজমল” বলেন একজন ব্যারিষ্টার ডাকার নিকট বক্তৃতা করিত করিত সভায় ডাকার বক্তার তিতর হইতে ধুম নির্গত হয়। ব্যারি-
ষ্টারের পকেটে একটি বিলাতি বেললাই আপনা
পনি জলিয়া উঠিয়া ব্যারিষ্টারের পাটনে অগ্নি
বিরা উঠিয়াছিল।

পৃথিবীতে একশত চল্লিশ কোটি লোকের বাস।
স্বাধীন সকলকে দীর্ঘে প্রভেদ দশ মাইল বিস্তৃত
গানে একত্র করা যায়। আর এই দশ মাইল
বিস্তৃত স্থানে তাহাদিগকে অল্পে বসিবার স্থান
দেয়া, একজন লোক টেলিফোনের সাহায্যে
সকলকে বক্তৃতা শুনাইতে পারে।

কুমার নীলকমল স ইল এসোসিয়েশন ১০০০
টাকা দান করিয়াছেন। তিনি আমাদের ধন্যবাদ।
১০ কুমারস পালের জীবনী লিখবার জন্য ছোট-
লাট টমসন সাহেব বাবু রানগোপাল সান্নালাকে
২৫ টাকা সাহায্য করিয়াছেন। এইত লাসন
কর্তব্য উপযুক্ত কার্য।

পাঠক অবগত আছেন ঢাকা মিউনিসিপালিটি
চইতে ছোটলাট টমসন সাহেবের ডাকার ওতা-
গমনোপলক্ষ ২০০ শত ৭০ টাকা ব্যয়িত হয়।
১৭৭৭ নিগাসী প্রমথকুমার বসু নামক জনৈক কস-
লাতা এই টাকা অর্থক ব্যয় হইয়াছে বলিয়া মুন
সেধ আদালতে নাগিস করিয়াছেন। মিউনিসি-

পালিটার কমিশনরেরা এই মকদ্দমা ঢাকাইবার
জমা লিগ ল রিমান্ডালারাক একজন সরকারি
টকিল পাঠাইতে পত্র লিখেন। লিগাল রিমন্ডা-
লার নাকি বলিয়াছেন যে কমিশনারগণকে মিল
ধরতে মকদ্দমা ঢাকাইতে চাইবে। উপযুক্ত কথাই
হইয়াছে। এখন মুনসফ বাবু মির্জিকর ও
কর্তব্য নীলজার পরীক্ষা হইবে।

কন্যা বসু কমিকাতা তেলুগু অফিসার ডাক্তার
সিমসন সাহেব ডাকার বোগপ্রদ মরণোন্মুখ ব্যক্তির
কট্টাঙ্গুল তুলিয়াছেন। কথাতী বহি সত্য ভয় ভব
শান্তিকই বস্ত্র রূপাব বিমল। ডাকার সিমসন ও
বহি কর্ণেল রূপারের অঙ্গসরগ কারন সভাসমাজে
পাকড়ের আব ততাবর চইল কি লকারে?

বিলাতে বাইবার জন্ত বে পরীক্ষা লওয়া কর
ডাকার ও দী রুতি মির্জিক চইয়াছে। এবার
চইতে পরিকোত্তীর্ণ ছাত্রগণকে আর মগন টাকা
পাতিত বিক না দিয়া বিলাতে বাওয়া আসার
গাতি ডাকার দেওয়া হইবে।

আরলাটে “ইউনাইটেড আরলও” নামক
একখানি সংবাদ পত্রের সম্পাদক বক্তৃতি চইতে
অবশ্যের বিতর্কগামের জন্ত কায়মন বাক্য চেটে
করিতছিলেন। তিনি সম্প্রতি আইরিব সোমরল
বিলের সংহার বেবিয়া হতাল চইয়া পরিত্রিত তত
পরিত্যাগ পূর্বক সমানী হইয়াছেন। সম্পাদক
সমগ্র আইরিব জাতির পূজ ব পাত্র কিন্তু ডাকার
হল্লের বল আরও অধিক বেবিলে আমরা পরম
আজ্ঞাহিত হইতাম।

বৈমিত্ত একজন পত্রের লিখিয়াছেন
মহারানী অর্ধমন্ত্রী বে বক্তৃতা পূর কলেজের ডাক
প্রদ কবিরাছেন এসংবাদটা মিথ্যা। আমরা পত্র-
প্রদকের কথা শুনি চইয়াছি হইলাম। মিথ্যা
সংবাদটা যাহাত সত্য তর মহারানী কি তাহা
ক’রবেন না? তিনি আমাদের পথম আরাধা
ডাকার কীর্তি ও অগনবীর। কলেজটি রক্ষা
কবিলে ডাকার গৌরব আরও বর্ধিত হইবে।

কটনসাহেব বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ কবিয়া
সাধারণের প্রিয়ভাজন হইতেছেন। সেমট
সভার অধিবেশনের সময় পূর্বে কোন সংবাদ-
পত্রের রিপোর্টার ক অপর কাহাকে ও প্রবেশ
কবিত হইয়া হইত না। এক্ষণে সেমট সভার
গত অধিবেশনে কটন সাহেবের অগ্রগ্রে আমরা
সভার বিপোর্টার পাঠাইতে পারিব। অপর
সাধারণের মধ্যে কেহ সেমটে প্রবেশ করিতে
ইয়া করিলে সেমটের রেজিষ্টারের অস্থমতি
প্রদ করিতে হইবে।

সকল রাজ্যেরই নাকি এম আছে। কেন্দ্র
পারসারাজ অধীন। সুতরাং পারস্যের সকল
রাজার মতো স্বাধীন।

রানী রাশমি এ.বিবরপ্রদ চইয়াছেন। গণ-
মেটের এবিবর ও কোর্ট অবওয়ার্ড জনীবারে
হাই।

উত্তর পশ্চিমের একটি সামান্য প্রেম বাজা-
রানিং বলিয়া এক জন জনীবার আছেন। ডাকার
প্রাসাদের সমুদেব এক দ্বিপ্রদ বর একটি রূপ-
বস্ত্র রমণীর উপর ডাকার লোভ দৃষ্টি পাত
কনার পিতা জানিতে পারিয়া ততাকে স্বাভাবিক
কবিয়া দেন। দুর্বৃত্ত বাজা অঙ্গসম্মান লইয়া
রমণীকে আনিবার জন্য সপত্র অঙ্গচর প্রেরণ
করেন। অঙ্গচবর্গ কন্যাকে আনিবার জন্য
অমেক চেটে ক’র কিন্তু কৃতকার্য না হইয়া
রমণীকে কাটিয়া ফেলে। আদালত ডাকার অ-
রাধ প্রমাণিত হয় মাই, কিন্তু গণমেটে বাজাব
রাজোপাধি কাড়িয়া লইয়াছেন।

ভগলী সেফুর উপর দিয়া পারাপার হইয়া
জমা আর নাকি মামল লাগিবে না। পোই
কমিশনরেরা নীতাই এইরূপ একটি ব্যবস্থা
করিবেন।

রাজসভাতে একটি জীলোক তুলিয়া মরিতে
ছিল। মাজিষ্ট্রেট সাহেব যখন সময়ে উপস্থিত হইয়া
ডাকার গাণ বাচাইয়াছেন। রমণী বলে ডাকার
অন্য ডাকাকে তরণ পোষণ করে না। মাজিষ্ট্রেট
সাহেব ডাকার আমীকে বিচারবীন কবিয়া
ছেন।

সংবাদদাতার পত্র

বারাণসী রহস্য।

আমাদের কোম পত্রের লিখিয়াছেন—ম
ভীর্ণ কানীকেডের বাজালী সমাজের দুর্ভাগ্য
দুর্ভাগ্য বিবরণ গত ২২ এ আবারের সোমবারে
সামান্য মাত্র প্রকাশ করিয়াছি। তাহাতে পাঠ
পত্রের কানীর বিবরণের কৌতূহল নিবারণ হয় না
তরিবারার্থ অন্য আবার লেখনী ধারণ করিলাম।

পূর্বে এই কানীবাসে বাজালীর সংখ্যা অত্য-
ছিল, এখন সংখ্যা দশ ওয় দ্বি হইয়াছে। দু-
বিবরণ প্রকৃত বার্ষিক ও ভীর্ণবাসীর সংখ্যা অ-
কম। অধিকাংশই কুর্খাচিত, সমাজ তাড়ি
অবশ্য জাহিত বঙ্গলাজের আশ্রয় মিলজি তা
কুর্খা মগন ও দিল্লীর উদর পোষণেব আশ
কানীবাস করিতে আইসে। এই জেলীর লো

[illegible]

‘বাকী’ বইতে বিজ্ঞান করিয়া একাকী থাকে
 কীভাবে করে । ‘এক’ বইতে একাকী করে
 ‘পা’ বইতে ‘পা’ বইতে ‘পা’ বইতে ‘পা’ বইতে
 ‘ক’ বইতে ‘ক’ বইতে ‘ক’ বইতে ‘ক’ বইতে
 ‘ক’ বইতে ‘ক’ বইতে ‘ক’ বইতে ‘ক’ বইতে
 ‘ক’ বইতে ‘ক’ বইতে ‘ক’ বইতে ‘ক’ বইতে
 ‘ক’ বইতে ‘ক’ বইতে ‘ক’ বইতে ‘ক’ বইতে
 ‘ক’ বইতে ‘ক’ বইতে ‘ক’ বইতে ‘ক’ বইতে

গত নাম দানে শূন্য বক্তব্যের ভুলতা কলিকাতা প্রাচীন বাসিন্দা এক জাতিগত তত্ত্ব—অন্যদিক তত্ত্বগত ও এক প্রকার সমাজিকভাবে এখানে আশ্রিত উপস্থিত হইলেও এবং কলিকাতাবাসী বিখ্যাতনামা অগ্নি সাধুদ্বারা প্রতিষ্ঠিত শিবালয় বাগীচে হুইট হুইট ডাটা লাইট নাম করিলেন। জাতিগত তত্ত্ব কারণ কলিকাতা বিদ্যা। জাতীয় তত্ত্বগত বৃত্ত : আশ্রিত। পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া সুস্থিত করিয়াছেন। পড়া বক মাই, এই বক্তব্য গত পরীক্ষার সময় বি. এ. পরীক্ষা দিতে ইচ্ছা করিয়া তিনি একজন শিক্ষিত বৃত্ত। আশ্রিত ভেদেও রচিত প্রথম প্রাচীন বাসিন্দা যে আশ্রিত ভাবে পরস্পর ভাই-ভগ্নীরূপে বিবাহ করিয়া কলিকাতা গণ্ডাধীন করিয়াছেন, তিনি সমস্ত বাস যোগাধিরা পথের অবিকারক অল্প প্রাচীনতাকে সঙ্গে বিবাহিত। প্রাচীন ও শিক্ষিত বৃত্ত নামী ঠাকুরাণীকে রাখিয়া চাকরাণী আদি বক্তব্য করিয়া বাসিন্দা পরে চলিত গোলম। জাতিগত তত্ত্ব উক্ত উদ্য হইয়া একাকী থাকিলেন। বিবাহের গর্ভ সাধারণের চক্ষে কেমন কেমন বোধ হইবে বলিয়া হুইট হুইট হুইট পরিচালিত হইলেও সত্যের উৎপাদনের পথে কষ্টকর করিয়াছেন। প্রথমতঃ বক্তব্য কলিকাতার গণ্ডাধীন, তখন পূর্ববক্তব্য তদা হইয়া অবশেষে পথের করিলেন। এই বৃত্তি অনুসারে বিবাহ জাতিগত সমস্ত জাতিগত সমস্ত সাধারণের থাকিলেন। উপস্থিত বক্তব্যে কলিকাতার ছুটি প্রাচীন হইলেই কলিকাতা বেধিত আশ্রিত। হুইটের বিবাহ প্রাচীনতা প্রাচীনতা টেন্ডেই সুস্থিত সমস্ত বক্তব্যের বলিয়া গর্ভ মত করিতে ইচ্ছা করেন মাই। অধিক আশ্রিত ভেদে আশ্রিত, তাই তত্ত্ব ভাবের সমস্ত ও একতর বক্তব্যে অল্প অল্প বিবাহ বিবাহের প্রাচীন হইলে গর্ভমকার হইয়া একটা অনুষ্ঠান করিলে, বৃত্ত বিবাহ ইচ্ছার সহজতা ও গুণ বৃত্ত সাধুদ্বারা অধিক একটা গণ্ডাধীন করিলে, প্রাচীন বিবাহিত সমস্ত সমস্ত প্রাচীনতা চাক বক্তব্যে প্রাচীনতা চি টি করিলে, এই জাত কলিকাতা হইতে পুরে বাসিন্দা

[illegible]

বঙ্গদেশের বঙ্গোপসাগর বিস্তৃত সমুদ্র হ'ল
 এক অবিভক্ত। অতীত যুগে ধারণা করিয়া, লোকমি
 হইতে পরিজ্ঞানের অভায়ে স্বার্থ জন্মের ন
 কানী আসিয়া উপস্থিত। যখন জনের এক পু
 আসব করিয়া কোক ত্রীলোকের হস্তে লাগল পা
 মের জরাজীর্ণ করিয়া একাকী অবশেষ প্রত্যা
 করিলেন। যাহা হইতে জাহাজে টাকা কান
 পাঠাইতেছেন, আর এতীজ্ঞান বিকটে পু
 লালিত লালিত ও বর্জিত হইতেছে। কিছু বি
 গণের বিবরণ বিবরণ সম্পত্তির উত্তরাধিকারির জন
 গোষণপুত্র গ্রহণের কপাল হইয়া করিয়া কান
 হইতে অমর্ত্যজাত পুত্রটিকে জাহাজে সাধারণ
 বস্তক গ্রহণ জাহাজেইলেন। পাঠক দেখুন ক
 কেনস কারুণী। কেনস চাকুরী। কাল প্রভা
 কানী দুর্ভাগ্য সাধনের শ্রাম হইল। ইহা কি ক
 পণ্ডিত, পণ্ডিত বিবরণ

কমিকাজা আইকোটের জনৈক উকিলবাবু
 বিবধা কলার-আইবর সর্ভ মকার বেধিয়া এখানে
 পাঠাইল নিম্নে। হুজুরী নব্বাকালে এক পুত্র
 প্রসব করিল। উকীলবাবু সপুত্র কলারকে কোণ
 আনিতে পারিলেন না। হুজুরী কালীবাস
 করিতে অস্বস্তি বিশেষ এবে জীবিকা নির্বাহের

বিজ্ঞাপন।

নিউ হোমিওপ্যাথিক হল।

এস. সি. বিশ্বাস এণ্ড কোং।

৪৭ নং সীতারাম বোমের ট্রিট কলিকাতা।

বিক্রয়

টিকিট। ঔষধ।

উত্তম উত্তম পুস্তক, পকেট-বক্স, থার্মামিটার ৩০ শিলির বাত্মিক ও আত্মস্থিক ঔষধসমেত ২২ শিলি কর্ক চামড়া প্রভৃতি সমস্ত আনন্দাঙ্গীরা ত্রাণ উৎকৃষ্ট, জার্মানি ও আমেরিকা হইতে আসিবার। গৃহচিকিৎসার উপযোগী ব্যবহার্য বাত্মনা পুস্তক এখানে পাওয়া যায় এবং প্রচুর প্রমাণ সংগ্রহ-পত্রের ও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা সকলের বিশেষ প্রসংসিত "সদৃশ বিধান তত্ত্ব বা হোমিওপ্যাথিক কি?" নামক উৎকৃষ্ট পুস্তক আমি কেবল আমাদিগের মিকট ডাকমাণ্ডল সহ ১.১০ এক টাকা আর অন্য দু'লা পাওয়া যায়। এলাউটা ও গৃহ চিকিৎসার জন্য সকল রকমের ঔষধ পূর্ণ বাত্ম বিক্রয়ার্থ সর্বত্র প্রস্তুত থাকে।

ক'থক বৎসর হইতে লত পত রোগীর আরোগ্য হ'ল। বিশেষ পরীক্ষিত সর্বপ্রকার ম্যালেরিয়া হ'ল। পাস্তিকারক উৎকৃষ্ট হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প'স্থাপনসহ ১৩ টাকার দু'লা ১.০০ এবং বহুদূর পীড়ার বিধাত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবস্থাপন সহ দু'লা ১.১০ বেত টাকা। ইহা কেবলই আমাদিগের দ্বারা প্রস্তুত হয়। ডাক্তার কুর্নিব এসিড কপুটের ক'থক ব্যবস্থাপনসহ দু'লা ১ আমাদিগের মিকট পাউচেন।

নফ'লব অর্ডর বাত্মব সচিত ডায়ালগেবল পার্শেল দ্বারা শীঘ্র পাঠান হয়।

—৩৩—

হোমিওপ্যাথিক ড্রেনথালর।

জে. এন. ডট্টাচার্য এণ্ড কোং।

এখানে ক্রমাগত কয়েকখানি জাহাজে ৩০ম আমেরিকা ও জার্মানি হইতে বিস্তর হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, পুস্তক, কর্ক শিলি বস্ত্রা ব আনিত হইয়া চলত দু'লা বিক্রয় হইতেছে। এগেস এসস:ইকো পিডিয়া দু'লা ১.০০ জামিমান মেঃ পিট্টবা দু'লা ২.৪০ প্রভৃতি বড় বড় পুস্তক পাওয়া যায়। বিলাতি ২.০০ কম ১.১০ মালারুট ১.৭০ নিরুক্রম ১.০০ এবং ২৩৭৭৭০ বিসাদে বিক্রয় হয়। ২২ শিলির ওলাউটার বাত্ম পুস্তক ৪। এই ক'থকসহ ৫ ও সাধারণ চিকিৎসা পুস্তক সহ ২৪ শিলির ৮।, ৩০ শিলির ১০

৪০ শিলির ১৪.৪৪ শিলির বাত্মিক ঔষধ সমের ১৬ ৭২ শিলির বাত্মিক ঔষধ সমের ২২।২০০ শিলির উৎকৃষ্ট বাত্ম পুস্তক ও থার্মামিটার সহ ৮.০০ থার্মামিটার ৪।০৫ (ক'থকসহ বিতরণী) সমস্ত বাত্মব সচিত পুস্তক ও কোটা মালিয়ার বস্ত্র পাওয়া যায়। টিকানা ১১৭ নং বহুবাজার ট্রিট কলিকাতা।

জামকীনাথ ডট্টাচার্য—মালিকার।

—৩৩—

১৮৭৪ অব্দে স্থাপিত।

শরচ্চন্দ্র দত্ত এণ্ড কোং।

৮৫ টি ওপা থিক ঔষধ।

প্রস্তুতকারী।

কলিকাতা মফ'লার এবং হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারদিগের মিকট চট্টো ঔষধের উৎকৃষ্টতা সম্বন্ধে প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

মূল্য সুলভ।

ওলাউটা চিকিৎসার ১২ শিলি ব্যবস্থা ও কপুটের আরক সহ ৫ টাকা।

গৃহ-চিকিৎসার ২৪ শিলির বাত্ম বাত্মনা পুস্তক সহ ৮ টাকা, ২ শিলির বাত্ম ১০ টাকা।

সাধারণ চিকিৎসার ৫১ শিলি ঔষধের বাত্ম ব্যবস্থাসহ ১৮ টাকা।

ডাক্তারদিগের উৎকৃষ্ট বাত্ম ২৫ টাকা, সম্পূর্ণ ঔষধপূর্ণ বাত্ম ৫০ টাকা।

উৎকৃষ্ট বাত্মনা সচিত দু'লা নিরুপপনত্র বন। দু'লা প্রাপ্য। টিকানা ৫৫ নং কলকাতা ট্রিট কলিকাতা।

—৩৩—

চিকিৎসা-প্রকাশ বস্ত্রের

পুস্তকালয়।

১৮৯ নং বহুবাজার ট্রিট, কলকাতা ডাক্তার জীবনাথ মুখোপাধ্যায় দ্বারা ব্যবহার্য পুস্তক এখন হইতে এই পুস্তকালয় থেকে বিক্রি হইবে। এজেন্ট দ্বারা আর বিক্রি হইবে না।

উৎকৃষ্ট

সরল ভৈষজ্য-প্রকাশ

অর্থাৎ

সহজ মেট্রিয়ার মেডিক

১ম ভাগ।

গৃহস্থ ও পাড়ারগোষ্ঠের ডাক্তারদের জন্যে

প্রকাশিত হইয়াছে।

মূল্য ১২ পেজি ৩.০০ পৃষ্ঠার বেশী।

মূল্য ১৪.০০ টাকা; ডাকমাণ্ডল ১.০০

এ পুস্তকালয় পাওয়া যায়।

প্রাপ্যেরনাথ মুখোপাধ্যায়

মালিকার

—৩৩—

" বাত্মবোর্মেলার প্রত্যক্ষ পরীক্ষিত। "

সুখাবিদ্ধ সুখাবিদ্ধ।

ইহা সেদ'ম বাত্মবোর্মেলার, অল্পবয়স্ক জনের হিষ্কার শৈথিল্য, শুক্রবৈকল্য, অল্প উৎকৃষ্টতা, শুক্রপাত ও অতিরিক্ত শুক্রবর্ষ এবং তন্ময় শিরোপীড়া, শারীরিক দুর্বলতা, অরুণবর্ণিত তীব্র মাসিক বিষমতা, হাত পা ছালা ও শুক্র তরল্য প্রভৃতি এক বাস মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হইয়া শুক্র অত্যন্ত গাঢ় ও ধারণা শক্তি অল্প পরিমাণে হ্রাস পাইবে। এমন কি ইহা সেদ'ম মালসার সমস্ত উপকার কর্ণে। ইহা যে সকল প্রকার বাত্মর পীড়ার এক বাস মধ্যেই তাৎক্ষণিক অনেক প্রশংসাপত্র রহিয়াছে এবং এই ঔষধ আরোগ্য হইয়া অনেক পুরস্কার দিয়াছেন। এ মালসার ঔষধ এক শিলি ২.০০ টাকা ডাক মাণ্ডল ১.০০ আনা।

দাদের মহৌষধ।

" কত ও চর্মরোগের মচোপকারী। "

এই ঔষধ ব্যবহারে ছালা বস্ত্রনা নাই, অল্প বে প্রকারের দাঁত হটক না কেন ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আরোগ্য হইবে। দাঁত কোচনাথ, বিধাত, শুক্র বাত্ম, ছুলি (ছোব) পারার বা, খোস, পাঁচড় গরমীর বা ও সর্বপ্রকার কত রোগ তিন দিবসেই মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। ইহা কত চর্ম রোগের অবার্ষ মহৌষধ। এই ঔষধে পার নাই ইহা সার্জন-মেজর কর্তৃক পরীক্ষিত। দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি এই ঔষধ ব্যবহারে কেহই নিরাশ হইবেন না। দু'লা প্রতি কোটা ৪.০০ আনা, তিন কোটা ১১.০০ আনা, ছয় কোটা ২৪.০০ তজন ৪৪.০০ টাকা।

জিরাঙ্গুনার চর্মবর্তী।

ডাক. ৫ পাংনা।

—৩৩—

এই পুত্র কলিকাতার বকিং হোমার
ডাক হইয়া চাকরিপোতা সোমবকাল
জিন্দা বাবু প্রিয়মাণ চক্রবর্তীর দ্বারা প্রতি সোম
প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোম প্রকাশ।

৩০ খ ডান ।

“ মরশীমাঃ মরশীমিতায় যার্মিহঃ মরশীমী মরশীমিতায় ন মরশীমাঃ ”

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাসিক সমস্ত
১০ টাকা । অগ্রিম বার্ষিক ৫০ টাকা ।

১২৯৩ সাল । ৫ ই আশ্বিন । ইং ১৮৮৬ । ২০ এ সেপ্টেম্বর ।
৭ রিপনাক । ৫ ই আশ্বিন ।

অসমর্থ পক্ষ মাসিক সমস্ত বা বার্ষিক ৭
টাকা মাত্র । শিল্পক ও ছাত্রবিশিষ্ট
জন্য বার্ষিক মাসিক সমস্ত ৩৭-টাকা ।

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

অগ্নীয় পিতৃসেবের আদরের ধন এই
সোমপ্রকাশ সংবাদপত্রখানির মার্জ-
জীবন ও উন্নতি কামনার ‘মহানিধিত
মহোদয়গণের হস্তে অর্পণ করিলাম,
সোমপ্রকাশ গুরুদেবর অনুমতি হইয়া
নির্ভীক চিত্তে লোকসমাজে বিচরণ
করিবে। পাঠক, গ্রাহক, অনুগ্রাহক
সকলেরই আমরা সুখাপেক্ষা।

টুপি

লেখক

প ভদ্রবর
শ্রীযুক্ত ইন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাসাগর ।
অসমর্থল কৃত্যলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
পেনসন (কাউন্সিলমেন্টের জজ)
বাবু (এক্সেস বন্দ্যোপাধ্যায়
গবর্নমেন্ট মিটার।
বাবু উমেশচন্দ্র বসু বি, এ,
এফসিএস সিটিকলেজ ।

শ্রীযুক্ত বাবু রামলাল চক্রবর্তী
মিটার আলোপুর ।
সাময়িক লেখক ।
পাণ্ডা শ্যামলাল শাস্ত্রী এম, এ,
বাবু ইন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
পেনসন (এক্সেস এডাউটের)

নায়ে পাঠাইবেন না অথবা কার্যালয়ের
কোন কর্মচারীর নামে সোমপ্রকাশের
মূল্য প্রেরণ করিবেন না । অপর নামে
পাঠাইলে অধিকারীর হস্তগত না হওয়া
সম্ভব । গ্রাহকগণের সে বিষয়ে যেন
দৃষ্টি থাকে । ইহার পূর্বে যদি কোন
গ্রাহক আমাদের কার্যালয়ের কোন
কর্মচারীর নামে মনিঅর্ডার যোগে
টাকা পাঠাইয়া থাকেন এবং পূর্বেপূর্বে মূল্য
প্রাপ্তিতে প্রকাশ না দেওয়া থাকেন,
তাহা চাইলে তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া
আমাদের পত্র লিখিলেন এবং পোস্টের
স্বাক্ষরিত রসিদ আদি প্রমাণ করিয়া
অনুগ্রহীত করিবেন ।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার শর্ম্মাঃ

সোমপ্রকাশ অধ্যক্ষ ।

বৈদ্য জীবন।

প্রাচীন সংস্কৃত চিকিৎসা গ্রন্থ । নানাই ইহার
‘ভণেব পরিচয় দিতেছে । এই গ্রন্থের সমস্ত কবি-
তাই প্রায় চার্ব বোধিনী । কি গৃহস্থ, কি চিকিৎসক
সকলেরই ইহা জীবন অরূপ, এবং কাব্যমোদী-
নিগের বিশেষ আমলের সামগ্রী । আমরা এই
গ্রন্থ মূল, টাকা ও বিলম্ব বজায় রাখা সহিত প্রতি
মাসে ৪০ পৃষ্ঠা করিয়া খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করি-
তেছি । ছয় মাসে সমাপ্ত হইবে । পূজার পূর্বে
১ টাকা পাঠাইলে সমগ্র পুস্তক বেতন বাইবে ।

প্রেরিতপত্র

শোকসূচক পত্র

অগ্নীয়-বিদ্যাক্ষর-মহোদয়-মরণোপলব্ধিত
শোক-গীতঃ ।

বিদ্যাক্ষর । মূল ভং অরুণাচলসং পরাধারং
সংবাদবিভিন্নকরং সুনির্গণ্যং সংসখ্যমানং সখা ।
গভীরং শত-পাপ কুতি-মিকরঃ সংবেদিতং তীব্রং,
মুগ্ধং সন্ততি বজ্রবাসিনয়ন । তাত্, তবাক্রিৎ মূল্য ৪১
অশ্রুতং যদবস্তরং ক্রমতঃ ক্রমতঃ ক্রমতঃ ক্রমতঃ,
মামূল্যং পুণ্ড্রোপকল্পমিকরঃ সংবেদিতঃ মূসহঃ ।
ভ্রাম্যন্তরং প্রভাতসময় আসাগবন্ধা নবা,
আজীবনকরোক্তা বিবর্তি প্রভাতকীর্ত্তনমূসহঃ,
মেধিন্যাস্ত্রনিঃসারং পবনব্রোহ্মসকাহিরতঃ,
বেদীপা নহয় চিরান্নিকন্যামুগাতবানঃ পুরা ।
সৌম্যং মূর্ত্তিন্যং তবান্নকরং আব্রহ্মান্যঃ ক্রমতঃ,
অগ্নীয়োপকল্পা বতঃ পরদিনে পূজাং প্রকর্ত্তাং ক্রমতঃ,
নির্দ্বাভূতপগায়কঃ সিততমঃ ক্রমতঃ প্রমোদনঃ,
ভাতান্নম্ অরবন্ধা সোমইব যঃ সোমপ্রকাশস্তব ।
নিষ্ঠিকঃ কৃতকর্ম্মণোঃ সদসহোঃ দর্শকভেদিতঃ,
সূক্তোঃ সাধবতিষ্ঠতাং পরকৃত্যোঃ পূর্বেকীর্ত্তাং ক্রমতঃ

কস্মাচিৎ দোব-বেতোগ
নিবাসিনঃ ।

সোমপ্রকাশ সম্পাদকের পরলোক গমনোপলক্ষে
শোকপ্রকাশ ।

“সোমপ্রকাশ” আজি কেন কতাইন ?
নাহিক সে বেশ ছেরি বে মলিন ?
জ্যোতি তব কেন আজ রহিয়াছে ঢাকা ?
কলমবর যেন যেন শোকভূষণাখা ?
লীনবেশ বেধি, বিহরে ছবর ।
অনন্ত চিত্ত, মনে কর তব ।
বুঝি সর্বনাশ করেছে তোমার ।
আজ বুঝি নিবে গিয়েছে বিছার ।
বাব করে দীপ্ত, এ “সোমপ্রকাশ” ।
কবেছেন তিনি, অরণে আবাস ।
তাই ভাঙাকার বজের মাঝারে ।
শুনি শোকধ্বনি, প্রতি দ্বারে দ্বারে ।
কোথা গেলে আজ, তা বিভ্রাক্ষয়ণ ।
জিয়ারকানাথ, বজের রতন ।
পিতার বিরতে, বত পুত্রস্বর্ণ ।
জন্মের হৃদিত কাটার গগন ।
কুকারিকা কাঁধে কাঁধে তত্বরে ।
ছবি বহি অক্ষর বর বর করে ।
কাঁধ বজবানী, বিদেশী বাহার ।
হারিয়ে ছুবধ, শোকে হয়ে সাবা ।
বজের বাহুব, ছিগেন বেজন ।
ভীর তরে কেবা বা করে জন্ম ?
প্রকাশিত বতনে এ “সোমপ্রকাশ” ।
বজের আঁধার করেছেন নাশ ।
বাজনীতি পূর্ণ ছলন্ত বচনে ।
উপদেশ দিয়া রাজার অবশে ।
ধর্মনীতি শিক্ষা করি বিতরণ ।
করিয়া বডেক দুবকের মন ?
সনাতনীতির সুব্যবস্থা করি
উপদেশ রত্ন কেবল বিতরি ।
চতুর্ভাষা দুঃখী বাঙ্গালীর হারে,
কে আর কাঁধেবে ব্যাধিত অনয়ে ?
কে বিভ্রাক্ষয়ণ হরাব সার্বব
সাহসী নিতীক, বহুধাকর,
সংবাদী বিজ্ঞ, বজের গৌরব ।
এমন কি আর—কটবে উদ্ভব ?
মন কর যবে সে সৌম্য সুরতি ।
ভেজানিত্য পূর্ণ মধুর স্কৃতি ।
চিন্তাশীল প্রতি কনার আধার ।
অন্তর বাঁহাব হরাব ভাণ্ডার ।
কেন না কাঁধেবে, আজি ভীর ভবে,
পাবি না যে শোক রাখিবাবে ধবে ।
অবেশ জিতবি । এখী তব কাছে ।

কতঅভাব, কল কেনা আছে ?
তোমা বডে বডে জীবুছি সাধন ।
সমার্জিত সাধুত্বাখি আলোচন ।
বিস্মৃত কে করে এই উপকার ।
তাই তোমা লাগি করি ভাঙাকার ।
উপদেশ পূর্ণ জীবুকের বানী ।
তব ছাত্ররাজ্য কবিত্তে হুজারী ।
বিজ্ঞা জ্ঞান বর্ষ, বিলায়ে ভারতে ।
স্বকীর্তির স্তম্ভ তাগিলে জগতে ।
এস জাতা সব পিতার লাগিয়া,
কাঁধি আজি সবে একত্র বসিয়া ।
নিবাত্তে কি পারে সেই শোকানল ।
বতই চালাই না কেন অক্ষতল ।
পিতার শোকেতে আকুল ছবর ।
নশদিগ যেন শূন্য বোধ তব ।
এ জনমে ভায় ছেরিব কি আর ?
মুচিয়ে ছবর এ শোকের ভার ?
দেখাশ্রী ভাঙার অর্গের উপরে ।
নর অনরতে গুণ গান করে ।
বজের বত বিন এ ভাষা রহিবে ।
ভীর কীর্তি কতু কেহ না জুলিবে ।
আর ভবে তাই করে না বোধন ।
বীধ যদি করি শোক সধরণ ।
কর ভীর তরে বিতু আরাধনা ।
অকস্ম অরণ করব কামনা ।
অভাবান ভয়ে, আজ ভীর কব ।
ব্রাহ্মণ বরিষে আহার বিতর ।
এই পথে গতি সকলের ভবে ।
এ ভব ভবনে কেহ নাহি রবে ।
রাধ ভীর নাম ওহে জাতুগণ ।
মুছি অক্ষধারা করি প্রাণপণ ।
রাহি কাঁধি কব এ শব্দ কব ।
গত পিতৃদেব কিরিবাব নয় ।

বশব্দ

জিগোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

(চাঁচল বড়তরফ)

—৩৩—

গোলোকধামে ৮ দাবকানাথের
অভ্যর্থনা ।

এস না কখনে কত বচা করি নোরে
কেন না খুলিল আজি অরণের দ্বার
হুমধুর রবে ? কেন শুনি আজি এত
কোলাহল অন্য আলয়ে ? অকস্মাৎ ।
কহিতে লাগিল কেবী শ্রেষ্ঠ ভরে তব
মধুর হৃদয়ে হাসে, নিরোক্ত প্রকারে ।

“জ্ঞান না কি বাছা ? ভাবতমাতার ক
বজকুমি মান, ভাঙার প্রাণেব পুত্র
সর্ব গুণ গুণী, বিছাই ছুব যার
ছিল একনার । শৈবিক কুলকুমণ—
মস্ত বচি বর্ষপূর্বে লতিয়া জন্ম,
লাফিধাতা দিত ববচন্তোর তবনে ।
ঠেঁহ এবে, সংসারের বুলা খেলা করি
(নাড়কোন্ড শিঙ খাণ্ড লতরে যেমতি)
বিজ্ঞান লতিতে গেলা বিখ্যাতা কোলে ।
(তবের বত্ৰণা বেধা জুতার মানব)
তাই সে ত্রিবিধ দ্বারে এত কোলাহল,
তাই সে খুলিছে আজি অমর দুয়ার ।

দেবগণ রাজাইছ তিরদ্বার—
(ভীষ্ম বচিভ বাছা) নামা কল ফুলে,
রাখিছে ভীষ্ম দটি তথা পুরি পুরি
দাব পাশে অগীত করলী তল মত ।
আপনি গোলোকপতি হাঁড়াইয়া দাবে
পার্শ্বে অগ্নিপুত্র ভীর (মম সঙ্গোহর)
বাল্মীকী, ভরত আর কবি কালিদাস ।
ময় পরাশর আব আচার্য লঙ্কর
নাড়াইয়া তার পাশে জানী ১৭জানিক,
কবি হার্মনিক নাম কব আর কত
সারি দ্বিগা নাড়াইয়া আছে । স্নেহ শে
আর মন প্রিয় পুত্র কবির মধু ।
অমর অকস্ম আব মধুচক্রাব
হোমর মিস্টন আদি বৈদেশিক কব
শোনিছে অপর দিকে দিক উজলিয়া ।
নানাঈ, মাসক আর রাজর্ষি জনক,
কেশা মুসা বুজ্জবাব আহি মতাতন
জন্তুভাবে জন্মিছেন ত্রিবিধ দুয়ারে ।
ভারতের বীরপুত্র এবল প্রতাপ,
জুজুহুল ধ্বংসকারী পাণ্ডব কেশরী,
অজের দুখেতে বত রাজপুত্র বলী
বীরবেশে বিরাটীছ অর্গ দার্পণে ।
সীতামতী হনুসতী অপর ছবিভা
আর ভারতের বত পুণ্যবতী সতী,
মাতলিক জরা লরে অপেক্ষিছে তারা
বরিতে বিভ্রাক্ষয়ণ বিশিষ্ট প্রকারে । ”
অপূর্ণ রথারোহণে কেন কালে তথা
উতরিল ভারতের বরপুত্র আসি,
মহা কোলাহল এবে উঠিল গগনে
বাজিল মজল বাহা লঙ্ঘ বটী আদি,
তুরি ডেরি আর বত মজল বাজনা ।
কলুহনি পডি গেল সতী বল মাত্রে,
বীররাজ নাড়াইলা মতলীর করি ।

আপনি অমর পাতি বাক্য প্রচারিত
দিগা কোল ছবিবর : রেডের অস্তরে
চুপি লির আলী মিলা হবে "এস বাছা,
স্নেহের পুতল মম থাক চির দিন
এ অমরপুত্র, লভ চির শান্তি হোবা,
তুলি লাল সংসারের নানা মোহ বক"
আলিঙ্গন দিগা আসি শুধী জেষ্ঠ বক,
কোলাকুলি পড়ি গেল বর্ষপুত্র বাল।
বিশিষ্ট কুমাণ, দিগা দেবগণ আসি
সাজাইয়া সুবধের পূণ্যবতী বক
কলুবিসমত তাঁর বরণ কবিলা,
আপনি গোলাকপতি মালা পরাইলা,
শোভিলা বিদ্যাকুসুম অগৌরবুমাণ।

নিম্নাতি । } শ্রীমতী
শ্রীমতী রায় ।

—৩৩—

উচ্চাস ।

বৎসরের সেই নাম আজি রে আমার ।
যে চুর্কিনে জীবনের ঘন প্রেমসৌন্দর্য,
কবাল কালের মুখে—দিয়েছিল ভাঙ্গী ॥
মব লিঙ্গ মুখ তার । তেরিতে যে দিনে,
সবরসে লম্বাস্ত ছিল যে জীবন,
অবর সরসে তার । স্তম্ভ তব
ভবজিত করে ছিল হতাশা পগনে,
নামস আকাশে মম, অগসি নেখলা—
বিদা মেঘে বজ্রাঘাত করছিল বুকে ॥

সোহাগের ঘন ঘন সোহাগিনী সতী,
কনক প্রতিমা লম্বা পছাশনে,
সোহাগে সোহাগ তার পরাতন যাত্র ।
তার রে ! সে প্রতিমা কতই করবে
পতি পরজ্ঞ আত্ম । ভক্তি সহকারে,
সিতির সিংহর ঘর পরিভ ললাটে ।

কে বলিতে পাবে তার । কালের কি প্রতি ।
বক চক্রাধিক স্নেহে বর্ষিষী ভাচার
দেখিতে দেখিতে আঁধি নড়ে নির্মিত্যেব ।
সে চুর্কিন এই, যবে আশার নিবাল
বিসর্জিত হইয়া যাবে ভাগিনী নীচ ।
সেই যে চুর্কিন মম বশমির দিন,
মিলাইয়ে ছিহু আঁধি চুর্কীক ময়নে,
কি জানি ময়ম রাধি ময়নের কোণে,
ময়নে ময়নে ছায় । কি বলিয়া গোলা ॥

আবরের ঘন ঘন আবরণী সতী,
কাগজোতে তলে গেল দেখিতে দেখিতে,
প্রেমের পিপাসা আপা ছরি মন প্রাণ,
কালের গুতুল মম শূন্য বেষ রাধি,—

বেলাতে তবের খেলা এ বাছা সংসারে ॥
অকাল করাল কাল ছরিল যে দিনে,
জীবনের কথ শান্তি জন্মের মত,
মমতা শিকলি ছিড়ি প্রাণ বিচ্ছিন্নী
উড়ি ধেল লিঙ্গ হুঁী সেনিয়ে অকুলে ।
কে জানে এমন হবে তব কলবে,
জানাবে বিশ্বর ব্যক্তি স্মৃতি কুচকিনী ॥
গত স্নেহ কথা স্মৃতি চিবকাল চিত,
কে জানে মতিবে বেম বাধণের চিত ॥

এই ছিল সে দামিনী সংসারের আত্মা,
কোথায় মিলায়ে গেল দেখিতে দেখিতে ।
জানি না অপরে তার । বিদ্যাকু লিখন,
বসতি করিলে তাপ তাপিত অস্তরে,
মরমে মরমে বিকি ন জাব আমার,
দুরন্ত—কুতান্ত সব অমল মলনে ॥
আর না তেরিব মতি তব বিদ্যার,
আর না শুনিব তব অমির বচন,
আর না তাপিত পতি, তাপ—নিবারিতে,
শ শব্দে তব শান্তি মুখ নিরখিত ॥

আ—প্রাণ । প্রচণ্ড তপনের তাপ সব
অগসিছে বেম । পোড়া আঁধি করিতেছে
আজি যে আত্মা গগন । অহো ! প্রাণ ।
শুনি পুড়িছে বেম তুঘের আত্মা
সম বক বক বাক । বাতলা নিবে না,
বহিছে লভত বেম গুণ হতাশনে ।
স্মৃতি । দুরন্ত । অস্তরে বসতি কর
অস্তর তেরাণী । দেখা দিও অত্যাচারে,
সময়ে সময়ে হবে বহিষ উচ্চাস ।

হাসন মাঝারে কবর লাড় আলিঙ্গন,
হুজনে কাঁদিব আর ভাসিরা বাইব,
জোড় পাখি মিলি দিবা ভাষি তাঁর কথা
জুড়তে প্রাণের ছায়া শোক লিঙ্গু মীরে ॥

পেম টমাসীন আমি প্রেম কথা খরি,
জুড়াই তাপিত প্রাণ । মিথাই বিরহ বহি
বেহারিণা বিধু মুখ অবর বর্ণণে ॥

ওই না—

ওই না । আসিছে প্রিয়ে রক্তাঘর পরা,
মুখ মুহু মুহু হাস মরাল গমনি,—
মস্তকে চাঁচর কোম বেলীয়ে বোলে,
বাড়ল চরণে—তব নুপুরের রোল ।
হদি পড়ে মুক মুকি যণি রক্ত বাম,
বাহু পাশরিয়া বেম বাইছে প্রেরণী,
তবে কেন প্রাণ বেম আঁধ চান করে ॥

এস প্রিয়ে, যেওনাকো ছানাতরে আর,
কি খেলা খেলাবে মতী কাঁদার পতিরে ।

ধরি ধরি, এই ধরি, এই ধরি মাঝে—
কই গিয়ে ? কোথা গিয়ে ? এখানেই নাই
এই না দেখিতে ছিহু ? চক্ষুর নিমিত্তে,
ওই না আমার প্রিয়ে পালার কোথায় ॥

শ্রীমতীকুমার বাণচৌধুরী
বাকুইপুর ।

—৩৩—

চক্রিমাতি উৎসাহি সংকৃত বিদ্যালয় ।

আজি প্রায় বিংশতাব্দিক বর্ষ অভিব্যাহিত হই
উপর উক্ত বিদ্যালয়টি পণ্ডিতগণের দাবকান
বিদ্যাকুসুম কর্তৃক প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে । এ
অলৌকিক বাগিনী বিদ্যালয়টিতে এতদেশী
যুবকরূপ শিক্ষাক্রম করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন
বিদ্যালয়টি যে মহাত্মার কীর্তি তিনি আ
এ জগতে নাই । এখন বেরূপ যোগাঙ্গত্রে এ
বিদ্যালয়ের ভার্যাপিত হইয়াছে তাহাতে ইত
ভারিহু লক্ষ্যে আর আনন্দব সংলগ্ন হই । কি
বড় চরখের বিষয় যে অষ্টালিকা মধ্যে বিদ্যালয়
একদেবে প্রতিষ্ঠিত আত্ম তাহার অবস্থা অতি শো
মীর । কোন কোন কাম এখন তন্ন হইয়া ব
গাহে যে লিখক ও বাগকগণ জীবন্ত পোষি
হইবার তরে সর্বদা সপাতিত । এইরূপ ত
অষ্টালিকা হইতে শুদ্ধী ভাষান্তরিত করা নিত
প্রয়োজন হইয়াছে । কোন বিদ্যন্তত্রে অব
হইলাম ছরিমাতি উৎসাহি সংকৃত বিদ্যালয়ের বক্তন
সম্পাদক মহাশয় একটী মুখম বিদ্যালয় ব
নির্মাণ সম্বন্ধীয় বিষয় আলোচনা করিবার জ
আর্থনী ২৬ এ মেম্বের রবিবার বেশীর ভ
মহোদয়গণ লইয়া একটী সভা সভা করিবেন
সভাকালে উল্লিখিত বিষয়ের বক্তব্য অধ্যয়
করিবার জন্য অবেশবৎসল ব্যক্তিগণেরই উপস্থি
হওয়া আবশ্যিক । বেশীর ভক্তগণের সভাহু
ভিন্ন কোন গুরুতর কার্য সংশোধিত হইতে পা
না । ব্যক্তিবিশেষের উপর কোন গুরুতর না
হইলে তাহার উদ্ভি ২৬ আদায়সাধ্য হই
থাক । বেশীতৈতবী মহাত্মাগণ । এখন অ
নিশ্চিত থাকিবেন না সকলে অগৌর দারকান্য
নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য সচেষ্ট হউন
সকলে বিরাট নিমন্ত্রণে মিলিত হইয়া বিদ্যালয়
মন্দির নির্মাণের জন্য যুক্তহস্তে যথাসাধ্য সাহা
প্রদান করিয়া এই সমুদ্রতানের প্রবর্তকগণ
প্রোৎসাহিত করুন । একটী একাঙ অষ্টালিক
নির্দিষ্ট হইলে আপনাদিগের বেশীতৈতবণ
অলস প্রমাণ থাকিবে, তাহী বংশধরগণের
সমূহ কল্যাণের কারণ হইবে । বেশীর কৃতপ

জনের পক্ষ দেখাউতা দেয়, তবে বিচারার্থীরা
পরে পরেই যেআইনী কার্য করিয়া যান।
তাতে আর সংশয় কি? বিশেষ বার
ই বাব্বারের অনেক উত্তর উপর অসন্তুষ্ট হইয়া-
ন। একে ত তিনি কর্তৃত্ববিধির সম্মান
বিধি সন্মান না, পেতার ও মুহুরীলগকে তুমি
‘তুমি’ ‘আপনি’ বলিয়া সম্বোধন করেন না।
তার উপর এইরূপ হই একটা কার্য করি ন
নি লীজই সকলের অগ্রিম ভাষ্যন হইয়া পড়ি-
ন। আমবা এখন মনসেফ বারুক সাবধান
বিয়া দিত্তি আলিপুর আলিফি কাম-তে।
তখন তাঁহার মনসেফের কার্যের উপর কেব
মান কথা কহিবার ছিল না। আলিপুরে কিছু
কালের ব্যবহার চলিবে।

—৩৩—

এবার দুর্গোৎসবের সময় মুসলমানের মতরূপ
হইয়াছে। বিজয়ার দিনে হিন্দুর প্রতিমা ও
মুসলমানের গোমরা একত্রে বহির্গত হইবে।
মুসলমানের মত নইয়া পরস্পর যে দ্বন্দ্ব
অত্যাশি বর্তমান আছে, তাহা এক একবার
ই বিজয়ার দিনেই স্পষ্টতঃ প্রকাশ পায়। আর
ক বৎসর পূজার সময় গোমরা বাতির হয়।
কী প্রকৃতি আছে এই উপলক্ষে হিন্দু মুসল-
মানের মধ্যে যোগ দ্বিষ্টা উপস্থিত হইয়াছিল।
বৎসরে তাহাই ঘটবার সম্ভাবনা। স্বামী
গর্গনেষ্ট এখন হইতেই ইহার একটা ব্যবস্থা
করুন। মতে আগাগু ভলির দীর্ঘ অবকাশের
র ২৩ই কার্যের সঙ্কট বাড়িবে।

—৩৪—

মাসকাবারের পূর্বে পূজার ছুটি আরম্ভ হইবে,
আকিসের কেরানিদের মধ্যে অ-কেবলই রূপ
তে ঘরে বাইবার সম্ভাবনা। সন্ততি কর্তৃ-
কীরগণ দ্বির করিয়াছেন আকিসের অবশ্য
জের উপর দাবি প্রদান করিয়া কর্তৃত্ব-
গকে বেতন দিতে পারিবেন। অধ্যক্ষগণের
ইবার বিশ্বাসের পরীক্ষা হইবে। সওদাগরী
কিসের কেরানিদের এই একটা সুখ আছে।
তারা কানই পূজার সময় মাতেবের নিকট
ক এক মাসের অগ্রিম বেতন পাইয়া থাকেন।
কমানসর বেতন দিয়া সওদাগরেরা যদি কেরানি
র উপর বিশ্বাস করিতে পারেন হই এক দিনের
তমের জন্ত গর্গনেষ্ট আকিসের অধ্যক্ষগণ সে
রিষ প্রদান করিতে অস্বীকার করিবেন তাহা
গব হয় না। পোষ্ট আকিসে সচরাচর কেরানি-
লর উপর কিছু অধিক বরাহোনবার কথা

ওষিতে পাই। পূজার সময় বাজালীর হই পূজা
যায় করিবার সময়। নিজস্ব দীর্ঘ দীর্ঘ দীর্ঘ এ
সময়ে বাজা বই বিক্রয় করিয়া পুত্র কন্তার এক
এক খানি কাপড় নেয়। এখন সময়ে হই এক
দিনের জন্ত কেরানিদের বেতন বঃ করিয়া যত
কীর্তার পবিচর না দেওয়া হয়, আমরা সে জন্য
জেনারেল পোষ্ট মাটার মাতেবের নিকট দিখিব
অনুরোধ করিতেছি।

—৩৫—

বোম্বাই অফিসে বড়ই একটা আলফা হইয়াছে
যে, গর্গনেষ্ট হিন্দুর বিবাহবিধির উপর এইবার
চলুক্ষেপ করিবেন। স্থানে স্থানে এই বিষয় লইয়া
বড়ই আন্দোলন হইতেছে। গত ৫ টি সেপ্টেম্বর
একটা বিবাহসভা আহুত হয়। মিঃ দাত্তিক তাহার
নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। সভা প্রায় সমস্ত সমস্ত
লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। কেবল চটা থোলেট
অধিক সময় যায়; একটা ব্যবস্থা করিয়া সকলের
নতামত লওয়া হয় মাই। গর্গনেষ্ট বরাতে
হিন্দুর বিবাহ ব্যবহার চলুক্ষেপ না করেন সে
জন্য একখানি আবেদন লেখা হয়। আবেদন
খানির হই একটা আবশ্যকীয় পরিবর্তনের জন্য
কোন কোন ব্যক্তি প্রস্তাব করেন। কিন্তু বোম-
বোমের মধ্যে সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইয়াছে। সভা
বেরূপই বড়ই আমরা মিঃ দাত্তিকের মতের অনু-
মোদন করি। গর্গনেষ্ট হিন্দুর সামাজিক কার্যের
উপর চলুক্ষেপ করিয়া বিবাহ বিপাক ঘটয়া
উঠিবে। গর্গনেষ্ট এ বিষয়ে সমগ্র হিন্দু সমা-
জের মত না লইয়া চঠকারিতার পরিচয় দিবেন,
তাহা আমাদের বে.ম হয় না। মিঃ মালবারির
অন্তরাধিকার জটিল ওয়েটে এবং জটিল মেলাতিল
ও বড়, মালবারিকে বাজাবিহা নিবারক এক
খানি পাণ্ডুলিপি খসড়া প্রদান করিয়াছিলেন।
উত্তরা বলিয়াছিলেন যদি সমগ্র হিন্দু সমাজের
অভিমত হয় তবে এই পাণ্ডুলিপির অনুযায়ী আইন
করিয়া চলিতে পারে। জজেরা মালবারিকে
যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন তাহা মনোযোগ পূর্বক
পাঠ করিয়া দেখিল স্পষ্টই বুঝা গাইবে এ সময়ে
চলুক্ষেপ করিতে গর্গনেষ্টের ইচ্ছা মাই।
কলকাতা হুদেবের সৃষ্টি করিয়া এ বিতর্কতার প্রয়ো-
জন কি?

হুত লইয়া কলিকাতার যেমন আন্দোলন চলি-
তেছে কানী ও বোম্বাই নগরে সেইরূপ আন্দো-
লনের সূত্রপাত হইয়াছে। কানীবাণী অনেক
হিন্দু সম্মান হুত বদলার পরিচয় করিয়াছেন।

বোম্বাই নগরে হুতের উপর অনেকাই সন্দেহ
করিয়াছেন। কলিকাতার হুত মনসেফ নিবার
করিবার জন্ত মিউনিসিপালিটি উঠিয়া পড়ি
গানিরছেন। যে পাণ্ডুলিপি খানি বাজালী
ব্যবস্থাপক সভার বিচার্য রহিয়াছে, তাহা পূজার
পূর্বেই বিবাহ করিবার জন্ত মিউনিসিপালিটি
ছোট লোটের নিকট আবেদন করিয়াছেন। ছোট
লাট ও লোব হয় লীজই দার্জিলিং হইতে অব
তরণ করিয়া এই আইন খানি বিবাহে কবি
হাইবেন। বারু হুতবস্ত্রমাণ কালন পূজা উপলক্ষে
হিন্দুর গৃহ অনেক হুত ব্যয়িত হয়। সূর্যপূজা
সময়ে বারু আরও হুতর প্রয়োজন। এই প্রয়ো-
জনের পূর্বে হিন্দুর হুতর হুতে দ্বন্দ্ব নিষ্পত্তি
নিবারক করিতে হইলে পূজার পূর্বেই আইন
পাস হওয়া চাই। আমরা সচরাচর বারু
সম্পূর্ণ অনুমোদন কবি। কিন্তু কেবল বারু
আইন করিতে চলিবে না। উত্তর পশ্চিম, পূর্ব,
বোম্বাই ও সকল স্থানে ও লীজ হুত বিক্রি
নিষেধক বিধি প্রচার কবিতে হইবে। বজ হুত
বেনন ছবিখ-কাট জলুর বেতননা সংনিজ
করিয়া হুতর হুতর গোপ হইয়াছে, উত্তর পশ্চিম
ও বোম্বাই প্রদেশে মাট সড়ক নটরা ও মগ
তৈল মিজিত কবিয়া হুতর নানে তৈল দিখি
হইতেছে। এখন মানাধের মত যায়, সেখানে
লোকের আশঙ্কনা হয়। কোন কোন ব্যক্তি
এরূপ আলফা করিতেছেন যে এই সকল প্রদেশে
ও মেমিসিপ্র আশঙ্ক হইয়াছে। স্বামী
গর্গনেষ্ট প্রথম হুতর টাযোগী হউন। বজ হুত
হুত বেনন হিন্দুর উত্তরকাল মাটেছে, তা
কোন স্থানে সেজন্য না হয়। এখন আন
চীংকার করিয়া গর্গনেষ্টের নিকট মাধ্যম ভি
করিতেছি সেখানে অগ্রাই কেব গর্গনেষ্ট
সুখাপেক্ষী হইবে না। সনাজেব ভিতর অগ্র
একটা শিল্প বটাবে, তারপর নারপিট দ্বন্দ্বিতা
উপস্থিত হইয়া রাজ্যের শান্তি নানে হইবে
স্বামী গর্গনেষ্ট এখন হইতেই সাধা
হউন।

—৩৬—

আকর্ষণ প্রাপ্তি রূপ মত পত বর্গ মাই
বিস্তৃত স্থানের দাবী করেন। ইংরাজ ভয়ে ভয়ে
তথ্যে সাত পত মাইল স্থান ছাড়িয়া দিয়াছেন
এখন হুই পত মাইল লইয়া বিবাহ। সেই জন
বাহাকসীনের আদীরের সহিত যোগ করিয়া ক
ইংরাজকে হুত আস্থান করিতেছেন। ইংরাজ
কাবুলের আদীরের সহিত একত্রে হইয়া সমরাজ্যে

বর্তীর্ণ হইবার উদ্যোগ করিতেছেন। সৈন্য
নয় সংগ্রহ, অস্ত্র শস্ত্রের আয়োজন, বাণ্যাদির
সজ্জা—ভারতবর্ষবর্ষেই আজ কাল কেবল সৈন্য
ভাগ লইয়া যাত্রা চইয়া পাড়িয়াছেন। এমিকে
এই বলসংগ্রহ করিয়া বাণ্যাদিসমূহকে সাহস
ভেদেছেন। ভারতের উত্তর পশ্চিম প্রান্তসীমা
এই কুজুটকার আশ্রয়। ক্রম যে কেবল এই
ই লত যাইলব জন্ত কর্তব্য করিয়া আসেন
ই ইংরাজ ভাষা বিলম্বিত হুজুত পারিচাছেন।
এই সব পদ্ধতি প্রদেখার আর একটি বাণ্যারে
আমাদের নামে বড়ই ভীতির সঞ্চার করিয়া
যাচ্ছে। সেখানে একখনি দেশীয় ভাষায়
এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছে। বিজ্ঞাপনে
সাবধানিগিতকে সংগ্রহন করিয়া বলা হইয়াছে,
কিছিকি অর্থাৎ ইংরাজেরা বড়ই অত্যাচারী
হয়। উঠিয়াছে। অতল ক্রম ভারত আক্রমণ
কিতে আসিয়াছে। কাবুলের আমীর ইংরাজের
কিছক আমীরের প্রজ্ঞাপন ক্রম পক্ষ। মহা-
জহলীপ সিং অর্থাৎ ক্রম সৈন্যের অধিনায়ক
কিয়া আসিতেছেন, "অধসর বুজুগা ক্রমের সহিত
মিলিত হও হলীপের সহিত যোগদান কর।"
পারতী স্ত ভীতিজনক। আমাদের কোন কোন
বাক্য সতর্কগণী পরিচাস করিয়া উড়াইয়া
দেছেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রাণের ভিতর আমা-
দের ঙ্গে ভীতিব সঞ্চার হইয়াছে। কোন কোন
যোগী আবার এই বাণ্যারটী বাজালীর
এ বলিয়া সংগ্রহ করিতেছেন। পজ্ঞাধে
জালী কি কবিত্তে হাইবের? হাকুপট্ট চইক আর
ভাট চইক, বাজালী কৃতর নহে। ইংবা-
এ নাক্য প্রবোধিত হইয়া ভারত ক্রমের
বাস্তব হয়, বাজালীব এমন উল্লা নাই। উৎস জ
পণ্ডেট একশত বোম বর্ষমানেরও বজালীর
এই প্রিয়। ইংবাক একশতবার অত্যাচার
এবং বাজালীর বহু। বাজালীব অগ্রগেই
ইংবাক ভাবতরাজ্য লাভ করিয়াছেন, বাজালী
চব্বিশই অধীন্য রাজ্যব সমান ইংরাজকে
কিছক উপহার দিয়া আসিতেছেন। সে
বাজালী হইতে যে ইংবাজের একটি কেশ পর্যন্তও
ইংপাটিত হইবে কখনই তাহা সম্ভবপর নহে।
ইংরাজ আমাদের পুনর্কর্তার পক্ষ দেখাটয়া দিয়া-
ছেন। আমরা যে একটি গোরবাবিও প্রবলজাতির
সম্মান তাহা ইংরাজই প্রাধনে আমাদিগকে হুকা-
রণ দিয়াছেন। পূর্ককৃত সেই সকল কৃত্য-
পকার অরণ করিয়া এখনও আমাদের নামে হয় না
এই সিংহের বাজ বাক্য, ভজুকে আসিয়া পত-

রাজের প্রাস কাড়িয়া লউক। বাহারী একশ
বিজ্ঞাপনের প্রচার করিয়াছেন, বাহারের সহিত
আমাদের বিশ্বাস্যও সম্মতভূতি নাই। বাহারী
সংগ্রহ করিয়া বাজালীকে বোমী মনে করিতেছেন
তাঁহারা জাতি। যদি কখনও ক্রমের সহিত ইংরা-
জের সংগ্রাম বাধে, ইংরাজ দেখিয়া লইবেন
তখনও বজালী কারগনোনাহো ইংরাজের সাহায্য
করিতেছেন। আমাদের শরীরে বল নাই, কিন্তু
অবশ্যে বল আছে। হুজু গিতা পক্ষ সংগ্রহ করিতে
পারি না কিন্তু রাজ্যের জন্ত প্রাণ পর্যন্ত বিকাটতে
পারি। এখন জাতিতে সংগ্রহ করার সম্ভাবনা-
দিয়ের কেবল মীচতাই প্রকাশ পাইয়াছে।
ইংবাক আমাদের উপর সংগ্রহ করুন আর বাহার
করুন উপস্থিত বিপদ হইতে মুক্ত হইয়া গবর্নমেন্টে
আবার কল্যাণ্য ভারত শাসনে প্রবৃত্ত হন ইহাই
আমাদের প্রার্থনা।

—৩৩—

আমরা চতুর্ভুজ চইতে পত্র পাইতেছি যে
বিজ্ঞাপনসমূহাঙ্গণ প্রবন্ধন করিয়া এং প্রাক্তক ও
পারিকগণকে প্রলোভন দেখাইয়া অর্থ সংগ্রহ
করিতেছেন। কয়েক খনি পত্র আমরা ইতি
মধ্যেই প্রকাশ করিয়াছি। লিখিত সম্ভাব্যের
মধ্যেও অল্পক এইরূপে প্রবন্ধন করিয়া দিলেশীর
লোকের নিকটে টাকা আবার করিতেছেন। এই
প্রবন্ধনার জন্ত সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনের উপর
লোকের কেনন একটি অবিবাস জন্মিয়া গিয়াছে।
বাহারী সভা দিয়ার বিজ্ঞাপন দিয়া থাকেন,
তাঁহারাও এই অবিবাসের ফলভোগ করিতেছেন।
বাবু রাজকৃষ্ণ রায় একজন পেশাক্ত প্রকারের
ভুক্তভোগী। সম্প্রতি তিনি এই প্রবন্ধনার প্রতি-
বিধান করিবার জন্ত সাধারণ পাঠক ও সংবাদ
পত্রের লেখকগণের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিয়া
ছেন। রাজকৃষ্ণ বাবুর উদ্ভোগে বিজ্ঞাপনের
প্রবন্ধনা নিবারণ, ও প্রাক্তক বিজ্ঞাপনসমূহাঙ্গণে
হয়ন করিবার জন্ত একটি সম্মেলন সমিতি স্থাপিত
হইয়াছে। এই সমিতি সম্বন্ধীয় বিবরণি হাট-
খোলার ৭২ নং মেনীয়াটোলাস্ট্রেট সমিতির দ্বায়ে
জারের নিকটে লিখিলেই জানা যাইবে। বাহারী
বিজ্ঞাপনের দ্বারা প্রবর্তিত হইতেছেন তাঁহারা
সংবাদ দিয়া এই সমিতিতে সাহায্য করুন।
আমরা তরসা করি রাজকৃষ্ণবাবু তাঁহার সাহু
উজ্জ্বল কৃতকার্য হইতে পারিবেন।

—৩৪—

সিকিমরাজ্যের ভিতরে ভিক্টোর একটি আউট
পোস্ট স্থাপিত হইয়াছে। গবর্নমেন্টে সেই

সিকিম রাজ্যের নিকটে বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে
সিকিমে ভিক্টোর আউট পোস্টে রাখিতে দিয়া
তিনি ইংরাজের সহিত সন্ধিগ্ধন ছিন্ন করিয়াছেন।
সিকিমরাজ্য নির্বাক হইয়া বলিয়া আসছেন। সহ-
যোগী উত্তরান ডেমিনিউস বলেন "এ জন্ত সিকি-
মকে যদি ভিতরকার করিতে হয় সে ভিতরকার অগ্র-
ভিক্ত কি চীন রাজকেই করা উচিত। সিকিমে
যে ভিক্টোর আউট পোস্ট স্থাপিত হইয়াছে ইংরা-
জই তাহার কারণ"। বাস্তবিকই ইংরাজ যদি
ভিক্ত বাহার আড়ম্বর করিয়া ভিক্তক সতর্ক
না করিতেন তাহা হইলে সিকিমে আউট পোস্ট
রাখিবার জন্ত ইংরাজের কোন প্রয়োজনই হইত
না। গবর্নমেন্টে নিজের বিপদ নিজের টানিয়া
আসেন। একশ সেই বিপদ মিথ্যায় করিত
সিকিমে বোধ হয় একই প্রলোভন সঞ্চারন।
বোধ হয় সিকিম রাজ্য আর অধিক দিন স্থায়ী
হইতেছে না। ভিক্তমিসম প্রেরণের পূর্বে
আমরা একশত বার গবর্নমেন্টকে বিশ্বাস করিয়া-
ছিলাম, এখন পরীক্ষার কথা সভা কি না গবর্ন-
মেন্টের ভাষা বোধ হইবে, ভিক্তমিসম শাসনভাগে
একটি একটি করিয়া এইরূপে আমাদের যে কত
বিপদ ঘনাইয়া আসিতেছে, অজুলির পূর্বে তাহা
গণনা করিয়া শেষ করা যায় না। এখনও গবর্ন-
মেন্টে সতর্ক হউন আমা কর্তৃক বিপদ হইতে উদ্ধার
করুন, (প্রাসমীতি অবলম্বন করিয়া যার পরে আর
আলোচন হইবে না।) স্মরণে পাই লও ভিক্তিণ
বাজালী সংবাদপত্র পাঠ করিয়া থাকেন। তবে
প্রজ্ঞাও শুভাও কিসে হয়, ভবসম্বন্ধ আমাদের
মতান্ত কি তিনি জানিতে পারেন না? প্রজ্ঞাও
ভবসম্বন্ধ বিধান করিতে যদি তাঁহার ইচ্ছা হয়,
অসীম ক্ষমতা লইয়া প্রতিক্রিয়ায় যদি তাঁহার
অগ্রভূতি না হয়, তিনি এখনও আমাদিগের নিকটে
বেততার ভাব পূজা হইতে পারিবেন। নচেৎ
আমাদের কেবল অরণ্যে রোহন তাঁহারও ভাগ্যে
কেবল নাত্র প্রজ্ঞার অপ্রীতি ও অসন্তোষ।

✓ বাবু লালমোহন ঘোষের স্বদেশ
আগমন।

বাবু লালমোহন ঘোষ অকৃতকার্য হইয়া যবে
আসিতেছেন। এখন তিনি আমাদের ভিতর, য
না পুরস্কারের পাত্র? লালমোহন খণ্ডিত লাভ
করিবার জন্ত বিলাতে যান নাই, অীর থাক পট্টাব
পরিচয় দিয়ার জন্ত সম্মানভার সভা হইবার প্রবাস
খান নাই, ভারতের উজ্জিত কল্প প্রাণপণ করিয়া
তিনি বিলাতবাসী হইয়াছিলেন, ভারতবাসীর
নয়ন সাধনে কৃতসঙ্কপ হইয়া তিনি ত্রী পূত্র পরি

রর স্বেচ্ছামতী করে। ইংরেজের জন্ত বিশেষ
রাষ্ট্রলেন। তার পর উপর্যুপরি দুইবার সভা
নির্বাচনের সম্বন্ধে লালমোহনকে ঘোষণা করে উপা-
সভা, বচস্বত্বসভা, সাংসদসভা ও আধীন চিত্র
র ওপরে ডেটেকোর্ডবাসী উদারমৈত্রিক সম্মেলন
ক অনেক লোকের প্রতিভাভরন হইয়াছেন।
ইংলণ্ডবাসী পূর্বে ভারতের নাম মাত্র ও জাতি-
ভবনা, তাঁহার লালমোহনের নিকট ভারতের
রিতর পাঠ্যগ্রন্থম। এখানকার পাঠ্যনিয়ম ও
লালমোহনের টাইমস পত্রিকার সংবাদপত্রের পেরল
আবার তাঁহার ভারতের প্রতি বিরূপ হইয়া-
ছিলেন তাঁহার লালমোহনের মুখে গুরুত্ব অসম্ভা-
বগত হইয়া আশাহের বহু হইয়া হাঁড়োয়াছেন।
লালমোহনের সহায়তা ও সফলমুখে মোচিত
ইয়াছেন তাঁহার অসত্যবলী অথবা তিরস্কা-
লী উদারমৈত্রিক কি রক্ষণশীল, কোন সম্মেলন
ক কোন ব্যক্তিই লালমোহনকে বাস্তবী বলিয়া
ধা করিতে পারেন না। ভারতবাসীর উপর
ইংলণ্ডবাসীর দ্বারা লালমোহন হইতেই বাড়ি-
না। লোক তাঁহার এত অস্বস্তি হইয়া পড়ি-
না। যে ভারত আসিবেন শুনিয়া ডেটেকোর্ড
সিগণ তাঁহার জন্ত একবারি অভিনন্দন পর
প্রদত্ত করিতেছেন। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া
ইংলণ্ড ভারতের গল্প লইয়া যে ক্রমাগত আকা-
শ হইতেছে, গল্প লালমোহন ঘোষণা তাঁহার দুল
ভারত। লালমোহন যে উদ্দেশ্যে বিলাতে গিয়া
ছিলেন তাতে তাতে তাঁহার মূল নিলে মাই বটে,
কিন্তু একেবারেই যে তাঁহার সাধন হয় মাই, এ
কথা বলা যায় না। তিনি মহাসভার সভা হইতে
পারেন মাই বটে, কিন্তু ভারতের সচিব ইংল-
ণ্ডের বসিষ্ঠতা বধেই স্থা করিয়াছেন। পুনরায়
নির্বাচনের সময় তাঁহার নির্বাচিত হইবার বিল
কম সম্ভাবনা। এবারও যদি তিনি কৃতকাব্য হয়,
অথবা তাঁহার জীবনেও যদি মহাসভার সভা হই-
য়াই সৌভাগ্য না ঘটে তাহা হইলে তিনি ইংলণ্ড গিয়া
এমন উপায় করিয়া আসিয়াছেন, যে কালে ভারত
বাসী ইংরেজের জন্ত সমান অধিকার পাইয়া
নির্মিতম্ভে নিরাপত্তে মহাসভার আসন পাইতে
পারিবেন।

যদি এতবড় কাজ করিয়া আসিতেছেন, তিনি
কি আশাহের তিরস্কারের পাত্র? বঙ্গবাসী যদি
তাঁহাকে এই মহাকাণ্ডের সূচনার জন্য অস্তরের
সহিত সম্মান না দেন, তবে বর্তমানেই কৃত্যতা
এ দর্শন করা হয়।

অনেকে বলিতে পারেন লালমোহনের জ্ঞান

হই নাই। কিন্তু যে "ভারতমতী লালমোহনকে"
বিলাতে প্রেরণ করিয়াছিলেন তাঁহার জ্ঞান
উচিত ছিল, যে ইংরেজের দেশে বাস্তবী পক্ষে
মহাসভার সভা হইবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র।
এই বিড়ম্বনার অনর্থক সর্বসাধন করা ভারতমতীর
উচিত হয় না। সত্যের লোকের এইরূপই ঘোষণা
হইতে পারে, কিন্তু বাস্তব ইংলণ্ডের গত নির্বা-
চনের ইতিহাস মনোবেগ পূর্বক পাঠ করিয়া
বেধিয়াছেন, তাঁহার এই সাধুউদ্যমের জন্য ভারত-
মতীর ভাষাতি "ভর অবাতি করিতে পারিবেন
না। বাস্তবী ইংরেজের রাজসভার সদস্য হইতে
পারেন না এইরূপ বাস্তবের বিবাস আশ্রয় আজ
তাঁহারিগণ লালমোহনের অকৃতকার্য হইবার
কয়েকটি কারণ বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

প্রথম—আইবিস প্রেরণ আশ্রয় ও প্রাভ-
টোনের বল কম। আশ্রয় ও আধীনতা বিদ-
য়ক এই যে একটা মহাপন পালি বাসটে উচিত
হয়, ইচ্ছাতে উদারমৈত্রিক সম্মেলনকৃত অনেকেই
প্রাভটোনের পক্ষ হইতে নিষ্কৃত হইয়া পড়েন।
লালমোহন কর্তব্য ঘোষণা প্রথম হইতেই প্রাভ-
টোনের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন। এই অপ-
রাধ অনেক উদারমৈত্রিক সম্মেলনকৃত ভোটার,
বাঁচার গত নবেশের বাসের নির্বাচনের সময়
লালমোহনের হইয়া ভোট দিয়াছিলেন, তাঁহার
ইচ্ছা সত্ত্বেও এবার তাঁহাকে ভোট দিতে পাবি-
লেন না। এই হিসাবে ১৫২ জন লিবারেল
লালমোহনকৃত পরিভাগ করিয়াছেন। অনেক
কেবল লোমরুল সম্বন্ধে লালমোহনের সহিত
অৈমকা হওয়ায় কোন সভার জন্য ভোট না
দিয়া ঘরে বসিয়া রহিলেন। ইহার সংখ্যা ২০০।
এইরূপে কেবল লোমরুল প্রেরণ জন্য লালমোহন
৪৫২ জন লোকের ভোট পাইতে পারেন না।

দ্বিতীয়—ভোট দিবর স্থানে ভোট অক্ষম
কৃতকগুলি ভোটের কাগজ জালাপ করিতে তুলিয়া
গিয়াছিলেন। এইরূপ ভোটের সংখ্যা ১৩০ টি।

গত নবেশের বাসে যে সকল ব্যক্তি লাল-
মোহনের পক্ষে ভোট দিবার পর স্থানান্তর
চলিয়া গিয়াছেন অথবা ইকলোক পরিভাগ
করিয়াছেন তাঁহার সংখ্যা ২৭৩।

এই তিনটি প্রধাম কারণে লালমোহন বেসকল
ভোট হারায়াছেন তাহাদের সমষ্টি করিতে
গেলে ৮২৫ টি ভোট হয়। লালমোহন যদি এই
৮২৫ টি ভোট পাইতেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই
এবার তাঁহাকে সভাপতি মনোনীত করা হইত।
তাঁহার অকৃতকার্য হইবার আরও কয়েকটি কারণ

আছে। ইংলণ্ডে যে কয়েকটি বিভাগে বিতর, ডেটেকোর্ড
কোর্ড ওয়াশে সর্বপ্রধান। এই সর্বপ্রধান বিভা-
গটি নিঃপ্রাণতম মানক এক ব্যক্তির জমিদারী।
অনেকেই এলভিমের প্রজা ও ব্যক্তক। যেখানে
টাকার জাত করিয়া ভোট সংগ্রহ করিতে হয়,
সেখানে এলভিম ইতিমধ্যেই শত শত প্রজাব
ভোট পাইতে পারেন। এলভিম নিজ একজন
টোঁরি সম্মেলন কৃত এবং লোমরুলের প্রথম শত্রু
নাম করে কথিয়া তিনি প্রজামহলে জমদ করিয়া
টাক বাজাইতে লাগিলেন "লোমরুলে সর্বপ্রা-
থম, ইংলণ্ডের রাজত্ব নিষ্কৃত হইয়া যায় প্রাভ-
টোন সম্মেলন সর্বপ্রাথম করে।" এই চক্রে বসিতে
অনেকের মনে সন্দেহ জন্মিল, অনেক নিরক্ষর
কৃষক ইহা করিয়া কৃষাবীর ঘুরে ঘুরে বিদ্য
মেতে ভাকাইয়া রছিল, এবং অবশেষে পূ-
বুড়িতে লোমরুলের প্রতিবাদী হইয়া এলভিমের
পক্ষে ভোট দিল। অনেক বুড়িমান ব্যক্তি জমী-
দারকে চটাইবার করে "খীর মতের বিক্রে-
এলভিমের পক্ষাবলম্বন করিল। বাস্তবী লাল-
মোহনের ওপরে মোচিত হইয়াছিল তাহাদের
মধ্যেও অনেকে দ্বিগুণ চিত্তে লালমোহনের
পরিভাগ করিতে বাধ্য হইল। ডেটেকোর্ডবাসী
কৃষক, বাসবাসী, জমজীবী, ব্যবসারজীবী সকল
লোকই লালমোহনকে বেদতা বলিয়া আ-
করিত, দেশের মজার জন্য, লোমরুল যু-
সেনাপতিত্ব প্রেরণ করিবার জন্য, বিবল হইতে
ভগবান লালমোহনকে ইংলণ্ড প্রেরণ করি-
ছেন এইরূপ তাহাদের বিশ্বাস ছিল। এক জ-
মাবের ভয়ে অনেকের কর্তব্যশীলতার বা-
জিয়া গেল, আধীনপ্রতির দারবান হইল, ভারত-
বাসী কল্যাণ এলভিমের প্রজাবর্গের কর্তব্য
বুড়ির সঙ্গে সঙ্গে "জমীর বিকীর হইয়া পড়িল
আজও ডেটেকোর্ডবাসী লোমরুল অস্বস্তাপ করি-
থাকে, আজও কর্তব্যের অস্বস্তি হইয়া তা-
নির্বাচনের সময় নির্ভীকভাবে লালমোহনের
পক্ষাবলম্বন করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া থাকে।
একজাতিবৈষম্যই যদি লালমোহনের অকৃতকার্য
হইবার কারণ হইত তবে লালমোহন কখন
ডেটেকোর্ডবাসীর উপাসা হইতে পারিতেন না।
এক বিভাগের মধ্যে তিন সহজের অধিক লো-
একমত হইয়া লালমোহনের পক্ষপাতী হইত না
আমরা শুনিয়াছি ভোটের আকির্ষে কৃতকা-
হইয়া এলভিম যখন বাহির হইয়া যান, কয়েক
শত মাত্র লোক তাঁহার পক্ষান্তে কেবল সম-
রক্ষার জন্তই মীরের অস্বস্তাপ করিতেছিল।

স্বতন্ত্রকার্য হইয়া জাতিসংগঠন যখন স্বতন্ত্র
উপা আদেশ, তখন সমস্ত সমস্ত লোক পক্ষান্তরে
স্বতন্ত্র করিতে করিতে পরাজিত বীরের জাতি
সংগঠনের অঙ্গগণন করিয়াছিল। জাতি
সংগঠনের কল কখনই এরূপ সম্ভাব্য হইতে
পারে না। জাতি বৈষম্য বর্জনীয় থাকিলে কখনই
এই ভেটেকার্ডবাসী গৃহগণন কালে লাল
বাহনকে অভিন্নকর পর দ্বিবার জন্ম লাভ হইত
। আশ্চর্যের কোন বস্তু বিচিন্তা করেন জাতি
সংগঠনের কারণ লালবাহন একটা ভেটেকার্ড
বাসী নাহি ।

আমরা লালবাহনের স্বতন্ত্রকার্য হইবার
কারণ এক একটা করিয়া সংক্ষেপে নির্দেশ করি-
ব। এখন জিজ্ঞাসা করি লালবাহন আমা-
দের নিকটে অবিস্মৃতাচারী বলিয়া বিখ্যাত হইবে
যদি সন্নিবেশনা ও উদ্যমবীলতার জন্ম বজ্রবাসী
জাতি পায় হইবে? আমরা অনেকবার বলি-
ছি লালবাহন ভক্তবাসীর আধীনতার দূত,
ভারতসত্য ভারতের কল্যাণের শাস্ত্রপুণ্ড্র মন্তলবট ।
যদি কখনও ভবিষ্যতে রাজনৈতিক আধীনতা
হইয়া ভারতবাসী কৃতার্থ হইতে পারেন লাল-
বাহনও ভারতসত্য ভাষার সুদীক্ষিত । যদি কখনও
আমরা স্বাধীন সত্ত্বাধিকার লাভ করিয়া ইংরাজের
ভিত্ত সমরক হইতে পারি, এংলোইণ্ডিয়ান
কল অত্যাচার, আত্মসম্মানের ভার হইতে তৎকাল
বিধা দ্বিবার পক্ষি পাইতে পারি, লালবাহন ও
ভারতসত্য সেই পক্ষি সঙ্গীতবী । কখনও যদি
স্বাধীনতার প্রতিজ্ঞাবাক্য পূর্ণ হয়, আত্মপূর্ণ শত্রু-
গণ নিবৃত্ত ভগ্ন হয়, কখনও যদি আপনার ধন
পরিচয় বুঝিয়া লইতে পারি আপনাব শাসন
পরিচয় চালাইতে পারি, অপত্য নির্ভিশেষ
স্বাধীনতার মহাসাজিলা ভারত রাজ্যে জন্ম দ্বা-
ত ইংরাজ জাতির পৌরষেব জন্ম, ধর্মের জন্ম,
স্বাধীনতার জন্ম ইংরাজের পূর্ণ সিংহাস লাভ করিতে
পারি,—আমরা যদি কখনও যদি ভারতের স্বতন্ত্র
নিবারণ করিবার জন্য ইংরাজের একটা
কল পরীক্ষাও নিপন্ন হইতে না দিয়া প্রান্ত সময়ে
ক দ্বিবার ভারতের নিকটে ইংরাজের গৌরব প্রকাশ
ভীত রাধিতে পারি—তবে লালবাহনই ভাষার
দূত, ভারতসত্যই ভাষাব উদ্যমবী ।

এখন লালবাহন বীর আসিতাম। ভারত-
সত্য বিধার না হইয়া আনন্ড হউন, বাহ্যসম্মান
করিয়া দ্বাভ্যন্তর আনন্ড করুন—আর কি কহি-
ব? লালবাহনের ভার অর্থ নাহি, ভাবতসত্য, ব
সমস্ত নাহি । দ্বিবার সুদীক্ষিত হইতে এক এক

সুদীক্ষিত করিয়া আত্মসম্মান আনয় লাল-
বাহনকে বিলাতে রাধিবার ভার সংগ্রহ করিয়াছি ।
ইংরাজের উপর ইংরাজ বিদ্যা আশ্চর্যের ও
বাহনের ধোলা সুদীক্ষিত হইয়াছে । এক সময়ে
অর্ধে ভোজনে আমরা ত দিনে দিনে লীর্ণকার
হইয়া যাইতেছি—আমরা আশ্চর্যের স্বতন্ত্র,
তথাপি এর এক সুদীক্ষিত সত্ত্বাধিকার ভার-
তের ভবিষ্যৎ বংশবিস্তার মঙ্গলের ভার উন্মোচিত
করিয়া যাইব। শুভকর এই ভারতসত্য নিবারণ
করিয়াছেন । শুভকর এই লালবাহন জন্মগ্রহণ
করিয়া আধীনতার জয়দাত্রী বাজাইতে শিখি-
য়াছেন । এমন সময়ে যদি বোম্বা না হও, বজ্রবাসী ।
তুমি জন্ম নীল । এমন সময়ে যদি সম্ভাব্য না
কর বজ্রবাসী । তুমি আত্ম পর । এমন উপযুক্ত
সময়ে আশ্বিন যদি লালবাহন ইংরাজধাম
পাঠাইয়া না হও, তবে বজ্রবাসী । তুমি সুদীক্ষিত ।
রাজ্য, প্রকাশ, কৃষি, ব্যবসায়ী বনী বহির্জাতি
সুসম্মান সকলকেই আজ আমরা অঙ্গুরাব করি-
তেছি উপযুক্ত সময়ে অঙ্গুর হউন । একবার সমস্ত
বহির্জাতি গেল প্রাণ বিলাত আর কিরিবে না ।

—৩—

সোম কায় ?

“জোরবার মুস্ক তার” ইংরাজ যদি এই
স্বতন্ত্রীতির সেবক হইতেন আজ আমাদের কোন
কথাই বলিতে হইত না । যদিও অঙ্গুরবারির
অঙ্গুর ভারতশাসন যদি ভারত সাম্রাজ্যের অতিপ্রভ
হইত আজ আমরা বলিতাম ইংরাজ । তোমার
“মুস্ক,” তোমার ধন, আমাদের কিছুই মতে ।
আমাদের স্বাধীনতার কাঙ্ক্ষা হও, সিদ্ধান্ত চাখি
নও, পেন্সনের স্বাধীনতা, আরের চান কাঙ্ক্ষা নও,
আমরা কিছুই বিচিন্তা করিব না । আমাদের
মার, ধন, স্বতন্ত্রতা হও, চা-কর সাম্রাজ্য আমাদের
কুলী রমণীতের সর্বস্বাস কর, রেলের ভাঙ্গুর সাম্রাজ্য
ভাঙ্গুরামের শাসন কর, সিংহাস বলিবা আমা-
দের গায়ে সিংহাস ভাগ কর—একবার প্রাণে
না মারিয়া আমাদের উপর হাতা উঠা। ভাড়াই
কর । ইংরাজ যদি আত্মিকার দাসজাতির উদ্ধার
কর্তা না হইতেন, নির্যাসের ও জাতন্ত্রের পক্ষ-
পাতী না হইতেন আধীনতার তুরি বাজাইয়া
বিগলিততার স্বতন্ত্রতার গৌরব প্রকাশ না করি-
তেন, তবে আমরা বলিতাম রাজার রাজ্যে প্রজার
অধিকার নাহি, রাজতন্ত্রের আত্মের নিকটে প্রজার
আত্মের গৌরব নাহি । রাজার নিকটে প্রজা
ইংরাজের নিকটে ভারতবাসী—মহাশয় নিকটে
পাঠ । যদি সুদীক্ষিত ইংরাজ ভারতের সিংহাস

কৌশল, রোমের বীতরী, যদি স্বতন্ত্রতা স্বতন্ত্র
বৌদ্ধা ত হইয়া মহামায়া বৌদ্ধা জীতি পাম
গর্ভিনীর গর্ভ চিরিতা সম্মান দেবেন, মরক
জ্যোত বহাইয়া শিখাচের জীতি বৌদ্ধা পাম
যদি জানিতাম ইংরাজের স্বতন্ত্রতা নাহি, মহামায়া
নাহি, তবে বলিতাম ইংরাজ আমরা তোমার জী-
তি পাম । আশ্চর্যকে এই কল্যাণগরের জন্ম
ভাড়াইয়া না দিয়া জীতি পাম ।

আমরা ইংরাজকে এরূপ ভাবে বৌদ্ধা নাহি
নাহি । এ আধীন স্বতন্ত্রতা বীরজাতির মহামায়া
উপর আমাদের তিল মাত্রও অবিশ্বাস নাহি । ইংরাজ
জন্মে আমরা রাজ্য বলিয়া সম্মান করি ধর্ম
বলিয়া গুণ্য করি মহামায়া জন্মে অর্থ বলা
জন্ম করি । ইংরাজ বীর, ইংরাজ আধীনতা
ইংরাজ সম্মান, ইংরাজ মহামায়া ।
রাজ্য র তুসমার ইংরাজ দেবরাজ । এত
ওপের আধার বলিয়া আজ আমাদের উক্তি অত
প্রাণে অত । আজ তাই আমরা ইংরাজকে
বলিব এখানে তোমার বোম্ব, এখানে তোমার
কল । এখানে তোমার অঙ্গুরের সর্বস্ব কার্য
একা নাহি, এখানে তোমার গৌরবের সর্বস্ব
রাজনীতির সাম্রাজ্য নাহি । এখন তোমার
বীর্যের অপমান হয়, এখানে তোমার মহামায়া
ভীত হয় । ইংরাজ প্রজাবাস, তাই আমরা
ঠাকুর বলি—তুমি এরূপ করিলে আমাদের
কল হয়, এরূপ করিলে আমাদের অনিষ্ট হয়
ইংরাজ বোম্বা ব্যক্তির উপযুক্ত সম্মান দিয়া থাকে
তাই আমরা বলি বোম্বা হইয়া কেন আমরা উপ-
পর পাইব না । ইংরাজ সম্মান, তাই আমরা
বলি ইংরাজ যেমন অধিকার পায়, ভারতবাসী
কেন তেমন পায় না? আমরা এ উপদেশ দিবা
পক্ষি পাইবাম কোথা হইতে?—সেও ইংরাজের
নিকটে । ইংরাজ আমাদের লোপাড়া শিখা
চাচ্ছেন, আধীনতার মন্ত্র বিচাচ্ছেন, উপদেশ
দিবার অধিকার বিচাচ্ছেন, জিজ্ঞাসা করিব
কখন বিচাচ্ছেন । তাই আমাদের স্পষ্টবাদী
ভাষা সমস্ত কথাই বলিতে হয় যে আমাদের উপ-
পীড়ন হইতেছে, অত্যাচার হইতেছে, ইংরাজের
গৌরব বিনষ্ট হইতেছে । তাই আমাদের ভাষা
অধিকার আমরা চাই, স্বাধীন প্রাণের জন্ম বিব
করি, সম্মানিতার অত্যাচার দেখিলে অসম্মান
চিহ্ন প্রকাশ করি । ইংরাজের নিকটে এ শিখা
না পাইলে কে এতদূর জানিত? কে এতদূর
বলিতে আসিত? এ সমস্ত কথা বলিলে যদি বৌ-
দ্ধা তন সে বোম্ব কার? শিখাচাড়া ওপের

ইংরাজ। দুনি অশুভ্য, কু আমাধিনকে
হাইরা বিরা বগিডহু মাথা বিয়াহি তাতা
কিরা রাথ লুকাইরা রাথ, লোক সমাজে একান
না। আকু ভোমার এ কথা শুনিবে কে?
যদি ভোমার নাম ছিল তবে আমাধিনকে
শিলা দিশার প্রয়োজন ছিল না। অধীনতার
নাম দিবার আশঙ্ক ছিল না। আর্থিক দিক
দুভয় সন্তোষাইরা আমরা যেমন ক'ল ততম
নাম হেমমিই কাজল করিয়া রাখা ভোমার
কথা ছিল পূর্বের সে কথা অরণ করাটকা কেন
না? পূর্বের সে অশুভ্য কুসংস্কারের দার
গরা কেন বিলে?—যখন বিরাহ তখন কল-
কটতে হইবে, পিতার অরণ তটকা সন্তানের
স্বাধীনতা হইবে। যদি উভাতে সোব
ক, সে কোব ভোমার ভোমার স্বভাবের আর
সম'র জাতীয় গৌরবের। আমরা এ চাই,
চাই বলিয়া যাচার আমাধের মিলন করে
হারা দুট, মনুষ্যস্বভাবের অন্তিম।

—৩৩—

পান প্রচার সচিব বঙ্গীয় বিচার
আইন

মিকাতার হুত লইয়া তুলিল অ'লম উপস্থিত
সাতে এই আইন খামির উপস্থিত হইয়াছে।
১ বেঙ্গল কাউন্সিলের ১৮৭৬ অবের ৪ আইনের
সাধন। যে সংশোধন পাণ্ডুলিপিখানি
সমাপক সভার অর্পিত হইয়াছে আমরা আজ
তার সমালোচনা করিব। সমালোচনার পূর্বে
লিপির কয়েকটি দ্বারা উল্লেখ করা আব-
শ্যক।

২ দ্বারা কৃত্রিম জ্বা বিক্রয় করা নিষিদ্ধ।
কোন ব্যক্তিই এমন কোন আচার্য্যিক জ্বা
ক্রয় করিতে পারিবে না যাচা ক্রেতার প্রার্থিতা-
রূপ বর্ষ বিবরণ ও গুণবৃত্তান্ত নহে। অর্থাৎ এক
টাকার অল্প অর্থ হও।

আমরা এই দ্বারা তালরণ বৃত্তান্ত পারিলান
। যখন কল্পন আনয় চিনি ক্রয় করিব
কোনদার আমাধিনকে পরিচার চিনি ছিল
ক আমরা শুনিয়াছি হাফ পুকাইরা তাহাতে
করলা প্রকৃত হয় চিনি সেই করলাতে পরি-
ত হইয়াছে। হিন্দু শব্দের অশুভ্য অর্থ
পর্ণ করা, অথবা সেই অশুভ্য কৌশল দ্বারা
যা ভোজন করা আমার বর্ষ বিবরণের বিরুদ্ধ
পাণ্ডালার যে চিনি হিডেছে তাহাতে হাফ
অর্থ আছে তাহাতে আমার বর্ষের পরকাল
ও, অথচ চিনির যে বর্ষ বিবরণ ও গুণ এই অর্থ

শুভে চিহ্নিত থাকার সকল জনিই আছে। অধি
চাই বেশী সর্গরা, বোকানদার কলুবিজ চিনি
বিলা আমাকে বসিল উভাত অধির কোম, সম্পর্ক
নাই। অধি সেই চিনি তিনি নইরা পরীক্ষার
বেখিলায় তাহা অর্থ সম্প্রদ। বোকানদার
এই দ্বারা বর্ত্ত ক্রমে অপরাধী? বাতান্ত বর্ষ-
হানি কর, অথচ আমাধানি কর না এই বর্ষ
কোন কথারই উল্লেখ করা হইল না। আমাধের
অপেক্ষা আমাধের যে বর্ষ বর্ষ, প্রাণের অপেক্ষা
আমাদের যে পরকাল বর্ষ—সে বর্ষ, সে পরকাল
যে কাটি পড়িতেছে পাণ্ডুলিপি তাহার কি
উপায় করিলেন? হাত দিয়া টোটা আমাধাকর
বলিয়া সিপাতি বিদ্রোহ কর মাই, বর্ষ বিগতিত
বলিয়াই এত আশঙ্ক আনিয়া উঠিয়াছিল। অথ
একটা কথা। বোকানদারের মিকট আমি যে
জ্ঞা চাই, বোকানদার দ্বারা বিক্রয় করিতেছে
তাচার সচিত যে উভার বর্ষ গুণ ও বিবরণ যে
একট তাহা পরীক্ষা করিব কে? বর্ষ হুত
চর্কি মিজিত হইয়াছে। এখন যদি হুতর সচিত
চর্কি মিজিত হুতর গুণ বর্ষ ও বিবরণ যে সমস্ত
নয়, উভার সিদ্ধান্ত করিবে কে? আমাধকর্মচারী
সিমনন ও পূর্বেরই বগিরাহিলন চর্কি মিজিৎ
হুত আমাধাকর কর না। এইরূপেই যদি বিবরণ
সিদ্ধান্ত কর তবে যে ভয় হইতে এই আইনের
কারণ উদ্ভূত হইয়াছে তাহার বিরাকরণ হইল
কৈ?

আর একটা দ্বারা বল—কোন মিজিৎ পদার্থ
যদি আমাধাকর না হয় এসং বিক্রয় করা এক-
স্থান হইতে স্থানান্তরে নইরা মাইবার জন্ত উক্ত
মিজিৎ প্রয়োজন হয় তবে এখন 'মজিৎ কোন
অপরাধ হইবে না। এই বিবেচনা মজলকর
কর নাই। ইত্যাদিও বর্ষের সাধাত কর এরূপ
পদার্থ বিলাইবার জন্ত জরুরি বাবসারীনিগকে
তথ্যগ দেওয়া হইয়াছে। একমাত্র প্লিয়ারিট
বিলা জবাগি একস্থান হইতে স্থানান্তরে নইরা
বাওরা হয়। যদি আইনে কেবল সেট প্লিয়ারিট
শব্দটির উল্লেখ থাকে তবে কুটিলবর্ত্ত ব্যবসারিরা
জুনিয়া পাইরা নামা প্রকার বিজ্ঞে মোকর বর্ষের
উপর বস্ত্রাকপ করিতে পারেনা, উকিলেরাও
আইনের কুটিলবর্ত্ত বিলা বিলা করিতে জুনিয়া
পার না।

২৯২ দ্বারা বল এই আইন সম্বন্ধীয় কোন
মকদমা আমাধাত উপস্থিত করিতে হইলে কমি-
সনারগণের অনুমতি ও আমাধ কর্মচারীর পরামর্শ
লইতে হইবে। ইহাতে দুজাংগল কোন ব্যক্তি

বাঁটি জিমিন বলিয়া বিক্রয় পদার্থ দ্বারা প্রচারিত
হইলে কমিসনারগণের মিকট প্রচারবার বিবরণ
আবেদন করিবে। কমিসনার সেই পদার্থ আমাধ
কর্মচারীর দ্বারা পরীক্ষা করিয়া যদি পদার্থটিকে
আইন বিগতিত মিজিৎ বলিয়া স্থির করেন তবে
উভার সার্টিফিকেট লইরা আমাধাত উপ-
স্থিত হইতে হইবে। একজন প্রজিয়ার পর যদি
আমাধাত মাজিস করিতে কর তবে পরীক্ষার পক্ষে
এই অভিযোগ যে কতদূর চর্কি, মজিৎ তাহা
অনুমিত হইতে পারে। দরিত্র চটক, আব'দ্বী
হটক এইগুলি তাহা সম্বন্ধে কর কাচারও
সাধাসত্ত মত। আটম্বর এই বিশদিত প্রমাণিব
কম এই চটক, সমর ও অর্থব্যয়ের তবে কেচট
প্রচারকের উপর মাজিস করিতে মাইবেন না।
এরূপ সাধারণ বিবরণ অতিশয় হুতই সচল
প্রজিগণ সম্প্রদ হইবে তবে আইনের প্রচার
উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারিবে। এই আইন
সংক্রান্ত মকদমা মিজিৎর জন্ত একটা অতর্ক মাজি
ট্রেট নিযুক্ত করা উচিত। সেই মাজিট্রেটকে
কোন বিশেষ জাতীয় পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইবার
ব্যবস্থা করিলেই ভাল হয়। মাজিট্রেটের মিকট
প্রথমত মকদমা ক্রয় হইলে তিনি মিউনিসিপালিটি
অথবা পুলিশের তাহার অথবা অর্থ বেলুথ অফি
সার কর্তৃক বিক্রয় জবা পরীক্ষা করাইরা লইতে
পারেন। এই পরীক্ষার জন্ত আবেদন কারীকে
কোন ব্যক্তির বহন না করা হইলেই ভাল হয়।
আমরা সূচীত বর্ষ এই একটা প্রমাণীর উল্লেখ
করিলান। বিশেষ বিবেচনা করিল মকদমা
চলানিবার আরও অনেক ক্ষর প্রমাণী বৃত্তিক
হইতে পারে। এই প্রকারের কোন ক্ষর প্রমাণী
অঙ্গলহন না করিলেও আইন সংশোধনের কোন
ফলই করিবে না।

আর একটা দ্বারা বল আমাধ মাজিট্রেটের
মিকট মকদমা ক্রয় হইলে মাজিট্রেট বিক্রয় জবা
বিনষ্ট করিবেন কিনা অ'প্র তৎসম্বন্ধ আমাধীর
মত লইবে। আমাধী মিজিৎ জবা বিনষ্ট করি-
বার সম্মতি প্রদান না করিল মাজিট্রেট প্রমাণ
লইরা তাহা বিনষ্ট করিতে পারিবে। এই
দ্বারাও অর্থ লিখা যখন কমিসনারগণের অনুমতি
ও আমাধ কর্মচারীর পরামর্শ লইরা মকদমা ক্রয়
হইবে তখন বিজ্ঞ যে অবৈধ বোঝাব হইয়াছে
তাহা ত একমাত্রই প্রমাণ হইল। এরূপ অশ্রুত
আমাধীর মত কি জাযিবার যে আবশ্যক কি তাহা
আমরা বুঝিতে পারি না। ইহার আ ১৭ ধারা
সাধু বেকি আমাধ তাহা ও আমাধ বৃত্তিও

অক্ষয়। আমরা এইরূপ বিধানের কোন আশঙ্ক্য
তাই দেখিতে পাউ না।

১৮-৯ অব্দে ৪ আটমটী কেল কলিকাতায়
ভিত্তিহীন চলে। অন্যান্য স্থানে এ আইনের কোন
বল নাই। সুতরাং বাংলা বিভাগ নিগারক আই-
নটী কেবল কলিকাতা তির আর কোন স্থানেই
নটবে না। এইটী-ত বাক্য সর্বমূল্য। কেল
কলিকাতায় যে বাধ্যতাবির নিয়ম হয় এরূপ নহে
যে রাতের আন্দোলন উপলক্ষ করিয়া এই আই-
নের সৃষ্টি তাম্র কলিকাতায় কলুবিৎ না করিয়া
এখন হইতে মকদ্দম ও অন্যান্য স্থানে কলুবিৎ
কইতে আরও কইতেই এক কলিকাতায় আত্ম
বক্ষা করিয়া এই আইনের প্রকারান্তর মকদ্দমে
অধিবাসিগণের ইচ্ছা পরকাল বাইবার উত্তেজনা
করিয়াছে। এ আইন বিধিবদ্ধ হইলে যে কল
না কটন ও সেই কল। কলিকাতায় ইউরোপীয়
বিশেষ আত্ম রক্ষাট বহি আইনের উদ্দেশ্য হয়
তবে এত আন্দোলন হইল কিসের জন্য? আম-
বাই বা এত মাথা বকাটয়া মরিয়া কিসের জন্য
কেবল কলিকাতায় জনাই আন্দোলন এত মাথা
মাথা হয় নাই। কলিকাতায় যে তিন ভাগ লোক
মকদ্দমের অধিবাসী তাহাদের বেশ বহি এই
নিষ্ঠা করণের নিবারণক বিধি প্রচলিত না হয়
তবে আমাদের এরূপ আইনে কোন প্রয়োজন
নাই।

আমরা বলি এ আইনটী ১৬ আশ্বিন ৪ আই-
নের অন্তর্গত না করিয়া একটী স্বতন্ত্র আইন করা
কটক। বাংলাতে সমগ্র বঙ্গদেশে এই আইন
চলে নটের উপর ব্যবহারিগণ চতুষ্কোণ করিত,
না পাবে, আইন সম্বন্ধে কোন বকমমা কলু
করিতে হইলে বাধ্যতে সমগ্র প্রদেশে চলে,
অস্টে দ্বারা প্রিন্সিপে করিয়া বাংলাতে ব্যবহৃত
হয় এসং অনর্থক কতকগুলি দ্বারা সন্নিবেশ
করিয়া নালিসের ঘটনা বাংলাতে না লাভিয়া বার
আমরা স্থানীয় গণবৈদ্যে একরূপ বিধি প্রণয়ন
করিতে উপদেশ দি। উপস্থিত পাতুনিগি
খনি বিধিবদ্ধ হইলে আইনের উদ্দেশ্যের বাধ্যত
ভাষ্যে। যে অনিষ্ট নিবারণের জন্য আইনের
সৃষ্টি তাম্র সমগ্র দেশেই প্রবল থাকিবে।

—৩৩—

আমাদের কারিগর্য নিবারণ সম্বন্ধে

সামুয়েল শ্মিথের মত।

সামুয়েল শ্মিথ বলেন তাহাতে দুই তৃতীয়াংশ

লোক বড় বরিত। অল্পতরক কলিকাতায় বেশ।
এখানে কেবল কলুবিৎ হুজুর জীবিকা। এরূপ
কলে যে উপায় কলুবিৎ মিকট খাজনা সংগ্রহ
হয় তাহারই উপর অনেক পরিমাণে দেশের
মজলারজন মিত্রর করে। শ্মিথ বলেন তাহাতে
দুইটী উপায়ে খাজনা আদায় হয়। একটী রাইসডী
প্রথা, দ্বিতীয়টী জমিদারী প্রথা। শ্মিথ চিরস্থায়ী
বন্দোবস্তের পক্ষপাতী নহেন। আমরা শ্মিথের
সহবর্ততার মধ্যেই সম্মত করিত পারি, তিনি
বাস্তবিকই ভারতবাসীর বন্ধু। কিন্তু ভারতবাসীর
জমিদার ও প্রজার সম্বন্ধে, কলুবিৎ উপর গবর্ণ-
মেন্টের কর নির্ধারণের বাধ্যতা এবং সেই বাধ্যত-
বায়ী প্রজার শুভাশুভ সম্বন্ধে বিচার করিবার ক্ষতি
এখনও তাঁহার জ্ঞান নাই। ভারতবাসী এই সকল
বিষয়ের বরদ্বার আলোচনা কইরাছে। বেংক
সামুয়েল শ্মিথ এইমত ততদূর প্রবেশ করিতে
পারেন নাই। প্রজা ও জমিদার সম্বন্ধে কর
নির্ধারিত করিবার প্রণালি ভারতবাসীর বরদ্বার বি-
চনার মতই দ্বিতীকৃত কইয়াছে—এরূপ আর
কুতাপি মুখে হয় না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তই এই
বিবেচনার ফল। আমাদের দেশের রাইসডী
বরিত। কিন্তু এখনও যে তাহারা অবাধ্যতার
বরিতবে না কর্তব্যজালিসের এই চিরস্থায়ী বন্দো-
বস্তই তাহার অন্ততম কারণ। জমিদারের পৌরম
বেততার অভিসম্পাত, রাজার অর্থপ্রাধিকার, এ
সকলের ভিতরেও ভারতের কলু এখনও কেবল
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রণে ভাড়াটয়া রাখিয়াছে।
এই বন্দোবস্তটীর তিন মাত্রও ব্যতিক্রম করিয়া
সমগ্রই তাহাদের পতন হইবে, সত্য সত্যে সমগ্র
ভারতবাসীর জীবনযাত্রার পথ কলু হইবে। যে
সকল স্থানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত নাই,
সেখানেকার রাইসডী কি জমিদারের দুর্ভাগ্যের পরি-
ণাম নাই। সময়ে সময়ে গবর্ণমেন্টের সেখানেও
কলু সম্বন্ধে স্থায়ীকরণ কোন প্রকার বন্দোবস্ত
করিতে হইয়াছে। ছোটলাট ইন্ডেন মাহেব বঙ্গ
দেশ পণ্টন করিয়া একবার বঙ্গাছিলেন কলু-
কেরা জমিদারবিশেষের অপেক্ষাও অধিক সম্বন্ধে বাস
করিতেছে। আমরা সমগ্র ভারত কি বঙ্গদেশ
সম্বন্ধে ইন্ডেন মাহেবের এই কথা বড় একটা সত্য
দিত পারি না, কিন্তু অনেক স্থলে এই চিরস্থায়ী
বন্দোবস্তের প্রণেই প্রজার অবস্থা যে উন্নত হই-
য়াছে তাহা আমরা সত্যকে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কে
কলু উপর কয়েক বৎসরের জন্য বন্দোবস্ত করা
যায়, কলুবিৎ জমিদার বড় একটা ঈর্ষা থাকে
না। সুতরাং সে কলু অবস্থা উন্নত করিবার

নিমিত্ত তাঁহার বরদ্বার থাকে না। এরূপ অবস্থা
কলু উপর কলুবিৎ ক্ষতি হ্রাস হইয়া উপায়ে
খসার পরিহার বৎসর ১৬সর যে হ্রাস হই
নাই, তাহাতে আর সত্য কি? কলু উপর
রতা বুদ্ধি করিয়া তদীয় কলুবিৎ জমিদারী
উপর কোন প্রকার স্থায়ী সত্য প্রকাশ করা আবশ্যিক
ভারতবাসীর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের এই নিমিত্ত
বিষয়ে প্রয়োজন।

শ্মিথ বলেন ভারতের আন্দোলন কলু অধ্যাপি
হাসিল হয় নাই। দুই তৃতীয়াংশ কলু এখন
পতিত অবস্থায় রাখিয়াছে। ইচ্ছাশক্তি কর্তব্যে
যোগী করিতে হইলে অত্র খল বিল ও পাট
কাটিয়া জল সেচনের ব্যবস্থা করা গবর্ণমেন্ট
কর্তব্য। আমরা সামুয়েল শ্মিথের এই কথা
সত্যতা স্বীকার করি। বিলপতির ইচ্ছা ইতি
সত্যর পথ অবিলম্বে এই বিষয় লইয়া আন
আন্দোলন হয়। সেই আন্দোলনের সময়
সামুয়েল এই প্রস্তাবটী কতদূর প্রতিষ্ঠিত তা
আমরা ইতিপূর্বে প্রতিপন্ন করিয়াছি। এ
ভাষার পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই।

রেলওয়ে সম্বন্ধে শ্মিথ বলেন বর্তমান কলু
অতি বিবেচনার মতই রেলওয়ে বিস্তারের প্র-
জন। বাস্তবিকই নানা স্থানের রেলওয়ে কলু
আমরা কেবল কোটী কোটী টাকার ক্ষতিমা
দেখিতে পাউতেছি। ইচ্ছা ইতিয়া সত্য এসং
পূর্বে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, এখন কতক
রেলওয়ের দুর্ভাগ্য দেখিয়া তাহা আমাদের যু-
বুত বজিয়া যোয় হয় না। বেঙ্গল বেঙ্গল
কোম্পানি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া রেলওয়েটী গবর্ণমেন্ট
হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। গ্রেট ইণ্ডিয়ান পে-
ছা, সিদ্ধ, পঞ্জাব, ফিলি আউট ও রোহিল
এ সকল রেলওয়ে হইতে অর্পণ এক কর্তব্য
লাভ হয় নাই। অবশ্য প্রজাবর্গকে এই রেল
জমির জন্য কতকোটি হাজার ব্যয়তার বরদ্বার
হইয়াছে। রেলপথে বাণিজ্যের সহায়তা
সত্য, কিন্তু সে বাণিজ্য দেশের মাথা লাগে
ওয়ের বায়ের জন্য প্রজার ক্ষতি তাহার চতু-
কেবল কতকগুলি ইউরোপীয় বণিকের ব্যবসায়
চরিত্রের জন্য বহি গবর্ণমেন্ট বেগুনে সে
রেলওয়ের জন্য আর্থিক সাহায্য না করেন
হইলে দেশের ব্যতিক্রম নিবারণের বাস্তবিক
একটী উপায় করা হয়।

—৩৩—

ইউরোপীয় সভাচার।

बहुसंख्य विज्ञाटि ।

କେବଳା ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ବିକ୍ରିତ ହେବା । ମାତ୍ର ମହାବଳ
କି ହିଁହାରେ, ମାତ୍ର ତାହା ନେହୁ ।

সোফিস্টা এই সেক্টরের সংবাদ আহসেসে। ত্রিভঙ্গ অংগলক
 ১৪৪ জাণ্ডুলোক, কংগেলোক এবং নুংহুংলোক এই তিন জন
 ন রাজপুত্রবধূ উপবে রাজ্যের আর দিরা বহুবিভাগ পাবিত্র্যাপ
 রাজতন : এই তিন জনকে লঙ্কায়ই আপাততঃ রাজক্যবোর
 বিধি-হক সম্বন্ধ সংশ্লিষ্ট ঘটনাছে। ত্রিভঙ্গ অংগলকজাতক
 তত নগরে সিদ্ধ। পৌণ্ড্রবংগেন, সেপাং উত্তার বখেই
 অ-অর্থনা ঘটনাছে। বইগার সময় তিন বালিত্রা সিদ্ধাভেন,
 দীর সজা বাকি ইচ্ছা কবেস ডাঙা বইলে আবার বহুবিভাগ
 ততে প্রস্তুত অংগেন; বাহিবর সময় সময় তিন বে বোকা
 কথিত্রা সিদ্ধাভেন ডাঙাতে বলিত্রাভেঁন, কথিত্রা বহুবিভাগ
 দীর ত হজ্জকেশ করিবেন বা এইজন্য প্রস্তুত। কথিত্রাভেঁন
 হই আমি সংহাসন ত্র্যাপ করিলাম ত্রিভঙ্গ অংগলক প্রজা
 কে বনামার প্রস্তুত এং সজনকেই বিধি-হকসম্বন্ধ
 জাণ্ডা বইতে অংগলোক করিত্রাভেন।

[illegible]

কোন ৯৬ সে-টেম্পার। ষ্টাভলপত্র বলিষ্ঠাংগন, কণ্ঠ সর্বদ্যে
সঙ্গে প্রব্রুত মিকোলাসকে বহুঃস্থার সিংহাসনে বসা
ত চাইবে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞান

বহুদেশীয় লেপ্টনগে গবর্ণ-

दमरु आदमन्वाभुनात्तो

विद्युत् ।

ରାଜ୍ୟ ଓ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଭାଗ ।

চট্টগ্রামের একটীক ডেপুটি কমিশনার মেডিকেল সাহেব এ
সের ছুটি পাইক হেন। কটকেন কয়েক মাঝেটে সাতেক
এক পুতীক মাঝেটে কইলেন। নতুন নব ডেপুটি মালিক
মলক একমালি মেড সাহেব ছুটি পাইলেন।

পুঞ্জিৰ বিভাগ।

পারস্য, মিথাকমন্ডের আশিষ্টাশ পূজ্য স্থান হই যানের হুজি
হিলাল ।

শিক্ষা বিভাগ ।

[illegible]

टिप्पिङ्ग विभाग ।

১৯৭১ সাল/মহিলাদের আফিসার ডায়েরি মাক লন্ডন এক
নি পনের বিনেত্র দুই পাঁচলেন। আসসটাও মজান পুণ্ড্র

সিংহ-পরিবার-প্রতিবেশ ট্রেসেনের ডা'র এইচলেন । আ মিলাই সার্থক ।
শশীকুমার সিংহ মহাশয়ের পুত্রের ডা'র পাঠিলেন । মৌলবী আবদুল
কোদ্দাস কলিকাতা মাদ্রাসার একটীম স্কুলের শিক্ষক হইলেন ।
কলিকাতা মাদ্রাসার পঞ্চম শিক্ষক মৌলবী আবদুল হোসেন
একটীম ডা'র শিক্ষক হইলেন । বামেশ্বরের কুল ডেপুটি ইন্স্পেক্টর
বাবু প্যাট্রিমোন্ট সের ও মাসের ছুটি পাঠিলেন ।

[illegible]

କଳିକାତା

বলরাম পুরের আশিস্তেই সারজন বাহু
রামলাল চক্রবর্তী বিজয়ান গ্রামের যথারাজ্য
সোভাযাজারের কুমার মীলক বাহুর শুভকাম
পালের অ.বনী লিখিবার জন্য এতদ্যে ২৫ টাকা
দান করিয়াছেন।

•স্বাক্ষরকানায় বিদ্যাসুন্দরের কীর্তি-বরণ হরি-
 নাভি বিদ্যালয়টির জন্য। একটি গৃহনিৰ্মাণ করা
 হয়েছে। বিদ্যালয়ের সম্পাদক মহোদয় এজন্য
 আগামী ২৬ এপ্রিলের একটি সভা করবেন।
 সভাপতি রাজপুর হরিনাভি প্রভৃতি এতৎকালের
 সকল যোগের লোক সমবেত হইয়া এই মহৎ
 কার্যে সহায়তা করেন তাহাই মূল নীতিমূলা
 কীর্তি রক্ষা হয় যাহা শুধিরও বশেষে মঙ্গল
 সাধিত হয়।

বহুরিষের পূৰ্ব্ব দিবে একশেষে গৃহের সম্মুখে
যে মুসলমানেরা একটী দেহে ৩১ করিবার প্রয়াস
পাইরাছিল তাহারা গল্পটীর দ্বারা লইয়া ছাড়িয়া
দিয়াছে। কিন্তু গল্পটীকে পুণি বহুইত খালাস
করিয়া আনিয়াছেন।

আগামী সোমবার ৫ ই আশ্বিন (২০ এ
সেপ্টেম্বর) কলিকাতা ১৩ নং মৃদাপুর ট্রাট সিটি
কলেজ ভবন মধ্য খান্দালা সন্নিহিত স.বং
সরিক অ ধারণ্য হইবেক । সভাপতি বাবু অরুণ-
নাথ গেন । সর্বসাধারণের উপস্থিতি প্রাপ্তনীয় ।

निविश्वसंवाद ।

ইংলিসম্যান বলেন, গবর্ণমেণ্টে খাজানা ও
বেসরকারি অর্থের সুযোগ রাজস্ব আদায় করিবে,
উৎপাদক নর এই অর্থ একটি উল্লার। তাহাতে

আমাদের দেশের লোকের দুর্বল—যেখানে কেবল
হাইবার সংবাদ পত্রিকার অভ্যাসের কথা। সিদ্-
ডাই অবিদ্যাবীরা আমল কর, যেখানে লোক
নিভাত মিষ্টি, বাছিয়া বাছিয়া সেইখানেই পৌড়নের
প্রস্তাবনা। গরগমেটে এত মিকর হইবে তাহা
আমাদের বিশ্বাস কর না। কিন্তু তদুপরি নীতি
দৃষ্টিতে প.রে এমন সাধা কাহারও নাই।

নাস্ত্রাজের চেহার অব কবাস' আমদানী শুদ্ধ
 স্থাপন করিবার জন্য গভর্নমেন্টের বিকটে আবেদন
 করিতেছেন। নাস্ত্রাজখানী সকলেই চেহার অব
 কবাসের সহায়তা করেন ইত্যই আর্থনীত।

তলু নাটম বে মণ্ডিকাটক লুত বইয়াছে সে
 মাকি তলু মড়ে । বে মাকি কাকাদক ববাইনা
 বিয়া-ত সে পাকারনা করিয়া ইংরাজদিগকে বিবদ-
 ঞ্চ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল ।

ଅର୍ପଣ ମତ୍ତ ସମୁଦ୍ର ବିଶେଷ ହୁଏତେ । କାନ୍ଥ
 ସାମାନ୍ୟ ଏକ ସମସ୍ତ ପାତ୍ରର ସାହିବେ । ଚୈତନ୍ୟ-
 କେରୁ ମୁଖ୍ୟ କିଛି ଚୈତନ୍ୟର ମହାବଳ ।

জাতীয় সরকারের দিওয়ান সভায় কুমার
নীল কৃষ্ণ এক বাজার টাকা দান করিয়াছেন—
কুমার দিন দিন বদান্য গণের অগ্রণী হয়ে
ছেন।

যে টাকার দর আছে পুরা দুই মিলিং ছিল, কিছুদিন হইল তাহা ১ মিলিং ৬পেন্স হয়, এক্ষণে এক মিলিং ৪ পেন্স মাত্র হইয়াছে। হ.৫৫ হ.৫৫ সর্ব্বনাশ।

শিলচর বন্দেন নমসাপুজা উপলক্ষে জাবনী
সংক্রান্তিতে হবিগঞ্জ এলাকার জুজাংপুরের
দীর্ঘ বোকা বৌড় হয়। সন্ধ্যাকালে ঠাণ্ডা বাতাস
হওয়ার অনেকগুলি বোকা জলময় হয়। কত
নামুব নরিয়াছে সংখ্যা হয় নাই। আপাততঃ
৫৯ টী মাস পাওয়া গিয়াছে।

মলিপুরের জমী গবর্ণমেন্টের ন্যাকি অনেক-
 গুণি কুলির অধোজম। শিলচর ১৫ টাকার মোত
 বেখাইয়া কুলি ডাকি গেছেন। আমরা বল কুল
 সাবধান। ৫৫পুণী কমিশনার দরালু ন্যাকি অ.ম.রা
 তাহা স্বীকার কর। কিন্তু কুলির অদৃষ্ট বড়
 দয়।

মাদ্রাগে মিডিল-কাউন্টি বেলিক ট্রেসন হইতে ৪৬৪৩ জন বন্ধ্যানীড়িত লোককে অন্নপান বিয়া সাহায্য করা হইতেছে। এতদ্ব্যতীত রসনের নৌকার উপর ও নদীর তীরে অনেককে সাহায্য করা হইয়াছে। মাদ্রাগে পূর্বেবিভাগে প্রায় ২৫০০ লোককে প্রতিদিন কার্যে নিযুক্ত করা হইয়া থাকে।

আমেরিকার আলেক্সান্ডার প্যাটার নামক এক লোকের মরমাংস ভোজনের অপরাধে ১০ বছর কারাবাসের বাকী ছিল। প্যাটারের মরমাংস সাজী সইয়া আমেরিক র পূর্ববর্তী কুমির পর জয়লাভ করিয়াছিল। সেখানে বেল নামক একটা নবন্যাসফুৎ রাকস ভাঙার হলবলকে হনন করিয়া ফেলেন। প্যাটার একদিন ভাঙার নিকট গিয়া সলিঙ্গা বাইবার সবর বেধে ভাঙার সাজীনের ভেতর পড়িয়া বসিয়াছিল, বেল ভাঙারের এক প্রকার একধাম পা কাটায়া রক্তন করিতেছিল। বেল প্যাটারকে হাথিয়া মাত্র ভাঙারকে হনন করিয়া জড় লোড়িয়া আসেন। প্যাটার সাবধান হইয়া ভাঙারকে জলি করিয়া মারে। প্যাটারের তখন মধ্য উত্তর আলিতেছিল। সে কয়েক দিন ধরিয়া গালাপ ফুলের কুড়ি খাইয়া বাঁচিয়াছিল মাত্র। প্যাটারকে মরমাংস রক্তন করিতে দেখিয়া ভাঙারও মরমাংস ভাঙারের জড় প্রকৃতি হইল। প্রথমবার ভাঙারই সে কখন করিয়া ফেলেন। ক্রমে মরমাংস ভাঙার ভাঙার অভ্যস্ত হইয়া যায়। সে করিয়া আমেরিকার সবর জড়কগুলি মরমাংসের সঙ্গে আনিয়া ফল এলং ভাঙাই ভোজন করিয়া জীবিত ছিল। পরে সে আমেরিকা সে এই কথা নিজমুখে ব্যক্ত করেন। ইচ্ছা হইত ভাঙার ৪০ বছর কারাবাস হইত।

কেত কেত বলিতেছেন আকগান কবিসন নীচ করিতে নাই, একটা নীচা কবিসনদের জন্য কবিসনদের। গবর্ণমেন্টের মতামত চাতিফাটেন মতামত কেত কেত বলিতেছেন ইংরাজ যে মাদীরক সভার, কবিসন বা ভাঙাই বেখাটখাব ভাঙা আপাতত কবিসন করিয়া আসিতেছে। ভাঙাই ভাঙার আদীক যে মুক্ত বাক্য করিতেছেন ভাঙার আর সন্তোষ নাই।

১২০ জন টাকা ধন প্রার্থনা করার মিহানিবিভ বিভাগ গবর্ণমেন্টের মতামত হইয়াছে—

কলকাতা	৫, ১০, ১৫, ২০, ২৫, ৩০, ৩৫, ৪০, ৪৫, ৫০, ৫৫, ৬০, ৬৫, ৭০, ৭৫, ৮০, ৮৫, ৯০, ৯৫, ১০০
১২০ জন টাকা	৫, ১০, ১৫, ২০, ২৫, ৩০, ৩৫, ৪০, ৪৫, ৫০, ৫৫, ৬০, ৬৫, ৭০, ৭৫, ৮০, ৮৫, ৯০, ৯৫, ১০০
১২০ জন টাকা	৫, ১০, ১৫, ২০, ২৫, ৩০, ৩৫, ৪০, ৪৫, ৫০, ৫৫, ৬০, ৬৫, ৭০, ৭৫, ৮০, ৮৫, ৯০, ৯৫, ১০০
১২০ জন টাকা	৫, ১০, ১৫, ২০, ২৫, ৩০, ৩৫, ৪০, ৪৫, ৫০, ৫৫, ৬০, ৬৫, ৭০, ৭৫, ৮০, ৮৫, ৯০, ৯৫, ১০০
১২০ জন টাকা	৫, ১০, ১৫, ২০, ২৫, ৩০, ৩৫, ৪০, ৪৫, ৫০, ৫৫, ৬০, ৬৫, ৭০, ৭৫, ৮০, ৮৫, ৯০, ৯৫, ১০০
১২০ জন টাকা	৫, ১০, ১৫, ২০, ২৫, ৩০, ৩৫, ৪০, ৪৫, ৫০, ৫৫, ৬০, ৬৫, ৭০, ৭৫, ৮০, ৮৫, ৯০, ৯৫, ১০০
১২০ জন টাকা	৫, ১০, ১৫, ২০, ২৫, ৩০, ৩৫, ৪০, ৪৫, ৫০, ৫৫, ৬০, ৬৫, ৭০, ৭৫, ৮০, ৮৫, ৯০, ৯৫, ১০০
১২০ জন টাকা	৫, ১০, ১৫, ২০, ২৫, ৩০, ৩৫, ৪০, ৪৫, ৫০, ৫৫, ৬০, ৬৫, ৭০, ৭৫, ৮০, ৮৫, ৯০, ৯৫, ১০০
১২০ জন টাকা	৫, ১০, ১৫, ২০, ২৫, ৩০, ৩৫, ৪০, ৪৫, ৫০, ৫৫, ৬০, ৬৫, ৭০, ৭৫, ৮০, ৮৫, ৯০, ৯৫, ১০০
১২০ জন টাকা	৫, ১০, ১৫, ২০, ২৫, ৩০, ৩৫, ৪০, ৪৫, ৫০, ৫৫, ৬০, ৬৫, ৭০, ৭৫, ৮০, ৮৫, ৯০, ৯৫, ১০০

বিঃ ভলিউ মার্কস এগ্রিকালচারাল বিভাগে গবর্ণমেন্টের সভার সেক্রেটারি বিদ্যুত হইয়াছেন। হারবার্ডে একজন কেলুমি সিপাই একটা

বালিকার প্রাণের মুক্ত হইয়াছিল। বালিকার অভিভাবকেতা ভাঙারকে অমাত্র বিদ্যুত বেগেয়া সে ভাঙারকে ভাঙা করিয়া পরে আস ভাঙা করিয়া ছিল।

জাপান গবর্ণমেন্ট ইংরাজ গবর্ণমেন্টের সহিত লড়াই বৈশ্বাধিক করিতেছেন। সম্রাট উইলিয়াম গবর্ণমেন্টে গীতি চিত্রকরণ প্রিন্স অব এডেলকে একটা উপাধি দিয়াছেন। এসিয়ার মধ্যে জাপান আবার বড় ফিরিফিআনা করিতে দিখিয়াছে এমন আর কোন জাতিই নাই।

এংলাইণ্ডিয়ার মিবনের জন্য গবর্ণমেন্টের নিকটে মেনোবিয়াল পাঠাইয়াছেন। একথা আগেই জানা আছে।

রেজুন হইতে তার সংখ্যক আসিয়াছে যে কানার বিদ্রোহ ও মিঃ রানোস্ মানক হই বড় ভাঙাকারীর হস্তে মরিয়াছেন, রানোস এক জন পুলিশ ব্যবসায়ী। অর্থপ্রাতিভাট ভাঙার মুক্ত করণ। কাহার বিদ্রোহ রানোসের পক্ষাবলম্বন করার প্রাণ ভাঙাইয়াছেন।

লিন্স আলেকজান্ডার বলেন, মুলগরিয়ার আদীমতা রক্তন হইবে রক্তন এই প্রতিজ্ঞা করার তিনি সিংহাসন ভাগ করিয়াছেন। ভেদারল এসেবিলি ভাঙার পূর্ববার বিদ্রোহ করিলে তিনি মুলগরিয়ার বাইবেল।

গত ১ই সেপ্টেম্বর কলিকাতা পুলিশের অফিসিওর ডেপুটি কমিশনার উইলিয়ামসন সাহেবের মুক্ত হইয়াছে। তিনি বর্তমান ২৪শ্বরগণার ডেপুটি অফিসিওর হইতে ছিলেন। উইলিয়ামসন বেলী সিন্ড্রোমী সকল লোকেরই প্রতিপাত ছিলেন। ভাঙার মুক্ত হইয়া আসল সকলই প্রাণিত হইয়াছিল।

রক্তন বিদ্রোহের মিবারক আইন বড়-লাটের সহিতর জন্য পাঠান হইয়াছিল। বড়লাট ভাঙার অপ্রমাণন করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে যে পাণ্ডুলিপিখানি বেঙ্গল কাউন্সিলের বিচার্য রক্তন হইয়াছে বাঙালী ব্যবস্থাপক সভার আগামী অধিবেশনে ভাঙার বিচার হইবে। ছোটলাট মার্জিনে পরিভাগ করিয়া ব্যবস্থাপক সভার সভাপতিত্ব গ্রহণ করিতে আসিবেন।

ভাঙার ভেট সেক্রেটারি জেন সাহেব মাকি মহারাজী ভারতেশ্বরীর সহিত কটলাও জয়লাভ গিয়াছিল। জেন সাহেব যদি ভারতের আর্থের নিকে মুক্তি রাখেন, মহারাজীর সহায়তা ও এই নিকে পড়িবে।

প্রিন্স আলেকজান্ডার রাজ্য ভাগ করিবেন মিসেস এলবি মিবরে রক্তন জাতির নিকট বস্তুত।

ও কৃতজ্ঞতা জীকার করিয়াছেন, তার বলে ভাঙারকে মুলগরিয়ার ফিরিয়া বইবার অল্পমতি বেগু হইবেন। তার আরও বসিয়াছেন আলেকজান্ডারের পিতার মৃত্যু, পুত্র উইলিয়াম পাণ্ডি ও রক্তন আর্থ বজায় রাখিয়া, আলেকজান্ডারের উপর বিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে ভাঙা পরে দ্বিগ করা হইবে।

ভিআর মিসনের জন্য যে মুলগরিয়ার প্রমাণিত করা হইয়াছিল এখন ভাঙা অল্পমুল্যে বিক্রি হইতে চলিল।

লেন্ডি ভাঙার কটোর সাহায্যের জন্য সাহায্য পুরে আর একটা সভা কর। সাহায্য-পুত্র কালেক্টার এই সভার ৫০০০ প্রকল করেন কালেক্টার সাহেবের খাতির সভাগুচ্ছ জমীদার ভাঙারের পরিপূর্ণ হইয়াছিল। মল রাজ্যের টাক চাঁদা আকরিত হইয়াছে। আমরা লেন্ডি ভাঙারের অহরোধ করিয়া বলি এরপ অর্থের উপায়ে টাক আদায় ব্যবস্থা রাখিত করা কর্তব্য। অতের বেলা যে আইন চলন্তী কর, মিবরে বেলায় ভাঙা মুক্ত করিয়া রাখা উচিত মতে।

ইরিতান প্রদেশে দুই নত তুর্কী সৈন্য একজন রক্তন আক্রমণ করিয়া দুই সভ্য মের কাতি লইয়া গিয়াছে। উত্তরপূর্ব আর একবার তুর্কী কড় সৈন্যের উপদ্রব হইয়াছিল। কড় প্রজা বর্গকে উপদ্রব আসল রাখিবার জড় পোটি লেন্ডি হইয়াছে।

বেগুয়ানী কর্মচারি আইনের বিধানানুসারে বালী কি প্রতিবালীর মুক্ত হইলে ভাঙার উত্তরাধিকারিগণ কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আসবেন না করিল পরে আর মককনা চালাইয়া পারেন না, এই ভাঙারি বিধানী উঠাইয়া বিধান জড় ইলগাট সাহেব মেদিন ব্যবস্থাপক সভার এক পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিয়াছেন। আমরা ইলগাট সাহেবের মতের পোষকতা করি। প্রাণে কালেক্টার উত্তরাধিকারিগণ কখনই মককনা চালাইবার জড় আদ্যতে বাইতে পারেন না। অতর অনেক সময়ে ভাঙারের মককনা বাবিলী বা এ ভরকা হইয়া যায়। আমাদের পোষ কর এ সংশোধক পাণ্ডুলিপির বিরুদ্ধে কাহারও কো কথা করিবার নাই।

একজন ইউরোপীয় মন্যাসী কানীজীর্থ মল করিতে আসিয়াছেন। ইনি এতাহ হাথারের ঘাটে গমন করেন।

বলমেন্টের তাবী লেন্টমেন্ট গবর্ণর সাহায্য বেলি ও মনের জন্য ব্যবস্থাপ পাঠাইছেন।

যে কয়েক পক্ষের দ্বিভাষী ঔষধ খাজার
কর কর তাহার মধ্যে পাঁচ সহস্র প্রকারের
খ আমেসিকার আশ্বিনী।

সালার জলের সহিত মিলাইয়া একবার বে
নামালিত হইয়াছে আর কোন রূপেই তাহার
হারণ হইতেছে না। রেসিডেন্ট সাহেবের
ল চেষ্টাই যথার্থ হইতেছে। বড়লটি সাকি
জাতিবাদের বিপক্ষে একটা বীমাংসা করিয়া বিবেচন।
যেবার মধ্যম মনোভাব হইয়াছে তখন বীমাংসার
টা কবা যথার্থ। বড়লটি সালারজংকে অস্ত
ন উপযুক্ত কার্য্য নিযুক্ত করিতে পারেন।
কোন কোন জোড়দিকার চেষ্টার কোন প্রয়োজন
ই।

পারস্যের লো বোম্বাই নিবাসী একজন সুবর্ণা
সিঁড়িক সমান দিকার জন্ত ভারতগবর্ণমেন্টের
কর্তৃক এক বানি সুবর্ণ পত্র পেরণ করিয়াছেন।
গবর্ণমেন্ট সার রাম সেটকী জিজ্ঞাস্যক এই পত্রক
নি বিদ্যমান রাখিয়াছেন।

অষ্ট্রেলিয়া নিবাসী কয়েকজন লোক বর্গসের
বাহ্যে নিবাসন কবিবার নিমিত্ত বেপার বিভাগ
লকে যেন ডাড়াইয়া দেয়। বিভাগেরা বর্গস
মারিয়া তাহারের সহিত বিলকণ প্রেরণ করিয়া
ল। এই উত্তর জাতির সংসর্গ এক দুতন
তি উৎপন্ন হইতেছে। তাহারের সমুদায়
ল ও বর্গস উভয়েরই গুণ গুলির উত্তরাধি-
র প্রেরণ করিয়াছে। মাদ্রাসের সংসর্গে পুত্র
ন সমান উৎপত্তি হইতে শুনা গিয়াছে তখন
বড় আশ্চর্য্যের কথা নয়।

লর্ড হাট্টিংটন ভারতে আসিতেছেন। তাঁহার
কত মহাসভার আর ও কয়েকজন সভা এসে
গমন করিবেন। লর্ড হাট্টিংটন যখন একটা
খান মলের অধিনায়ক হইলেন তখন ভারত
রুদ্ধে তাঁহার চাকুস জ্ঞান লাভ করা বিভাগ
যশাক, কিছু গোলাপপুষ্প হইতে তিনি জন্মের
য় মধু সংগ্রহ করিবেন, অথবা কীটের জার
শীতের ইহকাল খাইয়া বাইবেন তাহা বলা
ল। লর্ড হাট্টিংটনের পক্ষতি উন্নয়।
লোইউরান জাতগণ যদি পক্ষাতে না লাগেন
ই মঙ্গল।

মির্জাপুর রাজার মৃত্যু হইয়াছে। কেনেরউন
ক একব্যক্তি একদল ডাকাইতকে পরাভূত
রয়াছেন। ডাকাইতেরা ১ জন বরিয়াছেন।
গানের বিজোহীরা বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে।
নেধন ডাকাইতে পরিপূর্ণ। টঙ্ক ও থেইট-
গে অনেক ডাকাইত ধরা পড়িয়াছে।

মিউনিসিপালিটিতে গবর্ণমেন্ট আর বন্ধক
নিবেশন। মূল্য বিল ও বন্ধক পাওয়া বাইবে
না। নিম্ন হইয়াছে যেখানে বারিক, কি সৈন্ত
মিলাস অথবা দুইটা রেজিমেন্টের সমান সৈন্ত
থাকিবে, সেখানেই কেবল বিবেচনা। পূর্বক বন্ধক
বেগল হইবে। কি সাক্ষ্য অধিষ্ঠান। এত বড়
অধিষ্ঠানের উপর গবর্ণমেন্ট প্রজ্ঞাকে কি আরও
রাজতত্ত্ব হইতে বলেন?

লিলাগে একজন বৌদ্ধ পুরোহিত উচ্চ
আশ্রয়তা করিয়াছেন। মৃত ব্যক্তির সমুখে একটা
কাপড়ের পুঁইলি তাহার উপর লেখা "বৌদ্ধের
উপহার।"

মাদ্রালে হইতে ভারের সংবাদ আসিয়াছে যে
নিম্নতম আদালত হইতে কয়েকদিনের উপর যে
দণ্ডাজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে কমিশনের তাহার
পুনর্বিচার করিতে পারিবেন।

ব্রহ্মদেশে কীটের বড় দৌরাত্ম, সাপ বিছা ও
বেড়ের অভাব নাই। এক প্রকার সাপ পিনী-
লিকা আছে, তাহার দংশনে অস্তির হইতে হয়।

বনার জাতি ক্রমে দুর্ভবিপ্রভের উপক্রম করি-
তেছে। নীজই ইংরাজকে সৈন্য প্রেরণ করিতে
হইবে। নীজ সকল দিকেই সৈন্য প্রেরণের
আবশ্যক হইবে।

ডিউক এন্ড ডেভিস কমিটি ভারতবর্ষে রচনা
হইয়াছেন। নীজই বোম্বাইয়ে পৌছিবেন। ইয়ারা
ই জেনেই আমাদের বন্ধু।

ইংলণ্ডের কারখানা হইতে চীনের জন্ত দুই
লক্ষ বস্ত্র প্রভূত হইতেছে। বিখ্যাত কামানকার
হারকম চীনের নিকট কানানের ব্যয়না লইয়া-
ছেন।

চীনের ভিতর রুশ ও জার্মান পরস্পর ঘেঁট
হইয়া হাঁড়াইয়াছেন।

দুর্গাপূজা উপলক্ষ মূল ও কলক সমুদায়
আগামী ১ মা অক্টোবর হইতে ৩০ এ পর্যন্ত এক
মাস বন্ধ থাকিবে।

বিলাতের গত মির্জাচমে ২৪ জন আইনবি
ব্যক্তি মহাসভার সভাপতি লাভ করিয়াছেন। ইহার
মধ্যে ১৪ জন ব্যারিষ্টার, ১১ জন ম্যাজিস্টার,
১৮ জন ব্যারিষ্টার (ইয়ারা ব্যারিষ্টারি করেন
না) এবং একজন বিজ্ঞানজ্ঞের ছাত্র। ১৪ জন
ব্যারিষ্টারের মধ্যে ৬০ জন রক্ষণশীল, ২২ জন
ইউনিয়নিস্ট উদারমৈত্রিক, এবং ১০ জন পার্লেম-
ইট। এই সকল ব্যারিষ্টারের মধ্যে অনেকই
গ্যাডজিটারের মতাবলম্বী।

সি এ ইনিমিটে সাহেবই যে সার টমাস পেলীর

পদ পাইবেন তাহার কিছুই দ্বিধা হয় নাই। মি
কর্ডারিরও এ পদ পাইবার সম্ভাবনা আছে।

ইউ নামক নামের ১২ মাইল উত্তর পশ্চিমে
কিপুংগ্রামে কাণ্ডের হিগিন্স ১৩০ জন সৈন্ত লইয়া
দুইসহস্র মর্দক ডাড়াইয়া দিয়াছেন। ৫০ জন মর্দ
ক হত হইয়াছে। ইংরাজের পক্ষে এক প্রাণিও মরে
নাই। গত ১৮ ই আগস্ট এই ঘটনা হয়। এই
দিন স্থিতি সাহেব আর একদল ডাকাইতের
সহিত লড়াই করেন। ডাকাইতদের ৩০ জন মরে,
আর ইংরাজের একজন পুলিশ সিপাহি হত ও দুই
জন গোরা আহত হয় মাত্র। কোন সংবাদটাই
বিব্রাহস যোগ্য নহে।

একবার শুনা গিয়াছিল পারস্য রাজ কুবেব
বড় গৌড়া হইয়া বাড়াইয়াছেন। আবার শুনা
যায় প্রেরণ চটিয়াছে। পারস্য রাজ কুবাধিকৃত
নামে বাধিয়ার জন্ত খাবাদি প্রেরণ বন্ধ করিয়া-
ছেন।

পঞ্জাবের খাজনার আইন সম্বন্ধে মতানত
প্রকাশ করিবার জন্ত পঞ্জাবের চীফকোর্ট আব ও
কিছু দিন সময় চাইয়াছেন। বিলখানি এখন শীত
পাল হইতেছে না।

১৮৮৫-৮৬ অব্দের প্রথম মাসের সহিত এ
বৎসরের প্রথম মাসের আয় ব্যয় তুলনা করিয়া
দেখা যায় এ বৎসরের ৫৭১০০ পাউণ্ড আয় বৃদ্ধি
ও ৩৯১,৩০০ পাউণ্ড ব্যয় হ্রাস হইয়াছে।

ছাইজাবাদে একপ্রকার আশ্রয়শাসন প্রচলিত
হইতে চলিল। এখানে লোকালকও গোড় স্থাপিত
হইবে। এই বোর্ডের তত্ত্বে মিউনিসিপালিটির
ভার থাকিবে। মতিমুবেও একপ্রকার আশ্রয়-
শাসন প্রচলিত হইয়াছে। বেনীয় বাজারপের
রাজ্য মধ্যে এইরূপ সকল স্থানে আশ্রয়শাসন প্রচ-
লিত হইলেই মঙ্গল হয়।

আয়লণ্ডের বেথবেথি ওয়েলস ও চোমরল
পা বার জন্ত কেনিয়া উন্নয়ন। ওয়েলস নিজে
আইন নিজে প্রভূত করিতে চান শিক্ষা বিষয়
আধীনতা চান এবং নির্দিষ্ট চর্চ ও জনীবাণী
ব্যবস্থা উঠাইয়া দিতে চান। এ চেষ্টার ফল কি
হইবে, বলবান আয়লণ্ডের দৃষ্টান্তে ওয়েলস কি
তাহা বুঝিতে পারেন নাই?

জিহটের অনেক চা-কর ইনকম ট্যাক্স দিতে
স্বীকৃত না হওয়ার অর্থদণ্ড দিতে বাধ্য হইয়া-
ছেন। গবর্ণমেন্টের পোষা পুত্রবৎ এমন দুর্কশা
কেন হইল?

ধিব বড়লটির নিকট আবেদন করিয়াছেন যে
রত্নগিরি তাহার পক্ষে অস্বাস্থ্য কর। তাহাকে

যম শীত্রেই বানাসুরিত করা হয় । পাঠকের হৃদয়
এই আছে—যখন যখন ভারতবর্ষে আনা হয়
যখন ঠিকাক বলা হয়েছিল ঠিকাক একবার
এই লোকের সত্য সত্য কবাইবার জন্ত লইয়া
এই উঠেছে । নাম কারক পাবেই আবার
এই করে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে । এ
এই ও নতুনতর পব ইংরাজ এখন কি
এই উপর সত্য হইবে না ?

যেহায়ে গরবনেটিন কবিরাজন সেহিকেব
এই প্রয়োজন নাই । শীত্রে এই পদটি উঠাইয়া
এই হইল । কলিকাতার সেহিক ও আনারের
এই প্রয়োজন নাই । ছোটলাট কি ভাষা বুঝেন ?

আনারের কোন কোন সভ্যগণী প্রস্তাব
বিখ্যাতিলম ইললার্টের পদ একজন দেশীয়
এই ককে নিযুক্ত করিলে ভাল হয় । ভবিষ্যৎ
এই নগে এ সকল প্রস্তাব প্রস্তাবেই রচিত্য বাণ ।
এই কার্য পরিণত হয় না । বিলাত হইতে
এই বাদ আসিয়াছে মিঃ এলেক্সান্ডার এই পদে নিযুক্ত
এই হইল ।

প্রাপ্ত ।

“ অতি অপূর্ণ উপহার । ”

একবারি সংসদপত্রে বিজ্ঞাপন দেখিলাম
অতি অপূর্ণ উপহার আপাততঃ চারি সপ্তা-
ব জন্ত লক্ষাধিক টাকা ব্যয় ” অর্থাৎ কি চমৎ-
ব বিজ্ঞাপন, উহার উদ্দেশ্য অতি মত, বিংশতি
এই লোকের মধ্যে কেবল কিছুকয় প্রচার করা
এই নোখা উদ্দেশ্য । ধর্ম্মাচার বঙ্গবাসী একা
এই সমাজে ধর্ম্ম কথা যোগাইতে পারেন না
এই পদটি, পবন ধর্ম্মিক বৈদিক ভাষা সেই উদ্ভাব
এই করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন । বৈদিক
এই হইলে তোমাদের আশাও উৎসাহ হইবে ।
এই ধর্ম্ম কথার সত্য নানাপ্রকার খোঁস পর্ব
এই এংল সঙ্কে স ২০ টাকার পুস্তক লাভ
এই, তাহার উপর আবার ৫ টাকা মূল্যে তিন
এই আইন কার্ড পাইবে ।

অপূর্ণ উপহার বটে, বোধ হয় বঙ্গবাসীর
এই এ হুযোগ ছাড়িয়ে না । এখন ৬ লক্ষাধিক
এই টাকা উপহার, আরও এক লাক টাকা
এই আছে । চাইবে নতালয় ।।। আপনারা
এই, আপনারের মধ্যে যথার্থই ধর্ম্মাঙ্গি জাগিয়া
এই উঠিয়াছে, ধর্ম্মের জন্ত লোকে আগ পর্যন্ত বিদ্যাছে,
এই টাকা বা কোন্ হার, তবে কথা হইতেছে
এই এখনকার মতবস্ত্রতা ভারি নির্দোষ পাছে আপ

নারের মিঃমার্থ পরিত্রিভিত্যর কথা উল্লিখিয়া
বুঝিতে না পারে সেই হয় । আপনারের এমন
মিঃমার্থ—যথার গল্প জগলর দ্বারা মিঃমার্থ পরোপ-
কারিতা যদি কেহ বুঝিতে না পারে তবে সে
মহুবা মতোই গল্প উঠিতে পারে না ।

ধর্ম্মপিপাসু গ্রন্থক মতোমরণ । আপনারা
এই বৈদিক কেবল খাঁটি ধর্ম্মকথা পাঠ করিবেনই
কিন্তু উপহার গ্রন্থ পুস্তক পাঠই আপনারের
ধর্ম্ম কর্ত্তের চূড়ান্ত হইবে । পুস্তকব তালিকা
মিঃ এলেক্স হইল “ চির চিত্তে পাঠ
করুন । ”

বিজ্ঞানস্বয় (আগাগোড়া ধর্ম্ম কথার পূর্ণ)
ভাবত উদ্ভাব (দুর্ভিক্ষান ধর্ম্ম বলিলেই হয়)
পাঁচ ঠ কুব (বেদ বিশেষ)
বাঙ্গালি চরিত (এমন ধর্ম্মগ্রন্থ আর নাট)
ইংরাজ চরিত (জিনিসগার বিশেষ)
বিলাতব পত্র (মতাবত কোথায় লাগে)

চিনিয়াসচবিভাসূত্র (চিত্তচরিতামৃতের শেষসংস্করণ)
ইত্যাদি ৬ ইত্যাদি ৬ ইত্যাদি

তাই । বঙ্গবাসী আর পবকার্য্যের জন্ত তাহা
না । পূর্ণ লোক লৈতুক বেচী এখানে
বাখিয়া কেবল প্রাণী ভাত করিয়া অর্গে বাইত,
এই হইতে বৈদিকের প্রস্তুত উপহারের কল্যাণ
তোমরা না পবীর অর্গে মাইবে । দেখিও তুলিও
না সত্ত্ব ১০ টা নাত্র টাকা বঙ্গবাসী আকিসে
পাঠাইয়া দাও আর ঘর বসিয়া পায়ের উপর পা
দিতা এক বৎসর ধরিয়া খাঁটি ধর্ম্মামৃত পান কর ।
তোমরা নান বাখিও “ আপাতঃঃ বিংশতি সপ্তক
গ্রন্থক না হইলে ধর্ম্মের স্তল প্রচার সমাক্রমে
হইবে না ” “ বাঙ্গালী জীনে কি ধর্ম্মের জন্ত
নাচিয়া উঠিব ” (নাচিয়া উঠিত, যদি ১০ টা
মুদ্রা না চাহিতে) “ সংবাদপত্র গ্রন্থকের পক্ষে
এ মৃতন স্তত দিন আর আসিবে না ” (আসিয়ে
বৈ কি এই যে আরও এক লাক টাকা তোমাদের
হাতে আছে ।

ধর্ম্মের নামে কি না, হয় যদি ধর্ম্মপিপাসার
তোমাদের মুক ফাটিত থাকে তবে তোমরা শীত্রে
শীত্রে বৈদিকের গ্রন্থক হও, সময় বেশি নয়
“ চারি সপ্তাহ নাত্র ” উপহার গ্রন্থ পুস্তকগুলি
আগাগোড়া পাঠ করিও তাহা হইলে তোমাদের
ইহকাল পবকাল বেশ বজার থাকিবে, অধাপাতে
বাইবার হস্ত হইতে নিষ্কতি পাইবে, তোমাদের
জন্ত মৃতন অর্গ প্রস্তুত হয় হয় হইয়াছে, বৈদিকের
কল্যাণে তাহাতে চিত্তকালের জন্য বখলিকার
হইয়া পুত্র পৌত্রাদি প্রারিসগণ জনে ভোগ

বখন করিতে থাকত, তাহাতে কোন ওজর আপ
হইবে না; যদি হয় সে নামকর ।

সংবাদসভার পত্র ।

শান্তিপুর ।

কথায় বলে দিন যায় ৪ জন যায় না । আম
এই বিত হইয়া একাল করিতেছি গত ৬ই সেপ্টেম্বর
অতি গুরুত্ব অজ্ঞাত পশ্যামাচার্য্যানি পঞ্জীর মিউ
সিপালিটীর কৃতপূর্ণ বেতকার্ক জিগুজ বাবু অম
নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র সত্য
মুখোপাধ্যায় পুত্রের দ্বার কৃত করিয়া একথা
ছোরা দাবা আপনার পলদেশে আঘাত করি
ইহলোক হইতে অসর প্রত্যা করিয়াছেন । সত্য
আজ কয়েক মাস হইতে বাহুরোগে আক্রান্ত ছিল
বালকটি অতি দুর্ভিক্ষ ও শাস্ত প্রকৃতির ছিল
এই গত এমট্রাল পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া ফ
আর্ট পড়িতেছিল । আমাধিগের অধিক ভর
দুঃখের বিষয় এই অতি অল্প দিন হইল সত্য
বিবাহ হইয়াছে । এখন কিছুকালের কঠোর
শাসনে সত্যের বাল বিবাহ বনিতার উপর আ
পড়া করুক ।

“ আছে গুরু না বর ভাল তাব দুঃখ চিরকাল
আমরা শান্তিপুরের দুই একটা রাস্তা দেখি
বাস্তবিকই বিখ্যাত হইয়াছে । এ দিকে কি মিউ
সিপালিটীর কৃতপূর্ণগণের কৃতদৃষ্টি পড়ে না
যে রাস্তাটি ট্রাণ্ডরোড হইতে বাহির হইয়া পত্র
তলার পার্শ্ব দিয়া বরাবর উত্তর পূর্ব মুখ চলি
গিয়াছে সেই রাস্তাটির অবস্থা দেখিলে এখানে
মিউনিসিপালিটি আছে এমন বোধ হয় না । এ
রাস্তার পার্শ্ব কতকগুলি দুঃখী মুচি ও বেলা
আবাস আছে । এই বর্গকালে সমসাময়
তাহাদের যে কি পর্ব স্ত ক্রেশ হয় তাহা লিখি
লেখ করা যায় না । তাহারা কি দুঃখী মুচি
বেলা বলিয়া কর্ত্তপক্ষ হইতে এই রাস্তাটির প্র
মমোযোগ দেওয়া হয় না ? তাহা বীতিন
ট্যাক দিবে অথচ ভাল রাস্তা পাইবে না এটা
মুক্তি সত্য ? না সত্য সত্য ? মিউনিসিপালিটি
চেরায়মান তাইস চেরায়মান কমিশনরগণ দুঃখ
মুচির জমোপার্জিত এবং বেলায় বেতোপার্জিত
মুচির অর্থের ভাগ অর্থাৎ ট্যাক লইবেন অথ
তাহাদের স্বতন্ত্রাভের রাস্তার অতি দৃষ্টিপ
করিবেন না ইহা অপেক্ষা আর লজ্জার কথা
হইতে পারে ?

বিজ্ঞাপন।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়।

ডে. এম. ডক্টার্স এণ্ড কোং।

এখানকার কয়েকখানি কাগজে লগুন আন্দোলন ও জর্জিওন চর্চিতে বিস্তর হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, পুস্তক, কর্ক লিপি ইত্যাদি আনীত হইয়া শুভ-মূল্যে প্রস্তুত হইতেছে। এনস এনসাইক্লোপিডিয়া মূল্য ১৮০ ডানিমার মেঃ পিটেরা মূল্য ২৪ পেন্সি বড় বড় পুস্তক পাওয়া যায়। বিলাজী ২০০ ক্রন ১০ মাসারট ১৭০ নিয়ন্ত্রণ ১০ এং ২২ মাস। ৭০ চিসার বিক্রয় হয়। ২২ শিলিং ওলাউটার বাক্স মায় পুস্তক ৪। এই ক্যান্সারসহ ৫ ও সাধারণ চিকিৎসা পুস্তক সহ ২৪ শিলিং ৮। ৩০ শিলিং ১০ ৪০ শিলিং ১৪.৪৪ শিলিং বাচ্যিক ঔষধ সমন্বিত ১৬ ৭২ শিলিং বাচ্যিক ঔষধ সমন্বিত ২২।২০০ শিলিং উৎকৃষ্ট বাক্স পুস্তক ও ঔষধিটোরা সহ ৮০ ঔষধি টোরা ৪৪০৫ (কার্টেলগ বিতরণীয়) সমস্ত বাক্সের সজ্জিত পুস্তক ও ফোটা দালিয়ার যন্ত্র পাওয়া যায়। ঠিকানা ১১৭ নং বহুজারীট কলিকাতা।

জামকীনাথ ডক্টার্স—ম্যানেজার।

১৮১৪ অব্দে স্থাপিত।

শরচ্চন্দ্র দত্ত এণ্ড কো

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ।

প্রস্তুতকারী।

কলিকাতা মহানগরীর এবং হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারবিগের নিকটে হইতে ঔষধের উৎকৃষ্টতা সম্বন্ধে প্রশংসা পত্র পাউরাছেন।

মূল্য সুলভ।

ওলাউটা চিকিৎসার ১২ শিলি ব্যবস্থা ও কপু-রের আবক সহ ৫ টাকা।

গুহ-চিকিৎসার ২৪ শিলির বাক্স ব্যবস্থা পুস্তক সহ ৮ টাকা, ২ শিলির বাক্স ১০ টাকা।

সাধারণ চিকিৎসার ৫১ শিলি ঔষধের বাক্স সাবসাইস ১৮ টাকা।

ডাক্তারবিগের উৎকৃষ্ট বাক্স ২৫ টাকা, সম্পূর্ণ ঔষধপূর্ণ বাক্স ৫০ টাকা।

চিকিৎসা বাজার। সচিব মূল্যনির্ণয়পত্র বন্দা মূল্যে প্রাপ্য। ঠিকানা ৫৫ নং কলেজট্রীট কলিকাতা।

—৪৪—

চিকিৎসা-প্রকাশ যন্ত্রের
পুস্তকালয়।

১৮৯ নং বহুজারী ট্রীট, কলিকাতা।
ডাক্তার জীবননাথ মুখোপাধ্যায় কৃত বাবড়ীর পুস্তক,
এখন হইতে এই পুস্তকালয় থেকে বিক্রি হইবে।
এজেন্ট দ্বারা আর বিক্রি হইবে না।

তৎকৃত

সরল ভৈষজ্য-প্রকাশ

অর্থাৎ

সহজ মেট্রিয়ার মেডিকা

১ম ভাগ।

গৃহস্থ ও পাড়াগাঁয়ের ডাক্তারদের জন্যে
প্রকাশিত হইয়াছে।

মূল্য ১০ পেন্সি ৩০০ পৃষ্ঠার বেশী।

দাম ১১০ টাকা; ডাকমাসুল ১০

এই পুস্তকালয় পাওয়া যায়।

প্রিণ্টারশনাথ মুখোপাধ্যায়
ম্যানেজার

—৪৫—



ইলকট্টো গ্যালভানীয়

অম্লরী, কবচ ও অনন্ত।

বি. এম. কার নির্মাণকর্তা ও আবিষ্কারক।

নং ২৮ বৃজাপুর ট্রীট কলিকাতা।

আমার নির্মিত অম্লরী, কবচ ও অনন্ত অতি-
বিক্রয় বিক্রয় দেখিয়া অনেক মনোবাক বকন নির্মাণ
করিয়া বিক্রয় করিতেছে। ইহা সকলই জানেন
যে, ভারতবর্ষে আমিই নির্মাণ করিয়াছি। সুবি-
ধাত মিসার গীলবার্ট হোমবার্ট অফ চার্টস, চারন
লকেট, আমার নিকটে হইতে ক্রয় করিয়া বিক্রয়
করিতেন, ম্যালেরিয়া ও পুণ্ডারন দ্বারা আক্রান্তরূপে
আরোগ্য হইয়া থাকে, বিশেষতঃ ওলাউটা ও বসন্ত
বাংগ উহার আশ্রয় উপকাবিতা শক্তি দেখা
হইতেছে। এমন কি উহা ধারণ করিলে সংক্রামক
রোগ কর্তৃক আক্রান্ত হইবার সম্ভাব্য নাই, বসন্ত
উহা বক্তপরিহার করতঃ পড়া আশ্রয়রূপে ও
অপলাভ মনো বিবারণ করে। এমপ্যাথিক,
হোমিওপ্যাথিক ও হাইড্রোপ্যাথিক চিকিৎসাতে
বাচ্যতা ফলপান নাই এই তথ্যিত কারণে ফল
পাইতেছেন। সোনা ও রূপার নির্মিত কবচ ও অম্লরী
তথ্যিত সংরুদ্ধ বলিয়া উক্তি করিলে সে নিত্যন্ত
অমূলক ও তাহা ব্যবহারে কোন ব্যক্তি আরোগ্য

কখনই হইতে পারে না। প্রতি কবচের মূল্য ১৮
আনা, ডজন ১২৪০। প্রতি অম্লরীর মূল্য ২ টাকা
ডজন ২০। প্রতি অনন্তের মূল্য ১৪০। ডজন ১৪
প্যাকিং ও পোষ্টেজ ১ হইতে ৬ খানি। ৮০ প্যাকিং
ডজন ৮০। বাচ্যতা অম্লরী ও অনন্ত লইতে ইচ্ছা
বাম পাঠাইবেন।

—৪৬—

ইলকট্টো গ্যালভানীয়

অম্লরী কবচ ও অনন্ত।

পি, সি, দাস

ভারতের একমাত্র নির্মাণকর্তা ও
আবিষ্কারক।



ডজন ২৮ পেন্সি টোলা লেন — পটলডাঙ্গা — কলিকাতা

এই অম্লরী কবচ ও অনন্তের এমন আশ্রয়
শক্তি আছে যে, যেসকল রোগে মৃত্যু। একবার
হস্তান্তর হইয়া পড়েন অথচ ডাক্তারি চিকিৎসা এ
কবিতাজি চিকিৎসার কিছু-তই কিছু উপলব্ধ
নাই, উহারাই এই মহৎ শক্তি এং জীবন অম্লরী
কবচ অম্লরী ও অনন্ত ধারণ করিলে সেট সমস্ত
দারুণ রোগ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্তিলাভ করিবেন
অতএব বহিঃকেত ব্যাধি যন্ত্রণা হইতে নিষ্ক
পাইতে ইচ্ছা করুন তবে আমায় নিকটে তথ্যিত
অম্লরী, কবচ কিংবা অনন্ত লইয়া বাউন, আর বোটে
কাঠার যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না। এং
শরীরে ইহা ব্যবহার করিলে ওলাউটা বসন্ত প্রভৃ
সংক্রামক রোগ স্পর্শ করিতে পারে না। অম্ল
কবচ ও অনন্ত ক্রয় কালীম (P. C. D) নামা
দেখিয়া লইবেন এং অম্লরী ও অনন্তের ম
পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

প্রতি কবচের মূল্য ১৪০ ডজন ১২ টি
প্রতি অম্লরীর মূল্য ১৪০ ডজন ১৫
প্রতি অনন্তের মূল্য ১৪০ ডজন ২৫
প্যাকিং ও পোষ্টেজ খরচা এক হইতে ৬টা।
৭ হইতে ১২ টি ৪৮০ লাগিবে।

৪ চারি বকন অম্লরীর মধ্যে বাচ্যতা যে রকম
লইতে ইচ্ছা করিবেন অম্লরীর পূর্বক সেই রকম
বাচ্যতা লিখিয়া দিবেন। এই সমস্তাধি নাম
অকৃত্রিম তথ্যিত পত্রকে কেবল আমার নিকটে পাঠ
যায়।

—৪৭—

কে, ডি. সরকারের উপদ্রুত রোগের পারা বজ্রিত মহৌষধ।

সিপাতি বিজ্ঞানের অবসান সময় নেপালর
ডাক্তার এক মুসলমান ককীবের নিকট প্রাপ্ত।
বিগত ২৬ বৎসর ইহা বিমামুল্যে বিক্রিত হইয়াছে
কিন্তু ক্রমে ইহার উপকারিতা ও যথেষ্ট প্রচারের
সহিত ইহার গৌরব এতদূর বৃদ্ধি হইয়াছে যে
বিনা মূল্যে বিতরণ এক প্রকার অসম্ভব হইয়াছে।
এই সকল প্রসঙ্গ অব্যাহত করণে ইহার মূল্য নির্ধা-
রণ করিবান। ইহাতে কোন প্রকারের পাবা
নাই, ইহা অসম্ভবমাত্র সেরমেট সহজ সহজ
লোক এই উৎকট পীড়া হইতে সম্পূর্ণরূপে চিরা-
বোধ্য লাভ করিয়াছেন। গর্ভবতী স্ত্রী কেশলমাত্র
ইহার সেপমেন্টে রোগোদ্ভূত হইয়াছে (গর্ভাবস্থায়
সেবন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ) ইহার দ্বারা শিশু সন্তান
শৈশবিক রোগ হইতে সম্পূর্ণ অব্যাহতি পাই-
য়াছে। ইহা বোম্বের সর্বোচ্চ আন্তঃজাতীয়
এমন কি পাবারট্ট ঔষধ সেবনক্রমে দৃষ্টি রক্ত
ও পরিষ্কার করে ও শরীরের সকল প্রকার ক্রত
উত্থাপি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করে, এই রোগের
এতদূর পাবা বজ্রিত অদ্বৈত মহৌষধি এ পর্যন্ত
অদ্বৈত হয় নাই। কংগ্রেসের সুবিজ্ঞ ডাক্তার ও
সন্তান সন্তান প্রভৃতি প্রসংশাপন এবং ঔষধি
সেবনময় মিশনারি ঔষধের শিল্পিত সচিত্র ছাফি-
অন্যান্য নিকটই উক্ত প্রসংশা পত্রাদি বিমামুল্যে
পাইবেন। গড়াক শিল্পির মূল্য ২৫০ প্যাকিং ১০

শ্রীকালো দাস সরকার

গবর্ণমেন্ট পেমেন্ট-অফিস।

—৩৩—

৫ মার বাজা বাজাকান্ত দেশ বাজার প্রবীত।

জগদ্বিখ্যাত সর্বপ্রধান সংস্কৃত মহাভারত।

শাককল্লক্রম।

সর্বসংখ্য শিল্পিত ও শিল্পার্থী বাজি বর্গবি
সাবস্থাব্য উৎকৃষ্ট দেবনাগর অক্ষরে, উৎকৃষ্ট
কাগজে, সংশোধিত ও সুশৃঙ্খলিত সচিত্র পব-
বজ্রিত হইয়া সংখ্যা ক্রমে মাসে মাসে প্রকাশিত
হইতেছে।

প্রতি সংখ্যায় রম্য ৪ পেজী ৮ করনা আছে।
ইহা পূর্বে পূর্বে প্রচারিত সংস্করণের ২৪ করনার
যত কণা আছে, ইহাতে তাহা অপেক্ষা ও অধিক
কণা আছে। নিয়মিত প্রাহকগণের পক্ষে প্রতি
মাস মূল্য ১ এক টাকা মাত্র।

শাককল্লক্রম প্রকাশার্থে মধ্যপন্থা নিম্ন আক্ষর
কারী নিকট পত্র লিখিলেই শাককল্লক্রমের
নিয়মাবলীর সহিত যত সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে,
পাঠান হইবে। (৩৭ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে)।

৭১ নং পান্থরিয়া বাটা স্ট্রীট } জীবনদালসাহ বসু।

কলিকাতা।

সি.ই।

শ্রীচরচর বসু।

শাককল্লক্রমের অধ্যাদিকারী ও সম্পাদক।

—৩৩—

নিউ হোমিওপ্যাথিক হল।

এম. বি. নিম্মাস এণ্ড কোং।

৪৭ নং সীতাবাম বোম্বের স্ট্রীট কলিকাতা।

বিল্ড

টাকার ঔষধ।

উত্তম উত্তম পুস্তক, পকেট-বক্স, পাবমিটার
৩৩ শিল্পি বাজি ও আভাস্তরিক ঔষধসমেন ২২
শিল্পি কর্ক চামচা প্রভৃতি সমস্ত আশ্মকীয় ত্রা
উৎকৃষ্ট, জাম্বি ও আমরিকা হইতে আসিয়াছে।
গুচ্চিকিৎসার উপযোগী ব্যবহার্য বাজিলা পুস্তক
এখান পান্থরায় এবং প্রধান প্রধান সংবাদ-
পত্রের ও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা সক-
লের বিশেষ প্রশংসিত "সমুদ্র বিধান তত্ত্ব বা
হোমিওপ্যাথিক ডি।" নামক উৎকৃষ্ট পুস্তক
খানি কেবল আমাধিগের নিকট ডাকনামুল সহ
১.১০ এক টাকা আর আনা মূল্যে পাওয়া যায়।
ওলাউঠা ও গৃহ চিকিৎসার জন্য সকল রকমের
ঔষধ পূর্ণ বাজি বিক্রয়ার্থ সর্বদা প্রস্তুত থাকে।

কয়েক বৎসর হইতে শত শত রোগীরা আশ্রয়
দ্বারা বিশেষ পরীক্ষিত সর্বপ্রকার ম্যালেরিয়া
স্বরূপ লাভিকারক উৎকৃষ্ট হোমিওপ্যাথিক ঔষধ
ব্যবস্থাপত্রসহ ১ ড্রামের মূল্য ৪০ এবং বড় মূল্য পীড়ার
বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবস্থাপত্র সহ মূল্য
১৪০ বেড় টাকা। ইহা কেবলই আমাধিগের দ্বারা
বিক্রীত হয়। ডাক্তার ক্রবিন্স এসিড কণ্ট্রের
আবক ব্যবস্থাপত্রসহ মূল্য ১ আমাধিগের নিকট
পাইবেন।

মফস্বলের অর্ডার দ্বারা সচিত্র ডালুপেট্রেল
পার্শেল দ্বারা শীত পাঠান হয়।

—৩৩—

বিজ্ঞাপনসম্বন্ধীয় প্রতিক্রিয়া।

আমরা বিনয় সহকারে সাধারণকে জানাই-
তেছি, বাহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাহা
করিবেন তাহারা সোমপ্রকাশের পত্রিক গণিয়া
বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম
দিনবার প্রতি পত্রিক ৪০ আনা, তাহার পর ০

আনা। ইংরাজী অক্ষরে প্রকাশ হইলে ৭১০ প
করিয়া লাইন প্রতি বাব দ্বারা হইবে।

বেসকল কর্তৃক বিজ্ঞাপন আনা হইলে
নিকট আসিলে, তাহা প্রথম একবার নিম্ন
প্রচারিত হইবে। তাহার পর নিম্নমাত্রায়
লগ্না হইবে।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত তথ্যকট

সোমপ্রকাশ

সম্প্রদায় সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য
মাসুল সমেন দারিক ১০ টাকা এবং বাজি
৫১০ টাকা। অসম্প্রদায় সোমপ্রকাশ সমেন
টাকা। অসম্প্রদায় মাসিক ত্রৈমাসিক বা
মাসিকের নিয়ম নাই। শিল্পক ও জাতিক
জাত ডাক মাসুল সমেন ৩৫০ টাকা দ্বারা
হইয়াছে।

অগ্রিম মূল্য বা পাঠিলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ
প্রেরিত হয় না। বাহারা সোমপ্রকাশের
পাঠাইবেন তাহারা স্ব স্ব নাম দাম স্পষ্ট করি
লিখিয়া কলিকাতার হকিণ সোমপ্রকাশ ডাক
জিহ্বক উপেক্ষাকৃত চক্রবর্তীর নামে মোট, তা
বরাতে চিঠি মণি অর্ডার, ইহার অজ্ঞাতর বাজা
বাজার স্থগিত হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা
প্রেরণ করিবেন। অর্ডার আনার অধিক মূল্য
টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য
নির্দেশিত হইবার পূর্বে কেহ সোমপ্রকাশ প্রেরণ
অনিচ্ছুক হইলে, অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া
হইবে না।

বাহারা মাসুল বা দ্বারা পত্রাদি প্রেরণ ক
বেন, তাহা হইলে সেই পত্রাদি প্রেরণ ক
হইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ই
করিলে তাহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পত্রিক
৫১০ আনা তাহার পর ১০ এক আনা দিতে হইবে
কেবল ইংরাজী অক্ষরে প্রতি বার ৭১০ প
করিয়া লাইন দ্বারা হইবে।

প্রেরিত, সংবাদমাধ্যম, জমদগারীর পত্র ও
প্রভৃতি বেসকল বিবরণী দ্বারা হইতে প্র
জাত আইসে তাহার মতামত বা কোনদী আ
বিক্রয় বা সত্তা এবং সত্তা মিথ্যা বিবেচনা
সম্পাদক, প্রিন্টার বা প্রপাইটার দ্বারা হইবে

এই পত্র কলিকাতার হকিণ সোমপ্রকাশ
ডাক হইয়া চাক্ষুশপোতা সোমপ্রকাশ
জিহ্বক প্রিয়মাত্র চক্রবর্তীর দ্বারা প্রতি সোম
প্রকাশকে মূল্য ৫ প্রকাশিত হয়।

সামগ্রিক শা

৩০ নং ভাগ।

স্বতন্ত্রতা স্বাধীনতা আর্থিক স্বাধীনতা স্বাধীনতা স্বাধীনতা

৪৫ সংখ্যা

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাসিক মাসিক
১০ টাকা। অগ্রিম বার্ষিক ৫৫.০০

১৯২০ সাল। ১২ ই আশ্বিন। ইং ১৮-৬। ২৭ এ সেপ্টেম্বর।
৭ রিপনাম। ১২ ই আশ্বিন।

অগ্রিম পক্ষে মাসিক মাসিক বার্ষিক
টাকা মাস। অগ্রিম ও চাঁড়িপোতা
মাস বার্ষিক মাসিক মাসিক ৫৫.০০ টাকা

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

স্বর্গীয় পিতৃদেবের আদরের ধন এই
সোমপ্রকাশ সংবাদপত্রখানির চার্জ-
ভাষন ও ইচ্ছা কামনার মন্বলিখিত
মহোদয়গণের হস্তে অর্পণ করিলাম,
সোমপ্রকাশ শুরু হবে অমুখ্য হইয়া
নির্ভীক চিত্তে লোকসমাজে বিচরণ
করিতে। পাঠক, গ্রাহক, অনুগ্রাহক
সকলেরই আমরা যুথাপেক্ষা।

টুটি

লেখক

পিতৃদেব
ঐশ্বর্যচন্দ্র বিদ্যাসাগর।
স্বর্গীয় কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়
পেচম্বর (উঃউঃউঃউঃউঃউঃ)
বাবু বিজ্ঞান বন্দ্যোপাধ্যায়
দক্ষিণেই সিংহ।
বাবু উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এ.
একেশ্বর সিংহকল্যাণ।

ঐশ্বর্যচন্দ্র বিদ্যাসাগর।
সামগ্রিক লেখক।
পিতৃদেব (স্বর্গীয়) এম, এ.
বাবু উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
পেচম্বর(স্বর্গীয়) একঃউঃউঃউঃ।

সোমপ্রকাশ সম্বন্ধে চিঠি পত্র,
টাকা কড়ি, মনিঅর্ডার আদি যেকোন
চাঁড়িপোতা সোমপ্রকাশ কার্যালয়ে
ঐশ্বর্যচন্দ্র উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্তীর নামে
গ্রাহক মহোদয়গণ পাঠাইতেছেন সেই
রূপ পাঠাইবেন। অতঃপর সোমপ্রকাশ
সম্বন্ধে চিঠিপত্র বা টাকা কড়ি মনিঅর্ডার
যোগে গ্রাহক মহোদয়গণ আর কাহারও

নামে পাঠাইবেন না। অথবা কার্যালয়ের
কোন কর্মচারীর নামে সোমপ্রকাশের
মূল্য প্রেরণ করিবেন না। অপর নামে
পাঠাইলে অধিকারীর হস্তগত না হওয়া
সম্ভব। গ্রাহকগণের সে বিষয়ে যেন
দৃষ্টি থাকে। ইতার পূর্বে যদি কোন
গ্রাহক আমাদের কার্যালয়ের কোন
কর্মচারীর নামে মনিঅর্ডার যোগে
টাকা পাঠাইয়া থাকেন এবং পূর্বেপূর্বমূল্য
প্রাপ্তিতে প্রকাশ না দেখিয়া থাকেন,
তাহা চট্টাইল তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া
আমাদের পত্র লিখিলেন এবং পোস্টের
স্বাক্ষরিত রসিদ আদি প্রমাণ করিয়া
অনুগ্রহীত করিবেন।

ঐউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী

সোমপ্রকাশ অধ্যক্ষ।

বৈদ্য জীবন।

আত্মীয় সংকট চিকিৎসা গ্রন্থ। মানেই ইতার
ওদের পরিচয় দিতেছে। এই গ্রন্থের সমস্ত কবি-
ভাট গ্রন্থ দ্বারা বোধিনী। কি গৃহস্থ, কি চিকিৎসক
সকলেরই ইহা জীবন অরণ্য, এবং কাব্যবোধী-
বিশেষ বিশেষ আশ্রয় নামক। আমরা এই
গ্রন্থ মূল, টাকা ও বিক্রয় বজায় রাখা লক্ষ্যে প্রতি
মাসে ৪০ পৃষ্ঠা করিয়া খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করি-
তেছি। হয় বাসে সমাজ হইবে। পূজার পূর্বে
১ টাকা পাঠাইলে সমগ্র গ্রন্থক বেওয়া হইবে।

পরে ২ টাকা। কার্যাব্যাক্তি বিক্রয়ক্রম ৩
তাকাবোকা, তাকা ঐরামপুর ভগ্নী।

কর্মখালি।

ইংলীশ মাসিক গ্রন্থ ৭ টি গ্রন্থকে ইংরাজ
পাঠাইবার জন্য একজন শিক্ষকের প্রয়োজন
মাসিক বেতন ১০ টাকা। আচার বিধানা সম
পাইবেন। আচারে কামত তিহা রাখা হইবে
ভাল হয়। যিনি এতগুলি পরিকার উত্তীর্ণ হইয়া
হবেন এবং যিনি উক্ত পরীকার কেন হইয়াছেন
এবং ইংরাজীতে যখন আচার এবং যাকির আচার
নয় গ্রন্থ হইবে।

ঐশ্বর্যচন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সং-ইংলীশ

পোঃ-মগরাভা

২৭ পরগণা

প্রেরিতপত্র।

ঐশ্বর্যচন্দ্র উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী
অধ্যক্ষ

বঙ্গবাসীর দুঃখাকাজকা।

"একই মনে বাস ভাবিত লিখের গীত
গত ২০ এ তার পরিবার তারিখের বঙ্গবাসীর
সোমপ্রকাশের সম্পাদক স্বর্গীয় মদনমোহন দাস
বিদ্যাভিষেক মহোদয়ের যে জীবনচরিত্র একাধি
যত, তাহার এক তলে বঙ্গবাসীর সম্পাদক মদন
আবেগে লিখিয়া ফেলিয়াছেন 'বিদ্যাভিষেক' মদন
বঙ্গবাসীর বঙ্গবাসীর সোমপ্রকাশের সম্পাদকতা করি
বালালা সংবাদপত্র পরিচালনায় যত্নপাত ও যত্ন
ঐশ্বর্যচন্দ্র করিয়া দিয়া শেষ দশায় উদ্বাস সং

ক আবার পরিচয় কর্তৃক পরিচয়কে নিয়ম বহি-
ত সময় নিয়মিতকৃত জাতিগত পশ্চিম কল-
নগরী উইলিয়াম। দুইবার বিবরণ জাতি কেউ বা
দেখ কেউ বা শুনে। কিন্তু একটি সামান্য জাতিতে
জীবনধারণের উপর "কাইন" ভিত্তিমূলক ব্যবস্থা
বা উইলিয়াম। একদল আমাদের প্রার্থনা যে
সংসারশত্রু এই বিবরণের আয়োজনে বর্ধিত
শ্রুতিবিত্তার পরিচয় দান করুন।

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 मनसिभूष-धारका ।

—●●—

আর হাও বাস হইল " উত্তরদক্ষা উত্তরিন " নামক একটা সভা উক্ত গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গ্রামের প্রধান প্রধান লোক হইতে সমান লোক দল সকলেই উক্ত সভা। সভার অধাযসায় হস্তাক্ষর করিয়া কতকগুলি নিম্নলিখিত কণ্ঠ দ্বারা উক্ত সভার লক্ষ্য হইয়া দাঁড় হইয়াছে। উক্ত সভার সময়ে সভার ও গ্রামের প্রধান প্রধান লোকের নামে নিম্নাংশপত্র সংগ্রহপত্র ও জন-মত প্রকাশ করিয়া বেড়াইতেছে। উক্ত লোকের প্রধান প্রধান সংগ্রহপত্র সভার নামে প্রকাশ্য প্রচার করিতে যাওয়ার সকলের কাছেই প্রচলিত হইয়াছে।

পাঠকগণ যୋর দর অবগত আছেন উক্ত-
 ১৩:২ মিউনিসিপালিটির দুইটা দলে বক্তৃতা
 ১৫:০ ১৫:১৫ চণিয়া আসিতকছে, যখন আত্মশাসন
 ১৬:০ গ্রামের মিউনিসিপালিটিতে প্রবর্তিত হয়,
 ১৭:০ শেখ হুইল এইনার বিবাহের অবসান
 ১৮:০ হয়। মিউনিসিপালিটিতে আত্মশাসন প্রথা
 ১৯:০ তইল হটে, কিন্তু গণধর্মেন্ট চেয়ার-
 ২০:০ মানকে নিযুক্ত করায় যে বিবাহ সেই বিবাহই
 ২১:০ চিয়া বেগ এখন দিন দিন বিবাহের হুচ্চি হই-
 ২২:০ তছে। শেখ হয় চেয়ারম্যান গ্রামের লোক
 ২৩:০ কতক মনোমীত হটলে কখনই এরপ তইত না।
 ২৪:০ বলাদলির জন্ত আনরা মিউনিসিপালিটির কার্য
 ২৫:০ প্রণালীতে কতকগুলি আবাসিকীর দোষ দেখিতে
 ২৬:০ পাই।

কিছু দিবস হইল কলিকাতার কোন ইংরাজ
কোম্পানি কর্তৃক উত্তরপাড়ার বিশু সাধারণের
সমতিতে মধ্য অস্তিত্বের একটা কল ও কারখানা
সংস্থাপিত হইয়াছে। নানা দেশের সনাংস ও
কল অতি সকল রেলের দ্বারা আনীত হইয়া এই
স্থানে চুর্নীকৃত ও স্থানান্তরে পৌঁছিত হইত।
এই কলের দুর্গত ও অতি চূর্ণের ধূলিবেং স্থান
সকল বাতাসের সহিত নিকটবর্তী অধিবাসিগণ

বাসভবনে ৫ জনাশয়ে প্রায় প্রতিমিয়তই পাঠিত হও
 য়ায় লোকের এখানে বসবাস করা যুক্তবৎইয়া উঠি
 তাহে। মিউনিসিপালিটী সমাজ আর হুজির
 জন্ত বেশের সমগ্র লোকের আত্ম হানিকর বিষয়ে
 কি ভাবিয়া যে উক্ত কোম্পানিকে লাইসেন্স
 দিলেন বলিতে পারি না। আমরা শুনিয়াছি
 কতিপয় কর্তৃশালীন সম্রাজ্ঞ কমিশনার লাইসেন্স
 দিবার পক্ষে আপত্তি করিয়াছিলেন; কিন্তু অধি-
 কাংশ সম্রাজ্ঞ ভিন্ন মত প্রকাশ্যে প্রকাশ্যে
 করিতে পারেন নাই। মিউনিসিপালিটীর প্রায়
 প্রত্যেক কার্যেই এতদপ গলব দেখা যায়। কমি-
 শনারগণ লোকের ভাল মন্দ কিছুই দেখেন না।
 বিশেষতঃ ইংলিষ্ট সম্রাজ্ঞ হিন্দু পালি করিতে তাড়ের
 কল টেঁটাইয়া দিবার চেষ্টা করার কয়েকজন কমি-
 শনার তাঁহাদের পরম শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।

যেখানে যোগ্যতার মর্যাদা দেয়া হয় তাহার
নিকটেই অনেক লোকের বসতি । মিকট দুর্গে
এ সকল লোকের অসখ্য কষ্ট হওয়ার উদ্ভিন্ন
মিউনিসিপালিটি উহার প্রতিবিধানের মিমিত
মিউনিসিপালিটিতে এক আবেদন করেন । কিন্তু
মিউনিসিপালিটি ইউনিয়ন সভার দরখাস্তে কর-
পাত করেন নাই । সভা এই স্থান পরিবর্তনের
জন্য স্যামিটারি কমিশনকে লেখায়, ডেপুটি
স্যামিটারি কমিশনের এই স্থানটি বেধিয়া গিয়া
লিখিয়াছেন যে “ জনাকীর্ণ বস্তির মিকট সভ্যের
মর্যাদা দেয়া কোন মতেই উচিত নহে, উহাতে
আতঙ্ক ও মিকটের জলাশয় সকলের পক্ষে
বিষম অনিষ্ট হয় । ” ইউনিয়ন সভা এই মর্যাদা
কৌল্যার স্থানটি পরিবর্তন করিবার চেষ্টা করায়
অন্যদের বিরোধভাজন হইয়াছেন ।

বাছান্ড মিউনিসিপাল আফিস গ্রাভার্ড মিউ-
 নিসিপাল মিউনিসিপাল আফিস হয়, সাধারণ
 মিউনিসিপালিটির আর ব্যতীত বসন্তে ও হিসাব
 পত্রাদি করসংক্রান্ত যেখানে পান মিউনিসিপা-
 লিটি পূর্তকার্যাদি চেয়ারম্যানের মোক অথবা
 মিউনিসিপালিটির কর্মচারিদিগের দ্বারা না হইয়া
 সাধারণ কন্ট্রোল দ্বারা সম্পন্ন হয়, বাছাতে মিউ-
 নিসিপালিটির সভ্যদের একজন রিপোর্টার
 থাকিতে পারে, বাছানে ডাক্তার খানার টাকা
 ডাক্তার নামাওতই ব্যয়িত হয়, মিউনিসিপালিটি
 ছাপাও ও সরঞ্জাম প্রকৃতি বিষয়ে অন্যত্র
 মিউনিসিপালিটি অপেক্ষা অতিরিক্ত খরচ না করেন,
 বাছাতে পরাম্পরের সম্ভাব্য থাকিয়া বেশের ও
 প্রেমের বাস্তবিক অভাবনূব করিতে পারা যায়,
 দুর্বলোক প্রবলের অত্যাচার সহিতে না হয়।

করিত্ত ও পৌত্তিক ব্যক্তিকে ঐক্যবাহু বিদ্যা আন্দোলন
 করিতে পারা যায় কিনা যেতেন করিত্তগণ বিদ্যা-
 লয়ে অবাকন করিতে পারেন, ইউনিয়ন কমিটি
 তৎপারক চেষ্টায় প্রতিদিনই উদ্যোগী। এই
 জন্মই কমিটি কামরকজান স্মরণ, কাণ্ডজান শূন্য
 তীক্ষ্ণবতাব গোটকর চক্ষুখুল হইয়াছে। তখন
 যার রাজপুরুষ বিদেশ, মিকটে উদ্যোগ। নতান
 বিজ্ঞান-উদ্ভা চিত্র পাঠান, এত নতানগবে
 তালাইয়া লইতে বিধিনত চেষ্টা করেন। বি
 পুরিতাপের কথা।

আমরা আশা করি সভার সভাগণ এই সকল
ভাষা মঙ্গলচণ্ডীর কথাই কিছুনা জ্বলিত মনে
আমরা এই অতিকূল বাবদার চিত্ত বলা ক্রম
চট্টম এবং চৈতন্য ও বাবদার অতি দৃষ্টি রাখি
চিত্ত সাহসে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হউন। সভা
অঙ্গদ্বারা যেসকল কার্য সম্পন্ন করিয়াছেন
চৌমাগ্রেই ভাষা যেখান সভাগণকে অগণ
সাহসে দিত্ত। হা, ভাষা মিস্ত্রক চাইয়া এই
সভার আনন্দনা হোত করেন ভাষাও কাল জ
কমাদ দৃষ্টিতে পারিষদ। অল্প কাল করিয়া যখন
এই সভার যোগ দিবেন তখন বেশেই প্রকৃত মঙ্গল
সাধিত হইবে।

संवेदनक क्षमता, जी ।

—●●—

ମହାଶୟ । ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କର ଶ୍ରୀଚିନିତ୍ତ ସହାୟକ ସତ୍ତା
 ଇତିହାସ ଡକ୍ଟର ସଂପ୍ରଦାନ କରିବେ ପାରିଲେ ତାହା
 ସାରାଂଶ ରିପୋର୍ଟ ଲେଖା କରିବା । ଆଜି କରି ମହା
 ଶୟ ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀଚିନିତ୍ତ ମୋର ପାଖେ ଆସିବା
 କରିବା ଉଚିତ୍ କରିବେ ।

তৎকালীনের প্রাচীন পৌরাণিক আখ্যা ত,
লিভী বা তমালিকা। ইহা বাঙ্গালা ও উড়িষ্যা
এই উত্তর দেশের মধ্যবর্তী, ইহার উত্তর পূর্ব
দিক দক্ষিণ দিক দক্ষিণ দিক দক্ষিণ দিক
পার্শ্ব দিক দিক দিক দিক দিক দিক
সমুদ্রগর্ভে পতিত হইয়াছে। এইরূপ প্রবাদ
যে, মৎস্যরাজ দুখিতের জাতিবধ জমিত হইয়া
হইতে পরিভ্রমণ প্রাপ্তি মানসে অর্ধদেহ বাক
আয়োজন করিয়া বহুকালে অর্ধদেহ অর্ধদেহ
রক্ষক নিবৃত্ত করিয়া মৎস্যরাজ অর্ধদেহ
হইলেন তৎকাল সেই অর্ধদেহ করিতে করিয়া
এই নগরে উপস্থিত হইয়াছিল। তখন তাত্ত্বিক
রাজ্য এখানকার শাসনকর্তা, তাত্ত্বিক পুত্র
সেই অর্ধদেহ করিয়াছিলেন। তাত্ত্বিক অর্ধদেহ
সহিত তাত্ত্বিকের সাংগ্ৰহ পাইয়া উঠে। কিছুকাল
স্থায় করিয়া উত্তরে তৎকালে রাজসভায় উপস্থিত

লেন এবং অর্জুনকে ভাঙ্গাফের সেরশরা-
তার 'অন্তর' সমাপ্ত করিয়া তুইতনে
স্বর্জিত পরিগ্রহ করিলেন। রাজা সেই
সময়ান জিজ্ঞাস্যক এইরূপ আপন ভ্রমে সমাগত
ধর্ম্য প্রবৃত্তি ভাঙ্গা ফসর লাগেত সবস্তু হই-
ল। ভগবান/কৃষ্ণও তাঁহার প্রতি এসময় ও বসত
ভালম, ভাঙ্গাফ জাণনা করিলেন যে, তিনি
এইভিন্ন আপনায় আল'র এই বৃগলবর্জিত
ফলাকম করিতে পান, ভগবান ভাঙ্গাফই
পতি প্রদ ম করিয়া ফাঙ্গর অথ মোচন করত
কৃষ্ণের সতিত প্রস্থান করিলেন। ভাঙ্গাফ
ক অর্জুনের প্রতিবৃজি নির্মাণ করাইয়া পতিষ্ঠা
করিলেন। সেই বৃজিবর এবংও এখানে বিহু
রি ন.এম বিরাজবান্ন রহিয়াছেন।

বলাবধ

জিরাখালবাস সন্ধ্যাপাখার
ভনোমুক।

সোমপ্রকাশ

১০ টি আশ্বিন সোমবার

বকরীদেব দিনে কলিকাতার হিন্দু মুসলমানের
আমাদের কথা আমরা পাঠকগণকে অধগত করি
ছি। চক্করবগরেও এই উপলক্ষে হিন্দু মুসল-
মানের বিবাহ হয়। আবার এগাভাবার এই উভয়
পতির মধ্যে সম্মতি ভরানক রাজা ফালানা হইয়া
গিয়াছে। সহরের ভিতরে গোহত্যা করা আইন
বন্ধ। কোন সচযোগীর সংবাদগত্যা এমন
লাভাবান মুসলমানেরা বকরীদেব দিনে একাশা
লে গোহত্যা করায় হিন্দুরা মাজিষ্ট্রেটের নিকট
আবেদন ক রহিয়াছিলেন, মাজিষ্ট্রেট পাঁত্তরকার কত
মিলন চেষ্টা করেন। অথপি হিন্দুর মতাজীর্থ
পর্যাগে হিন্দুর সন্তুখে একাশা ফাঙ্গ গোহত্যা
হইয়া গিয়াছে। হিন্দুসম্প্রদায় একেবারে আঁখর্য
হইয়াছিলেন। বাজারের দোকান পসার বন্ধ
হইয়াছিল। স্থানে স্থানে তুমুল বিগ্রহ উপস্থিত
হইয়া পুলিষের চেটী ব্যর্থ করিয়াছিল। অখালা
হইতে সুখিমা পর্যন্ত হিন্দু মুসলমানের এই
বিসম বিগ্রহ সহজে প্রশমিত হয় নাই। কেহ
কহ বলেন হিন্দুরা অকারণে এই উপায়েতর হুত
পাত করিয়াছে। গোহত্যা দর্শন করিলে হিন্দুর
ক পাতক হয়, গোহত্যা নিষারণ করিবার চেটী
করিলে হিন্দুর প্রাণ কত বড় মর্দুশীফা উপ

স্থিত হয়, বাঁধারা ভাঙ্গা বৃজিতে পারেন না,
তাঁহার হিন্দুর বোব বিবন ইচ্ছাত আত্ম বিচিত্র
কি হ কিছু একাশা শ্রমে গোহত্যা করা যে
নিভাশ/আউন বিগর্জিত আমান্দব এংলাইতিগাম
সভাধারী ও কর্তৃপক্ষীতগণ ভাঙ্গা বিগেচনা ক'বের
না তেন? আমান্দব মুসলমান লাভাগণ যেমন
হিন্দু উপর নিচের স্বর্ধন করিতে, হিন্দু বর্ধ
নিষাসের উপর আঘাত করিতে সজ্জিত ভবনা,
আমাদের কর্তৃপক্ষীতগণও তেননি হিন্দু মুসলমানের
মজ্জতা বর্ধন করিতে ভ্রমণবতঃ চেটী কনিয়া
বাচকন। এই কাব'রটি হিন্দু মুসলমানের আত্ম ও
বান্ধাবালিক বুর হইতেছে না। মুসলমান সম্প্র-
দায়ের মধ্যে অলিঙ্কিতের ভাগ অমিক, সেই জন্য
ধর্ম্য বিব্রবও অমিক। হিন্দু, মুসলমানকে লিঙ্কিত
কৈবিন্ত ইচ্ছা ক'বন, মুসলমানের উপরতার
বৃজি করিবার চেটী ক'বন, গবর্নমেন্ট যে
মুসলমান সম্প্রদায়ের উন্নতি কামনার মানা পজারর
প্রস্তাব করিতেছেন, উপর চিত্ত ভাঙ্গাফ সম্মতি
ও সজ্জিতভূতি একাশা করন। মুসলমান কিছু
হিন্দুর সে সাধু উপস্থ হুজিতে পারেন না, হিন্দু
সহিত একত্র ভট'ত চা'ফন না, হিন্দুর বর্ধবিধা-
সের উপর খেল ভানিতে চা'ফন না। বকরীদেব
লম্ব গোহত্যা করাই যে মুসলমানের বর্ধ, গোহ
না কাটিল সে বর্ধুর যে ভামি হয়, আমরা কখনই
ভাঙ্গা স্বীকার করি না। আমরা অনেক সজ্জিত
মুসলমানের নিকট শুনিয়াছি ইসলাম ধর্মে বকবী
দেব দিন গোহত্যাফের কোন বাধতা নাই।
ভারতের মায় উক্সধাম বেশে গোমাংস ভোজন
যে আশ্চর্যকর মতে ভাঙ্গাও আমাদের বোব হয়
না। আমরা ভাবতর্ঘে বত পত্ৰ অল্প বদির ও
কুর্জ'রাগাফল লোক দেখিতে পাই, ভাঙ্গা
অধিকাংশই মুসলমান। মুসলমানের ভিতর সসম
এবং ওলাউঠা বো'ধের বত প্রাচুর্ভাব হিন্দুর ভিতর
সেচপ নাই। মুসলমান বত অকালমৃত্যুর শিকার
হিন্দু ততদূর নছেন। এসকলের কারণ কেবল উক্স
প্রদান বেশে গোমাংসের মায় ভরানক উক্স প্রদা
ভোজন। মুসলমান যখন ভারতবর্ষ বাস করিতে
ছেন, তখন এ দেশের উপযোগী আহার করাই
তাঁহাদের পক্ষে আব্দারকর। বাতাতে আশ্চর্যক
হয়, ধর্ম্যহানি হয় না, অথচ অনেক বর্ধবিধাসের
উপরও আঘাত করা হয় না, মুসলমান এমন ফাঙ্গর
উপায় অবলম্বন করিয়া মজ্জাত লাভ করিতে ক'ব
নিধিবেন?

—৩৩—

আমরা পাঠকগণকে মাজাজের মৌবসিবারনির্গের

কথা শুধাইয়াছি। গত প্রাচনের সমরসম্রাজ্যগামী
হুজিতে প্রনীতিত হইয়া একগারই বিধ ভটরা
গিয়াছে। মৌবসিবারেরা এই মাজাজবাসী ববিহ-
নিগ'ক টা'কু হইতে অখা'হতি ববার জন্য গবর্ন-
মেন্টের নিকট আবেদন ক'রন। মিঃ এচ. এস.
টনাসক এই বিবর অনুসন্ধান করিবার জন্য পেনন
করা ভন। টনাস রিপোর্ট রিয়াছেন টা'কু ভট'ত
টা'কু'রবাসী ববিহগণকে অখা'হতি ববার কোন
কাবন নাই। গবর্নমেন্ট মৌবসিবারনির্গের কথা
অস্থির করিয়া টনাসের রিপোর্টকেই প্রযজান
করিয়াছেন। তাঁহারা স্বতন্ত্র কনিসন পাঠাট'শাব
জনা আবেদন ক'বেন। বগ'ফন প্রাণ্ডেডক সে পার্গনা
ও অগাভা কবিগাছেন। এধম মৌবসিবার'ব
আর উপায় কি? তাঁহারা বডগা'ট'নিকটে আ'স
হন ক'রন। প্রাণ্ডেডক'ব নান দগ'ধণ, কতদাব
চরিত শাসনকর্ড ন'বন্তে পজাপালন আর মজ্জ
পীড়ন একই কথা।

— ৩৩ —

চা-কর বিগের বৈখা'ধর্ন একরম টেট'বালি
সৈমাও অকাবন কুনি নজুব ববিহ'লা'ক'ব পাণ
বহ কবিন্ত আব'ক' ক'ব'গা'ফন। সৈমি পত্ৰ শেব
নিক বর্জী একটা গ্রাম ক'লেক'রন সৈমিক প
শিকার কনিয়া গৃহভগণের নজুব কুনিব উপ
দৃষ্টিপাত করেন। একজন ক'ব'ব নিগ'ধণ কবি
গিয়া পাণ তা'হাইয়া আসিয়াছেন। অ'স
কমা বাব সিমলার নিকট'বর্জী একটা গ্রাম তিন
গোবা ক'লেক'রক দেশীয় শক্তি'ব উপব ম'জ্জ
ক'র। গোবা হজু'গণ কোন কাব'ব'ই টে'জি
হন নাট'খো'লা পূর্জক এই হুইজনেব নগো এ'ভ'জ
প্রাণ সংহার করিয়া রহিয়াছিলেন। ভঃ কা'ব
হুত হইয়াছে। শীতাই কোর্ট ম.স।লে ভা'জ
বিচার হইবে। অ'ব একজন গোরা সৈমিক আ
এক বা'জি'ক ভয়ানক আঘাত ক'র। অ'চ'ব
বক্তি কিছু'বিন পবেই তাণ'তা'গ কবিগা'জ
এক চা'ক'রব অ'চ'চা'রই সর্জ'বাল হইতে'ভ
ভা'হ'র উপর সৈমিক প্রতু'রা বদি মজ্জ'ব' উপ
মজ্জাত প্রদর্শন করেন তবে যে বেশে থাক
বায়।

— ৩৩ —

আজ কাল আমাদের বেশে স্থানে স্থানে হুত
ও কাপড়ের কল স্থাপিত হওয়ায় বিলাতি কাপ
ড়ের ব্যবহার কিছুমাত্রা কনিয়াছে। পাঁচ বৎসর
পূর্বে বিলাত হইতে ভারতে বত কাপড়ের আম
দানী হইত, এখন আর তত আমদানী নাই।
বিলাতি কাপড়ের দরও জেনে মা'শ'বা' হু'ফ

হইয়াছে। ইহার উপর যদি আবার আমদানি
স্বত্ব নির্দিষ্ট হয় মৎস্যজীবী আর সমস্ত মৎস্য কাপড়
সংগৃহীত প্যারিষেব না। কিন্তু এমিতক যেমন
সংগৃহীত কাপড়ের মত চিত্রিত উদ্ভিদ, অতঃপর
যদি দেশী মৎস্যের আদর বাড়িবে। আমদানি
স্বত্ব যদি শীঘ্র বাধা না হয়, আমাদেবর যোগ
আর ২০২১ বৎসরের মধ্যে ভারতের আর্থিক
সংগৃহীত দেশী কাপড় ব্যবহার করিতে দেখিব।
মৎস্যজীবীরা সাড়াই মনে করুন, আমাদেবর কিছু
সংগৃহীত ও তুলার কাপড় দেখিয়া আনন্দ কর।
সংগৃহীত কাপড়ের কলঙ্কমিত্ত বেশ দল টাকা
হইতে পারে। দেখাওঁনি আশ্রয় প্রাপ্তি অস্বস্ত
নয় কল মসিগাছে। বঙ্গদেশই কেবল কাপড়
শেব অভাব। কানে কানে যে দুই একটা কল
হইতে তাহাতেও বড় লাভ হয় না। দেশের জনো-
পগণ যদি সাহায্য করিয়া সঙ্গের সত্রে কল
শিল্প করেন এবং নব্বইশ কলঙ্কমিত্ত এক একটা
সংগৃহীত অংশ গ্রহণ করেন, তাহা পচন পরিমাণ
দেশী কাপড় উৎপন্ন হইতে পারিবে। বিলাতির
চিত্রিত দেশী মৎস্যের সমান না হইলে দ্রুত লোকে
সংগৃহীত মৎস্যজীবীর অবলম্বন পরিচালনা করিতে
পারিবে না। “আমরা আর বিলাতি কাপড় পরি-
বে, এখন হইতে দেশী কাপড় ব্যবহার করিব”
হইলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া আমকে কানে কানে
করিবোম নটে, কিন্তু বেখানম মুলোর ইতর
শিল্প দেখানম যে দেশের লোকে সংগৃহীত অধিক
সংগৃহীত দেশী কাপড় গ্রহণ করিতে হইবে
সংগৃহীত কোন সম্ভাবনা নাই। আবাল বৃদ্ধ সকল
সংগৃহীত দেশের উপর অজ্ঞ ও এতদূর দৃষ্টি পড়ে
হইবে। বিলাতি আমদানি বন্ধ করিয়া দেশী কাপ-
ড় ব্যবহার করিতে গেলে অগ্র লোকের আর্থের
সংগৃহীত হইবে। সাহায্যে বিলাতির
চিত্রিত দেশী মৎস্যের সমান কিম্বা তদপেক্ষা অল্প
কম বায়, শীঘ্র এমন উপায় করিতে হইলে অগ্র
সংগৃহীত কলঙ্কমিত্ত সস্তার আবশ্যক। সুযোগ
সুবিধা যদিগণ যদি এই ব্যবসায় অগ্রসর হন
সংগৃহীত বিলাতী লাভ হয় দেশেরও সমৃদ্ধ
কল্যাণ সাধিত হয়।

—৩৩—

বাল্যভাষা ভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয়
ভাষা স্বরূপে গৃহীত হয় না কেন ?
ত্রিশ বৎসর পূর্বে বাল্যভাষা ভাষার যে অবস্থা
ছিল, এখন তাহার অনেক উন্নতি হইয়াছে
সাহিত্য, ইতিহাস মাত্র, বর্ণন, সংস্কৃত ভাষার
সাহায্যে বাল্যভাষা এখন কিছুদূর অগ্রসর হইয়া

এক, এ, এবং বি, ও, স্ট্যান্ডার্ড উপযোগী এখন
অনেক বাল্যভাষা পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে। এখন
সবচেয়ে শিখা বিভাগের কর্তৃপক্ষগণ যদি বাল্যভাষার
উন্নতি কামনা করেন তবে বাল্যভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ের
অধিষ্ঠিত করা কর্তব্য। বাল্যভাষা এখনও অসম্পূর্ণ
আছে তাহা আমরা স্বীকার করি। এখনও
অনেক ভাষা বাল্যভাষার ব্যক্ত করিতে চেষ্টা
কিন্তু বিদেশীয় ভাষার সাহায্য গ্রহণ করিতে
হয়। অধিক আলোচনা হইতে থাকিলে এই
অভাব ক্রমেই পূরণ হইবে। সংস্কৃত ভাষা অল্প
ভাষার। অধিকারী বা বিদেশীয় ভাষা ব্যক্ত করি-
বার জন্য যখন যে ব্যাকার প্রয়োজন হয়, এই
কুৎসার ভাষার হইতে তখনই তাহা প্রাপ্ত
হওয়া যায়। বাল্যভাষার অল্প কাম আলোচনা
করিতে করিতে এই বিশাল সংস্কৃত ভাষা হইতেই
পূরণ হইতে পারিবে। ইহার মনে করেন এই
অসম্পূর্ণ ভাষা বাল্যভাষা ভাষা উচ্চশিক্ষার সহ
কারী হইতে পারে না, তাহার ভাষার ইতিহাস
মহামায়াগ পূর্বে পাঠ করেন নাই। ইংরাজী
ভাষার সংগঠন কতদিন হইতে আরম্ভ হইয়াছে ?
এক সাত্তর ভাষার মধ্যম, দ্রুত, জার্মান,
গ্রীক ও লাতিন ভাষার নিম্নের পর যখন
ইংরাজী ভাষার এক একর আকার প্রাপ্ত হয়,
তাহার পর ৫০ বৎসর অবিচ্ছিন্ন হইবার পূর্বেই
ইংরাজী ভাষার অনেক গ্রন্থ প্রচারিত হইল।
আজও পর্যন্ত সেই সকল গ্রন্থের দুই একখানি
শিক্ষিত ইংরাজের পাঠ্যের মধ্যে পরিগণিত হই-
য়াছে। তখনকার ৫০ বৎসরে ইংরাজীভাষা বেরপ
যোগে উন্নতির পথে গমনিত হইয়াছিল, একদিক
৫০ বৎসর বাল্যভাষা ভাষা তাহার একশত ও অধিক
যোগে উন্নত হইতেছে। বাল্যভাষা ভাষার একদিক
কয়েকখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে। কালে
ভাষার পরিপূর্ণতা হইলেও তাহা শিক্ষিত
এই মণ্ডলী পাঠ্য স্বরূপে পরিগণিত হইবে। যদি
শিক্ষাবিদ্যালয়ে এই সকল পুস্তকের আদর না থাকে
তবে পুস্তক প্রণেতা এবং সঙ্গ সঙ্গ বাল্যভাষার
অন্যত্র করা হয়। যদি শিক্ষা বিভাগের কর্তৃপক্ষ-
গণ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাল্যভাষা প্রবর্তিত করা যুক্তি যুক্ত
নয় করেন আমরা পরে এই সকল পুস্তক নির্মা-
চন সম্বন্ধে আমাদেবর সমস্ত প্রকাশ করিব।

অনেকে বলিয়া থাকেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাল্যভাষা
ভাষা প্রণেতা করাইলে সংস্কৃত ভাষার কিছু অমা-
দর হইবে। আমরা এ বৃত্তি সঙ্গত মনে
নিবেচনা করি না। বাল্যভাষা যেমন সংস্কৃত ভাষার
আদর করেন মাতার ভাষা, বিশ্বদানী কি

উচ্চশিক্ষার তদপেক্ষা সংস্কৃতের কিছু কম আদর
করেন না। এই সকল ভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ের
দ্বিতীয় ভাষা স্বরূপে গৃহীত হইয়া যখন সংস্কৃত
গৌরব হ্রাস করে নাই, বাল্যভাষাও যে প্রকাশ
পাইয়া মাতৃভাষা হইবে তাহার কোন সম্ভাবনা
নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি বাল্যভাষা গৌরব পায়
ইহার অল্পই অল্পই সংস্কৃত হইতেই পুণ্ডল
করিতে তাহাতে সংস্কৃতের আদর কমিবে না গিত
যত উচ্চশিক্ষার দৃষ্টি হইতে থাকিবে। সংস্কৃত
ভাষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে হইতে তিরোহিত করা
আমরা পণ্য মান করি। এ কল্পনা যদি কাহারও
মস্তিষ্কে উদয় হয় আমরা তাহাকে দুই কল্পনা
বলিয়া নিষেধ করি। আমরা সংস্কৃত ভাষা
সাহায্যে অন্যত্র বর্তমান কোন বৃত্তির পক্ষপাত
নাই। সংস্কৃত ভাষার উচ্চশিক্ষার জন্য অধ্যাপক
প্রণয়ন করুন, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম মণ্ডল
সংস্কৃত ভাষা সাহায্যে প্রথম আসন প্রাপ্ত হইবে
তদ্বিময়ে যত্নবান হউন। কিন্তু বাল্যভাষা ভাষা
এই উন্নতির সুখে অজ্ঞা করিয়া ফেলিয়া রাখা
নিতান্ত মর্দুর কর্ম। সংস্কৃত আমাদেবর দেবভাষা
কিন্তু বাল্যভাষা আমাদেবর মাতৃভাষা। কোন কালে
সংস্কৃত ভাষা যে আমাদেবর তিতব কথা কহিবে
পত্রাদি লিখিবার, প্রচলিত ভাষা হইতে পারিবে
তাহার সম্ভাবনা নাই। পক্ষান্তরে বাল্যভাষা
অবহেলা করিলে কালে আমাদেবকে এই অবস্থা
হেগার জন্য অসুস্থ করিতে হইবে। এই ভাষা
সাহায্যে উন্নতি হয়, গবর্ণমেন্টেরও ভাষার উপায়
করা কর্তব্য। আজ কাল ইংরাজী শিক্ষার বেল
প্রবল হইয়া, তাহাতে দেশীয় ভাষার যদি আমাদেব
অভিপ্রের মান্য সন্মান পাওয়া না যায়, তাহা
হইলে ইংরাজের সুখে তাহার বিলাস অবস্থা
হইবার সম্ভাবনা। সংস্কৃত ভাষা অতীব দুর
ভাষা। সুতরাং সেইজন্যই সংস্কৃত শিক্ষার
একটা আশ্রয় প্রদর্শন করেন না। সহজ বাল্যভাষা
ভাষার যদি ভাষাদেবর ভিত্তি প্রাপ্তি জন্মাই
কোথা যায়, তবে উহা হইতেই সংস্কৃতের উপায়
ভাষাদেবর প্রকাশ বাড়িবে। বাল্যভাষা সংস্কৃত ভাষা
একটা অধিকতর। এই কালের আমদান পণ্য
লগ্নে সংস্কৃত অসুস্থভাবে ভাষাদেবর বলবতী হই
জন্মিবে। ইহার বাল্যভাষা হইতে সংস্কৃত
ভাষার রক্ষা সাধন লাভ করিগোঁজন, বিশ্ববিদ্যালয়
যখন অল্প সংস্কৃত ভাষার আলোচনা রহি
তখন ভাষাদেবরও কোন প্রকারের অভাব থাকি
না। এই সকল কারণে আমাদেবর দ্বিতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে
যে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাল্যভাষা প্রণেতা করাই

সংস্কৃত চর্চায় হ্রাস হইবেনা, বরং সংস্কৃত শিক্ষার জন্য সাধারণ ছাত্রবর্গের অন্তর্ভুক্তি জরুরী। অতএবই আলোচনার পথ নির্ধারিত হইতে পারিবে।

বঙ্গালী ভাষা এক সমগ্র বিশ্ববিজ্ঞানবোধের চিহ্ন। তখন বঙ্গালী ভাষার উচ্চ শিক্ষার্থীকে মগের উপযোগী কোন বিশিষ্ট পুস্তক প্রস্তুত হয় নাই। বিশ্ববিজ্ঞানর তখন বঙ্গভাষার প্রতিরুদ্ধই উদ্যকে পরিভ্রমণ করিয়া সংস্কৃত ভাষাকে বঙ্গদেশের দ্বিতীয় ভাষার স্বরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন একাধাণী সুবিবেচনাবশীল হইয়াছিল। এখন বঙ্গালী ভাষার আরও অবস্থা নাই। গত ১৮৭১ বৎসরের মধ্যেই ভাষার এক সুজন যুগ উপস্থিত হইয়াছে। এখন আর ইহাকে পরিভ্রমণ অথবা প্রত্যাশা রাখা ভূপকগণের কর্তব্য হয় না। কটন সাহেব এক সম বিবেচক ব্যক্তি। আমরা আশা করি আমাদের এই প্রত্যাবর্তী ভাষার কর্ণগোচর হইবে, এবং বিশ্ববিজ্ঞানবোধের অধ্যক্ষ সত্য হইয়া লইয়া একটি স্বতন্ত্র আলোচন করাই ব।

— ৩৩ —

গিলক্রাইস্ট পরীক্ষার ছাত্রবৃত্তি।

অনেকেই গিলক্রাইস্ট বৃত্তির কথা শুনিয়াছেন। গিলক্রাইস্ট নামক একব্যক্তি ভারতবাসীর উচ্চ শিক্ষার্থী ব্যাঙ্কে কিছু টাকা রাখিয়া যান। সেই টাকার সুদ হইতে উচ্চ শিক্ষার ব্যয় ও প্রায় সমুলন করিবার জন্য কর্তব্যকর্মকে উদ্যোগে নিযুক্ত করা হয়। টাকার বাৎসরিক সুদই পত পাউণ্ড অর্থাৎ দুই ডাকার টাকার অধিক। ১৮৬৮ অব্দে এই দুই সপ্তাহ টাকার সুদই বৃত্তি স্থাপনা হয়। এখন কয়েক বৎসর বিলাতে বাইবার ছাত্রগণে অনেকে পরীক্ষা দিবার জন্য আগ্রহী হন। কিন্তু ক্রমেই পরীক্ষার্থীর সংখ্যা হ্রাস হইতে লাগিল। ১৮৮২ অব্দে কেবল একজন ছাত্র পরীক্ষার্থী হইয়া উপস্থিত হন। আর একজনকে বৃত্তি প্রদান করিবার নিমিত্ত। সংস্কৃত ভাষায় অধ্যয়ন করিতে হয়। ক্রমে বার্ষিক দুইশত পাউণ্ডে দুই বৃত্তি নির্দিষ্ট না করিয়া ১৫০ পাউণ্ডে কেবল একটি বৃত্তি নির্দিষ্ট হয়। তাহাতেও পরীক্ষার্থীর সংখ্যা হ্রাস হইল না। গিলক্রাইস্ট বৃত্তির ট্রুটিগণ এখন এই বৃত্তি উঠাইয়া দিয়া ভারতবর্ষেই বাহাতে ভারতবাসীর উচ্চ শিক্ষা প্রদত্ত হয় তাহা বৃত্তির অর্থ ব্যয় করিবার ইচ্ছা করিতেছেন। এ সম্বন্ধে ভারতের কেইট সেক্রেটারী ডিপার্টমেন্টের নিকটে লিখিত হইল। শিক্ষা বিভাগের

কর্তৃপক্ষীয়গণ এ সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা করিতে ইচ্ছা করেন তাহা উদ্দেশ্যবশত জানাটতে হইবে। ট্রুটিগণ সংস্কৃত করিয়াছেন যে ল্যাটিন শিক্ষাই গিলক্রাইস্ট পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত। উদ্যোগ আরও যত্নে যে, জাতি বাইবার ভাষাই বোধ হয় ছাত্র সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস হইতেছে। আমরা ট্রুটিগণের দ্বিতীয় অঙ্গমাসী ততদূর সভা বলিয়া বিবেচনা করি না। ১৮৬৮ অব্দে জাতি বাইবার ভাষা সত্ত্বেও যখন ছাত্রসংখ্যা অল্প হয় তখন, বরং কয়েক বৎসর ধরিয়া পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি হইয়াছে, তখন ১৮৮২ বৎসর পূর্বে এতদিনে যে ছাত্র সম্রদায় জাতির ভাষা বিলাতে বাইবার সুবিধা পরিভ্রমণ করিয়াছেন তাহা কখনই বোধ হয় না। জাতি বাইবারও যদি ভাষা হয়, তবে ত জাতিতে উঠিবারও এখন উপায় হইতেছে। সমাজত এখন একই উদ্যোগে অবলম্বন করিতে শিখিয়াছেন। উদ্যোগ বিলাতের উচ্চশিক্ষা লাভ করিবার প্রয়াসী, কেবল এক মহাপ্রব্রুত ভাষা কখনই পক্ষাধীন হইতে পারেন না। ট্রুটিগণের প্রথম অঙ্গমাসী বড় মিথ্যা নহে। ল্যাটিন শিক্ষা আমাদের পক্ষে কতকটা দুষ্কার। ল্যাটিনের সঙ্গে সংস্কৃত ও কালিভাষা শিক্ষার নিয়ম করিলে আমাদের পক্ষে সুকর হয় বটে, কিন্তু ল্যাটিন শিক্ষা প্রকৃত পক্ষে গিলক্রাইস্ট পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত নহে। কোন একটা ভাষার সামান্য ব্যাকরণ ও কয়েক খানি সাহিত্য পাঠ করিতে অক্ষম বলিয়াই যে ছাত্রগণ গিলক্রাইস্ট পরীক্ষা দিবার জন্য আগ্রহী হন না তাহা প্রকৃত কথা নহে।

গিলক্রাইস্ট বৃত্তি লইয়া বিলাতে শিক্ষা করিতে বাইবার পক্ষ অগ্রবৃত্তির আরও কারণ আছে। ছাত্রেরা বৃত্তি লইয়া ৫ বৎসরকাল বিলাতে বিদ্যাভ্যাস করেন। তাহার ফল কি হয়? যে পরিভ্রমণে যে অর্থব্যয়ে উদ্যোগ বিলাতভ্রমণ করেন গবর্ণমেন্ট তদনুরূপ বেতন দিয়া উদ্যোগকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন না। পাঁচ বৎসরকাল বিদ্যাভ্যাস করিয়া ঘরে আসিয়া যদি পরিবারবর্গের দ্বিতীয় নিবারণ করিতে না পারিবে, তবে এ পাঁচ বৎসর পণ্ডিত্য করিতে তাহার ইচ্ছা হয়? বিদ্যার জন্য বিদ্যাভ্যাস এ কথাটা এখন বড় শক্ত হইয়া উঠিয়াছে। লোকের যখন উদ্যোগের জন্য চিন্তা করিতে হয় না, তখনই বিদ্যার জন্য বিদ্যাভ্যাস কথাটা ভাল শুনা যায়। কিন্তু যখন তত্ত্বের ভাষায় আমাদের অধীর হইতে হয়, তখন পোষ্যের দুই বোণাইবার জন্য যখন আমাদের কাতর হইতে হয়, তখন যে আমি নিশ্চিতমনে ল্যাটিন শিখিব, বিদ্যার

জন্মই শিক্ষা শিক্ষা করিব ইচ্ছা কখনই সন্তুষ্ট হইতে পারে না। গবর্ণমেন্ট একে ত দুই বৃত্তিপ্রাপ্তের নিয়ম প্রণয়ন করিয়া ভারতবাসীকে নিম্নলিখিত ল্যাটিন পরীক্ষার নিয়ম প্রণয়ন করিয়াছেন। কেবল যদি পরীক্ষার্থী দুই গুণে আসেন, তাহাকে গবর্ণমেন্ট বৃত্তি শিক্ষার্থী বৃত্তাগর কোম একটি সামান্য কার্কে নিযুক্ত করিয়া দান হয়। উদ্যোগ পদব্যাঘাৎ রাখিতে গেলে সে বেতন কখনই উদ্যোগ ফুলায় না। অতএব তখন উদ্যোগকে যখন যখন এই বলিয়া অগ্রভ্রমণ করিতে চান, যে “এই পাঁচ বৎসরকাল যদি ভারতবর্ষেই কাটা হইতে পারিতাম তবে আমার ভাল চরম বাড়িত না। পরিবারবর্গেরও এত ক্ষেপ হইত না।” নাম প্রকারে অর্থব্যয়ের উপায় করিয়া এতদিনে আমি নিশ্চিত হইতে পারিতাম।” গিলক্রাইস্ট পরীক্ষা যে ভারতবাসী অগ্রসর হইতে চান না গবর্ণমেন্টে নিয়মসমূহই তাহার প্রদান করণ। যদ্যপি সত্য যদি বিলাতে বাইতে চান, তবে গিলক্রাইস্ট বৃত্তি উপর উদ্যোগ দান্য থাকে না। তিনি কেবল মগ অথবা এতিমবর্গের শিক্ষা করাই সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। বিলাত, আমেরিকা, ক্রান্ত, জর্জিয়া প্রভৃতি নানাদেশ পর্যটন করিয়া ভাব শিক্ষা করিয়া আসেন উদ্যোগই বিদ্যাশিক্ষা-বিদ্যার জন্য শিক্ষা। উদ্যোগ গিলক্রাইস্ট পরীক্ষা নিম্নলিখিত যান, উদ্যোগের মধ্যে অধিকাংশ ছাত্র নিম্নলিখিত সন্তান। পাঁচ বৎসরকাল কার্যক্ষেপে পরিবার প্রতিপালনের উপায় করিয়া ইচ্ছা বিলাতে যান, উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিয়া আসি। গবর্ণমেন্টের নিকটে ইচ্ছা আশাভ্রমণ ফল পাইতে পারেন না। অনেকে আবার পাঁচ বৎসরকাল পরিবার প্রতিপালনের উপায় করিয়া বাইতে পারিবে না বলিয়া বিলাতে বাইতে চাহেন না তাই গিলক্রাইস্ট পরীক্ষা দ্বারা ছাত্র সম্রদায়ের অগ্রীম গিলক্রাইস্ট বৃত্তির ট্রুটিবশত আমরা একটি উপায় বলিয়া দিতেছি। বোধ হয় এই উপায় অগ্রভ্রমণ করিলে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে পারে। এখন ১২০ পাউণ্ড করিয়া একটি যাত্র বৃত্তি দিয়া ব্যবস্থা হইয়াছে। সেই ১২০ পাউণ্ডের মধ্যে দুইশত পাউণ্ডে একটি বৃত্তি নির্দিষ্ট করিয়া পরীক্ষার্থী ছাত্রের শিক্ষার ব্যয় নির্বাহের জন্য কেবল বার্ষিক ১০০ পাউণ্ড করিয়া দেওয়া হউক। ৫ বৎসরকাল একশত পাউণ্ড করিয়া আর বেসেত পাউণ্ড থাকিবে, ছাত্র শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিবার সময় এই ৫০ পাউণ্ড একতালিম পাইবেন এরূপ ব্যবস্থা করা হউক। এইরূপে ৫ ডাকার টাকার অধিক সুজন্য পাই

কেন্দ্র প্রজাপালন চলিছে। বেলগাই কার্টি, লের গাড়ী আর তার সংবাদই কেবল প্রচারিতসাধন হয় না। হুই মুক্তি আচার করিতে ইয়া যদি আমীরের পদতলে জন্ম করিতে হয় তখন টুকরা আঙন আলিতে হয়, আর লোক ঠাইয়া বেশ বেশান্তরের সংবাদ আনিতে হয়, আমীরের সচিব অংশে জেরকর। গবর্ণমেন্ট আর উচ্চি ছাড়া দিব, ন্যায়ালয় অর্থাৎ মের পার অবলম্বন করিয়া যদি আমীরের অমায় রতার মোচন করিতে পারেন তাহার চেয়ে খুশ।

ইন্সক্ ট্যাঙ্ক যে অর্থ উপার্জন হইতেছে তাতে গবর্ণমেন্টের কোম সাভ্যো হয় মাট, বরং আর বিলকণ সর্বনাশ হইতেছে। আমানি লক স্থাপন করিলে যে অর্থ উপার্জন হইতে পারে, তাড়াতাড় গবর্ণমেন্টের দ্বারা অর্থক সন্ধান, প্রচার মিকট আর ইন্সক্ ট্যাঙ্ক আদায় করি র আশা কর না। প্রাণীভন করিয়া জাতি কা করা রাজার ধর্ম নহে। গবর্ণমেন্ট যদি অর্থ- উপর কাড়ব হইয়া থাকে, চতুর্দিকে বিশেষ প্রস্ত তিয়া থাকে তবে চতুর্দিকে ছাড়া দিয়া আন- নি লক স্থাপন করুন। আর ও মুক্তি অঙ্গসারে হা প্রাণী তাড়াতাড় জাতিব করে ছাড়া দিয়া হেওরা পুত্র ও স্ত্রীলোকের কর্ণ।

—৩৩—

গত ৩০ এ আগষ্ট পূর্বক রেলওয়ের রেলার মক একজন ইংরাজ গার্ড কয়েকজন স্ত্রীলোক- তর উপর আক্রমণ করে। তাহাদের মধ্যে বাণী নারী একটা বিধবা স্ত্রীলোক বেরপে স্ত্রী রক্ষা করিয়াছিলেন তাহা কাহারও অবি- দিত নাই। আমরা শুনিয়া সন্তষ্ট হইলাম যে উক্ত রেলওয়ের অধ্যক্ষ রেলারকে সম্পূর্ণ- রিচ্যেছেন। এখান ইমপ্লেন্টের স্কেন সাহেব মোযোগপূর্বক বকবদার তদারক করিতে- ছেন। ইমপ্লেন্টের স্কেন সাহেব বেরপ- ত্তর সাহিত কার্য করিতেছেন তাহাতে জানরা তাহাকে বক্তব্য না বরা থাকিতে পারি- য় না। ইনি সকলকাম হইলে সাধারণের মকটে যে বন্দোবস্ত করিবেন। সত্বেগী "সঙ্গীকনী" রোহিলীর মিডেল মুখের এজেন্টার মণ্ড হইয়াছেন তাহা নিয়ে প্রকাশ করা গেল।

"চাকর হইবে হইতে তৃতীয় জেবীর সীকিট করিয়া পোড়ান হইবে নেবে পাংমা যাওয়ার নামসে আনি ও আমার সঙ্গী নহেন মওল ও কাকর নওল ১২ ই তার বেলা ১০ টার

মহর গাড়ীতে উঠি। আমি স্ত্রীলোকের গাড়ীতে উঠিলাম সেই সময়ে গাড়ীতে ৮১১০ জন স্ত্রীলোক ছিল। যখন কোমেন্টেবনে একটা বাতীত সন্ধান স্ত্রীলোক নামিয়া গেল ও আর একটা স্ত্রীলোক নামিয়া উঠিল। অপর হুইটা স্ত্রীলোক জাতিতে খোটা কিন্ন। আমরা সকলেই আর এক বরনী (৩২।৩৬)। গার্ড আসিয়া আমা- ইনস্ক নামিতে বলিল আমি বলিলাম "এ গাড়ীতে যেটাগুলো নেই আমরা নাদ্ব কেন?" তাহাতে সে বলিল "কোম কর কেন, সাব।" তখন আমরা নামিয়া পড়িলাম। গার্ড আমাদিগকে সকলের আগের গাড়ীতে লইয়া গেল। ইহার আগে আর কোম বাতীর গাড়ী ছিল না। কেবল এক গাড়ীতে কয়েকটা সাহেব ছিল। আমি আমার সঙ্গী পুরানবা যে গাড়ীতে ছিল তাহাতে বইয়া বসিতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু গার্ড বলিল যেটা কোমের গাড়ীতে উঠিতে পারিবে না। আমরা সাহেবের নির্দিষ্ট গাড়ীতে উঠিলে সাহেব আমাদিগকে ছার বক করিয়া বাধিয়া গেল গাড়ী ছাড়িলে সাহেব আমাদিগের গাড়ীর দ্বারের সামনে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমাদিগকে দাঁড়াইয়া দাঁড় হাটনি, দিতে লাগিল। আর আটনার আসিয়া এরপ করিয়া কিরিয়া গেল। আমরা কোম উপর বসিয়া ছিলাম, কিন্তু তার আটকে আসার পর আমরা তবে বেক হইতে নামিয়া বসিলাম। জানালা খোলা ছিল; আমি জানালা বন্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম কিন্তু না পেরে মেমে বসিলাম। সাহেব আমাদিগকে না বেধিতে পাইয়া জানালা দিয়া গজান পর্যন্ত বাধির করে উকি দেয় বেধিতে লাগিল। যেমদ উকি দেয় বেধা অবনি আমি দাঁড়াইয়া বসুম "বাবু কোমরা কর্ডা আমাদিগের পিতা অরপ, এমন ক'জন কেন।" ইহাতে সাহেব ভিত্তিতে কি বলিব মুক্তি পারি- লাম না। সেবার কিরে গেল, গিরেই আগের তখনি কিরে এসে খণ্ড করে দ্বার খুলে কোম বাই দ্বার খুলে গার্ড এক পা গাড়ীতে বিচাছে অবনি আমি অস্ত্র দিকের আমালা দিগে গািলে পড়িয়া গেলাম। জাত দাব বাবে এই ভয়েই প্রাণের আশা ছেড়- ঝাপ দিগে পড়িয়াছিলাম। অস্ত্র হুইটা স্ত্রীলোক আমাকে পড়িতে ও সাহেবকে গাড়ীতে আলিতে বেধে "আউ আউ" করিতে লাগিল, একজন আমাদিগকে পোড়ের পোড়ার আলিয়া পা বরবে অবনি আলিত হাতে ছুটে গেল পড়িয়া গেলাম। আমি পড়িয়া গিরেই অজান হয়ে পড়ছি তাহার পর কি হইয়াছে জানি না। বন্দ জাম হইল তখন

বেধি বনের মধ্যে পড় আছি। আমি চেয়ে বেধি অমক লোক আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। একটা ছেলে ডিকের দাবছা বিহুত দাবার জল দিতে চাচ্ছিল আমি দাঁড় মাড়া দিগে বিবেধ করিলাম। কথ- বলিতে পারিলাম না। আমার জাম হয়েই ইহার অনেক পরে সঙ্গীর লোক হুইটা আমাদি- কাতে আসিয়াছিল। বেধায়ে পড়েছিলাম সেই- ধানেই গাড়ীতে উঠাইয়া নিয়া গেল, কোম টেবনে নামালে বলিতে পারি না। বেধে ছর দামুকবিয়া কাতে দাবাইয়া ডাকের ক ছে নিম্ব খেল ডাকার আমাকে জিজ্ঞাসা করিল "কোমার বাব- তয়েছে" পাতে হাড়পাতালে দিগে বর এই ভা- আমি বলিলাম "পিঠে দাবা তয়েছে" মুখ দি- একই আধই রক্ত পড়ে ছিল" কহু আমা- দাকার ও দাবার দাবা উঠাইয়া ও দাক দি- রক্ত পড়ছিল ডাক বলি মাই। পিঠে দাবি- কনিয়া দিয়া এক শেওল ঠেব দিগ আমা- মাটে বসিল। সাবরাটে (দামুকবিয়া) টেব- তাড়া দিগে পোড় বহ এসে মুক্তি। বাইরা নৌ- তাড়া করে লাগনা গেলান।

প্রাপ্ত

সারকামাথ বিজ্ঞানবনের মৃত্যুর পর রাজার সংবাদপত্রের একজন মুক্তি দাবা হইয়াছেন মুক্তি আমাদিগের হুতপাবা বৈমিক। আমা- দাবাকালে "কুত মদানর" ও "চাকরদাবার" খেলা খেলিলাম। বনের মধ্যে একজন ও মদানর সাজিয়া ছড়ি করে "জাক লাক" করি- কখনও দাবার পার্কাড় দাঁধিয়া ঠাকর, দা সাজি- বালকবিগার পন্ডাও দাবদাম হইত। বৈমি- আজ কুত মদানর সাজিয়া মনে করিয়াছেন হু- বংসর বাক্রমে আমি কুত বিকুর মধ্যে এক- হইয়াছি; বৈমারা ত্রিণ বংসরকাল কলম পিসি- বুড়া হইতে চলিলেন, তাহাদের উপর এই- টেকা দারিতে লিখিয়াছি। খাম হইয়া চা- দাঁড় দিবার মত বৈমিক "সোমপ্রকাশের" উপ- ভক্ত দাঁড়াইতে আরম্ভ করিয়াছেন। কুতমদ- মৃত্যুর পর এক সোমবার হইতে দ্বিতীয় সোমবা- পণ্ডা সোমপ্রকাশ শোকচিহ্ন ধারণ করিয়া বাধি- হইয়াছিল। বৈমিক তাই বলিতেছেন বাক্রমে হু- মুক্তিবিধি হইলে যেমদ বর, সোমপ্রকাশের বা- সেই অবস্থা হইয়াছে। তিনি আবশ্য- সোমপ্রকাশ যে দাসাবি কাল, পোড়- শোকপ্রকাশ করিতেছেন

মানসিকতা" পরিচয় দিতেই হইবে। কিন্তু
মী রক্ষা পাইত। বালকের এরূপ হুটীয়া সকল
গেয়ে মার্জিতীয় ভয় নয়। বেসকল অকাল পরিপক্ক
লক একবারই মুকুন্দিয়া কল্পিত বার, ভাড়া
র ভয়ে বোনের অর্ধিষ্ট ভিন্ন হইত নয়। সেই
নাই লোক সমাজ ভাড়াবর কিছু শিক্ষা পাওয়া
চিত। বাছারা মালাকাল ভইতে "মুকুন্দিয়া"
কট শিকিত ভাড়া আসিতেছে, মুকুন্দিয়া চিত্তা-
লতা ও কর্তব্যনিষ্ঠা অত্যাশ করিয়া আসিতেছে
ভাড়াবর পূর্ণ বয়সকালে মুকুন্দিয়া হুটীয়া হইলে
বরাটে" হইতে ভয় নয়। কিন্তু বাছারা ভয়
ইহাট মুকুন্দিয়া, উৎসর্গীকৃত বস্তুর ভাড়া
ভুক্তীয় ভইত। বাছারা বোনের লোকের সর্ব-
শ করিয়া বেড়াই, বাছারা বালাকালে গুরু মতা-
রকে ফাতি দিয়া বিদায় ভয় গুরু ও শিকার
বয়সকাল করিয়া জানী ভয়, সাধুচরিত্র ব্যক্তি
গের সুৎসংবাদ ভইত। বাছারা বাছারা ভয়, আর
কল কার্যের অগ্রণী হইয়া, জেষ্ঠ্যভাড়া প্রকাশ
বিতে দিয়া স্বীয় মুকুন্দিয়াই প্রকাশ করিয়া বাস,
ভাড়াই প্রকৃত পক্ষে মুকুন্দিয়া। এই সকল
কুন্দিয়া বালক আজ কাল গুরুভবের প্রবর্তিত
ভাড়া সংবাদপত্রের কলম স্বরূপ ভইত। বোনের
কর্মলাপ করিতে আরম্ভ করিতেছে। বৈনিক
সামগ্রিকালের কুটুর্গণের শোকবেশ দেখিয়া বলি।
ভয় সোম প্রকাশের এ বিবেচনীর পঞ্চাশবাবী ভাড়া
পড়ে কাপড়। আমরা বলি বালক! শোকের
কলমবেশ বিবেচনী প্রকার অল্পকরণ নয়। আরা
ব বোনের কলমবেশ পুরাকালে শোকচিত্র আপক
হল। বাস বয়স বয়সকালে বয়সকালের মুকুন্দিয়া সংবাদ
পাইলেম তখন ভি ম বালকবাস পরিভ্যাগ করিয়া
কলমবেশের অত্যাশ কলমাজিম পরিধান করিয়া
হলেম। মুকুন্দিয়া হুৎস করিয়া পাণ্ডবগণ বয়স
ভাড়া ভীত জাতিভাড়া করিতে বাস তখন ভাড়াবর
কলমবেশই পরিধেয় ছিল। মাঝেমাঝের বাসবাবীরা
বায়ণ ও মতাভাড়াবর সময়ে ভাড়াবর লম্বক
বয়সকাল ও মলমল পাঠাইতে পারেন না।
তখন শোকবেশ ধরিতে ভইলে কুটুর্গণই পার-
দান করিতে হইত। এ সকল জানিতে বোলা
ভাড়া গুনাব আবলাক করে। বৈনিক পরম দিন
হইতে কুন্দিয়াবীর ডাক বাজাইতে শিখিয়াছেন।
"না পড়ে পণ্ডিত" মেঠা ছেলের মত ভাড়াবর মুখে
মসকলের বিচার আড়াই কি ভাল গুনাব? বৈনি-
কব আবার গুণ ও অনেক। সোমপ্রকাশ মালাখি
কুটুর্গণ খারণ করিয়াছে এটা কি সত্য কথা? এক
সামান্য হইতে দ্বিতীয় সোমপ্রকাশ পর্যন্ত কয় দিন?

বে হিসাবে বৈনিক ও বয়সকালী আপনাদের ২০
হাজার ও ৮ হাজার প্রাক্তক বলিয়া প্রকাশ করেন
এক মতাব কল মুকুন্দিয়া সেই হিসাবেই ভাড়াবর
নিকট এক বাস? একটা বিবরে আমরা
বৈনিককে বাছা দিই। বালাকর বয়েস
মাস ও সত্যিকতা আছে। জানা ভউক মা জানা
ভউক, ভউক করিয়া একটা মত প্রকাশ করিত
বৈনিক মত পরিপক্ক। সে জানা যদি ভিরকার
খাইতে হয় বৈনিক ভাড়া অল্পান বয়সে সত্যি
পারেন। আমরা এ সকল অকাল পরিপক্ক বাস
কের উপায় কি হইবে ভাবিয়া পাই না। আবার
যে সকল অকল মুকুন্দিয়া লোক ইহাবিগের কথা
ভুলিয়া বিপদগামী ভউতেছে ভাড়াবর জন্যও
আনা'বর হুৎস হয়। এই বালাকর কি শাসন-
কর্তা নাই? গুনবিদ্যা শশবর ভবভূতাবণ ইহা-
বর উপর ভূপা করিয়া থাকেন। ভূতাবণ মতাব
বালকদিগকে অবশ্যপক্ষে খাইতে দেখিয়া কি
একবার চক্ষু রাঙ্গাইতে পারেন না? ইহাবিগকে
ভাড়াবর বালাকালে রাখিয়া কিছু দিন শিক্ষা দিগে
গেলের অনেকটা মজল ভয়।

বৈনিক ও বয়সকালীরা একটা উদ্দেশ্য আছে।
সে উদ্দেশ্য আপনাদের পসার মুকুন্দিয়া ও প্রতিপত্তি
লাভ। ইহারা মুকুন্দিয়া বড় হইবেন আর এক
বারে রাজ্যের টাকা ভড়াইয়া ব্যবসার আড়ম্বর
বাড়াইবেন। বালাকর আশা অনেক। এই পুজার
সময় আমরাও আলীকাদ করি বৈনিক ক্রেতাপতি
রাজা হউন। কিন্তু লাকাইরা কেহ বড় হইতে
পারে না। "ভাবনভা" বলিয়া লোকের নিকট বড়াই
কুরিলে কেহ মান দেয় না, আর লক্ষ্যভিত্তি
ব্যক্তিগণের উপর অবশ্য আক্রমণ করিলেও প্রতি-
পত্তি পায় না। যদি গুণ থাকে সমাজের
জন্য ডাক বাজাইতে হইবে না। ও গুণীর গুণ
ধরে বলিয়াই বিস্তৃত ভয়। বালক বৈনিক বয়স
হইলেই মুকুন্দিয়া পারিবেন গুরুকে অবমাননা
করিলে গুরু ভাড়াতে গুরুত্ব বাস না, লম্বুরই বয়স
লম্বুর প্রকাশ পায়। যদি মুকুন্দিয়া হয় বৈনিকের

আমরা বিভ্রান্ত অল্পকৃত হইয়া এই পত্রখানি
প্রকাশ করিলাম। বৈনিক বয়সকাল বালাকাল
প্রকাশ করিয়া সোমপ্রকাশের শিক্ষা করিয়াছেন
ভাড়া সোমপ্রকাশের প্রতিবাদে বোলা মত।
সেজন্য এসবকে আনাদের কোন মতামত প্রকাশ
করিবার আবশ্যক নাই। যেকোন বলিয়াছেন কেবল
সাধারণকে সতর্ক করিয়া দেওয়াই এই পত্রের
উদ্দেশ্য। আমরাও কেবল সেই উদ্দেশ্যে এইপত্র
খানি প্রকাশ করিলাম।

সোম—সঃ

পাঠকও ভাড়া মুকুন্দিয়া লউন। গুরুভবের আলী-
কর্ষ বরাটে ছেলের আক্রমণে সোমপ্রকাশের
কোন কতিই হইবে না।

কোম্পানির কাগজের দর।

৪ টাকা ভবের কাগজ	১৮
৪০ ১৮৭০ (১৮৮)	১০০—
৪০ ১৮৭৮৭৯ (১৯০)	১০২—১০৩৫০/০
৪০ ১ ৭৯ (১৮৯০)	এ এ

ইউরোপীয় সমাচার

লন্ডন ১৪ ই সেপ্টেম্বর। পার্লামেন্টে পাস হইয়াছে
এক উপায় করিয়াছেন ভাড়াতে আদায় সন্তুকে দুই
সংখ্যে বাজস মাপ করিবার এবং আর্ডক খাজনা ভাড়া
হইতে ভেদপনীর হত করিবার ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে।

সোমপ্রকাশ ১৪ ই সেপ্টেম্বর। কলমাজীরা সভার অধিবেশন
হইয়াছিল। রাজ্যভিত্তিমিথিগণ যে ঘোষণা বাছির
ভাড়াতে সকল ধর্মসম্প্রদায় এবং রাজনৈতিক সম্প্রদায়কে
নবে আপন কাছা করতে দেওয়া হইয়াছে। মুলগোরের
এক রাজা বিলাতিন রাজা নীতি একটা সভা আহ্বান
হইবে। ঘোষণার উত্তরে কবীর গবর্ণমেন্ট বলিয়াছেন
যদিও রক্ষিত হয় তবে ভাড়া রাজ্যভিত্তিমিথিগণকে
ভাড়াতে কলমাজীরা সাহিত মুলগোরের মলম ভয় ভাড়া
ভাড়াবেন। বত দিন বা সাধারণের মন একটু
পদন্ত রাজা বিলাতিন কাছা হাগড গাববার
পদন্ত রাজা বিলাতিন কাছা হাগড গাববার
পদন্ত রাজা বিলাতিন কাছা হাগড গাববার

আর বলগোরের গবর্ণমেন্টের অভিনবনের উত্তরে
হয় যে, বাস বয়সকালে পাছা রক্ষিত হয় তবে
একা করে না।

কনট্রিভিউশন ১৪ ই সেপ্টেম্বর। পোর্ট প্রিন্স
ভাড়াতে সিংহাসন ভাড়া বাসিয়াছেন।

কোন রাজ্য মুকুন্দিয়া বয়সকালীরা মলম
ভাড়াবরকে যে পত্র লিখিয়াছেন ভাড়া ভবের
হয় যে কেহই ডাক বোলা আধকার
করেন না।

সেপ্টিমিটার ১৭ ই সেপ্টেম্বর বলগোরের
ভাড়া ভাড়া হইতে ভাড়া ভবের ভাড়া
ভাড়া ভাড়া ভাড়া ভাড়া ভাড়া ভাড়া

সোমপ্রকাশ ১৭ ই সেপ্টেম্বর। ভাড়া
ভাড়া ভাড়া ভাড়া ভাড়া ভাড়া ভাড়া
ভাড়া ভাড়া ভাড়া ভাড়া ভাড়া ভাড়া
ভাড়া ভাড়া ভাড়া ভাড়া ভাড়া ভাড়া

সেপ্টেম্বর ১৮ ই সেপ্টেম্বর ভাড়া
ভাড়া ভাড়া ভাড়া ভাড়া ভাড়া ভাড়া
ভাড়া ভাড়া ভাড়া ভাড়া ভাড়া ভাড়া
ভাড়া ভাড়া ভাড়া ভাড়া ভাড়া ভাড়া

মকৌ ১৮ ই সেপ্টেম্বর। একখানি
ইউরোপ সমাজে একটি প্রদত্ত
ভাড়া ভাড়া ভাড়া ভাড়া ভাড়া
ভাড়া ভাড়া ভাড়া ভাড়া ভাড়া

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনেন্ট গবর্নর.

২য় আদেশানুসারী

निदेशाग ।

ଜାତୀୟ ଓ ମହାବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ।

[illegible]

৪র্থ, প্রযোজ্য — যাহা সারসংগ্রহ প্রসঙ্গ চট্টোপাধ্যায়ের স্থলে যাহা
কলীর ৫ চট্টোপাধ্যায় । যাহা বঙ্গবীর্য চট্টোপাধ্যায়ের স্থলে
যাহা গঙ্গাবীর্য চট্টোপাধ্যায় । যাহা অক্ষয়কুমার সেনের স্থলে যাহা
অক্ষয় ৫ই । যেহেতু আর যেহেতু স্থলে যাহা যথেষ্ট চমক
হই । যাহা সারসংগ্রহ প্রসঙ্গ চট্টোপাধ্যায় যাহা যাহা বঙ্গবীর্য চট্টোপাধ্যায় ।
যাহা বঙ্গবীর্য চট্টোপাধ্যায় যাহা যাহা বঙ্গবীর্য চট্টোপাধ্যায় ।

৩য় মেম্বারকে — দাদু ভাণ্ডারীয়ায় সিংহের হুলে বাবু /কমল
১৭ মঙ্গ। বাবু জাহ্নবীলাল ভট্টাচার্য্যের হুলে সিংহ অধ্যক্ষভার
স্বত্ব।

ବାବୁ ଓଷାପଞ୍ଚମ ସହଃ ହୁଏତ ଯୋଗୀ ବାଜିଲା କହିଲେ । ବାବୁ
 ଯେମିତି ଯେ ହାତେର ହୁଏତ ଯୋଗୀ କହୁଥିଲେ ସେମିତି । ବାବୁ
 ଯେକାଳେ ଯେ ଯେହେତୁ ହୁଏତ ବାବୁ କ ଲିଖିତର ଯଜ୍ଞସଦୃଶ । ବାବୁ
 ଯେ ଯେ ସେମିତି ହୁଏତ ବାବୁ ଯେ ଯେହେତୁ ଯେହେତୁ ବାବୁ ।

৬৪ জেলী,—যাহু কোমর মাথ সন্দেশ হলে বাহু মাথিকজাল
 হলে : মিঃ ই. মাথক্কাণেণ শিখের হলে বাহু শরচ্চর হাস
 মৌলনী নললাল কাষের হলে করলণেব মাথাজল : বাহু জরল
 ৬৫ বাগাচণের হলে বাহু মণেজ মাথ জল : মৌলনী কর
 মিলন চেমেনের হলে বাহু গিবীজ মাথ চটো : বাহু
 ৬৬ মালপ্রসর নক্কাণের হলে মৌলনী সাধেব মক্কাণ : বাহু
 মণের হলে বাহু মণের হলে মৌলনী মণের জাল :

पिठाङ्गनःक्रास विभाग ।

[illegible]

कलिकाता ।

সকলমঙ্গলের গর্ভর বকরিদের দিম কেবল
মুসলমান দিগের ধর্মব্যর্থ গুণতাবে কোন মনী-
ষের তিতর একটি বাত্র গোষ্ঠ্যার অমুখতি দিয়া-
ছিলেন। মুসলমানেরা বাকি ঠাকার জকুন
অমান্য করিয়া তিমুদিগের সমুখ ২৩তী গোষ্ঠ্যা
করিয়াছে। এবিধে তহস্ত করা হইতেছে।

আমেরিকার বিখ্যাত চক্কার টমাস্‌ জীভল
ইউরোপ ও পারস্য ভ্রমণ করিয়া একশ গজ
কাতার উপস্থিত হইয়াছেন। ইনি হুচাকার
গাড়িতে করিয়া রেল গাড়ীর অপেক্ষা অধিক
বেগে গমন করিতে পারেন। কলিকাতা পরি-
ভাগ করিয়া ইনি কান্টনে গমন করিবেন। হুচা-
কার গাড়ি কি পাঠক গণ ভাষা জানেন। ইহার
উপর কোন আচ্ছাদন নাই কেবল দুইখানি ঢাকা
ও কণেকটী বস লইয়া এইগাড়ি প্রযুক্ত হয়। চক-
কার দুইপায়ে দুইটা পার্শ্বের ঢাকা দুরাইতে দুরা-
ইতে গাড়ী চালায়। এরকম গাড়ীতে চাড়িয়া
এতদূর ভ্রমণ করিতে কখন ও শুনা যায় নাই।

“লিপেটেট বেজলি” বণেন চাকরনগরর মিউনিসিপালিটি “প্রজা বহুত” “বিতারের” অর্ধিখেলা বদ্ধ করিয়া নিয়াছেন। অতঃপর এই খেলার জন্ত আর কেহ টাক। দিলে তাহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে। আনরা কিছু বিচারের অর্ধি খেলা বেধিবে যাইবার জন্ত নিষেধণ পত্র প্রাপ্ত হইয়াছে।

সারগের প্রথম সভাডিনেটে জজ বাবু অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায় মহোদায় পণ্ডিতের বেলে টবসন পাঠশালা পরিবর্জন করিতে নিরাঙ্কিলেন। তিনি একাল করিয়াছেন কোথায় বসিয়া আনিয় মৈত্রা-
রিক এবি জায় বাধ্য করিয়াছেন, পাঠশালায় বে
ছাত্র ভাষা বিবেচন করিতে পারিবে তিনি তাঁহাকে
২০টাকা পারিভোজিক দিবে। অমৃতলাল অল্প
একজন সংকৃত পণ্ডিত।

পূজার অবকাশ মধ্যে কতকটা টাইম ২ রা ৮ ই
৯ ই ও ১০ ই অক্টোবর খোলা থাকিবে।

১৯৮৭ অব্দের ঠাকুর লক্ষ্মীচাঁদ্রের মনো-
বীজ কলিকাতা জম্মা আগামী মার্চ মাসে টেনেন্ট
সহ বসিবে। আর্থিকগণ ১ লা আশুবারির মধ্যে
আবেদন দাখিল করিবে।

এবার গবর্ণমেন্ট আফিসের কর্তৃত্বভাৰিগণের
বেতন পাউণ্ডের শতকে বড় হবিয়া হইয়াছে।
খেলিসভাৰি বিভাগের আফিস জলির কর্তৃত্বভাৰিগণ
২৫০০ সেন্টেবর অধিক। তাহার পর জুনিয়র ভিক্সেট
সেন্টেবর মাসের বেতন পাউণ্ডেব। এ আর আফি-
সের অধাগণ দাবী থাকিবে।

১১ই সেপ্টেম্বর যে ২৪ কেস খেস ভয়
ডাকাতের কলিকাতার ১০ জন লোকের মৃত্যু হই-
য়াছে। স্বরাষ্ট্রাঙ্গে ৭০ জন বড়চাকার ২১ জন,
এলাউচাক ৯ জন এবং অন্যান্য যোগে ৩ জনের
মৃত্যু হয়। স্বরাষ্ট্রাঙ্গে কেউই মার মাই।

কলিকাতা মিউনিসিপালিটি অফিসসিহিন্দুক
এই মেট্রিক সিস্টেমের যে সাহায্য খাঁচা ইত্য
পাঠ্য ক্রমের উপায়। উপায়ের লক্ষ্য
সেই পাঠ্য বোঝান ক্রমের লক্ষ্য। কলিকাতা
মিউনিসিপালিটির এই ব্যবস্থাটি প্রশংসনীয়।

ছোট অ.বাসডেউর ২ র জল টান জোপ নিম
কার্যভাব প্রদর্শন করিয়াছেন । এক-গ ভূমীর জল
ক্রিয়াক্রমে বায়ু ও ষ্টাৰ্জ আন্তঃসংযোগের
কার্য্য কিরিত্তা আসিটেলন ।

সুখা বাই: তহে কবি রাজকর রাগের তহা-
 যানে কলিকাত,র আব একটি নুতন রজকুমি প্রতি-
 ষ্টিত হয়ে। ইত্য:ত বারনারীর সম্পর্ক না থাকে
 তবেই মজল :

লুণ্ঠনকারীর রাজ্যের চক্রে এক লোকানবাসী
রাজ্যে লোকানবাসীর খাতিরে নিজে বাহুতে ছিল।
এমত সময়ে ত.তার পিক হাবোপ পইয়া গল-
বেশে ও কব্জের উপর অস্ত্রাবৃত দ্বারা হত্যা
করিয়াছে।

একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার বানু মন্ডল লেবর
মুখ্য সংবাদ আনয়ন প্রস্তুত করিয়াছেন। ইনি আনয়ন
বিন আনয়ন সহিত কার্য করিয়া ৪৩ বৎসর
বয়সে মানবলীলা সম্বন্ধে করিয়াছেন। তিনি মাস্তাজ
অফিস কার্য করিতেছেন, সমস্তই মেম্বারগণ আক্রমণ
করিতেছেন। এক বৎসর কাল কার্য করিয়া আনয়ন লইয়া
চাঁপাতলা বাটীতে বাস করেন। এই স্থানেই
ভাষার মুখ্য করিয়াছেন।

শোভাবাজারস্থ কুমার অমরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুরসহ
এক ডাক্তার প্রায় ১৮০০ টাকা মূল্যের ষড়্ধাতি হুসি
করে। ইহার সশিষ্ট আরও দুইজন ডাক্তার ছিল।
তিন জনেই ধরা পড়িয়া ৬ মাস কারাদণ্ড
লাভ করিয়াছে।

তাইকেটে বসিষ্ণু ব্যাকচানান্তের শুভলাভ
আন কটাকটেও মিথুস করা কইনমা । সেটে
সেক্রেটারি হুসুস সিগা'হন ১২জন ভক্তের অধিক
সি চারা অজ্ঞানতাপে কার্য করিতেছেন তাঁতারের
পদতুত কইন শুভলাভ আন পূবন কইনমা ।

কলিকতা পুলিশ কোর্টের ব্যবসায়ী দ্বিধ
করিয়াছেন যে তাঁতার আন মুক্তবির সাভাষা প্রত্ন
কবিশব্দ মা । উক আলাপতে এমন অখ্যক উকিল
আছেন ইংলান্ড এই সভান সভা নছেন । তাঁতা-
দেব নথো কলেকজন মক্কেলের অধিবোধে আলা-
ল'তব ভিতর ও বক্তাবো যেতাইয়া গেড়ান ।
বাব কনিষ্ঠ এই সকল উকিলকেই অগ্রবোধ করিয়া
ছেন । তাঁতার যেন আর আলাল'তর ভিতরেও
বক্তাবো ভরণ করিয়া মা বেডান ।

কলম্বু'ক মানক এক ব্যক্তির ভতা অপরাধে
কলিকতার ডি. এম. ট্রেন মা'ক একজন ইউ-
পীয় মুজ্জ'হন ব বসায়ী পুলিশ কোর্টের বিচার্য্যীন
হইয়াছেন । প্রসিকিউশন পক্ষের কামকজন সাকী
শলিমা'হ কলম্বু'কি কারো বাস্ত ছিল এমন সময়
ট্রেনেব একজন বহু তাঁতাকে কোন একটী কার্য
করি'ব ভক্ত হুসুস ক'বন । কলম্বু'কি ভা'ত
কাজ খা'জায় সে বলিল "এখন থ'হু, একটু বিলম্ব
করিন ।" সা'জন উহাতে কেশিয়া উঠিয়া ট্রেনের
নিকটে গিয়া আ'হন কর । ট্রেন অধিলে
কলম্বু'কি নিকটে আসিয়া হুই একটী কথা'র
পব কলম্বু'কি'ক আ'ত কবে । কলম্বু'কি সেই
আ'ত ভু'লে পড়িয়া গিয়া প্রাণত্যাগ করে ।
জীবন ট্রেনকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়াছেন ।
মাজিষ্ট্রেট জানিন লইয়া ট্রেনকে ছাড়িয়া বিযা-
ছেন । প্রসিকিউশন পক্ষের একজন সাকীকেও
অ'কি অনগ্রহ করা হইয়াছে । মক্কেলগণী বতদিন
বিচার্য্যীন অ'ছে আনরা এ সম্বন্ধে কোন কথাই
ন'ল'হ ভা'হিন ।

আকগানর উদ্যোগে বালাকলীনকে অরাজক
করা । গজাব ভু'তে যে ইংলান্ড সৈন্য পাঠান ভু-
তো'হ ভা'তার উদ্যোগে কি এখন সকলেই বু'কতে
পারিতা'হন । ক্র'বর কার্য এখনও কিছু শুনা
যাই নাই ।

উত্তরপশ্চিম প্রদেশে সম্রাতি বিজো'ক বাজক আর
একখানি শিলাপন প্রকাশিত হইয়াছিল । একদে
প্রকাশ্য ভান সমু'হ আরও একখানি বিজো'হ
বিজ্ঞাপন বে'ত পাওয়া যায় । গতক ভাগ
নছে । অহুসহান কবা গণ'ন-মণ্টের কর্তব্য ।

খা'জাবোর বিকৃতি মিথারক পাণ্ডুবিপিন,মি
গতবাদের ব্যবস্থাপক সভায় অর্পণ করা হয় ।
সভ্যগণ সকলেই বলিয়াছেন আইন থ'মি অসম্পূর্ণ
হইয়াছে । সকলই আইনের প্রকৃত অ'ভাব ঠ'লি
বু'কিতে পারিয়া বলিয়াছেন উপস্থিত বিলখানি
বিবিধ ভু'ল কোন ক্র'নই কলম্বু'কি ভু'বে
মা । ব'নস্থাপক সভায় সেদিন বিলখানি পাস হ'ল
নাই, উপযুক্ত সংশোধনের জন্ত সম্রাতি সিলেট
কমিটীর হস্তে অর্পিত হইয়াছে । এক সভ্যদের
বথো সিলেট কমিটী মতামত প্রকাশ করিবেন এট-
রপ কথা কইয়াছিল । খা'জাব বিশেষতঃ বী,
চিনি ও সুকা বে'ওয়া দু'ছ লইয়া বেরপ আ'জালন
উঠ'হ ভা'হাতে পুজার পূর্বেই এসব'হে কোন
আইন বিবিধ হইবার সম্ভাবনা নাই । ছোট-
লাট বার্জিলিং হইতে কলিকতার আসিয়াছিলেন,
আখাব শী'জই বার্জিলিংএ গ'ত গমন করিবেন ।

চৌকাটী মা'ক নামে একজন দুসলমান
ভা'তার জীর সতিত বিবাহ করিয়া নিজের একটী
শিশুসন্তান'ক কলম্বু'কি নি'কপ করে । কিছু ক'ল
প'ব সে ২৭র থাকি'ত মা পারিয়া কুপের ব'ধ্য
আপ বিয়া পড়ে । সন্তানটী মবিয়া'হ । পিতাকে
জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করিয়া পুলিশের হস্তে
বে'ওয়া হইয়াছে ।

১৮৭৭ অব্দে মদীরার বর্ষাঘটার সেসময়
রাণাঘাট নিবাসী ২৮ কুব'বোধন হ'তের জী
'মজারিণী দাসীকে একজন ব'সর কষ্ট'ন পরি-
জ্ঞেব স'হিত কারাবাসে ও ২৫০ টা আর্থিক
হ'তের আ'জা দিয়াছিলেন । টাকা মা বি'ত
পারিলে আর এক ব'সরের কা'ব'তের দিগান
হয় । ছোটলাট ট'ন'স সা'হেব সেদিন ম'বন
ভাগলপুর পরিদর্শন করিতে যান, তখন এই রম-
ণীকে ব'রা করিয়া অ'ব্য'হতি বিদ্যার জন্য তাঁতার
নিকট অনেকগুলি আবেদন করা হয় । বালিকা
বিদ্যালয় বে'তে গিয়া একটী বালিকার হ'তে ও
তিনি এই'র্গ আর একখানি আবেদন প্রাপ্ত হ'ল ।

আ রা শু'বিরী হু'বী কইলাম ছোটলাট এই সব
আবেদন প্রা'জা করিয়া নিম্ভারিণীকে আগামী
এ অক্টোবর ভু'তে ব'লাস দিবার অ'মু'হতি সি
আসিয়াছেন । এট সম'ব ব্যবস্থার তিনি অ'যা'ত
কৃতজ্ঞতা ভাজন কইয়া'হন ।

কান্ত ভে'মদীর মক্কেল আরপি'ল ভিল
হইয়াছে । কেবল কান্তের আ'দীর ৩৭২স'মে
হ'নে হুই ব'সরের ব'জা'জা কইয়া'হ । এই ন'ব
কনটী মা'হাতে তাইকেটে পাঠান হয় তা'হ
চে'কী করা করণ্য ।

ইন্সপেক্টর কুপাল ও গোয়ালিয়ারের অ'মুক
করিয়া গো'বাই প্রেসিডেন্সির অ'মুক বে'ল
রাজা অরাজা হইতে, আ'নদানী শু'ক উঠ'ই
নি'তছেন । রাজগ'ণ'ব এট সভায় কারো ভা'র
বাসী না'জেরট শ্রীতি উৎপাদন করিয়াছে ।

পুনর বে'লীর কলিকা বিদ্যালয়ের পারিতোষি
বিতরণোপল'ক লর্ড রি'জাই জীপিকা সম্বন্ধে এক
অ'ধীর্ষ বক্তৃতা করিয়াছেন । বক্তৃতা শু'লে তিনি
উ'লস করিয়া'হন বি'হর বিবাহ প্রথার উ'ল
গণ'ন'মণ্টের হস্তক্ষেপ করিবার কোন উ'জা নাই

উত্তর পশ্চিমা'লে একটী ব্যবস্থাপক সভা
স্থাপন করিবার জন্ত গব'ন'মণ্টের নিকট যে আ'বে
দন করা হয় গব'ন'মণ্ট ভা'হাতে সম্মতি দিয়া'হন

বিজা'মে উত্তর পশ্চিম'র ছোট লাট সা'ব অ'
ক্রেড লায়ালের নামে যান কানীর দাবীতে না'মি
কারবার জন্ত ব'ড় লায়টের সম্মতি প্রার্থনা ক'ব'ন
আনরা শু'নিয়া হু'বিত হইলাম বক্তৃতাট উ'হা
সম্মতি প্রদান করেন নাই । এই কি বিচা'ব ? এ
ভী'রতা ?

গ'ত সভ্যদের কলেক দ্বি'ন ব'রিয়া ঢাক
বেরপ বৃ'ক্তি হইয়াছে এমন বৃ'ক্তি আর ক'খনও বে'
যাই নাই । মদীর জল নগরের ভিতর হইতে জ'
ক্রমে অ'পসৃত হইতেছিল । বৃ'ক্তির বে'গে আব'
পূর্বে'ব প্রবল হইয়া ঢাকা মগ'রী প্রা'বিত করি
কেনিয়াছে অনেক গুলি ই'ক'ক নির্মিত ঘর ব'রু'ত
উ'ব'সাং হইয়াছে । ব'রিজের আর ন'ড়াই'ন
স্থান নাই ।

উলুবেড়িয়া নিবাসী একজন দুসলমান কি
দ্বি'ন অ'ম'ব'ারে থাকে । তার পর কু'থার আ'
গ'হা করিতে মা পারিয়া আ'জ'হাতী হইয়াছে ।

ব'জাপীড়িত একব্যক্তি খীর সন্তানগণ
আহার বোগাইতে মা'প'রিয়া আ'জ'হাতা ক'
হা'হে ।

তাইজাবাদের নিজাম বক্তৃতা'ট'ব সভায়
২ লক টাকা ব্যয় করিবেন । টাকা কি ক'
ভা'য় ?

বিবিধ সংবাদ ।

লেন্সপ'ন ম'ক একব্যক্তির প্র'ত চ'ম'য়ে ১৬
৮,জাব ফ'বাসী র'ন'দী নিজের ব'ধ্যস'র্জ'ব বিক্রয়
খ'বিয়া পেনা'মা খা'লের ব্যবসার অ'ংশ প্র'হণ করি-
য়াছেন ।

১৬ ব'দিয়াছে । ব'র্ড হইতে তারে সম্ম'ব
আসিয়াছে একল'ক কাল কাইজাবাদ নামক স্থানে
অ'ম'গ'ন ও শ'ব'র্ক'গ'ন দু'ক প্র'হৃত হইয়াছেন ।

শৈশব বিচারের বিরুদ্ধে কলিকাতার টাউন
সে নব সভা হয় তখন বিলাতের মহাসভার কর্তৃক
উদ্বোধিত। সেখানকার সাংসদ জিজ্ঞাসা করত
সময়ের মতম যেই গোষ্ঠীটির উত্তর দিরাঙ্গম
বহু বক্তব্যের পরে এই সভার আয়োজন সম্বন্ধে
কান্ড তুলে আপন করা হয় বাকি।

আজ যিশ একদিন একটা উল্লেখ্য ঘটনা।
সকাল ৬ ফিট মাত্র তির্যক প্রকাশ করে।
একটি এক হাজার দুই দশা দিরা এই নিমিত্তে
বিশ্ব একটা কাছাকাছি তির্যক রাখিয়াছেন।
সকাল এক একটা অংশ নানা কালের বিজ্ঞান
ভাগ প্রকাশ করা হইবে।

উদ্বোধনী দিন দিন ক্ষীণ হইতেছে। নীচের
মাসিকের বাকীসকল সংস্কারের দ্বারা মাসিক
সিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা।

কাল দেশের কোন সংবাদ পত্রের একজন
লেখক বলেন তথ্য একটা সুসংগঠিত অবতার
প্রকাশ করিয়াছেন। ইনি একজন রমণী।
ই রমণী ক্রমাগত ১৯ দিন বিবাহিত ভবিত ছিলেন।
সম্প্রতি তাঁহার বাস, সেখানে এক বৎসরের
সম্প্রতি তাঁহারে আর একবার ক্রমাগত ৫০ দিন তন্ত্রা-
র দেখা গিয়াছে। শেষবার ২০ দিনের দিন
গরিব হইয়াই উচ্চরবে ঘাণা করিতে
করেন। ১০ মিনিট কাল এইভাবে ঘাণা করিয়া
করত বড়ই ক্লান্তিগ্রস্ত হয়। তাঁহারেরা তাঁহার
কিৎসা করিতেছেন।

কোন পারস্য সংবাদ পত্রে প্রকাশ যে এক জন
একটি মাটির মোর্ত জাতিকে জিজ্ঞাসা
বিচারে যে তাঁহার ক্রিয় সন্ধি অল্পসারে
জীব কর্তৃত্ব স্বীকার করিতে পারেন।

সার ক্রিপস্‌কোভে একটা গেলুন প্রস্তাব
হইতেছে, উক্ত সভা বেলুনের অপেক্ষা দুই
১১ জন লোক বলিতে পারে।

অত্যাচার দেশের জেল করেদিকারের বেলুন
সংবাদ বক্তৃতাতে অংশগ্রহণ করি। বেলুন
ভবিতের পরে এটা বড় অংশের কথ্য।

ভেনেজুয়ার এক জন বিচার্যাদি করণী গত
রা সেন্টের জেল ভাঙিয়া পলাইবার চেষ্টা
করে। একজন জমাদারের দিকট হুটই বরাইবার
নিমিত্ত অগ্নি চায়। জমাদার অগ্নিদিক অসম্ভব
এক সে ব্যক্তি আরও কয়েক জনকে সঙ্গে
লইয়া জমাদারের উপর আক্রমণ করে, এবং
জেলের দ্বার ভাঙিয়া বাহির হইবে এমন সময়
কটা হুটেরাল উপস্থিত হয়। জেলের নীচ সৈন্য
গণের সংবাদ দেওয়ার একজন গোলাই রেজি-

মেন্টে আসিয়া পলায়নের করেদিকারকে আটক
করিয়া ফেল।

প্রাপ্ত

কলিকাতা বৈজ্ঞানিক সংসদ
সভা।

মহাপ্রাণ। মৃত্যু বহন বিবেচনা পরামর্শ হইয়া
কোন একটা জিন্দু বজায় করিবার জন্য কৃত-
সম্পন্ন হয় তখন তাঁহার বিদ্য বিদিত্ত জ্ঞান থাকে
না। তাঁহার সে কার্যে দেশের সমাজের ও
মিজের পক্ষ সমর্থন অধিক হইয়াছে সে সভা
করিবে। বাস্তবের এই দুর্ভাগ্যের সময়ে সময়ে
সমাজের অনেক আশাবুকল প্রস্তুত হইবার
পূর্বেই শুভ হইয়া গিয়াছে, অনেক উন্নতির
সোপান গঠিত হইবার পূর্বেই তত্ত্বাবধা প্রাপ্ত হই-
য়াছে। ইহার সমাপ্তির জন্য অনেকদূর বাইত
হয় না কিন্তু সমাজের ৫০ বৎসরের ইতিহাস বিশেষ
মনোযোগের সচিব পাঠ করিলেই বোঝা যায়।
আজ অমৃতলালের প্রারম্ভিক নইয়া বৈজ্ঞানিক
সংসদ সভা বেলুন আড়ম্বর করিয়া তুলিয়াছেন
তাৎপাত আলার উপরোক্ত কথ্যই প্রমাণিত
হইতেছে। সংসদ সভা সামান্য অভিযানে
যে জিন্দু বজায় করিবার জন্য তুলুন সংগ্রাম উপ-
স্থিত করিয়াছেন তাঁহার পরিমাণ যে কি শোচ-
নীয় হইবে তাহা বোধ হয় উক্ত সভার মস্তিষ্কে
প্রবেশ করে নাই। তাঁহার বর্ষ তেবে যে কার্যে
অগ্রসর হইয়াছেন পরিণামে যে তাহা ঘোরতর
অধর্ম ও অত্যাচার বসিয়া পরিগণিত হইবে তাহা
তাঁহার বুদ্ধি ও পারিত্যেই নাই। তাঁহারিগত
অচর্য ও কার্যকলাপ তবিল বংশীধ্বনিগত
আতসম্পাতের বিবরণ হইবে। সম্ভ্রান্ত উক্ত
সভার সভাপতি ও সম্পাদকদের আকরিত এক
খানি ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইয়াছে। তাহাতে
বিলাত প্রত্যাগত হিন্দু সন্তান প্রারম্ভিত করিয়াও
অব্যবস্থা থাকিবেন। এই বিবরণ, বক্তৃতা
প্রকাশ, বৈজ্ঞানিক কার্যে ইত্যাদি জাতিকে জ্ঞাত
করান হইয়াছে। উক্ত সভার ঘোষণা পত্র খানি
পাঠ করিয়া মনে হইল বিবেচনা হুজির বনীকৃত
হইয়া একটা জিন্দু বজায় করিবার জন্য বাস্তব না
পারে এমন কাজই নাই। সংসদ সভাকে
জিজ্ঞাসা করি তাঁহার যে ঘোষণা পত্র প্রচারিত
করিয়াছেন তাহা কি সমগ্র হিন্দু সমাজের অ-
মোদিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে? না কেবল
কলুটোলা ও সান্ধিকতাজা এং বেলুন ব্যাংকের
২৪ জন ভেরাণী বৈজ্ঞানিক অমোদিত হইয়া প্রচা-

রিত হইল? উক্ত সভার প্রথম বাস্তবিক চপসতা
বেধিয়া উক্ত সভার যে কিছুই প্রকাশ নাই, এবং
উক্ত সভা যে বৈজ্ঞানিক প্রতিনিধি সভা বহু উক্ত
দ্বির সিদ্ধান্ত। জামালপুরে "বৈজ্ঞানিক সংসদ"
রিণী সভা" নামে একটা সভা আছে গত ১৮
জামালপুর উক্ত সভার সম্পাদক জিন্দু বাবু মূলতঃ
মজুমদার ও সহকারী সম্পাদক জিন্দু বাবু বর্ণেন
মাম সেনের আকরিত একখানি দীর্ঘ পত্র সংসদ
কিণী সভার প্রেরিত হয়— সে পত্র সমগ্র সংসদ
কিণী সভা কি করিলেন? তাহা সাধারণে প্রচা-
র্য করিয়া গোপন কথিলেন কেন? উক্ত সভা
প্রতিষ্ঠিত হইতেছে সংসদ সভা বৈজ্ঞানিক
প্রকৃত প্রতিনিধি সভা বহু কেবল একটা দল
হলির আড়ম্বর। উক্ত সভার কার্য কলা
অসম্ভব হইয়া প্রায় ০।৪ লক্ষ বৈজ্ঞানিক প্রকৃত
গত ২২ এ তাজ সৌন্দর্যের জিন্দু বাবু বর্ণেন
বসতি মণ্ডলদের গাটতে বৈজ্ঞানিক প্রকৃত প্রা-
তি সভা সংগঠিত করিয়াছেন। সাতসৈক
নিবাসী জিন্দু বাবু প্রসন্নকুমার মজুমদার আন
পুর নিবাসী জিন্দু বাবু বর্ণেনচন্দ্র চৌধুরী কনি-
কাজা নিবাসী জিন্দু বাবু জগজ্ঞান মজুমদার
অত্যাচার সমাজভিত্তিক ব্যক্তিগণ সভার অতি
বেড় পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। জিন্দু, সা-
সৈকা, তালিমহর, কাকমঞ্জী, চুড়া ও গৌরী
তার অনেক প্রমাণ বৈজ্ঞানিক সভার উপস্থি-
ত হইয়া বিলাত প্রত্যাগত সন্তান সমাজকে যে সমাজ
লগ্না একান্ত আবশ্যক ও বাঞ্ছনীয় তাহা প্রকা-
করিয়াছেন। ইহার বিবরণ পৌরীতা নিবাসী
জিন্দু ভরিশঙ্কর সেন (বিনি মজীলান গুপ-
প্রকাশিত প্রারম্ভিক প্রথম আকরকারী) তি-
গৌরীতার এবং তাঁহার স্ত্রীজ্ঞানী বংশভিলক
ওদের বেলাট, কলিকাতার লোকের ব্যক্তি বা-
হাউরা বলিতেছেন যে— তাঁহার প্রারম্ভিক
ব্যবস্থা দিরাছেন তাঁহার বুদ্ধি অতএব তাঁহারিগত
কথার উপর বিশ্বাস করিয়া প্রারম্ভিকের অগ-
মত হইবেন না। আমরা বলি ভরিশঙ্কর সেন
তাঁহার বংশভিলকের দ্বারা পক্ষ সমর্থন প্রা-
রাসত চীৎকারে কেবল কর্পণ করিতেছেন
অতএব সময় থাকিতে তাঁহার গাটাকা দিউন
এই পত্রের সচিব প্রারম্ভিকের আপক যে
হইয়াছে তাঁহার মন্তব্য পাঠাইলাম অগ্রাহ করি
আপনার পক্ষে প্রকাশ করিবেন।

মন্তব্য।

১। যে সকল বিলাত-প্রত্যাগত বৈজ্ঞানিক
ব্যক্তিগণ প্রারম্ভিক করিয়া মরায় পু হিন্দু

জাতক হইতে চাহেন, তাঁহারিধিক পুনর্জন্ম
বা ব্রাহ্মণ ও আশ্রমিক। পুণ্ড্র শাস্ত্রানুসঙ্গিগণ
এই প্রকার সকলেরই মত যে এরূপ পুনর্জন্ম শাস্ত্র-
বিরুদ্ধ, এবং হিন্দুধর্মের আচার ও ব্যবহারের
বিরুদ্ধ মতে।

২। হিন্দুধর্ম সংরক্ষণ ও হিন্দুসম্প্রদায় রক্ষা
সহ ও মতভেদবাদি বিচারণ করিতে হইলে
প্রত্যেক শাস্ত্রের প্রকৃত বর্ণনাই গ্রহণ করা আব-
শ্যক। অতীত কাল লোকের অজ্ঞানতা করিয়া কার্য
বলে ধর্ম ও সমাজ রক্ষা করা সুকঠিন
হইবে।

৩। এই প্রসঙ্গকে শ্রীমদ্রামদাস সংরক্ষণী
“১” যে ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা প্রকৃত
জীবন সত্যের অন্তরঙ্গী নহে। আশ্রমের ভিতর
ধর্মই যে, কেবল আশ্রমই কেন আশ্রমের অধি-
শাসক স্বতন্ত্র মতোদয়গণই, এমন কি, উপরি
সত্যের অনেক সত্যও এই সত্যের এই প্রকার
ধর্মের দুঃখিত হইয়াছেন।

৪। যে সকল মহাপুরুষের উপর আশ্রমের সমগ্র
শাস্ত্রাত্মক মনোভাব নির্ভর করে, সমাজিক ও
অর্থিক ভাবে পরিচালনপূর্বক সমস্ত বৈশ্বাসত্যই
তাতে যোগদান করিতে পারেন, এরূপ একটী
নির্দিষ্ট সভা সংস্থাপন করা নিতান্ত আশঙ্ক
জনক হইতেছে। সুতরাং অপরাধবৈশ্ব
সংস্কারগণকে বাধ্য করিতে সমর্থপুরুষের আশ্রম
পত্র দ্বারা নিম্নলিখিত ভাবে তাঁহারা সকলেই
সত্যের সত্য হইবে। এরূপ শাস্ত্রসম্মত আচরণের
প্রতীকৃত ভাবন তদ্বিধে বর্ণনা করা চেষ্টা ও যত্ন
হইতে আশ্রমের মধ্যে কেহই ভ্রষ্ট করিবেন না।

৫। আপনাতঃ বৈশ্বাস্যভাববিগণকে, পাশ্চা-
ত জনা একধর্মি বর্ণোপযুক্ত নিবন্ধনপত্র ১ সত্ত
সত্যের মন্তব্যগুলির সহিত সেটি মিথবন পর
কামিগণের নিকট প্রেরণ করবার আশঙ্কিত
একটী অস্বাভাবিক “কমিটি” নিয়োজিত করুন, এবং
নির্দিষ্ট শাস্ত্রগণ এই অস্বাভাবিক কমিটির সভা
পরিচালিত হউন।

ভ্রমণকারির পত্র।

আমরা অনেক দূর জ্ঞান করিলাম, সমস্ত মন-
সকল স্থলেই আজ কাল এলোপ্যাথিক চিকিৎসা
প্রচলিত। আশ্রমের আর্থ চিকিৎসা এক-
ধর্মি লোপ পাইয়াছে বলিলে অত্যাধিক হয় না।
মকে বলিবেন এখন করেছেন বিজ্ঞ আয়ুর্বে-
দ শাস্ত্র দেশ গমনের সিদ্ধান্ত করিতেছেন।

আমরা কিছু ইচ্ছাও সন্তুষ্ট হইতে পারি না।
যে আয়ুর্বেদের আশ্রমিক আশ্রমের দেশ এক
চেষ্টা ছিল, সে স্থলে দুই পাঁচ জনকে স্থান
বিশেষে কনিষ্ঠা করিতে দেখিলে কি বলা যায়
যে আর্থ চিকিৎসা আশ্রমের দেশ প্রথম আশ্রম
তবে কেবল লুপ্তপ্রায় বিজ্ঞান পুনরুজ্জীবনের সূচনা
হইতেছে মাত্র। এক্ষণে যে এলোপ্যাথিক চিকিৎসা
ধর্ম অধিকার করিয়াছে, উচ্চতর জীবনরক্ষক
কি জীবনরক্ষক ধর্ম তাহা স্থির করা কর্তব্য।
আশ্রমের বিজ্ঞান বর্ণনার আশ্রমিক নাট, এলো-
প্যাথিক যৌবন ও আজ কাল অনেক উপলব্ধি
করিতেছেন। আরও দুঃখের বিষয় এই যে
কথঞ্চিৎ উচ্চ চিকিৎসা লব্ধি উপকার সম্ভব
আছে তাহাও কলহাশ্রমী হয় না। আমরা
প্রত্যেক আশ্রমিকগণ গণনাগণের দৃষ্টিচিকিৎসা-
লয় পরিদর্শন করিলাম এবং চিকিৎসালয়ের আশ্রম
চিকিৎসকের সহিত আলাপ করিলাম, সকলেই
স্বল্পম ঐক্য অতাবে তাঁহারা সমস্ত কার্য
করিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। ইচ্ছাশ্রমী লিখিত
তাঁহাদের এই কথা তদ্বিধে যেখানে সেখানে
যেমন সচেতন অল্প ইচ্ছাশ্রমী অধিকার করেন
তাঁহাদের তাতে যে কি ফল ফলে অনেকেরই তাহা
বুঝিতেছেন।

দীর্ঘ দীর্ঘ চোমিওপ্যাথিক ও দেশের মধ্যে
আশ্রমের সূত্রপাত করিতেছে। উচ্চ আশ্রম-
দের একটী মজলার বিষয় সন্দেহ নাই। কারণ
চোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা আয়ুর্বেদের অন্তরঙ্গ।
এলোপ্যাথিক রোগীকে ঐক্য বা ওয়াইয়া নামক
হইতে হয় এ চিকিৎসায় তাহার কোন কষ্ট নাই,
অতি অল্প মাত্র ঐক্যের মাত্রা। বিশেষ যে যে
স্থান আশ্রম চোমিওপ্যাথিক লিখিত চিকিৎসকের
চিকিৎসা পরিদর্শন করিতেছি সকল স্থানেই আমায়
অন্তরঙ্গ করিয়াছি। সমগ্র প্রায় মাস যাবৎ বন-
ওয়ার্ডগণের বনমালী দ্বারা চিকিৎসালয়ের
চোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক জীবিত বাবু রামদাস
চক্রবর্তী মহাশয়ের চিকিৎসারি দেখিয়া অত্যন্ত
সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহার নিবাস কলিকাতার পর
পাশে সাতাগাতি গ্রাম। প্রথম মেডিকেল কলেজে
পাঠ করিয়া পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইতে অপারক
ভ্রম, তৎপরে আশ্রমের সহিত চোমিওপ্যাথিক শিক্ষা
করিয়া এবং মেডিকেল স্কুলের শাসন-
কর্তার অধীনে থাকিয়া সুখ্যাতির সহিত কার্য
করেন, তারপর কাম্বোজাশ্রমের রাজস্বাধীতে কিছু
দিন থাকিয়া পরিশেষে চাকার চোমিওপ্যাথিক
স্কুলের প্রকৃষ্ট হন। এক্ষণে প্রকৃষ্ট হলে

আশ্রম, চিকিৎসা, চিকিৎসা পাত্রের যে সকল
রোগী নিবিলিখিত ভাবে পরিচালিত করেন, ই-
চ্ছা তাহা আরোগ্য করেন। আর আশ্রম
মাসাবধি নিকট থাকিয়া ইচ্ছার মধ্যে তড়পন
মেলাকেই এক পক্ষ হইল, এই নামক
বাবু ভূমের মেলাভবের ইচ্ছার চিকিৎসা দেখি-
তোমিওপ্যাথিক ঐক্যের প্রতি ও রামদাস ব-
বুধার্জিতার প্রতি বার পর নাই অস্বাভাবিক
রাহি। বিধাতার বাধ্যতায় শ্রীমদ্রামদাস
রোগীকে আশ্রমের সাক্ষাতে ঐক্য দিলেন
তাঁহাদের তৎসম্মত আরোগ্য দেখিয়া আশ্রম
হইলাম এবং এক্ষণে এ সম্মত দেশীয় নিবন্ধ
লেখা বন্ধ রাখিয়া চোমিওপ্যাথিক বর্ণনা ল-
হইলাম। আরও একটী বিশেষ আশ্রম এই
অত্যাধিক দুঃখিত, আসিষ্টে সার্জনের প্রায়
ইংরাজী মেলাভে চলেন, কিন্তু রামদাস বাবু
সে ভাবে ভিলমাত্র নাই। চিকিৎসাতে অচলাভি-
শাল্যাম শ্রীমদ্রামদাস গলর ইচ্ছা, যে স্থলে গম-
করেন শীঘ্র এক পক্ষ বান না, প্রায় এক
পুঞ্জ তির কোন কাজ করেন না এরূপ অ-
মিক। একজন রাখাল গিয়া অসম্মত একটী
বিলম্ব তাহাতে বিরক্ত না হইয়া তাহার কল-
উত্তর দিয়া সন্তোষ করেন, দিন দুখী কি ম-
অবস্থার লোক সকলকেই চিন্তা পরিচালিত
চিকিৎসা করেন, বাস্তবিক রামদাস বাবুর
ডাক্তার নাহেরই হওয়া উচিত। আমরা অন্তরে
সহিত রামদাস বাবুকে বক্তব্য দিলাম। তিনি এ-
রূপ অবিলম্বিতচিত্তে প্রকৃতিপুঞ্জের চিরম-
সাধন যত্নবান থাকুন।

উপসংহারে বলি বনমালী বাবু উপস্থিত
চিকিৎসক পছন্দ করিয়াছেন, তৎসম্মত তিনি
বক্তব্যের পাশ্বে, তবে বনমালী বাবু বৈশ্ব ডাক্তার
পছন্দ করিয়াছেন, এইরূপ অল্প অল্প বিভাগ
কর্মজারী পছন্দ করিতে লিখুন। বড় লোক
সত্য চাইকারে পূর্ণ থাকে এ কথাটি যেন সর্ব-
স্মরণ করেন, আর কাঠুণ্যের দ্বারা উগ্র স্বভা-
ব ও জ্ঞান চীন লোকের সংসর্গ হইতে বত অ-
ধিকার পাবেন তাহার চেষ্টা করুন। বড় হইলে
একই মনে অভিমান হয় যে তিনিই সকলই বুঝি-
পারেন, এবং চাইকারের বোধবীভাব্য মোচি-
হন, বনমালী বাবু সর্বগুণে ভূষিত, এই
তাঁহার প্রতি এ উপদেশ উপযুক্ত বোধে লিখি-
লাম, আর এক কথা বড় লোকের বিশেষ
মানের ভাবনা জানিয়া কেবল চাইকারের কথা
কোনরূপ সম্মত প্রকাশ না করেন।

[illegible]

সাম প্রকাশ।

७० श्री कान ।

* प्रेक्षार्जताः प्रकृतिचिताः पार्थिवः जगन्मतो भूतिमहंतो न हीयताः । "

୫୬ ଅଂଶ ।

ଅନ୍ୟ ଅଧିକ ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, }
 ଟାକା । ଅନ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ରାମ । }

১২০০ বাল। ১৯ এ আশ্বিন। ইং ১৮৮৬। ৬ঠা অক্টোবর।

१ प्रियनाथ । २७ ए अश्विन ।

समस्त श्रद्धा मान्यता गन्तव्य शक्ति
 टीका मात्र। निष्कर्ष ७ हाजिरा
 जयः शक्ति मान्यता गन्तव्य ७१. टीका

বিজ্ঞাপন ।

विदेशेषु अन्तेव्या ।

স্বর্গীয় পিতৃস্মরণের আনন্দের ধন এই
সামগ্রিকাল সংবাদপত্রখানির কাঁধ-
বিন ও উন্নতি কামনার 'নম্রলিখিত'
হোমসম্মানের হস্তে অর্পণ করিলাম,
সামগ্রিকাল শুরুতে বর অনুভূতি হইয়া
ভীক চিন্তে লোকসমাজে বিচরণ
রিবে। পাঠক, গ্রাহক, অনুগ্রাহক
কালেরই আমরা মুখাপেক্ষী।

নামে পাঠাইবেন না- অথবা কার্যালয়ের কোন কর্মচারীর নামে সোমপ্রকাশের জন্য প্রেরণ করিবেন না। অপর নামে পাঠাইলে অধিকারীর হস্তগত না হওয়া সম্ভব। গ্রাহকগণের সে বিষয়ে যেন দৃষ্টি থাকে। ইতার পূর্বে যদি কোন গ্রাহক আনারঙ্গের, কার্যালয়ের কোন কর্মচারীর নামে মণিঅর্ডার সোমে টাকা পাঠাইয়া থাকেন এবং পূর্বপূর্বস্থ-
প্রাপ্তিতে প্রকাশ না দেখিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া আমাদে পত্র লিখিবেন এবং পোস্টের সাক্ষরিত রসিদ আদি প্রমাণ করিয়া অনুগৃহীত করিবেন।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার শর্মা:

সৌভাগ্যকাল অব্যাহত।

পরে ২ টাকা। কার্ণাধার ঈশ্বরভিক্ষুসহ ও
তাহাযোড়া, তারা ঈরামপুর গঙ্গা।

সকলেরই ব্যবহার্য
কেশ-বিনাশক চর্ণ।

শরীরের যে কোম স্থানের লোম উঠাইখা
কিছা করিবেন. এই তুর্ণ একলাফ মাত্র লাগাইবে
জিম মিসিটের মধ্যে উত্তমরূপে লোম দিন, য
হইবে।

দুলা—কতি কোটী ১০, প্যাকিং ৮ আনা
 " " ডাক ৫ " ১০ "
 এই চূর্ব খোস কিয়া কোন প্রকার ক্ষত হা-
 লাগান নিষেধ ।

এইচ নাসি,

२७ नं० प्रजापुल डिप्टे, कलिकाठा

নিউ হোমিওপ্যাথিক হল ।

এস, বি, বিশ্বাস এণ্ড কোং ।

৪৭ বং সীতারাম ঘোষের ছোট কলিকাতা।

पिप्लव

টাইকা প্রিয় ।

উত্তম উত্তম পুস্তক, পকেটকেস, খারবমিটা
৩৩ শিশির বাহির, ও আভ্যন্তরিক ঐহবলসেত ২
শিশি কৰ্ক চানচা একুতি সমস্ত অতসবনীর জব
ইংলণ্ড, জার্মানি ও আমেরিকা হইতে আনিয়াছে
গৃহচিকিৎসার উপায়াগী ব্যবহারী বাজালো পুস্তক
এখানে পাওয়া যায় একই জীবন এখানে সহযা
পত্রের ও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় বাসিক পত্রিকা সক
লের বিজ্ঞান প্রকাশিত "নতুন বিজ্ঞান ভবন
হোমিওপ্যাথিক কি?" নামক উৎকৃষ্ট পুস্তক

ଆଜିର ମହତ୍ତ୍ୱ ଟିକିଂସା ଶୁଦ୍ଧ । ନାମେହିଁ ଇହାର
 ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପରିଚିତ ନିହତ । ଏହି ଶୁଦ୍ଧତା ସମସ୍ତ କବି-
 ତାଙ୍କୁ ଆସ ବ୍ୟାପି ଶୋଷିବ । କି ଶୁଦ୍ଧ, କି ଟିକିଂସକ
 ନକଲରହି ଇହା ଜୀବନ ଅବସାନ, ଏବଂ କାବ୍ୟାମୋହି-
 ନିଦ୍ରାର ବିଶେଷ ଆବଦ୍ଧେର ନାମସ୍ତ୍ରୀ । ଆଜିର ଏହି
 ଶୁଦ୍ଧ ହୁଅ, ଟିକା ଓ ବିକଳ ଅଜ୍ଞାନତା । ନିହିତ ଆଜି
 ସାମେ ୫୦ ପୂର୍ବୀକ କରିବା ବଳେ ଏବେ ଏକାକୀ କରି-
 ତେହି । ହୁଅ ଆଜିର ନିରାଶ ହୁଅ । ପୂର୍ବର ପୂର୍ବ
 ୧ ଟିକା ପାଠାୟେନ ନବର ପୁରୁଷ ନେତ୍ରା ବାହିବ ।

<p>টুপি</p> <p>জড়বর</p> <p>মুক্তবীরচর বিদ্যালয়</p> <p>কুলদাল মধ্যোপাধ্যায়</p> <p>সম্বর (ড. টি. জালালউদ্দীন)</p> <p>বিজ্ঞান মধ্যোপাধ্যায়</p> <p>গবর্ণমেণ্ট স্কুল</p> <p>উমেশচন্দ্র বসু সি. এ.</p> <p>একেশ্বর সিংহ</p>	<p>লেখক</p> <p>শ্রীমত বাবু রামলাল চক্রবর্তী</p> <p>প্রিভার—আলীপুর</p> <p>সাংবাদিক লেখক</p> <p>শ্রীমত শ্রীমত শ্রীমত</p> <p>বাবু শ্রীমতচন্দ্র মধ্যোপাধ্যায়</p> <p>লেখক (লেখক একাউন্ট)</p>
--	--

সোমপ্রকাশ সম্বন্ধে চিঠি পত্র, টাকা কড়ি, বনিঘর্ডার আদি যেরূপ প্রসিদ্ধিপ্রাপ্ত। সোমপ্রকাশ কার্যালয়ে প্রযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্তীর নামে গ্রাহক মহোদয়গণ পাঠাইতেছেন সেইরূপ পাঠাইবেন। অতঃপর সোমপ্রকাশ সম্বন্ধে চিঠিপত্র বা টাকা কড়ি বনিঘর্ডার মাধ্যমে গ্রাহক মহোদয়গণ আরে কাহারও

যদি কেবল আমাদিগের মিকট ডাকসংলগ্ন সহ
১০ এক টাকা আর আনা দুলা পাওয়া যায়।
ওলাউঠা ও গৃহ চিকিৎসার জন্য সকল রকমের
ঔষধ পূর্ণ ব্যয় বিক্রয়ার্জ সর্বস্বত্ব প্রদান থাকিবে।
কয়েক বৎসর হইতে শত শত রোগীর আরোগ্য
প্রাপ্তি বিশেষ পরীক্ষিত সর্বজনকার্য্য ম্যালেরিয়া
রোগের শান্তিকারক উৎকৃষ্ট হোমিওপ্যাথিক ঔষধ
ব্যবস্থাপনসহ ১ ড্রামের দুলা ১০ এবং বহুদূর পীড়িত
ব্যাক্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবস্থাপন সহ দুলা
১০ বেড় টাকা। ইহা কেবলই আমাদিগের দ্বারা
প্রস্তুত হয়। ডাক্তার কুবিবির প্রসিদ্ধ কণুরের
প্রস্তুতকৃত ব্যবস্থাপনসহ দুলা ১ আমাদিগের মিকট
প্রস্তুতকৃত।

মকমলের অর্ডার স্বাক্ষর সচিৎ ডায়ালগেবল
প্রস্তুত করা নীচ পাঠান হয়।

—৩৩—

হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়।

জে. এম. ডটচার্জ এণ্ড কোং।

এখানে ক্রমাগত কয়েকখানি কাগজে লগুন
ম্যালেরিয়া ও জর্জিবি হইতে বিস্তারিত হোমিওপ্যাথিক
ঔষধ, পুস্তক, কর্ক শিল্পি যন্ত্রাণ্ড আনীত হইয়া
লগুন দুলা বিক্রয় হইতেছে। এলেন এনসাইক্লো
পিডিয়া দুলা ১৮০ ডানিয়ান মেঃ পিটেরা দুলা ২৪
ফুট বড় বড় পুস্তক পাওয়া যায়। বিলাতী ২০০
মে ১০ মাসারট ১৭০ মিলক্রম ১০ এবং ২ ড্রাম ১০
মাসারট বিক্রয় হয়। ২২ শিল্পির ওলাউঠার ব্যয়
পুস্তক ৪। এই ক্যান্সারসহ ৫ ও সাধারণ চিকিৎসা
পুস্তক সহ ২৪ শিল্পির ৮। ৩০ শিল্পির ১০
১০ শিল্পির ১৪, ৪৪ শিল্পির বাতিকা ঔষধ সন্মত ১৬
২ শিল্পির বাতিকা ঔষধ সন্মত ২২। ২০০ শিল্পির
২৪০০ বাতিকা পুস্তক ও বাতিকাটোর সহ ৮০ বাতিকা
৪৮০ ৫ (ক্যাটেলগ বিতরণী) সমস্ত বাতিকা
বিভিন্ন পুস্তক ও ফোটো মালিয়ার সহ পাওয়া যায়।
কালো ১১৭ মৎ বহুবাজারী কলিকাতা।

জানকীনাথ ডটচার্জ—ম্যানেজার।

প্রেমিতপত্র

অধ্যাপক জীবন্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহোদয়
অধ্যাপক মহোদয়।

পারস্যদেশে অবস্থানকালে।

১

অনীন, অক্ষর, বিমল প্রভৃৎ
বিমল কৌমুদী চান্দ

ভাষ্য চল চল সুখিণী সখী
হৃদয়ের সাধের ভাবে।

সুখ-উপহারে সুখ-কুসুম
সাজাই প্রকৃতি-কর
সুখ-শীতল সুখ-সখী
অবাস বজ্রা যার।

৩

মধুর সে বাসে অধীর অন্তর,
বহুতর মধুরমূল,
মধুরোত্তর পুটে, মধুর উত্তর,
মধুর আবার ফুল।

৪

ভাবিল অক্ষর—সব কিসকর,
অধীর কৃপার সাজি,
ভূতিল নীকারে শোভিতহে বেন
সুখতা কুসমে সাজি।

৫

ছত্রিত বসন প্রকৃতি কলরী
পরিমল বিলাস চলে
ছত্রিত অকল ছত্রিত-বালিকা
সরসে বজ্রা বেলে।

৬

অধুর-বিস্তার কেন্দ্র সমুদরে
অসৌর স্তবক পরে,
সুখল চিত্রোলে খেলে সে অকলে
মেঘের সখীর তরে।

৭

কোথা বা ভাবের খেত পীত বীল
অরার কুসুম-রাগ,
করিলে কুসুম তরার কুসমে
অচির বসন-ভাগ।

৮

কিসের সাজিকা, অলস অলস
সতলা কমল কুটী
সমল গগন কি-বেতু বিমল,
অশনি সাজিক ছুটে।

৯

অধাকর-কর কি-বেতু এমন
সতলা বিমল হেরি?
কেন বা প্রকৃতি সাজে অকস্মাৎ
সে, হেন কুসুম পরি?

১০

কুসুমি কুসুমি, প্রকৃতি পদর
কারণ ইহার এবে,

কেন চরিত্র সন্তের উদাস
সাজিলে সতলা সবে।

১১

কেন না পরে বরষ-অন্তর
কেন না আবার কিসে
এই মৃৎসজি ভারত বাতাস
ভাবিছে হৃদয়ের সেরে।

১২

এই মৃৎসজি ভবের ভাবী
অিত্য প্রচারিত্রী ভাবী
সন্তানের হৃৎ না পারি অতিবে
অবশেষে আসন্ন বরা।

১৩

কুসুমি, কুসুমি—বিস্ময় বাসিন
ছাত্রী সতলা কাজ,
প্রকৃতির সীমার পরে, চন্দ্রবে
লোচন লোভন সাজ।

১৪

বাহ্যে সুখি মনে করিলে রূপসী
ছত্রিত বসন পরে
বিবিধ বরণ বসন্তে কুসুম,
মানসে যেমন বরে,

১৫

পরিণা ডাক্তার অধীর অন্তরে
অশা'রে চিকিৎসা কেন,—
কুলভালা-করে মায়ে'রে ডেটি
পরা'তে যোজন খেল।

১৬

ভাষ্যতেই এত উদাস অন্তর
অকর সন্তানগণ
মালক, বনিতা, সুখ, অধির
সমান সবার মন।

১৭

অরষ বাৎস অরষি মরুদে
হৃদয়ের—অরষা যার,
অরষের পরতে মিরখি জননী
অতিবে অরষের পার।

১৮

সতলা বীমতা, ছত্রিলে বাতাস
পূর্ণাণ্ড ব্যথিত হবে,
ভাষ্যতেই সুখি—সাজিলে সুখ
বসন কুসমে সবে।

১৯

সান্তরে বতাস পরম আগ্রহে
বসন্তে আসন্ন যার,

জিহ্নাশয় পূজিত চরণ
জানাবে যেমন পাত ।

২০

সদা অধিক । জগৎ জম্বী ।
হৃৎকেন্দ্র আরত বাসে
কেন্দ্র কলস বহুতক ভবন
নাটিকে জেনার মনঃ ।

২১

সমস্তের পাত্র আনিবে না দুনি
আনন্দ বহুতক অত্র
নিজে যেমিষ্ট সাধিতে না কেহ
যেমন বাসন দার ।

২২

সদা বা গাইব স্বর্গ-সিংহাসন
রতন সুকৃতা বধি
গছে যে সেমিষ্ট, ভারত এখন
হুৎকেন্দ্র আবার খনি ।

২৩

সাক্ষ্য বলে শুনি, রেহরসে গলা
জগতে জম্বী ২৭
নী বা নিবন সকল সত্তার
সময় তাঁহার মন ।

২৪

তা যদি তাহা ককণামতি বা
কর গো ককণামতি
নবী বসে হুৎকেন্দ্র ভারত
জগৎ গো কুৎসিত মন ।

২৫

স্বর্গ অর্থাৎ সত্য রাজা পা হুৎকেন্দ্র
পূজি মন ককণামতি বোণ,
সেই বা-শেবে লকতি যেমন
সহজ মনঃ তোমার ।

২৬

সদা বা বিজ্ঞান দেবী বীণাপাণি
চক্ৰা কলস সত্য,
কলস বিজ্ঞান ককণামতি
জাইয়া কুৎসিত মনঃ ।

২৭

সদা পত্র বাণী জানাব চরণে
কলস বহুতক অত্র,
কে একে কব কি বাতন্য বিবে
যেই গো হুৎকেন্দ্র মনঃ ।

২৮

সদা চক্ৰ জম্বী বিনা বা—
যল বা হুৎকেন্দ্র মনঃ ।

যত কবি কিছু বলি না জানাবে
হুৎকেন্দ্র মনঃ দার ।

২৯

স্বর্গকেন্দ্র মনঃ সোনার ভারত
মহাশয় মনঃ
ককণামতি মনঃ ককণামতি
কলস জেনার মনঃ ।

৩০

সাক্ষ্য আবার, আবার আবার,
গৌরব আবার যত
কলসের মনঃ, যেমন জম্বী
কলসে হুৎকেন্দ্র মনঃ ।

৩১

এই ককণামতি মনঃ একমিষ্ট,
জানাব গৌরব মনঃ
ককণামতি মনঃ ককণামতি
কলসের মনঃ মনঃ ।

৩২

কি বলি না জানাবে । ককণামতি মনঃ,
কলসের মনঃ মনঃ,
ককণামতি মনঃ (কলসে বা বলি)
ককণামতি মনঃ মনঃ ।

৩৩

কলসের মনঃ মনঃ আদি করি
আদি জম্বী । যত,
কলসের মনঃ পরিণত মনঃ,
কলসের মনঃ মনঃ ।

৩৪

যে আবার মনঃ ককণামতি মনঃ
কলসের মনঃ মনঃ
ককণামতি মনঃ সেবে কলসের
কলস বা কলসের মনঃ ।

৩৫

ককণামতি মনঃ পূণ্যের কলস
ককণামতি জম্বী মনঃ,
কলসে কে জানে করে বা ককণামতি
আপনা পালসি মনঃ ।

৩৬

যেই আবার মনঃ ককণামতি মনঃ
ককণামতি মনঃ মনঃ
ককণামতি মনঃ ককণামতি মনঃ
ককণামতি মনঃ মনঃ,

৩৭

ককণামতি মনঃ কলসের মনঃ,
(কলসে আদি বা কলসে)

ককণামতি মনঃ কলসের মনঃ
আপনা মনঃ মনঃ ।

৩৮

কলসের মনঃ এক এক মনঃ,
আদি মনঃ আদি মনঃ,
ককণামতি মনঃ ককণামতি মনঃ
কলসের মনঃ মনঃ ।

৩৯

যা মনঃ কলসে আদি বা কলসে
কলসের মনঃ মনঃ,
ককণামতি মনঃ, পালসি মনঃ
ককণামতি মনঃ মনঃ ?

৪০

কলসের মনঃ ককণামতি মনঃ
কলসের মনঃ মনঃ,
ককণামতি মনঃ জম্বীর কলসে
ককণামতি মনঃ মনঃ ।

৪১

কলসের মনঃ কলসে আদি
কলসের মনঃ মনঃ,
কলসের মনঃ মনঃ (কলসে বা বলি)
কলসের মনঃ মনঃ ।

৪২

কলসের মনঃ কলসে আদি
কলসের মনঃ মনঃ,
কলসের মনঃ মনঃ কলসের
কলসের মনঃ মনঃ ।

৪৩

কলসের মনঃ কলসে আদি
কলসের মনঃ মনঃ,
কলসের মনঃ মনঃ কলসের
কলসের মনঃ মনঃ ।

৪৪

কলসের মনঃ কলসে আদি
কলসের মনঃ মনঃ,
কলসের মনঃ মনঃ কলসের
কলসের মনঃ মনঃ ।

৪৫

কলসের মনঃ কলসে আদি
কলসের মনঃ মনঃ,
কলসের মনঃ মনঃ কলসের
কলসের মনঃ মনঃ ।

৪৬

কলসের মনঃ কলসে আদি
কলসের মনঃ মনঃ,
কলসের মনঃ মনঃ কলসের
কলসের মনঃ মনঃ ।

হুটলে মাগো, শতট মাশিদি ।
সতটে পাউর জাণ ।

৪৭

লগাশু বাসে রসার চরণে
লজল মরমে কব,
বেধ না হুতের খোচলীর মশা
করুণা অতাবে কব ।

৪৮

সুখে আর বাটে ভাষাকার বন
সুখার জটর হলে—
জন্মের দ্বারে যার না জীবন্ত
পৌরুষ করয়ে বলে ।

৪৯

বরষে বরষে হুর্ভিক জীবন,
কতই জীবন মান,
কেনমে বা হ'রে কাটিলে বননা
হুতের মনতা পান ।

৫০

সমস্ত চকলা, কন্যা গো তুমি
জগতে শুধিতে পাউ,—
গিহাছ না চলি, ভাষিয়া তারত,
বুকেছি এখন, তাই ।"

৫১

"কিন্তু বা কন্যেছি, (জাশিব কেনমে
শ্রুতি অথবা হুধা)
চপলা যোব অবলা জাতির
বড়ই ধোবের কথা ।

৫২

"চপলা যদি না, তির দেশে কেন,
চপলা মাছিক হও,
ক্রীত কিতরীর সমান কেন গো
সেবিত্তে ভাষার রঙ ।"

৫৩

"বোবী যদি হয় তারত সন্তান
ভোমার চরণে তলে,
জন্মীও তুমি, কেন মাছি কন
অথবা ভরষে ব'লে ।"

৫৪

"বিষয় বাতনা করুণামরি মা,
আর বে সজিত নারি,
লজাতরে কাঁচি, বারিষ মজিদি
হাও না করুণা বারি ।"

৫৫

"হরিয়া বানীস কনল-চরণ
কাড়রে কহিছ তাঁর,

"উচ্চশিকা কেন মিয়া না তারকে
হটলে বিবাহার ।"

৫৬

সাঝাশ শিকার ছিল পুরাকাল
ভাষির গৌরব মান,
সোবর সোবরা — জনক জননী
তবনে পাউত মান ।

৫৭

"আদ্যার গৌরব বাবিরাত্রে গিরি,
গভন গগণ আর,
আবোর ঘোরব আপনার বলে
হরেছে সাগর পার ।"

৫৮

"আর্জার্ষ বলে আর্জার মিষ্ঠার,
লটরা শরীর তার,
পেছে হুতলোকে বেধ না চাতিয়া
ভারত সমাধি তার ।"

৫৯

"কিন্তু কার, হার, তের মা আপনি
কাঁচর কুটিল গতি,
উচ্চশিকা লতি সেট আর্জার্ষত
ভাষেন আপন জাতি ।"

৬০

"জনক জননী ধরার বেবতা
ভাষের উপরে কোণ,
হুর্ভিনীতা বড, কুলের বসিতা,
ধর্মেই হইল লোণ ।"

৬১

"চরণ রাজীবে করি বা মিনতি
কাড়রে কাঁচিয়া আজ,
উচ্চশিকা তর রাণ নিজ কাড়ে
মাছিক ভাষাতে কাজ ।"

৬২

"এ শিকার যদি এত শুভ হল
অজান ভিমিরে রব,
গরে গরে তার বিধম এখন
বেধম মাছিক পাব ।"

৬৩

সিদ্ধিবাটা বেধ গধাধিপ কাড়ে
বিমরে রোহন করি,
সিদ্ধির আগরে করিব আর্ঘনা
ভুগল চরণ বরি ।

৬৪

বেধ সেমাপতি কুমারের পদে
কাড়রে গরণ ল'ব,

যেহ আদি রিপু জহর কারণ
কাঁচিয়া ভাষার ক'ব ।

৬৫

তবের কন্যাম জমিতে ভবানী ।
হুটে গো কষ্টক বাত,
আর বা অগণে, তবের ভাষিদি
কাঁচি মনর পার ।

৬৬

ভব-ভব-ভব। আশিষ বারিদি ।
হুর্ভি জাশিদি । আর,
অভর চরণ তেরি ব অতরে ।
আর না তুরার আর ।

ঈশবেশ্বর চক্রবর্তী

রাজপুর ।

— ৬৬ —

বকে মচাপুজা ।

১

বৎসরের পর আত, ভারতভূমির মত,
আনন্দ তরঙ্গ উঠিল আবার ।
আবার ভারতবাসী, স্রবের স্রবাস হালি,
উঠিল বিবাহ করি পরিহার ।

২

বাল কৃষ্ণ নরনারী, দুজন বসন পরি,
দুজন হনন করিল ধারণ ।
উজলি উৎসাহে হুধ, অমুরাগে তুলি হুধ,
প্রাণের চরিত্রে সবাই মগন ।

৩

ভিখারী ভূগতি, বকে দিশ্জাতি,
কুমারতামর সবার হনন ।
পেতে বেশ শুভদিন, অতি নীন ভীম জন,
আপার উদ্ভীষ্ট সেও যে ঘন ।

৪

কিন্তু আজ বজ্রধামে, দেবীর পূজার মানে,
এ কি রে অমর্য হতেছে ঘটন ।
শ্রুত পূজার ছাতি, বাতা আড়ম্বর করি,
ধর্মেই মানেতে কলহ লোপন ।

৫

দেবতা উৎসব হানে, আজি বজ্রসিগ্ধে,
আমুরিক পূজা করে অমুর্যাম ।
বাতস্রোতা বাহুগরি, অরীল আনোব করি
অপবিত্র করে মহাপুণ্য মান ।

৬

মাই প্রেম ততি অ ন, মাছি এপু বলিদান
মাই সে সত্যিক পূজার পদ্ধতি ।
মাতি আর গাপ বালি, মাতি কিছু পুণ্য ব
মহাবলি আজ আদৌলি রীতি ।

[illegible]

রাজ্যে যে যেসব লোক যোগ্য করিয়া আনিবাকে
স্বপ্নীত করেন।

—৩৩—

আমাদের রাণাঘাটস্থ সংসারসভা লিখিত
কথা—কথার মতে “সেই লিখা দ্বারা সৈক
খা।” আমরা যে আশঙ্কা করিয়াছিলাম একদে
হাই ঘটবে। আমরা গত ২৩এ আগস্ট তারি
র সোমপ্রকাশে লিখিতাছিলাম “তামিরবীর
২২ চুনির জল অত্যন্ত হ্রাস হইতেছে। সমুদ্র
এ ও আশিদের অর্ধাংশ জল হ্রাস হইয়া
খণ্ড সমুদ্র আছে। দিবসেই অসংখ্য চইল
নির্ধারিত জেলার জনসংখ্যার হ্রাসের এখনও
সংস্কার হয় নাই। অতঃপর জলস্রব
সংস্কার হয় নাই। আমরা তরসা করি তামির
কূপের পূর্ণ হইতেই সাবধান হইব।

আমরা উপরে যে আশঙ্কা করিয়াছিলাম
কখন সেই বিপদ উপস্থিত। বড়ার জল ক্রম-
শঃ হ্রাস হইতেছে। নিজ রাণাঘাট থানার
বীর ভাঙ্গাপুর, গুলীপুর, চাকবর থানার অধীন
রাঙ্গী চাঁদপুর, উদাপুর, কৈয়টীপুর, গামিগড়া
হেবড়া, সরজাঙ্গা এবং মান্ধেরাম পরগণার
বীর জমিদারগাহি, ঘোশালপুর প্রভৃতি অনেক
লি গ্রাম বড়ার জলে ডাখিয়া গাইতেছে। স্থানী
জাগরণ এবং সমাদি পণ্ডিতসমূহের স্বেচ্ছা
রিসীনা নাই। আমন বাত সমস্তই নষ্ট হইয়া
গিয়াছে। গত ২২সর জমিদার সভাজনকে কিছু
সময় দাত দেয় নাই। সভাজন অনেক নিকট ধার
করিয়াও প্রত্যয় গ্রাহ্য হইয়াছিল। জমিদার
সভার নিকট হস্তান্তরের একান্ত বাজনা হইয়া
নশিষ্ট ছিলেন, এবার কি জমিদার, কি সভাজন
কর্তৃকই নিষেধ হইয়া পড়িয়াছেন। এদিকে সত-
তার বাবাসুর গত ২২সর বেসকল বজা এপীড়িত
অত্যন্ত দুই এক টাকা দ্বারা বিক্রয়িত হইয়া,
আমরা এ ২২সর বড়ার জল পরিশোধ করিতে
গত হইতেছে। কিন্তু স্থানীয় কর্তৃপক্ষগণ এ
টাকা আদায় করিবার জন্য বিশেষরূপে চেষ্টা
করিতেছেন। সার্ভিকেন্ট জারি করিয়া তাহা-
দের নিকট হইতে টাকা আদায় করিবার
চেষ্টা হইতেছে। আমরা উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষগণকে
নির্বন্ধ অনুরোধ করি তাহারা অজাগদের স্বেচ্ছা
স্বার্থেই প্রজাপদের উপস্থিত বিপদ ও

আমরা শুনিয়া আশ্চর্যিত হইলাম আমা-
দের বহুবর্ষী “মাজিষ্ট্রেট হুগলি” সাহেবসাহা
র পুনরায় বীর কার্যের তার প্রভা করিয়াছেন।
তিনি অবশ্যই প্রজাপদের উপস্থিত বিপদ ও

ক্রেপের সংস্কার সাময়িক “অপেক্ষা” করিবেন যে-
নিব বড়ারের ও বড়ারের বর্ষসময় হইয়াছে। কর
গোচর করিয়া উদ্যোগের আশা ক্রেপ ও হুগলের
অবসান করিবেন।

আমরা এই পত্রখানি লিখিতা শেষ করিলে সংস্কার
পাইলাম, আশিপুর থানার অধীন বেরিগা, যথিক
কগর, মধুগাপুর, গায়সপুর, প্রভৃতি গ্রাম বড়ার
জলে ডাখিয়া গাইতেছে।

এবার বঙ্গবন্ধু “বাজাজীর উপর” বড়ট বিক্রয়
হইয়াছেন। আমাদের সংস্কারসভার উল্লিখিত
পত্র খানি পড়িয়া দেখিলে যেন নাকর জীতির
সংস্কার হয়। গবর্ণমেন্ট সনিত হুগলি বাব হইয়া
এখনও কি করিতেছেন? বাবজীকে বন পর্যবেক-
নের জটিলিতির পাঠ্য হইতেছে বাত, আকা-
দের খেল গতিক, আশাও কেবল পরিবর্তন
করিয়া “বেলইদর” কলিতে না। বাবজীর জীর্ণ
সংস্কারের নিষ্ঠাও প্রয়োজন হইয়াছে। এখন
যদি বঙ্গবন্ধু না করা তব জল একবার উল্লিখিত
উল্লিখিত হইয়া রাখা করা বড়ট কর্তন হইয়া পড়িলে।
বড়ার প্রাচীর উপর গ্রাম ডাখিয়া গাইতেছে।
কজার একমুখি আশার সংস্কার নাই; এই
ভয়ানক অসংস্কার গবর্ণমেন্ট গত ২২সর প্রজাপদ
যে দান দিয়াছিলেন তাহাই এখন পীড়ন করিয়া
আদায় করা হইতেছে। এই নির্ভর করো
ভগবান যে বিক্রয় হইবে কর্তৃপক্ষগণ কি তাহা
বিবেচনা করিতে পারিতেছেন না? আমরা আশা
করি যে জল গবর্ণমেন্টের ট্রেন্সমিটর অগ্রগত
করিয়া আমাদের সংস্কারসভার এই পত্র খানির
অনুসার করিবেন এবং লীজই তাহা গবর্ণমেন্টের
গোচর করিবেন। গবর্ণমেন্টের কর্তৃগোচর হইলে
কখনও এত ভয়ানক পীড়ন হইতে পারিবে না।

এদিকের বাপার শুনিব কি পূর্ব বড়ার তাহা
কার শুনিতে শুনিতে কর্তন হইয়া গেল।
আবার টাকা বাসিগণের আর্ডর শুনিয়া হুক
ফাটিয়া যায়। সেখানে দুই দুই বর পড়িতেছে
গোলা ভজিতেছে। কুবেরের চাব বাসের বিজয়া
করিয়া আসিয়া ডাখিয়ান সমুদ্রের উপর টঙ
বাইয়া বাস করিতেছে। সেখানে কেবল ডাখিয়ান
নিষ্ঠার বাত ডাখিয়া তাহাই ভোজন করিয়া
হীচিয়া আছে। রাশি রাশি বাত বড়ার জলে
ডাখিয়ান, গুলীপুর হুক অসংস্কার পড়িয়া উল্লিখিত
রোজা পান করিতেছে। বাস রাশিবার এক
বিশ্বাস নাই, বাস শুধাইবার একবিশ্বাস নাই,
কেবল অজ্ঞান, কেবল হাঙ্গার, সমুদ্রবীরী টাকা
প্রকাশ করেন মারীত ও হুগলি অনিশ্চয়।

এখনও গবর্ণমেন্ট সাধারণ করিলে তাহা হুগলি
অনেকটা বিচারে হইতে পারে। আমরা ছোট-
গাট উদ্যোগ সাহেবের নিকট সাক্ষর প্রার্থ
করি তিনি প্রচার পূর্ব বড়ার প্রতিক্রিয়া
নিবেদন করুন। সারিচারি গর বসন্তের প্রাচ-
মের সময় প্রসীড়িত ব্যক্তিগণের অনেক সাহায্য
করিয়া ছিলেন। এখনও সংস্কার আশ্রয়
মারীত ও হুগলি প্রচার এখন হইয়া উল্লিখিত
আর টাকার কুলাইবেনা, আশিগণের বিপ-
দ ও বিচার হইবে না। যত্নে আমরা উদ্যোগ
সাহেবের নিকট সমির্ভবে প্রার্থ্য করিতেছি।
যদি প্রচার বিচার প্রচার মহান হয়, যদি প্রচার
বিপদ হইতে রাখা করিলে প্রচার প্রার্থ রাখা হয়,
তবে আমরা উদ্যোগ সাহেবের আশা প্রার্থের সময়
এই প্রার্থ পালন করিয়া জীর্ণ রাখিত বলি
পূর্ব বড়ার এবার যদি হুগলি উপস্থিত হয় সম-
বন্ধন আর বিবেচনা নাই হইবে। এক
টাকার উপর টাকার বিক্রয় আমরা উল্লিখিত হইয়াছি
আমাদের সর্বস্বত্ব হইয়া গাইতেছে। ইত্য-
উপর বেগত। যদি প্রতিক্রিয়া প্রচার যদি প্রতি-
পালন করিতে বঙ্গবান না হয়, তবে বাজাজী
ক্রম ক্রমে লুপ্ত হইয়া গাইবে। উদ্যোগ এক
সব দৃষ্টি নিবেদন করুন আর যেন আমদের
হুগলি পীড়ন সহ্য করিতে না হয়।

—৩৩—

মহামায়ার আবাহন।

সোমবার সপ্তমী পাতকাল।

“ও পূর্ণ বেদি-সমগন্ধ সারিছ নিভ কল্লর
বজ্র ভ গান গৃহগত মর্ত্যিঃ শক্তি তঃ সঃ।”

২২সরের মধ্যে তিনটি দিন বাজাজীর তা-
তপ্রসন্ন হয়। সেই তিনটি দিনের জন্ত একদা
পূর্ব হইতে বজ্রবাসী দিন গণিতে থাকে। আ-
২৩ দিন আছে, ১৫ দিন আছে এক সপ্তাহ আ-
আজ দ্বিতীয়া, আজ তৃতীয়া—আমার পরিপূর্ণ
বজ্র কীণ সজ্জা এক মহাদিগের অপেক্ষা করি-
থাকে। বারিদের বাত, পেরিত হয়ে টেনে
বিভববার বিপর্যাস হয়ে, পেরিত হয়ে বজ্র
অভ্যাচারের সাধিত করে কত বিকৃত হয়ে প-
কালী বাজাজী প্রভেদ প্রভেদ পেরিত হয়ে বা-
কবে তার ক্ষর না অগ্নিবেশ। যা আসিলে তা-
যেন সব আশা হুগলি, সর্ব প্রভেদ অবসান
অবরের তার প্রোচন হয়। প্রভেদে এখন কে-
নাই যে বাজাজীর হুগলি প্রভেদ। সে প্রভেদ ক-
বরের বাবা বরের তিন প্রভেদ প্রভেদ রাখিয়া
দিন বাজাজীর জমী কালী প্রভেদ টেনে

জান লাভের চতুর্থ অন্তরঙ্গ—কৌশল ও
 নিকার সত্য। অধারবদ্ধ, বিকাসের স
 ধর্ম ও কৌশল, নাম মাত্র ও উচ্চাভিলাষ, বর
 ত্রাণ সন্তোষের সংরক্ষিত বিশালতা, বীতিশিক্ষা
 ক্রিষ্ণে আভ্যন্তর আছে। কৌশল মিলনবিদ্যা
 মন্ত্র ও বাইবেল পড়ান হয়। কিন্তু, কিন্তু পৌন
 দল সংস্কৃত কালোজ হিন্দুধর্মের বিশেষ আলো
 চনা হয় না। কেবল কয়েক খানি ব্যাকরণ, কা
 জার ও ব্যাকরণ পুস্তক পাঠ করিয়াই সংস্কৃত কা
 জের সংস্কৃত শিখার সবাগি হয়। সংস্কৃত শাস্ত্র
 সামান্য অধ্যাপনায় সংস্কৃত কালোজ হিন্দুধর্ম
 বাতা কিছু শিক্ষা হয় অজানা বিভাগায় তা
 নক পৰ্য্যন্তও রাই। গেমিউডমসি কালোজ রাই
 উত্তীর্ণ হইয়া ছাত্ররা আটাই অস্বস্তিক রাই
 বহির হয়। বীতি ও ধর্মের বেখানে এত অসন্তো
 ছাত্রসম্প্রদায় সেখানে কখনই সন্তোষ হইয়া বা
 রাইতে পারেন না। হিন্দুর বিজ্ঞানশিক্ষা অ
 প্রকারের ছিল। হিন্দু কেবল অর্থের জন্য বিজ্ঞা
 শিক্ষা করিতেন না, প্রকৃত জ্ঞান লাভই তাঁহা
 শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য ছিল। সেই জন্য বি
 শাস্ত্রের পরে পরে ধর্ম ও কৌশল ও অর্থ
 জ্ঞান বর্জ্য। হিন্দুর বিজ্ঞানে ধর্ম, চিকিৎসা
 শাস্ত্র, ধর্ম, বর্ণমে ধর্ম, ইতিহাসে ধর্ম, ব্যাকরণ
 পঞ্চাঙ্গ ধর্ম। আমাদের অগৌরব উল্লেখ এক
 আশাবিলম্বিত ব্যাকরণ শিখাইবার সময় “অম্বু
 লকের রূপ স্তম্ভিত এইরূপে উহার আশা
 বাধা করেন। “অম্বু” লকের প্রথমার এ
 বচনে “অম্বু”—আমি একাকী ভগতে আ
 লাম। হিন্দুকে আশা—বিসাহ করিলান, ব
 বচনে বহন—পুত্র কল্যাণ পরিধার সম্পন্ন হইল
 তার পর বিত্তীরা, তৃতীরা চতুর্থী, পঞ্চমী ও ষষ্টি
 আশ্বিন প্রদান, সন্তোষ, সাহায্য ও সবচে
 প্রদত্ত কৃতি-হইল। উল্লেখ্য বেধাইয়া বিলেন অ
 এই প্রদত্ত, প্রদত্ত অর্থের। এতদ্বারা সক
 শাস্ত্র-হইতে ধর্ম সকলন ধারা ছাত্রগণকে আ
 কোন্ বিভাগের কোন্ শিক্ষক শিক্ষা বি

[illegible]

गच्छति वृद्धतादि-अर्थः, अस्मिन् प्रयोगे कदा-
 चनम्, यत् । यिनि ३, २, ३ विभु वाचिका। वृद्धतादि-
 प्रयोगेण कदाचनम् कदाचनम् च निमित्तं वाचिका-
 निमित्तं वृद्धतादि-अर्थः, अस्मिन् प्रयोगे कदाचनम्, कदाचनम् ।
 कदाचनम्, अस्मिन् प्रयोगे कदाचनम्, कदाचनम् ।
 कदाचनम्, अस्मिन् प्रयोगे कदाचनम्, कदाचनम् ।
 कदाचनम्, अस्मिन् प्रयोगे कदाचनम्, कदाचनम् ।

বিশিষ্ট সংবাদ।

১৯ জুলাই ১৯৩৭

এবার ভারত প্রদেশে করিয়ার নিমিত্ত লুট-
সম্বন্ধে সতর্কতার বড়ই ইচ্ছা প্রকাশিত। আবার
যে অসংখ্য লুটের ভারতে-আসিয়ার ভাষা-বিভাগে
ভাষ্যভিত্তিক লুট এবং লুটের বসন্তোৎসব ও বিঃ চিত্রাঙ্গ
ভারতে আসিবে। চিত্রাঙ্গ সাহেব পূর্বে
কোন লুটেরি ছিলেন।

প্রোভেন্সের টুর্কি আবারের আশ্রয় গ্রহণ
চলিত সাহেবের সার উল্লিখিত কলম সত্য প্রকাশ
করিয়াছেন যে বহু বছর জন্ম ভারতবর্ষকে কর-
তার প্রাপ্ত করা গণ্যমণ্ডলের অর্জিত কার্য
হইয়াছে।

হুজুর-আগামী ১৪ ই জুলাই কলিকাতার
বেলাতে আসিবে।

আমেরিকার বিশেষজ্ঞ কতকগুলি পাবলিক
শাসনের জন্ম গণ্যমণ্ডলকে বহুত ও সাজিয়ে সংগ্রহ
করিয়া পুঁজি উৎপাদন। এছাড়া বিঃ চিত্রাঙ্গের উপ-
স্থিত সিংহ হটে।

যে ব্যক্তি ২৪ ঘণ্টা অনসন্নে ছুট থাকিতে চান
তিনি আফ্রিকার গুরুত্ব করুন। এক প্রকার ঘর
খাওয়াইয়া আফ্রিকার প্রোভেন্স লী নামক এক
ব্যক্তি জন্মগত ৩০ দিনের ছুটা বড় করিয়া দিতে
পারেন।

২৭ এ সেপ্টেম্বর সোমবার হুজুরি রাজা
হাফিজের রাজ্যে সিংহ নামক স্থানে প্রাণ-
ত্যাগ করেন। গত ২৩ সেপ্টেম্বর জাহাঙ্গীর নবাবের
কলিকাতার একটি সভা হইয়াছিল।

বিজ্ঞান জুত সাজাজী রেজুর্ন গাম করিতেছেন।
অনেক বহু বালিকার বিবাহের জন্ম দিলিতে একটি
পাত্র স্থির করিয়া পাত্র বিবাহিত। বালিকাকে
বিবাহিত হইয়া বহুবার অল্প বয়সের মিত্র
আবেশন করে হইয়াছে। অবশেষে কি প্রাপ্ত
হইবে?

কালো বৃত্ত নামক স্থানে একজন ইন্দী পোষ্ট-
মাস্টার হুজুর। একদিন রাতে প্রোভেন্স কর্তৃক
লুট হইয়া পোষ্ট আফ্রিকা প্রদেশ করে এবং
অসংখ্য সজ্জা করণ করিয়া প্রকাশিত।
জী আদীমতাজির বহুত সত্যমতাজী আদীমতাজির
জন্ম আশ্রয় বহুত পোষ্ট উল্লিখিত।

কীট চাষ বাবুদের কর্তব্য কি হুজুর পোষ্ট
ইন্সপেক্টর প্রদেশ করিলেই ততোঃ জাতিতে
পালন। কলকাতা প্রদেশে আবার করিতে
করিতে কীট বিজ্ঞান কেন্দ্রিত। কীটের
আশ্রয় পোষ্ট অসংখ্য উপরে বড় হইয়াছে।

হাট কোটোরা বহুতারা কি বহুত হই-
বে?

আবারের কোম সত্যমতাজী বিবাহিত।
বোজালি বহুতারা আবার পুঁজি সত্যমত
কলকাতার বহুত হইয়াছে। জাহাঙ্গীর বিবাহ-
পত্রী একই বিভাগে হুজুর। আবারের ৩৭
সত্যমত করিয়া সত্যমত বিবাহ অসংখ্যের
কোম করা উচিত।

কুলা বার নিয়মের সত্যমত আসিবে যে
সত্যমত হইবে সত্যমত। সত্যমত
বহুতারা বার জাগ করিতে ইচ্ছা করেন না।
এক আবেশন করণ বহুতারা বার হইবে? এ
সত্যমত আবার আবেশন করা আবশ্যিক।

হাটের সত্যমত সাহেবকে জাহাঙ্গীর আশ্রয়
ভাষ্যভিত্তিক থাকি হইবে। ইনি সত্যমত সত্যমত
পোষ্ট বিবাহের সত্যমত সত্যমত সত্যমত
করিবার জন্য বহুতারা অসংখ্য চিত্রাঙ্গ।
আবার হাটের হাট আবেশনের জন্ম
সত্যমত সত্যমত সত্যমত থাকি সত্যমত
হইবে।

হাটের সত্যমত এক প্রকার বিটমিপিপাল গণ্য-
মত জাগ হইয়াছে। তেপুটী কলকাতার
অধীনে একই বহুতারা সত্যমত এবং আরও ১৫০০
সত্যমত সত্যমত করা করিতে। জাহাঙ্গীরকে
কোম সত্যমত জাগ বিট হইবে।

হুজুরি জাহাঙ্গীর সত্যমত একই আবেশন
উল্লিখিত। হুজুরি জাহাঙ্গীর উল্লিখিত বহুতারা
কোম না করেন জাহাঙ্গীর হইবে ভারতবর্ষের গণ্যমত
পুঁজি সত্যমত পুঁজি। বহুতারা করিতে বহুতারা
ইউরোপের সত্যমতের কারণ হইতে বহুতারা
বিবাহ সত্যমত।

১৫ ই সেপ্টেম্বর সীল কলকাতা সত্যমত
পরিচালন করিতেছেন। কলকাতা বিটমিপিপাল
সত্যমত হইবে। কলকাতা বহুতারা ১০ ই
অসংখ্যের সত্যমত আসিবে।

সিংহ ইচ্ছা একজন সত্যমত প্রোভেন্স হইয়াছে।
সত্যমত জাহাঙ্গীরের বহুতারা চিত্রাঙ্গ হুজুরি
বেলাতে। সিংহ ইচ্ছা সত্যমত সত্যমত
জাহাঙ্গীর সত্যমত জাহাঙ্গীর হইয়াছে। একজন
সত্যমত জাহাঙ্গীরের অধিনায়ক হইয়াছে। সিংহ
জাহাঙ্গীর সত্যমত হইবে। সিংহ ইচ্ছা সত্যমত
জাহাঙ্গীর সত্যমত হইবে।

আবার সত্যমত সত্যমত সত্যমত সত্যমত
সত্যমত সত্যমত হইয়াছে। সিংহ সত্যমত সত্যমত
সত্যমত।

আবার সত্যমত সত্যমত সত্যমত সত্যমত
সত্যমত সত্যমত হইবে।

সত্যমত সত্যমত সত্যমত সত্যমত

১০ নং সত্যমত সত্যমত সত্যমত সত্যমত

সত্যমত সত্যমত সত্যমত সত্যমত

আবার সত্যমত সত্যমত সত্যমত সত্যমত

জাহাঙ্গীর সত্যমত সত্যমত সত্যমত সত্যমত

পোষ্ট সত্যমত সত্যমত সত্যমত সত্যমত

সত্যমত সত্যমত সত্যমত সত্যমত

সত্যমত সত্যমত সত্যমত সত্যমত

সত্যমত সত্যমত সত্যমত সত্যমত

সত্যমত সত্যমত সত্যমত সত্যমত

সত্যমত সত্যমত সত্যমত সত্যমত

সত্যমত সত্যমত সত্যমত সত্যমত

সত্যমত সত্যমত সত্যমত সত্যমত

সত্যমত সত্যমত সত্যমত সত্যমত

সত্যমত সত্যমত সত্যমত সত্যমত

সত্যমত সত্যমত সত্যমত সত্যমত

সত্যমত সত্যমত সত্যমত সত্যমত

সত্যমত সত্যমত সত্যমত সত্যমত

সত্যমত সত্যমত সত্যমত সত্যমত

সত্যমত সত্যমত সত্যমত সত্যমত

সত্যমত সত্যমত সত্যমত সত্যমত

সত্যমত সত্যমত সত্যমত সত্যমত

সত্যমত সত্যমত সত্যমত সত্যমত

সত্যমত সত্যমত সত্যমত সত্যমত

সত্যমত সত্যমত সত্যমত সত্যমত

সত্যমত সত্যমত সত্যমত সত্যমত

সত্যমত সত্যমত সত্যমত সত্যমত

সত্যমত সত্যমত সত্যমত সত্যমত

সত্যমত সত্যমত সত্যমত সত্যমত

সত্যমত সত্যমত সত্যমত সত্যমত

সত্যমত সত্যমত সত্যমত সত্যমত

সত্যমত সত্যমত সত্যমত সত্যমত

সত্যমত সত্যমত সত্যমত সত্যমত

সত্যমত সত্যমত সত্যমত সত্যমত

সত্যমত সত্যমত সত্যমত সত্যমত

সত্যমত সত্যমত সত্যমত সত্যমত

সত্যমত সত্যমত সত্যমত সত্যমত

সত্যমত সত্যমত সত্যমত সত্যমত

সত্যমত সত্যমত সত্যমত সত্যমত

সত্যমত সত্যমত সত্যমত সত্যমত

সত্যমত সত্যমত সত্যমত সত্যমত

১৯ পুস্তক বেধিয়া শিবর, ১০০০পর্বত পদম ও
শিবর।
৩৯ - শিউলিকা ওরতগ বা
তুল্য কোন পুস্তক পাঠা পুস্তক হইতে প্রতি
শিবর।
শিব - সরলযোগ।

প্রথম বার্ষিক জেনী।

শিউলিকা—বোম্বাইর ও পদমালা ১ম ভাগ, পদমালা
হইতে কয়েকটি নির্দিষ্ট কবিতা মুদ্রিত করণ।
শিববা শিববা জাম।

শিব - সরল বিদ্যাপর্ণপত্র, নামতা ১০×১০।
(৩) শিল্প—সোজা (বৈদ্য) সিলাই।
হস্তশিল্প।

দ্বিতীয় বার্ষিক জেনী।

শিউলিকা—আবদারী ১ম ভাগ অথবা (৪)
শিউলিকা ১ম ভাগ কবিতামালা ১ম ভাগ,
শিউলিকা ভারতমালা গজপাথার প্রণীত। কবিতা-
মালা হইতে কয়েকটি নির্দিষ্ট কবিতা মুদ্রিত করণ,
করণ হইতে অরসঙ্গি।

গোল—কুগোল হইতে (ভারতবর্ষের শিববা
সরল ভাষীত) এসিয়া পর্বত। পৃথিবীর গোল-
ভর প্রমাণাদি পড়িত হইবে বা।
শিব - সরল ভাগ পর্বত।

শিল্প—বদেয়া সিলাই।

হস্তশিল্প।

তৃতীয় বার্ষিক জেনী।

শিউলিকা—মারীশিকা ১ম ভাগ, কবিতামালা ২য়
ভাগ হইতে নির্দিষ্ট কয়েকটি কবিতা, ১ম শিকা
মালা ব্যাকরণ হইতে পদ, কারক, মিত্র, ও সঙ্গি।
চন্দা—গৃহশাসিত জ্ঞান ও আম কাঁটাল প্রভৃতি
ভরোপিত ব্লক বিবরণ। ইতিহাস—শ্রীমত
জ্ঞানকর সুখোপাধ্যায়ের বাজালার ইতিহাস
(সহরাজত্ব)। কুগোল—কুগোলহইতে অথবা
তুল্য অত্র কোন কুগোল হইতে ভারতবর্ষের
দেশের বিবরণ সচিত্র এসিয়া।

শিব - সরল, শিবযোগ ও শিবোগ।

শিউলিকা—বহুপরিচয় ১ম ভাগ।

শিল্প—রিপুকরণ।

চতুর্থ বার্ষিক জেনী।

শিউলিকা—মারীশিকা ২য় ভাগ (শিউলিকা ও
(৩) শিল্পের জ্ঞান অত্র পারিভাষিক প্রকৃত
হইবে। এই বিষয়ের পরীক্ষা দেখাবেন।

(৪) একাধিক পুস্তকের উপর ভাষিক ও
চিত্রিত পুস্তকখানি শিউলিকার ছাত্রীগণেরই জ্ঞান
নির্দিষ্ট হইতে হইবে।

পদমালা বাজীত) অথবা ৫। চাকপাঠ ২য় ভাগ, পদ-
পাঠ ২য় ভাগ ১ম শিকা বাজালার ব্যাকরণ সমাপ্ত।
রচনা—পারিবারিক বিবরণ। শব্দ—শিউলিকা
ভক্তি, সৌজাত, বাস, বাসীর প্রতি ব্যবহার
ইত্যাদি।

ইতিহাস—শ্রীমত রাজকর সুখোপাধ্যায়
প্রণীত বাজালার ইতিহাস।

কুগোল—এসিয়া ও ইউরোপের সাধারণ জ্ঞান।
(কুগোল হইতে অথবা তুল্য অত্র কোন পুস্তক
হইতে)। বজবোম্বাইর জেলা ও প্রবাস প্রবাস নগর
(শ্রীমত বোম্বাইর সেন প্রণীত পুস্তক হইতে)।

গণিত—মিত্রগণন ও ভাগ পর্বত।

বিজ্ঞান—শরীর পোষণ।

শিল্প—পদমের কাজ (কমকটোর ও টুপি)।

শিউলিকা—প্রথম বার্ষিক জেনী।
শিউলিকা—প্রথম ভাগ, ১ম ভাগ, ২য় ভাগ, ৩য় ভাগ
(শিউলিকা ১ম ভাগ)।

ইতিহাস—ভারতবর্ষের
রমেশচন্দ্র বসু প্রণীত।
কুগোল—কুগোলহইতে অথবা
গণিত—বৈজ্ঞানিক ও ভাষিক হইতে অথবা,
সেরকবা ও মাল বাজীত।

বিজ্ঞান—বাস্তবিকতা ১ম ভাগ অথবা কুবিজ্ঞ।

শিল্প—জানা পেনাই ও পদমের কাজ। মোজা
কুতা ইত্যাদি)।
রচনা।

ষষ্ঠ বার্ষিক জেনী।

শিউলিকা—বাস্তবিকতা (১ম অধ্যায় বাজীত) অথবা
কীর্তি মেঘনাথবর্ষের প্রথম দুই সর্গ।

ইতিহাস—শ্রীমত কুগোল সুখোপাধ্যায় প্রণীত
ইংল্যান্ডের ইতিহাস ও অপ্রণীত পুরাতত্ত্বসার
হইতে রোম ও গ্রীস।

কুগোল—পৃথিবী (শ্রীমত অর্ধহুনাতী দেবী
গণিত—পাঠগণিত সমাপ্ত, ও জ্যানিতর ১ম
অধ্যায়ের প্রথম ২০ প্রতিভা।

বিজ্ঞান—বাস্তবিকতা ১ম ও ২য় ভাগ।

শিল্প—জানা পেনাই হুট্টোলা এবং জরি
ও চুনকির কাজ।
রচনা।

পদম ও ষষ্ঠবার্ষিক জেনীর পরীক্ষার্থীরা
অধ্যাপনা বিষয়ে পারদর্শিতা দেখাইতে পারিলে
অথবা প্রথম শিল্প ও শব্দ শিককতার প্রথম পত্র
পাইবেন। ভাষাবিজ্ঞানের বয়স্কর অধ্যায় ১৫ বৎসর
হওয়া আবশ্যিক। শিল্প ও মধ্যমিককতার পরীক্ষা-

ভাষাগণ উচ্চতর বিশেষ পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইলে
“উচ্চ শিককতার প্রথম পত্র” পাইবেন।
বিশেষ পরীক্ষা।

১ম শব্দ—প্রথম পত্র ১ম ভাগ, ২য় ভাগ, ৩য় ভাগ
শিল্প ব্যাকরণ।

২য় শব্দ—শিল্প (শ্রীমত ভারতবর্ষের কবিতা
প্রণীত), ব্যাকরণ কোমুদী হইতে পদ ও প্রভৃতি
সরল অধ্যায়।

৩য় শব্দ—রমেশচন্দ্র ১ম জরি সর্গ, ব্যাকরণ
সরল সংস্কৃত রচনা।

৪র্থ শব্দ—উচ্চতর রচনা।

ইংল্যান্ড।

১ম শব্দ - Royal Reader No. 1

২য় শব্দ - Royal Reader No. 111 Gram-
matical Catechist By Babu Natar Chaudh-
Biswas.

৩য় শব্দ - Parnell's Hermit, Allibaba and
the Forty Thieves Bain's First Grammar
Composition and Translation.

৪র্থ শব্দ - A Book of Golden Deeds (Sel-
tion), The Deserted Village, and Com-
position.

বাংলা।

পঠিত ইংরেজি শিক্ষাসাগর, বাবু অক্ষয়কুমার
মিত্র, মাইকেল মধুসূদন মিত্র, বাবু হেমচন্দ্র বসু
পাঠ্যের প্রথম প্রথম প্রথম সকল পঠিত রচনা
গতি মায়রচন্দ্র বাজালার সাহিত্যের ইতিহাস। বা
বতিনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত আনন্দবট ও রচনা
গণিত।

পাঠগণিত, বীজগণিত, (সমীকরণ পর্বত)
জ্যানিত ১ম অধ্যায় অতিরিক্ত প্রতিভা শিউলিকা
বিজ্ঞান।

উদ্ভিদবিদ্যা (বাবু বহুগোপাল সুখোপাধ্যায়
প্রণীত), পদার্থবিদ্যা (বাবু অক্ষয়কুমার বসু প্রণীত)
পৃথিবী (শ্রীমত অর্ধহুনাতী দেবী প্রণীত)।

গাছের বিবরণ।

১ম শব্দ - রচনা ও শিউলিকা।

২য় শব্দ - গৃহকর্ম (গৃহকর্ম, সুখোপাধ্যায় উপাধ্যায়
ভাগ, ও হস্তশিল্পের মূল)।
কাবকার্য।

১ম শব্দ - পদম ও হুট্টোলা।

২য় শব্দ - চিত্র ও হুট্টোলা।

শিউলিকা।

রচনা ও মধ্যমিককতার পরীক্ষা।

স্বাস্থ্য পত্র ।

চিকিৎসা-প্রকাশ বস্ত্রের পুস্তকালয় ।

১৮৯ নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা
অপারেশনাল সুখোপাধায় কৃত ব্যবসায় পুস্তক
এবং বইতে এই পুস্তকালয় থেকে বিক্রি হইবে ।

একটি দ্বারা আর বিক্রি হইবে না ।

সংস্কৃত

সরল ভৈষজ্য-প্রকাশ

অর্থাৎ

সহজ মেট্রিক্স মেডিকা
১ম ভাগ ।

গৃহস্থ ও পাড়ারোগের ডাক্তারদের জন্যে
প্রকাশিত হইয়াছে ।

মূল্য ১২ পেন্সি ০০০ পৃষ্ঠার বেশী ।

মূল্য ১৪ টাকা; ডাকমাণ্ডল ১০

এ পুস্তকালয়ে পাওয়া যায় ।

অপারেশনাল সুখোপাধায়
ম্যানেজার

—০০—



ইলকটো গ্যালভানন স্ন

অঙ্গুরী, কবচ ও অনন্ত ।

বি. এম. কার নির্মাণকর্তা ও আবিষ্কারক ।

২২ নং ব্রজপুর স্ট্রীট কলিকাতা ।

আমার নির্মিত অঙ্গুরী, কবচ ও অনন্ত অতি-
বিক্রম বিক্রয় হইয়া অনেক অনেক রকম নির্মাণ
করিয়া বিক্রয় করিতেছে । ইহা সকলই জানেন
যে, ভারতবর্ষে আমিই নির্মাণ করিয়াছি । সুবি-
ধাত মিসার মৌলবার্ট হোমস্টার্ট অফ চার্টস, চারম
লকেট, আমার নিকট হইতে ক্রয় করিয়া বিক্রয়
করিতেন, ম্যাসেরিয়া ও পুরাতন স্বর আন্দোলনে
আরোগ্য হইয়া থাকে, বিশেষতঃ ওলাউঠা ও বসন্ত
রোগে ইহার আশ্রয় উপকারিতা নক্তি দেখা
সাইতেছে । এমন কি ইহা ব্যবহার করিলে সংক্রামক
রোগ কষ্টক আক্রান্ত হইবার সম্ভাব্য নাই, বসন্তঃ
ইহা রক্তপরিষ্কার করতঃ পড়া অলঙ্কারে ও
অলঙ্কার মধ্যে নিধারণ করে । এমোপ্যাথিক,
হোমিওপ্যাথিক, ও হাইড্রোপ্যাথিক চিকিৎসাতে
সাধারণ কলপান নাই এই ভাঙিত দ্বারা কল
পাইতেছেন । সোনা ও রূপার নির্মিত কবচ ও অঙ্গুরি

ভাঙিত সংরক্ষণ করিয়া তাঁক করিলে সে বিভ্রান্ত
অঙ্গুরী ও ভাঙা ব্যবহারের কোন ব্যক্তি আরোগ্য
কখনই হইতে পারে না । প্রতি কবচের মূল্য ১৮/০
আনা, কবচ ১২/০ ; প্রতি অঙ্গুরীর মূল্য ২ টাকা,
কবচ ২০ ; প্রতি অনন্তের মূল্য ১৪/০, কবচ ১৫
প্যাকিং ও পোষ্টেজ ১ হইতে ৩ বাসি ১৮/০ আনা
কবচ ৬৮/০ ; বাহারী অঙ্গুরী ও অনন্ত হইতে ইলক
মাপ পাঠাইবেন ।

—০০—

ইলকটো গ্যালভানন

অঙ্গুরী কবচ ও অনন্ত ।

পি, সি, দাস

ভারতের একমাত্র নির্মাণকর্তা ও
আবিষ্কারক ।



৩৪ নং খেমেচোলা সেন - পটলভাঙ্গা - কলিকাতা ।

এই অঙ্গুরী কবচ ও অনন্তের এমন আশ্রয়
নক্তি আছে যে, বেশকল রোগে মনুষ্য একবারে
হত্যা হইয়া পড়েন অথচ ডাক্তারি দ্বারকি এবং
কাথরাজি চিকিৎসার কিছুতেই কিছু উপশম হয়
নাই, তাঁহারা এই বসন্ত নক্তি এবং জীবন অঙ্গ
কবচ অঙ্গুরী ও অনন্ত দ্বারা করিলে সেই সমস্ত
ব্যস্ত রোগ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্তিলাভ করিবেন ।
অতএব যদি কেহ ব্যাধি ব্রূণা হইতে বিজ্ঞিত
পাইতে ইচ্ছা করেন তবে আমার নিকট ভাঙিত
অঙ্গুরী, কবচ কিংবা অনন্ত লইয়া বাউন, আরোগ্যের
কঠোর মন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না । এবং বসন্ত
শরীরে ইহা ব্যবহার করিলে ওলাউঠা বসন্ত প্রভৃতি
সংক্রামক রোগ লক্ষ্য করিতে পারে না । অঙ্গুরী
কবচ ও অনন্ত ক্রম কালীন (P C D.) নামকিত
মেট্রিক্স হইবেন এবং অঙ্গুরী ও অনন্তের মাপ
পাঠাইয়া বাহিত করিবেন ।

প্রতি কবচের মূল্য ১৪/০ কবচ ১২ টাকা

প্রতি অঙ্গুরীর মূল্য ১৪/০ কবচ ১৫

প্রতি অনন্তের মূল্য ১৪/০ কবচ ২৫

প্যাকিং ও পোষ্টেজ খরচা এক হইতে ৩ টা ১৮/০
১ হইতে ১২ টা ১৮/০ লাগিবে ।

ও চারি রকম অঙ্গুরীর মধ্যে বাহারী বেরকম
লইতে ইচ্ছা করিবেন অঙ্গুরী পূর্বক সেই বসন্ত
খরচা মিটিয়া লইবেন । এই সমস্তাধি দানক
অঙ্গুরি ভাঙি উপকর কেবল আমার নিকট পাওয়া
যায় ।

—০০—

১৯৩৬ খ্রিঃ ১:১০।

অরুচন্দ্র দত্ত এণ্ড কোং ।

হোমিওপ্যাথিক ওষধ ।

প্রস্তুতকারী ।

কলিকাতা মধ্যমলায় এবং হোমিওপ্যাথিক
ডাক্তারদের নিকট হইতে ওষধের উৎকৃষ্টতা
সহজে প্রমাণ্য পত্র পাঠাইয়াছেন ।

মূল্য স্থলভ ।

ওলাউঠা চিকিৎসার ১২ শিলি ব্যবস্থা ও কপূ-
রের আরক সহ ৫ টাকা ।

গৃহ-চিকিৎসার ২৫ শিলি ব্যবস্থা পুস্তক
সহ ৮ টাকা, ২ শিলি ব্যবস্থা ১০ টাকা ।

সাধারণ চিকিৎসার ৫১ শিলি ওষধের ব্যবস্থা
ব্যবস্থাসহ ১৮ টাকা ।

ডাক্তারদের উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা ২৫ টাকা, সম্পূর্ণ
ওষধপূর্ণ ব্যবস্থা ৫০ টাকা ।

ইংরাজী বালা সচিব মূল্যনির্ণয়পত্র
বিনা মূল্যে প্রাপ্য । চিকিৎসা ৫৫ নং কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা ।

—০০—

কে, ডি. সরকারের উপদেষ্টা

রোগের পারা বজ্জিত

মহোদয় ।

নিপাতি বিশেষের অবলম্বন সময়ে মেনায়ে
অকলে এক মূল্যবান ককীরের নিকট প্রাপ্য
বিগত ২৬ বৎসর ইটা বিদ্যামূল্যে বিক্রিত হইয়াছে
কিন্তু ক্রমে ইহার উপকারিতা ও বশের প্রচার
সচিব ইহার প্রাক প্রকাশ হইয়াছে
বিনা মূল্যে বিতরণ এক প্রকার অসাধ্য হইয়াছে
এই সকল এবং অসাধ্য কারণে ইটার মূল্য নির্ধা-
রণ করিলাম । ইত্যাত কোম প্রচারের পা-
নাই, ইহা অলঙ্কারমাত্র সেবনেই সমস্ত সম-
লোক এই উৎকৃষ্ট পীড়া হইতে সম্পূর্ণরূপে চি-
রোধ্য মাত করিয়াছেন । গর্ভবতী স্ত্রী কেবলম
ইহার সেবনেই রোগোদ্ধৃত হইয়াছে (গর্ভবতী
সেবন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ) ইহার দ্বারা শিশু ল-
ও পৈত্রিক রোগ হইতে সম্পূর্ণ অব্যাহতি পা-
রাহে । ইহা রোগের সর্বাবস্থার আশ্রয়
এমন কি পারাঘটক ওষধ সেবনজনিত দূষিত
ও পরিষ্কার করে ও শরীরের সকল অকার্য
ইহা সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করে, এই রোগে
এরূপ পারা বজ্জিত অসাধ্য মহোদয় এ
আবিষ্কৃত হয় নাই । কয়েকজন সুবিজ্ঞ ডাক্তার
সম্মত ব্যক্তির প্রকৃত প্রমাণপত্র এবং ওষ-
ধের নিয়মাবলি ওষধের শিলি সহিত পাঠি-

ESTABLISHED AT CHANDERNAGORE IN 1880

अभिप्रेत नञ्। १८ न२ दृक्प्रभृति



ব্যবধানৈয় ন্য এই চিত্র দেওয়া গেল

বিশেষ দ্রষ্টব্য ।

কৃত্রিম পদার্থ কখন চিরস্থায়ী হয় না। বর্তমান
ইলেকট্র-গ্যালভানীয় অক্সুরী ও কবচ
সম্বন্ধে আমার বিশেষ দৃষ্টি।

এই পরীক্ষিত তাত্ত্বিক রক্য কবচ বাহ্য নম ১২৮৭-৮৮ সালের এখানে
কমনস্‌র (কমন্স ডায়াল) হইতে আমর বাহ্য আবিস্কৃত হইয়া জন সমাজে
কাল পর্যন্ত বিশেষ সুখ্যাতি লাভ হইতেছে যেহেতু কতকগুলি লোক
গাভের-কলকর্তী হইয়া গত ৫ ৭ মাস হইতে কৃত্রিম তাত্ত্বিক কবচ ও
আরুী কলকর্তা করিয়া (৫। ৭ বৎসর বয়স) কেবল বা (আমি তারত্রে এক
ত্রি নির্মিত কর্তা) মসিরা কাহাজে "বিজ্ঞাপন" বিজ্ঞা সাধারণকে ঠকাই-
তাহে। ইহা দেখিয়া সর্বসাধারণের হিতার্থে আমি এই বিজ্ঞাপনটী
পাইয়া সতর্ক করিয়া বিবেচনা যে কাহার এই তাত্ত্বিক সংযুক্ত পরীক্ষা
পরি অকৃত্রিম এবং উপকারী তাহা নম ১২৯০।১২ সালের ফব্রেরি কানন
ক বাহ্য সৃষ্টি করিলে জানিতে পারিবেম তাহাদের "বিজ্ঞাপন" আছে কি
না" এবং লক্ষ্য হইলে ২৮ নং দুজাপুর জীট আকিস অগ্রগত করিয়া
গিলে বিবেচ্য জাত হইবেম। আমি ১২৮৭।৮৮ সালে এখানে চকর
গর হইতে তাত্ত্বিক রক্য কবচ নির্মিত করিয়া ছিলাম। যখন কলিকাতার
দুতলায় (গিলবার্টটোয় স্টেটের বাহার (heart of heart's Electric
Thermometer) অর্থাৎ হৃদয়ের হৃদয় তাত্ত্বিক কবচ) বয়স প্রাপ্ত হইয়া
হইতাহিল তিমি আমর মিকট খরিদ করিয়া বিক্রয় করিতেম। পরে নম
১২ ৯০।৯১ সালে কলিকাতা ২৮ নং দুজাপুর আকিস পুলিশ দুতম অফিস
মামিই এখানে আবিষ্কার করি। এক্ষণে উক্ত স্মৃতিসাধারণ দুতলাকৃত্রিম
কবচ ও অফিস প্রাপ্ত করিয়া বিক্রয় করত আমর সার্বোত্তম বিশেষ কতি
করিতেছে; কিন্তু যখনই কি স্মৃতি গতি অনেকের ইহার মধ্যে কৃত্রিম
চাল হইতে না পারায় তাহাদের একাধিক একেবারে বন্ধ হইয়াছে। অংশিট
হই এক জন বাহারা এখন বিক্রয় করিতেছেন তাহাদের মিকট কেবল খরিদ
কলিবার সময় বিশেষ পরীক্ষা করিয়া হইবেম, এবং বাহারা এই কৃত্রিম
কবচ খরিদ করিয়া রেগের কোম কলমশ পাস মাই তাহারা এই কবচ নম
উপরে কতি কলমশ পাঠাইলে আমর মিকট প্রাপ্ত তাত্ত্বিক সংযুক্ত কবচ
অর্থাৎ দুতলা প্রাপ্ত হইবেম।

वि, एम, काव ।

মং ১। বড় সন্তোষের সহিত বলিতেছি যে বাবু সি.এম.কারের আকির কল
অনন্ত ও অতুল্যী দ্বারা প্রকার প্রকৃষ্ট রোগ রকমের বিশেষ কলকারক এবং
আমিও কোন রকম প্রজাতির নীচা বংশতা একটি অনন্ত ও অতুল্যী ব্যবহার
করার অনেক উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি। তরসা করি ইহার উপকারিতা
বিবর আর কিছুদিন ব্যবহার করিলে আর বেশী বলিতে পারিব। রা
গিনিজড দ্বারা বাতাহর—সুপারিটেটেডে। প্রবর্তনই অক ইতি, ভোব
দ্বারা, করেন ডিপার্টমেন্ট। ২-মং বেহুদারাজার স্ট্রিট, কলিকাতা এ
থ্রে: ১৮৮৩।

২২। যদি তৎকাল হারান রোগ হইতে মুক্তি পাইত ইহা। কারণ তা
 বি.এম.কে, ডিম্বযুক্ত ডাঙির মজুরী ও কবর দ্বারাও কখনই মুক্তি হইত
 না। কারণ আমি এবং আমার পুত্র উভয়েই ইহা দ্বারাও বিশেষ
 প্রাপ্ত হইতামি সেই জন্য সর্বসাধারণকে বিশেষ করিয়া অজ্ঞানতার
 বেল উপদেশ এমন অযোগ্য অবস্থায় না করিল। এম.কে, বেনারস
 সব-পোষ্ট মাস্টার। বহুজাতির এই মার্চ : ১৮৮৬।

২৫৩। আর ৩ নম্বর গত হইল আপনাদিগের নিকট চটতে আমার পুত্র
কন্যার ব্যবহার নিষিদ্ধ বে হুই আমি ডাক্তি কবচ লইয়াছিলাম তাহা
হারে উদ্ধার উভয়েই পূর্ণাঙ্গেল অঙ্গের দ্বারা আছে; এমন কি দ্বারা
নিষিদ্ধ আর সকল বিষয় ডাক্তি সত্যলবণিগের উত্তরি উত্তর করিতে হই
এবং সেখানেও শিশুর ফল পাওয়া হইত না। একদে আপনাদিগের
ব্যবহার আর কোন প্রকার দ্বন্দ্ব হইত না। এবং উক্তম বলিও ও কা
পুতী হইয়াছে। তদনন্তর আপনাদিগের কবচ সর্বস্বার্থের নিকট
আদরবীর হইবেক। আমার বে কি প্রকার উপকার হইয়াছে তা
লিখিয়া প্রকাশ করিতে পারি না। ঐকান্তিক হৃদয়াপাণ্ডার ইন্দ্রিয়
বলিগতা ধান্য। কলিকাতা, ২৫৩ জ্যৈষ্ঠ ১৮৭৫।

২৫৪। আনি বিদ্যব লব্ধকারে বিবেচন করিতেছি যে আপনি অল্পগ্রহ করি
তেলু পেয়েছেন পার্শ্বের এক ভদ্রম লোকট, পাঠাইয়া দিবেন, ইহা বা
অদ্বৈত যে কি ফল তাহা আনি ও এ-বৈদ্যের অবশেষে লব্ধ করি
পারিবারে। জেলানিসানি, বেলেগে মাঝে মাঝে ১৯৬৬।

২৭ ও। কিছু দিন পূর্বে আমার প্রিয় বৈষ্ণব ভ্রাতার, অন্নাপনার কিং
হইতে সঞ্চিত কবচ আনাইয়াছিল। তাহা ব্যতীত সেই ব্যাঘ্রান হইয়া
অল্পকাল পরে আরোগ্য লাভ করিয়াছে। এক্ষণে আমার নিজের জন্য এক
স্বল্পকাল কবচ অতি সস্ত্র তাৎকালিক পাঠাইবেন। শ্রীঅধিকাচ
দত্ত, দ্বিতীয় কুলক, বাসারিপুর ঢাকা; কলিকাতা, ১৫ ই জুন ১৯০৬।

এই পত্র কলিকাতার বন্ধিণী সোনারপুর ডাক হইয়া চার্লসপোতা সোমপ্রকাশ যন্ত্রে প্রিন্ট প্রস্তুত হইয়া চক্রবর্তীর দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে।



সংবাদ পত্রিকা

১৯ নং

সংবাদ পত্রিকা
১৯ নং

সংবাদ পত্রিকা
১৯ নং

সংবাদ পত্রিকা
১৯ নং

সংবাদ পত্রিকা
১৯ নং

সংবাদ পত্রিকা
১৯ নং

সংবাদ পত্রিকা
১৯ নং

সংবাদ পত্রিকা
১৯ নং

বিদ্যাভূষণ বাইবেল
স্থাপিত-১৩০২
চাঁড়িপোতা, সোনারপুর।

সামপ্রকাশ

৫০ নং ভাগ

"স্বতন্ত্রতা" প্রকাশিতব্য আর্থিক: অর্থনৈতিক নীতিসমূহ।

৫১ নং ভাগ।

প্রথম বার্ষিক বুলেট সনাতন সনাতন
টাকা। অগ্রিম বাস্তবিক ৫০%।
১৯২০ সাল। ২০এ কার্তিক। ইং ১৮৮৬। ৮ই নবেম্বর।
৭ রিপনাক। ২০ এ কার্তিক।

অগ্রিম পক্ষে সনাতন সনাতন বার্ষিক ৭
টাকা নাত। শিকক ও ছাড়নিগের
জমা বার্ষিক সনাতন সনাতন ৫০-টাকা।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ প্রস্তাব্য।

গ্রাহক মহোদয়গণের মাঝে বিজ্ঞাপন কলি
তার আসিয়া সোমপ্রকাশের বুলেট এবং
গত আবশ্যকীয় বিষয়ে কথাবার্তা কলিবার
করিবেন তাঁহারা সোমপ্রকাশ ডিপজি-
ট্রিতে না গিয়া অথবা বুলেট না দিয়া ২২২ নং
কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট সোমপ্রকাশ কার্যালয়ে অগ্রহ
রয়া আসিলে সমস্ত বিষয়ের স্থির চইবে। সোম-
প্রকাশ ডিপজিট্রিতে বাইবার প্রয়োজন নাই।

মফস্বল ও কলিকাতার গ্রাহক এবং
ঠিক মহোদয়গণের সুবিধার জন্য
আমরা শারদীয়া পূজার অবকাশে
সামপ্রকাশ যন্ত্র ও কার্যালয় আদি
কলিকাতা কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট ২২২ নং
উপস্থিত বাবু উপেন্দ্রনাথ দেব উকীল
হাশয়ের ভবনে স্থাপন করিয়াছি।
গ্রাহক মহোদয়গণ পত্রাদি ও সোম-
প্রকাশের বুলেট উক্ত ঠিকানায়
প্রদান করিলে স্বাক্ষরকারীর নিকট পাঠা-
বেন। সোমপ্রকাশ এক্ষণ হইতে নিয়-
মিতরূপে সত্ত্ব বাহাতে গ্রাহকগণের
সুগত হয় তাহা বিবেচনা বন্দোবস্ত
রা হইয়াছে। মফস্বল ও কলিকাতার
সকল গ্রাহক উপস্থিত সময়ে সোম-

প্রকাশনা পাইবেন তাঁহারা অগ্রহ
করিয়া এই মতন ঠিকানায় পত্র লিখিলে
আমরা তাহার সংশোধন করিব। চাঁড়ি-
পোতা সোনারপুর পোষ্ট অফিসের
ঠিকানায় পত্রাদি লিখিবার আবশ্যক
নাই।

আমরা কলিকাতার আসিয়া নানা
প্রকার জনগুরু ও পুস্তকাদি মুদ্রন
কার্য্য সুচারুরূপে ও সুলভ মূল্যে সম্পন্ন
করিতে আরম্ভ করিয়াছি। যাঁহারা
সোমপ্রকাশ যন্ত্রালয়ে চেক দাখিল,
চিঠি, লেবেল, বিল, পিটিসন ও পুস্তকাদি
যাবতীয় বিষয় ইংরাজি ও বাঙ্গালা অক্ষরে
মুদ্রিত করিতে ইচ্ছা করিবেন তাঁহারা
উপর উক্ত ঠিকানায় আমার নিকট
অর্ডার পাঠাইলে মতন অক্ষরে সত্ত্ব প্রাপ্ত
হইবেন। আমরা ইংরাজি ও বাঙ্গালা
নানা প্রকার মতন অক্ষর বর্ডার ও নকশা
আনয়ন করিয়াছি। সুলভ মূল্যে ও
সুন্দররূপে বৈ কার্য্য সম্পন্ন হইবে তাহা
বলা বাহুল্য। বিশেষতঃ সোমপ্রকাশ
যন্ত্রালয়ে কোনরূপ প্রবন্ধনা ও প্রতারণা
নাই। এই যন্ত্রালয় বহুদিনের প্রতিষ্ঠিত
এবং নানাবিধ কার্য্য যে সুচারুরূপে
সম্পন্ন হইয়াছে তাহা গ্রাহক মহোদয়গণের
মধ্যে অনেকে অবগত আছেন। অতএব
সর্বসাধারণকে অবগত করা বাইতেছে

তাঁহারা নিঃসন্দেহ ভিত্তে আমাদিগকে
মুদ্রন কার্য্যাদি অর্পন করিতে পারেন।

সোমপ্রকাশ সম্বন্ধে চিঠি পত্র টাকা
কড়ি, মণিঅর্ডার আদি গ্রাহক মহোদয়গণ
একণ হইতে ২২২ নং কর্ণওয়ালিস
স্ট্রীট সোমপ্রকাশ কার্যালয়ে
ঐযুক্ত উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর নামে
পাঠাইবেন। অতঃপর সোমপ্রকাশ
সম্বন্ধে চিঠিপত্র বা টাকা কড়ি মণিঅর্ডার
যোগে গ্রাহক মহোদয়গণ আর কাঁচাবও
নামে পাঠাইবেন না অথবা কার্যালয়ের
কোন কর্মচারীর নামে সোমপ্রকাশের
বুলেট প্রেরণ করিবেন না। অপর ন্যাস
পাঠাইলে অধিকারীর হস্তগত না হওয়া
সম্ভব। গ্রাহকগণের সে বিষয়ে বেন
দৃষ্টি থাকে।

ঐউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
সোমপ্রকাশ অধ্যক্ষ;

ভারত-শিল্প-সমিতি।

ভাঙ্গার কারখানার সকল প্রকার শীল
মোটর, চাপবাস, মনগ্রান, নানাব কাড়, উত্ত
এনগ্রেভিং, অক্ষরী ও বড়ীর উপর মাঝ খোঁচাই ও
সকল প্রকার রবারট্যাম্প অতি সুলভ মূল্যে পাওয়া
যায়। সকল রকম ছাপার কার্য্যও অতি সুচারু
রূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে, যাঁহারা যেমন কাঁচা
চটক না কেন আমাধের মাঝা সুসম্পন্ন চইবে।
(১০) আমাধ ট্যাম্প পাঠাইলে নিম্নলিখিত সত্ত্ব
প্রদান পত্রযুক্ত ডালিকা পাঠান য়।

প্রেরিতপত্র ।

ভাগ্যবিশ্ব ।

(১)

লভ্যতিল বিভাস্ত্রী ভাসিন বরনী ।
ভাগিন জগৎবাসী, উমা সমাগম
বিবাহের চেয়ে ভাসে সবে পক্ষীজিনী ।
ভাসিল স্তম্ভিত মতী অতাব নিগমে ।
ধবানসী সর্বভৌব আনন্দ অপার ।
চেন্স কামি-ছ বেধি অতাবা অন্তর ।

(২)

মহান গানক-কর কুল কুল কোর,
অতাবা নাতি ভয় মানস মোহন ।
মুক্তকল কত পোতে দুর্জয়ল শিরে ।
নিদার শিল্পে ভাণ চমকে শোভন ।
কিন্তু মাজীধন কাঁধে অতাবা ফল ।

(৩)

পরিপূর্ণ ভাগিরথী জোয়ার উচ্চাসে
শৈকত প্রাণিত করি, সাগর আলর
খাউতে তীর বেগে, মনের ভ্রমে ।
এ ছেন তরুণা বেধি নাতি শ্রীতি বর ।
অথবা প্রভাত গীত ললিত সুর ।
ভূমিগাও সুখী ময় অতাবা অন্তর ।

(৪)

শিখিত বনন স্বর্গা পশ্চিম গগন ।
লোভিত বসন পরি অস্ত্রচলে যার ।
সেবক মারুরীকল চেবিলে নয়নে
আনন্দে উৎকল কাণ্ডাব না যবর ।
ভাড়াতে চক্রে নর অতাবা ময় ।
ক কারণে সুখীন সুখি না কাবধ ।

(৫)

অগণা পূর্ণিমা নিশা, পূর্ণশব্দ
প্রদানে করণ তথা, আকাশেতে গলি,
হাসাধু-ধ, নিরাপত্তে সরল অন্তবে,
পাইয়া চাঁদের আলো, ভাসে ধবানসী ।
এ ছেন অধের চাঁদ ভেঁবিল নয়নে ।
চখহীনে শোকশেল অধরেতে হানে ।

(৬)

এক বিধি স্বজিয়াছে 'ভোমার' 'আমার' ।
একজন রচয়িতা এ বিশ্ব সংসার ।
ভবে কেন এ অস্তর করে ছায় । ছায় ।।
কারণ জানিয়া খাই ভাঁকি নিরস্তর ।

ভূমি আঁস একরূপ একই শরীর ।

ভবে কেন অতীত করে'তি অস্তির ।

(জনশ্র)

বলস্ব

খ্রিস্টীয়চন্দ্র ১৯১৭ ।

৬১ নং চতুস্তম্ভা, তবানীপুর ।

— ৩৩ —

বটল লোক লি লোভ ।

মহাপ্রাণ । যাঁটাল মতকুনা তিন ধামায় শিতক ।
এই তিন ধামায় উত্তীর্ণ কর্তব্য কর্তব্য ১২
জন মেঘের নিম্নাচন কনা ভইয়াছে । গঙ্গাধনে
ভইতে ৬ জনের নিম্নাচন ভইয়াছে আশ্রয় ছিল,
তখন যাঁটালের সর্বাঙ্গক ভেপুটী মাজি-টুট বাবু
৬ জনের আবলাক স্থান মতকুনা অপত ১২
জনের মান জেলার মাজি-টুট সাহেব বাছারের
নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন । তথা ভইতে ৫
জন মেঘের মান প্রকাশ ভইয়াছে । অবশিষ্ট
একজনের মান অধ্যাপি প্রকাশ হয় নাই । উক্ত
১৮ জন মেঘের মধ্যে একজন চেয়ারম্যান ও
একজন ভাইস-চেয়ারম্যান । যাঁটাল মতকুনা
ভইতে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের সভ্যের মেঘের জন ২ জন
নির্ধাচিত হইবে, এ কারণ গত ১৯ সে আশ্বিন
যাঁটাল সভাভিষেক অফিস বাটীতে সঙ্গরঅধিবেশন
হইয়াছিল । সভাস্থলে ১৭ জন মেঘের উপস্থিত
ছিলেন চেয়ারম্যান নির্ধাচন কর্তব্যগণ আর
অন্য মত প্রকাশ করিতে উদ্যত ভইলে বিচকল
যাঁটাল মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান ডাক্তার
বাবু প্রবোধনাথ বসু বলিলেন যে অহা চেয়ার
ম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান নির্ধাচিত হইতে পার
না । যেহেতু ১৮ জন মেঘের মধ্যে একজন
মান অধ্যাপি প্রকাশ হয় নাই, ইহাতে চক-
কোণার মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান বাবু
চন্দ্রশেখর দাস ও উকীল বাবু বোম্বস্ত্র নাথ
সেন অস্বস্তান করত উক্ত নির্ধাচন কার্য
সম্পন্ন হইয়া সভা ভঙ্গ হইল । কিন্তু জেলার
মাজি-টুট সাহেব বাছার এই সংবাদ শ্রুত হইয়া
চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান নির্ধাচনের বিলম্ব
বেধিয়া বোধ করি বিশেষ কার্য কতি বিবেচনা
করিয়া পুনরায় উক্ত কার্য সম্পন্ন করিবার আশ্রয়
প্রদান করেন । বিগত ২২ কাৰ্ত্তিক যাঁটাল
সভাভিষেক অফিস বাটীতে ২য় অধিবেশন হয় ।
প্রথমতঃ যাঁটাল মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান
কার্যকর ডাক্তার বাবু প্রবোধনাথ বসু বলিলেন
আমি চেয়ারম্যান পদ প্রার্থনা করি না । ইহা

অন্তে যিনি ইচ্ছা করেন করুন । যেহেতু ডিস-
পেন্সেরি ও যাঁটাল মিউনিসিপালিটীর চেয়ার-
ম্যান পদেব তার আমার প্রতি অর্পিত আশ্রয়
ইহাতে আমার সকল সময় অতিবাহিত হয় ।
জাফা মিথাসী জমীদার বাবু উমেশচন্দ্র রায়
অত্যাধী চেয়ারম্যানের ও চাঁদপুর মিথাসী যাঁটাল
মুনসেফ আদালতের অন্যতর উকীল বাবু যোগীন্দ্ৰ-
নাথ সেন দ্বারা ভাইস-চেয়ারম্যানের পদে নিযুক্ত
হইয়াছেন । সুমিবে পাই যাঁটালের মুনসেফ
বাবু উক্ত ৬ষ্ঠ মেঘের পদ পূরণ করিবেন এবং
তিনি মেঘের পদ নিযুক্ত হইলে মেঘবগণ ভাড়া-
কেই দ্বারা চেয়ারম্যানের পদ অতিবিক্ত কবি-
বেন । যতদিন মুনসেফ বাবু উক্ত পদ অলঙ্কৃত
না করেন, ততদিনের জন্য উমেশ বাবু চেয়ার-
ম্যানের কার্য তার গ্রহণ করিবেন ।

সম্প্রদায়ক মহাপ্রাণ । উমেশ বাবু আনাদিগব
দেশের এক জন প্রধান জমীদার । যাঁটিসম্প্রদায়
এবং জ্যেষ্ঠ বংশজাত । উইর অতাল কমাটিক,
অরল দ্বারা ও রাগ ধোদি শূত্র । ইনি প্রভা
পালন করিয়াই জীবনের শেবাশ্রয় উপ-
নীত হইয়াছেন । যাঁটাল মতকুনার তথি
কাংশ পল্লী ভাড়াঘের জমীদারীর অন্তর্গত ।
সুতরাং তিনি অনেক গ্রাম ও গ্রামবাসীর অস্ত্র
ভালকল অবগত আছেন । কোথায় পথ যাই
হওয়া উচিত, কোথায় বিদ্যালয়ের অতাব আছে,
কোথায় আবকাবী ও খোড ভাড়া উচিত,
ভাড়াপোনা কোন পল্লীবাসিগণের একান্ত প্রার্থনা-
জনীয়, কোথায় সূতন সতুব আশ্রয়ভাড়া হই-
তেছে ইত্যাদি আশ্রয়সন প্রার্থীরা, মেঘবগণের
অবলা জ্ঞেয় অনেক বিষয় তিনি বহুদূর জানিত
পারিবেন অন্য ভতদূর জানিবেন কি না সন্দেহ ।
সংক্ষেপে ইহা বলিলেই পর্যাপ্ত হইবে, যেসমস্ত
গুণ থাকিলে লোকাল বোডের চেয়ারম্যান হওয়া
উচিত, উমেশ বাবুর তাহার অনেক আশ্রয় ।
অনেকে বলিতে পারেন, তিনি ইংরাজী ভালকল
জানেন না । মাজি-টুট সাহেবের সচিত কথা
বাক্য কতিত বা কোন ইংরাজি পত্রের উত্তর
দিখিত ভাড়াতে অনেক সত্যকথা লইত হইবে ।
ইহা একটি প্রকৃত আপত্তি তাহা আমরা অীকাব
কবি, কিন্তু জিজ্ঞাসা এই জগতের মধ্যে এ-ন
কে অছেন যিনি ৬ষ্ঠীয় সাহায্য না লইয়া
নিরপেক্ষ হইয়া কার্য করিতে পারেন । রাজ-
পুর বাত্রেই অস্ত্রের সাহায্য সমস্ত কার্য করিয়া
থাকেন । অন্যো কি বলিতেছে জানিবার জন্য
ইন্টার-প্রটাবে মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে

হয়। সমস্ত আনিয়া শুনিয়া নেছরগণ কেন যে উদ্দেশ্য বাবু'ক ভাগ করিয়া মুনসেফ বাবু'র গতি অসঙ্গত হইয়াছেন তাকা বুঝা গেল না। মুনসেফ বাবু অল্প বেশবাসী। মজুমদার বসিয়া বিচার করেন। ডেঃ মাজিষ্ট্রেট বীচন যে তাঁহা'ক মধ্যে মা'য়া শল্লীগ্রাম পরিদর্শন করিত হয়। তিনি বেশর কি জানিয়েন? শল্লী'র সীর অস্তাব কতদূর উপলব্ধি করিতে পারিবেন? তিনি সর্বা-পেক্ষা উপযুক্ত পত্র স্বীকার করি, কিন্তু তাঁহার সময় কোথায়। তিনি গেলা হপটা ভটিতে সন্ধ্যা কাল পশাণ কাছাবোতে সময় অতিবাহিত করিয়া থাকেন, সর্জনী স্বীয় কর্তব্য কর্ণেই বাস্তব এক ভক্ত তাঁহা'ক মিলিত্ত বেধিতে পাই না। তাঁহার কার্যশীল প্রযুক্ত মধ্যে মধ্যে এতসময় মুনসেফ আসিয়া থাকেন। মজুমদার রোপণ সাধারণ প্রজা-গণকে ক্রমশঃ কার্যকর করিয়া স্ব স্ব দেশের উন্নতি সাধনে বিনিয়োগ করা বাজপু'র'র'গণ গুরুত্বপূর্ণ সমুদায় সম্পাদন করিবার ইচ্ছায় আত্ম শাসন প্রণালী প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন। নেছরগণ দেখিবেন গভর্ণ-মন্ট কর্তৃক আরী বিবরণী মুনসেফকে ঘাটাল পোকাল গোড়ের প্রধান পদে 'আরু' করিল উক্ত মহাত্মার ইচ্ছামূরূপ "আত্ম-শাসন" ঘটিবে না। নেছরগণের ভাবভেদেই ভক্ত বীপ'গণ হস্তে আনাহিগকে যে আধীনতা রক্ত প্রেরণ করিয়াছেন সমাগণ কেন তাঁহার অপ-বাস্তব করিতে উদ্যত হইয়াছেন? উদ্দেশ্য বাবু'র অসঙ্গত। যে চেয়ারমান পদের উপযুক্ত ব্যক্তি কেহ নাই তাহা বলি না। নেছরগণ না হয় আপন বিধের মধ্যে হইতে বাহ্যিক তদ-পক্ষ উপযুক্ত সোধ করুন তাঁহার ভুলে কর্তৃত্ব আর লক্ষ্যন করিয়া সবল মনে বেশের মজল ও গৌরব বর্ধন করুন। ভিত্তী'র বোর্ডের আবণ্ড ২ জন নেছর নির্বাচিত হইয়াছেন। তাহা নিবাসী জমিদার উমেশ বাবু'র জাত্য যে গৌরব বর্ধন বাহুদেবপুর নিবাসী বাবু রামচন্দ্র চক্রবর্তী। তাহা'র উত্তম আশ্রয় দেলা নেহি'পু'র জজ আদালতে ওকালতি করেন।

সন ১২৯৩ স.ল

ক্রঃ -

১৮ কার্তিক

ঘ ট.ল

—৬৬—

অন্তঃস্থ হত্যাক.ও।

কি অ.মর্ধ্য, ইংল্যান্ড স্থানসনে দেশ-পানিত
ওখাপি মাজিঃ আনাহিগকে এরূপ গৌরব ওকালতি

কাণ্ডের বিষয় ঘেঁষাত ও শুনিতে হইতেছে। পুলিশের অসাধারণতা বলতে আনাহিগকে মধ্যে মধ্যে এরূপ হত্যার বিষয় শুনিতে হয়। এটো মোমতর্জণ তরফের হত্যার বিষয় লিখিতে হইয়া বিবরণ হয়।

কয়েক দিবস ধিগ'র ভটল মোঘাট ধানার এলাকায় পুখু'র নামক গ্রামের নিকটে পানোদর ন'র ঘাটে হত্যাগণ একমাত্রিক হত্যার কবিতাছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে হত্যাকাবীর তাতাকে গোপনীয় ভাবে নিকট না করিয়া প্রকাশ্যস্থানে নদীর ঘাটের উপর একটি অরণ্য স্থান গ'ল রথু বাকিয়া বুলাইয়া দিয়া মৃত ব্যক্তির উচ্চমিটী ছিন্ন করিয়া ভতভাগ'র ভক্ত ও পদতলে নিক্ষেপ করিয়া ব্যক্তিগণ 'গম'ত। গোঘাটের পুলিশ সব ইনস্পেক্টর মহাশয় সংশয় পাইয়া লাল পাখা বাস বাবুরা তদন্তে গিয়া ভটমাজি-লন। তদন্তের বিচারে অবগত না থাকিবার জন্য তদন্তের কোন কথা আপাতত লিখিত পবিমান না। ফলত এই ব্যক্তি আরও জা করিয়াছে বলিয়া সব টিঃ বাবু করিয়াছেন। বড় পরিচালকের মিয়ন এটো যে হত্যাকার নাম কি ও বাড়ী কোথায় পুলিশ এপর্যন্ত গা'র অনুসন্ধান করিতে পারেন নাই ইয়া কেবল পুলিশের তদন্ত ব'রীত আব বিবুই নহে। ব'র পুলিশ আরও ব'লিয়াই নিশ্চয় থাকেন ও হত্যাকাবীর কোন অনুসন্ধান না করিয়া তাকা হইলে এরূপ হত্যাকাণ্ড সর্জনী হইবে। আনাব সান,ত খুজ'ত তদন্ত নিম্ন হল পুলিশের অনুমান সম্পূর্ণ জনপূর্ণ। ব'র এই হত্যাগণের উদ্দেশ্য প্রণয়ন হইত তাহা হইল ভক্ত ও পদতলে নিক্ষেপ থাকিত না। অর্থাৎ অরণ্যে ভটলান যে কোডলপুর ধানার অরণ্যে মিজপু'র নিবাসী এল'ট'র জু'ট নামক জনৈক তানালি ভরিয়া খবির কাবণ টকা স'র মইয়া ১২ ১৪ দিবস ভটল গা'র ভটিতে চলিয়া গিয়াছে। তাহার পুরগণ অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারি-গাছেন যে তাহাদের পিতৃক হত্যাক হত্যার কবিতাছে। হত্যাকার চেহারার সচিত্র উক্ত এল'ট'র চেহারার মিলেই সোসাদৃশ্য আ'র জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন। আবার বোর হয় পুখু'র নিকটবর্তী হত্যাগণ অর্থ লোভে তারা হত্যাক নদীর গর্ভে হত্যার করিয়া হকে বুলাইয়া দিয়া ছিল। আশা করি গোঘাটের সব টিঃ বাবু ইহার বিশেষ অনুসন্ধান করিবেন এবং পুলিশের কতৃপক্ষ নেছরগণ হত্যাগণকে

অনুসন্ধান দ্বারা হত্যার কবিতা বিশেষরূপে চেষ্টা করিবেন।

১৩ই কার্তিক ১২৯৩ স.ল।

শ্রদ্ধা

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মথোপাধ্যায়

ভূতপূর্ব জনৈক শিক্ষক
যশস্বজ্ঞ হুগলি।

—৬৬—

শ্রদ্ধানন্দ দেলা অরণ্যে পু'টক'র মানে এক গ্রাম আ'র, এই গ্রামের অধিকাংশ ব্যক্তি নিশ্চয় হত্যার কবিতা হত্যার কোন মতে জীবিত নির্দ্ধার করেন। উক্ত গ্রামে প্রায় ২৫ আত্মা পত ভয় লোকের বসতি। কিন্তু উক্ত গ্রামে এতাবকাল পর্যন্ত আত্মা বিচারচর্চা কোথা হইয়া ছিল না। সাধারণ কেবল মাত্র আত্মা নিজ্ঞা ও প'রজনের দ্বারা ক'লতিপাত করেন। হত্যার তদন্তের অর্থ সবুজ ভূগণ। সে নিশ্চিত তাঁহাদের পুত্র পৌত্রাদিরাও আনাত্মা অজ্ঞান ভিনিরামের হইয়া ন'না প্রকারে হত্যার পত হইয়া চিত্ত হর মত মিজের ও স'র ব'র কটক অরণ্য হইয়া হত্যার কালতিপাত করত। অর্থাৎ আনাত্মা আত্মা'র সচিত্র প্রকারে কবিতাছে যে জাতীয় জনৈক নামক আত্মা বাবু ইংল্যান্ডের গো'র ও তাকাব জিজ্ঞাসা বাবু হ'র প্রসন্ন হইয়া মজাশয় হত্যার এক মৃতক য'র ও প্রায় ৩৪ ভিন চ বি'নাম হইল একটি উক্ত হত্যার বিচারালয় স্থাপিত হইয়াছে। আনাত্মা হইতে হইতন পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়া উক্তন রূপ লিখিত কাহা সম্পন্ন করিতেছেন। তদন্ত সম্পন্ন হইলে এই বিচারালয়ে এ প্রকার উদ্ভিৎ ঘোষণা আন বিচারালয়ের প্রধান শিক্ষক জিজ্ঞাসা পণ্ডিত গো'র চন্দ্র মথোপাধ্যায় মহাশয়কে মজাশয় ও ক'লতিপাত পারিলেন না। উক্ত বিচারালয়ে উক্ত হত্যার পণ্ডিত পণ্ডিত উপ'বাসী পুস্তক সবুজ পত হইতেছে, কিন্তু আমরা ইহার একটী মত অর্থ দেখিলান যে, হত্যার শিকার জনা তদন্ত কোরূপ ব'আগত করা হই নাই। নিরীক হত্যার সচিত্র প্রকাশ করিতে গা'র হইলেন। উক্ত গ্রামের কতিপয় নীচমনা জাতিব্রী নেহি'র উদ্ভিৎ বিষয় চেষ্টা না করিয়া বরক ইংল্যান্ডের জমা টাকার সবুজ চেটী।

উপসংহার কালে আনাত্মা বিচারালয় সমুদে ইনস্পেক্টর (Inspector of schools) মজাশয়কে অনুসন্ধান করি তিনি এই বিচারালয়

এই বিদ্যালয় হইতে উৎসাহের সহায় সহজিত
কলাপ করিতেছে। অধীশ্বরগণও প্রাণপণে ইহার
ক্রিয়াক্রান্ত সাধনের চেষ্টা করিতেছেন—সূত্রে থাকিবা
এই কথা যদি আমি ভুলিতে পাই তাহা হইলে
আমার মস্তক 'শ্রীতি' হইবে। আমার নাম
কলকটীকে অভিজিত করিলে কখনই তত্ব
শ্রীতিলাভ করিতে পারিব না।" সার চার্লস
ভাবতবাসীর সম্বন্ধে স্মৃতিচিহ্ন রাখিয়া বাইত-
ছেন। নিম্নের বিবরণ কখনই ভুল
অপত্ন্যবিত হইয়া থাকিবে না।

— ৩৩ —

মহারাজী ভারতেশ্বরীর স্মৃতি রক্ষার নিমিত্ত
প্রিয় অংগের সমুদয় স্মৃতিসমিতি স্থানীয়
করিতেছেন আজ কাল বিলাতের দুই একবার
সংবাদে তাহার প্রতিবাদ দেখা যাইতেছে।
প্রতিবাদকারিতা বলায় যদিও কেমসিংটন সম্প্র-
দায় গিল অংগের সঙ্গে বিলাতে গিয়া
হয়। কেবল কেবল বলায় "একটি কার্য" যে
সাধারণের সমাজভুক্ত মাই মানস-ভাউসের
সভাগণ তাহা বিবেচনা করিতে পারেন না। যে
শক্তি হইতে এই সম্প্রদায় উৎপত্তি স্থান উৎসার
সহিত মহারাজীর নিকট সম্মত। প্রথমতঃ এই
কথা আমবা ইহার ভিত্তিতেই যৌথ বেধিয়া
থাকি। যেহেতু অঙ্গের দুইটি এই কার্যের
অঙ্গের আরও হইতেছে তাহাতে তাহানো
এবং চটকারিতার পরিচয় প্রদান কর। এই
প্রস্তাবের এক অংশ দেখা আছে যে তাহী সজা
এই সভার নির্দিষ্ট সভাপতি থাকিবেন তাহাতে
চাইকারের তাহা মাইট বিশেষরূপে প্রকাশ করি-
তেছে। কেমসিংটন সম্প্রদায়ই এই প্রস্তাবের
মূল। যুবরাজ অংগ একজন উৎসাহ প্রকৃতি এবং
সাম্প্রদায়িক। উৎসাহ এই সম্প্রদায়ের প্রয়ো-
জ্য জেন পতিত হইয়াছে। এই প্রস্তাব
তাহী সজাটির সম্মতি প্রাপ্ত করিলে ব্যক্তিক
প্রদর্শন করা হইতে পারে কিন্তু এংগ অধীন
ভাবে বিচার করিয়া দেখিতে গেলে ইহার দুটি
সমস্ত কার্য বলিয়া বিবেচনা হয় না। স্পষ্ট
পোষ হইতেছে এইরূপ যে দুইটি বিশেষ প্রদেব
বিশেষ করা হয় না। ১। প্রস্তাবিত সভা
মহারাজীর উপস্থিত স্মৃতিচিহ্ন কিনা? ২। জন-
সাধারণে ইহার উপস্থিত স্মৃতিচিহ্ন অঙ্গের
প্রদর্শন করিবে কিনা? এংগ প্রকাশ্যে স্মৃতি রক্ষার
উদ্দেশ্য কি তাহা আমা জানিতে পারি নাই।
কিন্তু কোন ১। তাহা উৎসাহ স্মৃতি রক্ষার উপায়
করা যাইবে কিনা তাহাও কিছু প্রকাশ
পারি নাই।"

৩৩

উপর ইন-সি-ইউ বা

পূর্ণাঙ্গত্বের তাহা।

ইংরাজ অধীন যুবরাজ রাজা, ইংরাজের
সমান আর কোন জাতিই অধীনতার এত আর
করিতে পারেন না। ইংরাজের রাজ্য প্রজা
চিরকাল প্রজা সমস্তে বিস্তারিত কর। ইংরাজ
প্রজা অধীনতা দিয়া কৃষক করে। এমন
জাতি আমা অধীনতা। এমন জাতি অধীন
এক শত ত্রিশ বৎসর কাল আমা অধীনতা
তত্ত্ব প্রজা হইয়া মন বোধিতা আসিবে।
ইংরাজ আমা যে যে স্থান অধিকার করিতেছেন
কোথায় এত ইংরাজত্ব অধীন জাতি বাস
কর না। খালি সেসকল দেশের লোক
যাচা পাটরাহু আমা তাহা হইতে বঞ্চিত হই
কেন? ইংরাজ যে অধীনতা রক্ষা হইয়া দেশ
বিশেষে অত্যাচার বিতরণ করিতেছেন কেমসিংটন
কুইবেক এন্টারিও এবং মনিটোভা অধীনতা
অধিবাসিনগণ যে দেশের অধিকারী হইয়া সভা
সমাজ গণ্য হইতে চলিয়াছেন মিউনিসিপাল
কোর্ট, ব্রিটিশ কলোনিয়া এবং নতুনক্যান্সাসের বর্ক
জাতি যে সমস্ত অধীনতা পাইয়া কৃষক হইয়া-
ছেন, ইংরাজের অধীনতা প্রজা অধীনতা
অধিবাসিনগণ যে অধিকার লাভ করিয়া অধীন
তাহা বাস আমা করিতেছেন—বিশ্বাসী, কৃষক,
যুবরাজ, স্মৃতিচিহ্ন, অধীনতা সমস্ত আমা সেই
দেশের কাল হইয়া ইংরাজের তাহা তাহা জেন
করিতেছেন, সেই অধিকার ত্যাগ করিয়া ইংরাজ
গতর্ভবে প্রজা সিংহাসনের উৎসাহ করিতেছেন,
রাজত্বের প্রজা প্রজা অধীনতা করিয়া
ইংরাজের জনা প্রজা প্রজা অধীনতা করিতেছেন
—তথাপি ইংরাজ স্মৃতি—তথাপি ভারতবাসীর
উপর ইংরাজ বিদ্যমান হইবে, তথাপি আমা দেশ
এম দুটির উপর আর এক দুটি বিতরণ করিতে
হইলে ইংরাজ কাতর হইয়া গিল শত বার
প্রজা অধীনতা করিয়া থাকেন। একি সামান্য পরি-
তাপের কথা? তাহাতে বিস্তারিত বর্ণিত হইল।
ইংরাজের অধীনতা কোন্ দেশে বিস্তারিত উপ-
স্থিত হয় নাই? তথাপি ১৮৫৭ বৎসর
প্রজা অধীনতা জনা ইংরাজ ভারতকে অধীনতা
করিয়া গিয়াছেন, সেই সিংহাসন বিস্তারিত
ভারতবাসীর রাজত্বের অধীন পরীক্ষা হইয়া
গিয়াছে। প্রথমতঃ উৎসাহ সৈন্যের বর্ক
আমত চটকার যেমন তাহারা ইংরাজ রাজ্য
অধীনতা প্রজা করিতেছেন, পরে সমস্ত সম্প্রদায়

যেমন ইংরাজের জনা প্রজা অধীনতা করিতেছেন
তাহা ইংরাজের প্রজা অধীনতা করিতেছেন
করিয়া গিয়াছেন। ১০ বছর লোকে বিলাতবাসী
হইয়া যে অধীনতা উৎপত্তি করিয়া গেল ৩৯ কোটি
লোক সমস্ত হইয়া তাহা প্রতিবিদ্য
করিতে অগ্রসর হয়। বেধায়ে সমস্ত সংবাদ
লোকের আমা কোন্ সংবাদ লোকে
রাজ্যের জেন অধীনতা করিতে যে দেশ
কি রাজত্বের অধীনতা? ইংরাজ যদি সেই
যৌথ স্মৃতিতে ভারতবাসীর সমস্ততা না করিতে
কোন্ অধীনতা উৎসাহ তাহা পাট ১। কোন্
অধীনতা উৎসাহ তাহা অধীনতা অধীনতা
ভারতবাসীর কঠোর পরীক্ষা করিয়া সে স্মৃতি
চলিয়া গিয়াছে। ভারতেশ্বরীও ভারতবাসীর
তাহা গণ্য করিয়া আমা অধীনতা প্রতিবিদ্য
অধীনতা করিতেছেন। তাহা পরে মন বিদ্যমান, তত
মহারাজীর আমা গণ্য ও প্রজা অধীনতা
পাট। আমা তাহা চাই আমা তাহা পাই না
তাহা জেন অধীনতা আমা, তাহাতেই অধীনতা
হইয়া করিয়া আসি। তাহা আমা আমা স্মৃতি
সংবাদ, সে প্রার্থনা অধীনতা অধীনতা
আমা আমা আমা অধীনতা আমা, সে অধীনতা
অধীনতা ইংরাজ স্মৃতি হইলেন। তাহা
আমা অধীনতা আমা আমা আমা ইংরাজ
করিতে অধীনতা করিতে পারি না। তাহা
বাসীর উপর ইংরাজের কেমসিংটন একটা
তাহা অধীনতা অধীনতা অধীনতা হইল না।

সমস্তা স্মৃতি যখন ভারতবাসীর অধীনতা করিতেছেন
এই অধীনতা অধীনতা আমা তাহা অধীনতা
করিয়া গিয়াছেন, তখন অধীনতা অধীনতা
অধীনতা এইবার স্মৃতি ভারতবাসীর অধীনতা
করিতে পারিবে। স্মৃতি আমা আমা
সে আমা অধীনতা হইল; তাহা অধীনতা
এ অধীনতা অধীনতা অধীনতা অধীনতা
পোষক। যখন মন অধীনতা অধীনতা
উৎসাহ সাধন করাই তাহা অধীনতা
অধীনতা; কিন্তু এই অধীনতা অধীনতা
অধীনতা অধীনতা ইংরাজ আমা অধীনতা
ভারতবাসী তাহা অধীনতা অধীনতা। তাহা
করিতে অধীনতা। স্মৃতি অধীনতা
অধীনতা অধীনতা অধীনতা অধীনতা
করিতে অধীনতা অধীনতা অধীনতা
অধীনতা আমা আমা অধীনতা
অধীনতা আমা আমা অধীনতা
অধীনতা আমা আমা অধীনতা

[illegible]

पद-योग्यता के बिना कुछ संवर्गों के अंतर्गत में
अभिज्ञान के बिना न विद्यमान।

[illegible]

সে কথা ভাবিতে গেলে আনাহের প্রাণ
 বাঁধা লাগে। তাই আমরা ইংরাজকে বলি,
 আনাহের এবং ইংরাজের কল্যাণের জন্য বলি
 যে ভারতবর্ষ এখন অতিনিবিড় বান্ধা প্রচার কর,
 আনাহের অধিকার আনাহিগতক • যাও, আর
 মজারাবীর মহা প্রতিজ্ঞা পালন কর। প্রজা-
 তজন্য লাগন কর্তৃগণের কর্তব্য তাহাই
 না করিতে পারিয়া তাহার মজারাবীর নিকটে
 অপরাধী হইয়াছেন, তাবশর মজারাবীর প্রতিজ্ঞা
 বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া তাহার ভারতবর্ষের অতি
 রাজতন্ত্রের জটী করিতেছেন। এই দুই অপ-
 রাধে অপরাধী হইয়া ইংরাজ শক্তির
 ভারতবর্ষের নিকটে অধিক দিন আর স্থায়
 হইয়া থাকিতে পারিবেন না, বাধ্যতে ইংরাজকে
 বাধ্য হইয়া সম্মতি প্রদান করিতে হইবে, অথবা
 তাহার শাসনা করিতা প্রচার অতি বন্ধন করা
 কি লাগন কর্তৃগণ কর্তব্য নহে ?

ভারত শাসনের দ্বারা ভারতবাসীর উন্নতি
 সাধন করা কি ইংরাজ গবর্নমেন্টের উদ্দেশ্য
 যবে ? ইংরাজ গবর্নমেন্টে যদি নিবেদনা, করুণ
 ও এক হল দিভালিয়ামের উদয়পূর্ণ করিয়া
 বাহিরের খন ঘরে লইয়া যাওয়া, সভ্যজগতে

পাশ্চাত্য দেশের পরাকাষ্ঠী দেখাইয়া মৌরব লাভ
করা, আর রাজ্যগণকে সকল সম্বাদিকার হইতে
বঞ্চিত করিয়া রাখা, ইত্যাদি উদ্দেশ্যের উদ্দেশ্য,
তবে আমরা আর বিকল্প করিতে চাইনা। কিন্তু
শিক্ষা বিস্তার, সমাজ বিস্তার, উন্নতি বিস্তার,
আধুনিক বিস্তার, ভারতবর্ষের জীবন, ভারত
বাসীর কল্যাণ, ভারতের জন্য ভারত শাসন
ইত্যাদি যদি মুক্তি যুক্ত বলিয়া বিশ্বাস করিয়া
থাকেন তবেই আমাদের বলিতে হয় ইংল্যান্ড।
তুমি নিপথে গিয়াছ তুমি লক্ষ্যে গিয়াছ তুমি
কুটনীতির যন্ত্রণা চাইয়া বার্ষিক প্রজা সকলেরই
অন্যলের কারণ হইতেছে। আমাদের তব তব
পক্ষে ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ ইংল্যান্ডের রাজ্য বিশ-
বাস্ত হইয়া যাইবে।

আমরা এই প্রস্তাবের পরিবেশে যে উৎসাহিত
 শব্দের উল্লেখ করিয়াছি তাহা একখানি পুস্তক
 আনাঙ্গের অন্তর্গত । পুস্তকখানি "ওল্ডমান
 হোপ" নামক আর এক জন পুস্তিকার সমতুল্য ।
 ইহাতে লেখক প্রতিবিধি ব্যবহার পদ্ধতি
 হইয়া ভারত ভবনমণ্ডলের বহু অংশ, তাহা-নব
 সংসোধনের উপায়, এবং বর্জনান শাসনের
 কল নির্দেশ করিয়া প্রকৃত সভা কথার প্রচার
 করিয়াছেন । গভর্ণমেণ্টের যদি চকু থাকে
 শিক্ষাভ্যাস করুন । এই পুস্তকখানির
 অর্থের সহিত আনাঙ্গের এক নত আ'ছ । পুস্তক
 খানি উদ্ভাবন করিয়া লেখক যে কাঁচকাটা
 দিয়াছেন আমরা এতল তাহার বহা সাধা
 করিয়া দিলাম ।

পূর্ব্বাভ্যাসের উদ্ভাৱ ।

۷

শেখর বসু

ভাষা নির্ভরতা

ବିଳି ମୟାଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ ।

ਅੰਤਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ

চিকুস খেলায়

मनुमान निजाम अमरनाथ ।

કોટક બાઈ નાંકું

একদিন যাউক।

अभिष्टेद प्राप्ति कुर्याद्व नाकि ।

ধর্ম বহুনাথ

ছিয়া মেটে যায়

কেছ দয়াঃদয়া করিবে নাকি ।

হিহু এক রিম
রাজহাজরী
সে গৌরব আত বিদ্যাহে চলে ।
জান বিদ্যাবন
মত সে উজ্জল বিদ্যাহে ফেলে ৷

৪
চৌবিক আবার
অগ্নি অতিমারী
হাজরী সন্তান কিবিত মবে ।
মনিমারী নীর
কাহারও চরণে
তবু জম্বুজমি আর বিজুপবে ৷

৫
কিরীট চারার
বেশভারী তরে
কাকি ধূলি তব মাঝিরা ধীর ।
পুত্র বীচাশর
অমল বিজ্ঞান
লোক আর্থ পড়ে তু বিদ্যা বার ৷

৬
যেরেছে কি আশা
বিচার অত্যাশা
অবহিস আর উকিবে কবে ।
ওরে পুত্রগণ
কনকী হোমের
চিরদিন সুখা কাবিত রবে ৷

৭
কেমনা জননী !
হিও কারামতি
পূর্ণাক্ষ পাশে অগ্নস ও
তে মার সন্তান
বাহুর অশ্রু
হুত তেত শুন উঠিছে ও ৷

৮
কেমনা দুখিনী
ভারত জননী
কেমনা আশার গৌরব ঘন
বেশ মনে মনে
সন্তান সন্তান
আগে আগ বিদ্য করে আগমন

—৩৩—

ভারতবর্ষের বহির্বানিজ্য ।

ভারতবর্ষের পণ্য প্রবাহ আর আমদানী রপ্তানির
পাঁচবৎসরের হিসাব বাহির হইয়াছে । হিসাব

লেখিলে যের বর ভারতে বাণিজ্যের বিন বিন
উন্নতি হইয়াছে । ১৮৮৫-৮৬ অব্দে ভারতবর্ষের
মজসমেত ৫২ কোটি টাকার দান আমদানী
হইয়াছে । রপ্তানি প্রবাহের মূল্য ৮৪ কোটি ।
১৮৮৫-৮৬ অব্দে আমদানী রপ্তানী এ বৎসরের
অপেক্ষা কিছু অধিক হয় । ভারত ভারত উক্ত
বৎসরের প্রবাহের উপর মূল্য ৮ পণ্য প্রবাহের
পরিমাণ সকল বৎসরের অপেক্ষা অধিক হইয়া-
ছিল । ইহার আর একটা কারণও দেখা যায় ।
সে বৎসর আমেরিকা, যুক্তিয়ার মধ্যে ভারতবর্ষের
মিকট পরাজিত হইয়া গিয়াছে । সে বৎসরের
অমাদান বৎসরের মার বৎসর রপ্তানি বিদ্যা
উন্নতি পাবেন নাই । ১৮৮৫-৮৬ অব্দে ভারত-
বর্ষের আমদানী রপ্তানির মূল্য ৬০ কোটি টাকা
হুতি হইয়াছে । আমদানী অপেক্ষা রপ্তানিতে
দেশের বন হুতি হয় এরপ কাহারে বিবরণ
উক্তার যের বর ভাবিবেন এইবার ভারতবর্ষ
কাপিয়া উঠিবে ।

অত্যাশা ভারতের মধ্যে গমনের কিছু অধিক
রপ্তানি হইয়াছে । গত বৎসর এখান হইতে
৮ কোটি টাকার গম রপ্তানি হয় । গত ১৫
বৎসরের পূর্বে রপ্তানির পরিমাণ ৩ মূল্য ইহার
অল্পেক মাত্র ছিল । রপ্তানি গমনের অর্ধেক কোথাই
হইতে প্রেরিত হইয়াছে । সকলেই জাত আন্তর
কোথাইয়ের সনান বাণিজ্য প্রের বেশ ভারতবর্ষের
আর কুতাপি দেখা যায় না । গত দুই বৎসর
অপেক্ষা ৩ বৎসর চাউনের ৬ লক্ষ মাল অধিক ।
তুলার রপ্তানি গত বৎসরের অপেক্ষা ২৫ কোটি
টাকার মূল্য । এই মূল্যের কারণ এই যে গত
বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে কলের সংখ্যা অনেক
বাড়িয়া উঠিয়াছে । মূল্য মূল্য বেশকল কল
বনিয়াছে দেশীর উপর মূল্য সেই সকল স্থানে
অধিক পরিমাণে জাত হইতেছে । তথাপি চীন
দেশে আমদানির বড় মূল্য । যার আমেরিকা হইতে
ভারত রপ্তানি হইতে পার না । গত বৎসর ২৫ লক্ষ
টাকার অধিক চা রপ্তানি হইয়াছে । কিন্তু
ভারতবর্ষে এই আধিক্যের কারণ নহে । চীন
এই জাপান হইতে ভারতবর্ষে অর্ধেক পরিমাণে
চা আমদানী হয় । সেই আমদানী চাই ভারত
বর্ষের সাহিত্য মিসাইয়া পারসা এবং অত্যাশা দেশে
পরিমাণ হইয়া থাকে । জাপান এবং অত্যাশা
দেশের চা রপ্তানিতে স্টেট কিং বড় রিম
রাহিত দেশে রপ্তানি করিবার ক্ষমতা চীন এবং
জাপানের চা রপ্তানাক হইবে তৎ দিন ভারত-
বর্ষের গৌরব থাকিবে না । চীনকে কান

করিতে পারিলেই আমদানী চা নষ্ট হইয়া উঠিয়া
একাধিকতা করিতে পারিবে । বেশকল
এবং ইতালি ভারত প্রেরিত প্রবাহ
সামান্য প্রবাহ করিতেছেন । কিন্তু আমেরিকা
ভারতের উপর ইচ্ছা নুষ্টি নিবেশ করিতেছেন
ইরানিও জাত ভারত হইয়া বনিয়াছেন ।
হুই প্রদেশে ভারতবর্ষের পণ্যপ্রবাহ বৎসর
প্রেরিত হইয়া থাকে । আমেরিকা আম
ভিবিয়া বা বাজাইয়া ভারতবর্ষের সাহিত্য প্রেরিত
হইয়া উঠিতেছে ।

ভিন্ন দেশ হইতে আমদানির বেশ বে মূল্য
আমদানী বর ভারত কাপড়, বাতু, চিনি, তৈল
কমলা এবং রেশম বড়ই মজার দান । এই সকল
প্রবাহ আমদানী গণবৎসর ভিত্তি হুতি
হইয়াছে । গত বৎসর আর ২৪ কোটি টাকা
বস্ত্র, সাড়ে পাঁচ কোটি টাকার বাতুপ্রবাহ এবং
১ কোটি টাকার তৈল আমদানী হইয়াছে
তৈলের মত আমদানী হইতেছে তত্বনা অধিক
কাংশই ভারত প্রেরিত ভিবিয়া এবং মরিচ
হইতে প্রবাহ হইয়া আইয়ে । যদি ভারত
বর্ষে তৈলের কল হুতি হয় কান এখান হইবে
এই সকল প্রবাহ বা পাইয়াই বর বনিয়াই তৈল
প্রবাহ করা হইতে পারিবে, এবং ভিবিয়া
ও রপ্তানির পরিমাণে প্রবাহ হইবে মূল্য
রপ্তানি হইতে পারিবে । আমদানির প্রবাহ
দানী কল-কমলা কিছু অধিক হইয়া আমদানী
বনী ব্যবসারিগণ হইবে । করিলে ভারতবর্ষে
কমলা অত্যন্ত দুরীভূত হইতে পারে ।
গত বৎসরে ২০ লক্ষ টাকার বেশলাই এবং ৬৪
লক্ষ টাকার মোটাকাগল আমদানী হইয়াছে
কল কলের এত হুতি হইয়াছে যে এদেশে কল
কল এত আমদানী হইয়াই আমদানির বিক
বেশলাইয়ের জন্য আমদানী ২০ লক্ষ টাকা
হইবে ? আমদানির বেশ এক বড় পর্য্যবেক্ষণ
ভারত আমদানি কি করিতেছেন ? এই
পরিমাণ মূল্যের বেশলাই চা করিয়া নই
কি কোথায় কলকার মূল্য হইয়া উঠে না ?
বেশলাইয়ের জন্য আমদানী পাবেন দুইপক্ষী
এটা সামান্য লক্ষ্যের কথা নহে । যার
জাত আর দান । প্রবাহ প্রবাহের জন্য
গত ১৯ এবং দ্বিতীয় বৎসর ৫১ লক্ষ টাকা
বিদ্য হইয়াছে । আজ কার অর্ধেক মাল
এখান বনিয়া দুই প্রবাহ করিতেছেন ।
বড় বড় বণিকেরা বহির্বর্ষ হইতে জাত আম
পারিলেই সুখী হন ? ভারত ব্যবসারিগণ

স্পেন্সেটর বলেন ইউরোপ দিন দিন দুর্নীতি
 পায়মান হইতেছে। কৃষক ব্যতীত প্রত্যেক দেশ
 একইরকম মনস্তত্ত্ব। রাজনীতিক কর্মচারিগণ
 পক্ষান্তরে পক্ষান্তরে বেড়াইতেছে। ইংলান্ড
 নীতির উন্নতিসাধনে ব্যর্থতা করে এবং দুশাসন
 প্রচারের পথ কষ্টকর হইয়া পড়িয়াছে। সু
 গেরিকার যুবরাজ আলেকজান্ডার দুইবার স্বত
 ক্রমীকৃত হইয়া পড়িলেন রাউবেন্সের প্রি
 মারকে লইয়া টানাউজেন, বিলাতে, নিঃ চেষ্টা
 লেনের পূর্ব পর্য্যন্ত পুণ্ডি ইন্সপেক্টর রাধিক
 হিতে ছয়। অক্সফোর্ডে যোগদান করিয়া
 ছয়, সুগেরিকার এক সম্প্রদায়ের লোক অ
 তাহার বর্তমান মন্তব্যস্বত্বের একাংশ
 ব্যক্তি পাইলে ইংলান্ড রাজ্য ও রাজকুমার
 পর্বত হুরি কবিতা পায়মান করে। ইউরোপ
 এই রূপ এমনিরকম ব্যাপ্ত হইতেছে। বিলা

গেলে ইউরোসের বতায়োয় এমিরার কণিকা
ভরাবত। এমিরাতে একাশা শক্ততবে কত
ভাও সম্পদ কন, ইউরোসে সভ্যতার লোক-
সংখ্য চাকিয়া খানিত অস্ত্রের চাকিয়া কইকা
খানক। ইউরোসের ঘটনা বহি সভ্য কন কবে
ইউরোসের রাজসৌভিকের সফই দুর্গিণ উপ-
স্থিত।

৩১৫ আন্তঃগণ্য গ্ৰাণ্ড মোজাইকী সন্মত অধিবেশন
চলি গৈছে। বীজেনি একজন রাজা নিৰ্বাচিত হৈছে
এজাৰ কৰিছা হৈছে।

କାଟିରୋଡ଼େ ଜନରବ ବେ ଟିଏବାଜରା ବାଜାଡେ
 ଟିଭିଲିଟି ମନ୍ଦିରାଗ କରିଡେ ବାସ୍ୟ ତନ କରାସିରା
 ଜାହାର ଚେଟା କରିଡେହନ ।

বাহার্য গোপন করিয়া গিল এলেকজান্ডারকে আটক করিয়া লইয়া যাত্রা ত্যাগবিগতকৈ ঘন্টা করিয়া রাখা হইয়াছিল। ক্রমকৈ সমস্ত করিবার জন্য ত্যাগবিগতকৈ দূর করিয়া দেওয়া হইত। জেবায়রুল কুলখার্মি আন্টিনেটম উঠাইয়া লইয়াছেন।

জনবর যে ক্রমের জার ভেনমার্কেটের প্রিন্স ওয়াগিয়ায়কে বুলগেরিয়ায় রাজত্ব দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন ।

সোফিয়া এবং তারপরে বুকের কথা উঠেছে।
 সোফিয়ার কলমের দ্বারা পুনঃ পুনঃ লিখ
 তেছেন যে বর্তমান অবস্থায় কলম তারপরে
 বুকের আয়োজন করিতে বাধ্য হইয়াছেন।
 আদেশকক্ষপুত্রের আদেশ কর্তৃপক্ষকে ছাড়িয়া
 দিবার জন্য তিনি বারবার বারী করিয়া পাঠা-
 ইতেছেন।

টেলের বকসনা পুলিশ হইতে সেখানে
সোপারক হইয়াছে। হত্যার অপরাধ করিয়া
গিয়া সাংবাদিক আবারও অপরাধে দাড়াই
রাছে। এই অবস্থায় টেল মাহেব সেখানে সোপা
রক হইয়াছেন।

ডাক্তার আর. কে. বসু, এবং এস. পি. সিংহ,
বিলাতের চিকিৎসা পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া, ভারত
বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন ।

২১এ অক্টোবর গোয়ার গভর্ণর জেনারেলের
 জীবন আর রোগে দুখী হয়েছেন। গভর্ণর সাহেব
 নিত্য অবসর হয়েছেন। জীবিকোগে সন্ত
 করিয়া রান্না শাসন করিতে তাঁহার শক্তি নাই।
 সেইজন্য সাহেব পদত্যাগ করিয়াছেন। আবার
 তাঁহার জন্য সন্ত হয়েছি।

বঙ্গবীণা প্রকাশ-অনন্ড। কলিকতা, বঙ্গবীণা
বিভাগী-৩৩৩। উল্লিখিত।

স্বত্বার্থেই রেলপথে বিচারের যার কংকণ
 করিবার কল্পনা করিবারছন। রেলপথে স্বত্ব-
 চা'রিহি'প'র বেবর কট'র প'রকরা ন'ব দী'কা
 ক'মি'না যা'ই'বে। এ'ই'বার প'রিত' কো'রানী, কো'ল'ম
 ক'র'চ'রি'বা যা'ই'বে। অ'থ'ে'ই আ'হ'রা
 ক'মি'না'জি'ক'র'ন য'ক'ন ক'র' য'ক'ক'প'র ক'র' উ'ই'ক'হে
 ক'র' গ'ব'ক'ব'ক'ই' স'ক'ক'প'।

ইংলিসম ন তত্বে নব্য নীতিশাস্ত্রের যে বিলা-
তাই জাতীয় এক অর্থ আদায়ের বিজ্ঞান
হইয়া উঠিয়াছে। সম্ভ্রান্তি ধর্মবীর্য বিজ্ঞানকে
বিজ্ঞানকে চিত্র দেখা যাইতেছে। গণবীর্য
আদায়ের একমাত্র সৈন্য জগৎ রাজ্যের নীতি
যাইতেছিল। বিজ্ঞানবিদ্যার আদায়ের
করে। বিজ্ঞানবিদ্যার অর্থ সাহু আদায়ের
অর্থায়ন করিয়া ত্যাগিয়া বিজ্ঞান। সাহু এক
কম বিজ্ঞান হইয়া। উত্তর আদায়ের আদায় এক
বার সাহু হইতে পূর্ণ হইয়াছিল। যোদ্ধা
যুদ্ধ আদায়ের অর্থায়ন বিজ্ঞান সৈন্যের
অধিনায়ক। অর্থায়ন আদায়ের অর্থায়ন
যোগ বিজ্ঞান বিজ্ঞান জাত আদায়ের
উপর বড় অর্থায়ন। উই অর্থায়ন পূর্ণ আদায়ের
অর্থায়ন অর্থায়ন বিজ্ঞান করিতেছে। অর্থ-
নাম উৎপাদনকে কেবল করে উৎপাদনই উৎ-
পন্ন হইতেছে।

এতদ্ভুক্তকৈ অব ইতিয়া তাহে সহ হ পাইয়া-
ছেন জরপুত্রও চিন্দ্ৰ মুসলমানের ন্যায় চন্দ্র ঘাট ।
বিশেষ অমিত্র হইয়াছে । চিন্দ্ৰ মুসলমানবিশেষের
পুত্র গৃহ গমন করিয়া তাতারের উপর অত্যাচার
করিতে আরম্ভ করে । এতী কতকসূর সত্য বলা যায়
না । কিন্তু জরপুত্রের সুবরাহ্মণের পক্ষে এতী বড়
নিষ্কার কথা । অন্যান্য রাজ্যের রাজারা যখন
চিন্দ্ৰ মুসলমানকে শাস্ত করিতে পারিয়াছিলেন
জরপুত্রের রাজা পারিলেন না কেন ? শুনা
যায় জরপুত্রের অধিবাসিগণ রাজার উপর অস-
ন্তুষ্ট হইয়া ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন
করিতেছেন । বুদ্ধ রাজার রাজ্যে প্রজাবর্গের
অসন্তোষের কোন কারণই ছিল না । সুবরাহ্মণ
পিতার সম্মান রক্ষা করিতে পারিলেন না ।

জেনারেল হুইট্‌সে একজন বৌদ্ধ ধর্মপ্রাণ
 পার্শ্বিক ভাষায় বৌদ্ধ ধর্ম, শিক্ষা, কল্যাণ, মিত্র
 মিত্রোমে, অ.মিত্রোমে। এই ভাষায় প্রকৃত
 ধর্মের অর্থ হইয়াছে। অর্থাৎ ধর্ম প্রচার করা
 হইয়াছে।

उत्तराखण्ड

କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନୀତିନୀତି

[illegible]

অন্য ভাবি পাঁচ দিন হইল এখানে বস্তু এক
আশ্রয় ঘটিল। হইল গিগাহে। বস্তু ইহা
এক মাইল অন্তর বা বাটা নামক স্থানে এই বস্তু
জমীন্দারদের বংশীর কয়েক জমিদার বাস করে
সেই বংশের একটি পক্ষের ঘরীর বাসক পাঁচ
থাকে, বহুদিন ঐক্য রানকারেও সম্পূর্ণ
বইবে পারে নাই পাঁচ দিন, পুণ্যে নিশীথে
সময়ে উক্ত বাসকটী বাস্য পক্ষে চীৎকার করি
উঠিল। চিৎকার শুনিয়া উত্তর পিতা মা
প্রভৃতি বাসীর লোক সকলে নিকটেই হইল।

শালক চুইলী হস্তে জোড়ের সজিত মুক্তি ধারণ করিয়া আঁহ। এত জোড়ের মুখা ধরিয়া আঁহ বে শবীর আঁহটে লোহ। জাভার মাঝে টিংকাব করি-
বাস কানন জিহ্বালা কবাস নালক গলিল এই মার
একটী রুতা আবার নিকট আসিয়া বসিল নীচা
তুট স্ম কষ্ট পাইতছিল ততএব তেঁহক এই
মহমতী দ্বিত্বি কান্ত করিয়া পর। ঈশদেব
সিকড়টী নাড়লিহ ভিতবে রাখিয়া ধাবণ করি-
মিহাগ চইবে, এই সলিয়া রুতা চলিয়া বেল।
এক মণ ভাত মুখা করিয়া কাছি জোমবা দেব
অ নার ভাতের ঈশদ আঁহ কি না। এই সলিয়া
কানন মুখা খুগিল সন্মল সেন্ধিল বক্ষিণ কান্ত
একটী সিকড় অঁহটে। পর দিন প্রাতঃ ভাত ব
পিতা অর্ধ নাহুলি করিয়া উক সিকড়টী টাশকে
পবাশা স্বেম, সেট খাবি বালকটী বেল স্তম
চইয়াছে ঈশরের অনন্তলীলা উযাড়া করে কণ্ডার
সাদা

আর একে স্তম সংসার আজ পাঠকগণকে
উপভাব দিব। সে দিন আমবা এখানে আসিবার
সময় জৈনক জীবনরব মোকাম সিরাজগঞ্জ
অজ্ঞার লই। মোকা ধানি বকরে বাধা আঁহ,
এমত সময় উহার বাণীব জৈনক কর্ণদাবী পূজার
দাভাব করিব বজনা ভাভার নিকট আসিল।
জীবনাব মতালম কনা, না কণাব পর কণ্ঠচাবিটীক
ভিআসা করিলেন এখন ভব কি বর সিক্তর চই
তেঁহ। কদুতর কণ্ঠচাবিটী গলিল একটাকা চারি
আনা সের সিক্তর চইতেছে এই কথা লমবা
পানি বিস্মৃত চইয়া কছিল, ম দুধব সের এত তপে
লোক বঁচ কি কনে, জীবনাব বলিলেন সেরের
অর্থ আছে। আপনাদের দেশে পাঁচসের
এখানকাব একসব চইবে। তখন ভাবিলেন
কতকটা বকা। তত্রাত কণ্ঠচাবের বিধয় স্তম
চইতে এক সূর পাঁচসের দুধ টাকায়, তবে আর
কলিকাতার সজিত প্রভেদ কি? সিবাজগঞ্জ মাখন
দেউ টাকা সের দুধ টাকায় একসব, কিন্তু
এখ নে মাইট ভোলা ওজনের সের। এবেগে গণ্য
বস অগ্নি বলা লেখিতেছে। তবে উহার কারণ
আঁহ প্রব। ঈর জমা গো সকল খাইতে পার
না। উহার কবার উপর অষ্ট প্রহর পাবা থাকে।
সামান্য কিছু লক পোয়াল খড় খাইতে পার
মাত্র। এত মনস্তান গাতির দুধ কোথা চইতে
চইবে কাজেই দুর্খুলা। অনিলাম বসন্ত ওগ্ৰীষ
কাল দুধ সত্তা হু, উপরর উল্লিখিত সের অর্থৎ
পাঁচ সের তিন চারি আনার বিক্রয় হয় ইহাতেই

বোব হউতের বেদ্যাম গাতি বধেই আছে
কেবল আহার অতঃবে দুধের পরিম ব হু.স হইয়া
মুলা বৃদ্ধি হয়।

এ দেশে তরকারি দুর্লভ, মৎস্য অজস্র, লোকে
অর্ধেক মাচ ও অর্ধেক ভাত খায় বলিলে অত্যাক্তি
হয় না। জানে ২ নিমজ্জন খাইতেছি, মৎস্যাব
তরকারি লাভ আটটা, নিরামিষেব মধ্যে বাউল দুট
তিন রকম হয় মাত্র। তত্তির অন্য তরকারি
কোরই দুট হয় না। মৎস্য গোবেদ্য এক বার এ
দেশে আঁহন এবেগে মৎস্য রন্ধনের প্রণালী
তির প্রকার। আনাধেব দেশে যেমন বীতি
মত মাচ ভাজিয়া তরকারি হয় এখানে ইছাবা
ভাতা পচক কবে না ইছারা বগন ওরূপ
করিলে মাচ পুড়িয়া যায় এখানে যেমন তরকারী
হয় তাহাতে কাচা মাছের তরকারি বলিলেও
হয়।

সংবাদদাতার পত্র

পূণা।

গোমাই পদপথের মস্তর্গত পূণা - পূণা কলিকাতা
চইতে রেলযোগে প্রায় ১৫০০ মত মাইল পথ।
পূণা অতি প্রাচীন নগর পূণা নগরের পূণা নান
কবণ সম্বন্ধে অনেক অনেক প্রকার অনুমান
কবের যেটী প্রমান ভাভাটে লিখিত চইল।
কথিত আছে মহাবীর শিবজী এই নগর ভাভাব
রাজপুত্র, চিত ও প্রমান স্ত্রী বজীবাণকে দাম
কারিয়া পূণা করন সেট অবধি এই নগরী পূণা
নামে খ্যাত একগে ভাভাবট অপভ্রংশ পূণা ম ম
চইয়াছে। এখানে বোম্বাই প্রদেশের অনেক
প্রধান প্রধান কাব্যালয় স্থাপিত অত্রতা প্রধান
আধিবাসীঃগের নাম মতারাষ্ট্রীয়। এতলভী
কিন্তু মুসলমান পানী প্রভি অন্য প্রকার অনেক
বসতি আছে। কলিকাতা চইতে এখানে
আসিত প্রায় পূর্ণ তিন বিংশ সময় লাগে ভাভা
তৃতীয় জৈনীর সর্বস্বত্ব ২২ টাকার মৌ চইবে না
কলিকাতার লোকের ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে
এলাকাব চইয়া জামনপুর পবাস্ত এংপাব গ্রেট
ইণ্ডিয়ান পেশ্চিমতম বেগওয়ার জামনপুর ঠেগনে
চড়িয়া একাবার কল্যাণী জংসন চইয়া পূণার
আসিত হয় এই প্রাথটা চইল প্রধান পথ, (Main
line) ইয়া করিলে জর্জলপুর ঠেগনে চড়িয়া আন
আর ঠেগনে গাড়ী বহন করিয়া পোন্স আনার
ঠেট রেলওয়ে হয় যে, ঠেগনে নানিয়া পূণার

মাতঙ্গা বার। পূণা নগর সমুদ্র-সমন্বল চইতে
১৮৪২ কীট উচ্চ অবস্থিত। এ প্রদেশের প্রায়
সমস্ত নগরই পর্যন্ত মালাব পরিবেষ্টিত। চারি-
দিকেই নগর স্থানলা প্রভৃতি পল তগাত্রে নিম্ন
মৌজবা চড়াউগা বর্ধকের ময়ম মম পরিভূত
করিয়াছে। এখ নকার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি
ভল্লর অতি রমণীয়। বহিঃপ্রদেশালা না থাকিত
ভাভা চইলে বকরণের সত্তে ভুলনা দিতে পারি-
তাম। বজবেগোংপার সমস্ত কল মূল এখানে
বর্ধষ্ট পরিবার পাশ্চাৎ বর এমন কি আনি
মিলে একসব জৈক্ট মাসে উত্তম ভালপাস ও
মোমা পাকা বাইরে পাইয়াছে। এখানে
বেঁধবার জমবার ও জামিবার অনেক
আঁহ। অ.ম.র এ বীর্ঘ পবাস বাবা জামিনাতি
ভাভার বিসমল আপনাব পারিক্রম নিল। এখ ম
কার প্রধান তট্টা নান সন্মলর মৎস্য মণ্ডলাঙ্গর্গ,
উভা কি কি বজপাথর উপর নির্মিত ভাভা দ-
জৈনচইলপূণা বিজ্ঞান কলেজ, পাণ্ডিত্য নারী পা-
উপবিত্ততনয় ভর মুক্তি জোড় স্তম্বলী প, স্তনী
বেবী প্রতিমা। এই পাভাভের নিম্ন অপূর্ণ উদ্যান
নাম জীবনগ রাখিয়াছিলেন, এখন পর্যন্ত এ
নাম অতিষ্ঠিত ও খ্যাত। গবেশ খন্ড (গাণেশ
খণ্ড) নাত্র প্রতিমি লাটে সন্মলর মৎস্য
ভবন। পূণা নগর এখবীরবা উভা-
কনা বাড় ন সল। নগর পাভার সেন্ট-
লেনগির্জা, মিউনিসিপাল বাজার পূণা চি-
শালিকা, নটীনাও দুর্গ, আরাবা জেল, ইত্দি
ধন কুন্দ, ডা-উ সেমুন বা ১১ বাত উদ্যান
(Bound garden) ভল্লের কলেব কাবখানা
পূণাংগত, সিংহ গড এবং মূলা মুখার জল-
প্রপাত ইত্দি।

১। মণ্ডসারি দুর্গ পূণা চইতে ১৪ মাইল
দূরে অবস্থিত উভা কির্কি (Kirkee) রাজপথ
সর্গিত অত্রক পাভাউ উপরি নির্মিত দুর্গ।
এই প্রকাও দুর্গ আদল শতাব্দীর শেষ ভাগে
পানী কড়ক উভাব অংগ চিত্ত স্থাপনার্থ নির্মিত,
এই দুর্গ ৬২০ মত প্রস্তর ভাবাণ নির্মিত উভাস
গঠন প্রাচীন প্রাচীন বোম্বীয় বিগর অট্টালিকা
ইত্দির গঠন মূখ্য।

২। পূণা বিজ্ঞান কলেজ। এই কলেজে প্রা-
থম দুইটা বিভাগ আছে। একটীত ইঞ্জিনিয়ারিং
বিদ্যা সংক্রান্ত সমস্ত শিক্ষা দেওয়া চইয়া থাকে।
অপরটীত কৃষি বিজ্ঞান বিসয়ক সমস্ত শিক্ষা
দেওয়া হয়। ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ অত্রক
একটী বকাও কারখানা আছে (workshop)

ইচার এক ভাগে কাঠ নির্মিত নানা ককাব আসবাববৈভ্যারি হয়। অপরটীও লোচ গলাই, ঢালাই ও কল কলনা নানা প্রকার আবশ্যকীয় বিষয় সকল ছাত্রদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়।

ক্রমশঃ

— ৩৩ —

শান্তিপুর।

উত্তিপূর্ণ অত্র ডাকঘরপাড়া মিশ্রী ভগ-
নামচন্দ্র কলু মামক ভৈরব বাজি, সবেশ্রমাধ
লাজিতী, মধুসূদনলাজিতী ও বোগেশচন্দ্র যুগাপা-
নায়ের নামে মারপিট ইত্যাদি বাঘের মাথাঘাটেব
নবাগত শিখ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট জীসক বাবু
বিজয়মাবব মণ্ডপাধাস মজাবব সমীপে যে
অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিল গত কল ১লা
নবেম্বর সোমবার শান্তিপুরের অনরবি মাজিষ্ট্রেট-
গণ কর্তৃক ডাঙা সন্তোষকর ২মাণ অত্রাৎ ভিস-
নিস্ চট্টরা গিয়াছে। এই মকদ্দমার অরং ডেপুটী
বাবু স্থানীয় এ২২ অনরবি মাজিষ্ট্রেট জীসক বাবু
চরিতাস রায়, জীসক বাবু রাজকৃষ্ণ প্রামাণিক
দি চারপাতি ছিলেন। বিচারপতিগণ আইন ও
প্রমাণের দাস। অনেক সময়ে সত্য মকদ্দমা প্রমা-
ণভাবে ভিসনিস্ হইয়া যায়। শুতরাং এই নোক
কদ্দমেও প্রমাণ অত্রাৎ ভিসজন শিচ বপতিই
যোগেশচন্দ্র ও মধুসূদনকে অধ্যাত্তি প্রধান
কবেন। কিন্তু অরেন্দ্রকে অরং ডেপুটী বাবু
দেবী দ্বির করিলেন অবশিষ্ট বিচারপতিগণ
ডাঙাকে মির্দেব বিলচনা করার আইনের মর্ধ্য
সার অধিকাংশ কারিকমরসার বাতাল হয় অর্পে
সবেশ্র ও খালাস পায়। অরেন্দ্র সস সসতদুব
প্রমাণছিল তাহাতে অরেন্দ্র মুক্তিলাভ করার
বিচারটী টিক হইয়াছে কি না তাহা আনরা
একণে মির্দেব নত প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক নহি-
তবে বধন উপযুক্ত আদালত হইতে সবেশ্র অবা-
হতি পাইয়াছে তখন সপিতাব হইয়াছে উভাট
মনে করিয়া লটুত হইল। এই নোকদ্দমার
বাহী দুইখী সত্য ভিন। অতিবাহীগণ সম্মল ও
লসল। অবলে দুর্জনে বিচার হইলে অরল লক
নানা উপায় দুর্জলকে শাসন ও কক করিয়া
থাকে। অরলপবও যে অতিবাহীগণ বাজীকে
নানাক্রমে জ্ঞ বা শাসন করিবে না একলা কে
লাভস সহকার বলিতে পার? আনরা এট
নোকদ্দমার বাহী, বাহীর সাক্ষীর এ২ অনরবি
মাজিষ্ট্রেটগণের রায়ের নকল পাইল এই নেক-

দমার আশ্রয় হইল, কি কারণে এই নোকদ্দমা
উত্থাপিত হইয়াছিল এ২ এই নোকদ্দমা সম্বন্ধে
অত্রাৎ বহুসং কথা অরেন্দ্র অধ্যাত্তি পাণ্ডার
সহ-২ আবাদিগণের নিঃসব সত প্রকৃতি নোকদ্দ-
মাব বাস্তবীক বিষয় সোমলতাশব বিজ পাঠক
বর্গকে সমবাস্তরে সবিস্তার উপহার ২দান
করিল।

২। 'মাকড় মাবিল বোকড হয়' এই
একটি লবার বাক আছে। একজন চাসা একটী
মাকড় মারে, মাকড় মাবার পাপ হইতে মুক্তি
লাভের কল্প এই চাসা এক শিল্পক সমস্তাব কথা
জিজ্ঞাসা করার কনিনেন "এ২ চাসা তুই ২
কাতন কডি উৎসর্গ করিলি ২িগক (ব্রাহ্মণকে)
হান কর তোব মাকড় মারা পাপ বগুন হটাব"
কিন্তু বিন পরে এই ব্রাহ্মণের একপুত্র একটী মাকড়
মার এই চাসা ডাডাডাডি ব্রাহ্মণ সমীপে উপস্থিত
হইয়া নিশ্চয়ন কবে মজাশর আপনার পুত্র আজ
একটি হুতং মাকড় মারিয়াছে শুতরাং বড পাপ
হইয়াছে" "এট বড় মাকড় মারার নকল কর
কাতন কডি বাৎকা ২" ব্রাহ্মণ পীড়ী পুধি অমক-
কণ উল্টাটরা গভীর সার কচিলাল আনি বর্গ-
জ্যেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, আনার পুত্র মাকড় মাবিরাছে
ডাডাড পাপ হয় না তবে নোকড হয় গটে।"
এই মাকড় শব্দ কেন জজক দুজায় আব
নোকড শব্দেব অর্পই বা কি ডাঙা আনব জানি
না। কিন্তু প্রবাসটী গড় পাকা গোছেব। অ.ম.
দিগের শান্তিপুরের মিউনিসিপালিটীর কর্তৃপক্ষ-
গণ এই লবারের একটী বিনক্ষণ উদাহরণ হল।
এ২মিকাব বড বাতালরের সন্ধিকটে "রথের সরাণ"
বলিয়া একটী হুতং রাস্তা আছে। অত্রতা সপ্র-
সিদ্ধ চাটখালা গোআনী প্রজুরিগব জীজি
গোকুলচাঁদ ঠাকুর এই রাস্তার মালিক। এই
পথেব উপর মিউনিসিপালিটীর কোন অধিকার
নাই বোধ সরকার বাতালুর উভাব ত্রিসীমাতঃ
হাইতে পাবেব না। কি রায় রানলকব বাতালুব
কি মতিম বাবু, কি বনেশ বাবু, কি খানচবব বাবু
(যিনি অতি শান্তপ্রকৃতির লোক কুহবটীকেও ছেই
বাঁকা প্রয়োগ করত না) যিনি বধন রাণে বাট
সবভবিকার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট হইয়া আসিয়া-
ছেন প্রায় সকলই এক একবার এই পথ লইয়া
গোলমাল বা নাড়া চাড়া করিয়া দেখিয়াছেন,
কেহই এই রাস্তার উপর মিউনিসিপালিটীর বা
সরকার বাতালুবর আধিপত্য বিস্তার করিত
পারেন নাই। এই পথ লইয়া অনেক বার অনেক
আদালতে যায় হাইকে ট' পরিস্ত ও নোকদ্দমা
হইয়া গিয়াছে। অত্রোক নোকদ্দমাতই কি

দ্বির আদালত সমস্ত কি মজামাজ হাইকোর্ট
সকল বিচাৰালয়ট ২ গোকুলচাঁদকে ভগী ক রয়া
ভেন। সপ্রতি অত্রতা মিউনিসিপালিটীর কর্তৃপক্ষ
কগণ এই রাস্তা রীতি নত পাকা বা বাতাল এবং
বর্ষাকালে লোক সমুহের বাতালাতের কষ্ট হ
ইত্যাদি উজ্জ্বল রাস্তা বেরানত করিবার জ
গোআনী প্রজুরিগকে একখানি নোটশ জারি
করিল। উত্তিমসো গোআনী প্রজুরিগ বলাস
প্রাণপণে পথটী উত্তনরূপ ওস্তত এবং জল নির্গ
নের উপর করিতে থাকে কিন্তু নির্দিষ্ট সমস
যথো রাস্তাটী সম্পূর্ণ ভিক বা বগুয়া প্রজু সন্তান
গণের নামে নোঃসের সত অমাত্র করা বলিল
একটী নোকদ্দমা উত্থাপিত হয়। এক-২ আনব
শুনিতেছি যিনি মিউনিসিপালিটীর সভাপতি
তিনিই মিচুরপ'ত' (ডেপুটী বাবু রূপে) এই উ
হাত দিয়া মজীসার মাজিষ্ট্রেট মাজার হ
কিনস্ সাহেব বাতালুরের নিকটে প্রজু গোআনী
মজোনগণ এক বরখাস্ত কবিয়াছেন। নোকদ্দ
মার কলাকল আনরা পাঠকবর্গকে পরে জানাই
রথের সরাণের রাস্তার উপর মিউনিসিপালিটী
এ২ সরকার বাতালুরের কোন কর্তৃত্ব বা অধি-
কার না থাকিলেও বাতালে রাস্তা রীতি
থাকে নোক এবং লকটাবির বাতালাতের স
হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি বাধিবার কি স্থানীয় মিউ
সিপালিটী, কি স্থানীয় কর্তৃপক্ষ উত্থরই অ
কার আছে। বাস্তবী রীতিমত থাকে সে বিষ
আবাদিগণের নত বৈধ নাই। মিউনিসিপালি
সে জনা যে রথের সরাণের অধিকারী ২
সন্তানগণকে নোটশ দিয়াছেন তৎ প্রতি ও অ
দিগের কিছু নাজ আপত্তি নাই। গোআ
মজোনদেরা যদি এই নোটশের সন্তানসাবে নি
মিত সময়ে বোজীশের লিখিত কার্য সমুহ
করিয়া থাকেন সে জনা নোটশ অমান্য ক
অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছেন, এ২ সে জনা
উহার সার বিচারে হণ্ডিত জন সে বিব
আনরা দ্বিকৃতি করিব না। তবে মাকড় মাবি
নোকড হয় কেন? যে রাস্তাটী জীজি ২
২মার পার্শ্ব হইয়া বর,বর চলিয়া গিয়াছে
পথটী কি ২ গোকুল চাঁদ ঠাকুরেব রপের সরা
রাস্তা অপেক্ষা অতি জঘন্য নয়? অর্গে ও নয়
বড অত্রত ২ গোকুল চাঁদ ঠাকুরেব রাস্তা ২
এই রাস্তার তত প্রভেদ। আনরা আজ
২২সর হইতে এই ডয়ডর জঘন্য বাস্তবী বো
আসিতেছি। এই পথটী অ.পক্ষ গোআনী ও
দেব রথের সরাণের পথটী গোণার চ

এই সোমপ্রকাশেই জাতীয়তার পার্শ্বের
রাজ্যটির হ্রস্বতার বিষয় ৪।৫ বার লিখিয়াছি।
কি ইউনিয়নগুলির কি তাইস চেয়ারম্যান
কি বাবু পরেচন্দ্র রায়, মতান্তর কি কনি-
কর বর্গ, কি ওবরসিয়ারগণ কেউই এই রাজ্য-
এক বার লক্ষ্যপণ করিয়াছেন না, করিয়া
নাই ইহার, কীর্ণ সংস্কার এত দিনে হইয়া
নাই। এই রাজ্যের উত্তর পার্শ্বের কয়েক বার
গান্য বেশ্যা ও মুচিরগণের বাস আছে। নিউনি-
য়নগুলি এই সকল ভ্রূম্বী শোনার বেশ উপা-
লভ হইতে কতিপয় এবং মিত্রের মুচিরগণের
কৃত্য জ্ঞাতা বেশ্যাদের অর্থের ভাগ লইয়া
এত ভাড়াপের লভ্যারূপে রান্না একটা লক্ষ্য
করিত। থাকিলে উত্তর কপোকা আর অধিক
হার বিবর কি হইতে পারে? এই পক্ষী কি
কড় মারিলে বোকাও হয়" তাহার উদাহরণ
নয়? আমরা ভরসা করি আমাদিগের
উনিয়নগুলির মুখ চেয়ারম্যান জিৎসু বাবু
জয়মোহন মুখোপাধ্যায় মহোদয় এই রাজ্যটি
লক্ষ্য করিয়া উনিয়নগুলির কার্য কল্যাণের
কাজিয়া দিয়া হুইমুচি, ব্যাখ্যা, টাক্সসহ-
এর বাজারের অধিকার করিয়া দিয়া তাহা
ব অজস্র ধন্যবাদের পাত্র হইবে। আনা-
গব বাসবায় লিখিত বিষয়েরও বর্ধাৎ প্রমা-
ত হইবে।

৩। শান্তিপুত্রের ৮ বাসব হুগ, বড় বেশের
বাল হুগ বিনীত। সকলেরই শুভা বা জানা আছে
যায়ে নান বিক জিন ৩০ সফল মোকর বাস,
এই বাস উপলক্ষ প্রতিবৎসর প্রায় ৫০/৬০
জাব মোকর সমাগম কর হুতবাং গড়ে কিছু
মলক মোক। পূর্বে পূর্বে বৎসর এখানকার
উনিয়নগুলি এই সকল মোকর প্রজাব,
মোট প্রকৃতির জন্ম যে পাইখনা প্রকৃতির
বন্ধা করিতেম তাহাতে ভালরূপ সকলের
বিধা ২৭ আশা রক্ষা কর না। আমরা বিশ্বাস
করে আগত হইলাম, আমাদিগের সমাগম
পুটো বাবু বাবু এই রাসের সমগ্র জীবীর
মোকে ৫-৭ সর্বসাধারণ রাস খজিরগণ ২ আন
মোট প্রকৃতি কার্য করিবার এবং উপযুক্ত পুলিশ
স্বাধীন ২৭ বৎসর করিবার ইচ্ছা প্রকাশ
করিয়াছে।

৪। আমরা শুনিয়া আসিয়াছি হইলাম
খানকার বহুসমিতি সভার কার্য সমাপ্তি হুতবাং
পে নির্ধারিত হইতেছে।

বিজ্ঞাপন।

চিকিৎসা-প্রকাশ যন্ত্রের পুস্তকালয়।

১৮৯ নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।
ডাক্তার জিৎসু বাবু মুখোপাধ্যায় কৃত বাসবীর পুস্তক
গ্রন্থ হইতে এই পুস্তকালয় থেকে বিক্রি হইবে।
একটি দ্বারা আর বিক্রি হইবে না।

তৎকৃত

সরল ভৈরব প্রকাশ

অর্থঃ

সহজ মেট্রিক। মেডিক।

১ম ভাগ।

গৃহস্থ ও পাড়ারগণের ডাক্তারদের জন্যে
প্রকাশিত হইয়াছে।

রয়াল ১২ পেজ ৩-০ পৃষ্ঠার বেশী।

দাম ১৫ টাকা; ডাকমা শুল ১/০

এ পুস্তকালয়ে পাওলা যার।

ডঃ পরেশনাথ মুখোপাধ্যায়
ম্যানেজার।



ইলকট্টে। গ্যালভানীয়

কবচ ও অনন্ত।

বি. এম. কার নির্মাণকর্তা ও আবিষ্কারক।

নং ২৮ বৃজাপুর স্ট্রীট কলিকাতা।

আমার নির্মিত অমুরী, কবচ ও অনন্ত অতি-
রিক্ত বিক্রয় হইয়া অনেক অনেক রকম নির্মাণ
করিয়া বিক্রয় করিতেছেন। ইহা সকলেই জানেন
যে, ভারতবর্ষে আমিই নির্মাণ করিয়াছি। সুবি-
ধাত নিম্নলিখিত লীলবার্ট হোমবার্ট অকবার্টস, চারন
লকট, লালার মিকট হইতে ক্রয় করিয়া বিক্রয়
করিবেন, ম্যানেজার ও পুরাতন স্বর আন্দোলনে
আরোণা হইয়া থাকে, বিশেষতঃ ওলটটা ও বসন্ত
রোগে ইহার আন্দোল উপকারিতা নক্তি দেখা
হইতেছে। এমন কি ইহা দ্বারা কবিলে সংক্রামিক
রোগ কষ্টকর আক্রান্ত হইবার সম্ভাব্য নাই। শুধুতঃ

ইহা রক্তপরিষ্কার করতা পাতা আন্দোলন ও
কলকাল মধ্য নিগদন কর। এমপ্যাথিক,
কোমপ্যাথিক, ও হাইড্রোপ্যাথিক চিকিৎসাতে
হইয়া কলকাল নাই এই কাকিত দ্বারা কল
পাট হইবে। সোমপ্রকাশের নির্মিত কবচ ও অমুরী
ভাঙিত সংযুক্ত বলিয়া টিকি কবিল সে নিত্যন্ত
অমূলক ও তাহা ব্যবহারে কোন ব্যক্তি কখনই
আরোণ হইতে পারেন। প্রতি কবচের দাম ১/০
আনা, ডাকন ১২৫০, প্রতি অমুরীর দাম ২ টাকা
ডাকন ২০; প্রতি অনন্তের দাম ১৫০ ডাকন ১৫
পাতি ৩ পোষ্ট ১ হইতে ৬ খান। ৬/০। অমুরী
ডাকন ৫৫০, ই. হ. রা অমুরী ও অনন্ত নষ্ট হইলে
নাম পাঠাইবেন।

—৩৩—

ইলকট্টে। গ্যালভানীয়

কবচ ও অনন্ত।

পি, সি, দাস

ভারতের একমাত্র নির্মাণকর্তা ও

আবিষ্কারক।

৩৪ নং বেনিগার্টোলা লেন গটলভা কলিকাতা।

চিকিৎসার অপবিসীন ভগ্ন বর্ধন।



আক্রান্ত ২৫৫০প, আনোরিকা এবং তাবত
নবো গোবাই, মাস্তাজ, বেহুন ঢাকা, এলাহাবাদ,
সিলগাট, কটক, নেদমীপুর, মুম্বাই, শৈলনাথ,
অসম, পোণারস হাইড্রোপ্যাথিক দিল্লী, লাহোর
কান্দীর ও জগতের সমস্ত সভ্যজাতি এখন এক
বাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন যে আমক উৎকট,
বাদি বাজা এমপ্যাথিক, হাইড্রোপ্যাথিক
কোমপ্যাথিক, জোমপ্যাথিক ইত্যাদি নানা
প্রকার ডাক্তার কবিরাজ যে সমস্ত রোগে প্রসিদ্ধ
ও আরোণ হইবে না বলিয়া বোগীদিগকে এক-
বারে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন তাহারা আনাব এই
মহৎশক্তি জীবন অল্প বৈজ্ঞানিক হাফিৎ চিকিৎসা
দ্বারা সম্পূর্ণ আরোণা হইতেছেন। আমার এই
ভাঙিৎ অমুরী কবচ ও অনন্ত সর্বসাধারণ রোগ
আরোণা করিয়া থাকে এবং ভাঙিৎ সংযুক্ত জন্ম
ব্যবহারে মানব পরীয়ে বোগ নিকটে আকৃষ্ট

सर्वज्ञताः प्रकृतिज्ञिताय पाद्विषः नभस्तैः सति नभस्तै न जीवताः । २० ३६३ अत्रज्ञाः ।

৬ বিপ্লবাব্দ ৩৩ এ কার্তিক।

समस्त-भारत वाणिज्य सम्प्रदाय वार्षिक
 मुद्रा मासिक, निष्पन्न २५ दिसम्बर
 सन् १९३६

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।
 अथ श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ।
 अथ श्रीकृष्ण उवाच ।
 दृष्ट्वा तु पाण्डुपुत्रोत्तमं
 भगवत्पुत्रसमन्वितम् ।
 वीर्यवान्पुमान्पुनः
 पुनश्च तस्मात्परायणम् ॥
 अथ श्रीकृष्ण उवाच ।
 दृष्ट्वा तु पाण्डुपुत्रोत्तमं
 भगवत्पुत्रसमन्वितम् ।
 वीर्यवान्पुमान्पुनः
 पुनश्च तस्मात्परायणम् ॥

২১লা বীর ভাঃ মাঃ ২১০ টাকা মাত্র ।

(মাসিক) বেঙ্গলবাস (পত্র)

ঐযুক্ত কুখর চ'ট্টোপাধ্যায় কতক,
সম্পাদিত ।

হিন্দু ধর্মের এক মাসিক মাসিক পত্র ।
মাসিক মূল্য সমস্ত পক্ষে ২ টাকা, অসমস্ত ১ টাকা ।
কিছু গীতা ও বেঙ্গলবাস একত্রে লইলে মাত্র ভাঃ মাঃ
৩ টাকার দুইই পাইবেন ।

ঠিকানা, - ৬৬ নং কলকাতা স্ট্রিট, কলিকাতা,
বেঙ্গল ন কাৰ্ণাধারক ।

দি-ড্রেন্ডাইন হোমিওপ্যাথিক ফার্মেসি
নং ১৪৫/২ বহুলাঙ্গার স্ট্রিট ।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সমস্ত ।

অর্ধ মূল্যে বিক্রয় ।

উক্ত ঔষধালয়ের জন্মদাতা উপস্থিত অষ্টোবর,
নবেম্বর ও ডিসেম্বর এই ৩ মাসের জন্য আনন্দা
সমস্ত ঔষধ অর্ধ মূল্যে বিক্রয় করিতেছি ।

ঔষধ সমস্ত মৃতন ও অকৃত্রিম ।

৩ জন বহুলাঙ্গী ও উপস্থিত হোমিওপ্যাথিক
চিকিৎসক ইহার তত্ত্বাবধায়ক ।

আমাদের ঔষধ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঔষধ কি
ইউরোপ, কি আমেরিকা কি ভারতবর্ষ, আর
কোথাও পাইবেন না ।

বেঙ্গল প্রভৃৎ এই সময়ের মধ্যে অন্ততঃ
৫ টাকার ঔষধ গ্রহণ নিশ্চিত প্রাপ্ত হইবেন
উক্তাদের ১ নং ১০০০ এর সঙ্গে প্রাপ্তক
আনন্দা চিরদিন অর্ধ মূল্যে ঔষধ যোগাইব ।

চিকিৎসকেরা এই সময় তাগার পূর্ণ করিয়া
কউন । এরূপ ছবিয়া আর কখনও ইবন কি না
সম্ভব ।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের সমস্ত আনন্দ-
কীর জন্মদাতা অর্থাৎ প'কটকেল, বারনমিটার
প্রভৃতি আনন্দের নিকট অতি মূল্যে মূল্যে
পাইবেন ।

আনন্দা ফুল হইতে স্যামাইট সিডলিঙ্গ অনেক
একটি আনন্দা ঔষধ আনাইয়াছে । ইহা মাত্রা
কোষ্ঠবদ্ধতা, বাহুধোব, অস্ত্রধোব, বহুধোব
গোটের সকল রকম পীড়া ও বাহুরোগ প্রভৃতি
অতি শীঘ্র সারিয়া যায় । ইহা প্রত্যেক গৃহস্থের
গৃহে রাখা উচিত । বালক, স্ত্রীলোক, প্রভৃতি
সকলের পক্ষে উপযোগী । কুহ কুহ সাধা
স্বীকার করে অর্ধ পাউণ্ড শিশির মূল্য ২ । ৩ ট
পরসার টিকিট পাঠাইলে আনন্দা ইহার বাবদ

৬৭ ও উপকারিতা সহজে ৩২ পৃষ্ঠার একখানি
পুস্তক বিলাতীয়া পাঠাইয়া দিব ।

নং ১৪৫/২ বহুলাঙ্গার স্ট্রিট, হোমিওপ্যাথিক ও কুখর
স্ট্রিট-কলিকাতা । কোঃ ঔষধ ও পুস্তক বিক্রয়

ঔষধ জীবন ।

প্রাচীন সংস্কৃত চিকিৎসা গ্রন্থ । নামেই ইহার
উৎপত্তি পরিচয় দিতেছে । এই গ্রন্থের সমস্ত কবি-
ভাট প্রায় ব্যর্থ বোধিনী । 'ক গৃহস্থ, ক চিকিৎসক,
সকলেরই ইহা জীবন স্বরূপ, এবং কান্যানোবী-
হিন্দুর বিশ্বব্র আমলের মানসী । আমরা এই
গ্রন্থ মূল, টীকা ও বিস্তৃত ব্যাখ্যার সহিত গতি
মাসে ৪০ পৃষ্ঠা কবিতা বণ্ডে বণ্ডে প্রকাশ কবি-
তেছি । ছয় মাসে সমাপ্ত হইবে । পুস্তক পূর্বে
১ টাকায় সমগ্র পুস্তক বেতনা ৪ টাকায় । এখন
২ টাকায় । কার্ণাধারক ঐবিভূতিচন্দ্র ও
ভাস্করাচাড়া, ভায়া জীবনপুর ভগসী ।

কে.ডি. সরকারের উপদংশ রোগের পারা বজ্জিত মহোষধ ।

শিশুদি বিজ্ঞানকার অবসান সময় মেপার্লার
জন্মল এক মুসলমান ফকীরের নিকট প্রাপ্ত ।
বিগত ২৬২৫সর ইহা বিলাতীয়া বিস্তৃত হইয়াছে
কিছু জনে ইহার উপকারিতা ও যশের প্রচারের
সহিত ইহার প্রচলন এতদূর বৃদ্ধি হইয়াছে যে
নিম্ন মূল্যে বিতরণ এক প্রকার অসাধ্য হইয়াছে ।
এই সকল এবং অসংখ্য কারণে ইহার মূল্য নির্ভা-
রক কবিলান । ইহাতে কোন প্রকারের পাশ
মাই, ইহা অসম্ভবমান্য সেলেনেট সজ্ঞা সজ্ঞা
লোক এই উৎকৃষ্ট পীড়া হইতে সম্পূর্ণরূপে চিরা
বোগ লাভ করিয়াছেন । গর্ভবতী স্ত্রী কোলমার
ইহার সেলেনেট রোগাযুক্ত হইয়াছে । গর্ভাবস্থায়
সেবন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ । ইহার দ্বারা শিশু সন্তান
ও শৈশব রোগ হইতে সম্পূর্ণ অব্যাহতি পাই-
য়াছে । ইহা বোম্বের সর্বব্যবস্থা আশু কলগ্রন্থ ।
এমন কি পারাঘটিত ঔষধ সেলেনেট লুপ্ত রক্ত
ও পরিষ্কার করে ও শরীরের সকল প্রকার ক্র
ইহা দি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করে, এই রোগের
এক পাত্র বজ্জিত অর্থাৎ মর্দেবধ এ পর্যন্ত
অবিকৃত ৪০ নাই । কয়েকজন ভবিষ্যৎ ডাক্তার ও
সজ্ঞা গতির প্রকৃত জন্মদাতা এবং ঔষধ
সেবনের নিয়মাদি ঔষধের শিশির সহিত প্রাপ্তিবে,
আমাদের লিখিলেই উক্ত প্রসঙ্গাদি বিলাতীয়া
পাইবেন । প্রত্যেক শিশির মূল্য ২৪০ প্যাকিং ।

ক্রীতলা নাম সরকার

গবর্ণমেন্ট পেনসনর-মহো ।

- ৬৬ -

সকলেরই বাবদ

কুখর-বিনাশক 'চণ' ।

অষ্টোবর যে মাসে তাহের মোম উঠাইবার
ইচ্ছা করিলে, এই চূর্ণ একবার মাত্র খালাইলে
যিনি নিমিত্তের মধ্যে উত্তমরূপে মোম বিলম্ব
হইবে ।

মূল্য—প্রতি কোঠা ৪০, প্যাকিং ৮০ আনা
এই চূর্ণ খোস কিয়া কোন প্রকার কত ব'য়ে
কাগান বিবেক ।

বি, এম, কার,

২৬ নং বহুলাঙ্গার স্ট্রিট, কলিকাতা ।

- ৬৭ -

নিউ হোমিওপ্যাথিক হল

এম, বি, বিয়াস এণ্ড কোং ।

৪৭ নং লীডার্স ঘোষের স্ট্রিট কলিকাতা ।

বিজ্ঞপ্তি

টাটকা ঔষধ ।

উত্তম উত্তম পুস্তক, পকেট-বক্স, বারনমিটার
৩৩ শিশির বাহিক ও আভ্যন্তরিক ঔষধসম্বন্ধে ২২
শিশির কর্তৃক, মচা প্রভৃতি সমস্ত অতঃপরীয় জ্ঞান
ইংলণ্ড, জার্মান ও আমেরিকা হইতে আসিয়াছে ।
গৃহচিকিৎসার উপযোগী বাবতের বাতালী পুস্তক
এখান পাওয়া যায় এবং প্রদান প্রদান সংব
পত্রের ও চিকিৎসা সম্বন্ধে মাসিক পত্রিকা সক-
লের বিশেষ প্রসংসিত "সম্পূর্ণ বিধান তত্ত্ব বা
হোমিওপ্যাথিক কি ?" নামক উৎকৃষ্ট পুস্তক
খানি কেবল আনন্দিনের নিকট আনন্দাঙ্গল সহ
১.২০ এক টাকা আর আনন্দা মূল্য পাওয়া যায় ।
ওলাউঠা ও গৃহ চিকিৎসার জন্য সকল রকমের
ঔষধ পূর্ণ বাস্তবিক অর্থের মধ্যে প্রাপ্ত থাক ।
কয়েক বৎসর হইতে মচা মচা রোগীর আরোগ্য
বা বা বিশেষ পণ্ডিত সর্বপ্রকার মাদেরিয়া
স্বরের শাস্তিকারক উৎকৃষ্ট হোমিওপ্যাথিক ঔষধ
ব্যবস্থাপত্র সহ ১৩ জনের মূল্য ৪০ এবং বহুলাঙ্গার পীড়ার
বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবস্থাপত্র সহ মূল্য
১৪০ দেড় টাকা । ইহা কেবলই আনন্দিনের দ্বারা
বিক্রীত হয় । ডাক্তার লিখিলে এমিড কপুরের
আবক ব্যবস্থাপত্র সহ মূল্য ১ আনন্দিনের নিকট
পাইবেন ।

মকদ্দমার অর্ডার কপুরের সহিত ডাক্তারের
পার্শ্বল বাতালী শীঘ্র পাঠান হয় ।

- ৬৮ -

ভারত শিল্প সামিতি।

আমাদের কারিগরদের সকল পকার, শীশ, মোহর, চাপরাশ, মনগ্রাম, নামের কাউ, উড, এনগ্রেভিং, অমুরী ও ঘড়ীর উপর নাম খোদাই ও সকল প্রকার রপ্তানী, অতি হালত মূল্য পাওয়া যায়। সকল রকম ছাপার কার্যও অতি তত্বাক্রমে সম্পন্ন হইয়া থাকে, যাঁহার বেনাম কার্য চটক মা কেবল আমাদের দ্বারা সম্পন্ন হইবে। (১০) আমার) টাল্প পাঠাইলে নিয়মাবলী সহ প্রদত্ত পত্রিকা পাঠান যায়।

পুস্তক বিভাগ

এখানে সকল প্রকার ছলপাঠা পুস্তক ও মার্টক মডেল, রাজ্যের ইংরাজী জীবনচরিত্র, জনপদভাস্ত্র, মাপ, এটলাস যাঁহার দ্বারা সরকার সমুদয় প্রস্তুত হয়। ১০১ অর্ধ আনার টাল্প পাঠাইলে ক্যাটেলগ পাঠান যায়।

জে, কে, শর্মা এণ্ড কোং।

২৭ নং কলকাতা স্ট্রিট, কলিকাতা।

প্রেরিতপত্র।

বিলাপ।

(বিজয়র - হারকানাথ বিদ্যাসুন্দর মহাপ্রেরিত
অর্গ প্রাপ্তি উপলক্ষ নির্ধিত।)

ভারত ভাগ্যে আজ দুঃখের রজনী

আসিগা উদয় হল, তার। তার।

ভারত বঙ্গ আজ ভাঙিয়া অগ্নী

বাইনে অর্গধামে কাহা'র সখার।

(২)

হার বে করাল, অন্ধকার করি

ভারতের চক্রে আজ লইলি চক্ৰিয়া

স্বয়ং আলিঙ্গন সদা, কি করি, কি করি,

যার প্রাণ, হারা হার। হার বাহিরিয়া

(৩)

হার কাল! কি বিলাপ বসনা তোমার,

লইলে দরিদ্র ধন হরণ করিয়া

পাশাপাশি গঠিত কাল স্বয়ং তোমার

পরিচয় দাও তুমি খালি কালইয়া।

(৪)

ভিখারী কাকালী তাঁর আংকের হৈ

কেবল রে মিলি কাল কঁদিলি হইল!

কমেচার পরিচয় দিলে কি এখন

বলিত হুশে পূর্বে হই পদে দিল।

(৫)

হইত অমাব আজি আশা সকল

ভাবাইত আজি গোরা কাকালির মন

কিবা পাপ কঁদিত কোম পাপ মনে

এমন রতন আজি হারা হইল।

(৬)

হার। হার। সর্বনাশ হইল রে আজ

চাখিত অস্থির তার। তবোহে পবন।

হার রে নির্ভর বিধি করিয়া একাজ

কি ফল হইল তব বল যে পাবন।

(৭)

হার। আজ হারা হার ভারত রতন

বড়ই অত্যাগা যোরা তাই এখনে

প্রাণ তরি মরণ করিতে কখন

পাইব না পুনঃ হার মোদের জীবনে।

(৮)

হয়ানয়।

কেন যে নিরত বল চটিলে এমন

কেন কেন বজ্রাঘাত হইল গো শিব,

সবর হইয়া বিধি বিছিন্ন যে ধন

নিরত হইয়া পুনঃ নিলে কেন ক্রিবে।

(৯)

সব গেল-সব গেল-হল অন্ধকার

ভারত হইল আজ অন্ধকার নহ।

এ আধাব কখন কি মুচিরেণা আর

পাবনা কি পুনঃ মোরা সেই সহায়।

(১০)

হে মহান।

তোমার মাঝি পান গোনা কবিতা বর্শন

পাবনা কি আর মোরা অন্ধর জুড়াতে

নির্ভর হইয়া হেণ তাজি কি কাবন

আরতিয়া আনা সব লোকেতে পোড়াতে

(১১)

এস বজ্রবাসীর্গণ। সব প্রাণ তবি

কাহিয়া ভিজাই তাঁর অধীর চরণ

কাল চোরে যে রতন করিয়াছ হুরি

পুনঃ পাইব না হার তাঁহায়ে কখন।

(১২)

হেব।

তোমার বিমল কীর্তি সজীব করিয়া

রাখিব তোমারে হেব। জগৎ হিতবে

কিছ কি পাবনা শান্তি দে পব হেরিয়া

যে পব হেরেছে কাল নির্ভর অস্তরে।

(১৩)

যায অতুল কীর্তি হার করিবে একাশ,

যুগ যুগান্তর ধরি এই পৃথিবীতে

জগত বিধাত আশা এ সৌন্দর্যকাল,

পাব না কি পুনঃ তাঁরে অস্তরে হেরিতে

(১৪)

হয়ানয়।

তপেতে বঁকিত করি আমা সখ্যকারে,

অরণ্যে লইয়া গেলে যে মহাবাতাল

তপেতে রাখিও এক শূন্যতা তাঁর

রূপা করি স্থান দিও তাঁকে ও চুপে।

জীবনচক্রে মিত্র।

—৩৩—

বিবাহ প্রতিমা।

কে তুমি হাঁড়ারে বিবাহ প্রতিমা,

কেন গো মলিন ওমুখ চক্ৰিয়া?

কেন একাকিনী বিবাহ অস্তর,

বুক ভাসাইছ অবিবল ধারে?

বদন মলিন আলু খালু কেন,

বদন মণ্ডলে নাহি মুখ লেপ,

বধা সন্ধ্যাসিনী তখনাখা গায়,

যদি উড়িতেছে ও, তত্বাক্র কাল,

মাতিক উদাস, মাজি শান্তি মনে,

পাগলিনী প্রাণ আশাভীর প্রাণে,

অনন্ড অস্তবে বধা অনাধিনী

পূর মনে বালা খুঁড়িছ বরনী।

জানি জানি জানি নহ কাকালিনী

আছ যে তোমার জনক জননী,

আছে সন্তোদর আছ সন্তোদর

প্রাণের সচিত্র ভাল-বাসে তারা।

তবে কেন তুমি সখা বিবাহিনী?

তবে কেন কাদ বিবস মানিনী?

আছত তোমার বসন ফুৎফ

আছেত তোমার চক্ৰণ বৌবন?

তবে কেন তুমি সখা উদাসিনী?

তবে কেন কেন বধা উদাসিনী?

কি তল ভাবনা কি তব মাতনা?

বলনা বলনা, কি তব কামনা?

কার তব তব মধা অধি করে?

কার তব তুমি আছ পাণে মনে?

আছ ত আছরে অধিবনী তার

অনন্ড জননী সন্তোদর লয়ে।

ভাগ্যে তোমার দেহ মাঝে করে
তোমার সত্য আশ্রয় অন্তরে ।
তবে কেন তুমি এগো অত্যাগিনী ?
বিরলে কাছিয়া ডালাও বরনী ?
কি কীট পলিল মরম প্রসূনে ?
কে মংশিল তব কোমল পরাণে ?
কার করে সখা পোড়ে তব হিয়া ?
কারে তুমি তব মরম সুদ্রিয়া ?
আহা ।

বুকেছি তোমার স্বপ্নের আলো ।
তুমি যে স্বপ্নের পতিত বাল্য,
তাই সখা তব অক্ষয়্যার স্বপ্ন ।
তাই তব তুমি বিবাহের মীমাংসা ।
কেমনা কেমনা সুখিনী তপিনী
তব সম হেরি কঁত অত্যাগিনী
এতি ঘরে ঘরে গুহুরে গুহুরে
কাছে বিরবি ব বিত অন্তরে ।
কত বন্দী নারী সংখ্যা নাই তার
বিরলে কেলি'ল নরম আসার
মরমে দ্বিষ্টে দীর্ঘ নিশ্বাসে
আছি আছি তাকে রিপূরুল তাসে ।
অত্যাগের তাকে রিপূর তাক'ল
কত অত্যাগিনী পাশ এলোতলে
পড়িছে অতল মরকেব কপে
নিরব চরণে আঁধা দ্বিষ্ট রূপে ।
তাই সে কারণে আশ্রয় বাতন্য
কত নারী পার কে করে গণনা ?
তাই বলি বোম্ থাক সাবধ নে
ভুলনা ভুলনা পাশ এলোতলে ।
গুননা গুননা অরিদের তাক
সোনার জীবন তো'রামা'কা থাক ।
পেয়েও ব্যাপি সামবী জীবন
অকাতরে কর পুণ্য উপার্জন
চিরকাল বাছা থাকিবে সজতে
আদর্শ সত্য দেহিতে বজ্রেরে ।

হরিমতি
বিনোদ
জিহ্বচন্দ্র রায় ।

—৩৩—

বিষয় সুদ্রিয়া ।

গত ২৮ এ অগ্রহায়ণের সঙ্গীতিনীর জ্যোতপত্র
বলিয়া ১৯২৭ তৎপূর্বে অনেকগুলি সংগান-পত্র
“ইন্দ্রজাল কলতরু” কবীর -কোন পত্র
কের বিজ্ঞাপন বাহির হয় । কোন তীর্থ জনী

অক্ষরী ইহার অবেদ্য । ১৩ নং মাসিকতলা
জীটের ককিরচন্দ্র সরকার ইহার প্রকাশক
বলিয়া বিজ্ঞাপন প্রকাশ থাকে । এই বিজ্ঞাপনে
ভুলিয়া বিস্তারিত ব্যক্তি ককির সরকারের মাঝে
টাকা পাঠান । কিন্তু পুস্তক পান না । পুস্তক
না পাওয়া দেখে আমকেই ককিরের মাঝে
অভিযোগ করিয়া সঙ্গীতিনী আকিসে ও অগ্র-
সঙ্গান সমিতিতে পত্র লিখেন । তৎপূর্বকারী
এবং সঙ্গীতিনী সম্পাদক পরামর্শক্রমে আমরা
অগ্রসঙ্গানে যোগি, ককিরচন্দ্র সরকারের বিজ্ঞাপনে
যে ঠিকানা লেখা ছিল, সেটি একটি খোলার ঘর
সেখানে সুদীর্ঘ বোকা । প্রথম দিন সুদীর্ঘ নিকট
ককির সরকারের বিষয় জিজ্ঞাসা করা হয় সে বলে,
“ককির সরকার মাঝে এক ব্যক্তি বাসায় থাকিত
নটে, কিন্তু এখন আর এখানে নাট । কোন্
পাসায় গিয়াছে জানি না । সুদীর্ঘ নিকট এতদূর
উত্তর পাঠিয়া আমরা পার্শ্ববর্তী অন্য একটি বোকা-
নেও সঙ্গান লইলাম এবং বাবু হরিমোহনর
চিঠিয়া খানার দক্ষিণ পশ্চিম কোন্ সংলগ্ন
অকিয়া জীটের খোলার ঘরে তৎকালিক বাসার
সঙ্গান পাঠিয়া সেখানে বাইলাম । কিন্তু ভাগা-
ক্রমে সেখানেও তাহার সাক্ষাৎ ঘটল না ।
সে খোলার ঘরবাসী বোকামহারণ বলিল “এই
বাসায় ককির থাকিত বটে, কিন্তু এখন সেখানে
গিয়াছে । তাহার বেশ কোথায় জানি না” ।

উহার পর আর একদিন কার্যগতিক
ককিরের প্রথম ঠিকানায় বাইরে চটল । সে
দিন এস সুদীর্ঘ বোকামে আর একটি নূতন
বোক থাকার ভাড়াতে ককিরের সঙ্গান
জিজ্ঞাসা করিলাম । সে প্রথমে আমতা আমতা
করিতে লাগিল । কিন্তু তার পর তরত আর
একটি তর ব্যক্তির সঙ্গে বলিল, “ককির সরকার
এখনও সেখানে আছেন । সেখানে অন্য নাম
“বর্ধ প্রচার” না কি এক খামা সুদ্রম বই প্রকাশ
করছে ।

ইতিপূর্বে, ৩৮ এ অগ্রহায়ণের ৩ তৎপূর্বে বজ-
বাসী'ত লিখি লিখপুর বটতে শলীকুশল দত্ত
বর্ধ প্রচার' প্রাচকগণকে “প্রচার ব্যক্তি” প্রকৃতি
বিভরণের লোভ দেখাইয়া অনেক টাকা ব্যক্তি
বের ; একথা আমরা ৩৯ এ আগষ্ট তারিখের
দৈনিক ও তৎপূর্বে সোমপ্রকাশ প্রকাশিত বাবু
সহানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্র আত
ছিলাম । অতরাং সুদীর্ঘ এই কথা শুনিয়া ককির
সরকার সম্বন্ধে আমাদের আরও সন্দেহ জন্মিল ।
তার পর বর্ধ প্রচারের প্রকাশকের নামও

দেখিলাম ককিরচন্দ্র সরকার । তৎপূর্বে আ-
মের প্রতীতি জন্মিল ককির সরকারী ।

শলী দত্তের নিকট ঠিকিয়া সহানন্দ বা-
জার মাঝে মাঝে স্মৃতি প্রকৃত হন, অতঃপর
অগ্রসঙ্গান সমিতির প্রকৃত সুখিয়া আমরা
তাৎপাতে যোগ দিলাম এবং শলী বা ককিরের
সঙ্গানে প্রকৃত হইলাম । কিন্তু সহানন্দ বা-
বা আমরা এতাবৎ তাৎপাদের কোথাও সঙ্গ
পাইতেছি না । বর্ধ প্রচার তাৎপাদের প্রকৃত
বিষয় আমাদের এই কার্যের সম্বন্ধ হন, তা-
বড়ই উপকৃত হই ।

আজ কাল এইরূপ প্রকৃত বিজ্ঞাপন দাতা
গণের বড়ই চাহুর্ভাব হইয়াছে । তাৎপাদের
পরিচয় আমরা ক্রমশঃ বিবেচ্যে চেষ্টা পাটন
কলতঃ বিজ্ঞাপন দেখিয়াই টাকা পাঠি ইহার পু-
অপরিচিত স্থান, অতঃপর উত্তরের জন্য একবা-
টোপা পাঠাইয়া ও অগ্রসঙ্গান সমিতির নি-
তাৎপাব বিশেষ বিবরণ জানা কর্তব্য । সম্ভ্র-
১৪ই ও ২২শে কার্তিকের বঙ্গবাসীতে “মিকিমু-
হো মণ্ডপাধিক ও বর্ধ প্রচার” একটি বজ,প-
ব্যক্তি বটয়াছে । অতঃপর অগ্রসঙ্গান ১১৭ নং
বঙ্গবাসীর টীকা “মিকিমুহো কোম্পানি” নাম
কোন কারনে দেখ না । অতঃপর সাধারণে যেরূপ
নিবেচনা করিয়া টাকা পাঠান ।

৩৭ নং বঙ্গবাসীর টীকা, ^{বঙ্গবাসী} জিহ্বচন্দ্র রায় লিখিত
কলিকাতা অগ্রসঙ্গান সমিতি
২-১১১৮৬ ব্যাখ্যাৎক ।

—৩৩—

সত্যমেন্দ্র জ্যোত মাসিক
অগ্রসঙ্গান সম্পাদক মহাশয় ।

উপবিউক্ত প্রবি বাবা কখন মিথ্যা কথা না
আজ অগ্রসঙ্গান সম্পাদক মহাশয়ের আশ্রিততাজেল'ন উ-
বাক্যের বর্ধার্থতা কিন্তু সমাজ প্রাচ্য তাৎপ উ-
লজ্জ করিলেন । অর্পিত প্রকৃত সোম প্রকাশ
কুতপূর্ব লাজবিত্ত পতিত প্রকৃত বিজ্ঞাতুয়ন
শরীর গভীর উপদ্রব হিন্দু সমাজ অবন
লেন । কলিকাতা বৈদ্য সমাজ সংশোধনিনী
উপস্থিত আয়োজন সম্বন্ধে বেরপে নীরতা প্র-
করিতাছিলেন তাৎপাতে কলিকাতা ও অপর
মহালের বৈদ্য মণ্ডলী ভাষিত হইয়া একটি প্র-
প্রতিদ্বিধি রতা স্থাপন করিয়াছেন । উক্ত ল-
সম্পাদক প্রেসিডেন্সি কলেজের অগ্র শাস্ত্রা-
গত জিহ্ব বাবু বিশিষ্ট বিদ্যারী ও “পতি-
প্রচার” নামক একখানি পুস্তক প্রকাশ করি-

প্রত্যাবর্তন কালে মগধের পূর্বদিকে আকগাম
জেনারেল এবং প্রহ্মা কমান্ডার তাঁতাবিগকে
আকগাম সৈন্য পরাভব করিবার নিমিত্ত
সৈন্য নিবাসে' লইয়া যান। সেখানে ৩২০
কোনান সন্নিবিষ্ট। ২০০ পদাতিক এবং ৮০০
অশ্বারোহী সৈন্য সন্নিবিষ্ট তাহাদের সমুখ দিয়া
চলিয়া যায়। পার্শ্ববর্তী কান্যকুবের এবং কতকগুলি
অশ্বারোহী সৈন্য বেধিয়া কমিসনের ঘোষা হইয়া-
ছিল ইহারা ক্রমশঃ বিলক্ষণ সমরপটু।
আবীর ময়লাটের নিমিত্ত ক'বুলের অস্ত্র গার
নির্ধিত কতকগুলি বন্দুক তরবারি ও তলি-পালা
উপঢ়োকন নেন। সন্ধ্যার সময় সারওয়েষ্ট রিক-
ওয়ে আবীরের প্রতিগিহি কাজী সাভাবুদ্দিন
খাঁর দিয়ার লইবার জন্য দরবার করেন।
কাজী সাভাবুদ্দিন গত ২ বৎসর ধরিয়া বরাবর
কমিসনের সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। দরবারে সন্ধ্যার
কালে বিলাস প্রদর্শন করা হইলে কমিসন কারুল
পরিভ্রমণ করিয়া ভারতবর্ষে বর্জিত হইলেন।
কিরকিনের পর এক্ষণে তাঁতাবা পঞ্চনদ পাব
কইয়া বাহোরে উপনীত হইয়াছেন। বড় লাট
ও তাঁতাবার সচিব সাফা মানসে বাহোরে
গমন করিয়াছেন।

—৩৩—

অমর জেষ্ঠ রাজপুত্র সিংগম পতিচারী
হইতে লিখিয়াছেন। — "ইংলণ্ডের মহাসভায় অম-
র সঙ্ঘটন এই উঠে তাহাতে কোনকোন
সভ্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন অমর, রাজ্যভার
কোন দেশীয় রাজার হস্তে দেওয়া হইল না
কেন। তারতের ঠেটে সেক্রেটারি এই বলিয়া
পাশের উত্তর ঘেমে যে লর্ড ডার্লিং একজন দেশীয়
রাজাকে অমর সিংহাসন প্রদান করিবার মনসে
মানসে গম্বু করেন। রাজবংশের বহিঃ
৭০৮০ জন সিংহাসন প্রার্থী হইয়াছিলেন কিন্তু
তাঁহাদের মধ্যে কাহারও রাজ্য লাভের জন্য
বলিয়া বোধ হয় নাই। এই জন্যই অমর স-
ংঘের প্রবেশন হয়। অমর এক্ষণে
মহারাজার রাজ্যভার হইয়াছে, ইংরাজ এখন
তাঁহার শাসন কাহা মজ্জাই সমস্ত করুন অমর
যাহাই করুন সে পক্ষ আবার বিরুদ্ধ হইবার
কোন কারণ নাই কিন্তু আনাকে ভারত
সম্রাট, এবং সিংহাসনে শিবার অযোগ্য পাত্রে
মর্যাদা করা আবার পক্ষে শিবার প্রতি
জনক হইয়াছে। ইহাতে আবার অযোগ্য দানী
হইয়াছে আবার প্রতি প্রকৃত পক্ষ অবিচার
করা হইয়াছে। তিনি যে পুস্তকখানি পাঠাই-

তেছি তাহা পাঠ করিয়া দেখিলেন তাহাই বোধ হইবে
আমি ভারত নহি। রাজার বখানীতি বিচারিত
রাজনৈতিক গর্তভ্রাত জেষ্ঠ সম্রাট। ইংরাজ
আবার উপর অসন্তুষ্ট হইবেন আবার এত
কার্য করি নাই। তবে আমি যে কনস্টার
আজ্ঞার প্রকণ করিয়াছি তাহা জেনারেল ইংরাজের
হস্তে নীতি অবস্থা হইতে মুক্ত হইবার অভিপ্রায়ে
পতিচারীতে থাকিয়াও আমি মনসে সময় ব্রিট
গবর্ণমেণ্টে পত্রাধি লিখিয়াছি। ইংরাজের
বহুতাব খাতির আবার আর কোন ভাব
নাই।"

—৩৪—

ইংরাজ অমর উপর যে অবিচার করিয়াছেন
তাহা সভ্য জগৎ সভ্য রাজার হস্তে সম্রাট না।
অমর যার পর বলিয়া আসিতেছি অমর আদীন
রাজ্য। অমর রাজ্যের কার্যকার্যের উপর ভ্র-
ক্ষেপ করিবার কোন অধিকারই ইংরাজের
ছিল না। বরং কবুলের আদীন যদি কোন
অমর রাজার আজ্ঞার প্রকণ করেন ইংরাজ
তাহাতে কণা কড়িত পারেন। আবীরের সচিব
ইংরাজের যে সম্পর্ক অমর সচিব, তাঁহার সে
সম্পর্ক নাই। গত অমর যুদ্ধের পর ইংরাজের
যে সচিব ভ্রাতা তাহাও এমন কোন কথা ছিলনা
যে অমর অন্য কোন রাজ্যে সচিব আদীনতা
করিতে পারিবেন না। আদীনতা করিতে ভ্র-
কেবল ইংরাজের সচিব আদীনতা করিতে
পাইলেন। তার পর অমর সন্ধ্যার মূলিত
খাওয়ার ৭০৮০ জন রাজবংশীয় গোত্রক
একজনও সিংহাসন পাইবার উপযুক্ত পার
নহেন, ইহা কি সম্ভব। তার পর সে দিন রাজার
সম্মুখে যে ভ্রাতা অপদার কখন হইয়াছে তাহা
কি লিখিত রাজার গোত্রপাণ্ডা অমর ব্যাপারে
ইংরাজের কাণ্ড দেখিয়া আমরা নিতান্ত লজ্জিত
ও দুঃখিত হইয়াছি। লর্ড ডার্লিং যাহাই বলুন
ইংরাজের রাজ্য শিলাসি মিলেই যে এই অমর
কারণ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইংরাজ এই
বিকার শিলাসি আকর্ষ পুরিয়া বিলপন করিয়া
ছেন, বিধের জালায় হুটকট করিয়া এখন অমর
চতুর্দিকে হুটকট বেড়াইতেছেন। কেবল
অজ্ঞান, অপ্রজ্ঞা, হতাশ্রিত রোগ, আর শোক,
অপমান কোথাও আর অস্তিত্ব নাই। পাণের
কল এইরূপেই হাত হাত কল। বেধিল
ইংরাজ। ভগবান বিরূপ হইলে কোন রাজ্য
নিজার নাই। বিধির নির্ভরতা মনসেরও পরি

ভাব নাই। এখনও বর্ষের দুই চাঞ্চল্য আ-
রক্ষা কর।

—৩৫—

৬ প্রসঙ্গকুমার সর্বাধিকারী।

জগদ্বাতা জগদ্বাতীর সঙ্গে সঙ্গে আ-
বিলম্বের বিবল সর্বাধিকারী প্রসঙ্গকুমার
বিলম্বের বিবল আসিয়াছি। এক একটা করি-
বলকুমার উদ্ভুল রত্ন নিবিয়া যাউতেছে। এ
একটা করিয়া বলকুমার পঞ্চরের অর্থ খসি-
য়াউতেছে। জননী যুদ্ধের দিকে চাঞ্চল্য চাঞ্চল্য
আমরা দুর্ভাগ্যজন্য কেনন মনসের জলে ভাসিয়া
অনা পতিয়া রহিয়াছি। প্রসঙ্গকুমার সর্বাধিকারী
কে ছিলেন পাঠককে তাহা বলিতে হইবে না শি-
মনাজে, পণ্ডিত মনসে, ছাত্র মনসে ছাত্র
গণের অতিভাবক মনসে এমন কেহ নাই এ
প্রসঙ্গকুমারের প্রসঙ্গকুমার বিবৃত হইতে পারিবেন

প্রসঙ্গকুমার কিঞ্চিদম সংকট কলসের প্রাণি
পালের কাণ্ড করেন। তার পর তাঁহার হ-
বহরমপুর পলসের পণ্ডিত প্রহর ওরা হ-
এই উত্তর দ্বানেন তিনি বিলক্ষণ পারদর্শিতা
সহিত কাণ্ড করিয়া গেল। পারদর্শনে তাঁহার
কলিকাতার প্রেসভিটের কলসের অর্থ, প-
কার্যে বিবৃত করা বলিয়া এই সকল বিবরণে
হাজগণের নিকট তিনি দেবতার সন্ধান আর
হয়, ছিলেন। প্রসঙ্গকুমার যেন বিবরণে তেন
আদীন। বিবরণ এবং আদীন সহিত বিবরণ
কুমার হইয়া তিনি সর্বাধিকারী মনসের পাউতে
এসরের মুখ কেহ কখনও অমর বেধে নাই
সে এসর বহনে কেহ কখনও রত্ন কথা
করুন নাই। লিখিত কি অলিখিত, বনী
বিধনী, সকলের সহিত সর্বাধিকারী তিনি অমর
তাহে বাবতার পরিচয়। কেহ এখনও তাঁহার
অমর মর্জি সন্ধান করেন নাই। তিনি আ-
গরীবের "মা বাপ" রূপে অবতার। অর্থ
করিয়া উপাধি প্রদান করিতে তাঁহার প্রকৃতি
না। অমর তিনি গোপনে গোপনে রহিত
অনা বেধতার প্রথম পুস্তিকা রহিত তাহা
হরিজ হাজগণের চিরদিনের জন্য রত্ন
হইয়া যাউক।

ছাত্র মনসের যদি কাহারও অমর করি-
ত্বর প্রসঙ্গকুমারই তাঁহার বখানি আদর্শ। পা-
শের তাঁহার প্রদানসময় ও উদ্ভাস্ত প্রাণে
সত্যাগীরের আদর্শমণ্ডিত জে ছিলেন। স-
পতীতাহেই তিনি প্রথম প্রদানসময়

কার্য। কটকটিকি-লন এ পর্যন্ত আর কোন
কিছুই সেখানে তথ্যটি লাত করিতে দেখা
নয়। সেই অবস্থায় ৬-শ' তিনি ৪২৪ জি
সংস্কৃত অধ্যাপক সমাজে শ্রীশ্রী পরিচিতি
লা পড়িগল। তিনি মিত্র যেন লিখিত
লন বেশর তিতর অধিকার জোতি
জাল করিত যেনমিট ঐ তার আত্মত্বিকী বসু
। তিনি যখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপনা কার্যে
যুক্ত হন তখন খীল মিশাস হ'ন' বাসাকুল-
উদ্যোগে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক লইয়া
উক্ত খেলীর শিখার স্থাপন করেন।
শিখার শিখার তিনি অল্প বয়সে করি-
ল ও ছাত্রগণের শিক্ষার জন্য প্রাণপণে যত্ন
করিতেন। শিখার শিখার বেসকল হরিত্র বালক
শীর্ষ হইল। উক্ত শিক্ষার অভিল্যবী কটকটিকি
সংস্কৃত উঃসাহিত্যকে কলিগতায় আনিয়া
জায়ে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপন করাইতেন।
ছাপে কত বালক বে তাঁহার কৃপায় উচ্চশিক্ষা
করিয়া যুগী হইয়াছেন তাহর ইয়দা
ই।

এস. কুমার ইংরাজিতে যেন অগতির ছিলেন
কৃত শাস্ত্রেও তেননি হুৎপতি লাত করিয়া-
লেন। সংস্কৃত পুস্তক ও সংস্কৃত সাত্তকে
নি অধ্যয়ন তাল শাসিতন। সংস্কৃত
লেজে বেসকল শ্রীল্লু বরিত ডুলার পুণি
ল সেগুলি তাঁহার বহু পরিচুত হইয়া আল-
রাব উপর উঠিয়াছিল। তিনি অধুনা
যে অধুনা পাঠাই পুস্তকগণের গুণে এই
খিব রাশির তিতর কীটের না পড়িয়া থাকি-
লেন। তখন প্রেসিডেন্সি কলেজ তিন কলে-
জের একাংশের গৃহগুলি অধিকার করিয়াছিল।
অধুনা গুণে একটা ইংরাজি পুস্তকালয়
পিত করিবার কল্পনা করিয়া মিঃ সটক্রফ
কবার স্কৃত লাইব্রেরীর গৃহ খানি করিয়া
ইতে বলেন। এসময়কার ইচ্ছাও বোরতর
পতি উৎপন্ন কবেন। কিন্তু সটক্রফের
কৃত হওয়ায় হইয়া তিনি কৃতকার্য হইতে
করেন নাই। ছোট লাত কটকটিকি সটক্রফের
ক অবলম্বন করিয়া এসময়কারের চেটা ব্যর্থ
করিয়া যেন। এসময়কার বেখিলেন তাঁহার
গণের সংস্কৃত পুণি গুলি আবার হুলায় পড়িয়া
কিয়া কীটের উদ্যোগ কর। তিনি ইচ্ছাশুকী
হিঁট না পারিয়া খীল পদভাগ করিয়া বলেন।
ছোট লাত তাঁহাকে গিরিত করিবার জন্য অনেক

। এসময়কার তিনি তাঁহার অধিকার পুণি গুলি
হিন্দী করিতে হিয়া কাহারও কটকটিকি কর্তৃপক্ষ
করিতে পারেন নাই। অতঃপর তাঁহার পুণি
হইল। মোক শিখার কটকটিকি। তাঁহার
যেবে কেহই হুৎপতির জীতিস্বজন হইতে
পারিলেন না। সতঃই তাঁহার সংস্কৃত শাস্ত্র
শাসক এই অলৌকিক বীরের বেখিয়া তাঁহারই
অন্য কোথায় উঠিল। অতঃপা যেনে ছোট
লাতকে এসময়কারের অধ্যাপন হইতে হইল।
এসময়কার অধে তাঁহার সংস্কৃত পুণি গুলির
নিমিত্ত উপর একটা বর করিবার জন্য অল্পমতি
বের তৎপরে খীল কার্যে প্রত্যাগমন করিতে
যুক্ত হন। আজ কাল ছাত্র কি অধ্যাপক
সামাজে এবীরত্ব কাহার আছে ?

এসময়কার হরিত্রের সত্যম ছিলেন।
অধিক উপার্জন করিত পারিয়াও সেই হরিত্র
উপার্জনের অধিকাংশই দানে ব্যতিত হইত।
পরিবারের প্রতি তাঁহার দ্রুত মনতা অতুলনীয়
ছিল তাঁহার মাতার মৃত্যুর পর কইতে তাঁই তপ্তি
গুলির প্রতি তিনি জনবীর মনায় রেহ করিতেন।
তাঁহার পরিবার বর্গের ন্যা কেহ কখনও তাঁহার
উপর বিরক্ত হইবার কারণ পান নাই।

যজ্ঞভাষ্য গ্রন্থ গণিত শিক্ষার প্রস্তুত এসময়
কুমার। তৎপ্রযুক্ত পাণ্ডিত্য যজ্ঞবিদ্যালয়ের
গণিত শিক্ষার প্রধান ও প্রধান উপায়। গণিতের
ইংরাজি বাক্য গুলিকে এসময়কার যে সরল
যাঙ্গলায় অধ্যাপন করিয়াছিলেন আধুনিক গণিত
কারগণ সেই ভাষাই অবলম্বন করিয়া পুস্তক
প্রণয়ন করিয়া থাকেন। এসময়কার গণিত
বিদ্যায় যেন পারদর্শী ইতিহাস, বর্নন কাব্য
এং সাত্তিকতাও তাঁহার তেননি পাড়িত্য ছিল।
সকল প্রকার বিদ্যার উপর তিনি আশ্রয় সকল
গুণের আধার ছিলেন তাই "সর্বাধিকারী" নাম
তাঁহাকেই রাখা লাভ করিয়াছিল। শিক্ষা
বিভাগে অভি অল্প লোকেই তাঁহার সন্মান সনা
কর পাইয়াছেন। ৫০ বৎসরের মিয়দে কাব্য
হইলে তাঁহাকে অনেক দিম পেনসন লইতে
হইত। গভর্ণমেন্টে কাল থরিয়া তাঁহার পরি-
ভ্রম স্থান পূরণ করিবার উপযুক্ত পাত্ত পাও নাই
কিন্তু তাঁহাকে ৫০ বৎসরের উর্দ্বকাল
শিক্ষা বিভাগে জরিয়াছিলেন। অল্প দিন হইল
সর্বাধিকারী পেনসন লইয়া যাতীতে বসিয়া
থাকেন। সেই সময়ে কেদল হাম ও পুরোপকার
কাব্যেই তাঁহার দিম কাটয়া যাইত। এসময়

কুমার সর্বাধিকারীকে "সর্বাধিকারী" শিক্ষা বিভাগ
বাস্তবিকই অতুল প্রকারে কতি প্রস্ত করিলেন।
একসময় কোম প্রকারে শিক্ষা বিভাগে তাঁহার
অল্প চিত্র রক্ষা কর ছাত্র ও শিক্ষক সমাজের
সেখকে রেটা করা নিভান্ত কর্তব্য।

—৩৩—

পবলিত সর্ভিস কমিশন।

সভা একসময় সিভিল সার্ভিস কমিশন বসিয়া
গত শিত কটকটিকি এখন তাহা পবলিত সর্ভিস
কমিশন হলি। পবলিত কটকটিকি পড়িল। লর্ড
কিয়ার্লি যখন তাহা হইতে কটকটিকি
যুক্ত ছিলেন তখন তিনি নিজেই প্রকাশ করন
সিভিল সার্ভিস তা ভবসী প্রথম পদ পরি-
কার করিবার জন্যই এই কমিশন কর 'লুট'। এখন
দেখা যাই তত সরকারী কার্যের সকল বিষয়ে
অল্পমতি করিবার অত্যা এই কমিশনের
ধাকিবে। লর্ড লিটন চিহ্নিত সিভিল সার্ভিস
অজ্ঞান করিয়া আশা কর যে ডেনে জ্ঞান
খেল না 'হ'। গিয়াছিল লর্ড ডকরিণ ত তাহাই
চ কটিকি বুদ্ধি করিয়া তারহাসীকে ফুল ইতে
আসন। যখন বেখিলেন গেলের বিষয়ক
বুদ্ধিরাজ তখনই খলজী ক কাব্যাবলি
করিয়া হল করিয়া ২০ রন ম পরিবর্তন করি।
হিলেন সিভিল সার্ভিস কমিশন পবলিত সা অর্স
কমিশন হইয়া পড়িল। এই কমিশনে অমা-
কর কি উপকার কটকটিকি সাধারণে তাহা বুঝিতে
পারেন নাই। সপ্তর গর বিদ্যান য গতায়ে-
নৈকে কমিশন রোগেই থরিয়াছে। খর্দমাম ক ও-
কীং সেই গেলের কল।

শিক্ষিত সমাজ এই রেগের তিত্য 'চল'
আনক বিভাবতা দে খ তছে। এখন গেল
চিহ্নিত সিভিল সার্ভিস তারহাসীর পদ্যরোণ।
লর্ড লিটন ব লগ বিরাছেন। মহারাষ্ট্রর যোবনা
পত্র এং মহাসতর উদার আইনে তারহাসীর
অনার্থন বীজ রাসিত হইয়াছে কোপনে তাঁহার
অজুর কর্তন করিতে হইবে। বীজ কিন্ট হইবে
না অথচ অজুতি কইতেও পারিবে না।
তারহাসীকে বন্ধনা করা কইবেন অথচ তাহা-
বিগকে অজুতি বুদ্ধি লাভ করিতেও বেওয়া
কইবে না সাপ মকিবে লাটি তাজিবে না। এইরূপ
কোপন তাগ বিস্তার করিয়া তারহাসী
করিতে লর্ড লিটন উপদেশ দিরাছেন। সেই
উপদেশে উপহিত হইয়া লর্ড ডকরিণ সিভিল

সার্ভিস কমিশনের - ১ম বিস্তারিত সভা হ'ল। সর্ভ
ডায়েরি লিউটেনেন্ট প্রিন্সেপ ই বসু গিয়া হ'ল
যত্ন সহকারে ব্যবস্থাপিত সরকারী বাবু গিয়া পত্রের
সময় করিতে গেলে প্রিন্সেপসীকে উক্ত বৈ
বক্ষিত করা হ'ল। সর্ভ ডায়েরি এসব কথা
বিস্তারিত ব'ল। প'রম ব'রং ভারতবাসীকে অনেক
আশা করল। দ্বিতীয় অধিবেশন প্রকারে প্রিন্সেপ
হেথাইবা কাহি সিদ্ধি উপায় উদ্ভাবন করেন
হুঃশের মধ্যে প্রিন্সেপ বৈ চকু খেলিয়া ভারতবাসী
স্বাধীনতার দূরত্ব সম্পর্কে উদ্বেগ সকল সুস্থিতা কে ল।
পবলিক সার্ভিস কমিশনের দুরসংস্থিত উদ্দেশ্য
সামনের সম্পন্ন সুস্থিতাই মিলিত হইল এমন
উপকার না করিলেই প্রিন্সেপ বৈ চকু হ'ল।

কিছু আয়োগের অধীনে বে, বন, কর্পাস
করিব কে? কমিসন "না'ছাড়া'না।" লর্ড
ডকরিগ বলিতেছেন "আমি তোমাদের উপকার
করিব।" সাধ্য কি যে তোমরা সে উপকারের
হাৎ এড়াই যাও? তল উপকার বেদ খাঁচ
করিলাম। পব্লিক সার্ভিস কমিসন প্রতিষ্ঠিত
হইল। কিছু কমিসনের প্রতিবিধি সভা নির্ধা-
তনের নিয়ম ব্যবস্থা হইল। কমিসনের জন্য
৯ জন ইউরোপীয় এবং ইউরেশীয়; অর ৬ জন
দেশীয় প্রতিবিধি নিযুক্ত হইয়াছেন। ইউ-
রোপীয় কমিসনদের মধ্যে : একজন মাত্র বন
অফিসিয়াল। ইউরোপীয় সভাপতি সংগেই
সিভিল সার্জেন্ট দেশীয় সিভিল সার্জেন্টদের
এক জনকেও সভা; জে'গতু' করা হয় নাই।
সেখানে দেশী বিদেশীদিগের মধ্যে সিভিল
সার্ভিসের অবলাধিকার লইয়া মতান্তর, সে-
খানে যে কোন বিচার দেশীয় সিভিল সার্জেন্ট
দিগের মধ্যে এক জনকেও গ্রহণ করা হইল না।
তাঁহা আনয়ন করিতে পারি না। তারপরে বন-
বেশের ভাগে, এবং রনেক্সট সভা হইতে
পাইলেন। সভাপতি উক্তি এবং লোক সংখ্যার
ভিত্তিকের মধ্যে এখন জামীর অংশ এখানে
একজনের অধিক প্রতিবিধি নির্ধাচিত হইল
না। রনেক্সের ভাগে বাহা সার্ভিস পঞ্জাবের
অনুষ্ঠে ক্রোডাও স্টে নং। সেখানে অর কমি-
সনর, এডিসন ভিন্ন আর কেই সভা পাবে
অনুমোদিত হইতে পারেন নাই। বাক্স ১ ও
২ রনেক্সের ব্যাধি হইয়াছে। সেখানেও একজনের
অধিক নির্ধাচিত হয় নাই। টেবল শেখাইয়ের
ভাগেই স্থগিত হইয়াছে। সেখানে হইত
দেশীয় লোকে প্রতিবিধি নিযুক্ত হইয়াছেন।

অৱস্থা ঘোষণাৰে উপৰিও কৰি নাই।
 ঘোষণাৰে নিৰ্বাচিত হুইজন, সৰ্বসন্মতিক্ৰমে উপ-
 যুক্ত শিক্ষিত এবং সাধাৰণৰ জন্মৰ পাৰ। এই
 হুই জনৰ উপৰিও যদি কলকাতাই নাগৰাৱীক
 নিযুক্ত কৰা হ'ওঁত তাত কইনো আকাংক্ষা আৰু
 সন্দেহ কইনাম। কিন্তু যে কাৰণে ঘোষণা হুই
 জন সভা পাইলেন সে কাৰণে বৰদেৱ আৰু এ
 জন সভা আঁওত জন না কেন। যদি বিচাৰ
 কৰি কৰা কৰা কৰা বৰদেৱ ঘোষণাৰ অপেক্ষা
 হুইজন অধিক সভা নিৰ্বাচিত কৰা কৰ্তব্য।

এদেশীয় লোকের সংখ্যা যে মূল হইবে
আর বহুদেশের প্রতি সর্বপেক্ষা অবিচার করা
হইবে তাহা কিছু বিচিত্র নহে। গবর্ণমেন্টে একেই
মনসাবেবী তাহার উপর সাধারণ রকিমী সভার
মূল ব গন্ধ লাইয়াছেন। রাজ্যলীর প্রতি যে
ভক্তরা দেখা হইবে তাহা বিশেষ মত।
রাজ্যলী অধিকার একলোইতিহাস অধি-
কারের চক্ষুগুণ। রাজ্যলী জাতি নির্ধারণ হইলে
এংলোইতিহাস সভ্যনারাণের শিবনী দিয়া
নিশ্চিত হয়। কারণ রাজ্যলী সর্বত্র কথ্য বলিয়া
কোন, চক্ষে অসুস্থ নিরা বোব দেখাউয়া
যেয়। রাজ্যলীর উপর এতকত বিবেচনা, তথ্যপি
ভারতে যে ইংরাজ রাজ্য স্থাপিত হইয়াছে
রাজ্যলী তাহার মূল কারণ। ইংরাজের নিকট
হদি কোন জাতি পুত্রের মার তত্ত্বমান হইতে
পাবে রাজ্যলী তাহার অগ্রগণ্য। এংলোইতি-
হাস তাহা বিশ্বাস হইবে। গবর্ণমেন্ট ও সুপ্রিম
লিগ আমদের উপর অধিকার করুন কিন্তু
বর্ণ ইহার প্রত্যেক সাক্ষ্য। ইংরাজ যদি স্বর্গজ্ঞান
শূন্য না হন রাজ্যলীর উপকার ইহা জগৎ
বিশ্বাস হইতে পারিবে না।

ସାଙ୍ଗୀତର ଉପର ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ସଂଗ୍ରହ ଆମ ସା
 ସାଂସ୍କୃତିକ ମିଶ୍ରିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶିତା ସହଜ ଡାକ୍ତରୀର
 ଉପର ଗବର୍ଦ୍ଧନାଟି ସବି ଅନୁଗତ କରେଇ ତଥା
 କହିଲେଇ ଆମରା ଶ୍ରଦ୍ଧାର୍ଥ କହିବା ଯାହି । ସର୍ବନାମ
 କମିସନେର ମତା ମିଶ୍ରିତରେ କହୁଯୋଗ୍ୟ କରିବାର
 କମତା ଏବେବେ ବଢ଼ିଲାଟିର ତଥା ଆହ । କହୁ-
 ଯୋଗ୍ୟେର ମତା ସବି ତିନି ଆମ ସାଙ୍ଗୀତ ମତା
 ମା ଗଢ଼ିତ ଜାନ ଆମରା ସାଙ୍ଗୀତ କିନ୍ତୁ ମହାନ
 ମାର୍ଗଦର୍ଶିତା କମିସନ ଦ୍ଵାରା ସାଙ୍ଗୀତ ଚିହ୍ନିତ ମିଶ୍ରିତ
 ମାର୍ଗଦର୍ଶିତା ମତା କଟିତ ଦ୍ରୋମିଜ୍ଞାନା ବର ହିସାହି
 ଦ୍ଵାରା ମିଶ୍ରିତ ସାଙ୍ଗୀତର ମାର୍ଗଦର୍ଶିତା ।

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷମା ଭାରିତ ଅସିନ ।

[illegible][illegible]

রাজ্যে অসুখের ঔষধ মাক, কাখিমা, তরুত
মন করুক।

ইংরাজের বংশের সন্তান ভারত শাসন করি
ই বংশের নাম রাখা এর ভাষা উইলোই
নরা কৃতার্থ হইয়া যায়। সেই আধীন্যেতা
সীমন্ত কর্তব্য পরামর্শ মহাজাতির বংশধর-
আজ যদি ভারতবর্ষের প্রতি নীর কর্তব্য
লম্ব করেন তাহা উইলোই আসন্ন আশামিত
করা যায়। যে জাতি দাস শাসনা উঠাইয়া
সত্য সমাজে অর্জন কর্তব্য হইয়া প্রোথিত
রিলাস্‌সন আজ যদি সেই জাতির সন্তান
রতনবর্ষ রাজনৈতিক দাসত্ব ব্যবস্থা উঠাইয়া
না ইংলণ্ডের নাম পরীক্ষায় কারণ তাহা
গল্ফই আমরা লাভবান হইব। আমরা
রাজ্যের চরণে বসিয়া যদি ভারতের জন্য
রতন সন্তানের আর প্রয়োজন নাই। আমাদের
লম্বা কিসে উইলোই না উইলোই ভোমারের
কণা অনুসন্ধান কবিবার আবশ্যক নাই।
আমরা নিজের স্বার্থ দেখ, নিজের গৌরব
কর, তাহা উইলোই আমাদের রক্ষা নচেৎ
আমাদের জন্য আশাশ্রিত্যে শাসন করিতে
লম্বা ভাব্যতার পরীয়ে অস্থিরতা অবশিষ্ট
কিবে না।

টাইমসের অযোগ্য সম্পাদক ওয়াটার উইল
গল্প প্রকাশ কবিয়াছেন যে ভারতবর্ষ
রাজ্যের গলপ্রব। হিন্দুর বিধবা ভগ্নির সমান
বতর্ঘের ভরণপোষণের ভাব ইংলণ্ডের
সু। সেইজন্য ই ইংরাজ না থাকিলে ভারত-
সীম চলিবে না। ইংরাজ না থাকিলে ভারত-
সীম কর্তৃমলি হিনা অগ্নেব প্রাস উৎসর্গ
করা না। ভারতবাসী ভাষার লিখিত ভটন,
ভটন ইংরাজের কথা উইলোই চলিতে
কিবে। ইংরাজের অস্থির উজ্জিত কল্পের
য ভাগ্যকে প্রকুর অনুসরণ করিতে উইলোই
নিজের ভটন, অবিচার ভটন ইংরাজ বাহা
কিবে। ইংরাজ কর্তৃমলি বাহা বিধান
কিবে তাহা উইলোই ভারতের মল।

আমরা মহাবোণীক কথা শুনিয়া দাসা সন্তান
প্রাণ রাখা না। মহাবোণী মনে কবিয়াছেন
ভারতবাসী হট্টোটে জাতির সমান। তিনি
ভারতের আভ্যন্তরিক ইতিহাস অনুসন্ধান
কিবে, প্রত্যক্ষ ইতিহাস গবেষণা বিন-কর্ণে
ভাষার কর্তৃমলি বিবাক উইলোই না মার্গ
ভাষার অংশই মলিকের মল্লনান অবস্থার

ভারতের জন্য ভারত শাসনের আবশ্যক নাই।
ভারতের দাসা ভারত শাসনে নিত্য
প্রয়োজনীয় হট্টো পড়িয়াছে। টাইমস বাল্য
ভারতবাসী শাসন কাহা অনুসন্ধান আবশ্যিকতা
পাইবার উপযুক্ত উইলোই পাঠে মার। বিদ্যার
বে সিদ্ধি মার্জিত প্রতীক হর ভাষা অতি
সামান্য পরীক্ষা। সেই পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া
বেল্লল ভারতবাসী ইংরাজের সবকক উইলোই
চলিতাভারাজ্য। কয়েক মাস পুস্তক পঠ
করিয়া তাহার কখনই লেখা পড়া শিখিতে
পারে না বহু জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ হইল
পর্যন্ত তাহারের অধ্যয়। আমরা মহাবোণীর
মতে বহু একটা বিরোধী নহি। তবে জিজ্ঞাসা
এই যে যে পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া ইংরাজ অংশ
বহু সন্তানের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া যেন
ভারতবাসী সেই পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া সন্তান
উত্তীর্ণ হইয়া বহু জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করিতে
পারেননা কেন? ভারতবাসীর শক্তি ও ক্ষম-
তা নীচতা ও গলপ্রব। আমরা ভাষা ইংরাজ
অধ্যাপক ভাষা নীচতা করিয়া গিয়াছেন। তবে
বহু জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দেবী কি টাইমসের
দেহতার জাতির উপর এতই উগ্রমত যে ইংরাজ
ভূমি উইলোই ইহারের কৃপার পাত্র উইলোই
গড়ন? আর ভারতবাসী কখন যদি দিয়া রাজ
কঠিন পরিচয় করিয়া অধ্যয়ন ত্রে বাধ্য জীবন
সম্পন্ন করিয়া আশা বলিবার মল মতা যোগ্য
সাধনা কবিয়া উইলোই প্রসন্নতা লাভ করিতে
ক্ষম হইতে পারেন না?

টাইমস ভাষার গণ্যমণ্ডকে উপদেশ দিয়া-
ছেন গণ্যমণ্ড আর দেশীয় পদ্ধতি
অনুসারে ভারত শাসন না করেন।
ইংল্যান্ডী রূচি ইংল্যান্ডী নীতি পদ্ধতি ভারত-
বর্ষের শাসন ব্যবস্থা না করিলে ভারতবর্ষের
মল নাই। টাইমসের সম্পাদক এইখানে
আমাদের ব্যতিক্রম করিয়া বলিয়াছেন। আমরা
জিজ্ঞাসা করি মহাপান ও মাস তক্ষ ইংলণ্ড
বাসীর পক্ষে আবশ্যজনক, সেই জন্যই কি
ভারতবাসীর পক্ষে আবশ্যজনক উইলোই? অহি-
কেন সেবন সীমার অধিকারক, সেইজন্য
ভারতবাসীর পক্ষে কি তাহাই উইলোই? এক
দেলে এক জাতির পক্ষে যে নীতি পদ্ধতি
অন্যান্যের মত ভিন্ন দেশে ভিন্ন জাতির পক্ষে
বে তাহাই উইলোই হইবে ইহা কখনই মারমত নহে।
টাইমসের সম্পাদক মাস্ত্রাজের প্রাণ্ড ডাক্তার
প্রকৃতির লোক। প্রাণ্ড ডাক্তার বৈদ্য মৃত্যু হাল

মাস্ত্রাজ, মাস্ত্রাজ মৃত্যুর কর্তৃত্ব দেশের
সর্বমুখ করেন টাইমস ভারত সম্প্রদায়কে
আহাই করিতে প্রয়োজন নহে। এই প্রকার
প্রয়োজনীয় বিপ্লবজনক, ইংলণ্ডের অধ্যয়
মহাবোণী এই ব্যাধি বিকল, অস্থির পুরাণ
প্রকাশিত উইলোই বলিয়া আমরা এত কথা
বলিলাম। কিন্তু বোমারও কথা বাড়িয়া
যাকেন।

আমরা যদি সম্পূর্ণ ইংরাজি পদ্ধতিতে
ভারত শাসন চলিবে না। ভারতবাসী আর সে
প্রাণ্ড কি বেতিংসের মাস্ত্রাজ লোক না হন। যে
ইংরাজ ভাষার মাস্ত্রাজ অগ্রে হইয়া দাঁড়িয়া
বেহার সেবার মাস্ত্রাজ বেতিংসের ইংরাজের
মিষ্ট তক্ষ আমরা আধীন্যে শিখিমাতি,
এখন দিকি উইলোই আমরা আধীন্যের বাধ্য
করিয়া উইলোই। মাস্ত্রাজ অধিক দিন আর
আমাদের ভুলার প্রাণ্ডে পারিগন না।
আমাদের জন্য আশাশ্রিত্যে শাসন করিব না
যে প্রাণ্ডী ইংরাজ গণ্যমণ্ডে অবলম্বন করিয়া-
ছেন এখন তাহার পরিবর্তন করিতে উইলোই।
ইংরাজ এখন ইংলণ্ডের জন্য ভারত শাসন
করুন, ভারতবাসীর দাসা ভারত শাসন কন
ভারতের জন্য ভারত শাসন নীতির কৃতার্থ বসিয়া
ভারতবাসীর সর্বমুখ করিতে আর আমরা
উইলোই অনুবাহ করি না।

— — —

প্রাণ্ড ডাক্তার আশা পড়িত।

মৃত্যু করিয়া যে নর্ডী বাধ্য না পায় যে
মৃত সন্তান কবিয়া আপনা আপন বাহ
নহে। বাহবাটা আসর জাকাণ্ডার প্রকরণ।
প্রাণ্ড ডাক্তার পক্ষ। বহু মাস শাসনকান
উত্তীর্ণ হইল। আর কিছুদিন কণা কালের
মুক্তি কবিবার জন্য ভাষার সন্তান প্রকৃতি বর্ষ হইল,
এখন ভাষার বিদায় হইয়া বিদ্যতে মনন করিতে
উইলোই। তিম যে এতদিন বসিয়া মাস্ত্রাজ
বাসীকে তাতে তাতে মাস্ত্রাজ করিয়াছেন
মাস্ত্রাজ শাসনের প্রাণ্ডী মতা পরলের মৃত-
প্রাণ্ডী উইলোই এই বিদায়ের সময় সে
সকল অধ্যয় চাকিয়া বাধ্য হইবার জন্য
মাস্ত্রাজের একমুখি মিনিট প্রকাশ করি-
ছেন। মিনিটের প্রথম উইলোই শৈব পরাণ
কেন্দ্র মাস্ত্রাজের আশ্রয় বর্জন। এখন
মাস্ত্রাজ নাই বেহার মাস্ত্রাজ

ভারতবর্ষৰ ব্যৱস্থাপক সভাৰ জুতপূৰ্ণ সভা (ৱেন্স
ন সপ্তম পৰ্য্যায়ত গৱন ভৱিষ্ঠায়েন। ৬

সংস্কৃত-ভাষার প্রাচীনতম গ্রন্থগুলির মধ্যে একটি।

କର୍ତ୍ତୃମକ୍ତଗତ ଶ୍ରୀହାତ୍ୟ ହାତ୍ତିକା ଦିବେତ ଅବଶିଷ୍ଟ କର୍ତ୍ତାମତ୍ତ

• ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ସମୟ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ ।

কনট্রি'উট্রীশন ৮ নং—গ্রিক আদেবকজ্ঞাতবের হু'মে
কম স্বাধা নিব'চেন কবিব'দ, জন্ম কবীর প্রভাব'ব
চায়েও সচিত ব'র্ষ'ব কবিভেয়েন ।

গৰ্ভমেষ্টে বিজ্ঞাপন ।

স্বতন্ত্রকোষ লেপ্টোফিট গবর্ণর

* ରେବ ଆମ୍ବେଲାନୁଜାତୀ

निदःशाश ।

ରାଜ୍ୟ ଓ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଭାଗ ।

[illegible]

চিড়ারশিক্ষাণ । শ্রীমুক্ত প্রবন্ধকৃৎ সিংহ এম, এ, বি, এস.
 গ্রাম কলস বাজারের একটিং দুপসেক। মদুকা ইইলেন ।
 দু'র আদেব ॥ ৩ টিপুর্ন টি মপুর একলাসে অনরারি বাজিষ্ট
 মদুকা দুইষ্ট। কুচীষ জেবীর বাজিষ্টের অম্বকা পাইলেন ।

লিফটসিডাং। এই পর্বতগণের কুল সমুদ্রের সর্ব ইমসঃ
 যুক্ত হইয়াছে সেব হাঙ্গারিগণের একটং ভেদ ইহসঃ শিখু
 ইলেন; ৭৩ ১৬ই সেপ্টেম্বরের হুগুনবতে ডাংকে আর
 হাঙ্গার ডাংগর বইতে হইবে বা। হাঙ্গারিয়ার কুল সমুদ্রের
 ইমসঃ শিখু খেডায়া পলোপ ধার ১২পুতের একটং
 ১৭পুট ইমসঃ যুক্ত হইলেন। সেপ্টেম্বরের কুল সমুদ্রের

সব ইমসঃ শ্রীমুক্ত সম্বন্ধেও প্রত্যক্ষ, শ্রীমুক্ত গোপালকৃষ্ণ ঘোষের
 স্থানে বাগবৎপ্রভৃতি অনুসমূহের সঃ ইমসঃ শ্রীমুক্ত হইলেন।
 ১৮শতকের প্রায় সমস্তের সঃ ইমসঃ শ্রীমুক্ত ভোলানাথ দাস
 বেদবিশীপুত্রের দ্বারা হইলেন।

କୋମ୍ପାନିର କାଗଜର ସର

৪ টাকার চন্দ্রের কাগজ	২৭৫/-২৭৫৫
৫০ ১৮৭০ (১৮৮৫)	১০০—
৫০ ১৮৭৮/৭৯ (১৮৯০)	১০২৫০/-১০৩
৫০ ১৮৭৯ (১৮৯০)	৫ ৫

दलिकृत।

কলকাত্তার রেজিষ্টার বাবু প্রতাপচন্দ্র ঘোষের
বাগীতে ২০০০ টাকার জিনিস আছে ও নগদ টকা
চলি গিয়াছে।

সাঁওপুর গ্রামে একটি হালক এক পুকুরখী ত
কলমগু চড়াতে ৩ হার সাঁও বাত সমস্ত হওয়া
বেশক জুগিমে ঘাটবে খেমসি বালকটির সন্ত
কলমগু ৩৪। আর এক ব্যক্তি ঐএল উজাখিনকে
উদ্ধার করিতে গিয়া উজাখিনকে সাঁও বা ক'রতে
অকস্ম চটয়া কলমগু ৩৪। কিন্তু অগত্যা,তের
বিষয় এট বে সকালট রক। পাঠ্যহাভে।

কালক্রমে কামবাহার এটোতে খাবু উপেক্ষা নাথ
সরকার বৈশিষ্ট্য পড়ে কলীষ টের কলম রংগের
বেলায় আচরণ প্রকাশ করিবার জন্য আমরা
প্রকাশ না করিবার সাক্ষ্যে পারিলাম না।
কিন্তু গির্জাঘরে 'আম' সপ্তাহের কল
পুত্র 'দেবার' উপলক্ষে কলীষ টে গণ্য হল না।
কলীষ 'দেবার' মর্শন করিয়া মজুতের মর্শন
কার, এ 'আম'র ক্ষেত্রে সমস্ত কলীষাকার
পূরে ১০০ কলম, ১০০ মর্শন মর্শন
বুৎক মর্শন ১০০ আশ্রমের প'রবার মর্শন
একটি অপমান করেন যে, কলীষ মর্শন
আমি 'দেবার' টিমিট মর্শন কিন্তু অজস্র
করিয়া কলম কলমের মর্শন জামিয়ারি। কেবল
যে আম মর্শনকে অবমানিত হইতে হইত 'কলম'
নহে অনেক কলমের পরিবার এটোয় অব
১ মানিট-এটো 'কলম' কলমের মর্শন এটো
হালকার মর্শন, মর্শন টিমিট, কলম প্রতিকার করেন না।
কিবা পুর্নবেশ ইহা মর্শন আক্রমণ না করিয়া
বহু আগ্রহ মিটা খাওন,, ইত্যাদি। আমার
সমস্ত সমস্ত কলীষ টের অনেক নিম্ন কলমের
সমাচার প্রকাশ করিয়া কলম কলমের টিমিট
কলম করিয়া না কেন? যে যে স্থানে কলম

ଦୀର୍ଘ ଜାଣେ କେତେ ସ୍ଥାନେ ଜ୍ଞାନୋପଦେଶ ମଧ୍ୟ
 ମହାର୍ଗମ । କେତେ ମହତ୍ତ୍ବ ଥାଏ ଏହାର ତତ୍ତ୍ବଜ୍ଞ ଅବତାର-
 ରୂପେ କଥା କୁହା ଯାଏ । ସର୍ବମ ଶୀର୍ଘ ମର୍ଦ୍ଦାଟିଏ ଜ୍ଞାନୋପ-
 ଦେଶ ହେଉଛି ଏହି ମହତ୍ତ୍ବ ଅର୍ଥେ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ
 ଆଦି ଶୀର୍ଘ ଜାଣେ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଯାହାଙ୍କ
 ମାନସ ହୁଏ ନା ।

ସହ ସଂସର କଲିକାତା ଟ୍ରାକ୍‌ମାଲେ ଲଙ୍କ ଓ ଡାକ
ସ୍ତବ୍ଧସ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ । ୧୯୮୫ । ୮୬ ଆ'ସ
୧୯୬୨-୬୩ ଟାକା ସର୍ବ ଡାକ ଆୟତନୀ ଚଟ୍ଟ ।
ଡାକା ଲଙ୍କା ସର୍ବ ୧୯୬୨-୬୩ ଟାକା ସର୍ବ ଆୟତନୀ
ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ ।

কলিকতা 'সংসদ' ১৯৬৩ সালে পোষ্ট অফিস
৫৭০০ টকা জুলাইর কলিকতা লিফট রুট
বিস্তারিত তথ্যের দৃষ্টান্ত। মার্জিনে স্পষ্ট
কোডের দৃষ্টান্ত।

বঙ্গদেশের পোষ্টম্যান ট্রি ভোদারল মিঃ বিন
সাহেব নব্ব্বরের মধ্যে নিজ ক'র্য্য তার গ্রাম
করিয়ে ব'গুনী ঘাটপেতে।

পক্ষ বৃদ্ধি করার ব্যক্তি ২ টার সময় কলিকাতা
 রাস্তা কলকাতার পথে অধিবাসনে বিঃ ৪৮.
 ১০, কটন বাজার সত্বেপতির অসুস্থ প্রকাশ করন
 এবং নিজ নিজ সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করিয়া
 ছিলেন।

১০টি অংশে দেওয়া হইবে।
 ১ম অংশে ১০ টি অংশ দেওয়া হইবে।
 ২য় অংশে ১০ টি অংশ দেওয়া হইবে।
 ৩য় অংশে ১০ টি অংশ দেওয়া হইবে।
 ৪য় অংশে ১০ টি অংশ দেওয়া হইবে।
 ৫য় অংশে ১০ টি অংশ দেওয়া হইবে।
 ৬য় অংশে ১০ টি অংশ দেওয়া হইবে।
 ৭য় অংশে ১০ টি অংশ দেওয়া হইবে।
 ৮য় অংশে ১০ টি অংশ দেওয়া হইবে।
 ৯য় অংশে ১০ টি অংশ দেওয়া হইবে।
 ১০ অংশে ১০ টি অংশ দেওয়া হইবে।

[illegible]

সংবাদ, হি লম। এই সংবাদ অসম্বব পরে
ট্রেনে আসিল। পুষ্টিগ জন্ম ভাগ্য ত্রেমম মর
নিমিট গিয়া যাঁ ডর ব্যসহর জাপকা করিতে
লাগিল। গুড চুইডরন বাক ন পাত পায়ে
কেরাবীর নিকট জন্মায়। তবাবি জর্জন কবিয়া
একটী খুশি চটায় একটী পুলকা লটল। পুলক
সেই সময়ে পুলকাটী দইয়া বঁচল ব মেট অল
জন্ম তবাবি হিরা। বিচারে চক্চকনের কটিন
পরিভ্রমর সতিম চট মংলা কাম্বাটের আভল
চটকাতে। গুড চুইডর এসকল চাংকাবের
কি সাংগাম চটবে তা ?

এত বন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের কিংবা
মিটিয়া গেল। গত মঙ্গলবার ৩০শে বঙ্গবাসী সেমের
পুত্র বাহু করুণাচন্দ্র সেম বাহু কৃষ্ণবিকারী সেম
ডাউ অমৃতলাল বহু এবং তাই গৌরবোদ্ভিত
স্বাম্যক ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের ঐতি নিযুক্ত
কবিয়া মজিরের স্বকণের ভার ভাড়াবের ভার
সমর্পণ কবিয়াছেন। মজিরটী এখন সাংগারের
সম্পত্তি হইল। মজিরের বর্ষ সংক্রান্ত বিবরণের
নিম্নলিখিত ভার বহুবারের ভুলে প্রদান করা
হইল। আনরা বিবাহের এইরূপ স্থানান্তরিত
বেধিয়া শুধী হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

সেকেন্দ্রা মগরের শিল্পশালায় ১৯ বৎসরকাল
বাণিনী পালিত মঙ্গলবাসী ৫০ রাণা
হইয়াছিল। এই বালকটিকে একটা বাধব
গর্ত হইতে আনা হয়। একজন লোকে
একবার বৎসসহর ভাঁট্টের একটা জন্তলে
বেড়াইতে যায়। জন্তলের ভিতর এক ঘানে
বেধে একটী ৬৩ বৎসরের বালক কান্য টানিয়া
বেড়াইতেছে। মঙ্গলবাসী মুক্তি বেধিয়া নার সে বৎ
সপাৎ একটা বাধেব গর্ভের ভিতর কান্য দিয়া
কোঁড়িয়া হয়। বর্ষাকরা বালকটিকে গর্ত হইতে
বাহিরে আনা হয়। আ মরা সপরের মাজিটে-
টের নিকট কবিয়া আসিল। সৎল কুতাস্ত আত
করে। মাজিটে টে বর্ষক বৃদ্ধ অগুণ কবিয়া
গর্ভের ভিতর ধূম দিতে বুলেন এবং বর্ষক
হিগের সাংগারের জন্ম করেকজন লোক জেরণ
করেন। এই উপায় অবলম্বন করিবার কিংবদন্ত
পথে একটা বাকীমী বাকির বইয়া আইসে। সে
এক গোড়ের মংগম এবং কবুখে অগ্নি বেধিয়া

ভায় পলায়ন করে। ভারত পলায়ন বালক-
টীক বরাবর। সে কথা কতিপয় অথবা মন্তব্য
মাগ খাড়া ভইলা দাঁড়াইতে পারে বই।
আমীর ভিন্ন আর কিছুই ভাচার ভক্ত ছিলনা।
ক্রমে সে দাঁড়াইতে পিছে। মঙ্গলবাসী মাত দিয়া-
মীর ভক্ত করিতেও সক্ষম হয় কিন্তু লখনও
ভাচার বা-পক্তি কথায় বই। এই বালকটিকে
মহিগার পর আর ২১ বৎসর পালিত বালক ও
খানিকা বরাবর। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কতি
বৎসরেট ৩, ৩২ ম, করিয়া ব্যাভের উত্তরস্থ
৩০ অমেকজন শিল্প ও বাহু কর্তৃক অপহৃত
হইয়াছে।

ব্রাহ্মসমাজের একজন সিপাহি রেজুনে মগ-
হিগের ধর্ম্য উপর অভিচার করেন। এই
অপরাধে ভাচার বেরাখাত হও হইয়াছে।

লর্ড আর্চিউটনের বেধাংখি সারজন গর্তে
ভাচার আসা বদ্ধ করিলেন।

বেলীষ স্বাক্ষাগ একগে ত্রীপিকার উপকারিত
কুজিয়াছেন। অনেক ই কল বাচো খী দিগা-
খাণম করিয়াছেন। মংরা ইয়েরা বেলা ত্রী-
পিকার ভতর পকপতি নতম।

কোন মজকর একজন রসিক লোক সাকী
ছিলম। উকিল সাকীকে জিজ্ঞাসা করেন
তোনার নাম কি? সাকী কোন বতই উত্তর দেন
না, ভারতব আভলত প্রস্থ করয় সাকী গমন
আমি মাফ সত নিয়া জানি ডাকাই বলি,
বাফা কনিগছি কিরূপে ভাচার সাক দিব? বঁচি
বলি আমাঃ মাম জন নিখ; ভাব শোনা কথার
সাক বেগরা হয়। কেমনা লোক আমাক
এই মাম বলিয়া ডাকে ইফই কুজিয়াছি।
সাকীর চতুর্মতাম উকিল কিছু অপ্রতিত হই-
লেন।

আমরা কনিগা দুখিত হইলাম অনারবল
নিঃ জিহাসর মুক্ত হইয়াছ। জিগস সাংব
কলীম কাউন্সিলের সভা ছিলম। ভারত
বাসীর উপর ভাচার বিলকণ দয়া নয়া ছিল।

নারাইর মামক একজন ডাকাইত সর্কার
১৭০ জন সৈন্য লইয়া মর্শল ফিটজারল্ডের সতিত
যুদ্ধ করেন। মগ বুদ্ধে পরাজিত হইয়াছে।
১৭ জন লোক হত এবং অনেক আহত হই-
য়াছে।

কর্ণেল এলটন ২০০ সৈন্য লইয়া পুলহুকে
ডাংইতিগের অঙ্গসংগ করিতে যান। ডাকা
ইত কোথায় ভাচার ঠিকানা নাই ভালাপি
মংরটী অধিকার করিয়া পুড়াইয়া বেগ
হয়।

ভারত গর্ত বাকীর কেমম সিংগা বেধ
গর্তবেগেব কেমম বাজিগিং ম জাজ গর্তবেগে
কেমমি উতকামগ বে ভারত গর্তবেগে
সংল কর্তারী সিংগার বান ভাচারের কি
বেতন দাঁড়াইয়া বেগরা হয়। বাজিগিং বা
হইলেও বজেররর বহীম কর্তারীকণি নি
অধিক বতম পাটরা থাকম। মাজা-জ নি
হইয়াছে যে নৈল বিচারী মাস্টর অচুচরণ
নেতম মতকরা ৩০ টাকা কনাইয়া বেগরা হইলে
মাজাজের মাট এক লোটেই হই পাখী মারিয়া
এক দিকে গরীব গোমী মারিয়া দার মংবে
করা হইয়াছে আর এক দিক সৈ
বিচারের বান লম্বব বেধাইয়া নৈল বিচার
সমর্থন করিয়াছেন।

চট্টাৎ সর্দিগরমী হইলে উপর প্রথম
বেধিয়া মাজিট যদি রোগীর কর্ণে কোঁটা কোঁ
করিয়া মামম মিজিত, জল বেগনা বাহু তা
হইলে রোগী তৎক্ষণাৎ মৃত হইয়া উঠে।
ভারতবর্ষে ইউরোপীয়েরা এক উপ
শিধিয়া রাখুন

মাজার নিউনিসিপালিটীর মেয়াদামর
বীষ প্রকাশ পাটরাছে। তিনি একদিন নিউ
সিপাল সভায় প্রকাশ কবেন যদি কামিসন
বক্তা মাস্টর অভিধর্মার জন্য নিউনিসিপালি
হইতে টাকা দিত না চন তিনি নিজে টাকা
নিয়া সে কার্য সম্পন্ন করিবেন। ভীক্সভাৎ
সমারেরা ইখাত কুজিয়া গিয়া টাকা বি
সময় হইয়াছেন, চেয়ারমাম ও ইউবো
সমাজে বখাচার পাটরা শুধী হইয়াছেন।

বেগর ম বাছার রহুনাথ রওকে ইকোটে
মহারাজা বেগরানের পদ বিচার প্রস্তাব ক
রাছেন। ইফাকে ৫ বৎসরের জন্য চক
বেগরা হইবে। বেগরান গোবিন্দরেও এক
স্থলক এবং স্থানিক কর্তৃকটী।

সম্প্রতি পূর্ণিমাতে ৫০০ ইউরোপীয় মৈনি
হই জন পাসি ভর্তী লোককে অহত করার আ
প্রত ভাচার অর্থবত্ত হইয়াছে। টাইমস
ইওরা বংলম সাংগিক কর্তারীকণ বেধী সে
বিগকে রক্ষা করিতে আসিয়া ভাচারের উপ
বরং অভিচার করিয়া বসে।

মৃত লইয়া মাজারে বিলকণ আকা
চলিবে। মাজারের নিউনিসিপালিটীর
বর্ষি অমায়্য নিউনিসিপালিটীর কর্তৃত্ব এক
এবং প্রজামিনের মতামসাক্ষী আইম প্র
কর্তৃত্ব হত তবে পাইওমিরার বসেন যে প
একখনি হতের আইন লিখি হইবে।

ସହାୟାଳୀ ଜାତୀୟତାବେଶର ମଣି ମାଣିକା ନିଜେ ତା
 ସମେତ । ଏକ ଉପ ନିମ୍ନେ ସ୍ତ୍ରୀ ସହାୟତା

তৃতীয় প্রতি লক্ষ করিয়া বলিয়াছেন মহাশয়
শ্রীতে ভারতবর্ষের বেসকল জাতি সামগ্রী
সংগৃহীত হইয়াছিল তখনও বহিঃদেশের বিকে
ত ভারত সৃষ্টি ছিল। তৃতীয় রত্ন বেথুন আসিয়া
রত্নাবির বিকে ভারত মন্ত্রণালয় আক-
র্ষিত হয়? এটা কিছু কিছু নষ্ট জীলো
কের রাজার মধ্যস্থত বীরত্ব অথবা সাম্রাজ্য
প্রভৃতিগত চিহ্ন প্রকৃতি কোথায় বাইবে?

ভিটক অব কনট বোম্বাই সৈন্যের কমান্ডার
পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। বোম্বাই সৈন্যের
সম্প্রদায়ের বাস্তবিকই বড় গোঁবা বর বিষয়।

বুক সাহেব সাম্রাজ্যের গভর্নর হইয়া আসিতে
ছেন। তিনি বলে আজ কাল কমল সভার কতক
গুলি সভ্য নির্বাচিত হইয়াছেন তথ্যে অধি-
কারণই ভারতের মঙ্গল প্রার্থী। বুক সাহেব
মিলে ভারতের কল্যাণ রত্ন গ্রহণ করিয়া আসি-
বেন। আমরা অনেক সময়ে অনেক কর্মচারী
মহাশয়কে বড় বড় প্রতিজ্ঞা কবিত্তে দেখিয়াছি।
কার্যের সময় তাঁহাকে সকলই আর অন্তর্ভুক্ত
হাড়াইয়া থাকেন। বুক সাহেবের গায় বেন
এমনো ইতিহাসের বাতাস না লাগে।

সংবাদদাতার পত্র ।

আমালপুর ৮

এখানেকার ইংরাজ স্কুল আজ কয়েক
বৎসর ক্রমাগত শিক্ষক পরিবর্তন হইতেছে।
ইহাতে বালকদিগের অধ্যয়ন সম্বন্ধে বোধ হয়
অত্যন্ত ব্যাঘাত ঘটতেছে। স্কুলের বন্ধাবস্থা সম্বন্ধে
ও মান্য কথা শুনিতে পাছিতেছি, ইচ্ছা কামি
বা স্কুলের সেক্রেটারি কোন একটা নির্দিষ্ট
প্রণালী অনুসারে কৃষ্ণ-মাকড়িয়া খান বেগালি
রকমে কার্য করিয়া থাকেন। আজ আমরা
ইহার সভ্যতা প্রমাণের জন্য ২১.১ টি মটনা
প্রকাশ করিব। তরসা করি সাধারণে ইহাতেই
আমাদিগের কথা সুস্থিত পারিবেন। গত বৎসর
১৯/১০ তৃতীয় শিক্ষক জীবন্ত বাহু তরেশচন্দ্র রায় বি এ.
পাশ হইলেই তাঁহাকে দ্বিতীয় শিক্ষকের
পদ দেওয়া হইবে বলিয়াও ইচ্ছা কামি তাঁহাকে
সে পদ না দিয়া বিশেষ খান বেগালির পরিচর্য
দিয়াছেন। অতএব বাহু বেঙ্গল উপযুক্ত, বিনয়ী ও
সামুদ্রিক ব্যক্তি ছিলেন বোধ হয় সেজন্য শিক্ষক
আমালপুর স্কুলের অসুখে আর কখনও ঘটবে
কি না সম্ভব। তাঁহার এখন হইতে যোগ্যত

স্কুলের বেসিষ্টেব কর্তৃক হইয়াছে তাহা লেখা
নাহল্য মাত্র। তাঁহার পর সে দিন জীবন্ত শিক্ষক
জীবন্ত বাহু পার্শ্বভীতরও শুধুকে পূজার সময়
পাশ কা দেওয়ার তিনি কর্তৃক পরিত্যাগ করিয়া
চলিয়া গিয়াছেন। শুনিলাম ৬ মাস কা
না করিলে ও শিক্ষক পাশ পাইতে পারেন না।
এই জন্য সেক্রেটারি মহাশয় তাঁহাকে পাশ বেন
নাট। আমরা সেক্রেটারি মহাশয়কে জিজ্ঞাসা
করি এ নিয়ম কি সর্বত্র রক্ষিত হইয়াছে না
হইয়াছে? আমরা জানি কোন কোন শিক্ষক ২১
মাস কাধা করিয়াই পাশ পাইয়াছেন। বেলগুয়েতে
(free pass Regulation) একটা নিয়ম আছে যে ৬
মাস কাধা না করিলে কোন শিক্ষক পাশ পাইবেন
না। তবে স্কুলের কর্তৃপক্ষের তাহা খেলাধীন
অর্থাৎ ইচ্ছা করিলে পাশ দিতে ও পারেন আর
নাও দিতে পারেন। পার্শ্বভী বাহু ৫ মাস
কাধা করিয়াছিলেন এবং কয়েক নিযুক্ত হইয়া
আসিবার সময় ৬ পাশ পান নাই অতএব সেক্রে-
টারি মহাশয়ের তাঁহাকে পাশ দেওয়া উচিত ছিল।
পার্শ্বভী বাহুকে যদি পূজার সময় পাশ দেওয়া
হইত তাহা হইলে তিনি কর্তৃক পরিত্যাগ করিতেন
না। আবার সে দিন না কি সেক্রেটারি মহাশয়
আর এক কাণ্ড করিয়া হুজুস্ত খান বেগালির পরি-
চর্য দিয়াছেন। সেক্রেটারি মহাশয়েও প্রতি
আমাদিগের বিশেষ জ্ঞান ও ভক্তি আছে। কাজে
কাজেই সে কাণ্ডটা চঠাৎ বিখ্যাস কারণে পাবি
না, তবে এখানে সে কথা লইয়া বেঙ্গল আন্দোলন
হইতেছে তাহাতে সৎল কথা ওজর বলিয়া বোধ
হয় না। স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক পূজার অবকাশের
পর স্কুল খুলিব র দিন বাটা হইতে তাঁহার মাতাব
আসন্ন মৃত্যুর সংবাদ আইসে অতএব ২১ দিন
ছুটির আবশ্যক বলিয়া সেক্রেটারি মহাশয়ের নিকট
একট টেলিগ্রাফ পাঠান। সেক্রেটারি মহাশয়
সেই টেলিগ্রাফের উত্তরে লিখিলেন, যদি পর
পাঠ কয়েক আশ্রয় নিযুক্ত না হও তাহা হইলে
ডিসমিস হইবে। কি সর্বনাশ! মাতাকে গলা
খাড়া করান হইয়াছে এখন জল্পে সেক্রেটারি
মহাশয়ের ঐ রূপ সিদ্ধির পর বাইরা উপস্থিত
হইল। শিক্ষকটির অসুখে ভাল, যে সেই দিনেই
তাঁহার মাতার ৮ লাভ হইল তিনি ও কোজনারী
আমালভের আশ্রমীর ব্যায় হুজুস্ত হাজির
হইলেন। এই ঘটনার দ্বিতীয় শিক্ষক সেক্রে-
টারি মহাশয়ের উপর একান্ত বিরক্ত হইয়াছেন
তাহা বলা বাহুল্য এবং তিনি যে এরূপ স্কুল বেশ

মনের সহিত কার্য করিতে উদ্যত করিতেন তা
ও অসম্ভব। আমরা সেক্রেটারি মহাশয়
জিজ্ঞাসা করি তিনি একশ পত্র লিখিলেন কেন
যদি তিনি কর্তৃপক্ষেরোবে লিখিয়াছেন ব
মনে করিয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহার
কুল হইয়াছে। কারণ—Even sense of duty
not surpass the moral obligation—কর্তব্য জ
মৈত্রিক কার্যকে অতিক্রম করিতে পারে
আমরা জানি যে সেক্রেটারি মহাশয়ের অ
সম্ভব আছে এবং তিনি এক জন উচ্চনী
শিক্ষিত ব্যক্তি, অতএব তাঁহাকে কোন কার্যে
করিয়া প্রকাশ করিতে দেখিলে হুজুস্ত হই
কেনা গেল আজ কয়েক সপ্তাহ এখ
কার, তরি সভ্যকে লম্বায়াণ শিলা ল
বাওয়া হয় না। অথচ প্রতি দ্বিবারে হরিসভা
অধিবেশন হয়। আমাদিগের বোধ হয় তা
সভার সভাগণ ক্রমে ক্রমে বিরাকারবালী
বিগের অনুকরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। হ
সভার সৃষ্টি জ্ঞান সমাজের অনুকরণ এ
ভাষার উপাসনা এবং কার্য প্রণালী ও জ্ঞান
জের অনুকরণী হইতে লাগিল। কোন স
হরিসভা গৃহে বিতরিকেন মোস, ইটর সভা
তাঁহাদিগের বাৎসরিক উৎসব করিতে চা
ছিলেন কিন্তু উৎসব কোত্র তাঁহারা মান
শিলা আনিবেন না বলিয়া হরি সভার সভ
চতুর্দিক হইতে আগতি করিলেন যে হরি
গৃহে ৮ নারায়ণ শিলা অবর্তমানে কোন ব
হইতে পারে না। একদে উক্ত মহোদয়গ
জিজ্ঞাসা করি এখন ৮ নারায়ণ শিলার অবর্তম
হরিসভার কার্য কোন শাস্ত্রমত হইতেছে? হ
সভার অন্তর্গত একটা ট্রোল সংস্থাপিত হইয়া
কিছু তাহা অমুরেই বিমত হইয়াছে। আমরা
লম্ব হরিসভার পুণ্ডিত মাসিক পাঁচ টাকা ক
বেতন পাইয়া থাকেন কিন্তু এই সাধারণী
তিনি মিত্রমিত্রপে প্রতি মাসে প্রাপ্ত হইতেন
হরিসভার পোশাকীয় অথবা বেশি
আমরা বড়ই হুজুস্ত হই তরসা করি জা
পুরের সমস্ত বিদ্বৎ হরিসভার উন্নতি ক
সহায়তা করিবেন।

এখানেকার বৈদ্যদিগের ইলাহি ক্রম
নির্ভুক্ত হইয়া থাকিতেছে। বিরোধি
আপমাদিগের হুজুস্তা, অধিকৃত হুজুস্ত
পারিতেছেন। বাহারা আজ বিরোধী
তাঁহারা সংসর্গ লোব জনন প্রাশস্তিতের
প্রবেশ করিতেছে।

বিজ্ঞাপন,

চিকিৎসা-প্রকাশ যন্ত্রের পুস্তকালয়।

৩ নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।
স্বাস্থ্যবিদ্যায় সুখোপাধায় রক্তবাহকীয় পুস্তক
ন চাইতে এই পুস্তকালয় থেকে বিক্রি হইবে।
একটি মাত্র আর বিক্রি হইবে না।

তৎকৃত

সরল ভৈষজ্য প্রকাশ

অর্থাৎ

সহজ মেট্রিক্স মেডিক।

১ম ভাগ।

৪৪ ও পাড়ারীরের ডাক্তারদের জন্যে
প্রকাশিত হইয়াছে।

মূল ১২ পেন্সি ৩০০ পৃষ্ঠার বেশী।

মূল ১৪০ টাকা; ডাকমাণ্ডল ১০

এই পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

ঔপদেশনাথ সুখোপাধায়
ম্যানেজার।

—৩৩—



ইলকট্টো গ্যালভানীয়

অম্লী, কবচ ও অনন্ত।

বি.এস. কান্ত নির্মাণকর্তা ও আবিষ্কারক।

২২ নং মৃদাপুর স্ট্রীট কলিকাতা।

আমার নির্মিত অম্লী, কবচ ও অনন্ত অতি-
সুবিধাজনক যেহেতু অসংখ্য রকম নির্মাণ
করা বিক্রয় করিতেছেন। ইহা সকলেই জানেন
তারত-পূর্বে আমিই নির্মাণ করিয়াছি। সুবি-
ধিত নিম্নলিখিত গীলবার্ট ট্রে, মর্টার অফটার্টন, চারম
কট, আনার নিকট হইতে ক্রয় করিয়া বিক্রয়
করিতেন, বর্তমান ও পুরাতন স্তর আন্তর্জাতিক
রোগ্য হওয়া সত্ত্বেও বিশেষতঃ ওলাউটা ও বসন্ত
রোগে ইহার আশ্রয়। উল্লেখ্য যে নিকট বৈদ্য
হইতেছে, এমন কি ইহা দ্বারা করিলে সংক্রামিক
রোগ কষ্টকর আক্রান্ত হইবার সম্ভাব্য নাই। বহুত

ইহা রক্তপরিষ্কার করতা পাক্য আন্তর্জাতিক ও
অপকায়ন দ্বারা নিবারণ করে। এলোপ্যাথিক,
হোমিওপ্যাথিক, ও চাইনোপ্যাথিক চিকিৎসাতে
যাইরা কলপান নাই এই ভাঙিত কারণে কল
পাঠ্যকরেন। সোমপ্রকাশ নির্মিত কবচ ও অম্লী
ভাঙিত সংস্কৃত বলিয়া উক্তি করিলে সে, নিজস্ব
অম্লক ও ভাঙা ব্যবহারে কোন ব্যক্তি কখনই
আরোগ্য হইতে পারেন। প্রতি কবচের মূল্য ১১/০
আনা, ডজন ১২০; প্রতি অম্লীর মূল্য ২ টাকা,
ডজন ২০; প্রতি অনন্তের মূল্য ১১০ ডজন ১৫
প্যাকিং ও পোস্টেজ ১ চাইতে ৬ বাস। ১০ আনা
ডজন ৬০; বাছুরা অম্লী ও অনন্ত লইতে ইচ্ছক
মার্ম পাঠাইবেন।

—৩৩—

ইলকট্টো গ্যালভানীয়

অম্লী কবচ ও অনন্ত।

পি, সি, দাস

ভারতের একমাত্র নির্মাণকর্তা ও

আবিষ্কারক।

৩৪ নং বেনিয়ার্টোলা লেন পটলভাঙ্গা কলিকাতা।

ভাঙিতের অপরিমিত গুণ বর্ণন।



আজকাল ইউরোপ, আমেরিকা এবং ভারত
নব্যো বোম্বাই, মাদ্রাজ, রেজুন ঢাকা, এলাহাবাদ,
সিলগাট, কটক, বেহলীপুর, হুগলি, চৈতন্য,
আসান, বেপারক, চাইলিংবাব, মিল্লী, লাহোর
কাখীর ও জর্জিওর সমস্ত সভ্যজাতি এখন এক
বাতে স্বীকার করিয়া থাকেন যে অম্লক টংকট,
থাবি বাবা এলোপ্যাথিক, চাইনোপ্যাথিক
হোমোপ্যাথিক, ক্রমোপ্যাথিক ইত্যাদি নামা
জ্ঞান্য জ্ঞান্য কথিত হইবে সমস্ত রোগ হ্রাস
ও আশ্রয় হইবে না বলিয়া রোগীবিদকে এক-
বারে ত্যাগ করিয়া নির্মাণকর্তা জ্ঞান্য আনার এই
মহৎপ্রতি জীবন অরণ্য বৈজ্ঞানিক ভাঙিত চিকিৎসা

দ্বারা সম্পূর্ণ আরোগ্য হইতেছেন। আমার এই
ভাঙিত অম্লী কবচ ও অনন্ত সর্ব-কারে বোগ
আরোপ করিয়া থাকে এবং ভাঙিত সংস্কৃত জ্ঞান্য
ব্যবহারে স্বাস্থ্য শরীরে রোগ নিকটে আসিতে
পারে না, কবচ ও অনন্ত ক্রয় ২১/০
P.O.D. মাধ্যমিত বৈদ্যিক লইবেন কারণ কোন
কোন দূর্ব লোক মোতের বৈদ্যপত্র হইয়া অসু-
করণ করিতেছেন বলা বাহুল্য। যেকোনো ব.ভু
পরিমাণ বিশেষ একত্রিত সংস্কৃতের দ্বারা ভাঙিত
উৎপাদিত হই, অর্থলোভি লোক সেই সকল দাতার
বর্ধা পরিমাণ না জানিয়া সর্ব সাধারণকে
ইহাইতে P.O.D. মাধ্যম অম্লী কবচ ও অনন্ত
ভাঙাই আনার কষ্টে নির্মিত এবং ভাঙা দ্বারা
জগতের সমস্ত লোক ৩৭ বৎসর হইতে বহু
প্রসংগ করিতেছেন ও প্রসংগপত্র হইতেছেন।

প্রতি কবচের মূল্য ১১০ ডজন ১২, প্রতি অম্লী-
র মূল্য ১১০ ডজন ১৫ ও অনন্তের মূল্য ১১০
ডজন ১৫ প্যাকিং ও পোস্টেজ ১০ অম্লী ও অম-
ন্তের মার্ম পাঠাইবেন ও চারি রকম অম্লীর মধ্যে
যেকোন লইবেন মনঃ বর্ণিতা লিখিবেন।

—৩৩—

১৮৭৪ অব্দে স্থাপিত।

শরচ্চন্দ্র দত্ত এণ্ড কোং।

হোমিওপ্যাথিক ওষধ।

প্রস্তুতকারী।

কলিকাতা মতামলায় এবং হোমোপ্যাথিক
ডাক্তারদের নিকটে হইতে উত্তম উৎকৃষ্টতা
সহজে প্রাপ্য পর পাঠাইতে।

মূল্য সুলভ।

ওলাউটা চিকিৎসার ১২ শিলি ব্যবস্থা ও কণু-
রের আবক মূল ৫ টাকা।

গুট-চিকিৎসার ২৪ শিলির ব্যয় ব্যবস্থা পুস্তক
মূল ৮ টাকা, ২ শিলির ব্যয় ১০ টাকা।

সাধারণ চিকিৎসার ৫১ শিলি উত্তম ব্যয়
ব্যবস্থাসহ ১৮ টাকা।

ভাঙাধিগের উৎকৃষ্ট ব্যয় ২৫ টাকা, সম্পূর্ণ
উত্তমপূর্ণ ব্যয় ৫০ টাকা।

উত্তমজী বাজাল সচিত্র মূল্যনির্ণয়পত্র
বিনা মূল্যে প্রাপ্য। টিকানা ৫৫ নং কলেজস্ট্রীট
কলিকাতা।

—৩৩—

आम्रप्रकाशः

६. अथ शास्त्रम् ।

"प्रवर्ततां कर्मविहिताय पार्श्विकः प्रवर्तते नमिज्जतो न विचिता ।"

ॐ नमः ।

• **টাকা :** অগ্রিম বাৎসরিক ৯৯০,-

১২২০ সাল। এই অগ্রহাষণ। ইং ১৮৮৬। ২. ৫ মনোময়।
৭ দিনব্যাপী। এই অগ্রহাষণ।

संमेलन के एक मास में आयुक्त वार्षिक १
। निम्न ३ हाथियों पर
अर्थात् वार्षिक मास में आयुक्त वार्षिक १।

বিজ্ঞাপন

विदुषः उवाच ।

একক মনোবৃত্তিদের মধ্যে বীণাধার কনি-
ষ্ঠা অগ্নিরা নোমপ্রকাশের দুলাধি এবং
গাভ আশাধার বিবরে কথাবিত্তা কথিবার
করিদেব তাঁহারা নোমপ্রকাশ তিগ্জি-
নীতে বা গিরা অথবা দুলাধি বা বিরা ২২২ ম
কানিল স্টে নোমপ্রকাশ কাধানরে অগ্রহ
রা আখিলে নবস্ত বিবরের দ্বিহ চইবে। নোম-
কাত তিগ্জিটানিতে বাইবার প্রয়োজন নাই।

[illegible]

সোমপ্রকাশ বন্ধ ও কার্যালয়ের আধি-
নিকান্তে। কর্তৃপক্ষালিঙ্গ ট্রাষ্ট ২২০ নং
ঘরে আগের কথি খইয়াছে। গ্রাহক
স্বাক্ষরপত্র পত্রাবি ও সোমপ্রকাশের

মূল্যাদি উক্ত ঠিকানার নিম্নলিখিত
 ব্যবহারকারীর নিকট পাঠাবেন। সোম-
 প্রকাশ। একক হইতে নিম্নলিখিতরূপে
 সমস্ত বাহ্যতে গ্রাহকগণের সম্মত
 হয় তাহাযে বিশেষ বন্দোবস্ত করা
 হইয়াছে। মকবল ও কলিকাতার
 সেকেন্ড গ্রাহক উপস্থিত সময়ে সোম-
 প্রকাশ না পাইবেন তাহার অনুগ্রহ
 করিব। পত্র লিখিলে আমরা তাহার
 সংশোধন করিব। চান্ডিপোস্ত। সোনার-
 পুর পোষ্ট অফিসের ঠিকানায় পত্রাদি
 লিখিবার আবশ্যক নাই।

আমরা কলিকাতার আশ্রিতা মানা
প্রকার জবওরাক ও পুস্তকাদি মুদ্রন
কার্য হস্তাক্ষরপে ও স্থলত মূল্যে সম্পন্ন
করিতে আরম্ভ করিয়াছি। নীচারা
সোমপ্রকাশ বঙ্গবাসীর চেব দাখিল,
চিঠি লেবেল, ঘিল, পিঠিসম ও পুস্তকাদি
বাবজীর বিষয় ইংরাজি ও বাঙ্গালা অক্ষরে
মুদ্রিত করিতে ইচ্ছা করিবেন তাঁহারা
উপর উক্ত ঠিকানার আশ্রিতা নিচে
অর্ডার পাঠাইলে মুদ্রন অক্ষরে-সম্বর প্রাপ্ত
হইবেন। আমরা ইংরাজি ও বাঙ্গালা
ভাষা প্রকার মুদ্রন অক্ষরে বর্তমান ও নকশা
মানব্রীক করিয়াছি। স্থলত মূল্যে ও
স্থলতপক্ষে যে কার্য সম্পন্ন হইবে তাহা
বলা বাহুল্য। বিশেষতঃ সোমপ্রকাশ

যজ্ঞাগ্নে-লৌকিক-ঐক্য-প্রতিষ্ঠা
 নাই। মর্কসোপন-প্রতিষ্ঠা করা
 যাইতেছে-ঐক্য-নিগমিত-প্রতিষ্ঠা-
 প্রকৃত-কর্ম-প্রতিষ্ঠা-প্রতিষ্ঠা-প্রতিষ্ঠা

সোমপ্রকাশ সম্বন্ধে 'চিঠি' পত্র-টাকা
কড়ি, বনিবর্তার আদি ওহক' মহোদয়গণ
একম হইতে ২২৫ নং কর্তৃত্ব-
লিঙ্গ 'চিঠি' সোমপ্রকাশ কার্যালয়ে
স্বীকৃত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্তীর নামে
পাঠাইবেন। অতঃপর সোমপ্রকাশ
সম্বন্ধে চিঠিপত্র বা টাকা কড়ি বনিবর্তার
যোগে ওহক' মহোদয়গণের কাছারও
নামে পাঠাইবেন না অথবা কার্যালয়ের
কোন কর্তৃত্বীর নামে সোমপ্রকাশের
মূল্য প্রেরণ করিবেন না। অপর নামে
পাঠাইলে অবিকারীর হস্তগত না হইয়া
সম্ভব। ওহকগণের সে বিরুদ্ধে যেন
দৃষ্টি থাকে।

শ্রীমতী শ্রীমতী
শ্রীমতী শ্রীমতী

श्रीमदाश्वमेधसंहिता ।

ହୁମ, ନାବରତ ହା, ଓ ନାବରତ ହାସିଦ୍ୟାଦି
ସାଧନା କାର୍ଯ୍ୟ।

काल-महा-पञ्चाङ्ग

परिचय

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

একদম বাঁধা পূর্ব কখন প্রকাশিত

उषः नृते

ਭਥ ਨੀਕੇ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ

(पूर्व व्यवस्थित करने पर)

১২
 ১৩
 ১৪
 ১৫
 ১৬
 ১৭
 ১৮
 ১৯
 ২০
 ২১
 ২২
 ২৩
 ২৪
 ২৫
 ২৬
 ২৭
 ২৮
 ২৯
 ৩০
 ৩১
 ৩২
 ৩৩
 ৩৪
 ৩৫
 ৩৬
 ৩৭
 ৩৮
 ৩৯
 ৪০
 ৪১
 ৪২
 ৪৩
 ৪৪
 ৪৫
 ৪৬
 ৪৭
 ৪৮
 ৪৯
 ৫০
 ৫১
 ৫২
 ৫৩
 ৫৪
 ৫৫
 ৫৬
 ৫৭
 ৫৮
 ৫৯
 ৬০
 ৬১
 ৬২
 ৬৩
 ৬৪
 ৬৫
 ৬৬
 ৬৭
 ৬৮
 ৬৯
 ৭০
 ৭১
 ৭২
 ৭৩
 ৭৪
 ৭৫
 ৭৬
 ৭৭
 ৭৮
 ৭৯
 ৮০
 ৮১
 ৮২
 ৮৩
 ৮৪
 ৮৫
 ৮৬
 ৮৭
 ৮৮
 ৮৯
 ৯০
 ৯১
 ৯২
 ৯৩
 ৯৪
 ৯৫
 ৯৬
 ৯৭
 ৯৮
 ৯৯
 ১০০

—●—

[illegible][illegible]

অত্যাচার ভাঙ লোক জুড়ে কি উদ্ধার, কাজ
 চাড়েই চাড়ে শুধু করিয়া উদ্ধার পায়ে না।
 কামবাহ নিরুপ কয়ল আর একটা খিরন আর।
 এখানে লোকের ওপাড়াপাড়ি এতি তত লোক
 করায় না কিছু টাকা গাছিত বরণ মন্দিরের
 কর্তার কাছে রাখিলে কামবাহি পাওরা যায়।
 এরূপ অবস্থায় কর্তব্যশীল লোক মিলিয়াই অল্পই
 সভাবনা। আশ্বের বিশেষত্ব কামবাহের
 বেতন নির্ধারণ করা উচিত। তাহা হইলে
 অনেক ভাল লোক পাওরা বাড়িবেক। বেতন
 মন্দিরের কর্তৃপক্ষগণও বেতন মন্দিরের উপর
 মনোযোগ প্রদান করুক। মন্দির লোকের বর্ষ
 বারী হইলে তাহাদেরই পালন হইবে। ইতি
 তারিখ ২৫এ কার্তিক।

সোম প্রকাশ ।

৮ অগ্রহায়ণ সোমবার

বাল্যলী গভর্ণমেন্টের অধীনে উচ্চশিক্ষার
 আশা পাইওনিয়ার জাতির বহু সন্তানের
 জন্ম হইয়াছে। পাইওনিয়ার
 বাল্যলীকে যদি জিইউজি মাজিষ্ট্রেটের পাশ
 নিরুপ করা হয় তবে হিন্দু সুলভনামের বিচারের
 সময় উহার পক্ষপাত করিয়া বিচার করিবেন।
 এদেশীয় অধ্যক্ষ ইংরাজ বিচারকর্তা
 গণের যে রূপ নীতির বল, সহযোগী মনে করেন
 বাল্যলী বিচারকর্তারও সেইরূপ হইবে।
 উহার আরও বিধান যে বাল্যলী কখনও নির
 পেক বিচারক হইতে পারেন না। আনন্দ
 সন্তানগণের অসুস্থতায় সাধু হইবে। একটা
 কথা সন্তানগণের অসুস্থ আশু কি? এই দেশী
 বিচারকের পক্ষপাত হিন্দু হই এক জন
 বাল্যলী জিইউজি মাজিষ্ট্রেটের আসন অধিকার
 করিয়া আছেন। ইচ্ছার আশ্রিতে হিন্দু
 সুলভনামের বিচার নিষ্পত্তি হয় সহযোগী
 তাহা অীকার করিবেন। সে বিচারের আশীর্বাদ
 কখনও পক্ষপাত হইয়াছে বিচারকগণ, তাহা
 বলিত পারেন না। একতর পক্ষে ইংরাজ
 বেতন বহুতর সীমিত নিয়মের তাহে কার্য
 নির্ধারণ করিতেছেন তাহাতে অল্পক ইংরাজ
 বিচারকও জন্ম হয়। বিচার বিচারের উচ্চতর
 মধ্যে - সবার একজন বাল্যলী জীর্ণীভ করিতে

হেন। এটিও পাইওনিয়ারের দ্বারা একজন
 বাল্যলী সবার পক্ষের চক্ষু মুগ্ধ। অতএব এই বাল্যলী
 বিচারকের দ্বারা উপযুক্ত ব্যবস্থা বিচারের উচ্চতর
 চেতা অপকণ্ঠী অতএব বিচারপতি বিচারক
 সমাজে অতীত বিরল। পাইওনিয়ার বাল্যলী
 বিচারকের আদর্শ স্থানীয় এই সমস্ত সুলভনাম
 উচ্চতর হইয়া কি বাল্যলী বিচারকের চরিত্র
 ধর্মন করিতে পারেন না? বাল্যলী মাজিষ্ট্রেট
 ও জজ হইয়া। বেরূপ উচ্চতর তদ্বিধাতে
 মাজিষ্ট্রেট ও জজ হইয়া সেইরূপ হইবেন
 তাহার কিঞ্চিৎ ইতর বিশেষ হইবেন।

-৩৩-

কোটসমানের জিনগরের সখার লতা লিবি-
 রাছেন-জিনগরের সি. এচ. আর্টেন নাইট নামক
 এক জন শিকারী তরু জন্ম একজন কুলিকে
 গুলি করিয়া বসিয়াছেন। বেরূপ গুলি খাইয়া
 তখনই প্রাণত্যাগ কর। নাইট সাহেবের
 এজাভ হইয়া জাতিয়া দেওয়া হইয়াছে।
 অসামান্য এজাভার কামিনার মাজিষ্ট্রেটের সন্তানের
 মিকট পাঠান হইয়াছে। আসামী ব্যক্তিরে
 থাকিবেন বিচারক আদালত বসিয়া বিচার
 করিবেন। জিনগরের এই কুলি কতদূর অতিনয়
 হইয়াব সময় বাল্যলীও একটা হত্যাক্রম
 আরও হইয়াছে। ২২এ অক্টোবরে এক জন
 রেলগাড়ী কুলি কখনও সন্ধান করিয়া গৃহ
 মাজিষ্ট্রেট ছিল একজন মিনার উইলিয়ম সাহেব
 এর সময় খোরাল জন্মে একটা বহুতর কুলিয়া
 লন, এবং কুলির দিকে ইচ্ছা পূর্বক বহুতর
 ছুড়ন। গুলি লাগিয়া সে ব্যক্তি ততক্ষণ
 হইয়া পড়িয়া যায়। তাহাকে রক্তাক্ত অবস্থায়
 কখনইয়ের হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইয়াছে।
 উইলিয়মস বাল্যলী, বহুতর গুলি ছিল তাহা তিনি
 জানিতেন না।

-৩৩-

কুলিভায়া সবচে ইংরাজের দ্বারা খোরালিও
 জন প্রমাণ আজ কাল বেরূপ হুজি হইয়াছে
 তাহাতে উপেক্ষা করা বিচারক দ্বারা কোন
 মতেই কর্তব্য নহে। আইন জন্মের অব্যাহতি
 আছে বটে, কিন্তু মনুষ্যের জীবন মরণের উপর
 সবার সম্বন্ধই বাহ জন প্রমাণ হয় তবে সে সকল
 জন বাস্তবিক জন প্রমাণ কি না তাহারি
 অসুস্থতায় করা বিভ্রান্ত কর্তব্য। উইলিয়মসের
 দ্বারা দ্বারা খোরালি ব্যক্তি বিশেষে অতিবিশদ

করা আবশ্যক। বহু কুলিকে আবাস করা
 জাহার উচ্চতর ছিল না, আর বহুতর কুলি নাই
 জানিতে পারিয়াছিলেন, তবে বহুতর কুলিয়া কাপ
 বহুতর বহুতর কুলিগার জাহার কি আবশ্যক
 ছিল?

-৩৩-

সেদিন সেনিভেলি জেলে এক জন করোনীয়
 হুজা হইয়াছে। করোনীয় হুজির আর ১৫ দিন
 মাত্র অবশিষ্ট ছিল। একদিন তাহার স্বর হয়।
 কিন্তু জেলদারগণ সেই স্বরের উপর তাহাকে
 রৌদ্রে খাটিতে গেল। করোনীয় সাতের
 জাহার রাতে লিখিয়াছেন আত্মবিকারকে
 করোনীয় হুজা হইয়াছে। কিন্তু স্বরের উপর
 রৌদ্রে পরিজন করিতে বিচারি হুজ ব্যক্তির দ্বারা-
 স্বক রোগ জীর্ণীভ ছিল। জেলের কর্তৃপক্ষ হইনেই
 কি নির্ণয় হইতে হয় যে কাহারও জীবন
 মরণের উপর জাহারের লক্ষ্য থাকেনা? বহুতর
 জীবনের উপর এইরূপ ততদর দৈবিক যোগ
 হয় জীর্ণীভ অতীত হইয়াছে। কতকগুলি
 জীর্ণীভ দ্বারা মনুষ্যকুল ইংরাজ রাজ্য এইরূপ
 স্বরশীলতার পরিচয় দিয়া সমস্ত জীর্ণীভ
 সন্তানকে হুজিত করিতেছেন বহুতর
 উদাসীন হইয়া ইচ্ছাকৃতের নিয়ন্ত্রণ ও
 বিবেচন। ১০এর ততদর বেসকল অত্যাচার
 হয় তাহার একটি বর্ষও ব্যক্তির অকাল হইতে
 পায় না। করোনীয় বিচারে এই সকল অত্যাচার
 সন্ধান করে, চক্ষের তল চক্ষে মালিয়া বিচারি
 অভিযুক্ত করে। জেলের ততদর কর্তৃপক্ষ
 বহুতর জাহার। জাহারের দ্বারা অত্যাচার
 সকল প্রকারের অত্যাচার করিয়া বিচারে
 করিতে হইবে, আশ্রয়ের দ্বারা অত্যাচার
 অত্যাচার হউক, কুলিভায়া হউক নির্দিষ্ট
 মের অত্যাচার হউক, করোনীয়: প্রমাণ পায়
 হুজ করিয়া তাহাই আশ্রয় করিতে হইবে
 জাহারের আবাস দ্বারা জীর্ণীভ সন্তানকুল ইচ্ছা
 উপর স্বর জাহার হউলে অতি আবাস অত্যাচার
 পরিজন করিতে হয় তাহা অত্যাচারে
 কি রূপে? আশ্রয় গভর্ণমেন্ট কর্তৃপক্ষ
 করি জেলের উপর জাহার পক্ষই
 হুজ।

বহুতর জাহার

একর বেতনে আশ্রয় দ্বারা সেখানে

পারে না। সুখের সুখ সর্বত্রও দেখানে আছে।
তিনি তাহার জিনিসের পরীক্ষা করিতে পেরে
না। তঁহির আত্মসমাজও দেখানে পড়িয়াছে
না। তাহার এক পদ হস্ত-স্ব-হইতে পলায়ন
পারে। একর, এক সময়ে এই দুইটী বস্তু
সমাবেশ একটী অসম্ভব কাণ্ড। আধুনিক বর্ষ-
প্রচারকগণ এই অসম্ভব কাণ্ড 'সম্ভব' করিয়া বর্ষ
প্রচারের চেষ্টা করিতেছেন। যিনি হিন্দু তিনি
যদি কলৌজা নিক বর্ষপ্রচার করিবার সময়
বিবিধ প্রকারে আত্মের একেধর উপাসনার
পদ্ধতির উপর ভরসা করিতেছেন। যিনি ব্রাহ্ম
তিনি পৌত্তলিকতা 'পৌত্তলিকতা' করিয়া
স্বল্পের পরামর্শে উইলিয়ামের অসামান্য করি-
তেছেন। যিনি খ্রীষ্টান তিনি হাতে সুখ নাড়িয়া
চাটীর তরফে দৃষ্টির উপর অজ্ঞতা একাংশ
করিতেছেন। বস্তুতঃ যে বর্ষপ্রচারক বর্ষ
প্রচার করিবার চেষ্টা করেন তখনই তাঁহাকে
পরবর্ত্তের কোষ দেখাইতে হয়। পরবর্ত্তের
উপর স্থানাও অজ্ঞতার ভাবপ্রকাশ করিতে হয়।
উদাহরণ স্বরূপে তঁহির ভাব বিগলিত হইয়া যখন
বাগের নিমিত্ত নাম, গরকণ্ঠেই স্থান দিবে
কল্পিত হইয়া পরবর্ত্তের উপর গরলবর্ষ
কার্য্য করেন। উদাহরণ যেন করেন পরবর্ত্তের
কল্পনার প্রদর্শন করিয়া অপর্য্যয় উপলক্ষ্যার্থ
উল্লেখ করিয়া দেখাইবেন। জ্ঞাত বর্ষপ্রচারক
কল্পিত পারেন না যে এই স্থান সাধারণতঃ অবা-
কর্ষের কল্পনা উদাহার নিম্নবর্ত্তের উল্লেখ ভাগকে
কল্পিত করিয়া ফেলেন।

এই যে পরবর্ত্তের উপর গুরুত্বপূর্ণ ইচ্ছাভেদ
কল্পিতকরণ করিয়া বিলম্বিত হইতেছেন। প্রচা-
রকগণ জাহেই কেবল কল্পিত, সাধারণের এই উপ-
লক্ষ্য করিয়া গিচ্ছাছে। তাই প্রচারকের
কল্পে কল্পিত প্রকৃত বর্ষের প্রচার হইতেছেন।
খ্রীষ্টান যদি এই কল্পিত না দেখাইতেন, ভারত-
বর্ষের কল্পিত প্রদর্শন প্রদর্শনে কল্পিতের বিল-
ম্বিত অজ্ঞার হইত। ব্রাহ্ম যদি বিবেচনা করিত
হইতেন, খ্রীষ্টানকল্পে ব্রাহ্ম বর্ষের আরও
অধিক প্রচার হইতে পারিত। হিন্দু বর্ষের
আজ্ঞাপন যদি প্রদর্শিতেন তাহা না হইতেন
তাহা হইতে ইচ্ছাশক্তি কল্পিতকরণ উল্লেখ
নিকট প্রকৃতকল্পে ইচ্ছা ও পৌত্তলিক
বর্ষের প্রচার ও প্রদর্শন অধিকতর খচিত হইত।
হিন্দু বর্ষ প্রদর্শিত প্রদর্শন কল্পিত প্রদর্শন
যে প্রদর্শন প্রদর্শনের প্রদর্শন প্রদর্শন
হইত ও অজ্ঞান যে সুখ সৌন্দর্য প্রদর্শন হইত

পারিতোষিক-না, তাহাও কেবল হিন্দু বর্ষ প্রচারক
বিশেষের প্রদর্শন। যিনি বর্ষের প্রচার করিবেন
তিনি স্থানীয় অজ্ঞতার পরিপোষণ করিয়া উল্লেখ-
সাধনে কেনন করিয়া কল্পিত হইতে পারিবেন ?

বর্ষ যদি তঁহির উপর ও স্থানীয় হয়, তবে তাহা
নিজের অঙ্গের কাণ্ড করিয়া থাকে। যিনি
বর্ষ বার্ষিক স্থান উদাহারে আর্ষ করিতে
পারে না। তিনি যখন বর্ষের প্রচারে বহির্ভূত
হয়, অর্থাৎ তঁহির অলৌকিক আকর্ষণে যিনি-
গত হইতে তাহার চক্ষুপার্শ্বে শিবা সংগৃহীত
হয়। বর্ষ উপলক্ষ্য আদরে আত্ম পাইয়া
আপনার বসে আপনাই বিকৃত হইয়া পড়ে।
অল্পবুদ্ধি পাত্রে পড়িলে স্থানীয় সংস্কারে বর্ষ
কল্পিত হইয়া বলবীম হয়, প্রচারকগণ প্রচার
করিয়া কল্পিত হইতে পারেন না।

বর্ষপ্রচারের আর একটী অজ্ঞতার প্রচারক-
গণের চরিত্র দেখ। উদাহরণ স্বরূপে বাহা প্রচার
করেন কারো তাহার বিপরীত দেখিয়া লোকে
উদাহরণে প্রতি অজ্ঞতা করিতে শিখে। কেহ ভুল
জ্ঞাতব্য প্রচার করিয়া আনিয়া সংস্কারের সহিত
বিবাহ করিয়া যান। কেহ ভুল জ্ঞাতব্যের
নিকট তঁহির করিয়া আনিয়া শিবা মাতার
উপর অজ্ঞতা প্রদর্শন করিলেন। যিনি যে মীতির
প্রচারক, তাঁহাকে নেই মীতির বিপরীত প্রচার-
পদ্ধতি দেখিয়াই, লোকে বর্ষপ্রচারকগণের উপর
বীতম্ব হইয়া আনিতেছেন। "আমি বাহা বলি
ত হাই কর" এই বাক্যের অর্থ "আমি
বাহা করি তাহাই কর" এই কথাই বর্ষপ্রচার-
কের মুখে শুভ। বাহা চরিত্রের সৌন্দর্য
আছে তাঁহাকে সুখও বর্ষপ্রচার করিতেই
হয়। পবিত্র চরিত্রের এমনি একটী আক-
র্ষণী শক্তি আছে যে লোকে আপন তাহাতে মুগ্ধ
হইয়া পড়ে, এমনি একটী বল আছে যে হৃদয়
লোকও তাহার নিকট বন্দী হইত হয়—এমনি একটী
অর্গল কোণের কাহ পাড়া আছে যে, লোকে
না আনিয়া গিয়া তাহাতে পরীক্ষা করিয়া
নয়, এমনি একটী অপূর্ণ শিল্পের জ্ঞান বোমা
আছে, হুদী পানী আপন হইতেই তাহাতে
আবহ হইয়া পড়ে। সেই চরিত্রের সৌন্দর্য
প্রচারকগণের ভিতর বহু অজ্ঞতা তাই বর্ষ প্রচা-
র এক নিকট। বর্ষের মান করিলেই তাহা
সুখ চৈতন্যের কথা বলিতে হয়। ইচ্ছা
সকলেই চরিত্রের অঙ্গ শিবা সংগ্রহ করিয়া
হিসেন। সুখের মান করিতে গেলেও বর্ষ
প্রচারের উল্লেখ উপর যেন পড়ে। এসকল

কথা বিবেচনা করিয়া। আজকাল এই বর্ষ
প্রচারকগণ করিতে গেলেই হিন্দু বর্ষ বর্ষ
কল্পিত প্রচার করিয়া মান মাই। কিন্তু
এই বর্ষ প্রচারক বর্ষপ্রচারে হাকিয়া গিয়া
যদি প্রচারক করিয়া চরিত্র প্রচারকের মান
অজ্ঞান করিতে, তবে প্রচারকগণ প্রচারকের
কথা অর্থাৎ হিন্দু বর্ষের, সুখের আনিয়া
পড়ে। প্রচারকগণের বৌদ্ধি হিসেন অজ্ঞ
তিনি বর্ষ প্রচারক। প্রচারকগণ যিনি যেন
প্রচার পার্শ্বীয় করিয়া প্রচারকের বর্ষপ্রচার
হইত। জাহেই যে বর্ষের প্রচার হইয়াছে
জ্ঞান বর্ষপ্রচারক বাগবিত্ত। প্রচারক
বর্ষপ্রচার প্রচার করিয়া প্রচারকগণ প্রচার
করিতে পারিয়াছেন। সুখ সুখ করিয়া যিনি
চরিত্রের অঙ্গ বর্ষপ্রচারের এই একটি জ্ঞান
সুখ। বাহা প্রচারকগণ প্রচারকের অ-
জ্ঞার বলিয়া যাহা প্রচারকগণ প্রচার করিবেন
বাহা শেখ করিয়া কেবল জ্ঞান, বর্ষপ্রচার কল্পিত
হয় বহু। প্রচারকগণ তাহার আদর্শ দেখাইবার
জন্যই প্রচারকের আনিয়া।

চরিত্রের বল না দেখাইতে পারিলে বর্ষ
প্রচার অর্থাৎ প্রচারের মানবের মান হইয়া
থাকে। এই কারণেই কোন বর্ষের
আজকাল বহু একটী বহু প্রচার হইতে পার
না। প্রচারকগণ যে চরিত্রের বল সংগ্রহ
করিতে পারেন না এক তঁহির মান অজ্ঞ
ও স্থানীয় প্রচারই তাহার নিদর্শন। তিনি
বর্ষ সম্প্রদায় যদি বর্ষ প্রচারের প্রয়োজন
বিবেচনা করেন তবে প্রচারকগণের চরিত্রের
বল পরীক্ষা করা উদাহরণে প্রদর্শন করিয়া।
যাহার হাতে প্রচারকের আর অর্গল করিলে
প্রচারকগণের অজ্ঞতা তিনি প্রচারকের
হইবে না, অর্থাৎ তিনি বর্ষের প্রচারক বিগলিত
এইরূপ তাহা প্রচার করিতে দেখিতেছি।
এই জন্যই প্রচারকগণ প্রচার প্রচারে প্রচার
করা হইল।

সিদ্ধিলাভ সাধিত করিলেন।

১৮৪৭ খৃঃ অব্দের সিংহাষি বিজ্ঞানের পর
মহাশয়ী বোধনা প্রচার করেন যে একক
হইতে ভারত সাম্রাজ্যে দেশী বিবেচনা সমান
রূপে অভিযানিত হইবে। পান ও পান করো
যেও প্রচারকের প্রচার থাকিবে না, জ্ঞান বর্ষের
প্রচার থাকিবে না—সকল জাতীয় সকল সম্রা

সমন অথানী অবলম্বন করিয়া সিভিল সার্ভিস
পরীক্ষা গ্রহণ করা কর্তব্য। হেলথ লোক এখান
সকল সুবর্ত্তিমন্ট্ জজ, ডেপুটী মাজিস্ট্রেট,
মকরী, পোষ্ট অফিস, লবণ, টেনিগ্রাক জেল,
জিষ্টেম, ইত্যাদি নামা বিভাগের কর্ত্তারী
এখন নামা প্রকারে নিযুক্ত হইয়া থাকেন
পুনর্নিতে পরীক্ষা লইবার দিদি আছে। কোন
ভাগ কর্ত্তারি মিস্ত্রাগর খেজাচারিতা
হা বাতান্ত সকল বিভাগট কন্সটিবুল
পরীক্ষার কর্ত্তারী নিয়োগ হয় ডাকার উপাচ
রাম করা গভর্ণমন্টের কর্ত্তার। কিন্তু এই
কল কার্যার অতন্ত অতন্ত কন্সটিবুল পরীক্ষা
লে চলিবে না। সকল জজিকেই একত্র করিয়া
হা মাত্র সাধারণ পরীক্ষার বাবদ্য করা কর্ত্তার
কল্পন এবংসবে ২০ জন, মা'ক্লেট্ট ১
ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ৮ জন জেল দাবনা নিযুক্ত
হইবে। এই ৩৮ জনের মিমিত একটি
ধারণ পরীক্ষা হইবে। যে ২০ জন সকলের
হটবেন তাহারা মাজিস্ট্রেট হটল পার-
ন, তাহাদের মিত্রে যে ১০ জন উত্তীর্ণ হইয়া-
ন তাহাদিগাক ডেপুটী মাজিস্ট্রেটের পদ দেওয়া
বে। এইবপে সিভিল বিভাগে যত কর্ত্তার
যাজন এক পরীক্ষা হইতেই তাহাদের জন্য
ক নির্দীচিত হইতে পারিবে।

[illegible]

- 2 -

ବ୍ରହ୍ମସଂଯୋଗ ନିଷୟେ ଲଢ଼
ଡକ୍ତ୍ରିନେର ଆହ୍ୱାନାର୍ପଣ ।

আম্ম মর্যাদাপ্রাপ্তির কোন চিহ্নকণ পদস্থ থাকি
বুদ্ধির অপর্যায়ের কোন অমায় কার্য করিতা
নয় সাধারণের নিকট সম্মান রাখিবার জন্য
যদি তাঁহাকে অনার্য্য সমর্থনের জন্য কুট
কর জ্ঞান বিস্তার কবিতে হয়। এরূপ দোষ
যদিও সঙ্গত হইতে পাবেন না। আত্মপরিচয়

সুখিত পারিবারিক সরলত বৎ ভাষা মোকের নিকট
 প্রকাশ করিতে পারেন না। আমাদের শাসন-
 কর্তা লর্ড ডফরিন এরও এইরূপ অবস্থা ঘটয়াছে।
 ব্রহ্মবৃদ্ধের আত্মবলের পর লর্ড ডফরিন ভারত
 বর্ষে মিলেই একটা কীর্তি গাথিবার জন্য ব্রহ্ম
 রাজ্য বিচারক বন্দী করিয়া ফেলিলেন, ব্রহ্মরাজ্য
 অব্যাহত তুচ্ছ করিয়া, বিজয়পুর নগরকে ধরিয়া
 ধরে আনিলেন। সে স্থানের দিন গিয়াছে।
 সে কীর্তির অল্প জাতিবাহু। ব্রহ্মদেশে কইতে
 গজবন্ত আনিব—যাঁও মাণিক্য আনিয়া ধনী হইব
 ব্রহ্মের সিংহাসনে নিশিঁবাবে ইংরাজ পতাকা
 উড়ান করিব—করাসীকে ভব দেখাইব, চর্ম্মকে
 তাঁকাইয়া দিব—কবের মামসম্রাট জম্মাইব, পূর্বে
 রাজ্যে একছত্র করিয়া ইংরাজ গৌরব গরীমান
 করিব—এতগুণ আশার বুক বাঁধিয়া লর্ড ডফ-
 রিন কোশল জন্মে ব্রহ্মরাজ্য অরাজ্য তুচ্ছ করিয়া
 ছিলেন। ব্রহ্ম সংযোগ করিয়া যখন ব্রহ্ম সুন্দর
 আরোজনে আরক্ত হইল, যেনে শাস্ত্র আশ্রয়
 অজিতা উঠিল, যেনে দল সৈন্য পাঠাইয়া যখন
 ব্রহ্ম শান্তি স্থাপনের অনবদ্য চেষ্টা করি তইয়া
 পড়িল, এখন বিটের সৈন্য নগর হস্তে দিগ
 বাস্তব হইতে লাগিল, ব্রহ্মের বশত পর ব্রহ্মদাসী
 ডাকাইতের হস্তে যেন প্রাণে মরিতে আবশ্য
 করিল, চতুর্দিক হইতে লক্ষ যেন ইন্দ্রিয়া
 ধরিয়া ইংরাজ সন্তোষে ক্ষত বিক্ষত করিতে
 লাগিল—তখন লর্ড ডফরিন চাচিয়া দেখিলেন
 ভাষাব অল্প প্রকৃত নহে। আশাব যখন মহাসম্রাট
 লর্ড ডফরিনের ব্রহ্মকাণ্ড লইয়া তুমুণ আক্ষয়
 বিত হইল, ইংলণ্ডবাসী আশাভেদী ক্রতবিশাগণ
 যখন ব্রহ্মের ব্যাপার ধূলা করণা লড ডফরিন
 দিল্লী করিতে লাগিলেন—টোপী প্রধান সারজন
 গাঠব নিশ্চেষ্টভাবে যখন সে আক্ষয়নের বোধ
 হুগ হইল না তখন লড ডফরিন উর্ধ্বমুখিত
 চাচিয়া দেখিলেন ভাষাব অল্প প্রকৃত নহে।

এই অমূল্য অল্প বুকি'ত পারিমাণ লুপ্ত ডক
 দিগ অলক্ষ্য সম্বন্ধেইর চেয়ে। করিতেছেন। সার
 কন গভীর বসন্ত মহাসভায় শত শত সভা প্রবেশ
 উপর ১২ করিয়া প্রথমসংযোগের কারণ জিজ্ঞাসা
 কবিছেন ভারতসচিব অধ্যক্ষ কথায় সকল ২২শব্দ
 উত্তর দেন যে প্রথমতঃ ভারতসচিব, অধ্যক্ষ
 কথায় ইংরেজের আর উপাধ্যক্ষ ছিল ১১
 ক, উল্লিখিত ডকরিণকে প্রথমসংযোগে যথা কথায়
 কইরাছে। এই একটি কথায় বাখ্য করিয়া
 কবিয়া লুপ্ত ডকরিণ গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী ২০
 লক্ষ্যে বুকি'ত অল্প করিয়াছেন। তিনি

বণিগাহেন দু'অশ্বেন ভারস্বর্গের সজ্জিত সংযুক্ত
 না করিয়া উল্লসকে একটি অশ্বত্রু আরম্ভাধীন
 রাজ্যের হস্তে অর্পণ করা যাউতে পারিলে কি না
 ইহা ভীষণ প্রথম বিশেষতার বিষয় ছিল।
 অনেক বিশেষতার পর তিনি দু'জনে পারিগাহেন
 যে আকগান্ধারের মার অশ্বদেবকে একজন
 অশ্বত্রু অথচ ইন্দ্রাজ দু'জনের অশ্বত্বত স্বাধীন
 নামাধা রাজার অধীনস্থ করিতে চাহিলেন। অশ্বদেব
 এমন বল মাঠ যে ইন্দ্রাজের সাধ্যা বাড়িরেও
 বহিঃশক্তি নিবারণ করিতে পারেন, অশ্বত্বত
 বধনই অশ্বত্বত শক্তি অশ্বদেব অধিকার করিতে
 আসিলে, অথবা অশ্বদেব ভিতর কোন অশ্বত্ব
 শক্তি চানার চেহারা করিলে অশ্বদেব ইন্দ্রাজকে
 আর্থ রক্ষার নিমিত্ত অশ্বদেব বধিয়া দু'জনে
 চাইবে। অশ্ব সংযোগ না করিলে আর একটি
 অনর্থ হুটে—অশ্বদেব বিশেষভাবে রাজার অধি-
 ক্ষীণ বাড়িলে চৌনের বশতা স্বীকার করিতে
 হয়। চৌন অনাররূপে আশ্বগৌরব অশ্বত্ব
 করিয়া অশ্বদেব উপর আশ্বদেবের জ্ঞান করিয়া
 পাঠেন। অশ্বসংযোগ না করিলে ইন্দ্রাজকে
 কাম্পনিক অধিকারের ক্ষমতা দিতে হয়।
 প্রত্যুত বর্ণনা'র বোধে বাধিত্যের সূত্র
 কতি চাইবার সম্ভাবনা।

“দুহুকে” ব্রহ্মসংবাদগির যে সঙ্গীত
 কারণ নির্দিষ্ট হইয়াছে সংক্ষেপেও তাহার বর্ণনা
 করা যাইতে পারে। এই কারণ জলি কতক
 যুক্তিবৃত্ত পাঠক এখন তাহাই বিচার করিয়া
 দেখুন।—

বড়সার্ট বসেন আকস্মিকতারের দ্বারা তখন-
 বেশকি করা হয় আধীন রূপ করিতে পারায়
 না। লর্ড ডবলিউ এম- এই 'হুলুহুলু' প্রকাশ
 করেন তখন তাৎক্ষণিক অবস্থা পর্যালোচনা
 করিলে এরূপ বিবেচনা বিভ্রান্ত অনুভূতি কর
 য়িয়া বোধ হয় না। ইংরাজ যখন রাজসভায়
 করিয়া তখন সচিব বুদ্ধ করিতে গেলেন
 তখন যখন বিশেষ্ট ইংরাজের অগ্রে তি
 খাত করিবার ক্ষমতা তখন এক্ষণি তখন
 ও উল্লেখিত হয় নাই। একটা সম্বন্ধে অগ্নি
 নির্গমন করে নাই। আক্ষয়ক কবিগাই তন্তু-
 রাজ আগত তইলেন, সিংহাসনে বসিয়াই
 ইংরাজের চক্ষে হা হিলেন। এই সকল বোধের
 ভবিষ্যৎ হুঁতবে তখন বল আছে ?
 গাঃগাঃ নিবারণ করিবার ক্ষমতা আছে ?
 কংগ্রেস লর্ডডবলিউর কোনমতেই অনুভূতি

২। সংপ্রতি এখানকার জিহ্ম বাসবাজ
খুব ধুনধানের সজিত হইয়া গিয়াছে। এখানে
প্রায় ৩০ সংখ্য লোক, বস, এং এই বাসবাজ
উপলক্ষে এবং প্রায় ৭০০০ জনের লোক উপল
ক্ষিত হইয়াছিল। হস্তপ্রায় ১০০০ জন লোক, যাক
শান্তিপুত্রের সার্বভৌম আনন্দ, বিষয় এবং নষ্ট
বলবৎসে বরুণের মেলা শান্তিপুত্রের রসের মেলা
একটিভুক্তি অস্ত্রামিয়ার মেলা একটাই উপায়।
অনেক অসমান করেন এং এই রাস বজা
উলক্ষে গিয়া ১৪ জোড় হাজার টাক ব,
কাপড়, কাটা কাপড় বিঃ ২০ হস্ত হান, ৪ টাকার
চাউল ২০০০, ৫০০ আটকাকার টাকার টৈজস
নত বিঃ ৬০০ হস্ত হাজার টাকার, মিষ্ট্রে ১০, ৫০
হাজার টাকার পাথর ১ এক হাজার টাকার, নষ্ট

বিদ্যাভূষণ লাইব্রেরী
স্থাপিত ১৯৩৩ সালে
চাঁদীপোতা, সোনারগুড়।

সোমপ্রকাশ।

৪১ নং ভাগ

স্বাধীনতা সঙ্কলিততার পার্থক্য: স্বাধীনতা অস্বাধীনতা ন স্বাধীনতা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাসিক মূল্য
১০ টাকা। অগ্রিম বার্ষিক ৫০-

১৯২৪ সাল। ১৪ই অগ্রহায়ণ। ইং ১৮-১৩-২৩এ নবেম্বর।
১-রিপনাক। ১৪ই অগ্রহায়ণ।

সংখ্যা।

অগ্রিম পত্র মাসিক মূল্য বার্ষিক ৭
টাকা মাত্র। শিল্পক ও ছাত্রবৃত্তি
জন্য বার্ষিক মাসিক মূল্য ৩০-টাকা।

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সুসভ এজেন্সি।

স্বাধীনতা সঙ্কলিততার পার্থক্য: স্বাধীনতা অস্বাধীনতা ন স্বাধীনতা।
বাইতেছে নাগরিক যে কোন সামগ্রী কলিকাতা
সত্তর হইতে ক্রয় করিতে ইচ্ছা করিবেন তাঁহারা
আমাদের কার্যালয়ে ঠিকানায় পর লিখিলে
আমরা যত প্রগতি পাই ক্রয় কার্যে অধিক
সেই সকল দ্রব্য যত্নে সাজিত পাঠাইয়া দিব।
ক্রয় কার্যের অর্ডার প্রেরণ কালে অনুমান করিয়া
কিছু টাকা পাঠাইবেন। বাজারের বেলা হবে
পরিবর্তন হইবে লিখিত অবগত করা হইবে এবং
দ্রব্যাদি ভাঙ্গু পোটে অথবা পার্শ্বপাঠ্য
বাইবে। প্রেরিত দ্রব্যের ব্যক্তি মূল্য ঐ সময়ে
দিলে চলিবে। কার্য সুকিয়া কনিসন স্থির
করিয়া পত্র লেখা হইবে।

গ্রাহক মহোদয়গণের মধ্যে বাজার কলি-
কাতার আসিয়া সোমপ্রকাশের মূল্যাদি এবং
অন্যান্য আবশ্যকীয় বিষয়ের কথাবার্তা কথিত
ইচ্ছা করিবেন তাঁহারা সোমপ্রকাশ ডিপজি-
টরীতে বা গিয়া অথবা মূল্যাদি না দিয়া ২২২ নং
কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট সোমপ্রকাশ কার্যালয়ে অগ্রাহ
করিয়া আসিলে সমস্ত বিষয়ের স্থির হইবে। সোম-
প্রকাশ ডিপজিটরীতে বাইবার প্রয়োজন নাই।

সোমপ্রকাশ যন্ত্র ও কার্যালয় আদি
কলিকাতা- কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট ২২২ নং
ভবনে স্থাপন করা হইয়াছে। গ্রাহক
মহোদয়গণ পত্রাদি ও সোমপ্রকাশের

মূল্যাদি উক্ত ঠিকানায় নিম্নলিখিত
স্বাক্ষরকারীর নিকট পাঠাবেন। সোম-
প্রকাশ একত্র হইতে নিম্নলিখিতরূপে
সত্তর বাহাতে গ্রাহকগণের হস্তগত
হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ বন্দোবস্ত করা
হইয়াছে। মকমল ও কলিকাতার
বেসতল গ্রাহক উপযুক্ত সময়ে সোম-
প্রকাশ না পাইবেন তাঁহারা অনুগ্রহ
করিয়া পত্র লিখিলে আমরা তাহার
সংশোধন করিব। চাঁদীপোতা সোনার-
পুর পোষ্টে আসিসের ঠিকানায় পত্রাদি
লিখিবার আবশ্যক নাই।

আমরা কলিকাতার আসিয়া নানা
প্রকার জবওয়ার্ক ও পুস্তকাদি মুদ্রণ
কার্য সুচারুরূপে ও সুলভ মূল্যে সম্পন্ন
করিতে আরম্ভ করিয়াছি। বাহারা
সোমপ্রকাশ যন্ত্রালয়ে চেক দাখিল,
চিঠি, লেবেল, বিল, পিটিসন ও পুস্তকাদি
স্বাভাবিক বিবরণ ইংরাজি ও বাঙ্গালা অক্ষরে
মুদ্রিত করিতে ইচ্ছা করিবেন তাঁহারা
উপরি উক্ত ঠিকানায় আমার নিকট
অর্ডার পাঠাইলে নূতন অক্ষরে সত্তর প্রাপ্ত
হইবেন। আমরা ইংরাজি ও বাঙ্গালা
নানা প্রকার মুদ্রণ অক্ষর বর্ডার ও নকশা
আনয়ন করিয়াছি। সুলভ মূল্যে ও
সুন্দররূপে যে কার্য সম্পন্ন হইবে তাহা
মলা বাহুল্য। বিশেষতঃ সোমপ্রকাশ

যন্ত্রালয়ে কোনরূপ প্রবন্ধনা ও প্রত্যারণা
নাই। সর্বসাধারণকে অবগত করা
বাইতেছে তাঁহারা নিঃসন্দেহ চিত্তে আমা-
রগকে মূদ্রণ কার্যাদি অর্পণ করিতে পারেন।

সোমপ্রকাশ সম্বন্ধে চিঠি পত্র-টাকা
কড়ি, মনিঅর্ডার আদি গ্রাহক মহোদয়গণ
একত্র হইতে ২২২ নং কর্ণওয়ালিস
স্ট্রীট সোমপ্রকাশ কার্যালয়ে
ক্রিয়াক্ষম উপেক্ষকুমার চক্রবর্তীর নামে
পাঠাইবেন। অতঃপর সোমপ্রকাশ
সম্বন্ধে চিঠিপত্র বা টাকা কড়ি মনিঅর্ডার
যোগে গ্রাহক মহোদয়গণ আর কাহারও
নামে পাঠাইবেন না অথবা কার্যালয়ের
কোন কর্মচারীর নামে সোমপ্রকাশের
মূল্য প্রেরণ করিবেন না। অপর নামে
পাঠাইলে অবিকারীর হস্তগত না হওয়া
সম্ভব। গ্রাহকগণের সে বিষয়ে যেন
দৃষ্টি থাকে

পেক্ষকুমার শর্মা
সোমপ্রকাশ অধ্যক্ষ

শ্রীমতী গবর্ণমেন্ট।

মূল, শান্তনু বা, ও শান্তনু ভাষ্যভূমি
বাঙ্গালা ভাষায়।
বাঙ্গালা ভাষায়।
পাঠিত

বুক্ত শশধর তর্ক চূড়ামণি মহাশয় কর্তৃক
বিশেষরূপে সংশ্লিষ্ট ও সংশোধিত।
একত্র বাধ্য পূর্বে কখন প্রকাশিত
হয় নাই।

বাবুকে চেয়ারম্যান করিয়াছেন একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা সকলেই অবগত আছেন। যে সাউথ বাংলা-পুর্বে চেয়ারম্যান পদত্যাগ কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া ইহা কমিশনারেরাই করিয়া থাকেন। তবে তখনাথ বাবু কি করিয়া পদত্যাগে হইতে নিযুক্ত হইলেন তাহা উচিত বক্তাই বলিতে পারেন। এ মিউনিসিপালিটির ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান পদত্যাগে বা মিউনিসিপালিটি হইতে প্রতি নাইলে ১০ আনা করিয়া পাকের খরচ পাই-তেন। এসংখ্য উচিত বক্তা কোথা হইতে পাইলেন বলিতে পারি না। আমি নব্বিশ বারাক-পুর্বে মিউনিসিপালিটির কমিশনারগণ অনুখ্য অবগত হইয়াছি যে এ সংবাদটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। উচিত বক্তা আরও বলিয়াছেন যে তখনাথ বাবু প্রত্যহ ২ বকী করিয়া আপিসের কার্য করতঃ ও প্রত্যেক মাসে মিউনিসিপালিটির অন্তর্গত গ্রাম সমূহে রীতিমত ভ্রমণ করিয়া থাকেন, কিন্তু উচিত বক্তাকে জিজ্ঞাসা করি ইহা কি তাঁহার কর্তব্য কার্য নহে? ইহাতে তাঁহার সত্যের পরিচয় কিছুই নাই, তবে যদ পি তিনি মিউনিসিপ্যাল ভাণ্ডার হইতে অর্থ প্রাপ্তি না করিয়া নিজ খরচে গ্রাম সমূহে পরিভ্রমণ করিতেন তাহা হইলে তিনি সাধারণের সমাধানে পাত্র হইতেন সন্দেহ নাই। হপ-কিনসন সাহেবেরও তখনাথ বাবুর সম্বন্ধে আর ব্যয়ের হিসাব দেখিলে স্পষ্ট প্রতীক্সান হয় যে পূর্বাংক মিউনিসিপালিটির খরচ অনেক হ্রাস হইয়াছে। উচিত বক্তা বলেন ত নাথ বাবু নিজগ্রাম পরিদর্শন করিতে গাড়ী গাড়ি করে না, কিন্তু আমি বিশ্বস্ত হইতে অবগত হইয়াছি যে গ্রামটি বৈধিক্রমে ১মাইল ও মতে। সুতরাং ভ্রমণ করিতে যে গাড়ীর আবশ্যক হয় তাহা কখনই মুক্তি সম্ভব নহে। মিউনিসিপালিটিতে অধুনা যে প্রকার কার্য কলাপ হইতে তাহা অতীব গোচরীয়। শুনিতে পাই ইহার উপর পদত্যাগের দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছে তখনাথ চেয়ারম্যান বক্তা-শ্রমকে অস্বাভাবিক তিনি যেন একই সাবধানভাবে কার্যনি কবেন। অধুনা মিউনিসিপালিটির অতিরিক্ত ব্যয় হইবে তাহাও সন্দেহ নাই।

এ গুলি বর্ণন।
ঈশ্বর ভাষা

আমরা এ বিষয়ে অব অব অব আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি। যেহেতু তখনাথ বাবু সম্প্রতি কোন কোন গ্রামে গিয়া ততদূর গমন। অসম্মত উত্তরের কথাই শুনিতে হয়। তখনাথ বাবুকে এখন অপস করিয়া এক ইহাই আশংকা হইয়াছে। তখনাথ বাবু একজন সত্য ব্যক্তি। তাঁহাকে লইয়া এসম ভর্তি ভর্তি আর বাহ্যে অবস্থান না শুনিতে হয়। তিনি নিজেও তাহা করিতে পারেন —সেই

মান্যবর ঈশ্বর সোম প্রকাশ সম্পাদক মহোদয়
বরাহদেয়।

“ আমি বহি, কথা কহি, একে চলে আর ।
পড়িলে তেজার শুল্ক, তাহে হীর ধার ॥ ”

বক্তাশ্র। বিগত ১৩ এ কার্তিক সোম প্রকাশে জনৈক পত্র প্রেরকের পত্র পাঠ করিয়া একবারে চমকিত হইয়াছি। “ পত্র প্রেরক ” ভূতপূর্ব লিখক আশ্রমাবের পক্ষেই এই পরিচয় দিয়া “ অতীত হত্যা ” এই শিরোনামে থানা গোদাট সংক্রান্ত পুস্তিকা গ্রাম বাসাবের মনের ভেঁটে হত্যা কর্তৃক এক ব্যক্তির হত্যা হওয়ার কথা লিখি-
য়াছেন।

পরন্তু ভূতপূর্ব লিখক কে? বহনগঞ্জে উনি আবার কে আবিষ্কৃত হইলেন, এখন তাহা নিশ্চয় করিতে পারি নাই বটে কিন্তু পত্র জানিয়াছি লেখক বিনিই ভট্টন অক্ষয়সাব ব্যক্তি বটেন। আসলো ভূতপূর্ব জানেন না। বক্তা লিখিলে আজ কালকার পক্ষে প্রমাণের ভাব নাই লইতে হয়, এমন অনর্থক ভূতের খোঁজ খাড়ে লইবার ও ভূতের আদ করিবার দরকার কি?

বোধ হয় লেখক লিখিবার কালে আরো সে চিন্তা করিয়া নাই। তৎকালে দেশের চমকনের বিকেই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল। সুতরাং বলিতে চাইলঃ—

“ লিখিবার দেব নাই, হুজিয়ার জম।

ভিত বেধে আছে কিন্তু বিবেচনা কম ॥

লেখাটোতে লিপি-চাফুরা কিছুই নাই। নিরাপক ভাবে বিবেচনা করিলে উদ্দেশ্য অতীব সহজ।

কিহ, এখন আর সেকাল কৈ? বেথানে সেখানে ভূতের আড্ডা। একটা গল্প আছে যে বাহুবকে ভূত পাইলেই বাহুব ভূত ও ভূতনাথ ভয়। বাহুব ভয়, সে গল্পটা লিখিয়ায় না। ভূত কিছুই কিনাকার লেখক হয় ততদূর বেলী কড়াইএর কড়াকাণ্ডে সোমপ্রকাশের পাঠক মহোদয়গণ তাহা অবগত আছেন। পুস্তকের অসাবধানতার এক ব্যক্তি হত হইয়াছে এই মূল্যে সোমপ্রকাশ বাপারটা শুনিতে বড় ভয়ঙ্কর। কেননা, অনেক স্থান কিছুকাল পুড়িতে গেল কেউটা গাধির হইয়া পড়ে। ইহাতে অনেকের গাভ আলাও খট-ব তাহা বিচিত্র কি?

বিশেষ ভূতের বাতা জাত হইয়াছে তাহা একপলি লিখিতা কাচারও অন্তঃকরণে আরোত হওয়ার আশঙ্কা কর্তব্য নহে। কেননা অন্যথ্যে (পত্র

প্রেরক কর্তৃক) এই কথা সোমপ্রকাশে মুদ্রিত ও প্রকাশিত, এবং (অজ্ঞাতব্যক্তি কর্তৃক) মেলা ও অজ্ঞাতব্যক্তি কর্তৃক প্রকাশের পক্ষে সমীপে দরখাস্ত হওয়াতে অধুনা প্রকাশক আশ্রম লই ও হইলো হইতেছে?

জানিয়াছি যে, যে ব্যক্তির মুখ্য বইয়াছে সেই ব্যক্তির বাসস্থান মেলা বাহুবের অধী-
নাথ কোডলপুরের অন্তর্গত মির্জাপুর গ্রামে এবং সে জাতিতে তামলী, তাহা র নাম তাঁর চাঁ-
তুয়া। এই ব্যক্তির বয়স প্রায় ৭০ বৎসরের উ-
হইয়াছিল। যে জানে তাহা বড় বেহ (পুস্তক
গ্রামে) একটা অল্প বয়সের গ্রাম প্রাচীর ছি-
বত্র দারা চত পদ বহুদু মুখ্য উদ্দেশ্যে লক্ষ্য
ছিল, সেই নাম তাহার বাটা হইতে এ কো-
মার ব্যবধান। নামটি অতি ভীষণ ও নির্ভয়।

জনরথ যে ভূত ব্যক্তি নিজ বাটা হইতে
কিহ অর্থ সহ হস্তে খরিদ করিবার জন্য
কানার পুস্তক নামক গ্রাম গিয়া জনৈক দোকান-
দারের নিকট হস্তে ক্রয় করিয়া এই পুস্তক গ্রা-
হইয়া একাকী প্রত্যাগমন করিতে ছিল
আবার কেহ কেহ একথা বলেন, যে ভূত
২১৩ দিন পূর্বে তাহার চাঁদ নিজ বাটা হই-
তটায় অবতরণ অর্থাৎ নিঃসরণ হওয়ার ভয়
নির্ভিতে (ভূত) কুলাইয়া ছিল। পরন্তু তাহা
মুখ্য কথন গ্রাম সমর কি চেষ্টা বে বট
ছিল, তাহা কেহ চক্ষুরে দেখে নাই ও টি-
বলিতে পারে নাই।

দ্বিতীয় পুস্তিক কর্তৃক তহত হইবার কাল
অনেকে একত্র হইয়া এই ব্যক্তির ইচ্ছা পূর্ণ
উদ্দেশ্যে প্রাণত্যাগ করা প্রকাশ করার পূর্বে
ওহুসারে, ভূত ব্যক্তির আর কোনই ঠিকানা
না, তাহার পুত্র পরিবারাদির আশ্রয় না করি-
অসুস্থতার কার্য সমাধান করেন এবং “ নিঃস-
বলতা ” আইন মতেই ভটিক, বা ভূতের ব্যব-
তেই ভটিক, ভূত প্রভেদ তাহারের গতি
বা কোন কর্তৃপক্ষের দর্শন জন্ম না পাঠাই
অথবা ভূতব্যক্তির পরিবারবিধকে না দেখাই
গ্রামা মিলাচরের দারা এই ভূত বেহ প্রেরিত
ভাক করাইয়া (ভূত ব্যক্তির) আশ্রমত্যাগ বি-
রিপোর্ট করেন। এই রিপোর্ট হইবার পর-
বহন ক্রম ক্রমে এই ভূত দারার প-
সকল রাত্রি ভয়, তখন তাহাচাদের অতীত
আশ্রমত্যাগিত হইয়া একথা বলে যে ভূত ব্য-
শ্রীয়ে এমন কোন প্রকার রোগ, শোক
বল্লাছিল না যে যে ২৫ প্রায় আশ্রমে বিসর্জ

তাই হইবে । তিনি, বিশেষতঃ, বিশেষতঃ
যদিও তাঁহার সাক্ষাৎসাক্ষী হইয়া উঠিয়াছে তবুও
স্বাধীন ও স্বাভাবিক ছিল। তখন লেখ্যক্তি যে, পাছে
আমু হুলাইবে, তাঁহার মতব কিরণে । অতঃপর সে
যে কোন রকমে কর্তৃক বিমোচিত হইয়াছে, ইহাই
সত্য ।

হুত ব্যক্তির সৈরিকি বাহিনী জটিল পুত্র-
হুত একজন। অসমগল মোকামে আপনাক লিখ-
তেন। বলিয়া বিলাপ করিতে থাকার বোধ
হয়, লেখক সেই বিলাপ শুনিয়া এবং পর
হুত হুত হইয়া সন্মতিকরণে “পুলিহের
ন” বলিয়া লিখিয়াছেন

কলিকাতা তৎসময়ে যিনি হুলাই মনে করণ,
হাতে বহু উদ্দেশ্য ব্যতীত রাগ, হুত,
কর্তব্যবশত পত্র প্রেরণের এই কথা লিখিবার
না কোন উদ্দেশ্য নাই। তাঁহার কোন
অভিপ্রায় থাকিলে অপনার মান ধাম
গরিয়া ধরা দিতেন না। বাহাতে যেহে ধরিতে
পূর্ণ করিতে না পারে তৎসময়ে হুত
যা থাকিয়া অপনার প্রতিবিম্ব দেখাইতেন।

তবে একটা কথা আছে যে, কোন কথা
হুত না করিয়া ওনা কথার উপর নির্ভর করিয়া
লেখা হুত হুত। সন্মতিকরণ তাহাতে সিক্ত
হুত। হুতনা সত্য হইলে লিখবার বাধ্য নাই, কিন্তু
তাল এতনি করিয়া হইয়া উঠিয়াছে যে অনেক
হুত উচিত কথা লিখিলেও আবার অনেকের
কথা হুত পড়িতে হয়।

১২৩৩। } আপন হুতপূর্ণ
সংবাদপত্র,
শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী
বহুগঞ্জ ।

সোমপ্রকাশ

১৪ই অগ্রহায়ণ সোমবার ।

আমরা “অগ্নিবাসী” নামে আর একখানি সাপ্তা-
ক সংবাদপত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। অগ্নিবাসীতে সামা-
ন্য এবং রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনা হইতেছে।
কমপদ্যপত্রের সংখ্যা হুত হইয়া বহুই প্রচার
হুত হুত কিন্তু ভারতবর্ষে হুতজন ব্যাপার
বহুপ বহুপ সাধ্য হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে কোন
হুত পত্রই সচ্ছলে চলিতে পারে না। বিলাতে যে
কমপদ্যপত্র প্রচারিত হয় তাহার অধ্যক্ষগণ
হুতই লাভবান হইয়া থাকেন। ভারতবর্ষে বিশেষতঃ
হুতদেশে এরূপ সন্মতিকরণ পত্রের সংখ্যা অতি বিরল।
লাভ না পাইয়া অধ্যক্ষ ও সম্পাদকগণকে আর

কতি সন্মতিকরণ করিতে হয়। অনেকের ও প্রবু হইয়া
বহুপ পত্রের প্রচার বহু করেন। কেবল
হুতরা বহুপ পরমা, বিলা দেশের উপকার করিতে
হুতজন্য - তাঁহারাই হুতজন হইয়া বহুপ
পত্র প্রচারের ভার বহন করিয়া থাকেন। “অগ্নি-
বাসী” হুত এই ভার অর্পিত হইয়াছে আমরা
হুত দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করি। সন্মতিকরণ
হুত সকল হুতবিদ্য ব্যক্তি কার্যকরী বিদ্যার পার
দর্শী হইয়া আমাদের হুতজন্য করিতেছেন তাঁহা-
দের নিকট আমাদের একটা নিবেদন আছে। এই
বহুপদ্য সাধ্য হুতজন ব্যাপারই বহুপদ্য সাধ্য না
করিতে পারিলে দেশের সন্মতিকরণ জীবনের
হুতজন্য সন্মতিকরণ নিত্যকাল হয়। হুতরা বহুপদ্য
প্রবুত করিয়া ভারতবর্ষের সন্মতিকরণ সাধন করিবার
প্রয়াস পাইতেছেন তাঁহার একবার আমাদের হুত
বহুপদ্য দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন। যে প্রণালীতে
বিলাতের হুতজন্য কার্য সম্পন্ন হয় ভারত বর্ষে সেই
প্রণালী প্রবর্তন করিতে পারিলে হুতজন্য কার্যের
বহুপদ্য সন্মতিকরণ করিতে পারা যায় পুস্তকপ্রণেতাও
সন্মতিকরণ সম্পাদক সন্মতিকরণ ভাবে দেশের মধ্যে শিক্ষার
বহুপ প্রচার হয়, আপনাদের সাধারণ সকলেই রাজনীতি
সমাজনীতি ও ধর্মনীতির অধিক আলোচনা করিতে
সক্ষম হইয়া ক্রমেই দেশের অবস্থা পরিবর্তন করিতে
পারেন এংলোইণ্ডিয়ান এবং পত্র সম্পাদকগণ আর
বলিতে হয় না যে ভারতবর্ষের আন্দোল কেবল
নিষ্ফল। উকীল মোক্তার ও শিক্ষকদিগের আন্দো-
লন এবং স্বদেশিকীভবনের আভাস হয়।

কলিকাতা এবং শ্রবঙ্গ মিউনিসিপ্যালিটি
একত্র করিয়া এই উভয় স্থানের অস্ত যে কিছু
কিম্বাকার বিলের সৃষ্টি হইয়াছে সন্মতিকরণ ট্রেটসেফে
টারী তাঁহার প্রতিবাদী হইয়া ভারত গবর্নমেন্টকে
তাঁহার মতামত জ্ঞাপন করিয়াছেন। তিনি বলেনঃ
নূতন মিউনিসিপ্যাল বিল প্রচলিত হইলে হাইকো-
র্টের ক্ষমতার লঙ্ঘন হইবে। মিউনিসিপ্যালিটি কলি-
কাতার উপকর্ষ স্থান সমূহে অধিকার বিস্তার
করিতে পাইবেন, কিন্তু উক্ত মিউনিসিপ্যালিটি হাই
কোর্টের অধীনে থাকিবার উপকর্ষ স্থান সমূহে হাই-
কোর্টের কর্তৃত্বাধীন থাকিতে পারিবেন না। হাই
কোর্টের এইরূপ ক্ষমতাসংকোচ করিবার অধিকার
ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের নাই। মহাসভার আইন-
সারে হাইকোর্ট যে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, বেঙ্গল
কাউন্সিল তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ করিয়া দিতেছেন।
আমরা এই নূতন পাণ্ডুলিপি ধ্যানিতে এত অভাব ও
দোষ দেখিতে পাই যে আমাদের বিবেচনার উত্থাকে

একেবারে পরিভ্রান্ত করিলেই ভাল হয়। নূতন মিউনি-
সিপ্যাল বিলের প্রস্তাব কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির
জন্মক, কলিকাতার বাবু কালীনাথ বিল প্রবুত করেক
জন ব্যক্তিগণের ব্যক্তি। কালী বাবু ইতি পূর্বে কলি-
কাতার হুত সম্প্রদায়কে গোয়ায়ক বলিয়া গান্ধিবিস্তা-
হিলেন। আর পর তিনি এই মিউনিসিপ্যাল বিলের
প্রণেতা হুতরা সকলেই তাঁহাকে ভিন্নকার করিয়া-
বলিয়াছেন। বেঙ্গল গবর্নমেন্ট এই কারণেই কালীনাথকে
কাউন্সিলে বসিবার আদেশ করিয়াছেন। আমরা কালী-
নাথ বিলের বহু একটা পক্ষপাতী হইতে পারি না।
কালীনাথ বাবু হুত বিদ্য ব্যক্তি নহেন। ইংরাজের
তোষামোদেই তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি। এরূপ হলে
কালীনাথকে সভ্যপদে নিযুক্ত করিলে দোষের হয়।
কালীনাথের স্থানে অপর কোন ইংরাজও যদি নিযুক্ত
হন তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই। কালীনাথ
বেঙ্গল কাউন্সিলে সভ্যের কার্য সম্পন্ন করিতে
পারিবেন তাহা বোধ হয় না। অল্পবয়স্কের হুত
ব্যবহার ভার দেওয়া বিশেষ অনিষ্টকর। আমরা
সেন্টেনট গবর্নরকে অহুরোধ করি তিনি একজন
দ্বিতীয় শিবপ্রসাদকে বেঙ্গল কাউন্সিলের সভ্যপদে
নিযুক্ত না করেন।

হুত বিভাগের ইন্স্পেক্টর ও ডেপুটি ইন্সপে-
ক্টরগণ আরই এদেশীয়। তাঁহারাই যেমন দক্ষতার
সহিত কার্য করিতেছেন তেমনি তাঁহাদের স্বতাব
চরিত্র দোষগুণ। ওনা বার শিক্ষা বিভাগের
ডাইরেক্টর ক্রফ্টসাহেব পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে
লিখিয়াছেন যে শিক্ষা বিভাগের ইন্স্পেক্টর পদে
এদেশীয় লোকই উপযুক্ত ও কার্যক্ষম। বাহাতে
এই সকল লোক ইন্স্পেক্টরের কার্যে নিযুক্ত
ধাকিতে পান ক্রফ্ট সাহেব তাহারই অস্ত সমি-
তিকে লিখিয়াছেন। আমরা ক্রফ্ট সাহেবের এই
সাধু প্রস্তাবে পরম আপ্যায়িত হইলাম। ক্রফ্ট
যে পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন তাহা তাঁহারই উপযুক্ত
পদ। তিনি অধীনস্থ কর্মচারী দিগেব গুণগুণ
বৃদ্ধিতে পারেন। তাঁহাদের কার্যাকার্যের উপরন্ত
সাহেবের বিলক্ষণ দৃষ্টি আছে। তিনি যে গুণের
আদর করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, ইহা
আমাদের কম আনন্দের কথা নহে। বঙ্গদেশের
শিক্ষা বিভাগের প্রতি বৎসর যে রিপোর্ট বাহির
হয় তাহার প্রত্যেক পংক্তিতে বাঙ্গালী সব ইন্সপে-
ক্টর ও ডেপুটি ইন্সপেক্টরদিগের স্বখ্যাতি আছে।
কোন বৎসরে ইহারা যে কর্তৃপক্ষের অধীন ভাজন
হইয়াছেন ইহা আমরা জানি না। ক্রফ্ট সাহেব ও
ইহাদের কঠোর পরিশ্রম, অভিজ্ঞতা, সৎস্বভাব ও

সকল চেহারা প্রীত হইরাছেন। শিক্ষা বিভাগে অল্পসন্ধান করিয়া দেখিলে এমন উপযুক্ত কর্মচারী আর কোন বিভাগে দেখিতে পাওয়া যায়না। সস্ত্রীতি স্থানীয় গভর্ণমেন্টের হস্ত হইতে নিম্ন শিক্ষার ভার মিউনিসিপ্যালিটির হস্তে আসিয়াছে। সেই অবধি অনেক ভাল মুদ্রক সব ইন্সপেক্টরের অঙ্গ হইয়া পিরাছে। ইটালিয়কে কোন না কোন কার্যে পুনঃপ্রবর্তন করা গভর্ণমেন্টের কর্তব্য।

—৩৩—

হাইদ্রাবাদের নিজাম ও তাঁহার মন্ত্রী সহিত বিবাদ কিছু ওড়ন্তর হইয়া দাড়াইয়াছে। নবাব সোনার অংকে আর মন্ত্রী কার্যে নিযুক্ত রাখিতে চাহেন না। সালারজং হাইদ্রাবাদের শাসন কার্যে নিযুক্ত থাকিয়া স্বীয় কার্যপটুতায় পরিচয় দিবার অভিলাষ করেন। নবাব মুসলমান অধিপতিগণের শিবোষিণী। তাঁহার সংস্কৃত কৃতি, উদার নীতি এবং শাসন কার্যে সমদর্শিতা লোকপ্রসিদ্ধ। সালারজং স্বীয় কার্যে দক্ষতা এবং অমায়িকতা-ত্ব সাধারণের প্রিয়ভাষন হইরাছেন। হাইদ্রাবাদের মুসলমান প্রজা এমন কি ভারতবর্ষের সকল মুসলমান সম্প্রদায় সালারজংয়ের পক্ষপাতি। রাজা এবং রাজ মন্ত্রী উভয়েই অল্পবয়স্ক। বহুদিন হইতে উভয়ে একত্রে থাকিয়া পরস্পরের প্রিয়ভাষন হইরাছিলেন। এখন উভয়েরই মনোমালিন্য জন্মিয়াছে। দোষ কার তাহা আমরা বলিতে পারি না। কাহার অপরাধে উভয়ের মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত হইরাছে তাহাও আমরা অবগত নহি। নবাব স্বয়ং প্রমথীল কাব্য দক্ষ ও প্রচারক, মন্ত্রী রাজ্যের মন্ত্রপ্রার্থী, উৎসাহশীল বিখ্যাত এবং লোক প্রিয় কর্মচারী উভয়ের সমবেত সাধনে হাইদ্রাবাদের দিন দিন উন্নতি সাধিত হইতেছে। সালার জংয়ের অভাবে নবাবের রাজ্যে সমূহ ক্রটির সম্ভাবনা অল্প নবাব বুজ্জমান হইয়াও বুঝিতেছেন না। ইহার অবশ্যই কোন নিগূঢ় কারণ আছে। আমাদের বোধ হয় যে কারণে নীলাধর বাবুকে কান্দীরের মন্ত্রীও পরিত্যাগ করিতে হইরাছে, সালার জংয়ের সতিত নবাবের বিবাদেরও সেই কারণ। ইহাতে তৃতীয় ব্যক্তিও গুপ্ত হস্ত আছে। কোন স্বার্থাধীন ব্যক্তির বোধ হয় অভিষ্ট সিদ্ধির উপায় করিবার জন্য প্রথমে নবাবের প্রিয় ভাষন হইরাছেন, পরে মন্ত্রীর উপর তাহার মন চটাইয়া স্বকর্তব্য সাধনের চেষ্টা দেখিতেছেন। তাহা হইলেও ফুলেন না বুজ্জমান সমাজে লোক বিরল। অনেক কৃতবিদ্যা ব্রাহ্মণের

ছলিয়া অকার্য্য করিতে দেখা দিরাছে। শায়ে আছে স্বয়ং ভগবানও একবার তাহা হইলেও ছলিয়া পক্ষপাত করিয়াছিলেন। নবীন নবাব বুজ্জমান ও কৃতবিদ্যা হইলেও বোধ হয় তাহা হইলেও অকার্য্যে বশীভূত হইয়া থাকিবেন। তাহাতেই এই অনর্থের উৎপত্তি। আমাদের অজ্ঞান যদি সত্য হয় নবাব সাবধান হউন, মন্ত্রীও তাঁহার প্রতি-বিধানের চেষ্টা করুন। আমরা রাজা ও রাজমন্ত্রীর বিবাদ উপলক্ষে হাইদ্রাবাদের প্রজাবর্গের বৈরাগ্য দূরীভূত জামিতে পারিলাম তাহাতে বোধ হয় প্রজাবর্গ রাজা কি রাজ মন্ত্রী কাহারও উপর অসন্তুষ্ট নহেন। মন্ত্রী তাহাতে স্বকর্তব্যে নিযুক্ত থাকিয়া পূর্বের ভার রাজকার্য্য নিকাশ করিতে প্রচেষ্টা তাহার উপায় বিধান করাই তাঁহাদের অভিপ্রেত। গত ১৭ই নভেম্বর হাইদ্রাবাদের প্রজাবর্গ নবাবকে তারযোগে যে বিজ্ঞাপন দেন তাহার মর্ম্ম এইঃ—“হাইদ্রাবাদ রাজ্য ভারতবর্ষের মধ্যে মুসলমান রাজ্যের গৌরব স্বরূপ। আমরা ক্রমেই ইহার উন্নতি লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। আপনার সতিত রাজমন্ত্রী সালারজংয়ের বর্তমান সময়ে যে বিবাদ উপস্থিত হইরাছে তাহাকে আমাদের অন্তঃকরণে দাক্ষণ আঘাত লাগিয়াছে। নবাব আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ করুন। মন্ত্রী সালারজং তাঁহার বিখ্যাত রাজভক্ত পিতার অনুসরণ করিয়া সাধারণের প্রজা ভক্তি উপার্জন করিয়াছেন। তাঁহার যদি কোন অপরাধ হইয়া থাকে আমরা তাঁহার জন্য নবাবের নিকট ক্ষমা ত্রিষ্ট কবি। ভারতবর্ষের সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায় মন্ত্রী সালারজংকে ভক্ত বড়ই হৃৎখিত হইয়া এই বিবাদের পবিত্র অবেদন করিতেছেন। আপনার কৃপার মুসলমান রাজ্যে একটি নূতন যুগের আবির্ভাব হইরাছে। এই দবা ভিক্ষার জন্য অতঃপর অনেক আবেদন প্রাপ্ত হইবেন। ১৭ই নভেম্বর নবাবের নিকট আর এক খানি আবেদন পর প্রেরিত হইরাছে। নবাব এই সকল আবেদনের প্রতি স্রব্ধিচার করেন ইহাই আমাদের প্রার্থনা। সালারজংকে পরিত্যাগ করিলে আমরা হৃৎখিত হইব। যদি কোন উপায়ে বিবাদের মীমাংসা হইয়া সালারজংকে স্বকর্তব্যে নিযুক্ত রাখা যায় আমরা তাহা অবলম্বন করিবার জন্য নবাবকে বিশেষ অনুরোধ করি।

আমাদের বড় একটি দুর্ভাগ্য যে বিলাতের মুখপত্র টাইমস পত্রিকা আমাদের উপর বড় বিরূপ। টাইমসের বর্তমান সম্পাদক বরদ

সাহেব বহুদিন হইতে এংলোইন্ডিয়ান যন্ত্রে দীক্ষিত ভারতের নামে তিনি ছাড়েচটা, বাঙ্গালীর নামে একবারে বক্ষণ হস্ত। আমরা সাহেবের দ্বি-কি অপরাধ করিয়াছি জারিমা কিন্তু এদেশে যেমন আমাদের পাইওনিয়ার দেশীর ইংরাজ ও ফিরকীমণ্ডের কাণ ডাঙ্গাইয়া গভর্ণমেন্টে তাহা জ্ঞাপন করিয়া থাকেন। বিলাতের টাইমস পত্রিকাও তেমনি রাজ মন্ত্রী হইতে ক্রমক্রমে পর্যন্ত সকল সস্ত্রীতার লোকের মধ্যে ভারতবাসী প্রতি একটা স্থণা জন্মাইয়া দিয়া আমাদের সর্বন করিতেন সতঃপরতা চেষ্টা করিতেছেন। টাইমসে উদ্দেশ্য ভারতবাসীর উন্নতির বীজ অঙ্কুরেই বি-করা। ইতিপূর্বে টাইমসের একজন পত্রপ্রের লিখিয়াছেন—সস্ত্রীতি উত্তর পশ্চিম প্রদেশে হি-মুসলমানের 'বে' বিবাদ হয় তাহাতে বোধ ভারতবাসী আত্মশাসনের উপযোগী হন নাই আমরা জিজ্ঞাসা কবি, বৈরাগ্যে সস্ত্রীতি যে দার বিদ্রোহ উপস্থিত হইল, টাইমসের স্ববাদ্য তদুপে আইরিশ জাতিতে আরও শাসনের অ-যোগী বলিয়া বিবেচনা করিত্রে পারিলেন না কেন স্ববাদ্যাতার বাঙ্গালীর উপর আত্মক্রোধ। তিনি বলেন এই জীপসারণ বাকপটু ফুটিল জাতি ভারতবর্ষের ভিতরে আরও শাসনের আন্দোলন করিয়া চতুর্দিকে বাকচাতুরী প্রকাশ করি বেড়ায়। ইহাদের আন্দোলনের বল নাই, জা-রতা নাই, প্রাণী নাই। এতদপ আন্দোল কোন রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটাই অসম্ভব। আর এই বাঙ্গালী বিবেচনী স্ববাদ্যাতার কথা উপে করিতে পারি, কিন্তু টাইমস সম্পাদক স্বয়ং য লেখনী ররিয়া বাঙ্গালী ও ভারতবাসীর উপর অ-প্রকাশ করেন তখনই আমাদের প্রাণে বা-উদারচরিত ইংলওবাসী টাইমসের অসত্য ব-ভাবে গড়িয়া বখন আমাদের উপর বীতজ্ঞ তখন আমাদের স্বদরে আঘাত লাগে। সৌভাগ্যে বিষয় যে ইংলও এখন অনেক লোকে ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠ করিতেছেন, ভারতের শাস-কর্তার কার্য্যকার্য্য আলোচনা করিতেছেন, ও ভারতবাসীর স্বাধিকার বুঝিয়া স্বাধীনভাবে ম-নত প্রকাশ করিতেছেন। ভবিষ্যতে টাইম-নিজের ক্রম বুঝিতে পারিবেন ইহা আমরা প্রত্যাশা।

আর কয়েক মাসের মধ্যে ইংলও স্বকীয় স্বতি প্রদর্শনী খোলা হইবে। আমাদের কোন স্ব-বিত্তবী বন্ধু লিখিয়াছেন ভারতবর্ষের স্বতি র

ভারতবর্ষেও একটা কোন কার্যের অবতারণা কর্তব্য। আমরা গজপ্রেসের প্রভাবে সম্পূর্ণ যোদন করিতেছি। ভারতবাসীর যদি রাজত্ব কতবে কেহই এরূপ প্রভাবে প্রসন্ন হইতে পারেন না। ভারতবর্ষের রাজ্যে বাস করিয়া আমরা পাইরাছি আর কোন বিশেষী রাজ্যের সমীক্ষা করা তাহা আমাদের মিলিয়াছে কি না সন্দেহ। যাদের অনেক অভাব আছে সত্য কিন্তু যে সকল দাবের পূরণ হইয়াছে তদন্ত যদি কৃতজ্ঞ হইতে যথার্থী ভিত্তিরিয়াই সেই কৃতজ্ঞতার আধার। কিন্তু কিরূপ অহুতায় তাহা উপযুক্ত রূপে কৃতজ্ঞতার স্মৃতি চিত্র রক্ষা পার। গজপ্রেসের নতুন সত্তা করিয়া বক্তৃতা দেওবার অথবা অগ্র- করিয়া উৎসব করার রাজ্যের স্মৃতিচিত্র রক্ষা না। যদি সমগ্র ভারতীয় জাতির রাজত্বের নিদ- রূপ কোন কার্যের অহুতায় করিতে হয় তবে প্রথমে কোন মঙ্গলকার্যের সহিত মহারাজার সৎস্কৃত রাখা কর্তব্য। সর্বত্রই এখন এই নীতির বর্তক অহুতায়ের অবতারণা করা হইতেছে। বঙ্গদেশে এরূপ একটা অহুতায়ের বিশেষ প্রয়োজন। সমগ্র বঙ্গদেশে একটা বিশেষ অভাব দেখা। সেটা কার্যকরী বিদ্যা শিক্ষা। কলিকা- প্রায় যদি কার্যকরী বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য একটা বিদ্যালয় স্থাপন করা হয় তাহা হইলে দেশের উন্নয়ন সাধিত হইবে। সেই কল্যাণকর- তায়ের সহিত ভারত সাম্রাজ্যের নাম সংযুক্ত হইবে। বঙ্গদেশের উপর হইয়া ভিক্টোরিয়ার নাম জড়িত করিয়া রাখা করিবে। বঙ্গদেশে রাজা, রাণী, মন্ত্রণ, কাহারও সম্মানের জন্য উৎসব ও অগ্নি- কার্যের আর অবশিষ্ট নাই। বক্তৃতা ও আগ্নে- যন্ত্র হইয়াছে। এখন কেবল কোন স্বামী- মন্ত্রণ অহুতায় দ্বারা বাঙালীর রাজত্ব প্রদর্শন- যন্ত্রে বাকি আছে। কার্যকরী বিদ্যালয় স্থাপন- যন্ত্র বাঙালীর একটা কল্যাণকর অহুতায়। বঙ্গদেশ- মন্ত্রণ স্বাধিকারী ও অন্যায় বক্তৃতা এই সমগ্র- মন্ত্রণ মন্ত্র হইতে হউন। অনেক বিষয়ে বহুল অর্থ- হইয়াছে অনেক অর্থসময়ে সময়ে বুঝা যায়- যাহা কিছু এই প্রকৃত অর্থসময়ের মূলাঙ্কণে দেশে- টী তাম্রপত্র ব্যয় করিলেও তাহা বুঝা যায় না। এক উদ্যমে যথাসীল রাজত্ব প্রদর্শন করা- যাবে, বঙ্গদেশের ধনবৃদ্ধির উপায় হইবে, দারিদ্র- যন্ত্রের আরম্ভ হইবে, আর বিবর বৃদ্ধির- যন্ত্র পাইয়া বাঙালী জাতি কার্য ক্ষমতা বৃদ্ধি হইবে। আমরা এরূপ অহুতায়ের জন্য প্রত্যেক সম্প্র- যন্ত্রে যত্ন হইতে উপদেশ দি, বিবর

বিবরণী, সমগ্রাঙ্গদেশের ইহার উদ্দেশ্য হইতে- যন্ত্রের কর্তব্য। আর কাহারও বলিষ্ঠতা। বক্তৃতা- যন্ত্র—এক শিক্ষা বিভাগের যন্ত্র সর্বত্র বিবরণী- যন্ত্র ও বিবরণে গভর্ণমেন্টের কত- যন্ত্র 'স্বাধিকার' পাইব তাহা পূর্ণ হইতেই অহুতায় করিয়া। স্মৃতি- যন্ত্র পারি। দিন কয়েক বুঝা চেষ্টার সময় কটাইয়া- যন্ত্রাধিকারকে অবশেষে নিরস্ত ও তরোদায় হইতে- যন্ত্র হইবে। বক্তৃতা কার্যকরী বিদ্যালয় বর্তই পক্ষপাতী- যন্ত্র হউন না কেন যেখানে সৎকার্যের জন্য অর্থ ব্যয়- যন্ত্র করিতে হইবে সেখানে তিনি জুলিয়াও পদাঙ্গণ- যন্ত্র করেন না। আমরা সেই অর্থই যদি প্রথমে- যন্ত্র গভর্ণমেন্টের স্বাধিকার হইয়া বসিয়া থাকিবার- যন্ত্র আবশ্যিক নাই। তাহাতে কৃত কার্য হইলেও- যন্ত্র অনেক বিলম্ব হইবে। যদি রাবণের রাজত্ব- যন্ত্র উন্নয়ন পরামর্শের সম্রত হয় তবে শীঘ্রই এই- যন্ত্র সমগ্রতায়ের প্রয়োজন। সম্রত কার্যারম্ভ করিতে- যন্ত্র চাহিলে অগ্রই গভর্ণমেন্টের সুধাপেকী হইলে- যন্ত্র চলিবে না। সম্রতশালী ব্যক্তিগণের স্বাধিকার- যন্ত্র অগ্রই ইহার স্থাপন করিতে হইবে। পরে চেষ্টা- যন্ত্র করিলে গভর্ণমেন্টের সহায় পাইতে বিলম্ব হইবে- যন্ত্র না। কার্যকরী বিদ্যা দিয়া চতুর্দিকে আন্দোলন- যন্ত্র উঠিয়াছে, মহারাজার স্মৃতি রক্ষার নিমিত্ত কোন- যন্ত্র উৎসব করিবার জন্য অনেকে ব্যয় হইয়াছেন। এই দুইটির একত্র অহুতায়ের উত্তর কার্য সুনিষ্ঠ- যন্ত্র হইতে পারে।

ভারতের প্রাধান্য কিসের !

পৃথিবীর প্রত্যেক সভ্য জাতির ইতিহাস পাঠ করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় প্রত্যেক জাতি প্রথম হইতে দুইটি প্রধান সত্যদ্বারে বিভক্ত হইয়া আসিয়াছে। ইহাদের মধ্যে একটা ধনী সত্যদ্বার অপরটি নিধন সত্যদ্বার। দেশের ভিতর মান, সম্রত, বল, অধিকার, যাহা কিছু, ধনী সত্যদ্বার তাহার প্রভু, নিধন সত্যদ্বার ধনীর দাস, ধনীর অহুতায়, ধনীর আজ্ঞাব্যবস্থা অধীন প্রেরী। ধনী রাজকার্যের বিধাতা, সমাজের নেতা, ধর্মের উপাধ্য- দেবতা। ধনী হাত জুলিয়া না দিলে দরিদ্রের আশ্রয়দান চলিবেনা, সম্রত হইয়া রক্ষা না করিলে দরিদ্রের অত্যাচার নিবারিত হইবে না। ধনীর আজ্ঞা দেবদানী, ধনীর সম্রত অগ্রগামী। দরিদ্র কেবল ধনীর সেবা করিবে, উপাসনা করিবে, ধনীর অন্য- আশ্রয়দান করিবে। অতি প্রাচীন কালে সভ্য- সমাজের এই দুইটি বিভাগ হইতে ক্ষমতা এবং- অধিকার ধনের সহিত, অধীনতা এবং দাসত্ব দাবি-

কর, সত্য প্রকৃত হইয়াছে। এই যে প্রাচীন- সম্রত, গভর্ণমেন্ট, বিদ্যা এবং ধর্মের জন্য বিক- যন্ত্রে সম্রত, ভিত্তিযুক্ত হইতে পারে নাই। ধর্মের- সত্যদ্বার, যে ক্ষেত্রে প্রাচীর কি হইবে? ধনের সহিত- কৃতজ্ঞতা সম্পর্ক নাই? নিধন ধর্মপরাগ, তাহাতে- কৃতজ্ঞতা উপকার? ধর্ম ত ধনবৎস্ক নর? মান- সিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ের বর্তই আদর বৃদ্ধি হউক, কোন দেশে কোন সমাজে কখনও তাহা ধনের উপর- প্রাধান্য প্রদান করেন নাই, অর্থের উপরে উচ্চ- অহুতায় প্রদান হইতে পারে নাই। রোম-বল, গ্রীস- বল, মিসর বল, তুর্কী বল, সকল জাতির ইতিহাসের- ভিতর এই দ্বির সত্য আন্দল্যমান রহিয়াছে। ইংল- যন্ত্রের ইতিহাসে এই সত্যটি বেরূপ প্রতিকৃত আর- কোন ইতিহাসে সেরূপ নাই। রোমের পেট্রিনি- যন্ত্রান ও গিবিরান গণের অবস্থাপত্য বর্ত পার্থক্য, ইংল্যান্ডের আরল এবং চারল দিগের মধ্যে তদন্তে- অধিক পার্থক্য দেখা যায়। অথচ রোম এবং ইংল- যন্ত্রের ন্যায় ধর্ম ও নীতির আদর কোথায় অধিক? সেই যে ধনগত পার্থক্যের দৃষ্ট, এখনও তাহা ইংল- যন্ত্রীয় সমাজের অস্থি মজ্জার মাধ্যম্য রহিয়াছে।

সকল জাতির সকল সমাজের প্রাধান্য ধনগত। কেবল ভারতবর্ষের প্রাধান্য ধর্ম ও নীতিগত। ধনী হউন, দুঃখী হউন, রাজা হউন, হিন্দু সমাজে- ব্রাহ্মণ দেখিয়া কেনা মস্তক অবনত করে? অথচ- ব্রাহ্মণ হিন্দু সমাজে নিতান্ত দরিদ্র জাতি। ব্রাহ্ম- যন্ত্রের গৃহে এক দিন ব্যতীত দুই দিনের অন্ন সংস্থান- নাই ভোজন, পানের জন্য বাতুল পাত্র নাই, মস্তক- রাধিবার জন্য গৃহে আচ্ছাদন নাই। ব্রাহ্মণ হিন্দু- রাজার উপদেষ্টা, হিন্দু সমাজের পূজ্য, হিন্দু জাতির- প্রভু, হিন্দু গৃহস্থের দেবতা, হিন্দু যানের বিধাতা। ব্রাহ্মণের কথা অবহেলা করিলে রাজা রাজ্যচ্যুত- হইতেন, প্রজা সন্তোষ হইতেন, ধনবান ও ক্ষমতা- বান ব্যক্তি নির্বীর্ণ হইয়া পড়িয়া থাকিতেন। ব্রাহ্ম- যন্ত্রের এ প্রাধান্য কিসের? নীতি এবং ধর্মের। মান- সিক এবং আধ্যাত্মিক সম্পত্তিকে সর্বোচ্চ মতে অধি- ষ্ঠিত করিয়া তৎপরে হিন্দু সমাজের গঠন হয়। অন্যান্য দেশে ধনগত পার্থক্যের ভাব বেরূপ জাতি- ও সমাজের শিবির শিবির মিলিয়া রহিয়াছে ভারত- বর্ষে তেমনি নীতি এবং ধর্মের দৃঢ় পার্থক্য- সমাজ শরীরের শোণিত প্রবাহে প্রবাহিত- হইতেছে। রাষ্ট্র বিপ্লব সমাজ বিপ্লব, জাতি বিপ্লব- যন্ত্রের বিপ্লব হিন্দু সমাজ ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে- হিন্দু ও যবন ধর্মের এলাকার হইয়াছে, তথাপি সমাজ শরীরের শীর্ণ অঙ্গে, জীর্ণ শৌঠবে,- কীর্ণ নিখোলে, দুর্বল প্রাণে, এই নীতি এবং ধর্মগত

সব ।

প্রাচীন প্রত্যেক পরমায়ু মধ্যে অল্পতম ভাবে বিস্তার করিতেছে। কিন্তু আজ হুঃখের দিন অধ্যাপকদের দিন তথাপি হিন্দু সমাজে বনের অপেক্ষা বিদ্যা এবং বর্ষগত গ্রাম জ্ঞান আভ্যন্তরীণ হিন্দু সমাজের সেবায়। ভারতবাসী অধ্যাপিত বনের অপেক্ষা পণ্ডিত্যে অধিক আদর করে যে ব্যবসার অর্থোপার্জন হয় তাহাকে অগ্রহা করে। বেশিকার বিস্তারিত বাহ্য উদ্দেশ্য তাহাকে হত্যা করিয়া থাকে।

ব্যবহার শিকা হিন্দু আদরের শিকা মনে। সেই জন্যই হিন্দু সমাজে ব্যবহার শিকার জন্য বিশেষ সুযোগ নাই।

ব্যবহার শিকা ।

তথাপি হিন্দু জাতির মধ্যে কোন ব্যবসারই উৎকর্ষ লাভের অবশিষ্ট ছিল না। তাহার কারণ বর্ণভেদে ব্যবসায় ভেদের বিধান। এক বর্ণের লোক কেবল একই ব্যবসা অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে ইহাট হিন্দু সমাজের বিধান। সে ব্যবসা ছাড়িয়া ব্যবসান্তর গ্রহণ করিলে তাহাকে হিন্দু সমাজে পণ্ডিত হইতে হইবে। এই কঠোর বিধানের ভণে প্রত্যেক ব্যবসারই যথোপযুক্ত উন্নতি হইয়াছিল। কতিপয় অল্প বিদ্যার পারদর্শী হইয়াছেন, বৈশ্য বণিক ব্যবসার ধনবান হইয়াছেন। শূত্র জাতি নানা উপরিভাসে বিভক্ত হইয়া নীচ ব্যবসার এক একটা কার্য অবলম্বন করিয়া দক্ষতা লাভ করিয়াছেন।

ভারতের ইংরাজ ভারতবর্ষ অধিকার করিয়া এক ইংরাজি শিকার সাম্রাজ্যের প্রচলন করেন। ইংরাজি শিকা বর্তমান কালে কেবল অর্থকরী শিকা রাজ। এই অর্থকরী শিকা লাভ করিয়া একটা সাধারণ উপায়ে অর্থোপার্জন করিবার জন্য সকল বর্ণের সকল ব্যবসায়ের লোক সংগৃহীত হয়, ইংরাজী বিভাগে প্রাচীন যন্ত্রের প্রভেদ থাকে না, সকলেই এক ইংরাজি ভাষার উপায়ে ব্রাহ্ম সংসারে পদপ্রার্থী হইয়া পড়েন। ব্যবসায়ী জাতির একাংশ এইরূপে স্ব স্ব ব্যবসা চইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ার ব্যবসার অনেক বসমত জড়িয়াছে।

জাতীয় স্বাধীনতার ব্যাঘাত হইবার আর একটা কারণ বিশেষের বাধা। নব্বয় মূল্যে বিকৃত পদার্থ সহস্রাধার ভারতবর্ষে আনয়ন করিয়া ইংরাজ এদেশের ব্যবসার সর্বনাশ করিয়াছেন। পূর্বে আমাদের দেশে তাঁতির সংখ্যা কত ছিল? বিলাতি কাপড়ের আধুনিকভাবে তাহাদের অধিকাংশের আর উঠি রাখে। দেশী বস্ত্রের ব্যবসার বিলাতি বস্ত্রের অনেক অমিষ্ট করিয়াছে। ঢাকাই মসলীনের আর সে পৌরষ কাই, দেশী বস্ত্রের আর সে আদর নাই। কাশ্মীরী সালেব হাত ও ক্রমে ক্রমে বিলাতি শালে অধিকার করিতেছে। এক বিলাতি কাপড়ের আধুনিকভাবে কোলি হোসি ব্যবসা বন্ধ হইয়াছে। এই সকল লোক আত্মীয় চেষ্টার ব্যবসা ছাড়িয়া কৃষিকার্যে নিযুক্ত হইয়াছে। কৃষিকার্যে আর লাভ নাই। বিশেষতঃ প্রচুর সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ার জরীফারে কৃষির হ্রাস বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন।

অধিক ব্যবসার চাব করিতে না পারিয়া কতিপয় প্রজাতি কৃষিকার্যে পরিভ্রমণ করিয়া বর বেতসে নীচ শ্রেণীর জীবনের কার্যে প্রযুক্ত হইয়াছে। এইরূপে দারিদ্রের অমল ভারতবর্ষের প্রত্যেক স্থানে বৃদ্ধি হইয়াছে। অধিকাংশ লোকে এক দুটি অয়ের জন্য ডিকা করিয়া বেড়াইতেছে।

এই দারিদ্র নিবারণের উপায় কি? চাকরির বাজার হ্রাস, ব্যবসার পথ বন্ধ, কৃষিকার্য বহুবার শাপেক। দেশের মধ্যে সকল ব্যবসারই ক্রমে ক্রমে অবনতি হইতেছে। এই বোর দুর্ভাগ্যের দিকে পতনমুখে দারিদ্র নিবারণের একটা উপায় স্থির করিয়াছেন। বাহাতে দেশের মধ্যে ব্যবহারবিদ্যা শিকা হয়' ছাড়া সম্ভাব্য চাকরির প্রত্যাশী হইয়া অর্থের জন্য লাগানিহিত হইয়া না বেড়ার, সে জন্য পতনমুখে প্রজাতি করিয়াছেন। ছাত্রগণ এই বিদ্যালয়ে কামার ছুতারের কার্য শিখিবে, কৃষকবিদ্যা ও স্থাপিত বিদ্যালয় করিবে, হিন্দু শাস্ত্রোক্ত বিবিধ প্রকারের নীচ কার্যের প্রণালী পদ্ধতি শিকা করিবে। জাতীয় ব্যবসা পরিভ্রমণ করিয়া তাঁর জাতির ব্যবসা অবলম্বন করা শাস্ত্র বিবর্ত। কিন্তু যখন উন্নতির দার তখন সে দিকে আর দৃষ্টি রাখিলে চলে না। এদেশে ব্যবহার শিকার জন্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয় ইহা আমাদের প্রার্থনীয়। কিন্তু এই শিকার সঙ্গে সঙ্গে যদি উচ্চ শিকার কতি হয় অথবা উচ্চ শিকার সম্ভাব্যের সহিত ব্যবহার শিকার সমান বর্ষাশা রক্ষা করা হয় তাহা হইলে এরূপ ব্যবহার শিকার আমাদের অবনতির কারণ হইবে রাজ। ভারতে অতি প্রাচীন কাল হইতে মানসিক উন্নতির আদর। সে বর্ষাশা নষ্ট করিতে গেলে সম্ভবতঃ বংশীয়গণ কখনই তাহাতে সম্মত হইবে না। আমরা পূর্বে হইতে বলিয়া আসিতেছি সাধারণ প্রমত্তবী সন্তানদের নিমিত্ত স্বতন্ত্র বিদ্যালয় স্থাপিত হউক। শিকিত সন্তানদের নিমিত্ত ব্যবহার শিকার প্রণালীও পদ্ধতি শিকার নিমিত্ত দিবেন চেষ্টার উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হউক এবং এট হই প্রকারের বিদ্যালয় স্থাপন দ্বারা নাহাতে উচ্চ শিকার ব্যাঘাত না হয় তাহার জন্ত চেষ্টা করা হউক।

সম্প্রতি কলিকাতা বেঙ্গল বিভাগে ব্যবহার শিকা সম্বন্ধে কটন সাহেব বে বক্তৃতা করেন আমরা তাহার প্রত্যেক বাক্য অঙ্গবোধন করি, দেশের দারিদ্র নিবারণের জন্ত ব্যবহার শিকার যে নিত্য প্রয়োজন তাহা আমরা স্বীকার করি কিন্তু বাহাতে মানসিক ও আধ্যাতিক বিষয়ে দারিদ্র আনিয়া আর্থিক দারিদ্রের নিবারণ হয় আমরা কখনই সে প্রস্তাবের পক্ষপাতী হইতে পারি না।

অগ্রহায়ণ মাস সৌম্যপ্রকাশের জন্ম মাস ত্রিংশত বৎসর উদ্ভূত করিয়া সৌম্যপ্রকাশ এ মাসে একত্রিংশত বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে বর্ণীর পিতৃদেবের আশীর্বাদে, পাঠক, প্রাচীণ এবং অগ্রপ্রাচীনদের অঙ্গপ্রাণে এবং ভগবানের রূপা দৃষ্টিতে সৌম্যপ্রকাশ দীর্ঘায়ু হইয়া যথেষ্ট ফলসাধনে যত্নবান হইবেন ইহাই সৌম্যপ্রকাশের অধ্যক্ষ ও লেখকের আশা।

সববর্ষের কার্যারম্ভে আমরা পৃষ্ঠকল্পগণকে অতীত বৎসরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস জ্ঞাপন করিব বৎসরের জটীল ঘটনাবলি একত্র করিয়া পাঠক সেবিতে পাইবেন এট হতভাষা ভারতবর্ষে অবস্থা উন্নত কি অবনত হইয়াছে। স্তম্ভক ভারতবাসী ইংরাজের রাজ্য লাভবান হইয়াছে অথবা কতিপয় পর কতিপয় করিয়া সেউলি হইয়া দাড়াইয়াছেন। দেশের অবস্থা, সমাজে অবস্থা, রাজ্যের অবস্থা বর্ষের অবস্থা, ক্রিষ্ণ চট্রা কত দূর আসিয়া দাড়াইয়াছে, বুদ্ধিম পাঠক এই ইতিহাসে তাকা দৃষ্টিয়া লইতে পারিবেন। অতীতের আলোচনা করিয়া ভবিষ্যৎ কি হইবে তাহার অনুমান করাও কঠিন নহে গত বৎসরের ঘটনাবলী পর্যালোচনা করিয়া বৎসরের ফলাফল অনুমান করিবার যদি কাঙ্ক্ষা করত থাকে তিনি এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে তথ্য সূত্রকার্য হইতে পাবেনঃ—

রাজনীতি—গত বৎসর লর্ড ডকরিং শাসন কালে দ্বিতীয় বৎসর গিয়াছে এই বৎসরে তাঁহার শাসননীতি ও শাসন প্রণালীর পরিপাক্য গিয়াছে। এক ব্রহ্ম বিজয় ডকরিং শাসনের যথেষ্ট পরিচায়ক কার্য। বোম্বাই কোম্পানী বিশেষ অপরাধে ব্রহ্মরাজ্যে অগ্রিমভাষন হওয়ার তিনি তাঁহাদের অটো টাকা দণ্ড করেন। কোম্পানি ব্রহ্মরাজ্যে বিচারের বিকল্পে লর্ড ডকরিংয়ের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করেন। লর্ড ডকরিং নিজে সাক্ষী সাক্ষিরা এই বিবাদের বীমাংশা করিয়া দিতে বান ব্রহ্মরাজ্যে থিব এই দাপ্তরিকতা সহ্য করিতে না পারি লর্ড ডকরিংয়ের কথা অগ্রাহ্য করেন। বক্তব্য এই হলে ব্রহ্ম বিজয়ের করণ্য করেন, এ থিবকে ডর দেখাইয়া বুকের আয়োজন করে থিব তাহাকে ডর না পাইয়া ইংরাজকে আস্থান করেন কিন্তু হলে হউক অথবা বিশ্বাস না কর্তব্যকার্যবোধেই হউক, তিনি আদ্যক ইংরাজ সৈন্যের জয়ভিত্তি বৃদ্ধিতে না পারিয়া সিংহাসন হইয়া ধরা দেন। ইংরাজ অগ্রহীম বুছে বিজয় করিয়া থিবকে বন্দী করিয়া ভারত আনয়ন করেন। ভৎপরে ব্রহ্মবংশ ভারত লহিত লংঘন করিয়া ইংরাজ রাজ্যে পরিভ্রমণ হইবে কিমা ইহা লইয়া একটা আশঙ্কা উঠে। এংলোইডিয়াম স্বাধীনপত্রিকার সম্পাদক বক্তব্যসম্মত হইয়া ব্রহ্ম সংবাদেব উপায়ে দেশে বর্ণীর জ্ঞানব্রহ্ম ব্রহ্ম বিবালেও ব্রহ্ম সংবাদ উত্তরেরই প্রতিবাদী হইয়া উঠেন। বক্তব্য

আকস্মান সীমা—গত বৎসরের আর একটা
শিটে ঘটনা আকস্মান ঐক্যে ইংরাজের সহিত
যেবর সীমানির্ধারণ। পাঞ্জাবের যুদ্ধে কবরাজ আদী
রর সৈন্য পরাজিত করিয়া আকস্মানের দিকে
নেকদূর অগ্রসর হইয়া আসেন। ইংরাজ তাহা
করিয়া কবের সহিত একটা সন্ধি করেন। সন্ধিতে

বঙ্গদেশের প্রজা সমিতি একটি সামান্য ঘটনা নহে। শৈল বিহারের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর প্রতিবাদ, এবং ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনিধি ব্যবস্থা প্রচলিত করিবার নিমিত্ত দেশবাসী আন্দোলন আর করেকটি বিশিষ্ট ব্যাপার। বঙ্গদেশে জাতীয় লীগ সমিতির স্থাপনও একটি ইতিহাসের উপস্থূত ঘটনা। ইনকম ট্যাক্সের পুনঃ সংস্থাপন ভাঙ্গিয়া পাশনের আর একটি দ্রুপনের ফলস্রু। এই করে প্রণীড়নে ভারতবাসী রাজাই উত্থা হইরাছে। লর্ড ভাঙ্গিশের শাসন হবে শেষ হইবে তাহার অপেক্ষা করিতেছে। যে উপারে ইনকম ট্যাক্স সংগ্রহ হইতেছে তাহাতে উৎপীড়নের অত্যধিক বৃদ্ধি হইরাছে।

বিলাত ও আমেরিকা প্রভৃতিতে বিবাহ বাবু
অনুতলাল রায়কে বিবাহ করিবার
নয়র সেই আন্দোলন কিছু শুকন উঠে।
অবশেষে অনেক বিবাহ বাবু অনুতলালকে
সমাধে লইবার পক্ষপাতী হওয়ার অনুতলাল
বিলম্বিত হইয়া গিয়াছেন।

পারি মালাবারি হিন্দু বিবাহ ব্যবস্থাপন করিবার জন্ত চেষ্টা করেন। গত বর্ষেই তাঁহার সে চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া হিন্দু সমাজে প্রবেশ লাভ করিয়াছেন। আর একজন হিন্দু রাজার মন্ত্রী কিরণ হিন্দু বিবাহ শাসনত তাহার অঙ্গসজ্জা করিবার জন্ত এক অঙ্গসজ্জা সমিতি স্থাপন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার ইচ্ছা শাসনত হিন্দু বিবাহ বিধি বন্ধ করা।

সদ্যোপ-এ সুবর্ণ বণিক সম্মেলন বৈশ্যপদ বাচা হইবার জন্ত অনেক চেষ্টা করিতেছেন। উনার হিন্দু শাসনের মর্মান্বনায় তাঁহাদের বৈশ্যপদ বাচা হইবার অবিকার আছে।

ধর্ম-হিন্দুধর্মের মনোস্থান আরও হইয়াছে। মহৎ এবং গুপ্ত উদ্দেশ্য সকল অল্পে অল্পে বহিষ্কৃত হইতেছে। শিক্ষিত সম্মেলন পাশ্চাত্য রুচি ছাড়িয়া জাতীয় ধর্মের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছেন। পণ্ডিত শশধর তর্কহুতামণির হিন্দু ধর্ম ব্যাখ্যা, বঙ্কিম বাবুর ভক্তি কখন ও হিন্দুর মিত্যমবস্থা প্রচার যুবকের রুচির উপর সবলে কার্য করিতেছে।

শাসন সম্মেলন মধ্যে অনেকের চবিত্তের উপর বিশেষ লক্ষ্য পড়িয়াছে। নিরপেক্ষ ভাবে ধর্ম প্রচার করিয়া ইহারাও অনেক অংশে কৃত কার্য হইতেছেন।

হরি সভার হিন্দু ধর্মের তান ও কঙ্কতা বাড়িয়াছে। আবাসমাজ তাহার নিবারণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। হিন্দু সমাজের ভিতর শাস্ত্রের সংখ্যা হ্রাস হইয়া বৈক্যের সংখ্যা বাড়িয়াছে। অল্প দিনের মধ্যে শাস্ত্র সম্মেলন বলতীন হইবার সম্ভাবনা।

কৃষি ও শাস্ত্র-কৃষকের এবার বড় আনন্দ। গত বর্ষের মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ উৎসব হইয়াছে কিনা সন্দেহ। ছুটিতে মারীভরে বৎসরে বৎসরে ভারতবাসী ধনে প্রাণে মজিয়াছে। এবৎসর আশা হয় যে দৈবের হস্তে আর কোন বৃন্তন অন্তরাচার সংঘটিত হইবে না। পুঁড়ারও অনেক হ্রাস হইয়াছে। এই অবস্থায় মাসে অন্ত্যান্ত বৎসরে দেশ বৈরাগ্য ভরানিক ব্যাধির হইয়া উঠে, এবৎসর আর সেরূপ নাই। দৈব যেন দেশের উপর সুপ্রসন্ন। রাজা বহি প্রাক্ষ ও করপীড়ক হন দৈবের অঙ্গকণা ব্যাধিরেকে আমাদের কি বীচিবার আর উপায় আছে?

চতু-দৈবের একদিকে যেমন অঙ্গপ্রস্থ অন্ত-দিকে যেমন প্রোথ। বৎসর যেমন সাধারণ লোককে অধ্যাত্তি দিয়াছেন তেমন ভারতের অনুল্য-ও গুলি বাহিরা বাহিরী কার্ধ্য হইতেছেন।

এবৎসর আমাদের বীচিবার জন্ম আর অঙ্গনাই।

রাজ সম্মেলন, গোরাগিরার, সিঁচিয়া, কুপাল ইহাদের সহিত কুলনা করিবার কি আর রাজা আছে কবিকেশরী রাইমারায়ণ, জ্ঞান সাগর অক্ষরকুমার, গীরাগণ রাজকৃষ্ণ এসবকুমার সর্বাধিকারী। বিশাল জ্ঞান ডাক্তার ডল আর কার মাম কবিব? সে নামে আমাদের শরীর শিহরিয়া উঠে আজও কি আমরা বিশ্বাস করিতে পারিরাছি যে আমরা পিতৃহীন সর্বা ওপালকৃত হারকা মাম-বকের জগৎ বিনাকুল্য বাস্তবিকই চলিয়া গেলেন। বৎসরের মধ্যে এতগুলি উজ্জল রত্ন এক একটী করিয়া নিবিয়া গেল। বঙ্গ ভূমি সত্য সত্যই মরিত্ত হইলেন।

এক মৃত পীড়া ও পৃথিবী রোগে এতগুলি মহামার প্রাণ যায়। চিকিৎসক সমাজ এই ভরানিক ব্যাধির কি একটা ঔষধ আবিষ্কার করিতে পারিলেন না।

বঙ্গ শাসনের মধ্যে যতদূর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সম্ভব আমরা তাহার বিবরণ দিবার চেষ্টা করিলাম গত বৎসরের ভাবতের ইতিহাস ইংরাজ শাসনের পরিচায়ক একটী দৃষ্টান্ত। যিনি যেরূপ প্রকৃতি সম্পন্ন হইবেন তিনি এই ইতিহাস হইতে সেইরূপ ভাব ও উপদেশ গ্রহণ করিতে পারিবেন। আমাদের দেখিয়া শুনিয়া বোধ হয় উন্নতি এখন অনেক দূরে।

ইউরোপার সমাচার।

বিরাম ১৩ই আগস্ট-এর দীর্ঘ প্রাণ-মৃত্যুর স্তব্ধতা কোট মাগ্রাকী বলিয়াছেন যে, সম টপের সম্মেলন কবিরকে লক্ষ্যে নিত্যক অঙ্গপ্রস্থ হইতেছে। কবির এবং অঙ্গপ্রস্থ, বর্ষ পরম্পর বিরোধী। কোট কালেক্টিক বলেন, অঙ্গপ্রস্থ যুলগেরির আঙ্গপ্রস্থ বর্ষের রাধিবেন। যুলগেরির মধ্যে কবির কে না গেলেন অঙ্গ নাই।

ভারত ১৩ই আগস্ট-ওরান্দে হালকার দিকটে বিজো-মৎস লেনে মলে বর্ষের কাঠেছে।

লন্ডন ১৩ই আগস্ট-টাইমস বলেন রবার্ট হ্যাথিংকে আরও আর সেফেটারীর পদ হইতে অঙ্গপ্রস্থ করা হইবে। তাঁহার মাত পণ্ডিত মামলারিট মলের অঙ্গপ্রস্থ মামলা প্রায় করা হইবে।

সোফিয়া ১৩ই আগস্ট-কালোপোপোলিস বর্ষের মারিট্টে ও সেম মাক একজন কবির কঙ্গপ্রস্থকে প্রোথার কার্যপ্রস্থ প্রোথার কৌলমস তাহাতে এই বলিয়া পাশ্চাত্যের বৈ, বাল না তাহাকে হাড়া দেওয়া হয় তবে ঐম অঙ্গপ্রস্থ যুলগেরির পারত্যাগ করছেন।

লন্ডন ১৩ই আগস্ট-আরও আর সেফেটারী এই মাসের শেষ অঙ্গ প্রস্থ করণে।

অঙ্গপ্রস্থের সে: আর্থর বালকের মঙ্গল, স্তব্ধে আনন্দ লাভ করিতেছেন।

লন্ডন ১৩ই আগস্ট-এর দীর্ঘ প্রাণ-মৃত্যুর স্তব্ধতা কোট মাগ্রাকী বলিয়াছেন যে, সম টপের সম্মেলন কবিরকে লক্ষ্যে নিত্যক অঙ্গপ্রস্থ হইতেছে। কবির এবং অঙ্গপ্রস্থ, বর্ষ পরম্পর বিরোধী। কোট কালেক্টিক বলেন, অঙ্গপ্রস্থ যুলগেরির আঙ্গপ্রস্থ বর্ষের রাধিবেন। যুলগেরির মধ্যে কবির কে না গেলেন অঙ্গ নাই।

ভিয়েনা ১৩ই আগস্ট-ওরান্দে হালকার দিকটে বিজো-মৎস লেনে মলে বর্ষের কাঠেছে।

লন্ডন ১৩ই আগস্ট-টাইমস বলেন রবার্ট হ্যাথিংকে আরও আর সেফেটারীর পদ হইতে অঙ্গপ্রস্থ করা হইবে। তাঁহার মাত পণ্ডিত মামলারিট মলের অঙ্গপ্রস্থ মামলা প্রায় করা হইবে।

সোফিয়া ১৩ই আগস্ট-কালোপোপোলিস বর্ষের মারিট্টে ও সেম মাক একজন কবির কঙ্গপ্রস্থকে প্রোথার কার্যপ্রস্থ প্রোথার কৌলমস তাহাতে এই বলিয়া পাশ্চাত্যের বৈ, বাল না তাহাকে হাড়া দেওয়া হয় তবে ঐম অঙ্গপ্রস্থ যুলগেরির পারত্যাগ করছেন।

লন্ডন ১৩ই আগস্ট-আরও আর সেফেটারী এই মাসের শেষ অঙ্গ প্রস্থ করণে।

অঙ্গপ্রস্থের সে: আর্থর বালকের মঙ্গল, স্তব্ধে আনন্দ লাভ করিতেছেন।

লন্ডন ১৩ই আগস্ট-আরও আর সেফেটারী এই মাসের শেষ অঙ্গ প্রস্থ করণে।

অঙ্গপ্রস্থের সে: আর্থর বালকের মঙ্গল, স্তব্ধে আনন্দ লাভ করিতেছেন।

লন্ডন ১৩ই আগস্ট-আরও আর সেফেটারী এই মাসের শেষ অঙ্গ প্রস্থ করণে।

অঙ্গপ্রস্থের সে: আর্থর বালকের মঙ্গল, স্তব্ধে আনন্দ লাভ করিতেছেন।

গবর্নমেন্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনেন্ট গবর্ন-
রের আদেশানুসারী
নিয়োগ।

রাজ্য ও স্বাধীন বিজ্ঞাপন।

বাংলাদেশ গবর্নমেন্টের আইন বিভাগে সর্ব সাধারণ হইলেন। মার্ক ও গুপ্তী মার্ক ও ক, ৬, কুমার চট্টোপাধ্যায় ১৪ দিনের বিপ্লবের মত গুপ্ত ভাষা কেরি মার্কের বৈধ মাসের মত পাইলেন। এক ভাষা হাডক সাধারণ বিপ্লবের মত হইলেন। অঙ্গপ্রস্থ

বেঙমান বাবাহর রঘুনাথ রাও নুতন পল এইপ;
করিয়া একটা নুতন এস্তাব করিয়া বসিয়াছেন ।
রঘুনাথ রাও খলেন হিন্দু বাবাহারসারে বাবাকে
একত বিবাহ বলে তহিববে গভর্ণমেণ্টের ।
বিবিবাবক করা কর্তব্য । কিরণ বিবাহ হিন্দু
বর্ষ সম্বত ত.হার অঙ্গসন্ধান করিবার জন্য
বেঙমাননা একটা কমিশন নিযুক্ত করিতেছেন ।
রঘুনাথ রাও কৃতবিদ্যা ও কার্যক্ষম ব্যক্তি ।
লোক সমাজে তাঁহার বখেই সম্মান আছে ।
তাঁহার বর্তমান চেঁচী সকল হইবার সম্ভাবনা
নাই । এরূপ কার্যে হস্তক্ষেপ করিলে লাভের
মধ্যে তিনি আপনার বর্ষাবাহি নষ্ট করিয়া
বসিতেন । হিন্দু বিবাহ কার্য সামাজিক
কার্য নহে । উহা একটা ধর্মসংস্কার । বিবা-
হের উপর হস্তক্ষেপ করিলে বর্ধেব উপর হস্ত-
ক্ষেপ করা হয় । শাস্ত্র ও দেশাচারের বিভিন্নতা
অঙ্গসারে হিন্দুসমাজের নান্য স্থানে বিবাহ বর্ষ
সম্পন্ন হয় । রঘুনাথ রাও অঙ্গসন্ধান সমিতি
স্থাপন করিয়া এখন বিভিন্ন শাস্ত্র ও দেশাচার
সম্পন্ন সম্ভাব্যতাজি একটা নির্দিষ্ট নিয়মে
আবদ্ধ করিতে পারিবেন না । তারপর গভর্ণ-
মেণ্টের সম্মুখে উক্ত নিয়ম বিধিবদ্ধ করিবার
চেঁচীতেও তিনি অকৃত কার্য চাইবেন । লাভের
মধ্যে তাঁহার সম্বন্ধ নাই ।

বিলম্বিত এই আকার ভাঙিত সংস্কৃত ইপিগ্রাম বিবিকার হয়েছিল। উহা স্বাক্ষর বিশেষ মাত্ৰা মাধ্যমে হুল টুটে

কুজুর কামতের উৎস—৬০ কোটি মনসা সিংহের রস এক তোলা পরিমাণ আকের গুড়ের সঙ্গে মিশাইয়া খাইতে হইবে। কুজুর কামতাইবার তিত্ত মিন পরে খাওয়া বিধ। উহা সেবন করিলে রোগ বন্ধ হয়। তেজ ও ক্ষমতা বৃদ্ধি পাত হইয়া থাকে। সর্বাঙ্গবিশিষ্টা বর্ধু নির্গত হয়। কেন্দ্র কুজুর ও খেঁয়ালের কামত এই উৎস আরোণে আর ২৫ জন রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে। বিষমকার রোগ জন্মিলে এই উৎস খাইয়া একজন আশ্রয় হইয়াছে এবং একটা ছতী বাড়িয়াছে। বাজকবিগকে উক্ত পরিমাণ ও ভাগের হুল পরিমাণ অর্থাৎ ৭।৮ কোটা খাওয়াইতে হইবে। চাক্ষুণ্য

আমেরিকার ট্রাইবিটন নামক সবাদ পত্রিকা খানি সপ্তাহিক ছিল। এক্ষণে সপ্তাহের মধ্যে দুইবার বাহির হইতেছে। ট্রাইবিটনের ভাষা আঙ্গল ও গুজলিভা পরিপূর্ণ। এই পত্রিকা খানিকে পত্রাবের এখানে প্রতিমিথিখলিলেও অত্যুক্তি করিয়া। ট্রাইবিটন দেশীয় লোকের সম্প্রদিত। কিন্তু লোকের প্রথম ভাবভঙ্গ্য পাইওনিয়ারের কথনকব সমুদ্রে থাকিয়া এই পত্রিকা খানি বেরণ মিডিক চিত্তে ভারতের হইয়া থাকিতেছেন তাহাতে পত্রাণ বাসী বাহাই উপলভ্য হইতেছেন সন্দেহ নাই। আমরা সহযোগী এই উন্নতি দেখিয়া আনন্দ হইয়াছি। কালে এই সাপ্তাহিক পত্রিকা খানি বৈমিক পত্রিকা পরিণত হইলে পাইওনিয়ারের আতি গর্ব বর্ধ হইতে পারে।

জেনারেল কুলবার্গ হুলগেরিয়া এবং কৌবে সিংহ পরিভাগে বসিয়াছেন। কুব অধিবাসিগণ এক্ষণে ফরাসী কর্মসংলগ্ন অধীনে বাস করিতেছে।

অবেলিক এবং ভাবত গবর্নরী সভাগণ মিলিয়া একটা সভা করেন। এই সভার প্রিন্স অবুও রঙ্গ প্রকাশ করেন যে উক্ত প্রবর্ধনী সভার আদ প্রবর্ধনী সুসিদ্ধ নহা। আগামী বৎসরে গোয়াইটে চল এবং ওয়েন্টে মিনভোরের মধ্যে একটা ভান নির্দিষ্ট করিয়া তাহার উপর মবারাণী পুতি প্রবর্ধনী স্থাপিত করা হইবে।

কনটেনপেরিয়া রিভিউ নামে যে পত্রিকা খানি বাহির হইতেছে তাহার সম্পাদক আকার করিয়াছেন যে উক্ত সভা পত্রের নিয়ন্ত্রণ

কেবল ভারতের মঙ্গলকর্মে নিয়োজিত হইবে।

মাজাজ ক্রমে ক্রমে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছেন। সপ্তাহিক এবং বৈদ্যিক খানিকা বিগের বর্ধ ও বীতি শিক্ষার নিমিত্ত একটা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

উজ্জলনাম বসেন কলিকাতার মুন্সি মিউনিসিপাল বিলের বিরুদ্ধে স্টেট সেক্রেটারি যে বক্তৃতাটিকে ভিসপ্যাচ লিখিয়াছেন এ সভা বিধা। টেটসনাম ও বিহার বসেন সভাবোধী হইয়াছেন।

জনরস যে কুজুরি বিধের পক্ষে অস্বাক্ষর নাম বসিয়া বিব ওড়নাটের মিকট আবেদন করেন বক্তৃতাটী ইজুর অগ্রসর করিবার জন্য রস গিরিতে গমন করিয়াছেন। আশাযে বোধ হয় বক্তৃতাটীর উদ্দেশ্য পূর্ণ হইবে।

বোম্বাই প্রদেশে একটা বিলাতি দেশলাইয়ের কারখানা আছে। মধ্যে উহার অবস্থা কিছু খারাপ। গুলু বাস জামেদার বাস নামক জমৈক কার্যদক অধ্যক্ষের অধীনে। দশ দিন এই কারখানার অবস্থা উন্নত হইতেছে। এই কারখানার যে সকল দেশলাই প্রস্তুত হয় তাহা কোন ক্রমেই বিলাতী কারখানা ও উত্তর কবা দেশলাইয়ের অপেক্ষা মন খারাপ বোধ হয় না।

জনরস যে ২৪ পরামর্শ মাত্ৰা নামক মন্তরে একজন গৃহস্থের বাগানে দুই গোলা পরিপূর্ণ বন্য ছিল। একদিন হুত্রে এই বন্য উড়িতে আরম্ভ করে। কিন্তুকণ মধ্যে দুই গোলা বন্য আকাশে উড্ডীন হইয়া বাহুর বেগে আবাহিত হইতে থাকে। সেই বন্য উড়িয়া গিয়া উক্ত জেলার গোবিন্দপুর নামক গ্রামে একজন চতালের বাড়িতে আসিয়া ভূপাতি হয়। মাতার বাতী হইতে বন্য উড়িয়া বাহুর ভাণ্ডার জী একদিন বসিয়া সেবার মিকট হত্যা করে। কিন্তুতই বন্য ফরিয়া আসে নাই। এমিকে গোবিন্দপুরের চতাল অবাচিত ধানপাইয়া রাতারাতি বড় মল্লম হইয়া যায়। লক্ষী যে চকলা তাহা দেখাইবার জন্য কোন কুস্তিমান লোককে এই অধ্যক্ষিকার সৃষ্টি করিয়াছেন? না ইহা কোন মাকসেদী কবির কাব্য কল্পনা!

কলিকাতা মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান সাহেব বিদ্যালয়ের বাজকবিগের ব্যায়াম শিক্ষার জন্য গোলবিধি তরুট করিয়া একটা বাই প্রস্তুত করিয়া দিবে। সাহেব ক্যামেল সাহেবের

অগ্রসরে করিয়া মালদী মালকবিগের আবেদন কর যে এতটুকু মল্লম হইয়াছেন ইহাতে আমরা উহার মিকট কুতজ হইলাম।

৮ রাজকুটে সুযোগ্যবার মাকি হুতুর পক্ষে একখানি প্রকাণ্ড ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। দেশীয় ভাষার ভারত বর্ষের এক খানি বিবন ইতিহাস অধ্যাপিত প্রকাশিত হয় নাই। রাজকুটে বাহু মনবতে পরাকৃত না হইলে আমদের এই অভ্যাস যোচন করিতেম।

৩ প্রথম দান—ডেলিমিউস রেলম আর্জি গাজর বনগড় সিং বাহাইর নামক এক জন বন্যতা মাকি সংকটে রোগে আক্রান্ত হন। বৈদ্যকমে পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করিয়া বন পত সিং বাহাইর শরণাগোলাভ্য বিতরণ করেন। প্রত্যেক লাভুর তিতরে ২০ টাকা মূল্যের এক এক খানি অর্ধ বও লুকা রত ছিল। ওড়না বনের প্রসঙ্গ হুতুর আর কি দেখা যায়। আশাযে দেশে অনেক আতীনা রমণী কীয়ে লাভুর তিতরে সাক, বোতালী, আহলী পুরি ও প্রবনের বড় লংরা থাকেন। তিতরে উৎস ৫.৭৫ পয়সা প্রতি বৎসর এই আকার লাভ হইতে হয়। বিখ্যাস যে ওড়নাদের জাগরণে পরজন্মে অনেক ওড়ন পাওয়া যায় বনপত সিং বাহাইর প্রসঙ্গ কেন বড় প্রসঙ্গ করেন নাই। পীড়া হইতে প্রসঙ্গ পক্ষ এই সংস্কৃত বাহা বিবরের প্রিয় কাব্য মধ্য করাৎ ওড়ার উদ্দেশ্য। বাহাইর বন্যতা উদ্দেশ্য এই বৎসর বাপারটা বোধবা দেখা কার্যে কি?

বাহু ল নমোহন মেম নবেম্ব মাসের প্রবন্ধে বিলাত প্রসঙ্গ কার্যে। ওয়েন্টে ডেলিমিউসগণ কেবল উদ্দেশ্যে এক খানি অধ্যক্ষ পত্র প্রবন্ধ কার্যের অপেক্ষার উদ্দেশ্য। কার্যখন বিলাত করিতে অগ্রসর কার্যেছেন। পত্র খানি মুক্তন অক্রে অধ্যক্ষ ওড় কার্যে তাহাকে উপহার দেওয়া হইবে। এই উদ্দেশ্যে ১০।১১।১২ ব্যয় হইবে।

জাপানের বহাণবার ইউরোপীয় পরিপাতিয়ান কারবার ইহা হইয়াছে। তিমি এ কার্যস শেষ সাহেদী বরপের পোষাক প্রস্তুত করিবার জন্য বাবনা দিয়াছেন। পোষাকে হাজার পাউণ্ড ব্যয় হইবে। জাপান যে জাতীয়তা পরিভাগ করিতে পারিয়াছে যে দেশের কোন অংশের লোকই সেসপ মল্লম নাই।

মিঃ পি. এস. রায়চাঁদী সুবেলীয়ার মার্জা
সেরিকের পথে নিযুক্ত হইয়াছেন। এবেলীর
কর মধ্যে ইনিই এখন এই পথে নিযুক্ত
হইবেন।

আবেদনকারী বিউনিসিপালিটি বড়লাটের
স্বাক্ষরিত চিঠি ১৫০ টাকা ব্যয় করিয়া-
ন। আবেদন বিউনিসিপালিটি এই বিতরণি-
কৃত হইয়াছে। মহাবোগী টাইমস কেবল
হইয়া বিউনিসিপালিটির বোম্বোয়েন্ট করি-
ছেন।

পঞ্জাবের ছোট লার্ট এডিসন সাহেব কাগজ
নিকোল্ড এডিকং ডাক্তার ক্রাউলিন, মিঃ
কওয়ার্থ ইয়ং, মিঃ অতি, মিঃ লী এবং পবলিক
জিউস কমিশনের সেক্রেটারী মিঃ ডস্‌ককে
সুন্দর লাইন লাইন হইতে অনুসন্ধান বাজা করি-
ছেন। ডাক্তার বাজা কালীন ১৫ টি কমান্ডের
হইয়াছিল।

উত্তর পশ্চাৎকালে রোমন অকরে দিল্লী
বিহার এগালী প্রচলিত হইতেছে। সকল
এবেলী ক্রিটিক, আবেদিকাম ও ইংরাজ
সবরিগণ সুতন সুতন দিল্লী শিখিয়া জাতীয়
মালার সর্বমাপ করিতে বসিয়াছেন। চীন
দীর মার উত্তরপশ্চিম খালিগণ ইহাতে জাতীয়
মালার অবস্থা বা করেই ইহাই অমা
র অতিশয়।

আবেদনকারী বড় ৫২সাতের সচিত্র বড়
টিকে অত্যধিক করিবার উদ্দেশ্য হয়। অত্যধিক
গের আধীন ভাব, উদার ও দেশভিত্তিকবিনী-
না এবং রাজতন্ত্রের পরাকাষ্ঠা অত্যধিক
এর অতিপুজিতে পরিণত হইল। বড় লার্ট এই
অধিকার পক্ষে বেন মাই। বড় লার্টের মনে
হইয়াছিল জানিতে পারা যায় মাই। বোধহয়
দীর লোকের এক মহাব্যক্তি জাহার চক্রে বড়
কটা ভাল লাগে মাই। অত্যধিক পক্ষে আমে
খাদ বগরখালী বড়লাটের নিকট এই করণী
অর্থনা করেন :- (১) আরম্ভ পাসন কার্যে
আবেদন সঙ্গীভিকার। আরম্ভ কিকিং বর্ধিত করা
(২) দানীর গভর্ণমেন্টে সহুয়ে প্রতিমিহি ব্যবস্থা
আবেদন করা ও যৌন চার্জ বলিয়া বে অর্থ
লাটে পাঠান হয় তাহার পরিমাণ হ্রাস করিয়া
হওয়া। (৩) সৎসারিক ব্যয় সংকল্প। (৪) ভার-
দীর এবং ইংলণ্ডের ধর্মগার সম্বন্ধে ব্যয়ের সান-
না করা। (৫) অধিক বেতন তোদী উচ্চপদস্থ
আজ্ঞা কর্তারীকর জানে অপেক্ষাকৃত অল্প
ভনে বেদীর লোক নিযুক্ত করা। (৬) পাসন

কার্যের সর্বম বিচারগেই বার সংকল্প করণ।
(৭) আবেদনীর স্তম্ভের পুনঃস্থাপন করা (৮) ইম
কমিটিয়নের আইন উঠাইয়া দেওয়া। বেদীর
লোক বিগকে সিভিল সার্ভিস কার্যে নিযুক্ত
হইবার জন্য উপযুক্ত সুযোগ প্রদান করা।
টেট রেলওয়ে বিভাগে বেদীর লোকের দারা
কার্য সম্পন্ন করা। রাজ্য সরকার জন্য বেদীর
ভলটিয়োর নিযুক্ত করা। অত্যধিকপদের বিস্তৃত
বিষয় বড়লাট বোধ হয় কোন সূত্রে অবগত
হইয়াছিলেন, তাই আবেদন করিয়া বিউনি
সিপালিটির অত্যধিক গুণিতে তাহার প্রভুতি
হইল। চীন অপেক্ষা কাপুরুষ পাঠক নি আর
শোন রাজার বেধিয়াছেন? লর্ড লিটন ওএটাই
করিতে চণা করিতেন।

ওরাচার রাজাকে সিংহাসনে উপবেশন করা-
ইহার নিমিত্ত সার লিপিল রচনা হইয়াছেন।

রাজপুত্র মার ওলাউঠার বড়ই আশ্চর্য হই-
য়াছে। দিন দিন অনেক লোকে মৃত্যুর কবলে
পতিত হইতেছে। আশ্চর্য কর্তারিগণ কি করি-
তেছেন?

ইজিপ্টে বেনন অরাজকতা বিরাজ করি-
তেছে এমন আর কুত্রাপি বেধিতে পাওয়া যায়
নাই।

সমসার টাউনহল নির্মাণের জন্য এক কোটি
৮০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। রাজরানী যদি
ক লকাতার ব্যয় ও সুখা ব্যয়ের আর প্রয়োজন
হয় না।

প্রত্যক্ষদেবের পুত্র কলিকাতায় আসিতেছেন।
বড় লোকের সম্বন্ধনা করা কলিকাতার একটা
রীতি। বড় মন্ত্রীর সম্মানের জন্য জাহার
পুত্রের সম্মান রাখিতে বোধ হয় কলিকাতার
আয়োজকের অত্যধিক হইবে না।

জেনারেল কুলবার্গ ব্লগেরিয়ার সহিত
একটা বিবাহ বাধাইবার চেষ্টা করিতেছেন।
একটা বিবাহের সুযোগ করিয়া আপাততঃ
কবে করিয়া যাওয়া জাহার উদ্দেশ্য।

ওরাবি হাকরে বিজোহ নিগতন করিবার
জান সৈন্য প্রেরণ করা হয়। জানা যায় এ
সংবাদী বিব্যা। ইজিপ্টে এখনও ২৭০০০
ইজিপ্সিয়ার সৈন্য বিদ্যমান।

পতিভারীতে করণি গভর্ণমেন্টে লাইসেন্স
ট্যাক্স স্থাপন করার তাহার সুতকারগণ
অজ্ঞাতার বিবেচনা করিয়া একযোগে ব্যবসা
ভাণ্ড করে। তাহার বলে লাইসেন্স ট্যাক্স
কিনো জাহাঘের আর ব্যবসা করিয়া বাইতে

হইবে না। ইংরাজের জাহা লাইসেন্স ট্যাক্স
মাই। সেই জাহার সুতকারগণ করণি
জাহা সুতকার পাঞ্জাবি আবেদনী করিতে
পারিবে। পতিভারীকর গভর্ণমেন্টে এই সুতকার
গণকে তাকাইয়া তাহার উপর লাইসেন্স
ট্যাক্স উঠাইয়া দিয়াছেন। ভারত গভর্ণমেন্টে
এই সুত করণি গভর্ণমেন্টের উদার নীতি
কবে অস্বীকার করিতে শিখিবে?

মিঃ এস. ই. ওয়াট ডক আগ নী ১০ই ডিসেম্বর
ইংলণ্ড বাজা করিতেছেন। বোধ হয় তিনি
মাস্ত্রান বাসীর নিকট সম্ভাব্য প্রার্থনা করেন।

বড় বড় ডাক্তার বাবা ও ঔষধালয়ের জন্য
চতুর্দিকে এক প্রাঙ্গণ সুতক বিজ্ঞাপন প্রচারিত
হইতেছে যে সম্ভাব্য পতিভার তাহার উপর
আর আবশ্যিক হয় না। আবেদন একটা সান্দ্র
চোখিওপাসিক ঔষধালয়ের প্রাঙ্গণ করিয়া
পঠকগণকে শুনাইবে। কলিকাতার সিমান্দ
সৈন্যের নিকটে বড় বো, চাইরা এক কোং
বলিয়া একখানি চোখিওপাসিক ঔষধালয়
আছে। এখানে উপযুক্ত সুনো অধিকৃত ঔষধ
বিক্রীত হয়। ক্রেতগণকে এখানে প্রবেশিত
হইতে বেধা যায় না। এই ঔষধালয়টির
নিকটে একজন করণি চিকিৎসাধি অধ্যাপক
আসিয়াছেন তিনি সুতন উপরে সুতন ঔষধি
দারা বামাধি কঠিন রোগ আরোগ্য করেন।

কোন মহাবোগীর সম্ভাব্যতা বলেন ডিক
গড় একজন সুসার রমণী নিয়মিত সময়ে জোজন
প্রস্তুত করিতে না প রার তাহার অমীত ব্যয়কে
দাও দারা আঘাত করে। সেই অঘাতে তাহার
মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্বে তাহাকে ডাক্তার
খানায় আনা হয় ৩৭। রমণী মৃত্যুকালে
ডাক্তার সাহেবকে অনুরোধ করিয়া বলে আমার
নিজের ঘোষেই আদী আঘাত হওয়া করিয়াছে
তখন তাহার আণ বও না হয়। পতি ভিকর
কি বলত মৃত্যু?

সংবাদদাতার পত্র।

গত ৯ ই নবেম্বর মহাব্যার প্রকাশকার হাই-
কোর্টে একটা জী পরিভ্যাগের মোকদ্দমা হওয়া
গিয়াছে। তাহার পর সেশনে আর দুইটা মোক
দ্দমা নিষ্পত্তি হইয়াছে। মহাক্রমে তাহার
বিবরণ এখানে লিখিত হইল।

জী পরিভ্যাগের মকদ্দমার ভিতর বেসকল
প্রতি বিবরণ বিস্তৃত হয় এবং মোকদ্দমা আদী-
মহার বেরল কল প্রকাশ ইহাতে তাহার
কোনরূপ অজ্ঞা হয় নাই। আবেদন-কারী

ট্যাগলবট সাহেব একজন প্রতিদ্বন্দ্বি একজি
কিউট ইঞ্জিনিয়ার। তাঁহার জী মত এলেন
কোন অফিসের লৈসেন্স কাগজ রবিনসন
সাহেবের সহিত জড়ি বলিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ
করিবার জন্য অফিসকার হাইকোর্টে হরখা
করেন। গত ১৯০১ সালের ১২ই ডিসেম্বর
আগে কলকাতা ট্যাগলবট সাহেবের সঙ্গে
এলেনের বিবাহ হয়। এবিবাহের প্রথম অংশ বড়
সুখেরই হইয়াছিল। তাহার পর ১৯০৬ সালের
জুলাই মাসে ট্যাগলবট সাহেবের জী অসুস্থতা
শিবহন ইংলণ্ডে যান, সেই রাগরাই তাঁহার কাল
হয়। সেখানে বাইরা ট্যাগলবট সাহেবের এক
জন আত্মীয়ের শীকার স্বজন্য করিতে গিয়া যেন
সাহেব তাহার গুণ পাশে বসে হইয়া পড়িলেন।
তাহার পর তিনি এবেশে তাঁহার আত্মীয় নিকট
আসিলেন। আত্মীয় এলাহাবাদে বসি হইলেন।
এখানে আসিবার কিছু দিন পরে সেই বিলাত
এগরীর ট্যাগলবট সাহেবের জী পত্র লিখা আরম্ভ
করেন। তাঁহার আত্মীয় তাহা জানিতে পারিয়া
চিঠি পর লেখা বন্ধ করিয়া দিলেন। ১৯০৫
সালের বে মাসে ট্যাগলবট পত্নী মুসলিম আশ্রম
লিডার নিকট যান। সেখানে অনেক চর্চা
করিবেরে শুনিয়া ট্যাগলবট সাহেব তাঁহাকে
তথ্য হইতে এলাহাবাদে আসিলেন। কিন্তু
এখানে তাঁহার চরিত্র ভাল হওয়া দূরে থাকুক
আরও মন্দ হইয়া উঠিল। রবিনসন সাহেব
এলাহাবাদের গরি সাহেবের খোটেলে আসিয়া
যেন সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেন, একথা
ট্যাগলবট সাহেব জানিতে পারিলেন এবং রবিনসন
সাহেব তাঁহাকে যে সকল পর লিখিয়াছিলেন
তাহা এক এক করিয়া ধরা পড়িল। সাহেব,
যেন সাহেবকে তাহা ধরা হইলেন। যেন সাহেব
তাহাতে কোন প্রকারে দোষ নাই বলিয়া তাঁহাকে
বুঝাইয়া দিলেন। এক দিন ট্যাগলবট সাহেব
আগে গিয়াছেন ইংলণ্ডের রবিনসন তাঁহার
বাড়িতে আসিয়াছেন। অবেশনকারী সে সংবাদ
পাইয়া বাড়ী আসিয়া দেখেন তাঁহার জী এবং
রবিনসন এক সোফা উপর বসিয়া আছে। ইহা
বোধিয়া তিনি উক্ত সৈনিক পুরুষকে বাড়ী হইতে
তাড়াইয়া দিলেন। আত্মীয় জীকে এই সকল
হুজুরা হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিলেন, হুজুরা
পর্যন্ত লেখা পড়া হইল কিন্তু কুণ্ডলার চরিত্র
সংশয়ন হওয়া ভার। কিছু দিন পরে ট্যাগলবট
সাহেব জী নান্দ আর কয়েক খানি পর ধরিলেন
সে পরও রবিনসনের লিখিত। তাহাতে

উভয়ের হৃৎকান কণা একেবারে লগ্নী করিয়া
 লেখা ছিল। মেঘলাবেশ আর, সুকাইতে মা
 পারিয়া সকল বিষয় আঁকার করিলেন।
 তাহার পর ট্রান্সবট সাহেব বিবাহ বন্ধন মোহন
 করিবার জন্য এই মোকদ্দমা চাইতেওঠে রুজু
 করিলেন। বিচারে তিনি জয় লাভ করিলেন।
 অসত্য অভিযোগের জীব মীমতার আরি লুকলই
 করিল।।

হাইকোর্টে গড় সেসনে যে দুইটা মোকদ্দমার বিচার হয় তাহার প্রথমটির অপরাধী—
সিফার্থ হাইশানডাবরের লেন্টনাণ্ট লাও
সাহেব। তিনি মিল্লী এবং লণ্ডন বাতর
ম্যানেজারকে প্রভাৱনা করিয়া অনেক গুলি
টাকা সংগ্রহ করেন। এখানে মোকদ্দমা আরম্ভ
হইলে ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের পক্ষের ব্যারিষ্টার
বলেন যে তাহার মতে অনেক সন্দ্বান করিয়া
দেখিয়াছেন তথাপি অপরাধী হাৰ সম্পূর্ণরূপে
সাব্যস্ত করবার প্রমাণ পান নাই। আর
আব লেন্টনাণ্ট লাওর বিলাতস্থ বহুরা ব্যাঙ্কের
টাকাও পরিশোধ করিয়াছেন। অপরাধীর
পক্ষের ব্যারিষ্টার বলেন যে লাও সাহেবের
বিত্ততত্ত্ব এ ক্ষেত্রে যান্ত্রিক সকল টাকা বিতরণ
হুতরাং তাহার বাকল্য নিকোঁবী বলিয়া জ্ঞাতি
হিত অস্বাভি উক। জ. সাহেব এ. লাস
আসিবার পূর্বে উত্তর পক্ষের ব্যারিষ্টার তাহার
ঘরে বাইবা এ বিষয়ের পরামর্শ করেন।
তিনি একলাসে আসিয়া অপরাধীকে নিকোঁবী
বলিবার জা. অপরাধীকে অস্বাভি করেন।
হুতরাং জুরিয়া লাও সাহেবকে নিকোঁবী বলিয়া
জ্ঞাতি বলেন। সাহেবের মোকদ্দমা এই রূপে
শেষ হইয়া গেল।

দ্বিতীয় নোকদমার অপরাধী 'একজন এ
 দেশী খ্রীষ্ট বর্ষ। বলাবী জন টেনান। সে আপন'র
 উপপত্নী আ'জ জবকে হত্যা করে। বলিয়া
 মণ্ডবিবি আইনের ৩২ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত
 হয়। নোকদমারী প্রথম ক.মপুত্রের সেনান
 জজের 'নকট' হয়। চিন ইহার প্রাপ্ত বণ্ডের
 আবেদন সেন। কিন্তু ইহার তিরত কিছু গৌন
 পাণ্ডেত হাইকোর্টের মান,বর জজেরা তাহা মূল্য
 করিয়া বিচার করবার জন্য নোকদমা এখানে
 পাঠাইতে আবেদন করেন। অবস্থানারে এখানে
 জুরির দ্বারা বিচার হয়। অপরাধী টেনান' গত
 ২২ এ বে তাহার উপপত্নীকে লঞ্জে করিয়া কামি.
 পু'র আইনে। ২২ এ অনুলাই আজিজাম বাজি-
 ট্রেট মাহেবেবের নিকট আবেদন করে যে তাহার

উপলব্ধি টানা পুর দ্বারা তাহাকে খুন করি-
তর দেখান। মাজিষ্ট্রেট ডাফারের পৃথক ক-
বেল। এই ঘটনার কিছু দিন পূর্বে, আবার
জন্মের মিলন হইয়া যায় এবং আজি জীব অগ-
বীর বাড়ীতে আইনে। অপরাধী টানা পুর
খানার কর্তৃ করিত। গত ৬ই আগস্ট সে
আপনার কাজে যায় মাই। বেলা ১১টার
অপরাধীর প্রতিবাসী কেরোলিন শিব, তাহা
ডাফার বর হইতে গলার এক প্রকার শল পা-
ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। কিছুকণ
টানা আপনাত গৃহ হইতে বাহির হইয়া যা-
ডাফার বিবি ছাড়া পান করিয়া যদি করিয়া
উক্ত কেরোলিন শিব, আদী গৃহ আ-
সে তাহাকে এই কথা বণে। শিব বেবে
অপরাধীর বরের বরজা বন্ধ এবং আজি
কোন সন্ধান নাই। অপরাধীকে ডাফার
জিজ্ঞাসা করাত সে বলল যে তাহাকে (আ-
জানকে) ১২ টার বাড়ীতে বেরিগী পাঠা-
বিরাছে। শিবের মনে সন্দেহ হইল, কেন
১২ টার সময় অপরাধীকে বাড়ী ছি-
যাহা হউক শিব খানার সন্ধান দিল। পু-
ডাফারকে অপরাধীর বাড়ীর ভিতর এক গ-
মধ্য হইতে আজি জানের লাশ পাওয়া গে-
খুনের সন্দেহ অপরাধী প্রথমে বল যে
বাড়ীর নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে বিবাহ করি-
আজ্ঞান ছুরী দ্বারা আত্মহত্যা করিয়া
পাছে তাহা বিপদে পড়ে এই জন মৃত
বাড়ীতে পুত্রকে ফেলিল। ডাফার পর বলিল
যে বেসার কোটক একথা বলিয়াছিল, খুনের
কিছু জানেন না সিভিল সার্জন বৃদ্ধকে পর-
করিয়া ভালকল সিদ্ধান্ত উপনীত হইতে পা-
নাই। লাশ অত্যন্ত পাচনা ছিল, আর
চক্ষু অত্যন্ত বাহির হইয়া আসিয়াছিল।
ডিপার মাজিলে এমল হইয়া থাকে। এম-
আরও দুইজন ডাক্তার আছে, বর ২৩ গণ, হই-
ছিল। অন্য জানাও বলাই মকল বিদ্যর
হইল। 'বারাডার' 'এসকুডে' 'আ-
করেওটা কল' 'বালব' 'বাহা' 'হউক' 'আ-
অপরাধীকে 'বোদী' 'বলা' 'ক' 'হীর' 'আ-
আবেশ হইল।

১৯৫৬
 ১৯৫৭
 ১৯৫৮

বিজ্ঞাপন।

সংস্কৃত যন্ত্রের।

পুস্তকালয়

২২ বারানসী ঘোষের স্ট্রীট, কলিকাতা
জার জীবনমায় মুখোপাধ্যায় কৃত বাবতীর পুস্তক
ন হইতে এই পুস্তকালয় থেকে বিক্রী হইবে।

তৎকৃত

সরল ভৈরব্য-প্রকাশ

অর্থাৎ

সহজ মেট্রিক্স মেডিক্যাল

১ম ভাগ।

এ ও পাড়ারীয়েই ডাক্তারদের জন্য
প্রকাশিত হইয়াছে।

মূল ১২ পেন্সি ০৭০ পৃষ্ঠার বেশী।
মূল ১১০ টাকার পরিবর্তে ডাকমাণ্ডল ১/১০
এ পুস্তকালয় পাওয়া যায়।

ঐচ্ছীচরণ চট্টোপাধ্যায়
ম্যানেজার।



ইলেক্ট্রো গ্যালভানীস

অম্লরী, কবচ ও অনন্ত।

এ, এম, কার, নির্মাণকর্তা ও আবিষ্কারক।

২২ ২৮ মুজাপুর স্ট্রীট, কলিকাতা।

আমার নির্মিত অম্লরী, কবচ ও অনন্ত অতি-
কৃত বিক্রয় দেখিয়া অনেক অনেক রকম নির্মাণ
কর্তা বিক্রয় করিতেছেন। ইহা সকলেই জানেন
যে, ভারতবর্ষে আমিই নির্মাণ করিয়াছি। সুবি-
ধিত নিম্নলিখিত গীলবার্ট টোমবার্ট অকবার্টস, চার্লস
কট, আমার নির্মিত হইতে ক্রয় করিয়া বিক্রয়
করেন, ম্যানেজার ও পুরাতন জুর আন্তর্জাতিক
রোগ্য হইয়া থাকে, বিশেষতঃ ওনার্টা ও বস
এই ইহার সাক্ষ্য উপকারিতা পক্ষি বোঝা
হইতেছে। এমন কি ইহা ব্যবহার করিলে সংক্রামিক
রোগ কতক আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। বহুতঃ
এ রক্তপরিষ্কার করণ পদ্ধতি আন্তর্জাতিক ও
পাকিস্তান মধ্যে বিস্তারিত করে। এলোপ্যাথিক,

হোমিওপ্যাথিক, ও হাইড্রোপ্যাথিক চিকিৎসাতে
ব্যবহৃত কল পাল যাই এই তড়িত ব্যবহারে কল
পাইতেছেন। সৌন্দর্য ও মূল্য নির্ণিত কবচ ও অম্লরী
তড়িত সংযুক্ত বলিয়া উক্তি করিলে সে নির্মিত
অম্লরী ও তড়িত ব্যবহারের কোন ব্যক্তি কখনই
আরোপ্য হইতে পারেন। প্রতি কবচের মূল্য ১১/০
আনা, ওজন ১২১০; প্রতি অম্লরীর মূল্য ২ টাকা
ওজন ২০; প্রতি অনন্তের মূল্য ১১০, ওজন ১৫
প্যাকিং ও পোষ্টেজ ১ হইতে ৬০ খান। ১/০ আনা
ওজন ৫৫০; বাহারী অম্লরী ও অনন্ত নইতে ইচ্ছক
মাণ পাঠাইবেন।

—৩৩—

ইলেক্ট্রো গ্যালভানীস

অম্লরী কবচ ও অনন্ত।

পি, সি, দাস

ভারতের একমাত্র নির্মাণকর্তা ও
আবিষ্কারক।

৩৪ নং বেনিফার্টোলা লেন পটলডাঙ্গা কলিকাতা।

তড়িতের অপরিণীত ওণ বর্ন।



জার্মান ইউরোপ, আমেরিকা এবং ভারত
বহু বোম্বাই, বাজাজ, রেজুস টাকা, এম্বায়াব, মিলখাট, কটক, ঘেরিনীপুর, কুমারন, বৈষ্ণবনাথ,
আমান, বেণারস, হাইজাবাব, মিলী, লাহোর
কান্দীর ও জগতের সমস্ত সভ্যজাতি এখন এক
বাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন যে অনেক উৎকট,
স্বাধি স্বাস্থ্য এলোপ্যাথিক, হাইড্রোপ্যাথিক
হোমিওপ্যাথিক, ক্রমোপ্যাথিক ইত্যাদি নাম
একাত্তর ডাক্তার কথিত্যে যে সমস্ত রোগ হ্রাসিত
ও আরাম হইবে না বলিয়া রোগীদিগকে এক-
বারে হত্যা করিয়া থিরায়েন ওহারা আমার এই
বহুশক্তি জীবন অরণ বৈজ্ঞানিক তড়িত চিকিৎসা
দ্বারা সম্পূর্ণ আরোগ্য হইতেছেন। আমার এই

তড়িত জলজী, রক্ত ও অনন্ত সর্বস্বকার রোগ
আরোগ্য করিয়া থাকেন এবং তড়িত সংযুক্ত জল
ব্যবহারে যম্বু ক্রীড়ে, রোগ নিকটে আসিতে
পারে না, অম্লরী কবচ ও অনন্ত ক্রয় করিলে
P.O.D. সামাজিক প্রযুক্তি নইবেন কারণ কোন
কোন খুঁড় লোক লোভের, কলতপ্পন হইয়া অম্ল-
করণ করিতেছেন বলা যায়। যে কয়েকটি ব্যক্তি
পরিমাণ বিশেষ একত্রিত সংলগ্নের দ্বারা তড়িত
উৎপাদিত হয়, অর্ধলোভি লোক সেই সকল যন্ত্র
ব্যর্থ। পরিমাণ না জারিতা নকী সারসারক্রে
ঠকাইতেছে P.C.D. ব্যর্থের অম্লরী কবচ ও অনন্ত
তাই আমার কর্তৃক নির্মিত এবং তাহা দ্বারা
জগতের সমস্ত লোক ৬৭ বছর হইতে বহু
এসংগা করিতেছেন ও এসংগাপত্র নিতেছেন।

প্রতি কবচের মূল্য ১১০ ও অনন্ত ১২, প্রতি অম্ল-
রীর মূল্য ১১০ ওজন ১৫ ও অনন্তের মূল্য ১১০
ওজন ১৫ প্যাকিং ও পোষ্টেজ ১/০ অম্লরী ও অন-
ন্তের মাণ পাঠাইবেন ও চারি রকম অম্লরীর মধ্যে
বেশকার নইবেন মধ্য বহিরা লিখিবেন।

—৩৩—

১৮১৪ অব্দে স্থাপিত।

শরচ্ছন্দ্র দত্ত এণ্ড কোং।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ।

প্রস্তুতকারী।

কলিকাতা মহাবিদ্যালয় এবং হোমিওপ্যাথিক
ডাক্তারদের মিকট হইতে ঔষধের উৎকৃষ্টতা
সম্বন্ধে এসংগা পত্র পাঠাইছেন।

মূল্য মূল্য।

এম্বাউটা চিকিৎসার ১২ শিলি ব্যবস্থা ও ঔষ-
ধের আয়তন ২৫ টাকা।

গৃহ-চিকিৎসার ২৪ শিলি বাজ ব্যবস্থা পুস্তক
মূল ৮ টাকা, ২ শিলি বাজ ১০ টাকা।

সাধারণ চিকিৎসার ৫১ শিলি ঔষধের বাজ
ব্যবস্থাসহ ১৮ টাকা।

ডাক্তারদের উৎকৃষ্ট বাজ ২৫ টাকা, সম্পূর্ণ
ঔষধপূর্ণ বাজ ৫০ টাকা।

ইংরাজী বাজালা সচিব মূল্যনির্ণয়পত্র
বিনা মূল্যে প্রাপ্য। টিকানা ৫৫ নং কলকাতা
কলিকাতা।

—৩৩—

ইলেক্ট্রিক গ্যালভানীজ কবচ ও অক্সুরী



অগতের এসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক মহাকাব্য গ্যালভানির একই মিয়ম অনুসারে আমরা অর্ধ এবং রৌপ্যের কবচ ও অক্সুরীক প্রস্তুত করিয়া তাড়াত্তে তড়িত সংবাহিত করতঃ তাহা দ্বারা যেমনস্ত দুঃসাধ্য ব্যাধি আরোগ্য করিতেছি, তাহা অনেকেরই জানেন। আমাদের নির্মিত কবচ ও অক্সুরীকর বিশেষ আদর দেখিয়া কেহ কেহ হিংসা পরবশ হইয়া নিতান্ত হাল্য ভ্রমক কথা সকলের নিকট প্রচার আরম্ভ করিয়া সাধারণকে ভ্রান্ত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। অতএব ক্রেতারগণের নিকট আমাদের সাহসের মিশ্রণন যে তাঁহারা বেন-সতর্ক হন এবং দুই লোক কর্তৃক প্রচারিত না হন। সাধারণকে বুঝাইবার জন্য আমাদের বিশেষ আগ্রাস স্বীকার করিতে হইবে না। কবচ বা অক্সুরীক ক্রয় কালে জিহবার অগ্রভাগ দ্বারা উক্ত পূর্ণ করিলেই তড়িত প্রবাহ স্পষ্ট অনুভব করিতে পারিবেন। ক্রেতার পক্ষে এই যথেষ্ট প্রমাণ। এই কবচ ও অক্সুরীক দেখিতে অতি সুন্দর। রৌপ্য কবচ ১খানি ২ রৌপ্য অক্সুরীক ১ খানি ও অর্ধ কবচ... ২০ অর্ধ অক্সুরীক... ১০

উপরোক্ত কবচ ও অক্সুরীক ধারণে দুঃসাধ্য ব্যাধি সকল আরোগ্য হয়।

ইহা ব্যতিত নিম্নলিখিত ঠিকামার মান-বিধ বড়ি, চেইন, বোতাম, অলঙ্কার, চসমা, বহুলা অন্তর ইত্যাদি সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। এবং বড়ি যেসময়ের কার্য্য সচলরূপে ও সুলভ মূল্যে হইয়া থাকে।

কে, সি, এস এও কোং

২৪ নং ব্রহ্মপুর স্ট্রীট—কলিকাতা

—৩৩—

ঠকানৈ ঔষধি নর।

নূতন সালসা! নূতন সালসা!

ইহা একচলিত খাদি মল্যায় প্রস্তুত হইয়াছে।

ইহা দ্বারা পায়ের বা নালি বা গরমিহ বা, গলা ও নাকের ভিতর বা ও কানের বা শোণ বা, বাত ও শরিরে পারা কটন চুলকনা বাতু ঘোষল্য, পেটের অসুখ, সুখামাক খোব পাঁচড়া, বর্জ্যবিশের পারদ্র দু্যিত রক্তের ঘোষ দিব আরাম হইয়া যায়।

মূল্য ছোটবোতল ১টাকা বড় বোতল ২৫০ টাকা
প্যাকিং ও পোস্টেজ ১০ ও ৫০

মেম্বারোগের পার্শ্বীত বড়োবদি সেবন করণ। বড় বিনের ও যে প্রকারের উপসর্গ থাকুক না কেন স্ত্রীকে মিল্ক আরোগ্য হইবেক। মূল ১ টাকা প্যাকিং ১০ আনা
গত বৎসরে ২০০০ হাজার রোগী আরোগ্য হইয়াছে।

গরুর দার মলম।

ইচ্ছান্তে পারা কিবা কেন অপকারি ত্রব্য নাই এই মলম ব্যবহারে ৪৫ মিনিট বা মিল্ক আরোগ্য হইবেক আনা বস্ত্রনা নাই।
মূল্য প্রত্যেক বট ১ টাকা ভজন ১০ টাকা
প্যাকিং ১০ আনা ভজন ১০

অব্যর্থ দানের মহৌষধ।

বত বিনের দার চটক না কেন ও দ্বিংশে আরোগ্য হইবেক। মূল্য ৫০ আনা প্যাকিং ৫০ আনা।

অর্ধ ও ভগ্নদর রোগের আশ্চর্য্য মাহুলী।

এই মাহুলী ব্যবহ করিলে অর্ধ ও ভগ্নদর ও মল দ্বারে আনা বা সর্জ প্রকার বা অতি অধি লব্ধ আরোগ্য হইবেক ৫০তক রৌপ্য মাহুলী ঔষধি সমস্ত মূল্য ১ টাকা ও অর্ধের মাহুলী ঔষধি সমস্ত মূল্য ৩ টাকা। প্যাকিং ১০ আনা
আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরত দিব।

প্যাকিং ১০ আনা

চক্ষু রোগের গোলাপি লোসন।

এই লোসন পাটলোকে করিয়া চক্ষে লাগাইলে যে প্রকার যন্ত্রণা থাকুক না কেন মিল্ক সারিবেক, চক্ষু লীভল রাখিবেক ও কোন যন্ত্রণা থাকিবে না ও কোন দ্রাবি করিবে না। মূল্য প্যাকিং ও পোস্টেজ সমস্ত ১ টাকা। ঔষধির সঙ্গে ব্যবস্থা পর দেওয়া যাক।

কে, এম, বসু এও কোং।

৩৭ নং থেমেন্টোলা লেব পটলডাঙ্গা

কলিকাতা।

বিজ্ঞাপনসভাস্থানিগের আঁতি।

আমরা বিধিত সচকারে সাধারণকে জানাই-তেছি, বাহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাহা করিবেন তাঁহারা সোমপ্রকাশের আঁতি পলিরা বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পৌঁঠাইয়া দিবে। এখন তিন দার আঁতি পংক্তি ৫০ আনা, তাহার পর ১০

আনা। ইংরাজী অক্ষরে প্রকাশ হইলে ৫১০ পংক্তি দার আঁতি অক্ষর দ্বারা হইবে।

বৈজ্ঞানিক কর্তৃকালির বিজ্ঞাপন আঁতি দিতে নিকট আসিবে, তাহা এখন এককর বিদ্যায় প্রচারিত হইবে। তাহার পর নিরদ্বন্দ্বসারে দার দ্বারা হইবে।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত করেকটী

নিম্নলিখিত

সর্বপক্ষে সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য দার বাহুল সমস্ত বার্ষিক ১০ টাকা এবং বাহা ৫১০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাকবাহুল সমস্ত ১০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা বার্ষিকের মিয়ম নাই। শিকক ও ছাত্রবিত্ত প্রভৃতি দার বাহুল সমস্ত ৩০ টাকা দিরা হইয়াছে।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে বাক্যলো সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। বাহারা সোমপ্রকাশের পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম দার স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া ২২০ নং কর্তৃকালিস স্ট্রীট কলিকাতা জিহুক উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্তীর নামে বোটে, তাহার দিটি, বণি অর্ডার, ইহার আঁতির দ্বারা বাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা প্রেরণ করিবেন। অর্ধ আনার অধিক মূল্য টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। কলিকাতা হইবার পূর্বে কেহ সোমপ্রকাশ প্রেরণ করিলে অগ্রিম মূল্য দিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

বাহারা মাহুল না দিরা পত্রাদি প্রেরণ করিলে, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি প্রেরণ হইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে চাইলে তাঁহাকে এখন তিন দার আঁতি পংক্তি ৫০ আনা তাহার পর ১০ এক আনা দিতে হইবে। ইংরাজী অক্ষরে আঁতি দার ৫১০ পংক্তি দার আঁতি দ্বারা হইবে।

প্রেরিত, সংবাদদাতা, জনগণের পত্র ও প্রেরিত বেসকল বিবরণীতে দার হইতে প্রেরণ হইলে তাহার দার দার, বা কোন দার বিবরণ, বা সচক এবং স্ত্রী (মধ্য) প্রেরণ দিরা দার, প্রেরণ দিরা, প্রেরণ দিরা, দার দার

এই পত্র ২২২ নং কর্তৃকালিস কলিকাতা সোমপ্রকাশ ইংরাজী কর্তৃক চক্রবর্তীর দ্বারা আঁতি সোমপ্রকাশে প্রেরিত ও প্রকাশিত হইবে।

[३] ज्ञानवर तर्क हूयानि वगणन कर्तुं क
 विज्ञानवरण मर्यादित ए मर्यादाहित ।
 अरूप व्याख्या पू. की कथन अकाशित
 हर नोहे ।

মূল্য মাত্র তাম্র ২০ টাকার মাত্র।
(মাসিক) বেৎন্যাস (পত্র)

ঐচ্ছিক হৃদয় চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদিত।

হিন্দু ধর্মের এক মাত্র মাসিক পত্র।
বার্ষিক মূল্য সমস্ত পক্ষে ২ টাকা, অসমস্ত ১ টাকা
কিন্তু গীতা ও বেৎন্যাস একত্রে লইলে মাত্র তাম্র ২০
টাকার হইবে।

প্রকাশ্য, - ৬৬ নং কলকাতা স্ট্রিট, কলিকাতা,
বেৎন্যাস-কার্যাব্যাক ১

বি-কেমুইন হোমিওপ্যাথিক ফার্মেসি।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সমস্ত

অর্ধ মূল্যে বিক্রয়।

অর্থাৎ অকৃত্রিম হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়।

আমরা ডিসেম্বর পর্যন্ত অর্ধ মূল্যে ঔষধ
বিক্রয় করিব। আমাদেব ঔষধ সমস্ত নুতন ও
অকৃত্রিম। তিস জন্ম বর্ধনশীল চিকিৎসক তথা-
ব্যায়ামক। যাহারা এখন অসুস্থ ও ঔষধ লইবেন
জীবাণু চিরদিন অর্ধ মূল্যে পাইবেন। সুন্দর
বেৎন্যাসি কেস বরকেকা পকেট কেস, খারমনিটর,
ট্রেসকোপ, গ্রাস, মরটোর, নেজর গ্রাস, জুপ-
কনস্ট্রাক্টর, শিশি কক প্লিউটলস, শিলিউলস, হলক
মূল্যে বিক্রয় করিতেছি। মাস টি ১৫ ১২ তাম্র
পর্যন্ত ৫৫, ৬০ তাম্র ৬৫, ২০০ তাম্র ১.৫৫ ড্রাম
সবিনির কর্পোরেশন বর্ড শিশি ১।০। ওলাউঠার
বাক্স পুস্তক ও কর্পোরেশন সচিত ৩।০, কোঃ
বহুতা ও অস্ত্রের সহোদয় ম্যালটুড সিজলিজ ২।০
৩ সিডলিজের ২ পৃষ্ঠার পুস্তক বিক্রয় মূল্যে।

সচরাচর ১ বিংশে আরোগ্য হয় এরূপ
সজরোগের মতোবধ ১০, কমপাউন্ড লেপট্যাণ্ড্রুম
শিল অর্থাৎ বেলেরিয়া ও গ্লিগারির অর্থাৎ মতো-
বধ ১।০, ঐক্যিক অর্থাৎ ১ দিবস অন্তর অস্ত্রের
আলোচ্য বোঃ ঔষধ ১ টাকা।

-৬৬-

নং ১৫৫(২ বহুজ্ঞান) চাইর্জি, নেমার্জি ও মুখার্জি
স্ট্রিট-কলিকাতা। কোঃ ঔষধ ও পুস্তক বিক্রয়

বৈদ্য জীবন।

প্রাচীন সংস্কৃত চিকিৎসা গ্রন্থ। নামেই ইহার
প্রণেতা পরিচয় দিতেছে। এই গ্রন্থের সমস্ত কবি-
তাই আর চার্জ বোধিনী। ক গৃহস্থ, ক চিকিৎসক

সকলেরই ইহা জীবন অরণ্য, এবং কাব্যাত্মক-
বিশেষ বিশেষ আশঙ্কের নামঘরী। আমরা এই
গ্রন্থ-মূল্য, ইচ্ছা ও বিক্রয়, ব্রহ্মস্বয়ম সচিত্র গ্রন্থ
মাসিক ৮০ পৃষ্ঠা করিয়া বাক্স বটে প্রকাশ করি-
তেছি। গ্রন্থ নামে সমস্ত বইবে। পুস্তক ১০
টাকার সমস্ত পুস্তক ক্রয় করা হইয়াছে। এখন
২ টাকা। কার্যাব্যাক ঐক্যিকত্ববৎ ৬৫,
তাহা বোড়া, তাম্রা জিরামপুর ভগনী।

সকলেরই ব্যবহার্য্য

কেশ-বিনাশক চর্চা

শরীরের যে কোন স্থানের লোম উঠাইবার
ইচ্ছা করিবেন, এই চর্চা একবার মাত্র লাগাইলে
তিন নিমিষের মধ্যে উত্তমরূপে লোম বিনাশ
হইবে।

মূল্য-প্রতি কোটা ১০, প্যাকিং ৫০ আনা

এই চর্চা খোস কিম্বা কোন প্রকার ক্ষত স্থানে

লাগান নাযেবে।

এচ, কার,

২৯ নং মূলাপুর স্ট্রিট, কলিকাতা।

-৬৬-

নিউ হোমিওপ্যাথিক হল।

এন, বি, বিশ্বাস এণ্ড কোং।

৪৭ নং সীতারাম বোবের স্ট্রিট কলিকাতা।

বিক্রয়

টাকার ঔষধ।

উত্তম উত্তম পুস্তক, পকেট কেস, খারমনিটর
৩০ শিশির বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক ঔষধসম্ভব ২২
শিশি কক চানচা প্রকৃতি সমস্ত অতসব্দীয় গ্রন্থ
ইংলও, জার্মান ও আনেকটিকা হইতে আসিয়াছে।
গৃহচিকিৎসার উপযোগী ব্যবহার্য্য বাল্যায় পুস্তক
এখানে পাওয়া যায় এবং প্রধান প্রধান সংবাদ
পত্রের ও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা সক-
লের বিশেষ প্রশংসিত "সমুদ্র বিদ্যান তত্ত্ব" নামক উৎকৃষ্ট পুস্তক
খানি কেবল আমাদিগের মিকট ডাকমাওল সহ
১.১০ এক টাকার মাত্র আনা মূল্যে পাওয়া যায়।
ওলাউঠা ও গৃহ চিকিৎসার জন্য সকল প্রকারের
ঔষধ পূর্ণ বাস্তব বিক্রয়ার্থ সর্বদা প্রস্তুত থাকে।

করক ২৫ নং হইতে শত শত রোগীর আরোগ্য
যাত্রা বিশেষ পরীক্ষিত সর্বপ্রকার ম্যালেরিয়া

অস্ত্রের শাস্তিকারক উৎকৃষ্ট হোমিওপ্যাথিক ঔষধ
ব্যবহার্য্য সমস্ত ১৩ নং মূল্য ১০-৫০-১০০ পীড়ার
বিষয়ক হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার্য্য সমস্ত মূল্য
১৫-২০ এক টাকার। ইচ্ছা কেবলই আমাদিগের দ্বারা
বিক্রীত হয়। ড. কার কবিরাজ প্রমিত কপু রেজ
আমক ব্যবহার্য্য সমস্ত মূল্য ১ আমাদিগের মিকট
পাইবেন।

মকমলের অর্ধ মূল্যে সচিত্র জাম্বুপেত্রের
পার্শ্বের দ্বারা শীত পাঠান হয়।

কে, ডি. সরকারের উপদেষ্টা

রোগের পারা বজ্রিত

মহোদয়।

সিগাধি বিজ্ঞানের অবসান সময়ে নেপালের
জঙ্গলে এক মুসলমান ককীরের মিকট প্রান্ত
বিগত ২৬ বৎসর ইচ্ছা বিনামূল্যে বিক্রিত হইয়াছে
কিন্তু এখন ইহার উপকারিতা ও যশের প্রচারে
সচিত্র ইহার প্রোথক এতদুপস্থিত হইয়াছে
বিনামূল্যে বিক্রয় এক প্রকার অসাধ্য হইয়াছে
এই সকল এবং অন্যান্য কারণে ইহার মূল্য নিম্ন
রূপ করিলান। ইচ্ছা কেবলই আমাদিগের দ্বারা
নাই, ইচ্ছা অঙ্গকাল মাত্র সেবনেই সমস্ত সম-
গোক এই উৎকৃষ্ট পীড়ার হইতে সম্পূর্ণরূপে চিত্র
রোগ্য লাভ করিয়াছেন। সর্বদা জী কেবলমাত্র
ইহার সেবনেই রোগোন্মুক্ত হইয়াছে (সর্বদা
সেবন সম্পূর্ণ নাযেবে) ইহার দ্বারা ১ শত শত
ও পৈত্রিক রোগ হইতে সম্পূর্ণ অব্যাহতি পা-
রাছে। ইচ্ছা রোগের সর্বপ্রকার আক্রমণ
এখন কি পারাধটি ও ঔষধ সেবন জীবিত সুখিত
ও পরিহার করে ও শরীরের সকল প্রকার
হত্যাধি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করে, এই রোগে
এরূপ পারা বজ্রিত অসাধ্য মহোদয় এ পর্যন্ত
আবিষ্কৃত হয় নাই। কয়েকজন সুখিত ব্যক্তির
সত্যক ব্যক্তি প্রকৃত প্রমাণস্বরূপ এবং এই
সেবনের মনোবাধি ঔষধের শিশির মিত্র ব্যক্তি
আনাকেই গৃহস্থের ডাক প্রমাণস্বরূপ বিক্রয়
পাইবেন। এতোক শিশির মূল্য ১৫-২০ প্যাকিং

জীকালো দাস সরকার

গবর্ণমেন্ট পেনসনর-মত

-৬৬-

[illegible]

[illegible]

বক্তৃতাদ্বারা এ প্রদেশের নবাবশাসনের উপর
লজ্জাভরিত লক্ষ্য করিয়াছেন। উহা বর্তমান
বাঙ্গালীর নবাবশাসনই বহুদিন হইতে গভর্ণমেন্টের
চক্ষুঃপূর্ণ। আক্ষেপ হইলে
আমাদের উপর যে কটাক্ষ করিয়াছেন তাহা
সহ্য করা আমাদের একমাত্র উপায়
হইরাছে। লজ্জাভরিত কিন্তু বিচক্ষণ লোক
ব্রহ্ম সংযোগ ও ইনকম ট্যাক্স সম্বন্ধে বলীর নবাব
পরিষৎ যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, লজ্জাভরিত
তাহার একটা কারণ, যেহেতু পারিষদের
আর বর্তমান কমিশন সম্বন্ধে আমরা যে
লক্ষ্য কেন করি লজ্জাভরিত তাহা বুঝি
পারিগেন না, ইহাই আমাদের বিদ্বেষ ও দুঃখের
কারণ।—কিন্তু অল্পদিন ও লক্ষ্যে কাব্য হইয়া
লজ্জাভরিত, এতদ্বারা দেশীর নবাবশাসন
বিচার্যবীন হইয়াছেন। পবলিক ন্যায় বিচার
সনের কম তেবিরাই অধিকাংশ উদ্দেশ্য
সাধিত হইতে পারে, তাহা অবশ্যই করিতে পারিব।

কোই পানিইসিহিলেন, অথবা কিসকলই নদী

[illegible]

কমিলন এখন বসিয়াছে'। সভাপণ কিং কণ্ঠ
 স্থির করিতেছেন বিচার্য বিষয়গুলির মধ্যে "দেশী
 রাজ্য ও এজেন্টের সম্বন্ধ এবং এটেন্টেই কিং
 কি, এই বিষয়ই হিরাঁকৃত হওয়া"। "আর্শনিক"
 আমরা বহুদিন হইতে পোলিটিকেল এটেন্টসই
 অসম্ভাবহার দেখিয়া আসিতেছি। ইংলণ্ডের কলি
 আদি নিরূপণ যদি কণ্ঠব্যের মধ্যে "হিরাঁকৃত"
 দেশীর রাজ্যের রাজ্য মধ্যে একটু উন্নতির আ
 হর এবং "জুলুমের ও কিং পরিসীমা" হইল ই
 কমিলন কি আমাদের প্রত্যাখ্যা হইল।

পুস্তক সংগ্রহাটমর্নি
 বীণা—কলিকতায় পণ্ডিত জগদীশ বসু
 আশুতosh বসু
 বীণা—কলিকতায় পণ্ডিত জগদীশ বসু
 আশুতosh বসু

পূর্বম্ভাব্যে ক্রমশঃ জাতির উন্নয়কে সুভাব
করিতকরি, অতি বিদ্যারের, যোগ্য, আদ্যাদে
মত স্থা হুগের ককে বিদ্বর্জিত পরিবর্তন

[illegible][illegible][illegible]

পতিতোদ্ধার বিষয়ক কুমিকা ও ব্যবস্থা
 ত্রিকা । ৪০, ৪১সর পূর্বে সার রাজ্য বাধাকাত
 বর স্বহস্তের বস্ত্র এবং উদ্যোগে পতিতোদ্ধা
 রণী সন্নী একটা সভা স্থাপিত হয়। বিলাত
 প্রত্যগত যুবকগণকে সমাজে গ্রহণ করা এ ই
 তার-উদ্দেশ্যে সত্যর আনয়ন অবশ্য সমর্থনের জন্ম
 নী। বেশীর পণ্ডিতগণের সাহায্যে একখানি ব্যবস্থা
 প্র-এক-নিম্নের পর পুস্তকাকারে প্রকাশ
 করিয়াছেন। আবার ইতিপূর্বে বাহু অনুভূতা ল
 গ্নকে সমাজে গ্রহণ করিবার আন্দোলনের
 সময় একাংশ করিয়াছি যে বিলাত প্রত্যগত যুবক-
 গণ হিন্দুসমাজে স্থান পায় ইহা আশাযেব অতি-
 প্রতঃ। ইহারা যে হিন্দুসমাজের সহায়ত্ব ভি
 তাইবার যোগ্য তাহাতে আর সন্দেহ নাই।
 উপর হিন্দুসমাজে বাহার উপর সহায়ত্ব ভি
 এক্ষণ করিতে পারিবে, উপঃ হিন্দুগণ তাহাকে
 বর্জন করিতে পারেন না। ইহা কি দুঃস
 ক কথা।

The depreciation of silver by an Indian
এই পুস্তক বাণি অত্রক দানের পরিচয়
সম্বন্ধে। দেবক বহুবিন চাইতে প্রাচীন
যেহে আলোচনা করিয়া আনিয়া একপে এক
অর্থের আলোচন। দেখিয়া তাঁহার পরি-
চয় ও ব্যবস্থাকে সম্বন্ধে কতিপয় লিপিবদ্ধ
করিয়া একপে করিয়াছেন। দেবক বহুবিন
এ হারা প্রদেশের রাজ্য ছিল। এইখানে বাংলা
রাজ্যে উন্নত স্থান ছিল। তদ্বিকারে কোঁট
করিয়াছেন তাঁ হাদের মধ্যেই দেখা কর্তব্য

[illegible]

अथ

আমাদের কোন একজন বিলাতস্থ বহু
সিখিয়াছেন।

আজি কালি আখ্যাতের দেশের দুবা পুস্তকেরা
নকল বিধরেই অপরিমিত বাধ্যব্যর করিয়া কার্য
করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাই বিদেশে বসিয়া
ভাবিলাম, যদি আমরা কোন কার্যে প্রবৃত্ত হই তবে
কিন্তু তাহা স্থলস্থল করা যাইবে। অনেক
ভাবিয়া একটা স্থির করিয়াছি, কিন্তু তাহা দেশীয়
মহোদয়গণের মনোমীত হইবে কিনা, তাহা জানি-
বার জন্য একান্ত কৌতুহল হইয়া দুই চারিটা কথা
নিখিল্য।

প্রথমতঃ আমরা যাচাই করি না কেন, নিজের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া করা কর্তব্য। বাহ্য করিতেছি তাহা কেবল আগমার কথা। সহস্রাবীহিঙ্গুর অন্ত নহে, তাহাতে ভবিষ্যতেও মঙ্গলজনক হইবে ইহা অরণ্য রাখিয়া সকল কার্য করিব। আমি বড়িৎ, আমরী মরিৎ, শত জন বর্জনবাসী মরিবে, কিন্তু 'বর্জনবাসী' মরিবে না। বর্জনবাসী বিনোদ হইবে না, ভারত বর্ষে শত সহস্র জন মরিবে কিন্তু ভারত শেষ হইবে না। বর্জনবাসী নিত্য, ভারত নিত্য, বহুবা সমাজ নিত্য, তাই নিত্য আশ্বিনের লক্ষ্য। যদি নিজের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কার্য করা বিবেক হয় তবে নির্মলচিত্তের প্রয়োজন, সুস্থ আশ্বিনের লক্ষ্য জন্ম হইবেই হইবে। সেখানে নির্মলতা নাই সেখানে নিত্যও নাই। যে প্রশ্ন নির্মল নহে, তাহা

[illegible]

এই বিরোধের বিষয়ে অনেক কথা বলা হয়। এই-
সেই মতের প্রতি বিরুদ্ধিতা প্রকাশ করে, নিম্ন
লিখিতগুলি প্রস্তাবগুলি হইল, যাহা প্রকাশ হইল।
উপরে লক্ষ্য করিয়া নিম্নের কথা এই-
লাভ করা যায়। এই দুইটি-
প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ নিজ মত প্রকাশ করা
এবং সেই মত প্রকাশ করা হওয়া। এই-
এই মত প্রকাশ করা উচিত যে “আমি কখনো” ও “আমি
সব করিতে পারি” এই দুইটি কথা এবং “আমি কখনো
ভিন্ন হওয়া। এই দুইটি মত বিস্তারিত-
এই মতের বিশেষ অভাব কখনো প্রকাশ করা হইল
যেহেতু কবি লিখিলেন যে “আমি কখনো
নিরাশ হইয়া বলিবেক :-

“ଆମେ ଆମ ମହତ୍ତ୍ୱ ବଢ଼ିବା ଡିଡ଼େଇବା”

करिसे ऊँहार निरुद्ध-दुष्ट-कारिण-
विदुष गिता विदुष बाता-विदुष-विनि-

— **पवित्राचार**

হিহি, কি লজ্জার কথা, ! বাঁধা শিঙা করিল না
 বাঁধা করিল না, পাতি করিল না, শুধি পাইবারি
 কি না ভিন্ন জাতীয় বিনোদনা, হুটনেখরী
 তিকা । হুটনেখরী আনানিসকে নিফটে জাতীয় বলি
 জান করেন এবং যে লম্বার সামাজিক বো
 থাকার অস্ত্র নিফটে বলিয়া জান করেন
 তাহা হুটনেখরীর অস্ত্র হুটনেখরী, কখন
 বাধা বকাইবের না । কিন্তু সে মারল হুটক, ক
 যে এইরূপ নিবিলেন কখনও কখনও তিনি কোম
 না, কখনই না । অবলা জীয়াতির হুটনেখরী
 কবির মনস্থ হইল : হুটনাং দেশের লোকের হু
 লতা, বিবেকশূন্যতা এবং লজ্জামত্তার হুতাশ হুট
 কবি হুতাশের ব্যাকপ নিবিলেন । হুতদিন এ
 অবস্থা থাকিবে হুতদিন : আমাঙ্গের হুতাম আশা
 নাই । দেশের প্রত্যেক ব্যক্তির নিফটক কল, নিফে
 নাননিক কলতা আছে কিন্তু এই কল ও নে
 কলতা চোটা দ্বারা হুতি করিতে এবং কল
 করিতে পারা যায়, এই বিশ্বাসে হুতনিষ্ঠর না হই
 কোন ভরসা নাই । আমি বলিলাম দেশের
 প্রত্যেক ব্যক্তি—তাহার অভিপ্রায়, প্রত্যেক পু
 এবং প্রত্যেক জী । ” বে দিন দেশের প্রত্যেক
 এবং প্রত্যেক নারী বিশ্বাস করিবেন যে তিনি
 কল হুটন বা হুটন হুটন কোন না কোন কা

আজ কাল এখানে বিবর্তের ও ব্যক্তিগত
বড়ই প্রাদুর্ভাব বইয়াছে। বিশেষ করিয়া কতক-
গুলি স্থানের বালকদিগকে এই রূপে ধরিয়াছে।
ইহাতে তাহারা যে দিন দিন অধঃপাতে যাইতে
বসিতাছে, তাহাও আর অস্বাভাবিক নহে নাই।
একে এখানকার বাসকরা সাধারণতঃ আশঙ্কিত
কুচরিত্র বিশিষ্ট ও অশান্তমনস্ক ইহার উপর
যে অল্প সংখ্যক বালক এখন প্রচায়ে থাকিতা
লিলা সাত করিতেছে, তাহারা যদি এইরূপ
স্থায়ী আন্দোনে থাকিতা ঠৈ ঠৈ করিতা দিন কাটায়,
তাহা হইলে তাহাদের ভাবী ধনা যে কিরূপ
শোচনীয় হইয়া যাইয়াছে, তাহা একবার কবিত
অবকাশ উপস্থিত হয়। সেই জন্য এখানকার
সমস্ত দুই কলেজের উদ্যোগ করিয়া এই
বিষয়ে বিশেষ গুণি গুলি লক্ষ্যে রাখিয়া

বিজ্ঞপন

সংকৃত বস্ত্রের পুস্তকালয়

৮ মং বারিশনা ঘোষের স্ট্রীট, কলিকাতা
কার জীবনব্যয় ধোপাধার ভাড়াবস্ত্রের পুস্তক
খণ্ড হইতে এই পুস্তকালয় থেকে মিলিত হইবে।

ভাড়াবস্ত্র

সরল কৈষিক্য প্রকাশ

অর্থঃ

সহজ মেট্রিরিয়। মেডিক।

১ ন ভাগ।

হু ও পাড়ারগের ডাক্তারদের জন্য
প্রকাশিত হইরাছে।

মূল ১২ পেজি ৩০০ পৃষ্ঠার বেশী।

ম ১৪০ টাকার পরিবর্তে ডাকনামুল/১০
এই পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

ঐচ্ছিক চট্টোপাধ্যায়
মাসেমজার।



ইলকট্টো গ্যালভানীয়

কবচ ও অনন্ত।

বি, এম, কার, নির্মাণকর্তা ও আবিষ্কারক :

মং ২৮ মূজাপুর স্ট্রীট কলিকাতা।

আমার নির্মিত অমূল্য, কবচ ও অনন্ত অতি-
মূল্যবান বিক্রয় বেচিয়া অনেক অনেক রকম নির্মাণ
করিয়া বিক্রয় করিতেছেন। ইহা সকলেই জানেন
য, ভারতবর্ষে আমাই নির্মাণ করিয়াছি। অধি-
গত বিশাল গোলবার্ট ট্রেন্ডার্ট অকর্ডার্স, চারম
কেটে, আমার নিকট হইতে ক্রয় করিয়া বিক্রয়
করিতে, ব্যালেন্সার ও পুরাতন স্তর আন্তর্জাতিক
রোগা হইয়া থাকে, বিশেষতঃ ওয়াটস ও মল
রাগে ইহার 'আন্তর্জাতিক' উপকারিতা প্রতি দেব।
ইহা হইতে। এমন কি ইহা ধারণ করিলে সংক্রান্ত
কবচ অক্রান্ত হইবার সম্ভাব্য। বহুতঃ
হা রক্তপরিষ্কার করতঃ পীড়া আন্তর্জাতিক ও
পাকাল নবো নিদারণ করে। এলোপ্যাথিক,

হোমোপ্যাথিক, ও হাইড্রোপ্যাথিক চিকিৎসার
দ্বারা। কবচ পান কই এই চিকিৎসা দ্বারা কবচ
পাইতেছেন। সোনা ও রূপের নির্মিত কবচ অমূল্য
জার্মান সংস্কৃত খনিজা উত্তম করিলে সে হিক্স
অমূল্য ও তাহা-স্বাস্থ্যের দিকান ব্যক্তি কবচই
আরোধ্য হইতে পারে না। প্রতি কবচের মূল্য ১১/৬
আনা, ডজন ১২১০; প্রতি অমূল্যের মূল্য ২ টাকা
ডজন ২০; প্রতি অমূল্যের মূল্য ১৪০, ডজন ১৪
প্যাকিং ও পোস্টজ ১ হইতে ৬ বাস। ১/০ আনা
ডজন ১৪০; বাহারী, অমূল্য ও অনন্ত নইতে ইহুক
কণ পাঠাইবেন।

—৩৩—

ইলকট্টো গ্যালভানীয়

কবচ ও অনন্ত।

গি, সি, দাস

ভারতের একমাত্র নির্মাণকর্তা ও
আবিষ্কারক।

৩৪ নং বেনিয়ারটোলা লেন শটলভাড়া কলিকাতা।
ভাড়াবস্ত্র অপরিসীম ভগ্ন বর্ন।



আজকাল ইউরোপ, আমেরিকা এবং ভারত
এবং সোমালি, মাদ্রাজ, রেজুন ঢাকা, এলাহাবাদ,
সিলভাটে, কটক, বেহলীপুর, হুজাবন, ঠেংলুনাথ,
আসাম, বেণারস, তাইজাবাদ, হিল্লী, মাদ্রাজ
কাখোর ও জগতের সমস্ত সভ্যজাতি এখন এক
থাকে স্বীকার করিয়া থাকেন যে অনেক উৎকর্ষ,
খাদি বাহা এলোপ্যাথিক, হাইড্রোপ্যাথিক
ও হোমোপ্যাথিক, ক্রমোপ্যাথিক ইত্যাদি নামা
প্রকার ডাক্তার কবিরাজ যে সমস্ত রোগ হ্রাস
ও আরাম হইবে না যদিও রোগীদিগকে এক-
বারে হত্যা করিয়া দিয়াছেন তাহারা আমার এই
বহুশক্তি জীবন অল্প বৈজ্ঞানিক ভাড়াবস্ত্র চিকিৎসা
দ্বারা সম্পূর্ণ আরোগ্য হইতেছেন। আমার এই

ভাড়াবস্ত্র অমূল্য, কবচ ও অনন্ত অতি-
মূল্যবান বিক্রয় বেচিয়া অনেক অনেক রকম নির্মাণ
করিয়া বিক্রয় করিতেছেন। ইহা সকলেই জানেন
য, ভারতবর্ষে আমাই নির্মাণ করিয়াছি। অধি-
গত বিশাল গোলবার্ট ট্রেন্ডার্ট অকর্ডার্স, চারম
কেটে, আমার নিকট হইতে ক্রয় করিয়া বিক্রয়
করিতে, ব্যালেন্সার ও পুরাতন স্তর আন্তর্জাতিক
রোগা হইয়া থাকে, বিশেষতঃ ওয়াটস ও মল
রাগে ইহার 'আন্তর্জাতিক' উপকারিতা প্রতি দেব।
ইহা হইতে। এমন কি ইহা ধারণ করিলে সংক্রান্ত
কবচ অক্রান্ত হইবার সম্ভাব্য। বহুতঃ
হা রক্তপরিষ্কার করতঃ পীড়া আন্তর্জাতিক ও
পাকাল নবো নিদারণ করে। এলোপ্যাথিক,
হোমোপ্যাথিক, ও হাইড্রোপ্যাথিক চিকিৎসার
দ্বারা। কবচ পান কই এই চিকিৎসা দ্বারা কবচ
পাইতেছেন। সোনা ও রূপের নির্মিত কবচ অমূল্য
জার্মান সংস্কৃত খনিজা উত্তম করিলে সে হিক্স
অমূল্য ও তাহা-স্বাস্থ্যের দিকান ব্যক্তি কবচই
আরোধ্য হইতে পারে না। প্রতি কবচের মূল্য ১১/৬
আনা, ডজন ১২১০; প্রতি অমূল্যের মূল্য ২ টাকা
ডজন ২০; প্রতি অমূল্যের মূল্য ১৪০, ডজন ১৪
প্যাকিং ও পোস্টজ ১ হইতে ৬ বাস। ১/০ আনা
ডজন ১৪০; বাহারী, অমূল্য ও অনন্ত নইতে ইহুক
কণ পাঠাইবেন।

—৩৩—

১৮৭৪ অব্দে স্থাপিত।

শরচ্চন্দ্র দত্ত এণ্ড কোং।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ।

প্রস্তুতকারী।

কলিকাতা মহানগর এবং হোমিওপ্যাথিক
ডাক্তারদিগের নিকট হইতে ঔষধের উৎকর্ষ
সহজে প্রাপ্য পত্র পাঠাইবেন।

মূল্য তুলত।

ওয়াটস চিকিৎসার ১২ শিলি বাবদ্য
রের আরক সহ ৫ টাকা।

গৃহ-চিকিৎসার ২৪ শিলির বাবদ্য বাবদ্য পুস্তক
সহ ৮ টাকা, ২ শিলির বাবদ্য ১০ টাকা।

সাধারণ চিকিৎসার ৫১ শিলি ঔষধের বা
বাবদ্য সহ ১৮ টাকা।

ডাক্তারদিগের উৎকর্ষ বাবদ্য ২৫ টাকা, সমস্ত
ঔষধপূর্ণ বাবদ্য ৫০ টাকা।

ইংরাজী বাবদ্য সচিব মূল্যনির্ণয়ণ
বিনা দুলো প্রাপ্য। টিকানা ৫৫ নং কলকাতা
কলিকাতা।

—৩৩—

[illegible]

উপরোক্ত কবচ ও অস্ত্রীয়ক ব্যরণে দুঃসাধ্য
 অধি সকল আরোগ্য হয় ।
 ইহা ব্যতিত নিম্নলিখিত ঠিকানায় নানা-
 ধর্ম মন্দির, চৌহান, বেহোয়ান, অলতার, চসমা,
 হুলা প্রভৃতি ইত্যাদি স্থলত মূল্যে পাওয়া যায় ।
 বৎ ব্যক্তি বৈদ্যমতের কার্য্য অচলরূপে ও স্থলত
 লাইই ইহা থাকে ।

କେ, ଜି, ବାମ ଓ ଡାହାଣ

६४ न९ सुखाभूत शिष्टे—कनिकाता

—●●—

ঠকান্দে ତୃଷ୍ଣା ନୟ ।

নতুন সালস। নতুন সালস।

ইহা এককজিহ্বা খামি মসনার প্রভুত্ব বহির্ভাৱে ।
 ইহা দ্বাৰা পানীয় বা, ম.লি বা, গুৰুখিৰ বা,
 ল ও নাচকৰ জিহ্বা বা ও কামেৰ বা, শোণ বা,
 ত ও নৱিৰে পানীয় মূটন, হুলকনা, বাতু
 পীৰ্জনা, পেট্টাৰ অস্থি, কুৰাণা, খোৰ
 চিকা, বৰ্জনিৰ পানীয় সুবিধা কৰেৰ দোষ
 আৱণ্ট বহিৰ্ভাৱে ।

[illegible]

भक्त्योक्तं चारु मन्त्रम् ।

ইলতে পারা কিছা কোন অপকারি জব্দ
নাই। এই মলম ব্যবহার ৪৫ দিনে যা মিলে
আরোগ্য ততবেক আলা যত্না নাই।
মূল্য প্রত্যেক বট ১ টাক ৫০ ভজন ১০ টাক
প্যাকিং ১০ আলা ভজন ১০

अव्यर्थं नात्मन्यभाक्षोऽयम् ।

যত দিবের দাও চটক না কেন ৫ দিনে
আরোগ্য হইবেক । মূল্য ৬০ আনা প্যাকিং ৮০
আনা ।

অর্থ ও ভগ্নস্বর রোগের আশ্চর্য মাহুলী ।
 এই মাহুলী ব্যবহ করিলে অর্থ ও ভগ্নস্বর
 'এ মল হাটের খাল্য বা লবণ প্রকার বা অতি অধি
 লব্ধ আরোগ্য। হইবেক কেতোক রোগ্য মাহুলী
 ঐবধি সমেত মূল্য ১ টাকা ও অর্ণের মাহুলী
 ঐবধি সমেত মূল্য ৩ টাকা। প্যাকিং আনা
 আরোগ্য। বা হইলে মূল্য কেনরত হিব।

ਸਾਹਿਬ ॥ ੧੦ ॥ ਆਮਾ

চক্ষু রোগের গোলাপি লোসন।

এই লোগোয় পাশে লোকে করিবার চক্রে লাগাইলে যে
একটি যন্ত্রণা থাকুক না কেন নিশ্চয় সারিবেক, চক্ষু
শীতল রাখিবেক ও কোন যন্ত্রণা থাকিবে না ও
কোন হানি করিবে না। সুখ্য প্যাকিং ও
পোড়োজ সমেত ১ টাক।, উবাধর সঙ্গে ব্যবস্থা
পত্র দেখিয়া যাই।

কে, এস, বস্তুএক কোথ।

৩৭ নং বেবেটোলা লেন পাটনডাঙ্গা

कालकलह ।

বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা যাক।

আমরা বিদ্যুৎ সহকারে, সাধারণতঃ জ্বালান-
তৈল, বা হারা সোমস্কাপে বিজ্ঞাপন বিদ্যুৎ রাষ্ট্র
করিবেন উহার সোমস্কাপের পথিক গুণিত
বিজ্ঞাপনের অগ্রিম হুদ। পাঠাইয়া বিদ্যুৎ। এবং
কিন হার প্রতি পথিক ৬০ আনা, তাহার পর ১০

[illegible]

हमारे विद्यार्थियों के लिए

आचार्य विवेक ।

ଅମରବର୍ଷୀୟ ଲୋକସଭାଙ୍କର, ଅଗ୍ରଣ ସଭା ଡାକ
 ସାଧନ ମଧ୍ୟରୁ ବାର୍ଷିକ ୨୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ବାଣ୍ଟାମିଳ
 ୧୫୦ ଟଙ୍କା । ଅମରବର୍ଷୀୟ ଗ୍ରାମସଭାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
 ୧୦ ଟଙ୍କା । ଅମରବର୍ଷୀୟ ସାମାଜିକ ଶ୍ରେଣୀର ବାଣ୍ଟା
 ମିଳନର ସ୍ଥିତି ନାହିଁ । ମିଳନ ଓ ଡାକସିନି
 କର ଡାକ ମାଧ୍ୟମରେ ୩୦ ଟଙ୍କା ଦିଆ ଯିବ
 ବୁଝାଯାଉ ।

অগ্রিম দ্বীপা দা পাঠিলে বকবলে সোমপ্রকাশ
প্রেরিত হয় না। বাঁহারা সোমপ্রকাশের দ্বীপ
পাঠাইবেন, তাঁহারা অ অ বাসন প্রকাশ করিব
লিখিয়া ২২২ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা
জিহ্বক উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্তীর নামে মোটে, হাতি
বরাহ চিহ্ন, মলি অঁড়ার, ইহার অমাত্য বাহা
বাহার অবিদ্যা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা দ্বীপ
প্রেরণ করিবেন। অর্থাৎ আবার অধিক, দুলা
চিহ্নই প্রেরণ করিলে, দ্বীপ হইবে না। দুলা
নির্দেশিত হইবার পক্ষে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণ
অনিচ্ছুক হইলে অবশ্যই দ্বীপা ক্রিয়াইয়া দেওয়া
হইবে না।

বাঁচারা-মাজুল কা বিদ্যা পত্রাধি প্রেরণ করি
বেন. তাঁহাধিলেগর সেই পত্রাধি প্রেরণ ক
হাইবে না।

কেন্দ্র সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে
কম্পেনি কাঁচাকে এখন তিন বার প্রতি পত্রিক
হই আশা কামান পর ১০ এক আশা দিতে হইবে
কেন্দ্র ইংরাজী অক্ষরে প্রতি বার ৪১০ পর
কম্পেনি সাইন করা হইবে।

প্রেরিত, সংবাদপত্র, অন্যান্য পত্রিকা ও
 প্রকৃতি বৈজ্ঞানিক পত্রিকা 'বিশ্ব' নামে 'বহুত' প্রক
 ত 'আইট' নামে 'বিশ্ব' নামে 'বহুত' প্রক
 বিজ্ঞান, ইতিহাস, প্রকৃতি, প্রকৃতি, প্রকৃতি, প্রকৃতি
 সন্নিবেশ, প্রকৃতি, প্রকৃতি, প্রকৃতি, প্রকৃতি

এই পত্র ২২২ নং কর্তৃত্বাধীন
কমিটী 'সৌভাগ্য' 'বীর' 'কৃষ্ণ'
কৃষ্ণ - কৃষ্ণকর্তৃক প্রকাশিত। এটি 'সৌভাগ্য'
আবলম্বিত হইতে ও প্রকাশিত হই।

[illegible]

কে, ডি. সরকারের উপদংশ
 কোণের পার্শ্ব বিন্দু
 মহোদয় ।

সিঁপাহি বিজ্ঞোহের অবস্থান সম্বন্ধে নেপালের
জঙ্গলে এক মুসলমান ককীরের নিকট প্রাপ্ত
বিগত ২৬ বৎসর ইহা বিনামূল্যে বিক্রিত হইয়াছে
কিন্তু ক্রমে ইহার উপকারিতা ও বশের প্রচারের
সহিত ইহার প্রাচুর্য এতাদৃশ বৃদ্ধি হইয়াছে যে
বিনামূল্যে বিক্রয় এক প্রকার অসাধ্য হইয়াছে
এই সকল এবং অন্যান্য কারণে ইহার মূল্য বিক্রি
রূপ করিলান। ইহাতে কোন প্রকারের পার
নাই, ইহা অল্পকাল মাত্র সেবনেই সহজ সহজ
লোক এই উৎকট পীড়া হইতে সম্পূর্ণরূপে চির
রোগা লাভ করিয়াছেন। গর্ভবতী স্ত্রী কেবলমাত্র
ইহার সেবনেই রোগোদ্ভূত হইয়াছে (গর্ভাবস্থা
সেবন সম্পূর্ণ নির্বিঘ্ন) ইহার দ্বারা শিশু সন্তান
ও শৈশবক রোগ হইতে সম্পূর্ণ অব্যাহতি পাই
রাছে। ইহা রোগের সন্নিবৃত্তির আশু বলপ্রদ
এমন কি পারাবর্তিত ঔষধ সেবন জনিত দূষিত রক্ত
ও পরিষ্কার করে ও শরীরের সকল প্রকার ক
ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করে, এই রোগ
এরূপ পারা বর্জিত অস্বাভ্যাস বহোবধ এ পর্য
আশঙ্কিত হয় নাই। কয়েকজন সুবিজ্ঞ ডাক্তার
সম্রাট ব্যক্তির প্রদত্ত প্রশংসাপত্র এবং ঔষ
সেবনের বিরোধি ঔষধের শিশির সহিত ব্যক্তি
আমাদেরই সিঁপাহিই উক্ত প্রশংসাপত্রাদি বিনাম
পাইবেন। প্রত্যেক শিশির মূল্য ২০ পয়সা।

নিউ হোমিওপ্যাথিক হল ।

এস, বি, বিশ্বাস এণ্ড কোং ।
৪৭ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট কলিকাতা ।
দ্বিতীয়

• **ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୋହନ ସରକାର**
 ଶ୍ରୀମତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବତୀ ଦେବୀଙ୍କୁ—ସଦା
 ପ୍ରତିପଦାଂଜଳି ।

এ প্রকার 'চর্চির কাগজ' এই প্রথম। শুধু
মণী নৃষ্টি বিদ্যে কুলনা। আশা করি 'সরস্বতী' যু

করক বৎসর হইতে লত লত রোগীর আক্রো
 দ্বারা বিশেষ পরীক্ষিত সর্বপ্রকার ম্যাডেলি

প্রেরিত পত্র।

সম্পাদক মহোদয়। নিম্নলিখিত শোক-সঙ্গীতটি
আমার পত্র পাঠে কৃন্দান করিলে যথিত
ইব।

(স্বাক্ষরকামাথ বিদ্যাভূষণের সুভা উপলক্ষে
লিখিত)

(১)

বজ্রহাটু অলঙ্কার খসিল অবার।
বহিল শোকে ক্রোধ তারতে এবার।
কর—অক্ষয় শোক, করিতেছে সর্বলোক,
কেন পুন তাহে বিবি ক্রিমাণ অবার।
শোকে উল্লসিত শোক, এত অবিচার।

(২)

আবল, বসিতা হুত উঠে কাঁদিয়া।
বারেক ঘরকা নাথের গুণাধি বরিয়া।
বারেক বা মনে করে, অভিনয় তক্তিতরে,
বারেক বা মনে করে, তাঁহার কাঁচিনী।
যে বরিছে, সে কাঁদিছে যখনি তখনি।

(৩)

নাই সে প্রকৃতি শোভা এ ভারত ভূমে।
নাই যেন স্বর্গলোক সব ক্ষয় ক্রমে।
সব ক্ষয় সব ক্ষয়, সব যেন ব্যত ব্যত,
যেতেছে তানিয়া সব ক্রমে একে একে,
ভারত মাঝারে বত পাণীগণে রেখে।

(৪)

পুণ্য-ভোরা ভাগীরথী বহিয়া সজোরে।
আনন্দ বিতেছে সব—তাহুক অন্তরে।
শব্দময়ী জ্যোতিষী, করি কল্ কল্ ধনি,
ভূবিছে সসীপবর্তী সব নরগণে।
মিকটে গেলেও আজ তোবে না এজনে।

(৫)

মিশা গেল, দিবা এল, অন্ধকার গেল।
মনের আশার তরু কতু না হুতিল।
আলোক পাইয়া তবে, পুলকিত হয় বদে,
কৈ না এল আলোক মন অধর-কন্দরে।
কি করে আলোক আজ এ ঘোর বিকারে।

(৬)

আর কি তারতে পুন হবে হেন বন।
যে বন বিহনে, অন্ধ সব নরগণ।
জীবন-নিহন রে পামর ছরাসল।
কি বোঝে ছরিলি তুই বজ্র-মহাবনে?
কাঁদাইতে চিরকাল বজ্রবাসী জনে?

(৭)

‘ওরা’ ‘আত্মসীমা পারিবারি’ লেখ অগপ্তে।
পাথে কি বেধিতে আর অত্যাগী ভোমারে।
জন্মের মত সুখি, কেনি খীর জন্মসুখি,
তক্তিতর কনে অর্পে করেছ গমন।
পালপূর্ণা বহুবলী লহে বোণ্যস্থান।

(৮)

অস্তিত্বগরিভ কথা কে আর বলিবে।
নীতপূর্ণ বাকাবলী কে আর শুনাবে।
অন্যেদের হিততরে, লেখনী বরিয়া করে
লিখিবে সমাজনীতি কে আর সাবরে।
কুটতব রাজনীতি কে বুকাবে মরে।

৯

এস তাই বজ্রবাসী সকলে মিলিয়া,
তাঁহার আদৃত যনে অক্ষয় করিয়া,
হুতাই মনের সাধ, যনে বড় হয় সাধ,
রাখিব অক্ষয় কীর্তি তারতে তাঁহার।
যেথ যেথ বজ্রবাসী উপায় ইছাব।
১২ই অগ্রহায়ণ। } বিনীত
সন ১২২৩ সাল। } জীবনোপচয় ওষ্যচারী
হরিনাতি সুল

প্রসঙ্গ—বিশ্রাণ।

অনিবে-রে কতকাল বজের স্থান
বজ্রতু বর্ণন তবে বজ্র চিত্রাংগে
একটি একটি করি বজের স্থান
বজ্র কোড় হতে ক্রমে যায় সবে চলে
বজের সে সুকুমার প্রসঙ্গ সুমার
নাই আজি বজ্রবাসে বজ্রবাসী তাই!
শোক-সঙ্গ-সক্ত আজ নান সবার
প্রসঙ্গ বিহনে আজ বিবর সগাই,
সুরত্ব একটি বজ্র শিকা বিভাগের
কাঁদাইয়া ছাত্রকুল চলিল রে আজ,
অপণ্ডিত অশিক্ষক বাজলাবেশের
প্রসঙ্গ আজিরে আর করে না বিরাজ
কাঁদে ছাত্রকুল আজ শিক্ষকসমিতি
ইংরাজি গণিতগ্রন্থ উন্মোচন বাহার
বজ্র অজ্ঞবাসে বীর অশ্রুঃ অশ্রুতি
বিবেচিত হয় বজ্র প্রথমে সবার
নাই। নাঃ! আর সে প্রসঙ্গ সুমার
নাই আর বজ্র সেই প্রসঙ্গ সুরতি
অবসর বজ্রগতি বিবেচন তাঁহার
ছাত্রাইল জাতুরত্ব অস্তিত্ব অতি।
আলোক তবন।

সুনীল সাগর বকে তামসী মিশার
পথ হারা তরী করে বিপথে গমন

আলোক তবন করে আলোক তাহার
বিক-অন্ধ-অন্ধিকর-বিক-অন্ধ-অন্ধ
সংসার-সংসার বকে বিক হারা মরে
বিপথে মানব কত পত পত চলে
অজ্ঞান পাখাঃ সুল কিসারা বা পেরে
মগ্ন হয় সংসারের সুভাষণ চলে
যেথ না মানব-চোরে আলোক একটি
সংসারজন্যি বকে মলে অনিবার
অনন্ত আলোকে সেই জীবন্ত দেউলী
বেদ্যত্ব অশ্রুত তব প্যাকার পার
চির অমানিশাপূর্ণ সংসারসাগরে
পার না মানব পথ এ আলোকে বিনা
মানব জীবনতরী ভীমবর্তে পড়ে
কত মগ্ন জীর্ণ হয় নাহিক ঠিকানা।
সাগর চক্ষুতে শুধু এ আলোক ছায়া
বিদ্যালোক মত দৃষ্ট হয় নিবন্তর
অবাস্য সাধকজন সংসার ভেগার
উপনীত অভিক্রমি তরলনিকর।
জীবনোপচয় ওষ্যচারী
সমস্তিপুর।



নববিধান ও জনতার ভবিষ্য বর্ধ।

মহাশয়। বর্ধমান সময়ে নানা দেশ ও সমাজ
হারগত বর্ধমানের তিতর হইতে যে
বিধানের আলোক দীপ্ত দীপ্ত প্রকৃতি
ভেদে, তাহা শিক্ষিত ও বর্ণাশ্রমগী ব্যক্তি
কেই স্বীকার করিতে হইবে। হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্ট
মহাদেশীয় সাবতীর বর্ধমানের মতই আলোক
হইতে থাকিবে, শিক্ষিতবল ততই বৃদ্ধিবে
এতদ্ব্যতীত বিধান এক অভেদ্য সত্য অবলম্বন
করিয়া যুগে যুগে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইত
এবং এতদ্ব্যতীত সত্যের সূলে এক অমূল্য
সময় বর্ধমান রহিয়াছে। আনান্দিগের
পণ্ডিতবর তর্ক চূড়ামণি মহাশয় হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা
করিয়া নববিধান বা ব্রাহ্মধর্মের কোন অংশ
ছানি না করিয়া বরং প্রত্যেক ধর্মবিধানের উ
আরও ভক্তি ও বিশ্বাস উদ্দীপিত করিয়া দি
ছেন। সাকারের তিতর নিরাকারের
সমূহের ব্যাখ্যা করিয়া নিরাকারেই বেশি
মলের বিশ্বাস অধিকতর ঘনীভূত হইয়াছে তা
আর সন্দেহ নাই। দেবমূর্তিগণ ও ভাবসমূহ
ব্যাখ্যা আনান্দিগের চূড়ামণি মহাশয়
বর্ধমান সময়ে সূতন করিলেন তাহা ন
নববিধান প্রচারক অর্গীর কেশবচন্দ্র সেন মহা
ব্রহ্মনন্দিতের বেধী হইতে সে সকল সত্য

বিপর্যয় ও বহুলাংশে প্রচার করিয়া গিয়াছেন ।
 তাঁহার উপদেশমূলক কথা, এখনও “সকলের
 নিবেদন” নামক গ্রন্থ মাঝে মাঝে প্রকাশিত হই-
 রাচ্ছে, উদ্ভাবক বসন্ত এখন সে সকল কথা বেধিতে
 পাওয়া যাইবে । অগৌরব আশ্রয়িত শাস্ত্র নষ্ট
 করিয়া সে সকল সত্য প্রকাশ করেন নাই । তাঁহার
 স্বাভাবিক ধর্ম ভক্তির উদ্ভাস হইতেই সে
 সকল সত্য অতাই উদ্ভাবিত হইয়াছিল । এই
 সকল কথা যদি সে সময়ে প্রকাশকার
 কোন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইত, তাহা হইলে
 আর এখনকার পার্শ্ববর্তী বঙ্গবাসীতে প্রকাশিত
 মূর্তি ব্যাঘাৎ সকল পাঠ করিয়া তাহাতে আর
 নবীনত্ব কিছু দেখিতে পাইতেন না । আশাযে
 বঙ্গবাসী সে সকল প্রকাশ করিয়া নব বিধানের
 বরং গৌরবই প্রকাশ করিয়াছেন । ভিতরে
 ভিতরে এখন অনেকেই বুঝিয়াছেন যে, মূর্তি
 কিছুই নহ, উহার ভিতর হইতে যে সকল সত্য
 বহির্ভূত হইয়া থাকে তাহাই প্রকৃত সত্য ।
 এখানে আশাযে আশী হিন্দু আর সাক্ষ্যবাহী
 থাকিতে পারিলেন না । তাহাকে নিরাকার
 স্বীকার করিতে হইল । মন্ত্রের অতাব
 খোলাকে ছাড়িয়া তাহা হইতে লগ্ন সংগ্রহ
 করিবে । ভিতরে ভিতরে নববিধান সভা
 প্রচারিত করিয়া আসিতেছে, তাহা আশী
 নাজকেই আকার করিতে হইবে । নববিধানে
 অতাবের কাণ্ড এখন মিথ্যারূপে হইবে না । নব
 বিধানের প্রচারিত অনেক সভা লইয়া অনেক
 সময় অনেক সমালোচনা চলিয়া আসিতেছে
 কিন্তু কালে আবার সে ভাল অনিবার্যরূপে
 ঘটিতেছে । এক সময়ে নববিধানের মূর্তি, নব-
 বিধানের বিশাল, নববিধানের খোল করতাল
 প্রভৃতি পৌত্তলিকতা পূর্ণ বলিয়া এখন কি ব্রাহ্ম
 সমাজেও মহা আন্দোলন হইয়া গিয়াছে, এখন ব্রাহ্ম
 সমাজ দূরে থাকুক, আশাযে খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায় মধ্যে
 মৃত্যু, মিশ্রণ ও খোল করতাল আসিয়াছে ।
 ব্রাহ্মসমাজে এক সময়ে হরিনাম পৌত্তলিকতা
 পূর্ণ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে কিন্তু সেই হরিনাম
 এখন অপৌত্তলিকভাবে সমগ্র ব্রাহ্মসমাজ কেন
 খ্রীষ্টীয়সমাজেও গৃহীত হইয়াছে । নববিধান যে
 বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ ও খাল্যবিবাহ নিগরন
 সম্বন্ধীয় সমস্ত সংস্কার বিধির আন্দোলন
 করিয়া থাকেন, সে আন্দোলন কি অতাব ও ব্রাহ্মের
 বশবর্তী হইয়া হিন্দুসমাজ হইতে উৎখিত হই-
 তেছে না ? ব্রাহ্মসমাজে এ সমুদায়ের আন্দোলন
 হইবার পূর্বেই আশাযে অধেশবৎসল পণ্ডিত-

অষ্ট মত সমাজসংস্কারক ভক্তিজ্ঞান বিলা-
 সাগর মহাশয় শাস্ত্রীয় মত প্রচার দ্বারা তাহা
 সমগ্র হিন্দুসমাজে প্রকাশ করিয়াছেন । বহু
 শাস্ত্রীয় বক্তব্যের সহস্রাবধি মতাবলম্বী সে মত
 প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন । হিন্দু সমাজ কি
 তাহাযে মতকে অতিক্রম করিবেন ? হিন্দুসমাজ
 প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র মত গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন
 এখন তবে কেন নবীকার করিবেন যে, নববিধান-
 প্রচারিত মতের বীজ প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রেও
 নিহিত আছে । ব্রাহ্মসমাজের একনৈবা
 বিতরণ, ইহাও হিন্দুশাস্ত্রের মূলে নিহিত আছে ।
 ব্রাহ্মসমাজের বিখ্যাত জ্যোতিষ ইহাও
 প্রাচীন যোগী ধর্মগণ দেখাইয়া গিয়াছেন ।
 বর্তমান সময়েও তৎ হিন্দুধর্মের মধ্যে সে
 ভাব লক্ষিত হয় । আশাযে কালীমাতার মহা-
 বোধী বৈষ্ণবস্বামী, গাজিপুত্রের পাণ্ডা বাবু,
 অগ্নীয় ব্রাহ্ম সমাজ ও রামকৃষ্ণ পরমহংস
 মহোদয়েরা এক হিন্দু নহেন ? আশাযে অশ্বী-
 কার করিয়া ইহারা কিংবদন্তী জ্যোতিষের পরি-
 চয় দেন নাই ? নববিধান অতাবের ধর্ম । ঐ.চ.
 তন্যসমগ্র তাহার আদর্শ দেখাইয়াছেন । সকল
 ধর্ম বিধানের ভিতরেই নববিধানের বীজ ও সক-
 লের সত্য নববিধানের গ্রাহ্য । সকল ধর্ম সম্রা
 দায়ই সম্যক বা আংশিকরূপে নববিধান পালন
 করিতেছেন । নববিধানই জগতের ভবিষ্যৎ ধর্ম ।
 নববিধানের প্রচারিত অপৌত্তলিক ধর্ম ধরিতে
 গেলে উহা সঙ্গবাসীসমূহ । চৈতন্য, মানক
 প্রভৃতি ভারতীয় ধর্ম প্রচারকগণ ও ইশা, মূশা,
 মহম্মদ প্রভৃতি বৈদেশিক মহাপুরুষগণও অপৌ-
 তলিকতা প্রচার করিয়া গিয়াছেন । অপৌ-
 তলিক ধর্মবাহ্য বাস্তবিকই মন্ত্রের অতাবগত
 ধর্ম । অতাব বালকের অধরেও অপৌত্তলিক
 ধর্মের উৎকৃষ্ট করিয়া দেয় । ভারতের
 পঞ্চাধর্মী বালক এবং প্রজাতির অধরে যে অপৌ-
 তলিক ধর্মের উৎকৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা কি
 অতাব ধর্মের কার্য নহে ? অপৌত্তলিক ধর্মবাহ
 অতাব ও সহজ, আমরা একথা বলিতেছি না ।
 যে পৌত্তলিক ধর্মের কোন মহাপুরুষের
 অগাধ ধর্মতাব হইতে উৎপন্ন হয় নাই, যে
 মহাপুরুষ নিরাকার দেবতার অশেষ ভাবের সমগ্র
 করিয়া সাকার দেবতার প্রবর্তন করিয়াছেন
 সেই ধর্মতাব আশাযে অশেষ ভক্তি ও
 জ্ঞান পাওয়া । আমরা তাহার চরণতলে দ্রি
 প্রণত কিন্তু পৌত্তলিক দেবমূর্তিনিহিত গভীর
 ভাবসকল কল্প জ্ঞান মুক্তিতে সমর্থ হন ? সাধারণ

লোকে নিরাকার মত সবলে ধারণা করিতে
 সক্ষম হন, আশাযে তাহা তাহাযে মত সবলে
 ধারণা হইতে পারে না । দেবমূর্তিগত ভাব
 ছাড়িয়া কেবলমূর্তিই দেবতা, সাধারণের মধ্যে
 এইরূপ ধর্মতাব হাটাইয়াছে । অতাব প্রকৃত ধর্ম
 ভাব ও ধর্মের উন্নতি তাহাযে
 মধ্যে নাই । মন্ত্র নিরাকারের
 মধ্যে হইতে প্রকাশ করে, ততই তাহার অধরে
 নিত্য মূর্তন ভাব, মূর্তন প্রেম ও মূর্তন ভাব
 অবিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে । আমরা এখন মন্ত্র
 সহজলোক দেখিতেছি তাহারা আজীবন দেবমূর্তি
 পূজা করিয়া আসিতেছেন অথচ তাহাযে
 প্রকৃত ধর্মজীবন লাভ হইতেছে না । এপূর্বে
 যে সকল মহাপুরুষ ধর্মজীবনের উন্নতি দেখাই
 গিয়াছেন, তাহারা সকলেই নিরাকারবা
 ছিলেন । সকলেই আংশিকরূপে নববিধান
 প্রচার ও পালন করিয়া গিয়াছেন । বর্তমান
 কালে সে সকল বিধানের সমগ্র হইয়া পূর্ণ
 বিধান আসিয়াছে । নববিধানকে ধর্ম
 অতিক্রম করেন, তাহারা জ্ঞান নববিধান
 হিন্দু বিধানের মূল সত্য, তাহাযে সাগরে প্র
 করয়া থাকেন । হিন্দুধর্মনিহিত প্রেম, ভক্তি যে
 এ সমুদায় নববিধান গ্রহণ করিয়া থাকেন
 হিন্দু বিধানের উষ্ট ভাব সমগ্র নববিধান
 গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন । মন্ত্রপূজা, মন্ত্র
 ও সম্প্রদায়িকতা প্রভৃতি উষ্ট হিন্দুধর্মের
 বিধান গ্রহণ করিবেন না । পৌত্তলিকতা
 বিধানের সম্পূর্ণরূপে পরিত্যজ্য । পৌত্তলিক
 ধর্মতাবকে সংকীর্ণ ও অপূর্ণ করিয়া ধর্ম
 পৌত্তলিকতা আধুনিক । পৌত্তলিকতা এখন
 নের পূর্বে পৌত্তলিকতা প্রবর্তন মহাপুরুষের
 নিরাকারের ভিতর হইতে বিধি—ব্যাপিনী মূর্তি
 যোগে গভীর ভাব দেবমূর্তিগত ভাব সংগ্রহ
 করিয়াছিলেন । পৌত্তলিকতা ক্রমে সে মূর্তি
 অবদার করিয়াছে । নববিধান সেই প্রাচীন
 নিরাকারবাহী ও অগতের ভবিষ্যৎ ধর্ম নববিধান
 ভারতের ঐতিহ্য, বুদ্ধ বা অগস্ত্য প্রভৃতি বৈদেশিক
 মহাপুরুষগণ ইশা, মূশা, মহম্মদ প্রভৃতির
 মতের সার মত সমগ্র করিয়া প্রকাশ
 করিয়াছেন । নববিধান ধর্মধর্মের বিধান
 বীমাংসা করিবেন । নববিধান হিন্দু মুসলমান
 খ্রীষ্টীয় প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়িকতার প্রাচীন
 ভেদ করিয়া সকলকে এক প্রণত করে আন
 করিবেন । এমন একদিন আসিবে নববিধান
 জগত নববিধানের আদর করিবে । দেশ ভেদে

আমাদের আচার ব্যবহার আদার পরিচ্ছন্নতা
যত্ন, থাকিবে কারণ তাহা জল বাতুর অবস্থা
হল্যারে এক হইতে পারে না কিন্তু প্রকৃত
আমাদের এক হইতে হইবে।

ঐশ্বরীশ্যাম নন্দবাব।

সমস্তিপুর।

সোমপ্রকাশ

৯৮-এ অগ্রহায়ণ সোমবার

স্বারশালনের অসহ্যব্যবহার দেখিলে আমাদের
পক্ষে বড় ব্যথা লাগে। স্বারশালন আমাদের অনেক
কর উপার্জিত হন। যদি মিউনিসিপ্যালিটির
কমিসনরগণ ইহা বুঝিয়া কার্য করেন, তাহা
হলে আমাদের বড় আনন্দের বিষয় হয়।
মিউনিসিপ্যালিটির সভাপণ যদি বেচ্ছাচারী হন
বে আমাদের স্বার ও পরসর শাসন উভয়ই
হান হইয়া পড়ে। মিউনিসিপ্যাল স্বারশালন
চলিত হইবার পর মিউনিসিপ্যালিটি হইতে
অনেক উপকার সাধিত হইয়াছে। এদেশীয়
কাল বে আদালতসকল, এক মিউনিসিপ্যালিটির
কলাপ দেখিয়া গভর্ণমেণ্টের তাহা বোধগম্য
হইয়াছে। লর্ড ডারিং নিজেই স্বীকার করিয়াছেন
এদেশীয় লোকের হস্তে মিউনিসিপ্যালিটির দিন
ন উন্নতি হইতেছে। আমরা সাধারণতঃ
মিউনিসিপ্যালিটির এই উন্নতি দেখিয়া যেমন প্রীতি
করিতেছি, কোন কোন মিউনিসিপ্যালিটির
বেচ্ছাচারিতা দেখিয়াও আবার ভেমনই ব্যথিত
হইতে হইয়াছে। এক ঢাকা মিউনিসি-
প্যালিটিতে ছোটলাটের অভ্যর্থনা লইয়া যে ব্যয়
হল্য করা হইয়াছে, তাহাতেই মিউনিসিপ্যালিটির
খ্যাতি বাড়িয়াছে। যদিও বারাকপুর মিউনিসি-
প্যালিটির ব্যয় বাহুল্য লইয়া অনেকই আন্দোলন
করিতেছেন। কোনও কোন মিউনিসিপ্যালিটির
কর্মসার ব্যয় এত অধিক যে, সেই অনর্থক ব্যয়
করিতে মিউনিসিপ্যালিটির ভাণ্ডার শূন্য
হইয়া যাইতেছে। এদিকে দেশের লোকের
তিগড়ে প্রাণ ব্যয়, কর্তব্যাক্ত পথে চলিয়া চলিয়া,
স্বয়ং কৃত বিকৃত হয়, চিকিৎসালয়ে ঔষধের
ভাবে রোগীর প্রাণ ব্যয়, উপযুক্ত সাহায্যের অভাবে
দেশের বিদ্যালয়গুলি উঠিয়া যায়, কোথাও মিউনিসি-
প্যালিটি কাহারও সহিত অনর্থক বিবাদ বাধাইয়া

উকিল মোক্তারের কি এবং গভর্ণমেণ্টের বিচারের
মূল্য বোঝাইতে বোঝাইতে সর্বদা হয় না।
আমরা এই সকল মিউনিসিপ্যালিটির সভাপণকে
বলি মিউনিসিপ্যালিটি নিজের মিন্ ব্যবহার রাখিবার,
অথবা প্রকার উপায় প্রতিস্থাপন করিবার স্থান নহে।
বাহারা কমতার উপযুক্ত ব্যবহার না জানিয়া কমি-
শনারের কমতা পাইরাছেন, তাহার প্রকৃত কমতা-
বান লোকের অমারিকতা ও ন্যায়পরতা দেখিয়া
শিকা লাভ করুন। আর একটা কথা আছে।
মিউনিসিপ্যালিটির আইন আতি উদারভাবে
লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কমিসনরগণ আইনের
অধর এবং তাহার কুটার লইয়া বিচার করেন,
আইনকর্তাগণের এরূপ উদ্দেশ্য নহে। উদার
ভাবে, সরলভাবে লোকের বাহাতে কল্যাণ হয় আট-
নের অর্থ সেই রূপই বুঝিয়া লইতে হইবে। আমরা
নানা স্থান হইতে মিউনিসিপ্যালিটি কমিসনরগণের
বিক্রমে পত্র পাইতেছি, তাই এখন এই করেকটা
কথা বলা আবশ্যক বিবেচনা করিলাম।

অপরাধী গিবন্স বুজি পাইরাছেন। হাইকোর্ট
কর্তৃক গিবন্স দণ্ডিত হইলে এংলো ইণ্ডিয়ান
সম্প্রদায় কেপিয়া উঠেন, এক বাক্যে এংলো
ইণ্ডিয়ান সম্বাদপত্রের সম্পাদকগণ বিচারক
রমেশচন্দ্রের নিদ্রাবাদ প্রচার করিয়া বলিলেন, বাবু
রমেশচন্দ্র আতি বৈবম্যের বশবস্তী হইয়া গিবন্সের
দণ্ড বিধান করিয়াছেন। পাঠক জ্ঞাত আছেন
অষ্ট্রিয় রমেশচন্দ্রের সহিত আর একজন ইউরোপীয়
জম গিবন্সের বিচার করেন। সেই ইউরোপীয়
বিচারক গিবন্সের ১ বৎসরের কারাদণ্ড দিবার
প্রস্তাব করেন। রমেশচন্দ্র সেই দণ্ডের অর্ধেক
দ্রুত করিয়া দিয়া গিবন্সকে ৬ মাসের অব্যাহতি
দেন। তথাপি এংলোইণ্ডিয়ান সমাজে জনরব
উঠে যে রমেশচন্দ্র পক্ষপাত করিয়া বিচার করিয়া-
ছেন। চিক অষ্ট্রিয়ের মিকট এই বিচারের পুনঃ
বিচার প্রার্থনা করা হয়। গিবন্স তাহাতে অকৃত-
কার্য হন। তারপর বড়লাটের মিকট তিন দিন
তিন খানি আবেদন পড়ে। যে জুরিগণ হাইকোর্টে
গিবন্সের পুনঃ বিচার করিতে আসেন, তাহার
একজ হইয়া ভারত গভর্ণমেণ্টের মিকট গিবন্সের
বুজি প্রার্থনা করেন। এংলোইণ্ডিয়ান প্রভুগণের
আর একখানি দীর্ঘ আবেদন গভর্ণমেণ্টের করতলস্থ
হয়। দ্বিতীয় আবেদন খানি একজন ইংরাজ-
বেলা ভোকাবোদ্রির ভারতসীমার প্রেরিত।
আবেদন তিন খানি পাইয়া ভারত গভর্ণমেণ্ট
কি বিচার করিলেন আমরা তাহা জানিতে পারি

নাই। কেবল স্বর্গীয় গভর্ণমেণ্টের মিকট এক
খানি পত্র অনিবার্যে তাহাতেই লেখা আছে
যে, হাইকোর্টের, মিকটগণের মতামতের ভার
গভর্ণমেণ্ট নিজ কর্তৃত্বের চাপন করিয়া গিবন্স
সাহেবকে অব্যাহতি দিলেন। হাইকোর্টে
বিচারে গিবন্স বন্ধ্যীর হইবেন। এখান বিচারপতি
বিচারকগণের দ্বার বাহান রাখিলেন। তারপর
হাইকোর্ট একবারেই গিবন্সকে অব্যাহতি দিয়া
পরামর্শ দিয়া বলিলেন—ইহার ভিতর ব্যাপারট
যে কি হইয়া গেল, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।
হাইকোর্টই বেন পরামর্শ দিলেন কিন্তু গভর্ণমেণ্ট
যে গিবন্সকে এক কথাতেই অব্যাহতি দিয়া
কেনিলেন তাহার কারণ কি? বেদন গভর্ণমেণ্টের
যে পত্র লেখা হইয়াছে তাহাতে কোন কারণে
উল্লেখ নাই, কেবল গভর্ণমেণ্টের কমতা প্রকাশ
আছে যাহা গভর্ণমেণ্ট কি কারণে গিবন্সকে অব্যাহতি
দিলেন আমাদের কি তাহা জানিবার অধিকার
নাই? যদি কেবল পারিশদগণের অহরো
বজাতিপ্রিয়তার অহরোহ, আর যেতা বিবেচনা
পার্ক্যের অহরোহই এই পক্ষপাতপন্থারণ কমতা
প্রকাশের কারণ হয়, তবে বলিব লর্ড ডারিং
গভর্ণমেণ্টের সহিত বেচ্ছাচারী মুসলমান গভর্ণমেণ্টের
অহরোহও প্রভেদ নাই। আমরা গিবন্স অব্যাহতি
পাইরাছেন বলিয়া কাতর হই নাই। গভর্ণমেণ্ট
অপরাধীর অবস্থা বিবেচনা করিয়া তাহার উপ
দখা প্রকাশ করিতে পারেন। কিন্তু তরুণবর
পিতার এক মাত্র পুত্র তিনকড়ি পাল যখন বড় লাটে
দয়ার প্রার্থী হইয়া প্রাণ তিকা করিলেন, দেশে
আবাল বৃদ্ধ বণিত্য যুবকের অন্য সমল নরনে কল
যের চীৎকার করিলেন, বড়লাট তখন সেদিকে
দৃষ্টি ক্ষতি রোধ করিয়া রহিলেন। আর একজন
ইউরোপীয় অপরাধী প্রকৃত অপরাধ করিয়া
একবার মাত্র অপরাধী। ‘শত্রুহীন’ হও। বড়লাটে
কল্পনা প্রার্থনা করিল, বড়লাট অবশিষ্ট উহার প্রা
সদয় হইয়া বর দিলেন, একি আতিবৈষম্য নহে
একি পক্ষপাতী নহে? একি স্বরহীনতা নহে? য
পরকালসত স্বর্গীয় আত্মা উপর হইতে পার্শ্ব মান
ক্রিয়া কলাপ অবলোকন করিতে সমর্থ হন, তা
তিনকড়ি পালের প্রেতাশ্র উপরে বলিয়া ডাকরিণ গভ
মেণ্টের উপর অবশ্যই অভিসম্পাত করিতেছেন
আমরা অধীন, ইউরোপীয়ের পক্ষপাত। আম
দের উপর দয়া প্রকাশ হূরের কথা, আইন বাহ
বিধান করিয়াছে, তাহা হইতেও সময়ে সময়ে ইংর
গভর্ণমেণ্ট আমাদেরগকে বকিত করেন। ইংর
গভর্ণমেণ্টের এরূপ পক্ষপাত কি সামান্য আক্ষেপে

যর । পিতৃ এক শতাব্দির দুর্ভাগ্য লাভ করুন
যরা তাহাতে আপত্তি করি না, কেবল পিতৃ
অবস্থার ক্ষতি পাইবার অধিকারী হইলেন, সেই
অবস্থার ভারতবাসী অপরাধী হইরা যদি গভর্ণ-
মেন্টের সুপারপাড হইতেন, তাহা হইলে আমাদের
নাঈক্যের আর কোন কারণই থাকিত না ।
সিদ্ধান্ত দশচক্র স্থাপিত হইরাছে । সেট চক্রে
পড়িয়া ভগবান—উকরিণ ভূত হইরা বসিয়াছেন ।
যে ধর্ম্মারমান বৈষম্যের চক্রে পড়িয়া ভগবান
মনসী ব্যক্তিও কর্তব্যহীন হয়, তবে প্রশংসাপ্রার্থী
উকরিণ বিচলিত হইরা অবিচার করিবেন
তাঁহার আর আশ্চর্য্য কি ?

ইংরাজ রেসিডেন্টের কর্তৃত্বাধীনে

রাজগণের অবস্থা ।

আমরা গত বারের মৌর্যপ্রকাশে ট্যালবট-কাহিনী
পূর্ণনাশলে ইংরাজ গভর্ণমেন্টের হস্তে দেশীয় রাজার
পূর্ণতির বিষয় পাঠকগণকে জ্ঞাত করিয়াছি । পোলি-
টিকাল এজেন্ট ট্যালবট সাহেব বিকানীর রাজার
ব্যক্তিগত হস্তগত করিয়া রাজাকে ক্রীড়ন করিয়া
পাখিবার চেঁচা করিতেছেন । দেখা দেখি অন্যান্য
রাজ্যের এজেন্টগণ সেই পন্থা অহসরণ করিয়া
দেশীয়ের রাজ্যে এজেন্টসাম্রাজ্য সংস্থাপনের
উদ্যোগী হইয়াছেন । রাজপুতানায় কালাওয়ার
রাজ্যে একটা ক্ষুদ্র রাজ্য আছে । মেজর ওয়াইলি
সেই ক্ষুদ্র রাজ্যের এজেন্ট । রাজা জালিম সিং
এই এজেন্টের লক্ষ্যবিন্দু কালাওয়ারের অধিপতি ।
রাজা একজন ইংরাজি-শিক্ষিত উদারনৈতিক যুবক ।
তিনি সাধামতে স্বরাজ্যের উন্নতি সাধন ও প্রজা-
তন্ত্রের কল্যাণ বিধান করিতে যত্নবান হইয়াছেন ।
কিন্তু এ যত্নে তাঁহার কি হইবে ? মেজর সাহেব
রাজ্যের সকল উন্নতির প্রতিবাদী, রাজার সকল উদ্য-
মেব বিরূপাবক, রাজার সমস্ত সমুদ্র তাঁহার চক্রে
মূল বিন্দু করে, প্রজাব কল্যাণসাধন তাঁহার অজ্ঞে
বিকটকের ন্যায় যন্ত্রণা দেব । ওয়াইলি সাহেবের
ইচ্ছা যে রাজা তাঁহার করতলস্থ থাকিয়া তাঁহার ইচ্ছা-
মত চলিয়া ফিরিয়া বেড়ান, কোন কর্তৃত্বকারী নিষেধ
করিতে হইলে, রাজা তাঁহার মুখাপেক্ষী হইয়া কার্য
করুন । ইহার কিস্কিন্দ্র ইতর বিশেষ হইলে
এজেন্টের অপ্রিয়ভাজন হইতে হয়, গভর্ণমেন্টের
বিষয়মানে পড়িতে হয়, রাজ্যপাঠ পরিত্যাগ করিয়া
পেনশনভোগী দাসের পদবী গ্রহণ করিবার আয়ো-
জন করিতে হয় । রাজা জালিম সেট ইতর বিশেষ
করিয়া মেজর সাহেবের বিরাগভাজন হইয়াছেন ।
যুবকবৎ অন্তরে ভবিষ্যতে যে কি আছে, তাহাও

অহসান করা যায় না । গতপ্রকার পাণ্ডে নামক
এক জন শিক্ষিত ও কার্যদক্ষ ব্যক্তিকে রাজা যন্ত্রি-
সভার সভ্য করিলেন । মেজর সাহেব এই সভাদ
পাইয়া রাজাকে লিখিয়া পাঠান যে “রাজা যদি
নিজের কাউন্সিলের নিমিত্ত কোন সভ্যকে নিজেই
নির্বাচন করেন, তবে ইংরাজ গভর্ণমেন্টের অধিকারের
উপর তাঁহার হস্তক্ষেপ করা হইবে ।” এই কথাটির
অর্থ কি, দেশীয় রাজার যন্ত্রী-সভার অন্য কোন
ব্যক্তিকে সভ্যপদে মনোনীত করিবার অধিকার
নাই কেন, আমরা তাহা কোন প্রকারেই বুঝিতে
পারিলাম না । নিজের সভার সভ্য নিজে নির্বাচন
করিলে রাজতন্ত্রের যে ভাঙা কিরণে হয়, তাহা আমা-
দের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আসিল না । আমরা আবার
ভুক্তি পাই মেজর ওয়াইলি রাজার সকল
কমতা হাস করিয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে এজে-
ন্টের কর্তৃত্বাধীনে রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন ।

আমরা ট্যালবট কি ওয়াইলি কোন বিশিষ্ট এজে-
ন্টের দোষোক্ত্য বা নিন্দাবাদ করিতে চাই না । সমগ্র
দেশীয় রাজ্যের রাজা ও এজেন্টদ্বয়ের সম্বন্ধ কি, তাঁহাদের
পরস্পরের অধিকার কি, তাহা নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন
হইয়াছে । কেবল তাহারই ভ্রম, গভর্ণমেন্টকে অহ-
রোধ করি যে, যে নীতি অবলম্বন করিয়া ব্রিটিশ গভর্ণ-
মেন্টের সহিত দেশীয় রাজাদিগের সম্বন্ধ নির্দিষ্ট
হইয়াছে, এজেন্টগণ তাহার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম ঘটাইতে
আরম্ভ করিয়াছেন । মেকলে এবং এল্‌ফিনষ্টোনের
কার্যকাল অতীত হইয়াছে । এক্ষণে অপরিণাম
দর্শী যুবক সম্রাটের তাঁহাদের স্থান অধিকার করিয়া-
ছেন । অভিজ্ঞতার অবতারস্বরূপ উল্লিখিত ইতি-
হাসবেত্তাগণের সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় রাজগণের মান সম্বন্ধ
চলিয়া গিয়াছে । এখন সামান্য প্রজাবর্গের যেরূপ
স্বত্বাধিকার আছে, প্রকাণ্ড রাজ্যধরের অধিপতি হইয়া
দেশীয় রাজগণের সে অধিকার নাই । সাধারণ
প্রজাগণের যে স্বাধীনতা আছে বড় বড় রাজ্যের
অধিপতিগণের সে স্বাধীনতা নাই । যে সকল ব্যক্তি
ইউরোপে কখনও কমতা বা অর্থের মুখাবলোকন
করিতে সমর্থ হন নাই, তাহারা সমগ্র ইংলণ্ডের সমান
এক একটা রাজ্যের সম্রাটের উপর আধিপত্য লাভ
করিয়া বসিয়াছেন, ইচ্ছাদের হস্তে কমতা ও ধনের
উপযুক্ত ব্যবহার হইবে কি প্রকারে ? বাহার পিতৃ
পিতামহ কখনও ভৃত্য রাখিয়া সংসারবাড়া নির্বাহ
করিতে পারেন নাই, লক্ষ লক্ষ প্রজা তাঁহার
ইচ্ছিতে উঠিবে বসিবে, রাজসভানগণ তাঁহার ইচ্ছার
চলিবে ফিরিবে, এমন অবস্থার রাজা শাসনের সুশৃ-
ংখলা হইবে কি প্রকারে ? শিবজীর বংশ যদি
একজন কামার কুমারের কর্তৃত্বাধীন হন, রণজিৎ

সিংহের বংশ যদি একজন কৃষকের কামারী হন, ব্রি-
টিশ প্রিন্সিপালিটিয়ান যুবকের, কৃত্তবংশ হন, আব-
ইংরাজ গভর্ণমেন্ট যদি ইচ্ছাকৃত, কার্য্যকারী
বিচার না করিয়া দেশীয় রাজ্যে গুলিকে তাঁহাদের
হস্তে অর্পণ করিয়া নির্ভিক থাকেন, তবে আর রাজ-
গণের প্রতি সম্বাদহারের সভাবনা কি ? আমরা
ভারতগভর্ণমেন্টকে বার বার অহরোধ করি গভর্ণমে-
ন্টের সুপতিগণের স্বত্বাধিকার রক্ষা করিবার
বিশেষ মনোবোগী হউন এবং উপযুক্ত সো-
বাছিয়া তাঁহাদের হস্তে দেশীয় রাজাদের পর্য্যবে-
শের ভার অর্পণ করুন । আমরা ইতিপূর্বেই বলিয়া
বর্তমান পবলিক সার্ভিস কমিসনে এই প্রস্তাব উ-
ত্থাপন করা হউক । পবলিক সার্ভিস কমিসন কেন
খাল ইংরাজ রাজ্যের কার্য্যপ্রণালীর অহসকান কবি
যদি দেশীয় রাজাব এজেন্সি গুলিকে খোলাচা
হইতে দেন, তাহা হইলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এ
দিকের কলঙ্ক সমানভাবে বিদ্যমান থাকিবে ।

বঙ্গীয় পুলিশ বিষয় ।

ইতিহাসবেত্তা মেকলে বাঙ্গালীর উপর
ভাষ্য দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া লেখনী বরিয়াছেন
এংলোইণ্ডিয়ান সম্রাটের ছোট বড় সকল
সেই ভাষ্য অহসরণ করিয়া বঙ্গদেশের শাসনকা-
নিযুক্ত হইয়াছেন । বাঙ্গালী জালিয়াত বাজা
জুয়াচোর, বাঙ্গালী প্রতিভংসানী, বাঙ্গালীর ন-
অন্তর্ননা, অভ্যচারী বলহীন বিবাক্ত প্রা-
তিভূতনে আর দাঁখিল পাওয়া যায় না । অ-
হস্তক্ষেপে মেকলে সাহেব বাঙ্গালী জাতির অন্তে
ক্রিয়া সমাধান করিয়া গিয়াছেন । প্রায় সম-
এংলোইণ্ডিয়ান সম্রাট সেই একদেশধ-
ইতিহাসবেত্তার শিষ্যে দীক্ষিত হইয়া এ-
চিত্তে নেকলে মন্ত্রের উপাসক হইয়া দাঁড়া-
রাছেন । মেকলে সাহেবের সেই একদেশধ-
বৃত্তি সকলের প্রতিবাদ করা আমাদের
প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে । তাঁহার যে সব
বিজ্ঞানশিক্ষণী শিষ্যামূলিকা মেকলে—ম-
উপাসক হইয়া বাঙ্গালীর শাসনচরমে দৃঢ়
হইয়াছেন, তাঁহাদের জ্ঞাতবৈরিতার ব্যাঘা কব-
আমাদের উদ্দেশ্য নহে । বাঁহারা আমা-
বিরুদ্ধে তাঁহারা আনাদিগকে পশুভাবে দ-
করিলেও আমাদের দ্বিকাক্তি করিবার অধি-
নাই । কেবল পোষণ, কেবল পীড়ন, কে-
হুণা ভাঙ্গিবার ভিতরে বাস করিয়া বাজা
যে মেকলে-পন্থীদিগের নিষ্ঠা মদ্রব্য দেখাই

[illegible][illegible]

১০৮
 ১০৯
 ১১০
 ১১১
 ১১২
 ১১৩
 ১১৪
 ১১৫
 ১১৬
 ১১৭
 ১১৮
 ১১৯
 ১২০
 ১২১
 ১২২
 ১২৩
 ১২৪
 ১২৫
 ১২৬
 ১২৭
 ১২৮
 ১২৯
 ১৩০
 ১৩১
 ১৩২
 ১৩৩
 ১৩৪
 ১৩৫
 ১৩৬
 ১৩৭
 ১৩৮
 ১৩৯
 ১৪০
 ১৪১
 ১৪২
 ১৪৩
 ১৪৪
 ১৪৫
 ১৪৬
 ১৪৭
 ১৪৮
 ১৪৯
 ১৫০
 ১৫১
 ১৫২
 ১৫৩
 ১৫৪
 ১৫৫
 ১৫৬
 ১৫৭
 ১৫৮
 ১৫৯
 ১৬০
 ১৬১
 ১৬২
 ১৬৩
 ১৬৪
 ১৬৫
 ১৬৬
 ১৬৭
 ১৬৮
 ১৬৯
 ১৭০
 ১৭১
 ১৭২
 ১৭৩
 ১৭৪
 ১৭৫
 ১৭৬
 ১৭৭
 ১৭৮
 ১৭৯
 ১৮০
 ১৮১
 ১৮২
 ১৮৩
 ১৮৪
 ১৮৫
 ১৮৬
 ১৮৭
 ১৮৮
 ১৮৯
 ১৯০
 ১৯১
 ১৯২
 ১৯৩
 ১৯৪
 ১৯৫
 ১৯৬
 ১৯৭
 ১৯৮
 ১৯৯
 ২০০

চট্টগ্রামের মাজিষ্ট্রেট অফিসের মাজিষ্ট্রেট
 সনকে যেসব ফরমাশ করা হয়েছে। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দ
 সনকে আইনকোটের টেন্ডার বিক্রয় করিয়া সকল
 আর্ডার হাইকোর্টে, তাহাতে কোনও প্রকার আইন
 নীতি এই মাজিষ্ট্রেটের অবদানমূলক ভাবে বিস্তারিত
 করা গিয়াছে। ১. অফিসের যেসব ফরমাশ
 করা গিয়াছে। এবং আসামী কারাগারের অবস্থা
 বিবেচনা করিয়া, তাকিম বিধি বিবেচক হইয়া
 তাহা উইলে অন্যদিকেই দু'কড় পুত্র
 হইয়াছে। (কর্তব্য মাজিষ্ট্রেট উপস্থাপন)।
 রিচার্জের প্রকার প্রকার এবং ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দ
 মাজিষ্ট্রেট অফিসের হাইকোর্টে এই সকল আর্ডার
 বিচারক হইয়া থাকিবে। ইহাদের রিচার্জের সময়
 হইয়াছে। মাজিষ্ট্রেট করিতে পারিবে।
 মাজিষ্ট্রেট অফিসের যেসব ফরমাশ করা গিয়াছে
 তাহা বিচারক হইয়া থাকিবে। ইহাদের রিচার্জের সময়
 হইয়াছে। মাজিষ্ট্রেট করিতে পারিবে।
 মাজিষ্ট্রেট অফিসের যেসব ফরমাশ করা গিয়াছে
 তাহা বিচারক হইয়া থাকিবে। ইহাদের রিচার্জের সময়
 হইয়াছে। মাজিষ্ট্রেট করিতে পারিবে।

হইয়াছে তাহার আর একটি কারণ পুলিষ। পুলিশ কে কৌশলবীরী বকদ্দার উপস্থিতিমান বলিলেও অস্বীকার কর না। কোন সমাজ কারণে কেহ বা কাহারও সহিত বিবাহ করেন, পুলিশ সেই বিবাহে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব মিলা বকদ্দার আলাইয়া বেন, কাহাও সহিত বচনা ও বনাদির হইলে পুলিশ তাহারে বোধবিদ্যা দারপিতে বকদ্দার খাড়া করেন, পুলিশের প্রত্যেক কর্মের ক্ষমা নিবৃত্তি না করিতে পারিলে বকদ্দার কিছু ভরতর হইয়া উঠে। কেহ কাহার উপর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার ইচ্ছা করিলে পুলিশের আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখানে বকদ্দার কবিবার পরিচালিত হয়। বক্তাবি আইনের বিশেষ দ্বারা অস্বাভাবিক করিয়া চুরি, যখন, জাল এই সকল বকদ্দার দ্বারা সাজ করা হয়। এক দিন উদ্ভিষ্ট ব্যক্তিকে চালানিয়া পুলিশ রিপোর্ট করিয়া বসেন অর্থাৎ হইয়াছে হইতে আওল অসিয়া উঠে। শাস্তিরক্ষকগণ এইরূপে চতুর্দিকে অশান্তির বীজ বিকিণ্ড করিয়া বিবুদ্ধে অস্বাভাবিক করে, মাথলা বকদ্দার বৃদ্ধি করে দেশের শরণ শত্রু হইয়া ধনবানের ধন, দরিদ্রের ভরণ্যস চুরির দ্বারা পাঠাইয়া দেয়। যেখানে অস্বাভাবিক দেশবাসীর অর্জুনে হয় পুলিশ সেখানে হইতে অস্বাভাবিক হয়। লুণ্ঠা হাঙ্গামার সময় পুলিশ থানাঘরের দ্বারা ক্ষয় করিয়া বলিয়া থাকেন। নাকি শেষ হইলে যখন অস্বাভাবিক লুণ্ঠা গাড়িয়া আত্মনাদ করে, পুলিশ তখন লাই সোটা লইয়া শাস্তি রক্ষা করিতে যান যেহেতু ভিতরে কোথাও একটা খুন, কি বড় রকমে একটা চুরি, সিঁদ বা দস্যুবৃত্তি হইলে লাল পাক কেবল রুল হুইয়া বাহাদুরী দেখাইয়া থাকেন দোষী ব্যক্তি। উপর পড়ন হয়।

শেখী ব্যক্তি অব্যাহতি পাইরা কর্তব্য ধঃ
পুলিষের হস্তরোধ করেন । এইরূপ অকাব্যক
অগ্রাহ্য পলিষের হস্তে নেত্রেৰ শাস্তিঃ

পূর্বে গ্রামের মধ্যে যে বিবাহ বিবাহ উপস্থিত
এত গ্রামের মধ্যে ও কতিপয় ব্যক্তিগণ তাহার
মাংসা করিয়া দিচ্ছেন। পুলিশের নিকটে গমন
কিতে লোকের মনে শঙ্কা উপস্থিত হইত।
এমন ইচ্ছা লোকেরও নে হয় নাই। পুলিশ
বাল্যলসার সকলেরই পার্শ্বেই হইয়া থাকিরা-
ন। ইচ্ছা লোকে পুলিশকে ভয় করা হুয়ে
ক, পুলিশে সেলে সুবিধারক মকদ্দমা রচনা
এই বার, এই বিবাহ তাহার মনে দৃষ্টান্ত
গাছে। মাজিষ্ট্রেটগণ পুলিশের কথা অগ্রাহ্য
বিবাহ মকদ্দমার বিচার আরম্ভ করিয়াছেন। এই
আমক অবস্থার মকদ্দমার সংখ্যা এবৎস
আরও বৃদ্ধি হয় নাই এদেশীর লোকের
ক মকদ্দমাই তাহার কারণ। রাজাসী যদি শাস্ত
কতি না হইলেই এতদিনে মাংসা মকদ্দমার
মাদের বংশ লোপ হইয়া বাইত। বঙ্গদেশে
লিবার যেমন অভ্যাচার বিলাতে যদি নেই
কি, তাহা হইলে দিন দিন রাষ্ট্রদ্রোহ ও নরাজ
র উপস্থিত হইয়া ইংলণ্ডবাসী বিপর্যস্ত
হইতেন। ইংলণ্ডে বেরপ পুলিশের শাসন,
দেশে যদি তাহার অর্ধেক হইত কোমলারী
মকদ্দমা চালাইবার অল্প সম্ভবত্বকে মাজিষ্ট্রেট
বাহ্য ও নিবৃত্ত কনিত হইত না। বঙ্গবাসী মিতা
প্রকৃতি, শাস্ত মকদ্দম এবং উদারচরিত, তাই
ইংলণ্ডিগণের যথেষ্টা বলিয়া চলিয়া বাইতে
এন কিছু মকদ্দমা বৃদ্ধির প্রকৃত কারণ কে, গোম
তাহা তাঁহাদের আনিত বাকি নাই।

上巻(1967) 中巻(1968) 下巻(1969)

কবি বাঁধকা ধোরকা সুসীতং কুর্বা সুকৃতে ।
 বার্থ্য্য চতুর্বিধা ভব বরং পোহুতনো নির্ধন ।
 অর্থ্য্য কবি বাধিয়া ধোরকা এ সুসীত
 একে এই চারিটা কৈন্দোর কাব । - ইহাভের
 মধ্যে আশাবের গোহুতি, সেই জন্ম আশরা
 বৈশা । পদ্মপুরাণ, অর্থবৈবর্তপুরাণে বহু
 সময় বে নায়েই বেধি বা কোন গোপজাতিদে
 বৈশ, জির আর কিছুই বেধিতে পাই বা । সত্যনাথ
 সত্যজের অবহেলার বর্তন কালে পুত্রের মার
 বিবেচিত হইতে পারেন কিন্তু সত্যনাথ সত্যজের
 অন্য কখনও কোনও কারনে , সত্যজ
 মধ্যে পতিত হয় নাই । এখন চেতী করিয়া
 এই সত্যজুতি পড়ান সাধু ব্যাখ্যাত্তী বিবীত
 কাহিতে পুত্র অবহেলার চেতী করা কি অবশ্য
 কার্য্য নহে ?

[illegible]

কেন্দ্র কার্যনির্বাহী
নির্বাহক

बौद्धिक-वैशेषिक विभाग ।

সাক্ষরতা—সর্বপ্রকার স্বাক্ষরকার বিঃ এ, বেদ
 দ্বাঃ কল্পকথার মত স্বাক্ষরকার পাওয়া এখন
 কালী হইলেন। ওপুণী, বাজিঃ ও কলেঃ তার
 নাম বরিক স্বাক্ষরকার হইল হইলেন। সি, পি, এ
 মেকলে নাটাইব বাঃ দ্বাঃ স্বাক্ষরকার আবার সে
 টারী হইলেন। হরমসিংহের ওপুণী বাজিঃ
 কলেঃ কালীকিন্দর, সেন, বোকাধারিত্তে বরলী
 লেন। হরলী এভেন্ট বাজিঃ ও কলেঃ কলেঃ
 যে সাক্ষর জিন মালের ছুটি পাইলেন। হরলী
 বাবের বাজিঃ ও কলেঃ জিন সাক্ষর স্বাক্ষরকার বা
 টেট হইলেন।

[illegible]

স্বাক্ষরিতঃ
 প্রকল্প পরিচালক

[illegible]

কাজী ত একটা অল্প বয়স্ক বামিক। এক
 পরমা, কি হুজুর, কি সিকি পাইলেন মাক
 চোক হইতে আর মুক্তি মুক্তি পরমা হুজুর
 সিকি বা হুজুর করিতে প. ১. ১. এখন হে

‘ସ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ’ ।
 ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଏକଜନ ପୁରୋହିତୀ ଶ୍ରୀମତୀ

এই বৎসরের পোষাই রাজ্যের ত্রি-উ

করি বঙ্গদেশের রোডমিউনিসিপালিটি ইন্সটিটিউট
দেওয়া হইবে। এর ডিরেক্টরগণের আদায়কৃত
অর্থস্বত্ব কোন উদ্যোগেরই হইবে না।

ইংলণ্ডে বিতারিত চৌজিক সংস্কার দিন 'ব
বল্লভ' আইন 'কালে' 'কীর্ত্তন' 'বল্লভ'।

একটা রান্ধনী মামবীর কণ্ড, গুহ্ম, ১৮৮৬
কেরেটা অমোহ। কিন্তু কোথায় করিল।

ক্যাটিনা দেবী ১২ বছর বয়সেই বিবাহ সম্পন্ন করেছিলেন।

বাহির করে, অল্পকষ্টে পরীরেব, রক্ত মিশ্রণ
 হইলে সে জাহাজ একটা, গুলির ঢেলি
 দেয়। সে স্বীকার করিয়াছে যে ভেদগ আমে
 পাইবে বলিয়াই সে গুলি করিয়াছিল।

টান মেলিয়ার পূর্বে নিকে একটি অর্গের খনি
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ।

আগামী বৎসর মহারাজী অর্ন্ত আরল্যাণ্ডে
যাত্রা করিতে যাইবেন । মহারাজীর সাক্ষাৎকার
করিয়া অনেক বিদ্রোহী নিম্নত হইতে
পারে ।

এসিয়া রাজ্যে নিম্ন হইয়াছে যে সৈনিক
ভাগের সব জলটান পদধারিগণ ১২৫
উপার্জন করিতে না পারিলে বিবাহ
করিতে পারেন না । কাণ্ডেম্বিগের বিবাহের
না বার্ষিক ৭৫ পাউণ্ড বেতনের প্রয়োজন ।

চিম্বপেট্টু বেলন, কুলপেরির রাজার বেতন
৩, ভারতের বড় লাটের বেতনও তত নির্ধারিত
হইছে ।

আমরা শুনিয়া হুঃখিত হইলাম, মৃত ভাস্কর
কনোহন বাল্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা নিঃ, কালী-
নাথন বাল্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু হইয়াছে ।

কলিকাতা হাইকোর্টের ট্যাভিং কাউন্সিল
চলি সাহেব করিয়া আসিয়াছেন । এত দিন
ভালিউ, সি বেনার্সি জাহায কাৰ্য্য
করিতেছিলেন ।

উলুবেড়িয়ার ডেপুটী মাজিস্ট্রেটের উপর
নেকে বিরক্ত হওয়া জাহার বিক্রেতা আবেদন
করিয়াছিলেন । হুজুরকে বোধ হয় আবার
মানুষের গমন করিতে হয় ।

কারসিমশে বেমন আজগুবি কাণ্ড সম্পন্ন হয়,
মমন আর কুত্রাপি হয় না । কালগানী কতক-
লি লোক অবিবাহিত পুরুষগণের উপর কর
নির্দিষ্ট কবিবার প্রস্তাব করিয়াছেন । জাহার
লেন এরূপ করেব সৃষ্টি প্লেটোর সময়ে হই-
য়াছে । পূর্নকালে বোনে অবিবাহিত পুরুষ-
গণের বড়ই দুর্দশা ছিল । রমণীরা ইহা বিগত
সংখ্যিত পাইলে হারকিউলিসের মতেরে লইয়া
গয়া উত্তম মধ্যম প্রহার দিতেন । আনন্দের
কান সহযোগী বেলন, মালাবারি, কি ভারত-
গণে বিবাহিত পুরুষগণের উপর কর নির্দিষ্ট
করিতে পারেন না ? বাল্যবিবাহ এবং বিবাহ-
কর্জন এই দুইটাই বিবাহ বিষয়ের অত্যন্ত দোষ ।
এই দুইটা দোষের জন্য লগান অপরাধের ব্যবস্থা
হওয়া কর্তব্য ।

বড় লাট বলেন যে, রাজস্ব-কমিটির সভাপতি
হুজুরের ন্যায় কামড়াইতে আর চীৎকার করিতে
পারে । ইহাদের দংশন অপেক্ষা চীৎকার
আরও অনিষ্টকর । কি চমৎকার সত্যতা ।

একজন হাইড্রাবাদ সৈন্য ২০ জন ডাকাইত
বধ করিয়া তাহাদের দলপতি মাপাইনকে অবরুদ্ধ
করিয়াছে ।

ত্রিপুরা-জমিদারী কোন পক্ষি বলেন, ত্রিপুরা
রাজ্যে এক প্রকার বৃক্ষ আছে তাহার বহুল দেশীয়
কটীর জায় সুখাদ্য ।

সত্যনামাজ মায়েই চাকরির বাজার বড় দুর্দশা
হইয়া পড়াইয়াছে ! বিলাতের একটি পুস্তকালয়ে
পুস্তকাধিকার পদধারি হওয়ার, তাহার জন্ত ১২৫০
খানি দরখাস্ত পড়িয়াছে ।

এসিয়া খণ্ড দিখিজয় করিয়া করাসীরা যে সকল
লুণ্ঠন সামগ্রী আহরণ করিয়া আনিয়াছেন, একটি
পক্ষী তদ্বধ্যে বিশেষ আশ্চর্যজনক । পক্ষীটি সকল
প্রকার শব্দের অমুকবণ করিতে পারে । পণ্ড, পক্ষী
অথবা মনুষ্য, সকলেরই কণ্ঠস্বর মুহূর্তের মধ্যে আরম্ভ
করিয়া শব্দ করিতে পারে ।

বিখ্যাত ফরাসী অভিনেত্রী সারা বার্গাটের কস্তা
মরিন বার্গাট, এম ল্যাঙ্ক লোইন্ নামক একজন
ফরাসি যুবকের সহিত বাহুবুধে অদলান্ত করিয়া-
৩০) ইউরোপে এ সন্ধ্যাটী বিশ্বকর হইতে পারে
কিন্তু ভারতবর্ষে রমণীর বীরত্বের কিছু অসম্ভাব
দেখা যায় না । সে দিনও "হুকাবে দরিয়া পারে
জানেনা অওয়ান" বলিয়া এই ক্ষীণ বাজালীর
দেশেও একজন রমণী মনুষ্যে সকল ঘোড়াকে
আলোচন করিয়াছিলেন ।

চোবের বিবাহ—কবিয়ায় চোরের একটি সন্তান
সম্প্রদায় আছে । একজন চোবের কস্তাব বিবাহে
চোর সম্প্রদায় নিমন্ত্রিত হয় । পুলিশ এই সন্ধ্যা
পাইয়া দস্তাসম্প্রদায়কে আটক কবিবার বড়যন্ত্র
করেন । দস্তাদল অজ্ঞান ছিল । কিন্তু বৈবাহিক
আমন্ত্রিতগণের মর্যাদা বক্ষা করিবার জন্য অজ্ঞ লইয়া
অগ্রসর হন । দস্তাদল বৃত্ত হইয়াছে ।

আরল্যাণ্ডের বিখ্যাত অধিনায়ক জার্গেল বলিয়া-
ছিলেন, আমার মত এই যে, ভাবতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য
ভিন্ন ভিন্ন অংশ আপন আপন শাসনকায্য
সম্পন্ন করুক । সন্ধি বিগ্রহ বিধে গবর্নমেন্ট ভাবত-
বাসীর মতামত লটবা কায্য করুন ।

রাজস্বসমিতি স্থির করিয়াছেন সামরিক বিভাগে
প্রধান কার্যালয় সিমলায় স্থাপিত হইবে । অনেক
গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামরিক আপিস উঠাইয়া দিয়া হেড
কোয়ার্টারে তাহাদের কায্য সম্পন্ন হইবে । কলি-
কাতার কেবল মিলিটারী সেক্রেটারী, একাউন্টেন্ট
জেনারেল, সার্জন জেনারেল, ডিরেক্টর জেনারেল
অব অর্ডেনান্স এবং কমিসিবি জেনারেল আফিস
গুলিই কলিকাতায় থাকিবে । প্রেসিডেন্সি কমাণ্ড

গুলি উঠাইয়া দিয়া ভিবিজনাং ডিষ্ট্রিক্ট এবং ডিগেণ্ড
কমান্ড গুলির বন্দোবস্ত করা হইবে ।

গত বৎসর বঙ্গদেশে ১৬ লক্ষ মনুষ্যের জন্ম হই-
য়াছে এবং ১৫ লক্ষ লোকের মৃত্যু হইয়াছে । এবং
বৎসরে ১ লক্ষ লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে । এই
সকল বালক বালিকার জন্ম বঙ্গদেশে প্রতিদিন
অন্ততঃ ১২৫৫ মন হুজুর আবশ্যক । প্রতি মাসে
১ লক্ষ ৫০ হাজার মন হুজুর চাই ।

রিজ এণ্ড রাইট বলেন বিষ্ণুপুরের রাজার মৃত্যুর
পর জাহার দুইটা পুত্র গবর্নমেন্টের নিকট মাসিক
৮০০ শত টাকা বৃত্তি পাইয়া কথঞ্চিৎরূপে মান সম্মান
বজায় রাখিয়া চলিতে ছিলেন । এক্ষণে জোষ্ঠ জাহার
মৃত্যু হওয়ার গবর্নমেন্ট ৫০০ শত টাকা বৃত্তি করিয়া
ছেন । কনিষ্ঠ জাহার উপর এখন বিষ্ণুপুর রাজ্যের
বহু রাজপরিবারের ভরণ পোষণের ভার পড়িয়াছে
তিনি সেই ভার বহন করিতে অক্ষম হওয়ায়
সম্প্রতি ভারত গবর্নমেন্টের নিকট অপরাধ ৫০০ শত
টাকা ভিক্ষা করিয়াছিলেন । ডিষ্ট্রিক্ট আফিসরগণ
করিয়া রাজার এই আবেদনের পক্ষ সমর্থন করিয়া
গবর্নমেন্টকে রাজার প্রার্থনা গ্রহণ করিতে অনুরোধ
করেন । বড় হুঃখের বিষয় গবর্নমেন্ট তাণ্ডা অগ্র-
কবিয়াছেন । আমরা এত দিন ভুগরিণ গবর্নমেন্টের
বাস করিতেছি কিন্তু বড় লাটকে কখন
দয়ার পথে পদার্পণ করিতে দেখিলাম না । নিশ্চয়
গবর্নমেন্ট নীতিপব্যরণ হইলেও প্রজ্ঞান প্রীতি
ভাষন হইতে পারেন না ।

বোখাইবাসী পার্সীরা পারস্যের সাব সর্ভা
কিঞ্চিৎ অধিক আত্মপতা কবাব, কোন উৎসাহ
সেংগী জিজ্ঞাসা কবিল, পার্সীরা ইংলণ্ডের প্র
অথবা পারস্যবাসের প্রজ্ঞা ? সহযোগিতা
কখন এক বিলুপ্ত উদ্যোগ অধিকারী জন, হ
হইলে বৃত্তিতে পারিবেন পার্সীরা কাবাব প্রজ্ঞা

আমাদের দেশে সচরাচর বাস্তবতায়
কেবল পুরুষেই বমণী সাজিয়া অভিনয় করে ১৭
ধিবেটার গুলিতে ভেদনি কেবল পুরুষেরাই অভিনয়
কর্তা, চীন থিয়েটারে বাজালীর পিবেট নেন ন
বাজারে বোলা, পুরুষ সাজিয়া অভিনয়
না । কলিকাতার এই কলঙ্ক কত দিনে দূর হইবে

ব্রিট্‌লিংটনে গ্রেট ব্রিটিশ নামক স্থান
দল মেব একটি শস্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া ২৭
সমগ্র শস্য উদরসাৎ করে । ভাস্করাণ্য ম
৩০টী উদর কাটিয়া মৃত্যু হয় । ভেংগী
বাস্তবনীতিবেত্তাগণ কি এই সম্বন্ধে শিক্ষালাভ
বেন ?

বজ্রহেথের কোন্ কোন্ সন্ধানপত্র দ্বিবা মূল্যে
ইতিহাসগোষ্ঠেট পাইতে পারেন, তাহা আপন
করিবার জন্য ভারত গভর্নমেন্ট বেঙ্গল গভর্ন-
মেন্টকে লিখিয়াছেন। ভারত গভর্নমেন্টের
উদ্দেশ্য সন্তোষজনক।

আমরা শুনিয়া মুগ্ধিত হইলাম ঈনতী আমল
বাই বোবী বোবাই মগরে পীড়িত অবস্থায়
স্থিত্যছেন। আমরা তাঁহার আরোগ্য সন্ধান
পাইবার জন্য উৎসুক হইয়া রহিলাম।

কোন বিলাতি সন্ধানপত্রের সম্পাদক লিখিয়া-
ছেন:—আফগানিস্তানে এখন শত্রুভাবে না
দেখিয়া বন্ধুভাবে দেখা ইংরাজের বেকর্ভব,
তাহা গভর্নমেন্টে সুস্থিত পারিয়াছেন।
আফগানিস্তানের সহিত ইংরাজের যে সন্ধি হয়
তাঁহার মূল বন্ধুত্বময়। এই জন্যই অ.ক
গানেরা ইংরাজকে বড় একটা বিশ্বাস করে না।

ইংরাজাধিকারের পর ক্রমে দুইটা মনের
পৃথি হইয়াছে। এক হল রাজতন্ত্র ইংরাজবন্ধু
মার এক হল রাজজোহী ইংরাজশত্রু। রাজতন্ত্র
মনের দুই দিকেই রিজার্ভ, তাঁহার। যে ইংরাজের
সেবা করিতেছেন, সে ইংরাজই তাঁহারের রক্ষা
করিতে পারেন নাই, পক্ষান্তরে রাজজোহীগণ
তাঁহারের উত্তর বর্ধিত অভিচার করিয়া থাকেন।
রাজজোহীগণের উৎপাতে ইংরাজও আলাতন
হইয়া পড়িয়াছেন। রাজতন্ত্রগণ এখনও আশ্বস্ত
হইয়া আছেন যে, ইংরাজ সবল হইয়া তাঁহার-
ের রক্ষা করিতে পারিবেন। রাজজোহীগণের
বর্ধন যে ইংরাজের উত্তর হইয়া শীঘ্রই দেশ
চালাগ করিয়া যাইবেন।

ইংরাজ মিউনিসিপ্যাল কমিসনরগণের মধ্যে
বি কেহ উপযুক্ত লোক থাকেন, তাহা হইলে সহর
মলী মিউনিসিপ্যালিটির ভাইসচেয়ারম্যান হইনো
মতবৈধ সেই ব্যক্তি বটে, হইনো সাহেবের মায়
উপযুক্ত কার্যদক্ষ, সন্ধান লোক সমগ্র মিউনি-
সিপ্যালিটির মধ্যে বিরল। সম্ভ্রুতি চতুর্দিকে
লাঠীটা রোগের আতঙ্কিত হইয়াছে। সহর
মলীর কলারারে'গগন ব্যক্তিগণের সূচিকিৎ-
ার জন্য হইনো সাহেব মিউনিসিপ্যালিটি হইতে
ইজন তাকাব নিযুক্ত করিবার জন্য প্রস্তাব
কারিয়া পাঠাইয়াছেন। কেবল প্রস্তাব করিয়াই
কি কান্ড হন নাই। সমূহ বিপদ বুঝিয়া তিনি
ই প্রস্তাবটী প্রোচা হইবে স্থির করিয়া
এই একজন সুবক কলার-টিকিংসব নিযুক্ত
করিয়াছেন।

বাবু মোহিনীমোহন বর্ধন ত্রিপুরা রাজ্যের
কর্তৃত্ব ভাব গ্রহণ করিয়াছেন। মোহিনী বাবুর
অস্থিতিতকালে বাবু শিবচন্দ্র অ ইচ তাঁহার স্থলে
করিবেন।

পৃথিবীতে বড় পুতুল আছে তথ্যে দেখুনিকো
মামক বেশের পুতুলটী সর্বাটপকা হুহু ১০ টকা
উচ্চ ছত্রিশ ফিট, এক ফুটের সীমা হইতে দ্বিতীয়
বৃদ্ধ পর্য্যন্ত ১৮ ফিট এবং ঘেঁহেন ১৮ ফিট।
ইহার ভার ১০০ টন। পুতুলটীর উত্তরের দ্বার
দুইটা হুহু বর্ধ আছে। তাঁহার ভিতরে জল
পূরিয়া রাখা হয়। এই পুতুলটী তথাকার অধি-
যানিগণের বন্ধুত্ববোধ।

বাজমসমিতি আগামী জাহ্নবা বি মাসের পূর্বে
রিপোর্ট লেব করিতে পারিবেন বলিয়া বোধ
হয় না।

ডোম সেক্রেটারি মি. এ ম্যাকিলি সাহেব
একদা আসামের চীফ কমিসনর হইয়া ছুটি
লইয়াছেন।

১৭ই জাহ্নবা হটত মল্লী এলাহাবাদে ও
কলিকাতা সহরে কেরানীগণের পরীক্ষা হইবে।
এবার উত্তর পশ্চিমে ৬ জন এবং বজ্রহেথ ৯ জন
কেরানী নির্বাচিত হইবে।

মাস্তাজ ইন্টিনসিটি'র সে নট মিঃ প্রাণ্ডককে
এল এল, ডি উপাধি দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

বড়লাটের অকর্ষনার জন্য নিবাসনব রাজ্যে
২ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবার কথা ছিল। একদা
ইহার আরও অধিক ব্যয় হইতে বলিয়াছে। নিজ ম
আব এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিবার আবেদন করিয়া-
ছেন। সুবক নবাব এই ব্যয়বাহুল্য প্রাচী সন্দেরই
অপ্রীতিজনক হইবেন।

ডায়ের দিকে ইংরাজের বে টেলিগ্রাফের তার
আছে, বন্যহস্তীতে তাহ কাটিয়া দিতেছে।
বন্দপণ্ড পর্য্যন্ত ইংরাজের শত্রু হইয়া বাড়াই
রাছে।

পাইওনিয়ারের একজন সন্ধানদাতা তারে
সন্ধান দিয়াছেন যে, অনেক দিন হইতে ডায়ের পাণ্ড
ভাব অবলম্বন করিয়াছিল। একদা স্থানীয়
বাৎসরীগণ পরস্পর বিবাদ আরম্ভ করিয়াছে।
১৫ই নভেম্বর খাটা নামক স্থানে কতকগুলি সৈন্য
পাঠান হয়। একশত কৃষিক সৈন্য শিবির
সন্নিবেশ করিয়াছে শুনিয়া রাজ্যে ইংরাজ
তাহা আক্রমণ করে। তাঁহার। একজন
শত্রুকে ধর করিয়া ভিতরে আবেশ করে, রক্ষক-

বিপ্লবের বহু আলাইয়া বেব। এবং ২ জন পঞ্জা
সৈন্যের আশ সংহার করে।

জর্জেরি বে জীভের জর্জেরি জর্জেরি জর্জেরি
হইবে। চতুর্দিকে সন্দের আবেদন হইতেছে।
সুর্দগেরিয়ার জন্য এক বড় সময় সন্ধ্যা সন্ধ্যা মত,
অতিবিশ সন্ধ্যা সন্ধ্যা দ্বিগুণ সামরিক পো.তে
কর্ম করিতেছে। সৈন্যের রক্ষা বোলাইব
জনা চতুর্দিকে চোকা হইতেছে।

১৮৮৫ সনের শেষে গণনা করা হইয়াছে
যে, মারিচ বীপে এক লক্ষ ১২ হাজার ৪শত ৮৭ জন
ভারতবাসী বন্দী অবস্থায় বাস করে।

সংবাদদাতার পত্র

জানাম পুর।

ফুল ইলপেটের পোপ সাহেব এবানকার
ইংরাজি স্কুলের বন্দোবস্ত দেখিয়া বড়ই অসন্তুষ্ট
হইয়াছেন। ইতি মধ্যে তিনি বিদ্যালয়টী
পরিদর্শনার্থ আসিয়াছিলেন। বোধ হয় সেই
পরিদর্শনেই বিদ্যালয়টীর বন্দোবস্ত সব
বুজিতে পারিয়াছেন। পোপ সাহেবের অনেক
সম্প্রদায় আছে, গবর্নমেন্ট সাধারণতঃ স্কুল
সমূহের বাহ্যে উন্নতি হয় তাহার জন্য তিনি
সবিন্দে চেষ্টা করিয়া থাকেন। আজ কয়েক বৎ-
সর হইতে বিদ্যালয়টীর বড়ই গোলাবোল বাই
তেছে। বাকাহউ পোপ সাহেব বহি বিদ্যালয়টীর
শিক্ষা ও শিক্ষকগণের সম্বন্ধে কোনরূপ নুতন
বন্দোবস্ত করিতে পারেন, তাহা হইলে বড়ই
ভাল হয়। শুনিলাম সাহেব উর্দু ভাষাভিজ্ঞ
ব্যক্তিকে শিক্ষকপদে রাখিতে ইচ্ছুক নহেন
এবং ভবিষ্যতে বাহ্যে উর্দু ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তি
শিক্ষকপদে নিযুক্ত হন, এও অতিপ্রাচীন
প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা কিন্তু পোপ
সাহেবের এক কথা অস্বীকার করিতে পারি না।
কারণ এখানকার স্কুলে তার পোনের আন
বাকালিছাত্র পাঠ করে, কাজেই শিক্ষকগণের
উর্দু জানিবার বিশেষ আবশ্যক নাই। তবে পোপ
সাহেব মনে কবলে এখন স্কুলের গবর্নমেন্টের
সাধ্য বদ্ধ করতে পারেন, কারণ বেহার
অঞ্চলের শিক্ষা বিভাগে বিহারিগণেরই শিক্ষার
জন্য গবর্নমেন্ট সাহায্য দিতে বাধ্য। অতএব
বেখানে বাকালির সংখ্যা পোনের আন
এ বেশীর সংখ্যা এক আন সেখানে
গবর্নমেন্ট সাহায্য দিতেছেন, তাহা বিশেষ
অস্বাভাবিক হইবে। আমরা পোপ সাহেবের

স্বরোধ করি যে এখানকার খুলের বনো
স্বস্তর তর তিনি নিজে গ্রহণ করুন এবং
স্বস্তর খুলের উন্নতি হয় তখনই চেকা
করুন।

সুজোরর এসিড বনৌ মানবীয় জিয়ার
পাচের পত্নী এখানকার গ্রাম সমাজের
সংস্কারের জন্য এককালীন ২০ ফুটি
টাকা দান করিয়াছেন। ইছারা উভয়ই
মানী স্ত্রী আচার্যের কেশবচন্দ্রের বড়ই
স্বস্তর। সেই জন্য কেশবচন্দ্রের আচরের
স্বস্তর সমাজের অত্যন্ত পুরণের জন্য ইছারা
দেখা মধ্য একশ দান করিয়া থাকেন।

এখানকার সমস্ত বৈদ্য ও বৈদিকজ্ঞানী আশ্রম-
গুলি বিলাতপ্রত্যগত অমৃতলালের সংজ্ঞা
সংশ্লিষ্ট থাকায়, উদ্যোগকে জনৈক কারখার রূপে
প্রাথমিককে নিয়ন্ত্রণ করা হয় নাই। এই
ঘটনা দেখিয়া আমরা আর ভাষা সম্বন্ধে কী তে
পারিলাম না। যদি তিন শত লোকের মধ্যে
হুই শত বিলাতি বলিয়া পরিচ্যক্ত হইল, তাহা
হইলে আর বিলাতিবলকে একঘরে করা
হইল কৈ? আমরা দেখিতেছি ক্রমে ক্রমে
জ্ঞানবান ব্যক্তি নানাই বিলাতিবলকে প্রবেশ করিতে
হন, তবে হুই চাষী বনিয়াদি চতুর্থ
চতুর্থানি গেল গেল বলিয়া বাসন্ত আরে চীৎকার
করিয়াছে, আর বুদ্ধিমান লোক জীব বিশেষের
মুখ দেখিতেছেন।

এখানকার নেট ইনস্টিটিউটের অবস্থা
যেমন হইয়াছে তাহাত বোধ হয় রেলওয়ে
কম্পানি লীম্বু ই উক্ত বাড়ীতে বাড়িয়া গইবেন।
তানতে পাই ইনস্টিটিউটের অনেকগুলি মেম্বর
থাকেন কিন্তু একখান সংবাদপত্র ও
ইনস্টিটিউটে হইতে লওয়া হয় না। ইছার নিকটে
ইছার নিকটে হইতে কাগজ ডিকা করিয়া আর
কি দন চলিবে?

জীবনগল্প ব সেন।

—৩৩—

পূর্ণা।

(পূর্ণ প্রকাশিতের পর)

পূর্ণে বোম্বাই প্রদেশে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ
হইল না, তাহা ছিল তাহা আতি সামান্য। Bom-
bay Industrial School হইতে আবশ্যিক শিক্ষা
প্রাপ্তি নির্বাহিত হইত। ১৯৬৪ অব্দে এসিড অফেন-
সিভি ও দাতা স্যার বার্গ জেমসেট জী, জি-জি
এস U I E G C B মহোদয় হুঁশলক টাকা ও

উদ্যোগ উদ্যোগপত্নী। বোম্বাই গবর্ণমেন্টের হাতে
দিয়া এই বিজ্ঞান কলেজ নির্মাণ করিতে পরামর্শ
হেন। অতঃপর কলেজগৃহ শিবপুর, কুরকি প্রভৃতি
স্থানের কলেজ অপেক্ষা আংশিক ৫-টি হইলেও
ইছার অত্যন্ত চারিত্র্যল পাষণ্ডময়ী ইছারও বেশি
বার মানবী বর্ডে। ইছার গাভাসলগ্ন কি দান-
ময়ী কারুকার্য, কি স্থাপিত বিদ্যাবিশারদ নিপুণ
শিল্পী রুত চাক্র চিত্রকর্ম চিত্র বিচিত্র উদ্যোগিত
কার্য দেখিলে বর্ডের মনন মন পরিচুত হয়।
এখানে বলা আবশ্যিক এ প্রদেশের সমস্ত অষ্টালি-
কার ছাত্র উৎসাহী A এ অফিসের মাস্তুল, এবং
চলু ছাত্রের সমস্ত ছাত্রের খোলা দ্বারা আবৃত।
এই কলেজে বোম্বাই মাস্তুলের অনেক বালক
পড়িয়া থাকেন, তদ্ব্যতীত মধ্যপ্রদেশের ও বঙ্গদেশের
হুই একটা বাঙালীকেও পড়িতে দেখিয়াছি।
এই কলেজ হইতে অনেকগুলি বাঙালী ছাত্র
রুতকার্যেব সঠিক উত্তীর্ণ হইয়া বোম্বাই প্রদেশে
শেই চাকরী করিতেছেন। শিবপুর ও কুরকি
কলেজ অপেক্ষা এখানে সুবিধা, প্রথম শ্রেণী-
শিক ও প্রাথমিকের পণ্ডিত্য উত্তীর্ণ হইয়া আসি
লেই এখানকার প্রথম জ্ঞানীতে মূর্তি করে, ৫৭শের
পূর্ণ জীবনবৎসর পাঠ করিয়া এল সি ই প ল করিয়া
বাচিত হয়। গবর্ণমেন্টে প্রথমোক্ত হুই ছাত্রকে
পারদর্শিত, মুসার সরকারী কার্যে নিয়োগ করেন,
এ সম্বন্ধে ইছার বিশেষ জানিবার আবশ্যিক
থাকে তিনি অমরক অথবা কলেজের অধ্যক্ষ
মহাশয়ের নিকটে পর লিখিত সমুদায়
তথ্য জানিতে পারিবেন। আমার ঠিকানা
'সোমপ্রকাশ' আফিসে অনুসন্ধান করিতে
হইবে।

৩। পার্কী—মন্দির। পার্কীমন্দির পূর্ণা
সহর হইতে তিন মাইল পথ ব্যবধান। আর এত
পরম পবিত্র স্থান সন্নিহিত পার্কীতাপসি প্রস্তর
দ্বারা নির্মিত, ইছার উচ্চতা নিতান্ত অল্প বহু।
সমস্ত ভূমি হইতে আরম্ভ করিয়া মন্দিরের প্রধান
দ্বারদেশ পর্যন্ত তিনতল সোপানজ্ঞানী পার্কীর
চূড়া হইতে খোদিত হইয়াছে। পার্কী
মন্দির পার্শ্ব আরও হুই একটা মন্দিরের দৃষ্ট হয়,
তদ্ব্যতীত অধিহাতা গণপতির দেবমূর্তি প্রতি-
ষ্ঠিত। পার্কীমন্দির অভ্যন্তরে এক প্রকাণ্ড
রাজতমর মহাদেব মূর্তি পাষণ্ডময় রুতের উপর
সমানীন, তৎক্রোধে বিরুদ্ধী জগদ্বাতার অপূর্ণ
মূর্তি। এই মন্দির দৃশ্যে তক্তের প্রেম ভক্তি
উৎসাহী উঠ, শরীর রোমাঞ্চিত হয়, আনন্দে
প্রমোদিত হইয়াগলিত দ্বারা অধর বহিয়া বহিয়া

যায়। জিলোকজননী আজি জিলোকপিতা
বোম্বাইবিশ্ব মহাদেবের ক্রোধে বিরাজমান
তরতের আশীষতাপসি শিবলী যথার্থই তক্ত
ছিন্ন, তাই নিজের শিরোপরি পর্কীতাপসি
মহামায়াকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পাদপূজে নিজের
বীর্যবান নির্মাণ করিয়া। তব্ধর বাস করিতে ন
বীর্যবান নির্মাণ এসিড ৫৭শের। তদ্ব্যতীত
প্রমোদ—কামন বাগানেব পারিপাট্য ও শাভ
সৌন্দর্য দেখিলে ইছার নামকরণ সার্থক হই-
য়াছে বলিয়া বোধ হয়। এখানে নামা প্রকা-
রের ফল মূল রুতাবি অতি পরিচর ও পরিচ-
ভাবে উদ্যোগ মধ্য রোপিত আছে। এই বাগানে
আজ পাটাল, পেয়ারা, বাঁড়ি, বেহানা, আম্র
বা জাকা, কিসুদিস্ প্রভৃতি ফলিষ্ট মেওয়া কলেজ
রুতসকল রোপিত আছে, এখানকার রোপিত পুষ্-
ক যে কত প্রকার তাহার ইয়ত্তা নাই, শুধুপাত
রোপিত মন্দির বিলাতি ছাউ এরূপ সরলতা
উন্নত শিরে বুদ্ধি প্রাপ্ত, যে দেখিলে বোধ হয় বাত
বিকই ইছা বীরবন্ত রোপিত রুতের বীরত্ব
দেখাইতেছে। ইছার মধ্যস্থিত মন্দির রাত
প্রাসাদ পাষণ্ডে নির্মিত, সমুদ্রে বাগান মধ্য
প্রকাণ্ড পুষ্করিণী, তদ্ব্যতীত ইছার মন্দির
প্রথম সকল উচ্চ, বিচ হইতেছে। পুষ্করিণী
জল পর্কীতগার হইতে আসিয়া পুষ্করিণীতে
পড়িতেছে। তল অল্প কাচের মায়, এমন পরি-
চ্চার বিনল বারি কেহ কখন পান করেন নাই।

(ক্রমশঃ)

সমস্তপুত্র।

১। আজ কয়েক দিন হইল বিখ্যাত হাজি
পুরের মেলা শেষ হইয়াছে। এই মেলা ভাবতের
একটি দর্শনীয় বিষয়। নানা দেশীয় শিল্পজাত
ত্রব্যাদি এখানে বিক্রীত হইয়া থাকে। বহুসংখ্য
চতুর্থ ও অধ্যায় সমাগম একটা মনোহর দৃশ্য
মুনাযক ৪০৫০ সহস্র চতুর্থ অর্থ মেলাক্ষেত্রে
সমগত হইয়া থাকে। মেলাদর্শকের সংখ্যা
দিকা নি-জ্ঞান হিহত ভেটবেলগরতে কয়েক দিন
ধরিয়া অনেক অতিরিক্ত ট্রেন চলিয়াছে।

২। হারভল্লার নিকটবর্তী বিলাসপুর বেল
ওয়ে কেশমের উত্তর দিক হইতে আগত মালগাড়ি
ভয়ানক সংখ্যক হইয়া গিয়াছে। সৌভাগ্যবশত
একটিও প্রাণহানি হয় নাই।

৩। মজফরপুরের নিকটবর্তী পূর্ণাধর্ম
এক পল্লীতে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে এক ভুল

যা তাহার। যেন সতর্ক হন এবং দুই লোক কর্তৃক
ভারিত না হন। সাধারণতঃ সুস্বাস্থ্য
না আনয়িতব্যে বিশেষ আগ্রহ আঁকার করিতে
উচিত না। কবচ বা অসুস্থরক, জন্মকালে
স্বাস্থ্য অগ্রভাগ দ্বারা উৎপন্ন করিলেই
ভিত্তি প্রবাহ স্পষ্ট অসুস্থ করিতে পারিবে।
কবচ পক্ষে এই যথেষ্ট প্রমাণ। এই কবচ
অসুস্থরক দেখিতে অতি দুষ্কার।

রোগা কবচ : ১। ২। রোগ্য অসুস্থরক ১। ২। ৩।
১। কবচ... ২। ৩। ৪। ৫। ৬। ৭। ৮। ৯। ১০।

উপরউক্ত কবচ ও অসুস্থরক দ্বারা
সকল আক্রান্ত হয়।

ইহা ব্যতীত নিম্নলিখিত ঠিকানার মানা-
যুক্তি, চেইন, বোতাম, অলকাব, চসমা,
হুলা প্রভৃতি ইত্যাদি সুলভ বুলো পাওয়া যায়।
যে যতি বেরান্ডের কার্য সচলরূপে ও সুলভ
লাইয়া থাকে।

কে. সি. দাস এণ্ড কোং

২৪ নং ব্রজপুর স্ট্রীট—কলিকাতা

—৩৩—

ইলেক্ট্রো গ্যালভানীয়

অসুস্থী কবচ ও অনন্ত।

পি, সি, দাস

ভারতের একমাত্র নির্মাণকর্তা ও

আবিষ্কারক।

৩৭ নং বেনিটোলা লেন, পটলভাঙ্গা, কলিকাতা।

ভারতের অনারিসীম গুণ বর্ণন।



আজকাল ইউরোপ, আমেরিকা এবং ভারত
যে বোতাম, বাজাজ, রেজুন, ঢাকা, এলাভান,
হুট, কটক, বেদিলীপুর, হুলাবন, বৈষ্ণব,
সাম, পেনারস, হাইজাব, বিজী, লাইহার
প্রভৃতি ও অগতের সমস্ত সভ্যজাতি এখন এক
কো আঁকার করিয়া থাকেন যে অনেক উৎকর্ষ,
যদি বাহ্য এনোপ্যাথিক, হাইড্রোপ্যাথিক

হোমিওপ্যাথিক, জেনোপ্যাথিক ইত্যাদি নানা
প্রকার ভাঙার কবিরাজ যে সমস্ত রোগ হুসাধা
ও আক্রান্ত হইবে না বলিয়া রোগীদিগকে একে-
বারে হত্যা করিয়া দিয়াছেন, তাহার। আমার এই
বহুশক্তি জীবন অল্প বৈজ্ঞানিক ডাক্তার চিকিৎসা
দ্বারা সম্পূর্ণ আরোগ্য হইতেছেন। আমার এই
ডাক্তার অসুস্থী কবচ ও অনন্ত সর্বপ্রকার রোগ
আরোগ্য করিয়া থাকে এবং ডাক্তার সংযুক্ত প্রমাণ
দ্বারা প্রমাণ করিয়া পরীক্ষা রোগ নিকটে আসিতে
পারে না, অসুস্থী কবচ ও অনন্ত ক্রয় করিলে
P.C.D. নামাঙ্কিত দেখিয়া লইবেন। কাবণ কোন
কোন দুর্ভ লোক লোকের বশতাপন্ন হইয়া অসু-
স্থ করিতেছেন বলা বাহুল্য। যে কয়েকটি বাতু
পরিমাণ বিশেষ একত্রিত সংলগ্নের দ্বারা ভাঙিত
উৎপাদিত হয়। অর্থাৎ লোক সেই সকল বাতুর
বর্ধা পরিমাণ না জানিয়া সর্বসাধারণকে
ঠকাইতেছে, P.C.D. মার্কের অসুস্থী কবচ ও অনন্ত
তাই আমার কর্তৃক নির্মিত এবং তাহা দ্বারা
ভাঙার সমস্ত লোকে ৩৭ নং বেনিটোলা লেনে বহু
প্রমাণ করিতেছেন ও প্রমাণপত্র বিতরণে।

এতি কবচের মূল্য ১। ৬ ডজন ১২, এতি অসু-
স্থী মূল্য ১। ৬ ডজন ১৫ ও অনন্তের মূল্য ১। ৬
ডজন ১৫ পাণ্ডিত্য ও পোটেন্ট। ১/০ অসুস্থী ও অন-
ন্তের মাপ পাঠাইবেন ও চারি বকন অসুস্থীর মধ্যে
বেশকার লইবেন মন্থর বহিরা লিখিবেন।

—৩৩—

১৮৭৪ অব্দে স্থাপিত।

শরচ্চন্দ্র দত্ত এণ্ড কোং।

হোমিওপ্যাথিক ওষধ।

প্রস্তুতকারী।

কলিকাতা মহানগর এবং হোমিওপ্যাথিক
ভাঙারবিদের নিকটে হইতে ওষধের উৎকর্ষতা
সম্বন্ধে প্রমাণ পত্র পাঠাইবেন।

মূল্য সুলভ।

ওলাউঠা চিকিৎসার ১২ শিশি ব্যবস্থা ও কপু-
রের আরক সহ ৫ টাকা।

গৃহ-চিকিৎসার ২৪ শিশির বাক্স ব্যবস্থা পুস্তক
সহ ৮ টাকা, ২ শিশির বাক্স ১০ টাকা।

সাধারণ চিকিৎসার ৫১ শিশি ওষধের বাক্স
ব্যবস্থাসহ ১৮ টাকা।

ভাঙারবিদের উৎকর্ষতা বাক্স ২৫ টাকা, সম্পূর্ণ
ওষধপূর্ণ বাক্স ৫০ টাকা।

ইন্দ্রাজী বাজালা সচিব হুলাবনপন
বিদ্যা বুলো প্রভৃতি। ঠিকানা ৫৫ নং কলিকাতা
কলিকাতা।

অষ্ট বাতু নির্মিত অনন্ত

“অনন্ত”



পূর্ণচন্দ্র দাস কর্তৃক নির্মিত ও
প্রকাশিত।

৩৭ নং বেনিটোলা লেন, পটলভাঙ্গা কলিকাতা।

এই “অনন্ত” জৈনিক মহানগরোপাধায়
সন্ন্যাসী কর্তৃক আবিষ্কৃত। উক্ত বাতু
অন্যত্র বিশেষ অসুস্থ পুরাতন অষ্ট বাতু দ্বারা
নির্মিত পদ্ধতি ও বৈজ্ঞানিক গুণ সংলগ্ন করণ
প্রকৃতি কার্য শিক্ষা করিয়াছেন। আমি এই
সকল কার্য শিক্ষা করিয়া, অষ্ট বাতুর দ্বারা
কয়েকটি “অনন্ত” নির্মাণ করতঃ চিরবাহিগত
কয়েকজন ব্যক্তিকে দারুণ করাইয়াছিলাম,
তাহাতে তাহার। অতি অল্পকাল মধ্যেই পরীক্ষা
ব্যাধি যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন।
সেই জন্যই সাধারণের উপকারার্থে অবশেষে
এই কামনার আমার নামাঙ্কিত অষ্ট বাতু
নির্মিত “অনন্ত” প্রচার করিলাম।

এই “অনন্ত” অর্প, রোপা, তাম্র, সীস, রাত
বস্তা, লৌহ, পারদ এই অষ্ট বাতুতে নির্মিত।
ইহা ক্রমান্বয়ে অর্পের ন্যায় বাতুর উপর অপর
সাতটি বাতু বসিত হইয়াছে। এতদ্বারা প্রমাণ
ভূক্তিয়া অল্পে তরল পারদ স্থাপিত আছে,
এতদ্বারাই বিহাতের কার্য উৎপাদন করিয়া,
অষ্ট বাতুর গুণ জন্মঃ পরীক্ষা করাইতে
থাকে। ইহাতেই পরীক্ষার রক্ত পরিষ্কার করতঃ
সর্বপ্রকার ব্যাধি বিনাশ পূর্বক জন্মঃ মেধা বৃদ্ধি
হইতে থাকে। এই “অনন্ত” ৫০ জীবন রক্ষা
মূল ওষধি বলিয়াও অভিহিত হয় না। আমি
যুক্ত কণ্ঠে বিশ্বস্তরূপে বলিতেছি যে, এই
সন্ন্যাসী প্রস্তুত, আমার এই অষ্ট বাতু নির্মিত
“অনন্ত” দারুণ করিলে পর পরীক্ষা সম্বন্ধী

আমি প্রকার বাধি হওয়ার আশঙ্কা আর কাহারও করিতে হইবে না ।

আজ কাল নানা প্রকার ঔষধি বাতুনির্গিত ঔষধ ও অম্লরীত ইত্যাদি বাধা অষ্ট বাতুনির্গিত গিরা প্রস্তুত হইতেছে, তাহা যে কত দূর সভ্য, বাধার তুলনা করিতে চাতি না ; কিন্তু বাতাব্য পি রত্ন তব কাচ ক্রম করিবে না । ভোট ও ক প্রসেক "অনন্তর" মূল্য ২ টীকা, ভস্ম ১০ টীকা, পাকিও পোটেল ১ হইতে ৩ টীকা । ১/০ আনা . ৭ চইতে ১২ টীকা ১৮০ আনা । অর্ডার পাঠিলে ডাক পেরিয়ে পোষ্টালে মাল পাঠান হইবে । আর বিদেশীয় মহোদয়গণ অনন্ত অকালীন অগ্রহ করিয়া হস্তান্তিত মাল পাঠান হইবে ।

অনন্তর যে সকল ভাবে বাতু বচিত হইয়াছে তাহা এক একটা করিয়া মিলাইয়া লইবেন । যে উক্ত সমাসীর আবেশনত বন্ধিও তত্ত্ব রণ করিবেন । অম্লব্যাধি ও পূর্বিকাতে কটকিতির ল মিলা বোত করিয়া লইবেন, যাহারা কবচ ছুরি লইয়া ঠকির ছেন তাহারা একবার চীকা করুন ।

চলের কলপ ।

ইহা জলের মাত্র তরল, লাগাইতে কেন ট নাই । রোগ পক্ষ-কল হউক না কেন ৫ নিটে পাড় উক্ত কল কর্তব্য হইয়া ৩।৪ মাল হইবে । মূল্য ১ টীকা ।

রোজনের তৈল ।

ইহা বাতাবে চারিধিক গোলাপের গন্ধ ভার করে, শরীর স্নিগ্ধ থাকে, বিরঃ রোগের হার । মূল্য বড় লিপি ১ টীকা, ছোট ১০ আনা ।

অমূল্য কালি ।

এই কালি, লিখিবার সময় কিছুই দেখা যায় না, রে ভেবে অগ্নির উজ্জ্বল লাগাইয়া মাত্র স্পষ্ট দেখা হইবে । গোপনীয় পত্র লিখিবার আশ্চর্য পায় । মূল্য ১০ আনা ।

লিপি পাউডার ।

সর্ব প্রকার হাফের মনোবদ্য মূল্য ১৮০ আনা ।
রত্ন পিউরিকার ।
এই সালসা ডাকার কবিরাজ ব্যবহার করেন । শোণ, মালী, গরমি, দ্বারী, প্রভা

ও পারা বোম সংক্রান্ত সমস্ত বা. ও কোট কারিমা, কুখ্যাতা উভাতি মজাহ মদ্য আরোপা হয় । মূল্য ১ টীকা ।

এ. সি. বসু এক কোট ।
এং বং সুকিলাস জিট, কলিকাতা ।

মূল্যপ্রাপ্তি ।

সি. কটকারমসি. এস. স্কোয়াব ভাগসপার ৫৫০	
জীবক বাবু বধশ্যাম চৌধুরী কলীচাঁদ চ'চল ২০	
সেক্রেটারি জামালপুর মেট্রিক ইনিস্টিটিউসন	
জামালপুর ১৪.	
জীবক বাবু ভবকৃষ্ণ সাক্ষা	অমৃতসর ১০.
চোন্দন উদ্দিন আভাষ	সিবাঙ্গগঞ্জ ১০.
জীবক বাবু বামগোপাল পাল লোহার বর্ষা ১০.	
.. গোপীনাথ গাংক	ভবানীপাটনা ১০.
.. বহুনাথ চট্টোপাধ্যায় ডাক্তার মবিচা ১০.	
রাজা মহেন্দ্রলাল খাঁ বাহাদুর	ম ড জেন্স ১০.
জীবক বাবু ভজিয়ারায়ণ কুখোপাধ্যায় বর্ধমান ৮.	
জীবক বাবু অমৃতনাথগণ আচার্য চৌধুরী কলী দ'র	
ময়মনসিংহ ৭.	
.. কৈলাশ চন্দ্র চক্রবর্তী	ধুবড়ি ৭.
.. লক্ষ্মণ ধ আ	বিনায়পুর ৭.
.. কেবাবনাথ গুরুদ্বার	কালি ৭.
.. রামচন্দ্র ঘোষ	কলিকাতা ৫৫.
জীবক বাবু মদনলাল পেট	বর্ধমান ৫৫.
জীবক সিংহবাবু চৌধুরাবী	মালদহ ৫৫.
জীবক বাবু অক্ষয়কুমার চৌধুরী	মুলতান ৫.
মহারাজ যোতিস্রমোহন ঠাকুর	কলিকাতা ৫.
জীবক বাবু বনরারিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মালদহ ৪.	
সেখ বসন্ত উদ্দীন অ ছান্দ	বালিয়াপাড়া ৩৫.
জীবক বাবু গাঙ্গালচন্দ্র সরকার	মহীরা ৩৫.
.. বেনীম দত্ত চট্টোপাধ্যায়	বরিশহাটী ৩৫.
সেখ আমক আলী	মালদহ ৩৫.
জীবক বাবু হীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়	মহীরা ৩৫.
জীবক বাবু হরিনাথ শর্মা	হাবড়া ৩৫.
.. নীলনাথ সঙ্গ	মেদিনীপুর ৩.
.. বিগীলাল সরকার	বৈকুণ্ঠপুর ২.

বিজ্ঞাপনসম্পাদকগণের প্রাক
আমরা বিদ্যে লভ্যকারে সাধারণকে জানাই-
ছে, ইহা হইয়া সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন বিবাহ বাধ্য
করিবেন তাহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া
বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন । এখন
তিম বার প্রতি পংক্তি ৮০ আনা, তাহার পর ৮০

আনা । ইংরাজী অক্ষরে প্রতি বার ৮১০ পয়সা
করিয়া লাইন করা হইবে ।

বেসকল কর্তৃক লিখিত বিজ্ঞাপন আদ্যাদি
বিকট আনিবে, তাহা এখন একবার বিদ্যাদি
প্রচারিত হইবে । তাহার পর বিদ্যাদিগণের
মত দেখা যাইবে ।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটা বিবৃতি নিম্নরূপ ।

সম্প্রদায় সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য ভাষ
মাত্র মনস্ত বাধিক ১০ টীকা এবং সাপ্তাহিক
৫৫০ টীকা । অসমর্থ পক্ষে ডাকমাত্র মনস্ত
টীকা । অসমর্থ পক্ষে সাতিক টাকার বা সাপ্তাহিক
সিকেন নিয়ম নাই । লিখিত ও ছাপাখানা
জন্ম ডাক মাত্র মনস্ত ৩৫০ টীকা ছির ক
হইয়াছে ।

অগ্রিম মূল্য না পাঠিলে মনস্ত সোমপ্রকাশ
প্রেরিত হয় না । বাতারা সোমপ্রকাশের মূল্য
পাঠাইবেন, তাহারা অ ন্য নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া
লিখিয়া ২২২ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট কলিকাতা
জীবক উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্তীর নামে নোট, কপি
বাত চিঠি মণি অর্ডার ইহার অগ্রতর বাহায়ে
যাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য
প্রেরণ করিবেন । অর্ড আবার অধিক মূল্য
টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না । মূল্য
নিঃস্বার্থ হইবার পক্ষে কেহ সোমপ্রকাশ প্রেরণ
অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া
হইবে না ।

ইহার মাত্র না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করি
বেন তাহা হইলে সেই পত্রাদি গ্রহণ ক
যাইবে না ।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা
করিলে তাহাকে এখন তিম বার প্রতি পংক্তি ৮০
হই আনা তাহার পর ৮০ এক আনা দিতে হইবে
কেবল ইংরাজী অক্ষরে প্রতি বার ৮১০ পয়সা
করিয়া লাইন করা হইবে ।

প্রেরিত, সংবাদপত্র, অমর্থকারীপত্র ও প্রা
প্রতি বেসকল বিদ্যে সাধ্য গ্রাম হইতে এক
জন্ম আইবে ডাকার মাত্র মনস্ত বা কোমটী আই
বিক্রিত বা সত্ত্ব এবং মূল্য দিয়া বিবেচনা দিয়া
সম্পাদক, প্রিন্টার বা প্রিন্টাইটার দ্বারা মনস্ত ।

এই পত্র ২২২ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট
কলিকাতা সোমপ্রকাশ বন্দে জীব
কুমার চক্রবর্তীর দ্বারা প্রতি সোম
প্রকাশে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় ।

• **सुखी ।**

ਅਨੁਵਰਤ ਪੁਰਾਣ ਸਾਹਿਬ ਸਰਬਤ ਬਾਰਿਕ
 ਟੀਕਾ ਸਾਭ । ਸਿਕਕਾ ੬ ਛਾਤਰਿ:
 ਭਾਗ: ਬਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਸਰਬਤ-ਟੀਕਾ

ଜୟା ବାର୍ଷିକ ସାମ୍ବଲ ମହୋତ୍ସବ-ଓଡ଼ିଶା

विदेशस्य प्रकृत्या ।

सकलजगती मर्मसाधारकः अथर्वक कथा

[illegible]

গৌরীকানন যত্নে ও কাঁচাঙ্গর স্নান
কলিকাতা কর্মজালিন ট্রাষ্ট ২২২ নং
করনে স্থাপন করা যাইয়াছে। গ্রাহক
সহোদরগণ পত্রাবি ও গৌরীকাননের

আমরা কলিকাতার আশিয়া নানা
প্রকার জবওয়ার্ক ও পুস্তকাদি মুদ্রণ
কার্য্য সুচারুরূপে ও স্থূলত মূল্যে সম্পন্ন
করিতে আরম্ভ করিয়াছি। বাহার
সৌন্দর্য্যকাম যন্ত্রালায়ে চেক দাখিল,
চিঠি, লেবেল, বিল, পিটিসন ও পুস্তকাদি
যাবতীর বিষয় ইংরাজি ও বাঙ্গালা অক্ষর
মুদ্রিত করিতে ইচ্ছা করিবেন তাঁহার
উপর উক্ত ঠিকানার আশার নিকট
অর্ডার পাঠাইলে নূতন অক্ষরে সম্বন্ধ প্রাপ্ত
হইবেন। আমরা ইংরাজি ও বাঙ্গালা
নানা প্রকার নূতন অক্ষর বর্ডার ও নকশা
আমদান করিয়াছি। স্থূলত মূল্যে ও
সুচারুরূপে যে কার্য্য সম্পন্ন হইবে তাহা
যদি বাছল্য। বিশেষতঃ সৌন্দর্য্যকাম

সোমপ্রকাশ সম্বন্ধে চিঠি পত্র-ভাষ্য
কড়ি, মনিঅর্ডার আদি প্রোহক মহোদয়গণ
একত্র হইতে ২২২ মং কর্তৃক
লিস ট্রাষ্ট সোমপ্রকাশ কার্যালয়
ক্রিয়াক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্তীর নামে
পাঠাইবেন। অতঃপর সোমপ্রকাশ
সম্বন্ধে চিঠিপত্র বা টীকা কড়ি, মনিঅর্ডার
যোগে প্রোহক মহোদয়গণ অত্র কার্যালয়
নামে পাঠাইবেন না অথবা কার্যালয়ে
কোন কর্মচারীর নামে সোমপ্রকাশ
মূল্য প্রেরণ করিবেন না। অপর নামে
পাঠাইলে অধিকারীর হস্তগত না হইবে
সম্ভব। প্রোহকগণের সে বিষয়ে
দৃষ্টি থাকে।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চন্দ্র
সোমপ্রকাশ অধ্যক্ষ

ତ୍ରୟୋଦଶୋପସ୍ଥାପନା ।

মূল, শাকরসবা, ও শাকর ভাবানুবোধিত
 বাক্য লিখা।
 বাক্য লিখা।
 পণ্ডিত

ত্রিভুজ শব্দটির তর্ক চূড়ামণি মহাশয় কণ্ঠ
 বিশেষরূপে সংঘর্ষিত ও সংশোধিত।
 একরূপ ব্যাখ্যা পূর্বে কখন প্রকাশিত
 হয় নাই।

ঠহি, তাঁহারা দেখিয়া ওনিয়া এই সকল পুস্তকাদি
নর কবিবেন।

অমূল্যসমিতি। } অমূল্যসমিতির অমূল্য-
০ নং মেম্বার বাজার } মতামত'বে জীকালিদাস
ট, কলিকাতা। } লাহিড়ী।
০১ অক্টোবর, ১২২০ অমূল্যসমিতির কার্য-
বাক।

আর্থিক ক্রিয়া।

আর্থিক ক্রিয়া কথ্যে গুলিলেই হিন্দু সমাজ
দুশ অঙ্গ ব্যক্তিগণের এইরূপ ধারণা হইয়া
যে, উপমর্শনের পর আত্মগণ কোশা
লী ওজাভল লইয়া সংস্কৃত মন্ত্র পাঠ দ্বারা
বৎসীকা প্রদানের পর পুজুগণ উক্ত প্রকা
র উপাস্য মন্ত্র উচ্চারণ দ্বারা—যে কার্য করেন,
দ্বারা ই মান আর্থিক ক্রিয়া বা সঙ্ঘাতিক।
আর্থিক ক্রিয়ায় প্রকৃত ভাবে বা কলোপধারণকার
যে সকলের সম্পূর্ণ অস্তিত্ব না থাকিলেও
আমাদের এইরূপ বিশ্বাস যে, কেবল জিসদা
তন বার সঙ্ঘাত মন্ত্র পাঠ দ্বারা ই মনস্তাপ বিমূ
র্ত হয় এবং সেই সত্য বিশ্বাসের দ্বারা বা নান
প্রকার বশবর্তী হইয়া বাহার বাহ্য ইন্দ্র
দাতার কার্যে নিবৃত্ত হন না।

এতদ্ব্যতীত আবার অনেক এই আর্থিক
ক্রিয়াকে সাময়িক নিত্য কর্তব্য সকলের মধ্যে
কর্তব্য নহে করিয়া থাকেন এবং প্রয়োজন নতে
আর্থিক কালের ভারতনা, এমন কি তরুত একগারে
ই বারেরই আর্থিক সন্যাস করিয়া থাকেন।
মুনিব্রাহ্ম সমাজের বিশেষতঃ আত্মগণিতানী
জগৎগণের মধ্যে এই ব্যাপার প্রবলরূপে দেখিতে
পাওয়া যায়। ইহাদের বারি কোন স্থানে সঙ্ঘা-
তকর সঠিক আর্থিক (পরমাধিক মতে) কে ন
ভাকাজকা থাকে, অথবা অগৌন গাননস্থ জাতিব
কট নিজ প্রের্ত্ত্ব দেখাইয়া প্রতিপাতি সাধের
পুস্তিক বাসনা থাকে, তবে সে সময় আত্মগণ-
জননী ব্যক্তিগণ আর্থিকের বিশেষ আধিক্য ও
পাণ্ডুর দেখাইয়া থাকেন। আর যদি কোন
প্রয়োজনকে শীঘ্র কে বরঙ যাহার প্রয়োজন
এবং আর্থিকক্রিয়াও দর্শক কেহ নকটে না
থাকে, তবে পাপশাস্ত্রের আলোকে তটিক কিম্বা
ভ্যাস বা সংস্কার বশতঃই হউক তখন তিনি যে
আর্থিক করেন তাহা অতি শীঘ্রই সম্পন্ন হইয়া
থাকে। বলিষ্ঠাক, হরক সোদন উদ্বার। পূর্ণ
প্রথম কালের প্রাতঃকালিক ক্রিয়া পক্ষ দুই-
তিন ঘণ্টা বার গায়ত্রী জাপেই সন্যাসিত হইয়া

যায়; সেই পক্ষ দুইটি সময়ও যে উদ্বার
অন্তর কোথায় গিয়া কি জপ করিতে থাকে, তাহা
অন্তর্ভাবীই জানেন। কলকাতা এই বিষয়ের
একটি সাক্ষ্য দুঃস্বপ্ন অরণ হইল—

“একবার একাদশীর দিন আমি কোন আত্মগণ-
জননী লোকান্তরিত, বাগদো। জীবী ব্যক্তির
বাগার উপস্থিত হই। বেলা তখন আনুমানিক ৯ টা
১০টার সময় আত্মগণ কর্তৃক হলে বাইবেল। আমি গিয়া
দেখিলাম, একটি গৃহ ঠাকুরের একাদশীর
কলাহারের নিয়মত অনেক প্রকার আচমনীর দ্বারা
প্রস্তুত রাখিয়াছে এবং যে আসনে বসিয়া তিনি
আহার করিবেন তাহাতেই ঈশ্বর বক্তৃতাবে
বসিয়া তিনি আর্থিক করিতেছেন। আমি
গৃহমধ্যে প্রবেশনাতেই ঠাকুর আমাকে সজাবণ
করিয়া বসাইলেন। কিন্তু উদ্বার আত্মগণ
দেখিয়া বোধ হইল, তিনি যেন কাহারও উপর
বিশেষ ক্রুদ্ধ হইয়া রাখিয়াছেন। কলকাতা উদ্বার
অরণ তখন বড়ই আত্মগণ বলিয়া বোধ হইল।

বাহ্যহটক, অস্পষ্ট পরেই (আর্থিক ক্রিয়ায়
আচমন, (অল সেচন, অমূল্য উপবীত কতনাদির
সঙ্গে সঙ্গে) লীগুণীর দ্বারা দিয়ে বান। রে হারানজন্য
নাগী।—এই উক্ত মন্ত্র উচ্চারণ কবায় বৃত্তিতে
পারিলান যে, তিনি আত্মগণ আয়োজনের বলয়
জানত অপরাধিনী বাগায় কীরে উপর ক্রুদ্ধ
হইয়াছেন, আর যেন সেই দুঃস্বপ্ন প্রতীক্যেই
(মনে আহারকা বা কখনো পঠাইয়া)
লৌকিক আর্থিক ক্রিয়ায় নিযুক্ত আছেন। বাস্ত-
বিক দুঃস্বপ্ন বাগী আশিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার
আর্থিক কাব্যও সন্যাসিত হইল।

১৩ই চিত্রাশীল। তখন বল দেখি এই প্রকার
আর্থিকের প্রয়োজন কি? এবং এই প্রকার
আর্থিক দ্বারা ই কি আশা নিপাতি হইতে পারে?
যদি কেহ বলেন যে, ঈশ্বর আর্থিক কারণেই
লগীর নিপাতি ও মন পাবল হন, তবে আমি কি
এই প্রকার আর্থিকের কথা বলেন?—যেহা
সংসর্গ কারণ, পরজার সত্যিক বস্তু কারণ
গাধির মাস ভোজন করি,—এবং তৎসঙ্গে
সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ দ্বারা তিনবার সঙ্ঘাতিক
কারণ, তাহা হইলেই কি আম শাপ হইতে
নিবৃত্ত পাইতে পারি?

আর্থিক ক্রিয়া শব্দের অর্থ কি?

আর্থিক ক্রিয়া শব্দের প্রকৃত অর্থ—আগাধান
বাগী সর্কবর ভগবানের সন্যাসিত যোগেশ্বরি।

এই যোগেশ্বরি ক্রমশঃ করি পরিণত করিতে
পারিলেই মঙ্গল। লগীর জীব আত্মগণ (আ
কে?) এই চিত্রা করিতে সন্যাসিত হইয়া ক্রমশঃ
‘মঙ্গল’ এবং অংশে ‘যোগেশ্বরি’ সংসার
অর্গস্থ বা যিত্যাপ্তির অধিকারী হইতে
পারেন।—যোগেশ্বরি জীব ঈশ্বর প্রাপ্ত
যেই যোগেশ্বরি প্রথম অর্গস্থই এই আর্থিক ক্রি
বা সঙ্ঘাতিক। আর্থিক ক্রিয়া শব্দের সন্যাস
সাধারণ শোষণনা অর্থ—সংসারবাসী আত্মগণ
(আমি কে?) এই চিত্রা বিষয়ে অতি শীঘ্রই বৈশিষ্ট্য
কর্তব্য। এই কর্তব্য সংসাধন করিতে পারিলে
মানব দেহতা হন এবং এই কর্তব্য বৃত্তিতে পারি
লেই মানব সংসার বা কলচার বিবৃত হইতে
পারেন।

প্রত্যেক কার্য সাধনের পূর্বে যেনন ভাব
আত্মগণিক যোগেশ্বরি সকলের অঙ্গসঙ্ঘাত ব প্রা
জন, তৎসঙ্গেই আর্থিক ক্রিয়া সাধনোক্ত ব্যক্তিগণ
কেও প্রথমে ইদার আত্মগণিক সমস্ত বিষয়ে
মধ্যে দ্বারে দ্বারে এই এক কথা কবির প্রা
করিয়া প্রবোজন হয়। প্রাথমিক পূর্বে বহুকে
গিহর জটিল বলিয়া বোধ হয় তবে সঙ্ঘাতিক
পল্লভপদ না হইয়া ধীরতাব চেষ্টা করিতে
তাহা অতঃই সরল ও অধিকতর আনন্দজনক
বলিয়া বোধ হয়। বাস্তবিক এই শব্দ শাস্তি
এই আর্থিক ক্রিয়ায় মণ্ডে জটিলতা কিছু না
হয় এত সরল যে ইদার সংসাধন সাধন
একবার পান্ধল করিতে পারিলে সংসারের
কোন বাতনা বা কোন পদার্থেরও অভাব থাকে
না। আনন্দের সাধুস্বপ্ন যোগী পূর্ণপুরুষগণ
আর্থিক ক্রিয়ায় যে সকল উপায় বত্যা (য
জ্ঞাত) বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাব বর্ণনা
যে অমূলক এবং তাহা প্রত্যেক অঙ্গসঙ্ঘাত হয়।

আর্থিক ক্রিয়া বা সংসাধনাদী আত্মগণিক
আমাদের কর্তব্য, সাধনে অঙ্গসঙ্ঘাত হইবার পূর্বে
এই সংসার বাসনান, আত্মগণিত, জীব প্রা
প্রথম আত্মগণ বিষয় জগির আলোচনার পর ‘ক
বোর, প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পারিলে, এতদ্বারা
আমাদের আত্মগণ পাওয়া বাসতে পারে।

জনশঃ।

অমূল্যসমিতি সম্পাদক মহাশয়।

‘আমরা ইহা জানাইতেছি যে, নতপক্ষা নিয
জীকৃত অঙ্গসঙ্ঘাত মঙ্গলদার মহাশয় ও গৌপ
বাগী জীকৃত যোগেশ্বরি নারায়ণ এর মহাশয় গোপ

উনিশশা সতীঃ অধিকারের ভিত্তিতে প্রকাশ্য
অপধি বিয়া টানিয়া লইয়া বাওয়া হয়, আর সেই
উনিশশা সতীঃ কর্তা কর্তব্য বর্ণনায়ণ বিস্ম
র ধর্মবাক্য জীবন। এই ভয়ানক মিটু-
গার জন্য দারী কে? অবশেষ উলঙ্গ করিয়া
বিয়া লইয়া বাইবার সময় সেই ক্ষত বিক্ষত
কৃতিকাক্ষ বেহের চরণ দুর্দশা নিরীক্ষণ করিয়া
লোকের বে বীতংস ভাণের উদয় হয়, তাহার জন্য
দারী কে? গভর্ণমেন্ট নিজেই এই বীতংস ভা-
লজ্জিত করিয়া বাহাতে যুক্তবেহে অমানুষতাবে
প্রাধা হয়, তাহার জন্য অতঃপ ব্যবস্থা করিয়া
প্রাধেব। বাকুইপুরের নির্ভুর মিউনিসিপ্যা
লী সেই আইনের ব্যতিক্রম করিয়া কি দণ্ডনী
হইতে পারেন না? আমরা অনেক মিউনিসি-
প্যালিটির বিপক্ষে অনেক কথা শুনিয়া
কি, কিন্তু কোন মিউনিসিপ্যালিটিতে
রূপ বীতংস 'কাণ্ডের অভিনয় হইতে
নি নাই। বাকুইপুর মিউনিসিপ্যালিটির ন্যায়
মান মিউনিসিপ্যালিটিতে এতদূর খোজাচারিতা
প্রদর্শন হইয়াছে কি না তাহা আমরা
স্বাধীন।

বাকুইপুর মিউনিসিপ্যালিটির আইন মনুষ্যত্বের
ভুক্ত পদাঘাত করিয়া কার্য্য করিতেছেন।
কম্পবেশের মধ্যে বাকুইপুরের ন্যায় একটি
হং মনুষ্যত্বের মিউনিসিপ্যালিটির ভিতর বে
ভাণপ্রদর্শন লোকের অভাব ইহা বড় আশ্চ-
র্য্যের বিষয়। মিউনিসিপ্যাল কমিসনারগণ
দি নিজ চক্ষে এই নির্ভুর অলৌকিক কাণ্ড
প্রদর্শন বোধ হয় তাহাদিগকেও লজ্জিত হইয়া
মিউনিসিপ্যাল পদে পরিভ্রমণ করিতে হইত।
বাহাদের ওয়াসীনা বন্দাই যে এইরূপ কার্য্য
হইতে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যুক্তবেহের উপ-
ভুক্ত সম্মান করা সকল ধর্ম ও সকল শাস্ত্রসম্মত।
সকল জাতিরই বিশ্বাস যে যুক্ত ব্যক্তির
শাস্তা দেহ ত্যাগ করিয়া শবের চতুর্দিকে
সম্মণ করিতে থাকে। কেহ কেহ বলেন
যতদেহের সম্মান রক্ষা হয় কি না যতের
শাস্তা উপর হইতে তাহা নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন।
এইরূপ বিশ্বাস কেন্দ্র বর্তমানে যতদেহের পৈশাচিক
অমাননা করিয়া মিউনিসিপ্যালিটি সকল ধর্মের উপ-
রই আঘাত করিয়াছেন। উলঙ্গ শবদেহের পাদদেশে
জু বার্থিয়া টানিয়া লইয়া বাইবার কথা আমরা
গোরে শুনিরাছি বটে, কিন্তু চক্ষের উপর এরূপ নির্ভুর
নীতিজনক স্বরবিদ্যাক বীতংস দৃশ্য কখনই দর্শন
করি নাই। বাকুইপুর মিউনিসিপ্যালিটি এই বৃশংস

আচরণ করিয়া আমাদের মনে বিশ্বাস জন্মাইয়া দিয়া
ছেন যে বাকুইপুর মিউনিসিপ্যালিটি আত্মশাসন ক্ষমতার
উপযুক্তব্যবহার করিতে নিখেন নাই। বাহাদের কর্তব্য
কার্যের উপর এতদূর অনাবেষ মনুষ্যত্বের উপর এত
দূর বিবদ্বিষ্ট, দরার উপর এতদূর দৃশ্য, তাহারা যে রূপ
ভয় সম্মহার হউন না কেন, কখনই আত্মশাসন কার্য্যে
বিচ্যুতের আগল পাইতে পারেন না। বাকুইপুর একটি
উচ্চশ্রেণীর মিউনিসিপ্যালিটি ইহাদের যে মদলাকেলা
পাতিয়া পর্য্যন্ত নাই তাহা কখনই বিশ্বাসযোগ্য নহে।
যুক্ত পণ্ড পক্ষীর দেহটিও যখন ময়লারপাড়ির উপরে
লইয়া বাওয়া হয় তখন মনুষ্য শরীরের যে এরূপ
দুর্দশা করা হয় ইহাকি মিথ্যাত্ব হুঃখের বিষয় নহে?
বন্দোবস্তের অভাবে যেখানে এরূপ বিবদ্বশ কাণ্ড
ঘটে, সেখানে মিউনিসিপ্যালিটির উপর লোকের
কিরূপ বিশ্বাস ভাঙিতে পারে?

কোন সহযোগী সখাদ পাইয়াছেন যে ত্রিপুরা
রায় ভয়ানক হুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। গত
বর্ষার জল প্লাবনে ত্রিপুরাবাসীর সংগ্রহীত ধাতাদি
ভালিয়া দিয়াছে। এখন অন্নের দ্বারে চতুর্দিকে
হাহাকার উপস্থিত। প্রায় ৮০ টি পরিবার অনা-
হারে প্রাণত্যাগ করিবার উচ্চয় হইয়াছে।
দেশের লোকের বাহাদের কিছু ধাতাদি আছে,
তাহারা হুর্ভিক্ষের ভরে বিক্রয় করিতে চায় না।
বাহাদের সংসামান্য অর্থ আছে তাহারাও
ক্রয় করিয়া অন্ন সংস্থান করিতে পারে না।
যেখানে পূর্বে পৌষ মাসে গোলা গুণ্ডে ধান্য
পরিপূর্ণ থাকিত, এবৎসর সেখানে পারাবতেও
খুঁটিয়া লইবার শস্য পায় না। বাহা কিছু ধান্য
আছে তাহা রোডশেন কমিটির হস্তে। এই কমিটি
হইতেই সময়ে সময়ে অনেকের জীবন রক্ষা হই-
তেছে। কিন্তু যত পল্লের প্রয়োজন রোডশেন
কমিটি তাহা বোকাটতে পারিতেছেন না। চতু-
র্দিকে হা অন্ন। হা অন্ন। শব পড়িয়া দিয়াছে।
গৃহস্থের স্ত্রী পুত্র পরিবারবর্গ সমস্ত বিন উপবাসী
থাকিয়া চক্ষের জলে দিবারাত্রি অভিবাহিত করিতেছে,
ভিক্ষা মিলে না, পরিভ্রমণ করিবার স্থানও মিলে না।
সাতমায়া এবং আত্মশব্দিয়া সবভিত্তিকনের গ্রাম
সমূহে ভয়ানক হাহারব পড়িয়া দিয়াছে। আমাদের
এই রাজনৈতিক আন্দোলনের মস্ততার সময়ে একি
জনরভেদী সমাচার। লিখিতে ইচ্ছা হয় না,
আন্দোলনেও বোপ দিতে ইচ্ছা হয় না। এই
সখাদ পাইয়া অবধি আর কোন বিষয়ে আমাদের
গভর্ণমেন্টের নিকট প্রার্থনা করিতে মন যায় না।
যখনই জাতীয় কনগ্রেসের কথা ভাবি অমনি কে কেন

বলিয়া দেয় ৮০ টি বছরের পরিবার অনাহারে মরি-
তেছে, এখন এবিষয় আন্দোলন করিবার
সময় নয়। যখন ব্যবস্থাপক সভার কথা ভাবি
অমনি কে বেনহুর্ভিক্ষ পীড়িত হুঃখী পরিবারের হুঃ-
খার চিত্র চক্ষের সম্মুখে আঁকিয়া দিয়া আমাদের
নিবৃত্ত করে। গভর্ণমেন্ট শীঘ্রই ইহার অহংসদান
করুন। গম্বাদ যদি সত্য হয়, সহজ কার্য্য কেলিখ
অথেষ্ট এই হুর্ভিক্ষ দমনের চেষ্টা করুন। প্রজার
প্রাণ অগ্নে, প্রজার উন্নতি পরে। বছরের চতুর্দিকে
এতদূর শস্য জন্মিয়াছে। এসময়ে সাহায্য করিয়া
কয়েক খানি আমের হুর্ভিক্ষ দূর করিতে ক্রেশ্ট হইবে
না। হুর্ভিক্ষ-খন ভাণ্ডার হইতে যদি অর্থ সাহায্য
করা প্রবোধন হয়, তবে অতি সামান্য অর্থ দিয়া
সামান্য কয়েক খানি আমের হুর্ভিক্ষ দূর করিতে
পারিলে সত্যি অন্ন আরাসেই গভর্ণমেন্ট সাধারণ
কৃতজ্ঞতাভাজন হইতে পারিবেন।

পবলিক সার্ভিস কমিশনের প্রস্তাব—২। টা-
রারী সিভিলিয়ানদের নির্বাচন প্রণালী—যদি
টাটুয়ারী পরীক্ষার অনিয়ম পদ্ধতি রক্ষা করা যায়
তবে নামোদ্বোধপূর্বক নির্বাচনের পর শিক্ষানবীশী
করা সম্বন্ধেই বা তাহাদের মত কি? নামোদ্বোধ
পূর্বক নির্বাচনের পর শিক্ষানবীশী করিবার ব্যবস্থা
না রাখিলে উপযুক্ত এবং সূক্ষ্ম লোক পাওয়া
বাইবে কি না? শেবোক্ত বিষয়টি সম্বন্ধে লোকে
অভিজ্ঞতা কি প্রকার? বাহারা সূক্ষ্ম এবং সদ-
সম্পন্ন বলিয়া খ্যাত, তাহাদেরই নামোদ্বোধ পূর্বক
নির্বাচন করিলে চলিতে পারে কি না? যদি এরূপ
বিবেচনা করেন, তবে সূক্ষ্মতা এবং সঙ্গতসম্পন্ন
প্রমাণ করিবার উপায় কি? স্থানীয় গভর্ণমেন্ট
বিদ্যবিদ্যালয়, বাহাদের মনোমীত করিবেন, তাহাদের
পরীক্ষার জন্য কোন নির্দিষ্ট সংখ্যার ভিতরে প্র-
দর্শিতা থাকিবার ব্যবস্থা করিলে তাহাতে লোকে
মতামত কি? এই দুই প্রণালী (নামোদ্বোধ এবং
নির্বাচন এবং প্রকাশ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা) ব্যতী
টাটুয়ারী সার্ভিসে প্রকাশ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার পো-
সম্মত কি না? যদি নির্দিষ্ট অথবা প্রকাশ্য প্র-
দ্বন্দ্বিতা সর্ববাদীসম্মত হয়, তবে সমগ্র ভারতবর্ষে
অন্য প্রতিদ্বন্দ্বিবিধি স্থির হইবে অথবা ভিন্ন বি-
প্রদেশে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যবস্থায়সারে পরীক্ষা এ-
করা হইবে। যদি সমগ্র ভারতবর্ষের অন্য এবং
মাত্র প্রতিদ্বন্দ্বিবিধি স্থির হয়, তবে সকল প্রদেশে
উপযুক্ত সংখ্যক কর্মচারী নির্বাচন সম্বন্ধে কত
স্থিরতা আছে। যখন ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে পি-
সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা আছে তখন সকল প্রদেশে

বিচার করিয়া কর্তৃকারী নির্বাচন কিরূপে হওয়া উচিত? উল্লিখিত তিন প্রকার প্রতিবন্ধিতা এখানে মধ্যে মধ্যে মানসিক উন্নতি, সামাজিক, নৈতিক এবং শাখাবিক পাশ্চাত্য নির্বাচনক্ষেত্রে আপনাদের কি প্রকার সমস্যা করিতে চান? কেহ একবার নির্বাচিত হইলে তাহার শিক্ষানবীশীর প্রয়োজন হয় কি না? নির্বাচিত হইলে প্রয়োজন হয়, তবে কতদিন এই প্রকার শিক্ষানবীশী করা আবশ্যিক? এই শিক্ষানবীশীর সময় হ্রিত বা অচিহ্নিত শার্কিন্স অথবা আর কোন প্রকারে প্রতিবন্ধিত করিবার নিয়ম করা বাইতে পারে কি না? নির্বাচনের পর এবং শিক্ষানবীশীর পূর্বে নির্বাচিত ব্যক্তির পক্ষে কোন বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা কি না? যদি এরূপ বিবেচনা সিদ্ধ হয়, তবে হালীবারী কলেজের ন্যায় প্রতিবর্ষে কোন কলেজ স্থাপন করা সুক্তসম্মত কি না? যদি বিলাতে কোন বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা না করেন, তবে সিভিল সার্ভিসকে অপেক্ষাকৃত দক্ষতা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য উৎসাহ দেওয়া আপনাদের অভিপ্রেত কি না? যদি হয়, তবে এরূপ উৎসাহ দিবার পায় কি? শিক্ষানবীশী করিবার পূর্বে বা পরে এরূপ উৎসাহ দেওয়া কর্তব্য? বিলাতে গিয়া বিশেষ শিক্ষা লাভ করিবার জন্য বৃত্তি নিরূপণ করিয়া দেওয়া আপনাদের অভিপ্রেত কি না? সম্ভব হইলে উচ্চ পদে দেশীয় নিয়োগের ব্যবহার সহিত এরূপ ব্যবহার কিরূপ সামঞ্জস্য করা বাইতে পারে। ভারী দেশে বলিয়া উত্তীর্ণ, তাঁহাদের সহিত বিলাত সরকারের কার্য প্রাপ্তির কোনরূপ বিভিন্নতা করা যাবে না। বাহারা বিলাতে বাইবেন তাঁহাদের জন্য উপযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে নিযুক্ত করিয়া নিয়ন্ত্রণ করণ দেওয়া হইতে পারে কি না? যদি ইংলণ্ডে পরীক্ষার বিধান করিয়াও দেখা যায়, এদেশীয় লোক উচ্চ কার্যে যত সখ্যায় নিযুক্ত হইরাছেন তখনও ট্যাটুয়ারী পদ্ধতি বজায় রাখা সুক্তসম্মত কি না? এরূপ করা সুক্তসম্মত বলিয়া বিবেচিত না হইলে এসবছীর নিয়োগাদির কিরূপ ব্যবস্থা ও পরিবর্তন করা কর্তব্য?

—
হ্যারিসন সাহেবের নূতন শাসননীতি।

কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান হ্যারিসন সাহেব মিউনিসিপ্যালিটির ভোট সবধে কর্তা বিশ্বকর নীতির আবিষ্কার করিয়াছেন। সাহেব বলেন,—“ভোটের সংখ্যা অনুসারে সভ্য নির্বাচন করিবার কোন প্রয়োজন নাই। কেবল সংখ্যাগত হওয়া উচিত নহে। তাঁহার মতে

এক পারদর্শিতার উপর দৃষ্টি রাখা হইবে না, এ কথা কোন অর্থ নাই।” স্বার্থ এবং পারদর্শিতা কি, পাঠককে তাহা বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যিক। কলিকাতার বহু সংসদীয় এবং বহু আভির বাস। হিন্দু, মুসলমান, ইহুদি ইংরাজ, কাকী, চীন এবং পৃথিবীর মধ্যে এমনতরো জাতি নাই যে তত্ত্বজ্ঞাতীয় বহু সংখ্যক লোকে কলিকাতার আসিয়া কার্যোপলক্ষে বাস করে না। হ্যারিসন বলেন এই সকল জাতির বে পরিমাণ প্রয়োজন এবং ইহাদের শিক্ষা ও কার্যপটুতা বেলগ, মিউনিসিপ্যালিটির সভ্য নির্বাচন সেই অনুসারেই হওয়া আবশ্যিক। আমরা এই নূতন ব্যবস্থাকর্তার আভ্যন্তরীণ শাসন নীতির কথা হাল্য করিব কি বিরুদ্ধ হইব তাহা বুঝিতে পারি না। মিউনিসিপ্যালিটিতে কোন বিবেচনার উপর নির্ভর করিয়া সভ্য নির্বাচিত হওয়া উচিত, আমাদের যে সকল পাঠক মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে বাস করিতেছেন,

তাঁহারা তাহা বিবেচনা করিতে আছেন। মনে করুন, কোন মিউনিসিপ্যালিটির এক ওয়ার্ডে ১০০ লোকের বাস, অন্য ওয়ার্ডে কেবল ৫০ জন ভোটারের বাস। এই ১০০ ভোটারের অধিকাংশ মুখ প্রজা কিম্বা তাহাদের বাসস্থানের বিস্তৃতি অন্যান্য ওয়ার্ড অপেক্ষা অধিক। এখন ইহাদের ভিতর সভ্য নির্বাচন কিরূপ হইবে? ৫০ জন ভোটারের ওয়ার্ডে যদি ৩০ জন শিক্ষিত ও পারদর্শী ব্যক্তি হন, তবে উক্ত মিউনিসিপ্যালিটির সমস্ত অথবা অধিকাংশ সভ্য কি সেই ওয়ার্ড হইতেই গ্রহণ করা কর্তব্য? মিউনিসিপ্যালিটির ক্ষেত্রে করদাতার প্রাণ, স্বাস্থ্য এবং উন্নতি সকলই নির্ভর করে। এখন ১০০ শত প্রজার জীবনের উপর তাত্পর্য করিয়া কেবল ৫০ জন লোক লইয়াই কি মিউনিসিপ্যালিটি ব্যস্ত থাকিবেন। রাজা চেজচয়ের জীবনের প্রয়োজনীয়তা করে কাওয়ার জীবনের সহিত কি মিউনিসিপ্যালিটির চক্ষে সমান ভাবে দৃষ্ট হয় না? রায় বাহাদুরের পুত্রের প্রশিক্ষণ অন্য মিউনিসিপ্যালিটির বৃত্ত প্রয়োজন, একজন কর্মজীবীর সম্মানকে শিক্ষা দিবার জন্য কি তাঁহাদের তত প্রয়োজন হয় না? একজন আধীর ওয়ার্ড ও যে পথ দিয়া চলেন, একশত কর্মজীবীর গমনাগমনের পথের সহিত কি তাহার সমান প্রয়োজন নহে? কলিকাতার হিন্দু অধিবাসীর সংখ্যা অধিক। হ্যারিসন সাহেব সেই হিন্দু দিগের ভিতর হইতে অধিকাংশ সভ্য নির্বাচিত হইতে দেখিয়া উৎসাহিত হইরাছেন। তাই স্বার্থ এবং প্রয়োজনের দোহাই দিয়া বলিয়াছেন, নির্বাচন নীতি কেবল সংখ্যাগত হওয়া উচিত নহে। তাঁহার মতে

বিচার করিতে হয়, তবে তাহা প্রাচ্য হইবে না। আমরা হিন্দুস্তানি কবি, ইংলণ্ডের মহাসভার সভ্য কি? দেখানে আইরিশ ওয়ার্ড উপর ১০০ শত অধিক ইংরাজ কথা কহিতে পারেন কোথায় হিন্দু?

হ্যারিসন সাহেব নূতন আইনবর্তী হইতে ইটালি সমাজে একটা বাহবা লইবার ইচ্ছা করিয়াছেন। তাই এই স্বার্থপরী অনান্য নীতি অবতারণা। হ্যারিসন যদি লজ্জা প্রাপ্ত হইয়া পাঠ করিয়া রাজনীতি শিক্ষা করিতেন, তবে তাহা সুইজারল্যান্ড এবং আমেরিকার রাজনৈতিক অর্থের দোষেরা তাঁহার জ্ঞান অধিকতর, এরূপ স্বার্থপরীতি ও ভেদনীতির দ্বন্দ্বভী হইয়া কার্য করিলে মিউনিসিপ্যাল গভর্নমেন্টের গণিতকরণ হইবে।

আমরা ছোট লাটকে প্রকারান্তরে হ্যারিসন মত সমর্থন করিতে দেখিয়া বিশেষ হতবুদ্ধি হইরাছি। ছোট লাট হ্যারিসন সাহেবের সহিত মুসলমান সম্প্রদায়ের হৃদয়বর্ধন করিয়া এই বিষয় নীতি বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আমাদের শ্রবণে মহাবোগী ইংলিসম্যান ও মুসলমানের পাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়াছেন, হিন্দু মুসলমানের ভিতর একটা বিবাদ বাধাইয়া ভারতবাসীর মধ্যে প্রাচ্যবিরোধ জন্মাইয়া দেওয়া এখন গভর্নমেন্টের উদ্দেশ্য হইরাছে। হ্যারিসন সাহেব একজন স্বকৃতকর্মী বড় লোক চটরা এই বিরোধের মোক্ষা করিতেছেন, তাহেব লুকাইতে চান যে মিউনিসিপ্যাল সভ্য হিন্দুর সংখ্যা অল্পচিত বৃত্তি হইরাছে মুসলমানের স্বার্থ সম্যক প্রদর্শিত হইতে পারিতেছে না। যে সকল কৃতবিদ্যা প্রবীক্ষ মুসলমান এ চাতুরির ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার কখনই হ্যারিসন অথবা ইংলিসম্যানের তোষামোদ বাক্যে ভুলিবেন না। বাহারা “আপ কি ওয়ার্ডে আমরা কেবল তাঁহাদের সহায়হুতি হইতে বঞ্চিত হইব।

মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে এরূপ হুঁসিতি প্রচলিত হওয়া বড়ই অনিষ্টকর। অন্যান্য মিউনিসিপ্যালিটির পক্ষে কখনই ইহা অবলম্বনীয় নহে। অন্যান্য মিউনিসিপ্যালিটির সভ্যগণ এই অনভিজ্ঞ স্বার্থপরী নববিধান কর্তার নজীর লইয়া ভেদনীতি পক্ষপাতী না হন, ইহা আমাদের বক্তব্য। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির স্বাধীনচেতা কমিসনরগণ এই হুঁসিতির নিক্ষেপ করিবার জন্য একটা হস্ত প্রস্তুত করিতে পারেন। শ্রবণে কমিসনর শ্রুত্রে বা এ বিষয়ে সাধারণভাবে মত প্রকাশ করেন ইহা আমাদের প্রার্থনা।

କାହାର ଆଶୟନ ଶ୍ରଦ୍ଧାକା କରିବାହୁମାନ । ଆମରା
ଜିହାଦକ ସାର ମାଣିବା ହୁଇଚି । ସମସ୍ତ କଥା ସମ୍ପର,

এই জন্য তাঁহার কলিকাতায় আগমন আশা করার
পক্ষে বিশেষ ঘটনা। এতদিন শত্রু পক্ষীয় এংলো
ইণ্ডিয়ান বোম্ব শত্রুভার গাজালীর সর্ববাপ করি-
য়েছিলুম, এখন প্রকৃত অবস্থা জানান করিয়া লভ
ভরসিদের কতকগুলি প্রশ্ন দূর করিয়া দিব এই
জন্য তাঁহার আগমনের দিন আশাশ্রিত পক্ষে
একটি বিশেষ দিন। এক পক্ষ সমিতি লর্ড ডফ
রিণ যে গাজালীর উপর অভিচার করেতেছিল
৪ট পক্ষের কথা শুনাইয়া এখন তাহার নি ট
অভিচার পাটক, এই জন্য তাঁহাকে আশ্রয় বিশেষ
আবহরের সচিব আহ্বান করিতেছি। আশ্রয়
এই যে একটা জেতা বিজোড় বিবাহ ঘটান
তাঁহাও নির্ধারণ করা লভ ভরসিদের কর্তব্য
তাঁহাকে উত্তর পক্ষের কথা শুনিয়া উত্তরের বিবাহ
নির্টাইতে চাইবে, তাই কলিকাতায় তাঁহার আগ
মন গাজালীর রাজ্যে একটা অধিকার ঘটনা।

জাতীয় মহা সম্মিলনের সময়েই যখন লর্ড
ডকিং কলিকাতা র আগিয়া। উপস্থিত হয়েছিলেন
তখন তাঁহার অগ্রঃ এই সম্মিলনীতে উপস্থিত
থাকা উচিত। সম্মিলনীয় কলিকাতায় লভাগণ
সে বিধিতে যাদোযোগী জন ইলাই আশাধর
প্রার্থনা। চক্ষের সম্মুখ যজ্ঞ। যদি উপস্থিত
থাকেন, তিনি আশাধর প্রকৃতি সুস্থিত পারিত্যক,
আন্দোলনের সময় যদি রাজার সম্মান পাই

কেনে আবেদনের দ্বারা রাজতন্ত্র অধিকার
কিবে না । সভাপতি আধীনচেতা কি না,
আর সমুদয় আধীনভাবে আর সমস্ত বক্তা
কিভাবে পারেন কি না, লক্ষ্য করিয়া সভাপতি
সহিত আধীনতাচারিত্র্য বিশেষ কথায় পাই-
ন । এত বড় একটি আধীন আবেদনে যদি
সব কথা আরও যোগদান করেন, তাহার আরো
মীমাংসা চতুর্দশ বৃদ্ধি পাইবে । ভারত সভা
যদি ইচ্ছা উৎসাহ করেন, বিশেষ সম্মান
অর্জন করিয়া লক্ষ্য উদ্দেশ্যকে সভাপতি
প্রদান করেন ইহা আশা করা যাইতে পারে ।

বিপরীত ব্যবস্থা ।

ইংরেজের আইন বড়ই দুর্বল । ইংল্যান্ড
এই আইন প্রচার দান, বাহার অর্থ
এই আইন ও তার প্রচার উৎসাহক । আসামের
কুলিবিদের বিবরণ প্রকাশিত করিলে
ই সভা ক্রমেই উপলব্ধি হয় । আজ
আমরা পাঠকগণকে "সাগর" নামক একজন
কুলিবিদের কাহিনী আগুন করিব । মাকস বেগ
একজন চাকর ছোবতাইব মাজিস্ট্রেটের
একটি একখানি (এগ্রিমেণ্ট) মুক্তিপত্র দাখিল
কর আবেদন করেন যে, সাগর কুলি মুক্ত-
করিয়া উচিত । কার্য্য ভাগ করিয়া পায়ন
করিয়াছেন । জোরবারের মাজিস্ট্রেট সাহেব
বচন করিয়া সাগরকে এক মাসের কারাবাসের
ও বিধান করিলেন এবং রায় লিখিলেন যে
সাগর তার বক্তব্য কারাগারে অন্তর্ভুক্ত
করিয়া পুনরায় বেগের দাসত্বে অধ্যাবর্তন
করিবে । সাগর অস্বাভাবিক দেখাইল যে, বেগ
সহেব উহার সহিত কান খুঁজি করে নাই ।
সে এগ্রিমেণ্টে স্বাক্ষর করে নাই । এগ্রিমেণ্ট
সময়ে স্বাক্ষর করিবার কথা আছে, সে সময়ে
সে উদ্ভাবন ৬পাতিত ছিল না । সাগরকে কোন
প্রমাণ আছে, তুল না । অত্যাচারী ভাষার
কারাবাস হইল । কারাবাস হইতে সাগর
জেল অফিসের হস্ত দিয়া হাইকোর্টে ভাষার
পুনঃ বক্তারের আবেদন করেন । আবেদনখানি
ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৩২ অধ্যায়ের
৪০৫ এবং ৪০৬ ধারা অনুসারে করা হয় ।
সাগরের দুর্ভাগ্যক্রমে এই আবেদনখানি অগ্রাহ্য
করা হইল । হাইকোর্টের আপীল বিভাগের
জজের রোট সাহেব সাগরের এই আবেদন
খানি ফিরাইয়া দিয়া লিখিয়াছেন যে, এমকরের

কোন আবেদন ডাকযোগে আসিলে হাইকোর্ট
তাৎক্ষণিক হইতে পারি না । সাগর কুলি
বিবরণী করে তখন উকিল দ্বারা আবেদন
আবেদন করিতে পারেন । গরিব সাগরের
অর্থ নাই যে উকিল নিযুক্ত করিয়া আপীলের
নকশা চালাইবে । সুতরাং ভাষার আবেদন
অগ্রাহ্য হইল । আমরা এরূপ অবস্থাপন্ন হইতে
নোকহিষ্ণের ক্ষতি আইনের কোন অঙ্গবদ্ধ
দেখিতে পাই না । সুতরাং ইংরেজ গভর্ণমেণ্টে
ভাষার কোন বিচার পাইবার উপায় নাই ।
আইনও যদি হরিজনের আপেক্ষে ভয়, ভয়
দেখাইয়া দিলার জন্য উদ্ভাবন প্রত্যেকজন
অর্থের প্রত্যেকজন । এই দুঃখেই কুলি উকিল
ব্যবসায় উঠিয়া দিয়া কেবল পক্ষপাত ও চি-
রকেব দ্বারা আদালতের বিচার নিষ্পত্তি করাই-
বার উপায়ে একটি উকিল সংহারক পাণ্ডুলিপি
অবতারণা করা হয় । সাগর কুলির যদি উকিল
বিচার কখনো থাকিত তবে সে দেখাইতে পারিত
যে যদিও ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনে উকিলের
প্রতি বাস্তব আবেদন বিচার্য্য নাই,
তথাপি হাইকোর্টে অনেকগুলি নজীর দরি-
ত্রেব প্রতি এই বস্তুই প্রদর্শন করা হইয়াছে ।
১৯ উইকলি রিপোর্টের ৩৮ পৃষ্ঠা ২০ উইকলি
রিপোর্টারের ৪০ পৃষ্ঠা এবং আরও অনেক
গুলি নজীর এইরূপ আবেদন প্রাচ্য করিয়া
হাইকোর্টের বাহ্যে আছে । কিন্তু রেজিস্ট্রারকে
ভাষা দেখাইবে ৫০ ? রেজিস্ট্রার আরও উচ্চ
পূর্ণজ্ঞান লইতে বাধ্য নহেন । কাজে উকিল
অভাবে হরিজনের বিচার পাইবার উপায় নাই ।
তাই বলিতেছিলাম ইংরেজ রাজ্যে বিচার বড়
মাকস মূল্যে বিক্রীত হয় । দেখিয়া কাহা
বিধ আইনে সাগরের মত অর্থহীন বিনা মূল্যে
দারিদ্র্য ব্যক্তির বিচার পাইবার বিধি আছে কিন্তু
ফৌজদারী আইনে এরূপ বিধান নাই । ফৌজ
দারী আইন উৎপাদন বিচার্য্যের আদেশ । হরিজ
লোকে উৎপাদিত হইয়া যত এই আইনের আশ্রয়
গ্রহণ করে, ধনীলোকেও গ্রহণ করিয়া থাকে ।
সত্যমতঃ । উৎপাদিত বস্তুর মূল্য ১৫
আইনের উদ্দেশ্য । হরিজের রক্ষণাবেক্ষণ যে
আইনের লক্ষ্য সে আইন যে বেগদারী ব্যবহার
সময় কোন ব্যবস্থা নাই ইহা নিতান্ত আশ্চ-
র্যের বিষয় । হাইকোর্টে আইনের ৭০ কিছু
অভাব পূরণ করিয়াছেন তাহা বিবরণী ৩২
আইন কার্য্যের প্রকাশিত ভাষা আবশ্যিক । যত
দিন না হরিজের মাকস হাইকোর্টের নজীর উ-
পায়

বিবরণী হইয়া ফৌজদারী কার্য্যবিধি
আইনের উপস্থাপন পরিবর্তন হইতেছে তত দিন
ইংরেজের রাজ্যে বিচার পাইবার কোন
আশাই হরিজের নাই ।

সাগর কুলির বিচারের সহিত বিবনের বক্তব্য
দ্বারা বিচারের কতকটা তুলনা করিয়া দেখিলে
উভয়ের বিচার পরস্পর বিরোধী বলিয়া বোধ হয় ।
গিবন এগ্রিমেণ্ট দাখিল করিয়া আদালতে
দাখিল হইলেন । বেগ সাহেবও এক খানি এগ্রিমেণ্ট
দাখিল করিয়া একজন কুলিকে বন্দী দেখাইলেন ।
বেগ সাহেবের এগ্রিমেণ্ট গিবনের ন্যায় মিথ্যা বি-
দ্যা আমরা তাহা বলিতে পারি না তবে প্রমাণ যে
সাগর কুলির স্বাক্ষরিত মতে, সাগর কুলি
তাহার প্রমাণ দিয়াছে । এগ্রিমেণ্ট যদি মিথ্যা
হয়, তবে গিবনের তুলনার বাস্তবিকই ইহা বিপরীত
ব্যবস্থা এরূপ বিপরীত ব্যবস্থা অনেক সময়েই বঙ্গদেশে
আদালত সমূহে দেখা যায় । এক আদালত হইতে
কখনও কখনও ভিন্নতর বিবিধ ব্যবস্থা বাহির
হইতে দেখা গিয়াছে । তাহার কারণ কেবল
ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের অসম্পূর্ণতা
ফৌজদারী আইন যেমন কড়া হইবে তেমনি বিচার
য়ের ব্যয় সম্বন্ধে হরিজের উপযোগী হইবে
এরূপ না হইলে দরিদ্রের আশা বিচার্য্য এবং উপায়
নাই ।

বিপরীত ব্যবস্থার আর একটি কারণ ১৮৪৮
সালের ১৩ জুলাই । এই আইনের ন্যায় দরিদ্র
পীড়ক আইন আর ফুতারতে নাই । কেবল কুলি
পীড়ন ও কুলির প্রতি অত্যাচার করিবার জন্য
এই আইনের জন্ম হইয়াছে । এই কুলিভাষা বিধ
আইন আবার বেগদারী ফৌজদারী সংকীর্ণ দাস
আইনের বিপরীত । আমরা স্পষ্টই দেখাইয়া দি-
পারি যে কুলির আইন এবং ১৩বিধির আইনে
অনেকগুলি দারিদ্র্য বিকল্পে এই আইন আইন কর্তৃক
কলঙ্ক প্রকাশ করিতেছে । যে সকল কুলি লোকে
উচ্ছাধীন হওয়া উচিত, বাহা সকল প্রকারে মীমাংসা
বিকল্প, ধর্ম বিকল্প, বাহাতে বহুবার ইংরেজ রাষ্ট্র
লোপ করে, বাহাতে সুলভ্য রাজ্যে ক্রীত দাস
ব্যবসায় প্রচলিত করে, ইংরেজের রাষ্ট্রীয় নাম পরা
নতার গভীর পক্ষে ভূবাইয়া দেয় এমন তরান
অত্যাচারী ব্যবস্থা সকল এই আইনের ভিতর সন্নি-
বিষ্ট আছে । একটি আইনে বাহা বিধি পা-
অন্য আইনে তাহা নির্দোষ বৃদ্ধ একটি আইন
বাহা নিতান্ত ধর্মবিরুদ্ধ বিধির আইন
তাহা বড়ই অসংসদীয় ।

এইরূপ পরস্পর বিরোধী আইন রাখিয়া ইং-
রেজের দুর্বলতা বিচার্য্যের উপর যদি সকল পক্ষ
আর হরিজ লোকে সত্যমতঃ কান্দা ১০ টি ১৮৪৮

বিজ্ঞপ্তি প্রিয়া কোন সাহসে আর আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিবে।

এই বিপরীত ব্যবস্থাসম্পন্ন ১৩ আইনের সংস্কার কর্মসমূহ চেষ্টা করা যেমতি তৈরীপনের অবস্থা কর্তব্য। জাতীয় কমন্সেস সভার কার্যচলনের বিষয়গুলি প্রকাশিত হইত। অতঃপর আইনের দ্বারা এই বিজ্ঞপ্তি ১৩ আইনটী উক্তানের বিবেচনা বিষয় হওয়া আবশ্যিক। আমবা সভাবাগী তিন পোর্টফোলিওর সম্বন্ধে এক চ্যুত হইয়া বলি কমন্সেস সভা আসামের কলিমঙ্গির অসুখ পর্যাগমন করিয়া এই কলিমঙ্গি ১৩ আইনটী উক্ত হইয়া দিব্যর জন্য আয়োজন করুন।

ইউরোপীয় সমাচার।

লন্ডন ১৪ই ডিসেম্বর—সুদা হাইকোর্টে মিসেস সেনী ও উইলিয়াম উইলসন সেনাই সংখ্যা হ্রাস করিবার লক্ষ্যে হইতেছে।

লন্ডন ১৪ই ডিসেম্বর—সংসদার্থ গোখার রাজকুমার কার্ভিনাককে সসাইবার বহুলা হইতেছে কিন্তু যোব হর করিয়া উক্তার মিথ্যে অভিযোগের কাবলেন না।

লন্ডন ১৪ই ডিসেম্বর—নেটালের গবর্নরের সহিত উক্তার কোলিজের সম্মেলন হইতেছে। শৌনসিল অন্য একজন পর্যায় মিথ্যে অভিযোগ জন্য মহাপ্রাণীক নিকট আবেদন করছেন।

লন্ডন ১৪ই ডিসেম্বর—কলোপটক নকশার জন্য আটটিব লিটিনা দিলেন বিচার হইয়া গিয়াছে। নিচাবে লোব সনাক্ত হইতেছে। ১২ দিন পর্যন্ত পাণ্ডকার জন্য তাহাকে ১০০০ পৌণ্ড মূল্যে বিক্রি হইবে এবং ১০০০ পৌণ্ড করিয়া ২ জন জামিন দিতে হইবে, যা পায়লে ৬ মাস কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

লন্ডন ১৪ই ডিসেম্বর—অস্ট্রা হুগুয়র বণোক্ত এখানে অসুস্থ। ভ্রমভ্রমের সহিত কথা দর্শী চলিতেছে।

লন্ডন ১৪ই ডিসেম্বর—গবর্নর সাহেব-পট্টিত মন্ত্রিসমিতি অধিক দিন টিকিবে না, অনেকগুলি অনুমান করেন।

লন্ডন ১৪ই ডিসেম্বর—যখন অসুস্থে ব্যাধি দিব্যর জন্য ছিলেন, ১০০০, ১০০০, এ ১০০০ পাল্লারসেই এই চারি জন আট মাস মৃত হইয়াছেন।

লন্ডন ১৪ই ডিসেম্বর—গবর্নর ৪০০০০০ সেনা রাখিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু ২৪০০০০ হ্রাস করিয়াছেন।

লন্ডন ১৪ই ডিসেম্বর—অসুস্থে ব্যাধি দিব্যর জন্য ছিলেন, ১০০০, ১০০০, এ ১০০০ পাল্লারসেই এই চারি জন আট মাস মৃত হইয়াছেন।

লন্ডন ১৪ই ডিসেম্বর—অসুস্থে ব্যাধি দিব্যর জন্য ছিলেন, ১০০০, ১০০০, এ ১০০০ পাল্লারসেই এই চারি জন আট মাস মৃত হইয়াছেন।

লন্ডন ১৪ই ডিসেম্বর—অসুস্থে ব্যাধি দিব্যর জন্য ছিলেন, ১০০০, ১০০০, এ ১০০০ পাল্লারসেই এই চারি জন আট মাস মৃত হইয়াছেন।

গবর্নমেন্টে বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় সেন্ট্রাল গবর্ন
রের আফলাদুসারী
নিয়োগ।

রাজ্য ও সাধারণ বিভাগ।

সাধারণ—রাজসাহীভ ভেঃ মাঃ ভেঃ কঃ বাবু
বালেন্দ্রনাথ বোব মানকুমেব সনর ভেঃনে বহলী
হইলেন।

ভেঃ ভেঃ পোসফোর্ড তিন দিন, ভেঃ ভেঃ
কোবল অর্ধভুঃ ১১ মাস, ভেঃ ভেঃ কেবল
৫ দিন কারো পাইলেন।

রাজপুত্র কুড়িগ্রামের ভেঃ মাঃ ভেঃ কঃ বাবু
দীননাথ বে সনর ভেঃনে বহলী হইলেন।

২৪ পরগণা ব্যারামের প্রতিনিধি জয়েন্ট
মাঃ ও ভেঃ কঃ ভেঃ এফ, সি ব্যারিসন ব্যার-
ভাকার ভাকপুয়ে বহলী হইলেন। ভাকপুয়ের
ভেঃ মাঃ ও ভেঃ কঃ ভেঃ ই, এন রেলি পূর্ণিয়ার
সনর ভেঃনে বহলী হইলেন।

করিবপুরের ভেঃ মাঃ ও ভেঃ কঃ বাবু কেজ-
গোপাল রায় আগানী ১৪ই হইতে তিন মাসের
ছুটি পাইলেন।

ভেঃ মাঃ ও ভেঃ কঃ বাবু বিঃস্বঃ
বালোপাধ্যায় কটক বহলী হইলেন।

খুলনা, সতকীর ভেঃ মাঃ ও ভেঃ কঃ
বাবু নবীনকক বালোপাধ্যায় হই মাসের ছুটি
পাইলেন। উক্তার অসুস্থতিতে বাবু চন্দ্রকুমার
চক্রবর্তী তথাকার তার লইবেন।

দ্বারভাকার বহুবানির ভেঃ মাঃ ও ভেঃ কঃ
ভেঃ ভেঃ, কোরাইট মোরাদা বহলী হইলেন।

মুর্শিদাবাদের প্রতিনিধি জয়েন্ট মাঃ ও
ভেঃ কঃ ভেঃ পি, এচ ও ব্যারেন দ্বারভাকার
বহুবানীতে বহলী হইলেন।

ত্রিপুরার সতঃ মাঃ ও কঃ ভেঃ এ ই ভাক-
ওয়ার্ড মুর্শিদাবাদের সনর ভেঃনে বহলী
হইলেন।

পূর্ণিয়ার অস্থায়ী ভেঃ মাঃ ও ভেঃ কঃ ভাই
রাজলিং ২ মাস ৬ দিনের পরিবর্তে তিন মাসের
ছুটি পাইলেন।

বাবু চাকুলাল সরকার বোর্ড অব রেভি
নিউয়ের অধীনে অস্থায়ী মাঃ ভেঃ কঃ বিমুক্ত
হইলেন।

পুলস—পুলিস সুপারিন্টেন্ডেন্ট ভেঃ এম, এফ
বিমিশ ২৮ এ নবেম্বর তারিখ পরিভাগ করি-
য়াছেন।

রাজপুরের প্রতিনিধি সতঃ মাঃ ও কঃ ভেঃ
এ, সার্টওয়ার্ড চট্টগ্রাম পার্শ্বীয় প্রদেশে বহলী
হইলেন।

কলিকাতা

গত পূর্ণ বৃহস্পতিবার তারে বড় বজা
আমফাডলার গলিত করতলগা পোণার
অভ্যন্তর লাগিয়া পুড়িয়া গিয়াছে।

গত রবিবার কলিকাতার নিকটবর্তী ইটি
লিতে মিতেন রোডে ভরানক আশ্রা লাগে
অনেক ঘর পুড়িয়া গিয়াছে।

মুজাপুর কলকাতার মেনে করতলগা লোব
হুয়া খেলিতে ছিল। এমন সময় মূচিগা
খানার ইংল্যান্ডের ডেবিস হুয়া গিয়া ত
দিগকে গেলতার করেন। গুণ্ডর অধিকার
পর্যন্ত হুত হইয়াছে। একটা গোক তয়ে তী
হইয়া ছন হইতে লফাইয়া পলাইবার চেষ্টা
করে। কিন্তু পরনে বিঘন আঘাত গ্রস্ত হ
গায় হানপাতালে আনীত হইয়াছে।

গত সোমবার বড় লাটের ভবনে লেডিন
ব'র ভর। বহু লোক, রাজপ্রতিনিধি মর্শ
গমন করেন।

কলিকাতার কয়েক জন চিত্রসমূহ "ট, উ
ক্রিকেট ক্লাব" নামে একটি সভা খুলিয়াছেন
ক্রিকেট খেলাই ইংরেজের উদ্দেশ্য। ফে
উলিগান কেজার ল্যাংগারার ব্যাটারি বলে
সহিত ইংরেজের সে দিন গুড়ের মাঠে খে
আরম্ভ হয়। গোয়ার বাজালীতে—বিঘন খেলা
জয় পরাজয় বেধিবার জন্য বহু লোক—ইংরে
বাজালী, খুলসমান তথাকার বজারদান হইলেন
অধনবর খেলার বাজালীবলে ৫৪ বৌড় হইল
গোয়ারবলের ৬৪ বৌড় হইল। দ্বিতীয়বার খেলা
বাজালীর বৌড় ২০ গোয়ার বৌড় ৪৭। বাজালী
জয় হইল।

বিবিধ সংবাদ

আবার ভিকত মিলনের কথা উঠিয়াছে
টাইমস অব ইন্ডিয়া বলেন, মেকলে ভিকত মি
পরিভাগ করিয়া গবর্নমেন্ট সৎকার্য করিয়াছেন
তৎপক্ষে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। ভিকত মি
চীনের অসন্তোষ এবং ভিকতের অসন্তোষ তা
ইংরাজ গারের ঘোরে মিলন পাঠাইতে অ
হইয়াছিলেন, পুনরায় মিলন প্রেরণ করিলে যে নিত
অবিবেচনার কার্য হইবে, তৎপক্ষে আর অহম
সন্দেহ নাই।

ঠাণ্ডাৎ এনে, ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট পোর্ট হামিলটন
পরিভ্রমণ করিবেন কি না তাহা নিয়ে বিবেচনা করিতে
ছেন। এখনও কোনরূপ স্থির সিদ্ধান্ত হয় নাই।

জেনারেল কুলবার্গ যখন বুলগেরিয়া পরিভ্রমণ
করিয়া যান, তখন তিনি ভারত কব প্রজাবর্ণের
স্বাধীনতার জন্য আর্থনিক অনুরোধ করেন।
আর্থনিক কার্যকালে উপস্থিত না হওয়ার ক্রমকে
উন্নত অগ্রসর করা হয়। এখনও না বাটতেছে
আর্থনিক ভিত্তিতে ভিত্তিতে বুলগেরিয়ার কবের সাধারণ
বিভেদে। ক্রম রাউমেমিরার কবের প্রতিনিধি
ইবা আছে।

আকসানের হাট মর্ডন হইতে কোন সহযোগী
ধরিয়াছেন যে, বোনারগরী জাতি তাহাদের
লুকুলি পরিভ্রমণ করিতে স্বীকার করিয়াছে।
এবং সাহা নামক একজন অধিনায়ক ক্রিষ্ণ
ভ্রমণ করিতেছে। নগর সাহা বলেন তাঁহার
২০ মাত্র বন্ধু আছে। আর সকল বন্ধু চুরি
কাছে।

এসিয়ার জিলা জৈন্তপুর লিওপল্ড আশার
সিরাছেন। যুবজনের যথোচিত সজ্জনা করা
হইয়াছে।

বড়লাট ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্বাচন
করিয়া নিশ্চিত হইয়াছেন। আবার বসন্তের ইভাঙ্গ
সেবের উপর তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইয়াছিল।
তাল সাহেব সম্মতি ইভাঙ্গ ব্যবস্থাপক সভার
দি পাইয়াছেন। এই নির্বাচনটা আমাদের
নীতিকর হয় নাই। বারিটার সাহেবের উপর
সেনার লোকের বড় একটা প্রভাভক্তি নাই।
সাহেবের বিধান যে, তিনি ব্যবস্থাপক সভার ভারত-
সীমার কটক স্বরূপ হইয়াছেন। আমরা ইংরাজ
যে অন্য কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিলে কোন
সম্পত্তি করিব না। ইভাঙ্গ কোন মতেই আমাদের
সহকারী হইতে পারেন না।

পাঠকগণ জ্ঞাত আছেন, দিল্লীর ইররহস্য
কিল মিঃ মুরলিধর অপরাধী বলিয়া গণ্য হন।
জিষ্টেট তাঁহার এক মাস কারাবাস ও ১০০ টাকা
দণ্ড ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আপীলে লাল মুন্সী
এর কারাবাসের হুকুম রদ হইয়াছে। এখন
সাহেবকে কেবল ১০০ টাকা দণ্ড দিতে হইবে।

মাদ্রাজের নতুন গভর্ণর মিঃ কুর্কে অভিযান
করিয়া লইবার সময়, মহাজন সভার সভাপ্রণকে
সাহেব বলিয়াছেন যে যখনই এই সভার কোন সভ্য
মতবা অন্য কোন ভ্রমলোক আবার সচিব রাজ-
নতিক আলাপ করিবার ইচ্ছা করিবেন, তখনই

আমি আমদের সহিত তাঁহাদের কথা শ্রবণ করিব।
বাংলা বিবেচক সমদর্শী এবং সুশিক্ষিত তাঁহাদের
মতামত লইয়াই আমি রাজকার্য সম্পন্ন করিব।
শাসনকর্তার উপস্থিত কথাই হইয়াছে।

কোন আপাতী সম্মেলনে প্রকাশ যে, আপ'নের
সচিব ইংরাজের একটা সচিব হইতেছে। শীঘ্রই
এই সচিব লিপিবদ্ধ হইবার সম্ভাব্য।

বোম্বাইয়ের সৈন্য সামন্তগণের পোষাক পরিচ্ছদ
বঙ্গদেশের আর্থনিক ক্রোড়ি বিভাগ হইতেই দেওয়া
হইয়া থাকে। শুনা যায় রাজস্ব সমিতি স্থির
করিয়াছেন এরূপ অবস্থায় বোম্বাইয়ের আর্থনিক ক্রোড়ি
আফিস উঠাইয়া দিলে চলিতে পারে।

মিঃ বি, এল ভণ্ড এখন কলিকাতার আছেন।
তাই এক দিনের মধ্যেই তাঁহার প্রত্যাবর্তন করিবার
সম্ভাবনা।

হিন্দু পোর্ট ট্রাস্ট বলেন, জাতীয় কনগ্রেসের জন্য
দেশ দেশান্তর হইতে যে সকল সভ্য আগমন করি-
বেন, তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য একটা কমিটি স্থির
হইয়াছে। বাঙ্গালা, বেহার এবং উড়িষ্যার সভ্য-
গণকে সজ্জনা করিবার ভার ভারতসভার হস্তে ন্যস্ত
হইয়াছে। কনগ্রেসের কার্য বড় দীর্ঘ, এক একটা
কার্যের পর কিরূপ আয়োজনের ব্যবস্থা ও
হইয়াছে। কার্যের এক প্রকার সুশৃঙ্খলা হইয়াছে।
কনগ্রেস সভা কৃতকার্য হইবার বিলম্ব সম্ভাবনা।

কর্ণেল লফটের সৈন্য এখনও শত্রুর সহিত
সংগ্রাম করিতেছে। হালু নামক যশের সৈন্যগণ
এক প্রকার পরাসিত হইয়াছে। আর একজন সৈন্য
পোহু নামক স্থানে ২০০ ডাকাইতকে বধ করিয়া
তাহাদের অস্ত্র শস্ত কাড়িয়া লইয়াছে। ইংরাজের
একজন কর্ণেল ও আর এক ব্যক্তি হত হইয়াছে।

কলিকাতার ওলাউঠা রোগের হ্রাস হওয়ার
সানিটারি বোর্ড একবারেই বলিয়া বলিয়াছেন যে
কলিকাতার আর সংক্রামক রোগ নাই।

গত ১৪ই ডিসেম্বর হইতে পবলিক সান্তিস
কমিশন কার্যারম্ভ করিয়াছেন।

বিলাতে যেও প্রদর্শনীতে ভারতবর্ষকে একটা
অসমর্থ শকট স্বরূপ দেখান হয়। তাহাতে বাস্তব
হস্তী এবং মাহুতের স্বরূপ প্রদর্শন করিয়া দেখান
হইয়াছিল।

সার জন গর্ট কিছুদিন কনট্রী কনোপলে অতি
বাহিতকরিয়া আলেকজান্দ্রিয়ার বাটবেন। তারপর
কিরদিন ইজিপ্টে অভিযাত্রিত করিবার ইচ্ছা
ইংলণ্ডে গমন করিবেন।

জন রাইট লর্ড ভবনিগের প্রদর্শনীতে
অধ্যাপিত করিয়া বক্তৃতা করিয়াছেন।

কলিকাতার জাতীয় কনগ্রেসে উপস্থিত হইবার
নিমিত্ত বোম্বাই প্রেসিডেন্সি এসোসিয়েশনে নিম্ন
লিখিত ব্যক্তিগণকে অগ্রবোধ করা হইয়াছে :—
অনারেবল দালাতাই নাওয়ারী; অনারেবল, ডি এম
মণ্ডলিক সি, এস, আই, অনারেবলকে টি টেলাং সি,
আই, ইং জেতারিলাল উমির। শঙ্কর, জাধনিব
এল জি চন্দ্র বরাকার, সোত্রাজি এক প্যাটেল
ডিম্বন ইভাঙ্গা, ডিম্বন পি কাঙ্গা, সামরোজ ডিম্বল, ডি
নীলকম্বল, আর এম, দেয়ানি, কাজি মহম্মদ ইনমো
চিল মাই, দালাতাই অখালাল দেসাই। ডিম্বল
খামারাম দালাতী বেহার এবং গোলাপ দাস তাই
দাস উকিল।

আমরা গুলিয়া স্থায়ী হইলাম যে, সার চারল
এচিসন কবে আরোগ্য লাভ করিতেছেন।

হুজুরে অনরব উঠিয়াছে যে, বেহারের ন
বাস্তব প্রদেশ লম্বা জিহ্বা ডিষ্ট্রিক্টের সহিত সংযুক্ত
হইবে। বেহারেরেও এবং ইতিহাস ক্রমিক
বিখ্যাত করেন যে, এ জনরবের কোন মূল নাই।

কাণপুরে টমাস নামক একজন ক্রীটনের ক্রীট
হইয়াছে, টমাস ন কি নিজে দোষ স্বীকার
করিয়াছিলেন।

অসম্রাজের মন্দির লইবা মকদমা উঠিয়াছে
পুরির কালেক্টার বাদী হইয়া আজি দাখিল করি-
ছেন। আর্থনিক সচিব এতদকালে ক্রোক
রাছে কিন্তু প্রতিবাদীর উপর কোনও নোটিস জা-
হর নাই। রঘুনাথ চেল্লা নামক একব্যক্তি
রাহ দেবের মন্দিরের রিসিটার পক্ষে নিযুক্ত হইয়া
ছেন।

বোম্বাই গেজেটে কোন পরামর্শক বলে
যখন বোম্বাইবাসী কৃতবিদ্যা সম্রাট কলিকাতা
জাতীয় সন্মিলনোত্তে বোগ দিতে বাটবেন, তখন
পবলিক সান্তিস কমিশন বোম্বাই প্রদেশে সাক্ষর
অবমানবনী করিতে আসিবেন। কথাটা কমিশ-
নেন তাহা দিয়া করিয়া উড়াইয়া না যেন।

অধিকাংশ চাকর ইনকম ট্যাক্স হইতে অব-
হতি পাইয়াছেন। বড় লাট প্রকাশ করিয়াছেন
উৎপন্ন চাকর হইতে চাকর লাভ করিতেন, তাঁহা
১৮৮৬ সালের ২ আইন হইতে অব্যাহতি পাইয়া
ছেন।

নেটালে ভারতবর্ষ হইতে ১৮৮৫ সালে ১২৩৯
উপনিবেশিক প্রেরিত হইয়াছে এবং নেটাল হই-
ভারতবর্ষে ৮০১ জন লোক ফিরিয়া আসিয়াছে।

আগামী জাহরারি মাসে মাজিষ্ট্রেটের পরীক্ষা গৃহীত হইবে। কোন দিবস পরীক্ষা হইবে এখনও তাহা স্থির হয় নাই। বেঙ্গল সেক্রেটারিএটে প্রায় ১০০ শত আবেদন পড়িয়াছে।

মাজাজ গভর্ণমেন্ট স্থির করিয়াছেন যে, আগামী এপ্রেল মাস হইতে কুলের ডেপুটী ইন্সপেক্টর-গণের বেতন তাঁহাদের ক্রমের ব্যয় এবং তাঁহাদের অফিস সরঞ্জামের ব্যয় নির্বাহ করিবার ভার দেশীয় মিউনিসিপ্যালিটির হস্তে থাকিবে।

সার বিভার্ন টমসন আর একটা মোটা বেতনের পদ স্বষ্টি করিতেছেন। এই পদের কর্তব্যচারী এন্টিং চীফ সেক্রেটারি টু দি গভর্ণমেন্ট অব বেঙ্গল নামে অভিহিত হইবেন। তানী ছোট লাট বেলি সাহেব টমসনের মত সমর্থন করিয়া এতদুপার সাহেবকে এই পদে নিযুক্ত করিবেন।

পাটেনিয়ারের একজন সবাদদাতা ৭ই ডিসেম্বর বেঙ্গল হইতে সবাদ পাঠাইয়াছেন যে, সম্রাতি অনেক ওলা মস একত্র হইয়া মহাভয়ের থানা আক্রমণ করে। আক্রমণকারীরা অনুন ১০ জন ছিল। তাঁহারা থানা পুড়াইয়া দিয়া পুলিশের অস্ত্র শস্ত লুণ্ঠন করিয়া পলায়ন করে। ৪জন পলায়ী হত হইয়াছে। আক্রমণকারীরা কেহই আঘাত প্রাপ্ত হয় নাই।

দিবসাগর হইতে কোন সহযোগীর সবাদদাতা লিখিয়াছেন, প্রায় ১১০ কুলি গত ৯ই ডিসেম্বর রাজবাড়ীর চা বাগান হইতে বহির্গত হইয়া আসিষ্ট্যান্ট কমিসনার ম্যাকলিন্ড সাহেবের নিকট আবেদন করে যে, তাহানিগের উপর চা-করগণ ভরানক অত্যাচার করিতেছে। ম্যাকলিন্ড সাহেব তৎক্ষণাৎ তাহাদের কথিত অত্যাচারের ভদ্র করিবার জন্য লেপ্টেনেন্ট গভর্নকে চা-বাগানে প্রেরণ করেন। লেপ্টেনেন্ট গভর্নর রিপোর্ট ক্রিয়াছেন কুলিদের আবেদনের অনেকটা বিষয় সত্য। তিনি লিখিয়াছেন যে, চা-বাগানে যে সকল কুলি পলাইয়া বাই-নাব চেষ্টা করে, তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে একটা কারাগারে আবদ্ধ রাখা রাখে, এখানে কুলিগণের ভাত পা বাঁধিয়া রাখা হয়। চা-বাগানের ম্যানেজার আরার সাহেব স্বীকার করিয়াছেন যে, বাস্তবিকই কুলিদের জন্য একটা কাবাগৃহ আছে। তিনি নিজে একজন কুলিকে বেত্মাঘাতও করিয়াছেন।

ভ্রমণকারির পত্র।

জলা ভাণ্ডার উল্লেখিত সর্বাধিকারের অন্তর্গত মুগকল্যাণের জাতির সভা উপলক্ষে চাঁদপুর

নিবাসী চেম্বলর মোবের 'আনন্দ বাজারে' লিখিত এক্ষণে সম্মিলনী বাজার প্রতিবাহ কর্তৃক গভর্নমেন্টের বক্তব্যসীতে অতি ভীতভাবে লিখিত প্রতিবাহ দৃষ্ট করিয়া বক্তব্যসী লেখেন আমরা তেম বাবুকে জানি, অতি দুঃখের সহিত আমরা কথঞ্চিৎ লিখিতে পার হইলাম। চাঁদপুর ও মুগকল্যাণ হইতে আমাদের বাসস্থান হল বার মহিল দূরস্থিত বিবর কার্য উপলক্ষে এই উভয় স্থানের উভয় বাবুদিগের সচিব আমাদের সংজ্ঞা ছিল, আমরা উভ্যদের অক্ষর মতনের পরীক্ষা বিশেষ সংজ্ঞা অবগত আছি, এমন অবস্থায় সত্য প্রকৃত হইয়া অসত্যের প্রতি-পত্তি প্রকাশ সভ্য করা যায় না বলিয়া অগত্যা সম্প্রদেব সাধাবণের গোচর না কথিয়া থাকিতে পারিলাম না, এরূপ লেখার ভয় ও বক্তব্যসী আনাদিগকে ভ্রান্তদলভুক্ত মনে করিবেন, তাহা হইলে তাঁহাদের ক্ষম হইবেন। আমরা পরম আশ্বাসদ পূজনীয় অর্থীয় সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয়ের শিষ্য ম্যাকলিন্ড অবলম্বনপূর্বক হিন্দুধর্ম ও সত্যের গৌরব রক্ষাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য।

বক্তব্যসী লেখেন, চেম্বলরকে তাঁহারা জানেন, তিনি জনোদার ও হাবড়া জগদীর অনেকই জানেন সাধারণ দিতকর কার্যে তাঁহার সহায়ত্ব আছেন, হিন্দুধর্মনিষ্ঠ পুরুষাত্মকেনে সবাদিত চলিতেন, বসে, মানে কুল শীলে এক জন বর্জিত লোক বলিয়া আমরা জানি। তেম বাবু গভর্নমেন্টের পাঠশালার ছাত্র, পিতামহ কতকগুলি পতনী ভালুক কথিয়া যান। পিতার আনন্দের জমীদারি সামান্য একটা লাট, কয়েক শত টাকা মালজমারি মাত্র, সনন্ত বিবাহ আট দশ ভাজার টাকা আর হইবে কিছু তিন সার্ক চেম্বলর কর্তা হইয়া প্রজা ও অন্য লোকের সহিত 'হাজা' মেজাদা ইয়াহিতে প্রায় পঞ্চাশ হাট ভাজার টাকা ধণ করিয়াছেন, এখনও এই ধণ রচিত হয়, এক সম্পত্তি দুই হানে আবদ্ধ কথিয় থাকেন, প্রজা পীড়ন করিয়া জোরে টাকা আদায় করেন, চাকর রাখিয়া বেতম দিবার সময় গোলাযোগ বাণীয়া সেতম বেন না, সবতই নকলনাপ্রিয়, কটক রোডের পার্শ্ব বাটী বাস্তার পার্শ্বই একটা গৈটকখানা আছে মেদিনীপুর ও কটক গমনকাণী পথিকেরা এই বাটীতে বৈটকখানার জন্য উভ্যকে চিনে বর্তমান তাইকোটের নামনীয়া জজ টেনেবেন সাহেব শতা দ্বু যখন মেদিনীপুর-বর জজ ছিলেন, মেদিনীপুর গমন কালীন একদিন জজ বপাকে পাড়িয়া চেম্বলর বৈটকখানার আভিষ্য প্রদর্শ করেন, তাহাতে উভ্য

সচিব তাঁহার আলাপ হয়। পরে সচিবেরদ্বায় ম জুনা হইলে তৎকালীন সর্বাধিকারী অফিসার, টী নী, স্বাক্ষর জ্ঞপ করিয়া চেম্বলর বাবাকে লইয়া চেম্বলরগণ। তিনিও উপযুক্ত ডিপুটী ছিলেন, আই মের বেড়া জালে উভ্যকে পাতিত করেন, পেয়ে যমচন্দ্র মেদিনীপুর টেনেবেন সাহেবের শরণ পাইয়া উক্ত জজ কটাকর তৎকালের বর্তমান বিভাগের কমিসনার বহুলত সাহেবের সহিত তাঁহাদের পরিচিত করিয়া বেন। চেম্বলর বক্তব্যগণের পদ লেখন করিয়া সে যাত্রা উত্তীর্ণ হয়, তৎপরে উক্ত বহুলত কমিসনারের পুত্র ভাণ্ডার মাজিষ্ট্রেট হইয়া তিনি তাঁহার পিতার অসুগ্রহপাত বলিয়া তাঁহা নিকট পরিচিত হওয়ায়, তিনিই রোডশেপের মেম প্রভৃতির সুযোগ করিয়া তেম। আর বহুলত বহু ভাণ্ডার টাউনহলের উদ্যোগ করেন, তাহাব চাঁদ আদায়ের জন্য তেম অনেক চেম্বলর কথিয়াছিল। এই ও তাঁহার সাধারণ দিতকর কার্য, তন্নি আর ও আমরা কিছুই দেখি না, উভ্য নিম্ন অভিধ সেবার আরম্ভ করিয়া যান উভ্য কয়েক সূত্রে খেসারি বাউল ও চাউল লোককে তেম কোম্পানীতে শত্রু কি না ঠিকই জানেন। ধর্ম সত্যে এমনি ভক্তি নিজ পরিবারের প্রভুত পক্ষায় ভ্রাতৃ পের বলিষ্ঠা প্রাণবৎক বাউল তেম, বর্জিত কথিয়ে শোধ করিতে হইলেই কই বোধ উভ, আমরা নিশ্চয় জানি তেম মুগকল্যাণের বাবু উদ্দেশ্যে যোবাল মহাশয়ের পিতাব নিকট কতকগুলি টাকা কর্ত্ত লইয়া, অগাধে তাহা অশীকার করেন এতর মহাজনকে ঠকান তাঁহাৎ ব্যাসায়নআমাদের সংকল্পে তেমের অধ্যাক্ষ্যায়বহু মহাশয়ের নিকট কাকি ছিলি সত্যক দিয়া কতকগুলি টাকা ধন, কী দিবার মতলব ছিল কি, হইয়াছে তাহা জানি। এমনিধিনু যে বাস্তার প্রকাশ নাভাল ও কথাত তাহা কট কম্যা যান করেন উভ্য অর্থভাজা নত লোক, যদি কোশলে ভিকিয়াতে কিছু অর্থ ভাজ গত হয়। চেম্বলর অর্থভাজের জন্য কত ভ্রাতৃ সর্জনাল করিয়াছেন। এই সকল ভ্রাতৃগণের মা আমাদের নিকট আত্মীয় একজন ভ্রাতৃগণ উভ্য ভাজ কটে পাউয়াছেন। এই সকল ধণ মামীর লক্ষণ হয় তেম চেম্বলর বহু লোক হই পায়েন। মচেৎ সম্মিলনী বা কার্ণাল যুবি আখা বিদ্যাছেন তাহাই ঠিক হইয়াছে।

মুগকল্যাণ নিবাসী উদ্দেশ্য বাবু বাস্তা উন্নয়ননা লিখিত ও প্রকৃত কথিবার তাঁহা নিকি সম্পত্তি তেম বাবুদের হইবে কি না, তেম

কর রাখিয়া বেতন না দিয়া ছাড়িয়া দেন।
উমেশ বাবুর চাকরদের সহায় সহায় টাকা
করি লও চাকর দানে নালিশ পূর্য্য করেন
। উমেশ বাবুর কেবল খাণাপুজার বে বার হয়
বনের সমুদায় বর্ষে নিত্য মৈমিত্তিক বা অতি-
থে ভাষা হয় না। তবে এতদেব এই উমেশ বাবু দুজন
২ সারী, বেশী লোকের সহিত আলাপাতি নাই
কিন্তু সংকারণে তাঁহাকে উৎসাহ দিলে তিনি বা-
হ্যের জোড় উপাধায় উত্তরেই অগ্রসর হন।
হয়নিজে অলিঙ্কিত, উমেশ বাবু নিজে লিঙ্কিত
২ বাসস্থানের চতুর্দিক লিঙ্কিত মণ্ডলিতে বেষ্টিত,
বে উহার। হেতুকে এতরকম বাল্য হুণী করেন
কর সহিত লিঙ্কিত চান না ও প্রাচ্য করেন না
কিন্তু কখনোই উমেশ বাবুর অলিঙ্কিত কার্যের সুখ্যা-
টনা কর ই হেতুকে উৎসাহ। আমরা বহুদূর মানি
বার বিল বর্ষের অধিক কাল হেতুকে কার্য কল প
অধিকতর তাহাতে উৎসাহে জ্ঞান পাওয়া কখনই
না যায় না। লোকালোকে উৎসাহে হওয়া কেবল
হনের চালাকীতে, মতে বর্ষা বিচার করিতে
গলে উমেশ কি উপাধায় নিকট হেব কিছুতই
গণনীয় নয় তবে একথা অস্বীকার্য যে, উমেশ বাবু
উপাধায় বাবু নিজের জমীদারি লইয়াই বাস, অন্য
কার্য করিবার ততটা জব্দীলতা নাই বা অবসর
কি, হেতুকে সামান্য তালুকদার, ল'টের ভাবনা
পাঠিত হয় না, জব্দীলতা পতনিত মালিকবিশেষ
নিকট কিস্তিবদ্ধি লিঙ্কিত হেব, আর বাহিরে
কিন্তু হুণি জানাইতেছেন, বহুগামী কি এ সকল
সংবাদ রাখেন না ?

আমরা পাঠনা জ্ঞান পরিচারণ করিয়া গণকল্য
জন্য মননমসিৎ হের উৎসাহে মননমসিৎ আলি-
কি। এ শাখা খণ্ডিত অতি অল্প দিন কালিত
হইয়াছে, একারণ এতলে বাণিজ্য্যনির ততদূর
শৃঙ্খল হয় নাই, সামান্য পারসী সাহেব লিঙ্কি-
লগান জেটে মালিকবিশেষ হেব এই মননমসিৎ
পরিচারণ আছে জমিদার ইনি এখানে পূব বণিকী
হইয়াছেন। কৌজদারি মননমসিৎ সংখ্যা অনেক
হয় হইয়াছে। বাহ্যে বারী প্রতিবাদী অকারণ
লিঙ্কিত না হন ইহার তদপক্ষে, বিশেষ দৃষ্টি
হাছে, হেতুকে মননমসিৎ সংখ্যা অধিক। হুই
হন মননমসিৎ বাতি আলোইয়া কাছারি করিয়া
পূর্ব শেষ করিতে পারিতেছেন না।

বানা উত্তম জড়িয়াছে। কাকেরা প্রায়ই হ না
জড়াত করিয়াছে। সন্নিহা ইত্যাদি হৈমন্তিক
না এহু জড়িয়াছে, অবস্থাও আশাও

আশা মন নহে, কয়েক দিন হইল এখানে
আমরা শীত বোধ হইতেছে না।

সংবাদদাতার পত্র ।

কাশী।

কাশীতে 'জীবনদা বিদ্যারিণী সভা'
নামক একটি সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। সভার
প্রধান উদ্দেশ্য সকল প্রকার জীবনের প্রতি
অভ্যুত্থান হইতে না দেওয়া। আশাততঃ এই সভা
ভবিষ্যৎ সমস্ত হুণ্ড অতুৎ জীবনদা গবাসির প্রতি-
পালন জন্য একটি সোশালী প্রকল্প করিতে হুণ্ড-
সংকল্প হইয়াছেন। সভার ব্যয় নির্বাহার্থ প্রায়
২০০ টাকার অধিক মাসিক চান। আশ্রিত হই-
য়াছে। বাহ্য হউক, উক্ত সভার সহকারী সম্পাদক
জীবনদা পণ্ডিত জগদীশ্বর, কাশী অনাথ-বিদ্যা-
লয়ের সামান্য এক জন বেতনভোগী শিক্ষক;
এমন কি তাঁহার মাসিক আয় ১০ টাকার অধিক
নয়; ইনি এই বিষয়ের জন্য বহু সহকারে বিশেষ
পরিচেষ্টা করিতেছেন। কিছু দিন গত হইল ইনি
"গোবিন্দ" নামক এক খানি পুস্তক অনুবাদ-
জন চলিত ভাষায় (অনেক উৎসাহী বহুবিশেষ
কর্তৃক সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া) প্রকাশ করিয়াছেন,
তাহাতে অনেক বিজ্ঞ ও ধনী ব্যক্তি বিশেষের সহায়
কৃতি ও অর্থ সাহায্য পাইয়া পণ্ডিত মহাশয় কার্য
খেত্রে অগ্রসর হইয়াছেন। আমরা এইরূপ
ব্যক্তির দীর্ঘ জীবন সন্মান করণে ইচ্ছা
সমীপে প্রার্থনা করি। উত্তর পশ্চিম প্রদেশ-
পের শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টর জীবনদা এডমন্ট
হোয়াইট সাহেব এই অকালের সমস্ত গবর্নমেন্ট
সাহায্য প্রাপ্ত হিন্দু কলেজ ও স্কুল সমূহে বাইবেল
পড়ান বহু করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। এই
বিষয়ের পক্ষসমর্থন জন্য সমস্ত ব্যক্তিমাতা পাবরি
সাহেবেরা এলাহাবাদে গিয়া সম্মতি একটি মহতী
সভা আহ্বান করিয়া ছিলেন। পাবরি সাহেবেরা
যে সহজে ছাড়িয়েন, এমন আশাও বোধ
হয় না।

১। গত ১১ই ডিসেম্বর শনিবার বেলা
১১টার সময় অত্রতা বণাধন্যে বাটে একখানি
মাল বোম্বাই নৌকা ড বিজ্ঞা ৬ জন মাস্ত্র মারা
পড়িয়াছে।

২। এখানে বেয়ারস গবর্নমেন্ট কলেজের

নিকট চেতগঞ্জ নামক স্থানে যে একটি মহ তৈয়ারি
করিবার সুষ্ঠু ছিল, সেটা সম্প্রতি বহুদূর দূর
ভাষান্তরিত হইয়াছে।

বিজ্ঞাপন ।

সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়।

১৪৮ নং বারানসী ঘোষের ট্রাট্, কলিকাতা
ডাক্তার জীবনদা মুখোপাধ্যায় কৃত বাবদীয় পুস্তক
এখন হইতে এই পুস্তকালয়ে বিক্রীত হইবে।

তৎকৃত

সরল ভৈষজ্য-প্রকাশ

অর্থাৎ

সহজ মেট্রিক্স মেডিক্স

১ম ভাগ।

গৃহস্থ ও পাড়ারোগের ডাক্তারদের জন্য

প্রকাশিত হইয়াছে।

মূল্য ১২ পেন্সি ০০০ পৃষ্ঠার বেশী।

মূল্য ১৪০ টাকার পরিবর্তে ডাকমাস্ত্র/

এ পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

প্রচলিত চট্টোপাধ্যায়
ম্যানেজার।



ইলকট্টো গ্যালভানিস

অম্লী, কবচ ও অনন্ত।

বি, এম, কার, নির্মাণকর্তা, ও আধিকারক;

মং ২৮ মৃদাপুর ট্রাট্, কলিকাতা।

আমার নির্মিত অম্লী, কবচ ও অনন্ত অ-
রিত্ত বিক্রয় বেধিয়া আমাকে অনেক রকম নির্মাণ
করিয়া বিক্রয় করিতেছেন। ইহা সকলই জানে
যে, ভারতবর্ষে ইহা আমিই নির্মাণ করিয়াছি। অ-
খ্যাত মিসার গীলবার্ট টোমহার্ট অকহার্টন, চা-
লকট, আমার নিকট হইতে ক্রয় করিয়া বিক্রয়
করিতেছেন, বালোরিয়া ও পুরাতন দূর আশ্রিত্য
আরোগ্য হইয়া থাকে, বিশেষতঃ ওলাউতা ও

আমের উচ্চ আশ্রয় উপকারিতা শক্তি দেখা
ইতেছে। এমন কি ইহা ধারণ করিলে সংক্রমিক
রোগ কষ্টকর আক্রান্ত হইবার সম্ভাব্য নাই। বস্তুতঃ
ইহা রক্তপরিষ্কার করতঃ পীড়া আশ্রয়প্রাপ্ত ও
স্বাস্থ্যকাল মন্থা নিবারণ করে। প্রাণোপাধিক,
প্রাণোপাধিক, ও হাইড্রোপ্যাথিক চিকিৎসাতে
ইহা কলপন নাইজীকার্য এই ভাঙিত ধারণেক
ইতেছেন। সেবাও রূপার নিখিত কবচ ও অঙ্গুরী
ভিত্তিক সংযুক্ত বলিয়া উক্ত করিলে সে নিখিত
মূলক ও তাহা ব্যবহারে কোন ব্যক্তি কখনই
রোগে পড়িত পারে না। প্রতি কবচের মূল্য ১৮/০
ডজন ১২/০, প্রতি অঙ্গুরীর মূল্য ২ টাকা
ডজন ২০; প্রতি অনন্তের মূল্য ১৮/০, ডজন ১৫
প্যাকিং ও পোষ্টেজ ১ হইতে ৬ বাস। ৮/০ আনা
ডজন ৮৮/০। ইহা অঙ্গুরী ও অনন্ত লইতে ইচ্ছা
কারী নাপ পাঠাইবেন।

—৩৩—

ইলেক্ট্রো গ্যালভানীক কবচ ও অঙ্গুরী।



জগতের এসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক মহাকাব্য গ্যাল-
ভানির সহিত নিগম অনুসারে আনন্দা অর্প এবং
পোষ্য কবচ ও অঙ্গুরীয়ক প্রস্তুত করিয়া
ভাঙিত ভাঙিত সংযুক্ত করতঃ তাহা দ্বারা
সমন্বিত দুঃসাধ্য ব্যাধি আরোগ্য করিতেছি,
এবং অনেকই জানেন। আনন্দের নিখিত
কবচ ও অঙ্গুরীয়ক বিশেষ আনন্দ দেখিয়া কেহ
কহে হিংসাপরূপ হইয়া নিঃসন্ত হাস্যজনক
বা সকলের নিকট প্রচার আনন্দ করিয়া সাধা-
নকে জ্ঞাত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। অতএব
এতদপক্ষে নিকট আনন্দের সম্ভব নিঃসন্ত
এতদ্বারা এমন সন্তর্জন এবং দুই লোক কষ্টকর
ব্যবহৃত না হইবে। সাধারণক বুদ্ধিমান
জন, আনন্দের বিশেষ আনন্দ আঁকার করি-
তে পারেন। কবচ বা অঙ্গুরীয়ক ক্রয়কালে
অন্যত্র অগ্রত্যাগ দ্বারা উহা সম্পূর্ণ করিলেই
ভাঙিত এবং সম্পূর্ণ অঙ্গুরীয় করিতে পারিবেন।
ক্রয়কালে এই ঘোষণা প্রদান। এই কবচ
ও অঙ্গুরীয়ক বোধিত অতি সুন্দর।

রোপ্য কবচ ১ বাসি ২, রোপ্য অঙ্গুরীয়ক ১ বাসি ৩
বর্গ কবচ ... ২০ অর্গ অঙ্গুরীয়ক ... ১৮

উপরিউক্ত কবচ ও অঙ্গুরীয়ক ধারণে দুঃসাধ্য
ব্যাধি সকল আরোগ্য হয়।

ইহা ব্যাধিত নিম্নলিখিত ঠিকানায় মানা-
বিশিষ্ট, চেইন, বোতাম, অলঙ্কার, চসমা
বস্তুলা প্রভৃতি ইত্যাদি চলত মূল্য পাওয়া যায়।
এবং যদি বেরামতের কার্য্য হুচাকরণে ও মূলত
মূল্য হইয়া থাকে।

কে, সি দাস এণ্ড কোং

২৪ নং ব্রজপুর স্ট্রীট—কলিকাতা

—৩৩—

ইলেক্ট্রো গ্যালভানীক

অঙ্গুরী কবচ ও অনন্ত।

পি, সি, দাস

ভারতের একমাত্র নির্ম্মাণকারী ও

আবিষ্কারক।

৩৪ নং বেনিফার্টোলা লেন পটলতাকান কলিকাতা।
ভাঙিতের অপরিণীত গুণ বর্ণন।



আজকাল ইউরোপ, আমেরিকা এবং ভারত
বর্ষে বোম্বাই, মাদ্রাজ, রেজুণ ঢাকা, এলাহাবাদ,
জিহট, কটক, বেবিনীপুর, ব্রহ্মাবন, বৈষ্ণাবন,
আসান, বেণাবন, হাইদ্রাবাদ, দিল্লী, লাহোর
কান্দীর ও জগতের সমস্ত সভ্যজাতি এখন এক
বাতে আঁকার করিয়া থাকেন যে অনেক ২৫০টি
আঁখি বাঁধে এ প্রাণোপাধিক হাইড্রোপ্যাথিক ও
প্রাণোপাধিক, প্রাণোপাধিক ইত্যাদি নামা
প্রকার ভাঙার কবিতা যে সমস্ত রোগ দুঃসাধ্য
ও আনন্দ হইবে না বলিয়া রোগীকে একে-
বারে ততাল কবিতা গিয়াছেন, তাহারা আনন্দ এই
মহৎলক্তি জীবন অঙ্গুর বৈজ্ঞানিক ভাঙিত চিকিৎসা
দ্বারা সম্পূর্ণ আরোগ্য হইতেছেন। আনন্দ এই
ভাঙিত অঙ্গুরী কবচ ও অনন্ত সর্বপ্রকার রোগ
আরোগ্য করিয়া থাকে এবং ভাঙিত সংযুক্ত জগা
ব্যবহারে মানব শরীরে রোগ নিকট আসতে
পারে না, অঙ্গুরী কবচ ও অনন্ত ক্রয় করিলে

P.C.D. নামাঙ্কিত দেখিয়া লইবেন। কারণ অনেক
কোন দুর্ভাগ্য লোক লোকের দশত, পর হইয়া অহ-
করণ করিতেছেন বলা দাড়া। যে কয়েকটি ব্যক্তি
পরিবার বিশেষ একত্রিত সংলগ্নের দ্বারা ভাঙিত
উৎপাদিত হয়। অর্থলোভী লোক সেই সকল ব্যক্তি
বদার্থ পরিণীত মা-জানিয়া সর্বসাধারণকে
ঠকাইতেছে, P.C.D. মার্কার অঙ্গুরী কবচ ও অন-
তাই আনন্দ কর্তৃক নির্ম্মিত এবং তাহা দ্বারা
জগতের সমস্ত লোক ৩৭ বৎসর হইতে বহু
প্রমাণ করিতেছেন ও প্রমাণপত্র দিচ্ছেন।
প্রতি কবচের মূল্য ১৮/০ ডজন ১২, প্রতি অঙ্গ-
ুরীর মূল্য ১৮/০ ডজন ১৫ ও অনন্তের মূল্য ১৮/০
ডজন ১৫ প্যাকিং ও পোষ্টেজ ১/০ অঙ্গুরী ও অন-
ন্তের নাপ পাঠাইবেন ও চারি রকম অঙ্গুরী ও অন-
ন্তের প্রকার লইবেন মন্থর বর্ণিত লিখিবেন।

—৩৩—

১৮৭৪ অব্দে স্থাপিত।

শরচ্চন্দ্র দত্ত এণ্ড কোং।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ।

প্রস্তুতকারী।

কলিকাতা মহামেলার এবং হোমিওপ্যাথিক
চিকিৎসাবিদগের নিকট হইতে ঔষধের উৎকৃষ্ট
সমস্ত প্রমাণ পত্র পাঠাইছেন।

মূল্য সুলভ।

এলাউচা চিকিৎসাব ১২ শিলি ব্যবস্থা ও ক-
রের আবক সহ ৫ টাকা।

গৃহ-চিকিৎসাব ২৪ শিলির ব্যক্ত ব্যবস্থা পুস্ত-
ক সহ ৮ টাকা, ২ শিলির ব্যক্ত ১০ টাকা।

সাধারণ চিকিৎসাব ৫১ শিলি ঔষধের বা-
ব্যবস্থাসহ ১৮ টাকা।

ভাঙাবিধগের উৎকৃষ্ট ব্যক্ত ২৫ টাকা, সম-
স্ত ঔষধ ১৭ ব্যক্ত ৫০ টাকা।

ইংল্যান্ডী ব্যক্তাল্য সচিত্র মূল্যনিরূপণ
বিন, মূল্য, প্রাপ্য। ঠিকানা ৫৫ নং কলকাতা
কলিকাতা।

—৩৩—

চুলের কলগ।

ইহা জলের দ্বারা তরল, লাগাইতে কো-
কষ্ট নাই। বেরণ পদ্ধতি হটক না কেন
নিম্নলিখিত গাঢ় উজ্জল কৃষ্ণর্ণ হইয়া ৩, ৪ ম.
ব্যক্তি। মূল্য ১/০ টাকা।

রোজমের তৈল ।

ইত্যাদি ব্যবহারে চারিধাক গোলাপের গন্ধ
ভার করে, শরীর স্নিগ্ধ থাকে, লিঙ্গ বোম্বের
আজ। মূল্য ২৩ শিশি ১২ টাকা, ছোট ১০
আনা ।

অদৃশ্য কালি ।

এই কালি লিখিবার সময় কিছুই দেখা যায় না,
পরে ঐহিক অগ্নির উত্তাপ লাগাইবা যাত্র স্পষ্ট
হওয়া বাইবে । গোপনীয় পত্র লিখিবার আশ্চর্য
উপায় । মূল্য ১০ আনা ।

লিলি পাউডার ।

সর্ব প্রকার বাবের বহোম্ব মূল্য ৮০ আনা ।

ব্লড পিউরিকায়ার ।

এই সালসা ডাক্তার কবিবাজ ব্যবহার
করেন । শোল, মালী, গরমি, বাপী, পচা
ও পাবা দোষ সংক্রান্ত সমস্ত বা. ও কোষ্ঠ
কাঠিন্য, জ্বাখালা ইত্যাদি সজ্ঞাত মধো
ধারণাগ্রস্ত । মূল্য ১ টাকা ।

এ. সি. বসু এণ্ড কোং ।

৮২ নং স্কটিয়াস স্ট্রীট, কলিকাতা ।

অষ্ট ধাতু নির্মিত অনোষ ।

“অনন্ত ।”



পূর্ণচন্দ্র দাস কর্তৃক নির্মিত ও

প্রকাশিত ।

৩৭ নং ফোর্টেলা লেন পটলডাঙ্গা কলিকাতা ।

এই “অনন্ত” জনৈক মহানতোপাধায়
সন্ন্যাসী কর্তৃক আবিষ্কৃত । উক্ত মায়ায়া
অন্যকে বিশেষ অসুখের পুরঃসর অষ্ট ধাতু দ্বারা
নির্মিত ও বৈদ্যাতিক গুণ সংযুক্ত করণ
কৌশলি কার্য শিক্ষা দান করিয়াছেন । আনি এই
সকল কার্য শিক্ষা করিয়া, অষ্ট ধাতুর দ্বারা
কোনকর্তী “অনন্ত” নির্মাণ করতঃ চিরবাহিগন্ত
করেকজন ব্যক্তিকে ধারণ করাইয়াছিলেন,
তাহাতে তাঁহার অতি অল্পকাল মধ্যেই শরীরস্থ

বাসি যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন ।
সেই জনই সাধারণের উপকারার্থে অধোদেহের
স্বত কাশনার অমার মান হিঃ অষ্ট ধাতু
নির্মিত “অনন্ত” প্রচার করিয়াছেন ।

এই “অনন্ত” অর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, নীল, রাং
বস্তা, লৌহ, পারদ এই অষ্টধাতুতে বিমিশ্রিত ।
উক্ত ক্রমাধারে অর্ণের ন্যায় ধাতুর উপর অপর
সাতটি ধাতু খচিত হইয়াছে । এতদ্বারা প্রথম
তুষ্টিয়া অস্ত্রে তরল পান্যে স্থাপিত থাকার
এতদ্বারা বিদ্রাভের কার্য উৎপাদন করিয়া,
অষ্ট ধাতুর গুণ ক্রমশঃ শরীরে প্রবেশ কবাইতে
থাকে ইহাতেই শরীরের বস্ত্র পরিচাল্য কবতঃ
সর্বপ্রকার বাধি বিদ্রাশ পূর্বক ক্রমশঃ মেধা বৃদ্ধি
হইতে থাকে এই অনন্তকে জীবন রক্ষার
মূল ঔষধি বলিয়াও অভিযুক্তি হয় না । আদি
মুগ কণ্ঠে নিবৃত্ত রূপে বসিতেছি যে, এই সন্ন্যাসী
জগত, আমার এত অষ্ট ধাতু নির্মিত
অনন্ত ধারণ করিলে পর শরীর সম্বন্ধীয়
নানা প্রকার বাধি হওয়ার আশঙ্কা আর কতাবশ
কহিবে হইবে না ।

আজ কাল নানা প্রকার ঔষধি ধাতুনির্মিত
কবজ ও অসুখী ইত্যাদি যাহা অষ্ট ধাতু নির্মিত
বলিয়া প্রচলিত হইতেছে, তাহা যে কত দূর লভ্য
আমরা ভুলনা করিতে চাহি না । কিন্তু মায়াবর
গণ নতুংগে কাচ ক্রয় করিবেন না । গোট ও
বড় প্রত্যেক “অনন্ত” মূল্য ২২ টাকা, ডাকন ১০
টাকা, পাণ্ডিক ও সোণ্ডিক ১ হইতে ৬টি ১/০
আনা, ৭ হইতে ১২টি ১৮০ আনা । অর্ডার
পাঠিলে তালু পেরেবেল পার্শলে মাল পাঠান
হইবে । আর বিদেশীয় মহোদয়গণ অনন্ত
ক্রমক নীম অসুখ্য করিয়া হস্তান্তর মাপ পাঠা-
ইয়া দিবেন ।

অনন্তর যে সকল স্থানে ধাতু খচিত হইয়াছে
তাহা এক একটা করিয়া মিলাইয়া লটকেন । আর
উক্ত সন্ন্যাসীর আবেশমত অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে
ফটকিরিজল দিয়া দৌত করিয়া লইবেন, তাহার
কবচঅঙ্গুরি লইয়া ঠকির ছেন তাহার একবার
পরীক্ষা করুন ।

বিজ্ঞাপনকার্ত্তাদিগের প্রাত ।

আমরা দিম্ব সত্বে সাধারণকে জানাই-
তেছি, বাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা
করিলেন তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া
বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন । প্রথম

তিন বার প্রতি পংক্তি ৮০ আনা, তাহার পর ১/০
আনা । ইংরাজী অক্ষর প্রকাশ হইলে ৮১০ পয়সা
করিয়া লাইন প্রতি বার ধরা হইবে ।

বেসকল কর্তৃকালির বিজ্ঞাপন আনাদিগের
মিকট আনিবে, তাহা প্রথম একবার বিনামূল্যে
প্রচারিত হইবে । তাহার পর নিয়মামুসারে মূল্য
লওয়া বাইবে ।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটি

বিশেষ সূত্র

সমর্থপক্ষে সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য ডাক
মাসুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং বাগ্মনিয়ম
৫১০ টাকা । অসমর্থ পক্ষে ডাকমাসুল সমেত ৭
টাকা । অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা বাগ্ম
সিকের নিয়ম নাই । শিক্ষক ও ছাত্রাদিগের
জন্য ডাক মাসুল সমেত ৩১০ টাকা দ্বিগুণ করা
হইয়াছে ।

অগ্রিম মূল্য না পাঠিলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ
প্রেরিত হয় না । বাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য
পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া
লিখিয়া ৪৮নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন কলিকাতা
জীবন্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্তীর নামে মোট, তাহা
নরাত চিঠি, বণি অর্ডার, ইহার অন্যতর মাধ্যমে
যাকার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য
প্রেরণ করিবেন । অর্ড আনার অধিক মূল্য
টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না । মূল্য
নির্দেশিত হইবার পূর্বে কেহ সোমপ্রকাশ প্রচার
অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য কিরাইদা দেওয়া
হইবে না ।

বাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করি-
বেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি প্রেরণ করা
হইবে না ।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা
করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৮০
হই আনা তাহার পর ১/০ এক আনা দিতে হইবে
কেবল ইংরাজী অক্ষরে প্রতি বার ৮১০ পয়সা
করিয়া লাইন ধরা হইবে ।

প্রেরিত, সংবাদদাতা, অমণকারীপত্র ও প্রা-
প্রতি বেসকল বিষয় নামা স্থান হইতে প্রকাশ
জন্য আইসে তাহার মতামত বা কোনকর্তী আই-
বিবৃত্ত বা সত্য এবং সত্য মিথ্যা বিবেচনা বিষয়
সম্পাদক, প্রিণ্টার বা প্রোপ্রাইটার দ্বারা মতের

এই পত্র ৪৮ নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরী
লেন, কলিকাতা সোমপ্রকাশ বস্ত্রে জীবন্ত কুমার
চক্রবর্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকাল
মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় ।

বিদ্যাসুন্দর লাইব্রেরী
 স্থাপিত ১৩৩২
 চাঁড়িপোতা, সোনারগুড়।

সামগ্রিক

৩১ নং ভাগ

সম্পাদনাঃ প্রকৃতিচিন্তার আর্কিঃ স্বরাজী অনিলমণী ন বীরসিংহ

১৬ সংখ্যা।

প্রথম বার্ষিক মূল্য মাসিক মাসিক ১২২৩ সাল। ২০এ পৌষ। ইং ১৮৮৬। ওরা জানুয়ারি।
 ১০ টাকা। অধিক বাণিজ্যিক ৫।০।
 ১ রিপনাক। ২০এ পৌষ।

অন্যত্র পক্ষে মাসিক মাসিক বার্ষিক
 টাকা ধারি। শিকক ও ছাত্রদের
 জন্য বার্ষিক মাসিক মাসিক ১০ টাকা

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

শ্রীমত এজেন্সি।

সকলজন্যই সর্বসাধারণকে অবগত করা
 ইচ্ছা যে বাণীরা কোন সামগ্রী কলিকাতা
 হইতে ক্রয় করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা
 বাণীঘরের কার্যালয়ের ঠিকানায় পত্র লিখিলে
 মধ্যম ও তৎপরে পারি ক্রয় কবিয়া অবিলম্বে
 সেই সকল ব্রহ্ম বস্তুর মতিত পাঠাইয়া দিব।
 ক্রয় করিবার অর্ডার প্রেরণকালে অস্থান করিয়া
 কিছু টাকা পাঠাইবেন। বাণীঘরের যেসকল বস্তু
 ক্রয় হইবে লিখিয়া অবগত করা হইবেক এবং
 ব্যাধি ডালু পোটে অথবা পার্শ্বপাঠ্য পাঠ্য
 ইবে। প্রেরিত ব্রহ্মের বক্রি মূল্য এই সময়ে
 লে চলিবে। কার্য সুবিধা কমিসন দ্বি
 রিয়া পত্র লেখা হইবে।

প্রাক্তন মহোদয়গণের নামে বাণীরা কলি
 কাতর আসিয়া সোমপ্রকাশের মূল্যদি এবং
 তাঁহাদের আশ্রয় বিধানের কথাবার্তা কবিবার ইচ্ছা
 করিবেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশ ডিভিউটারীতে
 লিখিয়া অথবা মূল্যদি বা দিয়া ৪৮ নং গুরুপ্রস
 াধুরীর লেন, সোমপ্রকাশ কার্যালয়ে অগ্রহ
 রিয়া আসিলে সমস্ত বিস্তারিত হইবে। সোম
 প্রকাশ ডিভিউটারীতে আইবার প্রয়োজন নাই।

সোমপ্রকাশ ক্রয় ও কার্যক্রমের আদি
 কলিকাতা গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন ৪৮ নং
 ঘনেন স্থাপন করা হইয়াছে। গ্রাহক
 মহোদয়গণ পত্রাদি ও সোমপ্রকাশের

মূল্যদি উক্ত ঠিকানায় নিম্নলিখিত
 স্বাক্ষরকারীর নিকট পাঠাইবেন। সোম
 প্রকাশ একত্র হইতে নিম্নলিখিতরূপে
 মধ্যম বাহাতে গ্রাহকগণের চকুগত
 হয় তাহাযে বিশেষ বন্দোবস্ত করা
 হইয়াছে। সকল ও কলিকাতার
 যেসকল গ্রাহক উপযুক্ত সময়ে সোম
 প্রকাশ না পাইবেন তাঁহারা অগ্রহ
 করিয়া পত্র লিখিলে আশ্রয় তাহার
 সংশোধন করিব। চাঁড়িপোতা সোনার
 গুড় পোটে আকিসের ঠিকানায় পত্রাদি
 লিখিবার আবশ্যক নাই।

আমরা কলিকাতার আসিয়া নানা
 প্রকার জবজবাক ও পুস্তকাদি মুদ্রণ
 কার্য সুচারুরূপে ও সুলভ মূল্যে সম্পন্ন
 করিতে আরম্ভ করিয়াছি। বাহারা
 সোমপ্রকাশ বজ্রালয়ে চেক মাখিলা,
 চিঠি, লেবেল, বিল, পিটিসন ও পুস্তকাদি
 ব্যবহার্য বিবর ইংরাজি ও বাঙ্গালা অক্ষরে
 মুদ্রিত করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা
 উপরি উক্ত ঠিকানায় আমার নিকট
 অর্ডার পাঠাইলে মুদ্রণ অক্ষরে মধ্যম প্রাপ্ত
 হইবেন। আমরা ইংরাজি ও বাঙ্গালা
 নানা প্রকার মুদ্রণ অক্ষর বর্তার ও নকসা
 আনয়ন করিয়াছি। সুলভ মূল্যে ও
 সুন্দররূপে বে কার্য সম্পন্ন হইবে তাহা
 বলা বাহুল্য। বিশেষতঃ সোমপ্রকাশ

বজ্রালয়ে কোনরূপ প্রবন্ধনা ও প্রত্যয়
 নাই। সর্বসাধারণকে অবগত ক
 বাইতেছে তাঁহারা নিম্নলিখিত চিত্রে আম
 দ্বিগকে মূদ্রণ কার্যাদি অর্পণ করিতে পারেন

সোমপ্রকাশ সম্বন্ধে চিঠি পত্র-টাকা
 কড়ি, মনিঅর্ডারাদি গ্রাহক মহোদয়গণ
 একত্র হইতে ৪৮ নং গুরুপ্রস
 াধুরীর লেন সোমপ্রকাশ কার্যালয়ে
 জীবুত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্তীর নিকট
 পাঠাইবেন। অতঃপর সোমপ্রকাশ
 সম্বন্ধে চিঠিপত্র বা টাকা কড়ি মনিঅর্ডার
 গ্রাহক মহোদয়গণ আর-কাহার
 নামে পাঠাইবেন না। অথবা কার্যালয়ে
 কোন কর্মচারীর নামে সোমপ্রকাশে
 মূল্য প্রেরণ করিবেন না। অপর নামে
 পাঠাইলে অধিকারীর হস্তগত না হও
 সম্ভব। গ্রাহকগণের সে বিষয়ে যে
 দৃষ্টি থাকে।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী
 সোমপ্রকাশ অধ্যক্ষ

শ্রীমতগবদগৌত।

মূল, শান্তরত্না, ও শান্তর ভাব্যমুদ্রিত
 বাঙ্গালা ব্যাখ্যা।
 বাঙ্গালা ব্যাখ্যা
 পণ্ডিত

শ্রীযুক্ত শশধর চক্রবর্তী
 বিশেষরূপে সংশ্লিষ্ট ও সংশোধিত।
 এরূপ ব্যাখ্যা পূর্বে কখন প্রবর্ত
 হয় নাই।

কট আশা কথা উল্লেখ করেন, তৃতীয় ব্যক্তি
একটি মিলন যজ্ঞের আবিষ্কার জন্য বলপূর্বক
সেবের অবস্থা গ্রহণ করেন, তবে তেঁহার
স্বাধীনতা, তবে তেঁহার মায়ার সম্মান লাভ করা
স্বাধীনতা প্রাপ্তি ঘটে গাই। তবে তৃতীয়তে মানব
স্বাধীনতা বর্ণনা করিয়া তুমি কৃতর্ক হইয়া বাইলে।
সেবেবে উপর কথা কথ। কহিলে তোমার
কৃত্যপাণ্ডের বর্ণনা ভুগিতে হইবে।

উল্লিখিত ঘটনা হইতে আমরা এই সার সত্য
কল্পন করিয়া পাঠকগণকে উপহার দিলাম। এই
পদেশ অমূল্য আশ্বাসের, সুস্থিতে এত বড় জ্ঞানের
কথা আনিতে না। এক পুসিব স্থাপত্যেও সাহেব
সাহাবুর ঘর। জরিয়া ভাষা আশ্বাসকে এমন
করিয়াছেন। এই উপদেশের মর্ম বুঝিয়া কার্য
করিতে পারিলে সৎসারে তোমার শত্রু সৎসারা বর
পাইবে, সুখের সুখ হইবে, বরংপ্রাপ্ত হইয়া গমার
গর্ভে অস্তিত্ব লাভ করিতে সক্ষম হইবে। পাঠক
আমিরা। রাষ্ট্র, ইংলান্ড রাজ্যে বসবাস
করিবার এই স্থল যত পিথিয়া রাখুন। যিনি
ইহার ব্যতিক্রম করিবেন, অকালে তাঁহাকে শ্রী
মন্ত্রের মারা ছাড়িতে হইবে, পিতামাতার কোপ শূল
করিতে হইবে, দেবতার অভিশপ্তিতে ইহা সৎসার
পরিভ্রাঙ্গ করিয়া ভারতের মুখ মুখের অবসান
করিতে হইবে। উপদেশটা আবার মনঃসংযোগ
করিয়া শুধু, সাহেব লোককে চতুর্থ বাবুর মায়
কথা ববদার বলিও না। ও শাস্তি শাস্তি
শাস্তি।

—

লর্ড রাণ্ডল্ফ চর্চিল ও

ত্রিটিশ গভর্ণমেন্ট।

লর্ড রাণ্ডল্ফ চর্চিল কার্য ভাগ
করিয়াছেন। ইংলণ্ডে এতদুপেক্ষে একটা
অকাণ্ড আন্দোলন টাট্টাছে। চর্চিলের
কার্যভার করিবার সুস্থী কারণ আছে। এখন
গভর্ণমেন্টের বজেটে ঠেংইলিক সামরিক
কয়ের জন্য এবার কিছুপরিমাণে অর্থ রাখা
হইয়াছে। লর্ড রাণ্ডল্ফ ইহার অভিযাত্রী।
যিহা বৎসরের কাবছা সত্ত্বীয় তালিকা লর্ড
রাণ্ডল্ফের সম্পূর্ণ অন্বেষণ হইয়াছে। ১৬
চর্চিল দেশীয় সামরিক ব্যয় সংগ্রহের
অভিযাত্রী হইয়া যিহের সুস্থীমতাবই পরি
চর দিরাছেন। এত স্থলগোঁড়ার মইয়া কুব
অর্থি এই কলসী একপক হইয়াছেন, ইং-
লণ্ডে এতাদী অভিপক হইয়া হাঁকাহাঁকাছেন।

কলসী হাঁকালা তাহেই কলসক, জর্জি
পোপন। পোপন। কুবের সত্য, যে তুমি
এতদিন ইংলণ্ডের সত্যবর্ণা প্রকট করিয়া
কুবের গহিত শত্রুতা করিয়া আনিঃকৃতিকেন,
কেই তুমি পর্যন্ত ইংলণ্ডকে তাকিয়া কুবের
পন্ন বহু হইয়া হাঁকাহাঁকাছে। কুব ইংল-
ণ্ডকে হাতে পাইলে আর ছাড়িবেন না,
ইংলণ্ডের চিরশত্রু কলসী-পকী এক প্রাণে
উপদ্রবন করিয়া পক চলা করিতেছেন,
আবার জর্জি গভর্ণমেন্ট করিয়া কুবের
ইংলণ্ডের অবমাননা করিতে উৎসাহী
হইয়াছেন। সকলেরই সমবেত চেষ্টা ইংল-
ণ্ডের গর্ভে বর্জ করা। ইজিপ্টে ইংলণ্ডের
বিলকণ অব্যাহতি হইয়াছে, সবার উপকূলে
কলসী অধিকার বিস্তার করিয়া বসিয়াছেন।
ইউরোপীয় রাজগণের অধিকাংশের মনে
ইংলণ্ডের উপর কেমন একটা ঘৃণা জন্মি-
তাইছে। বর্তমান অবস্থায় ইউরোপের ইতি-
হাস পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে রাজনী-
তিক মন্ত্রেরই গৌরব হইবে যে ইংলণ্ডে
এখন হইতে সাবধান হইয়া থাকা উচিত
ইংলণ্ডের রাজনীতিজ্ঞের একবারে এই কথা
বলিয়া থাকেন। চর্চিল, কলসী, তবী বিন
যদিও উঠিবার শক্তি এখনও তাঁহার জন্মে
নাই। কলসী হুঁজি আশ্বাসকারী বালক আবার
বড়ই আশ্বাসদানী। যিহে বাহা বলিঃমন
বাহা হুঁজিঃমন, জগতে এমন লোক নাই যে
তাঁহার জ্ঞানি গ্রহণ করেন। যিহে একবার
করক। হন জরতবর্ষে আনিয়া জরতবর্ষ
সম্বন্ধে তিনি একজন পণ্ডিত হইয়া বসেন।
আশ্বাসিতার মনে তিনি ভারতের টেট সেক্রে-
টারি হইয়াছিলেন। বাহারা জরতবর্ষে যুগের
উপর যুগ আশ্বাসিত করিয়াছেন, ভারতের
শত্রু, ভারতবাসীর রীতি নীতি, কুচি, বাবহার
প্রভৃতি করিয়া পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তাঁহার
যে সকল বিষয়ে কথা কহিতে শ্রাস করেন
না, চর্চিল হুঁজি লিখস মাত্র ভারতবর্ষের
উত্তম বা নেবন করিয়া জাহিরে পাঠা
করিতে পাটরেন। যে সকল বহুবর্ষী রাজ-
নীতিক ইউরোপের রাজনীতির বিষয় আলো-
চনা করিতে করিতে মস্তকের কোম পাণ-
হুঃ ফেলিয়াছেন, লর্ড চর্চিল মাতৃগর্ভ
হইতে পণ্ডিত হইয়াই তাঁহারের অপ্রাণী
হইতে চাছেন। বোম বহু মাতৃগর্ভেই তিনি
অর্গ হইতে রাজনীতির উপদেশ পাইয়া থাকি-

বেন, কহেন শুকনোবের জ্ঞান-সুস্থিঃকইয়া
যিহি বাহাঃমী সর্জনীঃ সর্জনীঃমিঃ পণ্ডিত
হইয়া হাঁকাহাঁকাছেন কি রং? চর্চিল লর্ড মে
চর্চিল মে সর্জনীঃ সর্জনীঃমিঃ আশ্বাসে বহু
তিনি পুর্ন জন্মে বাহুঃমীঃ আশ্বাসনা করিয়া
বহু পুষ্টিরাহিঃমিঃ, বহু ত হুঁজিঃমিঃ
চর্চিল তাঁহার মস্তকঃমিঃ পাঠকঃমিঃ
সর্জনীঃমিঃ সর্জনীঃমিঃ করিয়া যিহা-
মিঃ মাতঃ এ মাতঃ সর্জনীঃমিঃ এক বিজ্ঞ
এত হুঁজিঃমিঃ মাতঃ মাতঃ? যিহা বাহা কাল
মিঃ মিসঃমিঃ উপর গারনা রাখিতে
চান, রাজনীতির প্রকাশ-মাতঃ-মাতঃ মাতঃ
মাতঃমিঃ হুঁজিঃমিঃ উপরে-মিঃ মাতঃ করিতে
বাহা, রাজনীতির অবতার-মাতঃ-মাতঃমিঃ
মিঃ মাতঃ মাতঃ করিতে বাহা মাতঃ আশ্বাস
অলৌকিক ভিন্ন আর কি মাতঃপারি?

লর্ড চর্চিলের পণ্ডিত হুঁজিঃমিঃ সুস্থীমতঃ
বাহাঃমিঃ বাহাঃমিঃ তাঁহার আবার মিশ্রণ
এই যে তিনি কুবের মাতঃ সর্জনীঃমিঃ তাহা
বাহাঃমিঃ। যিহি কুবের মাতঃ-মাতঃমিঃ
করিবেন, অপরূপ মাতঃ "মাতঃ" বলিয়া
তাঃমিঃ মাতঃমিঃ যিহে এই ইজিঃমিঃ মাতঃ
মাতঃমিঃ। পাঠকঃমিঃ তাহা যিহি মাতঃ
মাতঃমিঃ কুবের মাতঃমিঃ পণ্ডা "চর্চিল
মিঃ একটা অকৃতঃমিঃ মাতঃ মাতঃ
করিয়া গসিবেন। কেহ সেট মাতঃ মাতঃ
হইলে তাঁহার অতিমানস সীমা থাকি-
বে। তাহাঃমিঃ সর্জনীঃমিঃ তাঁহার মাতঃ
কার্যদি দেখিয়া আমরা তাঁহার গুণগ্রাহন-
মিঃ পাঃমিঃ। গভর্ণমেন্টে মিস ১ যিহা
মাতঃ ইংলণ্ডে একটা আশ্বাসন উটে
পার্লিয়ারমেন্টের সকল মতাই এক বাহাঃমিঃ
মাতঃমিঃ মিসলার না রাখিয়া কলিকা
মাতঃ করিয়া। লর্ড চর্চিল দেখিলেন তাঁহার
মাতঃমিঃ পুষ্টিঃমিঃ সত্যঃমিঃ তাঁহার মাতঃ
বলিয়া বসিয়াছেন, অমনিই তাঁহাকে তৃতী-
মাতঃমিঃ করিতে হইল। চর্চিল বলিঃ
মিসলেন যদি মিসল্য পরিভ্রাঙ্গ করিতে
মাতঃ মিসল্যঃমিঃ না গিয়া বোমাই মগরে
বাহাঃমিঃ মাতঃ করা করিয়া। ভারতের ভার
মাতঃমিঃ অমূল্যঃমিঃ মিসিঃ। লর্ড চর্চিল
মিঃ মাতঃ লর্ড মইয়া এই কবিতা মাতঃ
করিয়া বসিলেন। আশ্বাস ইজিঃপুর্নক ভাষা
করিয়া বসিলেন। তাহাঃমিঃ মাতঃ তাঁহা
কার্য যিহে মাতঃ এমতঃ মাতঃমিঃ

[illegible][illegible][illegible]

চর্চাছিল যেত নিম্ন : বাসভার শিষ্টাচারে
 কল্যাণ থাকিত, তত দিন ভারতবাসীর
 কল্যাণ হইত না। জাতীয় কংগ্রেস যখন
 আর প্রজাসংগতিই বলুন, স্বতন্ত্রমণ্ডলের শক্তির
 প্রদর্শন করি নিম্নদেশে উপস্থাপন করির বিধি
 সুচলিত সুচলিত বিধি সমাজের করিতেছিলেম :
 তাহাকে অস্তিত্ব দা করিতে আবার কোন
 উপকার লাভের সম্ভাবনা থাকিত না। এখন
 উপস্থাপনার পরাভবই বরং সম্ভাবনাই
 থাকে। দ্বিতীয় স্বতন্ত্রমণ্ডলের শক্তি কাটরাছে—
 স্বতন্ত্রমণ্ডল আবার যে প্রকৃতির হইবেম আ-
 বার সরল মনঃ পালন করিবার উপস্থাপন দিবেম
 আমরা তাহার অনেক আশা করিতে পারি।

काठमाडौं, २३ चैत्र २०७३

[illegible]

পত্নীসহ মৃত্যু হইতে আশায়ে চালান হইয়াছে।

পত্নীসহ উপলব্ধ ২০ জন এবং হাকীমের ২০ জনের সম্মুখে গেলেন এবং হাকীমের ২০ জনের সম্মুখে গেলেন।

২০ দিনের মধ্যে যেভাবে কলিকাতা জেলার চাঁদা করিয়া দিয়া মৌসুমিকে একটি ভোজ দিয়াছিলেন।

চাঁদপাল নামক একজন আত্মীয় কলিকাতা বন্দরে আসিলে ৮ জন আরোহী একজন পালি করিয়া জাহাজ উঠিতে বাইতেছিল, এমন সময়ে একজন হীরাধার খাজা আসিয়া পানী খানি ছুবিয়া বার, ১ জন বাত লোক ছুবিয়া গিয়াছে।

২০ জন টেনন সাংগে বার্ড বাগের পেনে কলিকাতা জাহাজ করিলেন। ১০ নার ইয়াট বেলি বিনি বকের মৃত্যু শাসনকর্তা হইলেন, কেরারির পেনে বিলাত হইতে রওনা হইলেন। ১১ এ বার্ড পর্বত হীরাধার ছুবিয়া আছে। কানী লেক্টোরা মিং এডমার্ড বেলী সাংগেবের সহিত আসিলেন।

জিহ্বা বরদাভা বিদ্যায় নামক এক ব্যক্তি কনাইলগের হস্ত হইতে একটি পোককে অতি কষ্টে মুক্ত করিয়াছেন। জন কয়েক কনাইল একটি পোককে হস্তা করিয়া হস্ত প্রহার করিতে করিতে হস্তা দিয়া লইয়া বাইতেছিল। পোকটি কোনমতে বাইতে না চাহিতে প. ব. ওয়া একপ প্রহার করে, ২ তার একটি পা তালিয়া পোষিত বারা বহিতে পকে। ভয়ে লক্ষ্য করিয়া করিয়া কপিতে, থাকে কিছু কিছুতেই লইয়া বাইতে পারে নাই। কনাইল এ নিউক্লিওস মেথিয়া চারি দিকে অনেক ভলি লোক বেরিয়া ফেলেন। বিদ্যায় মধ্যম এই মূল্য কাও মেথিয়া দয়াত্ব চইয়া পাকটিকে বাঁচাইতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। উপস্থিত ব্যক্তিদের সাহায্যে অনেক টেবের পোকটিকে কনাইলগের নিকট হইতে মুক্ত করিলেন এবং খারে ২ ভিক্স করিয়া কনাইলগকে স্বীকৃত মূল্য প্রদান করিয়া নিষ্কর্তি পাইলেন। ইহার এইরূপ সংকল্পে উৎসাহ দেখিয়া বহু ক্রীত হইল। পো কট্যার লক্ষ কনাইলগেরা আরই সহ্য বধ্য দিয়া পোক ভলিকে তরানকরণে প্রহার করিতে করিতে লইয়া বার ও দিগুর হস্তে বধ্য বধ্য বাহাতে কনাইলগেরা দিগুর চকের উপর দিয়া পোকভলিকে পীড়ন করিয়া লইয়া বাইতে না পারে এরূপ একটি উপায় করা গুরুত্বপূর্ণের বস্তু।

গারোপের বিজয়

ইউরোপীয় সেনাপতির অধীনে
২০ জন সৈন্য

২০ জন সৈন্য
২০ জন সৈন্য

চাঁদপালের আশি বাজি মি: মি: মি: এইচ, এলেন রত্নপুর বন্দরে, জাগলপুরের আশি মি: মি: বাজি: মি: জুয়ারটেল ডিপুরা বন্দরে, হাকীম হইতে বাজি: এক, এইচ. বি. হু ইন ২৪ পরমণা বন্দরে, রত্নপুরের আশি বাজি: এইচ. ই. রামণ্যাম সাভাবাভবুয়া বহুবান, সীতাল পরমণা দেওবন্দে সব ভো: কলো: মেকিনীপুর জেলার কানি বহুবান বাস মবলে অহাঙ্গী ভো: কলো: মসে। মেকিনীপুরের সব ভো: কলো: জিহ্বা অকর জুয়ার রার জৌদুরী সীতাল পরমণা দেওবন্দে রাম- সাহির ভো: বাজি: মৌলবী আবহব সাংগে মালদহ বন্দরে, খুলনা সাভাবা নদীর ভো: বাজি: জিহ্বা চক্রবর্তী চক্রবর্তী পাটনা বন্দরে ভো: বাজি: জিহ্বা জিহ্বা ভব, খুলনা সাভাবা নদীর বালি হইয়াছেন। বারজিলিয়ার ভো: কমিনার মিটার ভবলিউ, বি. ওলভহাম বর্ডমানের বাজি: কলো: ২৪ পরমণা হইতে বাজি: এ, ভবলিউ, পল বারজিলিয়ার ভো: কমিনারে, বর্ডমানের একটি অজ মিটার আর, এক, রামণিনি মরমন- সিংহের পেশেন অজ হইলেন। বারিটার মুক্তল হমা বি, এ, এল, এল, ভি, টোটাটি সিবিগিয়ার হইয়া মজ:করপুরের আশি: বাজি: হইলেন। সাভাবা বক্সারের একটি হইতে বাজি: টে, এল, এল, জিহ্বা এ জেলার বন্দরে নিহৃত হইলেন পরার একটি হইতে বাজি: মিটার এল, পি, মেরিম সাভাবা বক্সার বহুবান ভাং পাটনের সাক্ষিন এল, পি, সিংহ (মগেরজের সিংহ) অ.প.ইকটি বক্সা টেমের চিকিৎসার ভার পাইয়াছেন।

ইউরোপীয় সমাচার।

২০ এ ডিসেম্বর—কোন্ট হার্ট বিনাক জিক করিয়া জুলগেরিয়ারিগকে পরামর্শ দি- হেন বে, জীহার বিজোলিয়ার মিডোলসকেই জুলগেরিয়ার সিংহাসন নাম কল্প।
২২ এ ডিসেম্বর—সেভাখার্ড জর্জ সেনিয়ার অব বাগবালা ২৩ টাউটারের রত্নক নিহৃত হইয়াছেন।
আরলও হইতে সহায় পাওকাগিয়াছে বে,

২০ এ ডিসেম্বর—কোন্ট হার্ট বিনাক জিক করিয়া জুলগেরিয়ারিগকে পরামর্শ দি- হেন বে, জীহার বিজোলিয়ার মিডোলসকেই জুলগেরিয়ার সিংহাসন নাম কল্প।

২০ এ ডিসেম্বর—কোন্ট হার্ট বিনাক জিক করিয়া জুলগেরিয়ারিগকে পরামর্শ দি- হেন বে, জীহার বিজোলিয়ার মিডোলসকেই জুলগেরিয়ার সিংহাসন নাম কল্প।

২০ এ ডিসেম্বর—কোন্ট হার্ট বিনাক জিক করিয়া জুলগেরিয়ারিগকে পরামর্শ দি- হেন বে, জীহার বিজোলিয়ার মিডোলসকেই জুলগেরিয়ার সিংহাসন নাম কল্প।

২০ এ ডিসেম্বর—কোন্ট হার্ট বিনাক জিক করিয়া জুলগেরিয়ারিগকে পরামর্শ দি- হেন বে, জীহার বিজোলিয়ার মিডোলসকেই জুলগেরিয়ার সিংহাসন নাম কল্প।

২০ এ ডিসেম্বর—কোন্ট হার্ট বিনাক জিক করিয়া জুলগেরিয়ারিগকে পরামর্শ দি- হেন বে, জীহার বিজোলিয়ার মিডোলসকেই জুলগেরিয়ার সিংহাসন নাম কল্প।

২০ এ ডিসেম্বর—কোন্ট হার্ট বিনাক জিক করিয়া জুলগেরিয়ারিগকে পরামর্শ দি- হেন বে, জীহার বিজোলিয়ার মিডোলসকেই জুলগেরিয়ার সিংহাসন নাম কল্প।

২০ এ ডিসেম্বর—কোন্ট হার্ট বিনাক জিক করিয়া জুলগেরিয়ারিগকে পরামর্শ দি- হেন বে, জীহার বিজোলিয়ার মিডোলসকেই জুলগেরিয়ার সিংহাসন নাম কল্প।

২০ এ ডিসেম্বর—কোন্ট হার্ট বিনাক জিক করিয়া জুলগেরিয়ারিগকে পরামর্শ দি- হেন বে, জীহার বিজোলিয়ার মিডোলসকেই জুলগেরিয়ার সিংহাসন নাম কল্প।

২০ এ ডিসেম্বর—কোন্ট হার্ট বিনাক জিক করিয়া জুলগেরিয়ারিগকে পরামর্শ দি- হেন বে, জীহার বিজোলিয়ার মিডোলসকেই জুলগেরিয়ার সিংহাসন নাম কল্প।

২০ এ ডিসেম্বর—কোন্ট হার্ট বিনাক জিক করিয়া জুলগেরিয়ারিগকে পরামর্শ দি- হেন বে, জীহার বিজোলিয়ার মিডোলসকেই জুলগেরিয়ার সিংহাসন নাম কল্প।

তোদের এক ঝাড় কলম করিতে করিতে
 একটী বৃহৎ স্ট্রালিকা পরিভ্রম করিয়াছে । স্ট্রা-
 লিকার গোচরের স্বাক্ষর হাটের কোঠাম দেব
 দেবীর মুক্তি সন্তান হিঙ্গিরে আছে ।

তবে প্রকৃত অঙ্গাঙ্গী—এক নের' ভাষা এক-
এক নের' স্বপ্ন। এইরূপে দেখ 'ভোলা' 'সেইকাল' বিব-
একমে বিস্ময়। নইলে যে ধাতু প্রকৃত হইলে
এই 'সেইকালে' ঠিক রূপের ভাষা হইবে, অমর-কোবল
রূপা দিয়া কোন-ক্রয় প্রকৃত করিতে যে ব্যক্তি হয়
এ ধাতু দ্বারা তাহার প্রায় 'অপেক্ষার' কম করে
প্রকৃত করা হইতে পারে। 'এইবার' ভাষা চারি
নর এবং 'তিম-ছটাক' রূপ দিয়া কোন-ক্রয় প্রকৃত
করিলেও 'আগি' রূপের ভাষা দেখায়। 'শাক-বাড়ী।'

অন্যদিকে চীনের উপর, কিংকিং আধিকার হও
র গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ও অর্থনৈতিক কারণ
পরিদর্শকে চীনভাষী শিক্ষার জন্য নিয়ম
প্রতিষ্ঠা করেন।

জাইট চর্কের এক জন পুরোধিতের জী
গার বাবীকে জ্ঞান করণ পুরোধিত আল-
গারের আলম এষণ করে । 'ট্যাংকো' বরার
লিখ 'কোটে' উভার বিচার হয় । পুরোধিত বলেন
গার জী উভার কুৎসিত উভার দ্বারা লিখ
কর্ম 'বহান' আশ্রিত করিবারে । অকুর গিন
গিতে 'বাহী' জীত করে আর একাকী । গুকে বাইতে
কল করিতেন ২। । একার বাইবার পর টিম
বলি দ্বারা : 'উভার' . বহুকে 'গবে' লিখ
হে বান ।

নীলগন নামক এক ব্যক্তি বিশেষ অতুলন
করিয়া যেখানে ১৫ বৎসর হইতে ২০
বৎসর বয়সের পুষ্কর দুবকের মধ্যে বাতারা
অশেষ পান করে না, তাহাদের বৃত্তা সংখ্যা
যেখানে ১৫, সেখানে পরিমিত পানীয় বৃত্তা সংখ্যা
১৮। ২০ এবং ৩০ বৎসর বয়সের মধ্যে এই
দুই প্রকার লোকের বৃত্তা সংখ্যা ১০ ও ৩১। ৩০
হইতে ৪০ বৎসর বয়স লোকের মধ্যে প্রথম
প্রকারের লোক যদি ১০ জন মরে, দ্বিতীয় প্রকা-
রের লোক ৪৫ জন মরে।

বোম্বাইবাসীর ন্যায় কালের লোক ভারতবর্ষে
আর নাই। সম্রাট পুনার একটা পেন্সিল
প্রস্তুত হইবার কারখানা হইরাছে। লোন্টা এবং
পিডলের চালাইখানা, হুতা পশমে কারখানা নানা
স্থানে স্থাপিত হইতেছে।

বিলাতে কেবল ভারতীয় প্রব্ৰেয় যীমাংসার
অন্ত একটা সভা স্থাপন করিবার কল্পনা হইতেছে।
সম্প্রতি সম্ভাব পাওয়া গিয়াছে যে দলীপ
সিংহ পারিসস্থ রুব'ভিউকের সাক্ষিত বক্তৃতা করিতে-
ছেন।

সংক্রমক রোগ সংক্রান্ত যে আইন প্রণীত
হিস, কলিকাতার তথ্যের অন্তর্গত আর একটি
আইন প্রণীত করিবার কল্পনা হইতেছে।

নিজস্ব এবং তাঁহার মস্তুর সক্তি যে বিবাহ হয়
তাঁহার অধ্যক্ষতা করিবার জন্য এক জন ইউরোপীয়
ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হইবে এইরূপ অন্তরতত্ত্ব
যা। এই অন্তরতত্ত্ব লইয়া স্থিতিবাদের চতুর্দিকে
অন্যোন্য উদ্ভিষ্ট।

আমরা তমিলা হুগলি হইবার বন্দোবস্তের
বিখ্যাত অধীদার রাজা কল্লভকুমার দেব বালাহরের
মৃত্যু হইয়াছে।

কেবল খ্রীস্টোকেবল দ্বারা চালাইবার জন্য আর
একখানি খ্রী সন্থাপত্রের সৃষ্টি করিয়া হইতেছে ।
ইহার লেখক, সংশোধক, কাব্যনির্মাতা, কম্পো-
জিটার, মুদ্রাকার সকলেই খ্রীস্টোক । ইহাতে
পূর্ব্বেব সম্পর্ক থাকিবেনা ।

মাস্তানে 'ন সেন্ট্রাল' কলেজ 'মাস্ক' একটি কলেজের স্তি বইবার কল্পনা বইরাছে।

বুঙ্গিগঞ্জের নিকট বালেশ্বরী নদীত, ভাটে
 বিখ্যাত কলিক বাকনী বেল্ল হইত। ১৯৩৬

মহোদয় হটকে এই বেলা আরও বইয়াছে। সে
মান কাল বেলা হইবে।

আরলাই এক নল বাংলায় স্থিতির একখা
নবাদশজ বাহির করিতেছে । বাংলার খপরে
কানন বাংলার আরঙ্গ একটা ছোট মুহাব্ব
হইতে ছাপা হয় ।

বিলাতের কোন বিখ্যাত সম্ভাষণের একম
লেখক মিথিরাছিলেন, এবার লালমোহন ঘোষ
বাঁটা ধাইবার পথে লর্ড ডকরিণ দলীপের নাম
এতেনে আবদ্ধ করিয়া রাখিবেন । আমরা
সময়ে সময়ে লর্ড ডকরিণের মোবোদেখ ক
বটে কিন্তু এরূপ সুখা নিকাশাদ তুমিরা কখন
আমরা নতট হইতে পারি না । এট অন্যাই ল
ডকরিণ বলিতেছেন ভারত নামের ন্যায় কটি
কার্য আর নাই ।

শুনিবার হাইদ্রাবাদের নিজস্ব সীমিত 'ভাষা' মেশন কলেজটির অর্ধেক কক্ষকে আওলাদ দীপে পাঠাইয়া দিবেন।

চন্দনপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ বসু
পাখার নিষিদ্ধাধীন আমি অনেক দিন পূর্ব
স্বাস্থ্যকাল রোগে বৎসরোত্তর ৩৫ পাই
নামা নকার ঔষধ সেবন ও ব্যায়াম করিয়া কিছু
তেই আরোগ্য লাভ করিতে না পারায় তারপর
কৃত্রিম বিদ্যাভিলাষ তথাকার কোন প্রভা
না করায় বাতী প্রত্যাহ্বনকালীন হৃদয়
টেননে তুলিয়া দেয়া মলীরায় অস্ত্রগত গুল
পুষ্করিণী নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু মোহনেন্দ্রনাথ বসু
মহোদয়ের কান্দরোগের অবলম্বন ন্যায়
সর্ব পথার কাল যোগ ম রোগ, বয় এবং বহু
নোকও আরোগ্য হইয়াছে। আমি বাতীতে আসিয়া
ঐ ঔষধ আনাই, ৪ তারি সপ্তাহকাল সে.র করা
সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছি। অত
প্রাণের রক্তনীকাত ভণ্ডের ৭৮ বৎসরের হাঁপ
কাশের পীড়া উক্ত মহোদয় সে.র সম্পূর্ণ
রূপে আরোগ্য হইয়াছে, আশ্রয় উভয়েই আশ্রয়
উক্ত মহোদয় র চিরকু রক্ত, পাশে বসে রহিয়া
আমাদের কাল বেকলে আরোগ্য হইয়াছে
ভাঙতে ৪০ বজিলে অজ্ঞানি হই বদা যে কাল
রোগের ইশার তুল্য ঔষধ আর নাই। আর
কাতাকেও তারকেশ্বরে বা বৈদ্যনাথে যাই
হইবে না। ২ তার আশ্রয়, হইবে তিনি উপরি
উক্ত ঠিকান র বে-রারানের অবতালহ পত্নি মিনি
মেই ঔষধ সেবনের লক্ষ্যে কৃত্রিম অবগত হই
পারিবেন, আর কাহাকেও কান্দরোগে কট
পাইতে হইবে না।

আমেরিকার বিজ্ঞানবিদগণ এছাড়াও একাধিক
বার আবিষ্কার করিয়াছেন যে ১০ ডিগ্রী হইতে
১০ ডিগ্রীর বেশ-নিম্নত হইয়া থাকে। কোনও
ও পক্ষী এই ক্রমের-মধ্যস্থে যেখানে পারে : তা
হানও কীট পতঙ্গ ক্রমের-ই-মধ্যে উঠিতে পারে

গত গ্রীষ্ম সম্মতি ভারত সবচেয়ে বড় ভা
বিসাহস, বাক্যে মহান নগর অহরোহে
এক ডাবল ভাষার অহরহিত হইতেছে।

পক্ষ ২০৫ ডিসেম্বর সাঁহোরে পাবলিক সার্ভিস
মিগনের অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে
শেল পডন ইয়ং, ডাক্তার মুহিম খাঁ, বাহাদুর
দার চরত সিং, মল্লরাজ এম. এ. এম. এম. মুক্তি
চরম আচিস্টা সাক্য দিরাহিলেন।

চীনেরা যে ইংল্যান্ডের উপর বড় একটা
ডাঙে নছেন, তাহা জামোতে দেখা গিয়াছে।
শনক চীনের উপর নিয়ান হাপন করা যায় না।

লত রিরাই দেখিল যে সন্ধ্যা করোন ডাফায়ে
 তিনি জৈনমণ্ডকে ছুটলগের অধিবাসীদিগের
 হিত লম ন করিয়াছেন । তিনি কলম প্রাণি-
 হিংসা নিবারণ করিবার জন্য ছুটলগে একটি
 হুৎ সন্ধ্যা আছে । অতেরা প্রাণিহিংসাকে বড়ই
 প মনে করেন । প্রাণিহিংসা নিবারণ জৈন-
 গের ধর্ম । সুতরাং আমি বে ছুটলগবাসী
 যার সহিত আপনাদের বিশেষ নিকট লম্ব ।
 ড রীয়াইয়ের এই কস্মাণিকতা শুনেই বোমাই
 সী উ'তার নিকট কেনা হইয়া আছেন । লত
 কবিগু ও টমলন সাহেব ইহাকে দেখিয়া নিকা
 তি করুন ।

গত ২২ এ ডিসেম্বর শুক্রবার সাংসারে শবলিক
টিস কমিশনের আর একটি অধিবেশন হয়।
অধিবেশনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সাক্ষ্য দিয়া
ছিলেন:—

শ্রী: যাকওয়ার্থ ইং, মোটীয়ার সিং, রিসাল
শ্রী: বালাচর, লক্ষার, হুসনিং, শ্রী: পরশরাম সিং,
শ্রী: ইলবিসে, লক্ষ্যন দাস, লোণীলাল,
শ্রী: রাম চন্দ এবং বিরজলাল।

মিঃ ইলবার্ট, কংগ্রেসে উপস্থিত হইয়া তাঁহার
জন পক্ষে অ. বি. গি. হইয়াছেন।

ভবানী, মগরের ঝাড়া সাধারণ পুষ্করিয়ায় আছে
 ১. মগ টাকা দান করিয়া গভর্ণমেন্টের মিস্ট্র
 হু, সি, এস, অ্যাট উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।
 ২. এই উপাধির উপস্থূক্ত পাত্র।

ব্রাহ্মণ্য প্রতিষ্ঠানের পূজা কন্ডেশ সভার
উদ্বোধিত হইয়াছিলেন।

यासुं ।

ਭਾਈਰਾਮ ਚੌਧਰੀ ।

বর্তমান সময়ের লক্ষণ সম্পর্কিত কোন্ প্রকৃত
বিশেষজ্ঞিত্ববী লোকের দ্বারা না আশার সঞ্চার
হইয়া থাকে। এই প্রকার ভারত সমাজের ভিন্ন
ভাবী ভিন্ন বর্ণাবলম্বী নানা প্রকার আভিভাব্য এই
অসম্ভব মতো যে একপ্রকার একতা সংস্থাপিত হইবে,
ইহা কখন কেহ স্বপ্নেও ভাবেন নাই। অতি
প্রাচীন কাল হইতেই এক সকল স্বতন্ত্র আভি
মতো কেবল যোর বৈরিত্যেরই আধিক্য
লক্ষিত হয়। ইহারী পরস্পর বৈরিত্যমানে তৎপর
হইয়া পরিণামে স্বদেশের উদ্ধেয় সাধন করি-
রাছে। কখনই এই সকল ভিন্ন ভিন্ন আভি
মতো একটা মহোচ্চ আভিভাব্য ভাবের সমুদ্ভব হয়
নাই। বর্তমানে কেবল এই একমাত্র অভাব নিব-
ন্ধন ভারতবাসিদিগের উন্নতির লোপান এককাল
অবলম্বিত ছিল। রত্নপুত্রদিগের শৌর্য ও পরাক্রমের
বিবরণ, মহারথীরদিগের উদ্যোগ ও যুদ্ধ কৌশলের
বিবরণ কে না অবলম্বিত আছেন। কেবল বিন্যা
বৃদ্ধ কেন, সাহস পরাক্রম বিবরণেও ভারতবাসীরা
এক সময়ে পৃথিবীর আদর্শ স্বরূপ ছিলেন। তবে
কি কারণে এ প্রকার অবনতি হইল? সেই
একমাত্র অভাব, সেই মহান্ আভিভাব্য ভাবের
অভাব বশতঃই ভারতবাসীকে একপ্রকার হ্রস্বত্বাপন্ন
হইতে হইয়াছে। এতদূর পরাক্রম বলবৃদ্ধি
সম্পন্ন হইলেও একমাত্র ভাবে বহিষ্ঠ হইয়া কা-
পুরুষের ভায় এককাল বিবেকভ্রমের পদধলিত
হইয়া হীন দাসত্বাবস্থা অবলম্বন করিতে হইয়াছে।
এ মহান্ ভাব ভারতবাসীর দ্বারা কখন স্থান
পায় নাই। ভারতবাসীরা আভিভাব্য অবনতির
মূল কারণ নির্ণয় করিতে বা তাহার দূরীকরণে
কখনই সক্ষম হয় নাই। বহুকাল পরে পাশ্চাত্য
শিক্ষার ভাবে দেশীয়গণের চক্ষুকল্মাশন হই-
তেছে। আমরা অবশ্যই বিনীতভাবে কৃতজ্ঞতা-
পূর্ণ হৃদয়ে স্বীকার করিব যে এ সকল মহান্ ভাব
পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের ভিন্ন
ভিন্ন আভিভাব্য প্রাণে ক্রমে অল্পপ্রতি হইতেছে।
ইংরাজ রাজগণ হইতে আমাদের দেশের অনেক
উপকার সংস্থাপিত হইয়াছে, দেশের অবতার
অনেক পরিবর্তন হইয়াছে এবং মান্য এককাল উন্ন-
তিও সাধিত হইয়াছে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা আশ্রয় এই

কর্তৃক বিবেচনাপ্রাপ্ত হইবে। অতীতের দৃষ্টান্ত দিয়া যে তাঁহাদের
কৃপার আশার প্রার্থনা করা হইয়াছে, তাহাও সত্য হইয়াছে।
হইয়াছে, পাশ্চাত্য-সিদ্ধান্ত অনুসরণ করা হইয়াছে।
হইয়াছে। আশার আশ্রয় লওয়া হইয়াছে।
গৌরব ও অর্থের কারণ বিবেচনা করা উচিত।

একদে সমগ্র ভারতের ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে
যে এক মহান জাতীয় ভাবের উদ্বেক হইয়াছে
এবং উত্তরোত্তর যে সেই মহতীৰ্ণ পরিণতি
হইতেছে এ কথা বলিবার অপেক্ষা নাই। গত
বৎসর বোম্বাই নগরে জাতীয় "সম্মিলনীর" অভি
যানে তাহা বিবদল্পক্ষে লক্ষ্যমান হইয়াছে। মুসলমান
জাতীয় সম্মিলনীর দ্বিতীয় অধিবেশন উপস্থিত
ভারতবর্ষের এক গীর্ষ্য হইতে নীলাস্তর পলা
উদয়, উৎসাহ ও উন্নানের প্রথম ভরসে আসে
কিছু হইতেছে। সকল প্রদেশ হইতেই এক
ঐতিমিহি নির্গাটিষ্ট হইয়া কলিকাতার মহাগল্লা
প্রেরিত হইতেছেন। এখানে জাতীয় বিধিমা নাট
আমাদের কর্তৃপক্ষীরেরা প্রাণি পণ চেষ্টা করিলে
এ উৎসবের সময় আত্মত্যাগের লোপ করিলে
কিছুতেই কুউৎসাহ হইতে পারিবে না। ভারত
বঙ্গপন এখন আর নিরীকিত থাকিবে না। শুদ্ধকামী
করিয়া এই অপূর্ণ ভাব বর্ণন কর। হিন্দু
মুসলমান বঙ্গালী পার্শ্ব মধ্যে কোমল প্রভে
নাই। সকলেই বঙ্গপনিকর হইয়া এক মহা
উদ্দেশ্য সাধনে তৎপর হইরাছেন। উৎসাহ
আগ্রহ সমভাবে প্রদর্শিত থাকিলে অতীষ্টে প্রতি
সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। আর কি অপ্রত্যাশিত বিবর আম
দের শাসনকর্তারা এখন আমাদের সহিত মহাভ্রম
না দেখাইয়া উৎসাহমান নির্বিকার করিবার চেষ্টা ক
তেছেন। আমাদের উৎসাহ কৃতি অর্জিত না করি
বৎ বঙ্গপন করিতেছেন। অগ্রিকল্প এমত সময়ে
বিশ্বের আশা করিতেছেন। মহাভাগী ইংল
য়ানে। বেন কোমল বর্ণবেদনা উপস্থিত। বি
অসহ্য বঙ্গপন ছোট কট করিতেছেন। বিকৃত
রোগীর ন্যায় কেবল প্রলাপ বকিতেছেন।
সকল কথা কণপাত করার কোন প্রয়োজন নাই
উহাতে কেবল কর্তৃপক্ষীরদের নীচাশ্রয়তা প্রক
পাইতেছে, পণের মিথ্যাকথা ছলিরা পরম উদ্বে
সাধনে বিদূষ হইও না। হিন্দু, মুসলমান বঙ্গাল
পারি। পলায়ী সকলে একত্র হইয়া নীচ ভা
পরিভাষা পূর্ণক "বকাবী সাধনে প্রবৃত্ত হইবে"
দেশের সুখ উদ্ধার কর।

সংস্কৃত বজ্রের সুসুভাগ্য।

ପୃଷ୍ଠ

ਸਰਲ ਚੈਬਕਾ-ਅਕਾਸ਼

সহজ যেটিরিয়া মেডিকা

১ম ভাগ।

একাধিত্ব হইয়াছে।

১২ পেন্সি ০-০ পৃষ্ঠার বেশী।
১৪ টাকার পরিবর্তে : ডাকমাওল/১০

ଏ ପୂର୍ବକାଳର ମାତ୍ରା ସାର ।

ঐচ্ছিক চট্টোপাধ্যায়
বাবুজি।



ইলকটো গানভানৌর

ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧୀ, କପାଳ ଓ ଅନନ୍ତ ।

বি, এম, ফার, নির্বাহকর্তা. ও অধিকারক :

मर २७ बुलाभूत डी०, कमिकावा ।

আমার নির্দিষ্ট অঙ্গুরী, রবট ও অমর অতি
 রিক্ত বিজ্ঞান বেধিত। অনেক অনেক রকম নির্ধারণ
 করিয়া রিক্ত করিতেছেন। ইহা সকলেই জানেন
 যে, অস্ত্রতর্ষে ইহা আবিষ্কার করিয়াছি। অবি
 দ্ব্যাত বিশাল সীলবার্ট টোমবার্ট অকবার্টন, চারন
 বার্ডেট, অমর মিকট হইতে করে করিয়া বিজ্ঞান
 করিতেছেন, ব্যালোরিয়া ও পুরাতন অর আশ্চর্য, মনে
 আনোণ। হইয়া থাকে, বিশেষতঃ ওলাউটা ও বসন্ত
 রোগে ইহার আশ্চর্য উপকারিতা নক্তি দেখা
 গাইতেছে। এমন কি ইহা ব্যবহার করিলে সংক্রামিক

মোহ-মহুত সাতার বইয়ার সুন রাই, বইয়ার
 ইয়া রক্তপরিষ্কার করতা, সীমা সাতারিয়াবে ও
 স্পাকার মন্য দিয়ার কতে, একোপাখি,
 মোহ-মহুত সাতার, ও
 বাইরা কল পান বাই বইয়ারাই অতি কল
 পাইতেইব। সোবাও স্পার, দিয়ার কতে ও অতী
 তাকিত সন্তোষ বদিরা উতি কতি, সনে দিয়ার
 অতী ও তাহা বাবদারে কোন ব্যক্তি কলই
 আরোপা বইতে পারে বা, অতি কলের দ্বারা ১/০
 আদা, কল ১২৫০; অতি, অতীর দ্বারা ২ ইয়া
 কল ২০; অতি, অতীর দ্বারা ১৫০, কল ১০
 প্যাকিং ও সোফট ১ বইতে ও বাব ১৫০ আদা
 কল ৫০; ইয়ারা, অতী ও সাতার সইতে ইয়া
 ইয়ারা বাব পাইতেইব।

इसक हे। ग्यामखानोव कहत ७ चरुजी।



‘অগভীর এসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক সভ্যতা গ্যাল-
ভানির ওষধ বিহীন অজ্ঞানত্রে আবদ্ধ বর্ষ ১৭২৭
রৌপ্যের কবচ ও অছত্রীক প্রদত্ত করিয়া
ত.কালে তাকিত সংযোজিত করতঃ তাহা দ্বারা
বেসমস্ত হুঃখাখ্য ব্যাধি আরোগ্য করিতেছি,
আহা অবশেষেই জানেন । আশাবের ‘বিধিত
কবচ ও অছত্রীকের বিশেষ সাধন বেরিতা কেহ
কেহ হিংসাপরম্প হইয়া বিভ্রান্ত হান্যজনক
কথা সকলের নিকট প্রচার আশ্রয় করিয়া সাধা
ব্রহ্মকে আশ্রয় করিতে চেষ্টা করিতেছেন । অতএব
ক্রেতারগণের নিকট আশাবের সাক্ষ্যের নিয়ম
যে তাহার যেন সতর্ক হন ১৭২৭ হই লোক কর্তৃক
প্রচারিত না হন । সাধারণকে বুঝাইবার
জন্য আশাবিশেষকে বিশেষ আশ্রয় স্বীকার করিও
হইবে না । কবচ বা অছত্রীক ক্রমকালে
প্রচার অপ্রকাশ দ্বারা উহা স্পষ্ট করিলেই
তাকিত প্রকার স্পষ্ট অজ্ঞতব করিতে পারিবেন ।
ক্রেতার পক্ষে এই ব্যবস্থা প্রবাহ । এই কবচ
ও অছত্রীক বিধিত অতি দুষ্কর ।

রোগ্য কবচ ১খানি ২ রোগ্য অহরীষক ১ খানি ৩
 বর্ণ কবচ... ...২০ বর্ণ অহরীষক... ...১৮

উপরিউক্ত কবচ ও অনুরীক্ষক দ্বারা
যাচী সকল আরোপ্য হয় ।

ইহা ব্যক্তি স্মৃতিবিহীন চিত্তবান বাবা।
 নিম্নে, চেইন, বোতাম, অলটার, চন্দ্রা
 বহুলা ^{১৫৫} ^{১৫৬} ^{১৫৭} ^{১৫৮} ^{১৫৯} ^{১৬০} ^{১৬১} ^{১৬২} ^{১৬৩} ^{১৬৪} ^{১৬৫} ^{১৬৬} ^{১৬৭} ^{১৬৮} ^{১৬৯} ^{১৭০} ^{১৭১} ^{১৭২} ^{১৭৩} ^{১৭৪} ^{১৭৫} ^{১৭৬} ^{১৭৭} ^{১৭৮} ^{১৭৯} ^{১৮০} ^{১৮১} ^{১৮২} ^{১৮৩} ^{১৮৪} ^{১৮৫} ^{১৮৬} ^{১৮৭} ^{১৮৮} ^{১৮৯} ^{১৯০} ^{১৯১} ^{১৯২} ^{১৯৩} ^{১৯৪} ^{১৯৫} ^{১৯৬} ^{১৯৭} ^{১৯৮} ^{১৯৯} ^{২০০} ^{২০১} ^{২০২} ^{২০৩} ^{২০৪} ^{২০৫} ^{২০৬} ^{২০৭} ^{২০৮} ^{২০৯} ^{২১০} ^{২১১} ^{২১২} ^{২১৩} ^{২১৪} ^{২১৫} ^{২১৬} ^{২১৭} ^{২১৮} ^{২১৯} ^{২২০} ^{২২১} ^{২২২} ^{২২৩} ^{২২৪} ^{২২৫} ^{২২৬} ^{২২৭} ^{২২৮} ^{২২৯} ^{২৩০} ^{২৩১} ^{২৩২} ^{২৩৩} ^{২৩৪} ^{২৩৫} ^{২৩৬} ^{২৩৭} ^{২৩৮} ^{২৩৯} ^{২৪০} ^{২৪১} ^{২৪২} ^{২৪৩} ^{২৪৪} ^{২৪৫} ^{২৪৬} ^{২৪৭} ^{২৪৮} ^{২৪৯} ^{২৫০} ^{২৫১} ^{২৫২} ^{২৫৩} ^{২৫৪} ^{২৫৫} ^{২৫৬} ^{২৫৭} ^{২৫৮} ^{২৫৯} ^{২৬০} ^{২৬১} ^{২৬২} ^{২৬৩} ^{২৬৪} ^{২৬৫} ^{২৬৬} ^{২৬৭} ^{২৬৮} ^{২৬৯} ^{২৭০} ^{২৭১} ^{২৭২} ^{২৭৩} ^{২৭৪} ^{২৭৫} ^{২৭৬} ^{২৭৭} ^{২৭৮} ^{২৭৯} ^{২৮০} ^{২৮১} ^{২৮২} ^{২৮৩} ^{২৮৪} ^{২৮৫} ^{২৮৬} ^{২৮৭} ^{২৮৮} ^{২৮৯} ^{২৯০} ^{২৯১} ^{২৯২} ^{২৯৩} ^{২৯৪} ^{২৯৫} ^{২৯৬} ^{২৯৭} ^{২৯৮} ^{২৯৯} ^{৩০০} ^{৩০১} ^{৩০২} ^{৩০৩} ^{৩০৪} ^{৩০৫} ^{৩০৬} ^{৩০৭} ^{৩০৮} ^{৩০৯} ^{৩১০} ^{৩১১} ^{৩১২} ^{৩১৩} ^{৩১৪} ^{৩১৫} ^{৩১৬} ^{৩১৭} ^{৩১৮} ^{৩১৯} ^{৩২০} ^{৩২১} ^{৩২২} ^{৩২৩} ^{৩২৪} ^{৩২৫} ^{৩২৬} ^{৩২৭} ^{৩২৮} ^{৩২৯} ^{৩৩০} ^{৩৩১} ^{৩৩২} ^{৩৩৩} ^{৩৩৪} ^{৩৩৫} ^{৩৩৬} ^{৩৩৭} ^{৩৩৮} ^{৩৩৯} ^{৩৪০} ^{৩৪১} ^{৩৪২} ^{৩৪৩} ^{৩৪৪} ^{৩৪৫} ^{৩৪৬} ^{৩৪৭} ^{৩৪৮} ^{৩৪৯} ^{৩৫০} ^{৩৫১} ^{৩৫২} ^{৩৫৩} ^{৩৫৪} ^{৩৫৫} ^{৩৫৬} ^{৩৫৭} ^{৩৫৮} ^{৩৫৯} ^{৩৬০} ^{৩৬১} ^{৩৬২} ^{৩৬৩} ^{৩৬৪} ^{৩৬৫} ^{৩৬৬} ^{৩৬৭} ^{৩৬৮} ^{৩৬৯} ^{৩৭০} ^{৩৭১} ^{৩৭২} ^{৩৭৩} ^{৩৭৪} ^{৩৭৫} ^{৩৭৬} ^{৩৭৭} ^{৩৭৮} ^{৩৭৯} ^{৩৮০} ^{৩৮১} ^{৩৮২} ^{৩৮৩} ^{৩৮৪} ^{৩৮৫} ^{৩৮৬} ^{৩৮৭} ^{৩৮৮} ^{৩৮৯} ^{৩৯০} ^{৩৯১} ^{৩৯২} ^{৩৯৩} ^{৩৯৪} ^{৩৯৫} ^{৩৯৬} ^{৩৯৭} ^{৩৯৮} ^{৩৯৯} ^{৪০০} ^{৪০১} ^{৪০২} ^{৪০৩} ^{৪০৪} ^{৪০৫} ^{৪০৬} ^{৪০৭} ^{৪০৮} ^{৪০৯} ^{৪১০} ^{৪১১} ^{৪১২} ^{৪১৩} ^{৪১৪} ^{৪১৫} ^{৪১৬} ^{৪১৭} ^{৪১৮} ^{৪১৯} ^{৪২০} ^{৪২১} ^{৪২২} ^{৪২৩} ^{৪২৪} ^{৪২৫} ^{৪২৬} ^{৪২৭} ^{৪২৮} ^{৪২৯} ^{৪৩০} ^{৪৩১} ^{৪৩২} ^{৪৩৩} ^{৪৩৪} ^{৪৩৫} ^{৪৩৬} ^{৪৩৭} ^{৪৩৮} ^{৪৩৯} ^{৪৪০} ^{৪৪১} ^{৪৪২} ^{৪৪৩} ^{৪৪৪} ^{৪৪৫} ^{৪৪৬} ^{৪৪৭} ^{৪৪৮} ^{৪৪৯} ^{৪৫০} ^{৪৫১} ^{৪৫২} ^{৪৫৩} ^{৪৫৪} ^{৪৫৫} ^{৪৫৬} ^{৪৫৭} ^{৪৫৮} ^{৪৫৯} ^{৪৬০} ^{৪৬১} ^{৪৬২} ^{৪৬৩} ^{৪৬৪} ^{৪৬৫} ^{৪৬৬} ^{৪৬৭} ^{৪৬৮} ^{৪৬৯} ^{৪৭০} ^{৪৭১} ^{৪৭২} ^{৪৭৩} ^{৪৭৪} ^{৪৭৫} ^{৪৭৬} ^{৪৭৭} ^{৪৭৮} ^{৪৭৯} ^{৪৮০} ^{৪৮১} ^{৪৮২} ^{৪৮৩} ^{৪৮৪} ^{৪৮৫} ^{৪৮৬} ^{৪৮৭} ^{৪৮৮} ^{৪৮৯} ^{৪৯০} ^{৪৯}

ଡକ୍, ଜି, ହାମ ଏବଂ କୋର

२३ मई १९४७ - कनिष्ठा

३७-१६ अर्थशास्त्रम्

শরচ্চন্দ্র দত্ত এও কোং ।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ।

ଅବତତକାବୀ ।

কলিকাতা মহানগর এবং হোমওপ্যাথিক
ডাক্তারবিশেষের নিকট হইতে ঔষধের উৎকৃষ্ট
নমুনা প্রাপ্য।

बुलाय बुलाय ।

এলাউটা চিকিৎসার ১২ শিশি ব্যবস্থা • কপু-
রের আয়তক বহু ৫ টাকা।

गृह-डिविजन २४ विभिन्न वाहन वायदा प्रत्येक
मह ८ टोका, २ विभिन्न वाहन १० टोका ।

ମାସାନ୍ତର ଡିକ୍ଟେସନର ୧୨ ମିନିଟ୍ ଓପେସନ ସମ୍ପାଦନ
ସାମଗ୍ରୀ ୨୫ ଟଙ୍କା ।

ভাকারদিনের উৎসেই বাক্স ২৫ টাকা, সম্পূর্ণ
উৎসেই বাক্স ৫০ টাকা।

इन्द्राजी बाबाबा अछि मूलविष्णुमणय
निवा मूला अक्षय । तिकावा ६६ व२ मूलाक्षय
कनिकात ।

हिवाजि—कृष्ण (बज्र)

सुश्रुतिः कविः श्रीधरः विरमाधः पात्रोः एव,
(कविः)

বিদ্যাত্রি শিখর রচিত এই উৎকৃষ্ট কা
ব্যটি প্রকাশিত হইতে একাধিক হইবে
মূল্য ১ এক টাকার অধিক হইবে না। ১৭
কলেজস্ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে ১৭
বাইবে।

विद्युत्-चुम्बकत्वम् ।

চল্লের কলগ।

ইহা জলের ন্যায় তরল, লাগাইতে কে
কষ্ট নাই। যেমন পুরুকণ হঠক না কোন
মিনিটে দাড় উজ্জল হৃৎকণ হইয়া ওঠে
থাকিলে। মূল্য ১ টোকা।

ଏହି ମାତ୍ର ୩୦ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ମନ
 ମୋର କୃଷିକର୍ମ, ମୋର କୃଷିକର୍ମ, ମୋର କୃଷିକର୍ମ
 ମୋର କୃଷିକର୍ମ, ମୋର କୃଷିକର୍ମ, ମୋର କୃଷିକର୍ମ
 ମୋର କୃଷିକର୍ମ, ମୋର କୃଷିକର୍ମ, ମୋର କୃଷିକର୍ମ

— १७७ —

[illegible]

କାଳୀନାମ ମହାକାବ୍ୟ
ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ—ଭୁବନେଶ୍ୱର ।

প্রেরিত পত্র

[illegible]

তখন কি বল ক'রে না বলিলে লজাবশে ।
 করি'ব কি যাহা হুই আবার-পাশে ?
 অথবা অস্থি তার রবে কি আশে ?
 না—আর না—
 অশ্রু-স্রোত লজা আর কাতর বচন ।
 এ'ক ফুলাই'র শিঙা এ'রিয়ে রোদন ।
 শান্ত কর রে'ব তরে, যখন হৃদয় ক'রে,
 শান্তি মাগো পরবেশে, ভাসি বরাধার ।
 কর'ব যখন নদা ফু'লারে ভো'বার ।

वाङ्मयसूत्र
 मम २०० भाग- } विद्वत्सु सुभाषितानि

ভারতীয় কৃষি ও শিল্প সমিতি।

অত্রতা “স্বদেশ সাইনোরী” সম্পাদক, কার্যাবলী ও অব্যাহত সভা মহোদয়গণ দ্বারা একটি মহৎ কার্যের সূচনা হয়েচে। কার্যটি অতি গুরুতর, বর্ন উদ্যোগীগণ প্রত্যেক কার্যে পবিত্র করিতে পারেন, তাহা হইলে জাতিব ভারতের একটি অভাবের দূরীকরণ হইল। উপরি লিখিত মান দ্বারা উক্ত মহোদয়গণ এই সমিতি স্থাপন করিয়াছেন, সম্ভবতঃ বর্তমান সময় হইতে কার্য চলিবে। বাস্তবিক আজি কালি বৈদেশিক পণ্যের দাবীতে আর কি রাজস্বের, কি সঞ্চয়ন সমীপে, কোন দ্বায়েই চাকরী পাটবার আশা নাই এবং আশা থাকিলেও ১, ২০, টাকার অধিক নাই, সুতরাং অন্য উপায় না দেখিলে গত্যন্ত নাই। সুতরাং বিবর এই আজিকালি অমের কেই এই গতিতে স্থিত হইয়াছেন অনেকের-ক্রমে ক্রমে ব্যবসায় বাণিজ্যের দিকে যতি ফিরাইতেছেন এবং প্রায় সকলেই যথেষ্ট লাভবান হইয়া নিজ নিজ ব্যবসারে উন্নতি করিতেছেন। অনেক শিক্ষিত যুবক কৃষিকার্যের মর্ম্ম জাত হইয়া নানা প্রকার কৃষিকার্য নিযুক্ত হইতেছেন। অনেকেরই অবগত আছে আজি কালি নানা দেশীয় ভ্রাতৃলোক আসাম প্রদেশে চা বাগান করিয়া প্রভুত বনোপার্জন করিয়া গৃহে ফিবিতেছেন। সাধারণের একাএক কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার সামর্থ্য নাই, তাহার কারণেই নিম্নস্ত বহু একত্রিত হইয়া এক চা-ক্ষেত্র খুলিয়া উচিত মূল্যে অংশ বিক্রয় করিয়া পরশেষে উৎপন্ন চা বিক্রয় করিয়া নিজে ও অপরের সহিত যথেষ্ট বন উপার্জন

[illegible]

এই মর্শিফি দিনেই অসাম ভাঙ্গা বিজ্ঞ

সকল রাজকর্মচারীর কার্যে কণ্ঠস্ব মনোনিবেশিত করা। তাঁর ব্যবস্থার ফলে প্রকার বিশেষ ক্রটি বিলম্ব হইয়া সাংসদগণের কাজে বিরূপ হইয়া উঠে। তাঁর পক্ষের ভাষা গোপন করেন। ইহা কেবল তাঁর কাপুরুষতার পরিচায়ক। তাঁর নৈতিকতা ও দেশভিত্তিকতা সন্দেহের কারণ। তাঁর প্রথম কার্যের যে সম্পূর্ণ বিবরণ, ভাষারও বিবরণ পরিচয় দিয়া থাকেন। ফলতঃ নির্ভীকতা ও দেশভিত্তিকতা তাঁর প্রথম লক্ষ্য, তাঁহার সর্বত্রই জাতিভিত্তিক হইতে সাধারণ কলমেণা করা গিয়াছে। সকলই ক্রটি নিরপেক্ষভাবে প্রকট হইতে কথনই পক্ষপাত নহে। এইরূপ ব্যবস্থায় ইহা উপকার হয়। প্রথম দাবী ব্যক্তি স্বতন্ত্র হোম দেখিতে পাইয়া বিবাহে সাদৃশ্য হইতে পারেন। দ্বিতীয়, যিনি কোন ব্যক্তির জন্ম স্মৃতি করিয়া নিরপেক্ষভাবে দেখে ইহা হেন, তিনি অজ্ঞাতসারে দেশের উপকার অঙ্গ পরিচালনা করিয়া থাকেন। তাবৎ, অসমের অসমের অত্যাচারে ভয় পাইয়া উপকারের মধ্যে গণ্য। স্বতন্ত্র এবং উপকার দ্বারা দেশের সমুদয় জনগণের সন্তান। আরো, বহুদলীয়েরই জন্ম পণ্ডিত হওয়া বাস্তবিক এবং নিজের জন্ম যে অনেক সময়ে নিজের যে বক্তৃতা পাওয়া যায় না, ইহা সকলেই স্বাধীন স্বীকার করিবেন। এই জন্য স্বাধীনতার সন্তোষজনক মনঃ ও স্বাধীনতার স্বরে বাস্তব দেশভিত্তিক আছে। যদি কেহ তাঁহাদের প্রকৃত জন্ম বহুভাবে দেখাইয়া দেয়, তবে তাঁহারা কৃতজ্ঞতার সহিত উহা স্বীকার পূর্বক ভবিষ্যতে সংশোধন করিতে যত্নবান হন। সুতরাং দেশের স্বাধীন এবং দেশের কলমেণ হইতে করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে, স্বাধীনতা এই পৃথিবীতে মনঃ লোকবিশেষের জীবনী পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই ইহার স্বাধীনতা বিবরণ বিশেষ অবগত আছেন। কিন্তু অপরদিকে এমন কতকগুলি নীচাচার ও অশ্রদ্ধাচারী লোক আছেন যে, তাহাদের হোম দেখাইয়া দিলে তাঁহারা আরও জোরে প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং তাহা সংশোধিত হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহারা এই কার্যে অধিকতর আগ্রহ দেখাইয়া নিজ নিজ নিজ স্বার্থের রাধিবার জন্য ব্যস্ততার উদ্যোগ করিয়া সাধারণের আগ্রহ বাহারা

হইয়া আপনাদিগকে স্বাধীন করিয়া থাকেন। ইহাদের বিবরণ এই যে, আনন্দের কলমেণের লক্ষ্যবর্তী এই দেশের স্বাধীনতা হইয়া আসিয়া কার্য করিয়া থাকেন। তাঁহাকে যদি কেহ উপদেশ দিয়া হয় একটি সংসদীয় বৈধ, তাহা হইলে তাঁহার উপর তিনি চটিকা একে-বারে বর্ষণ করিয়া উঠেন এবং কলমেণের আনন্দজনকতা সারা প্রকার খেঁচামারের বৈধ রীতি মত পালি দিয়া থাকেন। আনন্দ এই পর্যন্ত যদি যে সংসদীয় সম্প্রদায় ন্যায় ও সত্যের স্বাধীনতা করিয়া করা সর্বত্রোত্তম কর্তব্য এবং ইহার স্বাধীনতা হইয়া আপনাদের অনেক বিজ্ঞ 'সংসদীয়' কার্যও করিয়া থাকেন। আনন্দের বিবেচনার উদ্যোগই দেশের প্রকৃত মৌলিক ও আশীষের সাধারণের পরিচালক। কিন্তু যে সকল সংসদীয় আনন্দের 'ও' অসত্য পক্ষ অসত্য করিয়া উঠে, যা ব্যক্তিগতভাবেই স্বাধীনতা হইয়াই হউক অথবা 'কর্তার'ও নামে মিথ্যা 'অসত্য' চটিকা করিয়া সাধারণের পক্ষের 'কর্তার' জন্য উঠে, সকলের দোষ প্রকাশ্যে প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহারা যে দেশের প্রকৃত পক্ষ ইহা আনন্দ অবি সত্যের চিত্রে ফিটেছে। এইরূপ সংসদ পক্ষের সংসদ বহু শীঘ্র কমিয়া যায় এবং সর্বসাধারণের স্বাধীনতা উদ্যোগের উপর পণ্ডিত হইয়া বহু শীঘ্র উদ্যোগের অস্তিত্ব লোপ পায় ততই দেশের মনঃ। এট রূপ অসার তৎপরতা পক্ষপাতীহোমপূর্ণ সংসদীয় প্রচার দ্বারা কোনও দেশের মনঃ সাহন কখনও হয় নাই এবং আনন্দের দেশের যে হউক, এরূপ অসত্যবতার সন্তান আনন্দ কখনও হয় যে স্থান দিতে পারি না।

জিগোপালচন্দ্র কর্ণের

২-১-৮৭, কালী।

সোমপ্রকাশ।

২৭এ পৌষ সন ১২৯৩ সাল।

গত ৩১ এ ডিসেম্বর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি রাজা রমমোহন রায়ের জীবনী পর্বা-সোচনা করিবার জন্য কলিকাতা সিটি কলেজ দ্বারা এক সভা করেন। সভার অন্তর্গত সভার নানা দেশীয় প্রতিনিধি সভাপতিকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। কলেজগৃহে যখন একজন বাঙালী

সংস্কারকের সম্মান রাধিবীর জন্য বিত্তি প্রাপ্তি ও বিভিন্ন বর্ণের লোক একত্রিত হন, তখন বাঙালীর মনে কি এক অশ্রুত ভাবের উদয় হইয়াছিল। মাত্রাতিরিক্ত চেষ্টার কারণে এই সভার সভ্য পণ্ডিত প্রকাশ করেন। রাধিবীর বাবু কলিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজা রামমোহনের জীবনীকে তিনি তাকে বিতর্ক করিয়া বক্তৃতা আরম্ভ করেন। প্রথম ভাগ তাঁহার বক্তব্যে। ২য় ভাগ কলিকাতার—এবং দ্বিতীয় ভাগ বিলাতে। ২য় ভাগেই তাঁহার বক্তব্যের পরিচয় হয়। দ্বিতীয় ভাগে তাহার বিবরণ হয়। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও অক্ষয়কুমার বসু একান্তি রামমোহনের জীবনী হইতে একাংশ উদ্ধৃত করিয়া স্মৃতি স্মৃতি ভাষায় একটি বক্তৃতা করেন। তাঁহার মহোদয় সরকারও বক্তব্যের মধ্যে অন্যতর। রাজা রামমোহনের সংস্কার বহুদলীয় স্বাধীনতার উপরে সমাজ, স্বাধীনতা ও ব্যবহার নীতির সংস্কার বহুদলীয়। স্বাধীনতার উপরে সমাজ, স্বাধীনতা ও ব্যবহার নীতির সংস্কার করিতে গিয়াই তিনি খীর প্রতিজ্ঞাধঃ স্বাধীনতা কৃতকাব্য হইয়াছেন। ভারতবর্ষের অধঃপতনের পর তিনিই প্রথম সংস্কারক হইয়াছিলেন। সেই-জনা তিনি ভারতবাসী যাহারাই পুণ্য পায়। প্রতি বৎসরেই ভারতবর্ষে তাঁহার নাম কীর্তিত হয় ইহা সকল সম্মানের অতিশ্রেষ্ঠ।

—০—

“নাইটিংহাম সেকুরি” নামক পত্রিকাও এখানে লোহিগুমানগণ ভারত সম্বন্ধে আপনাদিগের অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকেন। যিনি কখনও একবার ভারতে পদাশ্রয় করিয়াছেন, তিনি একজন ভারত সম্বন্ধে পণ্ডিত। প্রথমে তিনি এই পত্রিকার ভাষায় পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়া একজন উপদেষ্টা হইয়া উঠেন। সিলোন দ্বীপের দ্বীপ পূর্ব গভর্ণর সাহেব সত্যি নাইটিংহাম সেকুরি নামক পত্রিকার এইরূপ পাণ্ডিত্য দেখাইয়া এংলো ইণ্ডিয়ান সমাজে বড়ই বাতাবা লইয়াছেন। সাহেব বলেন ব্রাহ্মণের ন্যায় অসং দৃষ্টিবিশ্বাস্য হতাব খেচ্চাচারী জাতি আর জগতে নাই। এ ব্রাহ্মণ জাতি সনৎ ভারতবাসীর শত্রু, ইহঁদের ভারতবর্ষে কোন জাতিকে মাথা তুলিতে হেন নাই। ইহঁারা ভারতবাসীর সকল অনর্থের মূলীভূত। ব্রাহ্মণের ন্যায় আর এক দল শত্রুজাতি বাঙালী ইহঁারা পদে পদে গভর্ণমেন্টের প্রতিবাদী হইয়া দেশভিত্তিকতার ভাণ করিয়া রাজস্বোচিতা প্রকাশ করে। ভারত গভর্ণমেন্ট যে কোন শুভ কার্যে

ভাষণ করেন, বাঙালীরা ভাষার প্রতিবাদী
ইরা আপনার শিরে আপনিই কুঠার হামিরা
সে। মুসলমান জাতি প্রকৃত রাজতন্ত্র। নাহেব
কবার একজন মুসলমানকে জিজ্ঞাসা করিয়া
ছিলেন সে ব্যক্তি ইংরাজের অধীনে থাকিতে
চান বাসে, বাঙালী বা স্বাধীন রাজকার্যের
কানও তার গ্রহণ করে ইহা সে ব্যক্তির ইচ্ছা
হে। নাহেব জিজ্ঞাসা করিয়া জামিরাছেন
নএ মুসলমান জাতির এই মত। বাঙালী
কবল রেলের পাড়ির জামালা হইতে মুখ বহিষ্কৃত
করিয়া ভারতবর্ষের জাওয়া খাইরাছেন, ইংলিস
য়াম ও পাইকনিয়ার পাঠ করিয়া পণ্ডিত হইরাছেন।
ইংলোইতিহাস সম্বন্ধেদের সহিত আলাপ করিয়া
মতিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মুখে ভার-
তের কথা ভাল শুনার না। নাহেব নাইকিই
সকলুইতে একক নিষিদ্ধার পূর্বে ভারতবর্ষের
কান নগর বা গ্রামে বসি জিজ্ঞাসি বলমান করিতেন
গাথা হইলে কুঁকিতে পারিতেন। তাঁহার অভিলষ
স্বাধীন জাতি ভগ্নতের নিরোধনি, বাঙালী জাতি
ভারতবর্ষের এখিনিয়ান। ইহারা বেরন রাজতন্ত্র
ভেদনি দেখহিতৈষী। চরিত্রের বোধ উন্নয়
করিয়া তিনি কেবল নীচতা অনতিজ্ঞতার পরিচয়
দিয়াছেন মাত্র। এই সকল স্বকৃত পণ্ডিত ঘেঁট-
গণের কোন কথার উত্তর দিবার প্রয়োজন নাই,
কেবল প্রকাশ্য পত্রিকায় এইরূপ নিম্নাবাদে
ইংলণ্ডবাসীর সম্মুখে বিবের নকার হর ইহাই
সামান্যের ভর ও অনিষ্টের কারণ।

—০—

লভ তকরিণ কনগ্রেস সভার এতিনিমিষণকে
গতর্ঘ্যেট হাউসে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইরা-
ছিলেন। কনগ্রেস সভার ভাগ্যে সে দিন বড়
সুখের দিন গিয়াছে। বড়লাটের এই অস্বাভিক-
তার তাঁহার একাবর্ণ সকলেই আগ্রহিত হইরাছেন
কেহ কেহ বলেন, বড়লাট যে কুট বুজির বশবর্তী
হইরা রাজ্যশাসন করিতেছেন, বর্তমান কার্যটি
তাঁহার সেই কুটবুজির স্খার, কেহ কেহ নকহ
করিয়া বলেন, বহুশাসন লভ তকরিণ কোন
দুরবর্তী উদ্দেশ্য শাখন করিবার জন্য প্রজাবর্ণের
সহিত অস্বাভিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন। কোন
কোন ব্যক্তি লভ তকরিণকে এত কণ্ট হাসর বলিয়া
জামিরাছেন যে, তাঁহারা লভ তকরিণের অস্বাভিক
তাকে সমালোচনা প্রস্তুত বলিয়া বিখাল করেন না।
আমরা এই ককল বোফের সহিত মহাহুজি
প্রকাশ করিতে পারি না। এরূপ নকহ নিভাত
কুটিলতার পরিচায়ক। কামাদের বিধান আছে

লভ তকরিণ বহুবিকই প্রজার সম্বন্ধে কিংক ৯
আনন্দ লাভ করিবেন বলিয়াই এ ই উন্নত ৭ কাম
এতিনিমিষণকে আহ্বান করিয়াছিলেন। একা
সাজাজোর রাজ্য উইরা অসংখ্য প্রজার আশীর্বাদ
লাভ করিবার জন্য তাঁহাদের সহিত মন্থনিত
হওয়ার বে কি মুখ লভ তকরিণ ভাষ। উপ
ভোগ করিবার জন্যই তিনি সকল সম্মান ও
সকল আভি এতিনিমিষণকে একত্র করিয়াছেন।
আমরা একবার বলিছি নিম্নলিখিত মনচক্রে পড়িয়া
লভ তকরিণকে প্রজতির বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইরা
ছিল। নিম্নলিখিত অর্থন বারুর অধিকার উত্তে
হুজ হইরা বতই তিনি ভারতবাসী রাজতন্ত্র
প্রজাবর্ণের সন্তি মিলিত হইকেন, ততই তাঁহার
চরিত্রের শোভা প্রকাশ পাইবে, ততই তাঁহার
বাঙালী ও ভারতবাস মন্থে বহুবিশ্বাস বিদূরিত
হইবে। প্রজার সহিত মন্থনিত হইরা প্রজাবেই
তাঁহার প্রজতির চিত্র বেধিতে পাওয়া গিয়াছে।
লভ তকরিণ প্রথম হইতে যদি কুমারগার কুহকে
না পড়িয়া মরল চিত্রে প্রজার স্বর্ণনা মিরীকণ
করিতেন- ভাল হইলে এত দিনে আমরা
তাঁহাকে রীপণের পবনী পুমান করিতে পারিতাম।
লভ তকরিণের কার্যকাল অর্ধেক মাত্র শেন হই
গাছে। এই অর্ধকালের মধ্যে হুজকীর চক্রে
সুর্ণারমান হইরা তাঁহাকে নানাপ্রকার মন্থন
দিনাতিপাত করিতে হইরাছে। কুটিলক ভেদ
করিয়া তাঁহার শাসনের অপরাধকাল যদি তিনি
প্রজার সহিত অতিবাহিত করেন, ভারতশাসন
তাহার পক্ষে আর মুকর হইবে না, ভারতবাসীর
মন্থনের পাত্র হইরা আর তাঁহাকে হুগুধিত হইতে
হইবে না, মনের মুখে মনের কীর্জন তনিত
তনিত রীপণের ন্যায় তিনিও ভারতবাসীকে
কাঁদাইরা ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিতে পারিতেন।

↓
রাজনৈতিক জগতে নিত্য নিত্য নুতন
মতের বৃষ্টি হইতেছে। কিন্তু এ পর্যন্ত কোন
মতেই শাসনকর্তাকে অস্বাভ বলিতে পারেন
নাই। বহুদেশের ব্যারিটার আদীর আলি
পাঠকবর্ণের নিকট অপরিচিত নছেন। উনি
সম্মতি এক নুতন মতের আবিষ্কার করিয়াছেন।
তাঁহার উদ্দেশ্য ইংরাজ শাসনকর্তাকে অস্বাভ
বলিয়া প্রকাশ করা। আদীর আলি নাহেব
কতকগুলি শিষ্য লেবক সংগ্রহ করিয়া একটী
সভা করিয়াছেন। উক্ত সভার সভ্যদের
স্বাধীন মত কাঁদাই হউক তাঁহারা গবর্ণমেন্টের
জিজ্ঞা কলপ বের কোরাণের সমান অস্বাভ

খলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য। সম্মতি টাউন
হল সভার আদীর সমিতির যে অধিবেশন
হইরা মেল আদীর আলি নাহেব সমমানের
বিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া তাহাতে বোম দিতে
অস্বীকার করিয়াছেন। ব্যারিটার নাহেব কলি
কাতার মুসলমান সমিতির এতিনিমিষ বরণে
কনগ্রেস সভার পত্র লিখেন যে, তিনটি কারণে
তাঁহার সম্মদার কনগ্রেস সভার বোম দিতে
পারেন না। প্রথম, সিন্টিল সার্ভিস প্রজ আদীর
সভার একটী আলোচ্য বিষয়। এই প্রজের
সীমাংসার জন্য গভর্ণমেন্ট পবলিক সার্ভিস
কমিশন বলাইরাছেন। সুতরাং ইহার আলো
চনার আর আবশ্যক নাই। ২য়, ভারত শাসন
মন্থে আন্দোলন করা সভার অন্যতর আলোচ্য
বিষয়, ইংলণ্ডে অহুসদ্বান সমিতি স্থাপিত হইরা
এই উদ্দেশ্যে শুল্লিষ কবিবার করনা হইতেছে
সুতরাং ইহার আন্দোলন করার আর আব-
শ্যক প্রয়োজন নাই। ৩য়, গভর্ণমেন্টের
এতি অধিগণ করা কর্তব্য নহে কনগ্রেস
সভার সেই কর্তব্য পালনের ব্যাঘাত অধিবে।
পঞ্জধানির নিয়ে আবহুল সালেমের স্বাকর
আছে। আবহুল সালেমের এই পত্র প্রকাশিত হ ই
বার পর ট্রেটম্যান পত্রিকার লিখিয়াছেন যে
স্বাকর তাঁহার নিজের নহে। তিনি এরূপ পত্র
লিখিবার বিবর জ্ঞাত নছেন। আবহুলসালেম
স্বাধীনচেতা সত্রাত ব্যক্তি আদীর আলির সহিত
তাঁহার কোন বাধ্য বাধকতা নাই। তান স্বজ্ঞে
নিজের স্বাধীন মত প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন।
কিন্তু বাহাদের অধি ব্যারিটার নাহেবের কোন
প্রকার মন্থ আছে তাঁহাদের পক্ষে স্বাধীন মত
প্রকাশ করা মন্থ কথা নহে। মুসলমান সমিতি
মতাপণকে নিজের ইচ্ছার আদীর আলির মতে
সমর্থন করিয়াছেন, আমাদের তাহা বোধ হ
না, বাহাই হউক পঞ্জধানি বরন মুসলমান এতিনিমি
সভার মাঝে প্রেরিত, তখন কলিকাতার মুসলমা
সমিতি আমাদের বিচার স্থানীয়। কলিকাতা
মুসলমান সমিতির সভাপণকে একটী সম্মদার বল
বাইতে পারে না। কেন না আত অসংখ্য
ব্যক্তিই ইহার সভ্য। ইহারা প্রকাশ্য ভাবে কনগ্রে
সভার বিরোধী হইরা কেবল যে কিছু আতি
বিরাগভাজন হইরাছেন তাহা নহে, ভারতবর্ষে
মুসলমান জাতি তাঁহাদের এই ব্যবহার
অসন্তোষ হইরাছেন। অসন্তোষের কারণ এ
যে, আদীর আলীর শিষ্যবর্ণ কিছু অধিক রাজত
বলিয়া ভারতবাসী সাধারণ হইতে আপনাদিগ
বিপটি করিতেছেন; যেন মুসলমান সমিতির সভ্য

সার লোক কোথায় আনিয়া একত্রে একজাতিতে পরিণত হইতে চায়। ব্যাপার কি অসম্ভব? ভারত-বর্ষে বাঙ্গালী মহারাজী শীখ রাজাজী হিন্দু মুসলমান সম্রাটের বর্তমান আছে, তাঁহাদের পূর্বপুরুষ কই বংশীয়। অমাব্যুত মন্তক বাঙ্গালী, শিরদ্বার রী বর্ণী, বেদোপাসক হিন্দু কোরাণের পন্থী মলাব, ইহারা একই পিতা মাতার পুত্র, জননী কই পর্বে জীবনগ্রাণ্ড, একই জন্মে প্রতিপালিত মকের একই কোড়ে বর্জিত, একই হস্তে গঠিত। মক জননীর হৃদয় পরে জাতার জাতার বিচ্ছেদ ইয়াছে, বিবাদ হইয়াছে বিভিন্নতা হইয়াছে। মুখ র্শন রহিত হইয়াছে, একজন অন্যজনের সহিত চরিত্র করিয়া স্বাধিকার বিভাগ করিয়া লইয়াছে। মক জননীর হৃদয় পর একজন তৃতীয় ব্যক্তি দানিয়া তাঁহাদের লালন পালনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন জনক জননী সন্তানদ্বিগের অভাব বুকি তন, প্রয়োজন বৃদ্ধিতে, দুতন অভিভাবক সহজে চাহা বৃদ্ধিতে পারেন না। শালন পালন ও রক্ষণ-বক্ষণের জন্য সকল জাতায়ই সমান নিরমের প্রয়োজন। একই বিধি ব্যবহার প্রয়োজন বলিয়া সকলকে একত্র হইতে হইয়াছে। জাতীয়তা কোথায় বার? সকলের বধন একই প্রকার অভাব, এক রাজার অধীনে বাস, একই প্রকার অঙ্গগ্রহ-প্রবাহের কল ভোগ করিতে হইয়াছে, তখন সকল জাতায় একাধারে সমবেত না হইলে আর উপায় ক? এই যে সাধারণের একই প্রকার অভাব নিবারণের চেষ্টা ইহারই নাম জাতীয়তা। সম্রাটের সকলের একীকরণের জাতি সংগঠন হয় না। এরূপ একীকরণ অসম্ভব কাণ্ড, কিন্তু ব্যক্তিসত্ত একীকরণ অপেক্ষাকৃত স্থলর। এই উপায়েই ভারতবর্ষের মগধ্য জাতি একত্র হইয়া সাধারণের জাতীয়তা সম্পাদনে চেষ্টা করিতেছেন। ইহাতে যথেষ্ট ভিন্নতা, অথবা ভাবার ভিন্নতা বিবেচনা করিবার প্রয়োজন নাই, কেবল এই মাত্র দেখিলেই যথেষ্ট হইবে যে রাজনৈতিক জগতে সাধারণের একই প্রকার অভাব। ভারতবর্ষের তেত্রিশ কোটি জাতি সেই অভাব বৃদ্ধিতে পারিয়াছেন, সেই জন্যই কনগ্রেস সভার অবতারণা।

ভারতবাসী সাধারণের এক জাতিত্বের বিবরণ আরও একটু বিবেচনা করিয়া দেখা যাক। কুব ছাড়িয়া দিলে ইউরোপে বসন্তলি বগু রাজ্য অবশিষ্ট থাকে তাহা একত্র করিলে ভারতবর্ষের সমান হয় এই সকল ভিন্ন ভিন্ন বগু রাজ্যে ভিন্ন ভিন্ন রাজার অধীন। ইহাদের বহুত্ব রাজার অধীনে বাস এবং বহুত্ব ভাবা ও বহুত্ব রীতিতে পরস্পর বিচ্ছিন্ন। এই সকল জাতি একদিন ভিরেনার জাতীয় কনগ্রেসে

একত্র হইয়া বহি এক জাতিত্বের পরিণত হইতে চান তবে এক রাজার অধীন থাকিয়া ভারতবাসী ভাষাতে কৃতকার্য না হইবেন কেন? আমরা বুকি-রাহি যে অভাবে ভিরেনার জাতীয় কনগ্রেস আহুত হয় আমাদের অভাব তাহা অপেক্ষা ভক্ততর। ভিরেনার কনগ্রেস অপেক্ষা কলিকাতার কনগ্রেসের মূল্য ও প্রয়োজন অধিক। ভিরেনার স্বাধীন প্রবে-বের স্বাধীন চেতা সমগ্র ব্যক্তিবর্ষ ইউরোপের মঙ্গলের জন্ত সমবেত হইয়াছিলেন, কলিকাতার ভিন্ন ভাষী ভিন্ন রুচি সম্রাটের সমূহ একই রাজার অধীন হইয়া সমগ্র ভারতবাসীর মঙ্গলের জন্ত আহুত হইয়াছিলেন। কতকগুলি পরাক্রান্ত স্বাধীন জাতি একত্র হইয়া রাজনৈতিক অভি-প্রায়ের সামঞ্জস্য করিয়া লইবেন ইহা কিছু আশ্চর্যের বিষয় নহে। এ্যালোইভিয়ান সম্রাটের বলিতে পারেন হিন্দু মুসলমানের সম্মিলন অসম্ভব কেননা এই উভয় জাতির ভিতরে বিবাদ বাঁধাইয়া তাঁহাদের নিজের স্বার্থনিষ্ঠি হইতে পারে। তোবা-মোদ প্রির “আপুর্কি ওয়াস্তি সম্রাটের কনগ্রেসের উপরে বিবৃথ হইয়া গভর্নমেন্টের নিকট আপাতঃ মধুর পরিণাম পরল চাটুক্যারোজির প্ররোগ করিতে পারেন, কিন্তু জাতীয় সভার জাতীয়তার যে অমর বীজ নিষ্ঠিত হইল, তাহার বিনাশ সাধন করিবার শক্তি তাঁহাদের নাই। জাতায় জাতায় বিবাদের পর আবার বধন উভয়েই বৃদ্ধিতে পারেন যে কতক-গুলি বিবাদাধেবী হুটল স্বভাব লোকেই তাহাদের সর্বনাশ করিতেছে, তখন তাহারা যে পাচ সম্মিলনে মিলিত হন কোন শত্রু শত্রুতা করিয়া সে বন্ধন ছিন্ন করিতে পারেন না। হিন্দু মুসলমান জাতীয় সভার সেই সম্মিলনে মিলিত হইয়াছেন, জাতায় জাতায় হাত ধরিয়া উভয়ের মঙ্গল চিন্তা করিতে বসিয়াছেন। বধন ও কাকের শব্দ কাহা-রও মুখে উচ্চারিত হয় না, বিবেচ ও শত্রুতার ভাব কাহারও অস্তঃকরণে স্থান পায়না, সকলেরই একই অভাব, সকলেরই একই উদ্দেশ্য, সকলেরই মনে রাজভক্তির সমান আবেগ। কে বলিবে বহু দিনের বিরোধপরায়ণ এই দুই জাতির একত্র একজাতিত্বে পরিণত হইবার বিলম্ব কত? আমাদের ভাগ্যে এই শুভ সম্বন্ধন না ঘটতে পারে। হিন্দু মুসলমান এক জাতি এক পিতামাতার পুত্র বলিয়া পৌরষ করিবেন, সেদিন আমরা দেখিবার জন্ত বাঁচিয়া থাকিতে না ও পারি, কিন্তু সে দিন যে আসিবে, সাধারণ মধ সাধারণ অধিকার রক্ষা করিবার জন্ত আবার যে তাঁহারা এক মহান আধ্যাত্মিক সম্মান রক্ষা করিবেন তাহাও আমরা বিশ্বাস করিয়া মরিতে পারি।

সে দিনকার টাউনহল সভার জাতীয় সমিতি-বে পুণ্ডরিক সম্মিলন হয়, তাকার রাজেন্দ্রলাল ভাষাতে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া হিন্দু মুসল-মানের সম্মিলন করিয়া দিরাছেন, একের তন্ত-ধরিয়া অন্যের হস্তে বন্ধন করিয়া দিরাছেন, একের-প্রাণ লইয়া অপরের পুণ্ডে ঢালিয়া দিরাছেন, বাজ-পুসারণ করিয়া দুই দিক হইতে হিন্দু মুসলমান দুই-জাতাকে একত্রে আনিজন করিয়া ফেলিয়াছেন। হিন্দু হিন্দু রহিলেন, মুসলমান মুসলমান রহিলেন, অথচ রাজেন্দ্রলাল উভয়েই একই বংশ, একই-শালন, একই অভাবের দোহাই দিয়া উভয়ের-চরণে জাতীয়তার পুণ্ডল পরাইয়া দিলেন, মহান-জয়র রাজেন্দ্রলালের ‘বেদিনকার কাণ্ড দেখিল কে-সমগ্র ভাবতের অধিবাসী করতালির উপর করতালি-দিয়া এই সম্মিলনের মহাছুকতিমুচক আনন্দ-অনি-পুতিগনিত করিল কে? সমগ্র ভারতের অধিবাসী-সাক্ষী রহিল কে? ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ও ব্রিটিশ-জাতি। ভারতের অদৃষ্টে সেই দিন এক সুখের-দিন পুভাত হইয়াছে। ভারতবাসীর পুণ্ডে সেই-দিন এক নুতন শক্তির আবির্ভাব হইয়াছে। জাতীয় কনগ্রেসের পুণ্ডরিক সভার জাতীয় জীবন-আরম্ভ হইয়াছে। ইহা বার বার বুক পুড়িয়া বা-বিবেবে বাহার পুণ্ড অলিয়া বার, এদৃশ্য তাহা-মহ্য হইবে না, তাঁহারা কিরদিনের নিমিত্ত চক-বুজাইয়া থাকিতে পারেন, এ দৃশ্য দেখিলে বাহা-চক্রে জল আইসে, বাহার জয়র ক্ষীত হয় তাঁহা-আল সুওভাত।

সভার কার্যাবিসরণী।

গত ২৮এ ডিসেম্বর বেলা সাড়ে এগার ঘটিকা-ময় কলিকাতা ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোনিএসন গৃহ-দ্বিতীয় বাৎসরিক কনগ্রেস সভার প্রথম দিবসের-কার্যারম্ভ হয়।

প্রস্তাব।

ভারতবর্ষের প্রতিনিধি সভাপনের প্রস্তাবে-সম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত বিবরণগুলি স্থিরীকৃত হইল-

১। বোম্বাইয়ের রাহমিতউল। সেরাণীর প্রস্তা-করিলেন রাজাজের অনারেবল সবারেনিরা; আরা-সম্মতি দিলেন এবং মিঃ গুরলিবার সমর্থন ক-লেন যে—

কনগ্রেসের সভাপণ মহারাজীর ভারতবর্ষী-অর্জনতাবি রাজবকাল অভিবাচিত হইয়াছে বলি-মহারাজীর প্রতি ভক্তি ও অঙ্গা পূর্ণ অহরে আন-প্রকাশ করিতেছেন। সভার একান্ত ইচ্ছা যে মহ-রাজী ভিক্টোরিয়ার রাজত্ব আরও বহুবর্ষ ব্যা-

২। বোম্বাইয়ের দিননাই ওয়াচা প্রস্তাব ক-

সে । সন্মানান্বিতা আচার্য সন্থতি বিলেন এবং আচার্য্যের পণ্ডিত প্রাধিকার সমর্থন করিলেন যে ভারত দিন দিন বহির্ভূত হইয়া পড়িতেছে । এই সভা সেজন্য বড়ই চরিত্র ও ভীত হইয়াছেন । গতকালে এই বারিষ্ঠা বিচারকের চেতী করিতেছেন বটে কিন্তু এই সভা বিশ্বস্ততা করেন আসন্ন কার্য্য প্রতিনিধি বাসনা প্রচলিত হ'ল যেথের লোকের বারিষ্ঠা হুত হইবার অনেক সম্ভাবনা ।

অনেক ভক্ত বিতর্কের পর এই প্রস্তাবটি নির্দিষ্ট হইয়াছে ।

৩। রায় কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর প্রস্তাব করেন । মাজাজের দ্বি বহিরা বেকু সম্মতি হয় এবং জি সন্মানান্বিতা আচার্য, পঞ্জা বের লাল্য তর্কবান হাস সমর্থন করিলেন যে—

১৮৮৫ সালের কনগ্রেস সভার স্থির হয় যে ত্রিপ্র কাউন্সিল এবং স্থানীয় কাউন্সিলের সংস্কার করা আবশ্যক । এ বৎসরের কনগ্রেস সভাও সেই প্রস্তাব পুনরায় উপস্থাপন করিয়া প্ৰকাশ করেন যে ভারতবর্ষ এবং ইংলণ্ডের মজলের জন্য এই সকল কাউন্সিলের সংস্কার করা নিতান্ত প্রয়োজন ।

বাবু উষেপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে এবং বাবু কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্মতি-ক্রমে—

৪। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের প্রকাশিত প্রস্তাবলি সম্বন্ধে বিবেচনা পূর্বক উত্তর বিহার ওয়া নিম্নুক্ত হইলেন ।

অনারেবল হুদাভাই মাতরাজী অনারেবল এস সন্মানান্বিতা আচার্য, বাবু পার্শ্বনাথ হুদাভাই, অনারেবল জি সন্মানান্বিতা আচার্য বাবু মতিলাল ঘোষ বাবু অরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রাধিকার, মঃ গজাপ্রসাদ বর্মা । মঃ কামাইলাল বাবু রানকমল চৌধুরী, বাবু শুকপ্রসাদ সেন । মিঃ রত্নবর্ত্তী এম সেনানী মিঃ কালীপ্রসাদ । মিঃ বাপু রায় দাশ । মিঃ তানিহ আলি খাঁ । মঃ বরেন্দ্র আলি খাঁ বাহাদুর

গ ৪ ২৯ এ ডিসেম্বর বুধবার বেলা ৭ ঘটিকার সময় কনগ্রেস সভার দ্বিতীয় বিবেচনার অধিবেশন হয় ।

৫। কনগ্রেস সভা স্থির করেন যে, এখন ভারতবর্ষের নাম স্থানে জুরি পদ্ধতি প্রচলিত করা কর্তব্য । যে সকল স্থানে এখন জুরি দ্বারা বিচার হয়, সেখানে এখন জুরি দ্বারা বক্তব্যের বিচার করবার উপযুক্ত সময় আসিয়াছে ।

৬। এই কনগ্রেসের অধিবেশন যে ইংলণ্ডে যখন সমাধি কুরিসডিফ্রসন একট নামক এক ব্যক্তি আশ্রয় প্রচলিত আছে, এবং নেও তাহারই অঙ্গরণ ব্যবস্থা কোম্বারী কার্য্য বিধি আইনের ভিতরে একটি করা উচিত । যে সকল বক্তব্যের আসাবীর উপরে ওয়ারেন্ট হয় তাহা মার্জিটেটের বিচার করিয়া থাকেন আসাবী ইচ্ছা করিলে মার্জিটেটের পরিবর্তন সেনার জজের আদেশে বিচার পাইতে পারেন তাহার বিধান করা কর্তব্য ।

৭। ১৮৭১ সালে জুরি প্রণালীর উপরে যে নিয়ম করা হইয়াছে তাহা বর্তমান কালে সম্পূর্ণ অপ্রযোজী । জুরি শিষ্টাচার আসাবী অব্যাহতি পাইলে সেনার জজ এবং হাইকোর্ট ইচ্ছা করিলে বিচার বা বহুর করিয়া আসাবীকে দণ্ড দিতে পারেন ।

৮। জুডিসিয়াল এবং একজিডিটরি কার্য্যের প্রভেদ করা নিতান্ত আবশ্যক । কোন বিষয়েই এক ব্যক্তির হস্তে এই দুই কন্য তাহা গভর্ণমেন্টের কর্তব্য নহে । এই দুইটি বিচার স্বতন্ত্র করিতে গভর্ণমেন্টের কিছু ব্যয় হইবে বটে । এই প্রভেদ করণের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করলে তাহা নিতান্ত অধিক উৎকর্ষ বলিয়া বোধ হইবে ।

৯। কনগ্রেস সভা ইউরোপের বর্তমান দুর্বোপ বৃত্তিতে পারিতা বিবেচনা করিতেছেন যে ব্রিটিশ জাতির সহিত অপর তাহাও বিবাহের কারণ উপস্থিত হইলে ভারতবাসী ব্রিটিশ জাতির সহায়তা করিতে পারেন । এরূপ অবস্থায় গভর্ণমেন্ট যদি ভারতবাসীকে সংঘের সৈনিকবলে নিযুক্ত হইবার ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে অসময়ে ভারতবাসী ইংল্যান্ডের অনেক উপকারে লাগিতে পারেন ।

কনগ্রেস সভার দ্বিতীয় বিবেচনার কার্য্য ।

গত ৬-এ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার বেলা ১১ ঘটিকার সময় বিজীর্ষ টাউনহল গৃহ আবার লোক সমাগনে পরিপূর্ণ হয় । এই বিবেচনা কার্য্যে বাবু অরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্তাব ও অনারেবল এস সন্মানান্বিতা আচার্যের সম্মতি ক্রমে এখন সভার নির্দিষ্ট ৩৮টি পাবলিক সার্ভিস কমিশনের প্রস্তাব উপর আপনাদিগের মতামত প্রকাশ করেন ।

১। প্রকাশ্য (কম্পিউশন) প্রতিদ্বন্দ্বী পরীক্ষা ভারতবর্ষ এবং ইংলণ্ড উত্তর দেশেই স্থাপিত হয় ।

২। এই প্রকাশ্য পরীক্ষার ভারতবর্ষীয় সকল প্রজা সমাধিকার অধিকার প্রাপ্ত হয় ।

৩। এবং এবং উপযোগিতা জুরি প্রণালী কার্য্যের জালিয়া প্রস্তাব হয় ।

৪। কনগ্রেস সভা স্থানা করেন যে মিডিল সার্ভিস কমিশনারগণ পরীক্ষার ভিতরে সংস্কার এবং উর্ক তাহার আশ্রয় রক্ষা করুন ।

৫। মিডিল সার্ভিস গভর্ণমেন্টের বরজ্ঞেয় মন্ত্রণালয় ও চিসনের প্রস্তাবানুসারে ১৯ বৎসর হইতে ২৬ বৎসর নির্দিষ্ট হয় ।

৬। বিলাতে এবং ভারতবর্ষে সব জাতির পরীক্ষার ব্যবস্থা হইলে টাইবারী মিডিল সার্ভিস পরীক্ষা এখন স্থানীয় কবচারিহিন্দু প্রজা বজার রাখিবার আর কোন প্রয়োজন নাই ।

৭। মিডিল সার্ভিস এবং বিশিষ্ট ও সম্পন্ন ব্যবহারজীবী সাধারণ লোকের জন্য টাইবারী পরীক্ষা রক্ষা করা আবশ্যক ।

৮। এখন স্থানীয় চিহ্নিত মিডিল সার্ভিস ব্যতীত অপরাপর লোকের রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী পরীক্ষার বিধান প্রকাশ কর্তব্য ।

পাবলিক সার্ভিস কমিশনের যে সকল প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছে, সংক্ষেপে একটী প্রস্তাবে তাহা উত্তর দেওয়া গেল । প্রত্যেক প্রস্তাব বিবেচনা উত্তর বিহার অধিকার কনগ্রেস সভার নাই যে যে নীতি অবলম্বন করিয়া কমিশনের সংগঠন করিয়াছেন, উদ্ভাবিত করে প্রস্তাবে তাহার সকল গুলির বধ্যবধ স্থাপন এবং তৎসম্বন্ধে ভারতবাসী সাধারণের আশ্রয় বাক হইয়াছে । এই প্রস্তাব গুলি স্থিরীকৃত হইলে স্থানীয় এবং প্রধান ব্যবস্থাপনা সভার প্রতিনিধি ব্যবস্থা সম্বন্ধে এখন বিবেচনা যে প্রস্তাব করা হইয়াছিল, তাহার আলোচনা করা হয় । কনগ্রেস সভা স্থির করেন নিম্নলিখিত নিয়মে ব্যবস্থাপক সভার সংগঠন করা গভর্ণমেন্টের কর্তব্য ।

১। স্থানীয় এবং প্রধান কাউন্সিলের সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা আবশ্যক । অর্ন্তক সমাজবর্গের দ্বারা নির্বাচিত হউক । এক চতুর্থাংশ অকিসিয়াল সভ্য "এক অকিসিও" সভ্য স্থান অধিকার করুন । গভর্ণমেন্টের নির্বাচিত অকিসিয়াল এবং মন অকিসিয়াল সভ্যের সংখ্যা এক চতুর্থাংশের অধিক না হয় ।

২। সভ্য নির্বাচনের কন্য যেথের নির্বাচন

মুজিবান এবং বোম্বা লোডকর মতো বেওয়া
হটক, কলকাতা ও কোলকাতা সড়ক মিউনিসি-
পালিটিকাল কমিশনার, 'কলকাতা বোর্ড' মেম্বর
অব 'কলকাতা' বিজ্ঞানিক প্রকল্পের কর্মচারী ও
সড়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মতা প্রকল্প, হটক।
শ্রীকান্ত এবং সম্পদ ব্যক্তিগত, 'একতা' হইয়া
এক একটা ইনস্ট্রুমেন্টে সংগঠন করুন।
মাসিক, 'সিদ্ধান্ত' মিউনিসিপালিটি ডিভিউট
বোর্ডে প্রচার, অব কর্মচার এবং গবর্নমেন্টে ও এই
সকল সমস্যার সমাধান করুক মিনাচিত
সকল নিষ্কলকর, কর্মতা প্রকল্প হটক।

২। স্থানীয় কাউন্সিলের সভাপতি একজন হইয়া
স্থানীয় কমিউনিস্টের সভাপতি নিযুক্ত করিবেন।

৩। স্থানীয় বা স্থানীয় কাউন্সিলের সভাপতি
কোনও প্রকার বেতন পাইবে না। বাহ্যিক
বেতন নির্দিষ্ট হইয়াছে, প্রাচীর কার্যকাল
বাগিয়া সেই বেতন প্রাপ্ত হইবেন। কিন্তু সভা-
গণ সভার কার্য এক প্রকার হইতে স্থানীয়
গভার্নমেন্টের, বাহা ব্যক্তি করিবেন, গভর্নমেন্টে
হইতে প্রাপ্ত প্রাপ্ত হইবেন। ৪। জাতি বর্ণের
ভেদ না করিয়া ভারতের সকল অধিবাসীই
ব্যবস্থাপক সভার স্থান পাইতে পারিবেন।

৫। মুক্ত সংগঠিত ব্যবস্থাপক সভা আইন
কমিউন, রাজ্য আচার্য কর, পাশন, কর স্থিতি
এবং বজাতি সম্বন্ধীয় সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ
করিতে পারিবেন। পাশন সম্বন্ধীয় অন্যান্য
বিভাগ সম্বন্ধে ব্যবস্থাপক সভার যে কোন
সভা "এক অকস্মিক" সভাপতি কোন বিষয়ের
প্রস্তাবে পারিবেন এক অকস্মিক সভা
গণ জাতি উত্তর দিলে তাহা প্রকাশ্য সভার
আলোচনা হইয়া স্থিতি হইতে হইবে যে
সকল বিষয়ে বৈধনিক কি সাময়িক নীতি
অথবা মুক্ত বিদ্যা বিবরণ প্রচার সংগ্রহ থাকিবে
এক অকস্মিক সভাপতি তদ্বিষয়ের কোন প্রস্তাব
উত্তর দিতে অস্বীকার করিতে পারেন।

৬। একজিকিউটিভ গভর্নমেন্টে উচিত
বিবেচনা করিলে এ-২ ব্যবস্থাপক সভার ব্যবস্থা
হইয়া সাধারণের ক্ষতি হইবে বিবেচনা করিলে
ব্যবস্থা প্রকল্প সভার নির্দিষ্ট ব্যবস্থা না- মঞ্জুর
করিতে পারিবেন। এইরূপে কোন ব্যবস্থা
মঞ্জুর করিতে হইলে একজিকিউটিভ গভর্ন
মেন্টে, ১৫ দিনের মধ্যে তাহা সন্তোষজনক কার্য
নির্বাহ করিয়া সংসদকে প্রকাশ করিতে
হইবে। গভর্নমেন্ট হইলে স্থানীয় গভর্ন
মেন্টের ক্ষমতা এবং, করা, আশ্রয়, স্থানীয়

গভর্নমেন্ট হইলেও ইহা টেট মেম্বেরটারির
অনু-তি সাপেক্ষ প্রথম স্থান ব্যবস্থাপক
সভার অধিকাংশ সভ্য (বাঁকানের ক্ষেত্রে
বর্জিত থাকত, মিনার চাইয়াছে।) স্থানীয়
গভর্নমেন্টে এবং টেট মেম্বেরটারির ক্ষমতা বিলা-
বিলাতের কর্মসম্পাদক নির্দিষ্ট কমিটিতে, আপন,
করিয়া কামজমদ-পাঠাইয়া দিতে পারিবেন।
৭। সভা ভবনস্থায়ী সভার প্রকার মিনা-
পত্র অথবা শাকী স-স্থ: ভবন করিয়া নইতে
পারিবেন। আশ্রয়ক বিবেচনার, হি আই কমিটি
করিলে সভার সাধারণ ক্ষেত্রে, নকট প্রচার
নীতিগোষ্ঠীর জন্য প্রচার করিতে পারেন। ১৯৮৫
সালের কমিউনিস্ট সভার এসকল বাহা প্রচার
করা হয়, এবং সেরে আদ্য স্থিতি হইল।

কলিকাতা।

কলিকাতা সেমেন্ট সভার কার্য বিবরণী
নিবন্ধিত অন্য একজন রিপোর্টার নিযুক্ত হইয়া-
ছেন। রিপোর্টার রেজিষ্টারকে প্রত্যেক সভার
রিপোর্ট দিবেন। রেজিষ্টার তাহা পরীক্ষা করিয়া
প্রকাশ করিবেন।

মিঃ পি কে আর কলিকাতা ইউনিভার্সিটি
রেজিষ্টার হইয়াছেন। দেশীয় লোকের রেজিষ্টার
পদে এই প্রথম নিয়োগ।

প্রেসিডেন্সি কলেজের বাবু আভুতোষ মুখো-
পাধ্যায় এম এ, বিজ্ঞান সম্বন্ধে একটা পরীক্ষার
উত্তীর্ণ হইয়া ১৯৮৬ সালের মাস্টার্স ডিগ্রি এবং
প্রোগ্রাম রাব টাউন বৃত্তি পাইয়াছেন।

জাতি-সমিতির দেশ বিশেষের সভাপতির
অভ্যর্থনার্থে প্রায় দশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে।
সার আলফ্রেড লারেল বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ
করিবার জন্য আগামী ১২ই জানুয়ারী এখানে
আসিবেন।

আলিপুর জেলের শ্রীকরেদিগের থাকিবার সুবি-
ধার জন্য বিতল গৃহ প্রস্তুত করিতে ছোট লাট
২৭৫১ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

মেডিকেল কলেজ-শিক্ষার্থীদের প্রবেশ করিবার
জন্য আগামী ৮ই ১২ই ১০ ফেব্রুয়ারি শ্রীলোক
দিগের পরীক্ষা হইবে।

গত শুক্রবার হাবদার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট
শ্রীমুক্ত অকুশলক মলিকের একলায়ে এক জন হিন্দু
স্থানীয় প্রদেয় আফিং আনার অপরাধে ২৫ টাকা
অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

অ্যেডমোক্র্যাটিক কল নামক পোর্টালিসের এক

জন কেএস. মীর সহিত বঙ্গদ্রা করিয়া আফিং
খাইয়া মরিয়াছে। কেহ কেহ বলেন অত্যাচার
পালন খাইয়া মরিয়া যায়।

শ্রীমুক্ত জগদীশনাথ রায় ইচ্ছাশীল ভাষা
করিয়া নিরাক্রম। জগদীশ বাবু বাজাল
প্রসন্ন বাজালীর মত্যা তিনিই প্রথম ভিত্তি
অপারিটেডেটে পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।
জগদীশ বাবু এক্ষেপে মনন পাইয়াছিলেন।

নিরালম্ব টেম্পার ডিক্টর বে মল্লিক সা
জাতীয় ভাষার পাঠ্যপুস্তকদিগের মিকট কোর্স
টার ৫০ বার আদ্য পদসা মট্রম বসিত
পূর্বক রেল কোম্পানি জাতিগত মান বেজিট
কবির 'লিউ' ৫ একখানি করিয়া টিকিট হি
যান। গ্যুডারামনা ভাষাতে রাজি ময়।

গত শুক্রবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেমেন্ট
সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সমাধি
চেমেলার হটের সাহেব সভাপতি। আম
প্রাপ্ত করেন। শ্রীমুক্ত আমলমোহন বসু
প্রস্তাবে শ্রীমতী কামিনী সেন ও শ্রীমতী প্রিয়ালি
হত বি, এ পরীক্ষার আদ্য জেলীর মধ্যে প
হইলেন। ইতার্য সংস্কৃত বি, এ পরীক্ষা
বিলাছেন এবং ১৮ জন উত্তীর্ণ হইবার ম
চতুর্থ ও পঞ্চম হইয়াছেন।

বোম্বারের শ্রীমুক্ত দালাতাই নরোজী ক
কাতার শ্রীমুক্ত আর, ডি মেটার সহিত ম
রাজ্য জ্যাতিজমোহন ঠাকুর ও শোভাবাজা
রাজ্যদিগের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন।

গভর্নমেন্টে বিজ্ঞপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনেন্ট গভর্ন-

রের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

স্বাস্থ্য ও পরিবার বিভাগ।

বর্ডবারের ডেঃ মাজিঃ শ্রীমুক্ত জুরেন্দ্রনাথ
বোম্বা পুলনা সহরে বহাল হইলেন। পুলনা
ডেঃ মাজিঃ শ্রীমুক্ত অকুশলক বাবু বোর, থ
সহরে বহাল হইলেন। পুলনা বাগীরহা
ডেঃ মাজিঃ শ্রীমুক্ত উমাচরণ গজুনি-এ
লায়: সহরে বহাল হইলেন। জে. সি. এ
সের অধ্যাপকিকালে মিটার ওবলিউ, এই
ডাইলি প্রচারকার্য মাজিঃ টেম্পারের আদ্য করিবেন
স্বাস্থ্যকার্য মাজিঃ সি. জে. সি. আই. সি.
রায়. মাজিঃ টেম্পার. হইলেন। মিটার সি. এ.
লিউ, করতাইল, মৌলবী বহনব রায়না,

বিভাগ বিভাগ। মিষ্ট্র এ. এইচ নিউকাসল,
ই. জি. মাকগাইড, জি. মুকুন্দ রায়চৌধুরী, ডব্লিউ. চ. ব.
এবং জি. কে. বেনোয়াসহ নিজ বনোয়ার কোট
চাঁদপুরের অনারারি মাজিঃ হইলেন। মুন্সী
মজফর হোসেন বিধান, মুন্সী সুবৎ আলি
বিশ্বাস এবং জি. মুকুন্দ বিশ্বাস সত্তর চৌধুরী বনো
য়ার বনোয়ারপুর মিউনিসিপাল এ. লাসের অনারারি
মাজিঃ হইলেন। বনোয়ারের নব জল জি. মুকুন্দ
পাখতাবাদুলার নিজ খুলনার বর্গাল হইলেন
জি. মুকুন্দ মখরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় চট্টোপাধ্যায় সীতাচন্দ্র
একতঃ মুন্সেফ হইলেন। জি. মুকুন্দ মামকান্ত
মাগ পুর্নিমা আরারার, জি. মুকুন্দ অনরচন্দ্র মুখো-
পাধ্যায় বোরাখাল লক্ষীপুরের জি. মুকুন্দ অনরচন্দ্র
মুখোপাধ্যায় বোরাখাল লক্ষীপুরের জি. মুকুন্দ
আখীন্দুলার বঙ্গ মরহমানিংহ মেরপুরের, জি. মুকুন্দ
জি. পতি চট্টোপাধ্যায় বাথর গঙ্গ বরিশালের
মৌলবী সাঈদ আবদুল আজিজ ছোখনারপুর
চাঁদপুর, জি. মুকুন্দ বকিগাচরণ মজুমদার বনোয়ার
বনোয়ারের এবং জি. মুকুন্দ উদয়চন্দ্র সেন বনো-
য়ার সাতকীরার একটিঃ মুন্সেফ নিযুক্ত হই-
লেন। জি. মুকুন্দ বে. হিম্মতমোহন বঙ্গ বোরাখাল
কেবির, জি. মুকুন্দ কুকাল চট্টোপাধ্যায় ঢাকা

বিবিধ সংবাদ

মিঃ জর্জ ইউল কলিকাতা মেট্রোপলিটান বিদ্যালয়ে ৩২০ টাকা দান করিয়াছেন। ৩০০ টাকা বার্ষিক ৬০ টাকা করিয়া ৫ বৎসর কাল একটা বৃত্তি নির্দিষ্ট হইবে। বাকি ২০ টাকার ১৮৮৭ সালের উত্তর উদ্ভীর্ণ ছাত্রগণের পুরস্কার দেওয়া হইবে।

লালমোহন ঘোষ বিলাত পরিভ্রমণ করিয়াছেন। তার কিছু দিনের মধ্যেই আমরা তাঁহাকে কলিকাতার দেখিতে পাইব। বিলাত পরিভ্রমণ করিবার পূর্বে ডেটকোটবাসীগণ তাঁহার সন্মানের জন্য একটি হুজুং সভা করিয়া তাঁহাকে একখানি পদক পহার দেন। স্বয়ং লর্ড রীপও এই সভার সভাপতি হইয়াছিলেন।

ই-লিসম্যান বলেন, মেরিনীপুরে সন্মতি একটি কার্যকরী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। ইহার নাম হাউসস্কুল। দেশের কোচক এই বিদ্যালয়ের প্রতির জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। মহিলা-শিক্ষার জন্য এই বিদ্যালয়ে ৫০০০ টাকা দান করিতেছেন। মেরিনীপুরবাসীগণ বৎসরিক ১২০ টাকা দান করিয়াছেন। স্থানীয় কমিশনার এই বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করিবার জন্য একটি গবর্ণমেন্টে অগ্রদূত করেন। ছোট লাট এই বিদ্যালয়ে মাসিক ৫০ টাকা করিয়া বৃত্তি দিতে স্বীকার করিয়াছেন।

নবাবগঞ্জ হইতে বোগদার মুন্সবী আদালত টীকা যাওয়ার নবাবগঞ্জের অধিবাসীগণ বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তাঁহারা নবাবগঞ্জে পুনরায় জারি আনাটবার জন্ত আন্দোলন করিয়াছেন। তাহাদের স্মৃতি এবং অনুবিহার বিষয়ে অগ্রদূত লোকেরা কথা বসিয়া।

এলাহাবাদে প্রথমে হটকোর্ট স্থাপিত হইল। ২৭শে উত্তর পশ্চিমের জন্ত একটি ব্যবস্থাপক টীকা স্থিতিস্থাপক হইল। এখন এলাহাবাদবাসীগণ সেখানে একটি স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে চান। গবর্ণমেন্টের হোম ডিপার্টমেন্টের একেটার নিকট হইতে উত্তর পশ্চিম গবর্ণমেন্টের একটি একখানি পত্র আসিয়াছে। পত্রপানি পাঠ্য-পুস্তকের প্রকাশিত হইবার্চে। স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হোম সেক্রেটারির অভিযত। দি. প্রস্তাবটিতে সাধারণে সন্তুষ্ট হয়। ছোটলাট তাহার কার্যে পরিণত করিবেন।

অন্তঃসংস্থার মিউনিসিপ্যালিটি, ঘোষণা করিতেছেন যে, মহাদেও মন্দিরের মধ্যে কেহ ক্রম করিতে পারিবে না। হোমকানদাবেরা এই দেশের বিরুদ্ধে শেদিন একটি সভা করেন,

সভাগণ স্থির করিয়াছেন যে তাঁহারা মিউনিসিপ্যালিটির আদেশ অস্বীকারী কার্য করিবেন না, তাহাতে যদি দণ্ডনীয় হইতেও হয়, সেও তাঁহাদের পক্ষে প্রেরণ। সকলদল ডালাইবার জন্ত ছোট বড় সকল সেকোনদার টীকা দিয়া ১২ শত টাকা সংগ্রহ করিয়াছে।

আমেরিকার সন্মতি এক ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে। ৫ বৎসর কাল তাহার মাথার খুলি ছিল না। এই ব্যক্তি একদিন দুর্ভাগ্য হইয়া অগ্নির উপর মাথা দিয়া পড়ে। কিংবদন্ত্য পরে দেখা যায় তাহার মাথার খুলি পুড়িয়া গিয়াছে। ডাক্তার এক খানি কৃত্রিম খুলি প্রস্তুত করিয়া রোগীকে বস্ত্রে কবাইলা কেন। সন্মতির বিবরণ, রোগী এইরূপ অন্তত চিকিৎসার পর বেশ সুস্থ হয় এবং স্বাভাবিক বুদ্ধি বৃত্তি লাভ করে। ৫ বৎসর পরে রোগীর মরণ হইল, তখন তাহার অন্য রোগেই মৃত্যু হইয়াছিল। কেবল তাহার মস্তিষ্কের গুলিও ভুলি কঠিন হইতে পারে নাই। ডাক্তার এই ৫ বৎসর পূর্বে রোগীর জীবনের আশ্রয় হস্তাধ হইয়া তাহার জীবন রক্ষার্থ এই শেষ চেষ্টা অবলম্বন করিয়াছিলেন।

১. রাজ্য গবর্ণমেন্ট কালেক্টরদিগের নানা প্রকার অপত্তি অবগত করিয়া স্থির করিয়াছেন যে সরকারী খাজানা নানা কিস্তিতে আদায় হইবে। ট্যাক্সের ব্যতিক্রম আর সকল স্থানে ৪ কিস্তির ব্যবস্থা হইবে। প্রত্যেক কিস্তির টাকা যে মাসে ডিউ হইবে তাহার শেষ দিনে দাখিল করিতে হইবে। ডিসেম্বর মাসের পূর্বে এবং যে মাসের পরে কোন কিস্তির টাকা আদায় হইবে না। উল্লিখিত নিয়মাবলীকে কালেক্টরগণকে খাজনা আদায় ও দাখিল করিতে হইবে। রেভিনিউ বোর্ড বৎসরের শেষে আদায় দাখিল সম্বন্ধে গবর্ণমেন্টে রিপোর্ট দিবেন।

কেনওয়ারের দুটি মজুর পর্যন্ত সকল কর্মচারীকে ইনকম ট্যাক্স দিতে হইবে। বাহারী মজুর খাটিয়া দিন দিন নগদ পরমা উপার্জন করে তাহাদের উপর লভ্য ভরতির গবর্ণমেন্টের চক্ষু পড়িয়াছে। তাহাদের মাসিক মজুরি হিলাব করিলে যদি ৪১ টাকা হয়, তবে তাহারা ইনকম ট্যাক্সে বাধ্য। দুটি মজুর প্রমজীবি অহোরাহ পরিগ্রহ করিয়া বাহা কিছু পায় তাহার উপর দৃষ্টি দেওয়া নীচতার কর্ম। লভ্য ভরতির গবর্ণমেন্টের রাজস্ব সম্বন্ধে এইরূপ বক্তৃতা টুনি ঘোষণা আমরা বিশ্বস্ত হইয়াছি।

রাজা দৌরেন্দ্র মোহন বড়ের কটন ইনস্টিটিউ

সনে অনেক টাকা সঞ্চয় করিয়াছেন। স্বয়ং প্রমজীবি দুয়ার সেই ইনস্টিটিউটের চেত।

গত ৮ই অক্টোবর উত্তর পশ্চিম এবং অধিবাসী ব্যবস্থাপক সভা বহিবার কথা ছিল।

এবার এইরূপে ভাববিভাগ কলিকাতা থাকিবার সম্ভাবনা। ভাববিভাগের সঙ্গে সেক্রেটারি বিভাগও বাইতে পারিবেন না।

হইয়াবাদের নিম্নমধ্যে রাজকার্যে সহায়তা করিবার জন্ত একজন ইউরোপীয় সিভিলিয়ান নিযুক্ত হইয়াছেন।

ইয়াহুদের চীন ব্যবসারীগণ এখানও ইয়াহুদের ভাবধারণ বিধাঙ্গ করিতেছেন না।

“বেহার হেরণ্ড” এবং “ইন্ডিয়ান কনিকল” একত্র হইয়া প্রকাশ্যে সচিব করিতেছেন আমরা সহযোগীর সম্মতি কামনা করি।

ব্যবহারশীল দিবার জন্ত গবর্ণমেন্ট নিজ খবর কোন বিদ্যালয় স্থাপন করিবেন না। লোকের নিজের চেষ্টায় এবং অর্থ দ্বারা বিদ্যালয় স্থাপন করিলে গবর্ণমেন্টে সাহায্য করিতে পারেন কর্মাকরী কিংবা শিক্ষা দিবার জন্ত গবর্ণমেন্টে এত ব্যয় হইয়াছিল এই এক তাহার কল গবর্ণমেন্টে নিযুক্ত্যে অনেক স্মরণ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। অনেক বিদ্যালয়ের গবর্ণমেন্টের সাহায্য পাইয়া চলিতেছে। এই সকল বিদ্যালয়ে গবর্ণমেন্ট যতটুকু উৎসাহ দিয়াছেন, কার্যকরী বিদ্যালয় অন্ততঃ ততটুকু পাইবার অধিকারী তাহার উপর এই বিদ্যা শিক্ষা দিবার অন্য গবর্ণমেন্টের যতটুকু আশ্রয় দেখা গেল তাহাতে আমরা কেবল সভা পাইয়া সন্তুষ্ট হইতে পারি না। গবর্ণমেন্ট নিজ ব্যয়ে এক একটি ব্যবহার-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া আমাদের পথ প্রদর্শন করুন, এই বিদ্যালয় গুলি পরে উন্নত হইলে লোকে নিজে ব্যয়ে তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। এখন কেবল সাহায্য করিব বলিয়া বসিয়া থাকিলে লোকের চেষ্টায় কার্যকরী বিদ্যালয় ফলশ্রুতি হইবে। গবর্ণমেন্ট মুখে বাহ্য প্রকাশ করিয়াছে তাহাতে কেবল সাহায্যের আশা দিয়া বসিয়া থাকি। কোন ক্রমেই তাহাদের কর্তব্য নহে।

আমাদের কাপী সংবাদদাতা লিখিয়াছেন সন্মতি এখানে বাঙ্গালী টোলার অন্তর্গত নারদমহাশয় মহাশয়দিগের বাণীতে একটি শাখা স্থাপন সমাধি সংস্থাপিত হইয়াছে। তাহার প্রতি রবিবার অপরাহ্নে উপাসনা সংকীর্ণন হইয়া থাকে আমরা সর্বাঙ্গ করণে অগ্রদূত সমীপে উহার উন্নতি প্রার্থনা করি।

২। গত ১লা জানুয়ারি হইতে অজ্ঞাত বাতালী
জালার অন্তর্গত হাজিকাটকের জিহুত গ্রামচা-
রিক মহাপুত্রের বাড়িতে বাসিকাবিদ্যালয় খোলা
হইয়াছে। এখন যদিও উহাতে ছাত্রীর সংখ্যা
কম, তথাপি ভবিষ্যতে সংখ্যা বৃদ্ধির অনেক
শা আছে। তদ্বিধি যে এই বিদ্যালয়ে বহু-
সংখ্যক সাধারণভাবে ও বরজির কাজ হই একত্রে
করা যেকরা হইবে। এছাড়া এই বিদ্যালয়টি
পূর্ণ করিয়াছেন, তাহারও বাহাতে উহার দিন
ন উন্নতি হয়, সেই বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন।

৩। আশু কানু এখানে খুব ভক্তভাবে জুরা-
জালার বড়ই বাতালীকে দেখা নাইতেছে। পুলিশ
বিষয়ের বড় খোঁজ এখন রাখেন না। তদ্বিধি
ও কল্য একজন এখান জুরাখেলানী বরা পড়ি-
তেছে। এখির বাতালীরে সবিস্তারে লিখিবার
ছা রহিল।

সেবুতে ক্রমশঃ ভাকাইতি হইতেছে।

টকো হইতে মাঝাপে পর্বত রেলওয়ে পুবিবার
অন্তঃস্টেট সেক্রেটারি এছা করিয়াছেন।

মিনলার ভাকাইতের প্রাচীরের কমিতেছে না।
কছুদিন পূর্বে ভাকাইতেরা মিনলা হইতে ২০০
পালিত গভ অপহরণ করিয়া লইয়া যায়।
এখন জনরব উঠিয়াছিল যে ভাকাইতেরা স্থানীয়
টলিগ্রাফ আফিস আক্রমণ করিবে। নির্দিষ্ট
কালে কিছু কোন উপদ্রব ঘটে নাই।

এক জন ইঞ্জিনীরার বলেন, অ্যান্ড্রিনিয়ন নামে
এক প্রকার ধাতু আছে, তাহাতে উত্তম লৌহের
কার্য করে। পৃথিবীতে লৌহ অপেক্ষা ১০ গুণ
অধিক অ্যান্ড্রিনিয়ন পাওয়া যায়। ইম্পাতের
অপেক্ষা ইহার স্থায়িত্ব অধিক। অথচ পৃথিবীর
ভূগর্ভস্থ কণ্ঠের নীচে এই দ্রব্য পাওয়া যায়।

৪, আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে আবার পালিগ্রামে
হিসাবে।

রাজস্বসমিতির কার্যকাল শেষ হইয়াছে,
তদ্বিধি সাহেবে এখন হাইকোর্টে প্রত্যাবর্তন
করবেন। এখনিউ সাহেব রেজুগে বসি-
তেছেন।

শেখওয়ারের শরিকটে ভরানক বরকপাত হইয়া
দাঁড়াইছে।

কান্দীরে কনসারে বৎসরে জুয়িকম্প আরম্ভ
হইয়াছে। এখার জুয়িকম্পের সময় একটা
বিকট শব্দ শুনা গিয়াছিল। শব্দ ভনিয়া সকলেই
সংকট হয়। বৎসরের মধ্যে ২১০ বার করিয়া
জুয়িকম্প হইতেছে সেখিয়া আবারে, অস্থান
কর কান্দীর জুয়ির বধ্যদেশে কালে কোন বিপর্যয়
ঘটিবার সম্ভাবনা।

মাজার গভর্নমেন্টে সন্ততি স্থানীয় গভর্নমেন্টকে
গত পাঁচ বৎসর শৈল বিহারের ব্যয়ের তালিকা
প্রস্তুত করিতে আদেশ দিয়াছেন। বোধ হয়
মাজার গভর্নমেন্টে বিবেচনা করিয়া শৈল বিহার
বন্ধ করিতে পারেন।

বহুদেশের ছোট সাটের কবীসে একত্রে ১১৭
জন চিহ্নিত সিভিলসার্ভেন্ট আছেন। তাহাদের
মধ্যে ২০ জন ফারলোতে আছেন। এখনও
১৫ জনকে ফারলো যেকরা হইতে পারে।

১৮৮৫—৮৬ সালে বহুদেশে ৭৫, ৩৯৬ জনের
সাইকেল ট্যাক্স বার্ষিক হয়, ইহার মধ্যে ৫২১৫
জনকে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে। ২৯৯ জন
আপোল খালান পাইয়াছেন। বাকি ৩৯,৮৮২
জন এমন সাইকেল ট্যাক্স দিতেছে। গত
বৎসর অপেক্ষা এক বৎসরে ৬৫২ জন করদাতার
বৃদ্ধি হইয়াছে। বহুদেশে ৬ কোটি ৬২ লক্ষ ৫০
হাজার লোকের বাস। হিসাব মত বসিতে গেলে
প্রায় হাজার করা একজনকে ট্যাক্স দিতে হয় এবং
প্রত্যেক ৫৬ জনকে ১ টাকা করিয়া দিবার কথা।
গত বৎসর অপেক্ষা এবৎসর করদাতার সংখ্যা
ব্যাধরাছে বটে কিন্তু আয়ের পরিমাণ হ্রাস হই-
য়াছে। ইহার কারণ কেবল ব্যবসায়ের অবনতি
এবং এ বৎসর করদাতাগণের বোধ্যাযোগ্যতার
বিচার।

এম পপ নামক এক ব্যক্তি প্রকাশ করেন যে
জাঁতা কল হইতে বর্ষ প্রায় ৩০ হাজার। লোক
তাহার কথার জ্ঞানরা অনেক টাকা দিতে আরম্ভ
করিল। কল পপ বর্ষ বাহির করিতে পারিলেন
না। এক জন পপের নামে ডাককী, নালিস করে।
পপ বিজ্ঞান দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, জাঁতার কল
হইতে চেচা করিলে বর্ষ বাহির হইতে পারে।
আদালত শুনতে হইয়া তাহাকে অব্যাহতি
দিয়াছেন।

প্যারিসের কোন মহাপুত্রের এক জন
মহাপুত্রতা বলেন মূল্যপূর্ণ। সেখানে পুত্র
রাষ্ট্রের প্রার্থী হইয়াছিলেন, শুচইত সিং নামক
আর এক জন ভারতবাসীও তেননি চম্বা নামক
রাজ্যবর্গের দাবী করিতেছেন। শুচইত ভাল
প্রমাণ করিতে পারে না। সে বলিল লর্ড মর্ফ-
ক্রক বড় কঠিন ছিলেন। লর্ড রীপও বড় সর্জন।
কিন্তু হইলে কি হইবে। তিনিও আর অধিক
দিন থাকিতে পারিলেন না। ইহার পরই আর
এক জন লর্ড আসিয়াছেন তিনিও কম কথা নহেন।
আমি শুচইতকে জিজ্ঞাসা করিলাম ভারতবর্ষে
কুবরানন্দ স্থাপিত হইতে পারে কি না। শুচইত
বলিল তাহা অসম্ভব। ইংরাজ গভর্নমেন্ট যদি

রাজ ভক্তিগর বন পান, তবে কুব কখনই ভারতবর্ষে
আসিতে পারিবেন না।

গীত রচনা করিয়া মর্ত্য জগতে কোনও কোনও
লোকের অসত্য আর ভুলি হইয়াছে। মাদে'লিন্
নামক এক ব্যক্তি গীত রচনা করিয়া বাৎসরিক
২০০০ মতল পাউণ্ড পাইয়া থাকেন। একত্রে এম
ফুইর নামক এক ব্যক্তি কেবল একটা গীত রচনা
করিয়া ১৫০০ পাউণ্ড হইতে ২০০০ পাউণ্ড পাইয়া-
ছেন। নিম্ন যে মাদী এক জন রমণী এই উপায়ে
বার্ষিক ১২০০ পাউণ্ড উপার্জন করেন।

সে দিন ব্যবস্থাপক সভার কৌশলদারী কার্য
বিধি আইনের সংশোধক প্যারুলিপি বিধিবদ্ধ
হইবার জন্য আলোচনা হইয়াছিল।

গত ৮ই জানুয়ারি কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের
কনভোকেসনের জন্য কুল সহকার বন্ধ ছিল।

নুতন খাজনার আইনের অধিনী বিধান ভলি
এতদিন কার্যে পরিণত হয় নাই। সন্ততি ছোট
সাটের প্রস্তাব অঙ্গারে ভারতগভর্নমেন্ট কেবল
বঙ্গপুত্রের শতরপ্তর বোজার বিনাম পুর মালদহ এবং
রাজশাহী ডিষ্ট্রিক্টে নুতন অধিনী বিধানের অবলম্বন
করবার অহমাত দিয়াছেন।

জাগেরা কুজুর আভিকে লিখা দিয়া চৌকি-
দার এবং সামরিক দূতের কার্যে নিযুক্ত করিতে-
ছেন।

রঙ্গপুরের সটেলওয়ার সাহেব রূপবধ ব্যাপা
অনেক খেলা খেলাইয়া গেবে চট্টগ্রামে বহু
হইয়াছেন।

পবলিক সার্ভিস কমিশনের একটা সব কমিটি
নিযুক্ত হইয়াছে। মিঃ টুয়াট, সারেন আহম
তাহার সভ্য হইয়াছেন।

কোন সহযোগীর বিলাতের সম্ভাবনাতা লিখিয়া
ছেন,—তদা সেল যে প্রসিদ্ধ কামানকার হা
ক্রপের মতে বিশ্বের মধ্যে ৩৬০০ মাত্র কার্যে
নিযুক্ত থাকে কর্তব্য। হার ক্রপ নিজে এই বিস্তার
কার্য করিয়া থাকেন। মিত্রা সবচে হার ক্রপ বলে
যে, একবারে অধিক কণ না খুদাইয়া সর্জন
আর কণ খুদান ভাল। হার ক্রপ দিনের মধ্যে
অনেক বার নিজা বান কিন্তু প্রত্যেক বারে কয়েক
মিনিটের অধিক হয় না। এম থিয়ার্স নামক এ
ব্যক্তি আমাদের দেশের লোকের ন্যায় দিবাভাগে
নিজা বাটতম। তাহার মী পর্যন্তও তাহার
জাগাইতে সাহস করিত না। একবার
কেবল জাগুণির সন্তি হুকের খুচনা হওয়ার
তাহার দিবাভাগে ভঙ্গ হইয়াছিল।

সদীর অপেক্ষা বালেটী নামক এক ব্যক্তি

প্রতিবেদন ।

ভারতবর্ষীয় আর্থিক প্রচারিত্রী সভার উত্তর-বঙ্গ প্রদেশীয় কার্যক্ষেত্র

বলিহার—আর্থিক প্রচারিত্রী সভা ।

সমাজ আর্থিক প্রচারিত্রী সভা ও পশ্চিম প্রদেশীয় বাণিজ্য সভা, সমিতি, সভাপতি, ও সভাপতি কাছারি ও বোম্বাই ইত্যাদি অধিবেশন হইতে ভারতবর্ষীয় আর্থিক প্রচারিত্রী সভা পশ্চিম প্রদেশে এবং পশ্চিম ও বঙ্গ বঙ্গে নানা প্রাণে, বঙ্গের সভা সংস্থাপনপূর্বক নৈমিত্তিক সভা সমস্ত ভারতবর্ষে কার্যক্ষেত্র বিস্তারের জন্য অগ্রসর হইতেছেন । আর্থিক প্রচারিত্রী সভার সর্বমুখ সম্পত্তি বঙ্গবন্ধুর এই বিশাল কোমলতার আজ অবসরপ্রাপ্ত জীবিত আর্থিক সমাজের জন্য অব্যাহত কবাবে উন্মুক্ত । বঙ্গের উত্তর বঙ্গের প্রাণের পিণাসা জাগিয়াছে, বঙ্গের সুখার বাঁহাধের মনঃ ব্যাকুল ও অস্তর জাগরিত হইতেছে, তাঁহাদের কে না মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবে যে, এ ভারত আজ মধ্য মঙ্গোলসের অঙ্গসত্তা । ইহাও বলা অতিরিক্ত যে, আর্থিক প্রচারিত্রী সভা চিরসুখার পরিভ্রমক জীবিত জীৱকপ্রসন্ন সেন মহোদয় এই সভা সভার সংস্থাপক ও সম্পাদক এবং প্রচারক । তিনি নানন্তঃ জীৱক প্রসন্ন হইলেও আমরা তাঁহাকে কার্যতঃ “জীৱক প্রসন্ন” বলিয়াই জানি । ভগবান প্রসন্ন হইয়া তাঁহার নিম্নতঃ অবরুদ্ধে বর্জিত মাতৃভূমির জন্য এই সুউজ্জ্বলীর্ণ শক্তি সঞ্চিত না করিলে অন্যথা বঙ্গবিলম্বে আর্থিক সমাজের দশা ওত দিন কি হইত, বলিতে পারি না । আজ আমরা পণ্ডিত কৃষ্ণবাস চৌধুরাণী, পশ্চিম বঙ্গ চৌধুরাণী অধিকাংশ দাস, বঙ্গবঙ্গোপাধ্যায় গোপালী, অজিতনাথ চৌধুরাণী প্রভৃতি আর্থিক প্রচারিত্রী সভার সদস্যগণের নিকট হইতে বাহা পাইতেছি

সে সমস্ত যে এই মূল সভার সাহায্যে উত্তরভারত কল্যাণে আর সঞ্চার হইবে ।—তবে কোমলী সাক্ষ্যসংকে কোমলী পরম্পরাক্রমে । যিনি বৈদিক ইতিহাসে সম্পত্তি সঞ্চয় করুন না কেন এই মূল কোমলী হইতেই তাহা বহিষ্কৃত হইতেছে । পূর্ণোক্ত সভাপ্রাণে আজ ১০ বঙ্গের হইতে আর্থিক প্রচারিত্রী সভা উত্তরভারত জন্ত বঙ্গবর্জিত হইয়া বঙ্গবঙ্গা সংকল্প সাধন করিয়া পশ্চিম ও বঙ্গবঙ্গের বিস্তৃত ভাষার অনেক পরিবর্তন করিয়াছেন সভা, কিন্তু আজও গন্তব্য পথ অসংখ্য দুঃস্বপ্ন রহিতাছে । শত শত বর্ষের আত্মকল যে শত ও বালুকাস্তূপ বহু মূল হইয়াছে, হুই একবারের দর্শনে তাহা মূল প্রকাশিত ও নিশ্চেষ্ট হইবে, এ আশা করা যায় না । আর্থিক প্রচারিত্রী সভার সাধনার্থ সভা সমস্ত অর্থ অর্থ বিবরণী প্রচারকগণ আর্থিক প্রচারিত্রী সভার সর্বমুখ বর্জিত হইতেছে—আজ হুই চারি জন বঙ্গবঙ্গবর্জিত উপস্থাপন বঙ্গ ভারত সংস্থাপন বঙ্গবঙ্গা বিচিত্র ব্যাপার, তবে আর্থিক প্রচারিত্রী সভার মতিমা ও লোকাভিভাবিত্রী শক্তি বলে আমরা এই পর্যন্ত বলিতে পারি যে, এক শত বিবরণী প্রচারকগণ বঙ্গবঙ্গ আর্থিক সমাজের যে পরিমাণ ক্ষতি হইতে পারে, বঙ্গবঙ্গ আর্থিক প্রচারিত্রী সভার তাহা অনায়াসে সংশোধন করিতে পারেন । রত্নগর্ভ ভারতভূমির অজস্র তেজস রত্নে আর্থিক প্রচারিত্রী সভার বঙ্গ, যিনি একাকী সচল সমস্ত লোককে নিজ পথে আনয়ন করিতে পারেন । কিন্তু আজকার এই বোর বিপৎসমুদ্র পোচনীর দিনে, বিস্তারিত লোপান পরম্পরা অভিক্রম করিয়া শৈল লিখরে আরোহণ করা সহজ কথা নহে । অতীত ও বর্তমান দলী মানব ভবিষ্যতের গর্ভে চির অন্ধ, কিন্তু তথাপি এই উত্তরকালে বঙ্গীয় সমাজের এমনট উদ্ভাবনী প্রতিভাটিকা শক্তি যে, কোন একটা সংকটের আগ্রহেই জিজ্ঞাসা না করিলেও আপনা হইতে সর্বপ্রকারে আশ্রয় পাইবে” কেন রুখা পণ্ডিত কর, উত্তর কিছুতেই সিদ্ধ হইবে না—এই প্রকার যে বৈদ্যের উৎসাহের উচ্চাঙ্গ, এমন অলৌকিক প্রতিভা সম্পন্ন ন্যাপুরুষ কে আছেন, যিনি সেই বৈদ্যে নিম্নতঃ পথ পাইবেন । এ বিষয়ে অল্প প্রমাণের আবশ্যক নাই, পূর্বে লিখিত যে কয়েকটা দৃষ্টান্ত এই সুদূর প্রাচ্য সমাজের রক্তের জন্ত অস্তর বস্ত্র উত্তোলন করিয়া অবলম্বনমুগ্ধ অঙ্গন বস্ত্রাঙ্গন হইয়াছিল—তাঁহারা এই দেবীপায়ান

প্রমাণ । বাহা হুইত, তথাপি আজ আমরা উক্ত কার্য কীর্তন করিতেছি “যতো বর্ষ ততোঃ” । বিপৎসমুদ্রের মূহুরতের জীবিত নির্গত বচনের বঙ্গ—মতুবা আজ এই বোর দুর্ভিক্ষে নিঃসন্তান শিশু নির্ভিক কাল কাটাইয়া দেব করিতা সভা সমাজ আর্থিক প্রচারিত্রী সভার বৈদ্য “আমরা কে,” তাহা আমরা চিনি—পারিতোষ না—ভগবানের নামের বঙ্গবঙ্গা আজ জাগিয়াছে—আর্থিক প্রচারিত্রী সভা পথে বাধিত হইতেছেন—পশ্চিম বঙ্গের অধিকাংশ জীৱক প্রচারিত্রী সভার এবং পশ্চিম বঙ্গের ও বঙ্গবঙ্গীয় স্থান ভাষে সভা সমিতি সংস্থাপিত হইয়া আর্থিক প্রচারিত্রী সভার নামে বিবরণী প্রাণ কাশ্যে কবিয়া আর্থিক প্রাণে অস্ত্রের আশ্রয় প্রাপ্ত প্রাণিত করিতেছে—প্রচারিত্রী সভা আর্থিক প্রচারিত্রী সভা পথে বাধিত হইতেছেন এই প্রকারে পুত্র দিনে পুত্র কণ্ঠে উত্তর বঙ্গ, পূর্ব বঙ্গ নীরব-নিম্নতঃ নিম্নতঃ-নিম্নতঃ, ইত্যাদি অঙ্গন নহে, সুখ অঙ্গন নহে, সামান্য মিত্র বা ভ্রাতা নহে, সচল মুখ্য নহে, সুপরিবারী বোম্ব নহে । উত্তর ও পূর্ব বঙ্গের এই দুর্ভিক্ষে অপ্রমাণের জন্য, আজ বঙ্গবর্ষ ভারতবর্ষীয় আর্থিক প্রচারিত্রী সভার উত্তর বঙ্গ ও পূর্ব বঙ্গ কার্যক্ষেত্র প্রতিকার বিশেষ আবশ্যিক উপস্থিত হইয়াছে সেই আবশ্যিক অঙ্গনই আজ হেলা বাহ্য-সাহীর অন্তর্গত বলিহার রাজধানীতে নীতান্ত সভা প্রতিষ্ঠিত হইল । আমরা অসীম আশ্রয় সহকারে উত্তর করিতেছি যে, বলিহারবিল্পিত জীবিত রাজা কৃষ্ণবাস চৌধুরাণী উত্তর সভার সভাপতি পথ সাহায্যে প্রেরণ করিয়াছেন । তাঁহার নাম মায়ামায়ব বঙ্গবঙ্গা বাহি, বঙ্গের সভাপতি পাইয়া উত্তর বঙ্গের ভ্রাতৃপুত্র পক্ষে আমরাও অধিকাংশে ভ্রাতৃবন্দ্য হইয়াছি । উত্তরবঙ্গের স্থানে স্থানে সংস্থাপিত সভা সংস্থাপন, সম্পাদন এবং তাঁহার কার্য পূর্ণাঙ্গাঙ্গনে আশ্রয় উদ্ভাবন করাই এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য । তাঁহার বলিহার, সভার কার্য জীবনের কার্য পরিবর্তন না করিয়া কেবল তাহা উদ্ভাবন করিলে কি হইতে? আমরা তাঁহা বিগত এই একটা মাত্র উত্তর দিই যে “গাছের গোড়া কাটিয়া অঙ্গাঙ্গন চালালে কি হইবে ?” এখানে পশ্চিম প্রদেশীয় ও বঙ্গবঙ্গীয় আর্থিক প্রচারিত্রী সভা, বঙ্গ সভা বলিহার, সুশীল-সঞ্চালনী সভা এবং

আর্থ.বোর্ডের পক্ষপাতিনী যে কোন সময়ে হটক না কেন, সে সকলের বিবেচ্য এবং আর্থ. বোর্ড প্রচারক পণ্ডিত বটলী 'সংগঠিত' সম্পাদক, সভা অধ্যক্ষগণের নিকট প্রত্যক্ষ উপস্থিতি সভার আর্থনা এই যে, উদ্যোগ মন. নিজ দায়িত্ব অঙ্গারে আবারের প্রতি কৃপাকটীকণাতে আর্থ বাণের সার্বভৌম সম্পাদন করিবেন। উদ্যোগের নাম আর উদ্যোগ অর্থাৎই আবারের এক বাণ আশা ও উদ্যোগের দ্বারা। এতৎ সভা সম্বন্ধীয় কার্যবিবরণ এবং, বক্তৃতা ইত্যাদি বর্ষ প্রচারক ও অধ্যাপনা সংবাদপত্রাদিতে বহানিয়মে বহানিয়মে প্রকাশিত হইবে— আর্থিক অঙ্গারে বক্তৃতা, পুস্তকাকারেও প্রকাশিত হইবে। চিরকালের পরিচালক জীবন্ত জীবন্ত প্রসন্ন সেন মহাশয় উদ্যোগের জন্য সময় সময় সভাকক্ষে উপস্থিত হইবেন। সংগঠিত সভাসমূহের উদ্দেশ্য, এতৎ সভার সম্পাদক কর্তৃক নির্ধারিত হইবে। পূর্বে বক্তৃতা সভায় আবারের কার্যক্ষেত্র এক্ষণে বিবেচনায়ীন রহিল। উপসংহারকালে এই অর্থাৎ-পত্র প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বক্তৃতা এই যে প্রসন্ন সেন অনেক সভার কার্য হইতেছে, কিন্তু পরস্পর াহারও সহিত কাহারও কোন বিশেষ সংজ্ঞা না থাকায় প্রত্যেক সভারই একজন্মের নিষিদ্ধ ও বক্তৃতা দ্বারা হইতেছে এই রূপে অনেক সভার অসমর্থতা বর্তমান। কোন একটি সভার কোন একটি অঙ্গ কতি তইলে অন্য সভার সাধারণ যদি তাহার সম্পূর্ণতা না হয় তাহা হইলে তৎপক্ষে পোচনীয় দৃশ্য আর কি হইতে পারে। এই নিম্নোক্ত বাতালে বা বটে, পরস্পর এক হইয়া এক জনের বাহ্যে এক উদ্দেশ্যে গঠিত হইতে পারি, তৎপক্ষেই বহু বিধানও ইহার এক বাহ্য উদ্দেশ্য, সভাসমূহী ভাষা বিশুদ্ধ ম। বন, উদ্যোগ একান্ত প্রার্থনা।

বিজ্ঞাপন

সংকৃত বস্ত্রের পুস্তকালয়।

১৪৮ নং বারানসী ঘোষের স্ট্রীট, কলিকাতা।
ভাষার জীবনমাত্র যুগোপাধ্যায় কৃত বাবদীয় পুস্তক
এখন হইতে এই পুস্তকালয়ে বিক্রীত হইবে।

সংকৃত সংকৃত বৈজ্ঞানিক-প্রকাশ

সংকৃত বৈজ্ঞানিক-প্রকাশ ১ম ভাগ।

সংকৃত ও পাশ্চাত্যের জ্ঞানভাষার
প্রকাশিত হইয়াছে।
মূল্য ১২ পেন্সি ০০০ পৃষ্ঠার বেশী।
মাত্র ১০০ টাকার পরিবর্তে ১ ডাকঘর/১০
এই পুস্তকালয়ে পাঠ্য বার।
প্রিন্টার টমোপাথার
ম্যানেজার।



ইলেকট্রো গ্যালভানী

অম্লী, কবচ ও অম্ল।
বি. এম. কার নির্ধারকতা ও আবিষ্কার;
মং ২৮ মূল্যপূর স্ট্রীট, কলিকাতা।
আমার নির্ধারক অম্লী, কবচ ও অম্ল অতি-
রিক্ত বিক্রয় দেখিয়া অনেক অনেক রকম নির্ধারক
করিয়া বিক্রয় করিতেছেন। ইহা সকলেই জানেন
যে, ভারতবর্ষে ইহা আমিই নির্ধারক করিয়াছি। আমি
ব্যক্ত মিস্ত্রী গীলবার্ট টোমবার্ট অক্সফোর্ড, চার্লস
লকট, আমার নিকট হইতে ক্রয় করিয়া বিক্রয়
করিবেন, ব্যালোরিয়া ও পুরাতন আর আন্তর্জাতিক
আরোগা হইয়া থাকে, বিশেষতঃ ওলাউটা ও বসন্ত
রোগে ইহার আন্তর্জাতিক উপকারিতা শক্তি দেখা
হইতেছে। এমন কি ইহা ধারণ করিলে সংক্রমিক
রোগ কর্তৃক আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। বহুতঃ
ইহা রক্তপরিষ্কার করতা পীড়া আন্তর্জাতিক ও
অপকাল মধ্যে নিবারণ করে। এমোপ্যাথিক,
হোমোপ্যাথিক, ও হাইড্রোপ্যাথিক চিকিৎসাতে
যাযাত্রা কল পান বাই উদ্যোগ এই ভাষিত ধারণকল
পাইতেছেন। সেখানে রোগের নির্ধারক কবচ ও অম্লী
ভাষিত সংকৃত বসিয়া উক্তি করিলে সে নিত্য
অম্লক ও অম্ল। বাহ্যেই কোন ব্যক্তি কখনই

আরোগা হইতে পারে না। অতি-ভারতীয় মূল্য ১১/০
মাত্র, কবচ ১১/০; অতি-ভারতীয় মূল্য ২ টাকার
কবচ ১১/০; অতি-ভারতীয় মূল্য ১১/০, কবচ ১১/০
প্যাথিক পোষক ১ হইতে ৩ বান। ১/০ মাত্র
কবচ ১১/০; যাযাত্রা অম্লী ও অম্ল হইতে ইলেক
উদ্যোগ বাণ পাঠাইবেন।

১৮৪৪ সালে প্রাপ্ত।
অম্লকৃত মূল্য এক কোং।
হোমোপ্যাথিক ওম্ব।
প্রতিষ্ঠাকারী।
কলিকাতা মহাশয়ের এবং হোমোপ্যাথিক
ভাষার বিবরণের নিকট হইতে উদ্যোগ উৎকৃষ্ট
মতে এমোপ্যাথিক পত্র পাঠাইবেন।
মূল্য মূল্য।
ওলাউটা চিকিৎসার ১২ পিনি বাবদী ও কবচ
রোগ আরও মই ৫ টাকা।
গৃহ-চিকিৎসার ২৪ পিনি বাবদী বাবদী পুস্তক
মই ৮ টাকা, ২ পিনি বাবদী ১০ টাকা।
সাধারণ চিকিৎসার ৫১ পিনি উদ্যোগ বাবদী
বাবদী ১৮ টাকা।
ভাষার বিবরণের উৎকৃষ্ট বাবদী ২৫ টাকা, পুস্তক
উদ্যোগ বাবদী ৫০ টাকা।
উদ্যোগ বাবদী মাত্র মূল্যবিশেষ
বিনা মূল্যে প্রাপ্ত। কলিকাতা ৫৫ নং কলেকট
কলিকাতা।

—৫৫—
হিমালয়—কৃষ্ণ (যজ্ঞ)
অম্লকৃত কবি জীবন্ত নিবাস পাঠ্য এবং
(প্রতি)
হিমালয় শিবের রচিত এই উৎকৃষ্ট কা
বানি দ্বারা মুক্তি ও প্রকাশিত হইবে
মূল্য ১ এক টাকার অধিক হইবে না। ১১
কলেকট সেক্ষণে তিনটি টাকায় পাঠ
হইবে।
জিহ্বাচরণ বার।

চুলের কলপ।
ইহা কলেকট দ্বারা ভরম, সাগাইতে
কই নাই। বহুপ পক্ষকল হটক না কেন
নিষিদ্ধ বাহ্য উদ্যোগ কলকল হইয়া ৩/৪
ব্যক্তি। মূল্য ১ টাকা।

[illegible]

३. मर्यादा ।

শ্রীযুক্ত শশধর তর্ক চূড়ামণি মহাশয় কর্তৃক
 বিশেষরূপে সংযুক্ত ও সংশোধিত ।
 এরূপ ব্যাখ্যা পূর্বে কখন প্রকাশিত
 হয় নাই ।

মূল্য মাত্র তাম্র ২৪০ টাকা মাত্র।

(মাসিক) বেদব্যাস (পত্র)

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক,

সম্পাদিত।

চন্দ্র ধর্মের এক মাত্র মাসিক পত্র।

বিক্রয় মূল্য সমগ্র পক্ষে ২ টাকা, অসমগ্র ১ টাকা

এক পীড়া ও বেদব্যাস একত্রে লইলে মাত্র তাম্র ২৪০

৩ টাকার হুইই পাইবেন।

ঠিকানা,—৬৬ নং কলকাতা স্ট্রীট, কলিকাতা,

বেদব্যাস কার্যালয়।

—জেনুইন হোমিওপ্যাথিক কারমেনসি

অর্থাৎ অকৃত্রিম হোমিওপ্যাথিক ঔষধানয়।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সমস্ত

অল্প মূল্যে বিক্রয়।

আমরা হিন্দুধর্মের পর্বত অল্প মূল্যে ঔষধ

ক্রয় করিব। সাদাধর্মের ঔষধ সমস্ত মূল্য ও

কৃত্রিম। তিন জন বছরখানেক চিকিৎসক জ্ঞান

প্রাপক। সাধারণতঃ ঔষধ লইবেন

আমরা চিকিৎসার অল্প মূল্যে পাইবেন। অল্প

মূল্যে ক্রয় করুন। অল্প মূল্যে ক্রয় করুন।

অল্প মূল্যে ক্রয় করুন। অল্প মূল্যে ক্রয় করুন।

অল্প মূল্যে ক্রয় করুন। অল্প মূল্যে ক্রয় করুন।

অল্প মূল্যে ক্রয় করুন। অল্প মূল্যে ক্রয় করুন।

অল্প মূল্যে ক্রয় করুন। অল্প মূল্যে ক্রয় করুন।

অল্প মূল্যে ক্রয় করুন। অল্প মূল্যে ক্রয় করুন।

অল্প মূল্যে ক্রয় করুন। অল্প মূল্যে ক্রয় করুন।

অল্প মূল্যে ক্রয় করুন। অল্প মূল্যে ক্রয় করুন।

অল্প মূল্যে ক্রয় করুন। অল্প মূল্যে ক্রয় করুন।

অল্প মূল্যে ক্রয় করুন। অল্প মূল্যে ক্রয় করুন।

অল্প মূল্যে ক্রয় করুন। অল্প মূল্যে ক্রয় করুন।

অল্প মূল্যে ক্রয় করুন। অল্প মূল্যে ক্রয় করুন।

অল্প মূল্যে ক্রয় করুন। অল্প মূল্যে ক্রয় করুন।

অল্প মূল্যে ক্রয় করুন। অল্প মূল্যে ক্রয় করুন।

অল্প মূল্যে ক্রয় করুন। অল্প মূল্যে ক্রয় করুন।

অল্প মূল্যে ক্রয় করুন। অল্প মূল্যে ক্রয় করুন।

অল্প মূল্যে ক্রয় করুন। অল্প মূল্যে ক্রয় করুন।

অল্প মূল্যে ক্রয় করুন। অল্প মূল্যে ক্রয় করুন।

অল্প মূল্যে ক্রয় করুন। অল্প মূল্যে ক্রয় করুন।

অল্প মূল্যে ক্রয় করুন। অল্প মূল্যে ক্রয় করুন।

অল্প মূল্যে ক্রয় করুন। অল্প মূল্যে ক্রয় করুন।

অল্প মূল্যে ক্রয় করুন। অল্প মূল্যে ক্রয় করুন।

অল্প মূল্যে ক্রয় করুন। অল্প মূল্যে ক্রয় করুন।

অল্প মূল্যে ক্রয় করুন। অল্প মূল্যে ক্রয় করুন।

সচিত্র চিঠির কাগজ

এ কাগজ চিঠির কাগজ এই প্রকার। অল্প
মূল্যে চিঠি লিখি। 'কলিকাতা' 'আমার' 'সরকার' 'মুখ্য'
জন 'কলিকাতা' 'কলিকাতা' 'কলিকাতা' 'কলিকাতা'
সরকার 'কলিকাতা' 'কলিকাতা' 'কলিকাতা' 'কলিকাতা'
কলিকাতা 'কলিকাতা' 'কলিকাতা' 'কলিকাতা' 'কলিকাতা'

জি. কে. শর্মা এণ্ড কোং।

৬৭ নং কলকাতা স্ট্রীট কলিকাতা।

সরকারি বাবদার

কেশ-বিশোধক চর্ম

শরীরের যে কোন স্থানের সোম উঠাইবার
ইচ্ছা করিলে, এই চর্ম একবার মাত্র লাগাইলে
তিন দিনের মধ্যে উত্তরফল সোম বিশোধ
হইবে।

মূল্য—প্রতি কোটা ১০, প্যাকিং ৫০ আনা

এই চর্ম কোম দ্রব্য। কোম একবার মাত্র লাগাইলে

লাগান নিষেধ।

এচ, কার,

৬৭ নং কলকাতা স্ট্রীট, কলিকাতা।

—৬৬—

কে. ডি. সরকারের উপদ্রব

রোগের পারা বজ্রিত

মহোদয়।

নিম্নোক্ত বিজ্ঞাপনের অবসান সময়ে সেনাপতির
অঙ্গুলে এক মূল্যবান রক্তের নিকট আসে।
বিগত ২৬ বছর ইহা বিশুদ্ধতায় বিতরিত হইয়াছে
কিন্তু এখন ইহার উপকারিতা ও রক্তের
সহিত ইহার প্রাপ্যতা বজ্রিত হইয়াছে যে
বিশুদ্ধ মূল্যে বিতরণ এক প্রকার অসম্ভব হইয়াছে।
এই সকল এবং অসম্ভব কারণে ইহার মূল্য নির্ধা-
রণ করিলাম। ইহাতে কোন প্রকারের পারা
নাই, ইহা অসম্ভব মাত্র সেনাপতির সহায়
লোক এই উৎকর্ষ পীড়া হইতে সম্পূর্ণরূপে চিত্র-
রোগ্য লাভ করিয়াছেন। গর্ভবতী স্ত্রী কেবলমাত্র
ইহার সেনাপতির রোগ্যমূল্য হইয়াছে (গর্ভবতী

সেবন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ) ইহার প্রাপ্যতা বজ্রিত হইয়াছে
ও সেনাপতির রোগ্যমূল্য হইতে সম্পূর্ণ অব্যাহতি পাই-
য়াছে। ইহা সেনাপতির সেনাপতির আত্ম কল্যাণ
এবং ইহার সেনাপতির সেনাপতির সেনাপতির সেনাপতির
ও সেনাপতির সেনাপতির সেনাপতির সেনাপতির
ইহা সম্পূর্ণরূপে আরোপ্য করে, এই রোগ্য
এরূপ পারা বজ্রিত অসম্ভব প্রকারে এ প্রকার
অবস্থিত হয় নাই। তবেই ইহার সেনাপতির সেনাপতির
সেনাপতির সেনাপতির সেনাপতির সেনাপতির
আমাদের ইচ্ছা হইয়াছে। ইহা সম্পূর্ণরূপে
পাইবেন। প্রত্যেক সেনাপতির মূল্য ২৪০ প্যাকিং ১০

শ্রীযুক্ত সার সেনাপতি

সরকারি বাবদার—সকল

—৬৬—

নিউ হোমিওপ্যাথিক হল।

এস, বি, বিশ্বাস এণ্ড কোং।

৬৭ নং কলকাতা স্ট্রীট কলিকাতা।

নূতন আঙ্গুর

আমরা এই নূতন আঙ্গুর প্রকারে এলাকায়
ঔষধ কাউন্সিলের করিয়া বিক্রয় করিতেছি এবং
এই নূতন আঙ্গুর ঔষধের উপকারিতাও বিশেষ
রূপে বজ্রিত হইয়াছে। আঙ্গুর, সকলে অসম্ভব
এক একবার আমাদিগের ঔষধ পরীক্ষা করিয়া
হইবেন। ইহা নূতন আঙ্গুর অবলম্বনে আমা-
দিগের ব্যয় বজ্রিত হইয়াছে অসম্ভব প্রকারে আমা-
দিগের ব্যয় বজ্রিত হইয়াছে অসম্ভব প্রকারে আমা-
দিগের ব্যয় বজ্রিত হইয়াছে অসম্ভব প্রকারে আমা-

সরকারি বাবদার ৪ হইতে আমাদিগের আঙ্গুর

নূতন ঔষধও কয়েক প্রকার চিকিৎসাসাধনা
নূতন সানাতনীও আসিয়াছে। হোমিওপ্যাথি
শিক্ষার্থীদের উপায়ের প্রাপ্যতা বিশেষরূপে
ভাগ ১, টাকা। এই ২য় ভাগ ১, টাকা। ভাগ
৩, টাকা। ৪, টাকা। ৫, টাকা। ৬, টাকা। ৭, টাকা।
৮, টাকা। ৯, টাকা। ১০, টাকা। ১১, টাকা। ১২, টাকা।
১৩, টাকা। ১৪, টাকা। ১৫, টাকা। ১৬, টাকা। ১৭, টাকা।
১৮, টাকা। ১৯, টাকা। ২০, টাকা। ২১, টাকা। ২২, টাকা।
২৩, টাকা। ২৪, টাকা। ২৫, টাকা। ২৬, টাকা। ২৭, টাকা।
২৮, টাকা। ২৯, টাকা। ৩০, টাকা। ৩১, টাকা। ৩২, টাকা।
৩৩, টাকা। ৩৪, টাকা। ৩৫, টাকা। ৩৬, টাকা। ৩৭, টাকা।
৩৮, টাকা। ৩৯, টাকা। ৪০, টাকা। ৪১, টাকা। ৪২, টাকা।
৪৩, টাকা। ৪৪, টাকা। ৪৫, টাকা। ৪৬, টাকা। ৪৭, টাকা।
৪৮, টাকা। ৪৯, টাকা। ৫০, টাকা। ৫১, টাকা। ৫২, টাকা।
৫৩, টাকা। ৫৪, টাকা। ৫৫, টাকা। ৫৬, টাকা। ৫৭, টাকা।
৫৮, টাকা। ৫৯, টাকা। ৬০, টাকা। ৬১, টাকা। ৬২, টাকা।
৬৩, টাকা। ৬৪, টাকা। ৬৫, টাকা। ৬৬, টাকা। ৬৭, টাকা।
৬৮, টাকা। ৬৯, টাকা। ৭০, টাকা। ৭১, টাকা। ৭২, টাকা।
৭৩, টাকা। ৭৪, টাকা। ৭৫, টাকা। ৭৬, টাকা। ৭৭, টাকা।
৭৮, টাকা। ৭৯, টাকা। ৮০, টাকা। ৮১, টাকা। ৮২, টাকা।
৮৩, টাকা। ৮৪, টাকা। ৮৫, টাকা। ৮৬, টাকা। ৮৭, টাকা।
৮৮, টাকা। ৮৯, টাকা। ৯০, টাকা। ৯১, টাকা। ৯২, টাকা।
৯৩, টাকা। ৯৪, টাকা। ৯৫, টাকা। ৯৬, টাকা। ৯৭, টাকা।
৯৮, টাকা। ৯৯, টাকা। ১০০, টাকা।

প্রেরিত পত্র।

যবন প্রিয়তম সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহোদয়
সমীপে।
বিক্রিণী।

অতি দূর বহুদূর—অবেশ-আমার।
জীবন-ভটী-একান্তে তানি কে.বা.আমি।
সংসার-কলহ-বার,
আত্মল শরণ্য তার
তোম তেমে কোথা বাই কোম পথ-পাখী।
কি লক্ষ্য আমার।

অতি দূর—বহুদূর অবশেষ আমার।
শ্রাণ্য শিকলি কেটে কোথা উড়ে বাই।
মাসের রেতের ছায়া,
ছিন্ন এত গল তার,
কোথা ভীরা, রব আর কার কুণ্ড ছাই।—
এক দুর্ভাগ্যে তার।

অতি দূর—বহুদূর অবশেষ আমার।
ফুলিতে পারি না কেন অজীর্ণের কথা।
কুণ্ড না অবশেষ মন,
কেন তাৎবে অলুপ্ত,
কেন জাগে বার বার অবশেষের কথা।
কে কহিতে তার।

অতি দূর—বহুদূর অবশেষ আমার।
একাকী কোথায় আমি কোথায় অজান।
মিহতির আবর্তনে,
পড়েছি বিবস ভানে,
নীল করিতে ছবি কে আছে এমন—
বিনা অক্ষ আর।

অতি-দূর—বহুদূর অবশেষ আমার।
হুগ্মজীবন-পথ—শেষ, অন্ধ মাই,
কোম বিকে দায় চলে,
কে আমায় বিবে বনে,
পথ কুলে গিরে পাছে জীবন হারাই।
কেকরে উদ্যার।

অতি দূর বহুদূর অবশেষ আমার।
অশান্তে তাসে বেন তাঁর ছবি খানি।

তোম খেঁচি আরবার,
নে ছবি ব্যতিক আর,
কটোনে তবন কল অবেশে আখানি
যদি বারবার ব...
জিগিজিগাবাক হুখোখোখো।
কলিকাতা।

বিক্রিণী।
(১)
কুণ্ডর আলর ছাফি কুণ্ডর-বিক্রিণী,
এবাছি চলিরা কোথা যাও বিক্রিণী।
সকাল বিজাল নাই, নিবি রাই দিবা নাই,
অবিরাম কলহে মনস-বোহিনী;
এবাছি চলিরা কোথা যাও বিক্রিণী।

(২)
কুণ্ডর-হুহিতা কুণ্ডি, কুণ্ডর আবারে
মাকিতে তোমার আর নাহি ভাল কালে,
কেন বিক গৃহ ছাফি, সবেগ বিতেজ গাফি,
অবিরাম করি শুধু কুণ্ড কুণ্ড হনি,
এবাছি চলিরা কোথা যাও বিক্রিণী।

(৩)
পাশের বিটপী লতা বিবিধ বরণে,
বেচারিছে তব পানে অবাধ নয়নে,
পাগলের আর তার, তাবিরা গো অন্ধ শরা,
মহাই তাবিছে কেন মগজ মক্ষমী।
এবাছি চলিরা কোথা যার বিক্রিণী।

(৪)
এমোব বিহ্বল মনে গাফি শুধু রান,
ফুলিরা অমল্য মানে অমল্য তান,
তু য গো কুণ্ডর বোহে, কাহার বর্ষন পেরে,
ছুটিয়াছ মহাঅগে বেন সৌখিনী।
শৈলেশ হুহিতা কুণ্ডি ওগে বিক্রিণী।

(৫)
আবার অজান মন হুগ্ম কাহার,
যবার মনের গতি মগম্য অপ র,
নির্বিব,বে অতিক্রমি, মধুপের আর কুণ্ডি,
কত রক্ত তর করি ছইরা রজিনী,
এবাছি চলিরা কোথা যাও বিক্রিণী।

(৬)
বস বিক্রিণী বস। সাখানি তোমার,
এত সহ্য করি ওগো কাহার হুহিতা,
লইবে আজর কুণ্ডি, কহিতে কি পাব আমি,
কহ বো কুণ্ডর-বালা কহ মোরে কনি,
এবাছি চলিরা কোথা যাও বিক্রিণী।

(৭)
অজাববি মাতৃ পানে কিরে না চাহিতে,
হুহিতা নিতুগুহ বসিলা রহিতে।
যেহ পান ছিন্ন করি, মোরা বোহ পানিহরি,
বিভরিতে এম অবা এম-নৌদিবিনী,
কাহারে এমানে এম বাও বিক্রিণী।

(৮)
বত বাব বত বিব সব রাখি দুরে,
অসীম অসীম ভীম পতীর-লিহুরে,
করিতে জীবন দান, পুণ্ডকে দাড়ায়ে আঁধ,
চলেছ আনন্দে কত ব'রে নেছোমিনা,
এতকণে হুহিতাছ ওগো বিক্রিণী।
বলকব।
জিগিজিগাবাক হুখোখোখো।
কুণ্ডর-বিক্রিণী, বিক্রিণী।

মহাপ্র। আজ কাল কলিকাতার কতকগুলি
অগ্রাচোরের পুণ্ডক ভবন ইত্যাদি অতি সুন্দর
স্থলে দিব বলিরা মকমলের সরল বিবাসী মোক
দিগে ঠকাইতেছে। নীজ ইহার প্রতিবিধান
করা সকলেরই কর্তব্য। এই জন্য আমাদেব
“অঙ্গুসঙ্ঘাম সমিতির” সৃষ্টি। মকমলের
সকল লোক এই সকল অগ্রাচোরের অবকন্য
ঠকিরাজেন, তাঁহারা বহু অঙ্গুগ্রহ করিয়া আম
দিগকে এই সকল অগ্রাচোরদিগের দান, ঠিকান
বহু ও ঠকাইতেছে পর সেবেম, তাহা চইবে
বহু ভালই হয়। পূর্বে বেঙ্গল একাট্টেই জেনা
রেন আপিসের দান মহামল্য চ.ট.পাওয়ার সজী
বদীর সম্পাদক মহাপ্র অনেকের নিকট ছইবে
এইরূপ অনেক পত্র সংগ্রহ করিয়া আমাদিগকে
দিগাচ্ছেন। আমরা এই সকল পত্র এবং বে সকল
পত্র পাইব ও পাইতেছি, একত্রে সেই সমস্ত পুণ্ড
বেঙ্গ ইম্পল্টের জেনাটের নিকট অর্পণ করি
অগ্রাচোরদিগকে লাভ দিব। অনেকগুলি তা
কাল ব্যারিটার ও উ কল আমাদেব সহায় ছই
ছেন। একপে আমরা তাঁহাদের সম্প্রদান্য
সাটো কার্যকরে অবতীর্ণ ছইরাছি। সম্পাদক
মহাপ্র। আপনার নিকট এইরূপ বত পত্র আ
গাছে ও আসিবে, অঙ্গুগ্রহ করিয়া তৎসংক্রান্ত পত্র
আমাদিগকে অর্পণ করিলে নিতান্ত উপকৃত ছইব
বলকব।

জিগিজিগাবাক হুখোখোখো।

ওরিয়েন্টেল সেমিনরি।

গত ১১ই ডিসেম্বর সোমপ্রকাশ পরাধীন আড়াই
ঘটিকার সময়, কলিকাতা চিৎপুর রোড পরাধীন আড়াই
উক্ত বিদ্যালয় গৃহ-পুষ্টি একটী মহতী সন্মতিবিশেষ
হয়। এই সন্মতি, অত্র নব্বীর, গুর, যাত্রার, সন্মতি
চিন্তিত্রলোক ও করেক জন ইংরাজ ওভাপন
পূর্বক য য বিদ্যোৎসাহিতা ওণের পরাকাষ্ঠা পুর্ন
করিয়াছেন। বঙ্গীর শিভিল সার্ভিসের অন্ততম স্বনাম-
ব্রাত্য রাজকর্মচারী মিঃ, এইচ. জে. এন, কটন
উক্ত সভার সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন এবং
সভাবিত বিদ্যালয়ের স্বনাম পুণ্ডিত অবেতনিক সম্পা-
দক পরম ভক্তিভাষণ জীবন্ত বাবু বেচারাম চট্টো-
পাধ্যায় মহাশয় ইংরাজী ভাষায় একটী মূল্যবান
বক্তৃতা করিয়া সভ্য ভ্রলোককে সভার উদ্দেশ্য
ও বিদ্যালয়ের স্থূল স্থূল বিবরণী বিশদরূপে বুঝা-
ইয়া দেন। তদনন্তর একটী বাঙ্গলা সংগীত গীত
সং ও তৎপরে মিঃ কটন, মহোদয়, পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র,
সংকে স্বর্ণ ও রৌপ্যপদক এবং প্রভৃতি প্রদত্ত
করেন। পরিতোষিক, বিতরণ কার্য পরিসমাপ্ত
ইলে তিনি একটী উৎসাহবাক্য ইংরাজী বক্তৃতা
করিয়া বিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক, কার্যনির্বাহক ও
সভার সভ্যগণকে পাশ্চাত্য, সভাপতি, কতকগুলি,
সংগত উপদেশ দেন এবং বিদ্যালয়ের স্তূপপূর্ণ পুণ্ডি-
ভট্ট মহারাজ কলকাতা বাহাদুর ও তাইল পুণ্ডিভট্ট
সং হরেজকৃত বাহাদুর ও অন্ততম মেঘর বাবু
সং যোব গুহুতির অকাল, মৃত্যুজনিত শোকে
শাকাভ হইয়া মর্মান্বিত আক্ষেপপূর্বক বর্তমান
পুণ্ডিভট্ট, তাইল পুণ্ডিভট্ট ও মেঘরসংকে অত-
সং সহিত ধৃতবার পুর্ন করেন। বক্তৃতা ভারত-
সং মিঃ কটনের উক্ত বিদ্যালয় সম্বন্ধে নিঃস্বার্থপর
উৎসাহ ও বেহ সন্মতি আমরা যার পর নাই
সং ও বাধিত হইয়াছি। ইনি এবংসং আবার
উক্ত পাবিতোষিক-বিতরণী সভার সঙ্গীক সভা
হইয়া অধিকতর উৎসাহ পুর্ন করিয়াছেন।

কটন সাক্ষেবের বক্তৃতার পর উক্ত বিদ্যালয়ের
বর্তমান পুণ্ডিভট্ট মহারাজ নরেন্দ্রকৃত বাহাদুর
একটী স্তূপ ইংরাজী বক্তৃতা করিয়া সাহেবকে অত-
সং সহিত ধৃতবার দেন। তদনন্তর বে বাঙ্গলা সঙ্গীত
গীত হয়, তাহা এই, -

রাগিনী মূলতান। তাল চৌতাল।

ব্রজবর এ-সুধতবন শিওগণ কোকিল।

সখী সব সজ্জনসং আমিরে।

শ্রেনীপুত্র কীড়ত কুণ্ড।

কামিত লবে হারি কানাই,

গলিতা অবিদ্যার কীটের মিত্র তাপে রে।

গোপালকৃষ্ণ ঠাকুরমোহন

কলকাতা-ইন্ডিয়ান

হরেজকৃত, অকর কুমার

কলকাতা-ইন্ডিয়ান

হাহাকারে কলকাতা, দিবস রাজ মেঘ করে

পতপতী কীদরে কাতরে, কুক কুক কাহরে।

এ গামটী গীত হইলে-পর, একজন প্রধান সেতার-
বাদক সেতার বজ্র করেকটী রাস রাগিনী আলাপ-
চারী করিয়া শ্রোতৃবর্গকে বিমুগ্ধ করেন। অনন্তর
সভাপতিকে বক্তব্য বিদ্যা সন্মতি সাক্ষে পাচঘটি-
কার সময় সভা ভঙ্গ হয়। এবংসং ওরিয়েন্টেল
সেমিনরির ছাত্রসংখ্যা দর্শন ৩০১ জন থাক।
এই সকল ছাত্র ১০০ টি শ্রেণিতে বিভক্ত হইয়া আপন
আপন পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়ন করিতেছে। ইহাদের অধ্যা-
পনা কার্যে ৫ জন অধ্যাপক ও ২০ জন সহকারী
শিক্ষক ব্রতী আছেন। এতদ্বিধ দাতব্য বিভাগ বিভা-
গের অধ্যবসায়ী সংখ্যা ১১২ জন। ইহাদের শিক্ষা-
কার্যে একজন প্রধান ও পাঁচজন সহকারী শিক্ষক
নিয়োজিত আছেন। এই সকল অধ্যাপক ও শিক্ষকগণ
প্রায় সকলেই কৃতবিদ্যা, শিক্ষাকার্যে পারদর্শী ও
পুণ্ডিত। এতদ্বিধ ছাত্রসংখ্যার শিক্ষাপ্রণালী বৈরূপ
বিভক্ত তাহাদের চরিত্র ও তৎপন পবিত্র ভাষায়।
মিঃ, কটন উক্ত বিদ্যালয় পরিদর্শনপূর্বক তে মহত্যা
লিখিয়াছেন, তৎসং আমাদের পুস্তাবিত বাক্যের
সম্পূর্ণ পোষকতা করিতেছে। বক্তৃতা ওরিয়েন্টেল
সেমিনরি, নাসরিক অস্তাত বিদ্যালয় অপেক্ষা
প্রাচীন ও অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ বলিয়া অস্বীকৃত হয়।
বঙ্গের ছোট বিদ্যালয়-পুস্তক মাননীয় সর, এ, রিভার্ন-
টমসন সাহেব বাহাদুর উক্ত বিদ্যালয়ে পেট্রা ও
মহারাজা সর জ্যোতেন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর, মহা-
রাজা নরেন্দ্রকৃত বাহাদুর, বাবু কালীকৃত ঠাকুর,
রাজা পূর্ণচন্দ্র সিংহ বাহাদুর এবং বাবু ব্রজলাল মল্লিক
মহোদয় তাইল পেট্রা। সেযোক্ত মহাপুত্র প্রতি
বৎসর উক্ত বিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ একজন
ছাত্রকে মাসিক পাঁচ টাকা বৃত্তি পুর্ন করিয়া
থাকেন। এবংসং তিনি দাতব্য বিভাগের সমুদায়
ছাত্রকে এক এক ধানী শীতবস্ত্র দানপূর্বক স্বীয়
বতাস্ততা ওণের বিশেষ পরিচর দিয়াছেন। এত-
দ্বিধ তিনি উক্ত বিভাগের শিক্ষাব্যয় পুর্নিত স্বয়ং বহন
করিয়া থাকেন। কলিকাতা নগরে সুবর্ণবণিক
সম্মদায় মধ্যে বাহারা ধনকুবের বলিয়া পুণ্ডিত,
ভাঁহারী যদি ব্রজলাল বাবুর অধিকরণ করেন, তাহা
ইলে ভাঁহারের ধনের ও জীবনের সার্থকতা সম্পা-
দিত হয়। কিন্তু সে আশা অসুস্থপরাধিত। ফলতঃ

মাসিক বাবুর বিদ্যোৎসাহিতা ও যুগুততা সন্মতি
আমরা যার পর নাই পরিচর করিয়া থাকি।
তেহি বে, তিনি যেন সপরিবারে সুস্থ পরী-
দীপদীর্ঘ হইয়া এই সংস্কারে প্রায়-পু-
ন্থপরিচরিত্যবহারের সুখভোগ করিয়া থাকেন।

এবংসং বে-বে মহাশয় উক্ত বিদ্যালয়ের
কোত্তীর্ণ ছাত্রসংকে মাসিক পাঁচ টাকা বৃত্তি ও বি-
পারিতোষিক এবং স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক প্রদান করি-
ছেন, তাহাদের নাম নিম্নে পুর্নিত হইয়াছে।

জীবন্ত বাবু, দিল্লি, ছাত্র পাঁচ-টাকা, বৃত্তি

" " ব্রজলাল মল্লিক

" " কালীকৃত পুণ্ডিত

" " স্যোভিহারি, মল্লিক

" " মিঃ, মর্জ ইউন

বিদ্যালয় পরিদর্শনিক

" " জিরাঙ্গ মহারাজ

" " অটীল কিষাণ

মহারাজ জ্যোতেন্দ্রমোহন ঠাকুর সম্পদ

বাবু কালীকৃত পুণ্ডিত

দীননাথ যোব বাহাদুর রৌপ্যপদক

মহারাজ উপেন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর

একজন বহু

জীবন্ত মহারাজা নরেন্দ্রকৃত বাহাদুর, পুস্তক

" " যোগেন্দ্রনারায়ণ আচার্য চৌধুরী

এক জন বহু

উপসংহারে আমাদের বিশেষ বক্তব্য এ
বে, ওরিয়েন্টেল সেমিনরীর স্তূপপূর্ণ ছাত্র ও বর্তম
অবেতনিক সম্পাদক পরম অধ্যাত্মজন জীবন্ত
বেচারাম বাবু হস্তে এই বিদ্যালয়ের কার্যভ
বিভক্ত না হইলে এত দিন স্তূত মহাশয় পৌরযো
আজ মহাশয়ের উক্ত কীর্তিস্তূত বিগুণ হইত না
নাই। আমরা কারবনোবাকে প্রার্থনা করি
বেচারাম বাবু দীর্ঘায় হইয়া সুস্থ পরীয়ে শে
হিতব্রত সংস্কারপূর্বক স্তূত মহত্যাগের সা
কতা সম্পাদন করুন।

ধর্ম পরিপূর্ণ। সুতরাং এখানে বহুদিন হইতে জাতীয়তার কথা শুনা যায় নাই। রাজা, ত্রাবিড়ী, বাকালী, হিন্দুস্থানী, পঞ্জাবী, মহারাষ্ট্রী কাহার ভাষা কে বুঝিতে পারে? কাহার সমাজ-বন্দনী অত সন্মানের সমতুল্য? কাহার আচার ব্যবহার অন্যের সহিত সমান? বহুদিন হইতে এই সকল জাতি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া আত্মবিস্মৃত পূর্বক স্বতন্ত্রতাবোধ করিতেছে। এই স্বতন্ত্র্য অবস্থার জন্যই ভারতবর্ষ বার বার শত্রুহস্তে পতিত হইয়া বিপর্যস্ত হইয়াছে। ২০ বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষে এমন কোন কার্যই সম্পন্ন হইতে পারে নাই যাহাতে এই সকল স্বতন্ত্র্যাবলম্বী ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ভুক্ত হইয়াও একত্র মিলিত হইয়াছিল। বাবু কেশব চন্দ্র সেন ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিয়া ভারতবর্ষীয় ভিন্ন ভিন্ন সমাজের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করেন। বাবু কেশব চন্দ্রের চেতন বোধাই, রাজাজ ও উত্তর পশ্চিম-বাসী শিক্ষিত সম্প্রদায় বর্ষের সাধারণ উপায় দ্বারা জাতীয়তার বীজমন্ত্র অজ্ঞাতসারে এই সকল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কর্ণে প্রদান করিয়া আইসেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ আমাদের এই একটি বিশেষ উপকার করিয়াছেন যে, আমরা আর ভারতের অপেক্ষাকৃত্ত বলবান জাতির চক্রে জীত বলিয়া স্থগিত হই না। এক ব্রাহ্মসমাজের অগ্রগতেই বোধাই রাজাজ, মহাদেশ, চক্ষিবিভাগ এমন কি নিলোন-বালী পর্যন্তও বাকালীর সহিত আত্মগত্যা করিতেছেন। ইংরাজিভাষার লিখিত দেশীয় সন্মানপত্রও জাতীয়তা স্থাপনের সন্ধান হইয়াছেন। কানীর আধ্য-সমাজ এই জাতীয়তা সাধনের তৃতীয় কারণ। আধ্য-সমাজ পবিত্র সনাতন ধর্ম প্রচার করিয়া বঙ্গ, বিহার এবং উত্তর পশ্চিমের স্বাধীনতা দণ্ডায়মান হইয়া যেন হুই দিক হইতে হুইষ্ট সম্প্রদায়কে একত্র আনিয়া উত্তরের তরফে জাতীয়তার মূল্য পরাইয়া আবদ্ধ করিতেছেন। দ্বাদশবৎসর পূর্বে যুদ্ধের যখন সনাতন-ধর্মের ক্রোধী সভা নামে এই প্রকাণ্ড আধ্য-সমাজের প্রথম জন্ম হয়, তখন আমরা এক খানি বিজ্ঞাপন দেখিয়াছি। বিজ্ঞাপন খানির এক পৃষ্ঠে বঙ্গভাষার এবং অপর পৃষ্ঠে হিন্দী ভাষার বিস্তৃত ছিল যে, বঙ্গ বিহার ও উত্তর পশ্চিম এক আধ্য-ধর্মের পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া এই সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে একতা স্থাপন, পরস্পর আত্মগত্যা বৃদ্ধি এবং এক জাতীয়তা সম্পাদন করাই ঐ সভার উদ্দেশ্য। সভার স্মৃতি উদ্দেশ্য। সভার স্মৃতি উদ্দেশ্য সকল ও হইয়াছে। ভগবান কুর সভাকে প্রকাণ্ড সমাজে পরিণত করিয়াছেন। ভাষা সমাজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশে ও সমগ্র আধ্যাবর্ত্তে কল্যাণের ধার উল্লাসিত হইয়াছে।

জাতীয় সংগঠনের আর একটি কারণ ইংরাজি শিক্ষা। ইংরাজি ভাষার সাহায্যে ভিন্ন ভাষী সম্প্রদায় সমুদ্রপারস্যের মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারিতেছেন। যে, যে ভাষা না জানে তাহার সে ভাষা শুনিতে বিরক্তি আছে। কখনই তৃতীয় সম্প্রদায় বা জাতির সহিত তাঁহার সহানুভূতি থাকিতে পারে না। বাকালী এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের সেই জন্যই বহু দিন হইতে আত্মগত্যা হইতে পারে নাই। এক ইংরাজি ভাষার এই আত্মগত্যা সম্পাদন করিয়াছে।

"আর একটি প্রধান কারণে ভারতবর্ষের সমগ্র অধিবাসী তিল তিল করিয়া সাম্য ভূমির সমতল ক্ষেত্রে উপনীত হইতেছেন। সেটা সকল সম্প্রদায়ের একই প্রকার অভাব। ইংরাজ গবর্ণ-মেন্টের বর্তমান শাসনে বাকালী বাহা চার, রাজাজীও তাহাই প্রার্থনা। বোধাই বাহা চার, বাকালী ও হিন্দুস্থানীর তাহাই তিকা। কার্যেই এই কর্তী প্রধান সম্প্রদায় পরস্পর বাহ বেটন করিয়া একত্র হইতেছেন। রাজকার্যে ভারতবাসীর নিয়োগ, সিভিল সার্ভিস, দেশীয় রাজার প্রতি ইংরাজের কর্তব্য, ব্রাহ্মবিহার, আকগান বিজাট, ইন্সপেক্ট-ট্যাক্স, বার সংকেপ, এই সকল গুরুতর প্রসঙ্গে সকল সম্প্রদায়ের সমান সম্বন্ধ, সকলেই এই সকল বিষয়ে এক মত হইয়া থাকেন। ভারতগবর্ণমেন্টের স্থাপন এবং ইংরাজ জাতির পৌরব বৃদ্ধির দিকে সকলেরই সমান দৃষ্টি, শিকা ও স্বাধীনতা পাইয়া স্বাধীনতার আকর ইংরাজের রাজ্যে জীবনমাসের ভার বিজ্ঞে বর্ষের তরবারির নিয়ে বলিয়া থাকিতে কাহারও প্রস্তুতি নাই। তাই জাতীয়তার প্রয়োজন, তাই জাতীয় সম্মিলনের প্রয়োজন, তাই এক বার ইংরাজ গবর্ণমেন্টকে সম্মুখে আসি নিবেদন করিবার জন্য সমগ্র ভারতবাসীর সম্মিলনের প্রয়োজন হইয়াছে।

তাই বোধবা হইয়াছে আগামী জাহ্নবা বিমানে কলিকাতা নগরীতে একটি মহা সম্মিলনী সমাহৃত হইবে। ভারতবর্ষের প্রত্যেক উপদেশ, প্রত্যেক বিভাগ, এবং প্রত্যেক নগরী হইতে প্রজাবর্গের প্রতিনিধিগণ সমবেত হইবেন। ২ মাস পূর্ব হইতে ভারতবর্ষের প্রত্যেক স্থানে তাহার আয়োজন পড়িয়া গিয়াছে। গবর্ণমেন্ট দেশীয় সম্মানপত্রকে দেশের প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকার করেন না। লর্ড ডকরিং বলেন 'আমরা সাধারণের অভিমত ব্যক্ত করিতে পারি না। এই মহা সম্মিলনীর জন্য প্রত্যেক সম্প্রদায় হইতে প্রতিনিধি নির্বাচিত হইতেছে। গবর্ণমেন্ট এই সম্মিলনীর সমতমত আনিয়া যুক্তিতে পারিবেন দেশীয় সম্মানপত্র দেশীয় লোকের অভিমত ব্যক্ত করে

কি না। বোধাই নগরে প্রথমে এই জাতীয় সম্মিলনী আহুত হয়। বাকালী এই বোধাই সম্মিলনীকে প্রতিনিধিস্বত্ব দিয়া স্বীকার করিতে পারেন নাই। ঐ প্রক বোধাইয়ের নাম কলিকাতা নগরীতে মহা সম্মিলনী সমাহৃত হইতেছে। বোধাই সম্মিলনীর সংগঠন দেখিয়া ভারতবাসীর প্রধান লক্ষণকণ্ড ইহাকে প্রত্যেক প্রতিনিধি সম্মিলনী বলিতে স্তুতিবন্ত হন নাই। ইংরাজ নিত্য পক্ষপক্ষ তাঁহার সম্মিলনীর আর কোন অর্থহীন না দেখিয়া বলিয়াছেন, উহাতে মূল্যমান ব্রাহ্মদের উপস্থিত প্রতিনিধিগণ উপস্থিত হন নাই। আমরা জানি এই সম্মিলনীতে মূল্যমানের প্রত্যেক সম্প্রদায় হইতে এক একজন প্রতিনিধি সম্মানিত হইয়া ছিলেন। একজন মূল্যমান এই সম্মিলনীর একজন প্রধান উদ্যোগী হইয়াছিলেন।

গবর্ণমেন্ট হিন্দু মূল্যমানের বিবাদ বৃদ্ধি করিবার জন্য বিধিতে চেষ্টা করিতেছেন। গবর্ণমেন্টের ভোবামোদকারী এংলোইন্ডিয়ানগণ এই বিবাদের উপর বাতাস বিতেছেন। মূল্যমান সম্প্রদায় ইহাতে ছলিয়া না যান, ইহাই আমাদের প্রার্থনীয়। ভারতবর্ষের হিন্দু এক হস্ত, মূল্যমান আর এক হস্ত। দুই হস্তে কার্য না করিলে ভারতবর্ষের মূল্য সাধিত হইবে না। মূল্যমান সম্প্রদায় সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতা পরিত্যাগ করিয়া হিন্দু জাতীর সহিত মিলিত হউন। উত্তরেরই মঙ্গলের জন্য উত্তরেরই এই জাতীয় সম্মিলনীর সাম্য ভূমিতে সমবেত হওয়া কর্তব্য। পরস্পরে ঝগা বিবেচ ছলিয়া গিয়া হিন্দু মূল্যমান বহুভাবে জাতীয় সভার উপনীত হউন। বর্ষের বিভিন্নতার জাতীয়তা নষ্ট হয় না। ভারতবর্ষের হিন্দু মূল্যমান হইয়াও এক জাতি, এক রক্ত এবং এক প্রকৃতি। উত্তরেরই অভাব একই প্রকাব। যদি অভাব নিবারণ ভারতবাসীর উদ্দেশ্য হয়, তবে হিন্দু হউন, মূল্যমান হউন, শিখ হউন, প্যাসি হউন, খ্রীষ্টান হউন, সকল ধর্মাক্রান্ত লোকে এই জাতীয় সম্মিলনীতে সম্মত হউন। যে দিন এই গুহা দিন আসিবে, সেই দিন হইতেই ভারতবাসীর ভাগ্যে সুখের সুখা উদিত হইবে।

পবলিক সার্ভিস কমিশনের কার্যায়ত্ত।

আমরা এত দিন যে কমিশনের উপর ভীতিনের চাঞ্চল্যছিলার পুনর লর্ড ডকরিং তাহা তিরোহিত করিবার চেষ্টা করেন। পবলিক সার্ভিস কমিশনের সভাপতি সার চারলস এচিসন সম্প্রতি এই কমিশন সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রশ্ন প্রকাশ করিয়াছেন।

মিসনে বাঁহারা সাক্ষ্য দিবেন, তাঁহাদের এই সকল
 উত্তর দিতে হইবে। এবং প্রকাশ করিয়া
 সার চারলসে আদালতের কৃতজ্ঞতার দ্বারা হইয়াছেন।
 সাক্ষ্য গণ যদি এখন এই সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক
 উত্তর দিতে পারেন তবেই মঙ্গলের বিষয়। গত
 শুক্রবার বলিয়াছিলেন বর্তমান কমিশনটী বিচারমূলক।
 কথাতী ওনিরা আদালতের এক দিকে বেহন আমল
 হইয়াছিল, অন্য দিকে তেমনিই আদালতের উত্তরও
 কারণ উপস্থিত হইয়াছিল। আদালত এই যে, উপস্থিত
 বিচারকের হস্তে ভারতবাসীর অস্বার্থের পরীক্ষা হইবে
 উত্তর কারণ এই যে, বিচার শব্দটি ওনিলে আদালতের
 অমনি ইংরাজী আদালতের বিচারের কথা মনে
 পড়ে। আদালতের বিচার কিরূপ ভাল কাহারও
 অবিদিত নাই। আদালতে সাক্ষ্য দিয়া মরা বাহু-
 কেও জীবিত বলিয়া প্রমাণ করা যায়। একাকারী
 প্রশ্নের বিষয় জানিতে পারেন না। একজনকে একাকার
 হইবার সময় অপর সাক্ষীগণকে জিজ্ঞাসিত প্রশ্নগুলি
 শুনিতে অথবা জানিতে না দিয়া ভুলভাবে সাক্ষ্য
 হয় এবং সহসা তাহার উপর কেয়ার বৃষ্টি করিয়া
 বিচারার্থীর নকলমা ভুলাইয়া দেওয়া হয়। কোন
 ব্যক্তি বিশেষের এইরূপ বিচার পদ্ধতির উপর
 আমাদের রক্ত একটা আপত্তি নাই কিন্তু যখন
 সমগ্র জাতির ভাষাতাব সম্বন্ধে একজন বিদেশীর
 হস্তে বিচার হইবে, তখন জিজ্ঞাস্যগুলি গোপন
 করিলে জাতির উপর অবিচার হইয়া থাকে। ব্যক্তি
 বিশেষের বিচারের পদ্ধতি জাতি বিশেষের বিচার-
 কার্যে নিয়োগ করিলে বুদ্ধিহীনের ন্যায় কার্য্য করা
 হইত, আশাযী জাতির প্রতি নিত্য অবিচার করা
 হইত। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে আমরা
 এই মাত্র বলিতে পারি যে, কমিশন যে বিষয়ের
 বিচার করিবেন দেশীয় নিরক্ষর সম্প্রদায় ভাল
 বুঝিতে পারে না। সিভিল সার্ভিস কি? সিভিল
 সার্ভিসে ভারতবাসীর অধিকার কি? দেশী হাকিম
 ও বিদেশী হাকিমে প্রভেদ কি? এসকল বিষয় প্রথম
 হইতেই তাহাদের বোধগম্য হওয়া অসম্ভব। কেবল
 যে ভারতবর্ষের নিরক্ষর দরিদ্র সম্প্রদায়ের এই
 অপরাধ তাহা নহে, পৃথিবীর সকল সভ্য সমাজে-
 রই এই অবস্থা। ইংলণ্ডের কুবক, ফ্রান্সের মুটে মজুর
 সুইডেনের ভূত্য সম্প্রদায়, আমেরিকার সাহায্য দোকা
 নদার ইহাদের মধ্যে এমন বুদ্ধিমান ও বিজ্ঞ লোক
 কেহই নাই যে তাহারা এই সকল গভীর রাজনৈতিক
 প্রশ্নের আন্দোলন করিতে পারে। ভারতবর্ষেরও
 সেই অবস্থা। একরূপ অবস্থার প্রথম হইতে কমিশন
 যদি জিজ্ঞাস্যগুলি প্রকাশ করেন তবে শিক্ত এবং
 উন্নত ব্যক্তিগণ প্রমাণ সমিতির দ্বারা সভা করিয়া

তাহাদিগকে এই সকল বিষয় বুঝাইয়া দিতে পারেন।
 ব্যাপারটা বুঝিতে পারিলে দরিদ্র কুবক সম্প্রদায়
 স্বাধীনভাবে স্বীয় অভিযুক্ত প্রকাশ করিতে পারে,
 সাক্ষ্য দিবার জন্য উপস্থিত প্রতিনিধিও নিযুক্ত করিতে
 পারে। পবলিক সার্ভিস কমিশন যদি সমগ্র
 জাতির সহায়ক চান, তবে আরে প্রশ্নগুলি প্রকাশ
 করাই কর্তব্য। সার চারলস এই কর্তব্য পালন
 করিয়া বিচক্ষণ এবং সহনশীল ন্যায় কার্য্য করিয়া-
 ছেন।

যে যে বিষয়ে প্রশ্ন সংগঠিত হইয়াছে, তাহার
 একটি মাত্র প্রশ্ন আমরা পাঠকগণকে জ্ঞাপন
 করিয়াছি। প্রজাবলির দ্বিতীয় বিভাগের মাম
 টোইয়ারি সিভিলিয়ানগণের নির্বাচন প্রণালী।
 ৩য়, ভারতবর্ষীয় সিভিল সার্ভিসের জন্য ইংলণ্ডে
 প্রতিস্থাপিত। ৪র্থ, ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের দ্বিতীয়
 ভারতবর্ষে প্রতিস্থাপিত। ৫ম, অর্চিহিত সিভিল
 সার্ভিসগণের চিহ্নিত স্থলে পদোন্নতি। ৬ষ্ঠ, ইং-
 লণ্ডের প্রতিস্থাপিত পদ্ধতি ভিন্ন অন্য উপারে ভারত-
 বাসী অর্চিহিত সিভিলিয়ানগণের বেতন, অবকাশ
 ও পদোন্নতি। ৭ম, সাধারণ বিষয়। ৮ম নিম্ন
 প্রেরিত একজিকিউটিভ ও জুডিসিয়াল বিভাগের
 সংগঠন ও কর্তব্যকারী নিয়োগ। প্রশ্নগুলি সংখ্যায়
 ১৮০টি।

সহযোগী পাইওনিয়ার সার চারলসের এই সকল
 ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিজ্ঞপ্তি করিতে
 ছেন। সহযোগীর উত্তরে ঘাট নাই। আমাদের
 ও আমাদের বহুবর্গের উপর বিজ্ঞপ্তি করা সহযোগীর
 এত অত্যন্ত হইয়াছে যে, আমাদের সম্বন্ধে সহযোগী
 কোন আপত্তি করিলে আমরা বিচার না করিয়াও
 বলিতে পারি যে সহযোগীর প্রোক্ত কথাগুলির
 বিপরীতই বস্তু। পাইওনিয়ারের কথার আমাদের
 প্রয়োজন নাই। সার চারলস এচিসনও পাইওনি-
 যারের বিজ্ঞপ্তি ভর পাইয়েন না। তিনি যে
 উদ্যমে কার্য্যরত করিয়াছেন, আমাদের আশা
 আছে সার চারলস কাহারও প্রশংসার কীত অথবা
 কাহারও নিন্দাবাদে অবসর হইয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবেন
 না।

সহযোগী ট্রিবিউন বলেন, ১৩ই ডিসেম্বর
 সাহোরে কমিশন বসিবার প্রস্তাব হয়।

পঞ্জাববাসী যে সকল ব্যক্তি কমিশনে সাক্ষ্য
 দিবার ইচ্ছা করেন, গত ১৩ই ডিসেম্বরের পূর্বে
 তাঁহাদের নাম ধাম লিখিয়া পাঠাইবার জন্য কমি-
 শনের সেক্রেটারি বিজ্ঞাপন প্রচার করেন। তাঁহারা
 যে যে বিষয়ে সাক্ষ্য দিবেন, তাহার সংক্ষেপ
 তালিকাও দিবার ব্যবস্থা হয়। অন্যান্য বিভা-

গেও সার হর এইরূপ বিজ্ঞাপন প্রচার করা হইলে
 প্রায়শ পবলিক সার্ভিস কমিশনের এই লক্ষ্যেই
 যথেষ্ট প্রীতি হইয়াছিল। কমিশনের দ্বারা ভবিষ্যৎ
 যে আদালতের কল্যাণ সাধিত হইবে, তাহা এখন
 কতকটা রিখাপ করিয়া বলা হইতে পারে। লক্ষ্য
 ভঙ্গিণ যে ভুল সাধারণের সম্বন্ধেই পাত্র হইয়া
 ছিলেন, যদি তাহা এইরূপে সুলভ্য হর তাঁহা
 উপর দেশীয় বস্তুদর্শনের ভার ভক্তি বক্তব্য হইয়া থাকে
 হইবে। পবলিক সার্ভিস কমিশন সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া
 জন্ম সাধারণকে আহ্বান করেন। কিন্তু আদালতের
 কার্যের ভিতর দ্বার একটা বক্তব্য আছে। সাধ-
 রণকে বিজ্ঞাপন দেওয়া দ্বার না দেওয়া উত্তর
 সমান। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, যে সকল লোক
 বর্তমান দ্ব্যাপার বুঝিতে সমর্থ নহে, তাহাদের সাক্ষ্য
 সাক্ষ্য দিবার প্রস্তাব করিলে বিশেষ কোন ফল হই-
 না। উত্তর লোকেও যেহেতু প্রবৃত্ত হইয়া সাধ-
 দিতে বাইবে না। কমিশন তাহাদের প্রতিনি-
 নির্বাচনের উপদেশ দিন। প্রতিনি নির্বাচন
 জন্ম সভা করিতে পরামর্শ দিল। প্রশ্নগুলি
 দ্বারা সাক্ষ্য গ্রহণের ব্যবস্থা করিলে তাহা নির্ভর
 হইবে, কাহারো কোন কথা কহিবার আবশ্য-
 থাকিবে না।

সাধারণের নিকট আদালতের বক্তব্য তাঁহাদের
 এইবার হইতে সাক্ষ্য গ্রহণ করুন। প্রশ্ন বস্তু
 হস্তে পাওয়া গেল, তখন সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া
 জন্ম বিশেষ প্রশ্ন পাইতে হইবে না। ভারত
 সভা, ব্যবসায়ী সভা, আনন্দ্যাল মুসলমান জাতি
 সভা, সকল সভা হইতেই এক এক জন সাক্ষ্য
 নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদের নার বাব কমিশনে
 নিকট প্রেরণ করা হউক। পবলিক সার্ভিস
 কমিশনে সাক্ষ্য দিবার জন্য এই সকল সভার
 একটা বিশেষ অভিবেশন হউক। সাক্ষীগণ
 বাহ্যতে একাধিক প্রশ্ন সম্বন্ধে উপস্থিত দিয়া
 দেওয়া হয় তাহার ব্যবস্থা করা হউক। জন্ম
 বন্দীর বিন অতি দারিদ্র্য সম্প্রদায়ের মধ্যে
 এই কার্য্যটি সম্পন্ন করিতে হইবে। আদালত
 জাতীয় কর্মেরে পত্র প্রকাশিত প্রশ্নগুলি
 সহজ পাইবার আশা করি, জাতীয় সভার জাতি
 প্রশ্নের বীমাংসা হইয়াই প্রার্থনীয়। এখন
 আমরা এই সভার আলোচ্য বিষয়ের ৩১
 তালিকা প্রাপ্ত হই নাই, কমিশন প্রকাশিত
 গুলি উক্ত তালিকার সমীচিৎ হওয়া কর্তব্য
 সাক্ষ্য দিবার সুব্যবস্থা না করিলে আমরা আশা
 দোষে আপত্তি করিব। তখন আর আদালত
 গণতন্ত্রের নিকট কোন বক্তব্যই থাকিবে না।

তখন আর কোন আর্থনা প্রাপ্ত হইবে না। তারত
সী সতর্ক হউন।

আইনের উপযোগিতা সম্বন্ধে
খোঁজ অব রেভিনিউয়ের হস্তে

বর্তমান রাজ্যের আইনের প্রণয়না রেভি-
নিউ পেন্ডের মুখে ঘরে না। মোট বসেন —১৮
৫ সাপেক্ষ মতেবর মাস হইতে ১৯০৬ সালের
মার্চ মাস পর্যন্ত পঁচ মাস কাল নুতন রাজ্যের
আইন প্রচলিত করিয়া দেয়া গেল যে, ইহা
এবমের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী। এপার্যন্ত
রাজ্যের আইন সচিব প্রজা ও জমীদারের মধ্যে
কোন বিবাদের স্থলী কারণ উপস্থিত হয় নাই।

কমল রাজ্যের দাখিলার সহিত কোর কোর
সময় রাজ্য প্রজার একই মনোবান হয়, তাহাও
চলী হয় নাই। আইনের অন্যান্য দ্বারা কলি
কর্ম কার্য, কারী হইয়া উঠিয়াছে। সম্প্রতি
লাউজিয়া রাজ্যের পরিমাণ দ্বি। করিবার চেষ্টা
হইতেছে। উৎপন্ন পণ্যের বাজার দর, দার।
সংযুক্ত জোড়ের মিলান বিক্রয় এবং ডিষ্ট্রিক্ট
সংযুক্ত দ্বারা কলি এখনও প্ররোগ করিয়া বিশেষ
ভিত্তিকতা লাভ করা যায় নাই। জরিপ সম্বন্ধে এখ
নও কোন আপত্তি দেখা যায় না। তদ্ব্যতঃ বরং
প্রজা ও জমীদারের উপকার হইবারই সম্ভাবনা।

প্রজা যদি কম জমি অধিকার করিয়া অধিক
রাজস্ব বিত্তে বাধ্য থাকেন, তবে জরিপে তাহার
জমির পরিমাণ নির্দিষ্ট হইলে তাহাকে আর অন্যায়
রাজস্ব বাধ্য থাকিতে হইবে না। জমিদারও
যতীর্ণ জমি অনেক সময়ে চিনিতে পারেন না
প্রজা কাকি দিয়া অধিক জমি ভোগ করে ও কম
জমা দিয়া থাকে। জরিপে জমি নির্দিষ্ট হইলে
জমিদারকেও আর কতিপয় হইতে হয় না। কুমি
নির্দেশ বাবিত ইহাতে আর একটা বিশেষ মঙ্গল
এই যে, ইহাতে জমীদার ও প্রজার মত্ব দ্বিতীয়
হইবে। জরিপ সম্বন্ধে নবন মঙ্গল ভিত্তিকতা
নাই, তখন তৎসংযুক্ত দ্বারা কলির প্রচলন করা
নিমিত্ত। কলি, টেট সেক্রেটারি এখন উহা দ্বিগুণ
রাখিবার আদেশ করায় ছোট লাটে কিছু হ্রাসও
হইয়াছেন।

রেভিনিউ গোর্ডের সহিত আদর। সকল বিষয়
অনুসন্ধান করিতে পারি না। আদর। রাজ্যের
আইনে প্রজা জমীদারের যেসকল সম্বন্ধ বোধিত
তাহাতে রাজ্যের আইনের সকল দ্বার কার্য-
কারিতা সম্বন্ধে আদরের অনেক সম্বন্ধ আছে।

উদ্যোগে যখন কোর কোর বিষয়ে উভয়ের
মঙ্গল হইবে, তখনই অন্যান্য বিষয়ে অবসর
যতীর্ণ ও বিলম্ব সম্ভাবনা। জমিদার বা প্রজা
যে রাজ্যের আইনের বিবি ব্যবস্থাসমূহের নির্দি-
মার দিন কাটা হইতেছেন তাহা তখনই বলা যায়
না। দাবিলা গইরা যে বিবাহ উচিত হইয়াছে
বোর্ড তাহাকে স্থায়ী বসিতে না পারেন। তদ্ব্যতঃ
সের তাহাকে বিভাজ্য অতীর্ণ বসিয়াও যোগ্য হয়
না। তেব বসিলা সহিত আজও প্রজা বসিবার
বিবাহ প্রবলভাবে উলি'ত'।

উৎপন্ন পণ্যের বাজার দর যে কি রূপে নির্দিষ্ট
হইবে আদর। তাহা কুর্জিতে পারি না। সহরের
বাজার, পল্লীপ্রান্তের ভাট্টে, আর দাখিল অঞ্চলের
হাটে ও বৌতানেই সের মেরপ'তার' দ্বা' দেখা যায়
তাহাতে সকল কালের জন্য সমান বাজারদর
ভিন্ন করা এক প্রকার অসম্ভব। আদর অঞ্চলে
বেটাউলের মণ ১ টকা অথবা ১১০ পঁচ সিকা
করিয়া সহরের তাহার মূল্য দ্বিগুণ তিন গুণে
অ'বক'। এইরূপ মূল্যের গড় নির্দিষ্ট
করিতে গেলে আদরের দরিদ্র প্রজার যথেষ্ট কতি
হয়, সহরের, ব্যবসায়ীদিগেরও লাভের ব্যাঘাত
হয়। আদর জমিদার যেখানে পণ্যের মূল্য
পণ্যের মূল্য পান, সেখানে গোলাও তাহা লাভ
হয় কোথাও বা যথেষ্ট কতি হয়। পণ্যের মূল্য
করবার জন্য গড়মের্টে কিছুণ চেষ্টা করবেন
আদর। তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

দার সংযুক্ত জোড়ের মিলান বক্র সম্বন্ধে
রাজ্যের আইনে যে কর্তী দ্বারা আছে, তাহাও
প্রজার উপর অনেকটা হ্রাস প্রকাশ করা হইতেছে।
শিষ্ট প্রজাকে জমিদারের অত্যাচার হইতে অব-
জিত হইয়া যায় নাই, বাকি রাজ্যের জন্য ছোট
মিলান হইলে মিলানের পর তৃতীয় টাকা বরতা
ও জরিমানা। হ্রা ১৫ দিনের মধ্যে যে মিলান
র পূর্ণক কুমির অত্ব করিয়া পাইবার ব্যবস্থা
করা হইয়াছে তাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়।

ডিষ্ট্রিক্টের আইনটা বড় অনিশ্চিত। এই
ডিষ্ট্রিক্টের ব্যাপার পূর্বে জমিদারের হস্তে ছিল।
ইহাকে পক্ষের আইন বলা হইত। এখনকার
পক্ষের আইনের মধ্যে এত মতভেদ উপস্থিত
হইয়াছে যে জমীদারের ইচ্ছা তে জমিদার না হইয়া
বরং অজমিদার হইয়া দাঁড়িয়াছে।
আইনের কোথা আছে রাইচের কুমিত পক্ষ করা
হইতে পারে। শিষ্ট সেই রাইচ বহি নবলি
অত্বনিষ্ঠে প্রজা হয়, আর নিম্ন অগারে জমি

চাল করে। তাহা হইলে তাহার কুমির ইংপা
পণ্যের উপর পক্ষ করা যায় কি না, আট তাহা
নির্দেশ নাই। এই অবস্থায় উর্জিকাটের জন্য
পক্ষ করা যায় না ইহাও আর একটা বিষয়। বর্জ
মান আইনে প্রতি কতিপয় বাবদ দ্বিগুণ বিবি
হইয়াছে। আদর। কুমিরের আটক বাবদ
আদর। পণ্য ও বৈমতিক দাবা-পৌষ দাবা
পরিপক হইলে কাটরা নইবার উপস্থিত হয়।
আদর। দাবা জমীদারের চলিত বসন্তের হই
কিষ্টি এবং পৌষ দাবা তিব িস্তির প্রজা বাবদ
পক্ষ। পক্ষ করিতে হইলে এই দুই দাবা
করিবার মিলন। এখন জমিদার যদি এক বস
সরের পক্ষ পণ্যের বসি ১২৯২ সালের পক্ষ করি
বসন্ত তব সে বসন্তের জন্য আদর। তাহা
পক্ষ করিবার অধিকার বিবেক কি না? এই
দ্বিতীয় প্রশ্নটা সহিত আদর। অনেক বিবাদের
উৎপত্তি হয়। পক্ষের কার্য, আদর। না পক্ষ,
এই সকল বিবাদের কথা মনন উক্ত আদর।
কর্পগাটর হয় না হ্রস্ব রাইচের বেরন বিবেচন
তিনি সেই রূপ বিচার করিয়া পক্ষের আদর
করেন। পক্ষের আইন সম্বন্ধ এইরূপ আর
আপত্তি উঠিয়াছে। ব্যবস্থা কর্তৃক পক্ষ এই সকল
আপত্তি বসন্ত করিয়া নুতন ব্যবস্থা করেন তবে
জমিদারের পক্ষের কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে
পারেন।

রাজ্যের আইন প্রচলিত হইয়া এক বসন্তের অতি
ক্রম করিয়াছে। ব্যবস্থাপক সভার এই সময়ে
আইনের কার্যকারিতা সম্বন্ধে আর এক বা
অনুসন্ধান ও আলোচনা করা কর্তব্য। নিম্ন আদর।
নতঃ বর্তমান রাজ্যের আইন অনুসারে ক
প্রাণী কি কি চলিতেছে তাহাও পর্যবেক্ষণ
করিবার সময় আসিয়াছে। রাইচেকোর্টের জ
গণের মধ্যে কেহ কেহ যেমন প্রতি বসন্তের মি
আদর। পক্ষ করিতে বহির্গত হন, এবং
কেবল সেই উদ্দেশ্যে বহির্গত হইল চলিতে না
রাজ্যের আইনের বর্জবিধের পর্যবেক্ষণ ক
বার নিমিত্ত রাইচেকোর্ট কোন বিশেষ বিচারপতি
হস্ত তার বেন ইহা আদর। আর্থনা। রেভি
নিউ খে'ও এসম্বন্ধে যে সংবাদ পাইগেন, সব
সময় তাহা প্রকৃত হয় না। দাবারা বা
কলমে কার্য করন, তাহাদের নিকট হইতে
সংবাদ লওয়া কর্তব্য।

कलिकात् ।

বিবিধ সংবাদ

অশ্বে অশ্বখ, হনত প্রচলিত হইল। অশ্বখ
আর আশ্বখের জন্য কোন অশ্ব গৃহে রাখি-
পারিবেন না। আমরা ইতিপূর্বে যে ইংরাজের
অশ্বখালীর কথা বলিরাছি তাঁহারই কেবল দুই এ-
খানি অশ্ব গৃহে রাখিতে পারিবেন। অশ্বে, চন্দ্র
স্বস্তির অভাব নাই। নিরীহ অধিবাসীগণ যে সমস্ত
হস্ত চাইতে আশ্বখ করিবেন তাঁহারই পথ
হইল।

ইতিহাস বিচারি বৈদেশিক-চারিত্রিক উপস্থাপন
কিন্তু পক্ষীয় রেলওয়ের একজন ক্রটিভার
নিকটস্থ আসিয়া সেভিকের কলোভর
জীবের ওয়াটে এত জন চিকিৎসাবীন
দানী হন। এক দিন রোগী পীড়ার স্বাধার
ভার কাতর হইলে সার্জন জীন-মণ ও
তার কত কামে অস্ত্র পরিবার মিত্র ভাণ্ডকে
সরাসরিতে অস্ত্র-মা করেন। পরে আর
স্বত্বই তাহাকে ক্ষেত্রে করা যায় নাই।
যা যেন ভাণ্ডার আশ্রয় নির্গত হইয়াছে।

একটি বহির বাসকের সহিত একটি বুক
লিকার বিবাহ হয়। তৎপলক্ষ জীবনও সচ-
সাগী ভাষাবিন্যাসে আশীর্বাদ করিয়া বলিয়াছেন
কমলা অমির্ভয়বীর আনন্দ উপভোগ করুন।

এক ব্যক্তি এক স্ত্রীকে কর্তৃত্ব সংশ্লিষ্ট হইয়া
উক্ত উপস্থিতি রোগে আশ্রয় করিয়াছেন।

প্রায়শঃ সর্বত্র কোমর ও কন্যার বিবাহের
কর্ম উত্তরেই যথ্য পান করিয়া জা-পুনা হয়।
অন্তে ভাষাবিন্যাসে একটি বক্তৃত্তে বক্ত করিয়া
যথ্য হয়। এতে বক্ত কমলা বিবাহ বেগে গির্জার
আসিয়া উপস্থিত হন।

কু।লে ছোট ছোট বালক বালিকারা বেশ
প্রসা জনাইতে জানে। ১৮২৪ সালে ২৩ হাজার
ল-সেতিক ব্যক্ত ধোলা হইয়াছেন। তাহাতে
১৮, ৬২৪ জন ছাত্র ৪৫১০ পাঠ্য ওয়াই-
গছে।

ভারত গভর্ণমেন্ট আদীরকে একটি বক্ত ও
চইন উপহার দিবে। বিলাতে এইগুলি প্রচুত
হইতেছে। ইহাতে ৩২৫ পাঠ্য যার হইতে।

কেব কেব বলেন ভারতবর্ষের বক্তৃতাটের পদে
গাওবনীসগণকেই নিযুক্ত করা কর্তব্য, কেব কেব
বলেন এক জনকে ব্যবসায়িক ভারত সাজান
অবধান করিলে ভাল হয়। আমরা শেখাজ
অভাবীতে সজ্জিত এখান করিতে পারিব না।

লাহোরের জী-চিকিৎসালয়ের দিন দিন
উন্নত দেখিয়া আমরা বড়ই খুশী হইয়াছি।
সবার রোগ সজ্জিত এই চিকিৎসালয়ে ৪ হাজার
টাকা ব্যয় করিয়াছেন। এই চিকিৎসালয়ের
নাম সেভিক-এটিএম হাসপাতাল রাখা হইয়াছে।
এই হাসপাতালটি অন্য একটি অস্ত্র গৃহ নির্মা-
ণের আয়োজন হইতেছে।

বেওয়ার্থ বাহাদুর রত্ননাথ রাও ইন্দোরের
রাজস্বীয় কার্য পরিবার জন্য ব্যয়াজ গভর্ণ-

মেন্টের নিকটস্থ বক্তৃতা অবকাশ লইয়া-
ছেন। এই অবকাশের পর তিনি ইয়া করিলে
অকার্যে অভাববর্ত্ত করিতে পারিবেন।

ইতি বহো একদিন রাতে বহু ভাষাবিন্যাস
বিদ্যুত নিকটে একটি এবে অগ্নি প্রদান করিয়া
অসমকগুলি গৃহ ভস্মসাৎ করিয়াছে। ইং ১৫
সৈন্য ভাষাবিন্যাসকে ভাষাইয়া বিরা ভাষার
বহো ৬ জনকে বহু করিয়াছে। ভাষাবিন্যাসের
৪০টি গাড়ীর এবং অসমকগুলি টাকার বহো
ইংরাজের হস্তগত হইয়াছে। হালু নামক
ভাষাবিন্যাস এই মগবলের সকার। সে এখনও বহু
পড়ে নাই।

মিঃ চারবার্ট প্রাকডোম রাজ্যের বক্তৃতা বোম্বাই
যাত্রা করিয়াছেন। আগামী ২৪এ ভাসেবর তিনি
কলিকাতার আসিবেন।

এমং বেঙ্গল ইমক্যাপ্টের অধ্যক্ষ কর্ণেল বে
বক্ত ১৭১ ভাসেবর রাজ্যের পরিভাগ করিয়া-
ছেন। সামবিন্যাসের অস্ত্রোদ্ধ পড়িয়া তিনি
চীনে বাইবার একটি পুণ্ডন সচক পথ পুলিয়া
দিবেন। একাধী চীনের বক্ত ভাল লাগিবে
না।

গোয়া পেসিডেন্ট এসোসিয়েশন মিঃ বাল্য
ভাই নাওরো-কে অতর্কিত করিবার জন্য একটি
সভা করিতেছেন।

টাইদুস অব উত্তরা অস্ত্রমান করেন যে, কাল
বেলীয় সভাপতির খুব ভাল হইয়া উঠে।
দেলীয় সভাপতির এই বৈশিষ্ট্য বলায় বহু
ইতার আশাভিত্তিক উন্নতি হইয়াছে, পরিপাক
বয়সে তখন যে ইতার সন্ত উন্নতি হইবে
তাহাতে আর সন্দেহ নাই। টাইদুস সরল
ভাবে সভা কথা শ্রীকার করিয়াছেন। ভাষার
এংলোইতিহাস সংশোধনীগণ কি তাহা শ্রীকার
করিতে পারেন?

টাইদুস অব উত্তরা পুনর ভেদ্য কলেক্ট
যাহাতে উত্তরা না যার ভাষার জন্য গভর্ণমেন্ট
অস্ত্রোদ্ধ করিতেছেন। টাইদুস আমাদের
কৃতজ্ঞ হইতে পারেন।

সর জর্জ ক্যামেল সাহেব একবার এডেনীয়
ভেলের সংস্কার করিয়া যান, সেই পূর্ণ ভেলের
বিক্রয় আর কাহারও দৃষ্টি পড়ে নাই। সজ্জিত
মুদ্রন মনোবক্ত ভেল সাহেব ইহাও হস্তগত
করিয়াছেন। ভেলের বক্ত-মান অস্ত্রার পুন্য
সংস্কার ওয়াই উন্নত উদ্দেশ্যে। আমরা আশা
করি, ভেল সাহেব এই সর্গু কার্যে কৃতজ্ঞ

হইয়া এখন হইতেই গাধার বা। অস্ত্রোদ্ধ
হইবেন।

সর স্ট্রীপন মহাসভার সংস্কার কার্যে
সংকল্প হইয়াছেন।

বহির এবং দুঃ বক্তৃতাগুলির লিখার জন্য
বোম্বাই বক্তৃতা যে বিলাসের আছে, মহারাজ
কোলকার তাহাতে এক সজ্জিত যাত্রা প্রদান করিয়া
ছেন। হাবের বহি কোম উপস্থিত যাত্রা থাকে
এই বিলাসেরই ভাষা প্রথম দানীয়

পূর্বের কার্যভালিকার কাল, বক্তৃতাগুলির
সজ্জিত সক্রিয় ২৭এ এবং ২৮ভাসেবর লাহোর ত্যাগ
করিয়া এংলো-বাংলা হইবেন। সেখানে ইতার
প্রায় ১০ দিন অতিবাহিত করি বন। এংলো
বাংলা ভাষা রাজ্য, রাজ্যের ভাষা ৫৫ হইবে
এবং নাগপুর এবং ভাষার কলিকাতার আসিয়া
ভাষার প্রথম দেখা হইবে।

আমরা গতবর্ষীয় পুলিস বিবরণীতে দেখিয়াছি
বেঙ্গল গভর্ণমেন্ট মিথ্যা কোমদারী মকদ্দমার আশি
কোর মিত্র হাইকোর্টকে দোষী করিয়াছেন। হাই
কোর্টের উপর বেঙ্গল গভর্ণমেন্টের যে একটি
বিসবাস জন্মিয়াছে তাহা একাধারে পুলিস
বিবরণীতে প্রকাশ পাইয়াছে। বেঙ্গল সেরে
টারিট আশ কাল হাইকোর্টের যেন বিরোধী
হইয়া দাঁড় ইয়াছেন। এ বিরোধের কারণ কি
তাহা কি অ বহু বক্তৃতা পারি না? হাইকোর্টে
রক্ত অপরাধ কি তাহাও আমরা জানিতে পারি
নাই? এরপক্ষে কোম কথা বলা আমাদের
কর্তব্য নহে। তবে এই পর্যায়ে বলা যার বর্ত্তমান
অবস্থায় হাইকোর্টের উপর কেহ অসন্তুষ্ট হইতে
পারেন না। এখান বিচারপতি পৃথিবীর ন্যায়
বিধান সুবিধা ও আইনবিশেষ বিচারপতি
ভারতবর্ষে বিংশ। বিচার কার্যে হাইকোর্টে
কোম ঘোম দেখা যায় না। তবে একজন নিরপে-
দায়ীনেচেতা বিচারপতির হস্তে হাইকোর্টে
ভার পড়িয়াছে বলিয়া বর্ষীয় গভর্ণমেন্ট বহি বির-
হইয়া থাকেন, তবে আমরাও নাচার হাই কোর্ট
নাচার। দায়ী হাইকোর্টের সহিত বর্ষীয়
গভর্ণমেন্টের এবিধ ভাল দেখায় না। কাল
যাই থাকুক, বেঙ্গলগভর্ণমেন্ট হাইকোর্টের সমা-
ধান এবং হাইকোর্টের পরামর্শ লইয়া চল-
ইহাই আমাদের আশীর্বাদ।

ষ্টেট সেক্রেটারি বোম্বাই হাইকোর্টে বক্তৃতা
অন্য এক জন অতিরিক্ত অস্ত্র নিযুক্ত করিয়া
অবশ্য করিয়াছেন।

সিলোন খীণে ক্যাতারলক' একখানি মারাম
চড়াফলাগিনা তর ও জলময় ঘর। পাউণ্ড নামের
একজন নাবিক মোটা কাঁটা গোয়াক পরিবা মলের
দ্বি-ব চইতে অনেক সম্পত্তি উদ্ধার করিয়া দেয়।
একবার সে ডুব দিয়া জাহাজের সেলুনের ভিতর
প্রবেশ করিয়া দেখে একটা তিমি মৎস্য সেখানে
উপস্থিত আছে। মশনমারট সে স্পন্দরিত
ভাবে পড়িয়া থাকে। তিমি মৎস্য আর ১০ মিনিট
কাল তাহাকে এই অবস্থায় রাখিয়া চলিয়া যায়।
পাউণ্ডের ওড়াংপরনতি প্রশংসনীয়।

জানকীর জুয়াচুরি এলিফ হইয়া পড়িয়াছে। সন্ততি সিমলার ডাকঘরে একটা বড় ইকমের জুয়াচুরি হইয়া গিয়াছে। এ বারের জুয়াচোর বাঙ্গালী “অনমিত্র” নহে, ইনি এক জন মস্তব্যব্দের অবতার। লণ্ডনের বুথটির ঐষ্টীর কিরীচী জাতি। কিরীচীর একজন এদেশীয় বন্ধু ছিলেন। তিনি সেই বন্ধুর সেডিং ব্যাঙ্ক पास বর খানি চম্ভুদান দিখা মস্তব্যব্দের প্রধান পরিচয় দেন, তার পর সেই ব্যাঙ্ক বই খানি ডালহিবার চেষ্টা কর। জ্যাট কোট পরিয়া গেলে কে তাঁকাকে এদেশীর বলিবা বিখ্যাস করিবে? স্ততরাং স্নেহে ধৃতি চানয় লইলেন, পাক্ড়ী পরিলেন এবং বন্ধু সঙ্গিয়া ডাক ঘবে টাকা লইতে গেলেন। এই তাঁহার মস্তব্যব্দের দ্বিতীয় পরিচয়। তারপর সাক্ষব করিয়া টাকা লইতে হইবে। তিনি যদি এত দিন ধরিয়া বন্ধুর নিকট থাকিয়া বন্ধুর স্বাক্ষর জাল করিতে না পারিবে, তবে তাঁহার অনিষ্টতা করাই বুঝা। সাহেব স্বল্পে জাল করিয়া বন্ধুর ৬০০ শত টাকা বণ্ঠির করিয়া মস্তব্যব্দের একশেষ দেখাইলেন। ইত্যন্তে ডাক কর্মচারিগণের সন্দেহ হওয়ার তাঁহার অতঃপর এই জালিগাত কিরীচীকে ধরিয়া কেলিয়াছে।

“এংলো ইন্ডিয়ান” সম্বাদপত্রিকা বলেন, বাঙ্গালীর হুল্লাসেই বড়লাটকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। স্বাধীনতার সম্বাদপত্র সাধারণের দৃষ্টির জন্য বি অধিক বনোযোগী, তাই বড়লাট কোথ হইয়াছেন।

পাঠক জ্ঞাত আছেন দলীপসিংহ এক্ষণে সর্ব-
ত্যাগী হইয়া করানীদেশে বাস করিতেছেন। তাঁহার
হৃদয় আর কথা শুনিতে বুক ফাটিয়া যায়। রক্ত-
সিংহের সন্তানের আর সে প্রেতাপ নাই, যতদিন
দলীপ বিল তে ছিলেন, আশ্বিন প্রমোদে তাঁহার
দিন অতিবাহিত হইত, দলীপ ইংরাজ গভর্ণমেন্টের
তিকালক সামান্য বৃত্তির অধিকারী হইয়া মনে করি-
তেন আমার এবড় সুখের দিন। শত শত ইংরাজ
তাঁহার অঙ্গপ্রস্থপ্রার্থী হইয়া তাঁহার গো ব বাড়া-
ইতেন, ২৫ তামসার, আমোদ উৎসবে দলীপ অধ-

বিসর্জন করিয়া রাজপুত্র-বনে জ্ঞানিতেন, ইচ্ছা
 ক্ষমপণ আর প্রেমস্বভাব। মল্লীপের সে চিত্র
 গিরাহে, সে একুশ জুখ, যন্ত্রির কটরাহে। এবে
 আমোস আমোস দুটিয়া গিয়াছে, শীর্ণ, দুহে শীর্ণ
 পরিচ্ছদে, কোড়সত্ত্ব মনঃপ্রীড়িত, হৃৎসত্ত্ব
 রাজার সম্মান এখন পথের ভিখারী দীন হুঃখীর
 ন্যায় করানীয়েশে বাস করিতেছেন। সেই রণকেশরী
 রক্তিতপুত্রের মর্দবেদনা কে বুঝিবে? আত্মীর
 স্বজন নাই, জাতি বাক্য নাই, ভারতবর্ষের নাম গন্ধ
 করিয়া মল্লীপের মনের ছুটিসাধন করিবে এমন লোক
 নাই। শ্রীশূর বিদেশে, স্ত্রীশূর বহু বিদেশে, হৃৎ
 শব্দে হৃৎয়ের আন্তর আলিতেছে, কর করনেয়ে
 নরনের বারি করিতেছে। সেই ভিখারী রাজ-
 পুত্রের প্রাণের অবস্থা কে বুঝিবে? আমাদের
 রাজপুত্র কথা শুনিলে আমাদের হৃদয়ে তাঁহার
 এত দুর্দশার দাক্ষ আঘাত লাগে। শীখপুত্রোচিত
 মল্লীপকে স্বর্গেরে পুনরুজ্জ্বল করিয়া 'দর্শন'বিন দান
 কলিতাহেন, এখন কি তাঁহাকে সাহসনা করিবার জন্ম
 করানীয়েশে আটবেন না বক্তিত সিংহের অগ্নে পানিত
 কোর যদি আজও বস্তুমান থাকেন, তবে তিনি ক্রোধে
 গিয়া রাজপুত্রের 'সেবায় দিনাহিপাত করুন। এই
 দাক্ষ সমবে ধন এবং বৈর গে.ব কথা শুনাটয়া
 মল্লীপের প্রাণে হৃৎসত্ত্ববিনী প্রদান করুন। ভাবত
 বানীর পক্ষে এতদূর ক্রুদ্ধতা অসম্ভব নহে।

বোম্বাই টাউন-কাউন্সিল রীপন-বৈধ হ্রিক ি দ্যা
নগর জন্ম বার্ষিক ৫ ডাকার টাক, দান করবেন।

সিভিল বিলিটাৰি গেজেটে প্রকাশ যে যবাই
এস। মহেন্দ্র : কেবল খাজানীৰ দাবী গৰ্ভিত।
খাজানী সৰ্ব্বত্ৰই আধান। লাভ কৰিগাছন। কিন্তু
বিব্রাটেৰ সত্য প্রকাশবাসী মোকৰ অসম্ভাব
হাই।

সামাজিক-১১ জেরাল্ড বালন, এ-বিশ এক জন
বন্য ধরাহতক গগনের তিতর চাঁদাইয়া আনা কর
বনের মধ্যে একটা বরাহ একটা শিকড়কে লক্ষ্য
করিয়া আহার তৈর্য্যে লিপিত হয়। চাঁদকে তখন
কুণ্ড শব্দ করিয়া যে চার উপর উলিবেছিল। সে
বরাহকে বিরাহিত্তে পারিল না। বরাহ লাপমিই
খোঁড়া হইতে পড়িয়া বার এই সময়ে বিন অঙ্গল
নারী একটা মছিল। সেই আদর্শিয়া চাঁদার জাহেত-
ছিল। বিন জেরাল্ড বালন দেখিয়া সন্তোষ আশনার
অঙ্গেব লাল আনি বরাহের মস্তকে সোঁলিয়া কেন্দ্র
একৎ বে সময়ে বরাহ লাল আনি লইয়া খ্যাত
হইয়া গ. কর্যাছিল, সেই সময়ে তিনি লিঙসকে
কোড়ে লইয়া বোঁকার উঠেই আরও কোড়ারে পুন
খোঁক করাইয়া শিকড়ে বঁটা ইয়া আরম্ভে। বিন

ନିମ୍ନଲିଖିତ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ଯାହା ଶିକ୍ଷାଦାନ
 ଓ ଶିକ୍ଷିତ କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ
 ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପରେ ଉପକରଣ କରାଯାଇଛି । ଶିକ୍ଷକ ଏହି
 ଶିକ୍ଷା ଓ ଶିକ୍ଷକ ଉପରେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ
 ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ।

বৈশেষিক ব্রহ্মণ্য রেলগাড়ের সুবিধার কথা
শেষ হইয়াছে। ৬ লক্ষ মৈন্য রেলগাড়ের উপর
দিয়া চিহ্না বাইবে।

কান্দীরের বহু রাজা রাজি শাসনের জন্য
একটা বড়ী-সভা গঠিত করিয়াছেন। 'বেকরান'
নামক দাস এতদ্ব্যতীত অনেক কুটরিয়া গাঁতি
হইয়া সভা হইতেন, রাজ্য নিজে সভাপতিত্বে
তার প্রচলন করতেন। এই বড়ী-সভার কতদূর
কার্য হইবে অল্প খসী যায়না। কিন্তু এটা
নিশ্চয় যে একটা মীলাবর সুস্থানাধায় দাস
করিতে পারিতেন, কান্দীরের অসামান্য বড়ী
সভা-তাহা করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ।
এক নীলাবরকে দারাইয়া কান্দীররাজা জীসকে
হইয়াছে। তাই রাজ্য এখন রাজ্য শাসনের
জন্য সুস্থানাধায় করিতে বিব্রত রহিয়াছেন। চতুর্থ
লক্ষী পয়ে ঠেগিলে জামাই গে.ককে বিব্রত হইয়া
পড়িতে হয়।

આ શ્રી

কিরগরী—এই পুস্তক খা. নং একটা উপন্যাস
 লিখিত হইয়াছে । উপন্যাসটি অতি নবোদ্ভব ।
 ৫-৬ক ইহার কল্পনা স্বেচ্ছা যাক্টে শ্রমিত, তাহ
 পারচয় প্রদান করিয়াছেন । তুরি তুরি রিচিত,
 কোকুদল-উকীপক ও ক্ষামক্ষামক ঘটনা
 বলাত উপন্যাসটি পুরি, ৭ এবং সমস্ত ঘটনামালি
 পথ, কল্পনা অতি সুকৌশল্যে সুসজ্জিত হইয়াছে আর
 তাহার একটিও অপ্রাসঙ্গিক বা অসংলগ্ন ভাগ
 দৃষ্ট হইবে না । যাক্ষা পিতা চাইতে সন্তানেন্দ্র,
 পিত্রিকার পতি হইতে ও মাতক চাইতে মাতিকার
 বিচ্ছেদ এবং পরিণামে যাহা বর্ণনাপক কাল
 পরে তাহারিগের পক্ষান্তরে অল্পত পুনর্নির্মাণ
 আত্মবান পবিত্রতার ইহারের উপর ঐকান্তিক
 নির্ভর বলাও নির্ভীক চিত্তে যাহা তথা গমন-
 গমন, উহার বিপক্ষে পক্ষ সেরা বিপক্ষে
 চাইতে কোন অজ্ঞাতকুলনীণ উদাসীন কল্পনা
 তাহার উদ্ধারসাধন এবং পরিণামে সেই
 উদাসীনই বিশেষ আত্মীয় বলিয়া পরিচয় হওয়া,
 মুক্তি পাপাঙ্গাদিগের সরল উপর আত্মব বর্ণনাব
 নিখন বা সর্বনাশের চেষ্টার চক্রান্ত এবং যাহা
 চক্রান্ত পরিণামে সেই পাপাঙ্গাদিগেরই মরণ,
 অসার অকল্পনা প্রায় লোকবিগের চিরচরিত

যা ও শিষ্ট শিষ্টাচারের" অনুষ্ঠান" লেখা পরিচালনা
 এবং পরিচালনা সেই অতীতার" বিবরণ" উপস্থাপনা
 যা ও অসমর্থ হওয়া, এবং বিবরণের
 বিবরণ ঘটনাবলি" উপস্থাপনসমূহ সন্নিবেশিত
 ওয়াতে এতৎ পাঠে পাঠকের কেবল আনন্দ-
 ময় যেবে উপস্থাপন ও সত্য করিবেন। ফলতঃ
 শুধু বাণী পাঠ করিলে শ্রুতিই অতীতমান
 যে, বহু ও বহুবিধ সত্য উপস্থাপন হওয়াই
 তৎ প্রকরণের সুকুমার উপস্থাপন-প্রণয়ক অতঃপর
 পরিচালনা যে এই উদ্দেশ্য সাধনে কৃতকার্য হইয়া-
 য়, তাহা আদর। সুতরাং অধিকার করিতে
 পারি। সম্পূর্ণ বা মজিন্দা অনেক পরিমাণে
 লিলাদ জাহার করণ এই যে "সুন্দর" প্রকৃতি
 তিলক নন্দের দ্বারা প্রাপ্ত। শৌরীন্দ্রমোহনকে
 ধর্মের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহা পাঠক-
 তলী গ্রহণ করিবেন "কি না সে পক্ষে" আদ-
 মের বিশেষ সংস্কার আছে। ধর্ম সত্যকে
 শেখ উপদেশ লাভের পর অসমর্থতা করা অসমর্থ
 নাই কর্তব্য কার্য, সুক্তি ও বিচারসম্মত সামান্য
 লক্ষণ উপদেশ লোকে গ্রহণ করিতে পারে
 শুধু বিশেষ উপদেশ শাস্ত্রের বোঝাই না হিলে
 শাস্ত্রে আদ্য না থাকিলে লোকে তাহা
 গ্রহণ করিতে সক্ষম ও সংশয়মুক্ত হয়।
 নিতে কি যে করেকটি অধ্যায়ে অনুশাসনের উপ-
 স্থাপন বিবৃত হইয়াছে, সে করেকটি অধ্যায় বহু
 পরি ভাষা টোকাহে, পাকিয়া উঠিতে আর
 করা যায় না। এই অংশেই গ্রন্থকারের কৃতি
 ত্বকিৎ অসংস্কৃত বাসনা যোব হয়। আদর
 করে নিবেদন করিয়াছি যে এই গ্রন্থে কোন
 প্রাসঙ্গিক কথা নাই কিন্তু গ্রন্থের শেষ অধ্যায়টি
 যাতে বর্ণনা টোকার রাজত্বের মান করণ হই
 তে সেটি সব কর্মেই অসমর্থতা হইয়াছে বলিয়া
 গ্রহণ হয় না। রাজত্ব "কিরণ" মানে
 তিহিত হইয়াছে, যদি "কিরণ" রাজত্বের
 শুধিক প্রতিবাদনক মান হয়, তাহা হইলে
 তাই, নতুবা এই নাম কারখের কি সার্থকতা
 কণোপধারকতা তাহা স্মরণে পারি না।
 করণের দ্বারা কোন কাহিনীর আদ বিবৃত হইবে
 সমাজ ও বিদ্যুৎ না-হয়, ইহাই কি অসমর্থতার
 উদ্যোগ ?

আমি তাই বর্ণিত উচিত। এই সবই বর্ণনা
সর্বত্রই বিদ্যমান। সুখ ও দুঃখের কথাই বলা হয়েছে।
কিন্তু রচনা আতি প্রাচীন হইয়াছে, কিন্তু 'সর্ব-
ভৌত' যে বিদ্যমান হইয়াছে এরূপও বিবেচনা করা
যাইতে পারে না। সেখান যে বাজালা তাহার
ব্যবসায়ী এরূপ 'বোম্ব হব' না, ইংল্যান্ড তাহার
বিলকল অবিকার আদর এবং তাহারই এতাদে
বাজালা তাহার সেবায়ীকে বেলিক বেলিক
চালাইতে উদ্ভা করিয়া তাঁহা অবলীলা-
কর্তন করিতে পারেন, তাহাও এই এক বড় এক
বিবিশ্ব বিচিত্র বস্তু তাই ও ঘটনাপূর্ণ এক
জিহবা কৃতকাৰ্য্য হইয়াছেন। প্রকৃতির অধিক
পাঠকের কথা এই যে, পাঠকের কোমল
বর্জন করিবার জন্য তাঁহাকে দুই প্রকার, তাই
বেদান্ত, উপবেদান্ত কথা। না কোন অসা-
ম্প্রদিক কি অলৌকিক বাপার এক কথা সমাধে
লিত করিতে হয় নাহি। প্রকৃতির সত্যের জীবনের
নিজা ঘটনাক্রম একমুখীভাবে গাথিয়া পাঠকের
সম্মুখে পরিচয় করেন, যে পাঠক পড়িতে পড়িতে
পরিণাম কি হইল, পরিণাম কি হইল এই জিনিষ
বার জন্ম উদ্ভব হইল। ঘটনাপূর্ণ প্রকৃতি সে
কয়, ততক্ষণ পাঠ হইতে কাণ্ড হইতে পারেন-
না। আমরা পাঠ্যকরে বিবেচনা করিতে পারি-
বে, প্রকৃতি পাঠকরিয়া পাঠ্য অবিকৃত হইয়া উঠি-
বেন না, কি উঠিয়া যেন করিলেন না যেহেতু
সময় নষ্ট করিয়া, ওড়াতঃ উপভুক্ত হইল
বালিকা যেন করিলেন এবং প্রকৃতিরকে ছুটি
ছুটি সাধুসাহেব প্রদান করিলেন।

নংবাদনাতার পত্র ।

कानी ।

একমকার স্বামীর ভিত্তিভাষায় পরিচালিত
 বিখ্যাত সাপ্তাহিক "সংবাদ" "কবিচর্চা" "স্বদেশ"
 মালাবিশিষ্ট অধিক হইল, এটার বহু পরিচালনা
 কেবল কেবল বলিতেছেন যে উক্ত পত্রিকার সম্পাদক
 মহাশয় আপনাদের সাহায্যের সার্থক ও সহায়িত্ব
 একই বিশেষ অর্থাত্ত্বিক না পাইয়া পত্রিকা
 এটার বাধা হইয়া বহু করিয়াছেন। আরও,
 আমরা উক্ত পত্রিকার সহকারী সম্পাদক মহা-
 শয়ের নিকট ভিত্তিভাষি যে আর্থিক সাহায্যের
 অনেকেই আপন আপন বার্ষিক বের হুয়া-কোষ না
 করার কারণ কবিচর্চা "স্বদেশ" এই দুই

[illegible]

এখানকার "কালী সার্বজনীন সভা" আর্থিক
সেবা প্রদান লিখে প্রস্তুত করে রাখা
চৌরুরা মহাপ্রভুকে প্রতিদিন নিজেগে
পাঠাইতে বন্দ করিয়াছেন। আর, উক্ত সভা
সকল প্রজাদের সর্বস্বত্বের অধিকার
কার্য রাখালাই বাই বেলায় বিজ্ঞ কর্তৃক
উপস্থিত লোক, তাহাতে এ সম্বন্ধে কাহার
মতেরই থাকিবেই পারে না। অধিক কি, এখা
কার রাজনৈতিক আন্দোলনকারিগণের
ইনিই সর্বপ্রথম ও প্রধান নেতা।

अथमिदं प्रदीयते ।

শান্তিপুত্রের কংসদ্বন্দ্ব ৭ই অধ্যায়ের
সোদশকাণ্ডে একাংশ করিয়াছিলেন যে এ

সামান্য বিখ্যিত অঙ্গুরী, কণ্ঠ ও অনন্ত অবি
 রিক্ত বিজ্ঞান'বেশিয়া। শিশুকে শাসন করণ
 করিয়া বিজ্ঞান করিতেছেন। ইহা সকলেই জানে
 যে, ভারতবর্ষে ইহা। আমিই নির্দেশ করিয়াছি। অ
 ন্যাত মিসাল গীতবার্ণী টোমবার্ট অলবার্টস, হা
 লকেট, আমান বিজ্ঞান হইতে-কর করিয়া বিজ্ঞান
 করিতেন, মাসেলিক্তা ও পুস্তক অর আন্তর্জাত
 আন্তর্জাত হইয়া থাকে, বিশেষতঃ ওলাউতা ও ব

রোগে ইহার আন্তর্য্য উপকারিতা নক্তি বোঝা
পাইতেছে। এখন কি ইহা ধারণ করিলে সংক্রামিক
রোগ কর্তৃক আক্রান্ত হইবার সম্ভব নাই। অতঃপর
ইহা রক্তপরিষ্কার করণ্য পীড়া আন্তর্য্যস্বপ্নে ও
অঙ্গকাল মধ্যে বিচারণ করে। প্রসোপ্যাথিক,
হোমোপ্যাথিক, ও হাইড্রোপ্যাথিক চিকিৎসাতে
বাঁহারা কল পান হাইড্রোপ্যাথিক এই ভাঙিত বারনেকল
পাইতেছেন। সেবোও উপায় নির্দিষ্ট কবচ ও অঙ্গুরী
ভাঙিত সংযুক্ত বলিয়া উক্তি করিলে সে নিত্যত
অঙ্গুরী ও ভাঙা বাবজারে কোন ব্যক্তি কখনই
আরোণ্য হইতে পারে না। এতি কবচের মূল্য ১১/০
আনা, ডজন ১২১০; এতি অঙ্গুরীর মূল্য ২ টাকা
ডজন ২০। এতি অঙ্গুরীর মূল্য ১১০, ডজন ১২
প্যাকিং ও পোষ্টেজ ১ হইতে ৩ বাব। ১০ আনা
ডজন ৬০; বাঁহারা অঙ্গুরী ও অঙ্গুরী হইতে ইচ্ছক
ঔষধ্য বাপ পাঠাইবেন।

—৩৩—

ইলক্.ট। গ্যালভানীক কবচ ও অঙ্গুরী।



অগতের এলিছ বৈজ্ঞানিক সভ্যতা গ্যাল-
ভানির ওষুত নিরম অঙ্গুরীরে আমরা অর্ধ এবং
রোপের কবচ ও অঙ্গুরীরক প্রস্তুত করিয়া
ভাঙিতে ভাঙিত সংযোজিত করণ্য ভাঙা দ্বারা
বৈসম্য হুসাথে ব্যাধি আরোগ্য করিতেছি,
ভাঙা অঙ্গুরীরে জানেন। অঙ্গুরীর নির্দিষ্ট
কবচ ও অঙ্গুরীরকের বিশেষ আবরণ বেধিয়া কেহ
কেহ হিংসাপরম্পন হইয়া নিত্যত হ্যায় জনক
কথা সকলের নিকট প্রচার আরম্ভ করিয়া সাধা-
রণকে আন্ত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। অতএব
ক্রেতাগণের নিকট আশ্বাসের সান্ত্বনার নিবেদন
যে ভাঙারা বৈসম্য হুস হুস এবং হুই লোক কর্তৃক
প্রচারিত না হন। সাধারণকে বুঝাইবার
জন্য আশ্বাসগকে বিশেষ আশ্বাস আঁকার করিও
হইবে না। কবচ বা অঙ্গুরীরক প্রস্তুত
প্রকার অপ্রভাগ দ্বারা উহা পূর্ণ করিলেই
ভাঙিত প্রভাৎ পুষ্ট অঙ্গুরী করিতে পারিবেন।
ক্রেতার পক্ষে এই বস্তুই প্রমাণ। এই কবচ
ও অঙ্গুরীরক বেধিতে অতি সুকর।

রোপ্য কবচ ১ বামি ২, রোপ্য অঙ্গুরীরক ১ বামি ও
অর্ধ কবচ... ২০ অর্ধ অঙ্গুরীরক... ১০

উপরিউক্ত কবচ ও অঙ্গুরীরক দ্বারা
ব্যাধি সকল আরোগ্য হন।

ইহা নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট ঠিকার মানা-
দ্বি বক্তি, চেইন, বোতাম, অলকার, চসমা
অঙ্গুরী প্রভৃতি ইত্যাদি সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।
এবং বক্তি বোতামের কার্য্য সুচারুরূপে ও সুলভ
মূল্যে হইয়া থাকে।

কে. সি. দাস এও কোং

২৪ নং মূজাপুর ষ্ট্রীট—কলিকাতা

—৩৩—

ইলক্.ট। গ্যালভানীক

অঙ্গুরী কবচ ও অঙ্গুরী।

গি. সি. দাস

ভারতের একমাত্র নির্মাণকর্তা ও

আবিষ্কারক।

৩৪ নং বেমিসার্টোয়া লেন গটলভার। কলিকাতা।
ভাঙিতের অপরিসীম কণ বর্ণন।



আজকাল ইউরোপ, আমেরিকা এবং ভারত
বহো বোঝাই, মাজাজ, রেজুন ঢাকা, এলাভান, ব,
ঐকট, কটক, বেবিমীপুর, ব্রহ্মাবন, বৈজ্ঞানিক,
আসান, বেগারন, হাইজাবাব, দিল্লী, লাহোর
কান্দীর ও অগতের সমস্ত সভ্যজাতি এখন এক
বাদ্য আঁকার করিয়া থাকেন যে-অঙ্গুরী উৎকর্ষ
ব্যাধি দ্বারা এলোপ্যাথিক হাইড্রোপ্যাথিক ও
হোমোপ্যাথিক, প্রসোপ্যাথিক ইত্যাদি নানা
প্রকার রক্তাক্ত কবিতাজ যে সমস্ত রোগ হুসাথে
ও আক্রান্ত হইবে না বলিয়া রোগীদিগকে একে-
বারে হতাশ করিয়া গিয়াছেন, ভাঙারা আবার এই
বহুশক্তি জীবন অঙ্গুরী বৈজ্ঞানিক ভাঙিত চিকিৎসা
দ্বারা সম্পূর্ণ আরোগ্য হইতেছেন। আবার এই
ভাঙিত অঙ্গুরী কবচ ও অঙ্গুরী সর্বজনকার রোগ
আরোগ্য করিয়া থাকে এবং ভাঙিত সংযুক্ত প্রভাৎ
ব্যবহারে মানব পরীয়ে রোগ নিকট আশ্বিত
পারে না, অঙ্গুরী কবচ ও অঙ্গুরী অঙ্গুরী

P.O.D. বাসভিত্তিক বেধিয়া নইবেন। কারণ কো-
কোন বৃদ্ধ লোক লোভের ফলতাপন হইয়া অঙ্গুরী
করণ করিতেছেন বলা যাহা। যে কয়েকটি বাপ
পরিমাণ বিশেষ একত্রিত সংস্কৃতির দ্বারা ভাঙিত
উৎপাদিত হয়। অর্ধলোভী লোক সেই সকল বাপ
বর্ধা পরিমাণ বা জামিকা সর্বসাধারণের
উৎপাদিত, P.C.D. মার্জার অঙ্গুরী কবচ ও অঙ্গুরী
ভাঙাই আবার কর্তৃক নির্দিষ্ট এবং ভাঙা দ্বারা
অগতের সমস্ত লোক ৬৭ বৎসর হইতে বহু
প্রমাণ করিতেছেন ও প্রমাণপত্র দিতেছেন।
এতি কবচের মূল্য ১১/০ ডজন ১২, এতি অঙ্গুরী
রীর মূল্য ১১/০ ডজন ১২ ও অঙ্গুরীর মূল্য ১১/০
ডজন ১২ প্যাকিং ও পোষ্টেজ ১/০ অঙ্গুরী ও অঙ্গুরী
কবচ বাপ পাঠাইবেন ও চারি রকম অঙ্গুরীর মধ্যে
বেশকার নইবেন মন্বর বহিরা লিখিবেন।

—৩৩—

১৮৭৪ অব্দে চালিত।

অঙ্গুরী দস্ত্র এও কোং।

হোমোপ্যাথিক ওষুত।

প্রস্তুতকারী।

কলিকাতা মহাশয়লার এবং হোমোপ্যাথিক
ভাঙারিগের নিকট হইতে উৎকর্ষ উৎকর্ষ
সবৎ প্রমাণ পত্র পাঠাইছেন।

১. মূল্য সুলভ।

এলাউটা চিকিৎসার ১২ পিপি বাবদ্য ও ক
রের আরক নই ৫ টাকা।

গৃহ-চিকিৎসার ২৪ পিপি বাবদ্য পুজ
নই ৮ টাকা, ২ পিপি বাবদ্য ১০ টাকা।

সাধারণ চিকিৎসার ৫১ পিপি উৎকর্ষ বা
বাবদ্য ১০ টাকা।

ভাঙারিগের উৎকর্ষ বাবদ্য ২৫ টাকা, স
উৎকর্ষ বাবদ্য ৫০ টাকা।

ইংরাজী বাবদ্য। সচিত্র 'মূল্যনির্ণয়'
বিনা মূল্যে প্রাপ্য। ঠিকানা ৫৫ নং কলকাতা
কলিকাতা।

—৩৩—

চলের কলপ।

ইহা চলের ম্যার ডরল. লাগাইতে কে
কই নাই। বেরণ পককন হউক না কেন
মিনিটে গাঢ় উজ্জল রক্তবর্ণ হইয়া ৩৪ বা
বাধিবে। মূল্য ১ টাকা।

এই পত্র ২২২ নং কর্ণওয়ালিস জি.
কলিকাতা সোমপ্রকাশ বঙ্গ প্রবুত
স্বকল্প চক্রবর্তী দ্বারা প্রসিদ্ধ সোনালী
আত্মকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

বিদ্যাভূষণ লাইব্রেরী।
স্থাপিত-১৩০৯
চাঁড়িপোতা, সোনারগুরু।

সাম প্রকাশ

* पञ्चमताः प्रकृतार्थित्वं पार्थिवः जन्मतो अतिमहतो न होयताम्

६ अ० बर्षा ।

ଅଗ୍ନିମ ବାର୍ଷିକ ସ୍ଥଳା ସାନ୍ତଳ ସମ୍ବତ
୧୦ ଟଙ୍କା । ଅଗ୍ନିମ ବାର୍ଷିକ ୧୧୦.

১২২৩ সাল। ১৩ই পৌষ। ঠং ১৮৮৬। ২১এ ডিসেম্বর
৮ বিপনাক। ১৩ই পৌষ।

{ ଅନୁବର୍ଷ ପାଠକ ସାହିତ୍ୟ ମହାବଳ ବାର୍ଷିକ
 ଟାକା ଯାଏ । ସିକ୍ସଟ ୭ ଡାଞ୍ଜି
 ଯୁଗା ବାର୍ଷିକ ସାହିତ୍ୟ ମହାବଳ ଟାକା

বিজ্ঞাপন

दिदक्षन् प्रयेदा ।

সুলাভ এ.এফ.সি।

মহাশয়গণী সৰ্বসাধাৰণৰ অধৰণত কৰা
ইতিহাসে যে বাণীয়া কোন সামগ্ৰী কলিকাতা
তলত উঠে তলত কৰি কৰি ইয়া কৰিবেন, তীব্ৰতা
নাহিগৈব কাৰ্য্যালয়েৰ ঠিকানায় পত্ৰ লিখিলে
মহাশয় তলত উঠে পাৰি কৰি কৰি অবিলাসে
ইটো সকল জৰা যন্ত্ৰৰ সজ্জা পাঠাইয়া দিব।
য কৰিবলৈ অৰ্দ্ধৰ প্ৰেৰণকালে অনুমান কৰিয়া
ইটো টাক পাঠাইবেন। বাজাৰে বেৰণ যত
বিদ কইবে লিখিয়া অধৰণত কৰা কইবেক এবং
শ্যাহি ডালু পোটে অথবা পাৰ্শ্বলৈ পাঠান
কইব। প্ৰেৰিত জৰোৰ বজ্জি মূল্য ঐ সময়
লৈ চলিবে। কাৰ্য্য সুক্ৰিয়া কমিসন দ্বি
কিয়া পত্ৰ লেখা কটব।

গ্রীষ্মক মতানুসঙ্গিতের মধ্যে যাচাযা কলিক
তায় আসিয়া। সোমপ্রকাশের মূল্যদি এবং
ভাড়া আদায়ের বিষয়ের কথাবাড়। কবিবার ইচ্ছা
বিবেক, ভীষ্মের। সোমপ্রকাশ ডিপজিটোরিতে
গিয়া অথবা মূল্যদি বা দিয়া ৪৮ মং প্রাপ্ত হই
খুবীর লেন, সোমপ্রকাশ কার্যালয়ে অত্রপ্র
রিয়া আসিলে সমস্ত বিষয়ের স্থির হইবে। সোম-
কাশ ডিপজিটোরিতে বাইবার প্রয়োজন নাই।

সোমপ্রকাশ যন্ত্র ও কার্যালয় আদি
লিকাতা গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন ৪৮-ন
বনে স্থাপন করা হইয়াছে। গ্রাহক
হোদয়গণ পত্রাদি ও সোমপ্রকাশের

মূল্যাদি উক্ত ঠিকানায় নিম্নলিখিত
স্বাক্ষরকারীর নিকট পাঠাইবেন। সোম-
প্রকাশ এক্ষণ হইতে নিম্নবিত্তরূপে
সহর সাহায্যে গ্রাহকগণের চতুর্গত
হয় তদ্বিম্বরে বিশেষ বন্দোবস্ত করা
হইয়াছে। মফস্বল ও কলিকাতার
যেসকল গ্রাহক উপযুক্ত সময়ে সোম-
প্রকাশ না পাইবেন তাঁহারা অনুগ্রহ
করিয়া পত্র লিখিলে আমরা তাহার
সংশোধন করিব। চান্দড়িপোতা সোনার-
পুর পোস্টে আফিসের ঠিকানায় পত্রাদি
লিখিবাব আবশ্যক নাই।

আমরা কলিকাতায় আসিয়া নানা প্রকার জবওয়ার্ক ও পুস্তকাদি মুদ্রণ কার্য স্বচাৰুৰূপে ও সুলভ মূল্যে সম্পন্ন করিতে আরম্ভ করিয়াছি। ইহারা সোমপ্রকাশ যন্ত্রালয়ে চেক দাখিল, চিঠি, লেবেল, বিল, পিটিসন ও পুস্তকাদি যাবতীয় বিষয় ইংবাজি ও বাঙ্গালা অক্ষরে মুদ্রিত করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা উপরি উক্ত ঠিকানায আমাদের নিকট অর্ডার পাঠাইলে নূতন অক্ষরে সস্তর প্রাপ্ত হইবেন। আমরা ইংবাজি ও বাঙ্গালা নানা প্রকার নূতন অক্ষর বর্ডার ও নকসা আনয়ন করিয়াছি। সুলভ মূল্যে ও সুলভরূপে যে কার্য সম্পন্ন হইবে তাহা বলা বাহুল্য। বিশেষতঃ সোমপ্রকাশ

যজ্ঞালয়ে কোনরূপ প্রবেশনা ও প্রত্যারণ
নাটে। সর্বসাধারণকে অবগত কর
যাইতেছে তাঁহারা নিঃসন্দেহ চিত্তে আম
দিগকে যুগ্মন কার্য্যাদি অর্পণ করিতে পারেন

সোমপ্রকাশ সম্বন্ধে চিঠি পত্র-টাকা
কড়ি, মণিঅর্ডার আদি গ্রাহক মহোদয়গণ
এক্ষণ হইতে ৪৮ নং গুরুপ্রসাদ
চৌধুরীর লেন সোমপ্রকাশ কার্যালয়ে
ঈশ্বর উ.পদ্মকুমার চক্রবর্তীর নামে
পাঠাইবেন। ১. অতঃপর সোমপ্রকাশ
সম্বন্ধে চিঠিপত্র বা টাকা কড়ি মণিঅর্ডার
গ্রাহক মহোদয়গণ আর কাজাব
নামে পাঠাইবেন না। অথবা কার্যালয়ে
কোন কন্সচাবীর নামে সোমপ্রকাশে
মূল্য প্রেরণ করিবেন না। অপর নামে
পাঠাইলে অধিকারী হস্তগত না হওয়া
সম্ভব। গ্রাহকগণের সে বিষয়ে সচেতন
দৃষ্টি থাকে।

শ্রীউ.পদ্মকুমার শর্মাঃ
সোমপ্রকাশ অধ্যক্ষ

শ্রীনৃসিংহবল্লভ

ହୁଳ, ଶାନ୍ତରତାବା, ଓ ଶାନ୍ତର ତାବ୍ୟାହୁବୋଧିତ
 ବାଜି ନା ବାଧ୍ୟା ।
 ବାଜିଲା ବାଧ୍ୟାଣୀ
 ନାହିଁ

ত্রিযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি যচাশয় কর্তৃ
বিশেষরূপ সংঘর্ষিত ও সংশোধিত ।
এরূপ ব্যাখ্যা পূর্বে কখন প্রকাশিত
হয় নাই ।

সম্প্রতি জার্মাণি হইতে আমাদিগের আনা
নুতন ঔষধও কয়েক প্রকার চিকিৎসাপোষ্য
নুতন সামগ্রীও আসিয়াছে । হোমিওপ্যাথি
শিকারীদিগের উপায়েই এই সমস্ত ঔষধানুসঙ্গ
ভাগ ১ টাকা । এই ২য় ভাগ ১ টাকা । ডা
নাস্তল ১০ আনা । বিশেষ পরীক্ষিত ম্যাগনেসিয়া
বহুতরোগের নবোদয আমাদিগের নিকট পাও
যায় । ম্যাগনেসিয়া ড্রুপ এক ড্রাম । শিলি
আনা । ২ ড্রাম এই ১০ এই প্যাকিং ১০ এই
বহুতরোগের নবোদয ১ ড্রাম শিলির ন
(আটহাক) । ২ ড্রাম এই (দুর্গ ঔষধ)
প্যাকিং ১০ আনা ।

প্রেরিত পত্র।

“ইস্রায়েলীয় শান্তির আর্চনা।”

ভূম্বী সহ স্রেণ নালি বৈশ্বগণ।
ত্রিধব-আলয় যের সেমাগণ।
নালি বহা অরি আনন্দে নগন।

আছেন সুখেতে বেগতা সব।

ভাসিতছে এবে অমর স্বর।
ভাসিতছে তার ত্রিধে আশ্রয়।
অথ স্বর্গ পুনঃ ধরেছ উদয়।

যত্নে পুনঃ বেব বিতব।

২

বেব পুত্রসহ সহবেব মিলি।
সুখেতে বিহবল যের সুত্বলী।
মাণিছেন কাল ত্রিধেব উজলি।

বহিছে হারি বসন্ত বার।

নিজে এতু-রাজ হইরা উজাস।
বড় এতু সহ হতেছে বিকাশ।
কোরক সুহন হতেছে প্রকাশ।

মধুর আশার মধুপাষ।

৩

হেথা শচী-রাণী মন কানবে।
বাহি তুলি কুল সহ সখীগণে।
গৌণেছন মালা অতি সাধবানে।

শ্রিতকণ্ঠে বহুত উপহার।

ছাড়িয়া তখন নন্দন কানন।
উঠি ধীর পথে সহ সখীগণ।
উত্তরিয়া বেবী ইজের সহন।

করেতে ধরিয়া হুচাকু হার।

৪

স.বি রাজ-কাজ বেব পু আর।
পাশি অস্ত্রপুরে একদা অস্তর।
রাষ্ট্র কবে তেরে প্রহরার হার।

সজ্জাসি শচী (৫) কনু তখন।

একি প্রাণেশ্বর। বন দেখি ছেবি।
বন ফুণে কেন রচিত কবরি।
কেন সাজ তং সাজে প্রাণেশ্বরী।

ধনেশ বার তুখিছে বন।

৫

অংগ ভাসি সুখে ইস্রায়েলী তখন।
কহিলেন বেবী মধুর বচন।
শুন এ প্রাণেশ্বর। করি নিবেদন।

শান্তিপথ আর্জি করেছি সাধ।

হামব সমরে বেগতা বিচর।
ব.বি ৩৩৩৩ তাবেব স্বর।
তেরে নাথ, এবে অস্ত্রা আবার।
পুষ্টি-শান্তি (বেবী) সুহক প্রবাহ।

৬

নেই তেতু গিরে কেন রূপ ছেবি।
নতন কুহন সব পরিচরি।
কানন সুহন ধরেছ আশরি।
ভাসিতছে কুল কবরি'পরে।

শুভ উজ্জ্বল সব করিব পুরণ
আগামী প্রভাতে সব বেবগণ।
আমিহ আলয়ে করি নিয়ন্ত্রণ।

তুখিহ কলা বহু আবার।

(ক্রমশঃ)

বন্দব।

ঐশ্বরিকরণ বোব।

হুমিরা - পুন্ডা।

মাননীয় ঐযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সর্বশ্রেষ্ঠ
অহুসন্ধান-সমিতি।

আজ কাল কলিকাতায় ও যকঃসলে কতকগুলো
জুরাচোর জুটরা জুরাচুরির ভরস্বর কীর পাতিয়া
যকঃসলের সকল-বিধানী লোকদিগকে ঠকাইতেছে।
এই সকল জুরাচারা অতি শুলভ মূল্যে পুস্তক, সচিত্র
পুস্তক, নানাধি ঔষধ ও অন্যান্য সাহায্য দিব বলিয়া
সংবাদপত্রে কৌশলময় বাক্যাভ্যাসপূর্ণ বিজ্ঞাপন
প্রকাশ করিয়া ও হ্যাণ্ডবিল বিলাইয়া সকলকে ভ্রান্ত
করিতেছে। এই জুরাচারা নাম ও ঠিকানা তাঁড়াইয়া
কখন নাহেব, কখন ছিন্দু, কখন মুসলমান সাধিয়া
গোলের চক্রে ধুলি নিক্ষেপ করিতেছে। আমরা
অহুসন্ধানে আনিরাছি, শত শত যকঃসলবাসী ইহা-
দের নিকট টাকা পাঠাইয়া পুস্তক ইত্যাদি জিনিস,
এমন কি পত্রের উত্তর পর্যন্তও পান নাই ও পাইতে-
ছেন না। এক্ষণে এই সকল জুরাচোরদিগকে
উপযুক্ত শাস্তি দিবার জন্য সকলের আগ্রহের হওয়া
সম্পূর্ণরূপে কর্তব্য। এইজন্য “অহুসন্ধান-সমিতি”
সৃষ্টি হইয়াছে। বীণা-সম্পাদক ঐযুক্ত রাজকৃষ্ণ রায়
মহাশয়ের পরামর্শে ও যত্নে এই অহুসন্ধান-সমিতি
স্থাপিত হইয়াছে। অহুসন্ধান-সমিতি সর্বসাধারণকে
জানাইতেছেন যে, একদা হইতে যকঃসলবাসীরা এই
সমিতিতে না জানাইয়া, জাল বিজ্ঞাপন বা হ্যাণ্ডবিল
দেখিয়া জুরাচোরদের নিকট পুস্তক ইত্যাদি ক্রয়

করিবার জন্য টাকা পাঠাইবেন না। জুরাচোরেরা
অগ্রে টাকা না পাইলেও Value payable post-এ
ছাই ভদ্র চাকিয়া পাঠাইয়া যকঃসলবাসীদের নিকট
হইতে টাকা আদায় করে। সুতরাং হঠাৎ value
payable post-এ ও কেহ পুস্তক ইত্যাদি পাঠাইতে
এই সকল জুরাচোরকে পত্র লিখিবেন না। বাঁধানের
কিছু ক্রয় করিতে আবশ্যক হইবে, আমাদিগের
নিকট উত্তর দিবার জন্য একখানি অর্ডার আনার ডাক
টিকিট সহ পত্র লিখিলে আমরা সেই জিনিসের মত
বিদ্যা সম্বন্ধে অহুসন্ধান করিয়া তাঁহাদিগকে জানাইব
এবং সেই সঙ্গে অহুসন্ধান-সমিতির এক বও নিয়মা-
বলীও পাঠাইব। তখন তাঁহারা ভাল মত খুঁজি
কার্য করিলে কতিপয় হইবেন না। অহুসন্ধান
সমিতির সভা (Member) হইতে হইলে বার্ষিক ১
এক টাকা চাঁদা দিতে হয়। অহুসন্ধান-সমিতি
পত্রোপকারের জন্য বড় হইয়াছে। অতএব আমাদের
প্রার্থনা এই যে, সকলে এই সমিতির পৃষ্ঠ-পোষক
হইয়া বখালাখ নাখালা কলন।

অহুসন্ধান-সমিতির জনৈক মেম্বর বঙ্গবাসী
পত্রিকার বিজ্ঞাপন দৃষ্টে “মহাপ্রকাশ” “ভগ্নময়”
“ভাঙ্গবতী” প্রভৃতি এই সমূহের বিশেষ অহুসন্ধান
জন্য বিজ্ঞাপনের লিখিত স্থানে পদন করিয়াছিলেন।
তাহাতে দেখা গিয়াছে, তিন্ন তিন্ন বিজ্ঞাপনের এ, সি,
সরকার এবং সরকার এণ্ড কোম্পানী একই ব্যক্তি,
আর কোন কোন বিজ্ঞাপনে কামরূপ দেশীয় পর্যটক
পুস্ত্যপাদ “জিল ঐজিটকচর ব্রহ্মচরী বোলীবর”
কোন কোন বিজ্ঞাপনে কামরূপ-পর্যটক “জিগিরীশ-
চর বনু” নামে পরিচিত হইয়াছে। মহাপ্রকাশ
নামক গ্রন্থখানা তিনি ক্রয় করিতে চাহিলে বলা
হইল যে, পুস্তকখানি অদ্যাপি ছাপা হয় নাই।
কিন্তু ভগ্নময় ইহার প্রথম ভাগ মাত্র। ভগ্নময়
উল্টোপাল্টে দেখা হইল, লাল কালির ছাপা এক
খানা ভিন্নাই ১৫ কর্ণা পুস্তক। তাহার মূল্য ২।০
টাকা, অর্ডার মূল্য ১।০ আনার বিক্রয় হইতেছে।
এই সরকার এণ্ড কোম্পানির কথা এ, সি, স.কাবের
প্রকৃত নাম অধরচর সরকার। উক্ত সরকার মহা-
শয়ের বাসিতে ভাঙ্গবতী নামক অল্পত পুস্তকের
সহিত “পাল এণ্ড কোম্পানী”র টার লাইব্রারীর
একখানা ক্যাটালগে দেখা গেল, তাহাতে ভাঙ্গবতী,
হরিশাধন, মেমলাহেব, বোদিনীজীবন, সঙ্গীত
রসমঞ্জরী, ভারতীয় রহস্য, হীরার টুকরা, প্রভৃতি
ইত্যাদি পুস্তক এবং অল্পত, অপূর্ণ দত্তনারায়ণী,
কেশবলাস, বাতকেশরী তৈল, শিরঃশাস্তি তৈল
প্রভৃতি ঔষধের লিষ্ট দেখা হইয়াছে। আমরা
যকঃসলবাসী বিজ্ঞাপন-পাঠকদিগকে অহুরোধ করি-

বিদ্যাভূষণ মাইলি
স্থাপিত-১৩০৯
চাঁড়িপোতা, সোমপুর।

সামপ্রকাশ

৩১ শতাংশ।

“সম্প্রতি” প্রকৃতিচিত্রার পার্থক্য: নবমতী অলিমতী ও বীহল।”

১৮৯৯ সাল।

ক্রিয় বার্ষিক মুদ্রা অঙ্কন নবমতী
টাকা। অগ্রিম বাৎসরিক ৫০০।

১৯১০ সাল ৫ই মাঘ। ইং ১৮৮৭ ১৭ ই জানুয়ারি।
৮ রিপনাম। ৫ই মাঘ।

সম্প্রতি প্রকৃতিচিত্রার পার্থক্য: নবমতী অলিমতী ও বীহল।
টাকা নবমতী ৫০০। অগ্রিম বাৎসরিক ৫০০।

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ জরুরী

প্রাক্তন মহোদয়গণের নানা বাতালি কলি-
তার আসিয়া। সোমপ্রকাশের দুলাবি এবং
ভাষা আন্দোলন বিষয়ের কথাবার্তা। কথিবর ইচ্ছা
রিয়েন, তাহার। সোমপ্রকাশ তিগজিটারিতে
গিরা। অথবা দুলাবি বা বিদ্যা ৪৮ নং ওরুপ্রসাদ
দুলাবি লেন, সোমপ্রকাশ কার্যালয়ে অগ্রিম
করা আসিলে নবমতী বিষয়ের দ্বিগুণ কইবে। সোম-
কাশ তিগজিটারিতে দুলাবি আরোজন নাই।

আমরা কলিকাতার আসিয়া নানা
কার্যে অগ্রগতি ও পুস্তকাধি মুদ্রন
কার্যে সচাচরুপে ও অলভ মূল্যে সম্পন্ন
কিতে আরম্ভ করিয়াছি। তাহার।
সামপ্রকাশ বজ্রালয়ে চেক দাখিল,
টি. লেবেল, বিল, পিটিসন ও পুস্তকাদি
বতীর বিষয় ইংরাজি ও বাঙ্গালা অক্ষরে
প্রিত ক্রিতে ইচ্ছা করিয়েন, তাহার।
পরি উক্ত ঠিকানায় আমায় নিকট
ভর্তার পাঠাইলে নূতন অক্ষরে নবমতী প্রাপ্ত
ইবেন। আমরা ইংরাজি ও বাঙ্গালা
নানা প্রকারে নূতন অক্ষর বর্তার ও নকশা
আমরন করিয়াছি। “অলভ মূল্যে” ও
অক্ষররূপে বে কার্য সম্পন্ন হইবে তাহা

বলা বাহুল্য। বিদ্যমতঃ সোমপ্রকাশ
যজ্ঞালয়ে কোনরূপ প্রবন্ধনা ও প্রতারণা
নাই। সর্বসাধারণকে অবগত করা
বাইতেছে তাহার। নিঃসন্দেহ চিত্রে আমা-
দিগকে মুদ্রন কার্যাদি সম্পন্ন করিতে পারেন।

সোমপ্রকাশ সম্বন্ধে চিঠি পত্র-টাকা
কড়ি, মনিঅর্ডার আদি গ্রাহক মহোদয়গণ
একন হইতে ৪৮ নং ওরুপ্রসাদ
চৌধুরীর লেন সোমপ্রকাশ কার্যালয়ে
ক্রীত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্তীর নামে
পাঠাইবেন। অতঃপর সোমপ্রকাশ
সম্বন্ধে চিঠিপত্র বা টাকা কড়ি মনিঅর্ডার
গ্রাহক মহোদয়গণ আর কাহারও
নামে পাঠাইবেন না। অথবা কার্যালয়ের
কোন কর্মচারীর নামে সোমপ্রকাশের
মূল্য প্রেরণ করিবেন না। অপর নামে
পাঠাইলে অধিকারীর হস্তাক্ষর, ইওয়া
সম্ভব। গ্রাহকগণের সে বিষয়ে যের
দৃষ্টি থাকে

ক্রীত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী
সোমপ্রকাশ অধ্যক্ষ;

—৩৩—

বিনা মূল্যে বিতরণ।

ডাকার নকশান মুদ্রণ পদ্ধতির কৃত

১৮৮৭ সাল ১৭ ই জানুয়ারি।

(বিদ্যমতঃ সোমপ্রকাশ-প্রতিষ্ঠান, তিনাই ১২
পেজী ৮ কর্ণার সম্পূর্ণ)
প্রতিষ্ঠানগামী গৃহস্থ যাদেরই আবশ্যক। তা
নাকলাহির যাত্রা/এক আমা, সুবরনন তিনে
ন বি, তবানিপুর কলিকাতা।

মিউ হোমিওপ্যাথিক ইল।

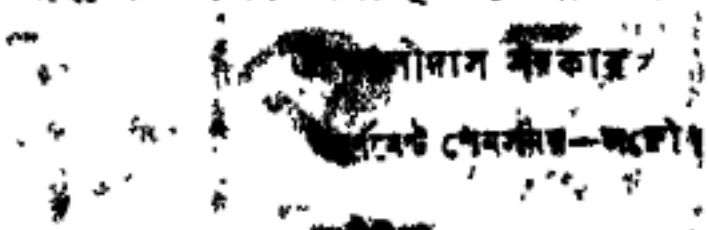
এস, বি, বিদ্যাস এণ্ড কোং।
৪৮ নং লীজারাব ঘোষের স্ট্রীট কলিকাতা।
নূতন আরোজন।

আমরা এই অগ্রগতি ও পুস্তকাধি মুদ্রন
কার্যে সচাচরুপে ও অলভ মূল্যে সম্পন্ন
কিতে আরম্ভ করিয়াছি। তাহার।
সামপ্রকাশ বজ্রালয়ে চেক দাখিল,
টি. লেবেল, বিল, পিটিসন ও পুস্তকাদি
বতীর বিষয় ইংরাজি ও বাঙ্গালা অক্ষরে
প্রিত ক্রিতে ইচ্ছা করিয়েন, তাহার।
পরি উক্ত ঠিকানায় আমায় নিকট
ভর্তার পাঠাইলে নূতন অক্ষরে নবমতী প্রাপ্ত
ইবেন। আমরা ইংরাজি ও বাঙ্গালা
নানা প্রকারে নূতন অক্ষর বর্তার ও নকশা
আমরন করিয়াছি। “অলভ মূল্যে” ও
অক্ষররূপে বে কার্য সম্পন্ন হইবে তাহা

ক্রীত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী
সোমপ্রকাশ অধ্যক্ষ;

৩০০০ টাকা। যোগেৱিলা তুল এক তুল শিলির
১০ আনা। ২ তুল এক প্যাকিং ১০ এই এ।
হুজ রোগের মনোবদ ১০০০ শিলির
আরোক) ১০ ২ তুল এক (হুজ ওবদ) ১০
প্যাকিং ১০ আনা।

আমার লিখিলেই উক্ত প্রদানপত্রাদি বিলা বাবে
পাইবেন। প্রত্যেক শিলির দ্বারা ১০০ প্যাকিং ১০



সচিত্র চিঠির কাগজ

এ প্রকার চিঠির কাগজ এই প্রথম। হুজর
মন্ত্রী মূর্তি নিয়ে 'তুলনা আদার' সরস্বতী মূর্তি
ন তারিখ ছাপান ইত্যাদি, হুজর হুজরী, হুজ
কলের ব্যবহারের উপযোগী হুলা অলত পাঁচ
১০০ আনা বাছল ১/১০

১০০০, শর্কা এক-কোণ ১

১১৫২ কলকাতা কলিকাতা।

ক, ডি. সরকারের উপদংশ

রোগের পারা ত

মহোষধ

সিগাহি বিজ্ঞানসম্মত অবস্থান সমস্ত নেপালের
এক মুসলমান ককীরের নিকট প্রাপ্ত।
১৯২৬বৎসর ইহা বিলা মূল্যে বিক্রিত হইয়াছে
কলকাতা ইহার উপকারিতা ও বশ প্রচারের
হিত ইহার প্রত্যেক এতাদৃশ বুদ্ধি হইয়াছে যে
বিলা মূল্যে বিক্রয় এক প্রকার অসাধ্য হইয়াছে।
ই সকল এবং অসাধ্য কারণে ইহার মূল্য নির্ধা-
ন করিয়া। ইহাতে কোন প্রকারের পারা
পাই, ইহা অল্পকাল মাত্র সেবনেই সচল সচল
লাক এই উৎকর্ষ পীড়া হইতে সম্পূর্ণরূপে চিরা-
রাগা লাভ করিয়াছেন। গর্ভবতী স্ত্রী কেবলমাত্র
ইহার বেশেই রোগাশুক্ত হইয়াছে (গর্ভবতীর
সেবন সম্পূর্ণ বিবিধ) ইহার দ্বারা শিশু সন্তান
ও পৈত্রিক রোগ হইতে সম্পূর্ণ অব্যাহতি পাই-
য়াছে। ইহা রোগের সর্বাধিকার আত্ম কলস্রব।
এক কি পারাশক্তি উৎস সেবন জড়িত দৃষ্টি রক্ত
ও পরিষ্কার করে ও শরীরের সকল প্রকার কল
ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করে, এই রোগের
এক প্যাকিং অর্জিত অর্থ্য মহোষধ এ পর্যন্ত
অবিকৃত হয় নাই। কলকাতা অধিক ডাক্তার ও
সম্রাট বাজির প্রভৃৎ প্রদানপত্র এবং উৎস
সেবনের বিরোধী উৎসের বিধিও লিখিত থাকিবে,

বি, বি, বেনার্জীর

হোমিও প্যাথিক ডিসপেনসারি।

৩৯২ নির্মাণের ট্রীট, পটলডাঙ্গা বীথির বকিং
কলিকাতা।

চিমছরা জাক ডিসপেনসারি রাজার বাগান,
শ্যাম বাবুর বাড়ি।

বিশেষ সুবিধা।

সোমপ্রকাশের

সুলভ মূল্য।

৩ মাসের জন্য।

বর্তমান সনের আগামী কাল্‌গুন মা-
সের মধ্যে দ্বিবার্ষিক নূতন গ্রাহকপ্রণো
দুত হইবেন, তাঁহারা আগ্রিম বার্ষিক মূল্য
৬০ টাকায় এই প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র খানি
পাইতে পারিবেন। এই সুলভ
নিয়মের সময় অতীত হইলে (অর্থাৎ
চৈত্র মাস হইতে) নূতন গ্রাহকগণকে
সাধারণ নিয়মের বশবর্তী হইবা গ্রাহক
প্রণোদিত হইতে হইবে। ইহার পর
সাধারণে একরূপ সুযোগ পাইবেন না।
নূতন গ্রাহকগণ অধ্যক্ষের নামে ৪৮ নং
জুহুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন, কলিকাতা।
এই ঠিকানায় মূল্যাদি পাইঠাবেন।

প্রেরিত পত্র।

মাননীয় জিহুত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয়
সদৌপেছ।

জাতীয় সম্মিলনী *।

(১)

আন্তর্জাতিক হতে বেশ অল্প উৎস,

রবে না তারক আর অন্ধকারময়।
হুজর মন আর, থাকিবে র সাধ কার ?
চন্দ্রকান্তের টেবিলের নর।

এরেক জনম, তাই তাই বর হুজি,
ভিহুজ-যেব করিবার এ নহে সময়।

(২)

এক জাতি এক প্রাণ কেন বা না হয়,
এক দেশে করি বাস এক হ'য়ে রব।
কলহ বিহার করি, কি কলহ বাড়াই অরি,
একতা-বন্ধনে সুখে বন্ধ হ'য়ে রব।
উজলি ভারত সুখ, সুখাং যারের সুখ,
হইবে ভারতবাসী জাতি এক নয়।

(৩)

অমেক দিনের সাধ পূরিলে-এসকল,
ইংরাজ-ভারতে জাতি করিবে উজ্জ্বল।
চির কলহের কাহি, তীক্ষ্ণ-উপদান গালি,
এতদিনে বৃদ্ধি লাগে বৃষ্টিবে নহার।
এক জাতীয়তা প্রাণ, বীরে বীরে অকু-বান,
করিছে হিন্দাজি হ'তে সুস্মারিকা পার।

(৪)

প্রদ্রবিত জাতিভাব আবার কেনন,
হুজিভেছে বীরে-বীরে ছলন বেমন।
এসকল হউন বিবি, লতিব একতা বিবি
উড়িবে ভারতে পুষ্ক জাতীর কেতন।
পূরিবে মনের সাধ, হুজিবে ব'বে অংমাং,
কেহ বেন এতে বাহ, সাধে না এখন।

(৫)

তাই বলি একবার-ডাক সনস্করে,
পবিত্র সেই আত্মত্ব বঁধিরা অন্তরে,
এ জাতীয় সম্মিলনে, সবাই উৎসাহ মনে,
তবে যেন কলকাতা উজল অংরে।
ভারতের অন্ধকার, দুটিবেছে এইব র,
নরন উজ্জলি হবে জাগ কর করে।

(৬)

উজ্জ্বল এবে রে তাই আশার হুজর,
সবে মিলি এস পরি একতার হার।
ভারত লাগর মনে, ভারতের পরজনে,
পাই সে অক্ষয় কীর্তি হুজি রাজার।
পানিরা পতিত জাতি, আলিঃ আনেন বা
বে হুজি করিচ্চাছে তার। উজ র।

জিগিরিজানাপ সুখোপাধ্যায়
কলিকাতা।

© national Congress উপদক্ষে লিখি

আমি আর এক সপ্তাহ কাল ক্রীড়ি-ভারবে
খর ভীৰ্ষভাবে বাস করিয়াছিলাম। এখানকার
কল বাহু যে অতি উত্তম তাহা নহে, তথা
বাণীর এননি মাছোড়া যে, সেখানে বাইলে

ভাষার নির্দেশ করিতে নিখিরা পাঠান
 ইংল্যান্ডে মংগের নিখিরাছেন, তাঁর এলা
 ইডেনের "সিগনিকালে" প্রতি বৎসর "সংস্কৃত
 ভাষার পরীক্ষা" অবশের ব্যবস্থা ছিল
 পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়াগণকে "উপাধি" পুর
 কার এবং "বৃত্তি" দিয়া "হাজরৎকে" উৎসাহ
 দেওয়া হইত । "গভর্ণমেণ্ট" এই জন্য বৎস
 বর্ষে ১,৭০০ টাকা ব্যয় করিতেন । এ
 সামান্য সাহায্য সংস্কৃত বিদ্যার বির
 পরিচালিত হইত । অনেক সময়েও "কলী
 দার ও ধর্মাত্ম" ব্যক্তি মহানতা করিয়া "সংস্কৃত
 ভাষার" "আটোটা" অন্য উৎসাহ দিয়া
 সংস্কৃত শিক্ষার এই বৈ "আমার" উদ্দেশ্য
 হইয়াছে "গভর্ণমেণ্ট" ভাষার "দুর্লভ" কারণ
 এক্ষণে "গভর্ণমেণ্ট" ইন্দি "কলী" "উচ্চ" "কলী
 টোল" ও "সংস্কৃত" "চতুর্দশ" "শিল্প" "সহ
 হইয়া সাহায্য করিয়া "শিল্প" "ন্যার" "কলী
 নিদিষ্ট" সাহায্য নিরূপিত করিয়া "উচ্চ
 ভাষা" হইলে সংস্কৃত শিক্ষার অনেক পরি
 মাণে উন্নতি হইতে পারে । আপাততঃ
 সাহায্যের জন্য বার্ষিক ১২০০০ টাকা এবং
 পরিদর্শনের জন্য ২০০ হস্ত টাকা ব্যয়
 করিলে চলিতে পারে । ব্যঙ্গরত্ন মহাশয়
 বলেন উত্তীর্ণ হইয়াগণকে "গভর্ণমেণ্ট" "পতি
 বাহাদুর" উপাধি দিয়া পতিবর্গের উ
 সাহ বর্জন করিতে পারেন । সার এল
 ইডেনের সামান্য সাহায্যে বহন সংস্কৃত
 শিক্ষা আশার পথে দণ্ডমান হইয়া
 তখন "গভর্ণমেণ্ট" এবার একটু রূপা হা
 নিক্ষেপ করিলে এই আর্থগণের পরমারা
 হিন্দু জাতির গৌরবকর যুতকর পবি
 সংস্কৃত বিদ্যার আরও কিঞ্চিৎ উন্নতি
 হইতে পারে । "গভর্ণমেণ্টের" সামান্য
 উৎসাহ পাইয়া দেশের লোকে বহন উত্তম
 করিয়া উঠিয়াছেন, "গভর্ণমেণ্ট" আর
 মুক্তহস্ত হইলে ভাষার উৎসাহের সীমা
 সীমা থাকিবে না । সংস্কৃত ভাষা আম
 দের মাতৃভাষা, তাই আমরা উহার এ
 আদর করি । সংস্কৃতভাষা "গভর্ণমেণ্টের"
 আদরের সামগ্রী হওয়া উচিত, কেন
 উহা রাজতন্ত্রের শিক্ষা দেয় । সংস্কৃত
 ভাষা রাজাকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করি

উপদেশ দেয়, রাজস্বর্ণনে ও বতরাসনে
পুষ্কর করনা করে, রাজার খরীদে উপরের
আঁকিটাক ভাষনা করিতেও মেন দেয় ।
গতকালে যদি কিছু রাজতন্ত্র উপরে
সম্পন্ন করিয়া থাকিল, তবে সংস্কৃত শিক্ষার
উৎসাহ দেওয়াই গুরুত্বপূর্ণ একান্ত কার্য।
গতকালে যদি কিছু রাজতন্ত্র উপরে
সম্পন্ন করিয়া থাকিল, তবে সংস্কৃত শিক্ষার
উৎসাহ দেওয়াই গুরুত্বপূর্ণ একান্ত কার্য।
গতকালে যদি কিছু রাজতন্ত্র উপরে
সম্পন্ন করিয়া থাকিল, তবে সংস্কৃত শিক্ষার
উৎসাহ দেওয়াই গুরুত্বপূর্ণ একান্ত কার্য।

হরিনাভি ব্রাহ্ম সমাজের পরিণাম।

ব্রাহ্মসমাজ আমাদের বড় আশার
সামগ্ৰী। ব্রাহ্মসমাজ হইতে নানা প্রকারে
দেশের বহুবিধ মঙ্গল সাধিত হইতেছে।
কিন্তু ব্রাহ্মসমাজকে সাধারণের হিতৈষী সম্প-
দার না বলিয়া আমরা একটা ধর্ম সম্প-
দার বলিয়া ভাবিয়া থাকি। ব্রাহ্মসমাজ
কার্য্যভ্যাস দেশের বড় উপকার করুন
আমাদের বিধান যে, ধর্ম সাধনই এই
সমাজের মুখ্য উদ্দেশ্য। সেই জন্য সম-
াজের ভিতরের ধর্ম জীবন সূত্রি পাইতেছে
দেখিলে আমাদের বড় আনন্দ হয়।
ব্রাহ্মের বৈরূপ ধর্ম বিধান হউক না কেন,
বৈরূপ সাধন ও উপাসনা পদ্ধতি হউক না
কেন তাঁহাদের প্রত্যেক কার্য্যে ধর্ম জীবন
প্রতিষ্ঠাত হইয়াই আমরা দেখিতে ইচ্ছা
করি। কেন না ধর্ম জীবনের ভিত্তির
উপর দণ্ডায়মান হইয়া মানুষ যে কোন দেশ-
বিকৃতকার্য্য করে তাহাতে তাহার বলের
প্রতিষ্ঠা হইতে হয়। ব্রাহ্মসমাজ এতদিন
ধর্মের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া দেশ বিত্তকার
কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন তাই আমরা তাঁহা-

দের হাতে নানা প্রকারের উৎকৃষ্ট হইয়াছি।
সেই জন্য হইতে প্রতি বিচলিত করিয়া
ব্রাহ্মসমাজ যদি আমাদের বিত্তকার্য্য নিকট
হয় তবে আমরা আর তাঁহাদের নিকট
কোন আশাই করিতে পারি না। ব্রাহ্ম
সমাজে আজ কাল ধর্ম জীবনের বিলম্ব
অভাব হইয়া পড়িয়াছে। তাই ব্রাহ্মসমাজ
দেশবিকৃতকার্য্যে বড় একটা কৃতকার্য্য
হইতে পারিতেছেন না। আমাদের কাছেও
তাঁহাদের নিকট হইতে কৃতকার্য্য হইয়া
পারিতে হইতেছে। কথায় বড় দুঃখে
বলিতে হইল—কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ কখনও
স্বল্প জ্ঞানকে কেন্দ্র করে ধর্ম জীবনে
ব্রাহ্মসমাজে আমরা এক প্রকারের কার্য্য
দেখিয়াছি। তাঁহার হৃদয়ের পর হইতে
কতক প্রকার দেখিতেছি। অল্প শিক্ষা
লাভ করিয়া যুবক সম্প্রদায় যে পরিমাণে
ব্রাহ্মের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছেন, লোকের
বিধান যে সমাজের ধর্ম জীবনের সেই
পরিমাণ হ্রাস হইতেছে। কিন্তু কেবল
বালকদিগের ক্ষেত্রে দেখে দেওয়া যায় না।
বুঝে কেশবচন্দ্রের ধর্ম প্রচারকালে যে
সকল ব্রাহ্ম সহস্র বিদেশে ভিতরে ধর্ম
জীবন অমূল্য রাখিয়া ছিলেন এখন তাঁহা-
দের ভিতরেও অনেকের কার্য্য পরম্পরা
অবলোকন করিয়া চিন্তিত হইতে হয়।
সম্প্রতি হরিনাভি ব্রাহ্মসমাজের কয়েক
জন সত্যের কার্য্যকলাপ অবলোকন করিয়া
আমাদিগকে এই কয়েকটি কথা লিখিতে
হইল। ব্যক্তি বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া
কোন কথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নহে।
প্রকৃত দোষের কথা উল্লেখ করিয়া
সংশোধনের উপদেশ দেওয়াই আমাদের
উদ্দেশ্য। হরিনাভি ব্রাহ্মসমাজে হরি-
নাভির দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার
একজন সত্য। ডাক্তার বাবু একজন
কর্ম্মচারী সাধু চরিত্র এবং পরোপ-
কারী ব্যক্তি। যে কারণই হউক হরি-
নাভি ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে ইনিই একমাত্র
অনুষ্ঠানিক দীক্ষিত ব্রাহ্ম শিক্ষার্থীর
সংস্থিত আর কয়েক জন সত্যের কিছু

মনে-পালিয়া হয়। তাঁহারা কিছু দিন পূর্বে
ডাক্তার বাবুর কর্ম্মক্ষেত্রে বিশেষ অপরাধের
কথা লিখিয়া রামপুর বিউনিশিয়া জিলাতে
একখানি আবেদন পাঠাইয়াছেন। এই
কথা লইয়া পূর্বে পাঠে যথা আবেদন
উঠিয়াছে। বিবরণ হইলে দেখা যাইবে
পক্ষের লোক সংগৃহীত হয় ইহাতেও তাহা
হইতেছে। স্থানে স্থানে ডাক্তার বাবুর
নামে বিলম্ব অপরাধ ঘোষণা হইতেছে।
এখানে বলা আবশ্যিক যে আরোপিত
অপরাধগুলি হইবার প্রস্তাবনা এতদার
বাবুর তৎক্ষণাতঃ কর্ম্মক্ষেত্রে লইয়া এই
বিধান উপলক্ষ করিয়া তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজে
সিদ্ধা উপাসনা করিতেও তাঁহার ও কয়েক
জন অঙ্গের প্রবেশ করিতেছেন। বিবরণ
কিছু প্রকৃত হইয়াছে। অপরাধের
কথাও চাক্ষুশ করিয়া বিলম্ব ঘোষণা
করা হইতেছে। ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের ডাক্তার
গতক দেখিয়া আমাদের বিবেচনা হয়
আরোপিত অপরাধগুলির কোনও মূল
নাই। কেবল একই সন্দেহাম্বিন্যের কারণ
লইয়াই ইহার উদ্ভবনা। হরিনাভি ব্রাহ্ম
সমাজের ধর্ম জীবন সমাজ পরিচালনা করি-
য়াছে তাই এই সকল ন্যায়াভ্যাসের অবতারণা
ই হারা ডাক্তার বাবুর নামে দেওয়া দিয়া
চলি বাড়াইতেছেন, তাঁহারা যদি দোষগুলি
সরল বিধানে সত্য বলিয়া জানিয়া থাকেন
তবে কি তাহা সংশোধনের অন্য উপায়
খুঁজিয়া পাইলেন না? যদি তাঁহাদের
ধর্মের উপর একটুও বিশ্বাস থাকে, এক
দিন উপাসনাকালে সমাজে বসিয়াও
ডাক্তার বাবুকে তাঁহারা সে সকল কথা
লিখিতে পারিতেন। এই সরল পথ অব-
লম্বনা করিয়া তাঁহারা বিপথে গেলেন।
সত্য সত্যের একটা উপকার করিবার জন্য
তাঁহাদের ইচ্ছা হইল সত্যের চিকিৎসা
নিমিত্ত ব্রাহ্মসমাজের সবটুকুই কাছাকাছি
তাঁহা প্রকাশ্যভাবে বিউনিশিয়া জিলা
ডাক্তারের দোষ কীর্জন করিয়া সাধারণ
জ্ঞানকে অপদম্ব করিয়া দেওয়া হইল।
এই যে দেশের অন্য প্রাণ কলার কার্য্য
ইহা যদি ধর্মের ভিত্তির উপর অধিষ্ঠা

রিত্তভাবে তাঁহারা তাহার খড়ম উপার
খিড়েন । ধর্মের জীবন অল্প অল্প
সময় হইতে তিরে হিত হইতেছে ।
এই আমরা আর সাধারণ প্রাণের বেশ
তকর কার্যে বড় একটা বিশ্বাস করিতে
পারি না । হরিন তি কনসমাজ বাবু
সম্বন্ধে বড় এবং বাবু শিবনাথ শাস্ত্রীর
প্রতিষ্ঠিত ইহার। বহিঃ এই সমাজের
তি একবার দৃষ্টিপাত করেন বোধ হয়
হইতে পারে, এইকে পূরে । কেবল
এই একটা সমাজের কথা বলিতেছি না ।
যাহা সমাজসমাজের প্রতি মোড়ের অমায়
অমায়। বহিঃ। সেইখানেই ধর্ম প্রস-
কসনের কর্তব্য তাহার প্রকৃত কারণ অনু-
কান করা । আমরা বিশ্বাস করিয়া
সিতে পারি প্রাচ্যসমাজের ধর্মের প্রতি
লাকের অমায়। কারণ প্রাচ্য সাধারণের
জীবনের অভাব । বাহাতে সমাজে
যাবার ধর্মজীবন সকারিত হয় তেজস্বী
মহাশয় কি তাহার ভেট করিবেন না ?

ভাতীর কনগ্রেস ।

আমরা গত বারের কনগ্রেস সভার
তকগুলি প্রস্তাব প্রকাশ করিয়াছি ।
করঙ্গী প্রস্তাব প্রকাশ করিতে অবশিষ্ট
প্রস্তাব তাহা নিয়ে প্রস্তুত হইল । এংলো-
ইভিরান সম্মানপত্র প্রথম হইতেই কনগ্রেসের
প্রস্তাবজন দেখিয়া ইর্বাচিত হইরাছেন,
যাবর এংলো ইভিরানের দেখাদেখি করে
প্রাচ্য। অতঃ বুদ্ধি বিজ্ঞ মান্য সংবাদপত্র
কনগ্রেসের উপর খড়মহস্ত হইরাছেন ।
যে প্রস্তাব সমালোচনা করা ইহাদের উদ্দেশ্য
হইল । কেবল ইংরাজি শিক্ষিত সম্প্র-
দায়ের উপর ইহাদের বড় বিবেচ্য সেই অস্ত
তাঁহারা গৃহস্থ ও ভাতীর শত্রু হইরা
কনগ্রেসের বিরুদ্ধে চীৎকার আরম্ভ করিয়া-
ছেন । আমরা ইহাদের আপত্তির বিবরণ
প্রস্তাবসমূহে প্রকাশ করিলাম ।

৫ম প্রস্তাব

কনগ্রেস সভা দেশীয় সকল সভা সকল
সমাজকে অনুরোধ করিতেছেন, তাঁহারা

যেন এই প্রতিনিধি ব্যবস্থা সর্বত্র অবলম্বন
করিবার জন্য গভর্নমেন্টকে একটা কমিশন
নিযুক্ত করিতে অনুরোধ করেন ।

৬ম প্রস্তাব

এই সকল প্রস্তাবের প্রতিনিধি কাউন্সিল
সহ গভর্নর জেনারেলের নিকট প্রেরণ
করা হয় । গভর্নমেন্টকে তাহার একটা
প্রতিনিধি মহারাজার ভারতেশ্বরীর নিকট
আর একটা প্রেসিডেন্টের নিকট পাঠা-
ইবার জন্য বহিনর্মে অনুরোধ করা হয় ।
গভর্নর জেনারেল বাহাদুরের নিকট প্রার্থনা
করা হয় তিনি যেন মহারাজার এবং পরামর্শ
মহাশয়ের পরামর্শ লইয়া কনগ্রেস সভার
প্রস্তাব বিত্ত থাকুক। বিবরণ বিশেষ বিবেচনা
করেন ।

৭ম প্রস্তাব

কনগ্রেসের সভার এক একটা ট্যাগি,
কাউন্সিল অর্থাৎ নিম্নলিখিত বহিনর্মে সংগঠিত
হয় ।

১০ ম প্রস্তাব

আগামী বর্ষে ২৭এ ডিসেম্বর হইতে
তিন দিন মাস্তাজে ভাতীর কনগ্রেস
বসিবে ।

১৫ ম প্রস্তাব

কনগ্রেস সভা কলিকাতার অন্তর্ভুক্ত
সভা, মিঃ জে বোম্বাল এবং বাবু গিরিজা
চন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ প্রদান করি-
তেছেন । প্রতিনিধি সভাপ্রণ ধন্যবাদ
প্রদান হন, সভাপতি তাঁহার কর্তব্যসম্পাদনার
নিমিত্ত সভা সাধারণের সাধুবাদ লাভ
করেন । অন্তর্ভুক্ত সভা, প্রতিনিধি সভা-
গণ এবং সম্মানপত্রের লেখকগণকে ধন্যবাদ
দিয়া সভাপতি নওরাজী অবশেষে মহা-
রাজার ভারতেশ্বরী বড়লাট লর্ড ডকরিং
মহাশয়ের গভর্নর লেপটেনেন্ট গভর্নর এবং
মিঃ হিউম ইহাদের প্রত্যেকের নামে তিন
বার আনন্দকানি করিবার জন্য প্রস্তাব
করিলেন, ইংরাজের নিকট উপস্থিত সমস্ত
সমস্ত শিক্ষিত প্রকার আনন্দ নিবাহ টিউন-
হল গৃহ ভেদ করিয়া ভারতবাসীর রক্তভিত্তি

কৃতজ্ঞ হবার উপায় করিবার উদ্দেশ্যে নির্ধারিত
সভা সমাপ্ত প্রস্তাব করিয়া ১০/১১/৩০

আমিল প্রাচ্যের প্রতিনিধি প্রকাশ ।

তিন দিনের-অন্তঃসাতার-আন্তঃসাতার
হইল, তিন দিনের পর কলিকাতা আশ্রয়
করিয়া আত্মসংচলিত। সেসময় ৭ আশ্রয়
মাসের মহামারীর পূর্বাঙ্গ সত্তরী প্রতীকী নব-
মীর অস্ত্র হয় ন হইতে দেশের মোড়ে যেমন
কি প্রভিতে অর্পণ করিয়া রক্ত-
বাসী প্রভাষণ সত্তরী, অর্থাৎ, রক্তবাসী, কার্য
এই তিন দিনের রক্ত উৎসব সেবে প্রভাষণ-
হিসেব । প্রভাষণ তিন দিন প্রভাষণ
প্রভাষণে প্রভাষণ প্রভাষণ প্রভাষণ প্রভাষণ
তিন দিন প্রভাষণ প্রভাষণ প্রভাষণ প্রভাষণ
সেব । বিজ্ঞান যেমন মহামারাকে বিজ্ঞান
করিয়া বহুবাসী শূন্য প্রাণে করে কিরিয়া
আইলে, এক রক্ত বাস এক প্রাণের আত্ম-
গণকে তেমনি বিদ্যার করিয়া বহুবাসী
শূন্য হইলে গৃহে কিরিয়া আনিলেন এত
উদ্যম, এত উৎসাহ, এত কলরব, তিন
দিনের পর সব কুরাইরা গেল । কনগ্রেসের
সকলই এইরূপ তিন দিনের । বাস্য বৌবন
এবং বার্তিকা অভিযান্ত্রিক হইলেই কলরব
কোলাহল সব ধামিরা বার । কেবল আশা
থাকে ভবিষ্যতের ।

এই পার্শ্ব কালের সহিত যদি সেই
মহাকাণ্ডের তুলনা হয়, তবে আমরা বলিতে
পারি এই যে কলরবের পর নীরব, ইহাতেও
আশা আছে । অস্ত্র আশা বাহার অনু-
ষ্ঠান করিলাম তাহাতে কৃতকার্য হইবার
আশা বাহার ভিত্তি প্রোথিত করিলাম
তাহার উপর অটালিকা নির্ভাণের আশা
আশ্রয়সনের আশা আশ্রয়সনের আশা,
এই আশার দরিদ্র তরতর, লী একমুখের
কাল বাঁচিয়া থাকুন । মহামারীর তিন দিন
পূজার পর দশমীর চতুর্থ দিবসে মহামারাকে
বিলার দিবস সমস্ত যেমন আমরা বলিয়া
থাকি, কনগ্রেস সভার আত্মগণকে বিদ্যার
দিবার সময়ে তেমনি আমরা উচ্চৈঃস্বরে
বলি—“সংবৎসর ব্যতীতেই পুনরাগমনা-
রচ ।”

ଏକଜନ ଆର୍ତ୍ତମୟ ମହାବ୍ୟାଧିର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କଲି
 କରୁନାହାନ୍ତି । ଯିଏ କହେ, କରୁନାହାନ୍ତି । ତାହାର କୃତାତ୍ମା
 ବଞ୍ଚିବ । ମହାବ୍ୟାଧିର କାରଣରୁ ଏହା ହେବ ।
 ଯିଏ କହେ, କରୁନାହାନ୍ତି । ଏହା କିଛି ନାହିଁ । ଏହା କିଛି ନାହିଁ ।
 କାହାର କିଛି ନାହିଁ । କିଛି ନାହିଁ । କିଛି ନାହିଁ ।
 କିଛି ନାହିଁ । କିଛି ନାହିଁ । କିଛି ନାହିଁ ।
 କିଛି ନାହିଁ । କିଛି ନାହିଁ । କିଛି ନାହିଁ ।
 କିଛି ନାହିଁ । କିଛି ନାହିଁ । କିଛି ନାହିଁ ।

১৯৩৬ সালের ১৫ই আগস্ট
 ঢাকাতে বঙ্গীয় মুক্তিযুদ্ধের
 স্মরণার্থে একটি স্মৃতিস্তম্ভ
 স্থাপন করা হইবে।

[illegible]

সংকটের মিকটে ২০ জন মোক্‌ গুলক
 হইয়া রাজস্বোচিতার চিহ্ন প্রকাশ করার
 কর্তৃপক্ষকে তাহাদের নিরস্ত্রকরণ করিবারহইল।

বুদ্ধগয়ার বৌদ্ধ মন্দির' ও বৌদ্ধ কঠোর
 তিতল। মহাশয়ের যে মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে
 তাতা উঠাইয়া বিধায় জানা কি এত ১৫ আর-
 নলত সিঙ্গোদের গভর্ণকে দিয়া ভারত গভর্ণ
 মেন্টকে অজ্ঞারোহ করিব র দ্রষ্টা করিতেছেন।
 হিন্দুর যে মন্দিরে, বৌদ্ধ মন্দির কোনও প্রতি
 করিতেছে না। মন্দিরের সমুদ্রে বিভিন্ন হয়
 না যে তাছাতে বৌদ্ধের বর্ষ হিঙ্গোমত উপর

সংবাদ-ভার পত্র।

বৈশিষ্ট্য।

এবার মেদিনীপুর জেলার সুযোগা মাঝি-
ট করনীর সাক্ষর বাতাসুর ও তরীর বাৎস-
ক পরিভ্রমণ সাময়িক ঘটনা, কীর্তন কতিপা
পন্থার জগৎধাতি পত্রিকার কালবর কিং
রমাণে পাবনুরণ, করিব, অল্পে পূর্বক পর
ধো কান বান করিয়া বাবিত করিয়েন।

করনীর সাক্ষর এক জন বিদ্যোৎসাহী
প্রকৃত বৈশিষ্ট্যবী মাঝিট্ট। ইনি
বন পরিভ্রমণে অল্প বয়সেই সাক্ষর, ল.ক
বিটকানী। প্রকৃতিপুঞ্জের চিত্রসামগ্রী
যদি ইহার সাময়িকীতে সাক্ষর একমাত্র
টকোনা। ইনি যে কয়েক দিন বাটাল মনুবার
জেন, বিন রাই নিরীক বাটাল মনুবারাণীর
হত সাধন করেই বাপন করিয়াছেন।

ইনি গত ১৫ই পৌষ, অল্পের মেদিনীপুর
গাই ফুলের ছেডমাঠার গাবু শাখাচরণ হাম ও
চক্রকোণা মিউনিসিপালিটির চিয়ারম্যান বাবু
চক্রলেখর হাম ও কামিনর মহাস্ত মহারাজ প্রকৃ
তির উদ্যোগে চক্রকোণা বালক ও বালিকা
বিদ্যালয়ের বাৎসরিক পারিভ্রমিক বানপা
সহস্র সমাধিও করেন। সভাস্থলে বাটালের
ডেপুটী মাঝিট্ট বাবু কুমল নাথ সুখোপাধ্যায়
ও ডিটীট্ট ইঞ্জিনিয়ার বাবু বিনয়কুমল বসু ও
করনীর আনন্দপিত্তর লোক সমাগত জন।
মাঝিট্ট করনীর সাক্ষর বাতাসুর সনাপতির
আসন পরিগ্রহ করিলে অল্প বিদ্যালয়ের ছেড
মাঠার বাৎসরিক রিপোর্ট পাঠ করেন। বিদ্যা
লয়ের ছাত্র সখা ১০০টি। পরীক্ষাকীর্ত ২ টি
বালকের মত ১টি প্রথম জেলীতে ও অপরটি
২য় জেলীতে উত্তীর্ণ হয়েছে। এখন জেলীর
উত্তীর্ণ বালক বিদ্যালয় হইতে ১০ জন টা-
হুতি প্রাপ্ত কর ৫-৭ অভ্যাস বালক অপেক্ষার
অধিক নব্ব প্রাপ্ত কর, এজন্য মিউনিসিপাল
কমিটি হইতে উৎসাহ বর্জন্য জ্যোত একটী
শোনা মেডেল প্রদত্ত হইল। ৭৫ টি বালিকা
সভার উপস্থিত ছিল। গতবৎসর পরীক্ষাকীর্ত
৩টি বালিকার মধ্যে একটা হুতি পাটরাছে। নিম
কৃত সভাপতি চক্রলেখর মত। কেত কেত বালক
বালিকাধিক পুস্তক ও টাকা পারিভ্রমিক
প্রদান করেন। কমিটি হইতে বালক ও বালিক দি
গতক বহু পুস্তক বেটরা হইরাছিল। পণ্ডিত বাবু
চক্রবিহারী জাভানিবাসী জমিদার বাবু বোসী-

চক্ররায় ও চক্রকোণা নিবাসী বাবু বিহারি-
লাল সরকার প্রকৃতি করেক বৎসর বহুতর
সভার প্রেক্ষাগৃহে সমাগত করেন। ইহাতে সভা
পতি মহোদয় পরম প্রীত হইয়া সাধারণের
উৎসাহ বর্জন্য বাবা বালিকাধিক নিম্ন
ভাষা প্রকৃতি হইল। বহু দিন আনি বৈদ-
নীপুর ৫-ল র আনিপ্রাছি প্রকৃতি বৎসর এই বিদ্যা
লয়ের পারিভ্রমিক দান সভার আনির থাকি,
এখানকার বালক ও বালিকাধিকালর বৈদ্য
পণ্ডিত হই, মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান
মহোদয়কে ক জ করিতেছেন, কামিনর হর
একটা আছে। এখানে বালিকা প্রকৃতি
হাপন জন্ত কি প্রকৃতিতে কি মাঝিট্ট টেক
প্রথম পদ দেখান নাই। লোকেরা কিং কিং
বহু করিয়া আরম্ভ করিয়াছেন। এখানকার
অনেকগুলি বালিকা বৈদ্যেতি, প্রতি পরীতে
লোকের প্রার্থন্য হইলে দেশের আরও উন্নত
হইতে পারে, এখন তাহা করাই। অতঃপর
সভাপতি মহোদয় বিদ্যা সভা ভর কর। নিম
কৃত চক্রলেখর বাবুই অভ্যর্থনার পরিচরিত হইয়া
মিউনিসিপালিটি ভবনে কাকিকালে আচার্য্য
করিয়াছিলেন।

ইনি ১৫ই পৌষ বুধবার রানজীবনপুর বালক
ও বালিকা বিদ্যালয়ের পারিভ্রমিক দান কার্য
সম্পন্ন করেন। অতঃপর ডেপুটীমাঝিট্ট টকুমলবাবু
ডিটীট্ট ইঞ্জিনিয়ার বাবু বিনয়কুমল বসু
ওভারসিয়ার বাবু চক্রলেখর হাম প্রকৃতি আনক
গুলি ক্রতবিদ্যালোক সমবেত হইরাছিলেন। গত
বৎসর কালীঘনি বৈদী মেদিনীপুর জেলার মধ্যে
পরীক্ষার সর্বোচ্চ হইয়া হুতি পাটরাছে
গুলি সভাপতি সাক্ষর মহোদয় বাবুর দাই
প্রীত হইরাছিলেন। সভাপতি মহোদয় বাবু
বিদ্যালয়টিতে ভাষার ক্রাস ফুল করিবার জন্ত
মেসরবিগকে উপস্থাপন বিদ্যা সভাস্থল করেন।
ইহা বলা বাহুল্য যে বালক বালিকাধিক ক মটী
ও সমাগত চক্রলেখর মধ্যে অনেকই পুস্ত
কাধি প্রদান করিয়াছিলেন।

এবিষয় বেলা আর ৪ টার সময় করনীর
সাক্ষর বাতাসুর কীরপাই বালক বিদ্যালয়ের
পরীক্ষা প্রকৃতি আচার্য্যর সাক্ষর লাভ করেন
নাই। ইহাতে স্থানীয় অনেকই হুত্বিত হইরা-
ছেন। শুনিবার সম্পাদকের পরিবর্তন ও
স্থানীয় লোকের অবস্থি বিদ্যালয়ের এই অবন
তির কারণ।

১৬ই পৌষ বৃহস্পতিবার প্রাতে মাঝিট্ট

সাক্ষর বীরসি হ বালিকা বিদ্যালয়ের পরীক্ষা
করিয়া পুস্তক আলাপ কর হইয়াছেন। বাক্যর
বাবুর ২টি কটা পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া একটা
হুতি প হইয়াছে অপরটি বালিকাধিক উত্তর
রপ দিক করিয়াছেন।

এ বিদ্যা মেলা ৬ টা হইতে বহু বটী পর্যন্ত
করনীর সাক্ষর পদক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণক বহু
প্রকৃতি প্রকৃতিপর পরীক্ষা প্রকৃতি কইয়া অপর
প্রকৃতি পর্যন্ত পরিবর্তন করিয়া প্রকৃতি প্রকৃতি
বটীকার সময় বাক্যর মধ্যপ্রকৃতি বিদ্যালয়ের
পরীক্ষা প্রকৃতি করন, পরীক্ষা প্রকৃতি করিয়া বৈদ্য
প্রীত হইরাছিলেন। আরের অপর প্রকৃতি
কৃত্রিম হুতি হইরাছেন। বাক্যর ও চক্রলেখর
গণ সাক্ষর আগমনে পরম প্রীত হইয়া ভাষার
সম্মানার্থ বাক্যর প্রকৃতি একটা সভা করিয়া
ছিলেন। ক্রতবিদ্যা সভাস্থল ও সাক্ষর লোক
গণ সাক্ষর উক্ত সভার উপস্থিত জন।
করনীর সাক্ষর রানজীবন হইয়া মিউনিসিপা-
লিটি সমাগে সাধারণের অভিশ্রম জিহাদা
কবিলে বাবু চক্রলেখর বাক্যপাধ্যায় প্রকৃতি
বাক্যর ও নিউটন প্রকৃতি বাক্যপাধ্যায় তরীর প্রকৃতি
উত্তর প্রকৃতি প্রকৃতি আনির আর ৩৪ বৎসর অতীত
হইতে কর মিউনিসিপালিটি সংস্থাপনে বহুগন
নাই। এবিষয়ে আর ৩৭ শত লোক
আকর কবিতা বাক্যপাধ্যায় করিয়াছেন।
মিউনিসিপালিটি প্রকৃতি প্রকৃতি আনির এক
প্রার্থনীয়। ৫০০ হইতে একটা মাত্র সাধারণের
আপত্তি আছে, যদি আনির অল্প প্রকৃতি
ভাষার প্রকৃতি করিয়া দেন, আনির মহোদয়
জান করিব। মিউনিসিপালিটির সহিত পাঁচ
আইন জারি কর, এই জারি সমাগে আনির
সামান্য আনিরতা বান প্রার্থনা করি।
মাঝিট্ট চক্রলেখর বলেন 'আনির ভোমরা
বিগকে অতর বিদ্যে ও পাঁচ আইন সমাগে
এই নিয়ম করিতেছি যে ভোমরা প্রকৃতি আনির
ডেপুটী মাঝিট্টের নিকটে প্রীত হইতে হইয়া
না। ভোমরাই কামিনর নিমুক্ত হইয়া নিউ
নি সপাল বেকের কমলা প্রাপ্ত হইবে এবং পাঁচ
আনির সমাগে অপরপ্রকৃতি বিদ্যে ভোমরা
করিবে। অধিক ভোমরাধিকের প্রতি আনির
আনির গণিতেছি যে, সমাগে মিউনিসিপাল বৈদ
ভোমরা প্রকৃতি 'নির্জাতিত হইবে প্রকৃতি
সেবিদ্যার কিছুনা প্রকৃতি করিয়া না।
সভাস্থল মাঝিট্টের এই আনির পরম
ভাষা লাভ করিয়া মিউনিসিপালিটি সংস্থাপ

অভিভাব প্রকাশ করিয়াছেন। সম্প্রদায়িক মত-
বাদের। বাস্তবিক বক্তৃত ও উদ্ভবগত মেধা-পূর
জ্ঞান মতো একটি প্রথম তান। অস্তিত্ব পাত্রী
মপেক্ষা এবং মতের অধিবাসীর সংখ্যা। অ-ক
বলী। সাধারণতঃ লোকের অধিকাংশ অসংজ্ঞা
অবস্থা। সামান্যতম বইতে বোঝানো আসিয়া
বক্তারকে সম্বোধিত করিয়াছে। এখানে অনেক
সম্প্রদায় ও বনী লোক বাস করেন প্রতিদিন
গাড়ী ও বসে পথ পরিপূর্ণ হয়। কীং গঠ
নেব কার্যে সামান্যতম ভাবে এ প্র প্রতিদিন
বর্ণ সমাজিক জীবনী আসিয়া থাকে। যখন
বাটাল বহুমান্বিত কীরপাই, র মজীবনপুর,
চন্দ্রকোণা ও বাটালে মিউনিসিপ্যালিটি সংস্থা
গত হইয়াছে, তখন বক্তার মা হইবে কেন ?
উক্ত দিবস বেলা ৩টার সময় সাহেব মহো-
দয় রাধানগরের মধ্যস্থিত ইংরাজী বিদ্যালয়ের
পরীক্ষা করিয়া সন্তোষ লাভ করেন। বাহু
গোপাল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাহু নীতল প্রমোদ
এর ও বাহু পার্শ্বভীচরণ বোধ প্রভৃতির মধ্যে
এই বিদ্যালয়টি স্থাপিত হইয়াছে। গবর্ণমেন্ট
পাঠ্য এপার্ট এবিদ্যালয়ে প্রবৃত্ত হয় নাই।
স্থানীয় সাহায্যের দ্বারা বিদ্যালয়টির আশ্রিত
নির্মাণ হইতেছে। করমীস বাহাদুর গবর্ণমেন্টের
সকল সাহায্য প্রার্থনা করিতে সেনেজারদ্বিনকে
সংলগ্ন হইয়াছেন। রাধানগরবাসীগণ সাহেবের
স্বাধীনতা ও অস্তিত্ব-সৌভাগ্য বর্ধন করিয়া উভয়
বর্তমান উক্ত বিদ্যালয়টির মত করমীস বিদ্যা-
লয় স্থাপিত হইবে।

এ দিবস অপরাহ্নে সাহেব মহোদয় কীর-
পাই, গমনপূর্বক তথায় একটি বালিকা বিদ্যালয়
প্রদর্শন করেন। কীরপাই দিবাসী বাহু দ্বারা
গাড়ী ও বাহু কীর্ত্তবাস সরকার প্রভৃতি
সহায়গণ এই বিদ্যালয়টির সংস্থাপনে বিশেষ
সহায়তা ছিলেন। ৩২ টি বালিকা উপস্থি-
ত। করমীস সাহেব স্থানীয় লোকের প্রভু
প্রাণালিকার ও পুস্তক বালিকাধিকার অহন্তে
প্রদান করিয়া স্থানীয় লোকের উৎসাহ বৃদ্ধি
করেন। মিউনিসিপ্যালিটির মেম্বর
হইলেন চন্দ্রকোণা প্রভৃতির আদর্শ দেখাইয়া
সম্প্রদায় স্থাপন করিতে অগ্রসর করেন, সাহে-
বের বক্তৃতার পর তেপুটি বাহু ইঞ্জিনিয়ার বিনয়
চন্দ্র বাহু চন্দ্রকোণার মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ার-
ম্যান বাহু চন্দ্রশেখর দাস ও পণ্ডিত শঙ্কর
বিহার্য্য উভয় সকলেই হি-গর্ভ স্থানীয়
বক্তৃতা দ্বারা সমবেদ লোকসমূহকে পরিভূত

করিয়াছিলেন। সভাপতি করমীসের অগ্রণ
সাধারণ লোকের অগ্রণে বালিকা বিদ্যালয়-
টির মান করণে বালিকা বিদ্যালয় প্রবৃত্ত হইল।

১৭ই পৌষ শুক্রবার করমীস বাহাদুর জাফা
উজ্জ্বলীর বালক বিদ্যালয় পরীক্ষা করিয়া
সন্তোষ লাভ করেন। উক্ত বিদ্যালয়টি জাফা-
নিবাসী বারগমীর জমদারদ্বিনের মধ্যে ও
অর্ধাঙ্গুল্যে স্থাপিত হইয়াছে গুনিয়া উভা-
দ্বিনকে বক্তব্য প্রদান করেন।

১৮ই পৌষ শনিবার বাটাল বালক
বালিকা বিদ্যালয়ে পারিতোষিক বিতরণ
কার্য সম্পন্ন করেন। বাটাল মিউনিসিপ্যালিটির
চিয়ারম্যান বাহু প্রমোদচন্দ্র বসু ও মিউনিসি-
প্যাল কমিশনারগণ ও তেপুটি বাহুর উদ্যোগে
উক্ত সভা সংঘটিত হয়। দুইসেক বাহু চর
গোবিন্দ বুদ্ধোপাধ্যায় মহোদয় উক্ত আদালতের
উত্তীর্ণ হওয়ার ও সবরেজিটার ও তত্ত্বা দ্বারা
গণ সকলেই উপস্থিত ছিলেন ও উভাধিকার
সাধায়েই সভার সমস্ত ব্যয় নির্বাহ হয়।
বালক বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ১২৫। গত বৎসর
৪৩টি বালক প্রবেশিকা পরীক্ষার উত্তীর্ণ হই-
য়াছে। উত্তীর্ণসকল প্রদান বালককে এক রোপ্য
ফেল প্রদান করা হইয়াছে। সভাপতি
মহোদয় সভার বালক ও বালিকাধিকার অহন্তে
পুস্তকাধি প্রদান করেন। সভাস্থলে ওয়াটসন
কোম্পানির রেশম সুড়ীর প্রদান করিয়া থাকে যে
কেনি সাহেব, বেধীপুর্ জেলার এক জ-
কিউটিট ইঞ্জিনিয়ার মেঃ মীন সাহেব বাহাদুর
ও বাহু বিনয়চন্দ্র বসু, দুইসেক বাহু চরগোবিন্দ
বুদ্ধোপাধ্যায় জমিদার বাহু মহোদয় মাধ চৌধুরী
ও বাটাল লোক্যাল বোর্ডের চিয়ারম্যান জমি-
দার বাহু উদয়চন্দ্র রায় প্রভৃতি ও মহোদয়সী
সম্প্রদায় ও কৃত্তব্য অমূল্য পাঠ শত তত্ত্বলোক
উপস্থিত ছিলেন। ইহাদের মধ্যে অনেকেই
টাকা ও পুস্তকাধি দান করিয়াছিলেন। সাহেব
মহোদয় উপস্থিত টোলের কতিপয় ছাত্রের
উৎসাহ বৃদ্ধিার্থ কও হইতে কতিপয় সুত্র প্রদান
করেন। অনন্তঃ পণ্ডিত শঙ্কর বিহার্য্য
সবরেজিটার বাহু দ্বারা বন্দ্যোপাধ্যায় ও
উক্ত বিদ্যালয়ের যে পণ্ডিত প্রভৃতি কতিপয়
মহোদয় সারগর্ভ বক্তৃতা দ্বারা সাধারণের দ্বারা
প্রদী হইবার পর সাহেব মহোদয় বিদ্যালয়
বর্ধে বক্তৃতা করেন, “মিউনিসিপ্যালিটি আমাকে
সাহায্য প্রদান করার আশি পত্র সন্তোষ লাভ
করিয়াছি, যেহেতু অগ্রণ বক্তব্যের বেগ

পাত। বেধীপুর্ জেলার মাঝা মাঝে মান
প্রকার লোকের অধিকার কোথাও উক্ত
কোথাও সীমিত, কিন্তু বাটালে অনেক কৃত্ত-
বিদ্যালয় লোকের বাস আছে, বাটাল বহুমান
প্রাণক মিউনিসিপ্যালিটিতেই এক একটি উ-
জ্জ্বলীর বিদ্যালয় আছে। অধিকন্তু আ-
বালিকা বিদ্যালয়ের ইতি বর্ধে সন্তোষ লা-
করিলাম। জীলিকা বিদ্যে বর্ধমেন্টে প্র-
উদ্যোগী মন না, কারণ হিন্দু-পরিবারের
বিদ্যে গবর্ণমেন্ট বক্তব্য করেন না, এমনি
অনেক লোকে তত্ত্বা আশি একজন মহো-
কৃত্তি বাস্তবিক অ-এ প্রকার উৎসাহ বি-
পারি না। মাঝা ৩৩। এক্ষণে জোমদারদ্বিনের
বেধীপু সন্তোষ হইলাম, আশা করি ভবিষ্য-
আরো ভাল হইবে। আরো শাসন এখানে
ভাল চলিতেছে ও ভবিষ্যত আরও উত্তম
চলিবে। কিছুকাল বাহু উদয়চন্দ্র রায় চিয়ার-
ম্যান হওয়ার সন্তোষ হইয়াছে। উপস্থিত পা-
তার মান হইয়াছে। পুস্তকী ও রায়
প্রভৃতি পরিচর্য্য করায় বিধেয়। অন্তর সম-
কল হইবে চিয়ারম্যান প্রমোদ বাহু ও দুইসেক
চরগোবিন্দ বাহু বিদ্যালয় বিদ্যুত লোক
সমবেদে সমবেদে রাজিকালে বিদ্যালয় গু-
ভোজন করাইয়াছিলেন।

২১এ পৌষ মঙ্গলবার করমীস মহোদয় বা-
পুর্ ইংরাজী বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বি-
কার্য সম্পন্ন করেন। এখানে বাহুদেবপুর মধ্যে
স্থলের ছাত্রগণকেও আনয়ন করা হইয়াছে।
উক্ত বিদ্যালয়ের কয়েক ক্রানের ছাত্রধিকার
পরীক্ষা করা হইয়াছিল, ইহাদের পরীক্ষার সম-
লেই সন্তোষ হইয়াছিলেন। দুই সমবেদমেন্ট
বাহু নীলমণি বুদ্ধোপাধ্যায় ও দাসপুর বাহু
পুলিন সমবেদমেন্টের স্থলি আবহুল হইয়া
ইহার প্রদান উদ্যোগী। পণ্ডিত শঙ্কর
বিহার্য্য বক্তৃতা দ্বারা বালক ও কল্পকধিকার
উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন। কীরপা
রাধানগর, চন্দ্রকোণা ও বাটালের মা-
এপার্ট এখানে মিউনিসিপ্যালিটি হয় না
বে তত্ত্বা বিদ্যালয়ের ক্রিয় পরিচর্য্যে অর্থা-
স্থল হইবে। স্থানীয় লোক ও সাহায্য দ্বা-
পাঠ্য। হতরাং, দাসপুরবাসী বাহু জী-
সিংহকে বিদ্যালয়ের বাবদীর দ্বারা বহন করি-
হইয়াছে। সম্প্রদায় অগ্রণ করেন, বাটাল
লোকাল বোর্ডে বেরগণ স্থলের উত্তির প্র-
স্থিতি করিবেন।

বিজ্ঞাপন

সংকৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়।

১২ বারানসী ঘোষের ট্রিট, কলিকাতা।
কালীচরণ দত্তের পুস্তকালয়।
এই পুস্তকালয়ে বিক্রীত হইবে।

তৎকৃত

সরল ভৈরব-প্রকাশ

অর্থ

সহজ মেট্রিক্স মেডিক।

১ম ভাগ।

এই ও পাড়ারের ডাকারদের জন্য

প্রকাশিত হইয়াছে।

মূল্য ১২ পেন্সি ০-০ পৃষ্ঠার বেশী।

মূল্য ১১০ টাকার পরিবর্তে ডাকমাণ্ডল/১০

এই পুস্তকালয় পাওয়া যায়।

চট্টোপাধ্যায়

মাসিকার।



ইলকট্টো গ্যালভানাইজ

অঙ্গুরী, কবচ ও অনন্ত।

বি. এম. কার. নির্মাণকর্তা ও অধিকারক।

মূল্য ১২ বারানসী ঘোষের ট্রিট, কলিকাতা।

আমার নির্মিত অঙ্গুরী, কবচ ও অনন্ত অতি-
রিক্ত বিক্রয় হইয়াছে। অনেক অনেক রকম নির্মাণ
করিয়া বিক্রয় করিতেছেন। ইহা সকলই জানেন
যে, ভারতবর্ষেইলা আবিষ্কার করিয়াছি। অধি-
শ্যাত বিনাস গোলবার্ট টোমবার্ট অকবার্টন, চারন
লকেট, অবার মিকট হইতে জন্ম করিয়া বিক্রয়
করিবেন, যাহারিলা ও পুরাতন স্বর আন্দোলনে
আরোহণ। ইহা থাকে, বিশেষতঃ ওলাউটা ও ইলক
রোমে ইহার আন্দোল উপকারিতা নতি বেশ
হইতেছে। এমন কি ইহা ধারণ করিলে সংকটিক

রোগ কর্তৃক আক্রান্ত হইবার ভয় নাই। যত্নঃ
ইহা রক্তপরিষ্কার করতঃ নীচা আন্দোলনে ও
অপকাল মধ্যে বিহারণ করে। এলোপ্যাথিক,
হোমিওপ্যাথিক, ও চাইতে প্যাথিক চিকিৎসাতে
বাহারা কল পান নাই। ইহা এই আক্রান্ত ব্যক্তিকে
পাইতেছেন। সেখানে ও রপার নির্মিত কবচ ও অঙ্গুরী
আক্রান্ত সংকট বিনা উক্তি করিলে সে নিত্য
অনুলক ও তাহা ব্যবহারে কোন ব্যক্তি কখনই
আরোহণ। ইহা পক্ষে ন্যা। প্রতি কবচের মূল্য ১১/০
আনা, কবচ ১২/০; প্রতি অঙ্গুরীর মূল্য ২ টাকা
কবচ ২০; প্রতি অনন্তের মূল্য ১১/০, কবচ ১৫
পাণিক ও পোটেজ ১ হইতে ৬ আনা। ১০ আনা
কবচ ৬৬/০; বাহার অঙ্গুরী ও অনন্ত নইতে ইহা
আরোহণ। মূল্য পাঠাইবেন।

১৮৭৪ অব্দে স্থাপিত।

শরচ্চন্দ্র দত্ত এও কোং।

হোমিওপ্যাথিক ওষধ।

প্রস্তুতকারী।

কলিকাতা মহানগর এও হোমিওপ্যাথিক
ডাকারদের বিকট হইতে ওষধের উৎকৃষ্টতা
সহজে প্রমাণ। পত্র পাইতেছেন।

মূল্য তুলত।

ওলাউটা চিকিৎসার ১২ শিশি ব্যবস্থা ও কপূ-
রের আরক সহ ৫ টাকা।

মূল-চিকিৎসার ২৪ শিশির ব্যবস্থা পুস্তক
সহ ৮ টাকা, ২ শিশির ব্যবস্থা ১০ টাকা।

সাধারণ চিকিৎসার ৫১ শিশি ওষধের ব্যবস্থা
সহ ১৮ টাকা।

ডাকারদের উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা ২৫ টাকা, সম্পূর্ণ
ওষধের ব্যবস্থা ৫০ টাকা।

ইংরাজী বাজালা সচিত্র মূল্যনির্ণয়পত্র
বিনা মূল্যে প্রাপ্য। টিকানা ৫৫ নং কলেজট্রিট
কলিকাতা।

হিমাঙ্গি—কুম্ভ (যন্ত্র)

অসিদ্ধ কবি জিহ্বা লিখাধ শাস্ত্রী এম. এ.
(কবি)

হিমাঙ্গি লিখার রচিত এই উৎকৃষ্ট কাব্য
বাণী প্রচার মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবে।
মূল ১ এক টাকার অধিক হইবে না। ১১ নং

কলেজট্রিট সোমপ্রকাশ প্রিন্টিং প্রেসে পাওয়া
হইবে।

চিহ্নাঙ্কন রং।

টেলের কলপ।

ইহা জলের স্রাব করত, লাগাইতে কোন
কষ্ট নাই। যেরূপ লক্ষণ হইত না কেন ও
মিনিটে গাঢ় উত্তাপ প্রকাশিত হইয়া ওর মাস
থাকিবে। মূল্য ১ টাক

রোজমের তৈল।

ইহা ব্যবহারে চারিদিক ঘোলাপের পদ
বিস্তার করে, শরীর স্থিতি থাকে, শিরঃ স্রোতের
প্রবাহ। মূল্য ২৩ শিশি ১ টাকা, ছোট ১০
আনা।

অঙ্গুরী কলি।

এই কলিতে লিখিত ন ব কিছুই দেখা যায় না,
পরে উৎকৃষ্ট উত্তাপ লাগাইবা মাত্র লক্ষ্য
দেখা হইবে। রোগীর পত্র লিখিত আন্দোল
উপায়। মূল্য ১০ আনা।

লিপি পাউডার।

সর্ব প্রকার ব্যবহার কর্তব্য মূল্য ১০ আনা।

রক্ত পিউরিকার।

এই মালমা ডাকার কবিরাজ ব্যবহার
করেন। শূল, মালী, গরমি বালী, পচ
ও পারা দেব সংকট সমস্ত যা ও কো
কাটিনা, কুম্ভালা ইত্যাদি সমস্ত মূল্য
আরোহণ হয়। মূল্য ১ টাকা।

এ, সি, বহু এও কোং।

১২ নং হুজিয়ার ট্রিট, কলিকাতা।

অর্ধধাতু নির্মিত অনোষ

অনন্ত,।



পূর্ণচন্দ্র দাস কর্তৃক নির্মিত ও
প্রকাশিত।

৩৭ নং বেণেটোলা সেন, পটলডাঙ্গা কলিকাতা

এই "অমল" জন্মের মতানুপাধায়
সী কলক আবিষ্কৃত । উক্ত মতানু
মতানুপাধায় অমল পুরস্কার অষ্ট বাতুর দ্বারা
নির্মিত ও বৈদ্যুতিক গুণ সংলগ্ন করণ
কর্তৃক কার্য লিখা হান কবিতা-ছন্দ । আমি এই
কল কার্য লিখা কবিতা অষ্ট বাতুর দ্বারা
কর্তৃক "অমল" নির্মাণ করতঃ চিরবাবিগত
কর্তৃকজন ব্যক্তিকে ধারণ করা ইচ্ছা ছিলাম,
কর্তৃকজন ব্যক্তি অতি অসুখকাল মধ্যেই শরীর
ব্যক্তি বন্ধন হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন ।
সেই জন্যই সাধারণের উপকারার্থ অবশেষে
কর্তৃক কামনার সম্মত, নামান্তর অষ্ট বাতুর
নির্মিত "অমল" প্রচার করিলাম ।

এই "অমল" অর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, সীল, রাত
সীল, লৌহ, পারদ এই অষ্টবাতুতে বিমিশ্রিত ।
কর্তৃকজন ব্যক্তি অতি অসুখকাল মধ্যেই শরীর
ব্যক্তি বন্ধন হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন ।
সেই জন্যই সাধারণের উপকারার্থ অবশেষে
কর্তৃক কামনার সম্মত, নামান্তর অষ্ট বাতুর
নির্মিত "অমল" প্রচার করিলাম ।

আজ কাল মানা প্রকার ঔষধি বাতুনির্মিত
কর্তৃক ও অমুরীর ইচ্ছাধি বাহ্য অষ্ট বাতু নির্মিত
কর্তৃক প্রচলিত হইতেছে, তাহা যে কত দূর মত
কর্তৃকজন ব্যক্তি অতি অসুখকাল মধ্যেই শরীর
ব্যক্তি বন্ধন হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন ।
সেই জন্যই সাধারণের উপকারার্থ অবশেষে
কর্তৃক কামনার সম্মত, নামান্তর অষ্ট বাতুর
নির্মিত "অমল" প্রচার করিলাম ।

অমলকে যে সকল ব্যক্তি বাতু বচিত হইয়াছে
তাহা এক একটা করিয়া নিম্নলিখিত হইবে । আর
উক্ত সন্মানীয় আবেশনকর্তৃক কামনার সম্মত, নামান্তর
অষ্ট বাতুর নির্মিত "অমল" প্রচার করিলাম ।

কর্তৃককিরীটমণি দ্বারা সৌভ করিয়া লইবেন, যাঁহারা
কর্তৃক অমুরি লইয়া ঠিকিৎ ছেন তাঁহারা একবার
পড়িয়া লন ।

মূল্যপ্রাপ্তি ।

আমরা কৃতজ্ঞতা স্বরূপে স্বীকার করি-
তেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ সে প্রকাশের
মূল্য গেরণ করিয়াছেন ।

ঐযুক্ত বাবু সারদাচরণ ব্রহ্মোপাধ্যায়	
ভবানীপুর	১.
" " গিরীশচন্দ্র রায়চৌধুরী	
জয়লপুর	১.
" " রামচন্দ্র ব্রহ্মোপাধ্যায়	
ধিনাজপুর	১.
" " জয়কৃষ্ণ রায়	
জয়লপুর	১.
" " পরেশচন্দ্র চৌধুরী	
গোবর্ডাঙ্গা	১.
" " রামচন্দ্র বৌদিক	
বাহাদুরী	৪.
" " কানীকুমার বসু	
ত্রিপুরা	৪.
গোবিন্দলাল লাইজেরী	
জলপাইগুড়ি	৪.
ঐযুক্ত বাবু দয়াললাল ব্রহ্মোপাধ্যায়	
বেলগোড়িয়া	৩০.
" " কৃষ্ণবন্ধু রায় চন্দ্র	
পাবনা	৩০.
" " মহেশনাথ ব্রহ্মোপাধ্যায়	
পালিহাটি	৩০.
" " দেবচন্দ্র ভট্ট	
বদনগঞ্জ	৩০.
" " লক্ষ্মীনারায়ণ ব্রহ্মোপাধ্যায়	
পূর্ণিমা	৩০.
" " নরেন্দ্রকুমার বসু	
গোবর্ডাঙ্গা	৩০.
নগর, ব. লী চারুসমাজ	৩০.
ঐযুক্ত বাবু সীতানাথ ব্রহ্মোপাধ্যায়	
পত্নীপুর	১০.
" " কিশোরচন্দ্র স. ব.	
কলিকাতা	১.
" " অনুরাচরণ বৈদ্য	
রাজপুর	১.
পণ্ডিত বৈদ্যলোকনাথ বোমাল	
মুলনা	১০০.

ঐযুক্ত বিজ্ঞানী বেনী
র. ক. ক.

বিজ্ঞানপুস্তকালয় প্রাপ্ত

আমরা যিনি সহকারে সাধারণকে জানাই
তেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দ্বারা
কর্তৃকজন ব্যক্তি অতি অসুখকাল মধ্যেই শরীর
ব্যক্তি বন্ধন হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন ।
সেই জন্যই সাধারণের উপকারার্থ অবশেষে
কর্তৃক কামনার সম্মত, নামান্তর অষ্ট বাতুর
নির্মিত "অমল" প্রচার করিলাম ।

বেসকল কর্মখালির বিজ্ঞাপন আনাধিগত
নিকট আসিবে, তাহা প্রথম একবার বিজ্ঞাপনে
প্রচারিত হইবে । তাহার পর নিম্নলিখিত
লগ্না হইবে ।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কর্তৃক

সংক্রান্ত কর্তৃক

সমস্তপক্ষে সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য
মাসিক সমস্ত বার্ষিক ১০ টাকা এবং বার্ষিক
৫০ টাকা । অগ্রিম পক্ষে ডাকমাসিক সমস্ত
টাকা । অগ্রিম পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা বার্ষিক
সিকের নিয়ম নাই । লিখক ও ছাত্রদিগের
অগ্রিম ডাক মাসিক সমস্ত ৩০ টাকা দ্বি-
হইয়াছে ।

অগ্রিম মূল্য বা পাইলে মাসিক সোমপ্রকাশ
প্রেরিত করিয়া । যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য
পাঠাইবেন, তাঁহারা স্বা-
লিখিত ৪৮নং ওকপ্রদান চৌধুরীর লেন কলিকাতা
ঐযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্তীর নামে নোট, তাহা
বরাহ চিহ্ন, মণি অঙ্ক, ইহার অগ্রিম বাহ্য
যাহার জবিদ্য হয়, তিনি সেই উপাধি দ্বারা
প্রেরণ করিবেন । অষ্ট আনা অধিক মূল্য
টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না । মূল্য
নির্দেশিত হইবার পূর্বে কেহ সোমপ্রকাশ প্রেরণ
অনিষ্ট হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া
হইবে না ।

যাঁহারা মাসিক বা বার্ষিক পত্রাদি প্রেরণ
করেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি প্রেরণ
হইবে না ।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা
করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পত্রিক
ই আনা তাহার পর ১০ এক আনা দিতে হইবে
কেবল ইংরাজী অক্ষরে প্রতি বার ১০ পয়সা
করিয়া লাইন ধরা হইবে ।

অগ্রিম, সংবাদদাতা, অগ্রিমকারীর পত্র ও
অগ্রিম বেসকল, যিনি মাসিক আন
অগ্রিম আনিলে তাহার মাসিক বা কোমলী
বিজ্ঞাপন বা সন্মত এবং সন্মত নিম্নলিখিত
সম্পাদক, প্রিন্টার বা প্রিন্টারের দ্বারা
হইবে না ।

উক্ত এই পত্র ৪৮নং ওকপ্রদান চৌধুরীর লেন
কলিকাতা সোমপ্রকাশ ব্রহ্মোপাধ্যায়
চক্রবর্তীর দ্বারা প্রতি সপ্তাহে প্রেরণ
কৃত ও প্রকাশিত হইবে ।

চাঁদচিহ্নে, লোমাবিশূদ্বিত।

०२. अनुराग

* चरन्मनः प्रकृतितुल्यं पश्यिष्यः कृतकतो कृतिकृतो न जीयताम् ॥ *

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

जन्म: वैशाख शुक्ल चतुर्थी १२२० साल । १२ वैशाख । १२ २५५५ २६६ काठमाडौं ।

८ त्रिजनाय । १२५५ याव ।

१. **कर्मचारी** : कर्मचारी कर्मचारी कर्मचारी
 २. **कर्मचारी** : कर्मचारी कर्मचारी कर्मचारी
 ३. **कर्मचारी** : कर्मचारी कर्मचारी कर्मचारी

বিশেষ দ্রষ্টব্য

প্রাক্তন স্টেশনারিবিগেড 'এ' বা বাহাদুর কনি-
 জার আগিরা সোমপ্রকাশের ইলুস্ট্রেশন এবং
 হাক্ক আদলাক বিষয়ের কথামূলক। কবিদ্বার উক্ত
 বিবেচন, উক্ত সোমপ্রকাশ তিনটিভাগে
 গিয়া কথামূলক ইলুস্ট্রেশন দ্বারা এই কথামূলক
 প্রকারে লেখ, সোমপ্রকাশ কাগজের অগ্রদূত
 প্রকারে লেখ, সোমপ্রকাশ কাগজের অগ্রদূত
 প্রকারে লেখ, সোমপ্রকাশ কাগজের অগ্রদূত
 প্রকারে লেখ, সোমপ্রকাশ কাগজের অগ্রদূত

আমরা কলিকাতার কালিদাস নানা
কাব্য ভবদেবী ও পুস্তকালয় মূদ্রণ
মধ্যে উচ্চাঙ্কুরে ও উল্লভ মূল্যে সম্পন্ন
কিঁতে । আরও করিয়াছি । মৌহারা
নাম প্রকাশ । "বল্লীলগ্নে চৈক দাখিনা,
টি, লেবেল, বিল, পিট্টলন ও পুস্তকালয়
বতীর বিষয় ইহাখি ও কালিদাস অক্ষরে
অন্ত করিতে ইচ্ছা করিবেন, কৌহারা
লগ্নি উচ্চাঙ্কুরে কালিদাস আনন্দ . নিঃট
টার পাঠাইলে মূদ্রণ অক্ষরে পুস্তক প্রাপ্ত
ইবেন । আরও করিয়াছি ও কালিদাস
না প্রকাশ মূদ্রণ অক্ষরে বর্তমান ও কালিদাস
নাম করিয়াছি । উল্লভ মূল্যে ও
নাম প্রকাশে যে কার্য সম্পন্ন হইবে তাহা

বলা বাহুল্য। বিশেষতঃ সোমপ্রকাশ
মজলানে কোনরূপ প্রবন্ধনা ও প্রচারনা
নাই। ^{১৩} সুতরাং যখন একে অবগত করা
যাইতেছে তাঁহারা নিঃসন্দেহ চিত্তে আমা-
দিগকে যুগ্ম কার্যের পক্ষে কল্লিওত করেন।

সোমপ্রকাশ সম্বন্ধে চিঠি পত্র টাকা
কড়ি, মনিঅর্ডার আদি গ্রাহক মহোদয়গণ
একণ হইতে ১০ নং গুরুপ্রসাদ
চৌধুরীর সেন সোমপ্রকাশ কার্যালয়ে
ঈযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্তীর নামে
পাঠাইবেন। অতঃপর সোমপ্রকাশ
সম্বন্ধে চিঠিপত্র বা টাকা কড়ি মনিঅর্ডার
গ্রাহক মহোদয়গণ আর কাহারও
নামে পাঠাইবেন না। অথবা কার্যালয়ের
কোন কর্মচারীর নামে সোমপ্রকাশের
বৃদ্ধ প্রেরণ করিবেন না। অপর নামে
পাঠাইলে অধিকারীর হস্তগত নী হওয়া
সম্ভব। গ্রাহকগণের সেরে বিনয়ে যেন
দৃষ্টি থাকে।

३. अन्तःकरणः

সোমপ্রকাশ অফিস

• ५ विना, सुखे निवर्तन •

‘‘डाउंगीर मन्मथान प्रेस नौबलिक कंठ’’

मन्त्रेण चिकित्सा ।

(विद्यार्थी संरक्षण-विनियोग, विभागे १२

(पृष्ठ संख्या)

१. श्रीगणेशाय नमः ।
 २. श्रीगणेशाय नमः ।
 ३. श्रीगणेशाय नमः ।
 ४. श्रीगणेशाय नमः ।
 ५. श्रीगणेशाय नमः ।
 ६. श्रीगणेशाय नमः ।
 ७. श्रीगणेशाय नमः ।
 ८. श्रीगणेशाय नमः ।
 ९. श्रीगणेशाय नमः ।
 १०. श्रीगणेशाय नमः ।

নিউ হোনিওপ্যাথিক হল।

ଅନୁ, ବି, ବିଦ୍ୟାମ ଏଡ଼ କୋଃ ୧

৫৭ নং সীতারাম ঘোষের কলিকাতা

নতুন আয়োজন । ৫০

আমরা এই কণ অবধি জাখান এলকোহ
 উষধ তাইলিটসন করিয়া দিচ্ছ। করিতেছি ও
 এই মৃতন বাবছার উষধের উপকারিতা ও বিশেষ
 গুণ হুদি ইউরাত্রে : আশ। করি, সকলে অস্ত
 এক একবার আমানিগের উষধ পরীক্ষা করি
 হবিশব্দে । যদিও মৃতন ব বচা অর্ধলঘনে আ
 বিগের বাট হুদি হঠাৎও তথ্যপি চৌবিশিষ্টপাখি
 চিকিৎসার উগ্রীর প্রতি মৃষ্টি রাধিরা আখি
 উষধের মুখা হুদি করলঃ ন।

সম্প্রতি জে. এ. বি. হইতে আবারিগের আব্দুল
নূর ও বব ও কয়েক একর চিকিৎসা, পাশাপাশি
নূর নামেরও আসিতাছে। যে মঙ্গলপাখি
শিকারিগের উপায়ের গ্রন্থ সদৃশ বিখ্যাত
ভাগ ১, টা. ১। ২য় ভাগ ১, টা. ১। ভা.
নাথল ১/২ আনা। বিশেষ পরীক্ষিত মা. মরিচ
৩৫৫৫৫৫ টোণের মধ্যেও আবারিগের নিকট

৩য় বার। মালেকের তুণ এক তুণ শিল্পির
১০ আনা। ২ তুণ এই প্যাকিং ৮০ এই ৬।
হুদর বোণের বহৌষধ ১ তুণ শিল্পির মুক্ত
আরোক) ১০ ২ তুণ এই (তুণ ঐষধ) ৩।
প্যাকিং ৮০ আনা।

আমাকে লিখিলেই উক্ত প্রদর্শনসাপ্তাহিক দিনা বয়ে
পাইবেন। এতোক শিল্পির মূল্য ২৪০ প্যাকিং ১০

জি.জি.লোদাস সরকার

কলিকাতা পেনসনর-অফিস।

সচিত্র চিঠির কাগজ

এ প্রকার চিঠির কাগজ এই প্রথম। হুদর
মুদ্রিত মূর্তি নিয়ে 'কুমারী আনার' সরাসরী মূর্তি
সহ তারিখ ছাপান ইত্যাদি, সুবক সুবকী, হুদর
সকলের ব্যবহারের উপযোগী মূল্য অল্পত পাঁচ
বিজা ১৮০ আনা মাহুল ১০

জে. কে. শর্মা এও কোং।

১৭ নং কলকাতা স্ট্রীট কলিকাতা।

কে. ডি. সরকারের উপদংশ

রোগের পারা বজ্জিত

মহৌষধ।

লিপ্যধি বিজ্ঞোক্তর অবসান সময়ে বেপারের
জমলে এক সুসময়ান ককীরের মিকট প্রাপ্ত।
গত ১৬ বৎসর ইহা বিনা মূল্যে বিতরিত হইয়াছে
কিন্তু ক্রমে ইহার উপকারিতা ও বশ প্রচারের
সহিত ইহার গ্রাহক এতাদৃশ হুঁচি হইয়াছে যে
বিমা মূল্যে বিতরণ এক প্রকার অসাধ্য হইয়াছে।
এই সকল এবং অন্যান্য কারণে ইহার মূল্য নির্ধা-
রণ করিলাম। ইহাতে কোন প্রকারের পারা
নাই, ইহা অল্পকাল মাত্র সেবনেই সচল সচল
লোক এই উৎকট পীড়া হইতে সম্পূর্ণরূপে চিরা-
রোগা লাভ করিয়াছেন। গর্ভবতী স্ত্রী কেবলমাত্র
ইহার সেবনেই রোগোন্মুক্ত হইয়াছে (গর্ভাবস্থায়
সেবন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ) ইহার দ্বারা শিশু সন্তান
ও শৈল্পিক রোগ হইতে সম্পূর্ণ অব্যাহতি পাই-
য়াছে। ইহা রোগের সর্বাবস্থায় আত্ম কলপ্রদ,
এমন কি পারাঘটক ঐষধ সেবন জনিত দুর্বিত রক্ত
ও পরিষ্কার করে ও শরীরের সকল প্রকার কত
ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করে, এই রোগের
একটি পারা বজ্জিত অব্যর্থ মহৌষধ এ পর্যন্ত
আবিষ্কৃত হয় নাই। কয়েকজন সুবিজ্ঞ ডাক্তার ও
সম্রাট ব্যক্তির প্রদত্ত প্রদর্শনসাপ্তাহিক এবং ঐষধ
সেবনের নিয়মাবলি ঐষধের শিল্পির সহিত থাকিবে,

বি. বি. বেনার্জীর

হোমিও প্যাথিক ডিসপেনসারি।

৩২২ বিজাপুর স্ট্রীট, পটলভাঙ্গা বৌদির দিক
কলিকাতা।

চিনসরা ব্রাক. ডিসপেনসারি রাজার বাগান,
শ্যাম বাবু বাট।

বিশেষ হুঁচিকা।

সোমপ্রকাশের সুলভ মূল্য।

৩ মাসের জন্য।

বর্তমান সনের আগামী ফাল্গুন বা-
সের মধ্যে যাহারা নূতন গ্রাহকপ্রাপ্ত
ভুক্ত হইবেন, তাহারা আগ্রিম বার্ষিক মূল্য
৬০ টাকায় এই প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র গ্রহণ
পাইতে পারিবেন। এই সুলভ
নিয়মের সময় অতীত হইলে (অর্থাৎ
চৈত্র মাস হইতে) নূতন গ্রাহকগণকে
সাধারণ নিয়মের বশবর্তী হইয়া গ্রাহক
শ্রেণীভুক্ত হইতে হইবে। ইহার পর
সাধারণে একরূপ সুযোগ পাইবেন না।
নূতন গ্রাহকগণ অধ্যক্ষের নামে ৪৮ নং
গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন, কলিকাতা।
এই ঠিকানায় মূল দি পাইঠাবেন।

উপহার সহ অর্ধ মূল্যে

বসন্ত পাগলিনী

৩ মাসের জন্য।

বসন্ত পাগলিনী বা অন্তর্ভুক্ত সমাজ রহস্য—
সমাজে হুণে হুণে যত কাল যত রাত্রিরানী

পাগলিনীর মুখে তৎসমস্ত অতি বিবরণপে
প্রকাশ হইয়াছে। সমাজের আন্তরিক খটনা
সহিত নূতন ধরণের পুস্তক এই প্রথম।
প্রবন্ধকার কেবলমাত্র সামাজিক বিষয়ের অবতা-
রণ। 'কলিকাতা' ফক হইয়াছেন তাহা মতে
উক্ত প্রবন্ধ (সামাজিক ও প্রবন্ধ) বহু গৌরব
পূর্ণ উপদেশ প্রদাতক পুস্তকের কলকাতার
বেতন অল্পত করিয়াছেন, তৎপক্ষে পাঠক
বর্গ অসংখ্য স্নাত ও জ্ঞান লাভ করিতে পারি-
বেন। আনন্দা শিলাপনের ছুটি বাড়িই
পাঠকগণের মন ফুলাইতে চাহিয়া তৎবৎসর
পাগলিনী পাঠকগণের মন ফুলাইতে কত
করেন নাই।

ডিমাই ১২ পেন্সী ১০ ক্রমাতে ও উত্তম কাগজে
পুস্তক সমাপ্ত হইয়াছে। অর্ধ মূল্য মাহুল সময়ে
১০ আনা এবং ইহার সঙ্গে ছাপান নারী বা কাল
নীলামা নামক একখানি পুস্তক উপহার দেওয়া
হইবে অধিক পুস্তক লগে বিশেষ হুঁচিকা
করিয়া দেওয়া হইবে। তৎসমুদয় নিয়ম আলাদা
কারী মিকট পত্র লিখিলেই জানিতে পারি-
বেন। পুস্তক পাইবার ঠিকানা,—
১৭ নং কলকাতা স্ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটরি
১৮ নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন, কলিকাতা
ও আবার মিকট প্রাপ্তব্য।

একশত

ঐসীতামাধব ডাটচাওয়া

কলিকাতা ৪৮ নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন
সোমপ্রকাশ ক. প্র. লগে।

প্রেরিত পত্র

মানবর প্রিয় সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয়
সমীপে।

ফুলিব কেননে?

ময়ম সুবিনে যারে ঘোষ দায়!
ফুলিবারে নেকি? তারে তে লা যায়।
নারা নোহ বত ময়র জগতে।
পড়তেছে সখা আব ঘিষ মতে।
তাহ বারিধারা খেহে ছন্দনে।
তার তাবি তারে ফুলিব কেননে।
মনে করি আর ভাবব না তার।
মহেন। যাতনা, মণা মাফ যার।
দূর গেহে পুণ্ডি মানি এ যাতনা।
ছাড়ি ছাড়ি করি ছাড়িতে চায়েনা।
তাই কারি আর তাবি না মনে।
তাই ভাবি আরে ফুলিব কেননে।
যাতনা, অমল মণে থাকি থাক।
পালাই পালাই করে আর পাখ।
তরু পাখি তার। পালাইতে যারে।
ফুলসে মতত ফুলত অফারে।
তাই তাবি আর কাহি মনে মনে।
তাই তাবি তারে ফুলিব কেননে।

যদিও বহুতল ভবন নির্মাণ করা হয় ।
 ৩০ ফুট উচুতে শক্তি আহি পাই ।
 কলটি যেন চক্রে আসি ঘুর ।
 খর জগৎ সব মায়াময় ।
 যারা বলে ভাবে দেশের মঙ্গল ।
 তাই তাই তাই তুলিব কেমনে ।
 ২২ সার জোড়ের অজাত পাশপত ।
 তবু তব সম বাণের জগৎ ।
 তারি তবু খেতে তাই সার বেড়াই ।
 উভার আত্মা তুলি নাতি পাই ।
 তলে পড়ে প্রাণ মোহ প্রভঞ্জন ।
 তাই তাই তাই তুলিব কেমনে ।
 লবন কোলে সৌখিনী ঘেম ।
 বজ্রনির বেলা খেলে বর্ষ বন ।
 তমতি আমার হৃদয় কলসে ।
 প্রাণ প্রাণ ঘেম সহ প্রাণ করে ।
 নির্মমেবে বাহা নিরবি মরমে ।
 তাই তাই তাই তুলিব কেমনে ।
 তাল বেয়ে ঢাকি চিত্তা প্রভঞ্জন ।
 মালোভিত করে হৃদয় গগন ।
 মনি আপনা আপনি চারাই ।
 কহে কি করি ভাবিয়ে না পাই ।
 রত রত করে হৃদয়নে ।
 তাই তাই তাই তুলিব কেমনে ।
 তুলি তুলি কর তুলি না কি করে ।
 বরণ নাহি ত্যাগে অস্তরে ।
 ছিল ও বাহা মুহা নাহি বাধ ।
 মনে ঢাকা ঘেম চাঁদের উদয় ।
 তাই তাই তাই তুলিব কেমনে ।
 মনের সেই মরমের কথা ।
 টহিলে হৃদয়ে পাই কত বাধা ।
 মবেদনা হয় । সহি প্রাণ তরে ।
 মনি নিশি আঁখি কর রত করে ।
 মন পোকা মন ভাবে সেই জনে ।
 তাই তাই তাই তুলিব কেমনে ।
 মনে মনে তাই তুলি ছোক আর ।
 তাই তাই তাই তুলিব কেমনে ।
 মনে মনে তাই তুলি ছোক আর ।
 তাই তাই তাই তুলিব কেমনে ।
 মনে মনে তাই তুলি ছোক আর ।
 তাই তাই তাই তুলিব কেমনে ।

১১ খালা কালে সেই আদ্য আদি বুলি ।
 খালা জীবা যত তুলি সর্কলি ।
 ১২ খালা কালে সেই জীবন বুলি ।
 খালা জীবন সে তুলি কি মলি ।
 তাই তাই তাই তুলিব কেমনে ।
 তাই তাই তাই তুলিব কেমনে ।
 তুলিতে কইবে জগৎ সংসার ।
 এ তব ভাটের বোতাম পসার ।
 মরণের আগে তুলি না ক কেনে ।
 অগনের মণি চোখে ঘেমেনে ।
 ১৩ সার যত না মারার বহুনে ।
 তাই তাই তাই তুলিব কেমনে ।

জিহবন্ত কুমার রায়চৌধুরী

সন ১২৯৩ সাল }
 ২৭শে পৌষ } যারাইপুর ।

—০০—

মান্যবর জিহবন্ত সামপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয়
 শ্রীমতী সুনীপেয় ।

অন্যদিকটের সত্যের সম্পাদক মহাশয় !
 আজ একটি পরিচয় লিখক কোন খেতাব বহা তুলি
 কর্তৃক নিম্নলিখিত অপর্যায়িত ও প্রভু
 কইরা তৎ প্রভুকার্য সর্ব সাধারণের সমাজ-
 ত্বিত ও অমূল্য প্রত্যাশায় বর্তমান ।

আমি যেদিনের জেলা অস্ত্রগত কালিগড়ির
 সার্কল পতি ও এংএম-এর তিলেক পোষ্টকি-
 সের কার্য ভারও আমার উপর সনর্পিত আছে ।
 এক গৃহেই পোষ্টফিস ও সার্কল ফুলের
 কার্য সম্পন্ন হয় । যে গৃহে পোষ্টফিস ও
 ফুলের কার্য হয়, তাহার সমুখস্থই এখানকার
 পুলিশ আউটপোষ্ট সংস্থাপিত । যথাস্থলে
 গ্রামের লোক রাত্রে আর এই রাত্রে এক প্রান্তে
 পোষ্টফিস ও অপর প্রান্তে আউটপোষ্ট স্থাপিত
 আছে ।

গত ১৩ই মার্চের যেদিনের জেলা আসি-
 ঠান্ট পুলিশ অফিসারের তিলেক পোষ্টকি-
 সাহেব অত্র আউটপোষ্ট পরিদর্শনে আই-
 সেন । তিনি আউট পোষ্টে বসিয়া অবনত
 বসনে কাগজপত্র দেখিতেছেন এমনকালে আমি
 আমার থানা হইতে পোষ্টফিসে আসিতে
 ছিলাম । সাহেবের সমুখ দিয়া আসিবার কালে
 আমি মনে ভাবিলাম যে সাহেবের দৃষ্টি সংগতি
 পতিত হইলে তাঁহাকে সেলাম করা যুগা ।
 আমি তখন তাঁহার সমুখ ছাড়াইলাম অর্থাৎ

বসন আমার পূর্ত সাহেবের কতিপয়ে পতিত
 তখন সাহেবের দৃষ্টি আমার উপর পতিত হই-
 লার "ও কোন্ থানা" এই কথা উচ্চারণের
 লক্ষ্যে সাহেব বলিবার আদি সাহেবের
 দিকে কিরিত সেলাম করিলাম । অত্র
 আউটপোষ্টের ভারপ্রাপ্ত হেত কনভেন্ট
 আমার পরিদর্শন । সাহেব সেলাম ও
 পরিচয় পাইয়াই আমারে পূর্ব হারামজায়া
 ইত্যাদি খাৎকা সত্যকথা করিলেন । আমি
 বলিবার আশ্রয় করিয়া পূর্ব সাহেব বলিবার
 কেন্দ্রবিন্দু হইয়া এই বলিবার সাহেব
 দৃষ্টি আশ্রয় আমার উক্ত মধ্য প্রান্ত করি-
 লেন । আমি প্রভু হইয়া পোষ্টফিসে
 উপস্থিত হইয়া বলিলাম আমি সাহেব তুলি
 কোন্ আইন ও কোন্ কথার দ্বারা আমার
 গালি দিলে ও প্রহার করিলে বুঝিব । এই
 কয়েকটি কথা সাহেবের জোহানলে ঘেম হতা-
 হত হইল । সাহেব পুনরায় আউটপোষ্ট ও
 পোষ্টফিসের মধ্যস্থিত সার রাত্রে দৃষ্টি
 অসিয়া পাকড়া খালা লোকের পাকড়া
 এই ভীষন প্রবণ ফটাইতে লাগিলেন । আর
 হেতকনষ্টাবল কত্রমোঃ জালা ও মিটারেট ক-
 টেবল লিফটের রায় বোড়িয়া আসিয়া আনবে
 পোষ্টফিস হইতে বলদূর্ব্বক বর্তমান হইয়া গিয়া
 নিদারুণরূপে পুনঃঅপমানিত করাইলেন । সাহেব
 বের ভীষন প্রবণ কি দেখিবার জন্য পোষ্ট
 আফিসের চতুর্দিকে জনতা হইয়াছিল । কিন্তু
 পল্লীগ্রামবাসী জনগণ সতর্ক হই ভীক হুতবা
 কেহই নিকটে আসিত সাহসী হইলেন না সব
 লেই একটুকু দূরে কার্তপুতলিগণ বর্তমান
 ছিলেন । যথলোকের সাফায়ে দূর্ব্বক পুলিশ
 কিরিত পোষ্টফিস হইতে বলদূর্ব্বক আমার
 দুই চক্রে ধরিয়া বসন টানিয়া লইয়া বার, তখন
 আমার এমনই লজা ও দুঃখ হয় যে এ প্রাণ
 আর রাখিব না । কিন্তু সম্পাদক মহাশয়
 সংসার মায়া কি ভয়ানক পদার্থ । সেই
 নিদারুণ অপমানে অপমানিত হইয়াও অত্যাশি
 আমিলোকসমাজে মুখ দেখাইতেছি । আমার যে
 সময়ে পুলিশ গৃহ করে, তখন পল্লীগ্রামবাসী
 অল্প বয়স্ক ভীক ছাত্রগণ লিখকব এই পোচ-
 নীর দশা দর্শনে পলায়ন কবে ততরাং সে দি-
 আর ফুলের কার্যই হয় নাই । ফুলের কার্য
 রত্নের সময়েই আমাকে গৃহ করা হয় ।

আমি ঘটনার দিনেই লিখা বিভাগের
 তৎকালিণ টগর কর্তৃক মিষ্ট-সরকারি রেডিও

উল্লিখিত দ্বারা উক্ত বিবরণ জ্ঞাপন করি। শিক্ষা-বিভাগের 'কর্তৃপক্ষ' ডেঃ ইনস্পেক্টর মহাশয় আমার রিপোর্ট জেলায় বাজিট্রেট সাহেবের নিকট প্রেরণ করেন। বাজিট্রেট সাহেব সরকারী পুলিশ সাহেবকে উহা জ্ঞাপন করার পুলিশ সাহেব বাজিট্রেটের নিকট কমা প্রার্থনা করেন। বাজিট্রেট সাহেব বসন্ত ডেঃ ইনস্পেক্টর মহাশয় আকস্মিক পত্র দ্বারা পুলিশ সাহেবের কমা প্রার্থনাস্বত্বক পত্রের স্বাক্ষর প্রেরণ করিয়া তৎপরে উক্ত ইহাও জ্ঞাপন করেন যে, বাজিট্রেটের অভিলাষ যে সুবিধা করা কর, তৎপরে কমা করিলে আমিও সন্তুষ্ট হইব।

আমি এই বিষয় সম্বন্ধে পড়িয়া বহিঃ কমা করিবার অনিচ্ছা সত্ত্বেও কমা করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলাম কিন্তু অত্রতা পুলিশ কর্তৃ-চারিগণের নামাক্ষপ রেখাজি প্রকৃতি নানা কারণে কিছু করিতে পারি আর নাট পারি তথাপি এই মাগমা কমা সুই হইব না, এই ভাবিয়া ডেঃ ইনস্পেক্টর মহাশয়কে আমার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া এই অভ্যাসের প্রতী-কারার্থ লিখাবিভাগ হইতে বক্ত করিবার প্রার্থনা করি। এই বিষয়ে ডেঃ ইনস্পেক্টর মহাশয়ের সহিত অনেক লেখালেখির পর তিনি ২০ এ ডিসেম্বরে ১৯১২ নং পত্র দ্বারা যে চূড়ান্ত উত্তর দিয়াছেন তাহাতে শিক্ষা বিভাগ হইতে প্রীতিরাশা অতল জলে ভুবি-রাছে। তিনি ঐ পত্রে লিখিয়াছেন যে "আপনি ইচ্ছা করিলে আপনার অবমাননা কারিগণের মাঝে অসহ্যতা লাগিল করিতে পারেন। আপনার অবমাননাজনিত দুঃখের সহ্যকৃত্তি জির অম্মা কোন প্রীতির আহার সাধ্যারত নয়।" তাক বিভাগ হইতে প্রতী-কারাশাও উৎসব। পোর্টাল রূপায়িত্রেটে কেবল ১লা ডিসেম্বরে ৫৪৩৪ নং পত্র দ্বারা জানাইয়াছেন যে, আমার রিপোর্ট তিনি বক্ত-বেলের পোর্টবাক্টার জেনারেল মছোবের নিকট পাঠাইব হেন। তৎপরে আর কি হইল উহা জামিয়ার জন্য পুনঃ পুনঃ লিখিয়াও তাক বিভাগ হইতে এ পর্যন্ত আর কোন উত্তরই পাওয়ায় না। মহানর সম্পাদক মহা-শয়! আমি শিক্ষাবিভাগের একটি পুরাতন কর্মচারী। শিক্ষা বিভাগ হইতে অবশ্যই প্রতীকার হইবে এই ভাবিয়া সংবাদপত্রের

আজ্ঞার লই নাই। লিখাবিভাগের শেষ উত্তর প্রাপ্তির পর সন্ধ্যায়ী পত্রিকায় এই বিবরণ লিখিয়া পাঠাই। সন্ধ্যায়ী সম্পাদক মহাশয় ২৫ এ ডিসেম্বরের সন্ধ্যায়ীতে আমার পত্র খানি মুদ্রিত করিয়া বাহিঃ প্রকাশ করেন। আপনার কার্যকরতার টিকানা অনেক অস-সম্মানের পর সম্প্রতি জানিতে পারিয়া এই পত্র পাঠাইলাম।

মহানর সম্পাদক মহাশয়। মানুষ হইয়া শিক্ষকের তদুপ অর্থবন কোথায় যে রাজ্য-ভাষীর বোর্ডও প্রতাপাধিত পুলিশ বিভাগের উক্ত পত্র ইংরাজের বিরুদ্ধে বর্ণাধিকরণে তুহুস আন্দোলন উপস্থিত করিব? তবে যদি বৈশী জাতগণ এ বিষয়ে আমাকে উপযুক্ত বর্ণাধিকরণ করেন, তাহা হইলে আমার উৎসাহ সিদ্ধ ও ভারতসম্মানগণের সুখ রক্ষা হয়। তাই আজ আমি সাধারণ নিকট তিকাভাও হস্তে হস্তারাম হইলাম। বৈশী জাতগণ এই তিকাভাও যদি কিছু দান করা উচিত বোধ করেন, তবে সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহা-শয়ের অথবা একবারে আমার নিকট পাঠাইয়া বাহিত করিবেন।

ভবদীয় বশবৎ

ঐশ্বরীচরণ সোম।

সাতার পণ্ডিত ও ভিলেজ পোর্ট
বাটার, কালিগাড়ি।

সোমপ্রকাশ

১২ই মাঘ সন ১২৯৩ সাল।

পাঠক জ্ঞাত আছেন, গত কনগ্রেস সভার সহানুভূতিহীনতা দেখাইয়া কলিকাতার মুসলমান সমিতি কনগ্রেসকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে ডেপুটি মাজিট্রেট আবদুল সালেমের নাম আক্ষরিত ছিল। আবদুল সালেম ষ্টেটসম্যান পত্রিকার এক খানি পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন যে ঐ আক্ষরিত হইয়া নহে। এই বিবরণ লইয়া কয়েক দিন আন্দোলনের পরেই ছোট লাইট তাঁহাকে একটি অস্বাস্থ্যকর কথ্য কানেবহলী করিয়া দিয়াছেন। কার্যমতে ঠিক প্রকাশ পাই-তেছে যে, ছোট লাইট তাঁহার কোন কোন

পুঁচবেব অগুরুোধপরতন্ত্র হইয়া আবদুল সালেমকে তাঁহার স্বাধীন মতিভের প্রক'র প্রদান করিয়াছেন। ছোট লাইট নিজে জাতীয় সমিতির বিবোধী। মুসলমান সভা হস্তে এই জন্তই উহার বিরোধী হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন সাধারণ হিতের জাতীয় কার্যে তাঁহারা জাতীয় জীবনের উন্নতি দেখিতে ভাল বাসেন না, ছোট লাইট ভারতবর্ষের শিবোন্নয়ন দেখিতে পাবেন না। স্বজাতি এবং রাজার মন রক্ষা করিতে না পারিয়া সালেম উভয়েরই কোপনরনে পড়িয়াছেন। ছোট লাইট ও মুসলমান সভার হস্তে এই স্বাধীন মতাবলম্বী উঃমমতা ব্যক্তির অদৃষ্টে আরও যে কি আছে তাহা বলা যায় না। ছোট লাইট বিদায়কালে ভাল মরণ কামড়াই কামড়াইয়া বাইতেছেন। ইহা হই জন্ত আবদুল জিরামপুর মিউনিসিপ্যালিটি এবং জিরামপুর নিবাসী এক সম্প্রদায়ের লোক ব্যস্ত হইয়া একটি টমসন হল নির্মাণ করিতেছেন বাবুরা কি মুসলমান সমিতিতে যোগ দিতে পারেন না?

ইউরোপীয় আকাশ দিন দিন ঘন মেঘে আচ্ছন্ন হইতেছে। ইলিপট হইতে একখানি মেঘ উঠিয়া বিরোধ ব'রুতে পশ্চিমাকাশে লক্ষ রিত হইয়াছে, বুলগেরিয়া হইতে আর একখানি মেঘ উঠিয়া প্রতিক্রমেই ঘনীভূত হইতেছে। অট্রিয়া এবং রুসের সহিত বৈবসবন্ধ চূড়ান্ত হইয়া উঠিয়াছে। ফরাসি এবং জার্মানির মনোমালিন্য বৃদ্ধি হইয়া ভীষণ কার ধরণ করিতেছে, গ্রীস এবং তুর্কী এক এক পক্ষ অবলম্বন করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন, ঘণ্টিনিও রুসের সহিত সন্ধিলিভ হইয়া লম্বক সন্ধি সন্ধিত হইতেছেন। বিবাদের কারণ অনেক, প্রত্যেক বিবাদে প্রত্যেক রাজ্য-ধর্মের স্বার্থ অনেক ও সকল বিবাদেই ইংরাজের স্বার্থ আছে। রুস, যেখানে ইংরাজ তাহার বিপরীতে, রুস তুর্কীর সহায় ইংরাজ অট্রিয়ার সহায়। অপ'র্দপি নি-শেখতা প্রকাশ করিলেও ভিতরে ভিতরে

বের পক্ষ, কর সি এক শ্যেই ইংরাজের
। অথচ করাসি ও জার্মানির সহিত বিল-
মনোবাদ । ইংরেজ পর পরের
বের কারণ তিরোহিত হইলেও রুস
টিয়া অর্থাৎ ইংরাজ ও রুসের বিবাদ
নিবার্য। সকল দেশেই যুদ্ধের আয়ো-
জন হইতেছে, সকল দেশেই সৈন্যগণের
সংগঠন হইতেছে । রাশি রাশি কামান
শুধু একতোক রাজ্যেই প্রস্তুত হইতেছে,
রাশি রাশি তরবারি সকল তুপের উপর
তুপাকারে সজ্জিত হইতেছে । ইউরোপে
জড়ির আর ক'হারও মুখে কথা নাই।
সকল জাতিই সতর্ক, সকল জাতিই স্বাধ-
ন্যকর সম্মত । ইউরোপে বেন ঘরে ঘরে
রাজ্যে রাজ্যে, সন্তান প্রবেশ করিয়াছে ।
রুসে দুই জন ইংরাজ রুসভাষা শিক্ষার জন্য
গমন করিলেন। রুসভাষার আবদ্ধ করিয়া
অবিখ্যাসের পরিচর দিলেন । এই যুদ্ধ-
ভয়ে ইংরাজের লাভ অতি কি তাহা নির্ণয়
করা দুঃস্বপ্ন, অথচ ইংরাজ বেন সকল জাতি
সমক্ষে অধিকতর দারপ্রদ । এসিক রাজ
নীতিবিদ লর্ড ইলডসডের মৃত্যু হইয়াছে ।
লর্ড সলিসবারির গভর্ণমেন্ট চর্চছিল সম্প্র-
দায়ের সাহায্য না পাইয়া ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া
পড়িতেছেন। শত্রুপক্ষ রক্ষণশীলের গভর্ণমেন্ট
পাইয়া পক্ষান্তর করিতেছেন। ওদিকে আরলান্ডে
দারুণ দুর্ভোগ । কদীদার কর্তৃক উৎপীড়িত
একবর্গের দারুণ অসন্তোষ । এই বিবা-
দের অবস্থায় ইংলণ্ড মহাসমরে অগ্রসর হইয়া-
ছেন । আমাদের ডর কেবল ইংলণ্ডের জন্য,
ইংলণ্ড অস্তিরার কর্তৃত্ব হার্ডিতে পারিবেন
না । সেই অস্তিরার উপরও রুসের রক্ত
বিষেব । বিবাদ যে সহজে মিটিবে তাহার
পূর্ণলক্ষ্য দেখা যায় না । ইংলণ্ডকে এই
জন্য কমে, ভারতবাসীর সংরক্ষণ প্রহণ
করিতে হইবে । ইংরেজ আমাদের স্তম্ভ
ডর । রুসের সহিত ইংরাজের যদি ইউ-
রোপে বিবাদ উপস্থিত হয়, এলিয়ার তাহার
হাত প্রতিবাদ পড়িবে ।

মহুবার এক একটা হাতব্য চিকিৎসালয়
আছে । হাতব্য চিকিৎসালয়ের চিকিৎ-
সক গভর্ণমেন্ট নিৰ্দ্ধারণ করিয়া পাঠান,
স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটি হইতে তাঁহার
বেতন দেওয়া হয় । গভর্ণমেন্ট ডাক্তারের
বেতনের নির্দেশ করেন, অবকাশ ও পেন-
সনের ব্যবস্থা করেন, কার্য নিৰ্দ্ধারণের
জন্য নিয়মাদি প্রস্তুত করিয়া দেন । নাম
মাত্র মিউনিসিপ্যালিটির অধীন হইয়া
চিকিৎসকগণ কার্যতঃ গভর্ণমেন্টের অধীন
হইয়া কার্য করেন । বেতন দেন বলিয়া
মিউনিসিপ্যালিটি মনে করেন চিকিৎসক
আমাদের চাকর, অজ্ঞাধীন দাস, যখন
বাহ্য বলিবেন, ন্যায় অন্যায় বিচার না
করিয়া চিকিৎসককে তাহাই শুনিতে হইবে;
ইচ্ছা করিলে চিকিৎসককে দূর করিয়া
দিয়া তাহার অস্ত্র চিকিৎসক নিরোগ
করিবেন । এই রূপে মিউনিসিপ্যালিটি
র অধিকারগত হাতব্য চিকিৎসালয়ের
হস্ত কৰ্ত্তী বিধাতা হইতে চান । এদিকে
চিকিৎসক মনে করেন, তিনি মিউনি-
সিপ্যালিটির খাত জীর মত, কেবল তাঁহার
বেতন লোগাইতে বাধ্য । চিকিৎসালয়
সম্বন্ধে কোন বিষয়ে কোন কথা বলিবার
অধিকার তাঁহাদের নাই । এই রূপে
মিউনিসিপ্যালিটি ও হাতব্য চিকিৎসালয়ে
একটা বিবাদ বাধিয়া থাকে । বিবাদের
কারণ বিবেচনা করিতে গেলে অনেক
সময়ে দেখা যায় মিউনিসিপ্যালিটির ক্ষে-
ত্র পড়িয়া থাকে । মিউনিসিপ্যালিটির চিকিৎ-
সালয় বা চিকিৎসালয়ের বিধান সম্বন্ধে
কোন কথা বলা অধিকার চর্চা মাত্র ।
তিনি যে ব্যবসায়ী তাঁহার সেই ব্যবসায়ীর
উচ্চ পদস্থ ব্যক্তির অধীন থাকা কর্তব্য ।
বাংহারা যে বিষয়ে কোন তথ্য জ্ঞাত নহেন
তাঁহাদের পক্ষে ব্যবসায়ীর উপর কর্তৃত্ব
করিতে বাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র । হাতব্য চিকিৎ-
সালয়ের চিকিৎসকসকল বিবেচনাই উচ্চ পদস্থ
ডাক্তারের অধীন থাকিবেন ইহাই বুদ্ধি-
মত্ত । এ সম্বন্ধে আমাদের অধিক বলিবার
অধিকার নাই । কেবল বীর গভর্ণমেন্টকে

আমরা এই মত উদ্দেশ্যে দিতে পারি
তাঁহারা হাতব্য চিকিৎসালয়ের উপর
মিউনিসিপ্যালিটির কি ক্ষমতা আছে
তাঁহার বিশেষ নির্দেশ করিয়া দি । নচেৎ
সর্বত্র এইরূপে বিবাদ বর্ধমান মিউনি-
সিপ্যালিটি অধীন ডাক্তারখানার অনেক
অনর্থের উৎপত্তি হইবে ।

—০—

পাঠকগণ শুনিলে সুখী হইবেন আশা করি
১৬ই ফেব্রুয়ারি ভারতবর্ষে মহারাজী
ভারতেশ্বরের অর্ধ শতাব্দীকাল রাজত্বের
উৎসবকিয়া সম্পন্ন হইবে । উক্ত দিবসে
গভর্ণমেন্টের সমস্ত কার্যসম্পন্ন থাকিবে ।
নানা স্থানের মিউনিসিপ্যালিটির সহিত
পরামর্শ করিয়া উৎসব কার্য কি নিরূপে
সম্পন্ন হইবে তাহার বিধান করা হইবে ।
ভারতবাসী মাঝেই উৎসবে যোগ দিবেন ।
নানা স্থানে নানা প্রকার অর্থ ব্যয় হইবে ।
কোথারও বা মহারাজীর নামে কতকগুলি
শ্রমহিতকর কার্যের নবানুষ্ঠান হইবে । এত
বড় সুখের মাঝে দরিদ্র ভারতবাসীর এও
একটা সুখের দিন । যে জাতি রাজার
নামে আগ্রহিত হইয়া উঠে, রাজার শুভ কার্যে
আনন্দ করিতে তাহাদের কত সুখ
আমরা আশা করি ১৬ই ফেব্রুয়ারি মহা-
রাজীর নামে আনন্দ রবের কোথাও বিরাম
হইবে না । কিন্তু কেবল আনন্দ করিলে
চলিবে না । ভারতবাসীর স্বদেশের স্বত্ব
জনীর স্বেচ্ছা মূর্তি বংশপরম্পরার চির দি-
বাহাতে অগরক থাকে, তাহার উপা-
করিতে হইবে । বুদ্ধিমান পাঠক তাহার
উপায় চিন্তা করুন ।

—

গভর্ণমেন্ট ব্রহ্ম যুদ্ধের যে সকল
কারণ নির্দেশ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একটি
অপ্রকৃত কারণ এই যে ইংরাজ গভর্ণমেন্ট
যদি ব্রহ্মদেশ অধিকার না করেন, করানী
গভর্ণমেন্ট তাহা অধিকার করিয়া বলিবে
এই করাসি ভীতিই যে ব্রহ্ম যুদ্ধের কারণ
আমরা এক দিন তাহাই বিধান করিয়া

মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে আরই সকল

ল্যাম। পালিরাগেণ্টের সভায় উপস্থিত
করিয়া হটাত আমাদেবের সেই বিধায় দূর
বিদ্যায়ছেন। এই বিজ্ঞানকালে বিবেক
অসম্ভব বিবরণ, পাঠ করিলে কখনই
বোধ হয় না যে বিবেক রাজ্য অধিকার করা
স্বাভাবিক উদ্দেশ্য ছিল। করাসি গভর্ণমেন্ট
এবের কোন কার্যই হস্তক্ষেপ করেন নাই।
এম হ্যাস নামক এক জন করাসী এবং এম
এনট্রিএনো নামক এক জন ইতালীদেশী
স্বার্থার্থী অর্থলোলুপ ব্যক্তি বিবেক রাজ্য
ভার্য বিলাস করিতেন। উভয়ে বিবেক
সমুদ্রের লার্ড করিবীর জন্য প্ল্যানিং
করিতেন। তাহাযে দে অর্থবা অর্থ কোন
প্রকারে বিবেক মন ভুলাইয়া অর্থোপার্জন
করাই করাই ইহাদের অর্থবাসের কারণ
ছিল, এম হ্যাসের উদ্দেশ্য ছিল ইরাবর্তী নদীর
সীমানা নির্দেশ এবং অস্ত্রান্ত্র ব্যবহার
স্বাক্ষর ও উভয় প্রান্তে একটি করাসি
কাম্পানি স্থাপন করিয়া রেলওয়ে বিস্তার
করা। এম, এনট্রিএনো এম হ্যাসের উপর
ভিত্তি রাখিতেন। ইনি দেখিতেন এম হ্যাসের
পব চতুরতা না খেলালে চলে না। সুতরাং
তাহাকে হ্যাসের সর্বনাশ এবং সঙ্গে বিবেক
সর্বনাশের উদ্যোগ দেখিয়া তাহা হইতে
স্বাধীনতা লাভ করিয়া লইবার চেষ্টা
করিতেন। এম এনট্রিএনো হ্যাসের
বিচিত্র বিবেক মুক্তি পত্রাদির নকল করিয়া
গায়ে ই.র.জ গভর্ণমেন্টের নিকট প্রেরণ
করিলেন। ইংরাজ গভর্ণমেন্ট এই বিবাস
সভকের পুরস্কার স্বরূপ তাহাকে ৫ হাজার
পাউন্ড দিলেন। এদিকে এম হ্যাস তাহার
উদ্দেশ্যের বিবরণ করাসি গভর্ণমেন্টকে
জ্ঞাপন করিয়া করাসী গভর্ণমেন্টে তাহার
স্বাধীনতা সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন না।
এক অকৃতকর্ম ও ভয়মনে রথ হইয়া
মামলা পরিচালনা করেন। এই ঘটনাটী
বিবেকে অসন্তোষ পাঠাইবার ১২ দিন
পূর্বে। উল্লিখিত। হ্যাসের উপর কেবল
গভর্ণমেন্টের ব্যবহার দেখিয়া বোঝ হয়
কেবল গভর্ণমেন্ট এক বিকারের করণ
নয়, বরং হ্যাস দেখান। ভারত গভর্ণ-

মেন্টও তাহা বিলম্ব করিয়াছিল।
সুতরাং তৎকাল বিজ্ঞান করাসি
কোন মূল নাই। এখন তাহা আমাদেবের সিল-
কন বোধ হইতেছে। লর্ড ডকার্ড কেবল
এম নীতির বশবর্তী হইয়া এই অর্থ
মুখে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অর্থের মূল
যে তাহা নীতিই কলিয়া উঠিল।
সেই কারণে অর্থ ও এম শাসনের ব্যয়
সম্পূর্ণ হইবে বলিয়া গভর্ণমেন্ট
করিতাছিলেন, এখন তাহার বিবেক ব্যয়
হইতে চলিল। যে সেনা দ্বারা অর্থ শাসন সম্পন্ন
হইবে বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছিল, এখন তাহার
বিবেক সেনার প্রয়োজন হইল, গভর্ণমেন্ট
যে নিঃশেষিত রাজকোষ পূরণ করিবেন
বলিয়া পরের রাজ্য কোষে অধিকার কর
লেন, কিন্তু তাহা হইতে অর্থ নির্গমনের আর
একটী নতুন প্রণালী স্থাপিত হইল। অর্থবাসী
আর্জনাদ করিল ভারতবাসী চীৎকার করিল,
বিচার পিপাসার দ্বারা, রাজ্য পিপাসার
গভর্ণমেন্ট চক্ষু কণ হইয়া অর্থ মুখে
হও কলুষিত কারণেন

—১১০—

হিন্দু সকল শাস্ত্রেই ধর্ম বিধান আছে। চিকিৎসা
শাস্ত্রে, সেইরূপ। যে সকল জব্য পান্যহার
কারণে রোগের উৎপত্তি হয়, হিন্দু ধর্মাবধানে
তাৎ এককালেই নিষিদ্ধ। যাতে আবার পাপ
প্রাপ্ত উদ্ভবনা হইয়া পরকাল নষ্ট করে, হিন্দু
শাস্ত্র তাহাতে ভয়ানক শাসন ও দণ্ডাবধি করিয়া
ছেন। পক্ষান্তরে যে সকল বস্তুর আহার ব্যবহারে
শরীর ও মনের ক্ষতি হয়, হিন্দু শাস্ত্র তাহাতে
পুণ্যের পুরস্কার প্রদান করিয়া গিয়াছেন। এই
রূপ পুণ্যকর্মের মধ্যে একাদশীর উপবাস একটী
প্রধান কার্য। এক পক্ষ কাল আহারাদির পর
পর্যন্ত যে রসের সঞ্চয় হয়, একাদশীর দিন উপবাস
কারণে তাহা নষ্ট হইয়া যায়। এজন্য একাদশীর
দেবে একাদশীর দিবস রসপূর্ণ দেবে নানা রোগ
রোগ আশ্রয় করে। উপবাস কারণে তাহা নিকটে
আসতে পারে না। রোগের পারিপাক না হইলে
যে সকল পাপ প্রবৃত্তির উদ্ভবনা হয় উপবাসে
তাহা দমন করিয়া রাখে। এই সকল কারণেই
হিন্দু সমাজে একাদশীর উপবাসের বিধি। হিন্দু
শাস্ত্রের বিধিবার অক্ষর্য ব্যবস্থা করিয়া রাখা

তাই একাদশী তাহার পরম সঞ্চয়। এমন স্থলে
একাদশীতে আকালকার নব্য ও ইন্দ্রিয়শক্তি
স্বকণ্ড তাহার বিরুদ্ধে খড়গস্ত হইয়া দাঁড়াইয়া
ছেন। কোন কোন বিলাসবাসী নবীন বয়স
যুবক ইংলণ্ডের রমণীসমাজে ভারতবাসিনী
রমণীদিগের একাদশীর কঠোর নিয়মের কথা
বলিয়া গোরাকিনাদিগের মননের অর্থ আকর্ষণ
করাইছেন। বিধবা স্ত্রীরা আশ্রয় হয়, তৃষ্ণা
কঠোর হয়, তথাপি নিকট হিন্দু পারবার ইচ্ছা গবে
একাদশীর নিয়মে জলাবদ্ধ পক্ষান্তরে দিতে চাহেন
আমরা এই পরম্পরকর্তার সম্মুখীনকে বিজ্ঞাস
করি, ইহারা কি হিন্দু পারবারের সমাচার রাখেন
না? হিন্দুমানীর স্বাধীন অনেক বিধে পাশ্চাত্য
সত্যতা প্রবেশ করিয়াছে বটে কিন্তু তথাপি এখনও
অনেক হিন্দু পারবারের ভিতরে আবাল বৃদ্ধ
বাণতা পক্ষান্ত সকলকেই একাদশীর উপবাস
কারণে দেখা যায়। শোভন বৎসরের একটী
বালক যদি একাদশীর উপবাস সাধিতে পারে, ১১
বৎসরের একটী বালিকা তাহা পারবে না কেন
ইহা আমরা বুঝিতে পারি না। আবার রোগ
হইলে এখন বিধবাকে উপবাস করাইতে কাহারও
ক্ষম হয় না, রোগসংগ্রহের নিম্ন যে একাদশী
তাঁহাতে উপবাস দেওয়াতে ক্রমবোধ করিয়া
কোনও কারণ নাই। সময় পাছত অবস্থা তেও
একাদশীর উপবাসের ব্যতিক্রম করা অসম্ভব
অবস্থায় হইতে পারে। যে অবস্থায় উপবাস করিতে
স্বাভাবিক হয়, বা কোন রোগের সৃষ্টি হয় অথবা
যে সকল পাতকের উপবাস অনর্থ হয় তাহার উপবাস
লাভন কখনও অবিধি হইতে পারে না। কিন্তু
তাই বলিয়া উপবাস পদ্ধতি উঠাইয়া দিবার জায়
কোনও কারণ দেখি না। বালকাল হইতে এক
দশী উপবাস অভ্যাস করা বধবাক্ষর্য পক্ষান্ত
হুমারী, কি বালক কি বৃদ্ধ সকলেরই কষ্টব্য
কেবল উপবাসে অনভ্যাস অসম্ভব বিধবা বালিকা
উপর সমাজের একটু সদয় দৃষ্টি দাঁকা উচিত।

গত ২৭এ পৌষের সোমপ্রকাশে আমরা রা
পুর প্রান্তের কয়েকটী গ্রামের অগ্নি দ্বানীর এক
আলম্ব চোরে কক্ষা উল্লেখ করিয়াছি। আম
সে চোরের অবস্থার বতরু অবগত হইয়াছে তাহা
পুলিশের অন্তর্ধান হইয়াছে। আশঙ্ক পাছর পার
সে ব্যক্তি যে চোর বাল্যকাল হইতে আবার, তা
তদ্বারা আলম্ব চোরে কিন্তু পুলিশ তাহাকে চো
বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিতেছেন কি? আম
যে হুঁজুর বড় বুদ্ধি হইয়াছে। এজন্য পুলিশ

এই ব্যক্তির মোহাই 'বিদ্যা' এডুকেশনের 'লকল' এর কারণ দেখাইছেন। কিন্তু তাকে জটিল দেওয়ার পরও যখন আবার চুরি হইল তখন পুলিশ কি বলিতে চান? সে দিন এখানকার অনেক ভ্রমলোকের বাটীতে চুরি হয়। আবার কয়েক দিন হইল তাঁহারই বাটীতে চুরি হইয়াছে। পুলিশ কোথায়? আমরা উন্মিষিত চোরে কষ্ট বিবরণ লিখিতে দিরা তাকে "বিদ্যাবাদী" বলিয়া কেশিরাছি। এখানকার পুলিশ এবং পুলিশের পৃষ্ঠপোষক কতকগুলি লোকে সেই জন, আমাদিগকে মিথ্যা করিতেছেন। মোটামুটি এই দুইটি বিশেষণ ব্যবহার না করিয়া এই দুইটি ভণের একটু ব্যাখ্যা করা আমাদের উচিত ছিল। সে ব্যক্তি 'বিদ্যাবাদী' এই একটা—নি কেহ তাহার মিকটে বিখাল করিয়া কোন বিষয়ী ভাষে সে তাহা আত্মসাৎ করে না; সত্যবাদী এই অর্থে যে সে অনেক সময়ে আপনাকে চোর বলিয়া স্বীকার করে এবং নিজে কোন চুরির কার্যে লিপ্ত থাকিলে লোকের মিকট তাহা গোপন করে না। চোরের পক্ষে বড়দূর বিদ্যাবাদী ও সত্যবাদী হওয়া সম্ভব তাহা এই রূপই। তদ্ব্যতীত চোরকে সাধু বলা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু গাতি ভণের কারণ যে পুলিশ, তাকে যদি গাতিরক্ষক নাম দেওয়া যায়, তবে চোরকে সাধু নাম দিওও বড় একটা আপত্তি থাকে না। সুদে যেমন আশা পোঁটা আভরণ, শাসনকাণ্ডে পুলিশ তদনি আভরণ। গভর্ণমেন্টের পোষাপুত্রের দ্বারা ইহারা কেবল রাজস্বনাগার হইতে উন্নয়ন করেন, আর স্থান বিশেষে নির্দোষী লোককে গাঁড়ন করিয়া স্থায় কর্তব্যশীলতার পরিচর দেন। 'বলবানের কেহ নয় চুরিদের বাঘ' পুলিশের এই মন্য যেমন দিন দিন বাড়িতেছে, তাহাদের কার্যক্ষমতারও সেইরূপ দিন দিন অভাব দেখা যাইতেছে। একটা চুরিও যদি ধরা না পড়িল, দেশের লোককে ঘরে ঘরে বদ রাত্রি আগরণ করিয়া প্রহরীর কাণ্ড করিতে হইল, তবে আর পুলিশে আমাদের প্রয়োজন কি? কেবল রাজস্বের বহুলা নর, আমরা নামা স্থান হইতে চুরির আশঙ্কা পাইতোছি। পুলিশ গভর্ণমেন্টের আত্মরে কৃত্তিকিউতিত বিভাগের অন্তর্গত। গভর্ণমেন্ট যদি পুলিশের বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন না করেন, তবে অল্প আইন উঠাইরা দেওয়া তা কর্তব্য নহে? ন্যতিক্রমক শাস্তিরক্ষা করিবে না, প্রদীপ্তা ন্যিক্রমক প্রহরণ রাণিতে পারিবেন না, ইহাও কৃত্তিকিউতিত বিভাগ নহে? অল্প আইন এবং পুলিশ

এই দুইটি বিষয় দ্বারা গভর্ণমেন্ট দেশের বর্তমান অবস্থার পর্যালোচনা করেন ইহাই আমাদের অভিপ্রায়।

-০-

গাতিয় কন্গ্রেস ও দেশীয় সম্বাদপত্র।

ভারত সত্কার দ্বন্দ্ব সাংসারিক উৎসবের সময় এক সম্বাদপত্রের সম্বাদপত্রের লেখক সত্কার উপর নাম প্রকাশ ব্যাখ্যাক্ত করিয়া অশিক্ষিত বিশদীকরে এবং শ্রমালার বর্ণপরিচিত বিজ্ঞ মান্য বালক দিগের নিকট বিলক্ষণ প্রশংসাজ্ঞান চাইরাছিলেন। এই সম্বাদপত্রের সম্বাদপত্র লেখকগণ গভর্ণমেন্ট সত্কার আবেদন লইয়া বড়ই লক্ষ লক্ষ আশঙ্কা করিয়াছেন। সামান্য একটা সভা কিম্বা সম্বাদপত্রের উপর বিজ্ঞপ করিলে কেহ তাহা প্রাহ্য না করিলেও না করিতে পারেন, কিন্তু যেখানে জাতীয় প্রেরণ বীমাংসা, জাতীয় অভাবের আবেদন, জাতীয় উত্থানের বলাহরণ, সেখানে এই সকল বালকের কথা নিতান্ত অগ্রাহ্য করিলেও চলে না। তাহার কারণ ভারতবাসীর পক্ষান্তে ভারতশক্ত এংলোইণ্ডিয়ান সম্বাদপত্র। এই সকল স্বভাতি নিম্নক বিজ্ঞ মান্য বালকের কথা তুলিলে এংলোইণ্ডিয়ান সম্বাদপত্র নাচিয়া উঠিবে না। যে সকল ইংরাজ বাস্তবিক ভারতবাসীর মঙ্গলপ্রার্থী তাহাদের মনেও সন্দেহের উদয় হইবে, গভর্ণমেন্ট দ্বারা জাতীয় অভাব স্থির করিতে না পারিয়া পদে পদে প্রবেশ পতিত হইবেন। বাহারা এতগুলি অনর্থের উৎপাদ করেন, তাহারা দেশের কটক জাতীয় শক্ত, উন্নতির কোরকে কাটা। বাহারা বাস্তবিক দেশের হিতাচকীর্ষ তাহাদের এখন কতব্য এই সকল স্বভাতিগণের বিজ্ঞ মান্য বালকদিগকে শিক্ষা প্রদান করা। কন্গ্রেস সত্কার কার্যাদ সম্বন্ধে সমালোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। মোব ভণের বিচার করিয়া উপদেশ লাভ করিয়া অথবা শাস্তভাবে নিজের মত জ্ঞাপন করিবার জন্য ইহারা লেখনী ধারণ করেন না—কিসে শিক্ষিত সমাজকে অপহৃত করিবেন, কিসে অশিক্ষিত সমাজে বাহবা লইবেন, কিসে দোকানদার দিগের হান্য পরিহাসের কারণ হইবেন, আর কিসে উন্নতিরোধক রক্ষণশীল সম্বাদপত্রের মুখপাত্র হইয়া বাল্যকালে বিজ্ঞের আলম গ্রহণ করিবেন ইহাই তাহাদের অভিপ্রায়। আর একটা অভিপ্রায় অর্থ। কন্গ্রেস কি অশিক্ষিত সমাজ তাহা বুঝে না, কন্গ্রেসের জাতীয় সাধিতের প্রয়োজন কি, বাহারা প্রতি দ্বাদশ দিগাব করিয়া দিন কাটার, তাহাদের

মস্তিকে তাহা উদয় হয় না। এই সকল নিরর্থক সম্বাদপত্রকে যদি বুঝাইরা দেওয়া যায়, তবে তাহাদের মুখিতে পারে কিন্তু বুঝাইরা দিবার পূর্বে বড় বড় সম্বাদের সম্বাদপত্র যদি তাহাদের আত্মরূপ তাহাদের প্রচার করেন, তাহারা উপর রক্ত রক্ত দিয়া পরিপূর্ণ করে, তবে সেই সকল সম্বাদপত্রের উপর তাহাদের বড়ই অর্থাৎ ভক্তি জন্মিয়া যায়। সময় হয় করিবার জন্য তাহারা তাহাদের প্রাহ্যক হয়, লক্ষ বাহাহরণ ও ইংলণ্ডের কথা আবেদন পাঠ করিয়া মনে করে তাহারা এক একজন বিজ্ঞ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নিজের উপর বিশ্বাস দিরা তাহারা তাহাদের শিক্ষক সম্বাদপত্রের লেখকদিগের উপর সর্বজনীন আবেদন করে, সম্বাদপত্রের পক্ষাভাব জন্মিয়া যায় এই জাতীয় সম্বাদপত্র বহুদেশে অশিক্ষিত সমাজের সর্বনাশ করিতেছে। কন্গ্রেস সভা সম্বন্ধে ইহাদের সর্বজনীনতা ও দাবিত্য দেখিয়া আমরা অবাক হইরাছি। ইহাদের মধ্যে কোন কোনটির এত দূর সাহস যে তাহারা কন্গ্রেস সভাকে অনর্থক বলিয়া কান্ড হন না। কন্গ্রেস সভা যে ভারতবাসীর মহা অনিষ্ট সাধ করিয়াছে, তাহাই ইহাদের প্রাপ্তপন্ন করিয়া চেষ্টা। আমরা ইহাদের সাহস ও বুদ্ধিগণিত দ্বন্দ্ববাদ দিই। বালক বয়সে এত বুদ্ধি দেখিয়া আমাদের ভয় হয়, পাছে ইহাদের প্রকাশিত সম্বাদপত্র দ্বারা ব্যবসার প্রতির অকাল মরণে আমাদিগকে ক্ষুদ্র হইতে হয়। আমরা ইহাদের কোথাও প্রতিবাদে প্রোগ্য বলিয়া বিবেচনা করি না। ইহাদের নিজের কোনও মত নাই। কন্গ্রেস সভার মোব ও সমালোচনা করিয়া শক্তিও তাহাদের জন্মায় নাই। আমাদের কোথাও সম্বাদপত্র সহযোগী জাতীয় সভার প্রস্তাবগুলির উপর যে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন বালকগণ তাহাই অবলম্বন করিয়া টিপ্পনী দিয়া আপনাদিগের শিক্ষিত, প্রকাশ করিয়াছেন। বর্তমান প্রস্তাবে আমরা বালকদিগকে কয়েকটা সম্প্রদায় দিয়াই কান্ড হইব। তাহাদের প্রতীক অমার্জনীয় হইলেও এখনও শিক্ষা লাভ করিয়া কচিমার্জন করিবার জন্য সমাজ তাহাদিগকে সময় দিতে পারেন। কেবল আমাদের কয়েকজন সুবিদ্য সম্বোধী কন্গ্রেসের মন্তব্য সম্বন্ধে যে সকল আপত্তির উত্থাপনা করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধেই আমাদের কতকগুলি মন্তব্য আছে।

আমাদের সুবিদ্য সম্বোধী হিন্দুপেট্র লিখিয়াছেন কন্গ্রেস সভার চতুর্থ প্রস্তাবটি সর্বজনীন প্রয়োজনীয়। ইহাতে একটা মন্তব্য

এই বিষয় বিবৃত হইয়াছে । উহার নিম্ন এগালী
সংখ্যক লোক কর্তৃক অতি অল্প সময়ের মধ্যে
সম্মতভাবে গঠন করা হইয়াছে । উহার
সংখ্যক অল্প, এজন্য সভাস্থলে উঠতে অনেকের
তথৈবচ হইয়াছিল । এই সকল ব্যবস্থার উপর
অনেকের তীব্র সমালোচনা ব্যক্তি হওয়া সম্ভব ।

সহযোগীরা এই কথার আমাদিগকে কনগ্রেস
ভার চতুর্ভুজ ওস্তাবের একটু সামান্য ইতিহাস
গণিত হইয়াছে । ১৮৮৫ সালে বোম্বাই নগরে যখন
এই সভার প্রথম অধিবেশন হয় তখন এই ৪৭
ওস্তাবের উত্থাপন হইয়াছিল । পাঠক যত বারে
স্বামপ্রকাশ পুঠ করিয়া দেখিয়াছেন ৪৭ ওস্তাবটী
ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনিধি ব্যবস্থা স্বাক্ষর ।
সহযোগীদের কনগ্রেস সভার প্রতিনিধি সভাপণ এই
সম্মত হইয়া, অনেক আন্দোলন করিয়াছিলেন ।
কল্প এগালী সভা প্রতিনিধি ব্যবস্থা চালাইতে
সারা বাইবে, উক্ত সভার ওস্তাব একটা পাণ্ডুলিপি
প্রস্তুত হইয়া ১৮৮৬ সালের কনগ্রেস সভার
সমালোচনার অন্য রাখা হয় । সভাপণ যে সকল
কর্মের উদ্ভাবন করিয়া ওস্তাবিত নিয়মাদির সমা-
লোচনা করেন, তাহাও সাধারণ সভাপণের একা
শত হয় । আধিক্য এই সকল ২৭ বিতর্ক ও
সমালোচনার এক একটা বিবরণ প্রত্যেক বিভাগের
অধ্যক্ষ ব্যক্তিগণের নিকটে প্রেরণ করা হইয়াছে ।
সহযোগীরা এতৎসম্বন্ধে সাধারণ শিক্ষিত সনাতনের
সম্মত হইয়া স্ব স্ব মতব্য লিখিয়া পাঠান ।
সহযোগী সভার অধিবেশনে, ৩।৪ মাস পরে
উদ্বোধিত "বুকের আণ্ডা" নামক পুস্তকের
প্রতিনিধি প্রকল্প উদ্ভাবিত পাণ্ডুলিপির সাধারণ
ব্যবরণ পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়া ভারতবর্ষের
প্রত্যেক শিক্ষিত সমাজের প্রেরণ করা হয় । ১ লক্ষ
ইংরেজি প্রতিনিধি এবং ১০ হাজার অল্পবান্ধ
সহযোগীদের প্রত্যেক নগরে, প্রত্যেক শিক্ষিত
সমাজে বিতরণ করা হয় । বিলাতেও কচ.জন
সহযোগীরা এই পুস্তকের বহু সংখ্যক প্রতিনিধি
চতুর্ভুজকে প্রচারিত হইয়াছে । ভারতবর্ষে নানা
বিদ্য দেশ হইতে কৃতাবদ। বাক্যবর্গ এই পাণ্ডুলিপির
উপর স্ব স্ব মতব্য প্রকাশ করিয়া রাশি রাশি পত্র
লিখিয়াছিলেন । বিলাত হইতেও ভারতবর্ষে
সহযোগীরা পত্র বর্গ দিয়া কনগ্রেস সভাকে সাহায্য
করিয়াছেন ।

এক বৎসর ধরিয়া এই প্রস্তাব স্বাক্ষর
নিয়ম দ্বারা পূর্ণাঙ্গ লোচনার হইয়া, সে দিন কনগ্রেস
সভায় উপস্থিত হইবার জন্য যে সকল গির্জা
সভা কলিকাতায় সমাগত হন তাহারাই স্থানে

স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সভা করিয়া নির্দিষ্ট প্রস্তাব
আলোচনা করেন । ইহার পর বাবু জরেন্দ্র
নাথ সেন, পাণ্ডুলিপি এবং বাবু অন্নমোহন
সহ ১০৩ জনিধি সভা লইয়া এগালী সম্মত
সভা করিলেন । এই সভার প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি
লইয়া যে তফাবৎক হইবার কথা সহযোগী
লিখিয়াছেন তাহাও প্রকৃত নহে । সহযোগী
যেসময়ের উপর নির্ভর করিয়া এরূপ কথা
লিখিয়াছেন তাহাও অপ্রকৃত । সভাপণ
পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে কেবল ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল
কিঞ্চিৎ আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন ।
তব, তীব্র আর সকল সভাই একমত হইয়া পাণ্ডুলিপি
সম্মত প্রস্তাব করিয়াছিলেন । পরিশেষে
ডাক্তার রাজেন্দ্রলালকে কয়েকটা বিষয় বুঝাইয়া
দেওয়ার তিনিও পাণ্ডুলিপি সম্মত দিয়াছেন ।
অনেক কৃতবিদ্য রাজনীতিজ্ঞ ইংরাজ সভাকে
সাহায্য করিয়াছেন । অল্প বড়লাট প্রস্তাবিত
পাণ্ডুলিপির কোন কোনও নিয়ম নিজেই
উদ্ভাবন করিয়া দিয়াছেন । এই সকল ঘটনার
উপর সহযোগীরা দৃষ্টি রাখিতে চান যে, ব্যবস্থাপক
সভার গঠন ব্যবস্থাপক অতি অল্প সময়ে অল্প
সংখ্যক লোক কর্তৃক যখন আপত্তির ভিতরে
বস্তু সম্মতভাবে সংগঠিত হইয়াছে, তব আর
আমরা সভাপণের লেখকসমাজের কাহার
বিষয়ে সভা বাস্তব বিশ্বাস করিতে পারি ।

সহযোগীরা আর একটা আপত্তি এই যে
ব্যবস্থাপক সভার নিয়মাদি সংগঠন করিয়া
হওয়া নিত্য জ্ঞানের কার্য হইয়াছে । কেবল
আমাদের অভাব কি, সভার প্রস্তাব কর্তব্য কেবল
তাহাই গণপণ্ডের গোচর করা । নিয়মাদি
সংগঠন করিবার কোনও অধিকার নাই ।

কনগ্রেস সভা যে সকল রাজনীতিবিদ
ব্যক্তির পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছেন । তাহারা
একবারে উপদেশ দিয়াছেন জাতীয় কনগ্রেস
কোন বিশেষ অস্ত্রের উদ্দেশ্য করিয়া নিশ্চিত
ধাবিবেন না । কি এগালী অধলখন করিলে
গণপণ্ডে সেই অস্ত্রের মোচন করিতে পারেন
তৎসম্বন্ধে মতমত প্রকাশ করা আমাদের অধিকা
কর্তব্য । ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিনিধি ব্যাপ্তার
প্রবর্তন করা ভারতবাসীর অভিপ্রায় । সেটি
অভিপ্রায়ের অমূল্য কার্য করিতে হইলে
গণপণ্ডে অনেক পরিপ্রদ ও ক্রেশ অধিকার
করিয়া জাতীয় মতের অঙ্গসম্মত করিতে হইবে ।
কল্প এগালী অঙ্গসম্মত প্রতিনিধি ব্যবস্থা
প্রচলিত করিলে ভারতবাসীর কর্তব্যের অঙ্গসম্মত

উদ্বোধনী হইবে, গণপণ্ডে অঙ্গসম্মত
করিয়া হইবে । গণপণ্ডে সেই অঙ্গসম্মত
কার্য সাহায্য করা, কি ভারতবাসীর কর্তব্য
নহে ? আমরা যদি কেবল আমাদের অভাব
জন্যই নিশ্চিত হইয়া থাকি এবং সেই অভাব
নিবারণের জন্য কোনও প্রকার চেষ্টা না করিয়া
গণপণ্ডের নিকট কেবল আশ্রয় প্রার্থনা করিয়া
কখনই আমরা গণপণ্ডে হইতে পারিব না ।
গণপণ্ডে যদি আমাদের অঙ্গসম্মত হইতে
আমাদের তৎক্ষণা নিশ্চিত হইয়া থাকিলেও
অতি ছিল না । বৈদেশিক রাজ্যের নিকটে
কেবল অর্থনা করিলেই চালাবে না । কিলে
গণপণ্ডে সেই অর্থনা প্রার্থ্য করিতে পারেন,
কিলে আমাদের অভাব কর্তব্য পরিপ্রদ করিবার
উপায় হয়, গণপণ্ডে তাহা দেখাইয়া না
দিলে আমাদের কৃতকার্য হইবার সম্ভাবনা
কোথায় ? আমাদের অঙ্গসম্মত দ্বারা এগালী
গঠন করিয়া বিচার প্রতিষ্ঠা জন্মিয়াছে—
৩০ বৎসর পূর্বে ইংরাজ গণপণ্ডে যে ভারতবাসী
শাসন করিয়াছেন এখন আর সে ভারতবাসী
নাই । আমাদের কোন কোন সহযোগী
কনগ্রেস সভাকে বালকের জীভা বাগরা উপ-
স্থাপন করিতে পারেন কিন্তু আমাদের বিবেচনা
হয় সেই বালকের জীভার কার্যকারিতা আর
বিজ্ঞতার পরিচয় আছে, জাতীয় জীবনের
কুর্ভি আছে । এরূপ অবস্থায় ব্যবস্থাপক সভার
নিয়ম এগালী গঠন করিবার অধিকার আম-
রা যে এখনও প্রাপ্ত হই নাই, এ কথা বিচার
নিত্য অমতিজ্ঞতার পরিচয় পায় । বঙ্গবাসী
ন্যায় সভাপণের এরূপ অমতিজ্ঞতা প্রকাশ
করা সম্ভব । হিন্দুপেট্রিরটের ন্যায় দূরদর্শী
অমতি সভাপণের এরূপ ভাবের সমাধা
দেখিলে আমাদিগকে দুঃখিত হইতে হয় ।

হিন্দুপেট্রিরট কনগ্রেস সভার বিরোধী
নহেন । জাতীয় সভার মত সম্মিলনে আমাদের
অঙ্গসম্মত যে গৌরবের ভাব উদয় করিয়া দিয়াছে
হিন্দুপেট্রিরট তাহা বিলক্ষণ উপলব্ধি করিয়া
ছেন । সহযোগী সরলভাবে কনগ্রেস সভা
যে সকল জীভা দেখাইয়া দিবার প্রস্তাব পাইয়া
ছেন, তৎসম্বন্ধে তাহার অম থাকিলেও তাহা
উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদের কোনও সন্দেহ
নাই । হিন্দুপেট্রিরটের ন্যায় উদ্দেশ্য বুঝি-
য়া পারিয়া তাহার অম লইয়া কয়েকখানি
সভাপণের মত মত প্রস্তাব তাহা দিয়া পু-
স্তকাকারে প্রকাশ পাইয়াছে । তাহাদের মত

কথামি সম্মানসূচক বক্তব্য - জনৈক বিল্ডিং
উপায় গ্রহণ। ইনি আরও কয়েকটি সভার
কর্মসমূহ। (৬ নং) কিন্তু ৪র্থ প্রস্তাব অর্থাৎ
লোচন। কাবীর জন্ম যে-কোনও নির্দিষ্ট
তারিখ তার সভা শেষের সম্মান নাশিয়ারি বোধ
হইবার অসম্ভব জিনিস। থাকিবে। যেমন
সম্প্রদায়িক সম্প্রদায়িক সম্প্রদায়িক
আপন কাবীর কতকগুলি কাণ্ডখানার দৃষ্ট
অন্যতম "জনগণ" বাইসায়ী সম্মানসূচক
অর্থ প্রদান।" যেমন যুক্তিযুক্ত ব্যক্তি
যাচাই নাওরোজী ও ভাকার রাজপ্রমাণকে
পদেপদে সাক্ষ্য করিয়াছেন এই সকল
সার সম্মানসূচক সেই যুক্তির চার্ট ও চার্ট
রিয়া ইংল্যান্ড শক্তির ব্যক্তিগতের উপর
দ্রষ্টব্য হইতে বৈধতা চরিত্র কার্যকর।
ইংল্যান্ড বেলগের চারি দিকেই বর্ধন
রিয়া, অর্থাৎ "বর্ধন" লোচনের আশ্রয়
যন কয়েকটি সভার আওতাধীন ব্যবস্থা লইয়া
জনদের কোন উপায় দর্শিত পাবে না।
ইংল্যান্ড কথায় বলাকর যুক্তি বলায় ভাল,
ইংল্যান্ড "পূর্ণাঙ্গ পূর্ণাঙ্গ" করিয়া প্রমাণ দ্বারা
উদ্ধৃত, লোচনের প্রমাণ, অর্থাৎ কাবীর
বলা, পরামর্শ ও পরামর্শ করিয়া প্রমাণ-
কর্তব্য কবে "উদ্ধৃত পূর্ণাঙ্গ" কয়েক বৎসরের
ব্যবহারে প্রমাণ, লোচন হইয়াছে, বর্ধন
ব্যবহারের ন্যায় ব্যবহার। কলকাতা লিখিয়াছে
ব্যবহার যুক্ত এই সকল কথা শুনাও ৩, ৪।
সম্মানসূচক, আওতাধীন ব্যবহার অবস্থান কারণে
যে দেশের দারিদ্র্য। নিবারণ হয়, বালকগণ ভাষা
অর্থাৎ উদ্ধৃত পাবে না। অন্যরা জন্ম, সা
রি, দেশের দারিদ্র্য। নিবারণ এবং রাজ্যের
সম্মানসূচক সম্প্রদায় করিতে হইলে কয়েকটি
সভা আরও প্রস্তাব করিতে পারেন।
কয়েকটি সভার সভাপতি যদি সমস্ত সভার
সম্মান করিতেন তাহা হইলেই কি দেশের
দারিদ্র্য নিবারণ হইত? কয়েকটি সভা দ্বারা
করিয়াছেন আশ্রয় প্রতিনিধি ব্যবস্থা
সম্প্রদায় করিয়া দেশের দারিদ্র্য নিবারণ করিতে
পারিয়াছে। কেবল দারিদ্র্য নিবারণই যে প্রতি
দ্বিধার ব্যবহার যুক্ত। উদ্দেশ্য কয়েকটি সভা
লিখিয়াছে। প্রতিদ্বন্দ্বি ব্যবস্থার কারণে
দেশের দারিদ্র্য নিবারণ হইতে পারে আশ্রয়
কর্তব্য যেমন সম্প্রদায় এবং উদ্ধৃত অর্থাৎ
গণসম্মতিক্রমে বুঝাইবার চেষ্টা করিব।
সংসারের মধ্যে যে প্রতি উপায়ে কর্তব্য

উদ্ধৃত বক্তব্য যদি "ব্যবহার" পক্ষে, তবে তিনি
পরিমিতভাবে "ব্যবহার" করিয়া "অর্থ" ও "বনী"
কর্তব্য পারেন। উপায়ে তার যদি এক
জনের দৃষ্ট এবং ব্যক্তির তার অন্যর দৃষ্ট
থাক, তবে আরও "অর্থ" গুরুত্বপূর্ণ
দৃষ্ট ও প্রমাণ হইতে হয়। বাহারি ইংল্যান্ড
রাজ্য কর্তব্য। "জা", উদ্ধৃত দৃষ্ট যদি
রাজ্য। "সম্মান" ব্যক্তির পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ
অর্থ প্রমাণ হইতে হয় না। "গুরুত্বপূর্ণ" প্রমাণ
না হইলে দৃষ্ট প্রমাণ আর কর্তব্য
প্রমাণ হইতে হয় না। "সম্মান" কার্য
কর্তব্যগণের অধিকার থাকলে গুরুত্বপূর্ণ
আর ব্যক্তির যে ব্যক্তি বক্তব্য করিবেন
উদ্ধৃত প্রমাণ কথ্য করিবার অধিকার
থাকে। রাজ্যের অর্থ প্রমাণ আছে,
আহাও প্রমাণ কারণে গুরুত্বপূর্ণ অর্থ প্রমাণ
হয়। এইরূপে "ব্যবহার" গুরুত্বপূর্ণ অর্থ প্রমাণ
হুকুম দ্বারা, "সম্মান" প্রমাণ হইয়া পক্ষে
কর্তব্য প্রমাণের দারিদ্র্য। নিবারণ না
হইলে কেন? অর্থ প্রমাণ অর্থ প্রমাণ
এবং বনী হইয়া প্রমাণের অর্থ উদ্ধৃত
কার্য উপায় দর্শিত কেন না? "সম্মান" কথ্য
প্রমাণ ব্যবস্থা প্রমাণ করিতে দেশের
লোচনের দারিদ্র্য। নিবারণ হয় কেন বালকগণ
এখন কি ভাষা বুঝতে পারেন? কয়েকটি
সভা যে দেশের দারিদ্র্য উপায়ে করিতে
পারিয়াছেন, তৎসম্মান যিনি সম্মান করেন,
আশ্রয় উদ্ধৃত বলাই উদ্ধৃত জাতীয় সভার
কাবীরবাবী বলাবোধ্যগুরুত্বপূর্ণ পাঠ করিয়া
দেখেন না।
যেমন সম্প্রদায় কয়েকটি সভার আর
একটি বোঝার উদ্দেশ্য প্রমাণ। তিনি
যেমন "সম্মান" আশ্রয়ের জন্য কয়েকটি সভার
অর্থ কতিপয় সংগঠিত করিবার প্রমাণ
নিষ্ঠা আশ্রয়জনক। কয়েকটি সভা এরূপ
কোন প্রমাণ করেন না যে এখন ভারত
আশ্রয়ের তার যেমন কয়েকটি সভার দৃষ্ট আছে
সেইরূপ না রাখিয়া কেবল এই সভার কতকগুলি
নিষ্ঠা সভার গুরুত্বপূর্ণ একটি সভার দৃষ্ট
এই তার দৃষ্ট করাই কয়েকটি সভার অর্থ প্রমাণ।
এখন বলাকর ভারত সম্মান প্রমাণ হইয়াছে,
সেই কতকগুলি ভারত সম্মান সম্মান, সম্মান
দৃষ্ট থাকে, তাহা হইল সম্মান, কার্য, অনেক
বিষয় উপায়ে হয়। বাহারি ভারতবর্ষের আশ্রয়
কার্য "চলিয়া" "নিষ্ঠা" "অর্থ" ভারত সম্মান

নিষ্ঠা আশ্রয়ের অর্থ প্রমাণ করিয়াছেন, সম্মান
নিষ্ঠা আশ্রয়ের অর্থ প্রমাণ করিয়াছেন, সম্মান
আশ্রয় আশ্রয় অর্থ প্রমাণ করিয়াছেন, সম্মান
কার্য "চলিয়া" "নিষ্ঠা" "অর্থ" ভারত সম্মান
হইল "আশ্রয়" প্রমাণ করিয়াছেন, সম্মান
পারিয়াছে "নিষ্ঠা" "অর্থ" ভারত সম্মান
হইল।
"সম্মান" আর একটি আশ্রয় উদ্ধৃত
বিষয় কয়েকটি সভার দৃষ্ট, "আশ্রয়" আর
যেমন "সম্মান" কয়েকটি সভা "নিষ্ঠা" "অর্থ"
ভারতবর্ষের নিষ্ঠা সম্মান প্রমাণ করিয়াছেন,
যে, যে "নিষ্ঠা" "অর্থ" "নিষ্ঠা" "অর্থ" প্রমাণ
হইলে, সেই "নিষ্ঠা" "অর্থ" "নিষ্ঠা" "অর্থ" প্রমাণ
কর্তব্য "নিষ্ঠা" করিতে হইবে। এই প্রমাণ
"নিষ্ঠা" "অর্থ" "নিষ্ঠা" "অর্থ" প্রমাণ
আশ্রয় একটি "নিষ্ঠা" "অর্থ" "নিষ্ঠা" "অর্থ"
ভারতবর্ষের মধ্যে বলাকর "নিষ্ঠা" "অর্থ" "নিষ্ঠা" "অর্থ"
সম্মান প্রমাণ প্রমাণ এবং "নিষ্ঠা" "অর্থ" "নিষ্ঠা" "অর্থ"
জাতি ও "সম্মান" বিধি প্রমাণ না রাখিয়া
নিষ্ঠা "নিষ্ঠা" "অর্থ" "নিষ্ঠা" "অর্থ" প্রমাণ
পক্ষে অবলম্বন করা যায় তবে "নিষ্ঠা" "অর্থ"
মহাশক্তি জাতি "নিষ্ঠা" "অর্থ" "নিষ্ঠা" "অর্থ"
একটি সভা করিয়া যিনি প্রমাণ। হইল বিল্য
প্রমাণ যেমন সম্প্রদায়ের ভাষাতে "নিষ্ঠা"
অর্থ প্রমাণ পাবে। কিন্তু জাতীয় সভার
খাতি বিশেষ বা "জাতি" বিশেষের অর্থ
উপায় দৃষ্ট প্রমাণ করিয়া না। সকল জাতীয়
লোকে সরকারী কার্য সম্মান অধিকার গণ
কয়েকটি সভার জাতীয় সম্মান উদ্দেশ্য অর্থ
কর্তব্য "নিষ্ঠা" "অর্থ" "নিষ্ঠা" "অর্থ" প্রমাণ
পাওয়া উদ্ধৃত হয়, হইল উদ্ধৃত প্রমাণ দৃষ্ট
উদ্দেশ্য। সকল জাতির অর্থ এবং "নিষ্ঠা"
সম্মান সম্মান প্রমাণ আশ্রয় গুরুত্বপূর্ণ "নিষ্ঠা"
সম্মান প্রমাণ অর্থ, তাহা হইল উদ্ধৃত প্রমাণ
দৃষ্ট উদ্দেশ্য। ভারতবর্ষের যে সকল লো
বাজনীতির ওলপনা পীড়া করিয়া আশ্রয়
হইয়াছেন, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আশ্রয়
ব্যবহার। উদ্ধৃত করিয়া, উদ্ধৃত "নিষ্ঠা"
না করিয়া এই "নিষ্ঠা" "অর্থ" "নিষ্ঠা" "অর্থ"
ব্যবহার নাওরোজী সম্মান প্রমাণ, "নিষ্ঠা"
লোচন "নিষ্ঠা" "অর্থ" "নিষ্ঠা" "অর্থ" প্রমাণ
কানাই লাল, দেশের সম্মান গুরুত্বপূর্ণ "নিষ্ঠা"
দেশী "নিষ্ঠা" "অর্থ" "নিষ্ঠা" "অর্থ" প্রমাণ
এক সভা হইল সম্মান "নিষ্ঠা" "অর্থ" "নিষ্ঠা" "অর্থ"
ভারতবর্ষের জাতীয় সভার মধ্যে "নিষ্ঠা" "অর্থ"

মুক্তর কোম আর্থোডেক্সা না ধ' কিলেও এসবই
কর্তার বিবেচনাপ্রতিষ্ঠান কিছু অভাব দেখিতে
পায়। এই প্রস্তাবটির আর্থোডেক্সা
এবং এখনও যদি তাঁহার সংশয় থাকে, তবে
তিনি মিষ্টর সহিত এই সকল প্রস্তাবের
রাজনীতির জ্ঞাত অরূপ মহাশয়গণের প্রত্যেক
চিন্তা করুন, ইহা যের নিকট উপস্থাপন লইয়া
বিবেচনা লাভ করুন এবং তৎপরে জাতীয়
সমিতির প্রস্তাবের উপর সমালোচনা করিবার
পক্ষে সংগ্রহ করুন।

আপত্তিবিহীন বাস্তব সম্পাদকগণের আরও
চরমকটা আপত্তি আছে। সেগুলি নিম্নোক্ত
হাস্যকর। কেহ বলিয়াছেন জাতীয় সভার
জাতীয় ভাষার আলোচনা করা কর্তব্য ছিল।
এই আপত্তির অর্থও তাই ইহার য'থেষ্ট উত্তর।
সম্পাদক। ভারতবাসীর সাধারণ জাতীয় ভাষা
ক' বাঙ্গালা, উর্দু, হিন্দী, মহারাষ্ট্রী, পাশা,
গুজরাটী, মালয়ালম, মালয়ালম, এই সকল ভাষার
কথা কহিলে কেহ কি কাহারও কথা বুঝিতে
পারেন? ইংরাজেরা বাহ্যিক "লিঙ্গোলা
ক'কা" বলেন এমন একটা সাধারণ জাতীয়
ভাষা অত্র ভারতবর্ষে প্রবর্তিত হউক তা'পর
ইংরাজি ছাড়িয়া জাতীয় সভার সভ্যগণ সেই
ভাষার কথোপকথন করতে পারিবে। সম্পা
কগণ বাঙ্গালা ভাষার সম্বোধন না চালাইয়া
যদি এমন একটা সাধারণ ভাষার সৃষ্টি করিয়া
সেই ভাষার সম্বোধন প্রকাশ করেন, তবে
বুঝিতে পারি কেমনতর আছে। নচেৎ এ
আপত্তিপ্রকটা প্রকাশ করিয়া উপস্থাপন
হওয়ার প্রয়োজন কি? আমরা ইংরাজি রাজ-
নীতির অস্বর্জন্য করিতেছি, ইংরাজী রাজ্যপাল
ব্যবহার অস্বর্জন্য করিতেছি, ইংরাজের সহিত
আত্মসম্মতি এবং প্রজাতন্ত্রের আশ্রয় করিবার
চেষ্টা করিতেছি—ইংরাজি ছাড়িয়া আর কোন
ভাষার সাহায্যে এই সকল উদ্দেশ্য সাধিত
হইতে পারে? আমরা এই বিজ্ঞ ব্যক্ত সম্পাদক-
গণকে বলি—বর্ষের কথার পক্ষ পিতামহকে
প্রকাশ করিতে সকলেরই পক্ষে আছে, আর
ও হিন্দুধর্মের বিচার লইয়া হেলায় হুই কথা
বলিয়া লইতে সকলেরই পারে, কিন্তু গভীর রাজ-
নীতির সাধনে প্রবেশ করিয়া রত্নাবরণ করিতে
গতরা সহজসাধ্য নহে। সে চেষ্টার যদি
সম্প্রতি থাকে আপনাকে একটু "কমনসেন্স'
সম্বোধিত হইতে, পরের নিকটও উপস্থাপন লইয়া
অন্য লাভ করিতে হইবে।

এক দিকে এংলোইন্ডিয়ান সম্বোধন যেন
কমন্সেন্স সভাকে কেবল ভিত্তিস্তা বলিয়া
আখ্যায়িত হইয়াছে, অন্য দিকে এই সকল বাস্তব
সম্পাদক কমন্সেন্স সভার হিন্দুর প্রতিবি
প্রবেশ করিতে পারেন না বলিয়া আক্ষেপ
করিয়াছেন। প্রকারান্তরে যেন হউন তরুণ
যাং হিন্দুর প্রতিবিম্ব নহেন প্যারিসমোচন
হিন্দুর অভাব অবগত হইতে পারেন নাই,
কমন্সেন্স সেন, প্রাথমিক শাস্ত্রী কালীপ্রসাদ
লালা কানাইলাল, ইহারো কেহই হিন্দু নহেন।
যেহেতু হিন্দু সমাজের শব্দগত তত্ত্বজ্ঞানিক
বাবি সভার আসন দেওয়া হইত। তবে ইহারে
এই আপত্তিটার কারণ থাকিত না। আপত্তি
করিতে হইলে যদি এইরূপ আপত্তিই করিতে
হয়, তবে আর ভাষা অগৌরব ও সম্বোধনের
অন্যথা কিসে হয়, কাহারও ভাষা অস্বজ্ঞান
করিয়া বাহির করিতে হইবে না।

কুত্র কুত্র মলক মলিকা যেন মোগলী
ব্যক্তির যোগ কাছের ব্যাঘাত করিতে পারে না,
মলকসের তত্ত্ব হস্তীর পবে বেঁটন করিলে যেন
ভাষার গতিরোধ করিতে পারে না, এই সকল
কুত্র কুত্র জাতি শত্রু, বঙ্গ ভাষার শত্রু সম্বা
পত্রের ঐতিহাসিক আপত্তির কথা, ঐরাপ
অত্যাচার, অধিকারসেবী। তার অস্বজ্ঞ-
বৃত্ত পক্ষম থাকে, জাতীয় জীবনপ্রাণ জাতীয়
সমিতির কোন অনিষ্টই সাধন করিতে পারিবে
না।

ইউরোপীয় সমাচার।

বার্লিন ১১ই জানুয়ারী—সামরিক বিষয় লইয়া
অল্পমহাসভার যোগ তর্ক বিতর্ক হয়। সেম-
পার্ডি মোলটকে বর্ধন বিলটি পাশ না হইলে
যুদ্ধ সংঘটন আনিবার। প্রিন্স বিসমার্ক
বলেন ১৮৭১ সালে ফ্রান্সের সহিত সন্ধি হয়
তা'হা রক্ষা করা অতীব দুরূহ। জর্জিগর
সহিত অস্ত্রায় সম্ভাব আছে। ফ্রান্সের
সঙ্গে সম্ভাব থাকা কিছু দুরূহ হইলেও তা'হার
সহিত সম্ভাব বিদ্যমান আছে। জর্জিগর হুল
পেরিয়ার জ্ঞাত কোন মতেই রুশের সহিত
অসম্ভাব করবেন না। রুশিয়া এবং অস্ত্রায়
নব্যে বিলকণ নব কথাকবি চলিতেছে। তিনি
আরও বলেন ফ্রান্সের বর্তমান রাজনৈতিক
হালপতির উপর ভাষার সম্পূর্ণ আস্থা আছে।
কিন্তু শীঘ্রই হটক দিনকেই হটক ফ্রান্সের

সহিত যে আর একবার যুদ্ধ হইবে ইহা ভাষার
দৃঢ় বিশ্বাস। যদি যুদ্ধ বাস্তবিক হটে অ-
ফ্রান্সকে চিরকালের জ্ঞাত অধঃপা না করিয়া
জর্জিগর ছাড়িয়া দেন না। তিনি বলেন বিল পা-
শ হইলে মহাসভা ভঙ্গ করা হইবে না।

লন্ডন ১১ই জানুয়ারি—সম্মান্য সাব ভেন-
বর্ডেন হলও উপনিবেশ সমূহের সেক্রেটারি
নিযুক্ত হইয়াছেন।

গবর্ণমেন্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনন্ট গবর্ণ-
রের আদেশানুসারী
নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

সাধারণ।—কটক জাজপুরের ডেপুটি কালেক্টর
বাহু গোলাইলাস হত ৩ মাসের ছুটি পাইলেন।
পাখনার বাহ ও কাঃ মেঃ মি এচ ডাঃ
৬ মাস ছুটি পাইলেন।

২৪ পরগণার অতিরিক্ত জেলা জজ
জে জি চার্লস ৮ মাসের কালো পাইলেন।

চট্টোগ্রামের সচিব কাঃ বাহু শশিভাচার
ডালু ৩ মাসের ছুটি পাইলেন। তা'হা
স্থানে বাহু কালীচন্দ্রের মার কার্য করিবে।

বীরভূমের অডিঃ মঃ ও কাঃ মেঃ ডবলিউ
কিড্ডি ন ১ বৎসর ৮ মাসের কালো পাইলেন
তা'হার স্থানে মেঃ এক এচ কইন কার্য করি
বে।

বালেশ্বরের জজ মেঃ এক এচ ম্যাকলিন
৮ মাসের কালো পাইলেন।

কলিকাতা

কলিকাতা পুলিশ আদালতে বাজী কে
সেন মিষ্টেন গ্রিগরির নামে মানহান
দাবীতে এই বলিয়া মালিস করেন যে, মিষ্টেন
গ্রিগরি উক্ত বাজীর নামে নিম্নলিখিত একা
অপরাধ নিরাহে।

১। যে কে, কে সেন মিষ্টেন ড্যালি
নামক একটা রথীকে প্রসব করা হইতে গিয়া
তা'হার গর্ভ হট করিয়াছেন।

২। যে কে সেন মিষ্টেন ড্যালি
সন্তানের মৃত্যুর কারণ হইয়াছেন।

৩। যে ড্যালিস তা'হাকে বাজী হই
দুর করিয়া বিয়াছেন। যে কে সেন
জনা তা'হার কি চাহিতে যান না।

বিবি সংবাদ।

মিউজস নামক স্থানে আশাধর কুপুর্ন শাস
কারী তত্ত্বাধানে বলিয়াছেন যে যদি তিনি
কখন সজীব হয়, তবে তিনি প্রতিবেশ পারেন তা
বোধন যোব এক দিন নিশ্চয়ই কমল সভা
আসন পাইবেন।

গভর্ণমেন্ট এলাব্রেশন নিউনিগিপালিটীতে
এলব্রেশন সিং কলকাতায়েনোঃ কলকাতা
কলকাতা কলকাতা কলকাতা কলকাতা

শেষ নাক কলকাতা কলকাতা কলকাতা
কলকাতা কলকাতা কলকাতা কলকাতা
কলকাতা কলকাতা কলকাতা কলকাতা
কলকাতা কলকাতা কলকাতা কলকাতা

মেদিনীপুরে জাতিগত ন্যায় একই স্থান
আছে। এখানে ছাত্রগণকে কার্যকরী বিদ্যা
দিয়ে দেওয়া হয়। এই বিদ্যালয়ের জীবন
শৈল্য বাস্তবিক সত্যের উপর নির্ভর করে।
শিক্ষার্থীদের মনোভাবকে উৎসাহিত করে।
শিক্ষার্থীদের মনোভাবকে উৎসাহিত করে।
শিক্ষার্থীদের মনোভাবকে উৎসাহিত করে।

গোটে লাইন বাক্য অনুবাদ করা এ ২ বাক্য
কলকাতা কলকাতা কলকাতা কলকাতা
কলকাতা কলকাতা কলকাতা কলকাতা

আমরা জানি যে পলিমা য়ে মতাবলম্বী
বামপন্থী সিং চিন্তাশ্রম নানক চৈনিক মত
পত্রিকা সম্পাদক। আমরা এই পত্রিকা
খানির আধীন এবং লেখকের তত্ত্বাবধায়
চলছে। পত্রিকাটিতে রাজ্য বামপন্থী
সিংহকে উত্তর সম্পাদক আমরা আমরা গভর্ণ
মেন্ট চাইছি।

পাল্লারমন্টের অফিসের সমিতি আগামী
গুড ফ্রাইডেই পত্রিকাটিতে কার্যকরী
করবেন। আমরা এই পত্রিকা
খানির আধীন এবং লেখকের তত্ত্বাবধায়
চলছে। পত্রিকাটিতে রাজ্য বামপন্থী
সিংহকে উত্তর সম্পাদক আমরা আমরা গভর্ণ
মেন্ট চাইছি।

সে কৈ বাক্য ন্যায় বাক্য বাক্য বাক্য
বাক্য বাক্য বাক্য বাক্য বাক্য বাক্য
বাক্য বাক্য বাক্য বাক্য বাক্য বাক্য
বাক্য বাক্য বাক্য বাক্য বাক্য বাক্য

আমরা সমস্ত অচ্যুত সিংহের কলকাতা
গভর্ণমেন্ট কলকাতা কলকাতা কলকাতা
কলকাতা কলকাতা কলকাতা কলকাতা
কলকাতা কলকাতা কলকাতা কলকাতা

দিল্লী পত্র লেখ, সার চারু সিং সন্দেহ
কলকাতা কলকাতা কলকাতা কলকাতা
কলকাতা কলকাতা কলকাতা কলকাতা
কলকাতা কলকাতা কলকাতা কলকাতা

সার ফ্রেডরিক রবার্টস অফিসে আরও
কলকাতা কলকাতা কলকাতা কলকাতা
কলকাতা কলকাতা কলকাতা কলকাতা
কলকাতা কলকাতা কলকাতা কলকাতা

আজকাল গভর্ণমেন্ট চিন্তা রবীন্দ্র উপর
কলকাতা কলকাতা কলকাতা কলকাতা
কলকাতা কলকাতা কলকাতা কলকাতা
কলকাতা কলকাতা কলকাতা কলকাতা

কেন বৈদেশিক পণ্ডিত কলকাতা
কলকাতা কলকাতা কলকাতা কলকাতা
কলকাতা কলকাতা কলকাতা কলকাতা

আমরা কলকাতা কলকাতা কলকাতা
কলকাতা কলকাতা কলকাতা কলকাতা
কলকাতা কলকাতা কলকাতা কলকাতা

কলকাতা কলকাতা কলকাতা কলকাতা
কলকাতা কলকাতা কলকাতা কলকাতা
কলকাতা কলকাতা কলকাতা কলকাতা

আমরা কলকাতা কলকাতা কলকাতা
কলকাতা কলকাতা কলকাতা কলকাতা
কলকাতা কলকাতা কলকাতা কলকাতা

গভর্ণমেন্ট চিন্তা কলকাতা কলকাতা
কলকাতা কলকাতা কলকাতা কলকাতা
কলকাতা কলকাতা কলকাতা কলকাতা

গভর্ণমেন্ট চিন্তা কলকাতা কলকাতা
কলকাতা কলকাতা কলকাতা কলকাতা
কলকাতা কলকাতা কলকাতা কলকাতা

কলকাতা কলকাতা কলকাতা কলকাতা
কলকাতা কলকাতা কলকাতা কলকাতা
কলকাতা কলকাতা কলকাতা কলকাতা

কোন সহযোগীর সহায়তায় নির্বাহিত
মোহিনীদেব, বন চট্টোপাধ্যায় মানক এ
কি অমেরিকার বিরুদ্ধে আন্দোলনের
ব্যা ৩ ৬ চার করিচ্ছেন। নীতার আদায়
এবার ধর্ম এ২২ মোহিনী বাবুর জলনি
৩ তেজস্বিনী বক্তৃতা অবধি করিবার
আমেরিকা ী ব'ল মল সহগৃহীত
হচ্ছেন।

[illegible]

ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା: ସବୁଦିନ ଦେଖିବାକୁ ସକ-
ଷା ଉପସ୍ଥିତ ହେବାର ଉପାୟମ ହେଉଛି ।
ହାଟି ଲାଟ ଡିଏମ୍ ସାହେବଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରତି ହେବାଟେ ସନ୍ଧ୍ୟା
ସମୟ କଟିଯାଏ ।

যোজাই প্রেসিডেন্সি এসোসিয়েশনের উদ্যোগে
৩৩ নম্বর সভা আহূত হয়। সভার
মঃ দাবাডাই সাওরোজিও বন্যবন দেওয়া
ইত্যাদি।

জলজগৎকে মাঝে মাঝে প্রকৃত রৌপ্য
 নির্মিত হইয়াছে। জন্মের যে জলজগৎ
 এবং কন্যাস্বামী মাঝে মাঝে বাণিজ্য বৌদ্ধের
 গমি বিদ্যমান আছে। কুপ্ত হইলে ৩৬
 কট বিদ্য রৌপ্য পাওয়া হইবে।

অষ্টে নিম্নাৰ এখন ৭'৩ ৫'৩০ লোক
৩-৭ৰ বমি কাটিছে আৰু বৰিবাছে। সম্ভৱি
১২ লক্ষ অটল অৰ্ণ বৰিভুক্ত হৈছে।

এক মাসের মাস পর্যন্ত ভারতবর্ষে যত
সৈন্যের অর্থ আদায়ের হইয়াছে, তাহার মূল্য
৬ লক্ষ ৫১ হাজার ২ শত ৭৫ টাকা।
আদায়ের রৌপ্যের মূল্য ৪ কোটি ৪৫ লক্ষ ৪৭
হাজার ৬ শত ৭৫ টাকা।

ইহাচালায় নৈম্য আর্টস। নামক এক জন
 যশ ভাক ইহেতর টীকু আফসান কর আর্ট। যার
 দ.মর যথা অমনেক হত এবং অ.তত
 ধইচালাই।

ଝିଅ ସମେତ, ତାଙ୍କର ଆଉ ଓକଣି ଦିଶିବା ଦିଶିବା
 ହେଉ ନାହିଁ । ସର ସରାସର ସରାସର ସରାସର
 ଝିଅଟିଏକୁ ନାହିଁ । ସର ସରାସର ସରାସର ସରାସର
 ସରାସର ସରାସର ସରାସର ସରାସର । ସରାସର

মান ভেঁটে ইং দের বিবাহের কথা বার্তা। ইং
ছিল। এম জাহাঙ্গির খানীর গঠনমণ্ডে কুলের
একজন পণ্ডিত বাবু ইনাথ চন্দ্রের বাণীতে বিবাহ
কার্য সম্পন্ন কর। এ বিবাহে ককোর পিতা
বাড়ার কি সম্বন্ধ ছিল?

অবশিষ্ট যক্ষ্মণের অক্লান্ত চেষ্টায়
যাওয়া প্রতি বক্তৃতা করিতেন। আমাদের
কেনে দেহব্যাগ্য টোলে পর্যন্ত অত্যন্ত
কষ্টসাধ্য।

এবার গভর্ণমেন্ট কেবল এক জন বাজারীক
মত বার্ষিক সম্মান প্রদান করিবারেছেন। তাগাপন
হাতি স্টেশন সেক্রেটারিএটের রেজিষ্টার বাবু
কৈলাসচন্দ্র সুখাপাধ্যায়। ভাল, বাজারী
গভর্ণমেন্টের মিডল্ট গুড পদটী চাহতম না।
যদি মিডল্টই গভর্ণমেন্টে অনুগ্রহ করিত চাহতম
কলিকাতার মুসলমান সভার আমীর আলি ও
আবদুল লতিফের অনুগ্রহক লিখাপত্রকই
খোসদান লিখা দ্বারা বিতরণ করা হইত।

তিৰ্হাৰ সৰ্ব্বোচ্চ বানু শৱকচন্দ্ৰ হাৰ বেঙ্গল
 অতিজ্ঞাত। লাভ কৰিগালেহেৰ কোন ইংৰাজ কি
 ভাৱ-বাসী ভাঙা পাৱেৰে নাই। তথাপি বানু
 শৱকচন্দ্ৰ গৱৰ্ণমেণ্টক উপযুক্ত পুৰস্কাৰ দিয়া
 কাতৰ। ইমি সম্ৰাট একখানি অসিদ্ধ তিৰ্হাৰ
 তাৰাৰ লিখিত পুস্তক হইত তিৰ্হাৰেৰ ভৌগলিক
 বিৱৰণ প্রকাশ কৰিা ছন। গৱৰ্ণমেণ্ট এং
 ভাৱতবাসীৰ পক্ষে উঠা যে কত ইহ উপকাৰ
 কেহই এখন ভাঙা কুখিৰে প নিতে ছন না।

আমরা শুনিয়া হুঃখিত কইলাম যে রাজ্য
জের গভর্নর বুর্জ সাফবের একমাত্র ভগ্নি মার্শেট
বুকের মৃত্যু ঘটিয়াছে। সাফবের ই-ই একটা
বাত্র ভগ্নি হলেন।

ବିଜ୍ଞାନେତ୍ର ଏକଟୀ ବଂଶମାତାମେ ମହାପତି ଏକ
ଜୟ ଅଛନ୍ତି, ଓ ସହସ୍ରା ଆମା କହିଥାନ୍ତେ । ବିଦ୍ୟାର
ଏ ବାଟ ମାଧ୍ୟମେ ସହସ୍ରେତ୍ର ଆମେକା ଆମେକ ସ୍ତବ୍ଧ
ସହସ୍ର ଟିକ ସହସ୍ର ସହସ୍ରେତ୍ର ନ୍ୟାୟ ଗୁଣ କର୍ମ ଓ
ତହୁ ବିନିତ । ତମିସ୍ତାମେ ବୁଦ୍ଧି ମାତ୍ରେକ ଅନନ୍ତାତ୍ର
ଓପାଦିତ ।

আমরা কৃষিরাহিন্য মার্গে বসীর সহিত
উপভোগ হুতে কৃতকাৰী হইতে পারিবে না ।
ভাকারের। খীজিও তাঁহাকে আহার বিহার বাধ্য
করিয়াছিলেন । তাঁহাকে আর আহার বিহার
আবশ্যক হয় নাই । মালেকী ভিন্ন সমস্ত কাল
অনাচারে অভিনাবিত করিয়া বসীকে উপভোগ
হুতে পরাজয় করিয়াছেন । আমরা একটা উপ

কম বুকের কোন প্রয়োজনই বেধিত পাই না
ইলাহ হুবা আব্দাতক তির আর কে ন উপকার
আছে বলিয়া ত বোধ হয় না ।

মাস্তক গভর্ণমেন্ট এডমিস মাস্তক
 ক্রমকগণক চ'বর সময় মাস্তক তাঁরা সিদ্ধ
 মাস্তক করবেন। অল্প ক্রমক এখন সেট
 মাস্তক একক করতেরে বেধিয়া গভর্ণমেন্ট দ্বি
 করিয়াক্রম ক্রমকগণকে এই মাস্তকান কবি
 বার কোনও আশঙ্ক নাই। কার্ঘ্যী ভাল হয়
 নাই। কালোভার জীয়েক মাস্তক এককম ইউ
 রোপীয় দ্বক ভাষার পিতা মাস্তক এই মাস্তক
 মাস্তক করে যে, ভাষার পিতা ভাষার একট
 বড়ী ও বড়ীতেই বড়ী করিয়াছে। পিতা
 আসিয়া জগত বিদে। যে ভাষার বড়ী আর্থ
 অনার্টন' বড়ীতে তিনি এরূপ করিতে বাধ্য
 হইয়াছেন। আদালতে মকদ্দমা জম্মিল হয়।
 কি অল্প পিতৃভক্তি !!!

ମିଃ ହାଟେଲ କେବଳ ମୋଟ୍ଟା ମାଟିର କଲେଜ
 ୩୨୦ ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏ ମ ନେ. ଆଗାଧାଟି
 କଲେଜର ଛାତ୍ରମାନେ ଡି.ସି. ମି.ଟି କଲେଜ ପାରିବାନ
 ହେ.ମ. ଶିକ୍ଷାତ୍ତ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମତାତ୍ର ୫୦୦ ମତ ଡି.ସି.
 ଦାନ କରିଛନ୍ତି ।

একটোকটে অব ইতিহাস যখন যে
মাস্ত্রাজের দ্বারা সম্রাটের সম্রাট একটা সম্রা
রাজ্যের উদ্যোগ করিতেছে। তাহার আশা
বালকবিশেষ কামার ও ছুতার কাম, পুস্তক ইত্যাদি
স্বাগত হুজুরি খোলা, মোকামদারী ইত্যাদি
অন্য এজেন্সীর কার্য নিকা হিবার জন
সমবেত হইয়া একটা বিদ্যা স্তর স্থাপন করিয়া
চেষ্টা করিতেছে। এই বিদ্যালয়ের জন্য
হাজার টাকা মূল ধন সংগৃহীত হইবে
যেখান লোক সমাধা করেন না বলিয়া ইউরোপ
সম্রাটের নিকট চাঁদা করিয়া এই টাকা
উত্তীর্ণ। তদ্ব্যতীত এক জালার টাকাও
বাড়ী প্রস্তুত হইবে। অবশিষ্ট টাকা এই সকল
কার্যের উপযোগী ব্যয় করা হইবে
সংগৃহীত টাকা এবং বিদ্যালয়ের তার তাই
কোটের টাকার দ্বারা হইবে।

বাক্যটির অর্থোক্তিবিবরণ^৩ বহু কালে
 থাকত। এত ভাবতী পদাধিকার
 বহু জেটবটে এমনকি কুর্বে পিতা কীরাত
 ওর চর অল্পে বহু পড়িত। ইহা
 বলেন কেবল কুর্বে ভাবা পিতার জন্য ইহা
 বহু প্রেরণ করা হইয়াছে।

ড. কাকার রাজেন্দ্রলাল বিদ্য ডাক্তার রামবাস
সংগীত সবে সৌন্দর্য্যমোহন টাকুর ইত্যাদি
সংগীত সৌন্দর্য্যমোহন টাকুর ইত্যাদি

আগামী ৬ই ফেব্রুয়ারি সার কে. ডব্লিউ.
গার্টল জন্ম তাপ করিয়া আসিলেন। সার
রলস আরবুথনটী তাঁহার কার্যে নিযুক্ত
হইবেন।

ছাৎকড়া খাজীর গাফোলা বেরা সমস্ত সমস্ত
গাফি চালাইয়া গাফি বোড়ার সমস্ত
সমস্ত উপর পড়িয়া যায়। কখন কখন
সমস্ত বেরা সমস্ত করিতে সা পারিয়া খাজীর
সমস্ত পড়িয়া যায়। ছাৎকড়া খাজীর গাফি অধিক
সমস্ত সা চালাইতে পারে। গাফোলাবেরা
সমস্ত এখন একটী নিয়ম করা কর্তব্য।

গোবাই সেক্রেটারিএট আফিলে পাবলিক
জিসি কমিশনের সব কমিটি বঙ্গা পরীক্ষা
করিয়াছেন।

সিলোন্স গভর্ণমেণ্টের বং তত্ত্বাবধায়ক পোষ্ট
অফিসের সমস্ত একটা বঙ্গবন্ত চট্টগ্রামে
যা. এখন চট্টগ্রামে সিলোন্সে যে সকল চিঠি পত্র
পাঠান চট্টগ্রাম ডাক্তার উপর এখানকার কারেই
চিঠিটি দিতে চাইবে। তারতর্ক্য চট্টগ্রামে জির
করণ বলিয়া অধিক মানুষ দিচ্. হইবে না।

এখন তারতর্ক্যের লোকসংখ্যা সমস্ত উত্ত-
রাপের লোকসংখ্যা অনেকা ১০ লক্ষ কম।

আগামী জুটিলি উৎসব উপলক্ষে কুলের
শালার শিল্পান ও জুগড়ি ব্যক্তিগত অর্থ আদায়
করিবার জন্য অনেক অংশের চাইতেছেন।
সংখ্যা একটী প্রস্তাব করি, যে যে কানে
মিউনিসিপালিটি আছে, সেখানকার করদাতা
গণ মিউনিসিপালিটির নিকটে অর্থ দিয়া
এবং ও বেসর মধ্যে মহারাষ্ট্রীয় নামে অর্থ
দানের একটী স্থায়ী পদ্ধতি স্থাপন করুন। অত্রিৎ
গলা বিদ্যালয়, উদয়ালয় সাতবা সত্য ইত্যাদি
স্থাপন করিয়া তাহাতে মহারাষ্ট্রীয় নাম চিত্র
স্বরূপী করিয়া রাখুন।

জোণাড নামক সম্ভ্রমপত্রিকা বলেন লর্ড
রাওল্ড চর্চহিল রীতিমত পদত্যাগ করেন নাই।
চট্টগ্রাম পত্রিকার বিজ্ঞাপন দ্বারা পদত্যাগ করিয়া-
ছেন নাই।

লর্ড ইডমন্ড লর্ড সান্সবরির গৃহ
দমনা প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যু

মইকা ইংলণ্ডে জুজুল আন্দোলন উপস্থিত হই-
য়াছে।

লিপরেস বঙ্গোষ প্রবে এক জন বুঝা বুঝা-
বংশনে প্রণয়ন করিয়াছেন।

মল্লীপুর প্রদেশে প্রায় ৫ লক্ষ খালিকা বিদ্যা-
ভাস করিয়া থাকে।

১৮৮৭ সালের গভর্ণমেণ্ট অফিসারিও অবকাশ

২৯এ জাহাঙ্গির	জিপকরী।
৯ই মার্চ	লোমবাঙ্গা।
৯ই এপ্রেল	ইটার শমিয়ার।
১২ই এপ্রেল	চৈত্র সংক্রান্তি।
২৭এ মে	এপ্রেল বার্ষিক।
১লা জুন	বঙ্গভাষা।
১১ই আগষ্ট	জাহাঙ্গীরী।
১৭ই সেপ্টেম্বর	মহারাষ্ট্র।
২১এ অক্টোবর ২৪এ	হুগ পূজা
সেপ্টেম্বর ও ২৬এ	
সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম	
১লা অক্টোবর	লক্ষী পূজা
১৭ই অক্টোবর	কালী পূজা
২১। ২৬ এ	জাহাঙ্গীরী পূজা
২২। ২৫ ডিসেম্বর	ক্রিসমস্

বিজ্ঞানের কোন সম্ভাবনায় প্রকাশ যে
সেখানে ৩৭৪ টল শিকারী কুহুর আছেন।
তাঁহাদের জন্য বার্ষিক ৫২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা
ব্যয় কর।

জনা ব্যাং রাজস্ব সমিতি বার্ষিক ৫০ লক্ষ
টাকা ব্যয় সংকল্প করিয়াছেন। তাঁহাদের
বেতন এবং রাজস্বের জন্য আদায়ের কত
ব্যয় করিল?

বালু রংসংলগ্নে সার জল শুদ্ধকরণ পাঠের
জীবনী লিখিয়া শেষ করিয়াছেন। টাইমস
অব ইণ্ডিয়া নামক সম্ভাবনায় সম্পাদক বঙ্গো
বিখ্যাত লেখক আইন যদি এই মহাকাব্য
জীবনী লিখিতেন তবেই কলিকাতার জীবনী
সম্বাদ করা হইত।

আগামী নিউ-র অপরাধ খোঁজার করিয়া
কামিতে কামিতে করিয়াখোর নিকট কমা প্রার্থনা
করিলেন। করিয়াখোর তাঁহাকে কমা করিয়া
ছাড়িয়া দিলেন। আদালতও উপদেশ দিলেন
আগামী বেন কাহারও বিরুদ্ধে আর এরূপ
বিষয় অপবাদ রটনা না করে।

প্রমণকারীর পত্র।

বঙ্গের বর্জ্জন অবস্থা চিত্র।

আজ কাল অনেক আধুনিক মতামত বঙ্গ

দেশে উন্নত অবস্থাপন্ন বঙ্গ করিতেছেন,
রাজপুরুষগণও সামান্য বিজ্ঞানীতে উল্লিখিত
তথ্য রচিত করিয়া অর্থ কার্যবদ্ধতা দেখাইতে
এর সা। হুঃখার বিশ্ব এই যে, উক্ত উত্তর
জেনী নবো অবশ্যই উল্লিখিত লোক আছে যে কিত
প্রকৃত দেশের অবস্থা কেহই অবগত নহেন এবং
স্বাধীনতা জারিত হইতে করেন না। অর্থ
আবশ্যে বাসনাই প্রকৃত সিদ্ধান্ত উপস্থিত
কর। রাজপুরুষগণের মতামত জন্মের খবির
উল্লিখিত এই যে, প্রকৃত জেনীর অবস্থা
উল্লিখিত করিতে লক্ষ্য করিয়া ৩৬ যে তাৎ
মহাপুরুষগণ মতামত পর্যটন করুন তাহাতে
তাৎক্ষণিক হানীর তাৎ যে সমস্ত লক্ষ্য কর
ইত। আমরা কখনই বিশ্বাস করিতে পারি না
মহাপুরুষ পটস্থ উপদেশমূলক কৃষক
কুমারকে ইংরাজি শিক্ষা ও লক্ষ্য বিলাসী মুক্তি
পরা এবং জীলার হুগলকে খেবির ই কি
মত করিলেন তবে আর লক্ষ্যমূলক উল্লিখিত যিক
কি এই হারবার বঙ্গবর্তী চট্টগ্রাম বার্ষিক বিশ্ববী
মতের সা ব মান্য রক্তে রচিত করিয়া বলেন, যদি
আদায়ের সার জেল ও জেলার জ মণ করিয়া
তোক পল্লীবাঙ্গীর অবস্থা অবগত হইতে লক্ষ্য
হইতেন, তাহা চট্টগ্রাম উল্লিখিত লক্ষ্য তাঁহাদের
রসনা চট্টগ্রাম মিস্ত্রী ও মিস্ত্রী অন্তর্ভুক্ত
সম্প্রদায় নাই। আমরা প্রায় বাজালা, বেতার
উৎকল ও আসামের অধিকাংশ স্থান অচল
প্রত্যক্ষ করিয়াছি, কোথাও লোকের সুখি
বেধিতে পাই না, উত্তম সম্বাদ অর্থ নি জেনীরই
সমত্যা, যে বেনন তাহার তেমনি জালা আর্থিক
সুখি। সমস্তের মধ্যে এক জনের আছে কি না
সম্প্রদায়, তবে বঙ্গদেশ নবো কতকগুলি কৃষক
অর্থিক তাৎক্ষণিক এক পরিবারের মধ্যে পাঁচ সা
জন কার্যকর থাকে তাহারা অর্থ পরিচালনা কৃষি
তাৎক্ষণিক উপাধীন করে, তাহাতেই একজন
সম্প্রদায় বিনগত করে, ইত্যাদির মধ্যে দুই চা
জন বিনামা দুই ইত্যাদি ব্যবহার করে কি
এরূপ অবস্থাপন্ন কৃষকও বোম্ব হর শতকরা দুই
চারি জনের অর্থিক চট্টগ্রাম না। কিন্তু সকল
রাজ করে মহাজনের তাৎ জীত অর্থকে দুই
বেলা দুইটা অর্থ বোটে না, চীনে, ক মন কমা
কর্ম্মল আনু না বুঝাকহু প্রকৃত তৎ
করিয়া বহুতর কৃষকের বর্ষের অধিক দিন অর্থাৎ
৩৬। বেহার তৎকালে রাজ্যের পার্শ্বস্থিত যামে
বিচিত্র সংগ্রহ করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল
উৎ কি করিলে, তাহারা বলিল বাবু উৎ।

যা দিন কাটাইবে, আমাদের ইচ্ছা বাবা ইচ্ছাই
কিন্তু এখানে যে দেখুন দেশের অবস্থা কিরূপ।
সম্পন্ন মধ্যম শ্রেণী, এই শ্রেণী তত্ত্ব সমাজ
মিলিয়া অভিজিত, কাজেই তত্ত্বোচিত মান সমান
করিয়া ইচ্ছার বিন্যাস করা আবশ্যিক কিন্তু
আজ কাল তত্ত্ব রক্ষা দূরে থাক, উন্নতপুরুষ
করাই কঠিন ইচ্ছা, কতকগুলি লোক কথ-
কিত লেখা পড়া শিখিয়া চাকরি ইত্যাদি
করিতেছেন লতা কিন্তু তদ্বিক সত্ত্ব বজা-
তর্ক যে আর আছে তাহার বারের সাংসার বাবা
কঠিন, আর এরূপ উপার্জনকর পতকরা বলা
জনক সর্বত্র বিলিবে না। কারণ তত্ত্ব সমাজ
এক এক কলকিরানের অবস্থা দৃষ্ট করিলে সুস্থ
বুক কাঁদিয়া যায়, ইচ্ছার পবিত্র চিত্ত
অতীত, তত্ত্ব বেনীত শিল্পকার বাহারা আশ্রয়
আপন ব্যাসায় উপলব্ধ করিয়া জীবিকা নির্বাহ
করিত, কিন্তু শিল্পী তাহার ব্যাসায় গোপ
করিয়াছে, তাহার অঙ্গের জমা এখন লালচিত্র
প্রথম শ্রেণীর বনিবনা আরই বেশি প্রকৃষ্ট
যদি পূর্ব কয়, তত্ত্ব তদ্বিক বেলায় বস্তুক
চাচার পুস্তক পাঠাইয়াছেন কিছু না দিলেও নয়
আজ কালের বিদ্যামুখ্যে জড়ী গাড়ী বড়ী
আলবাব যথেষ্টকথায় না হইলে মান থাকে না,
এইরূপ বাহিরের মান রাখিতে পিতৃমাতার টাকা
সুপার না, বা বার্ষিক দুর্গেবসব বন্দ করিতে ১২
সংকেপে সকল শ্রেণীর অবস্থা কিছু কিছু
বর্ণিত হইল, ইচ্ছা তত্ত্ব দুর্ভিক্ষ ম্যালেরিয়া
জনকটী দেশ ব্যাপিতা আছেই, তবে আমাদের
উন্নতি কোথায়?

সম্মতিদাতার পত্র

বাকুড়া।

আমরা অত্র মিউনিসিপালিটির কার্য
বেশিয়া ভীত ও ভয়িত হইয়াছি; তাহার
অধুনা এই নিম্নলিখিত বাই-ল-টির বিজ্ঞপন
দিয়াছেন যথা:-

“এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাই-
তেছে যে, বাকুড়া মিউনিসিপালিটির কমিসনর
গণ গত ১০ই জানুয়ারি অধিবেশনে নিম্নলিখিত
বিষয় অব্যবহা করিয়াছেন। আগামী
১লা এপ্রিল হইতে অর্থাৎ বাজালা ১৯১২
২৩ সালের ১০এ টের হইতে কোন ব্যক্তি
মুতন ঘর বা বেওয়ার, পাড়া খড়, রুম্বা
অন্যান্য লহকে দাখ্য করা বাবা ছাড়াইতে
পারিবে না। পুরাতন ঘরের বা বেওয়ারের

কাঠান পরিবর্তন করিয়া ছাড়াইতে হইলে উপ-
রউক্ত দাখ্য প্রবোর বাবা ছাড়াইতে পারিবে না
খোলা বা চীন ইত্যাদি দ্বারা ছাড়াইতে হইবে।
পুৰাতন কাঠাঘর উপর মুতন ছাড়াইতে
হইলে উপরিউক্ত শ্রম খাটবে না।”

আমরা এখন এই বেশবাসীঘর অবস্থার
বিষয় পাঠক মতামতদিগকে কিত্তি পরিমাণ
অবগত করাইব তাহা তল তাহার সুস্থিতে
পারিবে যে প্রকার আটন প্রচলিত হইলে
এখানকার লোকদের কতদূর অনিবা হইবে।

এখানে এ প্রকার অনেক লোক আছে যাহা-
দের বাসগৃহ বহুদূর অবস্থা কঠিন নষ্ট হইয়া
গেলে রুম্বা শিখা শালপাতার আচ্ছাদন করিয়া
সবল বৎসর তত্ত্ব বাস করে এবং মুতন অসা
হইলে পর সেই বিচালিত গৃহর আচ্ছাদন
বন্ধত করে; তাহারিগকে খোলা, চীন বরিহ
করিয়া এবং কলিকাতা হইতে রুম্বা মজুর
আনাইয়া চীন ও খোলা বিছাই করাতে
হইলে বৎসরোনাতি অনিবা হইবে।

এদেশের মজুরেরা অত্যাচারে স্রী পুত্র পরি-
বারসহ দেশত্যাগী হইয়া আসাম, কাছাড়
প্রভৃতি স্থানে কর্ম করিতে যায়, প্রকার অব-
স্থাপর লোকদিগের পক্ষে খোলা বা চীন দ্বারা
অধিক বারে গৃহ নির্মাণ করা অসম্ভব।

মিউনিসিপালিটিও যথেষ্ট লোকেরা
প্রায়ই কৃত্রিমকর্ম বাবা জীবিকা নির্বাহ করে এবং
চালে যে খড় ঘর, তাহার গৃহবির আচ্ছাদন
প্রদত্ত করিয়া নিজে বাস করে ও তত্ত্ব তাহা
দের জীবিকা উপার্জনের মূল উপায়
গো-মহিষাদি পশুদিগকে রাখে।

কোন কোন মতামত তর্ক করিতেছেন যে,
প্রকার মিয়ম প্রচলিত হইলে, বিচালি বর্ষষ্ট
তলত হইবে এবং লোক অল্প বারে গো-মহি-
ষাদি পশুদিগকে ছাড়াইয়া আরও কার্যকর ও
হৃদয়ভী করিতে পারিবে। কিন্তু আমদের বিবে-
চনার তাহার এই সুক্তি নিম্নত অবসরুল,
কারণ এখানে গোচারণের স্থান প্রচুর আছে
প্রায় সমস্ত জমিতে বৎসরে এক বারের অধিক
কসল তত্ত্ব না এবং তাহালদের বেতনও পশু
প্রতি চারি পয়সার অধিক নহে।

আমাদের বিবেচনার যে, লায় চীনাচ্ছা-
কিত গৃহ অপেক্ষা বড়োছা কিত গৃহ অধিক খরচ
হারক।

অনেক মিউনিসিপাল কমিসনর বড়োছা-
কিত গৃহে বাস করেন কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়

তাঁহারা সুস্থিরা উঠিতে পারিতেছেন না যে এই
কালে তাহারিগকে খোলা বা চীনের দ্বারা বাস
করিতে হইলে তাহার আশ্রয় কত দূর গাণি
হইবে। যে সকল কমিসনরদের তত্ত্ব লোকের
গাণ, আশ্রয় এবং উন্নতি নির্ভর করিতেছে তাহার
যদি বাসগৃহ বহুদূর প্রকার আইন প্রণয়ন করেন
তাহা হইলে করণাতাগণ আগামী বর্ষে তাহার
গকে ভোট দিতে বোধ হয় সঙ্কচিত হইবে।

অবশেষে প্রার্থনা যে সত্যগণ এই আইনটির
বিষয় আরও বার বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।
তাঁহারা যদি অগ্রিমাতর ভাবে উক্ত আইন প্রণয়ন
আটন করিয়া থাকেন তাহা হইলে আশ্রিত
কেবল পাঁচগুণেই সঙ্কচিত এই আইন করিবার প্রস্তাব
করিলে অনেকেই ইচ্ছাকৃত অস্বীকার করিবেন।
কিন্তু তেলিগড়ার ও বাগালপাড়ার পনর জন
রুম্বা লোকের যে গৃহে বাস সেই গৃহেই প
কির/সম্পন্ন হইয়া থাকে। সেই জন তাহা
এই কমলা গাণ করিয়া বহাগি মিউনিসিপা-
লিটির উদ্ভূত (টাক) হইবে স্থানে স্থানে করেকটী
কূপ খনন করা ইয়া যেন, তাহা হইলে গো-ব
বিপদের সময় অনেক উপকার হয় এবং মতা-
রাণী অবনতি যে দমকটী দিয়াছেন তাহার ও
অনেক আর্থিকতা হয়।

—০—

বাকুইপুর।

এতদ্ব অঞ্চলের স্থানে স্থানে বিহ্বলতা বোগ
প্রবলরূপে দেখা দিয়াছে। মূলতী ও বনভ্রম-
রিয়া প্রভৃতি প্রাণে প্রতি বাতীতে প্রাত্তিক ৭১
জন লোক উক্ত বোগক্রান্ত হইয়া কাল কথ
কবলিত হইতেছে। লব হাছ না করিয়া
লোকে নাকি, দাছ স্থানে কোঁচিয়া দিয়া স্থান-
তরে পলারন করিতেছে। পুতি বহাবিতে প্রাণ
অপীড়িত করিতেছে। চি কৎসক নাই, সুতরা
চিকিৎসার সম্পূর্ণ অভাব।

অত্র মিউনিসিপালিটির অধীন পাস
প্রাণে একটি সমস্ত বরিজ প্রাণপতী উল
রোগাক্রান্ত হইয়া একটি রুগ্ন মাঝাক পুত
রুগ্ন বর্ষপতী ও বিবেশবাসী পরদাল আনি
রাখিয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে। অন্য
রুগ্ন পুতী বহু রোগে লোকে ও অমৃত জী
নীলা পরিভাগ করিবে। শাসনে জমীনা
বহোপাধ্যায় মতামতদিগের বাস। তাহার
কি এ নিমস্কার দুর্কপার বহুভাগা রুগ্ন নি
টির অতিক্রম ও জীবনের কোন উপ
করিবেন না।

বাল্ল'পুরে বোম্বো বানান হইতে
উন্নীতপাণি আসিয়া উপস্থিত হয়। সমগ্র
একটা পাণি বোম্বো বিক্রয়, সে কথা কত না।
যে দাতা হের, ভাতাই অত্যা কবে, পরিধান
একখানি মলিন বস্ত্র কিন্তু পাত একখানি সুতন
বামেব চৌধুরি লা- রূপার আছে। তার কে
সর্বদা লেখিত ও পাওয়া যায় না। এই পাণিটীর
আন্তর্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে এক ছদ্মগ উদ্ভব বে,
বকইপুর সুতন-সক আশানন্দে সেরেস্তাদার
বদলী ওঠায়ে, তাই মিলক তৈলজলানী
রূপধারী এই রাণার গণ্ডে আবেশনকারী
ইতার সভা সভা বোম্বোমস্তান করিতে
আসিয়াছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে এক, এ.মি. এর
মল হুতাহতি ভাতাভক্তি বোম্বো আবেশন সত
আবিকৃত হইতে লাগিল। আবেশন প্রাপ্ত
সুতনসক বাল্ল অবাধ স্বর্গ ও জোজুবর্গ
অবাধ এবং সেরেস্তাদার সুতনাথ বাল্ল হাতার
পরের জন্য আবেশনকারিগণের আর্থ-
তিনিও অবাধ। অমরা সুতনাথ বাল্লকে
এ পর্যন্ত ভাতার কর্তা করিতে দেখিতেছি,
তিনি জ্ঞানান্তরে হাটবেন কি না ভাতাও
অনিশ্চিত, সমস্ত আবেশনের হুটী বেধে কে।
লেখ পড়া লিখা বহি লাস্ত্রেন জন্ম,ই হয়,
তবে একল দেখা পড়া লিখা অপেক্ষা দুর্ভ হইয়া
যাক। ভাল, আর যদি অর্ধোপাস্ত্র মন জন্ম
হয়, তবে উপাধির জন্য এতটা গুরুত্ব না
কবিয়া উকীল মোক্তারের সুকঠিনগিরি করিলেও
কিছু সংস্থান করা হইত। যখনসী ভাতারা
আদীনতার মস্তকে পদাবত করিয়া হাস্তের
জন্মই বাতিবাত্ত, কিন্তু হাস্ত অপেক্ষা আদীন
ভাবে কবি কার্য-বরা জীবন বাপনও
বে মস্তক, তাই টা.রা. একাধিক চিন্তা
করেন না ইহাই আশঙ্কা।

এখান কার সু লোক আদালতে ২। ১টী কার্ণ হক
কোক আছেন সন্তোষই উত্তির আপা আছে,
সুতরাং যদি কেন উচ্চ পদ লুনা হয় তবে
সর্বোচ্চ উত্তরাংহ আবেশনই প্রাকানীয়।
উপাধিবরী ভাণাবা হাস্তের জন্য এরূপ
উৎসাহ দেখাইয়া অপ্রতিত হইলে সাধারণকে
অপ্রতিভের উপর অপ্রতিত হইতে হয়।

বিজ্ঞাপন

সংকৃত মন্ত্রের পুস্তকালয়।

১৪-১২ বারাগানী ঘোষের ট্রাট, কলিকাতা
ভাকার জীবনমাথ ধর্ম্মাপাধ্যায় রুত বাণ্ডীর পুস্তক
এখন হইতে এই পুস্তকালয়ে বিক্রীত হইবে।

ভংকৃত

সরল ভৈরজ্য-প্রকাশ

অর্থাৎ

সহজ মেটিরিয়া মেডিকা

১ম ভাগ।

গৃহস্থ ও পাড়ারোগের ডাক্তারদের জন্য

প্রকাশিত হইয়াছে।

বয়াল ১০ পেন্সি ৩০০ পৃষ্ঠার বেশী।

নাম ২৫০ টাকার পরিবর্তে ১ ডাকমাণ্ডল/:

এ পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

চিকীত্সা চট্টোপাধ্যায়
মার্মেনজার।



ইলকটো গ্যালভানায়

অম্লরী, কবচ ও অনন্ত।

বি. এম. কার নির্মাণকর্তা ও আবিষ্কারক।

নং ২৮ মুজাপুর স্ট্রীট কলিকাতা।

আমার নির্মিত অম্লরী, কবচ ও অনন্ত অতি-
রিক্ত বিক্রয় দেখিয়া অনেকে অনেক রকম নিষ্পত্তি
করিয়া বিক্রয় করিতেছেন। ইহা সকলই জ্ঞানেন
বে, তারতম্যে ইহা আমিই নির্মাণ করিয়াছি। সুবি-
ধ্যাৎ মিস্ত্রন যৌলবার্ট হোমবার্ট অফহার্টস, চারন
লন্ডনে, আমায় নিকট হইতে ক্রয় করিয়া বিক্রয়-
করিতেন, যাহারিগণ ও পুরাতন স্বর আশ্চর্যরূপে
আরোণা হইয়া থাকে, বিশেষতঃ ওলাউতা ও বসন্ত
রোগে ইহার আশ্চর্য উপকারিতা নক্তি দেখা
হাইতেছে। এখন কি ইহা ব্যয় করিলে সংক্রামিক

রোগ কষ্টকর অক্রান্ত হইবার সম্ভব নাই। বহুতঃ
ইহা রক্ত-প্রকার করতঃ পীড়া আশ্রয়রূপে ও
অপকাজ স্বাস্থ্য নিবারণ করে। এলোপ্যাথিক,
হোমোপ্যাথিক ও চাইভোপ্যাথিক চিকিৎসাতে
হাইরা বল পান নাই উত্তরা এই ভাঙিত ব্যরণে
পাইতেছেন। সেখান ও রূপসব নির্মিত কবচ ও অম্লরী
ভাঙিত সংযুক্ত বলিয়া উক্তি করিলে সে নিতান্ত
অমূলক ও ভাঙা ব্যবহারে কোন ব্যক্তি কখনই
আরোণা হইতে পারে না। প্রতি কবচের মূল্য ১৮/
আনা, ডজন ১২৮০। প্রতি অম্লরীর মূল্য ২ টাকার
ডজন ২০। প্রতি অনন্তের মূল্য ১৮০, ডজন ১৮০০।
প্যাকিং ও পোর্টেজ ১ হইতে ৬ আনা। ৬০ আনা
ডজন ৬০০। হাইরা অম্লরী ও অনন্ত হইতে ইহা
উত্তরা মাপ পাঠাইবেন।

-৩৩-

১৮৭৪ অব্দে স্থাপিত।

শরচ্চন্দ্র দত্ত এণ্ড কোং।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ।

প্রস্তুতকারী।

কলিকাতা মহাশয় এবং হোমোপ্যাথিক
ডাক্তারদের নিকট হইতে ঔষধের উৎকৃষ্ট
সব্ধে প্রাপ্তসা পত্র পাইয়াছেন।

মূল্য সুপাত।

ওলাউতা চিকিৎসার ১২ শিলি ব্যবস্থা ও কপু-
রের আরক সহ ৫ টাকা।

গৃহ-চিকিৎসার ২৪ শিলির ব্যয় ব্যবস্থা পুস্তক
সহ ৮ টাকা, ২ শিলির ব্যয় ১০ টাকা।

সাধারণ চিকিৎসার ৫১ শিলি ঔষধের ব্য-
ব্যবস্থাসহ ১৮ টাকা।

ডাক্তারদের উৎকৃষ্ট ব্যয় ২৫ টাকা, সম-
স্ত ঔষধ-পত্র ব্যয় ৫০ টাকা।

ইংরাজী বালালা সচিত্র মূল্যনিরূপণ
বিনা মূল্যে প্রাপ্ত। টিকানা ৫৫ নং কলোজী
কলিকাতা।

-৩৩-

হিমাঙ্গি—কুম্ভ (যজ্ঞস্ব)

প্রসিদ্ধ কবি জীবু লিখনাথ শাস্ত্রী এম.

(প্রবীণ)

হিমাঙ্গি লিখনাথ বচিত এই উৎকৃষ্ট ক-

খ মি জ্ঞান মুক্ত ও প্রকাশিত হই-
মূল্য ১ এক টাকার অধিক হইবে না। ১৮

সমাজীয়ে সোমপ্রকাশ ভিত্তিক টারিফে পাঠ্য
 ইয়ে।
 -ঐচ্ছিক ২৫৫ রং।

চুলের কলহা।

ইহা কলের মায় তুলস, লাগাউড কোম
 টাই। বেরপ পঙ্ককণ চটক না কেম ও
 নিটে গাফ উজ্জল কলহা চইয়া ৩.৪ মাস
 কিয়ে। মূল্য ১ টাক

রোজমের তৈল।

ইহা বাবটবে চারিত্রিক গোলাপের গড়
 তার কয়ে, শরীফ শ্রিৎ থাকে, শিরঃ বোণর
 ক্ষাত্র। মূল্য ২৩ শিলি ১ টাকা, ছোট ১০
 মা।

অমৃত কালি।

ই কালিতে লিখিলার স র কিছুই দেখা যায় না।
 ১২ নং অগ্নির উজ্জল লাগাইয়া মাত্র ১০ টাক
 খা যাইবে। গোপনীয় পত্র লিখিলার আশ্চর্য
 পায়। মূল্য ১০ আনা।

লিলি পাউডার।

সর্ব প্রকার হারেস মলোবর মল ১০ আনা।
 রড পট্টিকায়াব।

এই সালসা ডাকাব কবিরাজ ব্যবহার
 ১২ নং অগ্নির উজ্জল লাগাইয়া মাত্র ১০ টাক
 খা যাইবে। গোপনীয় পত্র লিখিলার আশ্চর্য
 পায়। মূল্য ১০ আনা।

এ, সি, মল এও কোং।

১২ নং অগ্নির উজ্জল লাগাইয়া মাত্র ১০ টাক

অষ্ট ধাতু নিশ্চিত অমোষ।

অনন্ত,



পূর্ণচন্দ্র মাস কর্তৃক নির্মিত ও
 প্রকাশিত।
 ১২ নং অগ্নির উজ্জল লাগাইয়া মাত্র ১০ টাক

এই 'অনন্ত' ক্রমিক সমগ্রসংগ্রহাণায়
 স্রাসী কর্তৃক আবিষ্কৃত। উক্ত স্রাসী
 অসংখ্য বিশেষ অঙ্গণে পুস্তকসমূহ অষ্ট ধাতু দ্বারা
 নির্মিত ও নৈসর্গিক ধরণে সংগঠিত কর্তৃক
 প্রকৃতি দ্বারা লিখা হান করিয়াছেন। আমি এই
 সকল কাহা লিখা করিয়া অষ্ট ধাতুর দ্বারা
 কর্তৃক 'অনন্ত' নির্মিত কর্তৃক চিববাধিগত
 করেতজন ব্যক্তিকে হারণ কবায়িগতিলান,
 ভাষ্যত উভাব্য অতি অস্পষ্টতা দ্বারা এই পদীর
 বাধি যন্ত্রণা চইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন।
 সেই জন এই সাধারণ উপকারার্থ অবশেষে
 স্তত কামনার অমর - বাস, চিত্র অষ্ট ধাতু
 নির্মিত 'অনন্ত' প্রচার করিয়াব।

এই 'অনন্ত' বর্ণ রোপা, ভাষ্য, সীম, বাৎ
 রজা, লৌ- পারদ এই অষ্টধাতুতে বিমিশ্রিত।
 উক্ত কলহের অর্ধের মায় ধাতুর উপর অপর
 সাতটি ধাতু খচিত চইয়াছে। এতদ্বারা প্রথম
 তৃতীয়া অস্তে তরল পান্যে দ্রাব্য থাকায়
 তৎক্ষণাৎই বিস্তারিত কার্য উৎপাদন করিয়া
 অষ্ট ধাতুর গুণ জমণ: শরীরে প্রবেশ করাটতে
 থাকে ইহাতেই শরীরের রক্ত পরিষ্কার করতঃ
 সর্বপ্রকার বাধি বিনাশ পূর্বক ক্রমশঃ বেধা বৃদ্ধি
 চইতে থাকে, এই অনন্তকে জীবন রক্ষার
 মূল ঔষধি বলিলেও অত্যাতি চর না। আমি
 মূল কঠে বিশ্বস্ত রূপে বলিতেছি যে এই সম্রাস
 পঙ্ক, আমার এ অষ্ট ধাতু নির্মিত
 অনন্ত হারণ করিলে পর শরীরে সমগ্র
 নানা প্রকার বাধি হওয়ার আশঙ্কা আর কাহারও
 করিতে চইবে না।

আজ কাল নানা প্রকার ঔষধি ধাতুনির্মিত
 কবজ ও অমুরীর ইত্যাদি দ্বারা অষ্ট ধাতু নির্মিত
 বলিয়া প্রচলিত চইতেছে, তাহা বেকত মূল সম্রাস
 আমরা তুলনা করিতে চাতি না। কিন্তু মলোবর
 গণ বহু জনে কাচ ক্রয় করিবেন না। কোট ও
 বড় প্রত্যেক 'অনন্ত' মূল্য ২ টাকা, ডাক ১০
 টাকা, প্যাকিং ও পোস্টেজ ১ চইতে ৬ টা। ১০
 আনা ১৭ চইতে ১২ টা ১০ আনা। অর্থাৎ
 পাটলে ডাক পক্ষেই প্যাকিং মাল পাঠান
 যাইবে। আর বিশেষীক মলোবরগণ অনন্ত
 ক্রয়ক লীন অগ্রহ করিতা বস্তুতঃ মাল পাঠা-
 ইয়া দিবেন।

অনন্ত যে সকল দ্বারা ধাতু খচিত চইয়াছে
 তাহা এক একটা করিয়া মিলাইয়া লিখিবেন। আর
 উক্ত সম্রাসীর আবেশমত আবাবল্যা ও পূর্ণিগতে

বিজ্ঞাপননা প্রাপ্তগেৎ প্রাপ্ত।

আমরা বিমর সূচকারে সাধারণকে জানাই-
 তেছি, বাহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দ্বিবার না
 করিবেন তাহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া
 বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল পাঠাইয়া দিবেন। প্রপ
 তিম বার প্রতি পংক্তি ১০ আনা, তৃতীয় বার ১০
 আনা। ইংরাজী অক্ষরে প্রকাশ চইলে ৭১০ পয়সা
 করিয়া লাইন প্রতি বার ধরা চইবে।
 বেসকল কথখানিক বিজ্ঞাপন আনাতিপেব
 মিকট আসিলে, তাহা প্রথম একবার বিমায়নে
 প্রচারিত চইবে। তৃতীয় বার বিমায়নসারে মূল
 লওয়া যাইবে।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কতকটী
 বিশেষ বিবরণ।

সমগ্রপক্ষে সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য ১০০
 মাসুল সমেত সার্বিক ১০ টাকা এবং বাস্তবিক
 ৫১০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাকমালমূল সমেত
 ১০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা মাসিক
 সিকের বিবরণ নাই। শিকক ও ছাত্রবিবরণ
 জন্ম ডাক মাসুল সমেত ৩১০ টাকা দ্বি-
 চইয়াছে।

অগ্রিম মূল্য না পাটলে মকমলে সোমপ্রকাশ
 প্রেরিত হয় না। বাহারা সোমপ্রকাশের মূল
 পাঠাইবেন, তাহারা অ অ মাম বাস্পকত করিয়া
 লিখিয়া ৪৮ নং গুরুদাস চৌধুরীর লেখ করিকাত
 জিহুজ উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্তীর নামে বোটে, তাও
 পরাত চিত্র, বলি অডার উভার অস্ত্রের বাহাবে
 বাহার দ্বিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা 'মূল'
 প্রেরণ করিবেন। অজ্ঞানতার অধিক 'মূল'
 চিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত চইবে না। মূল
 নিঃসেবিত চইবার পূর্বে কেহ সোমপ্রকাশ প্রেরণ
 অনিশ্চক চইলে অবশিষ্ট মূল কিরাইয়া বেতন
 চইবে না।

বাহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করি-
 বেন, তাহারাও সেই পত্রাদি প্রেরণ ক-
 যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবে ইহা
 করিলে তাহাকে প্রথম তিম বার প্রতি পংক্তি ১০
 চই আনা তৃতীয় বার ১০ এক আনা দিতে চইবে।
 কেহ ইংরাজী অক্ষরে প্রতি বার ৭১০ পয়সা
 করিয়া লাইন ধরা চইবে।

প্রেরিত, সংবাদদাতা, জমণকাবীরপর ও প্রাণ
 প্রকৃতি বেসকল বিবরণ নামা দ্বারা বহুত প্রকাশ
 আটলে তাহার মতামত বা কোনটী অধি-
 বিকৃত বা সত্য এবং সত্য মিথ্যা নির্ণয় করিবার
 সম্প্রদায়ক, প্রেরিত বা প্রাপ্তিটার দ্বারা মতম।

এই পত্র ৪৮ নং গুরুদাস চৌধুরীর লেখ
 করিকাত সোমপ্রকাশ দ্বারা জিহুজ ক্রয়
 চক্রবর্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রকাশিত
 মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

ଆମ ପ୍ରକାଶ

पञ्चमः प्रकृतिविज्ञानं, पारिस्थिकः, वन्यजीवः अतिमहती न दीयता । ३०५ (३०५-३०६)

১২২০ নাল। ১২এ মাঘ। ইং ১৮৮৭ ৩১এ জানুয়ারি।
১২২১ নাল। ১২এ মাঘ। ইং ১৮৮৭ ৩১এ জানুয়ারি।

{ चमत्कार-युक्त वाचन मन्त्रक सार्वभौमिक
 ठोका यति । निष्कर्ष क ह्यसिद्धिमान्
 { अथ भौतिक धर्मवैयर्थ्यादौ ठोका ।

বিজ্ঞাপন

‘सुनछं एदछणि’।

[illegible]

ଶ୍ରୀ-୧୩ ପ୍ରକାଶନ

[illegible]

ਆਖਰਾ ਕਲਿਕਾਲੇਰ ਆਸਿਰਾ। ਨਾਨਾ
 ਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੁਰਕਾਰਿ ਮੁਖਨ।
 ਗਰੀਬ ਹਰਿਕਰਨੇ ਤੇ ਮੁਖਿ ਮੁਖਿ ਮੁਖਿ
 ਮੁਖਿ ਮੁਖਿ ਮੁਖਿ ਮੁਖਿ ਮੁਖਿ ਮੁਖਿ
 ਮੁਖਿ ਮੁਖਿ ਮੁਖਿ ਮੁਖਿ ਮੁਖਿ ਮੁਖਿ

চিঠি, লেবেল, বিল, সার্টিফিকেট প্রভৃতি
 যাবতীয় নথিপত্র ইংরাজি ও বাঙ্গালা
 মুদ্রিত করিতে ইচ্ছা করিলে, তাঁহারা
 উপরি উক্ত ঠিকানায় আমার নিকট
 অর্ডার পাঠাইলে মৃতন অক্ষরে নথি প্রস্তুত
 হইবেন। - আমরা ইংরাজি ও বাঙ্গালা
 নানা প্রকার মুদ্রণ অক্ষর বর্ডার ও নকশা
 আনয়ন করিয়াছি। ছন্দ ও শ্লোক ও
 স্তব্ধরূপে যে কার্য সম্পন্ন হইবে তাহা
 বলা বাহুল্য। বিশেষতঃ সৌন্দর্য্য
 বজ্রালয়ে কোনরূপ প্রযত্ন ও প্রতারণা
 নাই। সর্বসাধারণকে অবগত করা যাই
 তেছে তাঁহারা নিঃসন্দেহ চিত্তে আমা-
 দিগকে মৃতন কার্যাদি অর্পণ করিতে পারেন।

সোমপ্রকাশ সম্বন্ধে চিঠি পত্র-টাকা
কড়ি, মনিঅর্ডার আদি গ্রাহক মহোদয়গণ
এক্ষণে ইহাতে ৪৮ নং শুদ্ধপ্রসাদ
চৌধুরীর সেন সোমপ্রকাশ কার্যালয়ে
ঐযুক্ত উপেন্দ্রকুমার হুজুরদার নামে
পাঠাইবেন। অতঃপর সোমপ্রকাশ
সম্বন্ধে চিঠিপত্র বা টাকা কড়ি মনিঅর্ডার
গ্রাহক মহোদয়গণ আর কাহারও
নামে পাঠাইবেন না। অথবা কার্যালয়ের
কোন কর্মচারীর নামে সোমপ্রকাশের
মূল্য প্রেরণ করিবেন না। অপর নামে
পাঠাইলে অধিকারীর হস্তগত না হওয়া

সভায়। আহকপণের কে, বিবরণ, প্রদান
স্বাধীন।

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

বিনা মূল্যে বিতরণ।
 ডাকার সমালোচনা পুস্তক।
 সর্বমুখী শিক্ষা।
 (ভিত্তিক সংস্করণ—পরিবর্তিত, প্রায় ৩০
 পৃষ্ঠা ৮ কবীর সম্পূর্ণ)
 পল্লীগ্রামবাসী গৃহস্থ সংগ্রহই অসম্ভব। ডাক
 মাধ্যমেই গ্রামে/এক আমা, সংগ্রহই অসম্ভব-
 নারি, ডাকমাধ্যমে কলিকাতা।

নিউ হোমিওপ্যাথিক হস্পিটাল

এস, বি, বিধান এণ্ড কোং ।

৪৭ নং সীতারাম ঘোষের হাট বন্ধকভাড়া।
নতুন আয়োজন।

[illegible]

বর্তমান সনের আগামী ফাল্গুন মাসের মধ্যে বাহারা নূতন গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইবেন, তাঁহারা অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৬০ টাকায় এই প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র খানি পাইতে পারিবেন। এই সুলভ নিয়মের সময় অতীত হইলে (অর্থাৎ চৈত্র মাস হইতে) নূতন গ্রাহকগণকে সাধারণ নিয়মের বশবর্তী হইয়া গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে হইবে। ইহার পর সাধারণে এক্ষণে সুযোগ পাইবেন না। নূতন গ্রাহকগণ অধ্যক্ষের নামে ৪৮ নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর সেন, কমিউতা। এই ঠিকানায় মূল্যাদি পাইঠাবেন।

নিম্নোক্ত বিবরণের অবস্থান সময়ে নেপালের
কেন্দ্রে এক সুশাসন 'স্বাক্ষর' নিকট প্রাপ্ত।
১৯২৬-২৭-২৮ ইয়া বিদ্যা বুলো বিতরণ হইয়াছে
কিন্তু ক্রমে ইহার উপকারিতা ও বণ্য প্রচারের
বিষয় ইহার প্রাথমিক এতাদৃশ বৃদ্ধি হইয়াছে যে
বিদ্যা বুলো বিতরণ এক প্রকার অসাধ্য হইয়াছে।
এই সকল এবং অসংখ্য কারণে ইহার মূল্য নির্ধা-
রণ করিলান। ইহাতে কোন প্রকারের পাত্র
পাই, ইহা অসংখ্যকাল যাত্র সেবনেই সহজ সহজ
লাভ এই উৎকর্ষ পৌঁছা হইতে সম্পূর্ণরূপে চিরা-
সংসার লাভ করিয়াছেন। গর্ভবতী স্ত্রী কেবলমাত্র
স্বামীর সেবনেই রোগাশ্রুত হইয়াছে (গর্ভাবস্থার
সমন্বিত সম্পূর্ণ নিবিষ্ট) ইহার দ্বারা শিশু সন্তান
শৈল্পিক রোগ হইতে সম্পূর্ণ অব্যাহতি পাই-
য়াছে। ইহা রোগের সর্বাবস্থার আশু ফলপ্রসূ ;
এবং কি পানীয়বর্ত্তি উৎকর্ষ স্বৈরাচার জীবিত সুখিত রক্ত

କିନ୍ତୁ ସଂସାର ଆତ୍ମକ ବିନାଶ
 ହୁଁନୀ ତାରତେ ଓଠିନ ଆଜ,
 ଜର ଜର କ୍ଷମି ସକଳ କାଢିନି
 ଓଠିନ ତାରତ ଡବନ ସାଧ ।
 ହିମାଦ୍ରୀ ନିଧାର ତାରତ ନାଗର
 ଚନ୍ଦ୍ର ହିମି ଶ୍ରୀହିମି ହର,
 ତିନାରି କୁମାରି ଆମ ତିନୁ ଜାତି
 ଏ ସକଳ କାଢିନି ନକଲ କର ।
 ଜର ଜର ହେଲେ ସେନ ହର ହର
 ଓଠିନସେ ଅପାର ଓଠିନ ହର,
 ସେବାନେ ସେବାନେ ନେବ ଏକ ଆଦେଶ
 କହିଲେ ତାରତ ନିଧରୀ ଜର ।
 ନକଲେ ଅଗତେ ହୁଁନୀ ତାରତେ
 ଏକତ ସାରତୀ ସୋସିଲେ ନେବ,
 ନିଧିବୀର ନାମ ଜନନୀ ନୟନ
 କହିଲେ ନକଲେ ତେରବେଶେ ।
 ସଦାସ ତପନ ତଳେ ନା କହନ
 ହୁଁନୀ ତାରତେ ଏକାମ ପାଠ,
 ଅସଦା ସଦାସ ହୁଁନୀ ତାରତେ
 ହୁଁନୀ ତପନ ତେରବେଶେ ।
 କେତେକେ କେତେକେ ଜୀବୁତ ହେଲେ
 ଓଠିନେ ନକଲେ ବିଜୟ ଗାନ,
 ନାଗର ନବନେ ନକଲେ ବିକାଶ
 ତାରତ ହୁଁନୀ ସରିଲେ ତାନ,
 କହିଲେ ତେରବେ ଆଇ ଶୁଭ ନେବ
 ହୁଁନୀ ନାଗର ଆଜି ମୋ ଜର
 ବିଜୟ ବିଜୟ ହେଉକ ଓଠିନ
 ଆଜି ଏ ହୁଁନୀ ନକଲେ ବିଜୟ ।
 ଜର ନାଗର ତାରତେ ଅସଦାସ ଅପାର
 ଜର ଜର ଆଜ ହୁଁନୀ ନାଗର,
 ଜର ନୁହାନ୍ତେ ଜର ନୁହାନ୍ତେ ବାମ
 ଜର ନକଲେ ତୋହାର ନକଲେ ।
 ନୁହାନ୍ତେ ବିଜୟେ ତବ ନକଲେ ହେଲେ
 ନକଲେ କର ପୁରୁଷ ଆଜ,
 ନୁହାନ୍ତେ ଏବାର ହୁଁନୀ ଏବାର
 ନକଲେ ହୁଁନୀ ହୁଁନୀ ସାଧ ।
 ହେଉ ନାହିଁ ନାହିଁ ହେଉ ନାହିଁ ତାରତ
 ଏ ସେନ ନାଗର କାହାର ହାତ,
 ହୁଁନୀ ନାଗର ତବ ନାଗର ହର
 ତାହି ଜରଗୀତି ନକଲେ ପାଠ ।

উন হলে কেশবচন্দ্রের দুর্ভাগ্যপোষকতা।

উক্ত।

শোক সঙ্গীত ভারতবাসী
বালক যুবক আজির মিল
কতিরে আবার কিংবদন্তি
আবার শুনিতে আবার আজ
ভারতবাসীরা ভারত মাতা
ফুলিছে কিম্ব শোকের গাথা।

২

ফুলে নি সে শোক ফুলনি
জাগিছে এবে ১ নানব-পটে
পারি কি সে শোক ফুলিতে কত
সমাই সে শোক জাগিছে তার
পারিলা ফুলিতে ফুলিতে তার
সামান্য ১০০ জন অনন্ত প্রভু।

অসামান্য দুর্ভাগ্য ফুলনি
ফুলে নি দুর্ভাগ্য "পাণ্ডা বান্দার"
ফুলে নি সে দুর্ভাগ্য পুণ্ডর পাণ্ড
ফুলে নি তাঁহার বৈদ্য বান্দী
ফুলে নি সে দুর্ভাগ্য নবু বান্দী
ফুলে নি সে চক্রে পোষাক দার।

৪

ফুলে নি নব বিধান ভারত
নুতন নুতন ধর্মের কথা
নব বিধানের নব সনদ
নব ভক্তি প্রেম যোগের কথা
জগতে নব জীবন বাঁধা
ফুলে নি কিছুই সব মনে হয়

৫

ফুলে নি উৎসবে আজ্ঞা দাঁড়
সেতার ভক্তি নব জুগিয়ার
নগর পথে নগর কীর্তন
ফুলে নি নগর পথে নগর প্রেমের
হরিনাম হরিনামে পথে
করিত পাশে হরিনামের।

৬

ফুলে নি কীর্তন উদ্ভাটন তাঁর
ফুলে নি কথা তাঁর বক্তৃতার
অসংখ্য জোড়ার জনতা
ফুলে নি সেই চৌনকলে
ইংরাজ বাজানী ইংরাজ-বলে
ফুলে নি বক্তৃতা উদ্ভাটন তাঁর।

ভিন্ভাষ ভারতবাসীর
বৌদ্ধ ভাব মতিবলা মিত্রবলে
সকল ধর্মের মতা সমগ্র
বিংশতি সহস্র জোড়ার মতা
সেই এক দুর্ভাগ্য করিয়া বিরাট
মাত ইত সব জোড়ার মিত্র।

৮

সে দুর্ভাগ্য নীরব নীরব আত্ম
হাঁড়ারে চৌনকলের মতা
কতিরে দুর্ভাগ্য আর কি সকলে
নিচুই পারিলা ফুলিতে তাঁর
অরিয়া সনাই লোক পারাবার
অনন্ত উদ্ভাটন সহ্য উৎসবে।

৯

যেখানেই বাই যাব কঁাদে
অজান অজান দিবস বিবাহে
নয়নে বড়িছে অজান ধারে
সে দুর্ভাগ্য কখন ফুলিবার নয়
বখন ভখন মনেতে হয়
ফুলিতে কি কেহ বখন পারে।

১০

তবে কেন আজ ভারতবাসী
জাগতে দিগন্ত বঙ্গবাসী
আজি এ দুর্ভাগ্য করিয়া তাঁর
কেন এ ভারতে আবার সবে
কঁাদতে সকলে শোকের রবে
এ দুর্ভাগ্য কেন করিলে আবার।

১১

একত কমল ফুলের গৃহে
গমমে তব পরাণ রেখে
থাকেনা দেখিয়া সনাই তাঁর
সকলে বাইতে চৌনকলে
এখনো যেখানে পরাণ ছিল
বেশিব কেমনে এ দুর্ভাগ্য আবার।

১২

এনয় দুর্ভাগ্য দুর্ভাগ্য তাঁর
অনন্ত গেম বিধান আবার
বিরাজে তাহারে জীবন্ত ভক্তি
দেখিয়া এ দুর্ভাগ্য দেখিয়া তাঁর
চৈতন্য গৌরব শাকা মিশার
হতেছে মকম সাধুর শ্রুতি।

১৩

কতিরে দুর্ভাগ্য দুর্ভাগ্য তাঁর
সাধুর দুর্ভাগ্য দুর্ভাগ্য তাঁর
কতিরে এ দুর্ভাগ্য জাগতে তাই
এ দুর্ভাগ্য নীরব নীরব আত্ম
যত বিন বর্ষ জগতে রয়
কবে বর্ষকথা জগতে প্রবেশে।

১৪

সে জীবন্ত আত্ম প্রবেশের কথা
নব বিধান ধর্মের দারজা
যেখানেই ভৈরবে জগত রয়
"এম ভক্তি যোগ নবা সনদ
সর্ব বর্ষ এক নব বর্ষ হয়
জগত নব দিবস নে জয়।"

জিগোঁরী প্রসাদ মনুসংহার।

—

অজানান সম্প্রদায় মতামত।

কিরকির অতীত হইল করিন্দুতি ওয়াড়ের
ফুলপুর্ন কমিনের ও গর্ভসেটে হাতবা উৎসব-
সকলের ভবোন্মাদ ভক্তির বাবুর বিলাস উৎসব
ভারতবাসী কতিরে লোক মানমৌর ভোজ্যখান
মহোৎসব জিগুজ বাবু অজান প্রসাদ বৈজ মহোৎসব
সমীপে আবেশন করিয়াছেন। আমরা ভক্তরা
করি উক্ত ভোজ্যখান বাবু সাধামত মা য বিজায়েব
ক্রমে কবিরেব না। কিন্তু অজান নিরতিশয়
হুগুধব সতিত প্রকাশ করি ১০ বাবা হইলাম যে
সম্প্রদায় বিশেষেব উত্তেজনার এই ঘটনাটি ঘট-
য়াছে। ইহা নিঃসন্দেহেব কখনই হয় নাই। এই
বড়বড়ের মধ্যে অবশ্য কোন না কোন ব্যক্তির
অনিষ্ট হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। যাকাত উক্ত
বিদ্যুৎ খজার থেকে এইরূপ কবিলে ভাল হয়
আমাদের কি কিছুমাত্র বিবেচনা শক্তি নাই
ইহার কিছুদিনপূর্বে অনেকের উক্ত ভক্তির বাবু
স্বায়ীরূপে এসে বাধিবার জন্য সাধামত চেষ্টা
করিয়াছিলেন, একারণ এতবারেই তাঁহার হুগুধের
চেষ্টা কবা হইতেছে। তাঁর বলি "ভাবিতে উচিত
ছিল প্রতিজ্ঞা বখন।" ইহাতে কেবল মাত্র অজান
চিন্তা প্রকাশ পাইতেছে। অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন লোক
ভিন্ন ভিন্ন মতেব পোষকতা করিয়া থাকেন।
যতদূর জানা আছে তাহারে তিনি উক্ত বোঝে
দাবী নহেন আমাদের এইরূপ বিশ্বাস।

এই দুর্ভাগ্য ঘটতি ব্যাপার রাস্তায়, বাটে, মাটে,
বাজারে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছে, এমন কি
আমাল কত বমিতা সকলে এই বিষয়ের পরি

যদি কল জাতিবার জন্য উৎসাহক আছেন। আমরা অবগত হইলাম যে, উক্ত প্রবন্ধের জন্মকাল ভাষার বাহুর এই পক্ষে স্থাপনের জন্যই মূল্য বৃদ্ধির আয়োজন করা হইয়াছে। বিভাজনকে ভাষার বহি ভাষার বাহুর কার্যে অসমর্থ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে ভাষার নির্বল চরিত্রে যোবারোপ করিবার পরিবর্তে অথবা ভাষার পেশুনের পক্ষে কুঠারাত না করিয়া ভাষাকে জ্ঞানান্তরিত করিয়া নিজেদের আর-ভাষীর ব্যক্তিকে বিমুক্ত করিতে প্রচেষ্টা পাওয়া ভাষার উচিত ছিল। অতঃপর সম্ভবতঃ বিশেষের বিবরণে পড়িয়া ভাষাকে বাহাতে জ্ঞানান্তরিত হইতে না হয়, তাহাও সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইতেছে।

উপসংহারকালে বক্তব্য যে, উক্ত প্রবন্ধগুলি বহু বাক্যসমূহে ছিল, তখন উক্ত উক্ত প্রবন্ধ সকল আলি। কিন্তু এক্ষণে কবিশ্রমঃ যথেষ্ট-বিগের শৈথিল্যজনিত প্রবন্ধের অভাব কিংবা “স্বাভাবিক” বলিলেও অস্বাভাবিক হয় না। আবার এখনও শুধিতে পাওয়া যায় যে, যখন যখন ভাষার বাহুর প্রসঙ্গ করা হইয়াছে ইহা প্রকাশ করা হয়। বলাপি এখন হয়, তাহা হইলে একজন ব্যক্তিকে ভাষার রাধিরা বলে বিচারনিপাতিটির অনেক টাকা বাঁচিয়া বাইতে পারে।

কোমলিয়ার } বিনয়বন্দ
১০ই জানুয়ারি ১৮৮৭ } প্রিয়ঃ—

অপূর্বচর্য্য প্রবণ।

বিকলাভ্যন্তরীণি। যথাসম্ভব কেবলঃ।

সকলঃ জ্যোতিষঃ শাস্ত্রঃ চর্য্যাকৌমল্যঃ সাক্ষিনী

আগামী ২৭ এ মার্চ পৌর্নমাসীতে সারঃ সময়ে আমরা পূর্বচর্য্য দর্শন করিব, অথবা খণ্ড চর্য্য দর্শন করিব ইহার অন্ততঃ নির্বাচন করা অসম্ভব প্রস্তাবের উদ্দেশ্য, এবং বহু বাক্যের পত্রিকাভাগে এক বাক্যে সম্পূর্ণ বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, উক্ত দিবসে প্রস্তাবের হইবে অর্থাৎ চর্য্য খণ্ডিত দৃষ্টিতে আবাদিগকে দর্শন দিবেন। এমন কি কোন কোন পত্রিকাতে চর্য্যপ্রবন্ধের চিত্রখানি পর্য্যন্তও চিত্রিত হইয়াছে। কিন্তু আবাদিগের পক্ষে এ সকলই বিচিত্র বলিয়া বোধ হইতেছে, যেহেতুক ইহার ত কোন মূল অধ্যাবসি আমরা অবগত হইতে পারিলাম না। বর্জ্য্য প্রবন্ধে অধ্যাবসি ব্যক্তিঃ সাধারণতঃ নহে। চর্য্যপ্রবন্ধ যে কি কারণে সংঘটিত হয়, তাহা যদি স্পষ্টরূপে প্রকাশ্য করা যায়, তাহা হইলে আমরা কেম বোধ করি দেশীঃ জ্যোতির্বিদগণও প্রবন্ধ

দৃষ্টকর্ত্তে কখনই স্বীকার করিবেন না। আকাশ পথে একটা পথদ্বার আছে, বাহাকে চারামার্গ কহে সেটা সর্বদাই সূর্য্য অপেক্ষা সপ্তমহাশিত্রে অবস্থিত করে, যখন চর্য্যপ্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হয় তখন সেটা চর্য্যপ্রবন্ধে প্রবেশ করে, তখন চর্য্যপ্রবন্ধ উপস্থিত হয়। পরে দেখিতে হইবে, উক্ত দিবসে সাবঃকালে উক্ত প্রবন্ধে কিরূপ অবস্থান হইয়াছে তাহাতে স্পষ্ট বিচার দ্বারা স্পষ্ট প্রতীকমান হইতেছে যে, ঐ সময়ে চর্য্যপ্রবন্ধ হইতে চর্য্যপ্রবন্ধ পরতুল্য অস্তরে রহিয়াছে অতএব সে সময়ে প্রবন্ধের সম্ভাবনা নাই, এরূপে আশা করা যায় যে পূর্বিমার্গে আমরা পূর্বচর্য্যই দর্শন করিব। গণিত বিবরণের আন্দোলন করা নিম্নঃ প্রবন্ধ, উক্ত প্রবন্ধে যদি কেহ তর্ক করিতে উপস্থিত হন, আমরা তাহার প্রতিবাদী হইতে চাহি না। কারণ কলেন পরিচীরে, কেবল গণিতের পারিপার্শ্বিক সাধনেই কৃতার্থতা লাভ হয় না, সাধন্য সম্পাদন করা একান্ত আবশ্যিক, বলাপি ভাষার কলেন সহিত একত্র করিতে পারেন, তাহা হইলে ভাষাভিগের বক্ত পিরোবার্য্য করিব এবং একটা মূল্য শিলা লাভও হইবে। ইহাও কলেন ভাষাভিগের বাক্য অন্যথা না হইক, কিন্তু পরিধানে যে বক্তব্য কৃতকার্য্য হইবেন তাহা বলিত পারি না। বাহা হইক বেশঃ গণিতকারেরা যে পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন আমরা তাহার বিরুদ্ধ পক্ষাবলম্বী হইলাম, এক্ষণে উক্ত বক্তব্যের মধ্যে কোনটা প্রকৃত কোনটা বা অপ্রকৃত, ইহার নির্ণয় কে করিতে পারে, যেহেতুক কল ভবিষ্যৎ গর্ভে নিহিত, তবে উক্ত দিবসে চর্য্যপ্রবন্ধ দৃষ্টমান হইয়া যে পক্ষে সাধ্য প্রদান করিবেন সেই বক্তব্য বিত্তঃ বলিয়া পরিগণিত ও সোঃ সময়ে সমাপ্ত হইবে। উপসংহারে সম্পাদকঃ ‘মহাপ্রবন্ধের মিকট আবাদিগের অগ্ররোধ’ তিনি যেন এবিষয়টি সারঃ প্রত্যক্ষ করিয়া কল সাধারণের গোচর করেন, তাহা হইলেই অন্যতরের প্রম সার্বক বোধ করিব।

বারাণসী } জীবনরাম বেনাডবাসী
নং ১৮০৮১২ বাৎ } জীবনরাম বিদ্যাসাগরঃ

✓ অমূল্যমান সন্নিবিষ্ট অমূল্যমান।

সময় বিশেষে, বাহা হইয়া অনেকের বিশেষ আবাদিগকে অনেক কথা বলিত হয়। ইহাতে ভাষার আবাদের উপঃ দৃষ্ট হই যে কুট নহেন, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু কি করিব?—লোকে বাহাতে বিশেষ কুনিয়া অসম্ভবপ্রস্তাব প্রাপ্ত হইয়া সংগঠন—সংগঠন কার্য্য করে, যখন

এই আবাদের উদ্দেশ্য, তখন বক্তব্যঃ বক্তব্য, কাহাকেও পাপ কার্য্য বাহা হিতঃ সন্নিবিষ্ট হইক কি প্রকারে? হিন হিন অমূল্যমান-সন্নিবিষ্ট সন্নিবিষ্ট আমরা যে সকল ভয়ঃ প্রবন্ধের বিবরণ জ্ঞাত হইতেছি তাহার সমস্ত প্রকাশ বা বিবরণ অন্যতঃ। তবে বক্তব্য পূর পারি চেষ্টা করিয়া দেকি। লোকের ভাষাঃ বহি চক্ষুঃ কুটে, তাই হইতে।

সংগঠিত নিম্নলিখিত কণ্ঠ বিজ্ঞাপনদ্বারা সমস্তে আমরা এইরূপ সন্নিবিষ্ট প ইচ্ছাছি,—

(১) টি. জি. ম্যাসেলার. টিপস সাইটেরী : ৫৬ নং পাণ্ডুরিকাঘাটা স্ট্রীট, কলিকাতা। ইনি “বেবহুয়ার প্রবন্ধনী” প্রকাশ করিব বলিয়া সংবাদপত্রঃ ভাষাঃ বিজ্ঞাপন দ্বারা বিস্তার লোকের অর্থ আদায় করিয়া প্রকাশ যে কোথায় কি নামে অবস্থিত করিতেছেন, তাহার সন্নিবিষ্ট নাই।

(২) এইরূপ, অমূল্যমান চট্টোপাধ্যায়, ৩ নং কলকাতা স্ট্রীট হইতে “মহাপ্রবন্ধ” পুস্তক প্রকাশ ও তাহার প্রবন্ধগণকে উপঃ নাম করিবার সোঃ প্রবন্ধীয়া বিস্তার লোকের অর্থ আদায় করতঃ এখন যে কোথায়, কি ভাবে আছেন, তাহারও সন্নিবিষ্ট নাই।

(৩) ২০৪ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট এবং ৩ নং মনোঃ বহুর গলি হইতে “মহাপ্রবন্ধ” এই নামে সন্নিবিষ্ট ভিঃ-রাজঃ বিস্তারঃ প্রকাশ ভাষাঃ বিজ্ঞাপন বাহির হয়। তাহাতেও লোক প্রবন্ধ প্রবন্ধিত ও প্রচারিত হইয়াছে।

(৪) অমূল্যমান সরকারঃ ৩৭ নং কলিকাতা চট্টবতীর গেন। ইনি বলাপূরণ প্রবন্ধ প্রকাশে অনগ্রঃ হইয়া আপাতঃ কখনও সরকারঃ কোম্পানিঃ ম্যাসেলার হইয়া, কখনও বা এ. বি. সরকারঃ প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট সাধিয়া সাধারণ-সময়ে প্রকাশ হইতেছেন। ইনি ইতিপূর্বে সন্নিবিষ্ট অগ্রঃ প্রবন্ধীয়া হন। কিন্তু যখন এক দিন সাঃ ভাষাঃ হইয়া, সন্নিবিষ্ট আদিয়ে অমূল্যমান সাঃ প্রকাশ্য করার ও পরে তাহা প্রকাশ পাওয়া সন্নিবিষ্ট হইতে ভাষার কার্য্যকলাপ আন্দোলিত হয়। ‘ইন্ডিয়ান কম্পিটর’ ও “ওয়েলঃ প্রবন্ধঃ প্রবন্ধগণকে বর্জ্য্যপ্রবন্ধ” বিস্তারঃ গোঃ বিজ্ঞাপনদ্বারা কলিকাতা সরকারঃ কাহিনী তাহারঃ অবস্থিত নাই। অমূল্যমান সরকারঃ সেই কলিকাতা সরকারঃ অগ্রঃ। বলা বাহুল্য ইনি একঃ ‘মহাপ্রবন্ধ’ হইয়া উঠিতেছেন যেহেতু ইহা

হি। ভগবান, ইহার প্রতি কিরান, এই
পাঠনা।

(৫) "Central Gazette" নামে এক পত্র
কাল করি। বলিয়া H. C. Mitra আকরিত প্রতি
নেকের টাকা আদায় করিয়া একত্র বে
কানার আছেন প্রেরণ নাই।

(৬) অজ্ঞানাল পাল: ১৪ নং শিবক
গলি। New India মাসিক পত্রিকা প্রকাশ
করিয়া অনেক টাকা আদায় করিয়াছেন
এবং একই সন্ধান করিলে ইহার সাক্ষ্য পাওয়া
যায় না।

(৭) বংগের নাম দেব, ওরাম রামবাগান
লন হইতে কখনও গাছের দ্বারা বাতী বিক্রয়
করেন নাই। কখনও (এখনও) ৩ টাকার
মহাপুরাণ ও তৎসহ মূল্যবান বস্তু
উপহার দিতে চাহিয়া নানা রকম আকাশ
পন বাহির করেন। কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে
তৎসহ উক্ত টিকানার লোক পাতালে সন্ধান
পাওয়া যায় না। পাড়ার লোক বলে, 'এই রূপ
ব্যবহার লোক আগিয়া খুঁজিয়া কিরান
করি। কলকাতা এক টিকানার বিজ্ঞাপন দিয়া
হানাতর হইতে টাকা কাড় এখন ওরাম উ. কল
ক, সাধারণে খুঁজ।

(৮) গিরাজলাল দাস দেব: ইনি এক সময়
তার গাছের নামে ১৬৬ নং টিঙ্গুর রোড
হইতে অজ্ঞানাল পাল মহাপুরাণে মূল্যবান ১৬
টাকার দলে ০ ট. ক। দিবেন বলিয়া এক আকাশ
বিজ্ঞাপন বাহির করেন এবং তৎপরিবর্তে বট-
কলাব মহাপুরাণ দিয়া গোকাবগকে প্রচারিত
করেন। ভেরী ও সুপার পাড়ার ভূতপূর্ব সম্পা-
দক ইহার তত্ত্ব করিয়া কানজে আছেন, তিনি
সীতাব হন এবং টিকানা বহল করেন। এখন
আবার সেই পরিচিতি টিকানা হইতে নানা
ভাষাতে বিজ্ঞাপন দিতেছেন। ইহার বিরুদ্ধে
আমরা নানা অভিযোগ পাইতেছি। বলা
যাইল, আনিতে পারিলে লোকে আর ক'বার
টাকার? সুতরাং গিরাজলালের এ সময় সাধ-
ন্য হইয়া নং পথে চলা উচিত।

(৯) 'রপরাধী'র জন্য টাকা লইয়া বেহুলাল
বেদিয়া অনেককে ঠকাইয়াছেন। ইহারও
আর সাক্ষ্য নাই।

(১০) "একদশী প্রভীতী খেলা" শীর্ষক
অলোভনপূর্ণ বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়। সেই
বিজ্ঞাপন পাইয়া তাহার এজেন্ট কালীপ্রসন্ন দেব

এম, এ, বি, এল, এই নামে ২৫ নং বলরাম দেব
স্ট্রীটে অনেক টাকা পাঠাইয়া তার পর আর
সংবাদ পান না এবং আগানের প্রেরিত
লোক বাইরাও উক্ত টিকানার তাহার সন্ধান
পার নাই।

(১১) সম্প্রতি ৯ নং সোনাগাছি, বেওয়ার
বাড়ী হইতে 'শ্যাম কোং' প্রচারিত সাহুবা
পত্রপুস্তকের" এক বিজ্ঞাপন বজবাসীতে দেখিয়া
অজ্ঞানাল সমিতির শ্রমসীল সভাপতিত্বর
জিহ্বা কালীবর বেদান্তবাগীশ সভাপন তাহার
সন্ধানে গমন করেন। এবং সন্ধানে দেখে,
পুস্তকে মূল্য ৫০, অর্থাৎ বিজ্ঞাপন 'সাহুবা
লেখা আছে। আরও প্রকাশিত অজ্ঞানাল সংকিত
ও জনপূর্ণ বালির তাহার বোধ হয়।

(১২) গৌরহাস বৈরাগী: ইনি পূর্বে ৫৫
রামমোহন সাহ র লেন হইতে ১৮ টাকার দলে
৩ টাকার 'বেদান্ত' প্রণীত মহাপুরাণের মূল্য
বাহ প্রদান করিবে বলিয়া কয়েক মাস ধরিয়া
ভারতবাসী প্রভৃতিতে আকাশ আকাশ বিজ্ঞাপন
দেব। পরে তৎপরিবর্তে বটকলার কালীবাগী
মহাপুরাণ দিয়া লোক দগকে প্রচারিত করলে
এ সম্বন্ধে সংবাদপত্রে আলোচিত হয় এবং তিনি
সে বিজ্ঞাপন বন্ধ করেন। তার পর নিজের
নামে কলকাতা হেতু ইনি বেদান্তবাগীশ দত্তের নামে
"আদি ইজ্জতাল মহাপুরাণ" ও "সহজ সৃষ্টিযোগ
প্রভৃতি বটকলার ছাপা চট্ট চট্ট পুস্তকের উচিত
মূল্যের প্রদান বা চতুর্ভূজ মূল্য লইয়া বিক্রয়
করিতে আরম্ভ করেন। দেখে তাহাতেও
লোকে সতর্ক হইলে ইনি টিকানা বদলাইয়া
কেলেন এবং এখন 'গৌরহাস পুস্তকালয়ের'
স্থাপনকর্তা হইয়া উক্ত দেবেদত্তের নামে ও নিজ
নামে পুস্তক ও ঐহিক প্রভৃতির বিজ্ঞাপন দ্বারা
লোকদিগকে ভুগাইতেছেন। বাই লোক, আমরা
গৌরহাসের এখনও সতর্ক প্রার্থনা করি।

সমস্ত ব্যবসায়ীর প্রতি নিবেদন।

সুপ্রসিদ্ধ গৌরহাসের অজ্ঞানাল বন্ধ ও সংবাদপত্র
পত্রের উন্নতি করে সাধারণ, সংকল্প: এই
উদ্দেশ্যসাধনের জন্যই অজ্ঞানাল সমিতির সৃষ্টি।
বলা বাহুল্য, বহুই সাধা আমরা এই উদ্দেশ্য
সাধনের জন্য প্রাণপণে কলসর আছি। এবং
আমাদের সৌভাগ্য বলিতে ০ টিবে যে, দিন দিন
অধিকাংশ লোকই একেবারে বিজ্ঞাপনের সুহৃৎ
বা ভুলিয়া অথবা তাহার সঠিক সংবাদ লইয়া
ভুলে টাকা পাঠাইতেছেন। আমরাও বহু

পাঠি, ফেটা পাইতেছি। কিন্তু বলা, বাহুল্য
সকল ব্যবসায়ের সঠিক সন্ধান বন্ধ সন্ধান করে
সুতরাং অনেক সময়, মূল্য দিবেন সংবাদ দিতে
আমাদিগকে সন্তুষ্ট হইতে হয়। ইহাতে পারে
আমাদের উদ্দেশ্যের বিপরীত ফল কল, এই
আশঙ্কা। আর সেই আশঙ্কা হেতুই আজ সমস্ত
ব্যবসায়ীসমীপে নিবেদন করিতেছি যে, তাহার
কোন পুস্তক, পত্রিকা, প্যাটেন্ট ঐহিক বা অজ্ঞানাল
কোন ব্যবসায়ের বিবরণ প্রচার করিবার সময় যে
অজ্ঞানাল করিয়া সেই সকল প্রচার মনুষ্য আশা
দিগকে উপহার প্রদান করেন বা অজ্ঞানাল
কেনিতে দেন। তাহা হইলে আমরা উপযুক্ত
পরীক্ষক দ্বারা সেই সকল প্রচার পরীক্ষা করিয়া
সাধারণকে জ্ঞানাইব।

আমাদের প্রাপ্ত সচিত্রা বর্ণন প্রভৃতি পুস্তক
সমস্তের বর্ণনাও নির্ভর্যে পণ্ডিতবর জিহ্বা
কালীবর। বেদান্তবাগীশ, কবিবর জিহ্বা রাজ
কলকাতা, শ্রীমদ্রামানন্দ চন্দ্রপূর্ণ সম্পাদক
জিহ্বা পরচন্দ্র বেদু, ভাকার জিহ্বা শ্রীমদ্রাম
বিহারী মৈত্র এম, বি, পুরাতত্ত্ববিৎ বাবু কৈলাশ
চন্দ্র সিংহ এবং বঙ্গের অন্যান্য কৃতবিদগণ
স্বীকৃত আছেন। তা ছাড়া খাতনামা ডাক্তার
গণের ও রোগী দ্বারা ঐহিকের পরীক্ষা এবং
অন্যান্য বিভাগের পারদর্শী ব্যক্তিগণের দ্বারা
অন্যান্য বিষয়ের ওপাঠন বিচার করাই
আমাদের ইচ্ছা। এক্ষণে, ব্যবসায়ীগণ। সমিতি
এই সঙ্কল্পের সহায় হউন, এই প্রার্থনা।

অজ্ঞানাল সমিতির অজ্ঞানাল

জিহ্বা দাস লিখিত।

অজ্ঞানাল সমিতির অধ্যক্ষ

অজ্ঞানাল সমিতি।

৩৭ নং বেহুলাল জার ট্রীট, কলিকাতা।

৬ই মার্চ, ১২ ৯৩।

সোমপ্রকাশ।

১৯এ মার্চ সন ১২৯৩ সাল

আমাদের দেশে বঙ্গোত্তর বিধবান
বেদন প্রচলিত প্রকারে গিয়া মাথা মুড়
ইয়া আইসেন গুজরাটের মহারাজী সমা
সেতপ স্বাধীনতা নাই। গুজরাটের সাম
জিক নিয়ম এই যে বালিকা হউক অ

বরোহকা হউক, বিধবা হইলে স্বামীৰ মৃত্যুৰ
পৰ মশম দিবসে সকল রমণীকেই মন্তক
মুতন ও বিধবার বেশ পবিধান করিতে
হয়। নি-ষ্ট দিবসে মৃত ব্যক্তিব পরিবর
বর্গ তাহার পত্নীকে লইয়া দেবস্থানে মাথা
মুড়াইয়া আনেন। যে সকল বিধবা নিতান্ত
ব.লিকা, তাহাদের পক্ষে এই প্রথাটি বড়ই
ক্লেশদায়ক। অনেক বয়ঃপ্রাপ্ত রমণীও
রমণীশিরের প্রথ ন শোভা আদরের বেশ
রাশি মুড়াইবার সময় বিবম আপত্তি কবে।
কিন্তু কোমও রমণী বেশ না মুড়াইলে
সমাজে মুখ দেখাইতে পারে না। এটা
বড় বাড়াবাড়ি, একেত বর্তমানকালে
নবীন। হিন্দু বিধবার পক্ষে বৈধব্যব্রত
নিতান্ত অনিচ্ছাসাধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে
ইহার উপর যদি আত্মার অনুচিত কঠোরত
প্রদর্শন করিতে হয়, তাহা কখনই কালের
উ-যোগী হইবে না। "আমরা গুজরাটের
শিক্ষিত সম্প্রদায়কে এবিষয়ে মনোযোগী
হইতে অনুরোধ করি।

— 0 —

বাবু বীরেন্দ্র নাথ পাল আবার দেখা দিযাছেন। 'এ'ত শিক্ষিত এবং উপযুক্ত নোক বর্তমান থা'কিতে পবলিক সার্ভিস কমিশন বাজিয়া বাজিয়া পাইওনিয়রের প্রিয়পাত্রকে কেন খুঁজিয়া বাহির করিলেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। বীরেন্দ্র নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন উপাধি প্রাপ্ত হন নাই। তাঁহার শিক্ষাও কত দূর তা'হা কোন উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয়ের পবিজ্ঞাত নাই। তিনি একজন জা'দুকারের পুত্র এবং তা'হার মৃত, পিতার বিষয়াদির ম্যানেজার বলিয়া সাক্ষ্যদিবার সময় আস্ত পরিচয় দেন। তাৎপবেই তাঁহার পাণ্ডিত্য ও বিজ্ঞতা এবং স্বদেশবৎসলতা প্রকাশ পায়। বাবু বীরেন্দ্র নাথ বলেন পদীকার প্রতিবন্ধীতার কে'নও আবশ্যক নাই। প্রতিবন্ধীতা মুণ্ডিসকত বলিয়া মনে করা নিতান্ত অম। তাঁ'হর মতে ছুতোয়ের ছেলে ছুতার হইবে, মুচি ম্য থরের ছেলে, মুচি ম্য থর হইবে, জকের ছেলে জক হইবে। ভিজ্ঞাসা করি, তবে পাত্তাঙ্গারের

একজন জমীদারের ছেলে জাফর বা ছাফিরা
রাজনৈতিক সংগ্রামে অর্থাৎ কি যোগ্য?
বাবু বীরেন্দ্র প্রাণ পদ্ম হইবার চেষ্টা করিতে
ছেন। সেই জন্যই তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী পরী-
ক্ষার এতদূর প্রতিবাদী। তাঁ হাব এংলো-
ইন্ডিয়ান প্রিন্সিপাল উদ্দেশ্যই বা আর কি
হইতে পারে ?

 Springer

বহুসম্মত কলেজটির কি হইল ? গভর্ণ-
মেন্ট এই কলেজটি উঠাইয়া দিবার
প্রস্তাব করিলেন। অন্য যখন ইহার কড়া
ভার গ্রহণ করিতে চাহিলেন গভর্ণমেন্ট
অমনি বলিয়া বসিলেন যে তাঁহাদের সহিত
যদি একটা নিদিষ্ট সন্মাদ করা যায় গভর্ণ-
মেন্ট সেই সময়ের জন্য বিদ্যালয় ছাড়িয়া
দিতে পারেন। যে যে মেয়াদী বন্দোবস্তে
গভর্ণমেন্ট স্বীকার করেন না। আমরা এই
ওজরটির উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলাম না।
যদি গভর্ণমেন্টের এরূপ বোধ হয় যে বিদ্যা-
লয়টি অনাবশ্যক, তবে তাহাতে মেয়াদের
প্রশ্নে জন কি ? মেয়াদ করিয়া বিদ্যালয়ের
কড়া ভাব গ্রহণ করিতে কহার প্রবৃত্তি
হইবে ? গভর্ণমেন্ট কি ইচ্ছা করেন যে
দেশের লোকের স হাব্যাতাবে বিদ্যালয়টি
উঠিয়া যাউক।

- 2 -

সকল অবস্থাতেই মানুষের সহিষ্ণুতার
একটা সীমা আছে। সেই সীমা অতিক্রম করি
লেই মানুষ বিদ্রোহী হয়ে উঠে। রাজনীতি
সমাজনীতি দ্বাভাবিক সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রম
করিয়া ক'হানও শাসন প্রবল থাকিতে পারে
না। যে যে সময়ে যেবে প্রদেশে রাজা
অত্যাচারী হইবা প্রজা সহিষ্ণুতার গাভী
অতিক্রম করিয়াছেন সেই সেই সময়ে সেই
সেই প্রদেশে একটা দারুণ রাষ্ট্রবিপ্লব
উপস্থিত হইয়াছে। যে যে স্থানে যে যে
সময়ে সমাজনীতি প্রবল হইয়া মানুষের
সহন শীলতার বহির্ভূত কার্য করিয়াছে
সেই সেই স্থানে সেই সেই সময়ে সমাজ
যথো একটা বিদ্রম আন্দোলন উপস্থিত হইয়া
সমাজ নীতির সংস্কার হইয়া গিয়াছে।

প্রজা বতই দুর্বল হউক না, সমাজ সম্বন্ধী ব্যক্তি-বর্গ বতই অক্ষম হউন না, উৎপাদ ও অত্যাচার হইলে রাজা ও সমাজের বিপর্যয় হইয়া উঠে এবিষয়ের বহুল প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রত্যাভঃ সময়ের নিকে দুঃরাশিয়া না চলিলে রাজ্য শাসন ও সমাজ শাসন কখনই স্থায়ী হইতে পারে না। ভারতবর্ষের প্রাচীন ও বর্তমান ইতিহাস পাঠ করিলে এই ইঙ্গী সত্য বিলক্ষণ উপলব্ধি হইতে পারে। যে দিন আর্থ্যাগণ এই স্বর্ণ ভূমিতে পদাৰ্পণ করিয়া ইহর অধিবাসী হইরাছেন, সেই দিন হইতে আজ পর্যন্ত সমাজ এবং সাম্রাজ্যের ক্রমাগত পরিবর্তনের কারণ ভারতবাসীর সমাজ ও শাসন কায়স্যের অভাব। হিন্দুরাজগণ যখন অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছিলেন, সেই সময়ে ভারতবর্ষ মুসলমানের করায়ত্ত হইরাছে। মুসলমান যখন প্রজাপীড়ন করিয়া প্রজাবর্গের অপ্রীতি উৎপাদন করিয়াছিলেন, ইংরাজ তখন এই বর্ণ ভূমির সাম্রাজ্য আধিকার কারিতে পারিয়াছেন। ভারতবর্ষ আত্ম সমাজে এতদূর যখন অত্যাচারী হইয়া সমাজের উপর অধিপত্য কারিতে থাকে, তখনেব অন্ধপ্রাণে কারিয়া আত্মপের প্রত্যাগা। স্বর্গ কারিয়া কেনেন, প্রকৃতির শাস্তা শিবাগণ যখন ইহর পাইবর উদ্দেশে সমাজের উপর কঠোর শাসন প্রচলিত করে, ব্রাহ্মণসমাজ তখন মস্তক তুলিয়া বোম্ব অত্যাচার নৃশংস করিয়াছেন। ভারতবর্ষ নানা স্থানে বেনানা ধর্ম সম্প্রদায় উদ্ভূত হইয়া সমাজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছেদন করিয়া দিয়াছেন, সেও কেবল অসাম্যের প্রত্যক্ষ ফল। হিন্দুসমাজ ধর্মের উপর স্থাপিত ধর্মমতের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ পরিবর্তন হইয়া আসিয়াছে। ধর্ম সম্প্রদায় বিভিন্নতার সঙ্গে সঙ্গে সমাজও বিভিন্ন হইয়া উঠিয়াছে। এক জাতিভেদ ধর্মমূলক নানক ও চৈতন্য সেই ধর্মমতের বাস্তব করিয়া জাতিভেদের প্রকটকর করিয়া দিয়াছেন। আমাদের বর্তমান অবস্থার লক্ষিত সমুদায় পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে

তবে আমাদের রাজ্য ও সমাজ শাসন কার্যে
খনও কিংবা পরিমাণ সমতার প্রয়োজন
কাজ প্রকার সহিত কিছু অধিক বিনিষ্ঠতা
দর্শন করুন। শাসনকর্তা প্রজার সহায়
করুন, সমাজ প্রতি বঁহারা, সমাজের
বিশেষে দণ্ডায়মান হইয়া বঁহারা শাসন
দান কবিত্তেছেন, তাঁহারা ও সমাজদ্বিগের
প্রতি একটু সমাদৃষ্টি নিক্ষেপ করুন। রাজ্য
সমাজ প্রতি যদি বুদ্ধিমান হন, তবে রাজ্য
সমাজ মধ্যে কখনই বিপ্লব উপস্থিত হয়
। বঁহারা কাল বিবেচনা করিয়া রাজ্য
সমাজের মধ্যে বিরুদ্ধ ও বিরোধিতা
দ্বারা করিতে না পারেন, তাঁহারা কখনই
বিবেচক ব্যক্তি নহেন।

—৪১—

কনগ্রেস সভার স্থায়ী কমিটি।

কমিটির সন্মিলনী প্রস্তাবানুসারে ব্রিটিশ
প্রদেশ এসোসিয়েশন দ্বারা উক্ত সভার
একটি স্থায়ী কমিটি সংগঠিত হয়। নানা
প্রদেশ হইতে প্রেরিত ১০ জন সভ্য একত্র
হইয়া নিম্নলিখিত প্রস্তাব গুলি স্থির
করেন।

১। তৃতীয় বার্ষিক কনগ্রেস সভার
কার্য সম্পাদন করি নিম্নলিখিত সভ্যগণ নিযুক্ত
হন। ইহারা আবশ্যিক বুদ্ধিতে সংখ্যা বৃদ্ধি
করিতেও পারেন।

অনারেবল প্যানিমোহন মুখোপাধ্যায়,
বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার
মলোকা নাথ মিত্র, বাবু গিরিজাকৃষ্ণ মুখো-
পাধ্যায়, অনারেবল আনন্দমোহন বসু, মিঃ
এম. বোস, বাবু শান্তিগ্রাম সিং, মিঃ সফর-
দিন, বাবু কৈলাস চন্দ্র সেন। বাবু বহু-
নাথ রায় বড়োয়, মিঃ সফরদিন কুমার
বৈষ্ণবনাথ দে, ডাক্তার তামিজ উদ্দিন,
কাজে আবুল আলিখ, বাবু আনন্দচন্দ্র রায়
নরেন্দ্র নাথ সেন, বৈষ্ণবনাথ সেন, জয়
গোবিন্দ সোম, সুবেশ্বর নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
সেক্রেটারি।

২। আসামের কুলি এবং কুলি সংক্রান্ত
১৮৪৯ সালের ১৩ আইন এবং ১৮৮২ সালের

১ আইনের নিয়োগ বিষয়ে অনুসন্ধান করি-
বার জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নিযুক্ত হই-
বেন। ইহারা আবশ্যিক মত অন্যান্য ব্যক্তিকেও
সভা প্রেরীকৃত করিতে পারিবেন।

রায় কৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বাকাদুর,
মিঃ এম. বোস, অনারেবল আনন্দ মোহন
বসু, বাবু সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণ
কুমার মিত্র জয়গোবিন্দ সোম, গিরিজা-
কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বহুনাথ মুখোপাধ্যায়
দেবেশ্বর নাথ দত্ত, হারিকা নাথ গুপ্তী।

৩। বর্তমান বৎসরে বেঙ্গল গভর্ণমে-
ন্টের অধীনস্থ প্রদেশ সমূহের শাসনপ্রণালী
এবং উন্নতির সমালোচনা করিয়া সাধারণে
প্রকাশ করিবার জন্য নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ
নিযুক্ত হইলেন।

বাবু সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্র
নাথ অশোব, বরকানাথ গাঙ্গুলী, গিরিজা
কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রাজকুমার সর্কাধিকারী
অনারেবল আনন্দমোহন বোস, মিঃ এম
বোস এবং ডাক্তার ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র।

৪। এই কমিটির মতে কলিকাতার
একটি অ'দর্শ কার্যকরী বিদ্যালয় স্থাপন
করা আবশ্যিক।

কনগ্রেস সভার এই কমিটি সম্বন্ধে সংবাদ
পত্রের সম্পাদকগণ নানা মত প্রকাশ করিতে
ছেন। এরূপ মতান্তর উপস্থিত হওয়া
অসম্ভব নহে। কোনও একটি হিতকর
কার্যের অনুষ্ঠান কবিত্তে গেলে মতবৈধ
হইয়া তাহার আলোচনা হওয়াও আবশ্যিক।
বেঙ্গলদেশের লোক উন্নতির নামে একবা-
বারেই বলিয়া উঠেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র।
বঁহারা বিবেচক লোক তাঁহাদের স্বাধীন
সমালোচনা দ্বারা এরূপ বিষয়ে প্রয়োজনীয়
বৃত্তি হয়। কনগ্রেস সভার এই স্থায়ী
কমিটি স্থাপন করিবার আবশ্যিকতা অনেকে
বুঝিয়া রূপ 'তক' অরুণ করিয়াছেন। ইহা
যদি বুদ্ধি লইয়া সম্বলিত হইতে চান, তবে আমরা
এই মাত্র বলিতে পারি যে বাবুনা ও শাসন
কার্যে তাঁহাদের ভাত নাই, তাঁহারা যদি সম-
বেত হইয়া ব্যবস্থাপক ও শাসনকর্তাগণের
সহায়তা করেন তবে শাসন ও ব্যবস্থা বিষয়ে

অনেক সুবিধা হয়। দেশের প্রতিনিধিগণ
ব্যবস্থাপক সভার আসন গ্রহণ করুন কিন্তু
প্রতিনিধি হইলেই যে তাঁহারা অজান্ত হইবেন
তাঁহা কখনই বিচারসম্মত নহে। তাঁহা-
দের সাহায্যে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় প্রভুত
ধাকিলে দেশের বাহা প্রকৃত অভাব তাহার
মোচন হইতে পারে। কনগ্রেস সভা এই
বুঝিয়াই একটি স্বতন্ত্র কমিটি স্থাপন করিবার
অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। ৪৩ বৎসর
পূর্বে সুবিধায় সার জর্জ লুইস বলিয়া গিয়া-
ছেন ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের অধীন বেঙ্গল
প্রদেশ আছে কালে তাহাদের অধিবাসীগণ
প্রতিনিধি ব্যবস্থার আশ্রয় লন প্রণালী
চাছিয়া বসিবে। গভর্ণমেন্টকে সেই প্রার্থনা
প্রাণ করিয়া প্রজাগণকে আশ্রয় লন ভার
প্রদান করিতে হইবে, ভবিষ্যৎ বক্তার ভবিষ্যৎ
বাণীর দ্বারা সার 'জর্জ' লুইসের লে কথা
আমাদের এখন সভা বলিয়া বেধ হইতেছে।
সার জর্জ কেবল ভবিষ্যৎ বলিয়াই কাত
হন নাই। কি উপায় অবলম্বন করিলে প্রজা-
বর্গ প্রতিনিধি দ্বারা আশ্রয় লন করিতে
পারিবেন, ৪৬ বৎসর পূর্বে তিনি তাহাও
নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। লিউটেন বালিয়
গিয়াছেন প্রজাবর্গ প্রতিনিধি দ্বারা আশ্রয়
লন করিতে অর্জন হইলে অগ্রে দেশের
মধ্যে শিক্ষিত এবং বহুদর্শী লোক লইয়া
একটি স্বাধীন স্বতন্ত্র সভা স্থাপন করুন।
এই সভা শাসন বা ব্যবস্থা কার্যে হস্ত প্রদা
কবিবেন না। ইহারা কেবল দেশের অভাব
ও উন্নতির কথা শাসন ও ব্যবস্থা কর্তৃগণকে
জ্ঞাপন করিবেন। জমে পড়িলে তাঁহাদিগকে
উপদেশ দিয়া সংপথে আনিবেন। তাঁহাদের
বিচার্য ও কর্তব্য বিষয় স্থির করিবার জন্য
বিধিযুক্ত সহায়তা করিবেন। এই রূপ স্বতন্ত্র
প্রজাসভা আশ্রয় লন বস। এই বলে
অভাবে আশ্রয় লন প্রণালী কখনই কার্যকর
হইতে পারে না। এইরূপ সভার আর
একটি বিশেষ উপকার আছে। প্রজাগণ
রাজনীতির উদ্দেশ্য বৃত্তিতে না পারিয়া
অনেক সময়ে গভর্ণমেন্টের কার্যে বিরূপ
ও অসন্তুষ্ট হইয়া থাকে। শিক্ষিত সম্প্রদায়

রের এইরূপ একটা সভা থাকিলে এই সভা নিবন্ধন সমাজকে গভর্নমেন্টের উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিতে পারেন। ইহাতে গভর্নমেন্টের সহিত এক-বর্গের সম্বন্ধ বড় নিকট হয়, একা-গণও শাসন কর্তাকে প্রজ্ঞা ভক্তি কবিত্তে পিছে। গভর্নমেন্ট আমাদিগকে যদি আত্ম-শাসন ও প্রতিনিধি বাবস্থা প্রদান করেন এক্ষণে প্রমোদে এইরূপ এক একটি সভা স্থাপনের নিতান্ত প্রয়োজন। এইরূপ সভার দ্বারা উচ্চমার্গগামী শাসনকর্তা ও বাবস্থাকর্তা-গণের ক্ষমতা নিকট গভীর ভিতরে সঙ্গীর্ণতা লাভ করিবে, এক-গণের অসন্তোষের কারণ তিরোহিত হইয়া তাহাদের রক্তভক্তি দ্বিগুণ বর্ধিত হইয়া উঠিবে। এসিষ্ট রাজনীতিবিদ সার জর্জ লিউইস আর অর্ধ শতাব্দী পূর্বে হইতে বাহা উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, এখন-কর রাজনীতি নবীশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পণ্ডিতগণ তাহার বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিলে কখনই তাহা বিবেচক ব্যক্তির গ্রাহ্য হইতে পারে না। কনগ্রেস সভা সার জর্জ লিউইসের উপদেশ মত কার্যারম্ভ করিয়া অক্লান্ত হিতৈষীর দ্বার কার্য করিয়াছেন। কনগ্রেসের এই কার্যে দেশের ভিতর যে অমৃত ফল ফলিবে বিরুদ্ধা-মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ আতি অল্প দিনেই তাহ-প্রত্যক্ষ করিয়া সুখী হইতে পারিবেন।

ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের খেঁজাচারিতা

রবার্ট হাডি বেঙ্গল ব্যাঙ্কের সেক্রেটারি ও বন্যক ছিলেন। বন্যকালের কাহাে কতটুকু যাক্‌চালনার আবশ্যক পাঠক ভাণ্ডা বুঝিতে পারেন। কলিকাতার অনেকগুলি ব্যবসায়ী যুগপৎ বন্ধিত আছেন। অনেকেরই বেঙ্গল ব্যাঙ্কের সহিত কারবার আছে। বেঙ্গলব্যাঙ্কের অধিকারী অনেকগুলি কার্যাবল্য বহুদলী কর্তার আছেন। ব্যাঙ্কের যে সকল কার্য কঠিন বলা বাইতে পারে তাহা তাহাদের হস্তে নির্ভর। সাতের কেবল বন্যাপ্রায়ের দীর্ঘবানে উপবেশন করিয়া অধ্যাক্ত করিতে। এতগুলি কার্যাবল্য লোকের সাহায্যে কেবল বন্যাপ্রায়ের অধ্যাক্ততা করিয়া লোকের কতদূর রাজনীতি হইতে পারে আমরা ভাণ্ডা ভাবিয়া চিন্তা করিতে পারি না। বাণিজ্যের পথ হইতে

হার্ভি সাহেব এখন ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের সভ্য হইয়াছেন। যিঃ যুগেন শ্রীঃ এর পথ খালি হইবার পর বেঙ্গলের লোকে বহু চেষ্টা বলিয়া ছিলেন ইউন সাহেব এই পদের উপযুক্ত পাত্র। ইউন সাহেব কার্যাবল্য এবং রাজনীতিতে বিশেষ ভাবে ভারতবাসীর পরম বন্ধু। আবার এংলো-ইণ্ডিয়ান বলপূর্ব্ব হইয়া তিনি সত্যের মন্তব্য পদাঘাত করিতে পারেন না, এই অপরাধ ভাণ্ডার চাকরি হইল না। রবার্ট হাডি হুই চারি লক্ষ টাকা খাটিয়াই যে তিনি ব্যবস্থাপকের সিংহাসন লাভ করিয়া বসিলেন। তেওঁল টাকা খাটিয়াছে যে তিনি বক্তব্যের রূপ-পাণ্ড হইয়া-ছেন তাহা বলা যায় না। হার্ভি সাহেব লেডি ডকরিং কণ্ডের টাকা সংগ্রহের জন্য উঠিয়া গড়িয়া চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহার উন্নতির আর একটি বিশেষ কারণ এই যে তিনি ভারত-বাসীর পরম শত্রু। ভারতবাসী বাবা তুলিয়া খাড়া হইবে তাহা তিনি দেখিতে পারেন না, "কালো আত্মী" উচ্চপদে উপবেশন করিয়া হুকুম করিবে ইত্যাদি তাহার অসহ্য বোধ হয়। ভারতবাসী যে উপায়ে স্বীয় অধিকার লাভ করিবার চেষ্টা করেন হার্ভি সাহেব পদে পদে তাহার ব্যাঘাত জন্মাইয়া দেন। শাসনে এতগুলি ভণ্ডা তাহার ভারত তাহার যদি হস্তে না থাকে, তবে আর ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের খেঁজাচারিতা কি? ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের উপরে এই কাউন্সিলের জীভন-শরম একজন ভারতবাসীর টেট সেক্রেটারী বলিয়া আছেন। তিনি ইউন সাহেবের বর্ণিত-অন্য এংলোইণ্ডিয়ানের চক্ষে বেধেন, গভর্ন জে-রনের হস্তে কার্য করেন। এই সাকীগোপাল পুতলিকারীর জন্ত রাশি রাশি অর্থব্যয় করে? যদিও ভারতবাসী। এংলোইণ্ডিয়ান চক্ষু ইণ্ডিয়া কাউন্সিল যদি এংলোইণ্ডিয়ান দলী টেট সেক্রেটারী হয় অরুপে পীড়ন ব্যবসা আবদ্ধ করেন, এই কাউন্সিল উঠিয়া যাওয়া কি ভারতবাসীর পক্ষে প্রেরের বিবর মনে? আমরা অনেক দিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি লর্ড ডকরিং প্রতিনিধি বৃন্দ শাসন-তন্ত্রের বড়ই পক্ষপাতী। রবার্ট হাডি কোন সম্ভাব্যের প্রতিনিধি, ভারত গভর্নমেন্ট বণ্ডিতে পারেন হার্ভি সাহেব রাজস্ব সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ। ভাণ্ডা ইউন সাহেবের অভিজ্ঞতার অভাব কি?

আমরা বর্তমান কাউন্সিলের সভ্য-দেখিয়া বিলম্ব বুঝিতে পারিতেছি, বাব কাউন

সিলের ভিতরে এতদলীয় লাভ প্রবেশ করিতে না পারা, তবে কাউন্সিল হইতে আমাদিগকে লক্ষ্যবাস্ত হইতে হইবে। এই প্রকার সভা যাচাতে খীয়েই নির্মূল হয় তাহার ব্যবস্থা চেষ্টা করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। কিরূপে কম গভর্নমেন্টের কার্য নিযুক্ত থাকিবে। সিভিলিয়ান অথবা অন্য কোন যোচা পেন্সনের লোক বর্জন জাতি হইয়া পাক্ত গভর্নমেন্ট অমনি ভাণ্ডার সিভিলিয়ানের জাত নিবাস ইণ্ডিয়া কাউন্সিল স্থান দেন। ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের সভ্য হওয়া আর যার বলিয়া পেন্সন ভোগ করা একই কথা।

ব্যবস্থাপক সভার সভ্য পদের উপযুক্ত দূরদর্শী ভারতের কথা দেখে বহুবর্গ জনে জনে ইণ্ডিয়া কাউন্সিল পরিভ্রম করিয়া বাইতেছেন। আর্য দলী অবশিষ্ট সভাগণ কেবল স্বার্থোদ্দেশ্যে দুরিয়া বেড়ান, স্বাধীন স্বজন প্রতিপালন কবি বার চেষ্টা করেন, আর ব্যবস্থা বিবরণ সময় অন্তে ব্যবস্থা প্রদান করিয়া সংশোধনটা স্থান্য ইয়া দেন। গভর্নমেন্ট বাহিয়া বাহিয়া ভারত হিতৈষী ব্যক্তিগণকে অবহর করিয়া কাউন্সিল গৃহে অদূরদর্শী সিভিলিয়ানগণকে স্থান দান করেন। ইহারা ভারতবাসীর স্বার্থাচার্য জামতী হইয়া বধেজাচার করেন, আর ভারত বাসীর পোষিত শোষণ করিয়া বিপুল অর্থ উপা-জ্ঞান করিতে থাকেন।

ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের বর্তমান অবস্থার অনুরূপ হইয়া বিবরণের প্রস্তাব করিতে পারি। : ন, : ন ইণ্ডিয়া কাউন্সিল উঠিয়া বাউক, না হয় এতদলীয় প্রতিনিধি সভ্য দ্বারা সভা সংখ্যার অধিকাংশের স্থান পূরণ হউক। ২য়, - টেট সেক্রেটারীর এক কর্তব্য হুঁচিয়া গিয়া কমল সভা হইতে ভাণ্ডার সাহায্যকারী একটি বিশেষ সভা সং-স্থাপিত হউক। বর্তমান এই হুঁচী প্রস্তাব কার্যে পরিণত না বাইতেছে, ততদিন ইণ্ডিয়া কাউন্সিলে আমাদেবের সর্বস্বাধীন থাকিবে।

কলিকাতার জুবিলী সভা।

গত ১৯এ জুলাই কলিকাতার প্রমুখ টাউন হল গৃহে জুবিলী সভার আর্থিক অধিবেশন হয়। কি কি উপায়ে কলিকাতার জুবিলী উৎসব সম্পন্ন হইবে তাহা ভিন্ন করা এই সভার উদ্দেশ্য ছিল। বিভিন্নস্থানবাসী বিভিন্ন বর্ণের লোকে সভাগৃহে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। স্বাধীনতার

১৫. ব. সরকার কথা যে কথিবাছে সে অব্যব
 বাহিয়া দিয়া ট.উনহলে উপস্থিত হইয়াছে
 কলারই আনন্দ, সকলরই উৎসাহ, সকলই
 যত্নেই আত্মের আশার ব্যগ্র ভাবে সভায়
 ইয়াতে। কোন বনী লোটের আদ্য আভে
 রাশন পণ্ডিত অতুল তিথুক সভাসভা সকল
 সকলের লোক বন্দন লোকের আশার উৎসাহের
 সহিত বসীর বাটীতে উপস্থিত হইয়া বসীর সভা
 রের লোক জালা তেমনিষেই কোন বিশেষ
 লোকের অঙ্গ উৎসাহ সকল উপস্থিত হইয়াছিল।
 বসীর ছোট মাটি টমসন লোকের সভাপাতর আসন
 প্রদত্ত করিয়া সভায় ন উচ্চল করিয়াছিলেন।
 বসীর গাভারি আলোচ্য বিষয়ের আদ্যোপাত্য ও
 নীতিজন প্রিয়তা জগে ছোট মাটি টমসনের দুই
 লোকের উদার ভাবের অনুগ্রহ ভাষা অঙ্গ হইয়া
 ছিল সভায় সাধারণের আত্মনিধি বাহুর
 সভা নির্দিষ্ট হয়। সকল বসাই রাজতান্ত্রে
 পরিপূর্ণ হইয়া গয়গয় ভাষার জেতুবর্গের প্রীতি
 উপাধন করিয়াছিলেন।

নির্ব্যাহিত এই সকল প্রতিনিধির বিবেচনাটি
করিয়া আমাদের মনে একটা কোণের কারণ
উপস্থিত হইয়াছে। বক্তৃতাগুলির আর সকলকেই
বেখিলান গভর্ণমেন্টের সিদ্ধান্ত আধী-স্থ
বক্তৃতাগুলির মধ্যে কাছাকাছি বক্তৃতাগুলির অস্ত
ভূত হইতে না দেখিয়া আমাদের মনে একটু
খাটা লাগিয়াছে। বাহারা সরকারী কাৰ্য
নিযুক্ত নছেন তাঁহাদের কি রাজতন্ত্রের অধর
নাই? বক্তৃতাগুলির এই বিবেচ নিরীক্ষণ কার
সে বিবেচই কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির সঙ্গে
যুগ যোগেতে পাই সৌধনকার যুগলী সভা সাধারণ
সভা কি মিউনিসিপ্যাল সভা তাহা ভবিষ্য
তিক করা যর না। মন আধিকার লোকে
মখন জুবিলা সভার বক্তৃতার অধিকার পাইলেন
না, তখন সাধারণ লোকে যে সে অধিকার
পাইবে তাহা কিরূপ সম্ভব? সেইজন্য আমরা
সাধারণ প্রোগণে, কোন প্রতিনিধিকেই ঘোষণা
পাইল না। কেবল বারু হুরেল্লনাথ বক্তৃতা
পাওয়ার প্রজ্ঞার প্রতিনিধি হইয়াছিলেন। সাধারণ
প্রজ্ঞার সভা কত? আর ব্যবসায়ী ব্যবসায়
জীবিত ও গভর্ণমেন্টের ভূক্তা সম্মেলনের সভা
কত? পেনসন অধিকার এক জেলীর লোকের
সঙ্গে অপর জেলীর তুলনাও সম্ভব নহ। এই
অগাধ লোক সমুজ্জের তিতর হইতে কেবল যে
বারু হুরেল্লনাথকে প্রতিনিধি বলিয়া ধরা হইল
ইহা কি সুবিচারসম্মত। এই ব্যবহারে জুবিলা

সত্য বোধাইয়াছেন যে, রাজার রাজতন্ত্র
এখন করিবার পক্ষে সত্য বিশেষ আশ্রয় নাই।
রাজতন্ত্রকে বাতীল করিতে চলে আসিয়াছে; স্বাধীন
রাজ্য বাহারা স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করে, আশ্রয়
বিশুদ্ধ হইয়া বাহারা রাজার নামে আশ্রয় উৎসর্গ
করে 'রাণী কি কর' সরকারিক কাম' 'বালিকা
বাহারা পৌরবে কাত কর সেই রাজতন্ত্র স্বাধীন
নিরক্ষর সমাজ কি একমাত্র বহু প্রয়োজন্যকে
এ ভবিষ্যি পাইয়া লঙ্ঘিত হইতে পারে। বাহাদের
নামে নবোদয় হইয়াছে রাজতন্ত্রের আশ্রয়ে নবোদয়
কথা: দুখ কষ্টের রাজা ও শাসনকর্তার দিকটি
আশ্রয় করিবে রাজতন্ত্র উৎসর্গ করার একজন
নাম প্রতিষ্ঠা দ্বারা তাহাদের এক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা
হইতে পারে। আমরা জীবনী সত্য সমাজ
রেশের কথা শুনিতে চাইয়াছিলাম কিন্তু কেবল
কয়েক শত উচ্চাভিলাষী বাহারা লোকের কথা
শুনিয়া আমাধিককে দুঃখ বনে কি রূপে আশ্রিত
হইয়াছে।

ছোটগাট নিজ মুখে অকণ্ঠ করিয়াছিলেন যে
যে প্রজার সাহিত্য রাজার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন
করাই এই সভার উদ্দেশ্য । আমরা ছোট-
গাটের কথাই যেমন সম্মতি হইলাম, কার্যের
তেনন সম্মতি হইতে পারিলাম না । বরং
উহার কথাই সাহিত্য কার্যের বলাকল বিভিন্নতা
দৃষ্ট হইল । যে প্রজাপক্ষকে কোন রাজার দিকে
আকর্ষণ করিয়া টানিয়া আনিতে চান তাহার
বপুল সংখ্যা হইতে একজনমাত্র বক্তা আ-
নিয়া নির্বাচন করিয়া সভায় কারলোক রাজার
প্রজা-সাম্প্রদায় করা হয় ? সুতরাং ঐ প্রজা-
নিধির উপস্থিত পাত্র, তিনি শিক্ষিত সমাজের
মুখপাত্র হইতে পারেন, কিন্তু এমন একটা
সাধারণ উৎসবে কি কেবল শিক্ষিত সমাজের
আতিথিই গইলেই চলে ?

সভার সকল জ্ঞেয়ীর লোকে সভা জ্যেষ্ঠত্ব
হটরাছিলেন কিন্তু বেহারবাসিন্দার মতে
তারা কও সভাম্বলে বোধিত পাওয়া যায় নাই
বেহারবাসীর কি উৎসব সভায় রাজতত্ত্ব প্র-
বর্তন করিবার কোনও অধিকার নাই ? সভাপতি
যে ইচ্ছা পূর্বক এরূপ করিয়াছিলেন আমাদের
ভাষা বোধ হয় না । সকল কার্যেরই ফল জ্ঞাপ্তি
আছে । আনন্ড ছোটলাটের মিনট হাজার সং-
শোধন তাননা করি । ছোটলাটে নিকট
আমাদের বিদেশ প্রার্থনা এই যে তিনি যেন
এই সভা উপলক্ষে কোন রাজতত্ত্ব ব্যক্তি বা

উক্ত মীচ সকল জীবীর সকল প্রকার দোষের
 বাহ্যতে সমান অধিকার, তাহাতে কেবল অধি-
 স্ত্রিয়াল সভা নিযুক্ত করিলে দেশের ভাবজ্ঞাপক
 হইবে না। বরং দেশ ভীষণ কার্য, ভাষণকালে
 ভীষণক অধিবাসী লোকের সভাপতি করিয়া যে
 সমান প্রদান করিয়াছে, তাহার সর্বব্যবহার
 করিতে পারিলে উৎসবের অধিক ভীষণও নান
 প্রকার হইতে পারবে।

জু বনৌ সভার একটি মুহূর্তে শুভ ব' উপস্থিত
 হয়। কোনও কোনও সভ্য জুবিলী উপ
 কেবল একদিন মাত্র অবকাশ না লইয়া ৪ দিনের
 অবকাশ লইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। জুবিলী
 সভার দুইজন ব্যক্তি আর সকল সভ্যই এই
 প্রস্তাবে সম্মত হন, আরং ছোটলাট একই প্রস্তাবটি
 সমর্থন করেন। যে দুইজন সভ্য সভার করিয়া
 ছিলেন বিং জুফ সাংক ভবনে একজন। ইহার
 বলেন ৪ দিন অবকাশ দিলে ব্যবসায় কাঁধের
 বিলক্ষণ ক্ষতি হইবে। কথটা নিখা নচে
 । কিন্তু দেশের বনৌ দ্বারজ সকল লোকেই যখন
 কাত আঁতার করিয়া উৎসর্গে নিযুক্ত হইতেছে
 তখন ব্যবসায়ী সমাজ তাহা না পারিবে কেন
 আমরা তাহা দুঃখ পাই না। কিন্তু কবি
 হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু বিহার রাজ্যে বনৌ
 করিয়া তাহাদের অধোপায়জন তাহার উদ্দেশ্যে
 ৪ দিনের উপস্থান ভাগ করিতে কি তাহার
 ক্ষমতা? ইউরোপীয় বাসিন্দা সমাজ এ
 বনৌ দ্বারজ সমাজ এই উদ্দেশ্যে ভারত
 স্বতন্ত্র নিযুক্ত কে কতটুকু স্বার্থ ভাগ করিতে
 পারেন তাহা এই প্রস্তাবেও দুঃখ। গিয়াছে
 ছোটলাট অংশে এই দুঃখের নোকেই ম
 সমবায় করিবার জন্য দুই দিনের অবকাশ দি
 করিলেন। আমরা বলি বাদ ব্যবসায়ী সমাজ
 তাহাদের পাঠের জন্য নিতান্তই এই সমাজ ভাগ
 স্বীকার করিতে না পারেন তবে তাহারা কেবল
 একদিনের অবকাশ লইয়াই কান্ত হউন কি
 অপর সাধারণের পক্ষে ৪ দিনের অবকাশ
 হইবার পক্ষে ব'ধা কি? বহুসংখ্যক সভ্য
 দুই জন। তার আর সকলেই যখন একত্রে হইলে
 তখন সাধারণের পক্ষে ৪ দিন অবকাশের
 বাধ্য করাই কর্তব্য।

পুস্তক # সমালোচনা ।

অ.কে. — শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার রায়চৌধুরী এম.এ.
এই ক্ষুদ্র কবিতাখানি হেমন্ত বাবুর শ্রী বিদ্যাসুন্দর
নামক লিখিত। ইহার ভাষা প্রাঙ্গল ও সরল, এবং

যাঙ্গবর ঐশ্বর্য রবেশচয়্য হিয়া, মিঃ পীক
তত্ত্বসম অন্য ঢাকা পবন করিবেন । তথায় এ
স্বাভাবিক অবস্থিতি করিয়া পাখলিক সাধি
করিলেনে নাকি এহণ করিবেন ।

চারি টাকা স্বনের কোম্পানীর কপনের দর
০০ হইতে ১৫১/০।

ক্রীমটী লেডি ডকরিণের কণের মত পত
খার টাউনহলে সভা হইয়া গিয়াছে। বড়লাট
ভাষাতি ছিলেন।

হাইকোর্টের দায়রার বিচারে নিম্ন ইচরণ
পাধ্যায়ের ছয় বৎসর কঠিন পরিশ্রমের সহিত
জাজ হইয়াছে। নিম্নইচরণ দশ হাজার টাকার
তি কাল করিয়া কলিকাতার রেলি আদারের বাণী
হইতে টাকা বহির করিয়া লইয়াছিলেন।

কলিকাতা ছোট আদালতের উকীল জিহুত
মাস্টার মিঃ কাম্পটন হোটেলের ভূতপূর্ব
আধিকারী জিহুত অমৃতলাল বসু এবং হাই-
কোর্টের উকীল জিহুত কলীপদ ঘোষ—এই
তন ব্যক্তির নামে যুব বেওয়া অভিযোগ হইয়াছে।
ফাঁরা দায়বা সোপান হইবেন।

হাইকোর্টের দায়রার জিহুত প্রণাম্য দত্ত
এবং মিঃ ধরলো জুরি হইয়াছিলেন। তাঁহারা
উপস্থিত হন নাই বলিয়া উভয়ের ২৫ টাকা করিয়া
পরিশ্রম হইয়াছে।

গত ১৫ই জাহুয়ারি যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে
সেই সপ্তাহে কলিকাতায় ২৫৮ জনের মৃত্যু হয়।
তাঁহার মধ্যে ১৬ জন ওলাউটার, ৬০ জন, এবং
১৭২ জন অন্যান্য কারণে মৃত্যু হইয়াছে।

একজন জুখাচোর, বেঙ্গল আফিলের কেরানী
সাজিয়া গিয়া ওয়াটস কোম্পানির বাড়ী হইতে
১১১০ টাকার এক মোড়ো জুতা, ১৪ টকা মূল্যের
একপাছি ছড়ি লইয়া গিয়াছে। হ্যামিণ্টন
কোম্পানির হোকান হইতে একটী সোনার গহনা
লইয়া গিয়াছে। হ্যামিণ্টন কোম্পানির লোকের
মিকট হইতে ৩ টকা ও ওয়াটসন কোম্পানির
লোকের মিকট হইতে ৮১ টকা লইয়া পলারন
করিয়াছে। পুলিশ এখনও তাঁহাকে ধরিতে পারে
নাই। আবার গত শুক্রবার উইলসন হোটেলে
একজন স্ত্রী বাঙালী সাজিয়া গিয়া কতকগুলি
জিনিস লইয়াছিল। কিন্তু মাংসের জিনিস
গুলি সঙ্গে না দিয়া পেরা ঘায়া পাঠাইতে চাহিয়া
ছিলেন। সেই জন্ত জুখাচোর তাহাদের ঠকাইতে
পারে নাই। এখন সকলেরই কতক হওয়া উচিত।

বিবিধ সংবাদ

মাস্ত্রাজের অগ্নিকাণ্ডে জানকণ্টো সনো
জ্যারিয়ার নামক একটী যুবক মীরজ এবং পরো

পকারিতার হুড়াত হুড়াত প্রদর্শন করিয়াছেন।
বালক অমির বিজ্ঞান যেই কীরক অগ্নিবুদ্ধের
ভিতর হইতে একে একে ৪ জনকে উদ্ধার
করেন, পঞ্চম ব্যক্তিকে উদ্ধার করতে গিয়া
তাঁহাকে জীবন্তীল। পরিত্যাগ করিতে হই-
য়াছে। সত্য সত্যই যেহু পনের জন্ম জীবন
বেওয়া ভারতবর্ষের আত্মাধিকার বিবরণে।

আহায়েনবাগানের “বিহু” নামক সম্বাদপত্রিকার
প্রকাশ যে তথাকার জৈনিক জমীদারের ভূমির
উপর করেকজন ইউরোপীয় সৈন্য ভদ্রেনীর
২৩ জন রমণীর উপর আত্যাচার করিতেছিল।
ভূমিদার এই সম্বাদ পাইয়া সাহেবদার কাঁচের
আত্মবিধান করিবার জন্য ঘটনা স্থলে উপস্থিত
হওয়া এই পত্র ব্যবহারের কারণে জাজালা
করেন, সাহেবেয়া ভূমিদার বধ সাধন করিয়া
এই প্রসঙ্গ উত্তর দিয়াছিলেন। ঘটনাটী
কতদূর সত্য আমরা তাহা জানি না। সাধারণ
বিতরণের কর্তৃপক্ষদের এবিষয়ে বিশেষ অস্থ
সন্ধান করা কর্তব্য।

বুলগেরিয়ার প্রম লইয়া ইউরোপের রাজা
গণ এখনও পরামর্শ করিতেছেন। ক্রম আর প্রিন্স
নকোলাস অব নিংগ্রোলিকে বুলগেরিয়ার সিংহা
সন প্রদান না করেন এই চুক্তি করলে রীমেণ্ডেরা
পদত্যাগ স্বীকার করিতে পারেন।

দাদাভাই মাওরাজ আবার বিলাতে বাইতেছেন।
আগামী বারের নিকটস্থ উপলক্ষে তিনি ১৮৫৫-
১৬ হইবার চেষ্টা করবেন। ভারতসভা কি
এবার মালমোহনকে পাঠাইতে পারবেন না?

মন্ত্রিসভাভিষিক্ত গভর্ণরজেনারেল সাএব নুবেল
হুদা বি, এ, এল, এন, বি, কে, বঙ্গদেশের সরকারী
খানিষ্ট্রেট এবং কালেক্টরের পদ প্রদান করিয়া-
ছেন।

মাস্ত্রাজের শিক্ষিতা রমণীগণ “অমৃত ভাবনী”
নামে একখানি সম্বাদপত্র প্রচার করিতেছেন।
মাস্ত্রাজের শ্রীশকার দিন দিন উন্নত দেখা
বাইতেছে।

রাজসভা ভাল করিতে না পারেন মনের
বিলক্ষণ অরতারণা করিয়া বসিয়াছেন। পেরা
বিভাগের উপর ইহাদের খুব দৃষ্টি পড়িয়াছে দেখা
বাইতেছে। ব্যক্তিগতভাবে কালেক্টরীত উঠিয়া
গেল, আবার সুরাটের একটী হাইস্কুল উঠিয়া
দিবার কখন ইহাদের মস্তিষ্ক উদর হইয়াছে।
সুরাটবাসিগণ একবাক্যে এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে
অপত্তি করিয়া ল.ট সাহেবের নিকট আবেদন করি

রাছেন। বড়লাট তাহাদের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়া-
ছেন। লোকের এইরূপ বিশ্বাস যে বড়লাট
সুরাটে বাইবার কখনা করার সুরাটের মিউনি-
সিপালিটী তাঁহার অত্যাচার সম্বন্ধে কোন আয়ো-
জন করেন নাই। সেই জন্যই বড়লাট ইহাদের
প্রার্থনা গ্রাহ্য করেন নাই।

এক জর্জ দেশীর খৃষ্টান মহিলা মাস্ত্রাজে বিদ্যা-
লয়ের ডেপুটী ইন্সপেক্টরের পদলাভ করিয়াছেন।

মুসৌরী নগরের মেরীম্যাটিন নামক এক ব্যক্তি
কলিকাতার বিনপকে ৬০ হাজার টাকা দান করি-
য়াছেন। বিনপ এই টাকা লইয়া মেজাজে যে কোন
স্থানে একটী খৃষ্টান চার্চ স্থাপন করিতে পারিবেন।

বেওয়ায় লচমন দাস কাঞ্চীরের মহাবীরা প্রাণ
হইয়াছেন। লচমন দাস এখন মানাইয়া চলিতে
পারিলেই ভাল।

অম্বের মেগুন নামক জৈনিক রাজার পৌত্র
এবং মেকরারা রাজার উদ্যোগে আর একজন
মান্দালে নগর পুড়িয়া দিবার চেষ্টা হইতেছিল।
বড়ব্রহ্ম ধরাপড়িয়াছে।

রহদিস নামক একজন ডাকাইত সন্ধ্যা কে
পুলিস গুলি করিয়া মারিয়াছেন।

একজন ব্রাহ্মণ তিন চারি বৎসর কাল বিলাতে
চন্দার রাজার কাঁধে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি পাঁড়
হওয়া তাঁহাকে ইউনভার্সিটি কলেজ ছাঁসপ
তালে প্রেরণ করা হয়। সেখানে তাঁহার মৃত্যু হয়।
কলেজের অধ্যক্ষগণ ভাবিয়াছিলেন যে তাঁহা
আত্মীয় স্বজন কেহই নাই। তাঁহারা সেই জন
তাঁহার মৃত দেহ ধূঁই বসাইয়াসারে কবরস্থ করিয়া
উদ্যোগ করেন। লণ্ডনের আর্থাগমাজের সহকরি
সেক্রেটারী এই সমাচার অবগত হইয়া হিন্দু ধর্ম্ম
সারে ব্রাহ্মণ ভেদের সৎকার করিবার জন্য বিলা
তের হিন্দুগণকে নিমন্ত্রণ করেন। ১৫ জন হিন্দুজান
একত্র হইয়া গত ১০ই ডিসেম্বর মৃতের দেহ সৎকা
করেন। যে পাড়ীতে সব লইয়া বাঙালী হইয়াছিল
তাঁহার উপর এক কথটী কথা লেখা হয়। “ও
আর্থ সমাজ” কি হয়। আর্থ, সমাজের সম্পাদকসং
কার কাঁধে ২০ পাউণ্ড দান করিয়াছেন, এই ঘটনা লই
বিলাতে খুব আন্দোলন উঠিয়াছে। সম্বাদপত্র
প্রকাশ যে একজন ঘটনা বিলাতে কখনও ঘটে
নাই।

আমরা শুনিয়া হুঃখিত হইলাম কলিকাতা
মেডিকেল কলেজের ভূতপূর্ব প্রিন্সিপ্যাল নর্মান
বিভন সাহেব বিলাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

১৮৮৪—৮৫ সালে বঙ্গদেশে প্রত্যেক একজন
লোকে ২-১৫ টাকা এবং বোম্বাই বিভাগে প্রত্যেক

কমত ৭-১০ টাকা করিয়া লাইসেন্স ট্যাক্স দেয়।
করাগী এবং আর্থিকতে যুদ্ধ বাধিবার 'বলকল'
জাবনা। করাগীর প্রান্তে সৈন্য সংগৃহীত হইতেছে
কন আর্থিক তালিকা প্রকাশ্য করিয়া পাঠাইয়া
ন।

গত ২০এ জাহুরারি মহারাজীর উপাসনার
সকল সোফিসানিটগন আবার উৎপাদ্য করি-
তেছে।

জুবিলী উপলক্ষে পাটনার জমীদারগণের
জাহায্যে একটি কার্যকরী বিদ্যালয় স্থাপন করি-
য়া কল্পনা হইয়াছে। ১ লক্ষ টাকা টাকার উঠি-
তেছে। আর এক লক্ষ উঠিবে।

জুবিলী উপলক্ষে যে সকল ব্যক্তিকে নাইট
জাহান দেওয়া হইবে ১৬ই ফেব্রুয়ারির পূর্বে তাহা
র নামের তালিকা প্রকাশ হইবে না।

গত বৎসর মাহুকের খাওয়ার জন্য ৯২৭৮০ মণ
খাদ্য ও গরুত মাংস বিক্রয় হইয়াছে। পালিত
গরু মূল্য এই জন্যই বৃদ্ধি হইতেছে।

হাইড্রো বা দর করেক জন দেশী আড়তদার
ইউরোপীয়র সাহায্যে একটি তৈলের কল স্থাপন
করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

কম্বীরের মহারাজা জুবিলী উপলক্ষে জাহুতে
উই নদীর উপর একটি সেতু নিৰ্ম্মাণ করিবার
চেষ্টা প্রকাশ করিয়াছেন।

ছোট লাঠ আগামী ৩রা ফেব্রুয়ারিতে জুবিলী-
রাজ্যের সুবিধা প্রদর্শনীর ব্যারোমিটার করিবেন
তাহাফালোকের সাহায্যে সম্প্রতি জুরেজ।
খালীতে রাজিকালে বাধিক্যপোত গমনাগমন
করিবার জন্য প্রস্তাব করা হইয়াছে।

বোম্বাই নগরে একটি জুবিলী সভা স্থাপন করি-
য়া কল্পনা হইতেছে। সকল সম্প্রদায়ের লোক
সভার সভ্য হইতে পারিবেন।

মোলকন্দ হইতে একখানি চীরক খণ্ড পাওয়া
গিয়াছে। বিলাতে ইহার মূল্য তিন লক্ষ পাউণ্ড
প্রাপ্য হইয়াছে।

মরিসসের গভর্ণরকে সম্প্রদায় করা হইয়াছে।
জাহান কি এখনও তাহা প্রকাশ হয় নাই।

পেন্সনের কোন অংশে অথবা পেন্সনের
কম্বীরের মোট টাকার উপর ইনকম ট্যাক্স আদায়
হইবে না।

কলিকাতা ডায়ালেক্টরিসের পুস্তকলেখক
প্রশিদ্ধাভাবের নবাব ২০০ শত টাকা দান করিয়া-
ছেন।

মাত্রাজের গভর্ণর যুক্ত বাহুব্র জমশই প্রখ্যতি
ভাজন হইতেছেন। মাত্রাজবাসিনগণ যোধ হর ইহা
বারা আট ভকের শোক বিস্তৃত হইতে পারিবেন।

'কানিকি' নামে এক প্রকার বস্ত্র আছে।
পূর্বে বিলাতে এই বস্ত্র প্রস্তুত হইয়াবোম্বাই নগরে
রং করিবার জন্য প্রেরণ করা হইত। এখন
বোম্বাইনগরে প্রস্তুত এবং সেই খানেই রং করা
হইতেছে বোম্বাই অঞ্চলের বস্ত্রাদি এখনে পাইগাল
এবং অন্য ন্য প্রদেশে রপ্তানি হইতেছে।

সিভেট নামক একখানি কব সম্বাদপত্র কোন
সম্বাদহাতার কথার বিশ্বাস করিয়া প্রকাশ করিয়া
ছেন যে ১৮৮৪ সালে কাম্বীর প্রদেশে ইংরাজগণ
১০ হাজার সৈন্য সংগ্রহ করেন। সেই সৈন্য
লইয়া ১৮৮৫ সালের প্রারম্ভে মধ্য এশিয়ায় ক্রুবাধি
কৃত স্থান সমুদ্র অধিকার করিবার চেষ্টা করা ইহা
দের উদ্দেশ্য ছিল। এই সম্বাদের উপর বিশ্বাস
করিয়া সম্পাদক পাঠকগণকে বোম্বাইরাছেন যে
ইংরাজই কবে উপর অত্যাচার করিয়া কবের
রাজ্য অধিকার করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

অন্ধদেশে নিউগ্রাবিন বেলগরে টেলনের
নিকট সাগেন নামক একটি গ্রাম আছে। ক্রি
দিন হইল ১০ জন ডাকাইত সেই গ্রামটি আক্রমণ
করে, নিউগ্রাবিনের পুলিস বধ্য সময়ে উপস্থিত
হওয়ার ডাকাইতেরা লুট মার করতে সমর্থ হয়
নাই। কেবল একজন গ্রামবাসী হত হইয়াছে।
ডাকাইত দলেরও একজন মরিয়াছে।

দার্জিলিং এবং সিমলায় ভয়ানক বরফপাত
হইতেছে। এই ভীষণ সময়ে বিলাত প্রত্যগত
কয়েক জন ইউরোপীয় কাকনজ্ঞা গিরিশেখরের
শোভা দেখিবার জন্য সিমলার গমন করিয়াছেন।

পুনাত্তে একটি পণ্ড প্রদর্শনী খোলা হইয়াছে।
মি. এ. অফোর্ড'স এস ইহার অধ্যক্ষতা কাঁ তে
ছেন। এশিয়ার সকল প্রদেশের এবং ইংলণ্ডের
পালিত পণ্ড এই প্রদর্শনীতে সংগৃহীত হইবে।
অন্য হইতে সকল স্থানের গৃহপালিত পণ্ড এই
স্থানে আনীত হইতে পারিবে।

মহীশূরের রেসিডেন্ট মিঃ জেমস ব্রড উড
লাএল পূর্বে পজাবের রাজ্য কামিসনার ছিলেন।
একণে তিনি পজাবের শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত
হইয়াছেন।

ইমডু ইউরোপীয়ান কোম্পানি জাহুরারি মাসে
ভারতবর্ষ হইতে বিলাতে ২ ঘণ্টা ২০ মিনিটে
সম্বাদ প্রেরণ করিয়াছেন।

'সুরতি ও পতাকা' বলেন ভারত জমজীবীর

সম্পাদক সম্প্রতি উপলক্ষে ভক্ত হইতে বস্ত্র প্রস্তুত
করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

কলিকাতা গেজেটে জুনিয়াব এবং সিনিয়ার
স্থিতির সংখ্যা নির্দিষ্ট হইয়াছে। এণ্ট্রাস পরীক্ষার
ভীর্ণ ছাত্রগণের মধ্যে ২৫০ জন এবং ফার্স্ট আর্টস
ছাত্রগণের মধ্যে ৫০ জনকে বৃত্তি দেওয়া হইবে।

কলিমদি নামক এক ব্যক্তি পুলিশে এই বলিয়া
সম্বাদ দেন যে, তাহার কন। হলিমদ বিবি কিছু
দিন পীড়িত হইয়া থাকার তাহার স্বামী বিরক্ত
হইয়া তাহাকে পুড়াইয়া মারে। কলিকাতা মুন্সি
পাড়া থানার ইন্সপেক্টর ডেভিস সাহেব অত্মম
পাইয়া বৃত্ত হলিমদকে কবর হইতে উদ্ধোলন
করিয়া পোষ্টমর্টন ক্রিতে পাঠাইয়াছেন। অবশেষে
৫ দিন কাল কবরগত ছিল। যখন উদ্ধোলন কত
হর তখন প্রায় কবপ্রাপ্ত হইতেছিল। পুলিশ
শাসন কবনারকে সম্বাদ দেওয়া হইয়াছে।

আগামী ৮ই ফেব্রুয়ারি বাবু লালমোহন
বোম্ব ভারতবর্ষে আসিতে পারেন।

বোম্বাইয়ের গভর্ণর বোম্বাই মিউনিসিপালিটি
টাকে জ্ঞাপন করিয়াছেন যে তৎপ্রদেশে কা
করী বিদ্যালয় স্থাপন করিবার জন্য গভর্ণমেন্ট ২০
লাখ টাকা প্রদান করিতে পারেন। মহারাজী
জুবিলী উপলক্ষে স্থাপিত ডিক্টোরিয়া টেকনিক্যাল
ইন্সটিটিউট—এই নামে বিদ্যালয়টি স্থাপিত হইবে।
লাউগাহেব গভর্ণমেন্ট হাউসের একাংশ বিদ্যা
লয়ের জন্য ছাড়িয়া দিবেন।

ভাদার রাজা উদয়প্রতাপ সিং বলিয়াছেন
বঙ্গদেশে এক দল ব্যবসায়ী রাজনৈতিক সম্প্রদায়
আছে। ইহারা জীবিকা নির্বাহের আর কোন
উপায় না পাইয়া রাজনীতি ব্যবসার অবলম্বন করি-
য়াছে। ভিকার রাজা কতদূর স্বাভাবিকতা পাঠ
তাহা অবগত আছেন এংলো-ইণ্ডিয়ানের মনস্তাত্ত্বিক
কবিবার জন্য এই সকল কথা কহা তাঁহার পক্ষে
অসম্ভব নহে, তবে প্রকৃত ব্যবসায়ী জানিয়া ক
কবিলে বুদ্ধিহীনতার পরিচয় পায়। অতএবে
রাজনীতি ব্যবসার কাহারও নাই বলিলে অত্যাধিক
ভয় না। বাঁহারা রাজনীতি লষ্টয়া আলোচনা
আলোচনা করেন, তাঁহার। ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়
নিযুক্ত আছেন। উদয়প্রতাপের জন্য কোন ব্যবসায়ী
রাজনীতির আলোচনা করেন না।

আমাদের স্মৃতিপূর্ণ গভর্ণর জেজারেল গর্ডন
পের কর্ম্ম সম্প্রতি লর্ড এবং লেডিগ্রামির নিক
আসিয়াছেন। তিনি প্রকাশ করিয়াছেন, এ
কোন পজাবীর সহিত তাঁহার পিতার পরিচয় ছিল
তিনি তাঁহারই সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করেন

ওকেনেলি সাতের পহত্যাগ করার মিঃ কে. ম. চট্টোপাধ্যায় কলিকতা হাইকোর্টে ইতিমধ্যে সার্বি'পার্টার চাইরাছেন।

গত ১ই জাগুয়ারি জজবার বকিব জিহটে প্রায় ৩০ হুজি ও বজ্রাঘাত হয়।

এলাচাবায়ে গত ২৯ ডিসেম্বর চাইতে মলিক-সার্ভিস কমিসন মসিরাছিমেন। এত কম কমিসন এলাচাবায়ে কার্বাশেব করিলা ৫ মংখ গোয়াই এবং একাংশ বাজালা অকলে বনা হইরাছে।

পাইওমিরারের বিলাতে ২৯ সংবাদবাতা হলেন মুরকের সচি ভল করিবার জন্য ইংরাজ ভর্ণমেণ্টে টাওয়ল হুংস করিবেন।

ব্যবস্থাপক সভার সমস্ত আইন ও প্রস্তাবিত আইনের পাণ্ডুলিপি ইতিপূর্বে তিনবার করিলা প্রকাশিত হওত, এখন হইতে কেবল একবার প্রকাশিত হইবার ব্যবস্থা হইরাছে। ব্যবস্থাপক সভার তক' বিতক' অতঃ প্রকাশিত হইবে।

বিলকরেক পূর্বে মাল্লায় মগরে অগ্নিবাচক প্রায় ৫০০ গৃহ প্রায় হইরাছে। একাংশ বে প্রায় বটনা ব্যবস্থায় হইরাছে। প্রায় বেরপ অগ্নিবের প্রায়, তাহাতে এই ব্যাপার যে ব্যবস্থায় হইরাছে তাহা বিধান করা যায় না।

মিথারেল হলেন লও ভকরিণ ভারতবাসন করিয়া করিব পূর্বে আসন কার্যে কোনও এক প্রকার প্রতিমিহি ব্যবস্থা চালাইয়া যাইবেন মিসা আশা হিরাছেন।

মাল্লাজের অবিবাসিধন হলেন জুবিলী উৎসব ১৯ই ফেব্রুয়ারি না হইয়া ২০এ ফেব্রুয়ারি হইয়া উচিত।

পার্বলিক সার্ভিস কমিসন জামীর গভর্ণমেণ্টের সচি বিঃ আনালিগৎ প্রকাশিত প্রায় ৩ বিচার্য বিচার্য উত্তর 'বাব জন্ম একখানি অহরোব প্রায় প্রেরণ করিরা'হন।

একজন কালগানী একটা বানরকে কখনও হিহিতে দিরাইতেছেন। জটনক ইংরাজ বনের বানরদের কথা কহিতে না বেওরাই উচিত। মাল্লাজি মথাজেও বানরের অভাব নাই।

প্রায় সমস্ত গত ৩১এ অক্টোবর পর্যন্ত ইংরাজ সৈন্য কত—মুখে ২০ জন ইংরাজের মৃত্যু হইরাছে। রোয়ে ৩৪৯ জন মরিরাছেন।

৬৯ জন আহত হইরাছেন। ৫৭৫ জন অকর্মণ্য হইয়া পড়িরাছেন। বেশীর সৈন্য ৪৪ জন মরিরাছেন। রোয়ে ৩৬৩ জনের মৃত্যু হইরাছে, আহত ব্যক্তির সংখ্যা ১৫৩, অকর্মণ্য ৭৯৩।

মহারাজীর জুবিলী উপলক্ষে ভারতবর্ষের মানা দ্বানে সভা হইতেছে।

কালীতে গজার উপর যে মৃত্যু রেলওয়ে সেতু নির্মাণ হইবে তাহার কার্য আরও দিবসে বড়লাট অরু উপস্থিত থাকিবেন।

ইংলও ও চীনের সহিত সম্প্রতি যে সন্ধিপত্র লিখিত হইরাছে, চীন এখনও তাহাতে স্বাক্ষর করিতেছেন না। চীনের বশে ইংলওর আরও কত অপমান আছে কে বলিতে পারে?

ভারতবর্ষের উপর এখন ইংলওর সমস্ত হুজি পড়িরাছে বলিয়া বোধ হয়। মাল্লাজের অগ্নিপীড়িত পরিবারবর্গের সাহায্যের জন্য অনেক ইংরাজ হুজবন্ত হইয়া দান করিতেছেন। ভারতবাসীর জ্বর পাইবার এই না প্রকৃত উপায়?

কে ন কোন মহমোদী তাহার প্রান্তে একজন কার্যাদক অফিসার নিযুক্ত করিয়া রাখিবার উপদেশ দিতেছেন। চীনের সহিত যখন এ পর্যন্তও একটা ব্যবস্থার স্থির হইল না, তখন ইংরাজ তাহার প্রান্তে নিযুক্ত হইয়া বসিয়া থাকিতে পারেন না।

প্রায় সেন্যপতি হালটকে হস্তগত করিবার জন্য ইংরাজ সৈন্য উত্তরা পড়িরা না গিয়াছেন। হালটের কার্য্যিহি বেধিরা বোধ হয় তাহাও তাহার উদ্দেশ্য নহে। প্রায়পথে মাল্লাজীর আধীনতা রক্ষা করাই তাহার মূখ্য উদ্দেশ্য। এই জাতির লোক হস্তগত হওলে ইংরাজ তাহাদের নিগ্রহ না করেন ইহাই মাল্লাজের উপদেশ।

হিন্দু পেট্রুট হলেন জুবিলী উপলক্ষে চতুর্ভুজিক সমস্ত বিতরণ হইবে, তাহাতে মিঃ জ্যারিসন "মাইট" পবীকৃত হইবেন এবং মৌলবী আবদুল জব্বার ও সারেব আদীরহোলেম মনোপনবী প্রায় হইবেন। জ্যারিসন সাহেবকে যে কিস্যম সম্মান বেওরা হইতেছে, আধরা তাহা হুজিতে পরিমা। অথবা বাহা হুজিতে পারি তেছি তাহাতে গোটাটার কলত তির আর কিছুই দেখা যায় না।

সংবাদবাতার পত্র।

রাণাঘাট।

সংস্কারিত আনালিগের প্রায়বৎসকা রেবমরী মহারানী ভারতবর্ষীর রাজত্বকাল পঞ্চাশবৎসর পূর্ণ হইয়া আনিরাহে, একাংশ মৌলবী প্রায় নিরুপায়ের রাজত্ব করা অথবা এক রাণার আনালীয়ে অবস্থান করা, কি রাজ্য কি প্রায় উত্তরেরই প ম সৌভাগ্যের বিষয়। এই জন্য কি দ্বিতীয় রাজ্যাজা, কি ভারত সাম্রাজ্য, মৌলবী মহা মহোৎসবের উদ্বোধন ও আয়োজন হইতেছে। আগামী ১৬ই ফেব্রুয়ারি এই মহোৎসবের দিন স্থির হইরাছে, এই উপলক্ষে, রাণাঘাট নগরেও কিছু অল্পব্যয় হওয়া আবশ্যক ভবিষ্যের পরামর্শ করিবার জন্য অত্রা জিহি-রাণাঘাটক তদার অন্য ১১ই মাস করিবার বেলা ৩ ঘটিকার সময় একটি মহতী সাধারণ সভার আয়োজন হইয়া গিরাছে।

সভার উদ্বোধনে মহাশয়ী জিহিনতী মহারানী হুইন ডিটোরিয়ার একখানি অতি প্রায় মৃত্যু প্রতিমূর্তি রাখা হইরাছিল। সভার আনালিগের মহাশয় সংভিবিজ্ঞান অফিসার জিহুত বাবু বিজয়নাথ মূখোপাধ্যায়, হুংসেক জিহুত বাবু মাককানথ-বোব, রেলওয়ে ডিপুটী কন্ট্রোল জিহুত বাবু অজমথান রায়, আদীন এখন জেপ কনভালাও ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট র.পাঘাট মিটনি সিপাল' চেয়ারম্যান অত্রা জিহিনত বসন্ত দিটৌরী জমীদার জিহুত বাবু অরেন্দ্রনাথ প.ম. চৌধুরী, জমীদার জিহুত গোপেশ্বর পানচৌধুরী প্রায়নাথ প্রায়কার পতিত কালীনাথ বটক, জিহুত বাবু মতিলাল পাল, মথেরিজিষ্টার জিহুত বাবু মতীনাথ মূখোপাধ্যায়, ডাক্তার জিহুত গিরিজ কুবব বসন্ত এন্. বি. অরোরি মাজিষ্ট্রেট কমি স.ম. জমীদার জিহুত বাবু যোগেশচন্দ্র পান চৌধুরী, জমীদার জিহুত বাবু জামেন্দ্রনাথ পান চৌধুরী, জমীদার বাবু মথনাথ প.ম.চৌধুরী হরিহায়ের জমীদার বাবু কেশরনাথ রায়, বো পাড়া নিবাসী জিহুত বাবু হরিদাস পাল—কে প্রায় নিবাসী বোক্তার জিহুত বাবু মীলাচ চ ট্রাপেব.জি জিহুত বাবু ম.অবর বোব, হুংসইনস্‌পেক্টর জিহুত বাবু রামলাল মূখোপাধ্যায় কমিসনর জিহুত বাবু রাণালদান মজিব ও কমিসনর বাবু গজাচরণ বেব, আহলিক মিথালী জিহুত বাবু বাবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বিজ্ঞাপন

১৯২৩ সালের

বসন্ত পাগলন

৩ বাহার ভাড়া

বসন্ত পাগলন বা অসুস্থ নবাব রহস্য—
বসন্ত হুগু হুগু মত কাকের ডাকের
পাগলিনীর মুখে ভৎসনাত্মক অতি বিশদরূপে
কাশ হইয়াছে। নবাবের আত্মতরীণ বটনা
বলিত মুখের বরণের পুস্তক এই এখন।
হুকার কেবল যে সামান্যিক দিব্যের অবতা-
রা করিয়া কত হইয়াছেন তাহা নহে।
হাতে সমাজ (লম্বা, ছোট ও গুণক) বর্ণনামূলক
উপদেশ প্রকৃতিতে পুস্তকের কলেক্টরকে
সমস্ত সমস্ত করিয়াছেন, তৎপক্ষে পাঠক
এ অধ্যায় গ্রীষ্ম ও জল মত করিতে পারি-
বেন। আমরা বিজ্ঞাপনের দুটা বাড়াইয়া
পাঠকগণের মন ফুলাইতে চাহি না, তৎপক্ষে
পাগলিনী পাঠকগণের মন ফুলাইতে কল্প
পূরন হই।

ভাড়া ১২পেন্সি ১০ কল্লিতে ও উত্তম কাগজে
সমস্ত সমস্ত হইয়াছে। অর্ধ মূল্য মাহুল সমস্ত
আমরা এবং ইহার সঙ্গে ছাপান নারী বা কাক-
খোলা নামক একখানি পুস্তক উপহার দেওয়া
হইবে অধিক পুস্তক লংগে বিশেষ ছবি
রচনা দেওয়া হইবে। তৎপক্ষে মিত্র আকর-
গীতের সিকট পত্র লিখিলেই জানিতে পারি-
বেন। পুস্তক পাইবার ঠিকানা—

১৭ নং কলেজ স্ট্রীট বোম্বাই কলিকট, কলিকাতা
১৭ নং গঙ্গাধরচাঁদী কলিকট, কলিকাতা
আমরা নিকট প্রাপ্ত।

একাত্মক

জিওভান্না ভট্টাচার্য

কলিকাতা ১৮ নং ও.এ.এ.এ. চৌধুরী লেন।

সোমবার কার্যালয়।

—১০—

সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়।

১৮ নং বাগানবাগানের বোম্বের স্ট্রীট, কলিকাতা
নবাব জিওভান্না ভট্টাচার্য কলিকট পুস্তক
এখন হইতে এই পুস্তকালয়ে বিক্রীত হইবে।

ভৎসন

সরল ভৈরব-প্রকাশ

অর্থ

সহজ মেট্রিক্স মেডিক

১ম ভাগ।

গৃহস্থ ও পাড়াগাঁয়ের ডাক্তারদের জন্য

প্রকাশিত হইয়াছে।

মূল্য ১২ পেন্সি ০০ পৃষ্ঠার বেশী।

মূল্য ১৮০ টাকার পরিবর্তে ১ ডাকমা শুধু/১০

এ পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

জিওভান্না ভট্টাচার্য

বাবেন্দ্র।



ইলেক্ট্রো গ্যালভানাইজ

, কবচ ও অনন্ত।

বিঃএম. কার নির্মাণকর্তা ও আবিষ্কারক।

নং ২৮ দুর্জাপুর স্ট্রীট কলিকাতা।

আমরা নির্মিত অস্ত্র, কবচ ও অনন্ত অতি-
রিক্ত বিক্রয় দেখিয়া অনেক অনেক রকম নির্মাণ
করিয়া বিক্রয় করিতেছেন। ইহা সকলই জানেন
যে, ভারতবর্ষে ইহা আমিই নির্মাণ করিয়াছি। সুবি-
ধায় নিম্নলিখিত গীলবার্ট ট্রেনবার্ট অফার্টস, চারন
লকটে, আমার নিকট হইতে ক্রয় করিয়া বিক্রয়-
করিতেন, ম্যালেসিয়া ও পুরাতন স্বর আশ্চর্যরূপে
আরোপ। হইয়া থাকে, বিশেষতঃ ওলাউটা ও বসন্ত
রোগে ইহার আশ্চর্য উপকারিতা নক্তি দেখা
হইতেছে। এখন কি হইয়া যাবৎ করিলে সংক্রামিক
রোগ কষ্টকর আক্রান্ত হইবার সম্ভাব্য নাই। বসন্ত
ইহা ব্রতপরিহার করতঃ পীড়া আশ্চর্যরূপে ও
অসুস্থতা, যথা নিবারণ করে। এলোপ্যাথিক,
হোমোপ্যাথিক, ও হাইড্রোপ্যাথিক চিকিৎসাতে
যাইরা কল পান বাই তাহারা এই ভাঙিত ধারণকল
পাইতেছেন। মেমোও রপার নির্মিত কবচ ও অস্ত্র
ভাঙিত সংস্কৃত বলিয়া উক্তি করিলে সে বিভ্রান্ত
অনুলক ও তাহা যাবৎ করে কোম ব্যক্তি কখনই
আরোপ। হইতে পারে না। অতি কবচের মূল্য ১৮/০

আমরা, ভজন ১২৮০ ১০ প্রতি অস্ত্রের মূল্য ২ টাকার
ভজন ২০ ১ প্রতি অস্ত্রের মূল্য ১৮/০, ভজন ১০
প্যাথিক ও পোথিক ১ হইতে ৬ মূল্য ১৮/০ আশ্চর্য
ভজন ১৮/০, হাইড্রো অস্ত্র ও অনন্ত অস্ত্র ইহা
তাহারা যাপ পাইয়াছেন।

১৮০০

১৮১০ সালে স্থাপিত।

শরচ্ছন্দ্র দত্ত এণ্ড কোং।

হোমিওপ্যাথিক ওষুধ।

প্রস্তুতকারী।

কলিকাতা মহারাজার এক হোমোপ্যাথিক
ডাক্তারদের নিকট হইতে ওষুধের উৎকৃষ্ট
সবচেয়ে প্রাপ্যতা পাইয়াছেন।

মূল্য মূল্য।

ওলাউটা চিকিৎসার ১২ পিপি মূল্য ৩ কপ
রোর পারক মূল্য ৫ টাকার।

হুগু-চিকিৎসার ১৬ পিপি মূল্য মূল্য হুগু
মূল্য ৮ টাকার, ২ পিপি মূল্য ১০ টাকার।

মাহারাজ চিকিৎসার ৫১ পিপি ওষুধের মূল্য
মাহারাজ ১৮ টাকার।

ডাক্তারদের উৎকৃষ্ট মূল্য ২৫ টাকার, মূল্য
ওষুধের মূল্য ৫০ টাকার।

ইংরাজী বাজার। মূল্য মূল্য মূল্য মূল্য
মূল্য মূল্য মূল্য। ঠিকানা ৫৫ নং কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা।

হিমালয়—কুস্ত

অপ্রসিদ্ধ কবি জিহুজ শিবনাথ শাস্ত্রী এবং

(এম.এ.)

বিখ্যাত শিবনাথ, রচিত এই উৎকৃষ্ট কা
খানি ভ্রমার মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।
মূল্য ১ এক টাকার অধিক হইবে না। ১৭ নং
কলেজ স্ট্রীট বোম্বাই কলিকট, কলিকাতা
হইবে।

জিহুজ শিবনাথ।

চুলের কলপ।

ইহা জলের মাধ্যমে তরল, কাগজেতে
কষ্ট নাই। প্রথম পাকরণ হইতে মাত্র ৫ মিনিট

নিম্নোক্ত প্রাপ্ত উক্তল প্রকরণ হইয়া এক মাস
ব্যক্তিগণ দ্বারা ১ টাকার।

সোমপ্রকাশ টিকিট

উক্ত প্রাপ্তিগণের জাতিগত গোষ্ঠাণের প্রাপ্ত
মিত্রার করে, শরীর দ্বিত্ব থাকে, শিরঃরোগের
অভাব। মূল্য ২০ টাকার ১ টাকার, ছোট ১০
আনা।

অন্যান্য কালি।

এই কালিতে লিখিবার নতুন কালি দেয়া যায় না,
পরে উক্ত অল্পের উক্তল লাগাইয়া মাত্র স্পষ্ট
দেখা যায়। যোগ্যের পর লিখিবার আশ্রয়
উপায়। মূল্য ১০ আনা।

লিপি পাঠ্যকার।

সর্ব প্রকার লিপির মতেই মূল্য ১০ আনা।

রঙ পিউরিফাইয়ার।

এই সামান্য ভাষার কবিরাজ ব্যবহার
করেন। শোল, মালী, সরিষা, কালী, পটা
ও পারা মোহ সংক্রান্ত সমস্ত বা. ও কোট
কাটনা, সুবাসনা ইত্যাদি সমস্ত ২৫০
আনারো হয়। মূল্য ১ টাকার।

এ, সি, বসু এক কোং।

১২ নং হুজিয়ার স্ট্রিট, কলিকাতা।

অষ্ট ধাতু নির্মিত অমোঘ

অমোঘ



পূর্ণচন্দ্র দাস কর্তৃক নির্মিত ও
প্রকাশিত।

৩৭ নং বেবেটোলা সেন, পটলভাঙ্গা কলিকাতা।
এই অমোঘ অর্থাৎ রোগা, জীবা, সীম, রাস
বস্তা, লৌহ, পারদ এই অষ্টধাতুতে নির্মিত।
উক্ত অমোঘের অর্থাৎ মায়ার ধাতুর উপর অপর
সাতটি ধাতু বসিত হইয়াছে। এতদ্বারা এখন
ভূতিকা অর্থাৎ ভূতলা, পারদ, অগ্নিত বাহার
এতদ্বারা বিদ্যমান কার্য উৎপাদন করিয়া
অষ্ট ধাতু অর্থাৎ অমোঘ অর্থাৎ অমোঘ করাইতে
আমের ইচ্ছা হইলে শরীরের কষ্ট পরিহার করিতে

সর্বপ্রকার ব্যাধি বিনাশ করিতে ক্রমশঃ দেখা যাইবে
হইতে থাকে, এই অমোঘকে জীবন রক্ষার
মূল উপায় বলিয়াও অভিহিত হয় না। আমি
যুক্ত ভাবে বিশুদ্ধ রূপে বলিতেছি যে, এই সমস্ত
বস্তু, আমার এই অষ্ট ধাতু নির্মিত
অমোঘ ধারণ করিলে পর শরীর সবল
মানা প্রকার ব্যাধি হওয়ার আশঙ্কা আর কাহারও
করিতে হইবে না।

বিভিন্ন অষ্টধাতু নির্মিত অমোঘ।



মহা সম্রাটের মধ্য কের কের অমোঘ
ধারণ করিতে অমোঘ সেই জন্য গত অষ্টধাতু
মধ্য হইতে আমি যুক্ত অষ্টধাতু নির্মিত
অমোঘ আবিষ্কার করিতেছি, অমোঘ ও অমোঘ
উভয়েই রোগনাশক ও ও ব্যক্তি একই
প্রকার, ইচ্ছা অমোঘ হইলে উক্তা হইয়া যাই
ইচ্ছা করেন তাহা হইলে উক্তা হইলে মায় বিদ্যা
ধরতার অমোঘ উপর বসিত করিয়া বেতন
হইবে। অমোঘ অমোঘ অষ্টধাতু নির্মিত না
হয় তাহা হইলে মায় কেরত দিব। অমোঘ
মোহাব্য ব্যক্তি অমোঘ করেন যে পারা ইচ্ছা
সংলগ্ন করা যায় না কিন্তু আনন্দা সাতবার যত্ন
সহকারে পারা সংলগ্ন এমনি লিখা করি-
য়াছি। আহার করিবার সময় অমোঘ ধারি
হস্তে ধারণ করিয়া আহার করিবেন।

আজ কাল মানা প্রকার ঐশ্বর্য ধাতুনির্মিত
কবজ ও অমোঘ ইত্যাদি বাহ্য অষ্ট ধাতু নির্মিত
বলিয়া প্রচলিত হইতেছে, তাহা যে কত দূর মত
আমরা ভুলনা করিতে চাহি না। কিন্তু যথোপ-
গম রত্ন জন্মে কচ ক্রম করিবেন না। ছোট ও
বড় প্রত্যেক 'অমোঘ' মূল্য ২ টাকার, ভাঙ্গা ১০
টাকার, প্যাকিং ও পোকেট ১ হইতে ৩ টাকার
আনা ১৭ হইতে ১২ টাকার ১০ আনা। অমোঘ
পাটকে ভাঙ্গা পেরেবেন পার্শ্বের মাল পাঠ্য
হইবে। আর বিশেষীর মতোবর্তন অমোঘ
ক্রয়কালীন অমোঘ করিয়া হস্তান্তর বাণী পাঠ্য
ইচ্ছা করিবেন।

অমোঘ যে সকল ক্ষেত্রে ধাতু বসিত হইয়াছে
তাহা একেকটি করিয়া বিক্রয় হইবে। আর উক্ত
সমস্তীয় আবেশন সহ হস্তে ধারণ করিবেন।
অমোঘ ও পণ্যমোট ক্রয়কালীন মাল বিক্রয়
মোট করিয়া লইবেন, বাহারি কবজ অমোঘ

মহা ঠিকার মত ভাষা একবার শ্রী
করুন।

সেইকল কর্তব্যানির বিজ্ঞাপন আনাইবে
মোট আসিবে, তাহা এখন একবার বিদ্যমান
প্রচারিত হইবে। তাহার পর বিদ্যমানতার
মত হইবে।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত এতকটী

বিশেষ লিখিত

সমস্তপ্রকার সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য ভাষা
বাস্তব সমস্ত বার্ষিক ১০ টাকার। অগ্রিম বাস্তব
৫০ টাকার। অগ্রিম পত্রক ভাষাভাষা সমস্ত
টাকার। অগ্রিম পত্রক কালিক ইত্যাদি মায় বাস্তব
সিঙ্কের নিয়ম মাত্র। লিখিত ও প্রচারিত
অমোঘ ভাষা সমস্ত ৩৫০ টাকার দ্বিত্ব
হইয়াছে।

অগ্রিম মূল্য মাল পাটলে অমোঘ সোমপ্রকাশ
প্রেরিত হয় না। বাস্তব সোমপ্রকাশের
পাঠ্য হইবে, তাহার মায় মায় মায় মায়
লিখিত ৪০ নং ও ৪০ নং চৌধুরীর মায় কলিকাতা
অমোঘ উপস্থাপনার চক্রবর্তীর মাঝে মোট, ক
বর্তা চিঠি, মাল অমোঘ, ইচ্ছা অমোঘ মায়
বাহার প্রবর্তা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা
প্রেরণ করিবেন। অমোঘ আহার অমোঘ
টিকিট প্রেরণ করিলে পণ্ডিত হইবে না।
নির্দেশিত হইবার পূর্বে কেই সোমপ্রকাশ অমোঘ
অনির্ভুক্ত হইলে অবশিষ্ট মূল্য বিক্রয় হইবে
হইবে না।

ইচ্ছা মায় মায় মায় পত্রাদি প্রেরণ
বেন, তাহারিগের সেই পত্রাদি প্রেরণ
হইবে না।

কেই সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ই
করিলে তাহাকে এখন মায় মায় প্রাতি পত্রিক
হই আনা তাহার পর ১৫ এক আনা দিতে হইবে
কেই ইচ্ছা অমোঘ অমোঘ, প্রাতি মায় ৪০, ৪০
করিয়া লাইব করা হইবে।

প্রেরিত, সংবাদপত্র, অমোঘকালীন ও
অমোঘ মায় মায় মায় মায় হইতে অমোঘ
অমোঘ আইনে তাহার মতামত বা কেইটি
বিভিন্ন বা মতামত এবং মতামত বিবেচনা
সম্পাদক, প্রচার বা প্রচারিত হইতে

এই পত্র ৪০ নং ও ৪০ নং চৌধুরীর
কলিকাতা সোমপ্রকাশ মায় অমোঘ
চক্রবর্তীর মায় প্রাতি সোমপ্রকাশ
হস্তিত ও প্রকাশিত হয়।

ଆମ ପ୍ରାଣୀ

1999

१. १९९९-२००० २. २०००-२००१ ३. २००१-२००२ ४. २००२-२००३ ५. २००३-२००४ ६. २००४-२००५ ७. २००५-२००६ ८. २००६-२००७ ९. २००७-२००८ १०. २००८-२००९ ११. २००९-२०१० १२. २०१०-२०११ १३. २०११-२०१२ १४. २०१२-२०१३ १५. २०१३-२०१४ १६. २०१४-२०१५ १७. २०१५-२०१६ १८. २०१६-२०१७ १९. २०१७-२०१८ २०. २०१८-२०१९ २१. २०१९-२०२० २२. २०२०-२०२१ २३. २०२१-२०२२ २४. २०२२-२०२३ २५. २०२३-२०२४ २६. २०२४-२०२५ २७. २०२५-२०२६ २८. २०२६-२०२७ २९. २०२७-२०२८ ३०. २०२८-२०२९ ३१. २०२९-२०३० ३२. २०३०-२०३१ ३३. २०३१-२०३२ ३४. २०३२-२०३३ ३५. २०३३-२०३४ ३६. २०३४-२०३५ ३७. २०३५-२०३६ ३८. २०३६-२०३७ ३९. २०३७-२०३८ ४०. २०३८-२०३९ ४१. २०३९-२०४० ४२. २०४०-२०४१ ४३. २०४१-२०४२ ४४. २०४२-२०४३ ४५. २०४३-२०४४ ४६. २०४४-२०४५ ४७. २०४५-२०४६ ४८. २०४६-२०४७ ४९. २०४७-२०४८ ५०. २०४८-२०४९ ५१. २०४९-२०५० ५२. २०५०-२०५१ ५३. २०५१-२०५२ ५४. २०५२-२०५३ ५५. २०५३-२०५४ ५६. २०५४-२०५५ ५७. २०५५-२०५६ ५८. २०५६-२०५७ ५९. २०५७-२०५८ ६०. २०५८-२०५९ ६१. २०५९-२०६० ६२. २०६०-२०६१ ६३. २०६१-२०६२ ६४. २०६२-२०६३ ६५. २०६३-२०६४ ६६. २०६४-२०६५ ६७. २०६५-२०६६ ६८. २०६६-२०६७ ६९. २०६७-२०६८ ७०. २०६८-२०६९ ७१. २०६९-२०७० ७२. २०७०-२०७१ ७३. २०७१-२०७२ ७४. २०७२-२०७३ ७५. २०७३-२०७४ ७६. २०७४-२०७५ ७७. २०७५-२०७६ ७८. २०७६-२०७७ ७९. २०७७-२०७८ ८०. २०७८-२०७९ ८१. २०७९-२०८० ८२. २०८०-२०८१ ८३. २०८१-२०८२ ८४. २०८२-२०८३ ८५. २०८३-२०८४ ८६. २०८४-२०८५ ८७. २०८५-२०८६ ८८. २०८६-२०८७ ८९. २०८७-२०८८ ९०. २०८८-२०८९ ९१. २०८९-२०९० ९२. २०९०-२०९१ ९३. २०९१-२०९२ ९४. २०९२-२०९३ ९५. २०९३-२०९४ ९६. २०९४-२०९५ ९७. २०९५-२०९६ ९८. २०९६-२०९७ ९९. २०९७-२०९८ १००. २०९८-२०९९ १०१. २०९९-२०१० १०२. २०१०-२०११ १०३. २०११-२०१२ १०४. २०१२-२०१३ १०५. २०१३-२०१४ १०६. २०१४-२०१५ १०७. २०१५-२०१६ १०८. २०१६-२०१७ १०९. २०१७-२०१८ ११०. २०१८-२०१९ १११. २०१९-२०२० ११२. २०२०-२०२१ ११३. २०२१-२०२२ ११४. २०२२-२०२३ ११५. २०२३-२०२४ ११६. २०२४-२०२५ ११७. २०२५-२०२६ ११८. २०२६-२०२७ ११९. २०२७-२०२८ १२०. २०२८-२०२९ १२१. २०२९-२०३० १२२. २०३०-२०३१ १२३. २०३१-२०३२ १२४. २०३२-२०३३ १२५. २०३३-२०३४ १२६. २०३४-२०३५ १२७. २०३५-२०३६ १२८. २०३६-२०३७ १२९. २०३७-२०३८ १३०. २०३८-२०३९ १३१. २०३९-२०४० १३२. २०४०-२०४१ १३३. २०४१-२०४२ १३४. २०४२-२०४३ १३५. २०४३-२०४४ १३६. २०४४-२०४५ १३७. २०४५-२०४६ १३८. २०४६-२०४७ १३९. २०४७-२०४८ १४०. २०४८-२०४९ १४१. २०४९-२०५० १४२. २०५०-२०५१ १४३. २०५१-२०५२ १४४. २०५२-२०५३ १४५. २०५३-२०५४ १४६. २०५४-२०५५ १४७. २०५५-२०५६ १४८. २०५६-२०५७ १४९. २०५७-२०५८ १५०. २०५८-२०५९ १५१. २०५९-२०६० १५२. २०६०-२०६१ १५३. २०६१-२०६२ १५४. २०६२-२०६३ १५५. २०६३-२०६४ १५६. २०६४-२०६५ १५७. २०६५-२०६६ १५८. २०६६-२०६७ १५९. २०६७-२०६८ १६०. २०६८-२०६९ १६१. २०६९-२०७० १६२. २०७०-२०७१ १६३. २०७१-२०७२ १६४. २०७२-२०७३ १६५. २०७३-२०७४ १६६. २०७४-

1. **Introduction**
 2. **Background**
 3. **Methodology**
 4. **Results**
 5. **Conclusion**
 6. **References**
 7. **Appendix**
 8. **Index**
 9. **Table of Contents**
 10. **Figure 1**
 11. **Figure 2**
 12. **Figure 3**
 13. **Figure 4**
 14. **Figure 5**
 15. **Figure 6**
 16. **Figure 7**
 17. **Figure 8**
 18. **Figure 9**
 19. **Figure 10**
 20. **Figure 11**
 21. **Figure 12**
 22. **Figure 13**
 23. **Figure 14**
 24. **Figure 15**
 25. **Figure 16**
 26. **Figure 17**
 27. **Figure 18**
 28. **Figure 19**
 29. **Figure 20**
 30. **Figure 21**
 31. **Figure 22**
 32. **Figure 23**
 33. **Figure 24**
 34. **Figure 25**
 35. **Figure 26**
 36. **Figure 27**
 37. **Figure 28**
 38. **Figure 29**
 39. **Figure 30**
 40. **Figure 31**
 41. **Figure 32**
 42. **Figure 33**
 43. **Figure 34**
 44. **Figure 35**
 45. **Figure 36**
 46. **Figure 37**
 47. **Figure 38**
 48. **Figure 39**
 49. **Figure 40**
 50. **Figure 41**
 51. **Figure 42**
 52. **Figure 43**
 53. **Figure 44**
 54. **Figure 45**
 55. **Figure 46**
 56. **Figure 47**
 57. **Figure 48**
 58. **Figure 49**
 59. **Figure 50**
 60. **Figure 51**
 61. **Figure 52**
 62. **Figure 53**
 63. **Figure 54**
 64. **Figure 55**
 65. **Figure 56**
 66. **Figure 57**
 67. **Figure 58**
 68. **Figure 59**
 69. **Figure 60**
 70. **Figure 61**
 71. **Figure 62**
 72. **Figure 63**
 73. **Figure 64**
 74. **Figure 65**
 75. **Figure 66**
 76. **Figure 67**
 77. **Figure 68**
 78. **Figure 69**
 79. **Figure 70**
 80. **Figure 71**
 81. **Figure 72**
 82. **Figure 73**
 83. **Figure 74**
 84. **Figure 75**
 85. **Figure 76**
 86. **Figure 77**
 87. **Figure 78**
 88. **Figure 79**
 89. **Figure 80**
 90. **Figure 81**
 91. **Figure 82**
 92. **Figure 83**
 93. **Figure 84**
 94. **Figure 85**
 95. **Figure 86**
 96. **Figure 87**
 97. **Figure 88**
 98. **Figure 89**
 99. **Figure 90**
 100. **Figure 91**
 101. **Figure 92**
 102. **Figure 93**
 103. **Figure 94**
 104. **Figure 95**
 105. **Figure 96**
 106. **Figure 97**
 107. **Figure 98**
 108. **Figure 99**
 109. **Figure 100**
 110. **Figure 101**
 111. **Figure 102**
 112. **Figure 103**
 113. **Figure 104**
 114. **Figure 105**
 115. **Figure 106**
 116. **Figure 107**
 117. **Figure 108**
 118. **Figure 109**
 119. **Figure 110**
 120. **Figure 111**
 121. **Figure 112**
 122. **Figure 113**
 123. **Figure 114**
 124. **Figure 115**
 125. **Figure 116**
 126. **Figure 117**
 127. **Figure 118**
 128. **Figure 119**
 129. **Figure 120**
 130. **Figure 121**
 131. **Figure 122**
 132. **Figure 123**
 133. **Figure 124**
 134. **Figure 125**
 135. **Figure 126**
 136. **Figure 127**
 137. **Figure 128**
 138. **Figure 129**
 139. **Figure 130**
 140. **Figure 131**
 141. **Figure 132**
 142. **Figure 133**
 143. **Figure 134**
 144. **Figure 135**
 145. **Figure 136**
 146. **Figure 137**
 147. **Figure 138**
 148. **Figure 139**
 149. **Figure 140**
 150. **Figure 141**
 151. **Figure 142**
 152. **Figure 143**
 153. **Figure 144**
 154. **Figure 145**
 155. **Figure 146**
 156. **Figure 147**
 157. **Figure 148**
 158. **Figure 149**
 159. **Figure 150**
 160. **Figure 151**
 161. **Figure 152**
 162. **Figure 153**
 163. **Figure 154**
 164. **Figure 155**
 165. **Figure 156**
 166. **Figure 157**
 167. **Figure 158**
 168. **Figure 159**
 169. **Figure 160**
 170. **Figure 161**
 171. **Figure 162**
 172. **Figure 163**
 173. **Figure 164**
 174. **Figure 165**
 175. **Figure 166**
 176. **Figure 167**
 177. **Figure 168**
 178. **Figure 169**
 179. **Figure 170**
 180. **Figure 171**
 181. **Figure 172**
 182. **Figure 173**
 183. **Figure 174**
 184. **Figure 175**
 185. **Figure 176**
 186. **Figure 177**
 187. **Figure 178**
 188. **Figure 179**
 189. **Figure 180**
 190. **Figure 181**
 191. **Figure 182**
 192. **Figure 183**
 193. **Figure 184**
 194. **Figure 185**
 195. **Figure 186**
 196. **Figure 187**
 197. **Figure 188**
 198. **Figure 189**
 199. **Figure 190**
 200. **Figure 191**
 201. **Figure 192**
 202. **Figure 193**
 203. **Figure 194**
 204. **Figure 195**
 205. **Figure 196**
 206. **Figure 197**
 207. **Figure 198**
 208. **Figure 199**
 209. **Figure 200**
 210. **Figure 201**
 211. **Figure 202**
 212. **Figure 203**
 213. **Figure 204**
 214. **Figure 205**
 215. **Figure 206**
 216. **Figure 207**
 217. **Figure 208**

বিজ্ঞাপন।

सुनंदा एटनजि ।

[illegible]

জাতিসংঘ চুক্তিবর্ধন

中國圖書集成

[illegible]

কাৰ্য্য হুচকৰূপেও হুচক হুলো সম্পন্ন
কৰিতে পারন্ত কৰিবাহি। বাহালা
নোমএকাশ যত্নালয়ে ঢেক কাৰ্বিলা,
চিট্টি, লোহেল, বিল, পিট্টিমল ও পুত্ৰকাৰি
বাৰ্ভীৰ বিকর ইংরাহি ও বাহালা ককরে
কুৰিহ, কুৰিহে, ইকা, কুৰিবেল, কাহারা
ইলি, ইল, ইলকাহে বাহালা, ইলকা
ককর পিট্টিমল পুত্ৰকাৰে নকর ওয়া
হইবেন। ককর, ইংরাহি ও বাহালা
নানা একর পুত্ৰন ককর নকর ও নকলা
আনরন, ককরাহি। হুচক, হুলো ও
হুচকৰূপে বে কাৰ্য্য সম্পন্ন হইবে তাহা
বলা বাহুল্য। বিশেষতঃ নোমএকাশ
যত্নালয়ে কোমকল, এককল ও একতাৰণা
নাই। সৰ্বনাথারপকে অবসন্ত কাহা হাই
কেহে কাহাৰি নিঃসন্ধিহ, কুৰিহ, কুৰিহ
কককে কুৰন কাৰ্বিলাদি অৰ্ণন কৰিতে পারেন।

সোমপ্রকাশ সম্বন্ধে চিঠি পত্র-টাকা
কড়ি, মনিষভার কাহি গ্রাহক মহোদয়গণ
একজন হইলে : ১০/- ২০/- প্রত্যেক
চৌধুরীর শেষ সাক্ষ্যপ্রকাশ কল্যাণপুরের
জিবুজ ষ্টেশনের কারি টিকবর্তীর মাঝে
পাঠাইবেন । বিতঃপর সোমপ্রকাশ
সম্বন্ধে চিঠিপত্র বা টাকা কড়ি মনিষভার
গ্রাহক , মহোদয়গণ , কারি কারিহারও
নাথ পাঠাইবেন ।

মূল্য ০৫০০০ টাকা। এই মূল্যে এই
সিটিইলে অবিকারী হতে পারে।
নকশা। এই মূল্যের লে বিবরণী
দৃষ্টি থাকে।

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

SECRET

विमः बुद्ध्या विद्वत्तम ।

ডাক্তার সত্যনাথ ব্রহ্মচাৰ্য্য মহাশয়।

[illegible]

(विशेष आदेश—संविधान-विभाग ३३)

গোষ্ঠী-সংস্কৃতির মূল্য)

गङ्गाप्रियावती नृपस्य मातृवत्प्रिये मातृवत्प्रिये ।
 नृपस्य मातृवत्प्रिये मातृवत्प्रिये ।
 नृपस्य मातृवत्प्रिये मातृवत्प्रिये ।

१० मच्छिन्न चिच्छिन्न, कान्तक

[illegible]

१. २. ३. ४. ५. ६. ७. ८. ९. १०. ११. १२. १३. १४. १५. १६. १७. १८. १९. २०. २१. २२. २३. २४. २५. २६. २७. २८. २९. ३०. ३१. ३२. ३३. ३४. ३५. ३६. ३७. ३८. ३९. ४०. ४१. ४२. ४३. ४४. ४५. ४६. ४७. ४८. ४९. ५०. ५१. ५२. ५३. ५४. ५५. ५६. ५७. ५८. ५९. ६०. ६१. ६२. ६३. ६४. ६५. ६६. ६७. ६८. ६९. ७०. ७१. ७२. ७३. ७४. ७५. ७६. ७७. ७८. ७९. ८०. ८१. ८२. ८३. ८४. ८५. ८६. ८७. ८८. ८९. ९०. ९१. ९२. ९३. ९४. ९५. ९६. ९७. ९८. ९९. १००.

৩ বাসের জন্ম।

মহোদয়। এবার বঙ্গবন্ধুর ওলাউঠার
প্রাদুর্ভাব অনেক লোক অকালে মৃত্যুবরণে
পতিত হইয়াছে। এমন ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব
পূর্বে কখনও দেখা যায় নাই। আমাদের গ্রামে
নিম্ন জেবীর মধ্যে কয়েক জন মাত্র লোক
ন রয়াছে। কিন্তু তত্রস্থায়ী প্রায় ৩০৭০ জনের
ওলাউঠা হইয়াছিল। কলিকাতা হইতে তাকার
কে. সি. বন্দোপাধ্যায়ের ওলাউঠার "মহোদয়"
নামক ঐকম আমাইয়া সর্বত্রই ব্যবহার করান
হইয়াছিল, তৎকালের কৃপার মতী ভিন্ন উক্ত ঐকম
সকলেই আরোগ্য লাভ করিয়াছে। টহাতে
এতদিনে বোধহয় ওলাউঠার প্রকৃত ঐকম আবি-
ষ্কৃত হইল। আমরা বেশকিছু মহৎ উপকার লাভ
করিয়াছি এবং দেশের দান্য দ্বারা মহোদয়গণ
সকলেই একবারেই ইহার দ্বিগুণ কারিগর
বেশকিছু করিয়াছেন, তাহাতে আমরা মৃত
তার সহিত আত্মীয়স্বজনকে অগ্রগণ্য করিতেছি
যে ওলাউঠার একবার ঐকমী পরীক্ষা করিয়া
দেখিবেন। আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি দেশের
সর্বত্র এই ঐকম প্রচারিত হইলে অনেক
মৃত্যুবরণকারী, কষ্টগ্রস্ত, জমজীর্ণ বীজ বরিত
যত্নে অকাল মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইবেন।
ডাক্তার কে. সি. বন্দোপাধ্যায় মহোদয়কে
আমরা আবিদ্যা। তিনি দেশের প্রকৃত

[illegible]

পরিচর্যা আনন্দী বিধা। এবং সুখ, সুবিধারক
করবার আশা। সত্য, কিন্তু যে বেশ রক্ষণ
সমাজ রক্ষার জাতি রক্ষার আশ্রয়কর অক্ষম
জাতির ধর্ম কিসের জন্য বাণী কোমল
তাহাই ধর্ম নহে, নারীপ্রকৃতি ও
কোমল প্রকৃতি ধর্ম প্রকৃতি নহে, যাহার
বেশ বাৎসল্য বাট, তাহার ধর্ম প্রয়োজনই
বা কি? নিবিড় অরণ্যে রাশি কাহার রাজ্য,
রাজধানীতে সুখবেশ প্রজাতি? আত্মসংসর্গ;
ঐচ্ছিকতার আর্থিকতা তাহার জন্য কেন?
অথবা নাড়কুমি কি, তাহা আমরা বুঝি
তাঁর দুঃখের জন্য কাতর হই, তাহার মুখে
লাগানিও হই, পবে বৈবাগ্য গাণ ধর্মের
বিহীনমণ্ডিত রূপকার বীরে স্থির দেখিব, যে
অশেষভক্ত হই নাই, সে বিহীন হইতেই পেরে
না, আর এই বিহীন হইতে একটা বিহীন, পিণী
কথা বইত নয় উহার ভিতর কি আছে না
আছে তাহার আনন্দ বড় একটা ধার ধারি না।

বাহ্যিক বহিঃসংস্কার আধিপত্য বড় বেশী।
বহিঃসংস্কার এক এক প্রকার এক একটা অপর
সংস্কার আছে। আনন্দমণ্ডে নিয়তই কবির দৃষ্টি
অন্য ভূমি পানে। আনন্দমণ্ডে বহিঃসংস্কার জন্মভূমিই
সর্বো সর্ব। বেধাইয়াছেন। সুখাইয়াছেন বচন
মাতার নীতির মূল লক্ষ্য ধর্মী ও ন মনুষ্য
আনন্দমণ্ডে পদে পদে প্রকৃতির
সৌন্দর্যময়ী কম্পনার সহিত সঙ্গাৎ ভয় না
যটে কিন্তু সমগ্র আনন্দমণ্ডে পরিবর্তনে যাঁহার
দেখা পাই, তাহার নিকট কবির কৃতীত্ব সকল
ধীন হইয়া যায়, কৃত বর্তমান ভবিষ্যতের
ত্রিভুজি দেখিয়া তর্কে প্রাণে আশায় উৎসাহ
নাহিতে কাপিতে কাপিতে হাসিতে থাকি, তাহ
রাজ্যের বহুদূর রত্নরাজিতে আনন্দমণ্ডে বিভা সত
নয় বটে কিন্তু এক সংস্কার যাচা আনন্দ
মণ্ডে আছে তাহা স্পষ্টাক্ষরে স্তরেস্তরিনো
দ্বীভিতে নাই, শব্দসংস্কারিনোও নাই, ভারত
সম্রাজ্যে কথাকথন তাহার আভাস দেখিতে
পাই। কবির কি মর্মভেদী দৃষ্টি দৃষ্টি। প্রকৃতি
কেমন অতুলপূর্ণ তাহ, পড়িয়া পড়কের
প্রাণে আনন্দ লক্ষ্যী স্বতঃই খেলাটরা উঠে,
যিনি অসংসারের অসংসার উপবিত্ত হইয়া সন্যাস
আনন্দমণ্ডে পাঠ করিলেন, তিনি যথার্থই চিত্তার্থ
হইবেন, বলিতে এক প্রকৃতি স্তরের সাক্ষিত্য-
কেও পবিত্র হইয়াছে। প্রকৃতি এখন আগ্রহ
বিশেষরূপে বড়ই সমগ্রাণ্যোগী, এই উগ্রত

দুগে সত্য সত্যসংসর্গে এক বিঃ প্রাণের চিত্তার
ন্যায় সুখ সমগ্রাণ্যোগী হইয়াছে।
অন্য দিকে রূপের ভীষণ ভীষণ জটিল
কুটিল, আশ্রয়ভের রক্তপাতের প্রবল উপকু-
লিকা মধ্যে ধীনধীন ভারতের কঠোর রাজ-
শাসন এমন সময় সুখ প্রাণ অশেষভক্তি
মহাধার পুনরুত্থান হইলে এ ধারণা ভিন্ন
রাশি দূর করিতে পারি। যে অশেষভক্ত, সে
কখনই রাজপ্রোহী নহে। ইহা বিজ্ঞান সম্রাজ্য
ইহা স্পষ্ট কথা, এই জন্য আমরা সিপাহি
সংসর্গকে সিপাহী মুক্ত বা সিপাহী
বিজ্ঞান বলি। প্রাণ ব্যক্তি আনন্দা কি এতই
নরধন, এতই অতুল্য হইবে যাঁহার অশেষের
অন্য প্রাণ পশু বিসর্জিত। হইবে প্রাণ, তাহানের
ভাষাও বিহীন করিব?

বহুসংস্কৃত আনন্দমণ্ডে চিত্তকে কোথায় যে
কতদূর লইয়া যায়, তাহার ঠিকানা থাকে না
সমগ্র ধর্ম কখন আসিয়া পড়, তবু যেন ধর্ম
হয় লক্ষ্যের সীমানা নাই, ইহার ধর্মই বা কি?
বুঝিই বা কি? আনন্দমণ্ডে কেমন এক ভক্তির
লক্ষ্য আছে। কেমন পবিত্র ভিত্তির উপর ইহা
সংস্থাপিত। আইস ইহার নিকট আমরা
প্রণত হই।

জীবনব্রহ্মাণ্ড বহু

সোমপ্রকাশ।

২৬এ মার্চ সন ১২৯৩ সাল।

কোন সহযোগী একজন সহাদদাতা
প্রকাশ করিয়াছেন যে, গভর্ণমেন্ট পবলিক-
সার্ভিস কমিশন সম্বন্ধে মুসলমান সম্প্রদা-
য়ের নিকট একখানি গুপ্ত সাক্ষিউলার
প্রচার করিয়াছেন। সাক্ষিউলারের মর্ম
এই যে, পার্লামেন্টের আইন অনুসারে
এদেশীর লোকে ইউরোপীয়দিগের সহিত
জাতি বর্ণের প্রভেদ না ব। সমান
রূপে উচ্চপদে নিযুক্ত হইতে পারিবে।
এদেশীরগণকে উচ্চপদে নিয়োগ কবির
অন্ত বর্তমান পবলিক সার্ভিস কমিশনের
স্বষ্টি, কিন্তু এদেশীয়ের মধ্যে হিন্দুর ই স্থি-
কিত, সুতরাং হিন্দুরাই জজ মাজিষ্ট্রেট,

কলেজিয়ার ও অন্যান্য উচ্চতম পদের অধি-
কাী হইতে পারিবেন। মুসলমান অপেক্ষ
কৃত অজ্ঞ ও অশিক্ষিত। সুতরাং মুসলমান
নেব ভাগে উচ্চপদ কখনই ছুটিবে না।
হিন্দু জজ ও মাজিষ্ট্রেট হইলে মুসলমান
নের উপর সর্বত্রই অবিচার ও অত্যাচার
হইবে। হিন্দু পৌত্তলিক, হিন্দু জাতিভেদ
প্রীকার করেন, হিন্দুর হস্তে কখনই মুসল-
মানের চবিচর হইতে পারিবে না।
হিন্দুর পরিবর্তে বর্তমান অবস্থায় মুসল-
মানের চবিচর হইতে পারিবে না।
শাসনকার্য চলিলে মুসলমানের গঙ্গা
ইংরাজ পৌত্তলিক নহেন, মুসলমানের হে
নহেন, ইংরাজ জাতিভেদ প্রীকার করে
না, বিশেষতঃ ইংরাজ এখন নানা প্রকার
মুসলমানের উপকার সাধন কবিবার চেষ্টা
করিতেছেন। এমনত অবস্থায় হিন্দুর পরি-
বর্তে ইংরাজের হস্তে শমন কার্যের কত
থাকিলেই মুসলমানের শ্রেয়ঃ। মুসলমান
সম্প্রদায় এই বিষয়টি বিশেষ অনুধান
করিয়া দেখুন। বাহাতে হিন্দুগণ শমন
কার্যে হস্তক্ষেপ কবিত্তে না পারে ব।
বাহাতে ইংরাজগণ বর্তমান সময়ের জ্ঞান
বাহ্যকার্য নির্বাহ কবিত্তে থাকেন তাহা
অনুকূল মতের উদ্ভবন কবিয়া পবলিক-
সার্ভিস কমিশনে সাক্ষ্য দিবার জন্য স.স.
সংগ্রহ করুন। হিন্দুরা সকলেই দলবদ্ধ
হইয়াছে। মুসলমানেরা দলবদ্ধ হইয়া
রাজপুতনার স্তায় আরও কয়েকটি স্থানে
নিরক্ষর হিন্দুগণও এই উদ্যমেন সহায়
করিতে উদ্যোগী আছেন।

আমরা এই সাক্ষিউলারের সাক্ষ্য
মিথ্যা কিছুই জানি না। সহাদদাতা
লিখিয়াছেন যে, সুযোগক্রমে এই সাক্ষ্য
উদ্যমের একখণ্ড তাহার হস্তগত হইয়াছে
যদি সত্য হয়, তবে আমাদেরকে অবগত
করিয়া ফেলিবে। গভর্ণমেন্ট যে এতদূর
কপটতা করিতে পারিবেন, আমরা
তাঁহা বিশ্বাস করি না। হয়ত ইহার ভিত্তি
কোন গুপ্ত কথা আছে, না হয় কেমন চেষ্টা
এংলোইণ্ডিয়ান গভর্ণমেন্টের নামে এই
সাক্ষিউলার বাহির করিয়া স্বার্থ সাধন

করাবার চেষ্টা করিয়া থাকিবেন, সত্য
যৌপন থাকিবে না। কালে তাহা প্রকাশ
হইয়া পড়িবে। মুসলমান সর্বাঙ্গ সতর্ক
হউক।

—

গত ২৭এ জানুয়ারি মহারাজার চি-
লিখিত বক্তৃতা মহাসভার পঠিত হইয়া-
ছিল।

বৈদেশিক বাণিজ্যের সহিত আমরা
মৈত্র সন্ধি করিয়া রাখিয়াছি। ইউরো-
পের দক্ষিণ পূর্বাংশে এখনও গোলযোগ
চলিতেছে। কিন্তু এই গোলযোগ উক্ত
বিভাগে কেনও প্রকার শান্তিভঙ্গ
কর না। ঘটনাচক্রে পড়িয়া বুলগেরি-
য়ার প্রিন্স আলেকজান্ডার যে পদত্যাগ
করিতে বাধ্য হইয়াছেন, ইহাতে আমি
নিভান্ত দুঃখিত হইয়াছি। কিন্তু প্রিন্স
আলেকজান্ডারের পদে নূতন রাজার নির্বা-
চন সন্ধিক্ষণে আমার অভিমত এই যে বুলি-
নের যুক্তি অনুসারে যত দিন না এই বিষয়ে
আমার ভার লইবার সময় হইবে, তত-
দিন আমি ইহাতে হস্তক্ষেপ করিব না।
ইজিপ্টে যে কার্য আরম্ভ করিয়াছি, এখনও
তাহার শেষ হয় নাই। কিন্তু সমস্ত
মহাসময়ের প্রেক্ষাপট শান্তির সমাচার পাওয়া
যাইতেছে তাহাতে কার্য অনেকটা অগ্র-
সর হইয়াছে বলিতে হয়। গত কয়েক
বৎসর অঙ্গদেশে দণ্ড্য উপজবে অরাজ-
কতা রূপে হইয়াছিল, সম্প্রতি আমার
সৈন্য সামন্তের সাহস পরাক্রম এবং কার্য
ক্ষমতা গুণে দণ্ড্যদল ক্রমে ক্রমে দূরীকৃত
হইতেছে। উত্তর অঙ্গে যে সকল দণ্ড্য
উপজব করিতেছিল তাহাদিগকে দেশান্ত-
রিত করা হইয়াছে। অনেক দণ্ড্যদল
পতি আমাদের ক্ষরণাপন্ন হইয়াছে।
আমার বিলক্ষণ আশা হইয়াছে যে, সমগ্র
অঙ্গরাজ্যে শীঘ্রই শান্তি স্থাপিত হইবে,
এ বৎসর আরলুই আগার চিত্তা এবং মনো-
যোগের বিষয়। ইতিপূর্বে আরলুইয়ে
সকল অত্যাচার ঘটিত এখন তাহার অধিক
হ্রাস হইয়াছে। গত শরৎ ঋতুর প্রারম্ভে

আরলুই প্রজা এবং জর্জীয়দিগের
উন্নতি হইয়াছিল। সম্প্রতি এই সমস্ত
বিপর্যয় জর্জিয়া এবং অঙ্গদেশকে দলবদ্ধ
করিয়া তাহা সেনা আইনমত কর্তব্য পালনে
পর্যাপ্ত করিবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা
করা হয়। আইনের আওতায় হেতু এই সকল
অত্যাচারের প্রতিবিধান চেষ্টা বিশেষরূপে
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আইনের বিধিমত
গণ্যকার করিবার জন্য শীঘ্রই আপনাদিগের
মনোযোগ আকর্ষণ করা হইবে। আরলুই
এবং ল্যাণ্ড টেনিওব ক মসনের রিপোর্টই
আপনাদের বিশেষ বিবেচনাধীন হইবে।
এই বক্তৃতার পর মহারাজা ইংলণ্ড
মারলাণ্ড এবং স্কটল্যান্ড সন্ধ্যা কতকগুলি
মাইনের পাঠ্যলিপির উল্লেখ করেন।

ইউরোপের প্রাত্যহিক সম্মান অবগত
হইয়া দিন দিন আমাদের মনে নূতন নূতন
সময়ের সঞ্চার হইতেছে। করাসী এবং
জার্মানির সম্মান সর্বাঙ্গের দাব্য। ক্রান্তি
জার্মানি বুকের পর্ব করাসীরা আলসেস এবং
লোরেন নামক দুইটি স্থান জার্মানিকে ছাড়িয়া
দিতে বাধ্য হন। সেই অবধি করাসী
নে মনে জার্মানির বিষয় শত্রু হইয়া দাঁড়া
রাছেন। সেই দারুণ সময়ে কবাসী এক
দলে হতবল ও বিপর্যস্ত হইয়াছিলেন
জার্মানির আঘাতসত্ত্বে ক্ষতস্থান যতদিন না
ওক হইয়াছে, ততদিন করাসী মস্তক উত্তো-
গন করিতে সাহস করেন নাই। এতদিনে
বাধ হয় ক্রান্তি আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।
এতদিনে অল্পে অল্পে বল সংগ্রহ করিয়া
সকলের অসাড় দেহে প্রাণ আসিয়াছে, তাই
এতদিনের পর বোধ হয় সেই দারুণ অপ-
মানের প্রতিশোধ লইবার জন্য করাসি
প্রতিবদ্ধ। প্রান্ত দেশে দলে দলে সৈন্য
মাগম হইতেছে, এখানে এখানে নগবে নগবে
জের আরোজনে সামরিক কর্মচারিগণ
একে বাক্তে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, কামান
রবারি, গোলাগুলি নানা দিকোণ হইতে
সংঘীত হইয়া অজ্ঞাগারে স্তূপাকৃতি হইতেছে,
এ সকল দেখিয়া শুনিয়া জার্মানি করাসির
কট এই সামরিক আরোজনের কারণ

জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছেন। সকলের
বিশ্বাস এবার করাসী এবং জার্মানির
যুদ্ধ অনিবার্য। জার্মানি আফালন করিয়া
বলিয়াছেন ক্রান্তি যদি পুনরায় জার্মানির
সহিত যুদ্ধিতে আইসে, তাহা হইলে এবার
তিনি এমনি আঘাত প্রাপ্ত হইবেন যে এক শত
বৎসরের মধ্যে তাহাকে আর মাথা তুলিয়া
দাঁড়াইতে হইবে না। জার্মানিও সমস্ত সমস্ত
পক্ষাৎ পদ নহেন, কিন্তু করাসীর সহিত সমস্ত
দণে নাটিতে হইলে তাহাকে উত্তর জার্মানির
কর্তৃক সৈন্য সহিত একটা বন্দোবস্ত করিয়া
শাসিতে হয়। সে বন্দোবস্তটাও শেষ হই-
য়াছে। রুস এবং জার্মানি প্রতিজ্ঞা করিয়া-
ছেন যে এই দুই জাতির মধ্যে কেহ
কোন সময়ে হস্তক্ষেপ করিলে অপর
জাতি বিপর্যয়ের সহিত কোন সম্পর্ক
ধাতিবেন না। এই সন্ধিতে উভয়ের
উদ্দেশ্য সাধন হয়। জার্মানি, চীন ও তৎ-
সংলগ্ন অন্যান্য রাজ্যে নির্দিষ্ট প্রভুত্ব
ফরিতে পারেন, রুসভুক্তও নির্ভয়ে মধ্য
এসিয়ার বিচরণ করিয়া পাশব কুখা নিয়তি
ফরিতে পারেন। যে দুই জাতি ইউরো-
পের মধ্যে সর্বাঙ্গের বলবান, সেই দুই
জাতিই যদি এইরূপে সন্ধিবদ্ধ হইলেন
তবে কাহারও বাধাচাষ বিবারণ করি-
বার আশা রহিল না। বর্তমান সময়ে এই
দুই জাতির সম্মিলন ইউরোপের অদৃষ্টে
ডুই দুই বৈধের কারণ। বুলগেরিয়ায় ইউ-
রোপের অদৃষ্ট চক্ৰ ক্রমাগতই ঘূর্ণিত হই-
তেছে বুলগেবিয়া রুসের পরিপ্রভাব
প্রভুত্বের স্থান। ইংরাজ তাহার প্রতি-
দ্বন্দ্বী। বুলগেরিয়ার বীজেরি বর্তমান সম-
য়ের কিংকর্তব্যতা সন্ধিক্ষণে উপদেশ গ্রহণ
করিবার জন্য ইউরোপের সকল রাজ
ভার ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। সকলেই
লক্ষ্য রাখেন বুলগেবিয়া রুসের নিকট আসন্ন
সংঘর্ষ করুন। ইংলণ্ড এবং অট্রিয়া কেবল
সমস্ত বলবান। কেন না বুলগেরিয়ার
ভয়েরই আর্থ নিহিত আছে। অট্রিয়ার
দৃষ্টে তাহাই ঘটুক, আমরা তাহার সম্মান
রখি না। ইংলণ্ড সন্ধেরই আমাদের ভাব-

কারণ। ইংলণ্ড যুক্তগেরিয়াব রুশের
তিব্বতী হইলে মধ্য এশিয়া এবং আফ-
গান প্রান্ত রূপ কত দূর সবল ব্যবহার
করিতেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।
ইহাকে চুইচ দেখিয়া অমাদের বিবেচনা
র ইংলণ্ডের এখন নিরপেক্ষ থাকাই
উচিত।

১৯৩৩ই মাসের আশ্বিনমাসের পর কলিকাতা
প্রাচ্য আশ্রমমন্ডলের আশ্রম সম্মেলন হুচুচু
মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে
গিয়াছিলেন। মহর্ষির জীবনীনা কুয়াইরা আশি-
য়ে। রোগে উত্থানশক্তি রহিত হইয়া তিনি
স্বাস্থ্যের চুচুচু প্রাণে জীবনের অবশিষ্টাংশ
পতিবাহিত করিতেছেন। এই সেবদশায় মহর্ষি
ঠাকুর সম্মেলনসমিত আশ্রমমন্ডলের সভাপণকে
নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদের সহিত শেষ সাক্ষাৎ করি-
বার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। আশ্রমগণও ইহজীবনের
শেষ সময়ের সৌম্যমুখি সন্মিলন করিয়া আশ্রম-
মন্ডলের আশ্রম কালের অন্তিমকাল উপদেশবাণি
প্রদান করিয়া কৃতার্থ হইবার জন্য উৎসুক হইয়া-
ছিলেন। গত ১৭ই মাঘ সাধারণ আশ্রম সম্মেলনের সভা-
পন জী শ্রুত পরিচালক সম্মেলনব্যতীতে গুরুত্বপূর্ণ
কর্তব্য হন। ইহাদের গমন প্রত্যাগমনের সুবিধার
জন্য একখানি প্রাণতীর্থে তাঁহাদের ভাড়া করা হয়।
১৭ই মাঘ রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্বে তাঁহাদের পাঁচ
শত আশ্রম একত্র হন। সন্ধ্যার জনতার মধ্যে একটি
বালক হামকটে হইয়া গলার জলে পড়িয়া গিয়া-
ছিল। বালকটি জলমগ্ন হইবার অনতিবিলম্বে এক-
জন আশ্রম গলার জলে কাঁপ দিয়া বালককে উদ্ধার
করিয়া আনেন। পিতা মাতার কত আনন্দ, কত
কৃতজ্ঞতা কে ভাষায় ইয়ত্তা করিবে? এই ঘটনাটি
উপলব্ধ করিয়া আশ্রমগণ উপাসনা এবং সৎকীর্তন
করিতে আরম্ভ করিলেন। জীয়ার চুচুচু আশ্রম
উল্লসিত হইলে তাঁহারা মন্ডলমন্ডে মহর্ষির আবাস
বাগীতে গমন করেন। আশ্রমগণের অত্যধিক
অন্য বাবু রীতিমতের এবং হুচুচু পরিচাল-
ক যথেষ্ট আয়োজন করিয়াছিলেন। আমন্ত্রিত
গণকে সম্মান্য ভোজন করাইয়া মহর্ষি ভোজন
করেন। তাঁহারা সভায় হইলে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী
এবং পণ্ডিতপ্রিয়নাথ শাস্ত্রী আশ্রমগণকে
সভাস্থানে আনয়ন করেন। হুচুচু সে সময়ের
আনন্দ এবং উৎসাহের ভাব যে দেখিয়াছে সেই
বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে। ইহজীবনের প্রান্ত সীমার
উপবেশন করিয়া ইহজীবনের মারা-যমতা বিলম্ব

করিয়া ইহজীবনের আশ্রম মনুষ্য শিবমন্ডলের বিদায়
সময়ের সময় জেহ, বাহুল্য, এবং বৈরাগ্য, কিম্বা
ও শান্তির ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া মরণের পূর্বে ব্রহ্ম
যেন আবার মৃত্যু জীবনে প্রবেশ করিল। আশ্রম
মন্ডলের কোন ব্রহ্ম যত্নে দেখিয়াছেন পণ্ডিত শিব-
নাথ শাস্ত্রী যখন বলিলেন "আর্য্য। চাহিয়া দেখুন
এই সকল আশ্রম পরিবার আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ
করিতে আসিয়াছেন, তখন মহর্ষি বাস্তবিকই
মেঘপালক বিত্ত ধূটের ন্যায় হুই হুই প্রসারণ
করিয়া শিবগণকে আলিঙ্গন করিবার চেষ্টা করি-
তেছিলেন— ইচ্ছা যেন বাহুল্যে বেঠন করিয়া এক-
বারে পাঁচ শত আশ্রমকে আলিঙ্গন করেন। ইহার
পর পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী আশ্রমগণের পক্ষ হইতে
একখানি সভাপণপত্র পাঠ করিয়া আচার্য্যকে
প্রদান করেন। আশ্রমগণ হুটুতে আর এক
খানি সভাপণপত্র প্রদান করা হয়। পণ্ডিত প্রিয়-
নাথ শাস্ত্রী আচার্য্যের পক্ষ হইতে হুইখানি সভা-
পণের উত্তরআপক আর হুই খানি পত্র পাঠ করিয়া
আশ্রমগণকে উপহার দেন। যে বালিকাটি আশ্রম
মন্ডলের সভাপণপত্র পাঠ করেন, মহর্ষি পায়ের
ধূলা লইয়া তাঁহার মস্তকে দিয়া আশীর্বাদ করেন।
এই মনুষ্য হুচুচু অতিনয় হুইবার সময় বাবু
প্রতাপচন্দ্র মজুমদার সভাস্থানে আসিয়া মহর্ষিকে
অভিবাদন করেন। তাঁহার গম্ভীরপূর্ণ ভাবাপূর্ণ
ভেদাধী বক্তৃতায় সভায় যাত্রাই ভাবের আবেগে
জ্বলন করিয়া উঠিয়াছিলেন। প্রতাপের বক্তৃতাকে
মহার্ষি তাঁহার শিবমন্ডলকে শ্রীযুক্ত ধর্ম্মীবনমল
কতকগুলি উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। আমরা
বারম্বার তাহার উল্লেখ ক্রিতে ইচ্ছা করি। সভা
ভঙ্গে আচার্য্যের চরণে প্রণাম করিয়া সকলেই বিদায়
প্রার্থন করেন। আশ্রমগণ যখন বিদায় লইয়া জীয়ারে
পুত্যাগমন করিতেছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ
ঘোড়ার উপর হুইতে দূরবীক্ষণের সহায়
পুত্যাগকে সন্ধ্যা করিতেছিলেন। জীয়ার ছাতিয়া
দিলে বতহর দেখা যায় ব্রহ্ম তাঁহার দূরবীক্ষণ সহায়
শিবগণকে অবলোকন করিয়াছিলেন। এইরূপে
হুচু শিবের শেষ সাক্ষাৎ সম্পন্ন হয়। মহর্ষি
দেবেন্দ্রনাথ কেবল আশ্রমগণের পূজ্য নহেন হিন্দু
ধর্ম্মের সকল ধর্ম্মের লোকের নিকট তিনি সমান
পূজ্য। দেবেন্দ্রনাথ ধর্ম্মগতের সুবিলম্ব চন্দ্র।
এই চন্দ্রের উদয় না হইলে ভারতবর্ষে রাম
মোহনের নাম লৌকিক হইত না। এই চন্দ্র
রহস্যময় হইলে ভারতের আকাশ উলসাক্ত হইবে,
অশ্রমমন্ডল জ্যোতির্ময় হইবে। অথচ সে দিন
অশ্রমমন্ডল (বহুসংখ্যক) ভারতীয় জনগণের হৃদয়

মহারাজীর রাজত্বকালের পঞ্চাশৎ
সাম্বৎসরিক উৎসব।

হুচুচু দাবিজো প্রণীকৃত ভারতবর্ষী
হুচুচু চিন্তা পরিহার করিয়া উৎসব
চিন্তে যেন কি একটা আনন্দের দিন
অপেক্ষা করিতেছেন। হিন্দুর গৃহে কাহা-
রও উপনয়ন বা বিবাহের অথবা অন্ত
কোন শুভ কার্যের জন্য দিনটির হুইলে
হিন্দুর পরিবারবর্গ যেমন আনন্দে উৎসব চিন্তে
শুভ দিনের অপেক্ষা করিতে থাকে,
ভারতবর্ষে অধিবাসিগণ আজ সেইরূপে
যেন একটা সাধারণ শুভ দিনের অপেক্ষা
করিতেছে। মহারাজী ভারতেশ্বরীর
পঞ্চাশৎবর্ষ রাজত্বকাল শেষ হইয়াছে।
রাজার ভাগ্যে এতদিন রাজত্ব সন্তোষ
প্রায় ঘটয়া উঠে না। যে রাজা একা
সাধারণের আর ধ্যা তাঁহাবও শত্রু থাকে,
যে রামরাজ্যে প্রজাবর্গ অপত্যনিবিশেষে
প্রতিপালিত হইত, সে রাজ্যেও শত্রুর উৎ-
পীড়নে বাসচন্দ্রকে জ্ঞানকী বিরহ সন্ধ্যা
করিতে হইয়াছিল। যে ধর্ম্মপুত্র বুদ্ধিহীন
বাক্যে প্রজা বর্গের সকল হুঃখ মিশ্রিত
হইত সেই রাজ্যেই শত্রুর বডবডে ধর্ম্মরা-
জকে দেশত্যাগী হইতে হইয়াছিল। শত্রুর
শক্তি অস্ত্র রাজার মস্তকের নিকট সর্ক-
দাই লক্ষ্য করিয়া থাকে, অপঘাতে প্রায়
অধিকাংশ রাজার প্রাণ বিরোধ হয় আজ
কালকার সভ্যতার আদর্শস্থান যে ইউরোপ
সেখানেও "জালাব শিরে কত বিপদ"
কত অত্যাচার কলিয়া থাকে এক হুচুচু
করিয়া কত তাহার প্রত্যক্ষ নিদর্শন
প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। রাজার পক্ষে
অবশ্যত্যাগী এই সময়ের বিশদ বৈচিত্র্য
মধ্যস্থলে অক্ষুণ্ণ ভাবে ৫০ বৎসরকাল
রাজ্য শাসন করা এক সামান্য কৃতি-
কর্ম্ম। মহারাজী ভারতেশ্বরী পূর্বে
কৃতিবলে এই সৌভাগ্যের অধিকারী
হইয়াছেন। কিন্তু রাজার সৌভাগ্যে একা
এক আনন্দ কেন? আমরা ভারতবর্ষ
রাজ্য ও রাজ্যকে আমরা শিব মাতা
এই রাজ্যের আশ্রম।

হইল একান্তে প্রাণের বিতরণে মগ্ন হইল।
 হইল। থাকে তাহার জন্য এ গ পর্য্যন্তও
 নিঃসঙ্গ করিতে পরিত্যক্ত হই না। মতা-
 রাজী ভরচেষ্টায় শাসনকালে তাহাদের
 প্রজা কত উপকার পাইয়া কৃতজ্ঞ হইয়া-
 ছেন, কখন তাহাব ইয়া কণা যায় না।
 আর না করুন, যদি কখনও ভারতবর্ষে ইংরাজ
 বিপদগ্রস্ত হন, মহারাজী তিত্তে রিয়ার
 উপর ভারতবর্ষের রক্তাক্তি কইক
 সকল জাতিই তাহা দেখিতে পাইবেন।
 যে দেশের প্রজা আক্বেবকে জগদীশ্বর
 আখ্যা প্রদান করিয়াছে, সে দেশের প্রজা
 প্রজ, কংসল তিত্তে, রিয়ার অকলতা
 রক্ত কালের জন্ত যে আনন্দ করিবে
 তাহাতে আর আশ্চর্য কি? ভারতবর্ষের
 সকল জাতি, সকল শ্রেণী ও সকল সম্প্রদা-
 যের প্রজা সেই জন্ত জুবিলী উৎসবের দিন
 গণনা করিতেছেন। নিদিষ্ট দিনে মনের
 সাথে আনন্দ করিবে, মহারাজীর জন্য
 ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিবে, ভারত-
 বর্ষে ইংরাজের রাজ্য দৃঢ়ীকৃত করিবার
 জন্য নূতন প্রতিজ্ঞার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবে।
 সে শুভদিন আগামী ১৬ই ফেব্রুয়ারি, বড়
 লাট প্রাদেশিক গভর্ণমেন্ট সকলকে অনু-
 রোধ করিয়াছেন যাহাতে নিদিষ্ট দিনে
 ভারতবাসী প্রজাবর্গের অভিপ্রায়ানুরূপ
 উৎসব কার্য সম্পন্ন হয়, তাহা ব্যবস্থা
 করিবে। সকল বিভাগের অধিপতিগণ
 এইজন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। মহা-
 রাজীর নামে চতুর্নিক হইতে চাঁদা সংগ্ৰ-
 হীত হইতেছে, প্রজাগণ মহারাজীর প্রা-
 মদ্য অর্ডার পশ্চাতে কেলিয়া উৎসবের
 জন্য মাধ্যমত ও মাধ্যাতীত সাহায্য করিতে-
 ছেন। দেশটির ভিতর যেন একটা
 হলধূল পড়িয়া গিয়াছে। হিন্দু মুসলমান
 লীধ বৃষ্টান সকলের প্রিয়কর - সকলের
 সম্মত এমন কার্য ভারতবর্ষে আর কখনও
 খট্টাইছে কি না। সন্দেহ। তৃতীয় অর্ডার
 সময়ে একটা জুবিলীর কথা শুনা গিয়াছে।
 তাহাতে ভারতবর্ষে প্রজার এতদূর
 আনন্দ হইয়াছে কি না তাহার কিছুই

ইতি সব নাই। হয় ত জুবিলীর আনন্দ
 ভারতবর্ষে লব্ধ পছন্দিতে পাবে নাই।
 বর্তমান জুবিলী মহারাজীর প্রজা সাধ-
 বণে জুবিলী।

ইহাতে হিন্দু মুসলমানের বিবাদ
 নাই, সম্প্রদায় বিশেষের মতবৈধ নাই,
 সাধারণভাবে সকলে মিলিয়া উৎসব
 করাই ভারতবর্ষের অভিপ্রেত কিং এই
 অভিপ্রায় কিরূপে কার্যে পরিণত হইবে?
 কেবলিতেছেন, অধিকাংশ করিয়া আনন্দ
 করিবার প্রয়োজন নাই। পুন্দের মালার
 সাজ সজ্জার দেশ প্রাথম সজ্জিত করিয়া
 অর্থশ্রদ্ধ করা অনেকের অভিপ্রেত নহে।
 ইহারা বলেন যাহাতে দেশের কোন
 বিশেষ উপকার হয়, এরূপ কার্যের অব-
 তারণা-মহারাজীর নাম উপকারের সুরে
 বাঁধা হইয়া বংশাবলি ক্রমে ভারতবাসীর
 কর্ণে স্মৃতি হবে বাজিতে থাকিবে। কেহ
 বলেন, কার্যকরী বিদ্যালয় স্থাপিত হউক,
 পাশ্চ নিবাস, সাধারণ পুস্তকালয়, বালিকা
 বিদ্যালয় স্থাপিত হউক, কাহারও মতে
 কলিকাতার একটি সুবহু সম্মুখের চূড়া
 উন্মিত হউক, সেই চূড়ার একটা বড় বড়ি ও
 মহারাজীর সৌম্যমূর্তি স্থাপিত হউক।
 আবার কাহারও কাহারও মত যে, বিলাতে
 কেনসিংটনে মহারাজীর স্মরণার্থে প্রকাণ্ড
 প্রদর্শনী প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, তাহাতে সাধা
 মতে সহায় করা হউক। এই তিন প্রকারে
 ভারতবর্ষী তির তির সম্প্রদায়ের লোক
 মহারাজীর জুবিলী উৎসব সম্পন্ন করিতে
 চায়। প্রথম, সামান্য আয়োজ প্রয়োজ,
 দ্বিতীয় ভারতবর্ষে মহারাজীর কোন স্মরণ-
 ণার্থ কিছু স্থাপন, তৃতীয়, বিলাতের স্মৃতি
 সভার সহায় করা।

আমরা এই তিনটি মতের কোনটিকেই অব-
 হেলা করিতে পারি না। নিরক্ষর লোকে বিলাতের
 প্রদর্শনীর কথা বুঝে না। এদেশে স্থিতিচিহ্ন স্থাপনের
 উপকারিতা দেখিতে পার না। তাহার উৎসবের
 জন্য কেবল আয়োজ প্রয়োজই বড় বুঝিয়া থাকে।
 কোন প্রায়ে যদি একটা বিদ্যালয় স্থাপন হয়
 তাহাতে নিরক্ষর সম্প্রদায়ের বড় আনন্দ একটা
 রাসোইয়ারি হইলে তাহাদের অধিক আনন্দ। কোন

উৎসব কার্য যদি বাসা বাসে, প্রোজ দেওয়া
 হয়, বাজি পোড়ান, নিসান উড়ে, কুন্দের বাজা
 পথ বাট : স্মিত হয়, তবেই তাহাদের আনন্দ
 আনন্দ। জুবিলীর উৎসব দিনে আনন্দ করাই
 উদ্দেশ্য হয়, তবে সাধারণ লোকের এই নির্বোধ
 আনন্দের প্রতিবাদী হওয়া কোন ক্রমেই কর্তব্য
 নহে। এই সাধারণ লোকের উপর বাহাদুরের এক
 উচ্চ পদবী অর্থাৎ বাহাদুর একটু ব্যবহার অবস্থার
 লোক তাহার অধিকাংশই শিক্ষিত। নিরক্ষর লোকে
 নির্বোধ আনন্দ প্রক্রিয়ার ইহাদের যে আনন্দ হয়
 একথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। তবে ইহারা যে দেশের
 পের উপকারার্থ মহারাজীর স্থিতিচিহ্ন স্থাপন
 কোন হিতকর কার্যের অনুষ্ঠান করিতে চান; ইহা
 শিক্ষিত লোকের উপযুক্ত প্রস্তাব বিদ্যালয় বা পাশ
 খানা, পথ বাট, উৎসব বা দাতব্য সভা প্রতিষ্ঠা
 করা যেমন শুভকর তেমনই আনন্দকর। আমরা
 সেই জন্য এই ব্যবহারের ও বিলকণ পক্ষপাতী
 তারণের ধনী লোকের কথা। বাহাদুর বিপুল
 অকল প্রার্থা তাহাদের পক্ষে বিলাতের প্রদর্শনী
 সহায় করা কিছু অসম্ভব কার্য নহে
 প্রত্যুতঃ বিলাতের একটা প্রধান সভা
 ভাবী সম্রাটের হস্তে মহারাজীর কার্যে এদেশী
 লোকের নাম রাখা সামান্য আনন্দ ও পৌরসে
 বিষয় নহে। ভারতবাসী যে ইংরাজ সম্রাজীর
 জননীর ন্যায় শ্রদ্ধা ভক্তি করেন, এই সাহায্য দাতা
 ইংলওবাসীও তাহা বুঝিতে পারিবেন। এইজন্য
 আমরা এই তৃতীয় উপায়ের বিরুদ্ধবাদী হইয়া
 পারি না। উৎসব কার্যের আনন্দ প্রকাশে কা
 রও অভিপ্রায়ের ব্যাঘাত না হয় ইহাই আমাদের
 অভিযত। শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত সকল লোকে
 যখন মহারাজীর জন্য আনন্দ করিবার সমান অধি-
 কারী, তখন নিরক্ষর সাধারণ প্রজার অর্থ লই
 তাহাদের অনভিপ্রেত প্রকারে ব্যবহার করা কে
 মতে দুঃখবুঝ নহে। অনর্থক ব্যয় হইবে বা
 সে ব্যয়ে তাহাদের ভার বোধ হইবে না। এ
 সম্প্রদায়ের ন্যায় আর ছুই সম্প্রদায়ের কাহারও
 ইচ্ছার উপর হস্তক্ষেপ করিবার আবশ্যক নাই।
 মহারাজীর উৎসবকার্যে যে যে প্রকারে আনন্দ
 করিতে চাকে তাহাকে সেইরূপেই আনন্দ করিতে
 দেওয়া হউক।

—
 জগদীশ্বরের মন্দির ও গবর্ণমেন্টের
 মন্দির।

গভর্ণমেন্ট জগদীশ্বরের মন্দিরের উপর
 হস্তক্ষেপ করিতে গিয়া দেশের ভিতর তরঙ্গ

আবেদন দাখিল করিয়াছেন। যখন যখন গবর্ণ-
মেন্টের কার্যের প্রতিবাদ করিবার জন্য সভা
হইতে হাটে বাজারে সাধারণ স্থানে কেবল
এই বিষয় লইয়াই লোকের আকর্ষণ করিতেছে।
কোন সহযোগীর সহায়তায় নিষিদ্ধাছেন যে
কটক হইতে ১২ মাইল দূরে গোপীনাথের
বেলা বাসরা একটি মেলা হয়। এই মেলায়
সম্রাটের আঁত তিন হাজার লোক একত্র হইয়া
একটি সভা করেন। সভায় অধিকারী রঘুনাথ
দাস জগন্নাথদেবের মন্দিরে পুরাণাচিনী বর্ণনা
করিয়া বলেন যে, রাজা তেজার ময় ১১৭ খৃঃ
অব্দে খোদা বেহাও, হুসাই এবং
আবও কতকগুলি জমীদারী জগন্নাথদেবের
সেবোত্তর করিয়া রাখিয়া দেওকে উহার মালিক
করিয়া যান। মুসলমানেরা তেজার মন্দির এই
যজ্ঞোৎসবে কোন আগতি করেন নাই। বর্গীর
রাজ্যের সময় মহারাষ্ট্রেরও এই সম্পত্তির উপর
হস্তক্ষেপ করেন নাই। যখন যে রাজা এই দেব
সম্পত্তি অধিকার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন
তখনই অবশেষে এবং বিদেশীর সকল রাজার
নিগিরা তাড়াতাড়ি পরাকৃত করিয়াছেন। এশ্বাক
জগন্নাথের সম্পত্তির উপর হস্তক্ষেপ করিতে
কহারও সাহস বা কনভা হয় নাই। ইংরাজ
এখন ভারতবর্ষে সর্বশক্তিমান, ইংরাজের কার্য
আগতি করিবার কনভা কাহার আছে কিন্তু
ইংরাজ যে বিজীত জাতির ধর্মের উপর এতদূর
হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন আমদের তাহা
বিদ্যমান ছিল না। মুসলমান রাজা হিন্দুর বেড়া
ছিলেন। হিন্দু ধর্ম লোপ করাই মুসলমান
রাজার কল্পনা ছিল, হিন্দুর দেবতা ও
হিন্দুর দেবালয় ধ্বংস করিয়া তাঁহারা
আমদ জাতি করিতে, হিন্দু হনন করিয়া তাঁহা
দের ধৌরব স্থিতি হইত। এক সময়ে মুসলমানের
হস্তে জগন্নাথদেবেরই অবমাননা হইয়াছে।
কিন্তু রাজা তেজারমহা যখন জগন্নাথদেবের
সম্মান রাখিয়া তাঁহার পূজারি ওয়া বিষয়
সম্পত্তি রাখিয়া যান তখন হইতে আর কোন
মুসলমান রাজা জগন্নাথদেবের সম্পত্তির
উপর হস্তক্ষেপ করেন না। হিন্দুধর্মের অত্যা-
চারী মুসলমান রাজাও যখন জগন্নাথদেবের
সম্পত্তির উপর হস্তক্ষেপ করেন নাই তখন
হিন্দুর ধর্ম, ধর্মের সমাধা হনতা ইংরাজ যে
অত্যাচার করিতে কর্তব্য করিয়া হিন্দু ধর্মের
উপর হস্তক্ষেপ করিবেন আমরা তাহা বিশ্বাস
করিতে পারি না আমরা এখনও যেন কতিপয়
বৈষ্ণব এই অসার উদ্যোগ পরিচালনা করিবেন।

উল্লিখিত গোপীনাথের বেলায় পূর্বে যত
১৬ই জাগুয়াসি জগন্নাথ বরও সভার অধিবেশন
হয়। এই সভাতেও বহু সভ্য লোকের
সমাগম হইয়াছিল। ইহাতে জগন্নাথদেবের
মোকদ্দমা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গুলি
নির্দিষ্ট এবং সর্বদা সন্তুস্ত বহিরা
নির্দিষ্ট হয়। (১) রাজা বাজীজ জগন্নাথদেবের
পূজা কার্য সম্পন্ন হইতে পারে না। (২) মহারাষ্ট্রী
বিধের রাজত্বকালে খোদার রাজা নির্দিষ্ট
সেবোত্তর সম্পত্তি অধিকার করিয়াছিলেন।
ইংরাজ রাজত্বের আরম্ভকালে রাজা কিছুদিন
বন্দী হইয়া থাকার সেবোত্তর জমি জমা সম্বন্ধে
কিছুদিন গোপনভাবে অভিযুক্ত হয়। (৩)
উক্ত সেবোত্তর সম্পত্তি রাণী অরুণা এবং
পূর্বক পূজা কার্য সুনির্বাহ করিয়া আসিতেছেন
সম্পত্তির অত্যাচার জমী অরুণা কখনও ভোগ
করেন নাই। বরং কোনও কোনও সময়ে
যায়ের সন্তান না হওয়ার জন্য সম্পত্তি হইতে
সাহায্য করিয়াছেন। ইতিপূর্বে সময় সেবোত্তর
ভূমি হইতে এক কপড়কও লাভ হয় নাই। সে সময়ে
রাণী অরুণা সমস্ত পূজার ব্যয় নিজাই করিয়া-
ছিলেন। (৪) বর্তমান বর্ষের উপর
হস্তক্ষেপ করা হইবে। আসন্ন তর প্রায় পাইয়া
জগন্নাথ মন্দির সংক্রান্ত কর্মচারীগণ নানা
প্রকারে অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাতে
হিন্দু সাধারণের অন্তঃকরণে দারুণ আঘাত করা
হইয়াছে। (৫) এই সভার সমস্ত প্রস্তাব গুলি
তারতম্যের সর্বত্র প্রচারিত হয়। এবং
উল্লিখিত বক্তাব্যাস উঠাইয়া লইবার জন্য ভারত
গবর্ণমেন্টের এবং স্থানীয় গভর্ণমেন্টের নিকট ইহার
এক খানি মকল পাঠান হয়।

আমরা নিম্নলিখিত গভর্ণমেন্টের নিকট প্রার্থনা
করি, গভর্ণমেন্ট মালিস উঠাইয়া লইয়া হিন্দু
সাধারণকে আশ্বস্ত করুন। উৎকলবাসীগণ
দেখেন যে রাজ্যের জগন্নাথদেবের একজন
বহিরা সম্মান করেন। এরূপ স্থলে রাজ্যকে
তাঁহার অধিকারভূক্ত করিলে তাঁহাদের অধরে
শেল বিদ্ধ হইবে। হিন্দুর পবিত্র তীর্থ, জগ-
ন্নাথের বিদেশীর প্রকৃত তীর্থবাসী হিন্দু-
গণের বিভ্রান্ত অনন্তোত্তরের কারণ হইবে।
জগন্নাথ দেবের অংশ জগন্নাথ হইতে
বহুত হইলে তীর্থ বাজার হ্রাস হইবে,
বাজীর সংখ্যাও হ্রাস হইবে, হিন্দুর
ধর্ম কর্ম অসমর্থ হইবে, লভ্য ভবন ও
স্বাধীনতা ইত্যদ্যের ধ্বংসও কলঙ্ক ইংরাজ

রাজ্যের ইতিহাসে যলম করিয়া হিন্দু
গভর্ণমেন্টে প্রচার তাঁহাতে কর্তব্য করুন
ইহা রাজনৈতিক অধিকার মর্মে যে গভর্ণ-
মেন্ট তাহা গুলিয়াও গুলিবে না। কোন
কার্যের জন্য যান তাকা মর্মে যে, গভর্ণমেন্ট
তাহা প্রত্যাখ্যান করিবে, কোন অসমর্থ
বক্তার আশ তাকা মর্মে যে গভর্ণমেন্ট আ-
বেদন বিবেচনা করিবে, ইহা ধর্ম-বে
লইয়া হিন্দু অথবা মুসলমানের ভাবের ক-
লপণ করিয়াছেন, অথপি কোরণ স্পর্শ করি-
কলিত হয় নাই, যে ধর্ম লইয়া হিন্দুর বিশ্বাস
অগ্রিক্রমে বেহাও বিনশ্রম করিয়া পরকাল রক্ষা
করিয়াছেন, অথপি বিদ্যার হস্তে নারাজী
কলুষিত করিতে যেন নাই যে ধর্ম হিন্দু রাজ্যে
পানে আহারে বিহারে এতোক কার্যে প্রত্য-
বেহতার নিকটে আত্ম সমর্পণ করিয়া রাখিয়াছে
যে ধর্মের নামে পৃথিবী রক্তাক্ত হইয়াছে, আ-
সন্নতার বেল প্রায় চরমবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে
—সেই ধর্ম। ইংরাজ গভর্ণমেন্ট এ হেতু ধর্মের
উপরে হস্তক্ষেপ করিলে দেশের মধ্যে অশ-
উৎপন্ন হইবার বিপদক সম্মান। তাই আমরা
বড়লাট ও ছোট লার্ড বাহাদুরকে যার
অজ্ঞোভ করি তাঁহার প্রচার এই বিষয় প্রা-
মার কর্তব্য করুন। ইংরাজ রাজ্য প্রায়
ধর্ম বিধ্বংসের উপর বাহাতে আঘা-
না পড়ে যেমন বর্তমান বর্ষের উঠাইয়া
লইয়া হিন্দু প্রচার আশীর্বাদ ভাষন হউন।

প্রাপ্ত।

২০এ মার্চ শুক্রবার রাত্রে কলিকাতা শুক্র
প্রমাদ চৌধুরীর গলির মধ্যস্থিত একটি ভবন
এক মহা ব্যাপার হইয়া গিয়াছে।
ব্যাপার যে কি, তাহা সেই মহৎসময়ের
আত্মবিশ্বাসে আত্মতরিক বিবরের অনুসন্ধান
অবশ্যে নিরস্ত আর হইয়া রহিল। রাষ্ট্র
নূতন সংস্কৃত ও বিতল। এখন যার পাদাঙ্কুরে
মালা ও দেবদাকপরে শ্রবণ ভাবে বসিত
প্রবেশ করিয়া দেখি যে বাজীর গৃহ সমস্ত উ-
ল্লাসের আলোকে উদ্ভূত আনন্দিত হইয়া
এক অকল্পিত সৌরকরনীপিত বলিয়া বোধ
প্রাপ্ত হইয়াছে ও পরিচিত। তখন প্রায় ১৯১৫
তাকে তাঁহার বাতির আলো দেখিয়া হইয়াছে
প্রাপ্ত হইয়া এক রসি নির্মিত, চক্রে প্রায়
বসিত। পাত্রে প্রায় প্রায় প্রায়
বসিত। পাত্রে প্রায় প্রায় প্রায়

কর্তার বরাহ্মণ একশে ১১।১২ খৃস্টাব্দে হইবে। এই কল্যাণক সংগ্ৰহে ভক্ত করিবেন বলিয়া ইনি আশীর্বাদ ব্যাহুল। প্রথমতঃ তিনি এই স্থির করেন যে আমার এই “কল্যাণক কোমল কটি কল্যাণকে যদি স্বাভাবিক কোন দ্রব্য হুসংহারী “কালারূপস্বাধীনবিত্ত” কঠোর হবার হস্তে ভক্ত করি, তাহা হইলে আর অসুখের সীমা থাকিবে না অতএব কোন উন্নত ব্রতাব ধর্মালোকপ্রবর্তি, অধিগত নিবিলপাঙ্গা সুধিপার শারদশস্যকান্তি অল্পত অল্পত সুবককে অর্পণ করিব। কিন্তু একাধা কিরূপে সমাধিত হইবে? যে জাতি পতিত তাহাতে এরূপ সুবা ত দৃষ্টিগোচর হয় না। আর এ হিন্দুধর্ম কল্যাণের প্রতিভূ চৈতন্য ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে কেহই নিকটে জাতীয় কল্যাণের প্রবণে সম্মত হইবে, না। অতএব ব্রহ্মজ্ঞানকে সাধরে গ্রহণ করি তাহা হইলেই আমি পূর্ণ মনোরম হইব। কিন্তু একেবারে জাতি ধর্ম জাতি কুটুম্ব সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া কিরূপেই বা এরূপ কার্যে প্রবৃত্ত হই। এইরূপে উদ্দেশ্যে কালান্তিপাত হয় এমন সময় কিছুদিন পরে তাহাকে কোন হিতৈষী বন্ধু উপদেশ দিলেন যে আপনি চৈতন্য শরণ এক্ষণ করুন তাহা হইলে উত্তর পথ বঙ্গার থাকিবে। কারণ তৎসম্প্রদায়ের মত এই যে “যুটি করে তুটি হয় যদি কৃষ্ণ ভবে”। যেমবাবু তৎসম্বন্ধে অতি আশ্বসিত হইয়া সেই মতাবলম্বী হইলেন। কিন্তু ইহাতেও তাঁহার অমাহুদী কন্যার কোন সুলভ্য পাত্র দৃষ্টিগোচর হইল না। অন্তরে বাহাই থাক বাহ্যে প্রকাশ যে ধর্মের মর্ম অবগত হইরাই তিনি এই ধর্মাবলম্বী হইরাছেন। কিন্তু কি করেন আত্মিক উদ্দেশ্য বিফল হইল বলিয়া হটাৎ ইহা পরিত্যাগ করিতেও পারেন না আর অধিকদিন এই ধর্মে থাকিতেও পারেন না। বাহা হউক কিছু দিনের পর, এই ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া ও ব্রাহ্মধর্ম অবলম্বনে সর্বল কাম হইবেন বলিয়া এই ধর্মে আত্ম দীক্ষিত হইলেন। কিন্তু এ ধর্মে চৈতন্য ধর্মের ফল কালে কি অতীত কল কলে তাহা বলা যায় না। বোধ হয় ইহাতে যেমবাবু সকলকাম হইবেন কারণ শ্রীরক্ষা হুতলা যদি এ মত বাক্যের ধর্মার্হ অর্জক এতৎ সম্প্রদায়িক ভিন্ন আর কোথায়ও দৃষ্টি পৌছায় হয় না।

কর্তার বরাহ্মণ একশে ১১।১২ খৃস্টাব্দে হইবে। এই কল্যাণক সংগ্ৰহে ভক্ত করিবেন বলিয়া ইনি আশীর্বাদ ব্যাহুল। প্রথমতঃ তিনি এই স্থির করেন যে আমার এই “কল্যাণক কোমল কটি কল্যাণকে যদি স্বাভাবিক কোন দ্রব্য হুসংহারী “কালারূপস্বাধীনবিত্ত” কঠোর হবার হস্তে ভক্ত করি, তাহা হইলে আর অসুখের সীমা থাকিবে না অতএব কোন উন্নত ব্রতাব ধর্মালোকপ্রবর্তি, অধিগত নিবিলপাঙ্গা সুধিপার শারদশস্যকান্তি অল্পত অল্পত সুবককে অর্পণ করিব। কিন্তু একাধা কিরূপে সমাধিত হইবে? যে জাতি পতিত তাহাতে এরূপ সুবা ত দৃষ্টিগোচর হয় না। আর এ হিন্দুধর্ম কল্যাণের প্রতিভূ চৈতন্য ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে কেহই নিকটে জাতীয় কল্যাণের প্রবণে সম্মত হইবে, না। অতএব ব্রহ্মজ্ঞানকে সাধরে গ্রহণ করি তাহা হইলেই আমি পূর্ণ মনোরম হইব। কিন্তু একেবারে জাতি ধর্ম জাতি কুটুম্ব সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া কিরূপেই বা এরূপ কার্যে প্রবৃত্ত হই। এইরূপে উদ্দেশ্যে কালান্তিপাত হয় এমন সময় কিছুদিন পরে তাহাকে কোন হিতৈষী বন্ধু উপদেশ দিলেন যে আপনি চৈতন্য শরণ এক্ষণ করুন তাহা হইলে উত্তর পথ বঙ্গার থাকিবে। কারণ তৎসম্প্রদায়ের মত এই যে “যুটি করে তুটি হয় যদি কৃষ্ণ ভবে”। যেমবাবু তৎসম্বন্ধে অতি আশ্বসিত হইয়া সেই মতাবলম্বী হইলেন। কিন্তু ইহাতেও তাঁহার অমাহুদী কন্যার কোন সুলভ্য পাত্র দৃষ্টিগোচর হইল না। অন্তরে বাহাই থাক বাহ্যে প্রকাশ যে ধর্মের মর্ম অবগত হইরাই তিনি এই ধর্মাবলম্বী হইরাছেন। কিন্তু কি করেন আত্মিক উদ্দেশ্য বিফল হইল বলিয়া হটাৎ ইহা পরিত্যাগ করিতেও পারেন না আর অধিকদিন এই ধর্মে থাকিতেও পারেন না। বাহা হউক কিছু দিনের পর, এই ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া ও ব্রাহ্মধর্ম অবলম্বনে সর্বল কাম হইবেন বলিয়া এই ধর্মে আত্ম দীক্ষিত হইলেন। কিন্তু এ ধর্মে চৈতন্য ধর্মের ফল কালে কি অতীত কল কলে তাহা বলা যায় না। বোধ হয় ইহাতে যেমবাবু সকলকাম হইবেন কারণ শ্রীরক্ষা হুতলা যদি এ মত বাক্যের ধর্মার্হ অর্জক এতৎ সম্প্রদায়িক ভিন্ন আর কোথায়ও দৃষ্টি পৌছায় হয় না।

সমালোচনা।

পরিচরিকা—মানিক পত্র। আমরা পরিচরিকা ৮ম সংখ্যা প্রাপ্ত হইরাছি। ইহাতে যে কবি-বিবরণ লিখিত হইরাছে তাহা দেখিয়া বোধ হয় পত্রিকাখানি একজন সুশিক্ষিত ব্যক্তি সম্পাদিত ও লেখা ভলিত বেশ আনন্দপ্রসূ। আমাদের বিবেচনা হয় “পরিচরিকা” বেশের বিলম্বণ পরিচরিকা করিতে পারিবে।

বীণা—৪র্থ খণ্ড তৃতীয় সংখ্যা—শ্রীমদ্ভক্ত কবি কল্যাণক সংগ্ৰহিত। বীণা বঙ্গবাসীর বক্তৃতা আশ্রয়ে নামপ্রদ। বীণার বাসন শুনিতে বাণী মধুর রস কোমল ভাবে পরিপূর্ণ হয়। এই সংখ্যার ভারতীয় সর্বজাতি, সমাজ, সমাজগান এবং সুবিলি শীর্ষ সাময়িক কবিতাগুলি পাঠক মনোযোগপূর্বক পাঠ করিবেন। ইহাতে একটা উর্দু কবিতা আরও মৌলবী আবহুগ করিম সাহেব তাহার মূল ও বাঙ্গালা অহবাদ বীণার প্রকাশ করিয়াছেন। বীণার তির ভাবার কবিতাগুলি স্থান পাইয়াছে দেখিয়া আমাদের আরও আনন্দ হইতেছে।

Report of the Barasat association for the year ending the 30th september 1886

আমরা বারাসাত করদাফু সভার এই কার্য-বিবরণী খানি পাঠ করিয়া বড়ই আনন্দ হইলাম। সভার অগ্রমুখিত সাহায্য কিন্তু এই সাহায্য আরও সভাপণ দেশের যে উপকার করিতেছেন তাহা অতি মনঃ। ইহাদের মধ্যে একটা বালিকা বিদ্যালয় চলিতেছে। গতবর্ষেই এই সভাকে প্রকৃত প্রকারে সভা দেখিয়া ইহাদের মতামতের অন্য ব্যবস্থাপক সভার ব্যবহার পাতুলিপি প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা রিপোর্ট পাঠে আরও আশ্বসিত পারিলাম। বারাসাতের মিউনিসিপ্যালিটি এই সভার যথেষ্ট সম্মান রক্ষা করেন। রাজপুর মিউনিসিপ্যালিটির ভিতর একটা করদাফু সভা আছে। এই সভা বারাসাত করদাফু সভার ন্যায় গতবর্ষেই নিকট সম্মান পাইয়া থাকেন এবং বিবিধ প্রকারে স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটিকে সহায়তা করিবার চেষ্টা করেন। হুগলের দিবর এখানকার মিউনিসিপ্যালিটি এমনি স্বাতন্ত্র্যাবলম্বী যে তাঁহারা একেবারেই করদাফু সভাকে গ্রাহ্য করেন না। ইহারা বারাসাতের ন্যায় একটা উর্দু হরের মিউনিসিপ্যালিটির উদাহরণ নইয়া শিক্ষা করিতে পারেন। বারাসাত করদাফু সভা, স্থানীয় করদাফু ও মিউনিসিপ্যালিটি উভয়েই উভয়ের সম্মানের



ইউরোপীয় সমাচার ।

বিরান ২৪এ জাহরারি—অষ্ট্রো-হাঙ্গারীর গবর্ণ-
মেন্ট সর্বত্র জন্ম সেনাভিধান করিবার বন্দো-
স্ত করিতেছেন ।

ভারসিটন ২৪ এ জাঃ—বঙ্গসাজীবিগণের
কার্য একটী অস্থির পাশ হইয়াছে । প্রেসিডেন্টের
শ্রেণী উদ্বাহরণের রক্ষার ভার রহিল । বিল
বলে উর্ক উপলক্ষে অনেকে ইংলণ্ডের বিপক্ষে
বলে কণা বলেন এবং বলেন, যদি ইংলণ্ড
জাহার মৎস্যের নৌকা ধরেন, তবে তাহার
পতিত হুইবে ।

পারিস ২৬এ জাঃ—মাদাগাস্কার হইতে সংবাদ
মাসিরাছে করাসী সেনাগণ টাভাটের নগর
প্রিত্যাগ করিয়াছেন ।

পারিস ২৬এ জাঃ—ভেলিনিউস ক্লাপ ও জর্জ-
ব্রিয়ার মধ্যে যুদ্ধের সত্যবনা উপলক্ষে যাক
লিখিয়াছেন গবর্ণমেন্ট তাহা অমূলক বলিয়া
প্রকাশ করিয়াছেন ।

বলিন ২৬এ জাহরারি—জর্জনি হইতে অথ
রক্ত মি হইয়াছে ।

মুরাকিম ২৬ এ জাঃ—আগিনিনিরানেরা
মালোরা আক্রমণ করিয়াছে ।

বোম ২৬এ জাহরারি—ইটালী হইতে মালোরাব
সৈন্য বাউতেছে ।

লন্ডন ২৭এ জাঃ—অদ্য পলিটামেন্ট খোলা
হইয়াছে । লর্ড চ্যান্সেলার মহারাজীর বক্তৃতা পাঠ
করেন । বক্তৃতায় বলা হইয়াছে, ইংলণ্ডের
সমিত অন্যান্য রাজ্যের সত্য বোধ । বুলগেরিয়ার
যুদ্ধ সত্যবনা নাই । মিসের এখনও কার্য শেষ
হই নাই বটে, কিন্তু অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে
অন্তে ডাকাইতগণ জর্জনিঃ উৎসন্ন হইতেছে ;
অল্প দিনের মধ্যেই সর্বত্র শান্ত হইবে, আরলণ্ড
বড়ই গোলযোগ, সত্যানে শীঘ্র একটা কিছু করা
হইবে, ইত্যাদি ইত্যাদি ।

বলিন ২৮এ জাঃ—জর্জনিরিত্যব মলের ৭২০০০
সৈন্য বন্ধু চালন অভ্যাস জন্য আর্টিস্ট
হইয়াছে ।

লন্ডন ১৯এ জাঃ—ভারতের অস্ত্র সেলেক্টারী
একটী অস্ত্রের উত্তরে বলেন, স্থানীয় লোকের
বস্ত্রের বিক্রয় বিচার না করিয়া এক্ষণে অস্ত্রের
পনিভলির বিলি করা হইবে ।

লন্ডন ২৭এ—জাঃ ড় কানডলকর্ডিল প্রকাশ
করিয়াছেন যে লন্ডন সালসবারী সেনা ও ৪৭

পোতের স্তুতি করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন
কিন্তু তিনি তাহাতে অসম্মত হইয়া কর্তৃত্বাধ
করিয়াছেন ।

লন্ডন ৩০এ জাঃ—কবিরা এবং অষ্ট্রো উত্তরেই
বুলগেরিয়ার ব্যাপারে আর ততটা উৎসাহী দেখা
যায় না । উত্তরেই কাল ও জর্জনির বিকে
লোৎকর্ষ হইয়া চাহিয়া আছেন ।

সেন্টপিটসবর্গ ২৯এ জাঃ—লুচেনবর্গের প্রিন্স
বুলগেরিয়ার সিংহাসন প্রার্থী । কবিরা তাহাতে
সম্মত হইয়াছেন ।

গবর্ণমেন্ট বিজ্ঞপন

মঙ্গলেশ্বর লেন্টনা-ট গবর্ণ-
রের আদেশানুসারী
নিয়োগ ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ ।

সাধারণ । মিঃ পুইলের অল্পপস্থিতিকালে
মিনাকপুরের মাজিঃ কাঃ মিঃ এইচ, বিজন, যার
তাহার মাজিটরের কাজ করিবেন । মিঃ বিজনের
অল্পপস্থিতিকালে মৈনমাননিংহের অয়েন্ট মাজিঃ
মিনাকপুরের কাজ করিবেন । হুকার রমেশচন্দ্র
সেবের দুই কালে, পাবনার অস্থায়ী ডিঃ বাঃ ডিঃ
কাঃ জিহুজ শ্রুশচন্দ্র দাস হুগলীর মহরে বদলী
হইলেন । জিহুজ গোলাই দাস মহরে দুই কালে
কটকের আর্টিস্ট মাজিটার মিঃ মোনেহান কট-
কের জাজপুরের ভার পাইলেন । মেদিনীপুরের ডিঃ
মাঃ ডিঃ কাঃ জিহুজ উপেননাথ মুখোপাধ্যায় ঐ
জেলার রেবিনিউ বিভাগে কেশিয়ারি এষ্টেটের
সেটেনমেন্ট আফিসারের কাজ পাইলেন । জিহুজ
অরদাশ্রম বন্দুর অল্পপস্থিতিকালে, ডেপুটি মাজি
টার জিহুজ শ্রিশচন্দ্র চক্রবর্তী চট্টগ্রাম বিভাগের
কমিশনের পার্সনাল আর্টিস্টের কাজ করিবেন
দুইপ্রাণ্ড ডিঃ বাঃ জিহুজ নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
মৈনমাননিংহের সদরে বদলি হইলেন । আফি-
সেয়েটিং ডিঃ বাঃ জিহুজ শ্রুশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বীর
ভূমের সদরে বদলি হইলেন । মিঃ জে, প্রাইস, ত্রিপুরা
রায়, মিঃ এইচ বিজন যারতাকার, মিঃ ওয়েটমেকট
হাবডার, মিঃ এওয়েল ভাগলপুরে মিঃ এ উইক,
করীমপুরের এবং মিঃ এইচ হুক, পুর্ণিয়ার মাজিঃ
হইলেন । মিঃ কিতান মিনাকপুরের মাজিটার হই-
লেন, কিন্তু দ্বিতীয় আদেশ না হইয়া পদাধ তিনি
বীরভূমে থাকিবেন । মিঃ প্রিন্স ২৪ পরাম্পর
মাজিটার হইবেন কিন্তু দ্বিতীয় আদেশ না হইয়া

পদাধ তিনি ভারতবর্ষীয় ইনস্পেক্টর কালেক্ট-
রের পদে বাহাল থাকিবেন । মিঃ বিজেন মই আলী
পদাধ মিঃ উইলি যারতাকার মাজিটারের কাজ
করিবেন, তার পর তিনি যারপের মাজিটার হই-
বেন । মিঃ হরেন ককেলের দুই কালে, পাটনার
কমিশনার মিঃ হালেডে রেবিনিউ বোডের মেম্বরের
কাজ করিবেন । গয়ার মাজিটার মিঃ বঙ্কজের
ততদিন পাটনার কমিশনারের কাজ করিবেন ।

বিচার । জিহুজ হরিশচন্দ্র চৌধুরী ও কানীচন্দ্র
মহা, দ্বিতীয় প্রেনীর মাজিটার নিযুক্ত হইলেন ।
জিহুজ যোগেননাথ চক্রবর্তী বি, এল, বাহুড়ার
ভজলঘাট মহকুমার, জিহুজ কিশোরীমোহন লিক-
দার বি, এল, নোরাখালি লক্ষীপে, জিহুজ দরবারী
বিখাল বি, এল, ভাগলপুর আমুরে, জিহুজ কিশোরী
লাল সেম, বি, এল, যারপের সেভরানে
জিহুজ অধিকাচরণ মুখোপাধ্যায় বি, এল,
বাখরগঞ্জ ভোলায়, যুদ্ধেন হইলেন । চট্টগ্রাম
দক্ষিণ রাওজানের যুদ্ধেন মিঃ পি, এল, বার্ণাজী
যারপের অতিরিক্ত যুদ্ধেন হইয়া মতীহারীতে থাকি-
বেন । ভারত অল্পপস্থিতিকালে জিহুজ রামলাল
মহা এম এ, বি, এল, চট্টগ্রাম দক্ষিণ রাওজানে
যুদ্ধেনের কাজ করিতে থাকিবেন ।

কলিকাতা

গত মঙ্গলবার টমসন বাহাদুর ভূমরাওয়ে
যাত্রা করিয়াছেন । ৬ই কেজরারি প্রত্যাগমন
করিবেন ।

খিদিবপুরের ডকের কার্য পূর্ণ বিভাগের
হস্তে অর্পিত হইবে কি না অদ্যাপি স্থির হয়
নাই ।

কলিকাতার জুবিলির বড় আয়োজন হইতেছে
মিউনিসিপালিটী আলোক আভাস বাজীর জন্ম
১০ হাজার টাকা দিবে । আর বিজ্ঞান নিয়
লিকার জন্য ৮৫ হাজার টাকা দিবে । টে
নিকাল কলেজ বসাইবার ডেটা হইবে । গড়ে
বার্চি ডাবু কোলা হইবে । বড়ঘাট বাহাদুর সে
খানেই ভারতবাসীর রাজত্বিক ইচ্ছায় ল
বেন ।

গত সোমবার হইতে গবর্ণমেন্ট বিদ্যালয়
সবুহের প্রাথমিক পরিকল্পনাবিশেষের সারীয়া
জারি হইয়াছে ।

আইনজীবদের নিয়ম স্থাপন উদ্দেশ্যে কোর্স
দিয়ে জন কলিকাতার অবস্থিতি করিবেন।

সর্বমোট চারকোটি টাকার কমিটির প্রেসি-
ডেন্ট মিঃ হোয়েস কর্তৃক সি. এস. আই.
পদ ভাণ্ডার বে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন
হোটেলটি ত্যাগ করিয়াছেন।

স্বায়ংসংকল্প সমিতি স্বায়ংসংকল্প করিতে
দিয়ে ২০০ টাকা বেতনের একটি কেরানীর
পদ বৃত্তি করিয়াছেন। আমরা দেখিব হি
কেবল বেএ বাব বাহাদুর হুইরাহে তালানহে,
ইহা অপেক্ষা অনেক অগ্রগতি করিবেনও বৃদ্ধি
হইরাছে।

কলিকাতা পেরিক্, উইলসন, সার্কেল বিদ্যালয়
রোর-হাউসিংয়ের বাজি, তামাসা, আলো দেখাইবার
ভার লইয়াছেন, গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার সময়
উইলসন সার্কেলের বাটতে একটি সভা হয়।
সভার বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ও প্রতিনিধি উপস্থিত
ছিলেন। ছাত্র ছাত্রী প্রায় ১০ সহস্র হইল।
অল্পমান ও সকল টাকা চাঁদা উঠিবার কথা। উইল-
সন সার্কেল খাওয়ানি বোগাইবেন। আলিপুর পত-
শালার হিন্দু ছাত্র ছাত্রী একত্র হইবে আর বেল
বেলিয়া এবং চাটিকলচুরাল কেহে খর্চাম ছাত্র-
ছাত্রী একত্রিত হইবে। সেখান হইতে বেল ষ্টোব
সহ সকলকে গড়ের মাঠে আলো বাজি দেখাইতে
লইয়া যাওয়া হইবে। স্কুলের কর্তৃপক্ষদের যিনি
বেটা অধিকারবস্ত্র যেন করেন, তিনি তাহা উইল-
সন সার্কেলকে আনাইতে পারিবেন।

নবমুখ ঘোষ নামক এক ব্যক্তি টৈনিক পরে
প্রকাশ করিয়াছেন, "৩০এ আত্মরক্ষা আমি
রাখিবাণের মধ্য দিয়া আবিতেছিলান, মেধি-
লয় কতকগুলি ভক্ত-মহিলা গন্ধারানে বাটতে
ছিলেন। এমন সময় একটা বাড়াল একটা
ভক্ত মহিলার মস্তকের কাপড় উন্মোচন
করিয়া ধও ধও করিয়া দিয়া বেগে চলিয়া গেল।
মহিলা ক্রন্দন করিতে করিতে চলিয়া গেলেন।
সেই ব্যক্তি দিয়া অনেক ভক্ত লোক বাইতেছিলেন,
ভাঁড়ার গাছারওরালা, পাহারওরালা করিয়া গলা
কাটাতে লাগিলেন। কেহ কোথাও নাই।
আজ কলিকাতার বেঙ্গল বহুমানের প্রাচ-
র্তাব হইরাছে, তাহাতে পুলিশের কর্তৃপক্ষদের
বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। ইহা কেবল
একটা মাত্র ঘটনা নয়। পক্ষে একপ অস্ত্রাচার
প্রায়ই দেখা যায়। পুলিশ পাহারায় হউক।

কলিকাতার ও তাঁর স্ত্রী সেন্টি ব্রহ্মসী
স্বামিনীকে একত্র হইয়াছেন।

গিরাছেন। হোটেলটি, চিকিৎসা এবং দেশী
বিলাতী অনেক ভক্ত লোকের সমাগম হইরাছিল।
হোটেলটি একটু বড় করা করিয়াছিলেন। ইহা
জাতীয় স্বীকৃতি আশিয়া সভার পৌরস্বের হটা
বিকাশ করিয়াছিলেন। নতুন হাসপাতালের পূর্ব
বারে চৌদোরা খাটাইয়া সভায়তন নির্মিত হইয়া
ছিল। লাটমহিলা হোটেলটি প্রভুতির সজ্জিত নতুন
হাসপাতালস্থ পরিদর্শনাতে, নিজ আবাগে অভ্যা-
গমন করিল।

আন্তর্জাতিক বোলাইটির হয়ে তির্যক ভাব
শিকা প্রচারের বিশেষ ব্যবস্থা হইতেছে। বিলাত
হইতে তির্যক ভাবের নানা প্রকার অক্ষর আদি
আনন হইতেছে।

ঐক্য গোপালচন্দ্র সরকার ও লাল মোকন দাস,
ঠাকুর আইন অধ্যাপকতা পদের জন্য প্রার্থী হন।
ইহাদের প্রত্যেকের ১২ জন সভ্য পক্ষ সমর্থন
করেন। পক্ষসমর্থন উত্তর পক্ষে সমান হইল।
সুতরাং পুনর্বার ঠাকুর আইন অধ্যাপক নির্বা-
চনের প্রস্তাব হইরাছে।

কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটি জুবিনী উপলক্ষে
যাজি গোড়াইয়ার জন্য ১৫ হাজার টাকা এবং
মহা রাজার কোন ভারী অর্থকীর্তি স্থাপন
করিবার জন্য ১৫ হাজার টাকা প্রদান করিবেন।
গত মিউনিসিপ্যাল সভার অনেক তর্কবিতর্কের
পর দ্বিতীয় ১৫ মিউনিসিপ্যালিটি যে টাকা
দিবেন তাহা মিউনিসিপ্যাল আইনের অধীনে
হন ক্রম করা হইল।

বিলাতে অনেকগুলি ইংরাজ ও রুস কর্তৃকারী
একত্র হইরাছেন। আকগাম সীমার সংস্থা
রুস ও ইংরাজের সম্বন্ধ একটা বীমাংসা করাই
ভাড়াবের উদ্দেশ্য।

বিবিধ সংবাদ।

চাঁদাভোগে চিকিৎসা দল ৫০ সংস্কার
উক্ত বরক কোন্ও ব্যক্তির বিবাহ করা কর্তব্য
নহে। সাহেবের বে সভ্যত্ব বেশ বিলাত
সেখানেও কি এই সংস্কার প্রথা প্রবর্তন করা
হইতে পারে?

আর্থবোরা চীনে বড়ই আবিপজা লাভ করি
ছেন। ভারতের বোতল নামক এক ব্যক্তি
তিয় দিন চীন সম্রাজীর আইডেটে সেক্রেটারি
হিবেন। ইনি এখন সেন্ট পিটার্সবার্গের একজন
কমিশন, সম্রাট ইহাকে চীনের প্রধানমন্ত্রীর পদ

উপলব্ধ হইরাছে। ইহাও জানা যায়
সভা সভ্য করিতে অগ্রিম করিয়াছেন।

সকলই জানেন লজ্জাগরী আকগাম
কর্তৃকারিগণ বিলাতের পরিজন ভকেন। ইহাও
খাটবার বড় হাল করিয়া দিলে জনা একটা
আকগাম বড় হইতে। ২০শী লজ্জাগরী আকগাম
ভিন্ন করিয়াছেন যে ইহাও লজ্জাগরী আকগাম
ঠাকুর নকর আকগাম বড় করিবেন।

যাজি সীংবে এখন আর ভক্তদূর বরককে
উপলব্ধ নাই। দূশ বড় বোকদর হইরাছে।
এখন কাকবাক্যেরনিবন্ধ বেশ ভক্তদূর দূষ্টি
গোচর-কর।

এবার কলিকাতার বেশ নীত পড়িরাছে।
বিলাত হইতে মধ্যমত ইংরাজগণ কলিকাতার
এক নীত দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইরাছেন।

অন্যদিকে ইংরাজের কীত কোর্স কর্তৃকারী
দল সমাজ মাত্র রাখা হইবে। পরঃসরে উত্তর
এবং দক্ষিণ অংশে ২০ হাজার মাত্র সৈন্য রাখা
হইবে।

মারিউচা রাজার পুর মাকালে নগর
পুড়াইয়া বিহার বড়বস্ত্র করিতেছিল। সে ব্যক্তি
ধরা পড়িরাছেন, তাহার জেষ্ঠ্র আত্মা এখনও
আত্মা প্রাণে পূর্বাটন করিয়া বেড়াইতেছেন।
ইংরাজ যে ব্রহ্ম বেশ কতটুকু আ মধ্যমতা বিস্তার
করিতে পারিরাছেন, এই সকল ঘটনার ভাষার
প্রমাণ পাওয়া যায়।

মধ্য বাঙ্গালা সঙ্গিনীর সম্প্রদায় বার
অভ্যুতরণ নিম্ন লিখিত—“আগামী জৈষ্ঠ্র
মাসে মধ্য বাঙ্গালা সঙ্গিনীর জীলিকা বিতা-
গের বার্ষিক পরীক্ষা গৃহীত হইবে। পরীক্ষার্থী
সিগেব নাম ও পাঠবিবরণাদি আগামী ১৫
ফালগুনের মধ্যে কলিকাতা হুর্দাপুর ষ্ট্রিট
১৩নং ভগ্নে সম্প্রদায়ের নিকট পাঠাইতে
হইবে। জৈষ্ঠ্র ২৪ পরগণা, নবীরা বা কলিকাতা
বাহাদুরগের নিবাস বা এমাল এজেন্ট-কমিশনগণই
এই পরীক্ষা প্রদানের অধিকারিনী। বিবরণের
কারণ আশ্রয় হইলে সম্প্রদায়কে লিখিতে
হইবে।”

মধ্য গ্রাম নিবাসী ঐক্য গোপালচন্দ্র
জ্যোতিষের চন্দ্রগ্রহ সংস্থা লিখিরাছেন যে
২৭এ মাস মঙ্গলবার প্রাতঃকাল চন্দ্র গ্রহ
হইবে-বলিয়া বড়ী পত্রিকাসমূহ লিখিত আছে,
আমার গণনাতে এই গ্রহ ৩৬ ঘণ্টা ১৫ মিনিট
ভূতাপ্রাণে দৃশ্য হইবে না। অতএব প্রাণি পূর্বা
ভূতাপ্রাণে সময়ের ভারতমাত্রায় দৃশ্য
হইবে।”

ভারত গভর্নমেন্ট প্রদেশিক গভর্নমেন্ট সমু-
দিকে আবেদন করিয়াছেন যে ১৮৮৬। ৮৭
সালের ইমকমট্যান্স ও কুমির রাজস্ব এই বৎসর
খরচ প্রায়শ মাসের মধ্যে আদায় করিতে
হইবে। কোনক্রমেই যদি পড়িয়া না থাকে।

ইন্সপেক্টর মুন্টফিয়ার, ক্রিউকপিগাতে
আবর্তন করিয়াছেন। তিনি বলেন তিনি
উক্ত যুদ্ধে পেভিন নামক স্থানের উত্তরে যে
সালের ডাবু আক্রমণ করিয়াছিলেন। ১৫ জন
কাইতেব মৃত্যু হইয়াছে। খাজানের ৭ টা
গনান ইমপ্লিমেন্টের সম্মুখ হইয়াছে। যে
সাত ডাবু সৈন্যবাহকের সহিত পলায়ন
করিয়াছেন।

গোয়ালিয়াবের ক্রীজেলি জুবিলী উপলক্ষে
গোয়ালিয়াবে তিষ্ঠাবিধা কলেজ নাম দিয়া
একটি কলেজ সংস্থাপন করিবেন।

কোয়েটা হইতে কোটান পর্যন্ত একটা রেল
পথে যোগা হইবে। ডেপুটি সেক্রেটারী ইহার
না ২৭ লক্ষ ২২ হাজার ৭ শত ৪০ টাকা মঞ্জুর
করিয়াছেন।

গত ১৬ই জানুয়ারি বেদিনিপুরে একটি জুবিলী
উদ্‌যাপন হয়। সত্বে অনেক গুলি ক্রতবিধা সত্ত্বেও
অতি উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় জনসাধারণ এবং
কীল বাবু জগজ্ঞান দাস প্রভৃতি কয়েক জন
গায়কী ১৬ই ফেব্রুয়ারি জুবিলী উৎসব নিমিত্ত
লিখিত প্রকারে সম্পন্ন হইবে।

১। মহারাজীর দীর্ঘ জীবন এবং যুগ সম্পূ-
র্ণর জন্য প্রত্যেক হিন্দু-মুসলমান
দীর্ঘ এবং অসংখ্য ইচ্ছার নিকট প্রার্থনা
করা হইবে।

২। নগর বেটন করিয়া সংকীর্ণন করা হইবে
হস্তি, কস্ত, ব্যাঘ্র প্রদর্শন করা হইবে। রাজ্য
নগর আলোকিত করা হইবে, যাত্রা এবং
মাজি পোড়ান হইবে।

বাবু কুমার মারায়ণ খালদার বলেন এত গুলি
উপর কাজালীকাজন করাইলে উৎসব কার্য
সম্পন্ন হইবে। যাত্রা সম্বন্ধে অনেক আপত্তি
করেন কিন্তু অধিকাংশের ন্যস্তে রাজ্যের ব্যাপার
পরিচালিত হইল। মহারাজীর কোন সন্তান
মুখি চিহ্ন রাখিবার জন্য আরও একটি প্রস্তাব
করা। এই সকল গুলিও অধিকাংশ সন্তান
সম্মত হইয়াছেন। কাংখানিকারক সভ্য এখন
চীফ সংগ্রহ করিতেছেন।

মিঃ ডিউক সর্দ কিছুদিন পূর্বে একখানি
হুই চাকার পাগড়িতে চড়িয়া পৃথিবী জয়

সংগত হইয়াছেন। সপ্তমি বোম্ব হইতে আর
এক ব্যক্তিকে একখানি ছোট হুইচাকার বাঁকীর
মাধ্যমে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতে পাঠান
হইয়াছে।

পবলিক সার্ভিস কমিশনের বঙ্গদেশীয় সর্দ
কমিটি কলিকাতা পরিভ্রমণ করিয়া চাকার রহস্য
হইয়াছেন।

আমরা "প্রামাণ্য" নামক একখানি সংবাদ
পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়াছি। এই পত্রিকা ভাড়া
জেলার অন্তর্গত উলুবেড়িয়া গ্রাম হইতে প্রকাশিত
হয়। লেখাটী মন্দ নহে।

চট্টগ্রাম সপ্তমি ক্রীকম্প হইয়া গিয়াছে।
কোড়ার উপর বটের আঠা মাখাটরা একটু
শিথল তুল্য নির্জিয়া কোটক স্থানে বসাইয়া
বিলে কোড়া বসিয়া যায়।

পাইওনিয়ার পবলিক সার্ভিস কমিশনকে
উপস্থাপন দিগন্তে যে, বঙ্গ সার্ভিস সার্ভিসের
সংক্রমণ হুই করিলে পরীক্ষার্থীগণের গুণের কিছু
ভারতম্য হয়, তবে বঙ্গ হুই করা হটক মতে
ভারতম্যনিকে কেবল সুযোগ দিবার জন্য বঙ্গ
হুইর আবশ্যিক। সচিবাবীর বিবেচনায় কতদূর
অভাবসিদ্ধ তাহা এইরূপ হুইতেই প্রকাশ
পাইয়া থাকে।

উক্ত পশ্চিম অঞ্চলে শিকার বিস্তার এবার
কিছু কম দেখা যায়। ১৮৮৪। ৮৫ অপেক্ষা
১৮৮৫। ৮৬ সালের শিকারগণের সংখ্যা ৫ হাজার
২ শত ১২ জন করিয়া বিধাছে সার আলফ্রেড
কি প্রীত হইয়াছেন। শিকার সম্প্রদায় কি
করিতেছেন?

খোখাই নগরে জিজিবার অদলজী মৌদী
নামক এক ব্যক্তি সেরিম বাই নামী একটি রম
প্রীকে বিবাহ করিবার অস্বীকার করিয়া ডাবু
নিকট হইতে বিলাতে বাইবাব বাবের জন্য
৩৫০০ টাকা লম। জিজিবার বিলাত হইতে
প্রত্যগমন করিয়া সেরিমবাইকে বিবাহ না
করায় সেরিম বাই ডাবুর নামে উক্ত ৩৫০০
টাকা এবং কতি পুরণের দাবীতে অভিযোগ
উপস্থিত করেন। অভিযোগ উপস্থিত করিবার
পর প্রতিবাদী বাহিনীর দাবী বর্ধিত বলিয়া আদালত
করেন এবং ডাবুর প্রকৃত ৩৫০০ টাকা এবং
কতি পুরণের জন্য ১৫০০ টাকা আদালতে
দাখিল করিয়া বলেন বাহিনীর কথা সত্য কিন্তু
১৫০০ টাকা উপস্থিত কতি পুরণের জন্য বর্ধিত
হইতে পারে। বাহিনী ও প্রতিবাদীর মধ্যবর্তী
মতামত মধ্যস্থতা দিষ্ট হইয়া যেন। প্রতিবাদী

নিরাহুতন বে সেরিম বাইকে বিবাহ না করিয়া
তিনি অন্যত্র কাঁচা করিয়াছেন। ইত্যাদি তিনি
সম্পূর্ণ দাবী। বাহিনীর কোন দাবী নাটক
বাহিনীকে বিবাহ না করায় ডাবুর সন্তানের
দ্রাস করা হইয়াছে। প্রতিবাদী বাহিনীকে
সে ভাষা প্রদত্ত। উক্ত পক্ষে প্রমাণ
১২৫০০ টাকা বাহিনীর প্রাপ্য দ্রাস করিয়া বিবেচন
বিচারক প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে এই চাকার ডিউক
বিলেন। বাহিনী দামলা মকদমা করিয়া সর্দ
হুই হইতেছেন ডাবুরা জিজিবারের সরলতা
বহিরা নিকা লাভ করুন।

ইঞ্জিনিয়ারিং বলেন যে, পবলিক ওয়ার্ডে বিতা-
গের উপর আবেদন করা হইয়াছে যে, ইঞ্জি-
নিয়ারগণের কোন কাঠ কাঠার আবশ্যিক
হইলে ডাবুরা তাহা পোষাই গ্রন্থ প্রেরিত
সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিবেন। অপর কাঠ
রও নিকট প্রেরণ করিবেন না।

ইরানাম নামক প্রবেশ, পাক শিরাবা
প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণের গোপন্য নিত্যকাল এবং
হুইরিয়া। ক্যান্টন গেজেট নামক এক খানি
সম্পাদকপত্রিতে ইরানামের চরিত্রসংশোধন করি-
বার এবং ইরানামকে স্থানিক বিবাহ জন্ম
একটি প্রস্তাব প্রকাশিত হয়। হুইরিয়া এই
অপরাধে একবারে ক্ষমত হইয়া ক্যান্টন
গেজেট কার্যালয় গৃহ চূর্ণ করিয়া দিয়াছে।
সম্পাদকপত্রের শত্রু অনেক।

ইরানাম নামক সম্মান পত্রিকা প্রকাশ প্রকল্প
বিচারিক এবং ডিউক অব কনট মহারাজীর
অধীন সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করিবেন।

বেঙ্গল গভর্নমেন্ট এক ব্যক্তিকে ট্যাক্সার
সিভিলিয়ানের কার্য দিরাছেন। সেই জন
এ বৎসর আর ট্যাক্সারী পরীক্ষা হইবে না।

দীর্ঘকাল ছোটামল নামক এক ব্যক্তি ক.প্র.
বৎসর পূর্বে সংসার পরিভ্রমণ করিয়া ভীষ
যাত্রা করেন। ইনি একজন সুবিনোদিত প্রজা
পুত্র। বাণী আনন্দবাহবে, বহু দিন ডাবুর আর
কোন উদ্দেশ্য পাওর, যায় নাই। সপ্তমি এক
ব্যক্তি আনন্দবাহবে উপস্থিত হইয়া আপনাকে
দীর্ঘকাল ছোটামল বলিয়া ডাবুর আদালত নিক
পিছুতায়। সম্পত্তির অর্ধাংশ পাইবার জন্য
আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করেন। শুধু
বাবু দীর্ঘকাল ছোটামলের স্ত্রী আগন্তুক ব্যক্তি
দাবী বলিয়া চিহ্নিত প্যারিরাছেন। কিন্তু আদ
লত ও আদালতমালিক, ডাবুকে ইরানাম
দ্রাস করিয়া মকদমা ভিন্নবিধ করিয়াছেন।

যোজাই ইউনিভার্সিটির প্রাক-এন্ট্রান্স প্রতি
স্নর কীভাবে স্নর কিসের হইতে কতক

কেন না, বঙ্গবাসী কমপ্রেসের প্রেরিত প্রতিনিধি
গণকে সাধারণের প্রতিতিধি বলিতে স্বীকার
করেন না, এ সম্বন্ধে তাঁহার যুক্তি এই যে, মফস-
সলের নিরক্ষর প্রজারা রাজনীতি বুঝে না
তবে তাহারা প্রতিনিধি কিরূপে স্থির করিবে
একথাটা একটু বিশেষ তলপানী হইয়া যুক্তি-
হইবে অর্থাৎ পৃথিবীর ইতিহাস এরূপ কোথায়
দেখাইতে সক্ষম নয় যে, কোন কালে কোন
রাজ্যে সমুদায় প্রজা শিক্ষিত হইয়া প্রতিনিধি
প্রথা প্রবর্তন করিয়াছে। বর্তমানে ইউরোপ
প্রতিনিধি প্রথা চালিত, কিন্তু সেস্থলের মফস-
সলের সমুদায় প্রজা কি শিক্ষিত? সচযোগী এমন
কোন উদাহরণ দেখান হইল কি? যদি অন্য অ-
ন্য দেশে সাধারণ অল্পশিক্ষিত অথবা অ-
শিক্ষিত নিধি নির্বাচন হইয়া কাঁধা নির্বাচন হয়, হইবে
আমাদের না হইবে কেন? এরূপ প্রশ্নে বঙ্গ-
বাসী সম্প্রদায় হয় ত বলিবেন ইউরোপের কথ-
ছাড়িয়া দেও, আচ্ছা দিলাম। আমাদের দেশে
হইতেই দেখাইতে ছা যখন গ্রাম্য শিক্ষার প্রথা
প্রচলিত হইল তখন সেই সময়ে গ্রামের মধ্যে

নেসন সম্পাদককে সচেতন করিয়া বঙ্গবাসী
 দেখাতেছেন কংগ্রেসের সভাপতির মতের
 মিল হয় না ও সভার অধিবেশনের পূর্বেই গৃহ
 হইতে সকলে বর্জিত হইয়া আসিয়াছেন।
 এই কথা ভাবি বঙ্গবাসী বেরশ আড়খরে অলম্বার
 দিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে আমরা এই
 বুঝি কোন রূপে এত গোপন জন। কোণলে কং
 গ্রেসের নিষা করিতে হইবে নচেৎ কোন চিন্তা-
 নীল এই কথা গইয়া রহল। করিতে পারেন না
 অনুরোধীতে পারেন যদিও সভাপতির কার্য
 বিষয়ে মতভেদ হইয়া থাকে, তাহাতে হানি
 কি? সে বিষয়ে উপস্থানের বা কারণই কি?
 তাহাদের মূল উদ্দেশ্যেও মতভেদ হয় নাই। সু
 লক্ষ্য হিঁর রাখিয়া কার্য সম্পাদনার্থ মনঃস্থ
 হওয়া হইবে বাপোরেই লক্ষ্য। 'বিশ্ববাসন' ও
 তের লোক একত্র, এখন বহুজনতাজনিও ভিত্তির
 আন্দোলন হইতে কি মূল বিষয় লক্ষ্যেই ওয়
 জবাবী যদি সেরগ বুঝেও হ.হ। হইলে সবচেত
 য়ে জনতার কো। কার্যই হয় না। আব যেখানে
 মান। লোকে-র সমাগন, সেইখানেই মতভেদ।

বঙ্গবাসী সম্পাদক একবার মহাসভা পার্জিয়া-
মন্টের দিকে চাহিয়া দেখুন যেরূপ সত্য মনে কত
মতভেদ হইতেছে, তাহাতে কি মূল লক্ষ্য ভুল
বঙ্গবাসী সম্পাদক যখন চপলভাবে প্রকাশ
করিয়াছেন, তখন সেই ভাবের একটি উদাহরণ
হইয়া বুঝাইয়া দিই মনে করুন কলিকাতার
ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কতকগুলি গো কেরা মত পত্রের
প্রকাশ হইয়াছে যেমন ১৫এ ম. ব. ইন্ডেন উদ্যানে
সমন্বিত হইয়া একটা মন্ত্রনামাধিঃ স্থাপন করিব
তদন্তর নির্দিষ্ট সময়ে সকলে লক্ষিত স্থানে উপ-
স্থিত হইবে। গৃহ নির্মাণের প্রস্তাবে কেহ বলিলেন
ইউকেব হটক কেহ কহিলেন কংগ্রেটের করুন
অপরূপ উক্তি খোকার উহক আর এক জন মত
প্রকাশ করিলেন না কাঠের হটক, এও মত
প্রকাশে এমনত বুঝাইতেছে না যে গৃহে কাজ
নাই, মূল মন্তব্য গৃহস্থাপন স্থির বাধিয়া
কিমেব নির্মাণ হইবে ত ভারই মতভেদ হই কাব্য
সাধারণ পূর্বে প্রেরণ করিয়া সত্য সিদ্ধ বঙ্গদেশের
কোন সভা এরূপ মত প্রকাশ করেন নাই যে
কংগ্রেসে কাজ নাই তবে কর্তব্য সহজে মত
ভেদ হইতেই পারে, আর সভাগণ গৃহ হইতে
চিন্তা যদি স্থির করিয়া আসিয়া থাকেন তাহাই
না নিশ্চিন্ত কি পার্জিয়া মন্টের সভারা কি
কর্তব্য বিষয় পূর্বে চিন্তা করেন না এ ত
সমুদায় সরল কথা এ কথা মইয়া বঙ্গবাসী যে
বাড়াবাড়ি করেন ইহাই মত ভ্রমের বিষয়।

বঙ্গবাসীর আর এক আপত্তি ইংরাজি ভাষায়
নির্ভর কর এরূপ বোঝা বোঝে ধর্ম্মদানি
সম্বন্ধ ও বৈদ্যিক ভাষার অনাদর সম্পাদকের ইচ্ছা
চিন্তা কুরা উচিত যে এক ইংরাজি ভাষার অণ
লখন ভিন্ন সমগ্র ভারতের সাংস্কৃতিক চর্চিতে
পারেন না ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন ভাষা এমত
অবস্থায় বৈদ্যিক ভাষায় আপাততঃ কাব্য চর্চিতে
পারেন না তবে চেষ্টা করিলে ভবিষ্যতে হইতে
পারে আর রাজনৈতিক আন্দোলনার্থে যে বিলা-
উদ্ভাতে ধর্ম্ম দানির সম্বন্ধ ন ই ভাবভেদ ইতিহাস
দৃষ্ট করুন অনেক সময় ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাধারী বাক
নৈতিক বাপাত্রে মিলিত হইয়াও অধর্ম্ম রক্ষা
করিয়াছেন।

তবে স্বীকার করি সভার অনেক জটী আছে
কিন্তু সভার যতনের দ্বারা দৃষ্টিপাত করিলে সে
জটী নার্কবীর বঙ্গবাসী যদি উত্তমোত্তম শিল্পের
নিকট সুখরোচিত কার্যের আকাঙ্ক্ষা করেন
তাহা প্রকৃতিবিরুদ্ধ, বঙ্গবাসী সম্পাদকের আর
একটা বীকা ঘরে উল্লেখ প্রবে দাঁসি পাত্র অর্থাৎ

বায়ু শব্দের উপহাস। বায়ু শব্দের
ব্যবহারে বৈষ্ণব গোড়ানী কাগজে
প্রকাশ করেন নিজেরা কি সেরণ ব্যবহারে
বেশাম যদি পরকে বলিয়া ত অগ্রে 'মজ্ঞ'
সাবধান হইয়া চল পরে পরকে বলিও, তাহা
না হইলে ঠিক এষ্টরূপই হয় অর্থাৎ চাই জন একত্রে
কৃতকাল র গিয়া স্তরাপানাস্থব একজন চালাকি
করিয়া অগ্রে থাকিবে আসিয়া নিজে সস্তী স্তরা
পানার্থ দেবানে বহিয়াছে পৃথিবীদিগকে
দেখাইয়া নিজে ভর হইলেন।

তাই যদি কল পড়েছে বিবন দীর্ঘভাবে
চিন্তা না করিয়া একটা মত প্রকাশ করিয়া বাকী
কুরি লইব সভ্যের চেষ্টা কিন্তু ঠিক সভ্যের
নিকট চালা কি কত কণ ছাড়ি হইতে পারে।

সংবাদদাতার পত্র।

পারাগসী।

আমি পূর্বেই লিখিয়াছিলাম যে এখানে একটা
ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। সিন্ধোলে যে
ব্রাহ্মসমাজ আছে, এখন তাহার কার্য নিয়মমত
হয়, আর এখানেও গৃহ উৎসবে মত ইহার
কর্ম্মকারিতা চলিতেছে। মাঘাংশের ব্রাহ্মদিগের
বড়ই অঙ্গনের দিন। সেট জনা উক্ত সভ্যের
সভাগণ এই মাঘাংশের উপলক্ষে সাহায্য
উদ্যোগ করিয়া নিম্নলিখিত প্রণালীতে উৎসব-
কার্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন :-

১০ই ম. অপর ১৭ ঘটিকার সময় জীমুজ
রামচন্দ্র নৌ লক মন্ডালয়ের বাটীতে উদ্বোধন
হয়, ইহাতে ভারতবর্ষীর ব্রাহ্মসমাজের প্রসিদ্ধ
প্রচাবক জীমুজ অমৃতলাল বসু মহাশয় আচার্য্যের
কার্য করিয়াছিলেন। পরে কিয়ৎকাল সংগী-
তাদি হইয়া ঐ দিনসের কাব্য শেষ হয়। পর
দিন ১ ই ম. পূর্বাহ্ন ৮ ঘটিকা হইতে ৮।।-
ঘটিকা পর্যন্ত সংগীত হয়। তার পর ৮।।।
হইতে ১০।।টা পর্যন্ত উপাসনা, ইংরাজী কার্য
অতি ছন্দরূপে প্রচেষ্টা অমৃতবারু নির্বাহ করিয়া
ছিলেন। তার পর বিজ্ঞান এই সভ্যের ব্রাহ্মগণ
আড়াই মন চাউল জন্ম করিয়া দীন দুঃখীদিগকে
বন্ডরণ করিয়াছিলেন। পরে অপরাহ্ন ১টা
হইতে ৩টা পর্যন্ত পাঠ ও আলোচনা হয়।
ইহাতে জীমুজ নীলমণি পণ্ডিত, জীমুজ রামচন্দ্র
মৌলিক ও জন্মের অমৃতবারু বিশেষ মনযোগ
পূর্বক ও সভ্যের সহিত যোগ দিয়াছিলেন; এই
রূপ আলোচনার সভ্যের অনেকেরই বিশেষ কীর্তি

লাভ করিয়াছিলেন। তাহার পর ৩টা হইতে ৪।।
পর্যন্ত বর্গসংকীর্তন ও ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্ম
হয়। সভ্যগণ হইতে বাহির ৩টা সকলে
নৈমিত্য পদত্রে ব্রাহ্মসমাজ হুটী পর্যন্ত তম
হরিদাস সংকীর্তন করিতে করিতে গমন ও তদ্বার
অমৃতবারু কর্তৃক গ্রামধর্ম্ম শ্রবণ বক্তৃতা প্রদত
হয়, বক্তৃতা বড়ই আকর্ষণীয় ও আবেগময়
হইয়াছিল। এমন কি অনেক ব্রাহ্ম ক্রন্দনপূর্ণ
চক্ষু হইতেও অশ্রুগারা পড়িয়াছিল। আর
হরিদাস সংকীর্তনে হিন্দু ঠৈক্ষণ ও ব্রাহ্ম
সকলেই কর্তব্য গতিত যোগ দিয়াছিলেন,
অধিক কি অনেকেরই হিন্দু নানগানে মত
হইয়া আমলে মুতা পর্যন্ত করিতে লক্ষ্য
হইয়াছিলেন। তাহা এই সভ্যের অনেক নগ
সংকীর্তন দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি, কিন্তু এরূপ
অদৃশ্যপূর্ণ হরিদাস সংকীর্তন কখনই শুনি নাই
পরন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে কয়েকটা বল গুরু
তির চিন্তা ধর্ম্মের পাতা এই স্তম্ভ কর্তব্য বা
দি তার জন্য ঠিক সেট স্থানের অপর পাঠ্য এ
জন উদ্য মন্তিক যুগাক উত্তমিত করি
ব্রাহ্মদিগের উপর অকৃত্য গালি গালাজ বর্ষ
বার্ষ ন্যস্ত করাইয়া চর ছিলেন। বাকী হটক
ইহাতে বড় কিছু অনিষ্ট হয় নাই। সরল
বিশ্বাসী ভক্ত ব্রাহ্মগণ যখন বিদ্রোহ উৎসাহে
সচিত্ত হরিদাস গান করিতে আরম্ভ করিলেন
তখন উপস্থিত স-নেটে তাঁহাদের আশ্রয়
বিফুপ্রমে উদ্ভত ভাব দোখরা শুভি
হইয়া গিয়াছিলেন। তার পর ব্রাহ্মসমাজ
হইতে সইলে মিলিয়া হিন্দু নানগান করিতে
করিতে সভ্যভাবে পুনবাগমন ও ৬টা হইতে
৮টা পর্যন্ত লব উপাসনা ও সংকীর্তন করি
সকলেই আপমাপন গৃহ কবিতা গির ভিলেন
কাশীতে ব্রাহ্মদিগের এই বার প্রথম মাঘাংশ
হইয়াছে। ইহাতে গের্ণ্ডা চিন্দু মতলে আন্দ
লনের বড়ই প্রফল ফল উঠিয়াছে। কেহ কে
ব্রাহ্মদিগের নানী প্রকার কুৎসা চারিবি
রটনা করিয়া বেড়াইতেছেন; কেহ কে
আবার ঈর্ষাভোগে দিত হইয়া তাঁহাদের উপ
যের অত্যাচার করিবারও সঙ্কল্প আঁঠি
ছেন। যাঁহারা সভ্য লাভ ও দেশের চিত্তসা
জনা আর্থ মান প্রকৃতি সমগ্রই ভাগ করি
একত হইয়াছেন, তাঁহাদের কি সামান্য উ
পীকনের তর দেখাইয়া কর্তব্য পথ হই
সহজে মিলিত করিতে পারা যায়?

বিজ্ঞাপন

উৎকৃত
নরল ঠেভজ্য-প্রকাশ

সহজ মেট্রিক্স মেডিক
১ম ভাগ।

উপহার সহ অর্ধ মূল্যে
বসন্ত পাগলিনী

৩ বাহার

বসন্ত পাগলিনী বা অসুস্থ সমাজ রহস্য—
মাজে চুপে চুপে যত কাজ হয় রাজবাণী
পাগলিনীর মুখে ভৎসনাত্মক অতি বিশদরূপে
প্রকাশ হইয়াছে। সমাজের অজ্ঞাতস্বরূপ ঘটনা
বলিত নুতন বরণের পুস্তক এই প্রথম।
মুকার কেবল যে সামান্যিক বিবরের অবতা-
না করিয়া ফল হইয়াছেন তাহা নহে।
কাজে সমাজ (বাসোদীপক ও শুকবা) বর্ণনা-
র উপদেশ প্রভৃতিতে পুস্তকের কলোবরকে
বরণ অলঙ্কৃত কবিতা-রচনা, তৎপক্ষে পাঠক
পূর্ণ অবশ্যই স্মৃতি ও অঙ্গল ত করিতে পারি-
বন। আমরা বিজ্ঞাপনের ছটা বাড়াইয়া
পাঠকগণের মন ডুলাইতে চাহি না, ত ব বসন্ত
পাগলিনী পাঠকগণের মন ডুলাইতে কহর
করেন নাই।

ডিমাই ১২ পেন্সী ১০ কর্ণাতে ও উত্তম কাগজে
ছক সজাও হইয়াছে। অর্ধ মূল্য বাহুল্য সযেত
আমরা এবং ইহার লক্ষ্য তাহা নহী বা কামি-
মালা নামক একখানি পুস্তক উপহার দেওয়া
হইবে অধিক পুস্তক ল'গে বিশেষ সুবিধা
করিয়া দেওয়া হইবে। ভৎসনাত্মক বিব
গলীর নিকট পত্র লিখিলেই জামিতে পারি-
বন। পুস্তক পাইবার ঠিকানা,—

১ম নং কলকাতা স্ট্রীট মোমপ্রকাশ ডিপজিটোরি,
২য় নং গরানডাটা ডারডুংকাসর, কলকাতা
আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

প্রকাশক

জীসীতামাধ ভট্টাচার্য্য

কলিকাতা ৪৮ নং ওরেন্সব'টোয়ীর লেন।
মোমপ্রকাশ কার্যালয়।

—৩৩—

সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকাবলী

১ম ভাগ বাহারগলী ঘোষের স্ট্রীট কলিকাতা
২য় ভাগ বাহারগলী ঘোষের স্ট্রীট কলিকাতা
৩য় ভাগ বাহারগলী ঘোষের স্ট্রীট কলিকাতা
৪য় ভাগ বাহারগলী ঘোষের স্ট্রীট কলিকাতা
৫য় ভাগ বাহারগলী ঘোষের স্ট্রীট কলিকাতা
৬য় ভাগ বাহারগলী ঘোষের স্ট্রীট কলিকাতা
৭য় ভাগ বাহারগলী ঘোষের স্ট্রীট কলিকাতা
৮য় ভাগ বাহারগলী ঘোষের স্ট্রীট কলিকাতা
৯য় ভাগ বাহারগলী ঘোষের স্ট্রীট কলিকাতা
১০য় ভাগ বাহারগলী ঘোষের স্ট্রীট কলিকাতা

গৃহস্থ ও পাড়ারিয়ার ডাক্তারদের জন্য
প্রকাশিত হইয়াছে।

রয়াল ১২ পেন্সি ০-০ তাঁর বেশী।
১ম ১০ টাকার পরিবর্তে ১ ডাকমাণ্ডল/১০
এ পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

শ্রীচণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়
ম্যানেজার।



ইলেক্ট্রো গ্যালভানী

অজুর্বা, কবচ ও অনন্ত।

বি, এম, কার, নির্মাণকর্তা ও আবিষ্কারক।

নং ২৮ মূল্যপূর স্ট্রীট কলিকাতা।

আমার নির্মিত অজুর্বা, কবচ ও অনন্ত অতি-
শুদ্ধ বিজ্ঞান দ্বারা অনেক অনেক রকম নির্মাণ
করিয়া বিক্রয় করিতেছেন। ইহা সকলই জানেন
নে, ভারতবর্ষে ইহা আমিই নির্মাণ করিয়াছি। সুবি-
ধাত মিসাল গোলবার্ট টোমবার্ট অকবার্টস, চারন
লকেট, আমার নিকট হইতে ক্রয় করিয়া বিক্রয়
করিতেন, ম্যালেরিয়া ও পুণ্ড্রতন আর আশ্চর্যরূপে
আরোগ্য হইয়া থাকে, বিশেষতঃ ওলাউটা ও বসন্ত
রোগে ইহার আশ্চর্য উপকারিতা শক্তি দেখা
যাইতেছে। এমন কি ইহা ধারণ করিলে সংক্রমিক
রোগ কর্তৃক আক্রান্ত হইবার সম্ভাব্য নাই। যত্নতঃ
ইহা রক্তপরিষ্কার করতঃ পীড়া আশ্রয়রূপে ও
অপেক্ষাকাল মধ্যে নিবারণ করে। এলোপ্যাথিক,
হোমিওপ্যাথিক, ও চাইড্রেপ্যাথিক চিকিৎসাতে
যাহারা কল পায় নাই তাহারা এই তাকিত ব্যরবেশন
পাইতেছেন। সেগোও-রপার নির্মিত কবচ ও অজুর্বা
তাকিত সংস্কৃত মদিয়া উক্তি করিলে সে নিত্য
সুস্থক ও তাহা ব্যবহারে কোন বর্জ্য কখনই
করেনা হইবে পাঠকগণ এই কবচের মূল্য ১০/০

আমরা, ভজন ১২৮০। প্রতি অজুর্বা মূল্য ১ টাকার
ভজন ১০। প্রতি অনন্তের মূল্য ১২৮০। কবচ ১০
প্যাথিক ও পোটেজ ১ হইতে ৬ বাস। ১০। কবচ
ভজন ১০। ইহার অজুর্বা ও অনন্ত হইতে ইহা
তাহারা বাপ পাইবেন।

—৩৩—

১৮৭৪ অব্দে প্রাপ্ত।

শরচ্চন্দ্র দত্ত এণ্ড কোং।

হোমিওপ্যাথিক ওষধ।

প্রস্তুতকারী।

কলিকাতা মহাশয় এবং হোমিওপ্যাথিক
ডাক্তারদিগের নিকট হইতে উৎকৃষ্টতা
সহজে প্রাপ্যতা পত্র পাইয়াছেন।

মূল্য স্তম্ভত।

ওলাউটা চিকিৎসার ১২ শিলি ব্যবস্থা ও কপু-
রের আবক সহ ৫ টাকা।

গুচ-চিকিৎসার ২৪ শিলির ব্যবস্থা পুস্তক
সহ ৮ টাকা, ২ শিলির ব্যবস্থা ১০ টাকা।

সাধারণ চিকিৎসার ৫১ শিলি উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা
ব্যবস্থাসহ ১৮ টাকা।

ডাক্তারদিগের উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা ২৫ টাকা, সম্পূর্ণ
উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা ৫০ টাকা।

ইংরাজী বঙ্গালী সচিত্র মূল্যনির্ণয়ণপত্র
বিনা মূল্যে প্রাপ্য। ঠিকানা ৫৫ নং কলকাতা
কলিকাতা।

—৩৩—

চলের কলপ।

ইহা চলের ন্যায় তরল, লাগাইতে কোন
কষ্ট নাই। যেসকল পক্ষপন হটক না কেন
মিনিটে গাড় উত্থল করতঃ হইয়া এটি মূল্য
ধাকিবে। মূল্য ১২ টাকা।

রোজমের তৈল।

ইহা ব্যবহারে চারিদিকে ধোলাপের গা
বিস্তার কবে, শরীর শিথ থাকে, শিরঃরোধ
প্রভৃতি। মূল্য ২৪ শিলি ১০, ছোট
আনা।

অমৃতা কালি।

এই কালিতে জিবিবার স র কিছুই দেখা যায়
পরে এবং অগ্নির উত্তাপ লাগাইয়া মাত্র ১০

বেশী থাকবে। গোপনীয় পত্র বিধিবার আশঙ্কা উপায়। মূল্য ১০ আনা।

লিপি পাউডার।

সর্ব প্রকার হাবের মসৌবধ মূল্য ৮০ আনা।

ব্লড পিউরিফায়ার।

এই সালনা ডাকার কবিরাজ ব্যবহার করেন। শোল, মালী, গরমি, খালী, পচা ও পারা বোব সংক্রান্ত সমস্ত বা. ও কোষ্ঠে কাটনা, জুখামাক্স ইত্যাদি সমগ্র মর্মে আরোগ্য হয়। মূল্য ১ টাকা।

এ. সি. বসু এও কোং।

৮২ নং ইকিয়াস স্ট্রিট, কলিকাতা।

অষ্টধাতু নির্মিত অমোঘ

অনন্ত,

অনন্ত ব. বিজ্ঞানিক।



অনন্ত ব. বিজ্ঞানিক।

পূর্ণচন্দ্র দাস কর্তৃক নির্মিত ও প্রকাশিত।

৩৭ নং বেবেটোলা জেন, পটলজালা কলিকাতা।

এই "অনন্ত" অর্প, রোপা, তাম্র, সীস, স্নায়ু, দস্তা, সোণ, পারদ এই অষ্টধাতুতে নির্মিত। ইহা ক্রমাগত অর্পের মাধ্যমে বাতুর উপর অপর সাতটি ধাতু খচিত হইয়াছে। এতদ্বারা এখন তুষ্টি, অস্তে তরল পারদ স্থাপিত থাকার এতদ্বারা ই বিদ্যাত্মক কার্য উৎপাদন করিয়া অষ্টধাতুর গুণ ক্রমশঃ শরীরে প্রবেশ করাইতে শ্যাক ইহাতেই শরীরের ক্রম পরিষ্কার করতঃ সর্বপ্রকার ব্যাধি বিনাশ পূর্বক ক্রমশঃ যেরূপ বৃদ্ধি হইতে থাকে, এই অনন্তকে জীবন রক্ষার মূল ঔষধি বলিলেও অত্যাধিক হয় না। আমি মৃত্যু কর্তে বিশ্বস্ত রূপে বলিতেছি যে, এই সন্ধানী প্রকৃত, আমার এ অষ্ট ধাতু নির্মিত অনন্ত ধারণ করিলে পর শরীর সম্বন্ধে মানা প্রকার ব্যাধি হওয়ার আশঙ্কা আর কাহারও করিতে হইবে না।

বিশুদ্ধ অষ্টধাতু নির্মিত অমুরী।



নব্য সম্ভাব্যের মাধ্যমে কেহ কেহ অনন্ত ধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া পড়েন। এত অপ্রচারণা মাত্র হইতে আমি মৃত্যু অষ্টধাতু নির্মিত অমুরী প্রবিকার করিতেছি, অনন্ত ও অমুরীর উভয়েরই রোগনাশক গুণ ও শক্তি একই প্রকার, ইহারা অমুরী লইবেন তাঁহারা যথাপি ইচ্ছা করেন তাহা হইলে তাঁহাদের নাম বিনা খরচায় অমুরীর উপর খেঁচিতে করিয়া দেওয়া হইবে। যথাপি অমুরী অষ্টধাতু নির্মিত না হয় তাহা হইলে মূল্য ফেরত দিবে। অনেক মনোহর ব্যক্তি অমুরী ক্রয় করেন যে পারা ইহাতে সংলাপ করা যায় না কিন্তু আমার সাক্ষ্যে মৃত্যু সঙ্কারে পারা সংযোগ প্রাণী লিখা করিয়াছি। আহার করিবার সময় অমুরী খাওয়া হইতে ধারণ করিয়া আহার করিবেন।

আজ কাল নানা প্রকার ঔষধি ধাতুনির্মিত কবজ ও অমুরীর ইত্যাদি বাহ্যে অষ্ট ধাতু নির্মিত বলিয়া প্রচলিত হইতেছে, তাহা যে কত দূর সত্য আমরা তুলনা করিতে চাহি না। কিন্তু সংবাদ-গণ রক্ত প্রবাহে কাচ ক্রয় করিবেন না। হোট ও বড় প্রত্যেক "অনন্ত" মূল্য ২ টাকা, ডজন ২০ টাকা, প্যাকিং ও পোষ্টেজ ১ হইতে ৩ টাকা। ১০ আনা : ৭ হইতে ১২টি ৮০ আনা। অর্ডার পাইলে তাম্র পেপারে প্যার্সেলে মাল পাঠান হইবে। আর বিদেশীয় মহোদয়গণ অনন্ত ক্রয়কালীন অমুরী করিয়া হস্তস্থিত মাল পাঠ ইয়া দিবেন।

অনন্ত যে সকল স্থানে বাতু খচিত হইয়াছে তাহা একেকটি করিয়া মিলাইয়া লইবেন। আর উক্ত সন্ধানীর আবেশমত হকিৎ হস্তে ধারণ করিবেন। অমুরী ও পূর্ণচন্দ্র কর্তৃক নির্মিত জল দিও গোঁড় করিয়া লইবেন, বাহ্যে কবজ অমুরী লইয়া ঠকিরোহেন তাহারা একবার পরাক্ষ করুন।

যেসকল কর্মখালির বিজ্ঞাপন আবাদিগের নিকট আসিবে, তাহা এখন একবার বিনামূল্যে প্রচারিত হইবে। তাহার পর নিয়মিতভাবে মূল্য লওয়া হইবে।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিদ্যে সংকারে সাধারণতঃ কর্তব্য করেছি, ইহা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার

বাঞ্ছা করিবেন তাঁহারা সোমপ্রকাশের পত্রিকা বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পত্রিকা ৮০ আনা, তাহার পর ৮০ আনা। ইংরাজী অক্ষরে প্রকাশ হইলে ৮১০ পরমা করিয়া লাইন প্রতি বার বরা হইবে।

যে সকল কর্মখালির বিজ্ঞাপন আবাদিগের নিকট আসিবে, তাহা এখন একবার বিনামূল্যে প্রচারিত হইবে। তাহার পর নিয়মিতভাবে মূল্য লওয়া হইবে।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কতকটা

বিবরণ নিম্নে।

সমগ্রপক্ষে সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য ডাক মাসুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং বাৎসরিক ৫১০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাকমাসুল সমেত ৫১০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা বার্ষিকের নিয়ম নাই। শিক্ষক ও ছাত্রদিগের জন্য ডাক মাসুল সমেত ৩০ টাকা ছিন্ন করা হইয়াছে।

অগ্রিম মূল্য বা পাউলে মক্কায়ে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। বাতাব্য সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা যত্নে নাম ধাক্কা দিও করিয়া লিখিয়া ৪৮নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন কলিকাতা জিহ্বক উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্তীর নামে নোট, তাহার বরাতে চিঠি, যথি অডাব, ইহার অন্যতর বাহ্যে বাহ্যে স্থিতি হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্ড আনার অধিক মূল্য টিকিটে প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিম্নলিখিত হইবার পূর্বে কেহ সোমপ্রকাশ প্রেরণ অমিক্রম হইলে অবশিষ্ট মূল্য কিরাইয়া বেগ হইবে না।

বাহ্যে মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি এখন ক বাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পত্রিকা ৮০ আনা তাহার পর ৮০ আনা দিতে হইবে কেবল ইংরাজী অক্ষরে প্রতি বার ৮১০ পরমা করিয়া লাইন ধরা হইবে।

প্রেরিত, সংবাদবাহ্য, জন্মকালোপত্র ও জন্ম প্রকৃতি যেসকল বিষয় নামা স্থান হইতে প্রেরণ আইসে তাহার মতামত বা কোনকিছর বিচ্ছিন্ন বা সঙ্কট এবং সত্য বিধা। খেঁচিয়া বিদ্যে সম্প্রদায়, প্রিন্টার বা প্রাইটার দ্বারা মতামত

এই পত্র ৪৮নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন কলিকাতা জিহ্বক উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্তীর নামে নোট, তাহার বরাতে চিঠি, যথি অডাব, ইহার অন্যতর বাহ্যে বাহ্যে স্থিতি হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্ড আনার অধিক মূল্য টিকিটে প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিম্নলিখিত হইবার পূর্বে কেহ সোমপ্রকাশ প্রেরণ অমিক্রম হইলে অবশিষ্ট মূল্য কিরাইয়া বেগ হইবে না।

संस्कृत-संज्ञा-संग्रहः

‘ମୌସିକା ଗୀତ କାବ୍ୟେଷି ।

বলা বাহুল্য সোমপ্রকাশ বিশ্বস্তভাবে দেশ মধ্যে পরিচিত, ক্রমে সোমপ্রকাশ কার্যালয়ের ব্যয় আদিক্য হইতেছে।

করিতে করিয়া জন্ম পাইতেছে দুইটা
আলোর বর টাকা লহ অমর বের করিয়া
করের তিনায় এতক্ষণ বিদ্যার
করকের নামে পত্র লিখিতে পারিলে
অথবা খরচ পুঙ্খ নুঙ্খ হইতে।

কোন গুরুতর কার্যের ক্ষেত্রে
ইচ্ছা করিলে সমিতির সহকারি
মিঃ টিঃ হুইট। বন্দোবস্ত করিতে পারেন।

‘त्रिभुवनं चन्द्रको’ ।

ଏହାଙ୍କର ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ।

— 10 —

এখন হইতে কোন রূপ কথা বার্তা বা সোমপ্রকাশের মূল্য দিবার জন্য সোমপ্রকাশ ডিপজিটরিতে যাইবার আবশ্যক নাই নিজের টিকানায় সোমপ্রকাশ আফিসে আসিলেই সমুদয় কার্য শেষ হইবে।

আজ, কাল সোয়প্রকাশ প্রেসে
সকল প্রকার ছব ওয়ার্ক ও পুস্তক মুদ্রণ
কার্য সুচারুরূপে ও স্বল্পত মূল্যে
সম্পন্ন হইতেছে। চেক, দাখিলা, চিঠি,
লেবেল, বিল, পিটিসন ও পুস্তকাদি
যাবতীয় বিষয় ইংরাজি বাঙ্গলা নানা-
প্রকার মূতন অক্ষর বর্ডার ও নকশা
প্রস্তুত আছে। সমুদায় আবশ্যকীয়

কীৰ্ত্তা বিধানের সহিত গণমাধ্যম হইবে
সোম প্রকাশ হইবে, কখনই গণমাধ্যম
প্রবন্ধনা হইবে নাই ও হইবে না, গণমাধ্যম
সংস্কারের নিমিত্ত হইবে আদর্শ হইবে
হইবে, নতুন প্রকার কাৰ্য্য করণ, করিবে
পারেন।

সেইসময়কার সমাজের মনোভাবের পরি-
পাক ছিল। মনিষ্যের স্বাধীনতা, অস্বাধীনতা
আমাদের সামনে নিত্যের চিত্রায়িত
বেন। অপরের নামে পাঠাইবার আবি-
শ্যক নাই, তাহাতে আমাদের হস্তগত
না হইতে পারে, এ বিষয়ে যেন সকলের
বিশেষ দৃষ্টি থাকে।

সোমপ্রকাশ কার্যালয়, ৪৮ নং ব্রজবল্লভ
চৌধুরী লেন—কলিকাতা।

শ্রী দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ।

সেইকালেই বসন্তকাল ।

ଅମଳକାନ୍ତ ଅମଳ ବୃକ୍ଷାଂ ।

अर्थः ।

বাক্সালা বেহার উড়িয়া অঙ্গীকৃত
প্রত্যেক জেলার সংক্ষেপ বিবরণ
বাক্সালা ভাষায় এরূপ পুস্তক নাই
হািদা প্রাক্তন সকল সম্প্রদায়ের পাঠ্য ।

ଗାଁ ଡାକ ଡେକାନ୍ସ ଶିକ୍ଷାକ୍ରମର ମାସାଞ୍ଚିକ ଆୟତ୍ତ
 ସାଧନାର ଗୁଣିତ ବୃଦ୍ଧି, ଛାତ୍ର ସାମିତ୍ୟ, ଗ୍ରାମ୍ୟର
 ପ୍ରଗତିର ଗୁଣିତ ଆଗ୍ରର ବିବରଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ
 ଛାତ୍ର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗ୍ରାମ୍ୟର ଗୁଣିତ ବିବରଣ

জন্মলাভ পূর্ববর্তী পঞ্চম পরিচয় সহ পুস্তক খানি
নিখিত হইতেছে। সমস্তই স্বাস্থ্য সন্ধান
পঞ্জিকার পঞ্জিকা তার সমুদায় আভ্যন্তরীণ
কালে বর্ণিত হইবে।

যদি আমি একটি বর্ষব্যয় খুঁজি বিবরণ সহ
কেন করিগছি, এতদ্বারা ১০০ টাকা
নিবেদন দ্বারা পাইবেন, অতএব
সকলে প্রার্থনা হইয়া উৎসাহ প্রদান করেন এই
প্রার্থনা।

পুস্তক খানি ডিমাই আর্টপেজি কর্তার ৩০
কর্তার প্রায় পাঁচশত পৃষ্ঠার চারি খণ্ড শেষ
হইবে ৩০এ ফাল্গুন প্রথম বণ্ড প্রকাশ হইবে,
তৎপরে প্রত্যেক তিনমাসান্তর অন্য অন্য বণ্ড
প্রকাশের সভ্যবনা।

সমুদায় চারি খণ্ডের অগ্রিম মূল্য ২, টাকার
মাত্র মাত্র ১০ আনা প্রত্যেক বণ্ড মাত্র ১০
আনা।

সোমপ্রকাশের সমুদায় প্রার্থক ও বিহীন
হাত ছাড়া অল্প মূল্য ১ ও মাত্র ১০ বিলে সমু
দায় পুস্তক পাইবেন। কার্যালয় হইতে পুস্তক
দেওয়া গেলে মাত্র লাগিবে না। ৩০এ ফাল্গুন
বধে মূল্য পাঠাইল সর্বসাধারণে ১০০ টাকার
সমুদায় পুস্তক পাইবেন।

ঐতিহাসিক বঙ্গোপাধ্যায় জমিদারী
মূল্য পাঠাইবার নাম ও ঠিকানা।

ঐতিহাসিক বাহু উপেন্দ্রচন্দ্রের চক্রবর্তী সোম-
প্রকাশ অধ্যক্ষ ৪৮ নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন,
কলিকাতা।

সুন্দর মূল্য ইঞ্জিন বিক্রয়।

একটি পোর্ট এ বেল অর্থাৎ গাড়ী ইঞ্জিন
দুইটি অর্থাৎ বেল চা লত বেল।

একটি এন্ডে সনরি বা ২০০ ইঞ্জিন, পোর্টের
অর্থাৎ বেল চা লত বেল।

২০ নং রাজস্বাধ্যক্ষ চৌধুরীর বাড়ি রোড
শিবপুর-বাঁকুড়া।

বিশেষ সুবিধা

সোমপ্রকাশের

সুন্দর মূল্য।

ও দাঁতের জন্য।

বর্তমান সনের আগামী ফাল্গুন বা
সের মধ্যে যাঁহারা নতুন গ্রাহকপ্রার্থী
ভুক্ত হইবেন, তাঁহারা অগ্রিম বার্ষিক মূল্য
৬০ টাকায় এই প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রে খানি
পাইতে পারিবেন। এই সুন্দর
নিয়মের সময় অতীত হইলে (অর্থাৎ
চৈত্র মাস হইতে) নতুন গ্রাহকগণকে
সাধারণ নিয়মের বশবর্তী হইয়া গ্রাহক
প্রার্থীভুক্ত হইতে হইবে। ইহার পর
সাধারণে একরূপ সুযোগ পাইবেন না।
নতুন গ্রাহকগণ অধ্যক্ষের নামে ৪৮ নং
গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন, কলিকাতা।
এই ঠিকানায় মূল্যাদি পাইঠাবেন।

বিনা মূল্যে বিতরণ।

ডাক্তার সন্তোষনাথ মুখোপাধ্যায় কৃত।

সরল চিকিৎসা।

(দ্বিতীয় সংস্করণ—পরিবর্তিত, ডিমাই ১)

পেজী ৮ কর্ণার সম্পূর্ণ)

পঞ্জীগ্রন্থবাসী গৃহস্থ বাহেরই আবশ্যক। ডাঃ
মাস্তানাথ বসু ১০ এক আনা, সুবরন ডিম্পেন-
স রি, ভবানীপুর কলিকাতা।

গবর্ণমেণ্ট পেমেন্ট—লক্ষ্য

-৩৩-

হোমিওপ্যাথিক ডিম্পেনসারি

৩০২ মির্জাপুর স্ট্রীট, পটলভাঙ্গা রোডের বাকিং
কমিক ডা।

চিন্তার আক ডিম্পেনসারি রাজার বাগান,
শ্যাম বাবুর বাড়ি।

কে, ডি. সরকারের উপদেষ্টা
রোগের পারাবর্তিত
মহৌষধ।

সিলাহি বিজ্ঞানের অবলম্বন সময়ে বেস্টার্ন
জন্মলাভ এক সুন্দর ককীরের মিকট প্রাপ্ত।
গত ২৬৭২সর ইচ্ছা বিনা মূল্যে বিতরণিত হইয়াছে
কিন্তু প্রবেশ ইহার উপকারিতা ও বণ্ড প্রচারের
সচিত্র ইহার প্রার্থক এতদ্বারা সুবিধা হইয়াছে যে
বিনা মূল্যে বিতরণ এক প্রকার অসম্ভব হইয়াছে।
এই সকল এবং অন্যান্য কারণে ইহার মূল্য নির্ধা-
রণ করিলান। ইহাতে কোন প্রকারের পারা
নাই, ইহা অল্পকাল মাত্র সেবনেই সহজ সহজ
লোক এই উৎকর্ষ পীড়া হইতে সম্পূর্ণরূপে চির-
রোগ্য লাভ করিয়াছেন। গর্ভবতী স্ত্রী কেবলমাত্র
ইহার সেবনেই রোগাশুক্ত হইয়াছে। (গর্ভাবস্থায়
সেবন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ) ইহার দ্বারা শিশু সন্তান
ও শৈল্পিক রোগ হইতে সম্পূর্ণ অব্যাহতি পাই-
য়াছে। ইহা রোগের সর্বাবস্থায় আন্ত কল্যাণ
এমন কি পারাবর্তিত এবং সেবন জমিত সুবিধা রক্ত
ও পরিষ্কার করে ও শরীরের সকল প্রকার কল
ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করে, এই রোগের
একরূপ পারা বর্তিত অর্থাৎ মহৌষধ এ পর্যন্ত
আবিষ্কৃত হয় নাই। কয়েকজন সুবিদ্বান ডাক্তার ও
সম্রাট ব্যক্তির প্রথম প্রশংসাপত্র এবং উৎসাহ
সেবনের নিয়মাদি উৎসাহের শিশির সহিত থাকিবে
আনন্দে লিখিতই উক্ত প্রশংসা পত্রাদি থিমা বাবে
পাইবেন। প্রত্যেক শিশির মূল্য ২।০ প্যাকিং ১০

শ্রীকালীদাস সরকার

সচিত্র চিঠির কাগজ।

এ প্রকার চিঠির কাগজ এই প্রথম। স্বাক্ষর
রমণী বৃষ্টি মিশে 'সুন্দর আশা' সরস্বতী বৃষ্টি
সম 'ভারি' ছাপান ইত্যাদি, সুন্দর সুন্দর, সুন্দর
সকলের ব্যবহারের উপযোগী মূল্য সুন্দর পাঁচ
বিজ্ঞা ১০ আনা মাত্র ১০

জে, কে, শর্মা এও কোং।

৩৭ নং কলকাতা স্ট্রীট কলিকাতা।

প্রেরিত পত্র

বর কাগজে গ্রাহক কনি ক'বা চড়া।

১

কে বলেরে হর না গ্রাহক বাংলা কাগজের
বাংলা পত্র হর না প্রতি সজ বাবুসের,
টেবিল বোকা কাগজ লিখে—

যাহা দিবে সবার চক্ষে

করবে গ্রাহক নেয়ে ছেঁল বুঝ বুঝোদের।

কে বলেরে হর না গ্রাহক বাংলা কাগজের।

২

গলি ঘেবে সাতের লোকে লাট গভর্ণের
হাডনাকো গালি দিতে পাখির পেগঘের,
বিশেষতঃ জাফর ডালা—বর্ষ বর্ষ করে যলো
আতে হাতে লেগে লিখে কীর্তি জাফরের
কে বলেরে হর না গ্রাহক বাংলা কাগজের।

৩

পূঁথি পূঁজি লিখবে নানা লোক হাঁসানে বড়
গ্রাহক হলে দিব তার উপহার বড়
মডেল জাফর ডালা লিখে—

বাকালী ইংরাজ চরিত্র লিখে

উজনি ড লিখবে লোকে বাংলা দেশের,

কে বলেরে হর না গ্রাহক বাংলা কাগজের।

৪

সববর্ষ ছেঁকে দিবে ছেঁকোনির মতে
আর কি বাবুতে দিব লোকে নিরাকারিতে
বেদ, বাইবেল, কোরাণ তুল নাট, সভা একতুল
মাঝে সাকার এবার বড় বোণী এবিদের
কে বলেরে হর না গ্রাহক বাংলা কাগজের।

৫

লিখে দিব গ্রাহক সংখ্যা পত্রিতে আর
গ্রাহকসংখ্যা আবারে বিংশতি হাজার
তরুকে ব'বে গ্রাহক বেবে—

হই বুঝা পত্রের থেকে

কনি অর্জার করবে লোকে বড় এসেদের
কে বলেরে হর না গ্রাহক বাংলা কাগজের।

৬

লিখে এবার সকলকে পকসেব ছেঁকে
হুজুক বুকে হুজুক দিবে কুড়ি বাটের মতে
পাত মকুর লিখে দিবে, এই খাজে বাকালী,
জবে সবে পাত্র কথা পাত্তাহুরের
কে বলেরে হর না গ্রাহক বাংলা কাগজের।

মান্যবর

ক্রিয়াকারী সোম প্রকাশ সম্পাদক মহাশয়

সমীপে।

মহাশয়!

বঙ্গবাসী ও দৈনিক নামে দুইখানি সংবাদ
পত্র ক্রিয়াকারী গোবিন্দচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এতীত
"বঙ্গবাসী" নামে একখানি পুস্তকসম্বন্ধে
মন্তব্য দেওয়া প্রথমতঃ প্রহু কর্তার প্রতি বড়
বুধাই হইতাহিল। কিন্তু এনিকে বড়ের সংবাদ
পত্র সম্বন্ধে মাত্রক অল্প "উত্তরান বিবরণ"
পত্রে প্রহু খানির আশ্রয় প্রসংগে পাঠ করি-
লাম। এইরূপ বোর বৈবনা দেওয়া উক্ত প্রহু
একখণ্ড সংগ্রহ করিয়া সমালোচকের সুতীত
বিকট দৃষ্টি সহকারে উহা পাঠ করিলাম।
পুস্তক খানি পড়িয়া যাহা পাইলাম তাহাও
যদি। প্রহুকার স্বীকার করিয়াছেন যে তিনি
আধুনিক ভাষার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে পারেন
নাই। আবার মতে তিনি উহাতে দৃষ্টি না
রাখিয়া ভালই করিয়াছেন। কারণ বঙ্গবাসী
ও দৈনিক প্রকৃতি পত্রে বেরূপ আধুনিক
ভাষার জোড় বহে, তাহাতে ব্যাকরণ অভি-
ধানাদি ভূগবৎ অনেক দিন তাবিত। ইচ্ছাছে।
এ সকল কলোদর সম্পাদকগণ তাবের উল্লাহা
নিজে কলবের বোড়ে যাহা দেখেন, তাহাই
ভাষার সৌন্দর্য্য বিলুপ্তকির মনুনা। উহা-
বিগের কোড়ে সুদী পাঠকগণের নিকট এরূপ
'লিখিয়া এবং উপযুক্ত পুস্তকগুলির কচারিৎ
কৃমিকা ও বড় চোর ছড়িগত পর্কণ হুজ
দৃষ্টিতে নিরীকণ করিয়া সমালোচনে কিঞ্চিৎ
কাটবার রসিকতা করিয়া বাহাছুরী দেখান।
এ উলো আবারে কাছে বড়ই অসহ্য।
তাই আমি গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের আধুনিক-
ভাষী প্রহুর ভাষার প্রসংগে করি। প্রহু
খানির বিবরণ বড় উক্ত, বেদ ও তত্ত্ব গত আধ্য-
াত্মিক তত্ত্ব আবার পূর্বক উহা রচিত, হুজরাৎ
এবং তৎকাল ব্যক্তির হুজরে সকল গাণিবার
মন্ত বনা অতি অল্প। বিশেষতঃ প্রহুর প্রায়
সকলই তার জগৎকরের প্রহুর মায় হুট তিম
ও তারি প্রকার অর্ধ, তবুলাদের উহার ভাষা
ও গভীর ও গভীর। তবুইরা দেখিতে পারি-
লেই অগার অসহ্য অসহ্য হর। কবিত্তে
বিশ্বপও হুজাৎ, করণ অসহ্য কালিদাস,
বাই, ভারবি কীর্ত্ত ও হুজরাৎ প্রকৃতির কৃতিত্ব
হুজরাৎ মায় কীর্ত্ত হুজরাৎ ইচ্ছাছে সেই

সকল আভিনব ভাব সন্নিবেশিত হইতাহিল।
অপিচ প্রহুর সর্বাত্মক পাঠে বড় উল্লাহা
বড়, জাফা বোণীদিগেরও আশ্রয় করি-
তাঃ উপযোগ পাঠের আশ্রয়ের মায় কনি-
মহে। এরূপ প্রহু আঃ কাল আবার কেহ
লোখেন না বাঃ লিখিতে অসহ্য বলিয়া এবং
বঙ্গবাসী ও উহাভের বঙ্গ পাত্র সাধারণের
তাহা বুঝিবার ও ধারণা করিবার শক্তি নাই
বলিয়া কি প্রহু খানা অবলোকেই দিতে হইবে?
উহা বড় অসহ্য কথা। বাংলাভুক্ত এবার বোটাছুরী
প্রহু খানির সম্বন্ধে হুই একটা কথাই বলিয়া কাজ
হইলাম। বঙ্গবাসী ও দৈনিক তাহা যদি পু-
স্তক এইরূপ সমালোচকের হুজ রসিকতা
প্রকাশ করতঃ সারস্বাদ প্রহু'ক অসহ্য ও
অসহ্যে সারস্বৎ প্রতীত করিতে চেষ্টা পান,
তবে অগত্যা আবারে ও গভীর নেতকম্বনে
অসহ্য নিরুপ করিতে বাহা হুইতে হুইতে।
একপ্রা একটা কথা এই যে, গঙ্গোপাধ্যায় মহা-
শয় বুঝা কি হুজ যে জেনীর লোক হুটন উহা
বিবর্তনসারে তিনি আবারের শির শ্রমীর এবং
চিরস্বরণীর সম্বন্ধ নাই। উহা প্রহু বড়ই
গভীর সমালোচন করিতে অসহ্য পাই-
ততই গাভুর আশ্রয় অসহ্য করিব। বিবর্তন
সম্পাদক প্রহু খানির তার মর্ষ প্রহু পূর্বক
সাধারণ সমীপে সভা প্রকাশ করিয়াছেন
তবুও তিনিও প্রহুভাষের পাত্র। উল্লাহা মায়
সুবিধান সম্পাদক যদি উক্ত প্রহুর সারস্বৎ
উৎকৃষ্টতা প্রতিপাদন না করিতেন তবে
হুজরাৎ আবার অসহ্য বিবর্তন পুস্তক খানি
অপাঠ্য বিবেচনায় অগ্রাহ্য করিতাম। কিন্তু
হুজের সাধন্য আবারে সভা কবদও চিরবি-
ও থাকে না। তলতঃ পুস্তক খানি আবারে
পাত্র সর্বাত্মক হুইলেও উহা হুজ
হুজ হুজকগুলি হুপার তুল আছে। আঃ
খানি এই তুল অপরিস্রাব্য কিন্তু তখানি আঃ
প্রহুকারকে অসহ্য করি, তিনি যেন তাঃ
সংকরণে উল্লাহির অপসারণে সাধন্যসাঃ
চেষ্টা করেন। পরিশেষে গঙ্গোপাধ্যায় মহা-
শয়ের রচনা কোপলে সন্নিবেশ প্রীত ও
আপ্যারিত হুইরা বঙ্গবাসী সংকৃত কবিতা
যাহা ইচ্ছার সমীপে উহা মঙ্গল প্রার্থন
করিলাম।

যে বিত্তীয় কবিত্তব বিবর্তন প্রাতোষক সর্ব
বাধুয়া পরমর্ষ তত্ত্ব কল্যা গোবিন্দচন্দ্রঃ প্রিয়া

— 22 —

শ্রীমত বঙ্গবন্ধুর ইচ্ছানুসারে বিদ্যালয়ে
একখানি এক. ডি. এস. স্নাতক পরীক্ষা
দিত যেখানে। পড়ার ফল এই
বিদ্যালয়ী ছাত্রের উপলক্ষে শিক্ষিত বি
দ্যালয়ী ছাত্রের উপলক্ষে শিক্ষিত বি

বিশুদ্ধতাগত বাণী যুবকগণকে
সমাজসুষ্ঠু করা একান্ত আবশ্যিক। তাহা
হইলেই সকলে যুক্তিতে পাবিবেন যে মহা
শায়ী এই পদাধি বৎসর যুগে রত রাজ্য
শাসন করেন নাই। আমরা পত্রপত্রকে
জিজ্ঞাসা করি যে এইরূপ হইলেই কি মহা
শায়ী উদ্দেশ্য সকল হইবে? তবে কি
অধর্ম পথিত্য গ করানই মহাশায়ীর ভাবিত
শ সনের চরম লীলা?

—•••—

আমরা শুনিয়া আশ্চর্যিত হইলাম যে
উইলসন সাহেব মান্যবর হ্যারিসন ও কলি
কাতাঙ্ক বিদ্যালয় সমূহের অধ্যক্ষগণের
সহায়ত্ব ও সাহায্যে জুবিলি উপলক্ষে
বিদ্যার্থী বালকগণের অগ্রীকীড়া দর্শনের
বিশেষ সুবিধাজনক বন্দে বস্ত করিতে
ছেন। হিন্দু বালকগণ আলিপুর পশুশালায়
বাগানে ও অন্যান্য বালকগণ বেলভেড়িয়ার
বাগানে খসন করিয়া বখাবোলা জলযোগ
করিতে পাবিবে। এ জন্য সম্প্রতি ৩০০০,
টকা টাঙ্গা ভোলা হইয়াছে এবং অরও
টকা অসিবার সম্ভাবনা আছে। বালক
ও বালিকাগণের সংখ্যা সর্বসমেত প্রায়
৮০০০ হইবে। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণ
স্ব স্ব বিদ্যালয় বালক বালিকা গণের গম
ন, গমন জন্য বন্দে বস্ত করিবেন এবং ভাল
মন্দে নারী ধ করিবেন। গভের মাঠে খেড়
দৌড়ের স্থানে এই সমস্ত উৎসব ব্যাপার
সংস্থিত হইবে। এইরূপ আশা করা যায়
যে মহাশয় জাতী পেডি ডাক্তার বালক
গণের এই কৌতুকর আগমন প্রণীতে
রূপাকটক করিবেন। অতি শিশু হ্রাসগণ
এ উৎসবে অধৃত হইবে না। কলেজের
ছাত্রগণকে স্ব স্ব বন্দে বস্ত করিতে হইবে।

—•••—

আমাদের সুযোগ্য সহযোগী লিবারেল
বলেন—যে কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে,
জুবিলি উৎসব কখন আসে না হইয়া, কেনারি
নামে কেন হইবে। এক কারণ এই যে জুবিলি
নামে বেরুপ যর্বা আরও হয় তাহাতে কেনারি
উৎসবকর্মী শ্রমানে সম্পন্ন হইতে পারেনা।
কিন্তু তাহার আর এক বিশেষ কারণ আছে।

গভর্নমেন্ট আমাদিগকে কেনারি নামে
এই উৎসবে আনন্দিত করিয়া সৎসা
সেই নুতন কর রক্তির বিবর জ্ঞাপিত করি-
বেন ও আমাদিগকে অবশিষ্ট কর মাস
নুতন রাজস্ব দিবার আদেশ ব্যত রাখিয়া
কি মহাশয়েই কল্যাণিত করাইবেন।
কি মহাশয়ের আশা।

—•••—

বিশাখী সংবাদ পত্র সমূহ ব্রহ্মদেশে
আন্তর্জাতিকভাবে অত্যন্ত হর্ষ প্রকাশ
করিতেছেন। কিন্তু তৎকালে এখনও আমের
পরিগ্রহ খোকা ও সাল নির্মিত কলিতে
হইবে। আধুনিক তত্ত্ব সৈনিকসম্প্রদায়
ব্যতীত উত্তরপ্রদেশ ১৩-১০ ও দক্ষিণ ভাগে
১৪০০ সর্বসমেত ৩০,০০০ পুলিশ বল
সংগ্রহ করিতে হইবে। এইরূপ হইলে
বেধ হয় তথ্য কতক শান্তি স্থাপন করা
হইতে পারিবে। যাই হউক আমাদি-
গকে পদে পদেই ব্যয় গ্রহ হইতে হইবে।

—•••—

জুবিলি উপলক্ষে যে ব্যবহারিক বিদ্যা-
লয় স্থাপিত হইবে তথ্যর বেন দেশীয়
ভাষা সাহায্যে উপদেশ প্রদান করা হয়
তাহা হইলে পঠ সমস্ত ছাত্রবর্গের সন্থিক
ছাত্রসম হইবে। নতুবা, বিদেশীয় ভাষা
প্রচলিত হইলে তাহাতে ছাত্রবর্গের উপ-
যুক্তকর্ম ব্যতীত লাভ করিতে হইলে
রূপা কথেক বৎসর অতীত হইবে।
দেশীয় ভাষা দ্বারা শিক্ষা দিলে তা
শিক্ষা ও বিদ্যাশিক্ষা এক সঙ্গেই বর্ধিত
হইতে পারিবে।

এতদিনের পর বাণিজ্য পথে যে ভাব-
তর্কাসিগণ অপূর্ণ উন্নতি লাভ করিবে
তাহার সূত্রপাত হইল। এতকাল ভার-
তীয় বাণিজ্যের কেন জাতীয় বাণিজ্য-
সমিতি ছিল না। কাজে কাজেই তির
তির দেশীয় বাণিজ্য সাফল্য লক্ষ্যে
পরস্পরের প্রতি কোনরূপ সহায়ত্ব
দেখাইতে পারিত না। যে কোন বিষয়েই
হউক বৈদেশিকগণের সাহায্য অপেক্ষা
করিতে হইত। যাই হউক না কেন

পবন্য সমস্ত সাহায্য গ্রহণ করিতে
হইলেই উচ্চ তত্ত্ব জয়যাহী ও জয়যাহী
জনক হইল। বিগত যুগযাহী সমস্ত কর্ম
কাজে বণিকগণ বড়বাজারে মিলিত
হইল। একটি জাতীয় বাণিজ্য সমিতি প্রতি-
ষ্ঠাতে রূপসংগ্রহ হইয়াছেন। তথ্যর সড়
বাজার, বটখোলা, কুমোরাইলী, চিত্রা, ব.
উদ্যোক্তিক, আমজাতলা ও বেলিয়া গাটা
প্রভৃতি স্থানের বণিকগণ উপস্থিত হন।
সমিতির কর্মচারী নির্বাচন ও এই সমি-
তির অধীন একটি কার্যকরী সভা স্থাপন
ইত্যাদি সমস্ত কার্য রচাকরূপে সাধিত
হইয়াছে। তথ্যর আর একটি প্রস্তাব হয়
যে এই জুবিলি স্মরণার্থ আমরা একটি
ব্যবহা বিজ্ঞ (Technical) বিদ্যালয় স্থাপন
করিব। জীবন্ত রত্ন বদ্যোদয় বাহুর
মুকী এই সভার সভাপতি নির্বাচিত হন
এবং জীবন্ত বাবু চৌধুরা সিংহ জীবন্ত
বাবু কানকীনাথ রায় জীবন্ত দামোদর
বাবু জীবন্ত বাবু ভৈরবচন্দ্র দায় চৌধুরী
ও হাকী নূর মহম্মদ জাকারিয়া সহকারী-
সভাপতি পদে স্থাপিত হন। জীবন্ত বাবু
সীতানাথ রায় সম্পাদক ও জীবন্ত বাবু
কনাইলাল দা কোষাধ্যক্ষ হইলেন।
আমাদের একান্ত ইচ্ছা ও আশীষের
মিকটে প্রার্থনা যে এই সমিতি দিন দিন
উন্নতি সাধনে অধিরূপ হইয়া সমস্ত ভারত
বাসীর হিতসাধন ও মুখউজ্জল করুক।

—•••—

বাবু ললমোহন দাস ভাষিতে
প্রভাগমন করিয়াছেন। যে স্থানে সিগন
উচ্চকে বধে, চিত্র অভ্যর্থনা করিয়া স দরে
গ্রহণ করিয়াছেন। যেরূপ ছেনেকে পরে
আদর পদ করিলে আত্মীয়ের মনে যেমন
আনন্দের উদয় হয় লালমোহনের প্রতি
মহারাত্মীয় দিগের সম্ভাব্যভাবে আমরা সেই
রূপ প্রীতিলাভ করিয়াছি। ললমোহন
শ্রীযাই কলিকাতার আদমন করিতেছেন।
বেধ হয়, আগামী জুবিলি দিবস আগের
উৎসবে কলিকাতার উৎসব কার্যে যোগ
দিতে দেখিব। বাহরা বলেন লালমোহন
হয়ত

জিগেন তাঁহারা আমাদের গণ্যনীয় নহেন।
 তাঁহারা কৃতজ্ঞচিত্তে লালমোহনকে ভারত
 বঙ্গীর দূত বলিয়া সম্মান করেন তাঁহারা
 এই সময়ে পুলকিত হইবেন। যত্নের
 যোগে বছদিনের পর বিদেশে হইতে ঘরে
 আসিতেছে। বঙ্গমাতা আনন্দে উৎকুল
 হইবে। কৃষিকীর স্বার আনন্দ উৎসবে
 লালমোহনের স্থান কি আর কেহ পূরণ
 করিতে পারে? কলিকাতা এই মহান্নার
 সম্ভাবনার উদ্যোগ করুন। রোমের দিগ্-
 বিক্রয়ী মহাবীর রোমে যেমন সম্মানিত
 হন লালমোহনকে কলিকাতায় যেন তাঁহার
 সম্মুখ অত্যাচার্য্য করা হয়।

—••—

অত্যাচারী পাপহত্যার কর্তৃত্ব
 দিগের হস্তে ভারতবর্ষের দিন দিন এ
 কি দুর্ভাগ্য ঘটতেছে? গভর্ণমেন্ট কি এই
 দুর্ভাগ্যদিগের সম্বাদ রাখেন না? বোম্বা-
 ইয়ের কোন সম্বাদপত্রে প্রকাশ যে উইল-
 সন নামক গভর্ণমেন্টের জনৈক এজেন্ট
 একজন দেশীয় রাজার দেওয়ানকে বলি-
 রাহিল তুমি যদি তোমার কন্যাকে আমার
 হস্তে দাও গভর্ণমেন্টের নিকট আমি
 তোমার শাসন-কার্য্যের প্রশংসা করিয়া
 লিখিব। দেওয়ান এজেন্টের নামে আদা-
 লতে নালিস করিয়াছেন। রাজা স্বয়ং
 নাকি এই বিষয়ের সাক্ষী আছেন।
 আমরা উইলসনকে বিশেষ অবগত নহি।
 কিন্তু এই দারুণ অত্যাচারের কথা শুনিলে
 ইচ্ছা হয় সবেমাত্র এই দণ্ডেই সশরীর
 পারে রাখিয়া অসিরা ভারতবর্ষকে ভাব-
 হীন করি। মকদ্দমা রুজু হইয়াছে। এখন
 কোন কথা বলিতে গেলেই “সবজুডিকি”
 বলিয়া সম্বাদপত্রের প্রকাশ সম্বাদপত্রের
 উপর কাল ঝাড়িতে থাকিবেন কিন্তু এই
 দারুণ অত্যাচারের কথা শুনিয়া কি
 বলিতে ইচ্ছা বার? দেওয়ান কি কন্যার
 নাম সংলগ্ন কলঙ্কের কথা লইয়া আদা-
 লতে আসিয়াছেন? একজন রাজা কি
 তাঁহার এজেন্টকে জাড়াইবার জন্য আপ-
 নার দেওয়ানের কন্যার নাম কলঙ্কে
 ডালিতে লিপিবদ্ধ করিয়া এজেন্টের বিরুদ্ধে

চক্রান্ত করিয়াছেন? সত্য, অবশ্য
 বিধান অবিধানের কথা এখন আমাদের
 বলিবার অধিকার নাই। কেন না মকদ্দমা
 আদালতের বিচারধীন। এংলো ইন্ডিয়ান
 সম্বাদপত্রের এ অধিকার আছে। কোন
 ইংরেজের হস্তে কোন দরিদ্র দেশীয়
 ব্যক্তি হত বা আহত হইলে তাঁহারা হত
 বা আহত “নিগারকে” রুজু বলিয়া প্রকাশ
 করিতে পারেন। মকদ্দমা আদালতের
 বিচারধীন থাকুক বা নাই থাকুক সে দিকে
 তাঁহারা অশ্রুপ করেন না।

—••—

পূর্ববঙ্গের পঞ্চদশ বর্ষীয় একটি বালক
 তাঁহার পিতৃব্যকে হত্যা করার আদাল-
 তের বিচারধীন হয়। সেজন্য এক বাল-
 কের হত্যাপরাধে হত্যাদণ্ড বিধান করেন।
 বালক যে ইচ্ছা পূর্বক তাহার পিতৃব্যকে
 হত্যা করিয়াছে তাহার বিশেষ প্রমাণ
 পাওয়া যায় নাই। বস্তুতঃ তাহার
 পিতৃব্যহত্যার কোন উদ্দেশ্যই বুঝিতে
 পারা গেল না। তথাপি সেসনের ছক্কর
 তরুণবালকের উপর মমতাশূন্য হইয়া
 তাহাকে কাঁসি দিবার আদেশ করিলেন।
 হাইকোর্টের বিচারকগণ যদি কাহাকেও
 কাঁসি দেওয়া আইন মত বিবেচনা
 করেন তবে নিতান্ত দুঃখিত করে গভীর
 ভাবে তাহাকে সেই বিষয় জ্ঞাপন করেন।
 আমরা একবার আলিপুর সেসন আদা-
 লতের বিচার দেখিতে গিয়া শুনিলাম
 সেসন জজ মকদ্দমা শেষ করিয়া ব্যঙ্গোক্তি
 প্রকাশ পূর্বক দুর্ভাগ্য অপরাধিকে বলি-
 লেন ‘তোমার কাঁসি হোবে’। কাঁসি
 হোবে বলিবার পূর্বে বিচারকের মস্তকে
 যে কত বড় গুরু দারিদের ভার পড়ে
 তরলমতি বিচারকগণ তাহা বুঝিতে পারেন
 না। রাজার আইনে মনুষ্য জীবন ধ্বংস
 করিবার যে কতটুকু অধিকার, মনুষ্যের
 জীবনের যে কতটুকু মূল্য তাহা তাঁহারা
 অনুভব করিতে পারেন না। প্রত্যুতঃ
 ‘কাঁসি হোবে’ বলিয়া তাঁহাদের এমনই

অত্যাচার করিয়া বার বার জগদীশ্বরের ইচ্ছার
 বিরুদ্ধে তাঁহর সৃষ্টিকে অস্বীকার করিয়া
 মনুষ্যের জীবন বিনষ্ট করিতে তাঁহাদের
 হস্তে কিছু মাত্রই দয়ার উদ্রেক হয় না।
 বুকের ভিতর কাঁসিয়া উঠেন। প্রাণের
 ভিতর একবার একটা সম্বোধনের আশা-
 লনও উপস্থিত হয় না। এই প্রাণের
 ব্যবস্থাটি যে কতদূর নির্ভর তাহা আমরা
 বলিয়া উঠিতে পারি না। প্রাণের পতি-
 বর্ত্তে প্রাণ লওয়ার প্রথটি সম্পূর্ণ স্বাভা-
 বিচার প্রথা। ইহা সত্য জাতির সম্পূর্ণ
 অনুপযোগী এই ব্যবস্থাটি সভ্যতার অগৌরব,
 শিকার অগৌরব মনুষ্যের অগৌরব।
 মনুষ্যের প্রাণের উপর মনুষ্যের কোন
 অধিকার নাই এটি স্বর্গীয় ব্যবস্থা। অপ-
 রাধীকে রাজা নানা প্রকারে দণ্ড দিতে
 পারেন। কিন্তু তাঁহাব প্রাণের উপর
 হস্তক্ষেপ করিবার কোন অধিকার তাঁহার
 নাই। বাহা ইচ্ছার অধিকার তাহার
 উর মনুষ্যের অধিকার বিস্তার করিতে
 গেলেই পাপের উৎপত্তি হয়। প্রাণের
 ব্যবস্থাটি সেই কষ্ট ভরানক পাপ সন্তু-
 তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমাদের
 ক্রম বিধস যে এই পাপের কষ্ট বাজ
 ব্যবস্থাকর্তা শাসনকর্তা ও বিচারক
 সকলেই ভগবানের নিকট দারী। তাহার
 ইচ্ছার আসন গ্রহণ করিয়া ইচ্ছার তা
 প্রজা পালন করেন তাঁহারা ইচ্ছার সৃষ্টি
 নষ্ট করিয়া মহাপাপের প্রায় দিবেন ইহা
 কখনও যুক্তিসঙ্গত নহে। আমরা দেখি
 সুখী হইলাম সার কোমার প্রিয়তার
 এই বিষয়টি বিশদ্রব সম্বাদপত্রের
 উপরে যে পঞ্চদশ বর্ষীয় বালকের কথা
 বলা হইল সার কোমার তাহার সুকুমার
 বয়স এবং হননেকার প্রমাণভাব দেখিয়া
 তাহাকে প্রাণ দণ্ড হইতে অব্যাহতি দিয়া
 ছেন। সার কোমার দেবতার সম্মুখীন
 উচ্চতম বিচারালয়ের শীর্ষস্থানে উপবেশ
 করিয়াছেন। বিচারক সমাজে ইমি
 একমাত্র রত্ন। ইহার স্বার অধীন চেষ্টা
 স্বর্গের রাজ্য বিচারক অতি অতি

—•••—

এত বড় একটা অবস্থার কার্যে সহায়তা
প্রদানার্থে যে উদ্ভূত হস্ত হইয়া অর্থব্যয় করিতে
আমরা তাহাতে বিশেষ আগ্রহের কারণে যেহি
কিন্তু এই অবস্থার কার্যে মিউনিসিপালিটি
কখনই আত্মসমর প্রতিদ্বন্দ্বি হইতে পারে না।
মিউনিসিপালিটি কোন কোন বিষয়ে অর্থ
করিলে আমরা আইনে তাহার নিষেধ বেধিত
পাই। বিবর্তনের অর্থব্যয়, করিবার কোন
কনভেন্সিওন মিউনিসিপালিটির নাই। বিবর্তনে
কর করিলে কখনই তাহা গভর্ণমেন্টের ন্যায়
হইতে পারে না। মিউনিসিপালিটির অর্থ
প্রত্যাহার। কিন্তু বিবর্তনের দ্বারা মিউনিসিপালিটি
লিটি যদি প্রত্যাহার অসমর্থিত হইলে তাহা
কর করিলে তবে প্রত্যাহার উপর পৌরস্বয়
মিউনিসিপালিটি যে বিবর্তনের অর্থব্যয় করিতে
পারে না তাহা অত্র চেম্বারসের অধীনস্থ
বিবর্তনে স্বীকার করিয়াছেন। বাহু কনভেন্সিওন
পালের দ্বারা পর যখন তাহার অর্থব্যয় একটা
ভাসপাতাল নির্মাণ করিবার সময়ে হস্ত
মিউনিসিপালিটির নিকটে লাক্ষ্য প্রার্থনা করা
হইয়াছিল। তখন মিউনিসিপালিটি আইনের
প্রাতি বিদ্যা অসমর্থিত পাইয়াছিল। এখন
সে আইন কোথায় রহিল? কখনও পালেস
দ্বারা বর্ষ কার্যে এবং অর্থব্যয়ী সহকারী
কাজের উৎসব কার্য এই দুয়ের মধ্যে অর্থব্যয়
এ তখন আছে মত কিন্তু এতটুকু প্রত্যাহার পাই
ভাসপাতাল নাই। উৎসব বর্ষ করিয়া গ. কার্য

[illegible][illegible]

আমরা এই ক্ষেত্রে সুবিধী কালেও অর্থ সাহায্য
করিতে বিউনিশিয়াগিটিকে উৎসাহ দিতে
পারি না। যাহার কারণ সার্বভৌমত্বের আধীন
তাহার ভবিষ্যতী ব্যয় করে, তাহা আমাদের
কর্তব্য নয়। আমাদের কার্যে আধীনত্বের
উপর ভরসা করা করিতে গেলে "জুসু" হইবে
না। আমরা এই "জুসু"র বড়ই প্রতিবাদী।
বিউনিশিয়াগিটী তাহিয়ারকম জুসু হটক আর
যাহাই হটক বোমাই বিউনিশিয়াগিটী উদ্দেশ্য
কার্যে যখন এক এক টোকা ব্যয় করিতেছে
তখন কলিকাতা বিউনিশিয়াগিটী বোমাইয়ের
সহকর্মতা না করিতে পারিলে বড়ই অপমান
করা। আমরা এই অপমান সাহায্যে না হইতে
পারি। তাহা একই সময়ের অনিবার্য বিষয়। বিউ
নিশিয়াগিটীকে বড় হইতে এক সাক্ষ্যেরা বা
না করিয়া তাহাই উন্নত অবস্থায় করি। এ
অর্থের অধিক টোকা আরও হইতে পারিলে
কলিকাতা বিউনিশিয়াগিটীকে কেমন হয়।
আমরা আশ্রয় বিউনিশিয়াগিটীকে বড় হইতে
সেই অর্থের উপর নির্ভর করে। তাহা
এক এক বিভাগে এক একটা সভ্য করিয়া
তাহা অর্থ করা হউক। সর্বদা এই সভ্য
সভ্যের বড় হইতে বিউনিশিয়াগিটীকে
বিকট হইতে তাহা আশ্রয় করুন। আর
বিভাগ হইতে এইরূপ টোকা সহজীভ
বিউনিশিয়াগিটীকে আরও বড় হউক।
বিউনিশিয়াগিটী সেই অর্থের অধিক টোকা

অর্থাৎ যে ব্যক্তি 'স্বভোগের পর' হঃ
পতিত হয় তিনি 'শরীর, বাণী' হঠাৎ 'বৃত :
পথভীর'। 'অসুখ' বলিতেছি সে 'এক' 'দয়া'।
যে 'এক' 'দয়া' 'পা'ই 'পু'র 'মি'র 'নি'র 'হ'।

১৯৩৩ সালঃ—এখান কার টাকার মাধ্যমে
 প্রথমবারের মত, প্রথমবারের মতই, প্রথমবারের মত
 প্রথমবারের মতই, প্রথমবারের মতই, প্রথমবারের মতই

কেন্দ্রীয় বোর্ড-সদস্যগণের বোর্ড-সদস্যগণের
কেন্দ্রীয় বোর্ড-সদস্যগণের বোর্ড-সদস্যগণের

কেন্দ্রীয় বোর্ড-সদস্যগণের বোর্ড-সদস্যগণের
কেন্দ্রীয় বোর্ড-সদস্যগণের বোর্ড-সদস্যগণের

কেন্দ্রীয় বোর্ড-সদস্যগণের বোর্ড-সদস্যগণের
কেন্দ্রীয় বোর্ড-সদস্যগণের বোর্ড-সদস্যগণের

যবণমৈত্রী বিস্তারিত

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেন্যান্ট গবর্নর

রের আদেশাধীন

নিয়োগ।

সাধারণ। মেদিনীপুর কংক্রিট ডে: ও বা:
ডে: কা: মৌলভি মহম্মদ আবদুল কাদের
মেদিনীপুরের সদরে বদলী হইলেন।

ডে: বা: ও ডে: কা: বাবু কালীশঙ্কর সেন
মেদিনীপুর কাথির ডায় পাইলেন।

ময়মনসিংহ জজের ডে: বা: ও ডে: কা:
ডে: কে, মে, বাদশা রাজস্ব ও বাণিজ্য বিভাগের
জজ করিলেন।

জজের ডে: বা: ও ডে: কা: মে: জে, পোলাড
ময়মনসিংহের সদরে জজ হইলেন।

হারতাল মধুবনীর ডে: বা: ও কা: বে: মে
হারাইট ২ বঙ্গদেশের বিদায় পাঠলেন।

ময়মনসিংহের জজ মে, জে, এক, টেভনস ১৫-
মে হইলেন।

মে: এক, এক, জামাল ৮ মাসের অতিরিক্ত
পাইলেন।

হুটীপাণ্ড বাবু বহুনাথ বাবু বর্ডমানের সদরে
পাইলেন।

বর্ডমানের ডে: বা: ও ডে: কা: বাবু তারা-
দাস চট্টোপাধ্যায় মানসুমে বদলী হইলেন।

শিক্ষা।—পাটনা কলেজের অধ্যাপক মে: এ
উবেক ৪ মাসের ছুটি পাইলেন।

বিচার।—মহারাজ সিদ্ধিলা নাথ রায়, বাবু
সিদ্ধিলাল চক্রবর্তী, কৃষ্ণদাস সিং, কমলাকান্ত
রায়, মুন্সি মহেশ্বর হোসেন ও মুন্সি, রহমান
সিদ্দিকপুরের অবৈতনিক বা: হইলেন।

বাবু বোগেননাথ মুখো ২৪ পরগণা বলির-
হাটের হুমসেক হইলেন।

বাবু জগদীশচন্দ্র সরকার জিপুরা সৌদিপুরের
হুমসেক হইলেন।

বাবু জগদীশচন্দ্র সরকার জিপুরা সৌদিপুরের
হুমসেক হইলেন।

জিপুরার হুমসেক বাবু পরশুনা মুখো পাটনা
বেহারে হুমসি হইলেন।

হুটীপাণ্ড বাবু উল্লের নাথ বাবু
করিলেন। বাবু। ভাষার অল্পাধিক কালে
বাবু জিপুরা জিপুরা কার্য করিলেন।

জিপুরা হুমসেক বাবু কৃষ্ণদাস
চৌধুরী ও কাল জিপুরা জিপুরার হুমসেক
বাবু জিপুরার রায় ১ বঙ্গ ১৫ দিন, কাল
কৌতুপপুরের হুমসেক বাবু উল্লের রায় ৩
বঙ্গের জিপুরার জিপুরার হুমসেক বাবু হু-
দাস চক্রবর্তী ১ মাস, জিপুরা হুমসেক বাবু
হুমসেক বাবু জিপুরার ২ মাস, ময়মন
সিংহের হুমসেক মৌলভি না জুতাক হোসেন
২৫ বিজয় হুটী পাইলেন।

কলিকাতা

১৬ই ফেব্রুয়ারি জুনিয়র দিবস এখানে ১০১টি
ভোজ খসি হইবে।

বঙ্গ নাট্য সন্থার ৯টার সময় আওরাজ বেথিয়া
নাট্যে মনচান সন্থার ব্যবস্থাপক সভার সভ্য কমা-
তার ইন্ডিক সহ সেক্রেটারি গির্জার বাইবেল।
চলিটা ১৫ মিনিটের সময় গড়ের
ঘাটে চক্রবর্তীর তলে উপস্থিত হইরা
জিপুরা মহারাজকে যে সকল অভিনন্দন প্রদত্ত
হইবে তাহা গ্রহণ করিলেন, অভিনন্দন পাঠাতে সভা
সম্মুখে বাজী শোভান হইবে। অভিনন্দন প্রদাতা-
দিগকে ১৪ই ফেব্রুয়ারি পূর্বে করেন সেক্রেটারিকে
সংবাদ দিতে হইবে। ৭টার সময় রাজকীয় প্রাসাদ
বহুমেও কল্লেক্সিবি কোড হিত জল দান সকল
দীপ দালার সজ্জিত হইবে। ছোট নাট কমা-
তার ইন্ডিক সহ বিখ্যাত কাউন্সিলের সভাপতি ও
বঙ্গ নাট্য সন্থার সভাপতি হাউল হইতে ৯টার সময় বাহির
হইরা, ইল গ্রান্ডে গ্রেট ট্রাও রোড কেরারলি প্রেন
ওল্ডকোর্ট হাউস ট্রাউ, ডালহৌসী, একোরাবের
পূর্ব লালবাগার চিৎপুর রোড বিডন ট্রাউ কর-
জারলি ট্রাউ কলেজ ট্রাউ ওয়েলিংটন ট্রাউ খ-
ডলা চৌরঙ্গী রোড ও পার্ক ট্রাউ মর্শনার্ধ বহির্গত
হইবে।

বিস্তৃত ১৫ ফেব্রুয়ারি বুধবার মহাসমারোহের
সহিত বেথুন বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ
হইরাছে, জিপুরা লেডি ডকরিণ উপস্থিত
রাখিয়া পারিতোষিক বিতরণ কার্য

পরিচালনা করেন। এই দিন লেডি ডকরিণের বর্ষসমাপ্তি
হেতু বঙ্গ লোক সমাগন হইরাছিল।

জিপুরা বাবু গোপালচন্দ্র সরকার ও লালমোহন
দাস ঠাকুর আইন অব্যাপকের পদ পাই হইল,
উভয়ে 'সদাম' ডেটি পাওয়ার কেইই মনোনিষ্ঠ
হন নাই।

কলিকাতা প্রদর্শনীতে একটি নব রত্ন স্থাপিত
নিবলিত প্রদর্শিত হইরাছিল, সপ্তদশ শত শত-
বির পূর্বে প্রদর্শিত নিবলিত দ্বিতীয় একটি
মন্দিরে ছিল, সেবে সম্রাটের বাহন পান
পড়িয়া থাকে, নিপাটী বিজ্ঞানের নবর স্থাপত্য
হইরা পরিণেবে কলিকাতা প্রদর্শনীতে আসে।
একশ্রেণী উচ্চ শিল্পী বিজ্ঞান বিজ্ঞান একশ্রেণী
হইরাছে শিল্পী যে বঙ্গ মূল্য তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।
প্রদর্শনাবলি কলিকাতার প্রদর্শনে কোম্পানীর
আফিসে তথ্য করিলে বিশেষ বিবরণ জ্ঞাত হইবে
পারিতেন।

অক্ষয়কুমার দে নামে একটি লোক প্রদর্শন
ব্যাপারি ভিন্ন ভিন্ন মাধ্যম করিয়া কলিকাতা
জুড়াই করিল। প্রথমতঃ জ্ঞানসিদ্ধি জ্ঞানসিদ্ধি
লানীর লোকানে এক বোড়া বিমানা স্থাপিত
করিয়া দশ টাকার মোট দিব বলিয়া বাকী টাক
লইবা কোম্পানীর বেচারাকে সঙ্গে লইরা পাড়িয়ে
উঠেন। হাইকোর্টের নিকট গাড়ি রাখিয়া এক ঘর
জায় প্রবেশ করিয়া অপর ঘর রিয়া পলায়ন করে।
এইরূপ ক্রমান্বয়ে চার পাঁচটি কোম্পানীকে ঠকান
পরিণেবে ময়মনসিংহ কোম্পানীর আফিসে যান এ দি
নাচেব লোকানারেরা ঠকিয়া সকল কোম্পানী
নিকট মারফুলার পাঠান। ময়মনসিংহ কোম্পানী
নাচেব অক্ষয়কে সঙ্গে করিয়া ধরিবা ফেলেন।
তদপর হারিসন কোম্পানীর আফিস হইতে লোক
আমাইরা অক্ষয়কে বন্দী করিয়া পুলিশে দেব।
পুলিশ মাজিষ্ট্রেট দায়রার দিবার আতিশায় এক
করিয়াছেন, এমন কল্যাণের তঠিন কারাগার
আমবা দেখিতে ইচ্ছা করি।

বিবিধ সংবাদ

টাইমস অফ ইন্ডিয়া বলেন বোম্বাই মগ
রীপণ মেমোরিয়াল কও নামক যে বঙ্গ
ভাষার আছে তাহার সংগৃহীত অর্থ বোম্বাই
টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটে প্রদান করা কর্তব্য
আমরা এই প্রস্তাবটি যুক্তিবদ্ধ বলিয়া বিবে
চনা করি না। লর্ড রীপণের ভ্রাস শাস
কর্তৃক স্থাপিত, বিলুপ্ত করিতে কখনই আম
সম্মতি দিতে পারি না। মহারাজীর স্থাপ
রকার জ্ঞান অতঃপর অস্বস্তান হউক, কিন্তু কো
মঙ্গ প্রতিকর্ষ মহাভার স্থাপিত বিলুপ্ত করিয়া এ

অমৃত্যুনের সহায়তা করা আমাদের অভিপ্রেত
নহে।

কনগ্রেস সভার একজন যাজ্ঞী সভ্য
প্রকাশ করিয়াছেন যে বাঙ্গালিরা যে বহুত্ব-
কুশল কার্য-ধীন জাতি এ জনবহুল সর্বত্র
মিথ্যা। বাঙ্গালিরা ভারতবর্ষের অত্যন্ত জাতি
অপেক্ষা নিকট এবং উন্নত। বাঙ্গালিদের
স্বাধীনতা শুধুই লোকে উত্তমের বাঙা-
লতা বোঝ দিয়া থাকে। উত্তরা তোবা-
নোহকারী নহেন। বর্ষ ও সমার সম্বন্ধে
বাঙ্গালিরা ভারতবর্ষের সকল জাতি অপেক্ষা
উন্নতিলাভ করিয়াছে।

লর্ড ইডলসডের মৃত্যুতে মহারাজী ভাষা
প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন ইডলসডে তাঁহার
একজন বিশ্বাসী বন্ধু এবং পরামর্শদাতা ছিলেন।
রাজ পরিবার ইডলসডেকে বর্ষেই সম্মান
করিতেন।

“বিভার” বলেন জুবিলী উপলক্ষ গভর্ণ-
মেন্টের নিকট অন্ততঃ তিনজন বাঙালী সম্মান
পাউন্যের অধিকারী। রীজ এবং রাষ্ট্রপতির
সম্পাদক বাবু শঙ্করচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মিত্রাবর
সম্পাদক বাবু মরেন্দ্রনাথ সেন এবং ডেপুটি-
ম্যাজিস্ট্রেট বাবু বর্জিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
আমরা সহযোগীর এই প্রস্তাবে নড়ই আক্যা-
বিত হইয়াছি। বাবু শঙ্করচন্দ্র বিদ্যাশিক্ষাবল
এবং দ্বিতীয় রাজনীতিক। বাবু মরেন্দ্রনাথ
অন্যদের দ্বিত্য চেষ্টায় দৃঢ়ত্ব এবং বাবু বর্জিম
চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলীর বাক্য ভাণ্ডারের অমূল্য
মানিক। বহুসংখ্যক এই তিনজন সম্মান বহি
গভর্ণমেন্টের নিকট আরও না পান তবে
গভর্ণমেন্টের সম্মানবিশিষ্ট সার্থক হইবে না।

হুয়ার্টের ডিক্টেট ম্যাজিস্ট্রেট অগ্রে আটন
অমৃত্যুনের অন্তরঙ্গকে লাইসেন্স ‘স্বাধীন সময়
ভাষার বংশ ও জীবন সম্পত্তির অনুবর্তন লইয়া
থাকেন। যাহার দ্বিত্য সম্পত্তি কিছু নাই
এবং বাহার ভাষা উচ্চতম জ্ঞান প্রদর্শন করে
নাই সে ব্যক্তি লাইসেন্স লাভ কর না।
ম্যাজিস্ট্রেট যে দেশের কি সর্বমাপ করিলেন
বোধ হয় তিনি ‘হাঙ্গা’ সুকীর্ণ প্যাট্রন নাই।
বন জঙ্গলের নিকটবর্তী শিল্পগ্রামবাসী জনজী-
বীরা সম্রাটাই হিংস্র জন্তু বনে মগ্ন, অস্ত্র-
শস্ত্র না রাখিলে উত্তমের আত্মরক্ষার উপায়
নাই। সম্পত্তিহীন হরিজ ও দীন বংশজাত
বলিয়া ইহাঙ্গিরে গুল হইতে অস্ত্র শস্ত্র কাড়িয়া
লওয়া আর ইহাঙ্গিরে হাত পা বরিয়া

বংশের দুয়ারে কেনিয়া দেওয়া একই কথা।
ম্যাজিস্ট্রেট বাহার শাস্তি রক্ষক না-বনের
পরিচারক?

মোহিনীতে মতেন চট্টোপাধ্যায় নামক এক
জন দ্বিত্য পরিচারক আমরিকায় বর্ষ গড়ার
করিয়া ‘গণ্যছেন। তিনি বলিয়াছেন নিউ
ইয়র্কের অধিবাসিগণের মধ্যে অধিকাংশেরই
চরিত্র এমনই কলুষিত যে ভাণ্ডারের মধ্যে
বর্ষ প্রচার করা চাওয়া।

বাহারের বিশ্বাস যে পোষ্ট অফিস হইতে
গভর্ণমেন্টের অনেক টাকা ব্যক্তের তাঁহারা নির-
লিখিত তালিকাটির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন।
১৮৮৪।৮৫ সালে পোষ্ট অফিসে গভর্ণমেন্টের
১ কোটি ৪ লক্ষ ৭১ হাজার ২ শত ২৯ টাকা আর
হয়, এবং ১ কোটি ২৭ লক্ষ ৪ হাজার ৫ শত ৫০ টাকা
বার হয়। ১৮৮৫।৮৬ সালে আরের পরিমাণ
১ কোটি ১১ লক্ষ ৩০ হাজার ৮ শত ৬৩ টাকা
বারের পরিমাণ ১ কোটি ৩০ লক্ষ ২৬ হাজার ৩৬
টাকা।

চম্পারদের ডিক্টেট ইঞ্জিনিয়ার এক মৃত্যন
প্রকারের লাঙ্গল প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহার মূল্য
মূল্য। ডিক্টেট ইঞ্জিনিয়ার এই জাতীয় লাঙ্গল
বেচানের ক্রয়কদমাজে প্রচলিত কনিবার চেষ্টার
আছেন।

কলিকাতা সিটি কর্পোরেশন মূল্যমূল্য
শাবু অনেক মোড়ন বস্ত্র, কাপড়ের তার
তিনজন টুইটার করে অর্পণ করিয়াছেন।
টুইটার কর্পোরেশন শিককগণ কর্তৃক মিস্ট্র-
চিত্র হইবে। আমরা অনেক মোড়ন বস্ত্র
এই নিম্নার্ণ তার ও উদারতা দেখিয়া নড়ই
প্রীতিগত করিয়াছি।

আমরা আর্থবর্ষণে সর্বত্র এক খানি
সাংসাদিক সম্বাদপত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। আর্থ
বর্ষণের লেখাটা সরল এবং মার্জিত লেখার
লক্ষণী ও মননহে। আমরা ইহার দীর্ঘ-
জীবন কামনা করি।

আমাদের রাজ্যে বিদ্রোহের শাস্তি হয় নাই।
আমরা এখনও বিদ্রোহীদের নিমিত্ত সৈন্য
সংগঠন করিতেছেন। সিঙ্গী এবং এলাহাবাদে
আমাদের দুই মল সৈন্য পাঠান হইতেছে। হাকারা
গণকে সশস্ত্র প্রস্তুত করা হয় তাহাদিগকে
ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

সার ফ্রেডরিক বার্টলের গত বৃহস্পতিবার
কলিকাতায় আনিবার কথা। জুবিলী উৎসবে
বোগ হবার জন্যই তাঁহার কলিকাতায় আগমন,

বেলকাটে আবার হাকারা উপস্থিত। এক
মল লোক পুলিশের উপর অসহ্যত অত্যাচার
করিতেছে। অনেক পুলিশের সঙ্গে ধরা পড়ি-
য়াছে। কিন্তু চতুর্নিকেই কেবল অপাঙ্গি।

মাইনটিনথ সেনচরীর সম্পাদক তাঁহার লেখক
গণকে লেখার মূল্য স্বরণ অনেক টাকা দিয়া
থাকেন। সম্রাট মিঃ রায়টোন এই পত্রিকার
লকসলে চল এবং জুবিলী” নামক একটি প্রবন্ধ
প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে ২০টি পৃষ্ঠা এবং
প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ৫০০ শত বাক্য লেখা হয়। সম্পা-
দক হিসাব করিয়া মিঃ রায়টোনকে ২৫০ পাউন্ড
মূল্য দিয়াছেন।

পেলসেল পেজেট একবার প্রকাশ করিয়া
বসেন যে ইংল্যান্ডে কনট্রাটিকোপল প্রবাস করিয়া
কেলিবেন এই মিথ্যা সম্বাদে চতুর্নিকে চলন্তুল
পড়িয়া গিয়াছিল। কথাটা শেষে মিথ্যা হইয়া
পড়িল।

কোন সম্মোদী সম্বাদ পাঠাচ্ছেন যে কান্টের
কিরচিন পূর্বে ভবানন্ড বনক পাভ হয়। সানীর
হয় ও সোবব বরফে কঠিন আবরণে আচ্ছাদিত
ছিল। খাদ্য প্রব্য বড়ই তৃপ্ত হইয়া উঠে। গভর্ণ
মেন্টের ভাণ্ডারে শস্যাদি সংগৃহীত ছিল কিন্তু জন
প্রাণীও সম্বাদা পায় নাই।

লক্ষ্যে সত্তরে কলেক বাসাবল্য করিবার জন্য
তানীষ মিউনিসিপ্যালিটি ১ লক্ষ টাকা বার
করিবেন।

জুবিলী উপলক্ষে বাবা শৌরীন্দ্রনাথ ঠাকুর
তাঁহার প্রণীত ১০ সত্স্র জাতীয় সঙ্গীত
পুস্তক মহারাজার বাজতন্তপ্রকাশকে বিতরণ
করিবেন।

বাবু বর্জিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবির ইন্দ্রচন্দ্র
ভণ্ডের জীবনী ও কবিতা সংগ্রহ প্রকাশ করিতে
ছেন। কবির ইন্দ্র ভণ্ডের জীবনী কবির
বর্জিমচন্দ্রের লেখনীরই উপযুক্ত। বাবু বর্জিমচন্দ্র
এই জীবনী প্রকাশ করিয়া বঙ্গবাসিগণকে পরিভূক্ত
ও আপ্যায়িত করিবেন ইহাতে আমাদের সন্তোষ
নাই। ইন্দ্রভণ্ডের কবিতার সচিত্র বর্জিমচন্দ্রের
নাম নীর কাব্য ভাণ্ডারে উচ্চতম আসন লাভ
করিবে। এইরূপই আমাদের বিশ্বাস।

রেজুম মিউনিসিপ্যালিটি ১৬ই ফেব্রুয়ারীর
উৎসবের জন্য ৫০ হাজার টাকা ব্যয় করিবেন।
যে দেশে আরের কোন সম্মান নাই কেবলই
ব্যয় করিয়া যে খানে রাজ্যশালন করিতে হয়
সেখানকার মিউনিসিপ্যালিটির পক্ষে ইহা বর্ষেই
নির্ভর্য্যতা ঘটে।

সার চার্লস বার্ট এক বৎসরে জা
বকাশ করিতেছেন। বিঃ জসওরেট ভা
কো কার্য করিবেন এইরূপ ভিত্তি
না। আর এক বৎসর অক্ষানের পয়
বৎসরকে বর্ষের প্রত্যয়ন করিতে চাইবে।
গতবৎসরের উদ্দেশ্য কি তাহা বুঝা যায়
হই।

লার্সনস ফুইনসবরি এডিনবরা ফৌজদারী
আদালতে ভাণ্ডার আমীর নামে বিবাক ভাণ্ডার
জালিস করিয়াছেন। পেন্সনল গেজেট বলেন
মাকুইস অব ফুইনসবরী এই মকদ্দমার প্রতি-
দ্বী হইয়া দাঁড়াইবেন না। উভয়েই ম
উভয়ের নিকট মত প্রকটকরণের কথা
বিকার করিয়াছেন।

কোন সভ্যবর্গী অসাম হইতে সভ্য
হইয়াছেন। য তথাকার জেলের ভিতর
কগণকে নিয়ন্ত্রণ ব্যবহার করা হয়।
একটি ওয়াড রগন সামান্য কমতা পাইয়া
কমালিগণের উপর বিদ্রোহ আত্যাচার আরম্ভ
করিয়াছেন। তাহার নিকটে সময়ের অভা-
বত কালবাসীগণকে বাটাইয়া সর। বলন্ত
দুর্জন সকলই এই পাষণ্ডগণের হস্তে
মান রূপে হুণিবদ্ধ হয়। বাহারি উৎকোচ
একাজীরাগণকে বন্দ করিতে পারে অণ-
মিত পারিজন হইতে তাহারাই কেবল অব্যাবতি
হয়। ফরেসী আইনের কা- দ্বারা বাক্যার্থ
তে কাহারও কোন ক্ষতি হইলে ওয়াডী রগন
ক্ষীকে উৎপীড়ন করে। আমিবা এই সভ্য-
র সভ্য বিধা বলিত পারি না। কিন্তু
এ বিধা বাছাই হটক কর্তৃ পক্ষে এ বিষয়ে
অসুস্থ্যাম করা নিতান্ত কর্তব্য। বিবরণী এনি
কতর যে তৎসময়ে কাক সুবেও সভ্য
হইলে উপরওরাণাব সে বিষয়ে দৃষ্টিপাত
করা আবশ্যিক। যন্ত্রিপক্ষে কি কর্তব্য বোধে
বিবরের অসুস্থ্যাম লইবেন না? সভ্য পত্রে
একটি অংশ হয় তাহার উপর হুইংগনের
জাত আনন্ডা দেখায়া উদাসীন থাকি-
বেন?

কলিকাতা নগরে রাজিতে ট্রান্সপে
রাজিতে চক্কা বিদ্রোহ। ট্রান্স বাণীর উপরে
সকল আনের বিক্রেতা আ ছ রাজিতে কাটা
কথা যায় না। এক জামের সাজী জম বন্দঃ
রাজিতে উঠিয়া অন্য রাজ্যে আসিয়া পড়ে।
আবার কলিকাতার সকল স্থান চিত্রিত হয়।
আবার পক্ষে আরও বিবরণ।

করে কোম্পানিকে অঙ্গুরোধ করি ভাণ্ডার
ট্রান্স বাণীর উপরিতানে এক একটা আলোক
রাখিবার প্রয়োজন হয়।

কলিকাতা টাউন হল গৃহ সে দিন বে
গোতিভক্টিয় কও সভ্য একটা সভা হয়।
ঐহাবাধ শিব দ্বিজের পুণ্যবিত্ত ভাষাতে
উপস্থিত ছিলেন। পুরোহিতজী কেবল এই
সভার উপস্থিত হইবার জন্যই ঐহ মাথ হইতে
আসিয়াছিলেন। সেতি ভক্টিয় সভা ভাণ্ডার
পর পণ্ডিতজীকে ডাকাইয়া উৎকোচ হাবাধ
দিত ছিলেন। আবার ইত্যোত স্থা হইয়া।

পোষ্ট আফিসের ডাইরেক্টর জেনারেল
প্রচার করিয়াছেন যে আইটমন্ডর কিং
ওড্কাইন্ডর সমরে পোষ্ট আফিসের বেরল
কার্য চল জুনিয়র দিনেও সেইরূপ কার্য
চলিবে।

উত্তর পশ্চিমের কোনও সভ্যবর্গী বলেন
বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভার এক সভার পর
শুধা হইবার সম্ভাবনা। দেখা যাক বাছাই
এর কোন বেনীত ব্যক্তির উপর গভর্ণমেন্টের
দৃষ্টি পড়ে কি না।

সাম প্রবেশে এক হল ইংরাজের সৈন্য গত
২৮এ জাহাজী আমকন মাযক স্থল অধিকার
করে। মজবল অল্লখন ময়োই ভিত্তি
হটক পড়ে। এক হল ডায়ালসারের সৈন্যও
এক হল গুরখা সৈন্য মগর মজ শুধা করিয়া
যেহ। ইংরাজের পক্ষে কাহারও মৃত্যু হয়
মাই। মজবলের কখন হত হইয়াছে। নিম-
নিম প্রিন্স বে ২০০ সৈন্য লইয়া ক্ষুধিতে ছিল।
ইতার্য মের মলের লোক।

এক দিনের পর কুচবিহারের মজারাজ
আবার বিলাতে বাইবার উলোগ করিতেছেন।
মহ রাজ্যে না কি আমীর অঙ্গুগামিনী হইবেন।
মহাজের রাজ্যের অবস্থা এখনও যে ভাল
হইয়াছে তাহা বলা যায় না। ইতি মধ্যে ই
ভাষার বিলত বাণ্ডার কম্পনা আমানের
কিট ভাল মলিয়া বোধ হয় না।

ওটিস ওল্ডফিল্ড িজাত রূপ করিতে
ছেন। ইনি চীন, জাপান এবং সাম ফুল-
মকো জেনা করিয়া বাণীত বাটবেন।
ওটিস মামুর ভাষা পদ সিন্ধুক হইবেন।

রায় মলিগন বাহার উত্তর পশ্চিমা
কলিকাতা পোষ্ট বাটার জেনারেল ছিলেন। এক
কাল 'পার্সি' সিভিলিয়ান প্রকৃষ্ণ উত্তর
হইয়াছেন।

বিঃ উইলকিনসন হিন্দুধর্ম বিষয়ে একখানি
পুস্তক প্রবিশ্রাস্ত্রন। তিনি মলিগাছেন পুথিলী
যত বর্ষ সন্তানার আছে, তথাবা হিন্দু সন্তা
হার বর্ষ জীবন সর্বাংশে অধিক।

সংবাদকারীর পত্র

আমরা প্রত্যেক জেলার প্রত্যেক জেলার
প্রতি পুস্তক গৃহ গৃহ জেনা করিয়া সভ্যত
পকাশ করি, এরূপ অঙ্গুগামকেও সর্বাংশে
জান বোধ করেন। আর বাহুপুস্তকগণ বিতল
করো মলিগা জায-বিগের প্রকৃষ্ণ জমপু
আতান অবস্থ হইয়া অকপালকলিত রিপোর্ট
প্রতি করিয়া রাজপ্রতিনিধির বালা অঙ্গুগাম
করেন, গভর্ণমেন্ট তাহাই অজ্ঞাত তাবিয়া প্রমাণ-
কর ভবন্যার কার্য করেন, এমন, সকল কার্য
সর্বাংশে সন্তোষকর হয় না। বিশেষ দীপ
রীত-হটে আতকাল উপাধিগামের প্রতি প্রায়ই
শিক্ষিত সন্তানার বিরুদ্ধ এ বিরক্তির কারণ কি,
কারণ-আর অন্য কিছু নয় বর্ষ উপস্থিত নিবেদন
করিয়া যোগা। যোগা নির্বাচন। পূর্বক উপ-বি
অর্ণব হয় না, নতুন মত পাবলিশিং রিফার
ব্যক্তিগ উপাধিগাম অপর্যক উৎসাহিত করা
বে কর্তব্য এ বিষয়ে কেহই অমত প্রকাশ করি
বেন না। বিশেষ এ প্রমাণ সাম্প্রতিক মত ও পুথি
বীর সর্বদেই পুর্নাকাল হইতেই প্রজ্ঞাধি
হটনা ঘটনা আসিতেছে। এবাধি বিত প্রমাণ
উপর কটাক করার কারণ উপরেই দেখাইয়াছি
ভিত্তি অন্য কোন প্রতিবন্ধক মাই,

যবে একজন একজন তর্ক হইতে পারে
কিরূপ উপারে লোক নির্বাচন অজ্ঞাত রূপে
হইবার সম্ভা। এ কথাটী বত সহজ নয় কারণ
সংবাদ পত্র কি সংবাদ দাতা এমনও সকল
জেলার সকল মনে নাই। অতএব এ জেলার
সমাক অজ্ঞাত গুরণ হটতে পারে না। বহি
সংবাদ পত্রের দ্বারা সমুদায় কার্য সাধন
হটক হইয়াংশ হইতে পারে সম্ভব মাই। অত
এব রাজপুস্তকের বাছাইক মনোবীত করিয়া
প্রথমতঃ এই কথা সংবাদ পত্রে বিবেচনা
অপিত হটক। বহি সংবাদপত্র দ্বারা মীন
হইয়া যায় তালুই; নতুন করকজন রিফার
লইয়া ইহার একটা আবেদনিক কমিটী হটক
এই কমিটী মনোবীত ব্যক্তিকে উপাধি অর্ণব
বিধারিনী রাজপুস্তক ও সংবাদ পত্রের মত
বেধিয়া মকলল অঙ্গুগাম পূর্বক বে দ্বিত
বেন তাহাই বাধ্য হটক। এ কর্তব্য এ

বিজ্ঞাপন

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

মহোদয় দেবকান্ত

বাবু বহিন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায়

কল্কি সম্পাদিত

বহিঃ সংগ্রহ

কবি দ্বৈনন্দন গুপ্ত প্রণীত।

সংবাদ প্রকাশক হইতে সংগৃহীত।

কবিতাবলী।

প্রথম ভাগ, মূল্য, ২- টাকা মাসিক ১/১০ আনা।

দ্বিতীয় ভাগ।

ক নি তা সং গ্র হ ।

প্রকাশ হইয়াছে। আকার এবং ভাগের মূল্য ২০ পৃষ্ঠা। এগর দ্বৈনন্দন গুপ্তের লিখিত অতি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট কবিতা সকল প্রকাশ হইয়াছে।

মূল্য ১৪- টাকা মাসিক ১/১০ আনা।

কিছু

আগামী ৮ই মার্চের মধ্যে বাহারা

হু ই টা কা

আমার নিকট পাঠাইবেন, তাহারা এখনও দ্বিতীয়, তৃতীয় ভাগই পাইবেন। মাসিক ১/১০ আনা। প্রথম ভাগ আর ২০০ খণ্ড আছে, তাহারা ইতিমধ্যে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তাহারা উক্ত মূল্য পাইবেন না। তখন পূর্ণ মূল্য দ্বিতীয় ভাগ নইতে হইবে।

প্রোগ্রামের মূল্যোপাধায়।

কলিকাতা, প্রকাশক বাহারা।

১৯১১ নং সমাজিক বাটী স্ট্রীট ১লা মেজরারি, ১৮৭।

—১১—

সংকত যন্ত্রের পুস্তকালয়।

১৮ নং বাহারা সোমের স্ট্রীট, কলিকাতা।
আমার প্রথম মূল্যোপাধায় কলকাতার পুস্তকালয় হইতে এই পুস্তকালয়ে বিক্রীত হইবে।

সংকত

সরল ভৈরব প্রকাশ

অর্থ

সংকত যন্ত্রের পুস্তকালয়

১ম ভাগ।

গৃহস্থ ও পাড়াগাঁয়ের ডাক্তারদের জন্য

প্রকাশিত হইয়াছে।

মূল্য ১২ পৃষ্ঠা ০০০ পৃষ্ঠার বেশী।

মাম ১০ টাকার পরিবর্তে ১ ডাকমাণ্ডল/১০

এ পুস্তকালয়ে পাঠ্য মাম।

প্রোগ্রামের চট্টোপাধ্যায়

মামেরা।



ইলকটো গ্যালভানাইজ

অঙ্গুরী, কবচ ও অনন্ত।

বি, এম, কার নির্মাণকর্তা ও আবিষ্কারক।

নং ২৮ মূল্যপত্র স্ট্রীট, কলিকাতা।

আমার নিখুঁত অঙ্গুরী, কবচ ও অনন্ত অতি-
রিক বিক্রয় হইয়া অনেক অনেক রকম নির্মাণ
করিয়া বিক্রয় করিতেছেন। ইহা সকলই জানেন
যে, ভারতবর্ষে ইহা আমিই নির্মাণ করিয়াছি। সুবি-
ধায় নিম্নলিখিত গোলবার্ট টোমবার্ট অকবার্টন, চার্লস
লকেন্ট, আমার নিকট হইতে ক্রয় করিয়া বিক্রয়-
করিবেন, মালিকেরা ও পুরাতন আর আন্তর্জাতিক
আরোগ্য হইয়া থাকে, বিশেষতঃ এলাউটা ও বসন্ত
রোগে ইহার আন্তর্জাতিক উপকারিতা নক্তি দেখা
হইতেছে। এমন কি ইহা ব্যবহার করিলে সংক্রামিক
রোগ কল্কি আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। বসন্তঃ
ইহা রক্তপাতকার করতঃ পীড়া আন্তর্জাতিক ও
সম্প্রদায়িক মধ্যে বিস্তারিত করে। এলাউটা, হোমোপ্যাথিক, ও হাইড্রোপ্যাথিক চিকিৎসাতে
মহারাজা কল পান হইয়াছেন। এই ভাঙিত ধারণাগুলি
পাইতেছেন। সেলাও রপার নির্মিত কবচ ও অঙ্গুরী
ভাঙিত সংযুক্ত বলিয়া উক্তি করিলে সে নিত্য
অঙ্গুরী ও তাহা ব্যবহারে কোম ব্যক্তি কখনই
আরোগ্য হইতে পারে না। অতি কবচের মূল্য ১৮/০

আনা, ভজন ১২৪-০; প্রতি অঙ্গুরীর মূল্য ২ টাকা
ভজন ২০। প্রতি অনন্তের মূল্য ১৪০, ভজন ১৫
প্যাথিক ও পোথিক ১ হইতে ৩ আনা। ১৮ আনা
ভজন ৫৪০; মাহারা অঙ্গুরী ও অনন্ত নইতে ইহা
তাহারা মাম পাঠাইবেন।

—১১—

১৮৭৪ অব্দে স্থাপিত।

শরৎচন্দ্র দত্ত এণ্ড কোং।

হোমোপ্যাথিক ও অনন্ত।

প্রস্তুতকারী।

কলিকাতা মহাশয় এম হোমোপ্যাথিক
ডাক্তারদের নিকট হইতে অবশ্যই উৎকৃষ্টতা
সহজে অংশসা পত্র পাইয়াছেন।

মূল্য মূল্য।

এলাউটা চিকিৎসার ১২ শিলি ব্যবস্থা ও কণ-
রের আবক সহ ৫ টাকা।

গৃহ-চিকিৎসার ২৪ শিলি ব্যবস্থা পুস্তক
সহ ৮ টাকা, ২ শিলি ব্যবস্থা ১০ টাকা।

সাধারণ চিকিৎসার ৫১ শিলি ও অনন্ত ব্যবস্থা
সহ ১৮ টাকা।

ডাক্তারদের উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা ২৫ টাকা, সম্পূর্ণ
উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা ৫০ টাকা।

ইংরাজী বাহারা সচিত্র মূল্যনির্ণয়পত্র
বিদ্যামূল্য প্রাপ্য। টিকানা ৫৫ নং কলকাতা
কলিকাতা।

—১১—

চালের কলপ।

ইহা চালের মাম তবল, লাগাইতে কোন
কষ্ট নাই। যেসকল পত্রকল হউক না কেন ৫
মিনিটে গাঢ় উজল কলকল হইয়া তাহা মাম
থাকিবে। মূল্য ১ টাকা।

রোজমের তৈল।

ইহা ব্যবহারে চিকিৎসিক গোলাপের গন্ধ
বিস্তার করে, শরীরে রক্ত থাকে, শিরঃস্রাবের
ব্রহ্মত্ব। মূল্য ২৪ শিলি ১ টাকা, ছোট ১০
আনা।

অঙ্গুরী কলি।

এই কলিতে লিখিবেন যে কলিই দেখা যায় না,
পরে ইহা অগ্নির উত্তাপ লাগাইয়া মাম স্ট্রীট

বা বাইবে। গোপনীয় পত্র লিখিবার আশঙ্কা
পার। মূল্য ১০ আনা।

লিপি পাউন্ডার।

সর্ব প্রকার বাইবল যত্নসহ মূল্য ৮০ আনা।

ব্রড পিউব্লিকারার।

এই সালসা ডাকার কবিবাজ ব্যবহার
করেন। শোণ, নালী, গরমি বাণী, পচা
পাড়া বোম সংক্রান্ত সমস্ত বা. ও কোটে
টিমা, সুখানামা ইত্যাদি সমস্ত যত্নে
রোপা হয়। মূল্য ১ টোকা।

এ. সি. বর্ষ এক কোং।

৭২ নং হুজিয়াস স্ট্রিট, কলিকাতা।

অক্ট ধাতু নির্মিত অনোধ।

অনন্ত,।



অক্ট ধাতু

পূর্ণচন্দ্র দাস কর্তৃক নির্মিত ও

প্রকাশিত।

১৫ নং বেথুনটোলা লেন, পটলডাঙ্গা কলিকাতা।

এই "অনন্ত" অর্প, রোপা, ডায়, নীস, রায়

১৫, ১৬, ১৭, ১৮ এই অক্টধাতুতে নির্মিত।

এই অক্টধাতু অর্পের ন্যায় ধাতুর উপর অপর

কোন ধাতু অর্পিত হইয়াছে। এতদ্বারা এখন

কিছু অর্পিত তরল পানির দ্বারা অর্পিত ধাতুর

কলারাই বিদ্যুতীয় কার্য উৎপাদন করিয়া

এ ধাতুর গুণ জ্ঞান: পরীক্ষা অবশ্য করাইতে

যাক ইচ্ছাতেই শরীরের রক্ত পরিষ্কার করতঃ

স্বাস্থ্যের বাধা বিলাপ পূর্বক জ্ঞান: নৈবা রক্ত

হইতে থাকে, এই অনন্তকে জীবন রক্ষার

লক্ষ্যেই বিনামূল্যে অর্পিত হয় না। অর্পিত

কর্তৃক বিদ্যুত রূপে বসিত হইবে, এই সত্যসী

মত, আশায় এই অক্ট ধাতু নির্মিত

অনন্ত ধারণ করিলে পব শরীর সমস্ত

নাশা ও কীর কার্য ইচ্ছায় সাধন। আর তাহার

কর্তৃক হইবে না।

বিজ্ঞান কর্তৃক নির্মিত অক্ট ধাতু



যদি সত্যসত্যের কথা কেহ কেহ অক্ট
ধাতু নির্মিত অক্ট ধাতু হইলেও পব অক্টধাতু
নামা কর্তৃক আমি মৃত অক্টধাতু নির্মিত
অক্টধাতু অর্পিত করিতেছি, অক্ট ও অক্টধাতু
উভয়েরই রোগনাশক গুণ ও শক্তি একই
প্রকার, ইচ্ছায় অক্টধাতু হইলেও তাহার যত্ন
ইচ্ছা করেন তাহা হইলে তাহার মাম বিনা
ধরতার অক্টধাতু উপর বোরিক করিয়া বেতন
হইবে। অক্টধাতু অক্টধাতু নির্মিত না
হয় তাহা হইলে মাম ফেরত দিব। অনেক
মহোদয় ব্যক্তি অক্টধাতু করেন যে পুরা ইচ্ছাতে
সংগ্রহ করা যায় না কিন্তু আশা নাভিনয় বহু
সফলত্রে পুরা সংযোগ অক্টধাতু লিখা করি-
য়াছি। অক্টধাতু করিবার সময় অক্টধাতু বস
হতে ধারণ করিয়া অর্পিত করিবেন।

আজ কাল নানা প্রকার ঔষধি ধাতুনির্মিত
কবজ ও অক্টধাতু ইত্যাদি বাহা অক্ট ধাতু নির্মিত
বলিয়া প্রচলিত হইতেছে, তাহা যে কত দূর সত্য
আমরা ভুলনা করিতে চাহি না, কিন্তু মহোদয়-
গণ রক্ত জ্ঞান কাচ ক্রয় করিবেন না। চোটে ও
বড় প্রকার "অনন্ত" মূল্য ২ টোকা, গুজন ১
টোকা, প্যাকিং ও পোকেজ ১ হইতে ৩ টী ১/০
আনা ১/১ হইতে ১২ টী ১/০ আনা। অর্জার
পাইলে ডাক্তার পেরেবেল পার্লেলে দাল পাঠান
হইবে। আর বিবেচনায় মহোদয়গণ অনন্ত
ক্রয়কালীন অক্টধাতু করিয়া হস্তস্থিত দাল পাঠ
ইচ্ছা রাখুন।

অনন্ত যে সকল স্থানে ধাতু বসিত হইয়াছে
তাহা এক একটী করিয়া নিষ্কাইয়া হইবেন। আর উক্ত
সত্যসত্যের আবেশনত বসিত হতে ধারণ করিবেন।
অন্যসাত ও পূর্ণিমাতে ফটকির জল দিব
নৌত করিয়া লভবেন, তাহার কবজ অক্টধাতু
লইয়া ঠিকিরাছেন তাহার একবার পরীক্ষা
করুন।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয় সহকারে সাধারণকে জানাই
তেছি, বাহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার

কর্তব্য করিবেন, তাহারা সোমপ্রকাশের পত্রিকায়
বিজ্ঞাপনের আশিষ দ্বারা প্রত্যাশিত হইবেন।
প্রথম দিনের প্রতি পত্রিকায় ১০ আনা, তৎপরে
পর ১০ আনা। ইংরাজী অক্ষরে প্রকাশিত হইলে
১০ পয়সা করিয়া লাইন প্রতি বার বরা হইবে।

যে সকল কবজালির বিজ্ঞাপন আশিষগণ
মিকট আসিবে, তাহা প্রথম একবার বিনামূল্যে
প্রচারিত হইবে। তাহার পর বিজ্ঞাপনদাতা
মূল্য লওয়া হইবে।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কবজকটী

সংক্রান্ত কবজ

সম্প্রদায় সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য ডাক
মাসুল সমেত দৈনিক ১০ টোকা এবং বাগানসি
৫১০ টোকা। অসমর্থ পক্ষে ডাকমাসুল সমেত
টোকা। অসমর্থ পক্ষে দৈনিক ত্রৈমাসিক বা বাগ
সিকের বিিন্ন নাট। শিকক ও ছাত্রদিগের
জন্ম ডাক মাসুল সমেত ৩১০ টোকা দিরা কা
হইয়াছে।

অগ্রিম মূল্য না পাউলে মকমলে সোমপ্রকাশ
প্রেরিত হয় না। বাহারা সোমপ্রকাশের মূল্য
পাঠাইবেন, তাহারা মাম নাম দাম লগু করিয়া
লিখিয়া ৪১নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন, কলিকাতা
জিহ্বক উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্তীর নামে নোট, বা
বরাত চিঠি, যদি অর্জার ইচ্ছায় অক্টধাতু নামা
বাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য
প্রেরণ করিবেন। অক্ট আশায় অধিক মূল্য
টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য
নির্ণেয় হইবার পূর্বে কেহ সোমপ্রকাশ প্রেরণ
অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া বেতন
হইবে না।

বাহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করি-
বেন তাহাদিগের সেই পত্রাদি প্রেরণ কা
হইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা
করিলে তাহাকে প্রথম দিন বার প্রতি পত্রিকায়
১০ আনা তাহার পর ১০ এক আনা দিতে হইবে
কেবল ইংরাজী অক্ষরে প্রতি বার ১০ পয়সা
করিয়া লাইন বরা হইবে।

প্রেরিত, সংবাদদাতা, জন্মকালীরপত্র ও প্রা
প্রকৃতি বেসকল বিষয় মান্য স্থান হইতে প্রেরণ
কর্তব্য হইলে তাহার মতামত বা কোমটি, বা
বিজ্ঞান বা অক্টধাতু এবং সত্য দিবা। বিবেচনায় বিম
সম্প্রদায়, অক্টধাতু বা প্রাইটরি, বাগী যত্নে

এই পত্র ৪১নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন
কলিকাতা সোমপ্রকাশ মন্ত্রে জিগিরিহস্ত
হইয়া প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত
প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

৩১ মে ১৯৭১

পত্রিকা: সোমপ্রকাশের আওতাধীন: পত্রিকা: সোমপ্রকাশের আওতাধীন: ৩ কৌশল

১৩৭ ১৯৭১

সর্বমুখ্য বার্ষিক মূল্য: মাসিক মূল্য: ১২০০ টাকা। ১০ই ফাল্গুন। ১৯৭১ ২১এ ফেব্রুয়ারি
১০ টাকা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য: ১০০০ টাকা।
৮ দিনের মূল্য: ১০ই ফাল্গুন।

অসমবর্ষ পত্রিকা মাসিক মূল্য: বার্ষিক
টাকা মাত্র। মাসিক ৭ ছাত্রদের
মূল্য: বার্ষিক মাসিক মূল্য: ১০০০ টাকা।

বিজ্ঞাপন

সোমপ্রকাশ এজেন্সি।

আজ কাল সকল বিষয়েই ব্যবসা
কারিগর বাড়ানো হইয়াছে, এক রকম
কোন রূপ কার্যে প্রস্তুত হইয়া সহসা
বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে বাসনা হইবে,
আবার ক-বা বয়স সাধারণতঃ চার না
করিলে মোটে জানিতে পারেন না
তজ্জন্য বিজ্ঞাপন প্রকাশ বাধা হইল।

বলা বাহুল্য সোমপ্রকাশ বিজ্ঞাপন
দেশ মধ্যে পরিচিত, ক্রমে সোমপ্রকাশ
কার্যালয়ের ব্যয় আধিক্য হইয়াছে।
ব্যয়বিকাশ পূরণ বাসনার অধিক কার্যা-
লয় হইতে একই এজেন্সী, বিভাগ
খোলা হইবে। আমাদের সহিত দেশীয়
রাজ্য জমিদার মহোদয়দের সহিত
সম্বন্ধ আছে, বিভিন্ন সাধারণতঃ এখন
হইতে যে কোন কার্যের প্রয়োজন
হইবে অর্থাৎ জরুরি খরচ, বাণী
বা জরুরি খরচ বিক্রয়, কোন রূপ
আপার কার্য মজারনী জরুরি খরচ
আমরা সমুদায় কবিত্তে প্রস্তুত আছি
যে রূপ কার্য হইবে, কার্য বিবেচনা
অন্য কার্য অপেক্ষা অল্প কবিত্তে কার্য
হইবে।

খরিস করিয়া জমা পাঠাইতে হইলে
আমাদের মত টাকা সহ আদায়ের কার্যা-
লয়ের ঠিকানায় এজেন্সী বিভাগের
অধ্যক্ষের নামে পত্র লিখিলে অবিলম্বে
জরুরি খরচ পূরক পাঠান যাইবে।

কোন গুরুতর কার্যের বন্দোবস্ত
ইচ্ছা করিলে আমাদের সচকারির
নিঃসন্দেহ হইয়া বন্দোবস্ত করিতে প্রস্তুত
পাতিবেন।

শ্রীশ্রীনাথ চক্রবর্তী।

এজেন্সী বিভাগের অধ্যক্ষ।

— — —

এখন চাইতে কোন রূপ কথা বার্তা
বা সোমপ্রকাশের মূল্য দিবার জন্য
সোমপ্রকাশ, ডিপজিট বিতে বাইনার
আবশ্যক নাই। নিজের ঠিকানায় সোম-
প্রকাশ আফিসে আসিলেই সমুদায়
কার্য শেষ হইবে।

আজ কাল সোমপ্রকাশ প্রেসে
সকল প্রকার ছব ওয়াক ও পুস্তক মুদ্রণ
কার্য চতুষ্করূপে ও শ্রমত মূল্য
সম্পন্ন হইতেছে। চেক, দাখিলা, চিঠি,
লেবেল, ফিল, পিটিসন ও পুস্তকাদ
যাবতীয় খরচ ই-রাজি বাঙ্গলা নানা-
প্রকার নুতন অক্ষর বড়ার ও নদস।
প্রস্তুত আছে। সমুদায় আবশ্যকার

কার্য বিধানের সহিত সমাধা হইবে
সোমপ্রকাশ যন্ত্রে কখনই এতদার
প্রবন্ধন হয় নাই ও হইবে না, অতএ
সাধারণে নিঃসন্দেহ চিত্তে আমাদের
হস্তে সকল প্রকার কার্য অর্পণ করিতে
পারেন।

সোমপ্রকাশ সম্বন্ধীয় সমুদায় চি
পত্র টানা মনিঅর্ডার আদি সকল
আমরা নাম নিম্নের ঠিকানায় পাঠা
বেন। অপরের নামে পাঠাইবার আব
শ্যক নাই, তাহাতে আমাদের হস্তগত
না চাইতে পার, এ বিষয়ে যেন মনো
বিশেষ দৃষ্টি থাকে।

সোমপ্রকাশ কার্যালয়, ৪৮ নং গুরুতর
পৌরনী লেন - কলিকাতা।

শ্রীশ্রীনাথ চক্রবর্তী।

সোমপ্রকাশ অধ্যক্ষ।

— — —

সমসংকারি সমসং বৃত্তান্ত।

অর্থঃ।

* বাঙ্গালার নেহার উদ্ভাষা আসামের
প্রত্যেক জেলায় সংক্ষেপে বিবরণ
বাঙ্গালার ভাষায় একরূপ পুস্তক, নাই
কিন্তু প্রাক্তন সকল সমসংকারি পাঠ্য।

সকল জেলায় সমসংকারি সামাজিক আতা
সকল জেলায় সমসংকারি কবি বাণিজ্য, সামাজিক
পুরাতন জীর্ণ আদি বিবরণ অসংখ্য
হয় পাইতেছি সমুদায় সংগ্রহের ভিত্তি

সমস্ত গানের পাখর পরিচয় সব পুস্তক ধানি
নির্ধিত হইতেছে। প্রস্তাবিত ভান সকলের
প্রতিকূল পঞ্জিকা আর সমুদায় আত্মা বিবর
এ ক্ষেত্রে বর্ণিত হইবে।

বন্ধে আমি একটি বর্ষা নূতন বিষয় প্রস্ত
করিতেছি, এরূপ সংগ্রহ কেবল কটকট
বেচক মারুই বুঝিতে পারিবেন, অতএব
কোন গ্রাহক হইয়া উৎসাহ প্রদান করেন এই
প্রার্থনা।

পুস্তক ধানি ডিমটি আটপেজি কর্ণার ৬০
পূর্ণ আর পাচশত পূর্তার চারি খণ্ড শেষ
হবে। ৩০এ ফাল্গুন এখন খণ্ড প্রকাশ হইবে
এবং প্রত্যেক ভিন্যাসাত্তর অন্য অন্য খণ্ড
কাশের সম্ভাবনা।

সমুদায় চারি খণ্ডের অগ্রিম মূল্য ২ টাণা
ক মাস্তুল ১০ আনা প্রত্যেক খণ্ড মাস্তুল সব
প্রদান ১৬ আনা।

সোমপ্রকাশের সমুদায় গ্রাহক ও বিদ্যালয়ের
অগ্রিম মূল্য ১ ও মাস্তুল ১০ দিগে সমু
দায় পুস্তক পাইবেন। কার্যালয় হইতে পুস্তক
হইয়া গেলে মাস্তুল লাগিবে না। ৩০এ ফাল্গুন
খ মূল্য পাঠাইলে সর্বসাধারণে ২২ টাকার
মুদ্রায় পুস্তক পাইবেন।

ক্রিস্টিয়ান ব্রাদার্সের ভিন্যাসাবী
মূল্য পাঠাইয়া দান ও ঠিকানা।

ক্রিস্টিয়ান ব্রাদার্সের চক্রবর্তী সোম
কাশ অধ্যক্ষ ৪৮ নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর সেন,
কলিকাতা।

সুন্দর মূল্য ইঞ্জিন বিক্রয়।

একটি পোর্টএবল অর্থাৎ গাড়ী ইঞ্জিন
একটি অর্ধের স্কেল চালাত যত।

একটি এডভান্সেরি বা স্লাম ইঞ্জিন, পোর্ট বসী
যন্ত্রণে স্কেল এবং একটি কলার। ডিমটি ক্রয়কী
১২৭ ফুট বস এই সকল যন্ত্রণা পাইব নূতন,
মস্তুর ঠিকানায় ৩৬ করিলে অতি ৩২২ মূল্যে
পাইবেন। এক, এ, ডাব্লু কোয়ার

২৩ নং রাজমারগ চৌধুরীর খাট রোড।
বরপুত্র - হাওড়া।

বিশেষ বিবিধ।

সোমপ্রকাশের সুন্দর মূল্য।

৩ মাসের জন্য।

বর্তমান সনের আগামী ফাল্গুন ৩০
সের মধ্যে বাহার নূতন গ্রন্থকল্পে
ভুক্ত হইবেন, তাহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য
৬ টাকার এই প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র ধানি
পাইতে পারিবেন। এই সুন্দর
নিয়মের সময় অতীত হইলে (অর্থাৎ
চৈত্র মাস হইতে) নূতন গ্রাহকগণকে
সাধারণ নিয়মের বশবর্তী হইয়া গ্রাহক
শ্রেণীভুক্ত হইতে হইবে। ইহাব পর
সাধারণে একরূপ সুযোগ পাইবেন না।
নূতন গ্রাহকগণ অধ্যক্ষের নামে ৪৮ নং
গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর সেন, কলিকাতা।
এই ঠিকানায় মূল্য দি পাঠাইবেন।

ভিন্যাস মূল্য বিতরণ।

ভালার মাস্তুল দুখোপাখ্যার ভিত।

সরল চিত্তিৎসা।

(দ্বিতীয় সংস্করণ—পরিবর্দ্ধিত, ডিমাই ১০

শেকী ৮ কর্ণার সম্পূর্ণ)

পঞ্জীগ্রামবাসী গুরুত্ব মাস্তুলে আবেশ্যক। ডাঃ
মাস্তুলারি বার ১০ এক আনা, সুবরবন ডিম্পান-
সারি, ডহানীপুর কলিকাতা।

গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর সেন—লক্ষ্য

— ৪৪ —

সচিত্র চিঠির কাগজ।

এ প্রকার চিঠির কাগজ এই প্রথম। চন্দ্র
বর্মী মূর্তি মিসে 'ভুলনা আনার' সরলতী মূর্তি
সম তদ্বিধ ছাপান ইত্যাদি, বৃন্দক সুবর্তী, বৃন্দ
সকলের ব্যবহারের উপযোগী মূল্য সুন্দর, পাঁচ
বিন্দু ১০ আনা মাস্তুল ১০

জে. কে. বর্মা এক কোং।

৩৭ নং কলকাতা স্ট্রীট কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন।

বু এসেছো। তার স্ট্রিকের সাংসদেব সম্প্রতি
সংক্রান্ত নিম্নলিখিত ব্যক্তি সম্প্রতি (যা
পূর্বে কোন রূপ আইডেন্ট বস্তু হইয়া বা
ভুক্ত, সংক্রান্ত না হইয়া থাকে) আগামী এই মাস
অনিবার ব্যাপারে কলিকাতা ১২৭ কাউন্সিল
আউসট্রীট দ্বিত বেকল এডমি। ইটর সেন্স-
নেলের আকিবে তৎকর্তৃক সত্তর মিলানে স্ট্রিকি
হইবেঃ—

সমস্ত ইন্টের পাকা বাড়ী মূল্য ৫০।০ পঁয়
কাটা জমি সহিত ২০২৭ ফুট সের গনি কলি
কাতা। চৌধুরী উত্তর মুরগচর বাবুর বাড়ী
ব.তাকে চোটেমু ডি বিয়াণা বলেঃ পূর্বে এন
বিনিমিতার সাংসদেব বাড়ী, ব.কপে কোরস
ন্য.মুজের বাড়ী, পশ্চিমে—কড। ইন্টার গলি।

অন্যান্য বিশেষ বিবরণ ও পাঠা পদ্ধতি
জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তির নিকট ৫ নং ফ্যান্সি
সেন কলিকাতায় আবেশন করিবেন।

ড. এচ. রেডক্লিফ।

৬৮.৭ এডমিন্ট্রিটর ৫০ মারেল

প্রেরিত পত্র

ম.ম.ম.ম.

ক্রিস্টিয়ান ব্রাদার্স সম্প্রদায় মাস্তুল
সমীপেই।

শেফালিকা ভলে।

(১)

শেফ.লি রে তোর ভলে বসি কতদিন
কুজারে কত বে মুলে,

রাখিলাম তোমার মুলে,

এবে দেখি তুই সার পুণ্য পত্র ধীন।

শেফালিকারে তোর ভলে বসি কত দিন।

(২)

গিরাহে সকলি তোর আছে জীর্ণ ভাল,
মাছি সজীবতা আন, পড়ে আছে কাঠ বান,
এর পরে কি বে হবে জীবন মাত্র কাল,
গিরাহে সকলি তোর আছে জীর্ণ ভাল।

(৩)

ইজব হবি রে বেঁ ব হবি রে অজার—
মা চরা মাচিকা বার, আসিয়েমা কাছে বার,
মুন্সোতী অলিমুল আসিয়ে বা আরঃ
ইজব হবি রে শেমে - হবি রে অজার।

(4)

ବକ୍ସିମିନିର ତୋର ମାଆଦେବୀ ମା କୀରୀ ?
 ବହୁର ପ୍ରକାଶ ଦେଖ, କେଉଁ ଘର ତୋର ଅଛି
 ଆନିଦେବୀ ମା ହ ବନେ ହୁଲେର ଆନାମ ।

(*)

যে বশা রে শেরি তরু, সে বশা আবার !
 আশিক রে হোর যত, পড়ে আছি তরে যত
 ভেঙেছে রে ভাল পালা কাল, ছুরাচার,
 যে বশা রে তোব তরু, সে বশা আবার !

(b)

জীবন-প্রত্যয়ে আর পক্ষে না নিশির,
 মিথ্যাহে যে দিন আত্ম-আসিবে না আর তাহা
 এবে শুধু আরে বর ন বের নীর,
 জীবন-প্রত্যয়ে আর পক্ষে না নিশির ।

(9)

কুট্টন ক' কুল আর শুক ভরবেছে ;
 সীতারঙ্গীন্দ্রের খান গড়ে আছি এখানে
 সৌরভের দিন এবে গেছে কাল-গেছে
 কুটে না ক' কুল আর শুক ভরবেছে ।

(b)

হুসনে এসেছে দিন বিলম্ব ত নাই,
 আঁধার কত দিন পরে, পড়িব কালের করে,
 শেকলী-ঈজুন মত পুকে হাথ ছাই।
 হুসনে এসেছে দিন বিলম্ব ত নাই।
 ঐগিরিজানাম ধূসোপাখ্যা
 কলিকাতা।

(3)

কেবলে বিপাক্ষি যোরে ?
 কেবলে বিপাক্ষি যো'র এতিন তুবনে ?
 এ'র মন সমর্পণ করছি স্বাভা'রে
 শরমে অশমে হারে, যে'রিতছি এ সংসারে
 তিলে • না হেরি তার হেরিছি অধার
 সত্ত্ব কি তার অস্তরহেছি জীবনে ?

(2)

ମନେ ପାରିବି ମମ ହବର ଆମର
 କରେଛି ଅର୍ପଣ ଯାରେ ଆମଦାର ଭେଦେ ।
 ଏକହାତ ସେଇଜନ, ରହିଗାଅଛି ଅହଙ୍କର,
 ଜଣେବାର କି ଆଦିକାର ବସିବେ ସେଠାରେ ।
 ସେ ଶ୍ରୀମ ହୁଅନ୍ତି ଉପାଦେଇ ଦେଖିବେ ମରଣ । ୩

(*)

ବାଳି ନା ବଢ଼ିବେ ବନ ଅବନ ଆମନ
 ଯଦା ମୋହ ଶ୍ରୋତବ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ଅମଳ
 ଯଦି ମୋହେ ବେଶ ବାଧା, କବିତା ଯେ ମୋହନ କରୁ

শিশুটি হইলে কতু মৌন্য নয়
 বেঁচে হ'ল শিশুটি খানি কথার প্রথম ৭

(8)

এবং এখানে যদি কুপনের প্রদান
করিতাহে তাহে হার করিতে গমন
অসম্ভব হইত। বাক্য, কি কহে যে প্রদান হইত

ବାମନା ଆସିବେ ନେଇ କରାବେ ତର୍କନାମ
 ବିନାହିଁ ହେଲେ ମାତ୍ର କହେ କି ଏକମ ?

(c)

মাঝম সময়েতে বেব কুটিছ কংল
 পয়স প'বিত্র জ্যোতিঃ আঁবি বিমোহন
 দারুণ জিহানী কাল, কংল গিবন কাল
 আগন্ত হইলে সেকি দেব পরিচয়
 কেন কি ভাচার ককু না হয় দর্শন ?

(b)

তিমারীর অস্ত্র বধ। পান্ডুরী অস্ত্রী
 কুটীর। আবার করে অস্ত্র বধ
 সেইরূপ ইহকাল। এই বধ হবে কল,
 তখন কি না বিলিখে, সেই প্রাণেশ্বরী
 বিপত্তীক হবে কেন কহে নর নাথী ?

(9)

অবদর লিখি-১ ভাগ, “আমি জ্ঞান” পরে
 লেখেন আমায় কর, আভিলাষ আভিলাষ
 অকল সে জ্ঞান, থাকিতে অর্থনীতির
 অবদর লিখি সেই কথন কি করে ?
 থাকিতে আমায় লজ্জা করিলে আভিলাষ
 আমায় কথন কর, কেঁহ কি লিখিত ?

(2)

ବରପୋରୀ ମୁକ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ଆମେ ମର୍ଦ୍ଦଜନ
ଏକତେ ଦିଗିରା ହୁଏ ସାତକ ଅନୁକମ୍ପ
ମୋରୀ ନା ସାବିତେନ ମତ୍ତ, ତାର ସାଧ ମୋରୀର
କଥା କି କହେନରେ ଏତିକି କୁହନେ
ଅକତ ମରୀର ଆସି, ଦିଗିରୀ ଦେଖନ
ଏକେ ହୁଏ ପରେ ଏକ ବ୍ରହ୍ମାହି ବସନ ?

15

আর এক কথা মর আদি বেধ বনে
 প্রাণে আঁকিলে মিত্র প্রাণের ভাঙ্গন
 লক্ষ জ্যোৎস্না বহুবারে, বহুদিন অবসরনে
 “মাই” সেই মিত্র মর কে ভাবে কখন ?
 ছাধিমের অবসরনে বিপত্তী কেমনে
 রয়েছে যখন সেই অবসর, তখন ?

44

वचनित रूपे छटव, निवेष्टी या इत
 वचन का वचन ॥ एकद्वयार्थ ॥ ३०॥

অমর্ত্য ১৮৮৩ সন, কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরি
 বঙ্গ ভাষাভাষ্য সভা প্রকাশিত
 প্রতীক বাণী কলকাতা ২১শিও বা মোটে ।
 প্রিন্টার্স ম. ক. উলিয়াম
 বাণীয়া প্রেস

— 6 —

স্বাস্থ্য-২৫ - সড় - নীতি ।

(अथ वसुदेवस्य कथम्)

এক দিনে তুমি নাই হোমের গর্ভে ,
 এক দিনে কলোসাস তুমি নি কাপক .
 এক দিনে তুমি মাদ্রীচীর শাটীর
 এক দিনে তুমি মাই পিলার পশ্চিম
 এক দিনে ইংল্যান্ডের বড় অক্ষর
 এক দিনে বড় মহাকুলাকুল ভয়
 এক দিনে পুল কমি হয় মা বিকাশ
 এক দিনে বড় খসী পর্ব পথকাণ্ড .
 এক দিনে বড় দীক্ষ রক্তবহরে
 এক দিনে কিছু বড় হয় মা, সংসারে
 আবদান, সন্তোষ, স্বদেশস্বার্থ
 অসাধ সাধিত হয় কেবল জ্ঞান নয় .

(बहुरूप ग्या)

বহু বারি বিদ্যুৎ বিলি বারিবি বিদ্যুৎ
 বহু পরমাণু যোগে পন্নত উৎসবে
 বহু সূত্র যোগে সূত্রগোত্র রক্ষা কর
 বহু সৈন্য যোগে নানা নাক্যে ভর জ্বর
 বহু কৃৎ যোগে কব গুরু আত্ম-মন .
 বহু উপাধানে যে গে শ্রুত গঠন
 বহু ভা . যান যোগে গীত উত্তেজক
 বহুত সংযোগে হর অসাধ সাধক .
 বহু ঐবধির যোগে ঐবধ স্তম্ভর
 সুরাধোপাধা যোগে বধ বেতবনধর
 বহু বিনা বাহু বল বুদ্ধি নাহি বর
 একের অপেক্ষা . বস বহুত নিষ্ঠুর ।

(1997)

କୁହୁ କୁହୁ : ମାୟା ସେବେ ବିମାର୍ଗ ବିକଳ
 କୁହୁ ଆଗ୍ନି କଥା : ନୀଳ ଦେବ ବନ୍ଧୁ ହର
 କୁହୁ ବାରି ସିନ୍ଧୁ ଦେବ : ସତ୍ୟ ଚାହୁଁ କର
 କୁହୁ ବିଷ ବନ୍ଧେ ନାଥ କୁହୁ : କୌବେର
 କୁହୁ ଓ ହୃଦ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦେବ ହୁଅ : ଓ ଶାନ୍ତି
 କୁହୁ ଯଦେକ କାର କୌଣସି ଶାନ୍ତି
 କୁହୁ ଓ ମନୋର ସ୍ଥିତି ଯଦେକ ସନ୍ତାନ
 କୁହୁ ବଳି ଆତ୍ମା କାର କାରନାକ ଆତ୍ମ
 କୁହୁ ସାଧି ଦେବ କହୁ ଯଦେକ ହୃଦିତ
 କୁହୁ ଓ ମନୋର ପୂଜା ନୀତି ମାନ୍ୟତା

কিন্তু জীপসডা রূপের কপ্পে নিখুঁত হইব র
ইহা থাকা সুতরাং কথা । আমি এই কার্যে আমার
পক্ষে এতাদৃশ অর্থদান জনক বিবেচনা করি যে
উপরে শু ভবনবস্ত্র প্রতিবাদ' করতে আমার
আন্তরিক স্বপ্না হংসেছে । প্রতিদিন প্রাতে ৪৫টা
ও অপরাহ্ন ২ ঘণ্টা কহিয়া ডাকার খানার কার্যে
করিতে হইল একজন চিকিৎসক কর বাহিরের
প্রাকৃতিক এককাল নষ্ট করিতে বলিলেনও সন্তোষ
কর না । এখন তার মাসিক ৩০ টা ১১ বেতন
দাতব্য চিকিৎসালয়র ডাকার হইলে এই বতন
যাতীয় অব. উপার্জন্যের অশা আমকে একে
বারে পরিভাগ করিতে হয় । আমি গর্ভবশে
সার্ভিস গ্রহণ করিয়া থিমা স্টেশনে যানে ১০০
বেতন পাইতে পারি । ডাকার বিশেষ অধ্যক্ষ
হইল ১০০ পরিভাগ করিয়া ৩ বিভিন্ন সাল্য-
রিত হ'বার আমার কোমর প্রয়োজন না
আমি বিগত ১০ টম যে প্রত্যক্ষের কত লোকে
উৎকটপীড়া থিমা তিরিটে অযোগ্য করিবার
তাহার উত্তর করিল আপন'র স্বতন্ত্র দা
অনেকটা অধিকার কর'ত হয় বলিয়াই ডাকার
একটা তালিকা বিজ্ঞান না । আমার অভিভা
বকরণ সকলেই কৃতঘ্না এবং বনী । আমা
পিছুগাণের মধ্যে একজন সবজ্ঞ একজন
মুনসেক ও একজন তেলুটি মার্জিষ্ট্রো । বেলে
আপাখর সাধারণের আগ্রহতিব্ব প্রবৃত্ত
উৎসাহ আমা'র বেশে থাকিতে পরা ন'হি
হিলেন । থিমা বাহন্য যে উদ্যোগ আমা
একজন মেটন ডাকারের পদের বিমিত সাল
রিত হইতে উপবেশ' হেব হাই । যিনি-তি
বেশবিদ্য ও সুখোপাখ্যার পরিবারে জন্ম
করিয়া থিমা পথ্যে একজন মেটর ডাকার
আমি যারিতে আমার আন্তরিক স্বপ্না আম
প্রতিবেদনের তার স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করি

আমি দেশের উপকার করিব বলিয়াই
তৎসমস্ত সম্পদকে সার্থক্যে পরিণত করি-
ব। আমি এ স্থান হইতে অন্যত্র চলিয়া
হইলে স্বাক্ষর আমার নিজস্ব নিম্নলিখিত ক্রি-
য়া উপলক্ষ্যে কতিপয় হইবে। অতএব
আমরা সাধারণ লোকের হইতে আমার একান্ত
কৃতজ্ঞ। ইতি

হরিমতি } নিমিত্ত—
ই কেবলমাত্র ১৮৭৭ } অক্ষয়মুনার মুখোপা-
ধ্যায় এম বি।

অবিনীত উপলক্ষে পুষ্পাঞ্জলি।

রাগিনী, বসন্তগার—তাল একতাল।
যাজ, গাও তাই মনে, আনন্দ উৎসবে,
ভারতমাতারি জয়।
ত ভারতসম্মানে, দেও একতানে,
মাতৃভক্তি পবিচয়।
এমা, ভারতভূমির কল্যাণসাধনে,
বিজ্ঞানের বলে বিবিধ বিধান,
কষ্ট প্রকার, কলের আবিষ্কার,
কবেই যা ভারতে,
এমা, রেলের গাড়ী বেন গমনবাহিনী,
টেলিগ্রাফ বোগে হুই বৈরাগী,
যোগে তব অপূর্ণ করম, অতি নিরুপায়,
সকাল অস্তময়।

এমা, শিক্ষা বেও তুমি ভারতসম্মানে,
কালজ তুল কবি নানাহানে,
নলে কি হতো যা দুর্ভাগ্যবান,
ভাবতেই সুখোৎসব।

এমা, প্রজাধিকার্যে তব যশঃকীর্তি,
জীবন্ত থাকিবে যতকাল ক্রিতি,
জীবন থাকিবে হবেনা বিস্মৃত, বঙ্গ কৃতজ্ঞদেয় ॥

এমা, অজ্ঞানে করি কৃপা বিতরণ,
খেতকৃষকদের করিয়া শাসন,
নিমিত্ত সার্কিন রাজনীতি আন্দোলন,
কমতা দিছে হা,
এমা, যা কিছু পেতেছি তোমার কৃপায়,
ভাগ্যদোষে ফলে থাকিবে নাহার,
তোমা বিমে নাই ভাবতের গতি,
কর দুর্গতির কর ॥

তুমি, বিবর্তনে কর আশ্রয় বিচার,
তব রাজ্যে নাই চৌধ, অত্যাচার,
যাথে প্রাণে করে একত্র বিহার,
আছে। ক এ ঘেন ঘেন।

এমা, এরূপ আত্মীয় বত রাজগণ,
অবশ্য নির তোমার গমন,
তুমি ভবিষ্যৎ কর রাজ্যের শাসন,
চারিদিকে যা সুমর ॥

এমা, কোণার আছ তুমি নিরুপায়ে বসি
এই যে পঞ্চাশে কোটি ভারতবাসী,
তোমার উৎসবে চলে অর্থরাশি,
হয়ে প্রকৃত্ত অর্থ,
বারেক কর কৃপাদৃষ্টি এ ভারত প্রতি,
কীপদ্যে তব করিতে আরাতি,
যম তোপনায়ে, বেন শঙ্খন দে,
বোম্বাই তোমারি জয় ॥

এমা, বিশাল রাজ্যের তুমি অধীশ্বরী,
তোমার মঙ্গল ককম জিহরি,
নষ্ট করব তোমার ভবে এত বৈরী,
সুখে থাকুন পুত্রগণ,
এমা, কাতরে ত রত এই যা প্রার্থনা,
খেতজ্ঞা না বেন না দেয় বাতনা,
হেন প্রতিকার, যাচিছে তোমার,
হুটকরা রাজ্যপায় ॥
জিয়ারদা লসাব বহু—
বেদীনীপুর—
পটালপুর—

সোম প্রকাশ।

১০ই কাল্কিন সন ১২৯৩ সাল।

জব জয় জননি তুমি ভারতেশে শরণ্যে।
নিখিলমুপতিনত্যা সোমিতে সবসিদ্ধো।
ভূশঙ্কর ভারতেশীভূতভাঃ কৃপাতো
বিতর বিতর মাতৃ সূর্য মেঘাতরংনঃ ॥

যথাস্থ্য ভক্তি প্রদর্শনের সময় উপ-
স্থিত হইয়াছে বলিয়া সকলেই স্ব স্ব আন্ত-
রিক ভক্তি প্রকাশ করিতেছেন। ভক্তি
প্রকাশ প্রকৃতিচালিত, কখনই অনুরোধ-
সংবিত হইতে পারে না। ভক্তি স্বভাব
প্রণোদিত না হইলে কখনই অকৃত্রিম হয়
না। কেবল লৌকিকতারকার নিগিহ যে
কতকগুলি বাহ্যভঙ্গ্য করিয়া ভক্তি দেখাইব
ইহা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমা-
দিগের ধন নাই, স্ত্রীর ৭ আমরা ধনস্বা
কোনরূপ প্রদানচক কার্য করিতে পারি-

লাম না। তবে কি আজ দরিদ্রের
মনে রথ হৃদয়ে উখিত হইয়া হৃদয়েই
বিলীন হইবে? কাণে কোন কবি বলিয়া
ছেন যে “উপায় যদি দীর্ঘন্তে দরিদ্রাণাং
মনোরথাঃ” অর্থাৎ দরিদ্র ব্যক্তিগণের অস্তি-
লাব মনে উদ্ভিত হয় ওমনেই মিলাইয়া বর।
আমরা বলি কখনই নয়। আমরা ধনে
না প দি সর্বসাধারণবিত্তরিত বাক রত্নের
দ্বাৰা মহারাজী ভারতেশ্বরীর প্রতি অনন্য
সাধারণ ভক্তিরস দেখাইতে কখনই হীন
পদ হইব না। এ ভক্তিরসে আত্মতা হইয়া
মহারাজী কি আনন্দমদে মত্তা হইবেন না।
বহুসমৃদ্ধপুত্রসেবিতা জননী দরিদ্র-
পুত্রপ্রদাত অকৃত্রিমপ্রদানচক অতি বৎ
সামান্য বস্তুতেও কি ভুলিলাভ হয় না।
আমরা বলি যে, সমৃদ্ধি অপেক্ষা দরিদ্রতা
অকৃত্রিমভক্তিপ্রসবিনী। এই ভাবে প্রোৎ-
সাহিত হইয়া আজ হৃদয় প্রস্রবণ উদ্ঘাটিত
করিয়া ভক্তিহীনীতে ভারতেশ্বরীর পঞ্চ-
শদাধিক রাজ্যাধিষ্ঠানের অভিষেককার্য
সমাধান করিতে প্ররত হইলাম। আমা-
দিগের একান্ত অভিলাস ও পশ্চ-
কাক্ষণিক পরম পিতা পরমেশ্বরের নিকট
প্রার্থনা যে, মহারাজী ভাবতেধরী যেমন
গত পঞ্চাশবৎস নিবিঁয়ে ও বিশ্ব
আনন্দে তাঁহার এই বিশাল রাজ্য প্রতি-
পালন করিয়া প্রজারদের হৃদয়ে অতুল
আনন্দের উদ্ভাবন করিলেন, বেন সেই
রূপেই আরও বহুকাল পুত্রপৌত্রা
সংবেষ্টিতা হইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে প্রজাপাল
কবেন। অতএব বলিতেছি যে,

সর্বাঙ্গ ভবিষ্যৎ ক্রা কৃত্যনামেবসম্পন্নঃ।
কুং রাজ্যে চিরংলিপ্সে বধা পঞ্চাশবৎসকম্ ॥

—০০০—

২৪ পবগণাব অস্তর্গত বামনগর ও ধ-
ধনী উত্তর গ্রামেই দুইটী বঙ্গবিদ্যালয় অ-
ভার বিদ্যালয়ের দ্বনতা এক মাইল
ভিত্তব, এই দুইটী বিদ্যালয় একত্রিত হইবে
একটি মধ্যশ্রেণীর ইংবাতি ও বাঙ্গাল
বিদ্যালয় হইতে পারে। শ্রীযুক্ত বাবু রা-
কাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় এক্ষণে প্রেসিডেন্সি
বিভাগের ইনস্পেক্টর, তিনি বহু পু-

ইতে উক্ত বিদ্যালয় ঘরের অবস্থা সম্যক
পূর্ণ অবগত আছেন, এই প্রস্তাবটা তাঁহার
ববেচনাধীন আসা প্রার্থনীয়, আব বর্তমান
ডেপুটী ইনস্পেক্টর বাবু মতিলাল মৈত্র
হাশয়কে এ বিষয়ে উদ্যোগী দেখিলে
আমরা বিশেষরূপ সন্তুষ্ট হইব।

পঞ্জাব ট্রেজারির একটা কেরানীর উপর
আজকের ডেপুটী কমিসনরের কোপ
হুগে পড়িয়াছেন। কোপের কারণ এই
যে কেবল দুইটা স্বর্গীর বেতন লইব র
অন্য একখানি আদেশ লিপি স্বহস্তে লিখিয়া
স্বর্গীর নাম স্বাক্ষর করিয়া কেরানীর নিকট
পাঠান। কিন্তু গবর্ণমেন্টের নিয়ম অনুসারে
আউন্ট-নট জেন বেলের আদেশ মত
বেতন সম্বন্ধে ট্রেজারি আপিসেব স্বাক্ষরিত
অনুজ্ঞা লিপি ভিন্ন অন্য কোন দলিলে ট্রেজ
ারীর কর্মচারীগণ টকা দিতে বাধ্য নহেন।
মজুরী কেরানী উক্ত আদেশ প্রতিপালন
করিতে গিয়া ডেপুটী কমিসনরের বিষয় নরনে
ডিলেন। ডেপুটী কমিসনরের অধীক্ষ
ার হস্তলিপি একজন সমান্য মজুরী
প্রার্থ্য করিয়া বলিয়া কমিসনরের এরূপ
গড়নার পতিত হইলেন যে নির্ঝাক কেরা
নীকে তিন মাস ছুটী দিতে বাধ্য হইতে
হইল। অবকাশ গ্রহণ করিয়া তিনি কমি
শনর পর্কিসের নিকটে আপীল করিলেন।
মিঃ পর্কিস তদন্ত করিয়া কেরানীকে নিজ
কমতা প্রকাশ করিয়া কমিসনরের ত্রুটি
সমস্ত করিয়া তাহার বিরুদ্ধে ফিনানসাল
কমিসনরের নিকটে আপীল করিলেন।
ফিনানসাল কমিসনর পুনরায় কমিসনরের
উপর তদন্তর ভার অর্পণ করিলেন। কিন্তু
চূড় গ্য কেরানীর অস্থিষ্টে যে ভগবান সেভা
গ্য লেখেন নাই তাহার পবিচয় এত খানেই
প্রকাশ হইল। যে মিঃ পর্কিস কমিসনর
ছিলেন তিনি বদলী হইয়া আর এক জন
নুতন সাহেব এ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।
অতরাং তিনি বাঙালীর জন্য প্রসঙ্গীকার
না করিয়া জাতীয় স্বার্থ বাহাল রাখিলেন।
তিনি ডেপুটী কমিসনরের র রের দিয়া
কেরানীর অগ্রে হস্তা হইলেন। কেরানী

তাঁহার কর্মচ্যুতির লিখিত নকল প্রার্থনা
করিলেন। ফিনানসাল সেক্রেটারী তাঁহ
কে জানাইলেন যে লিখিত ত্রুটি কিছুই
নাই। পার্থক্য সামান্য কারণে একটা নিয়ম
র দী কেরানীর উর কত বড় অশ্যাচর
এক বার দেখুন।।। আমরা আশ্চর্য হই যে
ব্যক্তি নিয়মিত কথা করিয়া তাহার পর
তাঁহকে নানা প্রকারে কষ্ট দিয়া চিরজীব
নের মত অঘরা কলহেব ডালি মাথায় দিয়া
যে বিদ্যার দেওয়া হইল সে ব্যক্তি কি এক
খানি কর্মচ্যুতির লিপি পাঠাব উপযুক্ত
হইল না। এরূপ অত্যাচার যে ব্রিটিশ
গবর্ণমেন্টের মধ্যে আজও নিহিত রহিয়াছে
আমরা তাহা জানি না। ইংরাজ এই সকল
অশ্যাচারের কার্য করেন বলিয়া আমরা
যথার্থ কথা বলিতে গিয়া শাসন কর্তা দিগের
কোপে পড়িয়া থাকি। আমরা দিগেব অনু
যোগের আর একটা কারণ এই যে আমরা
জানি যে পঞ্জাবের গবর্ণর সার চার্লস
এটিসন অতি সদাশর ও হৃদয় গবর্ণর।
তাঁহার রাজ্য মধ্যে যে এরূপ অবিচার
হইল এটা আমাদের দারুণ ক্ষোভেব
হইয়াছে। এক্ষণে তাঁহার নিকট এই প্রার্থনা
যেন তিনি এই অত্যাচারটার উপর এক
বার কৃপা কটাক্ষপাত করেন।

—...—

কুচবেহাভের মহারাজ অতি পরিপাটী
রূপে নিজ রাজ্য মধ্যে প্রকাগনসমবেত
হইয়া জুবিলি উৎসব আনন্দের সহিত সম্পন্ন
করিয়াছেন। ইংলণ্ডের সম্মানার্থ দর
বার, তোপধ্বনি এবং রাজ্য আলোক মালায়
আলোকিত হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন দরিদ্র
ও অন্ধ ধর্ম দিগকে অন্ন বস্ত্র দান এবং বালক
দিগকে ভোজন করাইয়াছিলেন। ৩ জন
করেদীকে মহারাজ মুক্তি দানের আজ্ঞা
দিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে দুইজন আত্ম
মান দীপের বন্দী ছিল। ইংরাজরাজের
ন্যাস মহারাজ উপাধি ও বিত্তরণ করিয়া
ছেন। কেবল যে উপাধি বিত্তরণ করিয়া
শাস্ত হইয়াছেন তাহা নহে। কতকগুলি
ব্রাহ্মণকে নিজের জমি দান করিয়াছেন।

কুচবেহাভের যে একটা নুতন কলেক্টর অতি
চিহ্নিত হইতেছে, উহা ডিক্টে, রিরা কলেক্ট
নামে অভিহিত হইবে।

৩ই কাঙ্কণ বুধবার পূর্বাঙ্কে ১টা র সময়
গড়ের মাঠে সন্যাসদর্শনী হয়। তখন
মহামান্য র জপ্রতিনিধি সঙ্গীক ও পারিধ
দর্শক সহ উপস্থিত হইয়াছিলেন। অস্ত্রান্ত
লোক ও যথেষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু বিশেষ
আক্রমণ প্রভৃতি যে যুদ্ধকার্য তাহা কিছুই
প্রদর্শিত হয় নাই। কেবল সৈন্ত দলেব
বিশেষত গতি বিধিও কাম নবানুক প্রভৃতির
প্রদর্শনী হয়। এই কার্য ১০।।টার সময় শেষ
হয়। এই কার্য দর্শন, আগন্তুক অনেক
ব্যক্তি চতুর্ভুজিত যুদ্ধে আকৃত হইয়া
আনন্দে এই ব্যাপার দর্শন কবিত্তেছিল কিন্তু
অকস্মাৎ গাছের একটা ডাল ভাঙিয়া অনেক
লোক ভূমিতে পতিত হয়। ভাগ্যের
বিষয় এই যে কেহই বিশেষ আহত হয়
নাই। আব একটা ঘটনতে আমরা বড়ই
চমকিত হইলাম। কেন একটা যুদ্ধপ্রদ
র্শনার 'অথ স্বীয় আবেশী সেনাপতিকে
অধঃপাতিত করিয়া দক্ষিণ পশ্চিম দিকে
এরূপ সবেগে ধাবিত হয় যে কেহই তাহাকে
ধরিতে পারে নাই। শুনিলাম যে অশ্বী
২ জন লোককে হত ও একটা ডাক্তার
বাবুকে বিশেষ রূপ আহত করিয়াছে।
বখন প্রদর্শনীতে এইরূপ ভখন যুদ্ধ স্থলে
না জানি কি হইবে। স্ব হাউক, কৌতুক
সময় হইলেও কিঞ্চিৎ বধাণ সময় কার্য
সমাহিত হইয়াছে। অপর বখন প্রদ
র্শনী ভদের পর সস্ত্র শস্ত্রাদি ও সৈন্যদল
চূর্ণপ্রবেশ করিতেছিল তখন কামনের
গাড়ির চাকা ১টা বালকের পারের উপর
দিয়া বাওয়াতে বালকটী অত্যন্ত আহত
হইয়াছে।

—...—

বুধবার সন্ধ্যা ৩।। সময় অগ্নিক্রীড়া আরম্ভ
হয়। ৩৫ সময় শেষ হয়। ইহা ২ চাকররূপে
সমাহিত হইয়াছিল কিন্তু আর একটু অধিক

বিশ্বী হইবে ভাল হইবে। উপস্থিত
লক্ষণের গুরুত্বাঙ্গন কঠিনে অনেক
কষ্ট হইয়াছিল। ইহা কেবল ট্রামওয়ে
কম্পানির শুশ্রূষা ভাবজনিত। অবার
নিলাম বে কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের ট্রাম গাড়ি
কালে ক হারও নিকট ৪ পরস কাহারও
নিকট সেই স্থানেই ৬ পরস লইয়াছেন।
হাওয়া অতি নিরীহ তাঁহাই ৬ পরস দিয়া-
ছেন এবং বাহার পরাক্রমী ও নিয়ম পত্র না
দখিলে কোন কথাই করে। না তাঁহারা
কই ৬ পরস দেন নাই এমনকি অনেকে
শ্রমসাধনে অতিশ্রমে মনোপকেটের পরস
কেটেই রাখিয়া গৃহে প্রত্যাপ্তম কবিয়া-
ছেন। আমরা ট্রামওয়ে কোম্পানিকে
জলি বেন তাঁহারা এ বিষয়ে কিছুই মনো
বাগ করেন।

—•••—

৬ই কাঙ্ক্ষা রূপান্তরিত কলিকাতা
মালোকমালার ভূমিত হয়। বড় বড়
মাল্যগণের ত কথাই নাই সকলি, মিউ-
নিসিপাল সংক্রান্ত বণিক ও প্রধান প্রধান
ব্যক্তিগণের সমস্ত বাটাই সুন্দর রূপে
আলোকশিত হয়। হ্যাগিলটন কোম্পানি
এবিধে বেক্স উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন
একপ আর কেহই পাবে নাই। উইলসন
হাউস ও ২৯র হইয়াছিল। এলিয়াটিকমিউ-
নিয়ম, র.ইটাসবিগডিং প্রতি রূপ ২৫
বাটী সমস্ত দেখিতে অতি মনোহর হইয়া-
ছিল। কিন্তু গ্যাসের আগের কাছের ভৈ-
লব আলোক যেন সূর্যালোকে দী বিকাশ
বৎ নিপ্পুত বোধ হইতে লাগিল। সে যাহ
হউক আনন্দের একশেষ হইয়া গিয়াছে।

—•••—

মিঃ জন রুস্কিন পেলমেল পেজেটে বলেন যে,
আমি প্রত্যেক রাজ্য স্ব স্ব রাজার অধীনে
দেখিতে ইচ্ছা করি। আবারও একজন আই-
রিশ রাজার বশবর্তী থাকিবে। স্কটল্যান্ড একজন
ভলসাস নৃপ কোমল মতি ও ম্যাক্সের রাজার
অধীন হইবে। ভারত একজন মহারাজার বশ-
বর্ত্ত থাকিবে এবং ইংলণ্ডে মিঃ ব্রাডল্যান্ড কিং
মিঃ আইটের অধীন না হইয়া মহারাজার ন্যায়
উচ্চতর মর্যাদায় হইবে। ইহা অতি নিরপেক্ষ
ও মহাম আভিপ্রায়।

আমরা তমিরা নব্বই হইলার বে, মিঃ এ,
ডবলিউ, ক্রকট এবং তাঁহার মহোদয় সরকার
বেকল ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মধ্যে গণ্যের 'স্টে-
রাজেন। ইহার উত্তরেই স্ব স্ব কথাকে নিপুণ
ও বিজ্ঞ। এখন সুন্দর ভাষা স্বতন্ত্র রূপে সমাধান
করিতে দেখিলেই আমরা নিতান্ত প্রীত ও উৎ-
সাহিত হইব।

বড় লাটের বক্তৃতা ১.

ভিন্ন ভিন্ন দেশের সভ্য হইতে ভারতবর্ষকে
যে সম্ভাবন পত্র প্রেরিত হয় সেই সমস্ত প্রাপ্তে
বড়লাট বাহা বলিয়া ছিলেন সে সমস্ত অবিকল
প্রকাশ করিতে হইলে অনেক স্থান আবশ্যক ও
পাঠকগণেরও বৈধব্যভাজির সম্ভাবনা। অতএব
আমরা তাহার সার সংগ্রহ ও অর্থবাহ করিয়া
নিম্নে প্রকাশিত করিলাম।

"ভিন্ন মহোদয়গণ—ভিন্ন ভিন্ন সময় ও সভার
প্রতিনিধিগণ মহারাজা ভারতবর্ষকে তাঁহাদের
আন্তরিক প্রজ্ঞা সূচক সম্ভাবন পত্র প্রদান করিতে
যে এখানে উপস্থিত হইয়াছেন তাহাচল আমি
সমভাবে গর্ব ও আনন্দ অহুত্ব পূর্বক আপনা-
দিগকে বনাবাদ করিতেছি। এরূপ সমৃদ্ধ,
নির্দোষ, ও প্রজ্ঞাশ্রিত শালক কখনই পৃথিবীতে
হয় নাই। জ্ঞান, ন্যায়পরতা, ধর্ম ও কর্তব্যতা
ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। ক্রমশঃই তাঁহার রাজ্য
দৃঢ়বদ্ধ ও ব্যক্তিগণের রাজভক্তি বর্ধিত হইতেছে।
সম্রাট কোমল প্রজ্ঞাবল তাহাদের স্বভাব
জাত ভক্ত্যুপহার প্রদান করিতে উপস্থিত।
প্রত্যেক দেবালয়ে মাহাত্ম্যের স্মৃতিস্মৃতি ও দীর্ঘ
জীবন অমৃত উৎসের নিকট প্রার্থনা হইতেছে।
কনক রাজগণ, নগরবাসীগণ, মিউনিসিপালিটি,
সৈন্ত, জমিদার প্রভৃতি সকলেই বিশেষ উপকার
প্রাপ্ত হওয়ার স্ব স্ব অবস্থানরূপ কার্য কলাপ
করিতেছেন। ভারত গর্ত্তবশতঃ এখন পূর্বা-
পেক্ষা স্তব্ধ কার্য কেহে অবতরণ করিতে হইবে
কিন্তু বোধহয়, পূর্ববৎ একক অগ্রসর হইতে
হইবে না, কারণ, যে সমস্ত দেশীয় ব্যক্তিগণ এই
ভারতবর্ষের প্রভাবে বিশেষ শিক্ষিত ও রাজ-
তত্ত্ব হইয়াছেন তাঁহারা অবশ্যই এ কার্যে হস্ত
ক্ষেপ করিবেন। আর দেখ দেশীয়গণ যে তাঁহা
দিগের শাসকদিগের ন্যস্ত শাসনকার্যকলাপে
অধিক সঙ্গিলিত হইতে চেষ্টা করিতেছেন তাহাতে
আমি নিশ্চয়ই প্রীতি হইয়াছি এবং ইচ্ছা করি
কালে যেন ইহার আরও বৃদ্ধি হয়। কিন্তু
স্বাভাবিক বিষয়ে উদ্বিগ্ন উন্নতি হইতেছে বলিয়া
যে অন্যান্য বিষয়, বাহ্যতে দেশের বর্ধমান মঙ্গল

সাধিত হইবে, তাহা উপেক্ষিত হইবে ইহা আমার
অত্যন্ত অন্তিমত। অতএব বলিতেছি যে, সেই
সমস্ত বিষয়েও সকল ব্যাপ্ত হউক যথা—স্বাধি,
বাসশ্রুতা জবদমর প্রদেশের উন্নতি, ব্যবহারিক
শিক্ষা প্রচার, প্রত্যেক নগর, পরীবাগ, গণ্ডগ্রাম,
হরিত্র নিবাসের স্বাধা বৃদ্ধির উপায়, জীবিকা,
সাধারণস্ববর্দ্ধনতার নিদানস্বরূপ সাধা-
র্জিক প্রায় বিশেষে বর্ধ প্রদে সাধারণের সাধর্ষ,
প্রীতিকীর্ষসার উন্নতি, দেশীয় পরিপ্রভের উন্নতি,
শিল্প কার্যের পুনঃ সংস্কার, এবং অপেক্ষা কৃত
অল্প ব্যক্তিদগকে সমন্বয়ে আনয়ন। এই সমস্ত
উপায়ের নিমিত্ত মহারাজার প্রয়াস এবং ইহার
সকল ত দেখিলে তিনি সান্ত্বিত আনন্দিত হই-
বেন। আমি বেশ বলিতে পারি যে মহারাজা
ভারতীয় প্রজাবর্গের সুখ সমৃদ্ধি সাধনে বেক্স
ধেয় প্রবর্তিতা এরূপ আর কাহারও নিমিত্ত
নহে। ভারতের মান্য মান, রাজ্য রক্ষা, অক্ষয়
ভাবে ক্ষমতা স্থাপন, জাতি, ভাষা, ধর্ম, সমাজ
নীতি প্রভৃতিতে বিনষ্ট এই সমস্ত ব্যক্তিগণকে
অপকপাতিতে শাসন, করম রাজগণের মান্য
ক্ষমতা অক্ষুরূপে রক্ষা, আর ইউরোপের ন্যা-
বহ সংখ্যক প্রজাবর্গের সুখ সমৃদ্ধি সাধন, বাহ্যে
প্রজাগণের প্রেহ বিধান ও মহারাজা প্রা-
হতরা যার এইরূপে শাসন প্রণালী প্রবর্তন
এবং অবশেষে এই ভিন্ন ভিন্ন সম্ভাবনস্বরূপ
ব্যক্তিগণকে এক অধিতীয় রাজতন্ত্রে বেন দিতেন।

তাহা পরিণত করণ—এই সমস্ত উদ্দেশ্য
সাধন নিমিত্তই হুররবোধ্য পরম ক্রান্তিক উপ-
আমাদিগের হস্তে এই বিশাল ভারত রাজ্য
শাসন ভার অর্পণ করিয়াছেন। কত দিনে
এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হইবে তাহা অসীম
অতল ভবিষ্যৎ গর্তে নিহিত জ্ঞানভীত বিবরণ
কিন্তু কেবল এক কথা আমি এই বলিতে পারি
যে ইংল্যান্ডের ও ভারতবর্ষীয় জগতের বিবরণ
ভাবে এবং দৃঢ়তা ও সাহস সহকারে আমাদিগের
সের জাত্ব বরূপ ভারতীয় প্রজাবর্গের সুখ সমৃ-
সাধন অপেক্ষা আর কোনরূপ অভিলাস
প্রীতি। বহু মূলও অচল ভাবে বিদ্যমান নহে।

আমাদিগের সুযোগ্য মহামান্য রাজপ্রা-
বিধি বাহা বলিয়াছেন তাহা যে ব্যক্তি মাজের
অতিশয় প্রীতিকর হইবে একথা বলা কেবল
পুনরাবৃত্তি মাত্র। যদি উদ্বিগ্ন নিরপেক্ষ ভাবে কা-
প্রণালী সমাধিত হয় তাহা হইলে ভারতবর্ষ
ব্রিটিশ রাজ্য আচল স্বাধীন বহুদল হই-
প্রজাবর্গের যে নিত্য নূতন সুখ সোপান প্রদ-
করিবে ইহাতে আর অণুমান সন্দেহ নাই।

সমস্ত বিবরণ কার্য পরিণত হইলে আমরা প্রতীক
স্বীকৃত হইব।

— — —

ইউরোপের ব্যাপ্ততা।

আমরা দেখিতেছি যে কয়েক মাস ধরিয়া
ইউরোপের আভ্যন্তরীণ ঘটনা সমূহ ক্রমান্বয়ে
জটিল হইয়া আসিতেছে। কয়েক দিগ্গজি তির
জাতি যৎ প্রাধান্য স্থাপনে ব্যতিব্যস্ত হইতেছেন।
কিন্তু এক্ষণে কাহারও কোনরূপ ভাবান্তর ঘর্ষন
করেন নহে। তাহার বাহ্যতে বিশেষরূপ প্রতী
ক্যের দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে। একটী একটী
করিয়া প্রাকৃতিক ঘটনা উপস্থিত হইতেছে।
একটি প্রকৃতির সত্ত্ব। কাবণ, যেখানে এত
অধিক বিভিন্ন জাতির বাস ও ধর্মের পার্থক্য
ভাষার যে বিরোধ স্থাপিত হইবে তাহার আর
আশঙ্কা কি? আমরা ইতিহাসানুসারে দেখিতে
পাই যে রাজস্ব বাহ্যতে আপনকে অধিকার
করিতে পারেন এইরূপ চেষ্টাই সতত করিয়া থাকেন।
তাহার উদাহরণ হুল বেথাইবার বিশেষ প্রয়োজন
হইল। এক্ষণে দেখিতেছি যে, যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র
প্রাচীন ইটালির রাজ্য ও উপরাজ্য প্রভৃতি
বিভিন্ন অবস্থার থাকিয়া বহুতর রাজগণের আক্রমণ
সহ্য করিয়া আসিয়াছে সে সকল এক্ষণে সম্মিলিত
হইয়া নব্য ইটালি নামে অভিহিত হইতেছে।
অন্যদিকে রুষ তুর্ক সুদের পর হইতেই বালকান
উপদ্বীপ একটী রাজ্য সমষ্টি বনিয়া পরিগণিত
হইতেছে। এই বালকান রাজ্য অধুনাতন আর
নব্য ইউরোপীয় রাজগণেরই লক্ষ্য হইয়াছে।
পার্বত্য প্রদেশে, যখন বালিন সন্ধি ইউরোপীয়
সন্ধি পূর্ব বিভাগের একটী বিশেষ সম্ভাবনাক
বোধবশত করিয়া দিতে স্বীকার করেন তখন হইতেই
এই বালকান রাজ্য প্রকৃত হইল। এরূপ প্রকরণ
যে, ইংল্যান্ড কেন রুষের প্রতিদ্বন্দ্বি ঘর্ষনে সততই
সম্মত। যদি রুষ কখন কোন কার্যে প্রবৃত্ত
হয় ইংল্যান্ড অমনি তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া
তাহার প্রতিদ্বন্দ্বি প্রবর্তিত হইতেছেন। কিন্তু এ
সামান্য কতক স্বার্থভাষা আমরা বলিতে পারি না।
মুজম গঠিত বালকান রাজ্যের সুপ্রাচীন স্থাপন
বিষয়ে ইউরোপীয় সমস্ত রাজগণই প্রায় একমত
হইয়াছেন যে, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বুলগেরিয়া একত্রে
বিলিত হইয়া এক তুর্ক রাজ্যের অধীনে অবস্থান
করুক। কিন্তু ইংল্যান্ড এই বন্দোবস্তে যদি রুষের
কোষরূপ ইষ্ট নিবৃত্ত হয় এট আশঙ্কা করিয়া
বালিন কমন্সের সভার সমস্ত রাজগণকে এই
বিষয়ে অনতিমত করিতে চেষ্টা করিতেছেন।
কিন্তু ইহা কত দূর কল হই তাহা বলা যায় না।

বহু চেষ্টাতে ইংল্যান্ড তাহার অভিপ্রায় নিবৃত্ত
করিলেন বটে কিন্তু সকলেই এই ব্যবস্থার অনির্ভ
ত্ব অনায়াসেই অনুমান করিতে পারেন। তাহাতে
এই দ্বিধা হয় যে বৃহৎ বুলগেরিয়া তদানীন্তন
স্থানীয় প্রজার সাক্ষাৎ অধীনে থাকিবে কেবল
মাত্র স্থলভানের মনোভাব বহিন। এবং ক্ষুদ্র
বুলগেরিয়া পূর্ব ক্রিমিয়া নামে অভিহিত হইবে
ও সাক্ষাৎ সমস্ত স্থলভানের অধীনে থাকিবে।
তৎকর্তৃক নির্ধারিত শাসন প্রদান কর্তৃক শাসিত
হইবে। কিন্তু এক্ষণে কখনই অধিক কাল
স্থায়ী হইতে পারে না। কারণ উক্ত বুলগেরিয়া
বাসিনগণই এক জাতীয় ও একধর্মাবলম্বী এক আচার
ব্যবহার নির্ভ হইয়া যে একেবারে উৎসব অনুষ্ঠান
শাসন প্রণালীতে সন্তুষ্ট থাকিবে ইহা অসম্ভব।
কলেও শীঘ্রই তাহা ঘটিল। এ সম্বন্ধে
বলি অতি নীচের তিরোচিত হইল। এইরূপে
বালিন সন্ধির জটিল ব্যবস্থা নতুন বিমানিত হইল।
ব্যাটেলমোরের এলেকজান্ডার রাজকুমার ইংল্যান্ড
রাজের সন্তান বিবাহ হইলে বহু হইয়া তুর্ক স্থল
ভানের অধীনতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেন। ইং
ল্যান্ড ইহার পক্ষ সমর্থনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন।
প্রাচীর এতদূর প্রতিজ্ঞা যে যদিও এই ব্যক্তির
পক্ষ সমর্থন অতি ও কষ্ট ভোগ করিতে হয় তাহা
ও স্বীকার করিয়া ইহা পরিচাল্য করিবেন না।
ইউরোপীয় প্রধান প্রধান রাজগণ বুলগেরিয়া
সিংহাসনের ব্যবস্থা বিষয়ে রুষের আশিপতা
স্বীকার করিয়াছেন কিন্তু ইংল্যান্ডও ইহা দ্বি
করিয়াছেন যে রুষ কর্তৃক যে কোন ব্যক্তিই বুল
গেরিয়া সিংহাসনে প্রতিষ্ঠাপিত হইবে তাহাকেই
ইংল্যান্ড সিংহাসনচ্যুত করিবার চেষ্টা করিবেন।
কিন্তু তুর্ক স্থলভান যিনি বুলগেরিয়া সিংহাসন
ব্যবস্থা বিষয়ে বিশেষ তিরস্কার সত্ত্বক কব মন্তের
সাধন সমর্থক রুষ এক্ষণে বুলগেরিয়ার উপদ্বীপ
শাসনপ্রণালীতে অসন্তুষ্ট এবং ইহাও প্রাচীর
স্তির সঙ্কল্প যে যখনই রাজকুমার এলেকজান্ডার
এ রাজ্যে পদার্পণ করিবেন তখনই তিনি সৈন্য
বলদ্বারা ইহার স্বাধীনতা প্রতিবিধানে প্রবৃত্ত
হইবেন। অতএব আমরা বলি যে যে বিষয়ে
ইংল্যান্ডের সাক্ষাৎ কিম্বা পরোক্ষ সমস্ত কোন
বিশেষ সম্পর্ক দেখিতেছি না তাহা বিবেচনা করিয়া
সমস্তের কি বিশেষ প্রয়োজন? আর যখন
ইউরোপীয় প্রধান প্রধান রাজগণই অসন্তুষ্ট পক্ষ
আজ্ঞার হইতে বিবৃত থাকিবেন তখন যে এ অসি
দ্ধিত কল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা কত দূর রাজ
নৈতিক ভাষা আমরা বলিতে পারি না। সকল
মতেরই নীতিবিধান এই বহু। এই বিষয়ে

প্রাচীর হিন্দু নীতিগত পক্ষ কি বসিয়াছেন কেমন
নিষ্কল্য প্রশ্নবহুল সন্ধিচক্রেণে চ।
ম কর্তৃক বৃহৎ মতিমান সমা বৈরাগ্যবোধ চ।
অর্থাৎ বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিষ্কল্য না অধিক
ক্রেম জনক কিম্বা বাহার ফলের কোন নিষ্কল্যতা
নাই অথবা যে কার্য করিলে সর্বদা ক্ষয়তা হই
বার সম্ভাবনা এরূপ কার্য করিবেন না। কেবল
প্রাচীর আধাঙ্গ যে এমত সমর্থন করিয়াছেন তাহা
না। প্রসিদ্ধ ইংল্যান্ড রাজনীতিজ্ঞ মহামতি বার্ক
দ্বায়ে আমেরিকা পনিবেশনর কালে কি
বসিয়া ছিলেন তিনিও প্রায় এইরূপ মতই প্রকাশ
করিয়া গিয়াছেন। অতএব কলের নিষ্কল্যতা ও
বাহুল্য এবং কষ্টের লঘুত্ব দেখিয়াই সকল কার্যে
প্রবৃত্ত হইতে চ। যদি বর্তমান বিবরণ উৎস
হয় তাহা হইলে ইহাও প্রবৃত্ত হইতে কোন
বাধা নাই কিন্তু বিবেচনা করিয়া ইহা সমাধান
করিতে হইবে এবং আমরাও তাবি কল দেখিয়া
আনন্দ অনুভব করিব।

উচ্চ বাৎসরিক

যদি ও সাক্ষ্য মত হইতে পারে
ইতিহাস ইত্যাদি ভাষা হিন্দু মুসলমান প্রভৃতির
প্রকৃতি সকল ভাষারই শাসন বি. ৩৭ বহু
অংশে অবগত হইতে পারিত্ত, কিন্তু পূর্ব
নীতির সহ আধুনিক নীতির সাংগতি করিত্ত
হইলে যতক নিবৃত্ত হইত। কারণ নতুন উৎ
রিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় গণ সর্বদাশে আশ
বাদের ক্ষেত্র স্থান করেন, অর্থাৎ কি রাজনীতি
কি সমাজ নীতি শিক্ষা, বাণিজ্য প্রকৃতি সকল
বিষয়ে প্রাচীর উচ্চ স্থান লাভ করিয়াছেন
তদন্তে ইহা প্রতিপন্ন করিতে প্রবৃত্ত আশঙ্ক্য,
অন্য আনন্দ। অত কোন বিষয় হস্তক্ষেপ করি
ব। কেবল রাজনীতির সমাধোচনা করিব, সমস্ত
স্তরে অপরাপর বিষয় দেখাইয়া চেষ্টা করিব।
আধাঙ্গের জাতীয় হিন্দু রাজ নৈতিকগণ
সকল হইতে দেখাইয়াছেন আর যাদের প্রতি
বিশেষ দৃষ্টিই উচ্চ রাজনীতি পরিচাল্য,
পরিমিত আশঙ্ক্যকীর রাজ্যের শ্রম স্থান করিয়া
হে রাজ। রাজ কোষের অস্থলতা দেখাইতে
লক্ষ্য হইতে। তিনিই উচ্চ রাজনীতিজ্ঞ বালিন
স্বীকৃত হইলেন, পৌরোহিত্যগণের প্রসিদ্ধ উচ্চ
রাজনীতিজ্ঞ উচ্চবিদ। তাহা দ্বিধা ব্যবস্থার সমস্ত
মতমত কোম পূর্ণতা অস্থল দেখিতে
সেই সমস্ত বাস বাস প্রকৃতি সমস্তের
বিষয়ের অনুষ্ঠান করিয়া প্রবৃত্ত অর্থ ব্যয় করিয়া

নিম্নলিখিত সত্তা সমূহ স্থাপনা যাত্র প্রতিনি-
ধির হস্তে মহারাষ্ট্র ভারতেশ্বরীর অভিজ্ঞান পট
প্রদান করিবার্থে—ঈশলাখিবা এসোসিয়েশন
নোরাগালি উত্তর পাড়া উত্তরিনাথ ; উত্তর পাড়া, চি-
করী সত্তা , ইঞ্জি ম ; উত্তরিনাথ পিণ্ডস এসোসি-
য়েশন বোংবা, পানিহাটী এসে সিয়েশন , ব্রিটন ঈ-
রান এ এসোসিয়েশন । হুগলি নীলপনাথ মহাধিষ্ঠে
এসোসিয়েশন ইঞ্জিরান ; এসোসিয়েশন কন ; মহাধি-
এসোসিয়েশন, হাওড়া পিণ্ডস এসোসিয়েশন
টেক্স এসোসিয়েশন ইত্যাদি । এবং নিম্নলিখিত
খিউনিসিপালিটীঃ—রামপুর বোয়ালিয়া, সাউথ
স্থাবান সিংহগড়, নবাবকপুর, নর্থমন্ডল
গেংলবালা উত্তর পাড়া, শান্তিপুর, কৃষ্ণনগর, নৈর্ভা-
লাকী, নিনাথপুর, জিরাথপুর, বাবানথ, বহিলা-
চাকা, হুগলি, হুহুচা, অশোর, কালনা, রেভেলগড়,
বরানগর বোংবা, সাউথ নমদম হুমার খালি
বীজনগর, মলেশপুর, দিওঘর, এ. নীলীপুর, মুন্ডের
বাহুজি বা. কুরিয়া, সাউথ বারাকপুর, বাজপুর,
সুবরবান, অরনগর, গুদেখব, ইলপুর, কের-
পুর, বলির হাট, ভিট্টিকট বোড ২৭ পরগনা, আলি-
পুর লোক্যানবোড, দেব হাটা, হাওড়া, গরা,
সেওরান, জামুই, রাঁচি, সাভাংবা, নবদীপ, দা-:

জালা, হেবার, কুষ্টিয়া, হাউস নগর, পাখাট, নসীরা বাদ, পোয়ালক, চুমরাও, মধুবাণী, ঘাটাল, শ্রুতি, সেরপুর, বার্ষবেড়ে, চাপড়া, বর্ধমান, নাটোর, মুন্সিপুর, পুরী, বালী, আর্য, জামালপুর, সাহেবগঞ্জ, বাজিতপুর ওকেলায় কাটি।

মহামহোপাধ্যায়—(বহুদেশ) ঐক্যবনমোহন বিদ্যাপত্র, ঐক্যচন্দ্র জামাল, ঐক্য শিরোমণি, ঐক্যখালদাস ভারত, ঐক্যসরস্বতী ভারত, ঐক্যবিন-বন্ধু ভারত, ঐক্যকান্ত তর্কালঙ্কার; ঐক্যচন্দ্র শিরোমণি। (বোম্বাই) ঐক্য রোম শাহী বোদাল, গোপালপাধ্যায় ওজার; নারায়ণ শাহী সোফলে; বালশাহী আগলি, রামদীক্ষিত আগতে। (মধ্যভারত) গোপালচন্দ্র কনকার; হরিহর শাহী জাবিড়। (মাজার) এম, রত্ন শাহীসর, ঐক্যকান্তচন্দ্রিয়া, ঐক্য পরাশ্র অলবলেজর ভট্টার, টি বেঙ্কট রত্নাচন্দ্রিয়া। উত্তর পশ্চিম বিভাগ ও অযোধ্যা) বাপুদেব শাহী সি, আই, ই, গজাবর শাহী, কাশী; নব কর হুবে; লছনন আচাধ্য। (পঞ্জাব) সর্দার আতর সিং সি, আই, ই; পণ্ডিত ভকতলাল।

শামসুল উলামা—(বহুদেশ) মুক্টিবির মহম্মদ আকাস। মৌলবি মহম্মদ সাদিদ। সেক মাহুদ জিলাবি। (উত্তর পশ্চিম বিভাগ ও অযোধ্যা) মৌলবি আবদুল হক, কাছপুর, মৌলবি আবদুল হক, খেরাদাখা, মৌলবি আবদুল রাজক, মৌলবি আবদুল হোসেন; সাইয়দ আনি আমদ, মৌলবি জারিদ আনির হোসেন; মৌলবি মহম্মদ নেইম, মৌলবি সাদিদ ইজাজি, মৌলবি টাকা-উজা। (পঞ্জাব) মৌলবি মিরাজুদ্দিন খাঁ। (মাজার) হাজি মৌলবি মাকসুদ্দিন সাদিদ মহম্মদ খেদরি; হাকিম মহম্মদ লতফুজা। মৌলবি ডাঃ মাকসুদ খাঁ বাহাদুর।

বংশাবলি ক্রমে রাজা উপাধি—রাজা শ্রীধর-প্রসাদ সি, এল, আই, বোম্বাই।

মহারাজা—রাজা রত্ননাথ সারজ সিং দেব, লাওজা ছোটনাগপুর। রাজা প্রতাপনারায়ণ সিং অযোধ্যা।

নবাব বাহাদুর—নবাব আবদুল মজিদ সি, আই, ই।

রাজা বাহাদুর—রাজা কৃষ্ণেন্দ্র রায়, বলিহার। রাজা স্বর্ষ্যকান্ত আচাধ্য মুক্তাগাড়া। রাজা শামসুল দে বালেশ্বর।

নবাব—সারদা লতফালি খাঁ সি, আই, ই। সারদা আতাহোসেন। সারদা আলি খাঁ, খাঁ বাহাদুর। সর্দার মহম্মদ খাঁ।

রাজা—অনারেবল টি, রায় রাও। বাবু স্বর্ষ্যকান্ত নাথ খাঁ মেনিনীপুর। বাবু স্বর্ষ্যচন্দ্র নাথ সি, আই, ই কলিকাতা। অনারেবল প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় উত্তরপাড়া। বাবু, মহিষাচন্দ্র রায় চৌধুরী, রত্নপুর। ঠাকুর পদ্মন সিং খেরিয়ার। ঠাকুর কামাইলাল খেরাঙ্গ। মোহন বলরাম দাস নন্দীয়াও।

রানী—শ্রীমতী রাজকুমারী লক্ষী, ঐক্যকান্ত মল্লিকের পত্নী বোড়ালীকো কলিকাতা।

দেওয়ান বাহাদুর—টি বেঙ্কটাবী রাও। জে, লক্ষীকান্ত রাও পটালু। শি শ্রীনিবাস রাও। রাও ছাহাভর লক্ষণ অঙ্গরাথ ববদা দেওয়ান।

খাঁ বাহাদুর—মহম্মদ ইসাক সাহেব বাহাদুর। মুলাম মহম্মদ হাইদার সাহেব। হাজি মহম্মদ আব-ছা বাবদা সাহেব। সারদ ইদরস। মিঃ কুবজি কাবালজি। খাঁ সাহেব মহম্মদ খাঁ ডেলবি। দস্তা ডাই পেটেনজি। দানজিলা মর্দগজি। সারদ আসদর রেজা। সারদ কজল ইমাম। সারদ মোরাজিম হোসেন। মৌলবি সিরাজুল ইসলাম বি, এল, মৌলবি করিমউদ্দিন। সারদ মাকদার হোসেন খাঁ। সারদ মহম্মদ আলি খাঁ। মুনসি মহম্মদ করিম। মুনসি মহম্মদ মোশিন। মৌলবি আবদুল ওজা হব। মৌলবি আকাউজা। মুনসি মহম্মদ সাদিক। ককির কমরউদ্দিন। মুলাম কাদির খাঁ। মুনসি মুনাম মরি। সেক আলফাউদ্দিন। মুনসি কদির বকস। সারদ আলম শা। মুনসি হামেদ আলি। দেওয়ান আবিদ মহম্মদ। মহম্মদ খনিউদ্দিন খাঁ। মৌলবি রত্নম আলি। ইনরাত উজা খাঁ। মিঃ এ, এম, খোরি। মির আলফাউদ্দিন খাঁ। সৈয়দ খাঁ আবদুল শরুদ। শুবাদার মহম্মদ হোসেন খাঁ। শুবাদার সিরদ মহম্মদ শা। দির্জা মহম্মদ টাকি খাঁ। খাঁ বারা খাঁ। মুহুক মরিক। ইমাম মরিক।

মহামান্য রাজপ্রতিনিধি অধ্যক্ষপূর্বক জিল জিমতী মহামাননীরা ভারতেশ্বরীর তত্ত্ব আদেশ-দ্বারা নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে নিম্নলিখিত উপাধি প্রদান করিবারে :—

মাইট প্রাণ্ড কম্যাণ্ডার—কাজীতি বাসিন্দোলা ইংলিসিরা মহারাজা সারাজিরাও ভাইকোয়ার সেনা খানখেন্দ শামদার বাহাদুর, বরেনা। মহারানামিরাজ কডেনিংহ বাহাদুর, উদয়পুর। রাজা শামসুল প্রকাশ বাহাদুর, কে, সি, এল, আই, সিরহুর।

মাইট কম্যাণ্ডার—চান্দ, এ, ইলিরট সি, এল, আই। অনারেবল ডবলিউ ডবলিউ হুট্ট সি, এল, আই, সি, আই, ই; বি, এ; এল, এল, ডি। মহারাজা কেশরি সিংহজি জগদান সিংহজি,

আজিভার। কর্ণেল ডবলিউ, এল, ডেভিস, সি, এল, আই। কর্ণেল জে জব্রোন সি, এল, আই।

কম্যান্ডার—অনারেবল সি জিলুখাট। সি, এল, টড, ক্রমো এল, একোয়ার। মিঃ জে, থের্ডা, কর্তারি এম, এ। মিঃ কে শিশানি অহিনার; মিঃ এল, এল, কক আদিকি। অনারেবল প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়। মিঃ এক, আর, হুস, ব্রিগেজিয়ার জেব্রাল ডবলিউ, এল, এলেক-জ্যাকার লকহার্ট সি, বি। মিঃ জি, জে, স্টেনল-হুজিমলন। কাণ্ডেন সি, ই, ই-এট। মিঃ জব্রিউ, আর, ডেনরি মার্ক। নবাব আ-হুস মজীদ জে। অনারেবল জে, ডবলিউ, হুইটন। মিঃ ডি, কিটজ প্যাট্রিক। রাজহুজপতি বাহাদুর। মজ লক-কিম-এল, মিনজী, বর্গা। মিঃ ডি, এল বাহাদুর। মিঃ জি, এল, ডি, কিটজেরাও।

মহারাজী জিল জিমতী ভারতেশ্বরী সাজিয়ার আনক প্রকাশপূর্বক বিশেষ বিদ্যাহুসারে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে নিম্নলিখিত উপাধি প্রদান করিলেন :—

মাইট কম্যাণ্ডার—মাজবর সেনারেল সার কেড্রিক সি, রবার্টস, বার্ট, ডি, সি; জি, সি, বি, সি, আই, ই, কম্যাণ্ডার ইন্ টীক। অনারেবল এডমন্ড, ব্রমও। অনারেবল সার আলফ্রেড কনি-নল, লাএল, কে, সি, বি; সি, আই, ই, উত্তর পশ্চিম বিভাগের ছোট লাট এবং আবেধোয়ার, টীক কমিলনার। মিঃ আর, এ, ডালইবান, সি, এল, আই। অনারেবল ম্যাক্সওয়েল, মেলভিন, সি, এল, আই। মেজর সেনারেল এলেকজান্ডার কনিংহাম সি, এল, আই, সি, আই, টি। ঠাকুর নাহিত, ভাগবত সিংহজি, সাজামজি গুস্তা। অনারেবল সাজামজি বাকসিংহ বাহাদুর সি, আই, ট, মালরই। মিঃ ডি, অ্যাণ্ডিস, সি, আই, ই, সি, এল, ডি। সার, এম, মনিয়ার উইলিয়াম কোটী, সি, আই, ই; এম, এ, ডি, সি, এল; এল, এল, ডি। মহারাজা পত্নী আনক গজপতি রাজ বিজয়নগর।

কুমার :

—...—

সমালোচনা।

মোহিতপ। খী মত অবের কোই ও কক করণ রোগ চিকিৎসা। ঐহু ক বাবু উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্বীক, জয়নগর রিভিউর ভট্টাচ-প্রকাশিত মূল্য ১০ আনা। প্রাকার ডিনাই বার পেজি হুই কর্তা। বে নার মির পুস্তক খুঁজি লিখিত হইয়াছে। জয়নগর কক বারকট্টেরে আবার প্রকাশ করিতে পারি। তা-এ নাই।

আর আর্থিক খালবাত্তি আশঙ্ক্য নাই। এই প্রকল্পে
শেষ ভাগে লেখক যে আশঙ্ক্যের দ্বারা সন্ত-
নিত করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলেই সকলেই
স্বীকার করিবেন যে এত সংকোচেও এত
উন্নতির চোপের সিমান নির্বীত হওয়া অসম্ভব।
অতএব প্রস্তাবিত শেখের চিহ্নসমূহ প্রচার
করিতে হইলে বিবরণসমূহ ভগ্ন আবেশ্যক।

বসন্ত নির্ণয় ব্যক্তি। জীবন্তব্যুপোক্ষিত
গণনা, ব্যাধি-ও প্রকাশিত, মূল ১ টাকা।
বসন্ত শব্দ অর্থেই অনেক ভিন্ন ভিন্ন
বিভিন্ন ভাষায় ভিন্ন, অতএব কথায় আশঙ্ক্যের
কোন কোন সমস্যার উপস্থাপন ঘটান।
সে ব্যক্তি হউকতবলবর্তিত সমালোচকবিশেষের
সমালোচনা আশঙ্ক্যের উদ্দেশ্য নয়, বুল বিবরণী
সাধারণ্যে বুঝাইয়া দেওয়া ওঁর। পাঠকগণ
বসন্ত নামেই চীৎকার না, একই বৈধ্য হইয়া
যখন তাহা হইতেই বুঝিত পারিবেন যে
চন্দ্রানীতে ধরিত্রী নী স থাকিয়া বসন্ত সমাগমে
বেরণ সবস হইয়া প্রাকৃতিক মনোভাবিনী
শোভা করে। একথা গান্ধীও প্রকাশিত
হইতে, আমরা আশঙ্ক্যের ভাবভাষে নীরস
আছি কাব খানির ভাব উপলব্ধ হইলে বোধ
হইয়া আশঙ্ক্যের সঙ্গ সঙ্গ হইয়া চিত্ত
বিভূতাবে কমলীয় সুখ বারং করিতে সক্ষম
হইবে। অতএব হইলে পুস্তকের নামের
ব্যর্থ অর্থ প্রতীতি হইবে, অতএব আশা করি
সকলে একবার বসন্তের রস আশ্বাস করিয়া
কথিবেন, তবে তাহা যে উল্লেখ করি নাই
কাব নিজেই আশঙ্ক্য করিয়াছেন, মূল্য কিছু
কম হইলে ভাল হয়।

ইউরোপীয় সমাচার।

১৭ই ফেব্রুয়ারী: আবল অর্ক অঙ্গলো এবং লড
বেলকোরন কলোনিকেল আফিসের, পালমেট
প্রকল্প সেলেক্টারি পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৭ই ফেব্রুয়ারি কনষ্টান্টিনোপল--অনুগ্রহ-
ময় বৃত্তি ব.স. ইটর. বুলগেবিয়ার প্রতি
মহি বর্গকে, অনাইগাছেন যে যদি ফুৎকেব
হস্তানের সহিত তাহা মিলে সঙ্গ, রহিত হয়
তাহা হইলে কথিয়া, প্রার্থনা এবং অস্ত্রীর সঙ্গ
চিত্তে বুলগেবিয়া অধিকার করিবেন।

১৭ই ফেব্রুয়ারী লণ্ডন--বিলাতী সংবাদ
পত্রগণ মহারাজার জুবিলী উপলক্ষে ভারতবর্ষে
উৎসব ব্যাপার প্রথমে অভ্যস্ত আয়োজন প্রকাশ
করিয়াছেন।

১৭ই ফেব্রুয়ারী সেট পিটসবার্গ--এইরপ
বন্দর, যে কথিয়া বুলগেবিয়া বিধরে নিশ্চেষ্ট

আছেন, 'কাল' ও অর্থনৈতিক দোলাটে বিশেষ
সাবধান হইতে হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

১৬ই ফেব্রুয়ারি একটা অলিম্বেক কলি-
কাতার ১৩ মাইল অন্তর সোণারপুর থানার অগ্নি
মধুর প্রায়ে মহানব মতুলের গৃহের চালে পড়িয়া
বোল বানি খর ও বহুতর প্রাণ ভক্ষা হইয়াছে।

২১ ফেব্রুয়ারি হুগলির রেলওয়ে পোল খোলা
হইলে। ছোটলাট উত্তরেট রেলযোগে উপস্থিত
হইয়া এ পোলকে জুবিলী ব্রিজ নামে প্রতিষ্ঠিত
করিলেন।

জুবিলী উপলক্ষে ২২০০০ জন কারাধুক্ত হই-
রাছে। অগ্নি জড়িত দর্শনমার্গ সর্বসমেত ৬২২৫
জন ছাত্র উপস্থিত হইয়া ছিল।

পাইওনিয়ারের কোন সংবাদবাহক সন্ধান
পাঠাইয়াছেন যে, কাপ্তেন গাবিল এবং লেকটে-
নেট ম্যাককুইনীর অধীনে একজন ইংরাজ
সৈন্য বাবানাথ নামক স্থানে একজন ডাকাইত
কর্তৃক আহত হয়। ডাকাইতেরা লেকটেনেট
ম্যাককুইনেকে হতন করে, নিরস্ত্র আহত ৩ন।
সংগ্রামে ১৯ জন ডাকাইতের প্রাণ বিয়োগ হয়।
২০ জন মগ তাহাদের সুষ্ঠু প্রযোজ্য সহিত
ইংরাজের হস্তগত হইয়াছে।

সক্রিয়তার কোন সংবাদবাহক লিখিয়াছেন যে,
সেনাংহটন নামক স্থান দিয়া মগ ডাকাইত-
গণের ৩৮ টা গাড়ী ও অনেক অর্থ লইয়া এক
দল মগ বাইতে ছিল। সমস্তই ইংরাজের
হস্তগত হইয়াছে। বাহকেরা ও ধরা পড়িয়াছে।

পবলিক সার্ভিস কমিশন বোম্বাই নগরে
বত সাক্ষীর জবানবন্দী লইয়াছেন তথ্য
বাহা তাই নতরাজীই আশঙ্ক্যের বিশেষ উদ্বে-
গের পাত্র। কমিশন বহুক্ষণ ধরিয়া উহার
সাক্ষ্য লইয়াছেন। বরোদীও সরকারী কার্যে
বেলীয় লোকের নিয়োগ সম্বন্ধে নিজের অতি-
মত বিশেষরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। বরো-
দীর উপরে কমিশনের বিশেষ লক্ষ্য বোধিয়া
আমরা বড়ই আশঙ্কিত করিয়াছি।

পাইওনিয়ার বলেন সার লিপিল প্রকিনকে
অন্যদেশের চিকিৎসকদের পদ প্রদান করি
বার কথা হইয়াছিল। চিকিৎসকদের শীত
লেন্ডেনাট গভর্নর হইবার লক্ষ্যবর্তী। সার লিপিল
অন্যদেশের জল বাহুর তরে আগ্রহ হইতে

পারেন না। তিনি পঞ্জাবের ছোট লাট হই
বার আশা করিয়াছিলেন।

বত বত পাণ্ডিত্য বোধাবিধি মতীকর মত
রাজার কলেজের শিক্ষক নিঃশাংস্রাও চিত্ত
সংগে কাল বিবাহ রহিত এবং নিঃশাংস্রাও
প্রবর্তন প্রকৃতি সংস্কার কাব্য তত্ত্বকণ করি
য়াছেন। শ্যামারাও আবার কাণারও মিকট
সাক্ষ্য প্রার্থনা করেন না। ভবতর্পের শিক্ষক
সম্রাটর উচ্চ উদ্দেশ্যে সত্যজ্ঞ হইয়া
করেন ইহাই উচ্চ হইয়া ছিল।

মহারাজার পক্ষাণ্ড সাংসারিক উদ্দেশ্য
উপলক্ষ টেকনিক কলেজ স্থাপন কর
লিডন মিলিটারি গেজেট। সমগ্র মতে।
বেলীয় লোকের যাকাত মঙ্গল ও এলোই
গুণানগণ তাহা সত্য ভাবে পারেন না।
সিডিল মিলিটারি গেজেট এং পাইওনিয়ার
এংলাইণ্ডিয়ানগণের শীঘ্রানীল টেকনিক
কলেজ স্থাপন করিতে তাহাদের সম্মতি থাকি-
কি প্রকাশ্য?

উত্তর ত্রয়োমস্ত হইতেছে। এই পদে
সময়ে মাঝে মাঝে পলায়ন বড় হইয়া
কাপ্তেন বেভিকেল বিদ্যাপ্রসন্ন ছাত্র
ক যে রূপে দেওয়া হইত ছোটলাট তাহা
হইতে ৪০ টাকা কমাইয়া ইয়াছেন। ছোট
লাট যে এই সমস্ত সাহায্য দ্বারা দৃষ্টি নিষ্ক
করেন ইহা অতিদ্রুত বিবরণ। বোধ হয়
ছোটলাট অন্য কোনরূপে ইহার প্রতিবিধি
করিলেন।

ব্যবসায়ী ইংরাজ যে ব্যবসায়িকতার অ
প্রকৃত নিম্ন গ্রেডে করিয়াছিলেন, তিনি
মিসনে সেট ব্যবসায় মথেষ্ট করি হইয়া মিস
মিসন পাঠাইবার পূর্বে তৎকালীন
দলে গিবিসকটের করিয়া শীত কাল ব্যক্তি
লিঙ্গ ব্যবসা করিতে আসিত। এ বৎসর এ
জন ও তৎকালীনের বেধা মাই। প্রত্যয়ে
তৎকালী সৈন্য প্রবেশ দ্বারা রক্ষা করিতে
ব্যবসায়ীরা তাবতর্পে প্রবেশ লাভ করি
পারে না।

তিনি ও মিছারির সন্তান বাড় মিসান মিস
অনেক পরিচয় এই দুইটা প্রায় পরিচয় করি
য়াছেন। ব্যবসায়ী সাহেবদারগণ ইহা
বড়ই ক্ষতি হইতেছে সমগ্র কলেজ
ইংরাজ বিজ্ঞান দ্বারা প্রচার করিতে ন
উচ্চায়া মাসিট দেশ হইতে চিত্ত বি বি আ
লানী করিয়াছেন। তাহার সন্তান হইতে
সম্পর্ক মাই।

টুং নামক মহান পত্রে প্রকাশিত হইল।
র কৃষ্ণপক্ষ সমাপ্তি প্রাপ্তি এলাজাতার
প্রত্যেক আশ্বিন করিবেন।

আমরা শুনিয়া নিত্যশ্রদ্ধাযুক্ত হইলাম যে
শ্রীমত ম্যাকস মুলার তাঁহার কস্যার মৃত্যুতে
ভূঁই অধীর হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি নীতি
গত কোনও প্রকারের অধ্যয়ন বা অধ্যাপনা
কার্যে মনোনিবেশ করিবেন না। একটা নিম্নত
গতের প্রস্তাবেরে বাস করিয়া তাঁহার জীব-
নর শেষ জীলা সমাপন করিবেন। এই সমা-
প্তির আশাটেরে অল্প বড় ব্যক্তি হইয়াছে।
সংস্কৃত শাস্ত্র ও সংস্কৃত ভাষা যে সকল শাস্ত্র
সকল ভাষার মধ্যে সের্ব্ব অধ্যাপক মোক-
সারউ ডাক্তার ইউরোপে বসন্ত রোগে করিয়া-
ছেন। ইউরোপে মোকসুলরের ন্যায় সংস্কৃত
জ্ঞান পণ্ডিত অল্পই আছে। পূর্বে রাষ্ট্রের
ম্যাকস মুলার হিন্দু এক রাজ গোষ্ঠী। ভগবান
গুরুতর উপর নিত্যশ্রদ্ধাযুক্ত হই মোকসুল-
রের জায় ভাবতবন্ধু ইউরোপের সাহিত্য জগৎ
ইতে অন্তর্ভুক্ত হইতেছেন। রক্তের অধিক
ম্যাকস মোকসুলর এই ব্যক্তি হইয়া থাকে
ম্যাকস মোকসুলর ইউরোপে হাউজা ভাবতবন্ধু
গণমন করিতে বসি। মোকসুলর এখন
ম্যাকস মোকসুলর পাইনম, ডক্টর জায় অধিক
হইবেন। তাঁহার সমাপনের প্রেক্ষা শিক্ষণী
রিত্র ভারতবাসীর উপর পড়বে। তাঁহার
হইয়া মনোবিশেষ গুরুতর হইয়াছে। মোকসুলর
গুরুতর জ্ঞান কার্য মোকসুলর সমাপনের
শ্রীমত হইতে পারিবেন।

মহারাজা হুংকার একদিন পোষা গাভীর
রক্তেরে পুনে জন্ম করিবার সময় সেই
টুংয়ের সেবনে থেলের উপর একজন বস
গাভীর হিন্দু গাণ্ডি-রোগ হইতে বোধিত
হলেন। মহাশয় গুরুতর সেই রক্তেরে
বিহারগণকে ১০০ টাকা দান করিয়াছেন।

মুন্সি উৎসব উপলক্ষে কপুরভলার
করাজ বড়ই মুকুট হইয়াছেন। ভারত-
বাসীর উৎসব চিত্রশ্রবণী করিবার জন্য
শ্রীলোক এবং শ্রীলোক বালিকাগণের নিমিত্ত একটা
শ্রীলোক প্রাতিষ্ঠ করিয়া বালক ৪০
হাজার টাকা ব্যয় করিবেন হিব করিয়া কার্য
কার্য করিয়াছেন। মুন্সি উৎসবের বিবরণ
মহাশয় নিজ হস্তে ১০০ পাতালের ভিত্তি
প্রতিষ্ঠা করিয়া গোপাল হিম, গাণ্ডি পোড়ান
প্রতিষ্ঠা করিয়া নানা প্রকার অধ্যয়ন

এবং বহিরা প্রকাশিত হইয়াছে।
দান, আদি অনেক প্রকার প্রকাশিত করিয়া
হইলেন।

মুন্সিপ্রকাশের মধ্যমহারাজী পকাশন কর্তৃক
রাষ্ট্র উৎসব উপলক্ষে একটা প্রাতিষ্ঠ বিবরণ-
নয় প্রকাশ করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন কিন্তু
উক্ত প্রাতিষ্ঠ একটা সর্বোত্তর বসন্ত করিবার জন্য
হুই হাজার টাকা দিতে সম্মত করিয়াছেন।
মহাশয় কর্তৃক এই সমাপ্তানে আমরা প্রীত
হইলাম। আমরা পল্লীগাম বেছি যে,
মুন্সিপ্রকাশ প্রকাশ সর্বোত্তর পোষা হই। পল্লি
প্রাতিষ্ঠ এক ম্যাকসুলরের পূর্ণ ভাষার উপর
ভাল পোষা ভাল হই। সর্বোত্তর ভাষার হুগু
ও কীটোপূর্ণ জল পান ও পোষার করিয়া
মোকসুলর অকাল হেতু অবসান করে। অতএব
মহাশয় রাজগণ ও ধনশালীদিগের নিকট
পার্থনা যেন তাঁহারা এই আশ্বিন উৎসব
উপলক্ষে নানা প্রকার দান দান, আদির মধ্যে
সর্বোত্তর বসন্ত করা একটা চিত্রশ্রবণী প্রীতি
মধ্যে পরিগণিত করে।

ব্যয়সংকল্প কমিটি কতকগুলি কেরানির
অগ্র মানিলেন রাজার একাউন্টেন্ট জেনারেল
আফিসের ২০ জনের কর্ম গিয়াছে নাকি, মাসে
আরও কতকগুলির বাইবে।

ভারতবাসীর অধিক বেলা হইয়া গিয়াছে
এবারের এ দেশের মধ্য টাকা ছিল না স্থান
সম্পত্তি বাটা বাগান ইত্যাদি ৬৮৭২৬ নং টিকিট
কৃষ্ণকালী ২৪৪ আইজ পাইয়াছে ইহার মূল্য
আর বিশ মধ্য টাকা দ্বিতীয় আইজ ৫৮১৮৯ নং
টিকিট প্রত্যা করী প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার মূল্য
৪৮৮৮৮৮ হইবে। তৃতীয় ৬৭৭০৩ নং টিকিট
ক্রোড়ার মূল্য হইয়াছে ইত্যাদি সাত ভাষার
মূল্য মধ্য।

২০ মার্চ মধ্য টিকিট হইতে রাজা
করিবেন কিন্তু তিনি একেবারে সিমলায় গমন
করিবেন। অতএব একটা মধ্যপ্রদেশ
ব্যবস্থাপক সত্য অধিবেশন পূর্বক মূর্তন পত্র
ম্যাকসুলরের সংকেপতঃ পর্যালোচনা করিবেন।

শ্রীমত ডিপার্টমেন্টে ম্যাকসুলরের ভারত
গভর্ণমেন্টের সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত হইবেন
মিঃ সিঃ ম্যাকসুলর সেক্রেটারী সত্যব্রত
রাজ্য বিভাগের সেক্রেটারী হইবেন। মোক
সেক্রেটারী মিঃ ম্যাকসুলর তাঁহার ভূঁই অধ-
জানে মিলিত হইতে প্রত্যাগমন করিয়া মধ্য
প্রদেশের চীফ কমিসার হইবেন এবং ৩৫,

প্রতিষ্ঠা হিউজ প্যাট্রিক মাই মোরে, রেনি-
ডেন্ট পদে নিযুক্ত হইবেন।

ভ্রমণ কারিগর পত্র

নেপাল রাজ্য।

ভারতবর্ষ মধ্যে নেপাল সম্পূর্ণ আধীন রাজ্য
১৮১৬ সালে নেপালবিপ্লবের সহিত মুক্ত হইয়া
যে নহি সংস্থাপিত হয়, তদবধি অধঃপাতি সেই
নহি অকৃতভাবে বজায় আছে, কেবল জৈনিক
হুইল হুইল হুইল শ্রীমত রক্ত সিপাহী ও
ভিন্ন জন্ম কেবলী এবং হুইলম যোদ্ধার
অফিসার সব কট মধ্য রাজধানীতে অবস্থিত
করিয়াছেন। মৃত মধ্যপ্রদেশের কম্পাউন্ডের মধ্যে
হুইল গভর্ণমেন্টের ব্যয়ে একটা হাউজা প্রিন্সিপাল-
মধ্য ও একটা পোষ্ট আশিব আছে, সমস্ত
প্রতিষ্ঠা নেপালের রাজকার্য হস্তক্ষেপ
করিতে পারেন নাই, আধীন ব্যক্তির নীতি
অনুসারে নেপালরাজপুত্রবাংগ সাহিত রাজ-
কার্য নির্বাহ করিয়া থাকেন।

নেপাল রাজধানী প্রাকৃতিক শোভার বিশেষ
রূপ প্রদোষিত, চতুর্দিক তল মালা মধ্য
ভারে বেষ্টিত, এই সকলস্থান হুগু হুগু হুগু
সে স্থান লভন করিয়া পক্ষ পাত্র হইয়া
রাজধানীতে প্রবেশ করিয়া পক্ষ নাই, চারি
দিকে চারুটি পক্ষ, এই সকল পক্ষ সৈনিকগণ হা-
রাক্ত হয় বিদেশীয় বিনা পরিচয়ে প্রত্যাধি
পক্ষ অতিক্রম পূর্বক মধ্যপ্রদেশ গমন করিতে
পারেনা, বিদেশী গমন হুইল হুইল প্রথমতঃ
কোন হুইল রাজপুত্রের নিকট হইতে একখানি
পাশ লইয়া, নেপালব রাজপুত্রদিগের নিকট
পরিচিত হইয়া পাশ লইয়া তব, এই পাশ পক্ষ
রক্ত সৈনিকদিগকে দেখাইলে তব বাইরে
যে, এইরূপ ফিবিবার সময়েও রাজধানী হুইল
পাশ আনিতে হয়।

নেপালব রাজধানী অর্থাৎ যে স্থানে সত্য
দীর্ঘ প্রায় উত্তর দিকেই এক কোণ
হইবে, তবে রাজধানীর উত্তরাংশে দেবদেব
মৃত্যুর পুত্রপতিমাথ নাম ধাববে বধার অবস্থি
করিয়াছেন এই স্থান সত্য হইতে কিছু দূরে
হইবে, কিন্তু রাজধানীর সমস্ত মা হইল
এই স্থান অধি মধ্যবর্তী মীমা নির্বাহ হইয়া
মধ্যবর্তী পূর্বপার্শ্ব বাহুমতী মায়ী হুইল
পশ্চিম প্রান্তে হুইল মায়ী মায়ী মায়ী
অবিরাম দক্ষিণ পশ্চিম হইতেছেন, বাহুমতী
পশ্চিম দিকে পুত্রপতিমাথের মায়ী আর পক্ষ
পারে হুইল মায়ী মায়ী মায়ী গরিব

বিরাজিত, অত্র স্থলে প্রত্যয়েণ পুত্রিত বহুসংখ্যে
কল্যাণী ম মে বিখ্যাত, ইত্যদি তৈর্য পুত্রপতি
ন ব। পুত্রপতি পুত্রপতি মাতৃর্যেণ পুত্রিত বহু মাতৃ-
তাবী, কুতন্য পুত্রপতি এই আশ্রমের আশ্রয়
যেতিমি ভাব। এক আশ্রম ত্রিতাশ্রম আশ্রিত
কর যদি বাসন্যতাসে ভাব তাই অশ্রম চলে, হুগ
ভাবিলে ও বিত্তির গোধ বহু মাতৃ অশ্রম
কর ভাবাই প্রতিপন্ন হইবে। আশ্রম ত্রিতাশ্রমে
একবিধের অষ্টাচ বর্ণন করিয়াও ভাবের
স্থিতি করিতে পারি নাই, এই মতঃসেবের
বন্ধিতা ভগবত, কপাট ও মেল ইত্যাদি বোণা-
মণ্ডিত, অন্যান্য আশ্রমে ভাবের বোকা, চুড়ার
বর্ণন।

সমুদায় সমুদায় ১৫০ ও প্রত্যয়ের আগর,
নেপাল সমুদায় মতো তৃত্য কার্ত্তের গৃহ নাই,
রাজপথ সকল প্রত্যয়ের নির্দিষ্ট, প্রত্যেক বাজার
তত্র্যতন্ত্র সকল পল্লী ও চারিবিধ, ছোট বড়
বেশাগর। সকল স্থানেই ফুলের বে কান, চিন্ত
মাজকেই চন্দন বাসার করিতে হইবে, প্রত্যেক
চন্দন বা মাথিলে তাহাকে চিন্তনমাজ প্রদান
করিতে না।

বেপাল রাজ্যের আইন বড় কঠিন, আমাধের
বাজনার কোন স্থানীকে মন্তব্য বিয়া স্থান-
ভরিত করিলে তিন বর্ষ কারাবাদ কর, এই অপ-
রাধে এখানে লাম্বও হয়, কারাবাদী গোর
ইত্যাদি রাজপথে কার্য করার সময়ে চিহ্ন
কররা হইতে পারে। এখানে এখনও সতীদাহ
অচলিত আছে, আশ্রম প্রত্যেক একটী সূত্র করিয়া
সুস্বাদিত হইয়া পরিপেবে গুড় ক্যানিংকে খন্যদার
নিম্ন ম।

বেপালে নব্বিশ তরুণ প্রবাস সত্য কিন্তু
তত্র্যমোদে খার না, মীত জাতির বহুসংখ্যে
সুগমী শুক মৎস্য সকলেই খাটনা থাকে,
নিম্ন মগজীতে গো-হুড় হুয় প্য ও বহুসংখ্যে
মহিষ হুড় পাওয়া যায়, ভাতারও হুয় কম নয়।

বেপালিদের আতি অপরিষ্কার। যে গৃহে
বাস করে তাহাি সমুদ উচ্চের মল মূত্র ভাগ
কর, রাজবাটীর পার্শ্ব ভিন্ন সমুদয়ের সকল
প্রান্তার পার্শ্বই মলমূত্র পূর্ণ।

বেপাল সমুদয়ে উচিত মূল্যে সমুদায় বহু ত্রব্য
পাওয়া যায়। হুটন আধিকারের টাকা নেপাল
সমুদয়ে চলে, পংসা চলে না, নেপাল সরকারের
টাকা ও আবুলী মপায় হুটন মূল্যে চলিত,
পংসাও হুই বকব, রাজন্যমণ্ডিত দে.মাজিত
পংসা সমুদয়ে চলিত, আর পর্শ্বতে মোহিয়া

নামক এক প্রকার পংসা তাম্রবত মায় বেমন
মলা অকলে গো.কপুরে চেপুয়া, ইত্য ভিন্ন
সমুদায় ও আছে।

সংসানদাতার পত্র

বট ম।

বিগত ২২এ মাস বৃহস্পতিবার ঘটাল উরি
ভাগের অন্তর্গত বরাদ কাশ্যবনপুর, বহুপুর,
গোবিন্দপুর, মলপতিপুর, মিল্পুর ধোলা
নাথপুর, দীপগ্রাম প্রভৃতি পল্লীস্থ পাঠশালায়
বালক ও কালিকাগণের বাৎসরিক পরীক্ষা
হইয়াছে। বরাদ গ্রাম পরীক্ষা স্থলে ঘটাল
স্বযোগে চেষ্টা মাজিষ্ট্রেট বাবু কুহুমলাথ মুখ-
পাথার, জাভা নিবাসী ভবিষ্যর বাবু শত্ৰুচন্দ্র
চায় ও বাবু সর্কেশ্বর রায়, পণ্ডিত শত্ৰুচন্দ্র বিদ্যা-
রত্ন ও বরাদ নিবাসী বাবু বরিশতর বন্দোপা-
থার প্রভৃতি বরাদস্থ অনেক জনি তত্র্যলোক উপ-
স্থিত ছিলেন। উক্ত সমুদায়স্থ পল্লীস্থ বালক-
মনি মুখোপাধ্যায় ও পাঠশালা সমুদায় তত্র্যবা-
সিন্দ বাবু রায় কামাউরিয়া ও তেপুগী বাবু ও
শত্ৰুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রভৃতি সর্বজননক বালক কালি-
কাগণের পরীক্ষা প্রদর্শ করিয়া বরাদস্থ নাই
ভীত হইয়াছেন। উপস্থিত ১৪২ জন বালকের
২৮৮ উপবিভাগে ১০৮ী ও মিল্প বিভাগে ১২৫৮ী
বালকপরীক্ষাভীর্ণ হইয়াছে। পরদিন ২৩এ
মাস পরীক্ষাভীর্ণ বালকগণের মধ্যে ৫৫৮ী
বালককে পারিতোষিক পুস্তক প্রদান করা হই-
য়াছে। কালিকাগণের মধ্যে কামাউরিয়া পাঠ-
শালায় মরহুমারী দাসী উচ্চবিভাগে ও বহুপুর
পাঠশালায় মরহুম প্রিয়া ও ছবিগিয়া দাসী
মিল্পবিভাগে উভীর্ণ হইয়া শুক বিলাবি ঘোষ ও
আশ্রমের মজীদারের শিকা মিল্পগ্রাম পবিচর
দিয়াছেন। দীপগ্রাম পাঠশালায় বরাদ কোন
কালিকা উভীর্ণ কর নাই বটে কিন্তু মিতিহনী
বেদী ভরত্য হিতকরী মতঃ পুস্তক করে
খানি সত্যমতো পাঠ করিয়া শিকক গোবিন্দ অধি-
কারীও বর্শক মণ্ডলীর আমল বর্জন করিয়াছেন।
অন্যেবে বরাদ নিবাসী বাবু বরিশতর বন্দো-
পাথার ও পণ্ডিত শত্ৰুচন্দ্র বিদ্যারত্ন ত্রিতগর্ভ
দর্শন বক্তৃতা করিয়া সাধারণকে সন্তুষ্ট করিয়া-
ছিলেন। সম্পাদক মহাশয়। ইত্য সম্প্রদায়-
ভাগ্যের বিষয় নচে যে, আজ কাল প্রায় পল্লী
প্রত্যেক প্রতি পাঠশালাতেই বালকগণের সচিত্র
কালিকাচিত্রকে শিকা দেওয়া হইতেছে, এবং
প্রায় প্রতি পল্লী প্রত্যেকই কালিকা বিদ্যালয় পল্লী
বাসীদিগের বহু সংস্থাপিত হইয়া কালিকাগণ

প্রতিমদন পরীক্ষাভীর্ণ হওয়ায় অবেশে শ্রুতি
লাভ করিতেছে। এখন লোকবিগের মনে
বালক ও কালিকা প্রভেদ হু ম হইয়াছে। যেদিলী-
পুর জেলার কামেউর বিদ্যোৎসাহী করনীল
মাজেব বাবু বাটাল মরহুমার কালিকাগণের
শিকার বিষয় বিশেষ শ্রুতি রাখিয়াছেন। ইনি
কিছুদিন যেদিলীপুর জেলার দ্বারী হইলে এ
প্রদেশে কালিকা বিদ্যালয় সমুদায় বিশেষ উন্নতি
হইবার সম্ভাবনা। উক্ত ইন্সপেক্টর বাবু মীল-
মনি মুখোপাধ্যায় ঘটাল মরহুমার প্রভেদ
পাঠশালায় উন্নতির জন্য নিশ্চয় পরিচর্য করিয়া
থাকেন। বিশেষতঃ কানীর সকলের সহিত উনি
সৌজন্যতা প্রকাশ করেন, একারণ মীলমনি বাবু
কানীর সকলের সমাধারের ভাষন হইয়াছেন।

প্রায় ৩০ বৎসর অতীত হইল পূজা পূর্ণ পরম
বেশ দ্বিতীয় অধিতীর বিদ্যোৎসাহী বিদ্যা-
সাগর মলমূত্র ভীতায় জয় ফুটি বীরসিংহ গ্রাম
ও তত্র্যগ্রহিত গ্রাম উচ্চগঙ্গ কুরাণ গোবিন্দ
পূজা, উচ্চ বাজপুর উচ্চপালী প্রভৃতি গ্রামে প্রায়
১৫০ কালিকা বিদ্যালয় বহু বহু ও বহুসংখ্যে
স্থাপন করেন, প্রায় ১৬ বৎসর কাল বিদ্যালয়
মলমূত্র এ প্রদেশে এই এককটী বিদ্যালয়ের কর
নির্মাণ করিয়াও আশ্রমের মল মূত্র কর
নাই। বাবুউক এ প্রদেশের প্রথম স্ত্রী শিকারে
পথ প্রদর্শন বিদ্যালয় মলমূত্র। একবে
ভীতায় বেশীর লোকের ভীতায়ের পরিচর্য
বেশিয়া তিনি যে অপার আমল অশ্রম করিতে-
ছেন তাৎপরে আর সন্দেহ নাই। কালিকা
বিদ্যালয় স্থাপনকালে ভীতাকে অনেক কষ্ট
খীকার ক্রিতে হইয়াছিল একবে স্ত্রীশিকা
বিষয়ে প্রায় কাহারও বিবেচ ভাব লক্ষিত হয়
নাই।

এবার বরাদ মিউনিসিপালিটি সংঘে হুট
এক কথা আপনার কর্ণগোচর না করিয়া কাত
হইতে পারিলাম না। সমগ্র বরাদেশের মধ্যে
বরাদ যে কামা পিতলের গৃহ সামগ্রী প্রভেদ
করনের একটী প্রবাস বাসারের স্থান ইত্য
ইন্সপেক্টর জাভাউরিয়া প্রায় ৬।৭ শত মতঃ
ও অসংখ্য ও তত্র্যবিদ্য মতঃ যে আশ্রম করিয়া
মিউনিসিপালিটি সংস্থাপন জমা রাজপুরুষ-
বিগের শিকটে ইতিপূর্বে বরাদস্থ করিয়াছেন
তাহাও আপনি অবশ্যই আশ্রম সম্পদ হইল
মাজিষ্ট্রেট কর্তৃক সাধেব বাবুউর ও বেশ
পূর্ণ উচ্চগঙ্গে বরাদস্থ আগমমপূর্ণক একটী সভা
করিয়া সকলকে আহ্বান করেন, এবং সাধারণের

জা.নি.স.পালী,মৌচিংগর আর্থবার সময়
উনিশশতাব্দী কবিসম্মার পালীবাগী দ্বারা
অর্জিত হইবে এবং এ আইন সম্বন্ধীয় বিচার
কমিসন গত করিতে কথিত। এতদ্বারা
আর্থবার করিয়া সাধারণের একমাত্র আশ-
া ও আশ্রিতর বণন করিয়া যান।

২২এ মার্চ ডেপুটী বাহাদুরের আগমনে
পালিগার যে ধর মিমামী কতিপয় হই
লাক অর্থ ও বিবীত কতকগুলি অধিকারী
নে টাকাসের আভিলাষ ও ভয়ানক
হাঃপণের ভয় জন্মাইয়া মোহান্ত করতঃ
কতকগুলি লোককে আকর করাইয়া ডোঃ মাজি-
টে, মাজিটে, ও কমিসনর সাহেব বা-
রের নিকটে জুরাফা জানাইয়া মিউনিসি-
পালিগার বিরুদ্ধে আবেদন করে, ডেপুটী বাহু
স্বাক্ষরকারীধিককে আহ্বান করার সমুপার্জিত
৩০ জনের মধ্যে ৫০০ কেহ উক্ত দরখাস্তে
আকর আশীকার করিয়াছেন। এবং বাহারা
দীকার করিল ডেপুটী বাহু পরদিন আড্ডে
আধিগেঃ বধোঃ অবধেকেরই বাগী পর্যন্ত প্রদান
করিয়া দেখিলেন যে দরখাস্তকারীদের অনেক
করই কাল্য গঠনের বোকান আছে। বাহাদের
কোন মাই আহারা কামার কয়েকজন করিয়া
অধিক ১০ চাকরি আনা হইতে পাঁচ মিক পর্বত
পার্জিত করিয়া থাকে।

পালিগারে এবং এমদ কতকগুলি লোক
আছে বাহারা দেশের অন্তর উন্নতি চায় না।
দারপ দেশীয়গণ মূর্খ ও অজানাত ন। থাকিলে
বাহাদের স্থাপিত হইত হইবে না। তাই এরূপ
ন্যায় দরখাস্তের আশ্রয়ণ করিতেছে।

এই সমস্ত লোক করিলেন। এবং বেপুল
মিউনিসিপালিগারইয়া কেন ডরানও আবেদন
করিতেছে। বনসারী সত্রাও কতকগুলি অধি-
কারী ব্যক্তি বাহাই মিউনিসিপালিগার আধী।
উক্ত আশ্রয়ণক কতিপয় মন্তব্য ও প্রবক্ত
মিউনিসিপালিগার বিরোধী। রাজপুরুষগণ গ্রামের
বহুতা বেরিয়া মিউনিসিপালিগার হওয়া একান্ত
স্বাভাবিক হিতকর করিয়াছিলেন। আজকাল
আর্থবার সত্তাও লোকেরা পুরায় আকর করিয়া
অর্জিত, কবিসম্মার ও লেন্টমেন্টে মর্ম্মর সাহেব
গাহকের নিকটে মিউনিসিপালিগার আর্থবার
ও কতকগুলি করিতেছেন। আমাদিগের দরাসু গবর্ণ-
মেন্ট কি করেন পরে আমাদিগের পাঠকধিককে
সিদ্ধ করিব। ইতি মম ১২২০। ২৯এ মার্চ।

ভবানীপুর।

গত ২৫এ মার্চ রবিবার অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার
সময় উক্ত সভার পরিচোষিক বিতরণ কার্য
সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

সভাস্থলে তাইকোর্টের প্রধানতম উকীল
জিহুজ বাবু মণেশচন্দ্র চৌধুরীর জিহুজ বাবু
মিরিজানন্দর মজুমদার, জিহুজ বাবু কুলদাক্তর
রায় জিহুজ বাবু প্রাণনাথ স.মতী এম এ বি এল
কবিরাজ কৈলাসচন্দ্র সেন, কবিসম্মার কবিরাজ
পকানন্দ রায় কবিচিন্তামণি প্রভৃতি বহুসংখ্যক
কৃতবিদ, দেশহিতৈষী ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া-
ছিলেন। মণেশ বাবু সভাপতির আসন গ্রহণ
করিয়া আনুর্জ্বেগোপাধ্যায় কবিরাজ কৈলাসচন্দ্র
সেন কবিশেখর মহাপত্রের ছাত্র দ্বিতীয় পরী-
কোত্তীর্ণ জিহান বলদকুমার সেন ও প্রথম পরী-
কোত্তীর্ণ জিহান প্রভাপত্র বাস ও প্রথম পণ্ডিত
ধর কবিরাজ বলদকুমার চৌধুরী কবিস্বর্ণ
মহাপত্রের ছাত্র জিহান রাজমোহন সেন ওরফে
পারিতোষিক পুস্তক ও প্রশংসাপত্র প্রদান
করেন। তৎপরে পণ্ডিত প্রাণনাথ সন্ন্যাসী
ব্যক্তি সংক্ষেপ বিস্তর এংলী জবাবদা হণী বক্তৃতা
পাঠ করিয়া সভ্যগণের উৎসাহ ও আনন্দ বর্ধন
করেন। তৎপরে একজন অক্ষয় সংকৃত ভাষায়
কিঞ্চিৎ বক্তৃতা করার পর কবিরাজ কৈলাসচন্দ্র
সেন প্রথম পরীকোত্তীর্ণ দ্বিতীয় ছাত্র রাজ-
মোহনের উপাধার কবিরাজ বলদকুমার চৌধুরী
মহাপত্র আনুর্জ্বেগীয় সভার পরীক্ষা দিয়া উপাধি
প্রাপ্ত হইয়াছেন তৎপরে অধ্যাপন করিতেছেন
ইত্যাদি উল্লেখ পূর্বক আনন্দ প্রকাশ ও নিজ
ছাত্র উক্ত কবিরাজ মহাপত্রক প্রশংসা করিয়া
টালের পাঠ প্রণালীর কুরসী প্রদান ইহার
মতে আনুর্জ্বেগ পাঠ এখন বে তাৎবে প্রচলিত
আছে এই উৎকৃষ্ট পদ্ধতি আনুর্জ্বেগীয় কৈলাস
চিকৎসা ও উৎকৃষ্টরূপ চলিতেছে। অধুনা ইহার
প্রতি কৃতবিদ্য মত্তগীর বেরণ আশা হইতেছে
ইয়া ভারী হইল এবং কোন কোন বসন্ত প্রবের
অপ্রাপ্তি নিবন্ধন উক্ত প্রভৃতি বিস্তর যে কিঞ্চিৎ
অনুবিদ্যা প্রাচীণ কালে তিরোহিত হইবে।

পত্রচিকিৎসা ওষধী একেবারে লুপ্ত হই-
য়াছে। অপ্রাপ্তি ভাষার পুরস্কারের চেষ্টা করা
সর্বথা কর্তব্য এবং এ বিষয়ে ইংরাজী পত্র-
চিকিৎসা ওষধীর সাহায্য লওয়া আবশ্যিক।
‘অনুর্জ্বেগ পরীকোত্তীর্ণ ছাত্রগণ সাহায্যে বৈজ-
কেন্দ্র কলেজে গিয়া পত্রপ্রণালী শিক্ষা করিতে
পারে তাহার উপায় বিধান করা উচিত। এ

অন্যদেব সভাগণ সকলেই এক বাণী সম্মতি
প্রকাশ করিয়া আগামী বর্ষিক সভার এ বিষয়ে
আলোচনা হইবে স্থির করতঃ সভাপতি
ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ করেন।

পাবনা।

আমাদিগের পাবনা জেলার সর্ব প্রথম
কবিসম্মার, জিহুজ বাবু গনমালী রায় বাহাদুর
জিহুজী ভারতবর্ষীয় ‘অবনী’ উপলক্ষে প্রতি
বৎসর ৫০ টাকা সুলের এং অর্থ মেডাল
চারি টাকা করিয়া ৪টা হুত বেওরা অধিকার
করিয়া, অধিনী সম্পাদক মহোদয়কে প
লিখিয়াছেন। মেডাল পাবনা ও সেরাজগঞ্জ
বনওয়ারীজাল সুলের হাজগণ মধ্যে, যে এষ্টা
পরীকর উক্ত মন্তর পাইবে, সেই পাইবে
হুতি প্রতি বৎসর পাবনা ও সেরাজগঞ্জ সুলের
হুত একজন বরিত ছাত্র এলএ পরীক্ষা দিয়া
জনা হই বৎসর পাইবে। বাহারা উপরোক্ত
হুতি পাইবে, তাহাদিগকে রাজস্বী কলেজে
পড়িতে হইবে।

ইনি অল্প-বয়স বিপুল অর্থবর্ষের অধিকারী
হইয়া কেবল সংকীর্ষাই করিতেছেন। পাবনা
‘টমসন’ বঙ্গ নামক এক দুন্দর ধর প্রভৃতি করিয়া
সাধারণের বহুতার জন্য বিদ্যাজ্ঞান। সেরাজগঞ্জ
সুল গৃহ নির্মাণ করিয়া বেওরা এই সুল ভাণ্ডার
অভিগার অল্পসারে শিতার মাঝে ব্যক্ত হই
যাচ্ছে। এতৎ সেরাজগঞ্জ রাজপুত্রের বঙ্গ বন্যাজ্ঞান
গৃহ নির্মাণ করিয়া বিদ্যাজ্ঞান এবং পাবনা জেলা
প্রায় সমস্ত বক্তৃতি,সম ও বাতব্য চিকিৎসা
সাধারণ ইত্যাদিতে সাহায্য প্রদান করিতেছেন
বনওয়ারী মণ্ডরে ২ জন ডাক্তার ও একজন
কাংরাও চাকর রুখিয়া সাতল চিকিৎসা
কুলিয়াছেন। বিশেষ সকল জেলাতেই রাজ
আছে কেবল পাবনা জেলাতেই নাট। মন্ত
মর্দাদার এবং অধিকারীতে ইত্যাদি সমস্তক ব্যক্তি
পাবনা জেলাতে আর নাই। গবর্ণমেন্ট
ইহার প্রভু মেত্রপাত হইলে, সকলেই সুখী হন

এ ভাষার আশা ২৪ম মার্চ, পীড়া অধি
অল্পই হুতি ভয়, এখানে কৈলাসক ধান্য উত্তম
অধিগারে বেনার কল ই মটর কলাই প্রভৃতি
আঁকার মাধ্য হইয়াছে তাহাও আশা
ইজুর অবস্থাও উত্তম, এ সকল স্থানে পূর্বে
বহুতর পাওয়া হইত এখনে কয়েক স্থানে
হইতেছে।

খা. বাউবে । গোপালী পত্র লিখবার আশঙ্কা
পার । মূল্য ১০ আনা ।

লিপি পাউডার ।

সর্ব প্রকার বাবের মসকোষ মূল্য ৬০ আনা

ব্রড 'পট্টরিকায়ার ।

এই সালসা ডাক্তার কবিরাজ বাবতার
রুম । শোখ, মালী, গরমি বাবী, পটা
পারা কোষ-সংক্রান্ত সমস্ত বা ও কোষ্ঠ
বিদ্যা, কুখানো উভা দি সমস্ত মবে
রোগ, ৩৩ । মূল্য ১ টাকা ।

এ. সি. বসু এও কোং ।

৭২ নং মুক্তিগান স্ট্রীট, কলিকাতা

অষ্ট ধাতু নির্মিত অমোষ

অনন্ত, ।



অষ্ট ধাতু

পূর্ণচন্দ্র দাস কর্তৃক নির্মিত ও
প্রকাশিত ।

৭ নং খেবেটোলা জেন পট্টপত্র কলিকাতা
এই 'অনন্ত' অর্থাৎ গোপা. ডাবু. মীল. রাস
জো. পারস এই অষ্টধাতুতে নির্মিত ।
এই ক্রমবর্তে অর্ধের মার বাতুর উপর অপর
পাতটি বাতু খচিত চইয়াছে । এতদ্বারা প্রথম
চুক্তি অর্থে তরল পারস তাপিত বা-
বতকার্যকর বিজ্ঞানীয় কার্য উৎপাদন করিয়া
সেই বাতুর ওপর ক্রমশঃ পরীক্ষণ করিতে
কিষ্ট ইচ্ছা হইলে পরীক্ষার দ্রব্য পরিষ্কার করতঃ
সর্বপ্রকার বাধি দিগ্ধ পূর্ণক ক্রমশঃ দেখা যাই
কইতে থাকে, এই অনন্তকে জীবন রক্ষার
মূল ঔষধি বলিলেও অত্যাধিক ভুল না । আদি
মুক্ত অর্থে বিদ্যুৎ রূপ বলিতেছি যে, এই সন্ন্যাসী
জগৎ, আমার এই অষ্ট ধাতু নির্মিত
অনন্ত বাবের বস্ত্রিগ পর পরীক্ষণ সম্বন্ধে
আমি প্রকার বাধি হওয়ার সন্ধান আর কাছ রও
করিতে চইবে না ।

বিভিন্ন অষ্টধাতু নির্মিত অমুদ্রী



মহা সন্ন্যাসীর বাবা কেহ কেহ অষ্ট
ধাতু নির্মিত অমুদ্রী সেট-জমা দত্ত অপ্রসার
মাতা ভাঙে আদি মূহম অষ্টধাতু নির্মিত
অমুদ্রী আবিষ্কার করিতেছি, অন্য ও অমুদ্রীর
উভয়েরই রোগনাশক ও ও শক্তি একই
প্রকার, বাতারা অমুদ্রী মইবন ভাঙার বদলি
ইচ্ছা করম ভাঙা হইলে ভাঙারের নাম বিনা
বরতার ভাঙার উপর বোধিত করিয়া বেগরা
বাউবে । বদলি অমুদ্রী অষ্টধাতু নির্মিত না
হয় ভাঙা হইবে বদলি করত দিব । অনেক
মহোদয় ব্যক্তি অমুদ্রী করম যে পারা ইচ্ছা
সংলগ্ন করা যায় না কিন্তু আমরা সাতিকর যত্ন
সহকারে পারা সংযোগ অন্য নী দিকা করি-
তাই । আত্ম করিবার সময় অমুদ্রী বাব
হতে ধারণ করিয়া আবার করিবেন ।

আমি কাল নামা প্রকার ঔষধি বাতুনির্মিত
করম ও অমুদ্রীর ইচ্ছা বাবা অষ্ট ধাতু নির্মিত
বদলি প্রসার চইতেছে, তাহা যে কত দূর মতা
আমরা ভুলনা করিতে চাই না, কিন্তু বাতারা-
গণ ওই অর্থে কাচ কর করিবেন না । কোট ও
২৫ প্রত্যেক 'অনন্ত' মূল ২ টাকা, ওজন ১০
টাকা, প্যাকিং ও পোস্তজ ১ হইতে ৩ টা ১০
আনা ১৭ চইতে ১২ টা ৬০ আনা । অর্ডার
পাউলে ডাবু পেয়েছেন প্যাকিং মাল পাঠান
হইবে । আর বিদেশীয় মহোদয়গণ অনন্ত
ক্রমকালীন অমুদ্রী করিয়া ওস্তাদিত মাল পাঠ
ইয়া হইলেন ।

অনন্ত যে সকল স্থানে বাতু খচিত চইয়াছে
তাহা একএকটি করিয়া বিক্রয়িত হইবে । আর উক্ত
সন্ন্যাসীর আবেশমত বাক্য হতে ধারণ করিবেন ।
অনা-না ও পূর্ণিমাতে ফট করির জল দি
খোঁচ করিয়া লববেন, বাতারা কখন অমুদ্রি
লবরা উকিয়াছেন তাহার একবার পরীক্ষণ
করুন ।

বিজ্ঞাপনদা আদিগের প্রতি ।

আমরা বিদ্যে লবক হইে বাতারা-কোঁ জামাই
জোঁ, বাতারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার

বাওয়া করিবেন তাহার সোমপ্রকাশের পংক্তি
গণিতা বিজ্ঞাপনের অষ্টধাতু পাঠাইয়া দিবেন ।
প্রথম ভিত্তিয়ার প্রতি পংক্তি ৬০ আনা, তাহার
পর ১০ আনা । ইংরাজী অক্ষরে প্রকাশ হইবে
৬১০ পংক্তি করিয়া লাইন প্রতি গাউ হইবে ।

যে সকল অমুদ্রীর বিজ্ঞাপন আদ্যাদিগের
মিকট আসিবে, তাহা প্রথম একবার বিনামূল্যে
প্রচারিত হইবে । তাহার পর নিবাহন রে
মূল্য লওয়া হইবে ।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কবেকটী

বসন্ত : অনন্ত

সম্বৎসরে সোমপ্রকাশের অষ্টধাতু ডাক-
মাফত সমস্ত বার্ষিক ১০ টাকা এবং বাতারা
৫৪০ টাকা । অসম্বৎসরে ডাকমাফত সমস্ত ৭
টাকা । অসম্বৎসরে বাসিক তৈয়্যাসিক বা বাতারা-
সিকের মিলন মাট । বিদ্যক ও চাতুবিদ্যের
জন্ম ডাক মাফত সমস্ত ৩০ টাকা দিরা করা
হইয়াছে ।

অষ্টধাতু বা পাউলে কলমদল সোমপ্রকাশ
প্রেরিত হয় না । বাতারা সোমপ্রকাশের মূল
পাঠাইবেন, তাহার অর্থ নাম দান লক্ট করিয়া
লিখিয়া ৪০ নং ওজনসাব চৌধুরীর গদ্য কলিকাতা
জিহ্বক উপস্থাপন কর্তৃক চৌধুরীর মানে খোঁচ, তাহা
বদলি চিঠি মণি অর্ডার উভার অমুদ্রার বাতারা
বাতার শুনিবা হয়, তিনি সেট উপায়ে দান
প্রেরণ করিবেন । অষ্ট আমার অধিক মূল্য
চিকিট প্রেরণ ক বাত গুণীত চইবে না । মূল
নির্দেশিত চইবার পূর্বে কেহ সোমপ্রকাশ প্রেরণ
অমিত্রক চইলে অর্ধাধিক মূল্য ক্রিয়ায় বেগর
চইবে না ।

বাতারা বাতুল না বিদ্যা পত্রাধি প্রেরণ করি-
বেন তাহারিগের সেট পত্রাধি প্রেরণ ক
হইবে না ।

'কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে চাই
করিলে তাহাকে প্রথম ভিত্তিয়ার প্রতি পংক্তি
৩৫ আনা তাহার পর ১০ এক আনা হিতে চইবে
কেবল ইংরাজী অক্ষরে প্রাচ্য ধার ৬১০ পংক্তি
করিয়া লাইন করা হইবে ।

প্রেরিত, সংবাদপত্র, কলমকারীস্বর ও প্রা-
প্রেরিত যেসকল বিদ্যে নামা দান হইতে প্রকা-
জন্ম আউলে তাহার বদলি না কেবলী অর্থাৎ
বিদ্যক বা মতা এবং মতা মইবে । বিদেশী বিদ্যে
সম্পাদক, প্রিন্টার বা প্রকাশিতার দাবী মতন

উক্ত এই পত্র ৪০ নং ওজনসাব চৌধুরীর
কলিকাতা সোমপ্রকাশ হইবে । অষ্টধাতু
বাতারা প্রতি সোমপ্রকাশ প্রকাশিত হইবে
প্রকাশিত হয় ।

সোমপ্রকাশ

৩১ নং ভাগ

স্বাধীনতা, প্রকৃতিস্থিত্যে পার্থিব: নবনতী কলিমহতী ন.দীযতা'।

১৪শ সংখ্যা।

গ্রন্থ বার্ষিক মূল্য: মাসিক সমস্ত ১২৯৩ টাকা। ১৭ই ফাল্গুন। ইং ১৮৮৭। ২৮এ ফেব্রুয়ারি। { অনমর্ষ পক্ষে মাসিক সমস্ত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র। শিক্ক ও ছাত্রবিশেষের জন্য বার্ষিক মাসিক সমস্ত ৩৮০ টাকা।

৮ রিপনাম। ১৭ই ফাল্গুন।

বিজ্ঞাপন

সোমপ্রকাশ এজেন্সি।

আজ কাল সকল বিষয়েই বাবসা-
গিরি বাড়াবাড়ি হইয়াছে, একারণ
কোন রূপ কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া সহসা
বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে বাসনা হয় না,
আবার কতব্য বিষয় সাধারণে প্রচার না
করিলে লোকে জানিতে পারেন না
তজ্জন্য বিজ্ঞাপন প্রকাশে বাধ্য হইলাম।

বলা বাহুল্য সোমপ্রকাশ বিশ্বস্তভাবে
দেশ মধ্যে পরিচিত, ক্রমে সোমপ্রকাশ
কার্যালয়ের ব্যয় আধিক্য হইতেছে।
অধিক্য পরিপূরণ বাসনার অত্র কার্যা-
লয় হইতে একটি এজেন্সী, বিভাগ
খোলা হইল। আমাদের সহিত দেশীয়
রাজা জমীদার মহোদয়দিগের সহিত
সম্বন্ধ আছে, তন্নিম্ন সাধারণে এখন
হইতে যে কোন কার্যের প্রয়োজন
হইবে অর্থাৎ জব্বাদি খরিদ বিক্রয়, বাটী
বা ভূম্যাদি খরিদ বিক্রয়, কোন রূপ
ছাপার কার্য মহাজনী জব্বাদি খরিদ বিক্রয়
আমরা সমুদায় করিতে প্রস্তুত আছি।
যে রূপ কার্য হইবে, কার্য বিবেচনায়
অন্য স্থান অপেক্ষা অত্র কমিশনে কার্য
নির্বাহ হইবে।

খরিদ করিয়া জব্বাদি পাঠাইতে হইলে
আমাদে বত টাকা সহ আমাদের কার্যা-
লয়ের ঠিকানায় এজেন্সী বিভাগের
অধ্যক্ষের নামে পত্র লিখিলে অবিলম্বে
জব্বাদি খরিদ পূর্বক পাঠান যাইবে।

কোন গুরুতর কার্যের বন্দোবস্ত
ইচ্ছা করিলে আমাদের সহকারির
নিওটস্থ হইয়া বন্দোবস্ত করিতে প্রস্তুত
হইতে হইবে।

শ্রীশ্রীনাথ চক্রবর্তী।

এজেন্সী বিভাগের অধ্যক্ষ।

—০০০—

এখন হইতে কোন রূপ কথা বার্তা
বা সোমপ্রকাশের মূল্য দিবার জন্য
সোমপ্রকাশ ডিপজিটরিতে যাইবার
আবশ্যক নাই। নিম্নের ঠিকানায় সোম-
প্রকাশ অফিসে আসিলেই সমুদায়
কার্য শেষ হইবে।

আজ কাল সোমপ্রকাশ প্রেসে
সকল প্রকার জব ওয়ার্ক ও পুস্তক মুদ্রণ
কাষা সুচাকরূপে ও স্থলত মূল্যে
সম্পন্ন হইতেছে। চেক, দাখিলা, চিঠি,
সেবেল, বিল, পিটিসন ও পুস্তকাদি
যাবতীয় বিষয় ইংরাজি বাঙ্গালা নানা-
প্রকার নূতন অক্ষর বর্তার ও নকসা
প্রস্তুত আছে। সমুদায় আবশ্যকীয়

কার্য বিধাসের সহিত সমাধা হইবে,
সোমপ্রকাশ যন্ত্রে কখনই প্রত্যারণ
প্রবন্ধনা হয় নাই ও হইবে না, অতএব
সাধারণে নিঃসঙ্কল্প চিত্তে আশ্বাসিত
হস্তে সকল প্রকার কার্য অর্পণ করিতে
পারেন।

সোমপ্রকাশ সম্বন্ধীয় সমুদায় চিঠি
পত্র টাকা মনিঅর্ডার আদি সকল
আমার নামে নিম্নের ঠিকানায় পাঠাই-
বেন। অপরের নামে পাঠাইবার আব-
শ্যক নাই, তাহাতে আমার হস্তগত
না হইতে পারে, এ বিষয়ে যেন সকলে
বিশেষ দৃষ্টি থাকে।

সোমপ্রকাশ কার্যালয়, ৪৮ নং গুরুপ্রসাদ
চৌধুরী লেন—কালকাতা।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী।

সোমপ্রকাশ অধ্যক্ষ।

ভ্রমণকারীর ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

অর্থাৎ।

বাঙ্গালা, বেহার উড়িষ্যা আসামে
প্রত্যেক জেলার সংক্ষেপ বিবরণ
বাঙ্গালা ভাষায় একরূপ পুস্তক না
ভাষা প্রাঞ্জল সকল সম্প্রদায়ে পাঠ্য।

এ'ডাক জেলায় গমনান্ত- সামাজিক আচ-
ব্যবহার রীতি নীতি, কবি বাগিচা, রাজনীতি
পুস্তক কীর্তি আদির বিবরণ অল্পসঙ্খ্যানে
দ্রুত পাইতেছি সমুদায় সংগ্রহান্তর ভিত্তিক

হালায় গমনের পথের পরিচয় সহ পুস্তক খানি প্রস্তুত হইতেছে। প্রস্তুত হইয়া সকলের আনন্দিক পঞ্জিকা প্রায় সমুদায় আত্মব্যবহারে প্রস্তুত হইতেছে।

বজ্র আসি একটা স্বার্থ নূতন দিবসে হস্ত কপ কবিরাজি, আরপ সংগ্রহ বেকত কষ্টকর বেচক মাত্রই সুকিটে পারিবে। অতএব কলে গ্রাহক হইয়া উৎসাহ প্রদান করেন এই প্রার্থনা।

পুস্তক খানি ডিমাই আটপেজি কথার ৬০ স্বার্থ প্রায় পাঁচশত পৃষ্ঠায় চারি খণ্ড শেষ হইবে। ৩০এ ফাল্গুন প্রথম খণ্ড প্রকাশ হইবে, ২০এ প্রত্যেক তিনমাসান্তর অন্য অন্য খণ্ড প্রকাশের সম্ভাবনা।

সমুদায় চারি খণ্ডের অগ্রিম মূল্য ২, টাকা ১০ মাসুল ১০ আনা প্রত্যেক খণ্ড মাসুল সহ প্রিম ১০ আনা।

সোমপ্রকাশের সমুদায় গ্রাহক ও বিহালয়ের প্রায় ছাত্রী অষ্ট মূল্য ১, ও মাসুল ১০ হিসেব সমুদায় পুস্তক পাইবেন। কার্যালয় হইতে পুস্তক হইয়া গেলে মাসুল লাগিবে না। ৩০এ ফাল্গুন প্রথম মূল্য পাঠাইলে সর্বসাধারণে ১১ টাকায় সমুদায় পুস্তক পাইবেন।

ঐতিহাসিক বঙ্গোপাধ্যায় জমদগ্নী
মূল্য পাঠাইবার নাম ও ঠিকানা।

ঐদুর্জ বাবু উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী সোম-
প্রকাশ অধ্যক্ষ ৪৮ নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন,
কলিকাতা।

সুলভ মূল্যে ইঞ্জিন বিক্রয়।

একটা পোর্টএবেল অর্থাৎ গাড়ী ইঞ্জিন
একটা অথের বেল চালিত হয়।

একটা এক্টেসনরি বা এসান ইঞ্জিন, পোনেরটী
অথবলে চলে এবং একটা বয়লাব। তিনটী গুরুকী
কল ৭১ ফুট ব্যাস এই সকল জিন্স প্রায় নূতন,
নিম্নের ঠিকানায় প্রাপ্ত কবিলে অতি সুলভ মূল্যে
পাইবেন। একত্রে, তাজ মোহার

২৩ নং রাজনাথান চৌধুরীর ঘাট রোড।
শিবপুর—হাওড়া।

বিশেষ সুবিধা।

সোমপ্রকাশের সুলভ মূল্য। ও নামের জন্য।

বর্তমান সনের এই ফাল্গুন মা-
সের মধ্যে যাহারা নূতন গ্রাহকশ্রেণী-
ভুক্ত হইবেন, তাহারা অগ্রিম বার্ষিক মূল্য
৪) টাকায় এই প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র খানি
পাইতে পারিবেন। এই সুলভ
নিয়মের সময় অতীত হইলে (অর্থাৎ
চৈত্র মাস হইতে) নূতন গ্রাহকগণকে
সাধারণ নিয়মের বশবর্তী হইয়া গ্রাহক
শ্রেণীভুক্ত হইতে হইবে। ইহার পর
সাধারণে একরূপ সুযোগ পাইবেন না।
নূতন গ্রাহকগণ অধ্যক্ষের নামে ৪৮ নং
গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন, কলিকাতা।
এই ঠিকানায় মূল্যাদি পাঠাইবেন।

বিনা মূল্যে বিতরণ।

ডাক্তার মঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় কৃত।

সরল চিকিৎসা।

(দ্বিতীয় সংস্করণ—পরিবর্দ্ধিত, ডিমাই ১২

পেজী ৮ কথায় সম্পূর্ণ)

পল্লীগ্রামবাগী গৃহস্থ বাড়িরই আবশ্যক। ডাঃ
মঙ্গলালদির বায় ১০ এক আনা, সুবরন ডিম্পান-
সারি, ভবানীপুর কলিকাতা।

— ৩৩ —

সচিত্র চিঠির কাগজ।

এ প্রকার চিঠির কাগজ এই প্রথম। সুন্দর
রঙ্গী মূর্তি নিয়ে 'কুলনা আনন্দ' সরস্বতী মূর্তি
সহ ত বিখ্যাত ছাপার ইত্যাদি, যুবক যুবতী, কুছ
সকলের ব্যবহারের উপযোগী মূল্য সুলভ পাঁচ
দিন্দা ১০ আনা মাসুল ১০

জে. কে. শর্মা এক কোং।

২৭ নং কলেজ স্ট্রীট কলিকাতা।

স্বাস্থ্য গুড়ুক তামাক।

যদি বাহ্যিক তামাক জনসাধারণের নিত
ব্যবহারের সামগ্রী। এই তামাক প্রস্তুত কর
অধিক লাভের আশয়ে সাধারণ ব্যবসায়ীদের
প্রায়ই মূল্যবান মসলাদি ব্যবহার করে না।
এই অকৃত্রিম তামাক গরম হইতে প্রস্তুত করি
আনান হইতেছে। তামাক উৎকৃষ্ট হয় না
একবার পরীক্ষা করুন।

১ নং	অম্বুবে প্রস্তুত	১১ সের	১০
২ নং	কিসমিসে প্রস্তুত	৫	১০
৩ নং	বাঁটাতে প্রস্তুত	৫	১০
৪ নং	ইক্ষুরসে প্রস্তুত	৫	১০

নানাপ্রকার দিল্লি পারফিউমারি সবা
ও মনোহারি স্রব আনান হয়। মফস্বলবাগী
অতি সুলভ মূল্যে পাইতে পারিবেন।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র দত্ত কোং

২২ নং ক্যানিং স্ট্রীট—কলিকাতা

সস্তা এবং সুবন্ধি।

শ্রীশ্রী গোল্ডেন হেয়ার অয়েল।

সর্বোত্তম ও উপকারে এই তৈল অধিক
মূল্য ১ এক টাকা।

প্রেরিত পত্র

নান্যবর ঐদুর্জ সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহা
সমীপে।

প্রসূন।

বেদিনী কবরী ভূষণ প্রহ্ম,
মরি কি সুন্দর তোমার কায়া,
কেসবে কেসরে বিশ্ব গিহাতাব;
বেগু কপে রাজে করণা কথা।

১

সৌভাগ্য সস্তাব কথিয়া করণ
জগত জীবন সত্য বসে,
নগরে নগরে কান্তারে কান্তরে
বিভূষণ গান করবে গাহে।

২

সেত, নীল, পীত, বিবিধ বরণে
চিত্র তব কায়া বিচিত্র করি
সুখের সুখের তুমি ননোহর
বিশ্ব বিধাতার এ বিশ্ব পুরী

জিহ্বা নিবাসি স্নেহাঙ্গা গাণ
তোমাতে কেশব বসন করি,
স্বপ্নে স্বপ্নে গাঁথিয়া মা'লকা
পরায় চিত্তন কবরী পরি ।

৪
জীড়া পরায়ণ কুমার কুমারী
কামনে কামনে তু ও কার
আনিয়া যত্নে তোমাতে এসে
রাখে গাঁথি হাও কণ্ঠেরোপরি ।

৫
যত্নে কুমারী কুমারী
যত্নে তোমাতে অঙ্গলি করি,
যেহ দুর্ভাগ্যে করিছে অঙ্গলি
জিহ্বা বাণী মনেতে করি ।

৬
বিধা বিভাধরী প্রকৃতি স্নেহী
প্রণোদ, উবা, মধ্য, কাল,
নব নব সাজে সাজেন স্নেহ
বিভূষিতা করে কুমারী বলে ।

৭
সরসীসীমানে কুমারী স্নেহী
বিজ্ঞানিছে স্নেহ বিমল ভাষা
বেদ নীলকার অমর প্রণোদ
কুণ্ডেছে সহস্র কুমারী পতি ।

৮
জাতি, বৃন্দী, বক, সেফালি, মলিকা
গোলাপ, চন্দ্রক, বৈদ্যুতি জিহ্বা,
নরনাভিরাম জবা স্নেহের
প্রকাশিছে মরি উজল বিভা ।

৯
নীলোপরে কুমারী স্নেহ
কুলে বিকাশিছে কুলজ কুল,
স্নেহ কুমারী না করি বিচার
বিভরিছে স্নেহ নাথিক কুল ।

১০
কিন্তু তে কুমারী বসন্ত অঙ্গলি
যাতিত হইলে বসন্ত কালে
যিনি তার সহ স্নেহ ভিঙ্গোনে
আপত্তা করহ স্নেহী কুলে ।

১১
এ সামান্য কোব বরি না তোমার,
অকৃত ওপের আবার কুমি,
কীদ অতি নম বীণজি স্নেহ
কেনে স্নেহ অঙ্গলি আনি ।

মুখ মঙ্গল কুমারী কৌশলে
নিরখিল মনে বরিবে মীর
অধিন পতিত এ লিপ্য চাতুরী
নাহি বেবে করি স্বপ্নে দ্বি

১২

বিধু পত বিধু মুখ জনসনে
কুজিম লিপ্যাক লগানে বারা
মিত্য নিরন্তর সে বিধু বিধু
পবিত্র জিহ্বা স্নেহী না তারা ।

ঐশ্বর্যচন্দ্র মল্লী ।

একাদশ পতিত মুখী কুল জেনা কুলনা

—
স্নেহ কোথায় ?

সংসারে নাথিক স্নেহ কলিমায স্নেহ,
কুণ্ডে পর তোমার মাজ এখানে সবার,
স্ববিবর্ত যাত্রায় লিখিল কুলন,
স্বাভাব প্রভাবে সবে মুখ অঙ্গলি ।
চকল মানব চিত্ত বিধু প্রলোভনে,
কুলিয়া র'রাহু চেখা আনন্দিত মনে ।
শিত্ত যথা কুলি মাত্র মুখের তরে,
আপনি বিচারে করে কুলি খেলাকরে ।
ধন জন এ সংসারে বস কিছু বল,
অনধর নহে তাহা স্নেহ, স্নেহ,
শিত্ত মাতা তাই বস আপন কুল,
মকুল্যে মরীচিকা আনিও নিমন্তর ।
জাত মনে বস করি স্নেহ অঙ্গলি,
ততই স্নেহ সাগরে বসে নিমন্তর ।
চৈতন্য, প্রলোভ, প্রব, বোণী, বিবিগণ
অনিভা এতদ তত্ত করি নিরুপণ,
কুল করি রাজা পদ অঙ্গলি পবিত্র
হীন ভাবে ভগবানে লইয়া শরণ,
সদা করি বর্ষ চিত্তা বর্ষ আলাপন,
মহাস্নেহে কবিরাজ জীবন বাণন ।
স্নেহ প্রব বরি কিছু থাকে এ জগতে,
নিমন্তর কেবল তাহা বরমের পথে ।
অতএব হে জিহ্বা স্নেহ কব মন,
সার বোঝে অঙ্গলি কুলনা কদাচন ।
ছাড় মুখা ভাব কর স্নেহের আভাষ,
হৃদয় রিপু সমুদ্রে কর পবিত্র,
মুখ করি কর পদ কুলে বাবনা,
অন্তর অনিষ্ট চিত্তা মনেও কর না ।
সদা সাধু সহ বাস, মায় আচরণ
বাস, মুখী মনে বরা, কুমারী তোজন,
পীড়িতেরে ওকথা, সাধনা পোতাভূত,
করহ নিঃস্বার্থ ভাবে আঙ্গলি করে ।

পরিত্রিত স্নেহ রত থাকে বেই ভব,
নিরত সে স্নেহ স্নেহ করে আলাপন ।
যেহ বিংগা পরজীতে কাতর বে বর,
পাণ আচারে বর লিপ্য অঙ্গলি,
অঙ্গলি প্রবর্ত বরি সেহ ভোগ করে,
কথাপি অঙ্গলি স্নেহ তাহার অঙ্গলি ।
অঙ্গলি বিজ্ঞান বনে পবিত্র পবিত্র,
মনোরম বরমে অঙ্গলি জীবন করে,
সকল স্নেহে তার স্নেহ অঙ্গলি
পবিত্র স্নেহ তার পুণ্য জীবন ।
কুখা চিত্তা পরিহারি কিছু কর স্নেহ
অঙ্গলি থাকে, পাণে স্নেহ অঙ্গলি ।
কুমার স্নেহ বারমিক জন স্নেহ,
পোকে স্নেহে সহস্রের না হয় অঙ্গলি,
ময় স্নেহ ময়স্নেহে স্নেহ পবিত্র
স্নেহ স্নেহ নাহি স্নেহ, অঙ্গলি বরন ।
অঙ্গলি উপাঙ্গলি কর সাধারণ প্রভা
আলোকিত হবে তব স্নেহ স্নেহ ।
সংসার ভাবনী দূরে করিবে প্রভা,
পুজিতে হবে না আর কোথ স্নেহ স্নেহ ।
পাণ পদে বিপদ সংসারে বরমের,
স্নেহে স্নেহে স্নেহে স্নেহে স্নেহে স্নেহে,
স্নেহে স্নেহে, স্নেহে স্নেহে চিত্ত বর্জন
স্নেহে স্নেহে স্নেহে স্নেহে স্নেহে ।

ঐগৌরবন্দ্য চৌধুরী
কাঁচনা ।

—
জুবিলী উপলক্ষে একটি প্রার্থনা ।

বঙ্গবাসী বঙ্গবঙ্গগণ ।

আপনারা জুবিলী উপলক্ষে মহারাষ্ট্র
ভারতবর্ষের উৎসব চিত্র অরণীর কবিরাজ জন
সর্বত্রই মান্যরূপে বৈশিষ্ট্যের কার্যের অঙ্গ
কর্তন করিতেছেন । আমি এই জুবিলী উপলক্ষে
বেশের সর্ব প্রকার মহাস্বাসের নিকট একটি
সর্বপ্রধান অত্যাধিক বিবরণ উল্লেখ এবং সাধারণ
প্রার্থনা করিতেছি । ভরসা করি, আপনাকে সাধারণ
করিয়া বেশের সর্বপ্রধান অত্যাধিক পূরণ করি
বেন । এবং পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর
প্রান্ত পর্যন্ত বাঙালী নামের গৌরব রক্ষা
করিবেন ।

আজ প্রায় ৫ বৎসর হইল, আমি ওলাউ
টার একটি বেশীর উৎসব আবিষ্কৃত করিয়াছি ।
সকল চারি বৎসর কাল বাঙালীর স্নেহে স্নেহে
এই উৎসব ব্যবহার করিয়া ইহার উপকারিতা
বিশেষ রূপে পরীক্ষা করিয়া আসিতেছি । গ

সর ঐযথ গণপন্থেটের মধ্যে বেওয়ার মানসে
মানি-গণপন্থেটে এক আবেদন করি। তাহাতে
গণপন্থেটে হইতে ইতিয়া গণপন্থেটের
প্রাইভেট সেক্রেটারী আমাকে উত্তর দিয়া
জ্ঞান যে দেশের সর্বত্র ব্যতীত হইয়া সন্তো-
ষদায়ক ফল হইলে ইতিয়া গণপন্থেটে নিত
আছেন। আমি ৫ বৎসর যাবৎ উক্ত
ঐযথ নাগা স্থানে পবীক্য করিয়া বহুতর অর্থ
ব্যয় করিয়াছি। আমার এমন ক্ষমতা নাই যে,
দেশের সর্বত্র এই ঐযথ বিনা মূল্যে বিতরণ
কি প্রচার করি। তথাপি গত পূর্বাষাধ
সন্তোষ সন্তোষী এবং বঙ্গবাসীতে কিছুদিন
জনা বিনামূল্যে বিতরণ করিব বলিয়া বিজ্ঞাপন
হই। বলা বাহুল্য, এই পূর্বাষাধ প্রায় দুই
তাল্লার ঐযথ বিনামূল্যে সমস্ত বাজালিতে
বিতরণ করিয়াছি। এবার বাজালির অনেক
স্থানে উক্ত ঐযথ প্রচার হইয়াছিল।
কলিকাতা জাকারনয় স্থান, এজন্য আমি নিজ
বিক্রমপুর উক্ত ঐযথ বিক্রয় এবং প্রচার করিতে
আমি। বিক্রমপুরে এগার বেরপ ভয়ানক
মজারী ঘটয়াছিল, তাহা সন্তোষেই অবগত
আছেন। আমি এই মজারীতে ঐযথ বিতরণ
এবং বোম্বাই বাজী বাজী হইয়া যথাসাধা পরি-
চাল্য করিয়াছি। এ সম্বন্ধ আমার অধিক জ্ঞান
নাহ। কারণ বাজালিতে এমন সংবাদ
পদ নাই তাহাতে উক্ত ঐযথের আবেদনতা
এবং সংশোধনবিধি প্রকাশিত হয় নাই।
আজ কাল দেশের বেরপ ভয়ানক অবস্থা
হাড়াইয়াছে এবং একজন বাজালী ঘরা ওলা
উঠাব ঐযথ আশ্রিত, তাহাতে আবার ওলা
উঠাব ঐযথ নাই এই বিশ্বাস দেশের সর্বত্র
গোষ্ঠীগণের মধ্যে সৃষ্ট ভাবে বহু মূল্য থাকতেই
আমাকে এই পাঁচ বৎসর কাল প্রচারে প্রচুর
অর্থব্যয় এবং পায় জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া
ভয়ানক মজারীতে উক্ত ঐযথের উপকারিতা
বিষয়ে সাধারণের মধ্যে বিশ্বাস স্থাপন করিতে
চেষ্টা করিয়াছি এবং কবিত্তি। ভগবান রূপ
সকল এই ঐযথ অতীত উপকারী হইতে। বলা
হউক, এক আম দেশের সংবাদ পত্রের সম্পা-
দক, রাজা, মহারাজা, বনী, বিধন পিকিত,
অলিঙ্কিত, চিত্র মুসলমান এবং ভাও সভ্য
দেশের সর্বত্র আমার সমস্ত সমিতির স্থানে বিনীত
ভাবে আর্থনা করিতেছি, তাহা উক্ত ঐযথ
বঙ্গবাসী সাহায্য করিয়া দেশের একটি মহৎ
এ এবং পরমুখাপেক্ষী জনাধীন জনবীর

লক্ষ লক্ষ ধীন হবিজ সন্তান সন্ততিবিগকে
অকাল মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিবেন।
আমি উক্ত ওলাউঠার ঐযথের সমস্ত ভার
দেশের সর্বসাধারণের হস্তে অর্পণ করিলাম।
বাহাতে এই ঐযথ প্রচারিত হইয়া পৃথিবীর
সর্বত্র পরিচাল্য হইয়া মানব সমাজের অলেশ
মঙ্গল সাধন করে, তাহার উপায় বিধান করুন।
আমি নিঃশ্বাস হইয়াছি, আঃ আমার প্রচার করি-
বার ক্ষমতা নাই। এবং পেটেন্টে ঐযথ রূপে
বাহিব করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিবার ইচ্ছা নাই।
বাহাতে দেশের প্রকৃত উপকার হয় তাহাই
প্রার্থনীয়।

উক্ত ঐযথের উপকারিতা বাচার্য্য অবগত
নন, তাহা বা অগ্রহ পূর্বক আমাকে জানাটেন
আমি পরীক্ষার জন্য ঐযথ পাঠাইতে প্রস্তুত
আছি। আমি এক্ষণে বিক্রমপুর প্রচার
কার্যে নিযুক্ত আছি।

নিম্নের জিকামাখা কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
ডাক্তার, মুন্সীগঞ্জ, ঢাকা।

—

অমৃতসজ্জান সমিতির কার্য।

অমৃতসজ্জান-সমিতিঃ সৌভাগ্য বলিতে চাইবে
যে, আজ কাল অধিকাংশ লোকই সহজে আর
বিজ্ঞাপনের সুফল ভুগিতেছেন না। বেরপ
জাকাল বিজ্ঞাপনই বাহিব হউক না কেন, আজ
কাল অমৃতসজ্জান-সমিতিতে না জানাইয়া কেহ
আর সহসা টাকা পাঠাইতে সাহস পান না।
এমন কি অধিকাংশ স্থলে লোকে অমৃতসজ্জান-
সমিতির উপর টাকা আদায়ের ভারও তর্পণ
করিতেছেন। আর, আনন্দের সহিত প্রকাশ
করিতেছি যে, সে সম্বন্ধে অমৃতসজ্জান-সমিতি
অনেকাংশে কৃতকার্য হইতেছেন।

অমৃতসজ্জান-সমিতির সেই কৃতকার্যতার নিদ-
র্শন এই,—

(১) রায় জাদাস, ১১ নং গুইয়াটলি, কলি-
কাতা। উহার নিকট কলিকাতা জব্বা জমিদার
গেতিয়া পোট আপিসের অন্তর্গত ঘোণা ভট্টে
বাবু সাবদাশের চটে পাখা ৬ ছয় টাকা এবং
কাওলাখানী স্কুলের শিক্ষক বাবু ভগানীশ্বর
বাগচী ৪১ টাকা পাঠাইয়া দেন। কিন্তু
ত্রয়্যাহি পাঠিতে বড় বিলম্ব হইতু বসিবারি সহ
ইহার সমিতির উপর টাকা আদায়ের ভার
বেওয়ার সমিতি হইতে উক্ত টাকা আদায়
করিয়া দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য টাকা আদায়ে

ইহার বহুদায়ের সহিত সমিতির মেম্বর, জনী
তুচ্ছ হইয়াছেন।

(২) বাবু লামতলাল দাস, ২ নং বেনিয়া
টোলা লেন। ইহার নিকট করিমপুরের অন্তর্গত
ঘোণা জা স্কুলের বেত পণ্ডিত বাবু রনানাথ
বিদ্যাস 'অমৃতসজ্জান' জন্য ১১০ পাঁচ টাকা
পাঠাইয়া দেন। কিন্তু পুস্তক না পাওয়ার উপ-
সন্তোষের সহিত সমিতির মেম্বর হইয়া সমিতির
উপর আদায়ের ভার বেওয়ার উহা তাঁহাকে
আদায় করিয়া দেওয়া হয়।

(৩) বাবু বরদাশ সেন, ৩০ নং মুসলমান-
পাড়া লেন। "অবদৌতিক চিকিৎসার" জন্য
উক্ত পাণ্ডিত মহাশয় হাবীর নিকট ১১০ আনা
জমা দেন। এ ১১০ আনাও ঐরূপে আদায় হই-
য়াছে।

(৪) বাবু হরিদাস দাস ও আত্মোদয় দাস,
৫ নং নীলবাণি নিবাসী কীট, ইহার পুর্বে
লোণ্ডাল পাবলিসিং কোম্পানির নাম দিয়া
'অমৃতসজ্জান' প্রকাশের বিজ্ঞাপন বাহিব করেন।
তাহাতে বাহা টাকা পাঠান, তদ্ব্যতীত করো-
এনের বাবু চক্রবর্তী বলা ২ ছয় টাকা এবং পরম
মানকীর জনিয়ার বাবু চক্রবর্তী রায় ২ ছয়
টাকা জমা দিয়া পুস্তক না পাওয়ার সমিতি
হইতে উহা বিগকে ঐ টাকা আদায় করিয়া
দেওয়া হইয়াছে। বলা বাহুল্য, টাকা আদায়ে
হইবার সন্তোষের সহিত সমিতির মেম্বর-
জনীতে তুচ্ছ হইয়াছেন।

(৫) পণ্ডিত বীরেশ্বর পাণ্ডে, ২ নং জিকিখাস
টীট, ইহার নিকট নোখাখালির অন্তর্গত খিল
পাড়ার জনিয়ার বাবু শরৎচন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী
১২ নং সংস্করণ ৪৩ ১/২ এবং ২২ ও ৩৩ ভাগ
জাহ্নবী ও সংস্করণ অন্য ১৫০ এই একুশে ১/২
প্রেরণ করেন। কিন্তু বহু নিবাসাধ পত্রাধ না
পাওয়ার ও সমাধার উপর আদায়ের ভার
বেওয়ার হইতে সংস্করণ প্রথম খণ্ড এবং
পূর্ব প্রকাশিত দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ জাহ্নবী
সংস্করণ সংশোধন এবং বাকী মূল্য মানবত্ব
প্রদান করা হইয়াছে।

(৬) বাবু যোগেন্দ্রনাথ রায় ৩১। ১ নং
কলুটোলা কীট, পাঁচুঠাকুর ৩২ ভাগের জন্য
ইহার নিকট হাবিলির অন্তর্গত জডোপ হইতে
বাবু রমণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৪০ আট আনা
পাঠান। ২য় সংস্করণ বিশেষিত হইয়াছে
সংস্করণ প্রকাশে বিলম্ব হইয়া তিনি সমিতির
উপর ঐরূপ আদায়ের ভার বেওয়ার যোগে

বাবু স্বানীয় ব্যক্তির নিকট হইতে উক্ত পুস্তক
প্রাপ্ত হইয়াছে।

(৭) বাবু কৃষ্ণদাস চট্টোপাধ্যায়, ২০১ নং
ব্রজবালিস ট্রীট, ইহার নিকট মতেশ্বর বাবুর
স্বার্থবিধা এবং ধেনী বাবুর বিবিকলগণীর জন্ত
সপুত্র মাটনার স্থান ৩৩৩ নং বনু বড়ীজনাথ
জবর্তী ১ টাকা পাঠান। ২৭ ভিসম্বারব
কংগ্রেস প্রেবিত পুস্তক মাঝ বাওয়ার এবং
ভীক্ষা বাবু পুনঃসমিতিতে পত্র লেখার
কৃষ্ণদাস বাবু আর এক মেট পুস্তক পাঠাইয়া
ছেন। ভীক্ষা বাবু ধন্যবাদের সহিত তাঁহার
পাঠ আঁকান করিয়াছেন।

(৮) অমুসন্ধান সমিতির সহানে বাবু গৌর-
দাস বৈরাগী সমস্ত বাহা লেখা ভয়, ভাড়াতে
তিনি সমিতির লবণাশ্রম ও অমৃতত্ব হইয়া সাধা-
বে প্রকাশ্যে আনাইগকে যে পত্র লিখিয়াছেন,
সেই এই,—

“ভবিষ্যৎ অসং লোকের পবনমর্মেদে এবং
অজ্ঞেয় অজ্ঞতা হেতু সাধাবণের নিকট আমি
কোন কাণে কলকগণী হইয়াছি। আমি বেন-
দাস প্রবীত মঙ্গলবর্তের দুঃখবাস প্রকাশ
করিব বলিয়া প্রাকগণের নিকট টাকা প্রার্থ
ন। কিন্তু তাঁহাদিগকে বটভার ছাপা
কালীগণী সহ্যভারত প্রদান করিয়া প্রার্থিত
করা লক্ষ্যই আমার এই কলকের কাণ।
সংপ্রতি ‘অমুসন্ধান-সমিতি’ আমার এই কলকের
সহায় আন্দোলন করিয়া সাধাবণকে সতর্ক
করেন। তাহাতে এবং সমিতির মেসবর্ণণের
মাধু উপদেশ আমার বড়ই অমৃতত্ব হইয়াছে।
আমি পূর্বে সংসর্গ ভাগ করিয়াছি এবং সমি-
তির উপদেশ মত এখন হইতে সংসর্গে থাকিয়া
সমুদ্রনা তির কোন কার্য করি না। বলা
হইয়া যে, আমি পূর্বে যে সকল অজ্ঞার কাণ
করিয়াছি এখন নবোদয় প্রকাশ এবং নানা কষ্টে
আমাকে ভাড়া ফলভাগ করিতে হইয়াছে।
আমার মনে পূর্বে পাপের প্রাক্ষিত্ত বাসনা
হইয়াছে। এমন কি, আমার একপ লবিতাপ
হইতেছে যে, অর্থাৎ সঙ্গদায় অপবিত্র না
হইলে, আমি তাহাদিগকে প্রবৃত্তি করিয়াছি,
তাহাদিগকে পুণঃ প্রার্থনা করিতাম। কিন্তু
কি করিব। - সে সকলই কিছুই নাই। পাপের
ময় নষ্ট হইয়াছে। ততবার আজ প্রাকগণের
নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, তাঁহারা সকল আ-
মার পূর্বে হোবের নাজনা করুন। তবে যে সকল
এই কষ্ট সহ্যভারত হইয়া প্রার্থিত হইয়াছেন,

তাঁহারা স্ব স্ব নাম ও ঠিকানা অমুসন্ধান-সমিতির
নিকট পাঠাইলে আমি তাহা মিলাইয়া তৎকথার
তাহাদিগকে একত্র নি আমার প্রকাশিত ‘নল-
কুনারের কাসি’ ও একখানি মনস্কীভার পুস্তক
প্রদান করিয়া কথকিং তাহাদিগের আশীর্বাদ
পাইতে প্রার্থনা করিতেছি। বলা বাহুল্য,
আমার যেনম অজ্ঞা, প্রাকগণের যেন ভাড়া
বুঝিয়া আমাকে অমুগৃহীত করেন। উপসংহারে
আমার এই অভাবনীয় পরিবর্তনের জন্ত অমু-
সন্ধান-সমিতির আমি অন্তরর সহিত ধন্যবাদ
দিতেছি। একান্ত ধর্মীত জি-গাঁদাস বৈরাগী,
২০২ বাবুহোমন সত্কার গলি। ৩০এ মার্চ, ১৯৩২।

সমুদ্রেশ্যে থাকিয়া তাঁহারা সমিতির পরামর্শ-
মত সহজে এইরূপ টাকা কড়ি প্রদর্শন করিতে
ছেন, সেহ তাহাদের মঙ্গল করুন, এই প্রার্থনা।
একবে অজ্ঞাত সকলে আর কলকের ভাগী না
হইয়া উপরিউক্ত ব্যক্তগণের দৃষ্টান্তের অনুসরণ
করেন, এই অনুরোধ।

অথ এই পর্যন্ত। আর আর তাঁহারা সমি-
তির পরামর্শ মত জবাবি বা টাকা কড়ি প্রদর্শন
করিতেছেন, তাহাদের বিবরণ সমগ্রান্তরে
প্রকাশ্য।

অমুসন্ধান-সমিতির অমুসন্ধানসাবে
জি-গাঁদাস লাহিড়ী,
অমুসন্ধান সমিতির সম্পাদক।

অমুসন্ধানসমিতি।

৩৭ নং মেছুগাংজার টুট, কালিকাটা।
১লা ফাল্গুন, ১২৩০ সাল।

সোমপ্রকাশ।

১২ই ফাল্গুন সন ১২৩০ সাল

আমরা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম
যে অমুসন্ধান-সমিতির উদ্যোগে বড়োব তীক্ষ্ণ
প্রজ্ঞা ছোটো নাটক হাডুব পুঁজির নির্কাসিত
বাক্যকে মুক্তি প্রদানে অসম্মত হইয়াছেন।
তিনি বলিয়াছেন যে, ‘উক্ত বাক্যর এখনও
নিকাসন ১০ বৎসর অতিক্রম করে নাই
এবং তিনি যে নির্দোষ তাহা আমি বিন্দু
মাত্রও বিশ্বাস করি না। সত্যতা যদিও,
অনেক প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ উক্ত বাক্যের
মুক্তির নির্মিত আমর নিকট প্রার্থনা পত্র

প্রেরণ করিয়াছেন, তথাপি আমি যে এক স্বা-
সাধনে ন্যায়মতে সমর্থ হইলাম না ইহা
অতি দুঃখের বিষয়।” আমরা বলি যে,
যদি ন্যায় অন্যায় বিচার কবিস ই বা-
মুক্তি দেওয়া হইবে, ইহা বিবেচনা ছিল
তাহা হইলে কৈ ন্যুক্তি মতে এই ২০২২৪
সহস্র করেদিকে মুক্ত করা হইল? যদি
বলেন যে, ইহারা নির্দোষ অথবা ইহাদিগকে
দোষের তাত্ত্বিক স্বাধীন্যমান প্রমাণ পাওয়া
যায না, তবে কোন যুক্তি ও বিধিমেতে
ইহাদিগকে কারারুদ্ধ করা হইয়াছিল?
ইহা আমরা ত কিছুই দিব কবিতে প-
লাম না। যুক্তি কবিতে গেলে দয়া প্রকাশ
প্রায়ই অসম্ভব হইয়া পড়ে। লোকে যখন
মত হয় তখন তাহাদিগের ন্যায়পথায়
সাবিগী বুদ্ধি দিবে, হিত হয়। আজ মল
বণী পঞ্চাশৎবর্ষ রাজ্য কাল অতীত
হইতেছে বলিয়া আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে
একেবারে আনন্দমতে উন্মত্ত। এই সুযোগ
দেখিয়া ভাবতবাসী সকলে মিলিত হইয়া
এক জন অতীব দুর্গতিগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষে-
মেচনের প্রার্থনা করিল। তাহারা সমস্ত
কেবল দয়াপ্রকাশ জন্য সোদন করিল।
কিন্তু কি দুর্ভাগ্য অবশেষে তাহা অ-
সোদনবৎ বিফল হইয়া গেল। কানচো-
সকলই সম্মত। একপাখটনা যে কখনও-
তাহা সকলের জ্ঞানাতীত ও আশাতীত
অজ্ঞ এ বাদী শুনিয়া ভবতীর্থ সং-
প্রভাব্দ, এমন কি, বেধু হয় উদ্ব-চে-
নিবোধ-অভাব কল্পনিক অনেকানেক
পাশ্চাত্য মহাশয়গণও লোকে ব্য-
হইয়া অনন্ত অগম, নিরাস, সত্যে
হইবেন। অতি শেচনীয় ব্যাপার। অতি
ভয়াবহ পরিণাম। অতি অমানুষী ঘটনা।

—০—

যোগীজাতির যোগোপবীতগ্রহণ সহস্র
যে আমবা এক খানি পত্র পাইয়াছি তাহা
তাদশ প্রয়োজনীয় নয়, এই বোধে প্রস-
কবিলাম। পত্রপ্রেরকের মত যে, যোগী
জাতির উপনয়ন শাস্ত্রসম্মত ও তুতপু-
মহামহোপাধ্যায়গণ অনুমোদিত। সেহা

হউক, ইহাতে আমাদের কোন সমস্যার নাই।
যে পণ্ডিত মহামহোপধ্যায়গণ স্বয়ং প্রথম তর্ক
বলে ইহাদেরও অস্তিত্ব নাস্তিত্ব প্রমাণেব
একতর পক্ষ সমর্থনে সমর্থ, তাঁহার যে যোগী
জাতির সাশ্রন্য এক গাছা বজ্রসূত্রের শত্রু-
মুমোদিত প্রমাণে ভ্রমোদ্যম হইবে ইহা
নিতান্তই অসম্ভব। তবে আমরা এই বলি যে,
যে সমস্ত হিন্দুসন্তান আচর্য্যশূর্য্যকাল বজ্রো-
পবীত ধারণ করিয়া অসিত্তেছেন, তাঁহারাও
অনেকে অধুনা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম
শতাব্দীতে পাণ্ডিত্যের প্রবল প্রভাবে বজ্রো-
পবীত পরিত্যাগ করিতে উদ্যোগী হই-
তেছেন। তবে এ নূতন গলভে কবিবার
কি প্রয়োজন? হিন্দুজাতির গলভাব-সমতা
সাধনার জন্যই কি যোগী জাতীয়দিগের
এ প্রবাস? কেন না, উপবীত-পবিত্র্যাগে
ব্রাহ্মণগণের গল-ভাব যে পরিমাণে নষ্ট হই-
তেছে, যোগিগণ অমনি কি তৎপরিমিত
পূজা-ভাব নিজ গলদেশে গ্রহণ করিয়া
ভারের সমতা (equilibrium) রক্ষা
করিতে চেষ্টা করিতেছেন?

—••••—

এক্ষণে হাইকোর্ট এবং ছোট ল ট
সম্বন্ধে অনেক বাতানুবাদ চলিতেছে। কেহ
বলেন যে, হাইকোর্টের কার্য্যপ্রণালীর উপর
ছোট ল টের হস্তক্ষেপেব অধিকার আছে।
এ বিষয়ে আমদিগের সহযোগী পাইও-
নিয়াব বলেন যে “হাইকোর্টের কার্য্য-
প্রণালী-পর্যালোচন-সম্বন্ধে অনেক বাতান-
নুবাদ হইয়া ইহা স্থিতিশীল হয় যে বড় ল ট
আবশ্যক মতে এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে
পারেন। অতএব যখন নিজ সভামধ্যে বড়
ল টের পদ ও ক্ষমতার সঠিত কার্য্যক্ষেত্রে
ছোট ল টের পদ ও ক্ষমতার কোন বিশেষ
পার্থক্য দৃষ্ট হইতেছে না, তখন ছোট ল টও
যে হাইকোর্টের কার্য্যবিধ্যানি পর্য্যবেক্ষণে
অধিকৃত নহেন, তাহা আমরা বলিতে পারি
না।” উপরোক্ত মত যে কতদূর যুক্তিসঙ্গত
তাহা বলা যায় না। কারণ বড় ল ট ও
ছোট ল টে যদি কোন বিশেষ পার্থক্য
হল না তবে ছোট ল টে ও ডিভিসনে

কমিসনবেবও কোন পার্থক্য নাই। এইরূপে
ক্রমশঃ নিম্ন কৰ্মচাৰীদিগের হস্তেও
ঐ ক্ষমতা আসিয়া পড়িতে পারে।

—••••—

আমেরিকার সুযোগ্য জুইটনি সাহেব
বলেন, মোক্ষমূলার প্রণীত “সেক্রেড বুকস
অব ইষ্ট” এবং বিশেষতঃ যে কল্পনা তিনি
অনুবাদ করিয়াছেন তাহা সমস্তই জমপূর্ণ।
কিন্তু মোক্ষমূলার ইহার এখনও কোন উত্তর
প্রদান করেন নাই। আমরা বলি যে, সমস্তই
যে জমপূর্ণ তাহা নয়। তবে পাশ্চাত্য উদ্ভা-
বনী শক্তির বশবর্তী হওয়াতে অনেক স্থলে
অগন দৃষ্ট হয়। বিজ্ঞাতীয় গণ যে এত শীঘ্র
এ স্বর্ণীয় ভাষার বিশেষ অধিকার লাভ
করিবেন ইহা অসম্ভব। তবে যাহা কিছু হই-
য়াছে তাহা নিশ্চয় অধ্যবসার ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির
পরিচায়ক।

—••••—

আমাদিগের সহযোগী সহযোগী পাইও-
নিয়াব বলেন যে, মিউনিসিপাল আপিসে
অনেক রকম প্রভাব কাৰ্য্য হইতেছে।
মিউনিসিপাল সভাব সভাপতি বলেন যে
নিরক্ষরচাৰীগণ মাসিক সম্পূর্ণ বেতন পায়
না। তাহাদিগের যাহা মাসিক বেতন
নির্ধারিত আছে তাহার কম লইয়াও সম্পূর্ণ
বেতন পাইলাম বলিয়া স্বাক্ষর করিতে হয়।
এ কার্য্যটি বোধ হয় রীতিমত বন্দে বস্ত
হইয়া অনেক দিন চলিয়া আসিতেছে।
অনেকেই সম্ভবতঃ কিয়দংশ আয়সাৎ করিয়া
“জ্ঞানে মোহন” এই উদার ভাবেব
আদর্শ দেখাইতেছেন। যাহা হউক ধন্য
উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতা। এ সভ্যতাবলে
সকলেই দেখিতেছি যে “উদার চরিত্রানন্দ
বোধেব দুইশক” এ মহাবাক্যের সাকল্য
দেখাইতেছেন। অর্থাৎ যাহারা উদার স্বভাব
লোক হন তাঁহাদিগের পৃথিবীস্থ সমস্ত
ব্যক্তিগণই আত্মীয়রূপে পরিগণিত হয়।
অতএব স্পষ্ট প্রতীকমান হইতেছে যে যখন
জগৎস্থ সকলেই আত্মীয়, তখন যে তাহা-
দিগের ধনে ইহারা কিয়দংশও অধিকারী
হইবেন না ইহা অতি অসম্ভব।

আমরা কবিতা সম্বন্ধে ইইলাহ যে ভাবে
ইউর অফ পবলিক ইন্ট্রেক্সন দ্বারা
ক্লকদাস পালের জীবনচরিত্রের ৭৫ খণ্ড
গ্রহণ করিয়া রচয়িতাকে উৎসাহিত করিয়া
ছেন। সাধারণের উৎসাহ প্রাপ্তে প্রত্যেক
উক্ত পুস্তকের মূল্য ও পবিবদ্ধিত সংস্করণ
প্রকাশ করিবেন। ইদৃশ ব্যক্তিব জীবন-
চরিত্র যত প্রচলিত হয় ততই মঙ্গল।

—••••—

পবলিক সার্ভিস কমিশন কলিকাতায়
উপস্থিত হইয়া যে এক বিনাট সভা আহ্বান
করিবেন তাহাতে সার কোমার শিবেরাম
এডভোকেট জেনারেল বিঃ এল. মিঃ গ্যাম
পার, এবং মিঃ ডবলিউ. সি. ব্যানার্জি
কৌজদারী আইন বিধান সম্বন্ধে সাক্ষ্য
প্রদান করিবেন। উপযুক্ত কার্য্যে উপযুক্ত
পাত্রই নির্ধারিত হইয়াছে। অন্যান্য বিষয়ে
এরূপ হইলে বড়ই সুখকর হইত।

—••••—

মহামান্য রাজপ্রতিনিধি জুবিলি উপ-
লক্ষে এই সমস্ত ভারতবর্ষের অন্তঃস্থ
সব বিষয় মহারাজী ভাবভেদরীকে জ্ঞাপন
করেন। তিনি তৎপ্রবণে সাংশ্রয় প্রীত
হইয়া ভারতীয় প্রজাবর্গের ইদৃশ বজ্রভিত্তি
জন্য তাহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া
ছেন। সাধা হউক, এ সমস্ত ব্যাপার যে
মহানাজীব জ্ঞান-গোচর হইয়া তাঁহার
আন্তরিক স্নেহ ও বাৎসল্যের উদ্ভেক কবি-
য়াছে ইহাতে আমরা অতিশয় আনন্দিত ও
উৎসাহিত হইলাম।

—••••—

সহযোগী নববিভাকব সাধারণীপ্রব
মাসিক হইল সগোপযোগী একটি
গুরুতব প্রস্তাব আন্দোলন করিয়া
আসিতেছেন, তিনি বলেন যে, প্রজ-
নীতির গবেষণা অতি দুর্লভ বিষয়। সে
সম্বন্ধে অন্য অন্য কোন সহযোগীকেই
অগ্রসর দেখিতেছি না। স্বার্থ কালের
কথা, নীতির কথা, সুস্থ্য হৃদয় আকর্ষণ করে
এরূপ চিন্তাশীল মহা পাওরা বড়ই দুর্লব।
কালের গতি এমনি যে, দেশহিতৈষিতা

গানে, হুজুক ও চুটকী গল্প লইয়াই উদ্দেশ্যের
প্রকাশ করিতে অনেকেই প্রয়াসী। কপাল
এ তদনুসঙ্গ পাঠকেরও অভাব নাই।
হা হউক, যিনি বেরূপ করেন করুন।
খন আজ কাল মুড়ী মিছরি এক দরে ক্রয়
করে লোকে ইচ্ছুক, তখন তরল মস্তিষ্ক,
হৈতৈবীদিগের সহিত বাক্য বিভণ্ডা না
কিঞ্চিৎ স্বকঃ বা গুপ্তধ্বনি। যতে সম্পাদনপূর্বক
বাসপত্রের গৌরব রক্ষার্থ যত্ববান হও
আমাদিগের একান্ত কর্তব্য।

যে দিবস সহযোগী নববিভাকর সাধা-
নী প্রজা-নীতি আন্দোলনের উল্লেখ করেন
আমরা উক্ত প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া উহা
বিস্তারিত বিশেষ অনুভব করি এবং কি
ম্বাধিকারে উপস্থাপিত সমস্ত সাধন হইতে
চেষ্টা করি। কেবল বাক্য আড়ম্বরে পত্রি-
কার সময়ব পূর্ণ না করিয়া অত্র কার্যের
শেষে প্রেরণ বিবেচনার আবশ্য নূতন
শেষে প্রেরণ হইল ম। প্রস্তাবিত বিষয়
সম্পাদন এক জন সম্পাদকের দ্বারা নির্বাহ
কর। এক বা এক শক্তি দ্বিবিধ বিষয়ে
পরিচালন উদ্দেশ্যে আমরা নূতন
বন্দে বস্তু করিয়াছি। আমাদের সুবেগ্য
সহকারী সর্কদাই মকঃখলে ভ্রমণ করিয়া
প্রকার অবস্থার স্বরূপ প্রকাশ কবিবেন।
প্রধান ভিত্তি ভিন্ন জেলার প্রত্যেক শ্রেণীর
প্রকৃতি পুঙ্খব রাস্তা, নীতি, সুখ, দুঃখ,
সাংসারিক ঘটনা, প্রাকৃতিক অবস্থা, রাজ
ব্যবস্থা, ইত্যাদি অকুণ্ডে ভগ্নে আন্দে লনে
রত রহিবেন। তবে ইহার মধ্যে কথা এই যে
এক জেলার এক দি ক্রমে সমুদায় অনুসন্ধান
করিতে হইলে এক স্থানে অনেক সময়
অতীত হইবে, অতএব এক স্থলে কিছুদিন
আন্দোলনের পর স্থানান্তরে যাইবেন। এই
রূপ কতকগুলি স্থান ভ্রমণান্তে পুনরায়
আবার প্রথম আন্দোলনের স্থলে উপস্থিত
হইবেন। এইরূপ চিরদিন চলিবে ইহাই
আমাদের আশা।

বলা বাহুল্য রাজনীতিসম্বন্ধে সোম-
প্রকাশ অগ্রণী, প্রজানীতি ও রাজনীতির
রূপ, স্বরূপ মাত্র। ইহার সহিত যে রাজনীতির

সাক্ষাৎ সম্বন্ধ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অত-
এব নূতন নীতি পরিচালন পক্ষে সোম-
প্রকাশের পথ প্রদর্শক হওয়া সর্কতোভাবে
কর্তব্য অতএব আমরা কর্তব্য পালন বাস-
নার প্রস্তুত হইলাম। এই সম্বন্ধে হইতেই
আমাদের সহকারী মকঃখল বাত্মা করিলেন।

এ বিষয়ে নববিভাকর সাধারণীর ন্যায়
চিন্তাশীল সহযোগীর সহিত আমরা মিলিত
হইয়া কার্য করিতে অচেষ্টা রহিব।

—...—

বিলাতের মহাসভার কার্যপ্রধানী যথো-
কিছু কৃতন নিয়ম প্রবর্তিত হইতেছে। এই
নূতন নিয়মে মহাসভার স্পিকার ও চেয়ার-
ম্যানের উপর মেম্বরদিগের যাদ বিভণ্ডা বিষয়ে
অনেকটা ক্ষমতা দেওয়া হইবে। সোন, মঙ্গল,
বৃহস্পতি, শুক্র, সত্যাহে এই চারি দিবস বেলা
১২টা হইতে রাত্রি ১২টা টা পর্যন্ত সভার
কার্য চলিবে। যদি কোম মেম্বর যত্ন-
সহকারী দ্বিতীয় সভার কোন মানবানিহর
অকথা কথা বলেন তাহা হইলে স্পিকার
অথবা চেয়ারম্যানের আদেশ মত সে দিবস
তিনি সভার থাকিতে পারিবেন না। যত দিন
তিনি অসদাচরণ ও সভার নর্যাবলোপ জন্য
হুঃখ প্রকাশ বা করিলেন তত দিন তিনি মহা-
সভার প্রবেশ করিতে পারিবেন না। বিলা-
তের যে মহাসভার এত প্রতাপ সেই মহা-
সভার সভানিগ্ধে শৌর্য লুপ্তে আবদ্ধ না
করিলে আর কোম মতে চলে না। যেখানে
সভাসভার বাড়াবাড়ি সেইখানেই বন্ধন রক্ষা
বড় কঠিন আবশ্যক।

—...—

ভারত গবর্নমেন্ট প্রতীকী কোম্পানির
আইন বলিয়া এতটী নূতন আইনের সৃষ্টি
করিয়াছেন। আইনের উদ্দেশ্য এই, কোন
কারবারী ব্যক্তি অথবা ফার্ম ফেল হইলে
যেহা পাওনা লইয়া বড় গোলযোগ হয়।
পাওনাধারেরা যেউলিয়ার ম লামাল বিক্রয়
করিয়া কুকে কিছু টাকা পান কেত, বা সম্পূর্ণ
বিক্রি হন, এবং পাওনাধারদিগের ম বা
বিবাহ বিষমবাহও ঘটয়া থাকে। এই বিবাহ
নিষ্পত্তির জন্য এই নিধান হইয়াছে, যদি
যেউলিয়া কোম্পানির মিকট গবর্নমেন্টের
কিছু পাওনা থাকে তাহা হইলে অত্র আদায়
হইবে। তাহার পর হাজার টাকা পর্যন্ত

অর্ধে কর্তব্যচারীদিগের বেতন পরিশোধ হইবে।
পরে বাহা থাকিবে তাহাতে পাঁচ শত টাকা
পর্যন্ত মজুর আদায় পাওনা পরিশোধ হইবে।
যে দিক দিয়া হউক গবর্নমেন্টের কতি না
হইলেই হইল। দরিত্রকর্তব্যচারীগণের পাওনা
না পাওয়া পক্ষে তত জিহ্ব রহিল না।

আমাদিগের কাণীর সংবাদ হাজা প্রত-
বাদ বলিয়া যে একখানি পত্র আমাদিগের
মিকট প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা আমরা বিশেষ
সম্মান-সম্মত হইবে না বলিয়া প্রকাশ
করিলাম না। পত্রখানি ব্যক্তি ও বর্ষ নিষ্ঠ।
সুতরাং আমাদিগের পত্রিকার উদ্দেশ্যের
অনতিমত। আপা কতি, তিনি ঈশ্বর পত্র প্রেরণে
কান্ত হইবেন।

কথ ও ভারত।

আজ করেক বৎসর গত হইল আমরা কেনল
তুনিতেছি যে কথগণ ভারত আক্রমণে কৃতসংকল্প।
কিন্তু পুনঃ পুনঃ এইরূপ জনশ্রুতি হওয়াতে
লোকের আর এ কথার শাস্ত্র বিধান, কিম্বদন্ত
হইতেছে না। সুতরাং সকলেই তাড়ন সতর্ক নহে।
কিন্তু কখন কি হয় তাহা বলা যায় না। যে জন-
শ্রুতি এতদিন পর্যন্ত অবিশ্রান্তে কোন না কোন
রূপে সকলের কর্ণগোচর হইতেছে ইহা যে একে-
বারে অনুলুপ্ত তাহা আমরা কখনই বিশ্বাস
করিতে পারি না। স্বর্ণ-ভারতের আধিপত্য
যখন কে না ইচ্ছুক হয়? ঈশ্বর দেশের আদি-
পত্তা গ্রহণ করিতে পারিলে যে অধীশ্বরের আশা-
শীত ফল লাভ হইবে তাহার আব সন্দেহ কি
কাবণ এমন শস্যোৎপাদিকা, রত্ন-প্রসবিণী, ভূমি
ভূমণ্ডল মগো আর কোথায় পাওয়া যান।
এই গুণ সমূহই ত স্বর্ণ ভাবতের বৈদেশিক
আক্রমণের প্রধান কাবণ। আমরা চিরকাল
ইতিহাসে দেখিয়া আসিতেছি যে, ভারত কোন
না কোন বৈদেশিক সম্রাটের অধীনস্থ হইয়া
অসিতেছে। ইহার আধিপত্য অন্য কতক
জীবগণের শোণিত-প্রবাহে ভারত-ভূমি কলুষিত
হইয়াছে। কতকত নরপিণ্ড আপনায় জাত
পিতা পিতৃহাদি প্রাণ-সম ব্যক্তিবর্গের জীবন
বিনাশেও কিছুমাত্র সঙ্কচিত হয় নাই। কতক
নীচ-প্রবৃত্তি ব্যক্তিগণ ভবিষ্যৎ-সম্পদ-লোভে
বৈদেশিক সম্রাটগকে স্ব স্ব রত্ন প্রদর্শন করিয়া
অবশেষে সম্পদ হুরে থাক কেবল শত্রুগণের
কঠোর অত্যাচার ও যুগার ভাঙ্গন হইয়াছে।
স্বর্ণ-ভারত যে অদ্বিহিত বৈদেশিকগণের কঠোর

ও-প্রধানী সহ্য করিয়া জয়লাভ করিয়া আসিতেছে তাহা ব্যক্তি মাত্রেই অনা-
সেই অনুমান হইতে পারে। সে হাস্য নাই;
স্বাভাবিক নাই, সে উৎসাহোদ্দীপক পরিমা-
ণেই। বলিতে কি ভারত আজ ককাল-মাজা
নিষ্ঠ। এই সমস্ত পর্যালোচনে আমরা অনা-
সেই অনুমান করিতে পারি যে কবচকর্তৃক
ভারত-আক্রমণ একেবারে অমূলক নহে। নিতাই
সর যোগে নূতন নূতন সংবাদ পাইতেছি।
আমাদের প্রকাশিত ইণ্ডিয়ান বেলওয়ে সার্ভিস
সম্প্রতি বলেন যে, “শীঘ্রই ভারত আক্রমণ করিবে
লিগা কব মধ্য এশিয়াতে অনেক আগ্রহজন
হইতেছেন। বিগত সেপ্টেম্বর হইতে কব সময়-
ও মার্চ ও আফগান প্রান্তভাগে ভারত আক্র-
মণ মানসে অনেক সৈন্য সংগ্রহ করিতেছেন।
কব সৈন্য বিভাগের কল্পপক্ষপদ সময় সজ্জার
মস্তট হির করিয়াছেন। সেনাপতিগণ বিপক্ষ
রাস নিমিত্ত অর্থ সৈন্য বৃদ্ধি করিবার মানসে
শীঘ্রই ৬০ হাজার অর্থ কর করিয়াছেন।” যদি
সমস্ত বিষয় যথার্থ হয় তবে ভারত গভর্ণমে-
ন্ট ইহার প্রতিবিধান উদ্ভূত হওয়া নিতান্ত
আবশ্যক। কারণ অতি সামান্য রিপুও নিঃশঙ্ক
ভে অবস্থিত অতিপ্রবলরিপুকে অকস্মাৎ
আক্রমণ করিয়া পরাস্ত করিতে সমর্থ হয়। যদি
যে সমস্ত অগণ্য আর্জমানিক সৈন্যানির কথা
তত জান পোচর হইতেছে তাহা অবিকল
হয় না হইতে পারে, কিন্তু তাহার কতক অংশ
আস-যোগ্য বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং তৎ
অধিকারে সতর্ক হওয়া কর্তব্য। আমরা আরও
নিতেছি যে “মধ্য এশিয়ার সেনাপতি কুমার
কুকু কোসাকোব হস্তে যুদ্ধ যাত্রার ভাব অর্পণ
রা হইবে। ইহার মধ্যে অর্থ সৈন্যট অধিক
কিবে। সমবধও মার্চ এবং অন্যান্য আক্র-
মণপ্রান্তবর্ত্তিতে ৬০ হাজার কব পদাতি ৪০,
হাজার অর্থ সৈন্য ও ৪৮০ কামান প্রভৃতি যুদ্ধের
আয়োজন প্রস্তুত রহিয়াছে। এতদ্বির ওবেনবর্গ
সাইবিরিয়া হইতে শীঘ্রই ৪৫ হাজার সৈন্য
সিবার সম্ভব আছে। এবং বোখারার ১২
হাজার সৈন্য শীঘ্রই ৮ হাজার পদাতি সৈন্য সহ
মিলিত হইবে। যেকোন সৈন্য সংখ্যা প্রদর্শিত
হইল ইহা যে সমস্তই বিশ্বাস যোগ্য তাহা বলিতে
পারি না। তবে ইহা হির সিদ্ধান্ত যে কব মধ্য
এশিয়াতে একটা প্রধান সৈন্য আস্থান নিষ্কাশ
করিতেছেন এবং যে স্থান আক্রমণ করিতে
উদ্দেশ্য হইবে তাহা অবিলম্বেই সাধিত করিবেন।”
এসমস্ত প্রবণে ভারত গভর্ণমেণ্ট যে নিশ্চিত

থাকিবেন তাহা কখনই সম্ভব নয় এবং ইহার
বিশিষ্টরূপ সজ্জিত থাকিলে যে কবসময়ে হীন-
পদ হইবেন তাহা আমরা বিশ্বাস করি না। তবে
এই কথা বলিতে পারি যে শত্রুগণ সততই রক্ত
বেগী রক্ত প্রাপ্ত হইলে অতি প্রবল শত্রুজয়ও
অতি সুসাধ্য বলিয়া বোধ হয়। অতএব আমা-
দিগের ইচ্ছা যে, কবগণ যেন কোন রক্ত প্রাপ্ত
হইয়া অকস্মাৎ ভারত আক্রমণ করিতে সমর্থ
না হয়।

আমরা আবার অনিতেছি যে, ভারত সীমা প্রাপ্ত
হইতে যে সমস্ত দেশের মধ্য দিয়া কব সৈন্যগণ
পরিচালিত হইবে, সমস্ত দেশবাসীগণকে হস্তগত
করিতে কব, যে কোন উপায়েই হউক, চেষ্টা
করিতেছেন। এ উদ্দেশ্য সাধনে বহু দিন হইতে
কবচর মধ্য এশিয়ার অনেক স্থানে প্রব্রুত তাহা
বিচরণ করিতেছে। মধ্যভারতবাসীগণ কবের
বল ও পদসমর্থ্যাদি কর্ণনে তাহার প্রতি অধর কোন
রূপ বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে না। উন্মুক্ত ও
রেনবর্গ নিবাসী বর্গ রাজক ও বলিকগণ ২০০
লক্ষ কবল যুদ্ধা সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধব্যয় নিকর্ষ-
হার্ণে কব গভর্ণমেণ্টের হস্তে প্রদান করিয়াছেন।
এই সমস্ত অবশ্যে আমাদের অত্যন্ত উদ্বেগ
হইতেছে। ভারত আকাশে যে ক্রমাগত ঘোর
কালমেঘ সঞ্চিত হইতেছে ইহা ভাব্যই পরিগ্রাম-
হৃৎক। এখন এ সমস্ত যে কি সে পরিণত হয়
তাহা বলা যায় না। এ ক্রমমেঘাবলী সহ যদি
কিঞ্চিৎ উচ্চতায় যোগ হয় তাহা হইলে হয় ত
প্রবল বাত্যা উদ্ভিত হইয়া অতি ভয়াবহ কটিকাতে
পরিণত হইবে ও অসীমকাল রচিত কীষ্টি-স্বস্ত
সমূলে উৎপাটিত করিবে। কিন্তু একান্ত প্রার্থ-
ণীয় যে, এ ঘনাবনি যেন শীতল বারি বর্ষণ
করিয়া ভয়-চকিত প্রানিবর্গকে শান্ত করে ও
ভবিষ্যৎ তরবিপুল সুখ সমৃদ্ধির বীজ রোপণ করে।
আমরা সততই শান্তি-প্রিয়। শান্তিতে কার্য
সিদ্ধ হইলেই আমরা অত্যন্ত সুখী হই। অতএব
শান্তিই একান্ত প্রার্থনীয়।

-০০-

নৈতিক জটিলতা।

বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপীয় নীতি প্রায় সমগ্র
ভারতে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে এবং ক্রমে
ক্রমে বহুদূর হইয়া যোহিনীয়ার প্রভৃতি
পুঞ্জকে আকর্ষণ করত অস্তঃসার-শূন্য করিয়া
তুলিতেছে। কিন্তু ইহার এমনি কমণীর কান্ধি
ও গুচ শক্তি, যে সহসা কেহ তাহার যথার্থ
অহমত্বান করিয়া মারাত্মক করিতে সমর্থ হয়
না। নিরক্ষর বা অল্প শিক্ষিতদিগের তো কথাই

নাই। সমাজে বাহারা শিক্ষিত ও বিবেচ্য
বলিয়া পরিগণিত হইতেছেন, তাহারাও উচ্চ
নীতির কুটিল চক্রান্তে বধন দিকবিদিক জ্ঞান
শূন্য হইয়া হাবুডুপ খাইতেছেন, তখন প্রস্তাবিত
নীতি যে কতদূর গুরুতর তাহা বিবেচক মাত্রেই
অনুভব করিতে পারিতেছেন। রেজ অধিকরণ
কাংক্ষী ভারতের অনেক বিদ্যাদিসপক্ষ হয় তে
প্রমাণ করিতে প্রস্তুত হইরেন যে, যে নীতি-বলে
পণ্ডিত বৃক্ষ সকলেই আরক্ত হয় তাহা অবশ্য
শ্রেষ্ঠ নীতি। এ কথাটি যে বুদ্ধিশূন্য তাহা
আমরাও স্বীকার করি। যে নীতি-বলে উত্তম
ধর্ম সমগ্র লোক এধিত হয় তাহা অবশ্য প্রশংস
সনীয়। তবে ইহার অর্থ দ্বিবিধ। রাজা রামচন্দ্র
ও বৃষ্টিগিরের প্রায় রক্তজুতে আবদ্ধ হইয়া এক
তানে ছোটবড় প্রজাগণ বনবাসকেও গৌর
জ্ঞান করিয়াছিল। ইহা একপ্রকার। আ
সিরাঙ্কের জলন্ত প্রায় শাসনে প্রকৃতি-কুল উন্ম
ষিত হইয়া উচ্চ নীচ একত্র মিলিত হইয়াছিল।
ইহাও আর একরূপ। কলতঃ হেতু দ্বিবিধ হইলে
কলের সমতা আছে। এইরূপ আধুনিক নীতি
যদিও সর্বসাধারণকে সমভাবে, চালিত করি
ছেন, তাহা সরল ভাবে নয় কেবল কোশলে। এ
কোশল ময়ী বিচিত্র নীতি দিন দিন ভারত
অস্তর সার-শূন্য করিতেছে, ইহা চিন্তাশীল
মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন। বাহা হউক
ইউরোপীয়েরা কি কোশলময় নীতি শাস্ত্র অধ
রন করিয়াছেন! ধন্য তাহাদের কুট-মন্ত্রণ। মুগ্ধ
মান সম্রাটগণ দেশের মধ্যে দৃঢ়রূপে বাস করিয়া
তরবারির প্রতাপে এলিগ্রাধওকে কম্পাধি
করিয়াছিলেন। বন-বলের দর্পে ভারত দ্বি
নিশি মহাপ্রাণিত থাকিয়াও, অবলীলা ক্রমে
বধন বজার রাধিয়া আসিয়াছেন, এমন নি
কটো-করতার-বহনেও হিন্দু নীতি কলুষ
হয় নাই। কিন্তু দেখ বুটনেরা সাক্ষাৎ সম
কাহারও কোন ধর্মের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া
কেবল নীতির চাল চালিয়া এমন দৃঢ়বদ্ধ হি
ধর্মকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া ছুলাইয়াছেন। সাক্ষাৎ
সহজে কাহার উপর অভিযোগের পথ রাখে
নাই বটে, কিন্তু পরস্পরাসহজে তাহাদিগে
শৈথিল্য বশতঃ অনেক বিপরীত বিষয় বহু
হইতেছে। আর ব্যয়ের হিসাবে প্রদর্শিত হ
তেছে যে, ভারতের আর ভারত-শাসনেই বা
হয় বরং শাসনার্থে রণ করিয়া ও কার্য ক
হইতেছে। কথাসী উপর উপর অনিতে যে
সরল, কিন্তু একটু ভিতর নজর করিলেই
হইবে আরের অধিকাংশ জাহায্য বোনে সম

পারে যাইতেছে, অথচ কাহারও কথাটি কহিব পথ নাই। এ শুণিতো প্রকৃত সাক্ষ্য বহুতেই লিখিত করেন, আবার দেখুন, যে গুণধরগণ গুণবান ইয়া সাগর পার হন তাঁহারা নিজেই যোগাজ্জিত ধর্মের বৃত্ত অধিকাংশ অর্ধ-পারে পাঠাইতে পারেন ততই আত্মাকে কৃতার্থ মনে করেন। কি রকমের অটল নীতি। তদীয় পাশ-স্পর্শে সন্তান নীরের নিকে ধুকপাত করে না। জাতা আত্ম-ধর্মের মুখ চাকে না, লৌকিক প্রথার আবদ্ধ হয়। হার, এ প্রাণ রাখিবার স্থান নাই! আত্ম-ধর্ম সংস্কারক-গণ আবার মনে করিতেছেন যে বৈদেশিক নীতিআশ্রয়ে দেশ উদ্ধার করিবেন, এরূপ অসুস্থান উদ্ভট-চেষ্টিতবৎ সন্দেহ হই।

ইউরোপীয় নীতিতে আপাতমধুর বৃত্ত কতক-লি কার্য বিস্তার করিতেছে। আপাতমধুর হইলেই, পার পরিণাম, পরল, এ কথা কাহারও অবিদিত নাই। কিন্তু এমনি আমাদের ভারতের ভাগ্য-ভাষ্যনা যে, আপাতমধুর বিষয় প্রাণই পরিধান-বন, ইহা ভারতসন্তানগণ অনেকে জ্ঞাত ইয়াও সতর্ক হইতে ইচ্ছুক নছেন। অন্ন বস্ত্রের চতুর্দিকে হাহাকার। তাহা দেখিয়া ও পশমের উপারসমূহ বিদ্যমান থাকিতেও ন-নীতি-জড়িত-জাল অতিক্রমপূর্বক তাহাতে প্রব্রম হইতে কেহই বাধ্য হইতেছেন না। এবিধ ধর্মে অসুস্থান হয়, সংজ্ঞা, অধ্যবসায়, কাব্য-কলা ভারতসন্তানদিগকে পরিত্যাগ করিয়া বৈদেশিকনীতির পদলেচন করিতেছে; নচেৎ যে ভারত তাজবহলের প্রসবিতা, তাহার তনয়গণ আজ কালকের গবুজ দেখিয়া আত্মাদে জ্ঞানশূন্য। ভাগ্য! হা বিধাতঃ! ভারতের ভাগ্যে এতদূর লেগেছিলে! বাহার সাহিত্য, জ্যোতিষগণিত, শিল্প-কলাদি বিদ্যাসমূহ অগতের শীর্ষস্থানীয়, তাহাব তনয়-গণ শিক্ষা অস্ত্র ধর্ম, কর্তব্য, জাতি, কুলে অলাঞ্জলি দিবা-বলবিবক্ষ: অতিক্রমানন্তর অবশেষে অসুস্থ বিদ্যা-পাঠ করিয়া আত্মর্যা মূর্খিতে দেশাগমনপূর্বক স্বদেশীয় বস্ত্রধারণ কারণ হইতেছে। তা হতবিধে, তাবত তনয়গণকে আর কত দেখাটবে, কত ভোগা-টবে। রে অর্ধবৃত্তীয়নীতি, উনবিংশ শতাব্দিতে তোমারি জন্ম বস্ত্র, ও তোমার চালকগণকে কোটী কোটী ধস্তবাহ!

উপাধি লাভ।

পূর্বপ্রকাশিতের পর।

মিঃ এ, এম, রেওল এম, এ। মিঃ ডি, সি, ম্যাকন্যার, সি, এস, আই। নবাব

মনিরমোলা সলার জজ বাহাদুর। সার জজ, ফিটোকার মেনক্ ওয়ার্ড বাড়উড্ কেটিং সি, এস, আই; এম, ডি, এস এস, ডি। রাজা রজিত সিংহ রটনার। সার্জন জেনারল বেনজামিন সিলন্, এম, ডি। মিঃ এ, ডে, এল, ক্যাপন্। নবাব আলি কদর সায়দ, হুসান আলি বাহাদুর সুর্পিদাবাদ। মহাবাজা মহম্মদ সিংহ বাহাদুর বারভাঙ্গা। বাপু সাহেব অভর। মিঃ ডি, এম, স্ত্রালেন্স। অনারেবল্ এ, ডব্লিউ ককট্ সি, আই, ই; এম, এ। মিঃ জ্যাককোভ্ লেসলি ইন্জিনিয়ার।

কম্প্যানিরন্—মিঃ সি, এল, ক্লিস্‌ব্যাঙ্ক এক; জি, এস। কাগেন এক, জি, রেফ্‌স। অনারেবল রাও বাহাদুর মহম্মদ গোবিন্দ রাগেন্ড, এম, এ; এল্ এল, বি। মিঃ উইলিয়ম্ ওয়াড্ ওয়ার্ড এম, এ। কাগেন এ, এক, ডিলাফো। সরদার সিরার আমর খাঁ। রসলদার মেজর মহম্মদ আসলাম খাঁ। সর্দার ব বাহাদুর। মিঃ এচ, এস, ম্যাথুজ্ এম, আই, সি, ই। প্যালে চেস্টেন্ রো পাটেল। কর্ণেল জন্ ট্রাট। সায়দ আমির আলি ব্যাট্টার। মিঃ এচ, এস, কিল। মিঃ জি সোয়ান্। মিঃ টি, বি, ক্রিষ্টি এস, ডি। মিঃ ডব্লিউ, ডে, মেটল্যাও। মজপিসি।

নাইট—মিঃ এ উইলসন। এম, আর, রাই, সি, এস, রামস্বামী মুডালিয়ার আভার্গাল সি, আই, ই ডিনলা ম্যানকুজি পেটিট। অনারেবল এচ, এল, হ্যাভিসন বি, এ। মিঃ এচ, এম, প্রাউডেন ব্যাট্টার জজ পজাব।

সেট মাইকেল, সেন্টজর্জ অভার—মেজর ডবালউ, এচ, মিকলে জন। মেজর, এ, টি, এস এধারক্রমি রিও। সর্জন সি, ডব্লিউ আউএন সি, আই, ই। কাজি মহম্মদ আল্‌লেম্ খাঁ সি, এস।

রায় বাহাদুর—অনারেবল এস স্ত্রাবানিরা আইয়ার। রজন্য মুদেলিয়ার পণ্ডিত পি, রাম-স্বামী চতিয়ার। পি রাজরত্ন মুদালি। পি আনন্ড চারন্ বি, এল। কোদিনালায় স্বামী নৈহু। বন্দরি জগন্নাথ রাও পট্টানু। তি বাণ্যাম আ-গার। আকটধানাকোটি মুদেলিয়ার। কে, কুগেন মেনজ। অর্ধক স্ত্রদর্শন রাও। টি স্ত্রাবানিরা পিল্লাই। এস আর্ধ্যস্বামী শাস্ত্রী। বাবু অধিকাচরণ রায়, বেহালা। বাবু অধিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বালি। বাবু তেজনারায়ণ সিং, ভাগলপুর। বাবু সুরজমল বনবনিয়া বাবু রামেন্দ্রনাথ মিত্র কলিকাতা। বাবু রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় স্কুল ইন্সপেক্টর। বাবু কালীচন্দ্র দত্ত, বালদহ পণ্ডিত বহুরি দত্ত বোব, কুয়ান্ডন। বাবু কাজল

কাইজাদাবাদ। লালী মুকুন্দনীরা আগরা। সোম-হন নাল, আগরা। পণ্ডিত জীকিবন লকনাউ রায়বাল মুকুন্দ, উত্তরপশ্চিমবিভাগ। মুন্সি শিব-নারায়ণ, আগরা। বাবু কাশীনাথ বিদ্যাস, আগরা। লালী গগর মল, অমৃতসার। পণ্ডিত বিহারীলা পজাব। লালী প্যারিলাল দিল্লি। বশোবন্ত রায় রোটাক। লালী ভার্গাচান পানিপত। লালী ডিলক চাঁদ কর্ণি। পণ্ডিত বালপ্রসাদ। শরচ্চন্দ্র বন্দ্যো-পাধ্যায় এম, এ বি, এল, আসাম। বোগেন্‌চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, আসাম। বাবু ভগাভিরাম শর্মা বর্ণ, আসাম। সেন্ত মনালাল মস্তানা সেন্ত কাজর চাব। বাবু 'বীরেন্দ্র' দত্ত মধ্যভারত। মুকুন্দবাল কক বুট। মিঃ নসিবি এজার, মাইশেব। মিঃ জিনিবাল চারি, বাকালোর বজপত্তার পেনওয়ার। সর্দার হরি সিং, শিরাল কোট। বাবু নামদাস রায় চৌধুরী। হিরা সিং।

রাও বাহাদুর—মার্টিন ওয়ালাজ। মিঃ চুনি-লাল বেনীলাল। মিঃ দোলত রায় মুন্সি। মি পার্কেতীশঙ্কর দেব। রাও সাহেব বিজ্ঞান সমিতি ঘোল। বাবু কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। অপজি অমর সিং। দেওয়ান জনিবিহারি লাল। ইনবার্গ সিং নারায়ণ রাও টিকাজি রামচন্দ্র বিটন। গণেশ শীতাম শাস্ত্রী।

বা সাহেব—আবদুল ফিরজ খাঁ। কজল ফরীর। রিপাইদার সিকন্দার খাঁ। জমাদার আমির মহম্মদ খাঁ। জমাদার আমির খাঁ। মহম্মদ নাবি আবদুল খাঁ।

রাও সাহেব—দ্বিধক গোপাল। নীলক গোবিন্দ গোখেল। নতিরাম রঘুনাথ দাস ত্রিধক বাসুদেব বালিকর। অমূলক শিবদাস দলপত্র প্রস্তাবন ধকত। মুদিয়াপা বিকপকসীপ নারায়ণ রাও গোপীনাথ গাঙ্গ। রসলদার তেজ সি

রায়—মারা দাস। লালশিব সাহেমল।

কারেখে জজখে সালেয়েমিন—মজবাটু মহম্মদে। মজপনাকা কারজ ওক্। কার মজ। মজলুধা। মজল রান।

মুবেগতু মখে দশামিন—মজ ক্যাওজ। মজ বাউ।

সমালোচনা

ডোজি বেট্রি ক, চিকিৎসাতত্ত্ব; ফরাসি ভাষায় ব্রুগাতের ওলাউচা চিকিৎসা। ডাঃ কে, এ বেনার্জি কর্তৃক ফরাসী ভাষা হইতে সংলিখিত মূল্য ১০ আনা। প্রস্তাবিত পুস্তকখানি ডোজি মোট ক মতে ওলাউচা লিখি

হইয়াছে, উল্লিখিত মতটী এখনও আশাধেয়
হেঁস সাধারণ্যে প্রচলিত হয় নাই, কসেন
পরিচিৎ, কল দৃষ্টে তির বিশেষ সমালোচনায়
অগ্রসর হইতে পারা যায় না, চিকিৎসাগণালী
বেরণ লিখিত হইয়াছে বিনি যখন অমত বিবৃত
করেন, নিম্ন নতাস্তারেই লিখিত থাকেন,
তাহাতে চিকিৎসাগণের সহসা উত্তম অধম
বিবেচনা করিবার উপায় নাই, তবে এইমাত্র
বলিতে পারা যায় এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানিতে
অনেকগুলি ব্যবস্থা লিখিত হইয়াছে ।

গবর্ণমেন্ট বিজ্ঞাপন ।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টন্যান্ট গবর্ণ-
রের আদেশাধুসারী

নিয়োগ ।

রাজস্ব ও সাধারণ ।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্টের অধীন লেপ্টন্যান্ট মিঃ
বেকার কিছু দিনের জন্য মানভূমের ডেপুটি
কমিশনারের কার্য করবেন । সাহাবাদের জয়েন্ট
মাজিঃ মিঃ সারস মিঃ বেকারের অনুপস্থিতি
কালে তৎপরে কার্য করিবেন । যেহিনীপুর
কর্তৃক মিঃ মিঃ বোম্বাই মহম্মদ আবদুল কাবের
বের করিমপুরে বঙ্গলীর হুকুম রহ হইল । মাল-
বের অফিসিয়েট মিঃ মিঃ বোম্বাই অবেদুল
সালেম হুগলীর সহরে বদলি হইলেন । সারগের
জয়েন্ট মাজিঃ মিঃ ডাঃ কিছু দিনের জন্য
চট্টগ্রামের সহরে বদলি হইলেন । খুলনার ডিঃ
মিঃ জিগুজ মফসসুনার বঙ্গ ময়মনসিংহের সহরে
বদলি হইলেন । হুগলীর জয়েন্ট মাজিঃ মিঃ
পার্কিটার কিছুদিনের জন্য বশোরের সেশন
জজের কার্য করিবেন । পার্টিবাব অম্বাচৌ সহ
ডিঃ কালঃ জিগুজ রাম নিরঞ্জন এসাহ সারগের
গোপালগঞ্জ মহকুমায় বদলি হইলেন । যেহিনী-
পুর কতিবর সহ ডিঃ কালঃ জিগুজ শিবপ্রসন্ন
সেন হারতাল জেলার তাজপুর মহকুমায় বদলি
হইলেন ।

পুলিস সংক্রান্ত বিভাগ । চাকারগের ডিঃ
পুঃ মিঃ প্রীত চন্দ্রারণে বদলি হইলেন ।
লোহার ডাঙ্গা পালামের আসিষ্টে পুঃ মিঃ
টিকার কিছুদিন হুগলীর পুঃ মিঃ হইল । কাজ
করিবেন । হুগলী জিরামপুরের আসিষ্টে পুঃ
মিঃ মিঃ কম্প লোহারডাঙ্গা পালামোতে এবং
২৩ পরগণার অফিসিয়েট আসিষ্টে পুঃ মিঃ
হুগলী জিরামপুরে বদলি হইল ।

রেজিষ্টারী । বশোর কেশবপুরের কুরান
সব রেজিষ্টার জিগুজ ভোলানাথ বোম্ব এই জেলার
শালখিয়ার, এবং শালখিয়ার কুরান সব রেজিষ্টার
জিগুজ অমৃতলাল রায় কেশবপুরে রতিলেন ।
পুর্নিয়া জেলার আরারিয়া ও কুকাগঞ্জের শিখা
নবিশি কুরান সব রেজিষ্টার বাবু গোপাললাল
ও মুন্সি হিলওয়ার ভোসেন আপনাধের পথে
পাকা হইলেন ।

বিচার । জিগুজ মগেন্দ্রনাথ ধর এবং এ. সি.
এল, জিগুজ বুরাদনগরের এবং জিগুজ উপেন্দ্র-
নাথ দত্ত বি, এল, কেশোর সাক্ষীর এবং বাবু
লাল সিংহ বি, এল, যেহিনীপুর সীমলের একটি
মুনসেক নিযুক্ত হইলেন ।

ইউরোপীয় সমাচার ।

নাইস্—২৩এ ফেব্রুয়ারি—ফ্রান্সের দক্ষিণ
ভাগ হইতে ইটালির উত্তরাংশ পর্যন্ত ভয়ানক
ভূমিকম্প হইয়াছে । রিভিয়ার অনেক সম্পত্তি
নষ্ট হইয়াছে ও অনেক মহাব্যয় কল্যা হইয়াছে ।
নাইস্দেশে অধিক কতি হয় নাই ।

বর্লিন—২৩এ ফেব্রুয়ারি—আগামী ৩রা মার্চ
রেক্স্ টাঙ্গ সমিতি মিলিত হইবার জন্য আহ্বত
হইয়াছে ।

রোম—২৩এ ফেব্রুয়ারি—এখানে সন্ধি সভার
মহা গোলোযোগ চলিতেছে । সাইনর ডিপ্রে-
টিস নুতন মন্ত্রিসভা স্থাপনে বিকল মনোরথ
হইয়াছেন ।

লন্ডন—২৩এ ফেব্রুয়ারি—বুলগেরিয়ার রাজ-
কুমার এলেক্সান্ডার ভয়ানক অর-বসন্তগ্রস্ত হইয়া
ছেন । তিনি এক্ষণে চৈতন্তভাবে রহিয়াছেন ।

লন্ডন—২৩এ ফেব্রুয়ারি—বেঙ্গল নাগপুর রেল-
ওয়ে নির্মাণে যে মূলধন আবশ্যক হইয়াছিল
এক্ষণে তাহার প্রায় চতুর্ভাগ সংগৃহীত হইয়াছে ।

অট্রিচা, জার্মানি ও ইটালি পরস্পর এক-
তান্ত্রে পুনর্ব্বার আবদ্ধ হইয়াছে ।

সুয়েজ—ফেব্রুয়ারি—২৪—ইউক্রেটস নায়ক
সৈন্যবরী, বাবা বোম্বাই অভিযুখে যাত্রা করি-
য়াছে, তাহা সুয়েজ কেনাল দ্বারা অতিক্রম করিয়া
গিয়াছে ।

লন্ডন—২৬এ ফেব্রুয়ারি—ক্যাম্ব্রিস্ চইতে প্রিন্স
অফ্ ওয়েলস্ লণ্ডনে প্রত্যাগমন করিতেছেন এবং
আগামী ২ মার্চ সেন্ট জেমস প্যালেসে লেডি
আলান করিবেন ।

কনষ্টান্টিনোপল—২৫ ফেব্রুয়ারি—পোর্টের
বিশেষ কমিশনার রিজা পাশা এবং বুল-
গেরিয়ার অন্যতম প্রতিনিধি এম, ব্রেকফ্ অধ্য-
সোকিসমতিযুখে যাত্রা করিবেন । বুলগেরিয়ার
প্রতিনিধিগণ এম, এম, টাইলক্ ও কলটচেক
সবলাইম পোর্টী ও অন্যান্য প্রধান প্রধান রাজ-
গণের প্রতিনিধি সহ বন্দোবস্ত করিবার নিমিত্ত
এখানে থাকিবেন ।

লন্ডন—২৫এ ফেব্রুয়ারি—এখানে হইতে ৮ট
তারিখে বে ডাক বিলাত অভিযুখে গমন কর্কে
তাহা ১১ই বোম্বাই পৌঁছিয়া অধ্য ত্রিভিগিচে
উপস্থিত হইয়াছে এবং ২৮শে সোমবার লন্ডন
পৌঁছিব ।

বিরান্না—২৪এ ফেব্রুয়ারি—মিঃ ডিলন এবং
অত্র ৫ জন রাজস্ব প্রধান বাবা বিহার নিমিত্ত
বক্তব্য করিয়াছিলেন । তাহাদের বিচারে জুরি-
গণের মতের ঐক্য হয় নাই ।

ব্রহ্ম ও রুষ সংবাদ ।

২রা ফেব্রুয়ারি ৪০০ মণ সেনা কাশ্মির
জবিরের ছাউনি আক্রমণ করিয়াছিল । মগবা
হুজিরা গিয়াছে বটে, কিন্তু দুইজন ইংরাজসৈন্যকে
হৃত করিয়াছে । ইংরাজ পক্ষ চইতে একজন
সৈন্য ও অনেকগুলি শোড়া হত হইয়াছে ।
মগদিগের ওত কতি হইয়াছে জানা যায়
নাই ।

ইংরাজেরা কোলকটায় রেল লাইন ক্রমে
উত্তর দিকে অগ্রসর করিতেছেন দেখিয়া রুষ
বর্ধকরিগে আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে । ইংরাজ-
রেলওয়ে চালিত হইলে তাহাদিগের জগ্যখিতে
প্রবেশ পূর্ণ হইবে, এই জন্য সতর্কতারে
রুষ গবর্ণমেন্টকে বলিতেছেন যে, আনিস্টাটিক
রুকের সীমান্তে নুতন কটন লাইনের পত্তন
হউক । রুষ গবর্ণমেন্ট কিছুতন কটন লাইনের
পত্তন করিবেন কি কোলকটায় লাইনীর মূলস্থ
করিবেন, আশ্রয় বুঝতে পারিতেছি না ।

সম্প্রতি অক্সেস নবীতে দুইখানি কুখিয় সম্প্রদায়ী আ সরা উপস্থিত হয়। ক দুঃখব আশীর এই সংবাদ অঙ্গত চট্টয়া পড়িত তম এবং ভারত গণপমেটকে সংবাদ পাঠান। কুব রপতরী রত একে আয়ুধারীরা নবীতে লকর কবিত্তে পারিত্তে ন। কুবর ককুম মত অক্সেসর মধ্যস্থলে কেশ-নির্ধারণ কবিত্তে ছন।

প্রিন্স মুক্তপোক্তের সচিত্ত বাহাবা বড়মন্ত্রে লিগ ছিল বলিয়া অতিশুক্ত হয় মাফপোক্তের ভেপুট ককিনার ভাচারিগকে দীপান্তবিত্ত কবিত্তাছন। যে গণক গণনা করিয়া বলিয়া-ছিগেন বড়মন্ত্রে ফল ভাল চট্টয়ে, ভাচার ১০ বৎসরের কারাবও চট্টয়াছে।

কলিকতা

১৭ই ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার জুবিলি উপলক্ষে বেড়ানোড়র মাঠে যে সময় প্রদর্শনী হয় ভাচারীরা মুচাক্ক হইয়াছিল যে প্রদর্শনী পুনবার এই কামেই চইবে। আগামী বুধবার টিক অপরাহ্ন ৩টার সময় মহাযাত্র বড় লাট, কমাণ্ডার ইন্ডিফ ও ছোট লাটের উপস্থিতিতে এই ব্যাপার সমাধিত চট্টবে।

গত মঙ্গলবার বিকট ট্রাফ নিকট নুতনবাঙ্গারের সম্মুখে অগ্নি লাগিয়া প্রায় দুই হাজার টাকার প্রায় ১৫ চট্টয়াছে। জুবিলি উৎসবের আলোব দিবস অগ্নিতে পোষ্ট কমিসনর অফিসের অধিক কতি তথ নাই, কিন্তু নিদিবপূবে প্রাথ চারি শত টাকার প্রায় ২৫ চট্টয়াছে।

১৬ই মার্চ বড়লাট বাহাদুর কলিকাতা পবিত্যাগ কবিত্তা হারভাচার হাটবেন। তথায় ১০ দিন থাকিয়া শিকারাদি কবণান্তব দিল্লী য়া করিবেন। দিল্লীতে তিন দিবস অতিবাহিত কবিত্তা দেবা-প্রদেশে পক্ষ কাল কাটাউরা সিমলায় হাটবেন।

গত সোমবার বঙ্গেশ্বর এবং ভারতেশ্বর মিলিত হইয়া তগলীর নুতন সেতুটী খুলিযাছেন, আমরা গতবারে প্রকাশ কবিত্তাছি। সেতুটী জুবিলি সেতু নামে খ্যাত হইয়াছে। ১লা মার্চ চইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির মেল ট্রেন পুলের উপর দিয়া যাত্রারত কবিত্তে। ১৫ই চইতে অবাধে ট্রেন গমনাগমন কবিত্তে। সার্স ব্রাডফোর্ড লেনলি বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন।

গত মঙ্গলবার ধ্যানামা হাইকোর্টের উকীল কালীমোহন দাসের মৃত্যু চইয়াছে প্রবণ করিয়া আমরা মুগ্ধিত হইলাম। ইনি তরেকটী শুভ

কার্য করিয়া গিয়াছেন। নিজ বাস প্রায়ে একটী চিকিৎসালয় স্থাপন জন্য ২৪ হাজার টাকা এবং আ-দায়বর্গদিগকে যথাযোগ্য দান কবিত্তা গিয়া-ছেন। পূর্ববর্ত্তে ইহার বাসস্থান ছিল। শুকালতি কলিবার জন্য ভবানীপুরে থাকিতেন। সম্প্রতি পীড়িত হইয়া দেওঘরে বাবু পবিত্তনান্দ গমন করেন, সেই থানেই মানবগোণা সম্বরণ করেন।

উইলসন্ হোটেলে বড় লাট ছোট লাট ও মজারাজীব চিত্র প্রদর্শিত চট্টয়াছে।

মিঃ ক্রোনেট নামক একজন সাহেব জু-ই-নির্বাচিত হইয়া উপস্থিত চন নাই বলিয়া তাঁহার ৫০ টাকা অর্থও চট্টয়াছে।

ট্রেইস্‌ম্যান্ সম্পাদক বর্ত্তমান রাজবাটীর মোকদমা একেবারে একাইতে পারেন নাই। লাল বনবিহারী, কপূর নাইট সাহেবের নামে ও কুমার শরচ্চন্দ্র সিংহের নামে যে কতির দাবী দিয়া মকদমা আনিয়াছিলেন গত শুক্রবার কতি পূরণ ব্যয় ১৫০০ টাকা দিয়া চুক্তি চট্টয়াছে। কমাপ্রার্থনা ও অর্থনাশই কেবল নাইট সাহেবের প্রাশ্চিত্ত চট্টল।

আগামী ৫ই মার্চ ছোটলাট বাহাদুরেব, ভাগলপুর নুতন জলের কল এবং ভৈরবনারায়ণ সিংহকুল খুলিতে দহিবার কথা আছে।

২১এ মার্চ আমাদিগের ভাবী ছোটলাট সাব ট্রাষ্ট বেলী বন্ধে পদাপণ করিবেন। ২৭এ এপ্রেল সার বির্ভাস টনসন্ কার্যভার ত্যাগ করিবেন। এই কথ দিবস বেলী সাহেব বাবুর বিভাগেব সেক্রেটারী পদে কার্য করিবেন।

জুবিলী উৎসবে কালীঘাটের পাণ্ডরা মহা ধুমধামের সচিত্ত কালীদেবীর পূজা দিয়া ছিলেন। গত দিবস দেবী মন্দির ও নাট মন্দির আদি আলোক মালায় শোভিত চইয়াছিল।

ছোট আদালতের ২য় জজ মিঃ ম্যাকউইয়েনের অস্থপস্থিতিকালে ৩য় জজ মিঃ স্ক্যানল্ ২য়, ৬র্থ জজ মিঃ জোন্স ৩য় জজের পদে এবং অফিসিয়েটিং ৩য় জজ জীবন্ত জীনাথ বায় ৪র্থ জজের পদে কাজ করিবেন। দুইজন সাহেব জজের পদ বাড়িল নটে, কিন্তু বাঙ্গালীও এক পদ কমিয়া গেল এটী ভাল চট্টল না।

ছোট লাট বাহাদুর পুণ্ডরীক রাজা দিয়া সিংহ-দেবকে মুক্তি দান কবিত্তে অস্থমতি ঘেন নাই। ভারতেশ্বরীর রাজহোত্বে পুণ্ডরীকজের নিষ্ঠা লাভ করার বিষয় যাহাতে ছোটলাট একটু বিবেচনা করেন আমাদিগের ভাচারে বিশেষ অনুরোধ রহিল।

গত সোমবার পবলিক সার্ভিস্ কমিশনে অনবরত রেমন্ডল্ লেফটেনেন্ট কর্ণেল উইল-কিন্স, মিঃ ম্যাকউয়েল্ সার ক্রফট্ এবং বাবু মদেজনাথ সেনের সাক্ষা গৃহীত চইয়াছে।

জুবিলী উপলক্ষে মুচিখোলার বর্ত্তমান নবাব মরিস্‌দিগের জন্য হাজার টাকা গবর্ণমেণ্টকে পাঠাইয়াছেন। ইনি অবোধার রাজা ছিলেন। বন্দী থাকিয়াও ইহার এমনি বদানাতা ও রাজতক্তি !

ট্রেইস্‌ম্যানের সংবাদবাহক বলে :—

একটী ভ্রমলোক ভাচার শিশু সম্মান করেকটী সমভিষাচারে একখানি ঠিকা গাড়ি করিয়া ভবানীপুর বাইতেছিগেন। গাড়ীখানি ট্রাফের কোম্পানির টেনেমের নিকটবর্ত্তী চইলে ইহার একখানি দরজা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেল। দুর্ভাগ্যক্রমে, ভ্রমলোকটীর ছয় বৎসরের একটী বালিকা এই দরজায় চেস দিয়া বসাকে তৎক্ষণাৎ পড়িয়া গেল। কিন্তু ইহারের জ্ঞপার ভাচার কাপড় অপর দরজার হস্তবতে জড়িয়া গেল। ভ্রমলোকটী নিত্যবপত্য ইহার বিলু বিসর্গও জানিতে পারেন নাই। পরিশেষে রাস্তার মোক সকল সতর্ক চীৎকার করিয়া উঠিত্তে তাঁহারও নিত্যভর চইল গাড়িও ধ্বংস। বালিকাটীর হস্ত দিয়া বিলকন রক্তপাত চইয়াছিল।

জুবিলি উপলক্ষে কলিকাতা মুক্তাযাম বাবু ট্রাষ্ট নিবাসী বাঙ্গালীরাজেশ্বরমহা বঙ্গিকের দান-শৌণ্ডতা দেখিয়া আমরা সান্তিপর প্রীত চট্টলান। তিনি ২০০০ দুই সহস্র বণ্ড বস্ত্র পুলিশ কমিশনারের নিকট পাঠাইয়া দিয়া বলিয়াছেন যে তাঁহার বচীতে নিত্য যে সমস্ত বস্ত্র ব্যক্তিগণ আচার করে ভাচারিগকে ৯০০ বণ্ড বেওয়া ছয় ডিজিট্ চ্যারিটেবল সোসাইটীর ৯২২ জন দ্বি-অকে ৯২৫ বণ্ড বেওয়া ছয় এবং অবশিষ্ট পুলিশ কমিশনবেব ইচ্ছাধীন বি-রিত্ত চইনে।

ফাইন্যান্স্ কমিটী ভাবত গবর্ণমেণ্টের ভিত্তি বিভাগেব ব্যয় কমাইবার জন্ত আগাম ৫ বৎসরের মত নিম্নলিখিত নিম্নান্ত করিয়া ছেন :—

উত্তরপশ্চিম বিভাগে ১২,৬৫,০০০ ব্যয়সংকপচই

মধ্যপ্রদেশ	১,৮৫,০০০
বোম্বাই	২৭,৩২,০০০
মাদ্রাজ	১৬,৬০,০০০
আসাম	১,৮৭,০০০
বেঙ্গল	১১,৫২,০০০

ইহাও আনুলিখিত চইয়াছে যে ১৫৭০,০০০

ক' ব্যয়সংক্ষেপ কবিতে হইবে। এতদ্বিধ
ককগুলি ইন্সপিরিয়েল ও অন্যান্য ব্যয় হইতে
৩,৫৭,০০০ টাকা বাঁচাইবার কথা হইতেছে।
এ বেলা বাইতেছে যে, সর্বসমেত ১,৩০,৬৮-
০০ টাকা ব্যয়সংক্ষেপ কবিতে হইবে।

বিবিধ সংবাদ

মিঃ গোবিন্দচন্দ্র বাগ্‌ কব নামক একজন
পড়াগের কাবখারী একখানি গাড়ি করিয়া
বাজ হইতে রেলপথে গমন করিতেছিলেন।
খিমছো কতকগুলি ডাকাত তাঁহাকে আক্রমণ
করিয়া তাঁহার বাস হস্ত ও হৃদয় হস্তের অস্ত্র
নাসিকা ছেদন করে। এরূপ জনশ্রুতি যে,
ডাকাতগুলি এই স্থানবাসী এবং কারখারী
জনাদিগের প্রতি অত্যাচার কবিয়াছিল বলিয়া
রূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছে।

যে সকল ব্যক্তি স্মার্টিনেট্‌ এলিকট্রিক
খিসে প্রবেশার্থ পবীক দিয়াছিলেন তদ্ব্য
নির্দিষ্ট সকলমনোবধ বক্তিগণের তালিকা
হিব হইয়াছে। ২০০০ মম্বরের মধ্যে যিনি
তা পাঠিয়াছেন তাহাও উদ্ধৃত হইল।

- মুক্ত বাবু মনে মোহন রায় বি.এ ১৫৩২
- " " রাজা নাচন চক্রবর্তী এম.এ ১৩৮৬
- " " বরহ, ক'ন্ত গঙ্গোপাধ্যায় বি.এ ১৩৮১
- " " নাগায়চন্দ্র সেন এম.এ, বি.এল ১১৭৩
- " " কীরোচন্দ্র সেন ১৩৬০
- " " বামিনী মোহনদাস এম.এ, বি.এল ১৩৪৮
- " " কৈলাসগোবিন্দ দাস এম.এ ১৩২৩
- " " প্রকাশচন্দ্র সিংহ বি.এ, ১৩২০

মৃত্যুচারি হইতে এই সংবাদ প্রকাশ হইয়াছে,
ত নেপাল সেনাপতি জজ বাহাদুরের পুত্র
জনাব রণবীর জজকে ডাকাতির ডিক্রী হুঁ পুলি
পারিশে গুট পুত্র কবিয়া ক'বাগুতে আশ্রয়
দিয়াছেন। ডিক্রী হুঁ কপাবিন্দে গুটে বগবীর
জজকে তেলে বাধিয়া একখানি ডববারি ও
গজ প'ব লইয়া জজ বাহাদুরের বাস, খ.টী, ত
গাসিয়া উপস্থিত হন। ইতার পূর্বে রণবীর
জজের একজন অ'দ্যায় ওর্নেল জগৎ জজ বাহা-
র একটা হস্তী হুঁ ক'রিয়াছেন বলিয়া তাহাকে
দেয় কথা হয়। এইরূপ জনবদ যে, এই সময়ে
নেপালে অনেক ভীৎসাজী গমন করে। পাছে
বীর ও ডাকার অ'দ্যায় এই সংজ মেপাণে
হা গোলাযোগ করে এই জজ নেপায়রান,

রেসিডেন্টের সহিত পরামর্শ করিয়া ঐরূপ ক'বা
কবিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া অ'জ্ঞা বিত হইলাম দুর্ভিগ-
গাবনিবাসিনী জীবন্তী আগাকালী দেবী তার-
তেশ্বরীর উৎসব উপলক্ষে টোলের সংস্কৃত
চর্চার উৎসাহ দান জন্য বার্ষিক দুই হাজার
টাকা দান করিবেন অীক'র ংগিয়াছেন। তার-
তেশ্বরী অনেক রাজা ও জমিদার জীবনী উপ-
লক্ষে অনেক প্রকার বদান্যতার পরিচর দিয়া-
ছেন বটে, কিন্তু জীবন্তী আগাকালী দেবী যত-
দূর নগর সংস্কৃত তাহার উৎসাহ দানে অপ্র-
সন্ন হইতে কাটাকট দেখা যায় নাই। উক্ত-
মহোৎসবের এই বার্ষিক দানে যে সংস্কৃত শাস্ত্রের
বিশেষ রূপে পটোচ্চার হইবে তাহা বিশেষ রূপে
প্রতিপন্ন হইতেছে। চিন্তাগণ জাতিভাষার নিপু-
জ্ঞায় বিশেষতঃ তা'বা শিক্ষা করিতেছিলেন,
এক'ণে তাঁহারা দেশীয় বাজগণের ও রাজী-
বিগের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া যে আশা-
বিগের প্রাচীন শাস্ত্র ও বেদাদি অধ্যয়ন
করিতে পারিবেন এটা বড় আনন্দের কথা।

রাজা প্রমথ ভূষণ দেব রায়ের জমিদারী
লইয়া বাবু গোবিন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের সহিত
হাভান ক্রমে গুরুতর হইতেছে অবগত হইয়া
আমরা মুগ্ধিত হইলাম। রাজা প্রমথ ভূষণ
রায় মহাশয়ের নামে ৩৪৪১ কোঁজদারী নক-
দান আদালতে উপনীত হইয়াছে। উক্তপক্ষের
প্রজাবা এই হাজানায় জড়িত আছেন। এই
হাজার বন্দক লাঠি প্রভৃতি ব্যবসায় হইয়া-
ছিল। মাদুরার ডেপুটী মজিষ্ট্রেট'র নিকট
অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে। রাজা প্রমথ
ভূষণর পক্ষের ব.রিট'র ত্রিযুক্ত মনোমোহন
যোষ ডেপুটী বাবুর এজলাস হইতে মকদ্দমা
উঠাইয়া লইয়াব প্রার্থনা করিয়াছেন। ব্যক্তি-
জীব মনোমোহন হলেন ডেপুটী বাবুর সহিত
রাজার এই মনোমোহন আচে বেগত বৎসর
রাজার গাড়ি ঘোড়া বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন দেন।
ডেপুটী বাবু এই সরতে ক্রয় কবিতে চাছেন যে,
ভিনি বদলী হইলে পুরাতন রাজাকে ঐ
গাড়ি ঘোড়া ক্রয় করিতে হইবে। রাজা
তাহাতে অীকৃত হন নাই। অব একটা কা'ব
এট যে, ডেপুটী বাবুর কন্ডার দিবাংতর সময়
রাজার নিকট হস্তী চাইয়াছিলেন। ডেপুটী
বাবু তাহাতে অস্বীকার্য্য হন এই সকল কারণে
রাজাব পক্ষে দুঃখচারি হইবে না বলি।
তাপতি ক'রি গাছেন। তা'হা হউক বিজ্ঞ ও প্রবীণ

রাজার সম্বন্ধে এই সকল অভিযোগ বাহাতে
পরিষ্কৃত হয় মনোমোহন বাবু তাহাতে মনো-
বোধী হইলে আমরা স্তম্ভ হইব।

বহুরমণুবের অন্তর্গত বালুচরনিবাসী পর-
লোকগত রায় লছনীপং সিংহ বাহাদুরের আ-
উপলক্ষে তাহার পুত্র ত্রিযুক্ত ছত্রপং সিংহ
দ্বাং দ্র কলিক'ত ব অনেকগুলি প্রান্তর ব্যক্তি-
গিকে এবং অজ.ভীঃ অ'মকগুলি ডাকালকে
জৈন বর্ধাভুসারে ২ টাকা হইতে ৫০ টা-
মূল্যের ২৫০০ খান পাঁসার' খালা এবং ডাকার
সহিত নগর ১) টাকা ও মিঠার বিতরণ করিয়া
ছেন। বালুচরেও ৩) টাকা হইতে ৬) পর্যন্ত
মূল্যের ৭২২ নগদ ০০০০ হাজার কাঁসার খাম
১) টাকা ও মিঠার বিতরণ করিয়াছেন। টা'বা ভি-
প্রায় বগ তা'জাব কাজালীর প্রত্যেককে ১০ আনি
করিয়া বেগরা চাইয়াছিল এই আদ উপলক্ষে
৫৫০০০ হাজার টাক ব্যয় হইয়াছে অবশ্য
অবগত হইলাম। এই সময় ছত্রপং সিংহ বাহা-
দুর যদি বালুচরে পিতার একটা চিত্রস্ববধী
কীর্ত্তি স্থাপন করিতে পারিতেন তাহা হইলে
দেশে লোকের অনেক উপকার হইত।

১৮৮৫ অব্দের প্রা'দশিক রিপোর্টে অবগত
হওয়া গেল যে ভারতবর্ষে ৭৪৭১১ কারাগার
ছিল। ইতার মধ্যে ৩২১১ মেট্রোল জেল, ২০৫১
ডিক্রী হুঁ জেল এবং ৫১০১ অতিবিক্র কা'বা
গারে বিভক্ত ছিল। কিন্তু এক'ণে মাজি-
স্ট্রেটবিগের জেলখানা ডিক্রী হুঁ জেলে
সংগিত একত্র হওয়াতে অতিবিক্র জেল
কয়েদী সংখ্যা হ্রাস হইয়াছে। সমস্ত জেলে
৩৫০৯৬৫ কয়েদী ছিল। এই কয়েদী
বিগের মধ্যে ৩৩১৮১৫ পুরুষ এবং ১১৯০৫
স্ত্রীলোক। এ বৎসর বেগ'ানী জেলে কয়েদী
সংখ্যা পূর্বে বৎসর অপেক্ষা ২৭৭ জন বেশী
হইয়াছে। ১৮৮৪ অব্দে ১১৫৭৭ সংখ্যা ছিল
এবং বৎসর ১১৮৫৪ জন হইয়াছে। ১৮৮৫ অব্দে
৩৩৭৫১ জন অব্যাহতি পায়। ১৮৮৫ অব্দে
৩১০০৮ জন নিষ্কৃতি পায়। এই সকল কয়েদী
ব্যয়ে ১৮৮৫ অব্দের শেষে ৬৮৫০২ দণ্ড প্র-
কয়েদী ছিল। ৫৬০৪ কয়েদীর বিচার চলি-
ছিল। বেগ'ানী কয়েদী ২৫০ জন ছিল। বে-
ও জৈন কয়েদীর সংখ্যা বেশী হইয়াছে
তাহার কারণ কেবল অস্বাভাবিক অবতারণ
বর্তমান বর্ষের কা'বা রিপোর্ট এই জীবনী
উৎসবে যে অনেক অংশে ক'মবে তাহা ব-
বাধ্য।

মাঝাঝায়ে তরাসক অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে ।
 তাতে প্রায় ৬০ বাসি পুত্র প্রহসন হইয়া
 গিয়াছে । এই সকল গৃহে ইউরোপীয় ও
 অরিসিবিগের বাস অধিক ছিল এবং বাড়ি
 বাড়ির বড় বড় আস্তাবল ছিল ।

কারাগারের নিকটবর্তী স্থান সমূহে যে বৎসর
 দুইটা ও ব্যালোরিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব হয়
 সেই বৎসরেই জেলে বৃত্ত সংখ্যা বেশী হয় ।
 কারণ এই সকল সুস্থিত স্থান সমূহ চতুর্দিক পীড়িত
 ব্যক্তিগণ কারাগৃহে অবশ্য করে অত্যাচার
 ও সংক্রামিত হয় । ইহাও বৈদ্য
 একটী কারণ সেই রূপে কারাগারে কয়েকী-
 যোগের ভোজন ও পরিচর্যা নিত্য কষ্ট ও
 দুঃসংখ্যার আর একটী কারণ বলিতে
 পারি। ১৮৮৫ অব্দে প্রতিদিন গড়পড়তা
 হিসাবে ১০-১৪ জন কয়েকী হাসপাতালে
 গিয়াছে । ১৮৮৪ অব্দে দুঃসংখ্যা অনেক
 হইয়াছিল । উপরি উক্ত কারণেই দুঃসংখ্যার
 অধিকতর সম্ভাব্য হইতেছে ।

দ্বিতীয় গবর্ণমেন্ট ভারতের মধ্য প্রদেশ
 হইতে ডাক্তার ডাক্তারের অত্যাচার অব্য-
 য়ি দূর করিতে পারিলেন না । সম্রাট মধ্য
 প্রদেশের শতাব্দী নামক গ্রামে হঠাৎ ডাক্তার
 ডাক্তার হইলে ২৫ জন সংস্কৃত সমভিব্যাহারে
 গিয়া অলঙ্কারাদি ও মগধে ১৩ হাজার টাকার
 মধ্য পুণ্ডন কবিতা চলিয়া গিয়াছে । এই মধ্য
 প্রদেশ ম্যাজিস্ট্রেট শক্তি আরও যে মতকণ ডাক্তার
 মধ্য কার্য সাধন করিয়া চলিয়া না যায় তত-
 কণ লোকের কোনরূপ সাহস থাকে না ।
 গবর্ণমেন্ট পূর্বে ডাক্তারের অত্যাচার নিবারণ
 জন্য গ্রাম বাসিন্দাদের বন্ধক, গুলি, ও বন্দন
 দ্বারা কথা বলিয়াছিলেন কিন্তু কেহ গ্রহণ
 করিতে সাহস করে নাই । ডাক্তার নিম্ন কথা
 সাধন করিয়া চলিয়া গেলে তথাকার ডিক্টেট
 ম্যাজিস্ট্রেট ডাক্তারের অত্যাচার উদ্দেশে
 গুলি নিক্ষেপ করিলে পরবর্ত্তে বাণিত হইল কিন্তু
 কোন কার্য হইল না ।

জ যখন সম্রাট হুজু উল্লিখিত বড় অত্যাচার
 করেন । হুজু হইতাহেন বটে কিন্তু সময়
 পূর্ণ বড় বলবতী আছে । ফরাসী বৃত্ত কাণ্ড
 দ্বারা গোধ হয় হুজুর অগ্রেই ঘটবে
 না ।

অসিলী উপলক্ষে ইংরেজের মহাভাজ অনেক
 গুলি বহু কাণ্ডের অত্যাচার করিয়াছেন ।
 ইংরেজের বড় অনাথ নিবাস আছে নরক স্থানে

অত্যাচার খোলা হইয়াছে । রাস্তার টোকা পয়স
 হুজুর হইয়াছিল । অনেক গুলি স্ত্রী পুরুষ
 কয়েককে হুজুর হান করা হইয়াছে । ইহা
 তির মধ্য ও বীজ্যবির রক্তানি মাথল কাষ্ঠাদি
 ও পর্বপারির আশ্রয়ী মাথল এ সকল উঠা-
 ইয়া দেওয়া হইবে । একটী হাসপাতাল
 প্রতিষ্ঠিত হইবে । আলো, বাড়ি মাঠ ও মা-
 সাধি উৎসব যে পরিপাটী রূপে হইয়া গিয়াছে
 তাহা মধ্য বাহলা ।

আমরা গত বাংলার সংবাদে মধুরাপুর গ্রামে মহা-
 দেব মণ্ডলের গৃহের চালের উপর যে প্রতিলিপি
 বেলুন (কম্বল বা জ) পড়িয়া গৃহ বড় ও বাহ্যাদি
 নানা প্রকার লগ্ন্য বহুর কথা প্রকাশ করি ।
 কিন্তু হুজুর সহিত প্রকাশ করিতেছি, আজ
 ও গবর্ণমেন্ট তাহার কোন প্রতিকার করিলেন
 না । হুজুর প্রজাগণ হাহাকার করিতেছে ।
 বাহ্যতে কর্তৃবিগের দৃষ্টি আকর্ষিত হয় তদ্বি-
 শয়ে আমরা বিশেষ অনুরোধ করিতেছি ।

ভ্রমণ কারীর পত্র ।

কুচবেহার রাজ্য ।

কুচবেহার অতি প্রাচীন রাজ্য । দেবদেব
 কাশীপতি পুরাকালে কোচকামিনীকুমার সহ অজ-
 য়নে বিহার করিতেন তখনই পূর্বকালে এই
 স্থান কুচনীপাড়া নামে অভিহিত ছিল । প্রবাদ
 এই যে, মহাদেবের চিত্রা জিরা নামী হুইলী
 কোচ কুমারী প্রব্রুপাতী ছিল, কালক্রমে ঐ উত্তর
 কামিনীর তনয় উৎপন্ন হইলে, হিরার স্তন
 কুচবেহার আধিপত্য হইল ও কুচবেহারের পার্শ্ব
 জলপাইগুড়ি নামক স্থানে জিরা কুমার অধীশ্বর
 হইল । কুচবেহারের আধিপত্য মহারাজ বিধে
 সিংহ । ইমিই প্রথমে রাজ্য আধিপত্য হুইলী
 র জয়ও পরিচালিত করেন, ও শিবকুমার
 উল্লেখ আপনায় উপাধি হলে জগদীশ্বর
 ও রাজ্যবিগণে দেবী উপাধিতে প্রতিষ্ঠিত
 করেন । অব্যাবধি উক্ত উপাধিতেই চলিয়া
 আসিতেছে আর কুচনীপাড়া নামের পরিবর্ত্ত
 রাজ্যের নাম কুচবেহার হইয়াছে ।

রাজ্যবিগণের পরিণয় প্রথা পাত্তীর বিব্রা-
 ভ্রমণের সকল প্রকারেই অব্যাপ্তি নির্বাহিত হয় ,
 অর্থাৎ ব্রাহ্ম, বৈষ্ণব, শৈব, ইত্যাদি ।
 ব্রাহ্ম ব্যবস্থানুসারে যে প্রথম বিবাহ হয়, সেই
 মতে রাজ্যী পট্টমতিবীরূপে গৃহীত হইল, এবং
 ইহার গর্ভজাত তনয় সম্বন্ধে অন্য রাজ্যবিগণ

এও বহুবেশা । কিন্তু এই পট্টম মতী পাপিপ্রদ
 সমস্ত আর একটী আশ্রয় প্রথা আছে এই প্র-
 কমে। সম্প্রদায়কালে শিখীর উপরে পাত্তী-
 বসাইয়া বরকে অবধিগ করাইবার যে রীতি
 আছে, এই রাজ্যবিগণের উৎসব সময়েও পাত্তী-
 পিত্তিতে বসাইয়া দুর্গাহবার সময় অজাত
 চারিটা কুমারী পীড়িত চতুর্দিক বহিষ্কৃত
 পাত্তীতে বসাইবে । এই সময়েই পুরোহিত
 পুষ্পমালা ইত্যাদি পীঠোপরি প্রদানপূর্ব
 যন্ত্র উচ্চারণ করিবেন, ইহার কল এইরূপ
 হইবে যে ঐ পক্ষ কন্যাই রাজ্যের বিব্রা-
 বিব্রা বলিয়া পরিগণিত হইবে । পীড়িত উপরে
 বিনি তিনি প্রদান । পীঠবিব্রা অপ্রদান
 পাত্তী চতুর্দিকের মধ্য বাহ্যর পুত্র জেষ্ঠ হইবে
 সেই রাজ্য অধিকার প্রাপ্ত হইবে । আশ্রয়
 বর্জন্যন কুচবেহারবিগণের প্রত্যাশিত পীঠবিব্রা
 রাজ্যের গর্ভসমুদ, ইহা তির অপর সকল প্র-
 রেই বহু বিবাহ প্রথা এই বংশে প্রচলিত, উ-
 বিব্রা রাজ্যবিগণের সম্ভান ২৭ বাণিলে অন্য
 কোনরূপ বিব্রাচিতা পাত্তীর পুত্র রাজ্য হইবে
 তবে বিবাহ প্রথা রাজ্যবিগণের জাতিভেদ মাই
 তবে প্রথম যে পাত্তী কামিনীর পরিণ-
 উল্লেখ করিয়াছি উৎসবে অজাত হওয়া চাই
 তন্তির জাতি বিচার বা মধ্য কুমারী কি কি
 তেই প্রতিবন্ধক হয় না । রূপগৌরবী হইলে
 বিবাহ উপযোগী হয়, তবে বিব্রা রমণীর গর্ভ
 জাত তনয় রাজ্য হইতে পারে না, অপর
 রাজ্যতনয়গণ কুমার আধার প্রতিষ্ঠিত
 বর্জন্যন কুচবেহারবিগণের পূর্ব প্রথা কতকট
 রূপান্তরিত করিয়া কেশবকন্যার পাপিপ্রদ
 কবিতাছেন ।

কুচবেহারের বরাবর শাসনবণ আধীনতা
 পরিচালিত হইয়া আসিতেছে । তবে মধ্য ম-
 কুচবেহার উপজীব করিত বলিয়া তাহার
 কিছু উপলোকন প্রদানান্তর লাভ করিয়া রা-
 তেন । তার পর হুজীণ গবর্ণমেন্টের অধিকার
 সময়ে হুজীণ কবর নিম্ন রাজ্য পরিণত হইয়া
 হুজীণ গবর্ণমেন্টকে জালবন্দী অর্থাৎ সৈনি-
 বাহ্যরূপ পকাশ মধ্য টোকা কুচবেহার অধি-
 কর্তৃক দিবার চুক্তি হয়, ও রাজ্যের আধীন-
 অক্ষর থাকে । বর্জন্যন জুপতি মাথালক সম-
 ইহার পিতাব সময়ের বৈষ্ণব (শাসনকর্তা)
 ক্রিয়াক্রিয় কুচবেহারের রাজ্যও পরিচালি-
 করেন তৎপরে বর্জন্যন দুপতির জননী ও পিতা
 মতীর সহিত মান্যমতে মতভেদ হওয়ার ভি-
 শাসনবণ পরিচালিত করিতে ইচ্ছুক হইল । তৎকালে

রাজীবিগেরও মতের মিল না হওয়ায় পবিশেষে উক্ত মহাবীরের স্থানীয় গবর্ণমেন্টের নিকটে আবেদন করেন যে, বহুদিন যত্নমান নাযালক জুল জাবালক না হন ততদধি স্থানীয় গবর্ণমেন্টে জটিল লোক বিয়া রাজ্যশাসন করেন। রাজীবিগের এই আবেদনের উপর নির্ভর করিয়া সুচবেহার কমিসনরের লুটি হয় ও আসামের কমিসনরই সুচবেহার কমিসনর হন ও একজন ডেপুটি কমিসনর রাজধানীতে থাকিয়া দেওয়ানের সহিত যুক্তভাবে কার্য করেন। তৎপরে বর্তমান মহারাণী সাবালক হইয়া এক্ষণে শাসনকর্তা জবালক রাজ্যশাসন করিতেছেন।

সুচবেহারের পূর্বে শাসনপদ্ধতি এক্ষণে আর আট, কমিসনরের ঘাটে কার্যভারাবধি স্থানীয় অধ্যক্ষের আশ্রয় হইয়া এক্ষণে সম্পূর্ণ ইংরাজি ভাষায় পরিচালিত হইতেছে। বর্তমান মহারাণীও আর পৌনে বোল আনা ইংরেজ। তাঁহার ব্যবহার অবিকার্য। ইউরোপীয়বিগের সহিত। অজাতির প্রভু অঙ্গরাজ আরই অধিক হয়।

সংবাদ দাতার পত্র

উত্তর পশ্চিমাকল কনিপুর।

এখানে গত ১৬ই তারিখে অতিশয় ধুমধামের সহিত মহারাণী ভারতেশ্বরীর “জুবিলী” মহোৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই উৎসবে স্থানীয় রাজকোষ হইতে ২০০০ এবং মিউনিসিপালিটির ১০০০ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। উক্ত টাকার আঠলবাজ, আলো, নাচতামাসা প্রভৃতি হয়, এবং সাধারণে চাঁদা করিয়া আর ৩০০ টাকা উঠিয়াছে। উহা হইতে ১০০ বীন স্থানীয় বিগকে বাণরান এবং অল্প বয়স প্রভৃতিতে লীড বয় (কমল) দান হইয়াছে। উক্ত টাকা এবং আরও চাঁদা সংগ্রহপূর্বক মহারাণীর অরণ চিত্র অঙ্গ একটা অভিলিখা কিবা উল্লিখ কোন সাধারণ হিতকর কার্য হইবার উদ্দেশ্যে রাখিয়াছে।

গত ১৬ই ফেব্রুয়ারি প্রাতঃকালে অত্রক সৈনিকনিবাসের বাবতীর অধারোয়ী পদাতিক সৈন্য এবং একটা ভোপখানা, প্যারেড মাঠে সাজেশিত হইয়া, ১০১টা ভোপহানি এবং মহারাণীর সানার্বে বধ্যাধরবে সেনাদী প্যারেড করিয়া ও আমদানি প্রকাশ করতঃ, সৈন্যগণ বহু স্থানে গমন করিল। ইহার পর কারাগারী বিগের কারাবোচক কার্য সমাধা হয়। এখান

কার কারাগার হইতে ১২৯ এক শত উনত্রিশজন করেই মুক্ত হইয়াছে, ইহার মধ্যে ২০ জন জীলোক বাকী পুরুষ, উহাদের মধ্যে ৪ জন এবং আরো আরও হইয়া কারাবাস করিতেছিল, গবর্ণমেন্টে নিজেকে হইতে তাঁহাদের উন্নয়ন বিগকে প্রাপ্য টাকা পরিশোধ করিয়া উহাদিগকে মুক্ত করিলেন। সে সময় সেনাধ্যক্ষ হইতে ভারতীয় “বহু গজা কি জয়” জয় মহারাণী কি জয়” শব্দে আমদানি করতঃ ঘণ্ডিত হইল, তাহাদের তৎকালীন অত্রকি আনন্দ বোধিতা সকলে মহারাণীর প্রতি অঙ্গ সাধুধার করিতে লাগিল।

তৎপরে মহারাণী সমস্ত কালানী ভোজন হয়। এই কার্যটি বহু মহত্বপূর্ণ করা হইয়াছে কিন্তু অত্রকরূপে সম্পাদিত না হওয়ায় আমরা অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি। কিন্তু ও দুঃখমান সমুদয়ে অসুখে তিন সহস্র লোক বাণরান হইয়াছে। আর তিন শত অল্প বয়স ব্যক্তিকে লীডবয় দান হইয়াছে।

অপরক সময়ে অত্রক টাউনশলে স্থানীয় কার্যেইর সাহেব বাহাদুর একটা দরবার করেন, এই দরবারে, সহরের ও জেলার বনী দানী ব্যক্তিগণ আত্ম হইয়াছিলেন। বানাবর কালেক্টর সাহেব বাহাদুর সকলকে “জুবিলী” অর্থ বুকাইয়া দেন, অত্রক বেলন বাতের এমেন্টে নানাবর জিগুজ টাউনশলে সাহেব ইংরাজিতে একখানি অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন ও অনারারি মাজিস্ট্রেট আলতাণ হোসেন বাহাদুর উর্দু ভাষায় উহা ব্যাখ্যা করেন, অবশেষে বেশীর রীতিমুতাবে হিন্দুস্থানী ভক্তসন্তানদিগকে রোপ্য পাত্রে আরত মান্যত্বক একটা একটা পান দিয়া ও আমদান্যক করতঃ বিয়া সভা ভঙ্গ হয়। এই দরবারে সিভিল ও মিলিটারী প্রধান প্রধান কর্মচারী অনেক উপস্থিত ছিলেন। উক্ত অভিনন্দনপত্র খানি ভারতেশ্বরীর নিকটে প্রেরিত হইবে।

সভ্যার সময় রাজা সাল আলোকিত ও গজার চড়ার উপরে আত্ম রাজি পোড়ান হইয়াছে। সহরের নিকটবর্তী ন্যারেডের মাঠে নাচতামাসা সমস্ত রাত্রি হইয়া উৎসবকার্য সমাধা হইয়াছে। সহরের গৃহস্থ লোক আপন আপন গৃহে বসাসাধ্য আলোকিত করিয়াছিলেন। ঠিক বেন দেওয়ানীর রাত্রি। শুনিতে পাওয়া যায় এখানে এরূপ আমদান্যসব ইতিপূর্বে আর কখন হয় নাই।

অত্রা শিব চতুর্দশী। বাজালার ১২ই অত্রা শিবরাত্রি, কিন্তু হিন্দুস্থানীবিগের মতদেব বেশি জান। কেহ কেহ গরু কল্যাত্র করিয়াছে। তাহাদের মত যে শিবরাত্রের পায়রা বহি অব্যবস্থা করা হয় তাহাতে ত্রুটির কোন কল ভয় না, ইহার সানার্বে শাস্তকরেগাই জানেন। অত্রিকাংশ লোক অত্রাই ত্রুত করিয়াছেন। কিন্তু আমাদেব বেধের মত উপবাসী থাকিয়া ত্রুত করা এখা এ প্রদেশে প্রচলিত নহে, অবিকার্য লোক কলহার করিয়া অত্রা আলু রাজা আলু, কহু প্রভৃতি নিভ করিয়া ভোজন করে। কেহ কেহ সিংহাডার আটা হালুয়া করিয়া বা পুরী প্রভৃতি করিয়া যায়। তাহা কাটা হইতে ব্যবহার হইয়া থাকে, কেহ নিরম উপবাসও করিয়া থাকে (কিন্তু ইহা অতি বিরল)। সহর হইতে আর দুই কোশ দূরে গজাভীরে বাবনো নামক একটা গ্রামে ৮ সন্তানব মহাবেধের মন্দির। আমাদেব বেশ ৩ তারকেধর মহাবেধে বেনন অত্রা, সিদ্ধনাথ ও ভক্তগণ। বধ্যতি রাজার আমদ বালিতা গ্রামটী বাবনো নামে অভিহিত। এই মহাবেধটী বধ্যতির সময়ে অধিকৃত হন। এই গ্রামে বধ্যতিক ও কোমার হুৎসাবশেষ অব্যাপি বর্তমান আছে। অত্রা সিদ্ধনাথ বাবার বেলী, নানাতান হুৎসে মনুষ, সন্যাস হইয়াছে, মৃত্যু গীত প্রভৃতি দারা স্থানটী আনন্দনয় হইয়াছে। স্থানটী অতি পবিত্র, বোধিলে আত্মবিক ভক্তির উদয় হয়।

কানীর সংবাদ।

১। আজ কাল এখানে ওলাউঠা বেশ বেধা বিয়াছে। অনেকই ইহার আক্রমণে মানব-লীলা সমরণ করিতেছেন।

২। বিগত ১০ই ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবারে অত্রক জয়নারায়ণসু কলেজের প্রধান শিক্ষক জিগুজ টিখোটি লুখর পরলোক গমন করিয়াছেন। ইনি বিখ্যাত বৃত্তবর্ষপ্রচারক ও বিজ্ঞানবর মৃগা ও ভাকার তক সাহেবের একজন শিষ্য ছিলেন।

২। বিগত জুবিলি উপলক্ষে এখানে দুই সমারোহের সহিত আলোক প্রদান, বাজ পোড়ান, বাচ, তামাসা অভিনন্দনপত্র প্রভৃতি প্রদান ও সান্যপ্রকার জিয়াকাও সকল হইয়া গিয়াছে। বাতীর ভাগ সেই বিন প্রদানকার ট্রেনিং সুলেজ ছাত্রেরাও সল আদ্যন, মৃত্যু প্রদান, সগর সংকীর্ভন প্রভৃতি আশোহজনক সান্যপ্রকার ব্যাপ্তির সম্পাদন করিয়াছিলেন।

বিজ্ঞাপন

মৃত এলেকজান্ডার ষ্টিফন সাহে-
বের সম্পত্তি সংক্রান্ত নিম্নলিখিত স্থাবর
সম্পত্তি (যাহা পূর্বে কোন রূপ আই-
ভেট কন্ট্রোল্ট দ্বারা যদি হস্তান্তরিত
হইয়া থাকে) আগামী ৫ই মার্চ শনি-
বার মধ্যাহ্ন কলিকাতা ১ নং কাউন্সিল
হাউস ট্রীটে স্থিত বেঙ্গল এডমিন ষ্ট্রেটর
জেনারেলের অফিসে তৎকর্তৃক সদর
নিলামে বিক্রিত হইবে :—

সমস্ত ইন্টের পাকা বাড়ী ম্যুনাধিক
১০ পাঁচ কাঠা জমি সহিত ২৩ নং
ফর্ডাইসের গলি কলিকাতা। চৌহ-
দ্দিক :—উত্তরে স্বরূপচন্দ্র বাবুর বাট,
বাহাকে হোটেল ডি বিয়ানা বলে, পূর্বে
এমথনি স্ট্রিটার সাহেবের বাড়ী;
পশ্চিমে জোশেফ ম্যাথুজের বাড়ী পশ্চি-
মে—ফর্ডাইসের গলি।

অন্যান্য বিশেষ বিবরণ ও পাট্রা
প্রত্নতির জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তির
নিকট ৫ নং ক্যান্সিলেন কলিকাতায়
আবেদন করিবেন।

এ, এচ, রেমফি।

এটার্নি এডমিন ষ্ট্রেটর জেনারেল।

—০০—

সংস্কৃত মন্ত্রের পুস্তকালয়।

১৯ নং বারানসী ঘোষের ট্রীট, কলিকাতা।
ভাক্সার ঐযদুনাথ মুখোপাধ্যায় কৃত ঐযদুনাথ পুস্তক
প্রদান হইতে এই পুস্তকালয়ে বিক্রীত হইবে।

সংস্কৃত
সরল ভৈষজ্য-প্রকাশ

সহজ মেটরিয়াল মেডিকাল
১ম ভাগ।

গৃহস্থ ও পাড়ারোগের ডাক্তারদের জন্য
প্রকাশিত হইয়াছে।
ময়াল ১২ পেজি ৩০০ পৃষ্ঠার বেশী।
দাম ১০ টাকার পরিবর্তে ১ ডাকমাণ্ডল/১০
এ পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।
ঐচণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়
ম্যানেজার।



ইলেক্ট্রো গ্যালভানাইজ

অজুরী, কবচ ও অনন্ত।
বি, এম, কার, নির্মাণকর্তা ও আবিষ্কারক।
নং ২৮ মুল্লাপুর ট্রীট, কলিকাতা।

এই সর্জগ্যাধি নামক অকৃত্রিম তড়িত পদার্থ
বেঙ্গল আমারি নিকট প্রাপ্য। বাহারা কৃত্রিম
তড়িত পদার্থ অল্প মূল্যে জ্বর করিয়া কোন
ফল পান নাই তাঁহারা অতঃপর করিয়া আমাব
ইলেক্ট্রো গ্যালভানাইজের অফিসে পাঠাইলে
আমর নিম্নলিখিত প্রকৃত তড়িত সংযুক্ত বস্ত্র অ.জ.১
মূল্যে পাইতে পারিবেন।

প্রশংসা পত্র।

১ নং। কলিকাতা ২৮ নং মুল্লাপুর ট্রীটস্থ
বি, এম, কার ম.ফ. সর্জগ্যাধি-নামক অকৃত্রিম
তড়িত অজুরী, কবচ ও অনন্ত বিশেষ ফলদায়ক—
রাজা রাজেন্দ্রনাথায়ণ দেব বাহাদুর,
মোতাবাজার রাজবাটী, কলিকাতা।—৩০এ
মাঘ ১২৯১।

২ নং। বড় সন্তোষের সহিত বলিতেছি যে
বাবু বি. এম, কারের তড়িত কবচ, অ.জ.১ ও
অজুরী মানা প্রকার জটিল বোগ হইলেব বিশেষ
ফলদায়ক, এবং আদিও কোমর রকম প্রভাবের

পীড়া দূরত: একটী অনন্ত ও অজুরী ব্যবহার
করা অনেক উপকার প্রাপ্ত হইয়াছে। ভরসা
করি ইহার উপকারিতা সম্বন্ধে আর কিছুদিন
ব্যবহার করিলে আর বেশী বলিতে পারিব।
রায় গিরিশচন্দ্র দাস বাহাদুর—জটিল অ.
নি পিস, কলিকাতা,—এবং সুপারিন্টেন্ডেন্ট, গবর্ণ-
মেন্ট অফ ইণ্ডিয়া, জোবাখানা, কলকাতা।
মেম্বা.—২৮ নং দেহুয়াবাজার ট্রীট, কলি-
কাতা,—৬ই মে: ১৮৮৬।

—০০—

১৮৭৪ অব্দে স্থাপিত।

শরচ্চন্দ্র দত্ত এণ্ড কোং।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ।
প্রস্তুতকারী।

কলিকাতা মহাশয়লার এবং হোমিওপ্যাথিক
ডাক্তারদের নিকট হইতে ঔষধের উৎকৃষ্ট
সম্বন্ধে প্রশংসা পত্র পাইয়াছেন।

মূল্য তুল্য।

এলাউটা চিকিৎসার ১২ শিশি ব্যবস্থা ও ক-
রের আরক সহ ৫ টাকা।

গৃহ-চিকিৎসার ২৪ শিশির ব্যবস্থা পু-
সহ ৮ টাকা, ২ শিশির ব্যবস্থা ১০ টাকা।

সাধারণ চিকিৎসার ৫১ শিশি ঔষধের ব-
ব্যবস্থাসহ ১৮ টাকা।

ডাক্তারদের উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা ২৫ টাকা, স-
ঔষধপত্র ৫০ টাকা।

ইংরাজী বাঙ্গালী সচিত্র মূল্যনিরূপণ-
বিনা মূল্যে প্রাপ্য। ঠিকানা ৫৫ নং কলেজ
কলিকাতা।

—০০—

চলের কলপ।

ইহা জলের দ্বারা তবল, লাগাইতে কো-
কট নাই। যেহেতু পক্ষকল হইতে না কেন
মিনিটে গাঢ় উজ্জল ককবর্ণ হইয়া ৩৪ ম-
থাকিবে। মূল্য ১২ টাকা।

রোজনের তৈল।

ইহা ব্যবহারে চারিদিকে গোলাপের গ-
বিস্তার করে, শরীর স্নিগ্ধ থাকে, শিরঃ স্রাব
প্রভৃতি। মূল্য বড় শিশি ১২ টাকা, ছোট
আনা।

অমৃত্যু কালি ।

এই কালিতে লিখিবার সময় কিছুই দেখা যায় না পরে ঐকৎ অগ্নির উত্তাপ লাগাইয়া মাত্র ল্পষ্ট দেখা যাইবে । যোগিনীর পত্র লিখিবার আন্তর্য উপায় । মূল্য ১০ আনা ।

লিলি পাউডার ।

সর্ব প্রকার দ্ব্যধের মহোৎসব মূল্য ৮০ আনা ।

ব্লড পিউরিফায়ার ।

এই সালসা ডাক্তার কবিরাজ লব্ধার করেন । শোশ, মালী, গরমি, বাগী, পচা ও পারা দোষ সংক্ৰান্ত সমস্ত দা. ও কোষ্ঠ কাঠিন্য, ক্ষুধামালা ইত্যাদি সমস্ত দোষ মধ্যে আরোগ্য হয় । মূল্য ১ টাকা ।

এ, সি, বসু এণ্ড কোং ।

৭২ নং হুকার্স স্ট্রিট, কলিকাতা ।

অষ্ট ধাতু নির্মিত অমোঘ
অনন্ত ।পূর্ণচন্দ্র দাস কর্তৃক নির্মিত ও
প্রকাশিত ।

৩৭ নং বেবেটোলা সেন, পটলডাঙ্গা কলিকাতা ।

এই "অনন্ত" স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, সীস, রাং মস্তা, লৌহ, পারদ এই অষ্টধাতুতে নির্মিত । ইহা ক্রমাগত স্বর্ণের মাত্র ধাতুর উপর অপর লাভী ধাতু খচিত হইয়াছে । এতদ্বারা এখন তুতিয়া অস্ত্র তরল পারদ স্থাপিত থাকায় এতদ্বারাই বিদ্যুতীয় কার্য উৎপাদন করিয়া অষ্ট ধাতুর গুণ ক্রমশঃ পরীক্ষার প্রবেশ করাতে থাকে ইহাতেই পরীক্ষার রক্ত পরিষ্কার করতঃ সর্বপ্রকার বাধা বিনাশ পূর্বক ক্রমশঃ যেন বৃদ্ধি হইতে থাকে, এই অনন্তকে জীবন রক্ষার মূল ঔষধি বলিলেও অত্যাতি ভয় না । আমি যুক্ত কণ্ঠে বিশ্বস্ত রূপে বলিতেছি যে, এই সম্যাসী প্রকৃত, আমার এই অষ্ট ধাতু নির্মিত অনন্ত ধারণ করিলে পর পরীক্ষার সম্বন্ধীয় মানা প্রকার ব্যাধি হওয়ার আশঙ্কা আর কাহারও করিতে হইবে না ।

বিশুদ্ধ অষ্টধাতু নির্মিত অমৃত্যু ।



নব্য সম্ভ্রমণের মধ্যে কেহ কেহ অনন্ত ধারণ করিতে অনিচ্ছুক সেই জন্য গড় অপ্রকার্য নাহা হইতে আমি মৃতন অষ্টধাতু নির্মিত অমৃত্যু আবিষ্কার করিতেছি, অনন্ত ও অমৃত্যুর উভয়েরই রোগনাশক গুণ ও শক্তি একই প্রকার, যাঁহারা অমৃত্যু লইবেন তাঁহারা বধ্যপি ইচ্ছা করেন তাহা হইলে তাঁহাদের নাম বিনা ধরতার অমৃত্যুর উপর খোদিত করিয়া বেওয়া যাইবে । বধ্যপি অমৃত্যু অষ্টধাতু নির্মিত না হয় তাহা হইলে মূল্য ফেরত দিব । অনেক মহোদয় ব্যক্তি অনুমান করেন যে পারা ইত্যাদি সংলগ্ন করা যায় না কিন্তু আমরা সাতিশয় যত্ন সহকারে পারা সংযোগ প্রণালী শিক্ষা করিয়াছি । আহার করিবার সময় অমৃত্যু বাহ্য হস্তে ধারণ করিয়া আহার করিবেন ।

আজ কাল নানা প্রকার ঔষধি বাতুনির্মিত কবজ ও অমৃত্যুর ইত্যাদি বাহা অষ্ট ধাতু নির্মিত বলিয়া প্রচলিত হইতেছে, তাহা যে কত দূর মত্যা আমরা তুলনা করিতে চাহি না । কিন্তু নতোরগ-গণ রক্ত্র অমে কাচ ক্রয় করিবেন না । চোট ও বড় প্রত্যেক "অনন্ত" মূল্য ২ টাকা, ডজন ১০ টাকা, প্রত্যেক অমৃত্যু মূল্য ২ টাকা ডজন ২০ টাকা, প্যাকিং ও পোষ্টেজ ১ হইতে ৩ টাকা ১/২ আনা ১৭ হইতে ১২ টাকা ৮০ আনা । অর্ডার পাইলে ড্যালু পেরেবল পার্সেলে মাল পাঠান যাইবে । আর বিদেশীয় মহোদয়গণ অমৃত্যু ক্রয়কালীন অমৃত্যু করিয়া হস্তান্তিত মাল্য পাঠ ইচ্ছা দিবেন ।

অনন্তর যে সকল স্থানে ধাতু খচিত হইয়াছে তাহা একএকটি করিয়া মিলাইয়া লইবেন । আর উক্ত সম্যাসীর আবেশমত বক্ষিণ হস্তে ধারণ করিবেন । অমৃত্যু ও পূর্ণিনাতে কটাক্ষের জল দ্বিধা খোঁচ করিয়া লইবেন, বাহারা কবচ অঙ্গ নি লইয়া ঠকিরাছেন তাহারা একবার পরীক্ষা করুন । ইহা ৭২সর ১০০০ রোপি আরোগ্য হইয়াছে ।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি ।

আমরা নিম্ন সহকারে সাধারণকে জানাই তেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞা ন দিবার

বাঞ্ছা করিবেন তাঁহারা সোমপ্রকাশের পত্র গণিতা বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন প্রথম তিনবার প্রতি পত্রিক ৮০ আনা, তাহার পর ৮০ আনা । ইংরাজী অক্ষরে প্রকাশ হইলে ৮১০ পরমা করিয়া লাইন প্রতি বার বরা হইবে বেসকল কর্মস্থানির বিজ্ঞাপন আহারিগে বিকট আসিবে, তাহা এখন একবার বিনামূল্যে প্রচারিত হইবে । তাহার পর নিয়মিত মূল্য লওয়া যাইবে ।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটি

বিশেষ নিয়ম ।

সমগ্রপক্ষে সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য ডাক মাসুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং বাগ্মনি ৫০ টাকা । অসমগ্র পক্ষে ডাকমাসুল সমেত ১০ টাকা । অসমগ্র পক্ষে মাসিক জৈবাসিক বা বাগ্ম সিকের মিসম নাই । শিক্ষক ও ছাত্রদিগের জন্য ডাক মাসুল সমেত ৩০ টাকা ছিন্ন করা হইয়াছে ।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে বন্ধন্থলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না । যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা অ অ নাম ধান ল্পষ্ট করিয়া লিখিয়া ৪৮ নং ভক্তপ্রসাদ চৌধুরীর সেন কলিকাতা জি.ই.উ. উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্তীর নামে নোট, হাতি বরাত চিঠি, বর্ণি অর্ডার, ইহার আদ্যতর বাহায়ে বাহার স্রবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন । কোম প্রকার রসিদ ট্যাম্প বা ডাক টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না । মূল্য নিগদেখিত হইবার পূর্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য কিরাটরা বেওয়া হইবে না ।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না ।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে এখন তিন বার প্রতি পত্রিক ৮০ টাই আনা তাহার পর ৮০ এক আনা দিতে হইবে । কেবল ইংরাজী অক্ষরে প্রতি বার ৮১০ পরমা করিয়া লাইন বরা হইবে ।

প্রেরিত, সংবাদদাতা, জ্ঞানকারীরপত্র ও প্রাপ্ত প্রকৃতি বেসকল বিবর নানা স্থান হইতে প্রকাশিত আইনে তাহার কতাবত বা কোর্টী আইন বিরুদ্ধ বা সজ্ঞা এবং সত্য মিথ্যা বিবেচনা বিষয়ে সম্পাদক, প্রিন্টার বা অগ্রাইটার দায়ী নহেব ।

এই পত্র ৪৮ নং ভক্তপ্রসাদ চৌধুরীর সেন, কলিকাতা সোমপ্রকাশ বৈদ্যে "জি.ই.উ. উপেন্দ্রকুমার চৌধুরীর সেন" নামে সোমপ্রকাশে প্রচারিত ও প্রকাশিত হয় ।

সোমপ্রকাশ

৫১ নং ভাগ ।

স্বাধীনতা প্রকৃতিস্থিতার দাৰ্শনিক: স্বাধীনতা কলিঙ্গবর্তী ন হইয়াছে ।

১৫শ সংখ্যা ।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য বাহুল্য নবমত
১০ টাকা । অগ্রিম বাৎসরিক ৫০০ ।

১২২৩ সাল । ২৪এ ফাল্গুন । ইং ১৮৮৭ । ৬ই মার্চ ।

৮ রিপনাক । ২৪এ ফাল্গুন ।

অগ্রিম পক্ষে বাহুল্য নবমত বার্ষিক
টাকা নাই । শিকক ও ছাত্রবিশেষ
জন্ম বার্ষিক বাহুল্য নবমত ৩০ টাকা ।

বিজ্ঞাপন

সোমপ্রকাশ এজেন্সি ।

আজ কাল সকল বিষয়েই বাবসা
কারির বাড়াবাড়ি হইয়াছে, একারণ
কোন রূপ কার্যে প্রস্তুত হইয়া সহসা
বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে বাসনা হয় না,
আবার কৰ্তব্য বিষয় সাধারণে প্রচার না
করিলে লোকে জানিতে পারেন না
তজ্জন্য বিজ্ঞাপন প্রকাশে বাধ্য হইলাম ।

বলা বাহুল্য সোমপ্রকাশ বিশ্বস্তভাবে
দেশ মধ্যে পরিচিত, ক্রমে সোমপ্রকাশ
কার্যালয়ের স্বল্প আধিক্য হইতেছে ।
ব্যয়াদিক্য পরিপূরণ বাসনার অত্র কার্যা-
লয় হইতে একটী এজেন্সী, বিভাগ
খোলা হইল । আমাদের সহিত দেশীয়
রাজা জমীদার মহোদয়দিগের সহিত
সম্বন্ধ আছে, তন্মিষ সাধারণে এখন
হইতে যে কোন কার্যের প্রয়োজন
হইবে অর্থাৎ জব্বাদি খরিদ বিক্রয়, বাটী
বা ভূম্যাদি খরিদ বিক্রয়, কোন রূপ
ছাপার কার্য মহাজনী জব্বাদি খরিদ বিক্রয়
আমরা সমুদায় করিতে প্রস্তুত আছি ।
যে রূপ কার্য হইবে, কার্য বিবেচনায়
অন্য স্থান অপেক্ষা অল্প কমিশনে কার্য
নির্বাহ হইবে ।

খরিদ করিয়া জব্বাদি পাঠাইতে হইলে
আনান্ন মত টাকা সহ আমাদের কার্যা-
লয়ের ঠিকানায় এজেন্সী বিভাগের
অধ্যক্ষের নামে পত্র লিখিলে অবিলম্বে
জব্বাদি খরিদ পূর্বক পাঠান যাইবে ।

কোন গুরুতর কার্যের বন্দোবস্ত
ইচ্ছা করিলে আমাদের সহকারির
নিঃসন্দেহ হইয়া বন্দোবস্ত করিতে প্রস্তুত
হইতে হইবে ।

শ্রীশ্রীনাথ চক্রবর্তী ।

এজেন্সী বিভাগের অধ্যক্ষ ।

—০০০—

এখন হইতে কোন রূপ কথা বাৰ্তা
বা সোমপ্রকাশের মূল্য দিবার জন্য
সোমপ্রকাশ ডিপজিটরিতে যাইবার
আবশ্যক নাই । নিম্নের ঠিকানায় সোম-
প্রকাশ আফিসে আসিলেই সমুদয়
কার্য শেষ হইবে ।

আজ কাল সোমপ্রকাশ প্রেসে
সকল প্রকার জব ওয়ার্ক ও পুস্তক মুদ্রণ
কার্য স্বেচ্ছাক্রমে ও শ্রুত মূল্যে
সম্পন্ন হইতেছে । চেক, দাখিলা, চিঠি,
লেবেল, বিল, পিটিসন ও পুস্তকাদি
যাবতীয় বিষয় ইংরাজি বাঙ্গালা নানা-
প্রকার নূতন অক্ষর বর্তার ও নবস
প্রস্তুত আছে । সমুদায় আবশ্যিকায়

কার্য বিধানের সহিত সমাধা হইবে
সোমপ্রকাশ বস্ত্রে কখনই প্রত্যাহার
প্রবন্ধনা হয় নাই ও হইবে না, অতএ
সাধারণে নিঃসঙ্কিত চিত্তে আশাদিগে
হস্তে সকল প্রকার কার্য অর্পণ করিতে
পারেন ।

সোমপ্রকাশ সম্বন্ধীয় সমুদায় চি
পত্র টাকা মনিঅর্ডার আদি সকল
আমার নামে নিম্নের ঠিকানায় পাঠা
বেন । অপরের নামে পাঠাইবার আব
শ্যক নাই, 'তাহাতে আমার হস্তগ
না হইতে পারে, এ বিষয়ে যেন সকলে
বিশেষ দৃষ্টি থাকে ।

সোমপ্রকাশ কার্যালয়, ৪৮ নং গুরুপ্রস
চৌধুরী লেন—কলিকাতা ।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী ।

সোমপ্রকাশ অধ্যক্ষ ।

স্বপ্নে প্রদত্ত অতি আশ্চর্য্য ।

দৈব ঔষধ ।

নাসা, অর্শ, বাউ ও পুরাতন স্বপ্ন প্রভৃ
রোগেব নতুন ঔষধি, দায়ণ করিয়া মাত
আরোগ্য লাভ করিতেছে, পুণ্যের নিমিত্ত
বোল আনা, প্যাকিং ও ডাকমাণ্ডল ১০ আনা
ঠিকানা শ্রীমুক্ত ব্রহ্মচন্দ্র দাস বোল । ৪৩১
বেহু চাই:ধার ষ্ট্রিট, কলিকাতা ।

বিশেষ সুবিধা

সোমপ্রকাশের সুলভ মূল্য

৩ মাসের জন্য।

বর্তমান মনেব এই ফাল্গুন মাসেব মধ্যে বাঁহারা নূতন গ্রাহকশ্রেণী-
ভুক্ত হইবেন, তাঁহারা আগ্রহ বার্ষিক মূল্য
৩ টাকায় এই প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র খানি
পাইতে পারিবেন। এই সুলভ
নিয়মের মনস অতীত হইলে (অর্থাৎ
চৈত্র মাস হইতে) নূতন গ্রাহকগণকে
সাধারণ নিয়মের বশবর্তী হইয়া গ্রাহক
শ্রেণীভুক্ত হইতে হইবে। ইহা পর
সাধাৰণে একপ দুবোণ পাইবেন না।
নূতন গ্রাহকগণ অব্যক্তের নানে ৪৮ নং
গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন, কলিকাতা।
এই ঠিকানায় মূল্যাদি পাঠাইবেন।

বিনা মূল্যে বিতরণ।

ডাক্তার মন্মথলাল মুখোপাধ্যায় কৃত।

সরল চিকিৎসা।

(দ্বিতীয় সংস্করণ—পরিবর্দ্ধিত, ডিনাই ১২

শেজী ৮ ফর্মায় সম্পূর্ণ)

শলীগামবাসী গৃহস্থ মনেবই আবশ্যক। ডাঃ
মাস্তুগাধির ব্যয় ১০ এক আনা, অপরধন ডিম্পেন-
সারি, ভদানীপু ব কলিকাতা।

—৩৩—

সচিত্র চিঠির কাগজ।

এ প্রকার চিঠির কাগজ এই প্রথম। সুন্দর
রমণী মুক্তি নিয়ে 'ভুলনা আনার' সরস্বতী মুক্তি
সন ডরিথ ছাপান ইত্যাদি, যুবক যুবতী, স্বচ্ছ
সকলের ব্যবহারের উপযোগী মূল্য সুলভ পাঁচ
দ্বিতা ১০ আনা মাহুল ১২০

জে, কে, শর্মা এও কোং।

৩৭ নং কলকাতা স্ট্রীট কলিকাতা।

নিলামের বিজ্ঞাপন।

এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে জেলা নদীয়া
মহকুমা বেহেরপুৰ থানা গাজলির অধীনে
এওরুলাগোল সাহেবের পত্তনি অথ নৌজে
মামুদপুর মহলও মোরসী জোত অথ বন্দোবস্তি
যে মামুদপুর থোল আনা রকম আগামি ১৮৮৭
সালের ১৫ই মার্চ বাজালা ১১১০ সাগের ২রা
চৈত্র মঙ্গলবারে পাটকাবাড়ির কুটির সম্বর কাছারী
মোকাবে আমাব সমক্ষে বিক্রয় হইবে, উক্ত মহল
ও চব্বই ঐ পত্তনি মোরসী জোত অথ বন্দোবস্ত
২২০০ খাঁচাধের খনি কষ্টিয়ার ইচ্ছা থাকে,
তাঁহারা ঐ ভাবিবে উপবিষ্ট স্থানে উপস্থিত
হইয়া নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে খরিদ করিবেন।

১। উক্ত মহল ও চর ঐ সাহেবের খাস
তহনীলে আছে।

২। যিনি সর্বপ্রাক্ষা উক্ত ডাক ডাঃ হবেন
তাঁহারা ই নিম্নলিখিত বিক্রয় করা যাইবেক।

৩। বাঁহাৰ শেষ ডাক মজুত হইবেক তাঁহা ক
সম্পূর্ণ মূল্যের এক চতুর্থাংশ টাকা তৎক্ষণাৎ
দাখিল করিয়া বসিগ লইতে হইবেক, এবং
ডাকের ভাবিবে হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে মূল্যের
অবশিষ্ট সমুদায় টাকা দাখিল করিলে তখনম্বর
বিক্রয় কোথলা লিখিত পাঠাতে বেচেষ্টার করিয়া
দেওয়া যাইবে, এবং পত্তনি ও জোত অথব
পাটাদি দাখিল ও অদায় ততখোল সংক্রান্ত যে
সমস্ত কাগজ পত্র আছে তাশ তিনি পাইবেন।

৪। যদি ঐ ডাকের দিন উক্ত মূল্যের সিকি
টাকা দাখিল পূর্বক ৩০ ত্রিশ দিন মধ্যে বাকি
টাকা ও ৩০ দিন মধ্যে বাকি সমস্ত টাকা
দাখিল না করবন অথবা ডাকের দিন সিকি টাকা
না দেন তাহা হইলে উপরোক্ত নিলাম বিক্রয়
ও ডাক রহিত করা যাইবেক, ও উক্ত চতুর্থাংশ
শের দাম তখন দিনের দাখিলী টাকা জম
হইবেক, তৎপ্রতি তিনি কিছুনাঃ দাখিল দাওয়া
করিতে পারিবেন না এবং প্রথম নিলাম বিক্রয়ের
অনুসরণ পুনরায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ পূর্বক দ্বিতীয়
দিন বারো উক্ত জমী করি জেতার খুঁকিতে
নিলাম বিক্রয় হইবেক।

৫। উক্ত মহল ও চরের জমিদারীর খাজনা
সমনেত ও আদায় সঙ্গহাদির পরিমাণ এবং
দলিল দস্তাবেজাত মায় কাগজ পত্রাদি বাছা
বাঁহাৰ দেখিবার বা জানিবার আবশ্যক হইবেক,
তিনি ঐ খার্য দিনের পূর্বক যে কেম তারিখে
কুঠী পাটকাবাড়ির সম্বর কাছারিতে অথ

কার্যকারক দ্বারা উপস্থিত হইলে বা পর
নিখিলে জানিতে পারিবেন। ইতি।

জি. আর. টি, বতহিল দাঃবেব।

মোঃ পাটকাবাড়ি।

জেলা মুরশী দাঃবাঃ থানা নওয়া।

প্রেরিত পত্র।

মান্যবর জিগুজ সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয়।
সমীপে।

মহাশয়। আপনার ৩রা ফাল্গুনের সোম-
প্রকাশ পত্রিকায় ১৮০ পৃষ্ঠায় বাজমাতি
অধীন পাটকাবাড়ি দোনব অত্রাহীর অগুণি
লোকটির সম্প্রদায়ের ভাব পাঠকবর্গের নিম্ন
পরপ্রবক কর্তৃক অর্পিত চতুঃপাশ বুদ্ধাভ্যাস
পূর্ণ করিয়া আপনাব নিম্নলিখিত পাঠাই, অগ্রহ
পূর্বক আপনার এই সোমপ্রকাশের একপাশে
স্থান দিয়া বাধিত করিবেন।

পরিভ্রমক যণ।

জিঃজিঃবাঃবেঃ দরশিধরহুজো বাঃগেঃ

হুঃগোঃ

প্রাঃদেঃবাঃ (দৈঃ) ভবঃজিঃ অত্রবিঃদিঃ

ভাবিঃনীঃতোঃযণ।

জিকালীনাঃশর্মা তমঃহুতঃশর্মা শান্তবীভক্তিঃ

শাকে রানেশ্বর টেকী গুঃনিঃদঃদঃদঃদঃদঃ (খীঃ)

ধেঃবৈঃ ভেঃবৈঃ ১১ঃ

মোকর্প যণ।

দরশিধর পুর বাঃদেঃজিঃহুঃ জগতঃরিঃ

সন্তোঃদার্থেঃ দৈঃবাঃ ভবঃনীকেঃ প্রঃদঃ সোঃদঃ

গৃহঃ বেঃনিঃযমিতঃক্রিয়াঃ দ্বারাঃ দনঃ করিয়াঃ

তৎপরঃ রাঃদেঃজিঃ কঃজিঃ জাতঃ দ্বঃগাঃভিঃ

পরাঃয়ণঃ কাশীনাঃগঃ ঠাঃকুরঃ ১৬১০ শাকেঃ এইঃ গৃঃ

খীঃদেঃবীঃ ভবঃনীকেঃ (সঃর্জনঃলাঃকেঃ) সমঃ

কঃনঃ। রামঃ ৩ঃ ইঃমুঃ ১ঃ, বটঃ ৬ঃ, কুঃ অর্থাঃ

দরশিঃ ১ঃ, অঃসঃবাঃনাঃগতিঃ এইঃ নিঃদঃদঃলাঃ

১৬১০ হইল।

বঃশঃ

জিঃদামঃদঃসেনঃগুঃ কবিঃরাজঃ

বিঃদাসীঃপাড়া, নিঃদঃ আসাম, হুঃজীঃ

সোমপ্রকাশের পাঠক, গ্রাহক ও সম্পাদক

মহাশয় সমীপে।

সোমপ্রকাশের নিকট বিহার প্রহর।

পুজাপাদ অর্গীর দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণে

কৃত্যের কিছুদিন পূর্বে এইরূপে নির্ধারিত 'সোমপ্রকাশ' সম্পাদকের তার আবার হস্তে ভর্য ছিল। এই বীরকালের মধ্যে সম্পাদকের হস্তে বিজ্ঞাপিত বা অপর কোন লেখক কখনও আনাকে লাভ্য করা হয় নাই। আমি নানা কারণে যত্ন থাকিয়াও কেবল গুরুত্বের পুষ্টি, কীর্তি ও সম্মান প্রকারে জন্ম এতদূর গুরুত্ব হস্তে লইয়া বহন করিয়া আসিয়াছি। সম্বাদপত্র সম্পাদকের তার অধেশ্বাসীর হাশবের তার, বহনশীল রাস হইয়া সেবকের বাবা কহে গিয়া আমি পদে পদে জন্ম প্রমাণে পণ্ডিত হইয়াছি, পদে পদে বিদ্যাসম্বন্ধে গুরুত্ব ম্যার অর্থেও যৎ প্রকৃষ্ট লেখায়, অর্থেও যৎ নিজের আর্থে অর্পণ করিয়া খীর অবশেষ-তা পরিচয় দিয়াছি। এই বীর কালের মধ্যে যদি কখনও সোমপ্রকাশ একজনদেরও যৎ লক্ষ্য এবং উন্নতির আশাও প্রকাশ করিয়া থাকে, একজনকেও বিপদ হইতে সংপদে আনিতে সাহায্য করিয়া থাকে, একবারও কখন রাজ্যের কর্তব্য বিষয়ে সুপারামর্শ দিতা থাকে, তবে সে পৌত্তব্য আমার মধ্যে—সে সেই সোমপ্রকাশের জন্মদাতা সোমপ্রকাশের অন্তর্ভুক্ত নীল অঙ্গুরাগমাত্র। সম্মানে, সম্মানে, অবশেষতার কারণে অবশ্য অবশেষ সেবার অনস্পৃহ যৎ যে সকল অপরাধে অপরাধী হইয়া এতদিন সোমপ্রকাশের লেখক অবশেষ শাসীর সৎ কর্তব্যে অকল হইয়াছিল তাহার জন্ম দায়ী আমি—সকল দার তাহার অন্য আমি সোমপ্রকাশের পাঠক এবং গ্রাহকগণের নিকট কমা আর্থনা করিতেছি।

"সোমপ্রকাশ" এখন একজন সুপণ্ডিত অধ্যাপকের হস্তে অর্পণ করা হইয়াছে। আশা করি লেখক ইহার জন্ম হাতের উপর লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে পারিবেন। যুগ লেখকের সহিত আমার পরিচয় নাই। তথাপি বহুভাবে তাঁকে দুই একটা পরামর্শ বিলেও বোধ হয় কোন কঠি হইতে না। ১ম, সোমপ্রকাশের জন্মদাতা রক্ষণশীল প্রকৃতির লোক ছিলেন না। সোমপ্রকাশ হিন্দুর পত্রিকা হইবে। কিন্তু এই অসুপণ্ডিত হিন্দু জাতির বাজ্যতে বিবিধ প্রকারে উন্নতি হয় যে দিকে তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। আজ কাল হিন্দু সমাজে দুই প্রকারের সমাজের আদর্শ। এক সমাজের উদ্যমশীল, উৎসাহ পূর্ণ কিন্তু "উন্নতি" "উন্নতি"

করিতা বিশেষ দ্বারা। ২য়, ইংরাজিভিত্তিক যুগ-কগণেই প্রায় এই সমাজবাহক। এই সমাজবাহক উন্নতিশীল যৎ অতিবিত্ত করা বাইতে পারে। আর এক সমাজবাহকের লেখক আছেন তাঁহার পুরাতন নিয়ম পদ্ধতির সম্মান করেন। অতিক্রমতা ও দূর বর্নিতর শোষণ-প্রিয় যৎবা নিষ্কণ করিয়া প্রত্যেক যুগের প্রকৃতির সমালোচনা করেন। কিন্তু সময়ে সময়ে যুগের বিষয়ের বিচার বিবেচনা করিতে করিতে উন্নতির জন্ম দুর্ভাগ্য চলিতা যায়, সংস্কারের লক্ষ্যকর্ম অতিবাহিত হইয়া সম্মান চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। বহুতর বিবেচক গণই প্রায় এই সমাজের ভুক্ত। এই সমাজবাহকে রক্ষণশীল সমাজের নামে অতিবিত্ত করা বাইতে পারে। যারকানায় বিদ্যাভূষণ প্রকৃতির যৎ সমাজবাহক ছিলেন না, অর্থাৎ এই উন্নত সমাজবাহকের সম্মান সম্মান তলিবিৎ সোমপ্রকাশের প্রত্যেক স্তম্ভে অস্বাভাবিক থাকিত। তিনি যুগের উৎসাহ ও স্তম্ভের বিবেচনা একত্র করিয়া সকল কারণের অবতারনা করিতেন।—সোমপ্রকাশও বহুকাল পর্যন্ত এইরূপ উদ্যম অতিক্রমতার দ্বারা সাধারণ জীতি ভাঙ্গন হইয়া আসিয়াছে। সোমপ্রকাশের বর্তমান লেখক এই উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কার্যক্ষেত্রে অবতরণ করিলে যারকানায়ের কীর্তি গরীবনী করিতে পারিবেন। ২য়, বিদ্যাভূষণ কোন বর্নীর বিবেচনা ছিলেন না। বাহ্যের কোন বর্নসমাজবাহকের প্রাণে আশাও লগে তাঁহার লেখনীর আগে প্রাপ্ত তাব বা প্রাপ্ত তাবা কখনও প্রকাশিত হয় নাই। বিদ্যাভূষণে সোমপ্রকাশ চিরদিন সমদর্শী হইয়া আনুকূল্যচিহ্নিত মানা বর্ন-সমাজবাহকের নিকট তাবদর্শী হইয়াছিল। যুগ লেখকের এই দিকে দৃষ্টি রাখা নিত্য কর্তব্য। ৩য়, রাজ্য, সমাজ, ও বর্ন এই তিনের প্রতি সমাজবাহকের বিশেষ বিশেষ কর্তব্য আছে। বাহ্যের এই তিনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া অবশ্য ইচ্ছামগকে গোঁব উদ্দেশ্য মধ্যে পরিগণিত করিয়া কেবল পসার জাঁকাইবার জন্য গ্রাহকসংখ্যা বৃদ্ধি করিবার দিকে যুগ উদ্দেশ্য স্থাপন করেন তাঁহা সমাজবাহকের সম্পাদক ও লেখক পদের অঙ্গ-ভুক্ত। বাহ্যের কর্তব্য কেলিতা যৎ চাটেন, অর্থাৎ চাটেন, যৎ সম্মান তাঁহাদের অদৃষ্টে হইবে না। বাহ্যের কেবল কর্তব্যের দাস হইয়া

কার্য করেন, সম্মান এবং যৎ সম্পত্তি আশা হইতে তাঁহাদের তাগো বনাইয়া আসে। সোমপ্রকাশের লেখক এবং কার্যসম্পাদক উভয়ের প্রতিই আমার এই বক্তব্য।

৪র্থ—সোমপ্রকাশের তাবা মরল এবং যুগের হওয়া চাই। পাঠক যৎ সোমপ্রকাশের বিষয়ের দিকে দৃষ্টি করেন তাঁহার তাবা দিকেও তাঁহার সেইরূপ দৃষ্টি। যৎ তাবা যে কিছু উন্নতি হইয়াছে বিদ্যাভূষণের সোমপ্রকাশ আশাও বিশেষ সাহায্য করিয়াছে। সোমপ্রকাশ যে বর্নীর সমাজবাহকের বর্নমাত্র তাবার জটী ও শিকক সেবকের তাবা করিয়া রাখা কর্তব্য।

৫ম—গ্রাহকের অত্যন্ত আশঙ্কায় অনেকগুলি সমাজবাহকে উপহারও প্রদত্ত হইয়াছে। সোমপ্রকাশ প্রকাশিত হইতেছে। কোন কোন সমাজবাহক এই উপায়ে গ্রাহক বৃদ্ধি করিতে গিয়া অনসন্মানে অর্পণ হইয়াছেন। সমাজবাহকের এই ব্যঙ্গসী বিদ্যাভূষণ আশঙ্কায় বিদ্যাভূষণ পাঠকসংখ্যার নিকট এই জাতীয় সমাজবাহক নিকট হইয়া পড়িয়াছে। এখানেও আশঙ্কায় পড়িবার আশঙ্কা হইবে না। সোমপ্রকাশে প্রাপ্ত বিদ্যাভূষণ কখনও প্রকাশিত না হয় ইহা আমার এবং সোমপ্রকাশের জন্মদাতার প্রতি আশঙ্কা। ইহা এই প্রাচীন সমাজবাহকের নামে কলম পড়িতে সোমপ্রকাশের জন্মদাতার কীর্তি হ্রাস হইবে।

সোমপ্রকাশের গ্রাহক এবং পাঠকগণ একটা কথা বলিয়া আমি বিহার প্রবেশ করিব। অনেকের নিকট ইহা বৃদ্ধির পরিচয় হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার ইহার আশঙ্কা কত বিবেচনা করিয়া আনাকে কমা করিবেন। পাঠক গ্রাহক এবং অবশেষশাসীর প্রতি সোমপ্রকাশের যৎ বর্ন্য আছে তাঁহার পেরও সোমপ্রকাশের প্রতি সেইরূপ কর্তব্য আছে। সোমপ্রকাশের জন্মদাতা যারকানায়ের নিকট বহুবাসী মান্যপ্রকারে এদী আছেন বাহ্যের বহুবাসীর আশঙ্কা করেন, বাজারী সমাজবাহকের পৌরব করেন, সংসাহন ও সমাজবাহকের সম্মান করেন, তাঁহাদের সকলকে বিদ্যাভূষণের নিকট প্রত্যক্ষতা অধিকার করিতে হইবে। সোমপ্রকাশ সেই বিদ্যাভূষণের কীর্তি শিকিত গ্রাহক, ও পাঠকগণ কি বিদ্যাভূষণ সেই কীর্তি সম্মান বর্নিত চেষ্টা করিয়া না। সোমপ্রকাশের পদে যৎ যৎ

তাহা বঙ্গবাসী পাঠকগণের গোঁড়বির বিবরণ
হইবে, সোমপ্রকাশের বহিঃপত্র হইতে
আহাতে বঙ্গবাসীর অর্থ হীনতার পরি-
চয় প্রদান করিবে। হারকানাথের অবিদ্যা-
বানে হারকানাথের নিকট উপস্থিত পাঠকগণ
উহার উত্তর কীৰ্ত্তি সোমপ্রকাশের পত্রের
বর্ধনের চেষ্টা করেন, ইহাই উহার নিকট
আবার বিশেষ অঙ্গুরোধ। অমূল্য ৬ হাজার
টাকা। সোমপ্রকাশের কৃতপূৰ্ব্ব এবং ইহাবীতন
প্রাক্কগণের নিষ্ঠা অসামান্য পড়িয়া আছে।
এই টাকা সংগ্রহ হইলে সোমপ্রকাশকে
বিশেষ কতিপয় হইতে হইবে, যত ইহার
আয়ঃশব্দ হইতে পারে। বহিঃপত্র কানাথের
শ্রুতি চিত্তরক্ষা করা আবশ্যিক হয়, সোম-
প্রকাশেরকণেই সে উদ্দেশ্য সাধিত হইতে
পারে। বাহারী বঙ্গ প্রতিষ্ঠা স্থাপনক এবং
বাহারী হারকানাথের নিকট লিখিত প্রণামী
শিলা করিয়া প্রতিপাত করিতেছেন, সোম-
প্রকাশের উপর উহারিগেরও দৃষ্টি রাখা
কৰ্ত্তব্য।

আবার কথা কর্তী শেব হইয়াছে। এখন
কালের আশীর্বাদ লইয়া আমি বিহার
গতিতেছি। আমার মায় নিত্য অযোগ্য
যাতি যে সোমপ্রকাশের লেখক হইয়া এক
ইদং কাটাতে পারিয়াছে তাহা পাঠকগণের
বিহীনতার পরিচয়। আমি প্রতি সত্তাহতে
একবার আমার মঙ্গলসী তাই বঙ্গগণের সহিত
সাক্ষাৎ করিওন। সে আমদের কাল শেব
হইয়াছে। এখন কেবল এই প্রার্থনা করিয়া
সবসর মইতেছি যে উত্তর সোমপ্রকাশের
চল্যণ করুন।

বিনয়ানন্দ
ঈরামলাল চক্রবর্তী
রাজপুর।

সোমপ্রকাশ।

২৪একাদশ সন ১২৪৩ সাল

ব্রহ্মরাজ্য লইয়া বংকাল ইংরাজ বং-
হরদিগকে ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকিতে
হইতেছে। কোন এখন পরাক্রান্ত
সেনাপতি নিজ বুদ্ধিবিন্যাসে কিছুকাল

জন্য ব্রহ্মরাজ্যে শাস্তিস্থাপন করিতেছেন
আবার তিনি অগতঃ হইলেনই- হুঁদাত হুত
গণ য য ভীমমুষ্টি ধারণ করিতেছেন।
এই সে দিন সারু ক্রেডরিক রবার্টস, ব্রহ্ম
রাজ্যে উত্তম রূপে শাস্তি স্থাপন করিলেন,
কিন্তু আরও অনিতেহি নাকি তিনি অগ-
তঃ হইবার উপক্রম করিতে করিতেই
হুয়গণ ভয়ানক উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছে।
এ উপদ্রবের যে কবে একেবারে শান্তি
হইবে তাহা বলা যায় না। বাহা হউক,
এরূপ আর কিছুদিন চলিলে ভারত গবর্ণ-
মেন্টকে অনেক কতিপয় হইতে হইবে।

আমাদিগের সুযোগ্য সহযোগী লিবা-
রেন্স বলেন যে, কোন এক জন আমেরিকা
বাসী সুরাপানজনিত বদেশের অমঙ্গল
সম্বন্ধে নিম্নলিখিত রূপ তালিকা প্রদান
করিয়াছেন। এ ব্যবসারে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে
৬০০০,০০০,০০০ ডলার মুদ্রাও পরম্পরাসম্বন্ধে
ও উক্ত পরিমাণ ব্যয় হইয়া থাকে। কিন্তু
ঈদৃশ মাদকদ্রব্যসেবনে কত অনিষ্ট হয়
তাহাও দেখাইরাছেন :—১০,০০০,০০০
ডলার মুদ্রা মূল্যের সম্পত্তি দহ ও নষ্ট হয়,
৭০০০০ জীবন নষ্ট হয়, ৩০,০০০ বিধবা
হয়, ১,০০০ অনাথ বালক হয়, ৫০০
উন্নত হয়, ২৫০ হত্যা কও সমাহিত হয়,
৫০০ আত্মহত্যা হয়, ৫০০,০০০ লোক কারা-
রুদ্ধ হয়। এই তালিকাদর্শনেই স্পষ্ট প্রতীয়-
মান হয় যে, সুরাপান অপেক্ষা অমঙ্গলকর
বিষয় পৃথিবীতে আর কিছুই হইতে পারে
না। অতএব এ বিদ্রোহ হইতে আমা-
দিগের একেবারে বিরত হওয়ারই সর্বতো-
ভাবে প্রেরণকর। কিন্তু অমুন্য বদেশীরগণ
বেরূপ অন্তঃসারশূন্য হইরাছেন, তাহাতে
যে এ কুৎসিত কার্য হইতে সহসা নিকৃতি
লাভ করিতে পারেন ইহা অসম্ভব বলিলেও
অত্যাতি হয় না। তবে গভর্ণমেন্ট একটু
স্বার্থপরিত্যাগ করিয়া যদি এ বিষয়ে
কটাক্ষ করেন তাহা হইলে কালক্রমে,
আমরাও কালকূট হইতে পরিজ্ঞান পাইলেও
পাইতে পারিব।

বোম্বাই বঙ্গবাসী কতকগুলি প্রাচীন
এবং ন হিন্দুনিবাসিগণ ও পাসি রেসিডেন্স
গণ বোম্বাই গভর্ণমেন্ট নিকটে গোহত্যা
নিবারণ জন্য এক আবেদন পত্র প্রেরণ
করিয়াছিলেন। তাহার কল কতক কলি
রাহিল। তত্বে মুসলমানেরা কুবিলি দিব
গোহত্যা করে মাই। বাহাহউক, ইহা
কিঞ্চিৎ পরিমাণে অশাশ্বত বলিতে হইবে।

—০০০—

মহারাজ গুইকরারের বিদ্যাভ্রমণ বিবরণ
গুনিতা আমরা বৎসরোনাশি সুখী ও আশ-
ন্বিত হইলাম। মহারাজ নিজরাজ্যে শিক্ষা
চর্চার জন্য প্রাচ্যক বৎসর ৩০টী কলি
শিখবিদ্যালয় স্থাপিত করিতে অর্পণ
করিয়াছেন। তিনি একটী কুবিলিদিয়াল
স্থাপন করিয়াছেন। বাহাহউক, এরূপ
বহু ব্যক্তিমগের বিদ্যাভ্রমণ জন্মিলে
দেশের কতদূর হিতসাধন হইবে তাহা লেখক
প্রকাশে অক্ষম। মহারাজ গুইকরারের
এ বিষয়ে যাদৃশ উৎসাহ দেখিতেছি, তাহা
সমাবসর র'জগণের যদি তাদৃশ উদ্যম হয়
তাহা হইলে ভারতভূমি যে অচিলে উন্নতি
পরাকর্ষ প্রাপ্ত হইবে তাহাতে আর অণু
যত্ন সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদিগের এ
অনুরোধ, যেন আর্থশিক্ষাপ্রণালীতে শিক্ষা
দেওয়া হয়। নতুবা ভারতের পতনোন্মু-
খীকীৰ্ত্তিও ভূত্বিত হইয়া অচিরেই রে-
কণায় পরিণত হইবে, ও ভবিষ্যৎ আশা-
লতা সমূলে উৎপাটিত হইবে।

—০০০—

আমাদিগেরবর্তমান ছোটলাট স্বজাতীয়পন
সমর্পনে বিশেষ স্বত্ববান। কলিঙ্গ বে ডি
মুলের কোন শিক্ষক সঙ্গীক পাঠকাথে
ব্রতী ছিলেন বলিয়া মাসিক ৮০ টাকা
করিয়া বেতন প্রাপ্ত হইতেন। কিন্তু বর্ত-
মান ইনকম ট্যাক্স প্রচলিত হওয়ারপরে
সেই বেতন এরূপ একত্র জড়িত থাকিলে
অবশ্যই উহাদিগকে ইনকম ট্যাক্স দিতে
বাধ্য হইতে হইবে, এই বিবেচনার প্র-
লাট বাহাদুর উক্ত বেতনকে ৪০ টাকা
হিসাবে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া শিক্ষক

স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা বিপ্লব হইতে
কিন্তু কলিকাতায়। সকলের প্রতি এরূপ
কল্পনা হইলে বড়ই ভয়ের বিষয় হয়।
অতীত কালের সময় যোগ আর এ সময়
বিয়োগ।

মুম্বাই মিউনিসিপালিটি মধ্যে চৌধুরী বৃষ্টির
ক্রমেই প্রাথমিক লক্ষিত হইতেছে। চৌধুরী ভয়ে
প্রাথমিক লক্ষণ সর্বদা লক্ষিত হইয়া কালবাহন
করিতেছে। আমরা ইহা পূর্বে সোমপ্রকাশে
প্রকাশ করিয়াছি কিন্তু বঙ্গীয় গবর্ণমেন্ট এমনি
নিশ্চিত যে কিছুমাত্র অসুস্থতাই নাই।
এই উদ্যোগ প্রবন্ধ পুনরায় ৩১ নতুন চৌধুরী
সংবাদ আমরা প্রাপ্ত হইলাম। একটি জগদল
বিবাসী জমিদার বংশীয় বাবু নরেন্দ্র নাথ বোয়ের
বাড়ীতে, আর একটি হরিনাথি বিবাসী বাবু
বহুনাথ ভট্টাচার্য্যের দোকানে, অপরটি রনিক
বহুনাথ দোকানে। কোনটিতে কিরূপ ভ্রম অপস্থত
হইয়াছে তাহা আমরা বিশেষ অবগত নহি।
আবার সংবাদ পাওয়া গেল বাকুইপুর মিউনিসি-
পালিটীকৃত রামনগর গ্রামে বাবু কৈলাশচন্দ্র
সোয়ের বাড়ীতে এক প্রকাণ্ড ভাঙাইতি হইয়া
গিয়াছে। তথা গেল ৩৫ শত টাকার অলঙ্কারাদি
ও নগদ টাকা অপস্থত হইয়াছে। এইরূপ
ক্রমে যে অচ্যুত হুজি হুজি লাগিল উহার
উপায় কি? শান্তিময় হাঙ্গামার কর্তা পুলিশের
উপর প্রাপ্তবৃত্তের জীবন, ধন, মান, সমুদয়
অর্পণ করিয়া পরম স্থানে শ্রদ্ধাভিলাষের স্থানে
বিতরণ করেন। পুলিশ বিভাগ বৃষ্টি হইতে
প্রাপ্তকাল বেরপ নিমিত্ত আজও সেইরূপ
নিমিত্ত। যখন শাসন কর্তার দৃষ্টি পুলিশের
উপর কিরূপ লক্ষ্য নিশ্চিত হয় তখনই এই বোর
নিমিত্ত জালতম্বা হয় যায়। কর্তা বেরপ নিশ্চিত
হইয়া বিতরণে প্রবৃত্ত পুলিশও সেটরূপ স্বেচ্ছায়
অগ্রসর নিবয়। প্রাথমিক লক্ষণ শান্তিময় রাজার
শাসনের উদ্যোগে দেবীরা ধন মান জীবন লইয়া
ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। লোকের আহার
নষ্ট, নিদ্রা নাই। কেবল অশান্তি বিরাজ করি-
তেছে। এমন সময়ে মিউনিসিপাল কর্তারা
কি বলিয়া হস্ত কালম পূর্বক নিশ্চিত আছেন।
উদ্যোগ নীতি এইরূপ একটি উপায় উদ্ভাবন
করুন। কেবল ট্যাক্স আদায়ের পরিপাটী করিলে কি
হইবে। প্রজার রক্ষা না হইলে ট্যাক্স আদায় কি
সম্ভব হইবে।

আমরা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম
যে জুবিলি কণ্ঠে টাকা আদায় কবিবার
জন্য বোম্বাই ও বাকালার কোন কোন
অংশে অনেক অচ্যুত হইতেছে। প্রজা-
দিশের নিকট বলপূর্বক টাকা আদায় করা
হইতেছে। সময়ে সময়ে, প্রজাগণের যেমন
অবস্থা তাহার অতিরিক্ত পরিমাণে
টাকা সংগৃহীত হইতেছে। দান দাতার
আরত্যাধীন হইলেই বড় দুঃখের হয়।
যে বিষয়ের জন্যই হউক টাকা বলপূর্বক
সংগৃহীত হইলেই শান্তির উদ্বোধনক
হয়।

আমাদিগের সুযোগ্য সহযোগী হিন্দু-
প্রেন্ট্রিট বলেন যে, বেকল গভর্ণমেন্ট অনেক
সংশয়ান্বিত পর জীযুক্ত রায় রামশঙ্কর সেন
বাহাদুরকে স্পেশাল পেনসন দিবার জন্য
অনুরোধ করিবার সুযোগ পাইয়াছেন। উক্ত
মহাশয় যদিও কৰ্ম্মক্ষেত্র ছিলেন তথাপি
তাহাকে আর অধিক দিন কাঙ্গাল করিতে
অসম্মতি দেওয়া হয় নাই। কিন্তু ইহাও অপেক্ষা
অনেক অনুপস্থিত ব্যক্তিও এরূপ অনুগ্রহ
প্রাপ্ত হইয়াছেন। রামশঙ্কর বাবু এক জন
উন্নতমান্য সুযোগ্য ও অশঙ্কপাতী কর্ম্মচারী
ছিলেন।

২৩এ ফেব্রুয়ারি পাবলিক সার্ভিস কমি-
শন বেকল কাউন্সিল চেয়ার অধিবেশন
করিয়া মিলিথিত ব্যক্তিগণের হাক্স প্রচণ্ড
কলিয়াছেন :- বাধারগত বিবাসী স ইন্দ্র
মহম্মদ হোসেন, অবর্ডিনেট জুডিসিয়াল
সার্ভিসের পেনসন প্রাপ্ত জীযুক্ত বাবু
মহেন্দ্রনাথ বসু, কভেনেন্টেড সার্ভিসের
জনৈক সভ্য মিঃ ডবলিউ, এচ গ্রিহলি,
কলিকাতার জনৈক বণিক ও জমিদার
জীযুক্ত রাক্ষা দুর্গাচরণ দাশা; ভারতবর্ষের
ব্যবস্থাপক সভার জনৈক সভ্য প্রেসিডেন্সি
ম্যাজিষ্ট্রেট অনারেবল সইয়দ আমির
হোসেন, সার ই, বার্চ, পবিত্র মহেশচন্দ্র
নাথরায়, বাকালার পোষ্ট মাস্টার কেনা-
রেল মিঃ এচ. এম. কিং জি. এস, দার-

ভাট্টর মহারাজা সার মহম্মদ সিংহ
জীযুক্ত বাবু গিরীন্দ্রনাথ বুদ্ধোপাধ্যায়
মিঃ এম, সি, গ্যাসিয়ার, এডিক্সলচারের
ডিপার্টমেন্টের ডাইরেক্টর মিঃ এম, কিং
কেন, এবং তেপুলী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেজ
জীযুক্ত বাবু পার্শ্বভীচরণ রায়।

—

আমাদিগের সহযোগী হিন্দুপ্রেন্ট্রিট
বলেন যে, আরলণ্ডে দিন দিন অশান্তি
রুদ্র হইতেছে। কৰ্ম্মপ্রণালীতে অত্যন্ত
বিশৃঙ্খলতা হইতেছে এবং অধিকাংশ
গণ কর্তৃপক্ষীয়দিগের আজ্ঞা প্রতিপালনে
পর্যাপ্ত হইতেছে। আর্কবিধান কোর্স
আরলণ্ডবাসীদিগকে করা দিতে বার
করিয়া এক পত্র লেখেন। এ সমস্ত প্রব-
আমরা অতি আশ্চর্য হইতেছি। যে দিকেই
দেখি সে দিকেই কোন না কোন অশান্তি
বিষয় দেখিতে পাই। সর্বত্রই অশান্তি
সকল লোকই উদ্ভ্রান্ত। কি ভরতের বংশের
বাহা হউক, উহারে রূপের বিশৃঙ্খলতা দূরী-
কৃত ও সর্বত্র শান্তি স্থাপিত হইলেই সকলে
সুখসম্মত কালান্তিগত করিতে পারে।

—

ট্রেট সেন্টেলমেন্টের মধ্যে বোধ হয়
যুদ্ধ বিগ্রহ হইবার সম্ভাবনা হইতেছে
না বুঝানের এডমিনিস্ট্রেটর সিদ্ধাপুর গভর্ণ-
মেন্টকে জানাইয়াছেন যে, স্থল সুলতান
নকে মৈম্বারগের লোকেরা তাহাদের অধি-
পতি স্বরূপ খাঁকাব করে নাই বলিয়া উক্ত
স্থলতান উহারিগকে আক্রমণ করিবার
উপক্রম করিতেছেন।

—

আমরা শুনিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য হইলাম
যে, উদারচেতাঃ মিঃ জে, স্ম্যাগ পালিমা-
মেন্ট মহাসভার জনৈক সভ্যরূপে নির্বাচিত
হইয়াছেন। রক্ষণশীল দল অপেক্ষা তাহান
পক্ষে ৫৭৫ খানি সম্মতিপত্র অধিক হইয়াছিল
যাণ হউক, উহারে রূপায় ইনি যে নির্বা-
চিত হইয়াছেন ইহা ভারতের পরম সৌভ-
াগ্যের বিষয়। কারণ, ইহা জগতে দরিদ্র
বদ্ধ অতি বিদগ। ইনি এক জন ২৩

সংকেত, ধর্মপরাধ, মহামনা, বিশ্ববন্ধ।
হা হারা যে সকলের সমভাবে উপকার
হবে তাহার আর কোন সন্দেহ নাই।

বড় লাটের সমলে সিমলা পাহাড়ে বাইবার
সংকেত মিলিত যে আলোচন হইতে
হল, তাহা একে একে কিছুদিন স্থগিত রাখিল,
তাহা যজ্ঞিগণও পূর্ণমত অসম্মত ভাবে
উত্তরাধিকার ব্যয় প্রাপ্ত হইবেন।

অবোধ্যার মহাভাষ্য কলিকাতায় দলিত
গণকে জুবিলি উপলক্ষে দান করিবার জন্য
গঠিত গঠনমণ্ডলের হস্তে ১০০০ টকা পাঠ-
াচ্ছেন। কলিকাতা মিউনিসিপালিটির
তাপতি এই কার্যের ভার প্রাপ্ত হইয়া
কলিকাতায় প্রধান প্রধান দানশালার
দান করিয়াছেন।

পঞ্চম গঠনমণ্ডল পট্টালা হইতে বাতিভা
পর্যন্ত রেল গাড়ি চালাইবার জন্য জমি
বর্ডে করিবার আদেশ দিয়াছেন। প্রস্তাবিত
জমি নাকি অতি শূণ্য, কারণ, তথা হইতে
১০০ মাইলের মধ্যে ও কোন রকম একটী
ও নদী নাই।

ভারতবর্ষের রেল গাড়ীতে ইলেকট্রিক
আলোক দিবস প্রচলিত হইতেছে। টেট-
সেক্টরী ও অন্যান্য কর্তৃ পক্ষীরা উদ্ভ-
মত সমর্থন করিতেছেন। এরূপ প্রস্তাবের
কারণ কি? সামান্যতঃ দুইটী কারণ
দেখিতে পাওয়া যায়। ১ম, আলোকের
উজ্জ্বলতা, ২য়, ব্যয় সংকেত। উভয়ে
বিষয় দেখিতে গেলে আমরা এই বলিতে
পারি যে, অধুনাতন আলোকের বায়ু
উজ্জ্বলতা, তাহাতে কোন বিশেষ অসুবিধা
হয় না। বোধহয় ইলেকট্রিক আলোক
হটলে যজ্ঞিগণের নিজের বিশেষ ব্যাঘাত
হটবে এবং সময়ক্রমে ইহা দ্বারা কোনরূপ
চূর্ণনাও ঘটতে পারে। ব্যয়সংকেতের
বিষয় আমরা কিছু কিছু চাহি না।

তবে এই বলিতে পারি যে, বহুলা অধিক
পরিমাণে অসুবিধা হয় ও আংশিক স্থগ-
ততা হয় তাহা সর্বজনসম্মোদিত হইতে
পারে না।

অন্যদিকের মহান দান সম্প্রদায় যত
তোপ ধনি হইত একে একে তদাশ্রয় অর
হুইত। তোপ ধনি অধিক হইবে। আশা-
দেব সহযোগী হিন্দু পেট্রিয়ট বলেন যে,
“কে ন কোন ব্যক্তি বিবেচনা করেন যে,
মহারাজ লেডিভক্‌লিন্‌ ফণ্ডে ১১০০০ টকা
নিয়া কি এই দুইটী মাত্র তোপ পাইলেন?
দেব নহ বেশি হইয়াছে”। আমরাও তাহাই
বলি।

ইতিমধ্যে মিরপুরের কোন সংবাদ দাতা
বলেন যে, পাবনার জুবিলি দিবসে মহেশ-
চন্দ্র সাহা নামে একব্যক্তি ডিস্ট্রিক্ট
স্পারিটেডেন্ট মিঃ ককস কর্তৃক পদাঘাত
হইয়া উহর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে।
সুবিজ্ঞ বিচারক মিঃ ডাউএল এবিধের
যথার্থ ন্যায়গণ্ডি বিচার করিয়া অপরাধীর
২০ টকা জরিমানা করিয়াছেন। ভারত-
বিজ্ঞানী মহাপুরুষ একজন সাধারণ দেশী-
য়কে জরিমানা করিয়াছেন বলিয়া যে
ঈদৃশ সুবিচার হইল ইহা অতি আশ্চর্য।
বাহ্য দৃষ্টিকোণে আশাশ্রয়।

সেন্টপিটসবার্গের কার্যে মিলিটারি
অটোচ কর্ণেল জন ভিগম্‌, ভারত কর্তৃক
নিহত হইয়াছে, এই মিথ্যা জনরব অতি
কুৎসিত ভাবে প্রকাশ করার জন্য পটল-
ডায়র নকরিয়েন সংবাদপত্রের সম্পাদক
হার গুড্ডাড প্রেটস ও সত্তাহের নিমিত্ত করা
রুদ্ধ হইয়াছেন। ঈদৃশ মিথ্যাবিহর প্রকাশ
করিবার প্রয়োজন কি?

আমরা জানিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম যে,
অধুনাতন ব্যয় সংকেত মিলিত আবেদনকারে
অনেকগুলি বহিঃ কর্তারিগণের কর্তব্য হইতেছে।
সুপ্রতি একাউন্টান্তি সেক্রেটারি আফিসের অধ্যক্ষ
মহারাজ ২২ জন মহাকারি কর্তারিগণের কার্যক্রম

করিয়া বিজ্ঞাপন দিয়াছেন এবং ইহারি
বে আর ও কর্তব্য জন মিলিত কর্তারিগণের কর্তব্য
হইবে। কিন্তু এমন করিয়া রূত ব্যয় সংকেত
হইতে পারে। যদি এখান দল হইতে ২০
জনকে ও অপহৃত করা যায় তাহা হইলে বোধ
হয় ২০ জনক নিঃস্ব কর্তারিগণের কর্তব্য অংশে
অধিক কল ব্যয়ক হইবে। অথবা প্রচুর বেত-
নের যদি নিয়ম মত কিছু আংশিক স্থগিত
করা যায় তাহা হইলে ও বিশেষ কল লাভ
হইতে পারে। নতুবা এ কার্তব্যকারি প্রবৃত্তি-
বালুকাব্যা দ্বারা সাগর বহন প্রায় মিত্র
ব্যর্থ হইবে।

আমাদিগের “স্বযোগ্য সহযোগী অরুত
বাজার পত্রিকা মিঃ বীম্‌সের একটী অরুত ১০০
বর্ণনা করিয়া এই মহাভার অধুনাতন পরিকল্প-
নাভিস্থ কমিসন্‌ সহজে অরুত সাক্ষ্য প্রাপ্তনের
কিনয়শে তেজু নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন। তাহার
যতাবট এটরপ। যখন তার লিপিল বীম্‌স
বাজার চোট লাট ছিলেন, তখন মিঃ বীম্‌স
বেহাভের কোন উপবিভাগের “ম্যাপিটেট
ছিলেন। একটা দুইটা লইয়া তিনি দারজিলিং
দেশে গমন করেন। তখন শিলিঙি। হইতে
দারজিলিং যাটবার রেল প্রস্থত হয় নাই, সুতরাং
মিঃ বীম্‌সকে অপরোহণে গমন করিতে হইয়া-
ছিল। ১০১২ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া তিনি অরুত
পরিবর্তন করিবার জন্য অরুত হইতে অরুতরণ
করিলেন। দেখিলেন যে, একজন কনটেবল সে
খানে উপস্থিত রহিয়াছে। তাহাকে যেতা বহিতে
বলিলেন। কিন্তু উক্ত ব্যক্তিকে অরুতরণে
অরুত দেখিয়া তিনি অরুতরণে আশ্চর্য
হইলেন এবং অতি রক্তভাবে বলিলেন “জানি
আমি কে? আমি ম্যাপিটেট”। ইহাতে কনটে-
বল উত্তর করিল “আমি জানি না তুমি কে? কি
ম্যাপিটেট হও আর মাই হও, তোমার খোজা
আমার কর্তব্যের মধ্যে পরিগণিত নয়”। উক্ত
উত্তরে মিঃ বীম্‌স একেবারে ক্রোধে প্রবৃত্ত
হইয়া উক্ত অরুতগণকে বিলম্ব কলমাত
লেন। কনটেবল মিঃ বীম্‌সের বিরুদ্ধে অরুত
যোগ করিবার নিমিত্ত দারজিলিং এ গমন করিয়া
দারজিলিং তখন সাক্ষ্য ভারতসম্প্রদায়ের
অধীন। কেবল একজন দারজিলিং সুপারিট
ডেপুটি ম্যাক কর্তারিগণ ইহার তদ্বাবধান করিতে
তদারীকন সুপারিটেডেন্ট উক্ত ব্যাপার
ইহার প্রতিক্রিয়ায় অন্য ভারত সম্প্রদায়
জানার। ভারত গঠনমণ্ডল ব্যয়

জাতির হস্তে কার্যভার প্রদান করেন।
 জার্মানি পিলি রীডন এবিগনের বিশেষ অনু-
 সন্ধানপূর্বক ইহার বর্ণনা অবগত হইয়া
 এই আদেশ প্রদান করেন যে, “মিঃ বীমসের
 চরিত্র দেখিয়া বোধ হয় যে তিনি পবলিক-
 সার্ভিসের উপযুক্ত নন, এবং তাঁহার
 কার্য হইতে অপসৃত হওয়াই কর্তব্য।
 কিন্তু তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিলেন বলিয়া
 এতদূর কঠোর আজ্ঞা প্রদান করিলাম না।
 কিন্তু সারজিলিং এ একটা সাধারণ সভা
 আহ্বান করিয়া মিঃ বীমসকে উক্ত অপ-
 রাধের ক্ষমতা কনট্রোলের নিকট ক্ষমা
 প্রার্থনা করিতে হইবে।” মিঃ বীমস এক্ষণে
 এ সকল বিষয় চুক্তি করিবার চেষ্টা করিতে
 লাগিলেন কিন্তু বেঙ্গল গভর্ণমেন্টের আদেশ
 আকস্মিক হইল বলিয়া তিনি আর পরি-
 হাণ পাইলেন না। অতরাং এক সভা
 আহ্বান করিয়া মিঃ বীমসকে সর্বসমক্ষে
 ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইল। এই সমস্ত
 দর্শনে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে ইনি এই
 প্রকৃতির লোক। তবে যে ইনি পবলিক
 সার্ভিস কমিশন সমীপে ভারতবাসীদিগের
 সম্বন্ধে অতি সামান্য ও অসঙ্গত মত
 প্রকাশ করিবেন তাহার আর বিচি-
 ত্ততা কি?

মিঃ জন্ বীমস্ সি, এস্।

বর্তমানের কমিশনের মিঃ জন্ বীমস্ সি,
 এস, মহাশয়ের কথা শুনিয়া আমরা স্পষ্টতঃ
 হইরাছি। ভারতবাসীগণ তাঁহার কি কোন
 কতি করিয়াছে, বাহার জন্য তিনি ইহাদিগের
 উপর ঈর্ষা বর্ষণ হইয়াছেন? কি আশ্চর্য্য!
 ইহাদিগের দেশে তিনি বাস করিতেছেন,
 ইহাদিগের শুভসম্পাদনে ভারত গভর্ণমেন্ট
 তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছেন, ইহাদিগের ধন
 হইতেই রাজ্য চালিত হইতেছে, তাহাদিগের
 উপর এত আক্রোশ? অন্য পান্ডিত্য প্রিয়!
 মিঃ বীমস্ পবলিক সার্ভিস কমিশন সমীপে
 বেঙ্গল সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে যে তিনি
 ব্যক্তিগতভাবেই বিরক্তিতাজন হইবেন ইহার
 আর সন্দেহ কি? কিন্তু ঈর্ষা অবজ্ঞা-হৃৎক,
 অসৌহার্দ্য-প্রবণ, তাহা প্রকাশ্যে উদ্দেশ্যে রক্ষা

কি? উদ্দেশ্য এই যে, ইহানীতন উন্নতি পন্থায়
 দেশীয়দিগকে একেবারে অধঃপাতিত করণ। কিন্তু
 কলে যে কি হইবে তাহা বলা যায় না। কারণ,
 যখন দেশীয় বিদেশীয় সমস্ত প্রধান প্রধান
 ব্যক্তিগণই তাঁহার মতের বিরুদ্ধ ভাবপ্রকাশ করি-
 য়াছেন, তখন যে এই এক অধিতীর কেবল-কল্পনা-
 সাগর-উদ্ভাবিত অপূর্বক মতের উপর বিশেষ
 নির্ভর করিয়া পবলিক সার্ভিস কমিশন রূপ কোন
 ব্যবস্থা করিবেন না, তাহা অত্যন্তবুদ্ধিহীন
 ব্যক্তিরও স্বপ্নমত হইতে পারে। মিঃ বীমসের
 উদ্ভাবনা নীতি দর্শনে আমরা অত্যন্ত উদ্ভাসিত
 হইলাম। তিনি দেশীয় রীতি, মীতি, আচার,
 ব্যবহার, ভাষা, প্রকৃতি প্রভৃতি বিষয়ের কোন
 রূপ বিশেষ অস্বস্তি প্রাপ্ত না হইয়াই নিজ
 মস্তিষ্ক আলোড়িত করিয়া অমূল্য রত্ন উদ্ধার
 করিতে ব্যতিব্যস্ত হইয়াছেন। তিনি বলেন,
 দেশীয়গণের কোন সুবিচারের ক্ষমতা নাই।
 অতএব ইহাদিগকে চিত্তিত সিন্ধিল সার্ভিসে
 প্রবেশ করিতে দেওয়া নিতান্ত অনিষ্টকর।
 তিনি আপনার দ্বির নিছান্তে ঈর্ষা বিধ্বস্ত যে,
 কোনরূপ প্রত্যক্ষপ্রমাণ সিদ্ধ বিষয়েও লক্ষ্য করেন
 না। তিনি দেশীয়দিগের বিশেষ পারদর্শিতার
 বিষয় দেখিতে পাইবেন কেন? লর্ড সেন্সবোর্ণ
 সার জেমস্ টিকন, সার বার্নস পিকক, প্রোকে-
 সার মার্কেসি, সার হেনরি মেন প্রভৃতি মহাশয়গণ
 ভারতবাসীদিগের সুবিচারসামর্থ্যের ছুরি ছুরি
 প্রমাণ পাইয়া গিয়াছেন; এবং দেখিয়াছেন যে,
 ইহারা কৃতবিদ্য ঈশ্বরাজগণ অপেক্ষাও এ বিষয়ে
 কোন মতেই ন্যূন নহে। মিঃ বীমসের সিদ্ধান্ত
 ঈর্ষা মতেই যে উহা ভারতগণকে ভূগল্যান করিয়া
 সর্ব উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। তিনি বলেন
 যে, ইউরোপীয় বিচারকগণ দেশীয়গণের স্তার
 এ দেশের আচার ব্যবহারাদি বিষয়ে অজ্ঞ। কিন্তু
 একথা সর্বজনবিরুদ্ধ হইলেও ইহা জমৈক সুবি-
 চারক-সুখনিঃসৃত বলিয়া অশ্রান্তরূপে সর্ববাদি
 সম্মত হইতেই হইবে। পরিণেবে আমাদিগের
 এই নিবেদন যে, যখন সার এম্. ই. অ্যাট্‌ সন্থ
 মহোদয়গণ ভারতবাসীদিগকে সিন্ধিলসার্ভিসে
 প্রবেশ করিতে অস্বস্তি প্রদান করিতেছেন তখন
 আর ভারতমঙ্গলসাধিনী ভীষ্মবৃদ্ধি প্রাজ্ঞগণ
 কেন এ বিষয়ে বাধা দিতে ব্যগ্র হইতেছেন?

—০২—

ব্রজরাজ্য ।

ইন্দ্রাজ্য অতি বিশাল। ইহা দিন দিন
 উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। যনে, বলে,

আরতনে, প্রভাসংখ্যার, বলিতে কি, সকল বিষয়ে
 বিশিষ্ট সমৃদ্ধি লাভ করিতেছে। এরূপ প্রভা-
 যে, পূর্বাধিক মহারাণীর রাজ্য হইতে অস্বস্তি
 হইতে পারেন না। রাজাদিগের ক্ষমতা হইলে
 প্রভাদিগের সকল বিষয়েই সুখ সমৃদ্ধি হইবে
 নিতান্ত সম্ভব, আবশ্যিক ও প্রার্থনীয়। কিন্তু হতভাগ
 ভারতবাসীগণের অন্তর্গত কলে তাহা ঘটনা উ-
 তেছে না। মহারাণীর রাজ্যে যেখানে যে কি
 ব্যয় হইবে তদ্ব্যতীত কেবল ভারত দ্বারী? তাহা
 হইলে ত ভারতবাসীগণকে একেবারে উৎস
 হইতে হয়। মহারাণী ভারতবাসীর এ বিশাল
 রাজ্য-মধ্যে কত শত সহস্র ভিন্ন-ধর্ম, ভিন্ন-প্রকৃতি
 ভিন্ন-বর্ণ আতিশয়িক বাস করিতেছে। তাহাদের
 মধ্যে যে কোন না কোনরূপ অশান্তি বর্জ্য
 থাকিবে ইহার আর আশ্চর্য্য কি? এতদ্বির নু-
 রাজ্য আক্রমণ ও বশীকরণ প্রভৃতি ব্যাপার
 প্রায়ই উপস্থিত হইতেছে। এ সমস্ত বিষয়ে
 রীতিমত বন্দোবস্ত করিতে হইলে অর্থের প্রয়ো-
 জন। কিন্তু সে অর্থের স্তর কি কেবল ভার-
 বাসীদিগকেই উদ্ধৃত করিতে হইবে? আমাদে-
 পকে ইহা ত কখনই বুদ্ধিবৃত্ত বলিয়া বোধ হয় না
 যে কোন নূতন দেশে নূতন কার্যাদি নির্মা-
 মহারাণীকে ব্যয়প্রসূ হইতে হইবে, সেই দেশ কি
 সাক্ষ্যসম্মুখে সেই দেশের সহিত বাহারি সম-
 তাহারাই সেই ব্যয়ের দারী হইবে। অধুনা ব্রজ-
 বশীকরণ বিষয়ে ভারত গভর্ণমেন্টকে অনেক ব্য-
 সহ্য করিতে হইতেছে এবং এরূপ যে আর ক-
 দিন চলিবে তাহাও কেহ বলিতে পারে না
 এই যে সমস্ত ব্যয় হইতেছে, ইহার স্তর কে দারী
 প্রথমতঃ, ইংলণ্ড; দ্বিতীয়তঃ, অস্তের যে সম-
 বিভাগ ইংরাজদিগের অধীনে আছে। ভারত-
 বিচার করিতে গেলে এই দুই স্থানীয়গণই ভা-
 হার ক্রমে ব্রজরাজ্যের শাস্তিহীনতা কালে
 ব্যয়নির্ভর্য্যে বাধ্য। তবে এই কথা বলা যায়
 যদি স্থানীয়বাসীরা নিঃস্ব হইতেন কিংবা স্থান-
 ব্যয় নির্ভর্য্য করিয়া কোনরূপ অবশিষ্ট ধনাদি
 থাকিত, তাহা হইলে স্পষ্টতঃ যে কোন রূপে
 হউক, ভাব্যত কিংবা অস্বস্তি রাজ্য হইতে
 নির্ভর্য্য করিতে হইত। ইংরাজদিগের অধীন
 ব্রজরাজ্য এক্ষণে সুসমৃদ্ধ। ইহাতে ইংরাজদিগে-
 বিশেষ লাভ ঘটি হইতেছে। বিগত বৎসর তৎ-
 অনূন ২,৭০,২৬,৫৪০ টাকা রাজস্ব আদায়
 এবং ১,৫০,৭২,৬৬০ টাকা ব্যয় হয়। অতঃ-
 দেখা যাইতেছে যে, প্রায় ১০,৫১,৭৫০ টা-
 উদ্ধৃত হইয়াছে। উৎপূর্ব বৎসরে ২০০০১১০, টা-

কালীদাসের জন্মসময় বাল্যকালে তার কাল
ও উন্নতি হইতেন, এ কথা কি আর
স্বাভাবিক? রোমন্থের যাত্রার, তাত্ত্বিক-
সংবাদ-আদায় প্রদান, হুজুর বাবা মিত্র,
কেন পুস্তক প্রকাশ, বর্ণনাকরনে উক্ত মীচ
কালীদাসই সমস্ত বিচারপ্রতি, দুলভ মূল্য
পরিগ্রহ পাওয়া বিলাতী অপরাধের প্রমাণ,
কিন্তু প্রকৃতি দেখাইবে। এখনই উল্লেখ
করিয়াছি কথার গভীর গবেষণাসূচক। তাই
নিঃসন্দেহ যেখানে সেখানে উপস্থিত উক্ত প্রমাণ
কিছু বুলি বোঝাইতে পারে, কিন্তু বিশেষ
মন্তব্য করিয়া দেখিলে বিশেষ প্রতীতি হইবে
যে, উপস্থিত পাণ্ডিত্য পদ্ধতি অবলম্বন পূর্বক
যেকোন কার্য নির্বাহ বা নীতি সকালিত
হইতেছে তাহার কোনও তারতম্য প্রকৃত টীকা
নয়। তবে কার্যপন্থার সামান্যতম
উন্নতি-উন্নয়ন গণ্য করিলেও করা হইতে পারে।
যে রোমন্থ ও তাত্ত্বিকবর্গ। প্রকৃতি বাহ্য উন্নতির
পরিচায়ক বলিয়া দৃষ্ট হইতেছে, উক্ত তার-
তম্য মূল্য বিশেষে অবস্থিত হইয়া তারতম্য
স্বর্গ্য জানি করিতেছে। যাহার বাহ্য চক্চিকায়,
কিন্তু অন্তর নিরাকার তাহা উন্নতিমূলক হইতে
পারে না। নিবেদন করুন উপস্থিত বেলগরে
প্রমাণিত হইয়া কালাবধি বহি এইরূপে প্রমাণিত
তারতম্য অর্থজানি কবে তাহা হইলে তাহাকালে
অর্থকষ্ট-মিত্র কত কষ্ট হইবে? এইরূপ বিদেশী
শিল্প দ্বারা একাধ তারত বেবেকার্যে চালিত
হইতেছে সে সমস্তই তারতম্য অবনতিহীন।
আমাদের এরূপ অতিপ্রায় একাধে কবে কোন
কমল মনে না কখন বে, রোমন্থ ও অন্যান্য
শিল্প আমাদের অমতিমত। বাস্তবিক, যে সকল
বিষয়ের উল্লেখ করিলাম ইহা বেশের হিতজনক
অথবা বীকার করিব। কার্যগুলি উন্নতি পতি-
চাক্ষুঃ সজ্জা, কিন্তু বর্তমান সময়ে যে প্রণালীতে
চালিত হইতেছে ইহা নিতান্ত অবনতিকর।
যখন আমরা দেখিতে পাইম ভারতীয় শিল্পী
কল্পিত বেশের সুগন্ধে কার্যনির্বাহ হইয়া বেশের
অর্থবেশে থাকিবে, তখন নিশ্চয়ই তারত প্রকৃত
উন্নতির পথে উন্নতি হইতে থাকিবে, বর্তমান
প্রণালী নিশ্চয় অবনতিহীন।

অথবা শিকানাদে হুজুর পার হই। আর
কাল ছোট বড় সকলেই পাঠ্যম্বিরে হাইরা
মামের পার্বে উপস্থিত পূর্ণ করিতেছেন কিন্তু
বর্তমানে প্রকৃত শিক্ষিত অল্পই দেখিতে
পাইতেছি। অধিক উন্নতি হইতে পারে না।
বহার্য। প্রকৃতপক্ষে সময় কিয়দ রাত্তির
বিশুদ্ধতা ও শিক্ষা সংকীর্ণতা ছিল বোধ হয়,
সকলেই অসম্মত আছেন। সেই অবস্থাতে সেই
হুজুরের কবির চামকায় ও রায় প্রধিকার যে
কবিতা রচনা সৃষ্টি করিয়া অমর্য জ্ঞাত করিয়া-
ছেন, আর কাল এত হুজুরের সময় ও শিক্ষা
বাহুল্য কর জন তাদৃশ পণ্ডিত দেখিতে পাই
তেছি? করণম মূরে থাক, এক জনও কি দৃষ্ট
হয়? এইরূপ বৈধিক কাল হইতে বর্তমান অবস্থা
অবধি অল্পমাত্র ন কখন, দেখিবেন কোন অবনতি
হইয়া আসিতেছে। বেরূপ প্রতীতি হইতেছে আর
সেরূপ ভ্রমপ্রবণ করিতেছে না, তবে কি
কোনও বর্তমান পুস্তক বিজ্ঞানের বাহুল্য বশতঃ
শিক্ষা সম্বন্ধে উন্নতি বীকার করিব? না মুজিব।
প্রত্যেক রাণি রাণি ছাড়া দেখিয়া অসম্মতির ভাব
অভিহিত হইবে? যখন অধ্যাপিত বর্ষা গাছি তা
ও সুবিশ্বাস্যতার অভাব তখন আমাদের শিক্ষা-
রও অবনতি।

ভৎসুর রাজনীতি ও সমাজনীতি। রাজনীতি
অন্ততঃ সৃষ্টি পরিগ্রহ করিয়াছে। ইহার বিষয়
আমরা পূর্বে সমীক্ষণ বলিয়াছি অতএব অল্প
আর অধিক বলিব না।

সমাজনীতি মধ্যে চরম উন্নতি এই যে অল্প
সময়ান করত খালসী পোষাকের অঙ্গুরণে
সজ্জিত হইয়া যখন হস্তের প্রকৃত ক্যাব
ভোক্ত। আর তারতম্য গল' সতীত্বের বনী
তারত কার্যনিগণক আরো সাজাইয়া মিলিত
করণান্তর পথে পথে পরিচালিত করা। সেনীর
জ্যোৎস্নার প্রতি হুয়া প্রকাশ, এবং বিলাতী
নীতির আভাস প্রদ। হার! যে তারতম্য নীতির
ভিগারি হইয়া সমগ্র পৃথিবী তারতম্য দ্বারত
ছিল, আজ সেই তারতম্যজনক হুজুর বীণবাসীর
জনকত লোকের অন্ততঃ কোমলমণী নীতির
মধ্যমে সন্তোষমান হইয়া আপনাবিশেষে উন্নত
মানে করিতেছেন। এমন মনে বিক। এমন চিত্তের
অপসিগত হউক। এরূপ নীতি অচিরে অর্থ-
দারিদ্রী হউক। বিবাহ করুন এরূপ উন্নতি বেন
তারতম্য বিনাশ না থাকিতে পারে। আমাধিগর
একান্ত ইহা যে তারতম্যজনক সেই পূর্বকালের
সমস্ত সমস্ত রক্ত প্রাণিত বীতি, নীতি, আচার,

বিহার প্রকৃতি অবলম্বন করিয়া তৎসমস্ত
মূল্য জীবন প্রদান করেন। তাহা হইলেই বর্ষা
উৎসব সাধন এবং প্রকৃত উন্নতি লাভ হইবে।

সমাজনীতি।

সমাজনীতি জীবনমাত্র চৌধুরি প্রবীত হুয়া ৬০
আনা। পুস্তকখানি হুজুরের হইলেও অনেক
জানি অথবা জ্ঞান বিষয়ে পূর্ণ। ইহা দ্বারা পাঠার্থি
যাহক বালিকাগণের বিশেষ উপকার হইবে।
এ পুস্তকখানি নিম্ন জাতীয়তার পাঠ্যপ্রকৃত
অভিনিবীত হয় ইহা আম বিগের একান্ত ইচ্ছা।

যদি প্রাথমিক জ্ঞান দ্বারা প্রকৃত প্রকৃত
সাংসারিক জ্ঞান দ্বারা প্রকৃত, কলিকাতা সেরূপ
সেক্রেটারিও হইতে মুক্তি। পুস্তকখানি বর্ণনায়
আমরা অতিশয় জীত হইলাম। এ প্রকৃত খানিতে
অথবা অতিশয় অনেক বিষয় পরিচালিত হই-
যাছে। আমরা ইহার দীর্ঘ জীবনে কামনা
করি। এতদ্বারা পূর্ণবিশেষে প্রকৃতপ্রকৃত প্রতিজ্ঞা-
পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি।

যতঃপ্রদান বা পাণ্ডিত্যের অর্গাভোগ্য,
পৌরাণিক দৃষ্টান্ত। ১২ম বর্ষপ্রদানীস জীউ
হইতে জীবনপ্রদান রক্ষিত কর্তৃক প্রকাশিত।
হুয়া ১০ আনা। পুস্তকখানির তাহা সরল ও প্রকৃত
মূল্য ধরনের। এরূপ প্রকৃত আজ কাল প্রাপ্ত
যেহা দ্বারা। সমস্তপ্রকৃত প্রকৃতখানি প্রকৃত হয় না।

গবর্ণমেন্টে বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেণ্ডনাটে গবর্ণ-
রের আদেশানুসারী
নিয়োগ।

সাধারণ।—পাটনা বেহারের আসিঃ মাতিঃ
মিঃ আলাহুদ্দীন আচাধ্য বর্তমানের সময় বহুলী
হইলেন। তৎসময়ে ১৮ই ফাল্গুনীর পূর্ব হুজুর
রহ হইল। যাহারতের ডিঃ মাঃ জীবুত শিওমসন
নাল চাম্পারের সহরে, মেদিনীপুর কাঁড়ির
ডিঃ মাঃ জীবুত কালী শহর সেন জিপুরার সহরে,
হুগলির ডিঃ মাঃ জীবুত রাধাপাণ্ডা মিঃ
মেদিনীপুরের কঁড়ি সত্ৰুবার, এবং সুবিশ্বাস্য
কাঁড়ির ডিঃ মাঃ জীবুত বিশিষ্টবিচারী সুখো
হুগলীর সহরে বহুলী হইলেন। চট্টগ্রামের অধি-
সিঃ জিঃ জিঃ ডিঃ ডিঃ, মিঃ বিঃ প্রকৃত
অথবা দ্বিতীয় আদেশ না হওয়া পর্যন্ত গদার
সমস্ত জ্ঞানের কাজ করিবেন। জীবুত বারিকা-

বৃহৎ অঙ্গুষ্ঠাভিকালে সারথের ডি. বাঃ
মুক্ত রান অঙ্গুষ্ঠাভিকালে নিঃস্রব্ধ জেলার
ব্যবহারি ভাষা পাইলেন।

পুলিশ।—পাটনার আসিঃ পুঃ হুঃ মিঃ এনার
স্বিঃ মালবাহে ডিঃ পুঃ হুঃ পদের কার পাইলেন।
পাখনা সিরাজগঞ্জের আসিঃ পুঃ হুঃ পাটনা সিটি
সিবেস ভাষা পাইলেন, নানকুয়ের আসিঃ পুঃ হুঃ
পাইই পাখনা সিরাজগঞ্জে বহলি হইলেন।
সিঃ গ্রাম পার্শ্ব ৪৭ এবেশের আসিঃ পুঃ হুঃ নোয়া-
মিলিতে ডিঃ পুঃ হুঃ পদের ভাষা পাইলেন।

জেল।—জগদপুর সেন্ট্রাল জেলের দুই
স্বপারিশটে. ৩৯ নং মিঃ লিঃ মার্শাল মিঃ লারি-
মারের অঙ্গুষ্ঠাভিকালে অধবা দ্বিতীয় আবেশ
প হইয়া পর্যন্ত আলিপুরে জেল হুঃ রিঃ স্টেণ্ডের
কাঃ করিলেন।

রেজিষ্টারী।—ঢাকা জিনগরের রুঃ ল সব
রজিষ্টার বোলা আউলাহ হোসেন, ঢাকার
স্পোর্টস সব রেজিষ্টারের পরে কিছুকাল কাজ
করিলেন। বোলাবী সৈয়দ করুণউদ্দীন ঢাকা
জিনগরে স্পোর্টস সব রেজিষ্টারের কাজ
করিলেন।

চিকিৎসা।—ঢাকার অকসিডেটিং সিভিল
সার্জন সার্জন মেজর বেডোন্স, মিঃ পার্ভিসের
অঙ্গুষ্ঠাভিকালে পাটনার সিভিল সার্জন ও
চিকিৎসা টেন্সন হুঃ হুঃ স্পোর্টস স্টেণ্ডের কাজ
করিলেন। সার্জন মেজর এ, ক্রিঃ তৎপদ
কাজ করিলেন।

বিচার।—জিঃ পাপালচন্দ্র বজ্জোর দুই
কালে মৈমনসং আভিয়ার হুঃ হুঃ জিঃ
যোগেন্দ্রলাল চৌধুরী পিঃ মার হুঃ হুঃ এলাকার
ছোট আদালতের কাজের কমতা পাইলেন।
জিঃ যোগেন্দ্রলাল চৌধুরীর অঙ্গুষ্ঠাভিকালে
জিঃ হুঃ হুঃ হুঃ এম এ, বি.এল মৈমনসিং
আভিয়ার এটিং হুঃ হুঃ হুঃ হুঃ হুঃ হুঃ
অপার্টমেন্ট কানাকোটীর অদ্বারী সব ডেপুটী
কালো জিঃ হুঃ হুঃ হুঃ হুঃ হুঃ হুঃ হুঃ
মাজিষ্টারের কমতা পাইলেন।

ইউরোপীয় সমাচার

লণ্ডন ২৭ ফেঃ—সার জন গর্ট কমন্স সভার
একটি প্রস্তাব প্রস্তাবের বশে যে, ভারত-
বর্ষে গবর্নমেন্ট রেলওয়ে নির্মাণ সম্বন্ধে যে নীতি
অবলম্বন করিয়া আসিয়াছেন এক্ষণে তাহা
ব্যতিক্রম করিবার কোন অভিপ্রায় নাই, বন-

বর্নমেন্ট গারান্টি উঠাইয়া বিচার সভায় সভ্যক
বিবেচিত হইবে। বর্তমান সময়ে গারান্টি
হইয়া গবর্নমেন্ট মুক্তন রেলওয়ে নির্মাণ প্রস্তাব
করিলেন না।

বিয়েনা ২৭ ফেঃ—অতি দার সময়-সচিব
সামরিক ব্যয় নির্মাণার্থ ৫ কোটি ৩০ লক্ষ
কোয়রিন মঞ্জুর করিবার জন্য অতিমিহি
সভার প্রস্তাব উপস্থাপন করিয়াছেন।

লণ্ডন ১লা মার্চ—ইউনিয়ন গবর্নমেন্টের সভ্য-
ক্রমে চীম ডুকিন্সনে সেনা সংখ্যা বহুতর
হুঃ করিতেছেন।

সোফিয়া ১লা মার্চ। সিলিষ্ট্রার সৈন্যদল
হুঃগেরিরা রিকেন্সি বিক্রেতা বিক্রোহ করি-
তেছে।

রোম ১লা মার্চ ইটালী গবর্নমেন্টে মাসো-
জাতে আর একজন সৈন্য পাঠাইতেছেন। তৎপ
সর্বসমেত ২৫০০ সৈন্য প্রেরিত হইল।

এডেন ২রা মার্চ। ডিউক অব, কমন্স সচিব
গত ৩ ডিঃ ইণ্ডিয়ান মেরিন, ডিমার মেরিন
জাহাজে পেরিম অবক জেলা বারবার
তথ্য হইতে করাচি বাইবার নামলে দাঃ করি-
য়াছেন।

বালিন ৩রা মার্চ—মুতম রেকর্ডিং আজ-
খোলা ছিল। সমুদ্র উইলিয়ম এই বর্ষে
যত্নতা করেন যে সমস্ত রাজগণ, বিশেষতঃ
চতুর্দশ রাজ্যবিগের সচিব সভা কুলে
থকাই জাতিগণের প্রধান উদ্দেশ্য। এবং যখন
বেকটাই আর্দ্রিগিল প্রবর্তনের অঙ্গুষ্ঠাভিকালে
জাতীয়বিগের এবিয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া-
ছেন তখন এ উদ্দেশ্যের বিশেষ উৎকর্ষ লাভ
হইতে পারিবে।

জাতিগণ—৩রা মার্চ—মোভামনিক যে
বিগ্রহ বিহার বর্ণিত হইয়াছে তাহা সকল সভা
মত। কেবল কতকগুলি বেনীরা লোক কিছু
বৌরাহ্য করিয়াছিল কিন্তু তাহাদিগকে তৎ-
কথন অপসারিত করা হইয়াছিল।

সোফিয়া—৩রা মার্চ—সিলিষ্ট্রার সেনা-
পতি গর্ট বিক্রোহ উপস্থিত করিয়াছিলেন।
বিগত পরিবার, ভারী সৈন্যবিগকে আক্রমণ
করিয়া এম জাতি কতক রিঃ করিয়াছি-
লেন। রাজতন্ত্রের ইচ্ছার সচিব অনেক
হুঃ করিয়াছিল। তাহার পর সমস্ত হইতে
সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইয়া বিক্রোহ বাড়ি
করিয়াছিল। মজলার ২০ জন বিক্রোহীকে
নিঃকরিত হইয়াছিল।

জাতি সংবাদ

বিমানবিগার অঙ্গুষ্ঠাভিকালে মত বেলেঃ জাতি
চার হুঃ হইতেছে। পোপা পাইকে এক
বৌর মধ্যবর্তী স্থানে মগবিগের বহু, জাতি
ভাষে হইয়াছে। ইংরেজ সৈন্য গণবিগের
মার্থ সেই স্থানেই বিচরণ করিতেছে।
মগেরা নিকটবর্তী জাতিগণ এমনই ভাষে বিচরণ
করে যে, মগের তাহাদিগকে বরিবার টিপ
নাই। নিকটবর্তী গ্রামবাসীরা তাহাদিগকে
রসব বোণাইতেছে।

ব্রহ্ম ভারত নামে একটি গ্রাম আছে
এখানেও মগের বিক্রম ভরানক। কপে
উড ওয়ার্ড একজন সেনা লইয়া এই গ্রাম আ-
ক্রম করিয়া বসিয়াছেন। মগগণও বি-
রাডি ক্রমাগত ইংরেজ সৈন্যের ক্রম
আক্রমণ করিয়া গুলি চালায়। ইহাতে সেনা
মার্চে কেমিনের একটি বর্ষ উড়িয়া গিয়াছে।

গত ১৫ই ফেব্রুয়ারি বিমানবিগারের
মত মগেরা ইংরেজবিগের কতকগুলি, গুলি
পালিত পত লইয়া জেলের ভিতর পলায়ন
করে। কাগুন ছেটিং এবং পুলিশ অঙ্গুষ্ঠাভিকালে
স্টেণ্ডে টিসলম্ মগদের অঙ্গুষ্ঠাভিকালে ১১
কাল জলে হুঃ হুঃ হুঃ মগেরা
অঙ্গুষ্ঠাভিকালে ইংরেজকে পতন করি-
বে। ইংরেজ-সৈন্য পতন গুলি পাঠাতে
আর জন কতক মগকে প্রেরণও করি-
য়াছে।

দো-উগা ওরে ইতিপূর্বে পলায়ন কর। ম
কোনই ছিল না। এক্ষণে আর ২ শত
সেনা সংগ্রহ করিয়া মাচাভিই এবং মিঃ
মধ্যবর্তী স্থানে মুঠপাট আরম্ভ করিয়াছে।
ইংরেজ সেনা-মার্কেরা ইহাদিগকে একজন
হোড়ক করিয়া বসিয়াছেন, ইহারা আ-
হুঃ হুঃ হুঃ আসিয়া কোট বাইতেছে।
ইংরেজ কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না।

ব্রহ্ম হইতে ইংরেজ সৈন্য তাহাকে ক্রি-
য়াসিতেছে। মগ সর্দারগণ এ সংবাদ পাই
লোকল সঞ্চার করিতেছে।

মামিনইং জিলা নামে এক মগবীর ৭
শোক লইয়া তুঃ হুঃ এবং কেমিনের মত
পাঠাতে পাঠাতে হুঃ হুঃ হুঃ হুঃ হুঃ
কোণে গো ইহাটক মত করিবার জন্য সাধ
হুঃ হুঃ হুঃ করিতেছেন।

গত ১০ই ফেব্রুয়ারি মগেরা ইংরেজ সৈ-
ন্যকে আক্রমণ করে। একজন মত ও এক
মামিন হুঃ হুঃ হুঃ হুঃ হুঃ হুঃ হুঃ

সিটিং ইনিস্ট্রিউটসন বিদ্যালয়ের জন্য পঞ্চ
বোমের নেনে বে একটি বৃহৎ অট্টালিকা নির্মিত
হইতেছে উক্ত বিদ্যালয়টি আগত বর্ষে এই
নুতন খাতিতে প্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা।
আমাদিগের ইচ্ছা বহু খীল হর ততই ভাল
কারণ বিদ্যালয়গর বহান্বয়ের বেব বেরপ তর
হইয়া গিয়াছে তাহার এই উত্থল কীর্তি
নুতন অট্টালিকাতে স্থাপিত করিয়া কিছুদিন
অবধের ত্রি ও সাধন করিলে আবার বড় সুখি
হইব।

গত রবিবার গার্ডেন বিলের দিকট এক
খানি নৌকা বরাতে টেকিয়া জল মগ্ন হই-
য়াছে। নৌকা খানিক ৩৫০ যাত্র কেবো-
সিন তৈল বোকাই ছিল।
চাইকোর্টের জজ মিঃ কনিংহাম বিচার
এষণ করিলে মাস্তাজ চাইকোর্টের এণ্ট্রি
আডভোকেট জেনারেল মিঃ সেকার্ড তৎপরে
প্রতিষ্ঠিত হইবেন।
ছোটলাট বাগানুর গত শনিবার সাতার
নারদগগজে উপস্থিত হন। একপ চাকা
নগরে বিচরণ করিতেছেন। নবাব আসাফুজা
বজ্রবকে অভ্যর্থনা করিয়াছেন।
আগত বৎসরের রাজ্যনা ও নব্য ইংরাজি ছাত্র-
সুজিপরিষ্কার পাঠ্য পুস্তকও গত বৎসরের অম-
রণ অ.ছে। কেবল সাতিক, সীতার বনরাস মলে
রাম বনরাস ও কৃষ্ণচন্দ্র বায় প্রবীত ভারত-
বর্ষের ইতিহাস হইতে উত্তরাজ রাজত্ব,
রত্ননীকান্ত ওর বা ত্রিপিচরণ চট্টো পণ্ডাশ্রম
কালীত ভারতবর্ষের ইতিহাস হইতে চিত্র ও
মূলমাম রাজত্ব চট্টবে।
আগত ২০এ মার্চ নিসিটারী সেক্রেটরি
আফিসর ৩তক কেরানী সিমলায় বাইবেন।
অবশিষ্ট গুলি ২০ ও ২২এ যাত্র করিবেন ও রা
এটাল সিমলায় নিগমিকল্প কার্য আরম্ভ
হইবে।
এ বৎসর জলের টেক্স পতন ১ টাকা
হুজি হইবে প্রকাশিত হইয়াছে। বেরপ
জলের টেক্স হুজি হইল সেইরূপ পাটখানার
টেক্স কম করা উচিত ছিল।
রাজা পূর্ণচন্দ্র সিংহ জুবিলী উৎসবে ২৫০০
টাকা দান করিয়াছেন। এই টাকার কি কি
কার্য সাধিত হইবে আমাদিগের আশিয়ার
ইচ্ছা রহিল।
টাকশাল হইতে একজন কর্তব্যী ১২টা
পরিমা. হুজি করা নিজ ইপিগ নব্য স্ককাইয়া

বেসিস কীটে অকাই জেলায় নূর পাটলী
মগ ও হুজী মগ রমণী বন খাবিরাছিল। গত
শনিবার বেসিস-মগ ওপুজী কনিসমার মিঃ বার্কস
পুলিব সব উক্ত মগমগকে আক্রমণ করেন। ও
এক বড় মলপতি সব দিমট কর। এবং যাকী
করজম আঁতত ও খলী হর। পুলিব ইনস্পেক্টর
আবত হইয়াছেন।
উম-বা গোয়াখার সঙ্গে সন্ধি হইল না।
বরং সগকে বৃহ করিবেন, যুগিলা পাটাইয়া-
ছেন। একপে তাঁহার রাজ্য বহল করা হইবে।
বৃহৎ আয়োজন চট্টোছে। উমখো গোয়াবা
এতদিন রাজা ছাড়িয়া নিরুত ছিলেন, একপে
আরাজো করিয়া আসিয়াছেন।
খারগোড়া জেলাতে মহাকুং খানার মগেরা
অগ্নি লাগাইয়া পুলিসর লোক জনকে হত
করিয়াছে। সার্কস দিকটে ১৭ সে ১ আগার
আসিয়াছে সংগম পাইয়া পঞ্জাবী সিপাহী-
বিগকে অগ্নসর হইতে বলেন। ইকারা ভয়ে
কছুতেই স্বীকার করিল না। সাতের বও দিবার
ভয় ভয়সর্শন কব'তে সিপাহীগণ তাকা শুনিয়া
সার্কসে সাতের বও উ'কার লিচা ও জাকা এই
হিন জনকে গুলি করিয়া হত করিয়াছে।
মেহু'এ এখনও অগ্নিভয়ে সকলে লশব্যন্ত।
অবিবসীগণ অনেকই পাখারা দিয়া বেড়াই-
তেছে।
২ট ফেব্রুয়ারি শাম মেলায় মগবর ককাই
কেলার লড়াই হইয়াছিল। ইংরেজ সেমার
৭ জন ও মগবর ১২ জন হত হইয়াছে।
১৮ই ফেব্রুয়ারি, লিপুয়ানে, লেন্টেট
করেটলোকর, দে'বালকে মগেরা আক্রমণ
করিয়াছিল। মগবিরের কতকগুলি হত হইয়াছে
এবং কতকগুলি আহত ও পলি বোকা ইংরে-
জের চাপে আসিয়াছে।

কলিকাতা।

সানিবার পাটেক কলে কতকজন বক্তৃ
দাফা করিয়াছিল। তাহারিধের মধ্যে ১৫
জন গতিত হইয়াছে। ৭ জন ও মল ও ৮ জন
উ'বাস'ত করা খাড়াবাস হইয়াছে।
জম্মুনা বিদ্যালয়গর বহান্বয়ের নেটপ-

রাবে। এই ব্যক্তি হুত হইয়া হইয়াস কল্প নুত
এ ও হইয়াছে।

অক্ষয়চন্দ্রের সে মামত এক ব্যক্তি হুত-বৎ
প্রভাবনা পূর্ণক আমক মগবিরকে বক্তৃ
করেন। একপে হুত হইয়া হুই বৎসর কার
বও হইয়াছে।

মহাতারতাহবাক জিহু, প্রতাপ চন্দ্র রাজ
জুবিলী উপলক্ষে মহাতারত কার্যালয়ে পরি
দিসকে ২৫০ খানি বস্ত্র বিতরণ, করিয়াছেন
এক বর্ডমান জেলায় নিজ গ্রামে ৩০০০ খানি
ভোজন তরাইয়া ভারতবর্ষীর মহাতারত
যোষণা করিয়াছেন অবগত হইয়া আবার জীব
হইলেন।

গত পূর্ণ চন্দ্রপুত্রিয়ার বি. এল, পত্রিকা পের
হইয়া গিয়াছে। ২০০জন পত্রিকাখি জন
ইতার মধ্যে ১০জন মূলমাম ছিল। মিঃ
বিদ্যালয়গর অফিসারটিং রেজিষ্টার মিঃ পি
গোরায় এবং চাইকোর্টের উকীল জিহু
জিহুচন্দ্র চৌধুরী এই দুই জন থাকিয়া পরি
কার্য সম্পন্ন করিয়া ছিলেন।

গবর্ণ-মন্ট মেজেকটাবী আফিসে ৮ ম
কেরানীগিরি পত্রিক, উ'গ্রীপ হইয়াছেন। ই.
বিগের মধ্যে ৪ জন ব্যক্তি ছিলেন।

সার বিভাগ টেনসন-এ চিরঅবলীক করিয়া
জন্ম বহিক সভার এক অধিবেশন হইল ছিল
যাজালয় মের মোজটোরী জুরসা, মতাপতি
আসন গ্রহণ করেন সভায় ইংবাকমণীর ম
মগরাজ নবেককক বাছাধুর ছিলেন। ১
হাজার টাকার টাং উঠিলে কির হইয়াছে
১৬ই মার্চ আমাদিগের গবর্ণর জেনারেল মিমন্তি
হইবেন। যে টাকা সংগৃহীত হইবে তা ১৫
একটা প্র'বৃত্ত ও একখানি প্রতিষ্ঠান
স্থাপিত হইবে।

বিবিধ সংবাদ

জানি যে সে উপস্থিত হইলেন, 'কখন তাঁহার
নির্দিষ্ট হইবে বাতায়নপাশে বসিবার স্থান ছিল
না, এবং তিনি অর্ঘ্যপাণি তির্যক অন্য ভাষায়
কহিতে পারেন না। হিন্দুধর্মের
স্বাক্ষরপাত্রে সরলভাবে বাইতে না পারার
ফলে অকস্মাত সীনাতে উপনীত হইত
সে। সীনা আশীষ বল ইহার দুর্বলতা দেখিয়া
পাশাপাশি আসি দিয়া গন্তব্য পথে পাঠাইয়া
দিলেন। একগলে বোব বহু, তিনি বহু আশীষ
উপস্থিত হইয়াছেন।

২৮-এ কেজিয়ারি অপরায় চাকার মধ্য
নাম্বিশি কে সি এস, আই, উপাধিতে ভূষিত
হইয়াছেন। এই বিদগ্ন রাজ্য সাংসদগণের
সংখ্যা ৩-গন আটলাকমানার ভূষিত হইয়াছিল।
মধ্যম আসন্ন্য। যাঁ বাহ্যিক মিজ ব্যয়ে চাকার
বাগ্মপথে গ্যাসের আটলাক বিবেক এইরূপ কথা
হইয়াছে। ইত্যাক্ষে বিউমিশিগণিতের যে চাকার
বাগ্মপথে চাকার দমকল রাখা হইবে।

১১ এ কেজিগারি সোমবার হাইজাবায়েব
মিজাম বাচ্চুদেবর একটি পুত্র জন্মিষ্ট হইয়াছে।
পুত্ররকে রাজগণ আগাই যাকত। একশ
ভগন ম এই নবজন্ম সন্তানটিকে রক্ষা করুন।

[illegible]

গাওক নদীর উপর যে সেতু প্রস্তুত হইয়াছে
 ছিল একদে জাহা "মিলিও হইয়াছে। এই সেতুটা
 কাশী ও কগলীর যখনির্ধিত সেতুর ব্যাপার হইবে
 শুধু তাই বলা হইবে যে বোমার বাড়িকালে এই সেতু
 খোঁজা হইবে। এর সেতু দ্বারা ত্রিকত এবং
 উত্তর পশ্চিমাঞ্চল যোগ হইবে।

হাক্কান গণিণিত্য বাবাহুয়ের বাড়ীতে জমিদার
 সভার এক অধ্যক্ষন চইয়া গিয়াছে। জুবিলী
 উপলক্ষে জীবন্তী ভারতেশ্বরীঃ নিকট হৃদয়নির্ভিত
 একটি পোটার করিয়া স্বর্ণকরে একখানি
 অতিমঙ্গল ও এক ভট্ট শেখার প্রেরিত
 হইবে। সময়ে চিরন্তনো নমোবস্ত, গান্ধীগোষ্ঠীঃ
 প্রিজা, ইংলণ্ডেশ্বরীর অতন্তে ভারতপ্রভু-
 সময়ে প্রতিজ্ঞা ও আশা বগৌ, সকলের ম্যামা-
 অতন্তবহু ইংলণ্ডেশ্বরীর ম্যামিষ্ঠা, এই
 প্রত্যেকটি বিষয় স্বর্ণপ্রভ ভারী এই বয়ে লিখিত

করিয়া নেতৃত্ব দেন। পৈতৃক অধীনা অর্থাৎ
উপাচার প্রভৃতি হাবর সন্তোষ বিকসারিত করিয়া
রহিত করিবার জন্য গৌণাঙ্গের সিংহিত করিয়া
একটি প্রার্থনা করা হইবে। জাহিয়ার সত্যতা
প্রত্যয় করি এত অধিকার হইয়াছে।

ঢাকাএকালে একাধিক হুজুরে জিহুরাত
অন্তর্গত নবীনগর থানার অধীন ইরামপুর মাদ্রাসা
এনে গত পৌষমাসে ওলাউঠার আতঙ্কিত
হওয়াতে ২৪টা লোকের মৃত্যু হয়। একজন মূর্খ
গগক নিজ আর্থসিদ্ধির অভিপ্রায়ে উক্ত গ্রাম-
বাসীদিগকে এই পরামর্শ বের বে, যদি তাহারা
একটা জীবিত মৃত্যুকে কবর দিতে পারে তাহা
হইলে আর কাহারও মৃত্যু হইবে না। এই সময়ে
একজন মুসলমানের ওলাউঠা রোগে মৃত্যু হইল।
মৃতের আত্মীয়গণ ইহাকে প্রোথিত করিবার জন্য
কবরের সমস্ত আয়োজন করিয়াছে, এমন সময়ে
একটা পখিলাস্ত নানিত ক্লান্ত হইয়া এই সময়ে
লোকের নিকট ডানাক খাইতে গমন করে।
নির্বোধ মুসলমানগণ তৎ গগকের উপস্থান অসু-
সারে আস্ত পরামর্শিকটিকে বহিরাগতের পরি-
বর্তে উহারকেই গর্তে নিক্ষেপ করিয়া মাটি দ্বারা
প্রস্তর কর। নানিত এই সকল প্রাণহানির ব্যবস্থা
দেখিয়া উঠেচরতরে চীৎকার করিতে আরম্ভ
করে। এই চীৎকারের শব্দে নিকটবর্তী গ্রাম-
বাসীগণ আসিয়া পরামর্শিকটিকে রক্ষা করে।
পুলিস এই সমস্ত সংবাদ পাইয়া মূর্খ মুসলমান-
দিগকে হৃত করিয়া চাসান দেন। এই দোকানদার
মাজিষ্ট্রেট সমীপে নীত হইয়াছে।

পুস্তক অথবা সংবাদ-পত্রের পাণ্ডুলিপি
নিম্নের কটোগ্রাফ রাখিবার জন্য বিশেষ
একটি প্রস্তাব এইতবে। এই কটোগ্রাফ
বুজিত অক্ষরগুলি অক্ষরীকণের সাহায্যে মুদ্রি-
গোচর হইবে। পাণ্ডুলিপিগুলি অগ্নিতে অথবা
অন্য কোন কারণে নষ্ট হইয়া না যার এই
কল্প বিশেষের প্রকল্পসমূহ অতিবাস প্রচারক
পাণ্ডুলিপি কটে গ্রাহ্য করিয়া রাখিতে প্রস্তুত
হইয়াছেন।

বুলগেরিয়ার লাহুত রাজা জিগ আলেক-
সান্দার এরূপ পীড়িত হইয়াছেন যে এক্ষণে
অত্যন্ত দুঃখী অবস্থায় রহিয়াছেন।

[illegible]

কুসুম কল্যাণী "সাইবিরিয়াতে" বিক্রয়
এখন প্রতিভা দে মল্ল, ২১৫ নং বাকি ভবন
পন্থা সন ১৯৩১ অব্দে, বার। এখন বি
২৫ নং ১৯৩১ অব্দে ১৯৩১ বার। ২৫ নং
বার বলিয়া কল্যাণী সোভিয়েত ইউনিয়ন
হুগ কল্যাণী বিক্রয় করে। সাইবিরিয়াতে
ইতালি "এককল" হুগ করে। আমেরিকার
বলে "হুগ কেন্সিরা দেওয়া" বেল্ল বান্ধা
১৯৩১, উক্ত স্থানে সেইরূপ "হুগ কল্যাণী" বলে।
২৫ নং ১৯৩১ এই ১৯৩১ অব্দে হুগ কল্যাণী
বারবার করে। সাইবিরিয়ার হুগ হুগে
বিল্লের এখন হুগ কল্যাণী ১৯৩১ নং ১৯৩১।

ରେହମାନେ କୋଟିଲା କୋମ୍ପାନିର ଡିଭାଇ
 ସାଙ୍ଗାଲାଇ ବାହାର ସହର ଏକଟି ଚଢ଼ର ଆଟି
 କାହିଁ ବାସ । ଡିଭାଇର ସଞ୍ଚିତ ହୁଏ ଧାତି
 ନୌକା ହିଁ । ଡିଭାଇର ଧାତି ସେବନ ଚଢ଼ର
 ଲାଗିବା ବାସ ଅସନି ନୌକର ବଢ଼ି କାଟିର
 ସାଗର ଦେ କାଟିର ନା କାଟିର ବାସ ଏବଂ
 ଡିଭାଇ ସଞ୍ଚିତ ପଞ୍ଚତ ଚନ । ଡିଭାଇର ଡିଭାଇ
 ଡିଭାଇ ଡିଭାଇ ଡିଭାଇ ଡିଭାଇ ଡିଭାଇ
 ଡିଭାଇ ।

১৮৮৭ অব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রেসিডেন্সি
 ডিবিজনে ২২ জেলার ৭১টি এবং ৩য় জেলার ১৩টি
 কনিয়ার ছাত্রসংখ্যা বিস্তারিত হইবে। ২য় জেলার
 ছাত্রসংখ্যা জেলায় জেলায় বিস্তারিত হইবে না।
 সমুদায় ডিবিজনের মধ্যে যে ৭ জন মক্কেম
 মন্ডর পাইবেন তাহাদিগকে বেত্তা হইবে।
 ৩য় জেলার ছাত্রসংখ্যা জেলায় জেলায় বিস্তারিত
 হইবে। ২৪ পরগণার ৪১টি, নবাবপুর ৩১টি, মশো-
 কেরে ২১টি, মুন্সাবের ২১টি এবং মুর্শিদাবাদে ২১টি
 প্রেরিত হইবে।

কম্বোদেন্দ্রে যে সকল সৈন্য সামন্ত ইন্দ্রাজ
শ্রেণিক ভইর ছিল একত্রে আরও অধিক সৈন্য
সামন্ত ভইরাছে। নীতিই দেখীত পদ্ধতিক সৈন্য
শ্রেণিক ভইবে। প্রায় বিজাট-ক্রমে হুজি ভই-
তেছে নিরস্ত বইবার কথা ও আমরা কিছুই
ভুগিচ্ছি না।

कानीवास बाबाजीजीनाथ एक, ईश्वर एक
सदकाय चरवाहा। सब धर्मक राजिनी एक
के क हूना कविता एकर, मुन्नाजी-इन एह
बनरदक निरुक्त रहेतकह काका कतर हेतकी
बाशि। कानीर बाबाजीजीनाथ बंनजीजीरबत
अककभानी चर विन ईश्वर बा। एहद्वे, कविनि
एह सकल काजाक, नीकात्र सब चहेक-कह
परिभाष ना देन बा।



খোঁজাখোঁজের সময় প্রায় যে সেতু নির্মাণ
হইতেছে আগামী দীর্ঘকাল মধ্যে তাহার কার্য
সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা। এই সেতুটি ইং-
লীশ সম্মিলিত সেতু অপেক্ষা তিন গুণ বৃহৎ।
সেতুটির ভিত্তি এত গভীর স্থান হইতে নির্মিত
হইতেছে যে, পৃথিবীর অন্যান্য সেতুর গভীরতা
বিষয়ে ইহার সম্বন্ধ তুলন্য হয় না।

এবার শিবসাহা সবে ভারতের রেলপথে
উপরে মাটের দ্বারা টিকিট বিক্রয় হইয়া-
ছিল, বেশী বিক্রয়োতে আর পণ্ডিত হাজা। বাকী
হইত। একবার সংবাদপত্রে দেখিয়াছিল
এবার ভারতের এই লক্ষ বাকী হইয়াছিল।
এবার হয়, এ সংবাদ ভাষা বাগবাজার
হইতে পাওয়া গিয়াছিল।

১৪ই ফাল্গুন তারিখের পত্র ভারতের
প্রতি দানে যে ও বাতাস হইয়া করে
কোটা জল পড়িয়াছিল।

এ সকল স্থানে অর্থাৎ ভারতের, দশবার
প্রতিদানে আলানী কঠোর কিছু কটে। সাধারণ
লোককে অধিকাংশ ঘূটের উপর নির্ভর করিয়া
রতন কার্যাদি সমাধান করিতে হয়। তবে
অন্য পর লোকেরা করিয়া আনাইয়া পাককাঁচ
সমাধান করিতেছেন।

হুগলী জেলায় ইক্ষুর ও গোল আলুর অবস্থা
এ বর্ষে উত্তম, বামাও বেশ জমিয়াছে।

এ সকল স্থান ম্যানিরিয়ায় এক দক্ষ শেষ
করিয়াছে। রাজি সাতটার সময়ে এম মধ্য
বিদ্যা আশিয়ার সময় দেখিলাম রথায় উত্তর
পার্শ্ব বাতী মা; কিন্তু লোকের শব্দ নাট।
সকলকে জিজ্ঞাসা করিলাম এ স্থানে কি
সম্প্রদায়ের সকলে শরন করে? তত্বত্রে সে
কছিল মহাপ্র ম্যাগেরিয়া খীরব করিয়াছে।
এ সকল গৃহে আর মাগব নাই। যে দুই একজন
আছে তাহারাও মৃতপ্রায়।

বিলাজী টি.ইমসের পারিসহ সংবাদভাষা
অবগত হইয়া লিখিয়াছেন কৃষ ও অতি দক্ষ এক
মতে মিলিত কটকা কুলগেরিয়ার বিজাতি মিট-
ইবেন। একে বুদ্ধের সম্ভাবনা নাই।

ভিকারাবাজী জুরিনী উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের
কজিরবিধের শিকার উত্তর জম্য ২০ হাজার
টাকা গবর্ণমেন্টের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন।
এই টাকার হস্তে ৪০০ টাকা করিয়া ৭০০
টাকা করিয়া এবং ৩০০ টাকা করিয়া ১০০০
নির্ধারিত করিয়াছেন। যে সকল কজির হাও

অধিকা পশুশিকার ও কাঠ, আট পশুশিকার
উত্তর হস্তে তাহা এই ভিত্তি আওতাইবেন।
ভিকারাবাজীর এরূপ উদ্যম বড় সম্ভাবজনক।
কজিরবিধের মধ্য বাতাতে বিদ্যালিকার অধিক
আলোচনা হয় তাহা আশাবিধের একান্ত ইচ্ছা।

সুপ্রসন্ন উক্ত বিদ্যালয়গুলি উত্তরা বাইবার
অভাব হওয়াতে তথাকার অধ্যাপিতকরী সভা
প্রতিবাদ করিয়াছেন।

অর্থকারীর পত্র।

ভাবকেবল।

১০ই ফাল্গুন কলিকাতা পরিচালনার রাজি
আটটার সময় ৮ ভারতের উপস্থিত হই।
রজনীতে উপস্থিত হইলাম এবং উক্ত স্থান
অপরিস্রুত, এ কারণে মোহান্ত মহারাজের
আতিথ্যপ্রদানে তথায় আগমন উপস্থিত
হইলাম। মোহান্ত মহারাজ অতি আদরের সহিত
এহাংকর মহাপ্রাণ ও সৎসংসারের দ্বার পর মাই
আমাকে সম্ভাব করিলেন। পর দিন প্রাতঃকালে
প্রস্তাবিত স্থানের ইত্যন্তঃ ভ্রমণের প্রায় ১০টার
সময় পরমাবস্থা ৮ ভাবকনাংকে পূজা করিলাম।
বেলাদিকের দৃষ্টি শিলাময়; মস্তক গম্বীর।
এবার, পূর্বকালে এই স্থান জলময় ছিল। জল-
মীরা ঢেঁকির দ্বারা উক্ত গম্বীর উৎসার করে।
গম্বীরটি বিলম্ব মোটা ও অনুমান চার ফুট হইবে।
৮ ঘণ্টার সেবাপ্রতি অন্যান্য সেবেব মায় নচে।
অর্থাৎ কিছু পূজাপ্রদানের উপস্থিত হইবে
তখনই গম্বীরে প্রবেশ হইবে। প্রথমে মঠের,
তার পর কল দুল্যাবি, তার পর দুই ও গজাজল।
এ সকল প্রথাবিধেও শেষ হইলে, সর্বাঙ্গে
চন্দনলেপন করিয়া 'বিদ্যা প্রথমতঃ ভাল ভাল
পুলগুলি অর্পিত হয়। পবিত্রেব অন্য অন্য
কুলগুলি দেওয়া হয়। কিন্তু সর্বাঙ্গে চন্দন
লেপনের পর তাহাতে ত্রিগল বিলুপ্ত সংসার
করিয়া দিলে অতীত মনোহাতিবী দৃষ্টি হয়।
ঐ সময় "শ্রী" নামের কতকটা প্রতীকমান
হয়। অর্থাৎ যেন সর্বাঙ্গে দিলে বিলুপ্ত
ত্রিগল রূপে বিরাজিত হয়।

আমি পার্শ্বভীতির কি আশ্চর্য্য মহিমা।
মানা দেশ হইতে কত একাত্তরের বাকী বধন বন
পূর্বে দিক বিশোধিত করিয়া প্রভুর পদতলে
আসিতা সূচিত হইতেছে, এবং বন্ধিতের চতুঃ-
পার্শ্ব ও নাট, আলার শত শত শ্রী পুরুষ হস্ত।

নিরা পতিত বিনোদিত। তত্ত্বের বর্তমান মনোমত
বিশিষ্ট বিদ্যা বন্ধিত ও বন্ধিত বিনোদিত। অর্থাৎ
তাহা বিদ্যের তৎকালীন চতুঃপূর্ণ অগাধ তত্ত্ববিদ্যা
অবলোকন করিলে তত্ত্বের বর্তমান মনোমত
বিশোধিত হইবে সম্ভব মাই। অধিকাংশ
পীড়িত ব্যক্তিকে সমাগম দৃষ্ট হইল। অর্থকার
আমার-প্রিয় ব্যক্তি এবং বৈদ্যগণও কতক
কর্তৃক উপস্থিত বেশ বেশ।

বেলাদিকের মধ্যস্থানের অপর মহিমার আভাস
বিস্তৃত করিলাম। একে তথায় প্রতিবিম্বিত
মোহান্ত মহারাজের প্রতি লক্ষ্য করা কর্তব্য
কেন না ইহার উপর বহুতর লোকের অর্থ প্রদান
নির্ভর করিতেছে। মোহান্ত মহারাজ মাদবচন
গিরি মহোদয়কে কাগজে পূজা হইতে দেখিয়া
ছিল। বর্তমানে প্রত্যেক দেখিলাম। সাক্ষাতে
তাহার আগমন ও সংবাদদান বিশেষ প্রতীক
মান হইল, যে তিনি একজন মধ্যস্থতা বাকী
মহারাজের আধুনিক উক্ত স্থানের পরিচয় দৃষ্ট
চিত্রা করিতে হইল এবং ব্যক্তি হইতে দিগন্তীয়
ঘটনা কিরূপে ঘটয়াছিল। তদে কাল সকল
করিতে পাবেন। কালের কটল চক্র কখন বি-
ঘটে কেহই কঠিতে লক্ষ্য হয় না। আগামক
মহারাজও স্বীকার করিলেন কালের গতি
সকল ঘটতে পারে। বাহা হউক, মোহান্ত উপ-
এই বলি, একে মোহান্ত শ্রী মহারাজ মাদবচন
গিরি দ্বারা স্থপতিত। আজ কাল ইনি সাক্ষাতে
কার্যও বেশ মনোযোগী হইয়াছেন। কালীনা-
দুইটি শ্রী স্থাপনার্থে বহুতর অর্থ দায় করিয়া
ছেন। তাবকেবল। বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়
অতিথি-খালয়, প্রভৃতি স্থাপন করিয়াছেন।
জুলাই ও বহুতর কাজানী ভোজন করাইয়া
ছেন। যদিও এগুলি সংস্কার ও বাণি ইহা
মধ্যে কথঞ্চিৎ কুটার মহারাজকে দেখাইয়া বি-
বে, বিদ্যালয় চিকিৎসালয়, প্রভৃতি পাশ্চাত্য
প্রণালীতে স্থাপন না করিয়া, বৈদিক নিয়মে
করিলে ভাল হইত। ভারতের টোলে টোল
তবে হস্ত পড়িতেছে ও বিজ্ঞ কবিরাও ঐ
বিভাগে আমরা উহা দেখিতে ইচ্ছা করি।

উপসংহারে মহারাজকে আরো একটু বলি
যেহ হয়, মহাবাজ বেলাদিকের কার্য অচ-
কিছুই দেখেন না। বিশেষ প্রাণপ্রদায় অর্থকারী
কাগজেতে ধূতী পরা, পাশীকোট, ওয়াচ গান
বিভূষিত একটা বালককে মোহান্তের গতি
প্রতিনিধি (ম্যানেকার) দেখিয়া বড়ই হুঃখিত
হইয়াছি। আবার উক্ত প্রতিবিম্বিত বাহু আগন্ত

জীবনকে পরমায়ন বল্য যেহেতু পৌরাণিক
কালে ও তৎকালোক্ত কল্পনা কৈ নিকটে
নিহিত অল্পমাত্র বৈষম্য অতি অসীমিকর।
মহা হুই দিন হুই দিন বটে অগ্নি ভাষার
কষ্ট বসিত। এ সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া অতিশয়
সন্তুষ্ট হইয়াছি। আবার ভূমিলাল, ম্যানেজার
হু মানিক পেশাপ্রকৃতির প্রণয় বিতরণে
কল্পনা। গরিবগণ কিছুই পায় না। তারক-
রের যে কাল্পনিক অভিনিবি হইতে চইলে
যমজ্ঞ বসন্তের প্রাণীবা চাই। তৎপরে বসন্ত
ভীত, উদ্বিগ্ন, প্রকৃতি উচ্ছিন্ন সম্পন্ন হওয়া
কল্পনা। এ সকল ভণ্ড প্রভাবিত ম্যানেজার
হু আরও বসিয়া যোগ কর না। কেবল বা-
সন্ত, সংকটকেই অসীম চাকরবিগত "খালী"
প্রকৃতি বিশেষণে বসন্ত সমাসূত করিতে লাগি-
লেন, তাহাতে উদ্বিগ্ন নিত্যমাত্র হুচ্ছিন্ন। বা-
সিয়া থাকিতে পারি না। আর মোহনের
কর্মে বাহু সাজা কি ভাল দেখায়? মোহন
প্রবেশ বসিলে তবে মোহন ভক্তি হইবে।
তারকরের অনেক ব্যক্তিই আবার নিকট
ম্যানেজার বাহুব অধিক করিয়াছে। বিশেষতঃ
মহা, মধ্যম, মধ্যমের বেগুনরে আগন্তুক বাতী
কর্তে পৌরাণিকী কারণ অস্বস্তির চেত।
কল্পনা মধ্যম ভাবে যে বাহা বের তাগাই বসন্ত
লিখা খোঁজ করা কর্তব্য। বাহা হটক মধ্য-
ম একটু স্তম্ভ হইবে। নচেৎ উদ্বিগ্ন মধ্যম,
উদ্বিগ্ন, উদ্বিগ্ন, এই কল্পনাতে ভাসিয়া
হবে। ম্যানেজার অস্বস্তিতে এতগুলি বসন্ত, মধ্য-
ম কর্তব্য।

গতকাল অপরোহে তারকর হইতে রতনা
হইয়া বসন্ত। ন মধ্যম আসিয়াছি। বসন্ত
মধ্যম অতি বিখ্যাত। এ মধ্যম প্রবাসিত
অস্বস্তির বিধি মধ্যমের। এই মধ্যম বিদ্যাবের
মধ্যম বিদ্যাস বাহুর বিদ্যাবের। বসন্ত।
মধ্যম প্রীত হইলাম। ইহা বের প্রজ্ঞাপন ইহা-
বের উপর অতিশয় সন্তুষ্ট। ইহা বের নিকট
প্রার্থনা করি এরূপ পরিবারের উন্নতি হইয়া
বিদ্যাবের পতাক। সংকট উচ্ছিন্ন, ন হটক।

সংবাদ দাতার পত্র।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশ।

১৬ই ফেব্রুয়ারী মহাসমারোহের সহিত
এখানে জুলি ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

জুলির বসন্ত যৌগী বসন্ত এমি বসন্ত।
বার ও দেবারি আদিসর দুই বিহারীমারের
উপর ব্যস্ত ছিল। বিস্ময়ে মেল। ১৮টার সময় বস-
বার আরম্ভ হয়। কালেক্টরী কাছারীর সম্মুখে
একটি সন্নিধান খাড়া করিয়া তাহার নিম্নে
বসবার হইয়াছিল। দুইটি অভিনব পত্র
পত্রের পর মিঃ মিউনিক কলেটর বাহা-
হু একটা বসন্ত পাঠ করেন। বসন্ত
মধ্যম হইয়া ছিল। দুইটি রামপ্রসাদ বাস-
ভিত্তি ওহসীলবার মধ্যম একটা পত্র পত্র
পাঠ করিয়াছিলেন। তাহার সেই পত্র বিলম্ব
মধ্যম হইয়া ও মধ্যম হইয়াছিল। সে সময়েও
অনেকগুলি বসন্ত আশ্রয় বেওয়া হইয়াছিল।
উপস্থিত সভ্যবিশিষ্ট পাত্র ও আতর বাসে সমা-
প্ত করা হইল। তৎপরে বসন্ত বসন্ত হইল।
তথা হইতে জুলির দুই গুণে সকলে গমন করি-
লেন। কালেক্টর বাহাহু জীবনকে পুরস্কার
বিতরণ করিয়া একটা সংকট হুগলিলেন।
এই সংকট বিদ্যালয়ের বসন্তের। মধ্যম প্রবাসের
একজন অস্বস্তির মধ্যম একটা অস্বস্তি হুগলি
হইতে মধ্যম করিলেন। অস্বস্তি গবর্ণমেণ্টের
হাতে মিলেন ইহার আর হইতে এই
সংকট বিদ্যালয়ের বসন্ত নির্বাহ হইবে। অব-
শেষে বিদ্যালয়ের বালকবিশিষ্ট পারিতোষপূর্বক
ভোজন করান হইল। তৎপরে তথা হইতে সকলে
আসিয়া জুলির সরাইয়ের দ্বার এক দুতন দুশা
গেলেন। মহাপ্রাণিক কিছুক উপস্থিত। সক-
লক চাউল ও ডাউল প্রদত্ত হইল। এরূপ পরি-
মাণে বেওয়া হইয়াছিল যে মধ্যম একজন
এমি বের আশ্রয় হইতে পারে। তাহার সকলে
আশীর্বাদ করিতে করিতে চমিয়া গেল। এই
উৎসব প্রস্তাবী জুলি বিহারীলাল মধ্যমের
প্রস্তাব ছিল। তিনি এ প্রকার বসন্ত করিয়া-
ছিলেন যে কেবল মধ্যম হয় না। জুলি বিহারী-
লাল আশ্রয়ের আশ্রয়িক বসন্তের পাত্র হইলেন
সম্পন্ন হইল। জুলি বিহারীলাল আর একটা স-
কটের পত্র করিয়াছেন। তিনি কিছু টাকা
প্রদান করিয়াছেন তাহার মধ্যম হইতে সর্বোৎ-
কৃষ্ট উত্তীর্ণ হইতে একটা রেপেপারক প্রতি
বসন্ত প্রদত্ত হইবে।

আর একটা সংকট জুলির দিনে সম্পন্ন
হইয়াছিল। ই সমাপ্তকালে বসন্ত রোগী ছিল এবং
হাওলাতে বসন্ত রোগী ছিল তাহাবিশিষ্ট উচ্চ
রূপে ভোজন করান হইয়াছিল। আশ্রয় অর্থে
বিশিষ্ট বাহু বিদ্যাবের দিন এই মধ্যম

ভাষার বসন্তের আরও উপস্থিত ব্যক্তি। মহাপ্রাণিক
ভোজন করাইয়াছেন।

তৎপরে মহাপ্রাণিক মধ্যম মধ্যম আশ্রয়-
মধ্যম পরিপোষিত হইল। প্রত্যেক গুণ
আশ্রয়মধ্যম মধ্যম রাত্রি বসন্ত হইতে
লাগিল। কাছারী বসন্ত হইতে যে প্রকার আশ্রয়
প্রদত্ত হইয়াছিল এ প্রকার অনেক দিন প্রদত্ত
হুই হয় না। মহাপ্রাণিক লাগিল এবং
তৎপরে আশ্রয়মধ্যম আশ্রয় হইতে লাগিল।
উচ্চ মধ্যম মধ্যম কর্তব্যকে বসন্ত করিতে
লাগিল। চারিত্রিক হইতে বাসাবিধ ব্যক্তি হইতে
রাত্রিকালে নাচ ও নীচের অভ্যাস ছিল না।
আনন্দ গড়াইয়া বাউতে লাগিল। মধ্যমের রাত্রি
হুই দ্বার বেড়া বাসিয়া তাহার উপর নিশান
প্রদত্ত হইয়াছিল এবং পাঠ হুই প্রাণী মধ্যম
প্রদত্ত হইয়াছিল। মধ্যম রাত্রি এইরূপে বাস
আশ্রয় গত হইল।

১৭ই ফেব্রুয়ারি বেলা ১০টার সময় একটা
মধ্যম হয়। এই মধ্যম এই উদ্দেশ্য ছিল যে,
এখানে একটা হাওলা মধ্যম এই জুলির
মধ্যম প্রদত্ত করা হইবে তাহার জন্য চাঁদা
সংগ্রহ করা। মধ্যম প্রায় ৫০০০ টাকার
চাঁদা আশ্রয়িত হইল অবশেষে মধ্যমের
ভরক হইতে এই প্রস্তাব হইল যে আশ্রয়
আপনার মধ্যম আশ্রয়মধ্যম চাঁদা সংগ্রহ
করিয়া মধ্যম টেক্সারিতে প্রদত্ত করিয়া দিব।

আজ কাল এখানে বাহা প্রবাস মধ্যম পুর-
শেকা অর্থে মধ্যম ৩০ টাকা যে আটা টাকার
১০। ১৬ সের পাওয়া হইল, একপ্রকার
৮। ৬ সের পাওয়া হুইয়া হাওয়াইয়াছে
কমল মধ্যম হয় না। তবে এ প্রকার মধ্যম হইয়া
কারণ অর্থে এই প্রকার নির্দেশ করিয়া বাহা
বে, গবর্ণমেণ্ট গম বসন্ত করিতেছে। কো
প্রকার নীচের পাড়াব মধ্যম ১০০০। নীচে
প্রাণী কমিয়া আসিছে। চাউলও পুরাপুর
মধ্যম হইয়াছে। ১০। ১২ দিন হইতে বাস
হইতে বসন্তের পাত্র একখানি জুলির চিত্রিত
তাহাতে লোক মধ্যম মধ্যমের অস্বস্তি
হইয়াছে। এ মধ্যম জুলির বাসি চিত্রিত
চলে, তাহা হইলে, জুলির, চিত্রিত বিলম্ব
লাভ হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু বাসি মধ্যম
প্রবাসের অভ্যাস হইল।

এখানে বাহু মধ্যম বসন্তপাত্রের পো-
মাধ্যমের পাত্র নিম্ন হইয়া আসিয়াছেন। জি-
সমাপ্ত। কার্যকর এবং অস্বস্তি পাওয়া
মধ্যম কার্য মধ্যম চিত্রিত।

বিজ্ঞাপন

সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়।

১৪৮ নং বারানসী ঘোষের ট্রীট, কলিকাতা
ডাক্তার ঐষদুনাথ মুখোপাধ্যায় কৃত ব্যবহার্য পুস্তক
এখন হইতে এই পুস্তকালয়ে বিক্রীত হইবে।

সুসভ মূল্যে ইঞ্জিন বিক্রয়।

একটি পোর্ট এবেল অর্থাৎ গাড়ী ইঞ্জিন
দশটি অংশের বসে চালিত হয়।

একটি এডেসনবি বা বসান ইঞ্জিন, পেনসেল
অংশবলি চলে এবং একটি বয়লার। তিনটি স্তরকো
কল ৭৭ ফুট ব্যাস এই সকল জেবা প্রায় নতুন,
নিম্নের টিকানায়ে তত্ত্ব করিলে অতি সস্তা মূল্যে
পাইবেন। এক, এ, ডাক্স স্টোপার।

২৩ নং বাজনাবাণ, চৌধুরির ঘাট রোড।
শিবপুর—হাওড়া।

সন ১৮৮২ সালের ১৪ আইনেব

৩০ ধারা মতে বিজ্ঞাপন।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাই-
তেছে যে হাশনপুর নিবাসী রমানাথ বিখাস
বিপ্লব বাণী হইয়া চৌক বাজাইপুরের দ্বিতীয়
মুনশেকো আদালতেব সন ১৮৮৭ সালের ৪
নম্বর একটি রাস্তার ব্যবসাসনপূর্ব ও
রায়পুর গ্রামবাসীগণের পক্ষে রায়পুর নিবাসী
কুশাই মণ্ডলের নামে নালিশ করার সন ১৮৮৭
সালের ৮ই মার্চ তারিখে এই মোকদ্দমার ইয়
ধারক নিবিত্ত গ্রিন অবধারিত আছে। তৎসম্বন্ধে
কাছারও কোন আপত্তি থাকিলে এই তারিখের
পূর্বে উক্ত আদালতে মর্শার ইতি সন ১৮৮৭।
২৪এ ফেব্রুয়ারি।

তৎকৃত

সরল ভৈষজ্য-প্রকাশ

অর্থাৎ

সহজ মেট্রিরিয়া মেডিকা

১ম ভাগ।

গৃহস্থ ও পাড়ারগায়ের ডাক্তারদের জন্য
প্রকাশিত হইয়াছে।

রয়াল ১২ পেজি ৩০০ পৃষ্ঠার বেশী।
দাম ১১০ টাকার পরিবর্তে ১ ডাকমাণ্ডল/১০
এই পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

ড্রীচ গুচরণ চট্টোপাধ্যায়
ম্যানেজার।



ইলেক্ট্রো গ্যালভানীয়

অঙ্গুরী, কবচ ও অনন্ত।

বি, এম, কার, নির্মাণকর্তা ও আধিকারক;

নং ২৮ মৃজাপুর ট্রীট, কলিকাতা।

এই সর্বব্যাপি নামক অকৃত্রিম তড়িত পদার্থ
কেবল আনারি নিকট প্রাপ্য। বাহ্যিক তড়িত
তড়িত পদার্থ অল্প মূল্যে জর করিয়া কোন
ফল পান নাই তাঁহারা অগ্রহ করিয়া আনার
ইলেক্ট্রো গ্যালভানীয় আফিসে পাঠাইনে
আমির নির্মিত প্রকৃত তড়িত সংযুক্ত বস্ত্র অর্ন্ত
মূল্যে পাইতে পারিবেন।

প্রশংসা পত্র।

১ নং। কলিকাতা ২৮ নং মৃজাপুর ট্রীটস্থ
বি, এম, কার মার্কী সর্বব্যাপি-নাশক অকৃত্রিম
তড়িত অঙ্গুরী, কবচ ও অনন্ত বিশেষ ফলদায়ক—
রাজা রাজেন্দ্রনাথায়ণ দেব বাহাদুর,
সোভাবাজার রাজবাটী, কলিকাতা।—৩০এ
নাথ ১২২৭।

২ নং। বড় সন্তোষের সহিত বলিতেছি যে
বাবু বি, এম, কারের তড়িত কবচ, অনন্ত ও
অঙ্গুরী মানা প্রকার জটিল রোগ রূমের বিশেষ
ফলদায়ক, এবং আনিও কোন রকম প্রভাবের

শীত। যশঃ একটা জনস্ত ও অঙ্গুরী ব্যবহার
করার অনেক উপকার প্রাপ্ত হইয়াছে। ভরসা
করি ইহার উপকারিতা সম্বন্ধে আর তিস্তি
ব্যবহার করিলে আর বেশী বলিতে পারিব—
রায় গিরিশচন্দ্র দাস বাহাদুর—জাতীয় অফ
দিল্লি, কলিকাতা,—এবং সুপারিন্টেন্ডেন্ট, গবর্ণ
মেন্ট অফ ইন্ডিয়া, কোম্পানী, কলকাতা—
মেট্রি।—২৮ নং মেহুরাওয়ার ট্রীট, কলি-
কাতা,—৬ই মে: ১৮৮৩।

—৩৩—

১৮৭৪ অব্দে স্থাপিত।

শরচ্চন্দ্র দত্ত এণ্ড কোং।

গোমিওপ্যাথিক ঔষধ।

প্রস্তুতকারী।

কলিকাতা মহামেলায় এবং গোমিওপ্যাথিক
ডাক্তারদের নিকট চন্দ্র এণ্ড কোং উৎকৃষ্ট
মহা প্রদান পাঠাইয়াছেন।

সস্তা প্রদান।

৩০ টাকার চিকিৎসার ১২ শিশি ব্যবস্থা ও কপ
নের আদায় ৫ টাকা।

গৃহ-চিকিৎসার ২৪ শিশির ব্যবস্থা পুস্ত
মহা ৮ টাকা, ২ শিশি ব্যবস্থা ১০ টাকা।

সাধারণ চিকিৎসার ৫১ শিশি ওষধের বা
ব্যবস্থামহ ১৮ টাকা।

ডাক্তারদের উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা ২৫ টাকা, সা
উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা ৫০ টাকা।

ইহুনাঙ্গ ব্যবস্থা সচিব মূল্যনির্ণয়
বিমা মূল্য প্রাপ্য। টিকানা ৫৫ নং কলকাতা
কলিকাতা।

—৩৪—

চুলের কলপ।

ইহা সস্তা। মাত্র তবল, লাগাইতে কো
কষ্ট নাই। যেনপ পছন্দ হইত না কেন
নিম্নে প্রাপ্ত ডিগ্রি কলপ হইয়া ৩৪ মা
থাকিলে। মূল্য ১২ টাকা।

গোজনের তৈল।

ইহা ব্যবহারে চারিদিকে গোলাপের গা
মিষ্টার করে, শরীর প্রিয় থাকে, শিবঃ রোগে
প্রসার। মূল্য ২৩ শিশি ১২ টাকা, ছোট
আনা।

অদৃশ্য কালি।

ই কালিতে লিখিবার সময় কিছুই দেখা যায় না।
২০ মিনিটের মধ্যে লিখিবার সময় লিখিবার সময়
২০ মিনিটের মধ্যে লিখিবার সময় লিখিবার সময়
২০ মিনিটের মধ্যে লিখিবার সময় লিখিবার সময়

লিখি পাউডার।

লিখি পাউডার।

লিখি পাউডার।

লিখি পাউডার।

লিখি পাউডার।

লিখি পাউডার।

লিখি পাউডার।

লিখি পাউডার।

লিখি পাউডার।

লিখি পাউডার।

লিখি পাউডার।

লিখি পাউডার।

লিখি পাউডার।

লিখি পাউডার।

লিখি পাউডার।

লিখি পাউডার।

লিখি পাউডার।

লিখি পাউডার।

লিখি পাউডার।

লিখি পাউডার।

লিখি পাউডার।

লিখি পাউডার।

লিখি পাউডার।

লিখি পাউডার।

লিখি পাউডার।

লিখি পাউডার।

লিখি পাউডার।

লিখি পাউডার।

লিখি পাউডার।

লিখি পাউডার।

লিখি পাউডার।

লিখি পাউডার।

লিখি পাউডার।

লিখি পাউডার।

লিখি পাউডার।

লিখি পাউডার।

লিখি পাউডার।

লিখি পাউডার।

লিখি পাউডার।

লিখি পাউডার।

লিখি পাউডার।

লিখি পাউডার।

বিজ্ঞান অধিদপ্তর নির্মিত অক্ষর



নব্য সভ্যতার নব্য কল্পনা কেবল কল্পনা
ধারণ করিতে অনিচ্ছুক সেই জন্য গত অষ্টাব্দে
নব্য সভ্যতার নব্য কল্পনা কেবল কল্পনা
ধারণ করিতে অনিচ্ছুক সেই জন্য গত অষ্টাব্দে
নব্য সভ্যতার নব্য কল্পনা কেবল কল্পনা
ধারণ করিতে অনিচ্ছুক সেই জন্য গত অষ্টাব্দে

আজ কাল নানা প্রকার উদ্ভাবিত
কল্পনা ও অক্ষর ইত্যাদি নানা অষ্টাব্দে
নব্য সভ্যতার নব্য কল্পনা কেবল কল্পনা
ধারণ করিতে অনিচ্ছুক সেই জন্য গত অষ্টাব্দে
নব্য সভ্যতার নব্য কল্পনা কেবল কল্পনা
ধারণ করিতে অনিচ্ছুক সেই জন্য গত অষ্টাব্দে

অনন্তর যে সকল স্থানে বাতাস
তাহা এককটী করিয়া দিয়াইয়া লইবেন। আর
উচ্চস্রাব্যতার আহরণের দ্বারা হস্তে ধারণ
করিবেন। অতঃপর ও পূর্ণিমাতে কটকির
দ্বারা ধোত করিয়া লইবেন, বাহ্যিক কবচ
লইয়া ঠিকিরাছেন তাহার একবার পরীক্ষা
করুন। গত বৎসর ১০০০ রোপি আয়োগ্য
হইয়াছে।

বিজ্ঞানপন্থাদিগের প্রতি।

আজ নব্য সভ্যতার নব্য কল্পনা কেবল
কল্পনা কেবল কল্পনা কেবল কল্পনা
ধারণ করিতে অনিচ্ছুক সেই জন্য গত অষ্টাব্দে
নব্য সভ্যতার নব্য কল্পনা কেবল কল্পনা
ধারণ করিতে অনিচ্ছুক সেই জন্য গত অষ্টাব্দে

বাহ্যিক করিবার উদ্দেশ্যে। নব্য সভ্যতার
নব্য কল্পনা কেবল কল্পনা কেবল কল্পনা
ধারণ করিতে অনিচ্ছুক সেই জন্য গত অষ্টাব্দে
নব্য সভ্যতার নব্য কল্পনা কেবল কল্পনা
ধারণ করিতে অনিচ্ছুক সেই জন্য গত অষ্টাব্দে

বেসকল কর্মচারির বিজ্ঞান আবিষ্কার
নিকট আসিবে, তাহা এখন একবার
বিজ্ঞান করিতে অনিচ্ছুক সেই জন্য গত অষ্টাব্দে
নব্য সভ্যতার নব্য কল্পনা কেবল কল্পনা
ধারণ করিতে অনিচ্ছুক সেই জন্য গত অষ্টাব্দে

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটি
বিশেষ নিয়ম।

সমর্থপক্ষে সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য
নব্য সভ্যতার নব্য কল্পনা কেবল কল্পনা
ধারণ করিতে অনিচ্ছুক সেই জন্য গত অষ্টাব্দে
নব্য সভ্যতার নব্য কল্পনা কেবল কল্পনা
ধারণ করিতে অনিচ্ছুক সেই জন্য গত অষ্টাব্দে

অগ্রিম মূল্য না পাইলে বাক্যে সোমপ্রকাশ
প্রেরিত হয় না। বাহ্যিক সোমপ্রকাশের
নব্য সভ্যতার নব্য কল্পনা কেবল কল্পনা
ধারণ করিতে অনিচ্ছুক সেই জন্য গত অষ্টাব্দে
নব্য সভ্যতার নব্য কল্পনা কেবল কল্পনা
ধারণ করিতে অনিচ্ছুক সেই জন্য গত অষ্টাব্দে

বাহ্যিক মূল্য না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ
করিবেন, তাহা বিবেচনা সেই পত্রাদি
প্রেরণ করিবেন।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞান দিতে ইচ্ছা
করিলে তাহাকে এখন তিন বার প্রতি পত্র
১০ টাকা তাহার পর ১০ এক আনা দিতে
হইবে। কেবল ইংরাজী অক্ষরে প্রতি বার
১০ পত্র করিয়া লাইন করা হইবে।

প্রেরিত, সংবাদপত্র, অর্থকারীর পত্র ও
প্রতি বেসকল বিবরণ নানা স্থানে
হস্তে একত্র আনিতে তাহার নতুন বা
কোনটি আই
বিজ্ঞান বা সত্য এবং সত্য মিথ্যা
বিবেচনা করিবেন।

এই পত্র ১০ নং ১০০০ রোপি আয়োগ্য
কলিকাতা সোমপ্রকাশ বস্ত্রে
বিজ্ঞান করিতে অনিচ্ছুক সেই জন্য গত অষ্টাব্দে
নব্য সভ্যতার নব্য কল্পনা কেবল কল্পনা
ধারণ করিতে অনিচ্ছুক সেই জন্য গত অষ্টাব্দে

১৬শ সংখ্যা । ৩

{ ଅମରବୀର୍ଯ୍ୟ ମାତୃକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାସିକ ୧
 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର । ଶିକ୍ଷକ ୭ ହାଉସିଂସିନର
 । କର୍ମୀ ମାସିକ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ୩୦ ଟଙ୍କା ।

নামা, অর্ঘ্য, বাত ও পুরাতন অর প্রকৃতি
 রোগের বহু ঔষধি, ধারণ করিয়া নাম
 আরোগ্য লাভ করিতেছে, পুরাতন নিমিত্ত
 বোল আনা, প্যাকিং ও ডাকমাফল। আনা।
 ঠিকানা: জি.জি. মহল্লান বাস ঘোষ। ৪৬ ১নং
 বেলু চাইল্ড্রেন স্ট্রিট, কলিকাতা।

প্রেরিত পত্র

মান্যবর জিগুজ সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু।

সোমপ্রকাশকে উপহার।

(১)

এখন ও পরাবৃত্তে চন্দ্রমা (সোম) প্রকাশ।
অরণ্যের শলী খসি মরতে বিকাশ।
যার জনম পূর্ণের মাতি দেশ হিত-পূর্ণের
বল নিখোঁজিত বেত্র বেছে ফুটাইয়ে।
তাকিতে যা কিছু এবে বেধিছে চাহিয়ে।
যার বচন সুধা জানেনাক যোষ চিহ্না
করে নাই ভে.বামে.ব ভীকুর মতন।
মুখে ক্ষীর গাঠে বিব কলস যেমন।
এ সুবনা রাশি যবরের ভনোনাশি
শিখাঘিছে অজ্ঞাতিরে জাতীর বর্জন।
মাগের বেধনে যথা শিকুর রোমন।
হারা মনীষী হয় পরহিতে হীক। নয়
তাই তুমি সেই মত্তে রয়েছ মজিয়ে।
অর্থ, অর্থ, অর্থ, সুখ সব ভেরাগিয়ে।
অর্থ! কোন প্রাণে সবা মত মধ্যমানে
হুঁড়তি লিটন লাট পীড়িল তোমারে।
ভাবিলনা বিধিবিধি পরিধাম তরে।
উপকার তরে যেহ্মার পীড়ক ক'র
এতুত সঁপিতে মাম যেই জানবান
তার যশ কণ্ঠে, কিসে, হুয়েছে নির্কণ।
ন সে আছে কোথা। তাহার পীড়ন প্রথা
ভরলোর যমবণ্ড সুপ্রণ চন্দ্রা।
গয়্যছে প্রবেশে কিরি হুঁচছে প্রমাদ।

(২)

তোমার উজ্জল নাম আগ(ও) সুনুজল।
কুয়াসা-ভাসন-বুজ-দীপ্ত-অন্তঃমাণ।
তরে মরম বাধা বড়ই দুঃখের কথা
এ সুখ সমবে হায় হলো তিরোধান।
ব্যতিক চন্দ্রমা-বহু সুখা ধরসান।
হমা ভক্তির ভবে ওই বেধ আঁধি করে
ওই বেধ দাড়াইয়ে বজের সন্ধান।
যাচিছে তাহার মুক্তি করে একতান।
হাকণ "বজবাসী" তুমি বড় রক্তভাবী
সহযোগী বক্ষা ফতে লবণ নিকেশ।
এ কেমন ব্যবহার? বড়ই আক্ষেপ।

বজবাসী চটোমাক দুঃখ কি না তেবে বেধ
আনিত অযোগ সুখা বুঝিনা সংসার।
বুঝিনা অজ্ঞান জীনা কেমন বাটার।
গুডাম্পাচন্দ্রানান্তি, এখন বলছে অস্তি
ফুলে বাও রেব তিসা বৈদিত্য সাধন।
মিলে নিবে হেসে খেলে সুখী কর মন।
চন্দ্রমার সুপ্রকাশে, আজ(ও) বন বিক হাসে
আজিও বে পূজনীয় এ বজ আগারে।
দীর্ঘজীবনে আজ(ও) স্থান কিতৈবী সংসারে।
ওরে "বজবাসী তাই" আবার(ও)বা তোর(ও)তাই
করিয়াছে উপকার কুটোরেছে চোখ
কেম তবে নিমি তাঁরে দিতে চাও দুঃখ।

(৩)

যর্বেব বিমল জ্যোতিঃ দীপ্ত প্রতিভার।
জাগরক সর্ব স্থানে ব্যাপি তব কার।
কত শত বজ্রাঘাত লপাত, তপনপাত
সহিয়াছ তবু তুমি কর্তব্যে অটল।
উপনীত-বারী বেন বিমানী অচল।
তব গুণ মনে হলে সকলি যাইগো ফুলে
ইচ্ছা হয় সন-জাতে হই ভাসমান।
বেশ-হিত-ব্রত-যোগে করি তব ধ্যান।
উপেক্ষা জীবন্ত তব বীর বহু অভিনব,
সতত নিরন্ত চিত্তে প্রবাহ সুধার,
চালিছেন সাধিবারে পর উপকার।
তাই আমি তব দ্বারে এসেছি তিকার তর
হেও কিছু উপদেশ আশিব বচন।
হুক পরশিয়ে করি মন্তকে শরণ।
ভূবে আতি ভনোহুনে অন্ধকার পথে পথে
কত বিভীষিকা আজি দেখাইছে তর।
দারুণ এ জ্বালা আর প্রাণে নাহি সয়।
তাই বলি চন্দ্রমারে। জনম করণ করে
শান্তিধনে মেচনিরে এসেছি কেথায়
মানসে বশিব বীজ গোপিব বরায়
কৃপা করি কিরি চাও অজ্ঞানে বুঝারে বেও
কোথা হতে কোন পাবে ধার জাননব।
কি বাস্তু তা'হতে ওঠে কিবা সে দীরব।

(৪)

তাই আজি আশাপূর্ণ মানস অন্তরে।
তেতিতে এসেছি হেথা তক্তি উপহারে।
তব গুণ গরিমার তুমিই ফুলনা সার
এক মুখে বর্ণনার আমিরা অক্ষম।
করুণার সর্বব্যাপি বিক শোভিব্যাম।
তব সার-গর্ভ লেখা তারকা অকরে আঁকা
তবশে চন্দ্রমা তুমি কলকবীন্দ্র।
জুড়াইতে অবিভী নিবাস তুমি।

এত বে সদগুণ ধর তবু যেম মনে মন
গাছে বঁধি বশোভণ কুতজ পরাণে।
অমনি লক্ষ্যের মর বিবর শরণে।
কবে সেই দিন হবে, যে দিন আমরা সবে,
শিবির, পরিব গলে অমূল্য রতন।
তোমার এ প্রত, শিকা, কুতক, বর্শন,
পর দুঃখে জব হও বিশবনাগরে বাও
কর্তব্য এখন জোতে সহাই উঠাও।
আমিও মিলিব সঙ্গে একই দাড়াও।
এ মতে কল্পনা কথা গার তর নাচে লতা,
আঁধার হবয় আন, চন্দ্রমা প্রকাশ।
ও সুধা কিরণে ভাতি পূর্ণিমা আকাশ।
মনে রেখো চন্দ্রমারে। অকৃতী বজীর ধরে
নিঃস্বার্থ হিতের তরে রেহ প্রজবণ
রেখো ফুলে ফুলিওনা এই নিবেদন।

জীবতীজনাথ নাথ রায়।
(সুধনগর রাজবাটা)

—••—

সমালোচন-প্রতিবাদ।

বঙ্গসমাজেব এম্-পাঠকগণ মধ্যো বোধ কর
অনেকেই জানিতে পারিয়াছেন যে, প্রায় ত
তিন মাস অতীত হইল, জীবন-পরীক্ষা বা তীব্র
সম্প্রদুর্ভেদ নামক একখানি আধ্যাত্মিক,
উচ্চমতাবসম্বিত, সরল অথচ বিস্ত্র মুসলমান
ইতিহাস প্রায় সর্ববাহিনসম্মত তত্ত্বপ্রবন্ধ জনসমাজে
প্রচারিত হইয়াছে। এই [এম্-প্রবন্ধ] জিগুজ
প্রিয়নাথ চক্রবর্তী মহাশয় উদ্ব্যাক্ত ভগবন্তত্ব
পিপাসু সর্ব সাধারণেবই অস্পায়াস-বোধ গম্য
করিবার নিমিত্ত যে কত বহু ও পরিচয় স্বীকার
করিয়াছেন, তাহা বলাট দুঃসাধ্য। পাণ্ডুলিপি
অবস্থারই তিনি উহার অমাবি শোধনের নিমিত্ত
যত্নমান হওয়ায়, কলিকাতা মগ'রর চন্দ্রনিয়া
নিবাসী বহুজনপরিচিত, ভগবন্তত্ব, মহাত্মা জিগুজ
ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এবং এই মগ'রব
মৃদাপুর নিবাসী হিন্দুপাত্র ও হিন্দুধর্মনিষ্ঠ
সংস্কৃত কলেজের কৃতপূর্ব অধ্যাপক স্থপতিত,
জিগুজ গিরিশচন্দ্র বিহারত মহাশয়, এই এম্
আমোদ্যান্ত পরিবর্শন ও সংশোধনপূর্বক
এই এম্ সম্বন্ধে প্রমুখতাকে মুক্তকণ্ঠে প্রবংসা
করিয়াছেন; জীবন-পরীক্ষা এম্ বাহ্যবের হস্ত-
গত হইয়াছে তাঁহার। ইহা অবশ্যই দেবিতা
বা কীর্তন। এতদ্ব্যতীত সুপ্রসিদ্ধ বিজ্ঞ সমা-
লোচক জিগুজ বক্তচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ
বহু, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ রায়,

গজাধর বজ্রাশ্রম, উদয়চন্দ্র বসু, আনন্দ-
কৃষ্ণ বসু, গৌরীশঙ্কর ঘোষাল, যজ্ঞেন্দ্রনাথ গুপ্ত
প্রভৃতি অনেক ব্যক্তিকে এই গ্রন্থে দেখে একবার
উচ্চ আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, জীবন-
পরীক্ষার পাঠক হইবার জন্য অবিরত নাই।
এবং ভুবনমোহন বিহারী, চরিত্রশ্রী কবিরত্ন,
স্বর্গদেব মায়েরত্ন, তারাকুমার কবিরত্ন, রাধাকুমার
মায়েরত্ন প্রভৃতি শাস্ত্রবিশী অধ্যাপক পণ্ডিত-
মণ্ডলীও যে ইহাকে বঙ্গভাষার এই জ্যেষ্ঠ
প্রাচীন আভিনব সর্বজন-সমাদরনীয় গ্রন্থ
বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তাহা বলা পুনরাবৃত্তি
মাত্র।

জীবন-পরীক্ষা জনরংগে প্রচারিত হই-
বার পূর্বে (মুদ্রিত হইবার সময়) উল্লিখিত
মহাপুরুষ এই গ্রন্থের অল্প বা অধিক অংশ
পাঠ করিয়াই আপনাদের প্রশংসাপত্র প্রদান
করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা হইলেও, গ্রন্থের বহু
প্রচার-আকাঙ্ক্ষা এবং সংবাদপত্র-সম্পাদক-
গণের আন্তরিক জানিবার নিমিত্ত সাধারণ
নিয়মসূত্রে জীবন-পরীক্ষা সংবাদপত্র সমূ-
হকেও সমালোচন, বহু প্রেরণ হইয়াছিল। তন্মধ্যে
'সোমগ্রন্থ' 'ভারতবাসী' ও 'সবর' সম্পাদক
এই গ্রন্থকে যে কত উত্তম ও আবশ্যকীয় বলিয়া
প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা শুধু সংবাদ পত্র
পাঠক নাইই অবগত আছেন। ফলতঃ যিনি
এই গ্রন্থের কিয়দংশও পাঠ করিয়াছেন, তিনিই
ইহাকে মানবের পটোপকারী গ্রন্থ বলিয়া
স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু আমরা বিগত ১-ই
ফাল্গুনের 'বঙ্গবাসীতে' সাহিত্য সংবাদ শীর্ষক
সমালোচনস্তম্ভে জীবন-পরীক্ষা সম্বন্ধে বহু
সমালোচন পাঠ করিলান তাহা অত্র চন্দ্রকার
জনক বলিয়া বোধ হইল। সর্বসাধারণের
অবগতিব নিমিত্ত বঙ্গবাসীলিখিত প্রস্তাবের
বিশেষ প্রয়োজনীয় অংশ এখানে উদ্ধৃত হইল।
“... প্রকৃত্যায়ী অবস্থা ও প্রতিশ্রুত ব্যক্তি
শাস্ত্রকারের আভাস অবলম্বনে চিত্রিত ক্ষেত্র
নিবাসন করিয়াছেন। কপি স্বীয় কল্পনায় উপা-
নির্ভর করিয়া মানস পিপাসার শাস্ত্র উপায়
বিধান করিয়াছেন। তিনি অবিকারী তিনি শাস্ত্র
অধ্যয়ন করেন। তদুপেক্ষা যাহার অধিকার
অল্প, তিনি জনজ্ঞতি ত পরিতুষ্টি মাত্র করেন।
অধিকাবে উচ্চতর হইলেও কবি অসীমতা
বশতঃ শাস্ত্র চর্চায় মনোনিবেশ করিতে পারেন
না। আমাদের বোধ হয়, অল্পচতুর্ভুজের গ্রন্থ-
কার এই জাতীয় ব্যক্তি। ইনি তত্ত্বকার

জনা পথের পথিককে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,
শাস্ত্রানুসন্ধানের বৈধতা, অল্পশীলনের সামর্থ্য
হয় ত না? ইহা হইলে, এখন জ্ঞানবানুনার কল্প-
নার উপর নির্ভর করিয়া বিবেচনার বিশ্ব-
রাজ্যের গুণতম প্রবেশে প্রবেশ করিতে চেষ্টা
করিয়াছেন। অধাবসায় আশ্রয় জনক হইতে।
অমোঘ উপভোগের অবসর যাহাদের আছে,
নিজের কল্পনা যাহাদের স্বপ্নে সীল
ছাড়িয়া নিষ্কৃত হইয়াছে, তাহারা এ গ্রন্থ
পাঠ করিতে পারেন। কিন্তু জানিলাম
এ পুস্তক পড়িবেন কি না জানি না, কখনও
পুস্তক পড়িবেন কি না জানি না। আর কেবল
কল্পনার সীল-সহরী বেধিবার জন্য যাহারা
কাব্য-রসানুভব উৎসুক তাহারা বোধ হয় এ
পুস্তক পড়িতে পারিবেন না। সংসারের গতিই
এইরূপ, মনের কথা বসিত বস্তু বাস্তব হয়,
কিন্তু তত বস্তু হয় না। প্রিয়নাথ বাবু
যদি জোড়া পান, তাহা হইলে তিনি সৌভাগ্য-
শালী। তাহার সৌভাগ্যে প্রকল করিলে আমরা
বাস্তবিকই সুখী হইব।”

এইরূপ লিখন দ্বারা জ্ঞানবানু বঙ্গবাসী-
সম্পাদক মহাশয় যে ভাষা প্রকাশ করিয়াছেন
তাৎপরে স্পষ্টই বোধ হয় যে, জীবন-পরীক্ষা যেন
সর্বসাধারণের পাঠযোগ্য গ্রন্থ নহে। কিন্তু
তাঁহার উপেক্ষা বঙ্গক এই সকল কথা বলিবার
কারণ কি, তাহা জানিতে না পারিয়া, তাঁহার
থাকের প্রতিবাদে অসমর্থ হইলেও অগত্যা
উদ্ধৃত বাধ্য হইতে হইল। অনেকের আশ্রয়
কোন বস্তু বা ব্যক্তি বিশেষকে এক ব্যক্তি
নিজস্ব বা উপেক্ষীয় বলিয়া সংবাদপত্র
প্রচার করিলে, এই প্রকার ঘটনার কারণ
জানিতে কাহার না ইচ্ছা হয়?

বঙ্গবাসী সম্পাদক মহাশয় জীবন-পরীক্ষা
প্রসঙ্গে ত্রায় সকলেই অপারোপার্য বলিয়া
বর্ণন করিয়াছেন। তজ্জন্য আমরা প্রথমতঃ
তাঁহাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করি, যে এই গ্রন্থ
খানি কি 'তিনি পাঠ করিয়াছিলেন? তাঁহাব
লিখন-বঙ্গী বৈধিগ্য সকলেই সহজেই
প্রতীতি হইতে পারে যে, তিনি নিবপেক্ষ
ভাবে এই পুস্তক পাঠ বা সমালোচনা করেন
নাই। বস্তুতঃ যে গ্রন্থক উপেক্ষা করা হই-
য়াছে, তাহার উপেক্ষণীয় বিষয়ের উল্লেখ করা
হইল না কেন? তিনি যদি তাহা দেখাইয়া
দিতেন, তাহা হইলে আমাদের আশ্রয় কোন
কথাই বলিবার ছিল না, কেন না, বোধগ

নিষ্ঠার দ্বারা উপকার করিবার জন্যই তাঁহাদের
মায় ব্যক্তিকে পুস্তকাদি প্রেরণ হইয়া থাকে।

সে দ্বারা বস্তুক, সম্পাদক মহাশয়ের
নবম কথা এই যে,—“কবি কল্পনার উপা-
নির্ভর করিয়া মানস পিপাসার শাস্ত্র করিয়া-
ছেন।—একদা আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা
করি, মহাশয়! কিন্তু, সুসংযম জীভিগ্য
প্রভৃতি সম্ভাব্যের পূজনীয় কোন বর্ষশাস্ত্র
আধ্যাত্মিক-চিত্তশীল স্বরূপান ব্যক্তির কল্পনা
সম্ভব নহে? যদি বর্ষশাস্ত্র যাহাই ব্যক্তি
বিশেষের কল্পনা প্রভৃতি এ কথা স্বীকার্য্য হয়,
তবে জীব-পরীক্ষা কল্পনামাত্র ইহাও যদি
কোন বর্ষশাস্ত্র মত সম্ভাব্যের (প্রাচীন হিন্দু
সম্ভাব্যের) আপত্তি জনক-বা বিরুদ্ধ না হয়,
তবে সম্পাদক মহাশয়ের তাহাতে আপত্তি
কি?

দ্বিতীয় কথা, “যিনি অবিকারী, (অবলা
অজ্ঞান লাভেরই অবিকারী,) তিনি শাস্ত্র
অধ্যয়ন করেন।” সম্পাদক মহাশয়ের এই কথা
দ্বারা প্রতীকিত হইতেছে যে, কেবল শাস্ত্রই
মানবের তত্ত্ব-পথপ্রদর্শক। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি,
শাস্ত্রব্যতীত মানব স্বরূপের কি আভাবিক কোন
ক্ষমতা নাই? এবং শাস্ত্র অধ্যয়ন না করিয়াও
কি কেবল স্বরূপের শক্তি দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান
লাভ করা যায় না? যদি তাহা না যায়, তবে
সম্পাদক মহাশয় বলিতে পারেন, শাস্ত্র-প্র-
গণ কোন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন?

জীবন-পরীক্ষা-প্রণেতা “অবীরতা বশতঃ
শাস্ত্র চর্চায় মনোনিবেশ করিতে পারেন না”
মতঃ,—তিনি, “শাস্ত্র মূলীকনে অসমর্থ” মতঃ,—
তিনি “তত্ত্বকার কম” পথের পথিককে জিজ্ঞাসা
করিয়াছেন মতঃ—এবং তিনি “এখন কল্পনার
উপর নির্ভর করিয়া বিবেচনার বিশ্বরাজ্যের গুণ-
তম প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এ
অধাবসায় আশ্রয় (বা উপদ্রাব) জনক হইতে
পারে তাহাও মতঃ—কিন্তু মহাপুরুষ।
জিজ্ঞাসা করি, যিনি শাস্ত্রচর্চায় মনোনিবেশ
অসীম অথচ নিতান্ত ক্ষমতা ও পুণ্য পুণ্য রূপ
চর্চায় দীর্ঘ, তাহাব অপরাধ কি? যিনি কোন
স্বরূপান শাস্ত্র প্রণেতা প্রণীত ‘শাস্ত্র’ গ্রন্থ
হইতে তত্ত্বকথা না জানিয়াও স্বরূপান পথের
পথিকক তত্ত্বকথা জিজ্ঞাসা দ্বারা ইচ্ছাকৃত
হইতে পারেন তাহাব অপরাধ কি? যিনি
নিজ স্বাধীন কল্পনা বা চিত্ত দ্বারা নিজে
বিবেচনার বিশ্বরাজ্যের গুণতম প্রবেশে প্রবেশ

ব্যাধি কার্য তখন আর অর্ধাংশে সমাধিত
হইয়াছে, কিন্তু ঈদৃশ কুৎসিত গন্ধ পাইয়া
রোহিত মহাশয় কোন মতেই বিবাহ
কার্য সম্পাদিত করিতে ইচ্ছুক হইলেন না।
লিলেন, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে কখন
ই মানকল্পব্যাসেনিন্যক্তির বিবাহ কার্য
সম্পাদন করিব না। পুরোহিতের মন-
স্বস্ত ও প্রতাপ দেখিয়া আমরা অত্যন্ত
আজ্ঞাদিত হইলাম। এইরূপ সন্দেহ হইলে
অনেক অনিষ্ট নিবারিত হইতে পারে।

আমরা শুনিয়া অত্যন্ত আজ্ঞাদিত হই-
লাম যে, ঢাকার মহাশয় আসাশুভা নিজ ব্যয়ে
ঢাকা সত্রে গ্যাসের আলোক প্রদান করি-
বেন। ইহা তাঁহার যথার্থ মহারথীশ্বর ও
ঈশ্বার্যের পরিচায়ক। ইহাতে হরিজদিগকে
উজ্জ্বল হইতে হইবে না। তাহাদিগকে
কোন রূপ কব দিতে হইবে না। ইহাতে
নিশ্চয়ই তাহাদিগের যথার্থ আনন্দ ও স্বচ্ছ-
ন্দতা লাভ হইবে। নতুবা সামান্য এক
অলৌকিক স্থলের নিমিত্ত চিরকালই যে পুত্র
পৌত্রাদি ক্রমে নিয়মিতরূপে প্রজাদিগকে
সহ্য করিতে হইবে ইহা নিতান্ত অযৌ-
তিক ও ব্রেশাবহ।

২১এ ফাল্গুন শুক্রবার সেনেট সভার
অধিবেশনে মহানুভব মার উইলিয়াম হণ্টার
বলেন যে, কলিকাতা ইউনিভার্সিটির একান্ত
কর্তব্য যে, তাঁহার সিভিলসার্ভিসপ্রবেশে
সাতশ অসংখ্য বয়সের সীমা নিরূপিত
হইয়াছে তাহা বহিত করিবাব ক্ষমতা চেষ্টা
করেন। তিনি বলেন যে, পবলিক সার্ভিস
কমিশনের অধিবেশনকালমধ্যেই তাহা
হিগের এক প্রতিজ্ঞাপত্র প্রকাশ করা
কর্তব্য, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে এ প্রস্তাবের
নিরূপণাদি কার্য তখন স্থগিত বহিল।
মহানুভব, উদারচেতাঃ হণ্টার সাহেবের
ঈদৃশ যুক্তিপূর্ণ ও সহানুভূতিশূচক প্রস্তাবে
আমরা অত্যন্ত আনন্দিত ও উৎসাহিত
হইয়াছি।

আজ কাল দেখা যাইতেছে রথ্যা পাথে
রক্ষা রোপনার্থে গবর্ণমেন্ট বিশেষ উদ্যোগী।
ভূতপূর্ব লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর ইডেন বাহাদুর এ
প্রথাটি দৃঢ়তর করিয়া যান, এ নিয়মটি যে
সর্বজনপ্রীতিকর সম্ভব নাই, কিন্তু অনেক
স্থলে দৃষ্ট হয় কেবল বট ও অশ্বথের রক্ষা,
কি অল্প অল্প গাছ রোপিত হইতেছে। এই
সকল রক্ষে কোন লাভ নাই কেবল ছায়ামাত্র,
এ কারণ গবর্ণমেন্টকে আমরা পরামর্শ দিই,
রথ্যা পাথে রবার্ট রক্ষা রোপণের প্রথা প্রব-
র্তিত করুন। প্রস্তাবিত রক্ষা বট অশ্বথের
ছায় ছায়া দান করিবে, অথচ লাভ হইবে।
এ গাছ এদেশে কল্পিতে পারে। আমরা
বর্তমান জেলার চকদিবির রাজ বাবুদিগের
বাগিচা নিকটে রাজ্যের কিনারায় কয়েকটি
রবার্ট গাছ দেখিয়াছি। ঐ রক্ষা গুলি আসা-
মের রক্ষা হইতে নূন বোধ হইল না, তবে
এদেশে না হইবে কেন?

দামোদর হইতে বাহির হইয়া ইডেন
কেনেল ডানার নিম্ন মাঠে মিলিত হইয়াছে
এ সংবাদ আমাদের পাঠকবর্গ মধ্যে অনেকে
জ্ঞাত আছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই নব
দশ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে যে ঐ খালটি খোদাই
হইল তাহার ফল কি হইতেছে? নাব্য কার্য
চলে না, কৃষকগণ কৃষি অর্থে সুবিধা মত
জল পায় না, তবে উপকারিতা কি? যদি
কেবল কতকগুলি প্রকার পানীর জলের কষ্ট
নিবারণ উদ্দেশ্যে হইয়া থাকে, তবে এত ব্যয়
করিয়া খাল কাটা কেন? যে পরিমাণ লোকে
পানীর জল পাইতেছে, উহাদের ঐ কার্য
অপ্রয়োজনীয়। যাহা হইয়াছে তাহা আর কথা নাই,
একদম বাহাতে উক্ত খালে নাব্য কার্য দ্বারা
বাণিজ্য বৃদ্ধি ও জলের সাহায্যে কৃষির
উন্নতি হয়, তৎপ্রতি বিশেষ মনোযোগী
হওয়া গবর্ণমেন্টের কর্তব্য।

১৮৮৫ সালে গ্রীষ্মকালে দেশীয় সৈন্য
বৃদ্ধির যে প্রস্তাব হইয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ

করিবার আদেশ হইয়াছে, কিন্তু অধুনা
ধনকোশের সঙ্কীর্ণতা প্রযুক্ত তাহা কিছু
দিন স্থগিত রহিল। ১লা এপ্রেল হইতে
৫টি নূতন পদাতি সৈন্যদল বৃদ্ধি হইবার
নীতিই আদেশ বাহিব হইবে।

আমরা শুনিতেছি, যে আমেরিকায়
এক প্রকার নূতন ব্যাধি উপস্থিত হইয়াছে,
ব্যাধির নাম ওয়াক ডিজিজ্ অর্থাৎ জ্বর-
ব্যাধি। তদ্রূপ সংবাদদাতারা উক্ত ব্যাধি
এক কোন ব্যক্তির অতি বিচিত্র বিবরণ
প্রদান করিয়াছেন। তাকি নিয়াবাসী এক
জন ৫৩ বৎসর বয়স্ক কৃষক ৮২ দিন হইল
এই ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছেন। তিনি যখন জ্বর
করিতে পান না তখন অত্যন্ত কষ্ট পান।
১০০ হাত দীর্ঘ এবং ৪ হাত প্রস্থ একটি স্থান
মধ্যে তিনি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২২ ঘণ্টা
অবিশ্রাম বিচরণ করেন। বেড়াইতে বেড়া-
ইতেই আহাব, নিদ্রা প্রভৃতি কার্য করিয়া
থাকেন। কোন একজন ব্যক্তি ইহার অবস্থা
জানিবাব জন্য সেইখানে উপস্থিত হইলে
ইনি তাহাকে বলেন যে 'আমি দোড়াইয়ে
ও পার না, আব স্থির থাকিতেও পারি
না, কেবল জ্বর করিতে বাধ্য হইতেছি'
এ ব্যক্তির বনিয়া থাকিতে বড়ই কষ্ট হয়।
পাঁচ জন ডাক্তার ইহার অবস্থা পর্যবেক্ষণে
নিযুক্ত আছেন। কিন্তু ইহার কিছুই স্থি-
করিতে পারিতেছেন না। এবিষয় শ্রবণে
আর সকলেরই এ প্রকার-সত্যতা-পূর্ণ-সম-
অবিশ্বাস হইতে পারে। কিন্তু এ ব্যাধি
অধুনাতন বিশেষ সভ্য দেশেই হইয়াছে
অতএব কিঞ্চিৎ বিচাবাহ। নতুবা অন্য
কোন অস্বাভূত অসভ্য কুসংস্কার-পূর্ণ দেশে
হইলে ইহা ত একেবারেই অপ্রত্যাশিত ও অব-
গাহ্য বলিয়া ব্যক্তিমানেরই স্থিরীকৃত
হইত।

মিঃ আমির আলি সিভিল সার্ভিস
পরীক্ষা সম্বন্ধে বলেন যে, মুলমানের
এক সময়ে বিলাতে ও ভারতবর্ষে পরীক্ষা
বিষয়ে অনভিমত। ইহার ভাব ত আমা

কিছুই বুঝিতে পাবিলাম না। যদি ইহা সত্য হয় তাহা হইলে মুসলমানগণ যে বর্তমান অদুনদর্শী তাহা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে। এক সময়ে পরীক্ষা হইলে যে কতর সুবিধা হইবে তাহা কি আর কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হয়? তবে একপ কথ্য কন শুনিতে পাই? তবে কি হিন্দুরা এ ক্ষম সমর্থন করিতেছেন বলিয়া মিঃ আমির আলি বিপরীত পক্ষ সমর্থন করিতেছেন? এরূপ হইলে মুসলমান দিগের কোন সুবিধা দেখিতেছি না। কিন্তু আবাব গুনিতেছি যে অনুরেবল, মৌলবি আবদুল হাবার মিঃ আমির আলির এরূপ সাক্ষ্য অত্যন্ত চরিত্র হইয়াছেন। তবে এখন কাব্য সত্য? অবশ্য দুইটি বিপরীত বিষয় এখনই সত্য হইতে পারে না। এক মত অবশ্যই অলীক হইবে।

আমরা শুনিয়া অতি আশ্চর্য হইলাম যে ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন্স জজ মিঃ জে. জি. লালন, পাবলিক সার্ভিস কমিসন সমীপে প্রদত্ত লিখিত ভ্রমাত্মক বিবরণ বিরত করিয়া কোন সভা কর্তৃক ইহার যথার্থ্য বিষয়ে প্রকাশিত হন নাই। উক্ত জজ মহাশয় বিবেচনা করেন যে, “লর্ড” বিপণ কর্তৃক উর্বোপীয়দিগের অচিহ্নিত সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করিতে বাধা দেওয়া মহা-দোষী বোম্বা পত্রানুসারে অতি অবৈধ। উক্ত সিভিল সার্ভিসে ৩৮২ জন সভ্য মধ্যে উর্বোপীয় ও কিরীজি সভ্য শতকরা ৮ জন করিয়াছিল, এবং যদি লর্ড বিপণের প্রদত্ত বাবস্থা আব কিছু দিন চলিত, তাহা হইলে উর্বোপীয়গণ শীঘ্রই হইতে সম্ভব হইতেন। ১৮৬৪ সালে এই সভাগে ৪৮৪ জন কর্মচারী ছিল তাহাব মধ্যে উর্বোপীয় ও কিরীজি ২০ জন, ১২২ জন মুসলমান এবং ২৭২ জন হিন্দু ছিলেন। ১৮৭৫ সালেও জানুয়ারি মাসে কর্মচারী গণের সংখ্যা ৫৭২ ছিল। তন্মধ্যে ইউরো-পীয় কিরীজি প্রভৃতি ৭৫ জন, মুসলমান ১১ জন, এবং ৪২৯ জন হিন্দু ছিলেন।

কিন্তু ১৮৮৫ সালে ৬৭২ জনের মধ্যে উর্বোপীয় ও কিরীজি ৫১ জন, মুসলমান ৬৫ জন এবং ৫৬৫ জন হিন্দু ছিল। অতএব দেখা যাইতেছে যে, বাঙ্গালায় ১৮৬৪ সালে মুসলমানগণ হিন্দুদিগের অর্ধ সংখ্যা কর্ম পাইয়াছিলেন, ১৮৭৫ সালে সাত ভাগের এক ভাগ এবং ১৮৮৫ সালে দশ ভাগের একভাগ কর্ম পাইয়াছিলেন। যদি ও বাঙ্গালার মুসলমান শতকরা ৫১ জন ও হিন্দু ৪৮ জন মাত্র। আমবা স্বীকার করি যে, হিন্দুগণের সংখ্যা এ বিভাগে মুসলমানগণ অপেক্ষা অধিক। কিন্তু ইহার কারণ এই যে, কার্য্যক্রম না হইলে তা আব কার্য্য দেওয়া যাইতে পাবে না। মুসলমানগণ যদিও সংখ্যায় হিন্দুগণ অপেক্ষা অধিক, কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে শিক্ষিত লোক অতি অল্পই আছে। সুতরাং হিন্দুদিগের সংখ্যা, অচিহ্নিত সিভিল সার্ভিস বিভাগে অধিক হইয়াছে। তাহার জন্য আর হিন্দু বা দায়ী নন। মাতা গুণতি হিসাবে তা আর কার্য্য নিরোগ প্রভৃতি গুরুতব কার্য্য নির্বাহিত হইতে পাবে না। আহাবেব বিষয় যদি হিসাব করিতে হইত, তাহা হইলে জজ সাহেবেব একপ সিদ্ধান্ত কথঞ্চিৎ যুক্তিমূলক হইতে পারিত। কিন্তু এ বিষয়ে শিক্ষিত সংখ্যা ধরিয়া হিসাব করিতে হইবে, নতুবা দুই হাত দুই পা থাকিলেই যে অচিহ্নিত সিভিল সার্ভিসের একজন নিয়োগ্য বলিয়া স্বীকৃত হইবে ইহা অতি অযৌক্তিক ও ভ্রমাত্মক।

ল্যাভেটার সাহেবেব একজন ডেনিশ শিষ্য, এম. সোফস, জ্যাক বলেন যে, নাসিকাদর্শনে মনুষ্যেব চরিত্র স্থিরীকৃত হইতে পারে। তিনি বহুকাল ধরিয়া ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় ব্যক্তিদিগের নাসিকাদর্শন ও তাহাদিগের চরিত্রাদি অনুসন্ধান করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন, নাসিকার ভিন্ন ভিন্ন গঠনাদি হইতেই মনুষ্য চরিত্রের ঐশ্বর্য্য অবনতাদি

স্থিরীকৃত হইতে পারিবে। যাহা ইউরোপীয় এক্ষণে সাহেবনা যে এ কথা বলিতেছেন তাহাতে, বোধহয়, অনেক বঙ্গীয় যুবকগণের মূঢ় বিশ্বাস হইতে পারিবে। কিন্তু এ কথা আমাদের কাছে নূতন নয়। এ বিষয়ে হিন্দু বহুকাল চূড়ান্ত নিষ্কৃতি কবির রাখিয়াছেন। দুঃখের বিষয় এই, উন্নতি সোপানারূপ উনবিংশতাব্দীর শ্রুত বঙ্গীয় যুবকগণের প্রতীতি উৎপাদনে অসমর্থ ছিল। ঈশ্বরের রূপায় যদি সকল বিষয়েই ঈদৃশ অনুসন্ধান হয়, তাহা হইলে অতি সুখের বিষয় হইবে মনেহ নাই।

—ooo—

ব্রজ বাজ্যেব পুলিশ জন্য ২০০০ নিপা সৈন্য প্রয়োজন। এরূপ আশা ছিল যে ব্রজরাজ্যে নিযুক্ত সৈন্যদল হইতেই অনেক ভলেন্টারি হইয়া এ অভাব পূরণ করিবেন কিন্তু এক্ষণে তাহা কিছুতেই সম্ভব হিত হইতেছে না। সুতরাং ভাবতবর্ষে দেশীয় সৈন্যদিগকে সাধারণতঃ ভলেন্টারি যাব হইতে দিবাব অনুমতি দেওয়া হইলে পঞ্চাব এবং নোয়াটা দেশে ব্রজরাজ্যে জন্য যে পুলিশবল সংগ্রহ হইতেছিল তাহা এক্ষণে প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু উত্তর পশ্চিম বিভাগে ইহার কিছুই সম্পাদিত হয় নাই। যাহা হউক ব্রজরাজ্য এক গুরুতব সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে।

—ooo—

ভারতগণমেন্ট উত্তর ব্রজে সামরিক উপনিবেশ স্থাপনের প্রস্তাব করিতেছেন যে সমস্ত সিপাইগণ যুদ্ধ কার্য্য হইতে অবসৃত হইয়াছেন তাহাদিগকে ঐ স্থানে বাস করিতে হইবে। তাহা হইলে এ কার্য্য দ্বাবা দুই ফল ফলিবে, দেশ রক্ষা ও উপনিবেশস্থাপন। ইহা যদি কামে পরিণত হয় তাহা হইলে ভাবত গভর্ণমেণ্টেব ইহা দ্বাবা বিশেষ উপকার হইবে মনেহ নাই।

—

আমাদিগেব সুযোগ্য সহযোগী হিন্দু প্রেচিট বলেন যে, জার্মানীতে যেকোন

ধর্মপ্রণালী এ রূপ আর পৃথিবীর
কাথাও নাই। তখনকার লোকেরা
কিছুই কার্য প্রাপ্ত হয়। জার্মানীতে
১০০০ বিদ্যালয় আছে এবং মোটের উপর
প্রত্যেক লোকের প্রতি বিন্যাসিকার্য
সিলিং ৭ পেনস্‌ ব্যয় হয়। কিন্তু
বিলাত অধিক ধনাঢ্য
ইলেও ইহাতে ৫৮০০০ বিদ্যালয় আছে
এবং প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি শিক্ষার্য ১
সিলিং ৬ পেনস্‌ ব্যয় হয়।

শাড্রাস্‌ টাইমস্‌ বলেন যে দাক্ষি-
ণাত্যে উকিল এবং এটর্নি সংখ্যা এত
অধিক হইয়াছে যে তাঁহারা অতি সামান্য
কাজ লইয়া মোকদ্দমা করিয়া থাকেন।
সময়ে সময়ে ৪।৩ টাকাতো ও কার্যসমাপ্ত
করেন। বাঙ্গালার দেশে আরও সম্ভা-
বে উকীল পাওয়া যায়। সেখানে সচ-
রাচার তিন টাকাও একটি মোকদ্দমা চালিত
হয়। শিক্ষার বখন এত উন্নতি, তখন
একরূপ হওয়ার আব বিচিত্রতা কি? বাঙ্গালার
খন ১ টাকা ১।০ আনার উকীল মহাশয়
এক মোকদ্দমা গ্রহণ করিতেছেন, তখন ইহা
গ্রহণে আমরা 'অধিক আশ্চর্য্য হইতে
পারিলাম না। ইহাব পর যে আর কি হইবে
তাঁহা কে বলিতে পারে?

টেটস্‌ মনের তারের সংবাদদাতা ১২ই
জানুয়ারি সংবাদ দিয়াছেন যে, ক্যাম্ব্রে মোকদ্দমাতো
সিভিলিয়ান মিঃ উইলসনের ঘোষাঘোষা
বন্দান অন্য যে কমিসন নিযুক্ত হয়, তাঁহারা
উক্ত সাহেবকে ক্যাম্ব্রে দেওয়ান মিঃ শ্যামরাও
নারায়ণ লডের প্রতি অতি অশ্রদ্ধ ও কুৎসিত
বাক্য প্রয়োগ করার জন্য দোষী নির্দেশ করি-
য়াছেন। ভারতের সেক্রেটারী অব্‌ ট্রেটের নিকট
এই বিষয় বিচার জন্য উপস্থাপিত হইবে।

উক্ত কমিসন এবং মিঃ যে সেক্রেটারী অব্‌-
ট্রেটকে এই অশ্রদ্ধা করিয়াছেন, যেন মিঃ
উইলসন পেনসান পাইয়া কর্তব্য হইতে অপসারিত
হন। বাহা হউক, সত্যের যে অপলাপ
হয় নাই- ইহাতে আমরা বড়ই আশ্চর্য্যিত হই-
য়াছি। এখন বর্ধার্য্য সুবিচার হইলে যে কি পর্য্যন্ত
সুখী হইব তাহা এ সামান্য লেখনী প্রকাশ
করিতে পারিতেছে না।

বর্ধমান রাজ্য।

আজ বহুকাল হইতে বর্ধমান রাজ্য
লইয়া কত প্রকার আন্দোলন চইতেছে।
দেশীয় বিদেশীয় সংবাদ পত্র সমূহ ইহার
কোন রূপ সূচনার ব্যবস্থা স্থাপনে বক্রপরি-
কর হইয়াছেন। এ বিষয় লইয়া সংবাদ
পত্রের এত ব্যতিব্যস্ততা কেন? ইহাব
উন্নতি কি? অধোগতিতে ইহাদিগের কি
কোন রূপ মুখ দুঃখের সম্ভাবনা? তাহা
নহে, তবে কর্তব্যপ্রতিপালনব্রতে ব্রতী
হইয়া এতদূর অগ্রসর হইয়াছেন। অন্য
আমরাও সেই সূত্রে এ বিষয়ে কিছু বলিতে
উদ্যত হইতেছি। বর্ধমানের মহারাজার
মৃত্যুর পর ঐ রাজ্য ইউরোপীয় কোন বিচ-
ক্ষণ তত্ত্বাবধায়ক হস্তে সমর্পিত হইয়াছিল।
কিন্তু উক্ত তত্ত্বাবধায়কের অভাবে অধুনা
আর একজন নূতন ইউরোপীয় সিভিলিয়ান
তত্ত্বাবধায়কহস্তে রাজ্যভার সমর্পিত হই-
বার প্রস্তাব হইতেছে। জনশ্রুতি যে,
মহারানী বনবিহারী কপুবেব পুত্রকে দত্তক
গ্রহণ করিবেন। রাজা হউক, এবিষয়ে
আমরা এই বলিতে পারি যে দত্তক গ্রহণ
অপেক্ষা আব কিছুই মঙ্গলকর নহে।
যদি একান্তই রাজ্যের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত
করিতে হয়, তবে এক জন বহুদর্শী হিন্দু
ব্যক্তিকে নির্বাচিত করিলে ভাল হয়।
আমরা একরূপ বলিতেছি না যে, ইউরোপীয়
সিভিলিয়ানগণ কার্যক্ষম অথবা অদূরদর্শী,
কিন্তু তাদৃশ কার্য নিপুণ ব্যক্তি হিন্দুদিগের
মধ্যেও ভুরি ভূবি লক্ষিত হইতে পারে,
তবে কেন হিন্দু রাজ্যে হিন্দু তত্ত্বাবধায়ক
নির্বাচিত হইবে না? হিন্দুদিগের রীতি,
নীতি, আচার, ব্যবহার, ধর্মস্থাপনাদি সম্বন্ধে
হিন্দু ব্যক্তির দাদৃশ ঔৎসুক্য ও সহানুভূতি,
একরূপ কাহারও হইতে পারে না ও হইবেনা।
অতএব এ রাজ্যে এক জন হিন্দু তত্ত্বাবধায়ক
দেখিলেই আমরা সুখী ও উৎসাহিত হইব
সন্দেহ নাই। তদনন্তর দত্তক পুত্র গ্রহণ
সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। রাজ্য
যদি চিবিদিনই পরহস্তগত রহিল তাহাতে
সেই ভাবে বিশেষ উন্নতির সম্ভাবনা কি?

যিনিই হউন না কেন সাংসারিক জীব-
নাম্রোই স্বার্থসম্পাদনাভিলাষী। সুতরাং
এক রাজ্য হইতে দুই ব্যক্তির স্বার্থ সম্ভা-
দিত হইতে গেলেই অনেক ক্ষতি হইবার
সম্ভাবনা। দেখ প্রথমতঃ তত্ত্বাবধায়ক মহা-
শয়ের ও তদনুচরবর্গের স্বার্থ। দ্বিতী-
য়তঃ রাজ্য সংসারের স্বার্থ। রাজ্য আয়তনে
তাঁহাই রহিল, কিন্তু দুই দিক হইতে শোষিত
হইতে লাগিল। সুতরাং উৎপাদ্য বস্তু
রাজভাণ্ডার পক্ষে অপেক্ষাকৃত স্বল্প পরি-
মাণ হইতে লাগিল। আর এক কথা যে,
মহানারী বদন্তক পুত্র গ্রহণ সম্বন্ধে কোন
বাধা নাই। প্রথমতঃ, বৃত্ত মহারাজাব এ
বিষয়ে অনুমতি আছে। দ্বিতীয়তঃ, উপযুক্ত
পুত্রও প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। তৃতীয়তঃ,
ধর্মশাস্ত্র অনুসারেও কোন প্রতিবন্ধকতা
লক্ষিত হইতেছে না। চতুর্থতঃ, এই দত্তক
গৃহীত হইলে মহারানী ও রাজ্য উভয়েরই
মঙ্গল হইবে। অতএব যে কোন রূপেই
শ্রেণি না কেন, দত্তক গ্রহণ অতি প্রশস্ত
বলিয়া বোধ হইতেছে। যিনি এ বিষয়ে
অনভিমত হইবেন তিনি রাজ্যের বর্ধার্য্য
বন্ধনন তিনি নিশ্চয়ই রাজ্যের ভবিষ্যৎ
ধ্বংসের বীজ বোপণ করিয়া দিবেন।
আমরা বলি নে, যদি এই বঙ্গদেশের গর্বস্থান
স্বরূপ প্রাচীন বিশাল বর্ধমানরাজ্যের
ভবিষ্যৎ উন্নতি ও মঙ্গল সম্পাদনে সকলের
ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে যাহাতে মহারানী
শীঘ্রই এক মহাশীল দত্তক পুত্র গ্রহণ
করিতে পারেন তদ্বিষয়ে তাঁহাদিগের চেষ্টা
ও প্রার্থনা করা কর্তব্য তাহা হইলেই মঙ্গল
নজুবা অচিরেই এই বহুকাল প্রচলিত সুবি-
খ্যাত বিশালরাজ্য বিচ্ছিন্ন হইয়া উৎসাদিত
হইবে।

প্রজানীতি।

একদা আমরা একটি ডাক্তার সমস্তার উপস্থি-
ত হইতেছি। প্রজাই বা কিরূপ, আর নীতির ভাবই
কি প্রকার? প্রথমতঃ এই কথাটির একটু পরিষ্-
করণে চিন্তা করা উচিত। কেন না বিষয়ের স-
শেষ নির্দেশ না হইলে আলোচ্য বিষয় সকল

স্বভাবে ছন্দস্বয় করিতে সক্ষম হইবেন না। তাই অন্য প্রস্তাবিত বিষয়ের সাধ্যমত যীমাংসার উপস্থিত হইলাম।

সম্রাট্ সন্মানে বাসীন্দা যাত্রাই প্রজা। ইহার মধ্যে ভূস্বামীও আছেন রায়তও আছেন। যখন এক রাজ্যোপায় অধীনে দুই প্রকার প্রজা, এবং ঐ উভয়প্রকার প্রজার স্বার্থ ও স্বার্থিত ভিন্নভিন্ন, তখন একতাবে আন্দোলন ঠিক হয় না। আবার যখন সম্রাট্ সকালে সাধারণেরই স্বর্থ স্বার্থ গোচর করার প্রস্তাব, তখন একজনকে ছাড়িয়া অপরকে গ্রহণ করাও বুদ্ধিসঙ্গত নয়। রাজ্যাধিপ সম্মুখে সকলেই প্রজা। আর আমরা যখন মোটের উপর প্রজা-নীতি বলিয়া উল্লেখ করিতেছি, তখন আমাদের সকলকে সমান চক্ষে দেখা কর্তব্য। কিন্তু আবার এই দুই প্রেণী হইতে বহুতর বিভাগের প্রতিও কটাক্ষ করিতে হইবে, নচেৎ আমাদের উদ্দেশ্য সম্যকপ্রকারে সাধন করা হইবে না। কেন না এক ভূস্বামী বিবিধ প্রকার। রাজা, জমিদার, ভানুকদার, ইজাবদার, বোকারদিদার প্রভৃতি কতকগুলি প্রেণী। প্রজার মধ্যেও মৌরসদার, মিরাদি, বন্দোবস্তভোগী, ঠিকাপ্রজা, জেলাপা, রাইরত বিভাগেও অনেক প্রকার আছে। প্রত্যেক প্রেণীর ভিন্ন ভিন্ন এতগুলিকে বিশদভাবে আলোচনার্থ গ্রহণ করিলে কতকালে প্রস্তাব শেষ হইবে ভাবিয়া শ্রম করা দুষ্কর। একান্ত আশা যে মোট দুই প্রেণীর উপর নির্ভর করিয়া আবশ্যক মত ভিন্ন ভিন্ন প্রেণীর প্রতি কটাক্ষ করিতে সচেষ্ট হইব।

কালের বিবর্তনগতিতে আইনের আধিকা ও বিচিরতার সহসা কোন বিষয়ের মর্মেভেদ করিয়া অগ্রসর হওয়া সঙ্গত ব্যাপার নয়। উল্লিখিত বিষয় গুরুতব হইলেও কেবল সম্বোধিত নিতান্ত আবশ্যক প্রস্তুত বিবেচনার আলোচনার্থে আমবা অগ্রসর হইতেছি, এ বিষয়ে আমরা সবজ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করি না। উপস্থিত দেশহিতকর মঙ্গলজনক কাণ্ড সম্পাদনার্থে দেশীয় উচ্চনীচ সকল সম্প্রদায়ের আবশ্যক মত আমরা সাহায্য গ্রহণ করিব। যদি কোন সহযোগী সং উপদেশ দেন তাহাও আচ্ছা-ন সহিত গ্রহণস্বয় বিবেচনা করিতে বাধ্য হইব। বেরূপ সর্ব সাধারণের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইতেছি, তদনুরূপ বাজপুরুষদিগের নিকটও আমরা সাহায্য পাইবার অধিকারী। তবে তাঁহারা ইহাতে কতদূর সশায়সতা প্রকাশ করিবেন, তাহা জানি না। কিন্তু আমরা বিনয়সহকারে মন্তব্য গোচর করি-লাম, এক্ষণে বেরূপ বিবেচনা হয় করিবেন।

কোন স্থান বিশেষ কি জেলা বিশেষকে লক্ষ্য

করিয়া আন্দোলন ঘটবে না। করেকটি জেলা বা প্রদেশ কিম্বা দেশ উল্লেখ প্রবন্ধের উপসংহার কবিত্তে হইবে। এরূপ প্রস্তাবে কেহ কেহ হয় তো প্রশ্ন করিতে পারেন, একাদিক্রমে একটি দেশ বা প্রদেশ লইয়া আন্দোলন হইবে, কি বিভিন্ন প্রকারে? ইহার উত্তর এই যে, এ সম্বন্ধে আমরা স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইতে পারিব না। তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে, আমরা বাঙ্গলা, বেহার, উৎকল, আসাম, উত্তর পশ্চিমাকম ও নেপাল প্রভৃতির অধিকাংশ স্থান ইতিপূর্বে স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি। (এবং মদীর লক্ষিত উক্ত স্থান সকলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পুস্তকাকারে প্রকাশ হইতেছে তাহা দৃষ্টে অনেক বুকিতে পারিবেন) অতএব আবার ঐ স্থানসমূহ গমনান্তর স্বতন্ত্র যে বিষয় বৃদ্ধি, অব-স্থিতি স্থান হইতে স্থানান্তরের সহিত সমালোচনা পূর্বক প্রকাশে বহুবান থাকিব।

একটি গুরুতর অপরাধ ঘটতেছে এই যে, আলোচ্য পথের অগ্রগামী হইতেছি। তরসা করি সর্বসাধারণে অগ্রগতপূর্বক কমা করিবেন। কেননা মানুষব্যক্তির এতাদৃশ সাধ্য নাই। কেবল সোম-প্রকাশ জয়দাতার অভিপ্রায় সাধনার্থ এ অসাধ্য ব্যাপারেও অগ্রসর হইতেছি। তবে সোমপ্রকাশ প্রকাশক গুরুদেবের আশীর্বাদবলে বিচরণ করিব। তৎপর ভাঙ্গালমুখীর অহঙ্কিয়া বেরূপ হয় তাহাই হইবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

৪১৭ মার্চ শুক্রবার সেনেটহলে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এক বিরাট সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ইউনিভার্সিটির ভাইস্ চ্যান্সেলার মাস্তবর গার্ড উইলিয়ম্ হন্টাব সভাপতিত্ব আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ কলিকাতা ইউনি-ভার্সিটি সংক্রান্ত কতকগুলি কলেজ ক্যাথিন্ড ইউনিভার্সিটির সহিত সম্পৃক্ত হইতে পারে এই কথা উত্থাপন হয়। এ বিষয়ে সভাপতি বলেন, “যে পূর্বে ভাইস্ চ্যান্সেলার মিঃ টেলবার্ট্ এ বিশ্ব-বিদ্যালয়স্থ বাজকগণ দ্বারাও অক্সফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হইতে পারে তদনুরূপ উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়কে লিখিয়াছিলেন এবং তাহারাও কোনরূপ বন্দোবস্ত করিতে স্বীকৃত হইয়াছিল।” তদন্ত সভাপতি এই মর্মে কেন্দ্রি ইউনিভার্সিটির ভাইস্ চ্যান্সেলারকে পত্র লিখিতে এবং তাহার উত্তর প্রতীক্ষা করিতে বলেন। দ্বিতীয়তঃ, ছোট-লাটের অধীনস্থ প্রদেশপ্রচলিত প্রাচীন ভাষা সমূহের পুনঃ সংস্কার ও অহুবাদ বিষয়ে উৎসাহ

ও সাহায্য দান করিবার কোনরূপ উপায় অবলম্বন করিতে সিদ্ধিকোট অহুরোধ করেন। সভাপতি এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, ইহা যাণ দেশের স্বার্থ উন্নতি সমাহিত হইবে কিন্তু বিষয় নিতান্ত বিশদ নয় বলিয়া সকলেই এ বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা কবিবার নিমিত্ত সময় প্রার্থনা কবিলেন। দ্বিতীয়তঃ এ বিষয়ের সিদ্ধান্ত আগামী সভা পর্যন্ত স্থগিত রাখিল। তদনন্তর আগামী বৎসরে ঠাকুর আইন অধ্যাপক নির্বাচন হয়। ইহাতে ৬৫ জনের অধিক কৃতবিদ্যা বিজ্ঞ সেনেট সভা উপস্থিত ছিলেন। ডাক্তার রায়েজ-লাল মিত্র আন্দোলন কবেন যে, প্রথমে বিষয় নিরূপণ করিয়া পরে বক্তা নিরূপিত হইবে। কিন্তু ইহাব কোন ফল হইল না। ৫ জন ব্যক্তি অধ্যা-পক হইবার জন্য উক্ত ও অহুমোদিত হন। অব-শেষে তিন জনের পক্ষে অতি অল্প সমর্থক থাকায় উত্থাপিত কোন ফল হইল না। আর দুই জনের মধ্যে কোন ব্যক্তি নির্বাচিত হইবে ইহার আন্দোলন হইতে লাগিল। পবে জিহুজ বাবু গোপালচন্দ্র সবকার এম, এ, জিহুজ বাবু লাল-মোহন দাস অপেক্ষা ৪৩ জন অধিক সমর্থক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া উক্ত পদে নির্বাচিত হইয়া-ছেন। তিনি হিন্দুধর্মোদ্ভাসিত দত্তক গ্রহণ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন। এ বিষয়ে উপস্থিত পাত্রই স্থগিত হইয়াছে। কিন্তু সকল বিষয়ে এরূপ হইলে বড়ই দুঃখকর হয় সন্দেহ নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দিন দিন সভ্য বৃদ্ধি হইতেছে, কার্যক্ষেত্র আধতনে বৃদ্ধি হইতেছে, অধিবেশন নিয়তই হইতেছে, কিন্তু ইহাব স্বার্থ উন্নতি ত কিছুই দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। এই গুণ বি, এল, পরীক্ষাতে প্রশ্ন ঈদৃশ বিকৃত হইয়া-ছিল যে, অনেক ছাত্রগণই অকৃতকার্য হইয়াছেন। কট্টাষ্ট একটু হইতে এমন অসঙ্গত প্রশ্ন দেওয়া হইয়াছিল যে, বোধ হয়, বিশেষরূপ আইনদক্ষগণও ইহার সম্পূর্ণ উত্তর করিতে পারেন কি না সন্দেহ। কেবল আইনবিষয়ে কেন, এরূপ অভিযোগ আমরা সকল বিষয়েই শুনিতে পাই এবং এ আন্দোলন ভারতবর্ষ অতিক্রম করিয়া বিলাত পর্যন্ত গমন কবিয়াছে শুনিতে পাই। ইহার একমাত্র কাণ, পরীক্ষক নির্বাচনের অব্যবস্থা। অধুনা দেখিতে পাইতেছি যে, পরীক্ষক নির্বাচন বিষয়ে পরীক্ষকের বিন্যা বুদ্ধি কোন অহুসন্ধান নাই, কেবল যে ব্যক্তি অধিক তৈলব্যয় করিতে পারিবেন ও সিদ্ধিকোটের সভাদিগের দ্বারে দ্বাবে ভ্রমণ করিয়া তাহাদিগের অহুকৃত্য সংগ্রহ করিতে

পারিধেন তাহারাই এ কার্যে সকলমনোবশ
হইবেন। বলা বাহুল্য যে বখার্জী কৃতবিদ্যা ও
অব্যবসায়িক ব্যক্তিগণ এ কার্যে স্বভাবতঃই
সহায়ত্ব দিবে। অন্তরাং তাঁহাদের ভাগ্যে এ লাভ ঘটিয়া
উঠে না। যদি কখন হয় ত সেটা ক্ষুণ্ণক্রমে ও
কিছরের একান্ত করুণার পরিচায়ক। অতএব,
কখন এই মহামলোপাধায়গণ ছাত্রপরীক্ষারূপ
মকুলমহাসমুদ্রের কর্ণবার হইয়া বসিলেন, তখন
তাঁহাদের নিজের মাহাত্ম্য প্রত্যেক পদেই দেখা-
হইবেন বলিয়া যে কতরূপ বিভীষিকা দেখা-
হইতে থাকিবেন। ইহার আর আশ্চর্য্য কি?
স বিভীষিকার বাহাদুর অতি কঠিন প্রাণ তাহারাই
অতিক্রম করিয়া পার, নতুবা অনেকেই ভীষণ
জ্বালাতনরক্তমধ্যে নিমগ্ন হইয়া অকালে প্রাণ
পরিভাগ করিতে বাধ্য হইবে। সৰ্ব্ব কলিকাতা
বিশ্ববিদ্যালয়। বিদ্যার উন্নতির নিমিত্ত তোমার
চেষ্টা। বিদ্যার উন্নতি আর কিছুদিন হইলে
মহাশয় বিদ্যান্ রূপিবার স্থানাভাব হইয়া পড়িবে।
অতএব আমরা বলি, তোমার এ আলোকসামান্য
পরিচালন-প্রণালী কিঞ্চিৎ ক্ষীণপতি হউক, তাহা
ইলেই সকলের মঙ্গল।

সমালোচনা

পাণ্ডবের অজ্ঞতবাস—ঐতরেয়ব্রাহ্মণে ব্রহ্মা-
ণ্ডায় প্রবীত নৃপা কব্যা। কলিকাতা ১০০। ১
২ মেছুয়াবাজার কীর্তী বাম্বীকিবন্ধে মুদ্রিত।
মূল্য ১ টাকা। কাব্যানিঃ ভাষা সরল ও মধো-
বো। কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। ছন্দ
অতি একটু বিশেষ লক্ষ্য রাখিলে ভাল হইত।
মিলেকমন, রেকর্ডস অব দি গভর্ণমেন্ট,
গুয়া—গভর্ণমেন্ট প্রিন্টিং সুপারিন্টেন্ডেন্ট
মুদ্রিত। ভারতবর্ষে বালাবিবাহ ও বল-
বর্জক-বিবাহবিবাহ নিবারণ সম্বন্ধীয় যে সমস্ত
কর্তৃক প্রকৃতি প্রকাশিত হইয়াছে তাহার
এই প্রকৃতি। ইহার সমস্ত বিষয়ই প্রায় অনেক
বিস্তৃত আছেন। কারণ এ সকল বিষয় লইয়া
ককালাবধি অনেক আন্দোলন হইয়া আসি-
তছে। বাবা হউক, সনর্ভকার তাঁহার উদূ-
পরিজন জন্য যে বিশেষ কৃতজ্ঞতাজ্ঞান হইয়া
ছেন তাহার সন্দেহ নাই।

গবর্ণমেন্ট জিরাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টন্যান্ট গবর্ণ-
রের আদেশানুসারী
নিয়োগ।

সাধারণ।—গয়ার জয়েন্ট মাজিঃ মিঃ ম্যানেজ
গবর্ণের একটং মাজিঃ হইলেন। মৈদান.

সিংহের আসিঃ মজিঃ মিঃ এ, জি, চক্রবর্তী
গয়ার সহরে, দিনাজপুরের আসিঃ জয়েন্ট মাজিঃ
কুমার গিরীন্দ্রনাথ দেব মশোড়রের সহরে,
ছুটীপ্রাপ্ত ডেপুটী মাজিঃ জীবুজ নবীনকক
বস্ত্রোঢ়াকার সহরে এবং পাবনার ডেপুটী
মাজিঃ জীবুজ গিরীন্দ্রনাথ চট্টা কদীপপুরের
সহরে বহলী হইলেন। আসিঃ কমিশনার মিঃ
কর্কস্ লোহারডাগার সহরে গেলেন। ছুটী
প্রাপ্ত জয়েন্ট মাজিঃ জীবুজ রমেশচন্দ্র দত্ত পাব-
নার সহরে একটং মাজিঃ হইলেন।
সিংহভূমের ডেপুটী কমিশনার লেক্টেন্যান্ট
কর্কস্ হপ্ কিজন দিনাজপুরের কাউন্সিলে
মাজিঃ কাউন্সিলে হোর্ট আদালতের জব
হইলেন। বারাকপুরের কাউন্সিলে মাজিঃ
মেজর ভড্ স্ওয়ার্থ দিনাজপুরের কাউন্সিলে
গেলেন। তিনি পার্টনার দিনাজপুর মহকুমার
ভার পাইলেন। দিনাজপুরের কাউন্সিলে মাজিঃ
মেজর বটম্ সিংহভূমের ডিপুটী কমিশনার
হইলেন। ছুটীপ্রাপ্ত ডিঃ মাজিঃ জীবুজ বব্বল্লুদেও
নারায়ণ মজঃ করপুরের সহরে গেলেন। রাজ-
সাহী নাটোরের ডিঃ মাজিঃ জীবুজ মহেন্দ্রনাথ
ভট্টাচার্য্য হাবড়ার বহলী হইলেন। ডিঃ মাজিঃ
জীবুজ রজনী কুমার দত্ত রাজসাহী রঙ্গপুরের
নাটোর মহকুমার ভার পাইলেন। খুলনা
সাতকীরার ডিঃ মাজিঃ জীবুজ শ্রীনাথচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের
সহরে, জীবুজ কেদারনাথ দত্ত সাতকীরার, এবং
চট্টোপাধ্যায়ের ডিঃ মাজিঃ জীবুজ প্রভাতনাথ রায়
নোয়াখালির সহরে বহলী হইলেন।

পুলিস। সিংহভূমের আসিঃ পুঃ মাজিঃ জীবুজ
হরিগোপল মল্লিক এই জেলায় পুরা সুপারিন্টেন-
ডেন্টের পদে দ্বিতীয় আদেশ না হওয়া পর্যন্ত
কাজ করিবেন। কটকের আসিঃ পুঃ মাজিঃ পুঃ
জেলার ভার পাইলেন।

শিক্ষা। ঢাকা কলেজের প্রোফেসর মিঃ
ছিল কৃষ্ণচন্দ্র কলেজের একটং প্রিন্সিপাল
হইলেন।

রেজিষ্টারী।—জীবুজ গিরিধারী লাল মজিঃ
হারীর একটং স্পেশিয়াল সর্-রেজিষ্টার নিযুক্ত
হইলেন।

জেল।—ভাগলপুরের আসিঃ জেল হঃ
একটং জেল সুপাঃ হইলেন।

জিকিৎসা।—মদীয়ার সিভিল সার্জন সার্জন
মেজর ই, রসেল, পার্টনার একটং সিভিল সার্জন
ও বাকীপুর টেম্পল মেডিকেল স্কুলের সুপারি-
টেণ্ডেন্ট নিযুক্ত হইলেন। সার্জন মিঃ আল

শিন, কলিকাতা ইন্ডেন হাঁসপাতালের একটং
রেজিষ্টার সার্জন নিযুক্ত হইলেন।

বিচার।—গয়ার অতিরিক্ত ম্যুন্সিফ শ্রীযু-
কোজেনাথ দেব, হরগলী জেলার শ্রীযু-
অতিরিক্ত ম্যুন্সিফ থাকিবেন। জীবুজ পট্টজকুমার
চট্টা এন, এ, বি, এল, গয়ার সহরে, বারিষ্টা-
সৈয়দ আবদুর রহমান ঢাকার সহরে, জীবু-
কোজেনাথ মুখো, বি, এল, ঢাকা মুন্সীপাল
জীবুজ সারদাচন্দ্র সেন, বি, এল, মৈদানসি-
বাজিপুরে, এবং জিহারকচন্দ্র হাস, বি, এল,
পূর্ণিয়ার কৃষ্ণগঞ্জ একটং ম্যুন্সিফ নিযুক্ত
হইলেন।

ইউরোপীয় সমাচার

লণ্ডন—৮ই মার্চ—গত রাত্রিতে হাউস্ অফ
কমন্সে মিঃ ব্র্যাডল্ সার জেমস উলফে মিস
নির্দোষ্যতার রহিত কবিত্তে এক আন্দোলন
করেন কিন্তু তাহা নিফল হইয়াছে।

সার জেমস কার ওমান্ সার জেমস উলফে
বিশেষ প্রশংসা করিয়া বলেন যে, তাঁহার মিস
সফল হইবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে।

আবরলণ্ডের কার্য নির্দোষ্য নূতন সে-
টাবি মিঃ আর্থার বালফুর করেনসিঃ কমিশনে
প্রেসিডেন্সি পরিত্যাগ করিয়াছেন।

বার্লিন—৭ই মার্চ—রেকর্ডগ্ সত্য আমি মিঃ
প্রথম পঠিত হইল।

সেন্টপিটার্সবার্গ—৮ই মার্চ—বুলগেরিয়ায় বিদ্রো-
হাচার সম্প্রদায় ছিল তাহাদিগের হত্যার
মকোগেজেট্ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। এবং
প্রকাশ করেন যে, ইহার ক্রোধের জন্যই প্রা-
পরিত্যাগ করিল। ইহাতে অতি ভয়ানক ব্যাপার
ঘটিবে।

লণ্ডন—৯ই মার্চ—রাইট অনারেবল এ, মিঃ
বালফুরের পদে মাকুইস্ অব লোথিয়ান স্ট-
লণ্ডের সেক্রেটারি হইয়াছেন।

এইরূপ অনবদ্যে, ক্রম কোনরূপ বুদ্ধে লিপ্ত
থাকিয়া সম্প্রতি শান্ত মুর্তিতে থাকিবেন।

ব্রহ্ম সংবাদ।

ইংলিসম্যানের সংবাদদাতা বলেন সাগাবীনে
নিকট ওনমিন নামক স্থানে ভয়ানক বুদ্ধ হইয়া
গিয়াছে।

ইউ জেলায় গত ৪ঠা মার্চ বো হায়া নামক
মগ্ সর্দারের সহিত বুদ্ধ হইয়াছিল। বো-হায়া
কেমেন্দ্রনাথ রাজকুমারের একজন লেপ্টেন্যান্ট
তিনি হত হইয়াছেন।

মগসেনা, মাওরেজের রাজ্যের ইংরেজের দল
আক্রমণ করিয়াছিল একজন নিপাহী হত ও এ-
জন আহত হইয়াছে।

চিন্টাইন মন্ডের উত্তর তীরে মগসেনা'দল
বিভক্ত।

ফরেন্স জলট নিম্নগিরায় জেলার মগসেনার
স্থিত বুদ্ধ করিয়াছিলেন। লেপ্টেন্যান্ট আইস
এবং ডিনজন সিপাহী স্তম্ভভরূপে আবৃত হইয়া
ছেন।

মোটবিশে বিশ্ব অরিকাও হইয়া গিয়াছে।

মেজর কারের সহিত বিজোরা জেলার মগসেনার
বুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে ইংরেজদের ৪।৫
হাস সোরা সিপাহী হত হইয়াছে।

আমলাটে ডিষ্ট্রিক্টের সীমান্তে ককানিরে মগ-
সেনাগণ খাজাখানা আক্রমণ করিয়া ১২ হাজার
টাকা লুণ্ঠপাঠ করিয়াছে। খাজাখানার একটা
প্রকরী হত এবং একটা আহত হইয়াছে।

কলিকাতা।

এবার তির তির টোল হইতে ৬০টা ছাস
উপাধি পরীক্ষা দিয়াছেন।

ময়দাপটীতে গজাধর সেন নামক এক ব্যক্তি
অবিভক্ত বৃত্ত বিক্রয় করিয়াছিল বলিয়া তাহার ৫০
টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে।

চন্দননগরের বিতার কাগজ খানি আনাবিগের
মনন পথে আর পতিত হইতেছে না। এত আত-
মের পর কাগজ খানির অন্তর্ধান হওয়া বড়
হুঃখের কথা।

আগামী ১০ই মার্চ বৃহস্পতিবার এ বৎসরের
দ্বিতীয় দায়রার বিচার বসিবে। বিচাপতি মাক-
কারসন দায়রার বসিবেন।

বড়লাট আগামী ১৬ই মার্চই কলিকাতা ত্যাগ-
করিয়া যাইবেন। তিনি দারভাঙ্গা, দিল্লী, ডেহ্রাদুন
এবং আখালা হইয়া ৮ই এপ্রেল নাগাহ রিমলা
পৌঁছিবেন।

গত শুক্রবার ডিস্ট্রিক্ট চারিটেবেল সোসাইটির
অধিবেশনে ১৮৮৬ সালের রিপোর্ট গৃহীত, এবং
স্বাভাৱ্য হুগাঁচরণ লাহা ও মিঃ সি. এইচ. হুদ সন-
কারী সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন।

উদ্যোগ বেসল ট্রেট রেলয়ের অধীনস্থ রেল-
ওয়ে বন্ধের কার্য নির্বাহের ভার আগামী
১লা এপ্রেল হইতে বাকাল গবর্নমেন্টের অধীন
হইবে। এই হিসেবে আবার মর্কার ও ইটাণ
বেসল লাইনের কার্য নির্বাহ ভার রেলওয়ের
জাইন্টের জেনারেলের হস্ত হইতে বাকাল গভ-
র্নমেন্টের হস্তে বসিবে। এখানকার কর্মচারীরাও
বাকাল গবর্নমেন্টের অধীনস্থ হইবে।

জিহ্বা শরৎচন্দ্র দাস সি. আই. ই. এসিয়াটিক
সোসাইটির মেম্বর হইয়াছেন। তিব্বত লব্ধে
ইহার দ্বারা গবর্নমেন্ট যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ
করিয়াছেন। তিব্বত ভাষার কতকগুলি দার্শনিক
লব্ধের সংস্কৃত ও ইংরাজী প্রতিপদ লিখিতে
প্রস্তুত হইয়াছেন।

জুবিলী দিবস একটা ৮ বৎসরের করেবী
খালস পার। গত বৃহস্পতিবার সে চুরির
বিচারে আনীত হয়। সে বলে জেল ভাঙার ভাল।
সে এখানে খোঁজ পার না। সে একপে দারারার
বিচারের অধীনে আছে।

গত জাহ্নরাবি মাসে কলিকাতার ৭০০ টা
সন্তান প্রসূত হইয়াছিল। ডিসেম্বরে ৮৬২ জন
মসে এ মাসে ১১০২ জনের স্ত্রী হয়। ডিসে-
ম্বরে ১৩৩৭ জনের স্ত্রী হয়।

বিবিধ সংবাদ

গোয়ালিয়াবের রাস্তায় ১০০ জন ডাকাইত
একখানি একা ধরিয়া, ৩০০০ হাজার টাকা লুণ্ঠন
করিয়া পলায়ন করিয়াছে। এই দস্যুদিগের
সহিত বেড়া ও বন্দুক আদি এক প্রকার যুদ্ধের
আসবাব ছিল। ইতার্য বোধ হয় কোম রাজ্য
লুণ্ঠন করিবার অভিপ্রায়ে বলবলে সজ্জা করিয়া
লাহির হইয়াছিল, পথিব্যে অযোগ্য শাইয়া কিছু
টাকা সংগ্রহ করিয়া পলায়ন করে। আর কাল
চুরী, ডাকাইতির হাজার চতুর্দিক হইতে সংবাদ
পাওয়া যাইতেছে। গবর্নমেন্ট ইতার্য ও কোন
রূপ কঠোর শাসনের ব্যবস্থা করিতেছেন না।

মধ্য এসিয়ায় একটা পাখা হইতে ২৪ বটে,
ধরিয়া অগ্ন্যুৎপাত হইয়াছিল। ক্রয়গত উক
গলিত সূতিকারাদি বহির্গত হইয়াছিল। এই
অগ্ন্যুৎপাতে নিকটবর্তী স্থান সমূহের কত কতি
হইয়াছে জানা যায় নাই।

কাশীর মহারাজ বিলাতের প্রত্ননীতে
হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

ইষ্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ের বেবারি ইন্ডিয়ানের
চার পাঁচ মাইল অন্তর, সাভেউল আজাপুর
নামে একটা গ্রাম আছে। এ গ্রামে একটা
পুরাতন মন্দির দৃষ্ট হইল, মন্দিরটা আর
একপত দুই উর্দ্ধ, কতদিনের নির্মিত ঠিক হয় না।
এই মন্দিরের উপরে একটা শাস্ত্রী দৃষ্ট
হইয়াছে, উহার বেড় তিন হাতের কম নয়। এত
বড় শাস্ত্রী মন্দিরের উপর হওয়াতে ও মন্দির

জানিয়া পড়ে নাই। ইহার গাঁথুনী কিন্তু মন্দির
এই মন্দির লব্ধে অনেক প্রমাণ আছে। সে বে-
রূপ ছোট, পাঠকগণ আশাযের বজের স্থপতি
বিদ্যার গৌরব দেখুন। মন্দির গাঁথুনী কতদিনের
কেনন রক্তিয়াছে। আর আজ কালের পো-
মোটা ইঞ্জিনেরাতিগের কার্য এতিকে সিদ্ধাপ
হইতেছে অপর দিকে লক্ষ্য।

বর্ধমান জেলার অন্তর্গত রায়না থানার
এলাকার আর কাল গুরু চুরির প্রাচুর্য্য দৃষ্ট
হইতেছে। এই ডিন মাস মধ্যে ৬।৭টা গুরু
চুরি হয়। তদ্ব্যতীত বহু-কটে হুইটা চোরের
কিনারা হয়, বাকী কিছুই হয় নাই। এরূপ গুরু
চুরির আধিক্যের কারণ হু নীর পুলিশের অক-
প্রণাতাজনিত সকলেই অস্বত্ব করিতেছেন।

৩রা মার্চ বজের পূর্ণিমা আসিয়া দুজন
রেলওয়েটা পুলিশাছেন। রেলওয়ে পুলিশের লম্বা
বলিয়াছেন যে ২।৩ বৎসরের মধ্যে বেবার ও
পূর্ণিমা রেলপথ আসাযের সহিত সংযুক্ত হইবে।
পর দিন তাগলপুরে যাত্রা করেন এবং তথাকার
জেলের কল পুলিশা পূর্ণিমা প্রত্যাগমন করেন।

মহীপুরের ডেপুটি কমিসনার আবদুল ক বের
গত সন্তাহে ইংল্যক পরিভ্রমণ করিয়াছেন।
১৬ই ফেব্রুয়ারি জুবিলি দরবারে পীড়িতাবস্থায়
বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ইনি প্রথমে ১৫ টাকা
বেতনে পুলিশিদি কার্যে নিযুক্ত হন। ক্রমে
উন্নতিপাত করিয়া নিজ কর্মতা ওপে মহীপুর
হাজে। ডেপুটি কমিসনারের পদ প্রাপ্ত হন এবং
১৮৭০ অব্দে দিল্লীর দরবারে খাঁ বাহাদুর উপাধি
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বে বাইয়ের ধরমজি পুস্তকের বিখ্যাত
স্থাপন কলটি বেবার দ্বারা হাইকোর্টের ডিক্রি
১২ লক্ষ টাকা নীলামে বিক্রীত হইয়াছে।

হাইকোর্টের মিলাবের একটা পুস্তক জুনি
হইয়াছে আশরা প্রকাশ করিয়াছিলেন কিন্তু
বিধাতার এমনি বিড়ম্বনা যে গতপূর্বে দুবলা
সন্তানটী মাক্জোর পুস্তক করিয়াছে। আশরা
বাহা তাবিয়াছিলেন তাহাই হইয়াছে। তার
রাজপুত্র সন্তানদিগের দীর্ঘজীবনলাভপক্ষে ভল
বানের যে কি বিড়ম্বনা আছে তাণ বলা যা
না।

দলীপ সিংহের যে পুস্তক লক্ষ্যের সঠি
পরীক্ষা দিয়া সাতহ টে সামরিক বিদ্যালয়ে প্রদে
করিয়াছেন ইনি ইংলণ্ডের বর্ধপুত্র বলি
অভিহিত। ইনি একপে এটেটপ্টে হলকু
হইয়াছেন।

হাইড্রোবাল্বের প্রতি বেলার ৫০০ পুরস্কার ২২০০ টাকার একটি বাটী ছিল। ৬ জন এই পুরস্কার পাইয়াছে। ইহার মধ্যে এক জনের অর্ধেক অংশ আছে।

এইরূপ এটার বে বস্ত্রীয় গণপন্থিত সর্বত্র জেলার ম জিউটসিগকে এই অ আ দিয়ারছেন যে জুনি টংসে নিজ নিজ এলাকা মধ্যে ক্রিয়ণ কার্য হইয়াছে তাহার স্তম্ভ গণপন্থিতে সমীপে অর্পিত করিতে হইবে।

বোম্বাইয়ের একটি ত্রিতল বাটীর পশ্চাত্তাগ তিত হইয়া একটি পুরুষ ও স্ত্রীলোক হত ও পীড়িত জন আদে হইয়াছে। একই গুরুত্ব হুত্ব হইয়াছে ও আর একটি আহত হইয়াছে।

ক্রিয়ক রামাকর নামক এক ব্যক্তি ৪০ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া একটি ধর্মশালা নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

সান্ ফ্রান্সিসকোতে একটি বিয়েটার গৃহে মতিনয় কার্য হইতেছিল। এমন সময় হঠাৎ একটি বোম কাটয়া গিয়া এক ব্যক্তি আহত হয়। অল্পসময়ে এইরূপ তির হয়, য ব্যক্তি আহত হইয়াছে সে তাহার বসিবার আসনের নিম্ন ইতে বোমটা বাহির করিয়া লইয়াছিল এবং সন্মীতে অগ্নি সংযোগ করিয়া টেবের তির মন্থন করিবার উৎসাহ করিতেছিল। এমন সময় ফাটিয়া যায়। বর্ষকবিগের এরূপ অতি-বিক্রি বড়ই ভয়ঙ্কর।

কানু'ল বসন্ত এবং ওয়াউটার ভয়ানক প্রা-দেব হইয়াছে। এই রোগে শত শত ব্যক্তির মৃত্যু হইতেছে।

২৪ নার্চ রাতি বর্ষ ঘটকার পূর্বে কুনি-কল্প হইয়া গিয়াছে। যে বিবস কুনি-কল্প হয় তাহার পূর্বে কয়েক দিবস প্রচুর বড় গোলযোগ ঘটিয়াছিল। ইহা তির বিজ্ঞরাণী নামক স্থানে হইয়াছে কুনি-কল্প হইয়া গিয়াছে।

আমেরিকায় এক প্রকার নুতন ছাতা প্রচু-ত হইয়াছে, তাহার উপরই বেধিতে কাচের নায়। প্রতিরূপ পক্ষে বিশেষ সুবিধা বোধ হইতেছে। এ দেশে কি নীজ আমদানী হইবে?

কুলগেরিয়া বিজাটের মীনাসা হইবার বে-ধা হইতেছে, তাহাতে ইংরাজেরা যোগ দিবেন না। তাহার কারণ এই, ইংলণ্ড ক্রয়ের মধ্যে বড় দৈতে পারিছেন না। তাহাতে কুলগেরিয়ার কার্খ আঘাত লাগিবে। অতএব প্রতিবিশিষ্টগণ তাহা নীবাংসা করিবেন ইংলণ্ডের তাহা অীকার্য হইবে।

গণক নম্বর উপর যে সেতু প্রচুত হইয়াছে তাহার পরিমাণ দুই হাজার ফুট।

গত মঙ্গলবার কলিকাতা হইতে প্রা-দেব পু-রায় সৈমা প্রেরিত হইয়াছে। আর কয়েক বর্ষ সৈম-নীজ প্রেরিত হইবে।

বারতাকার মহারাজ মুজেরের লক্ষ্মীধর নামক স্থানে একটি কাচের কারখানা পুলিশার উচ্চা প্রকাশ করিয়াছেন। কাচ নির্মাণ করিবর জন্য যে ছা-টি মনো-ীত হইয়াছে উচ্চ স্থানে প্রচুর পরিমাণে বা-ল পাওয়া যায়। ইহাতে কার্খের পক্ষে বিলকণ সুবিধা হইতে পারিবে। একজন বোম্বাইবাসী এই কার্খের তার প্রেরণ করিয়া-ছেন। ত রতবাসী য জগৎ যদি এই সকল শিল্প কার্খ ম-বোগী বন তাহা হইলে দেশের অনেক উন্নতি সাধিত হইতে পারে।

গত ২৭সর প্রা-দেব মাস হইতে জাহ্নারি মাসের শেষ পর্যন্ত ভারতে ১৩৫৪৮৩০৬ টাকার বর্ষ এবং ৫২৫৪২০৩৩ টাকার রৌপ্য আমদানি হইয়াছে।

ছলক'রের মহাশয় কুতকরণ বলদেব নামক এক ব্যক্তির উপর ২৬০০০০ টাকার জন্য অভিযোগ করেন। কিন্তু বলদেবও উচ্চ মোকদমায় ডিক্রি পাইয়াছেন। মহারাজ এক্ষে ৮৩ হাজার টাকার খরচার ব্যাধিতে পড়িয়াছেন।

নুত বোম্বান প্রচুত করিবার জন্য গবর্ন-মেন্টের ২০ হাজার টাকা ব্যয় হইবে দ্বির হই-য়াছে।

বর্তমান কুবজারের পিতার ৪৩৫ জন রক্ষক ও সহচর ছিল। এক্ষে বর্তমান জার ১৫৯ জন কর্মদ্বীয়া ২৪৯ জন করিয়াছেন। এই সকল রক্ষক ও সহচরদিগের মধ্যে ২৩ জন আট্টো-জেনারল, ৫৪ জন জেনারল এবং ১০২ জন এডিকং আছেন। এই সমষ্টির মধ্যে ৪৫ জন সর্বাধ কর্মচারী আছেন।

ভ্রমণকারীর পত্র।

বঙ্গবরা হইতে পত্র লিখিয়া তৎপর দিন চকদীঘি বাই। বর্তমান জেলার মধ্যে চকদীঘি একটি গণবীর স্থান। এই স্থানে ছত্রি জাতীর বার জমিদারেরা এসিদ্ধ এবং বন্দেবি। তিন জার বর প্রথম জমিদার, কিন্তু তাহাদের বেশ বিভ্রম প্রথম বিষয়ে মত, কি অভিযিত্তজেনারের অত্যাধনা, কোন কার্খই প্রগ্রহ নাই। কেবল

অটোমি-১১ স্থপোতিত করিবেন ও বাবগী-১১ বেবাটবন ইংলণ্ডের সম্পত্তির এই সার্বকতা।

চকদীঘিতে একদিন থাকিয়া পর দিন জগলী জেলার অন্তর্গত গুরু নামক স্থানে থামন করি। এ প্রাচীন অতি প্রাচীন; কতক বর বন্দেবি কার্যে বসবাস করেন। তাহারা নন্দী বাবুদিগের হাটল ও জলাশয় এসিদ্ধ। তন্ত্রি গুরু বেশী-তন্ত্রি বাবুদিগের কাপড়ের একটি প্রধান আডং। দুর্ভাগাবশতঃ আজ কাল বিলাতি বস্ত্রের প্রতি-বোগিতাজন্য অন্য অন্য স্থানে বেশী বেশী তন্ত্রি বাবুদিগের দুর্ভাগা তন্ত্রি ও তন্ত্রি।

চকদীঘি হইতে গুরু ও বোম্বান প্রা-দেব হইয়া ইটটি কেশন প্রায় আঠার মাইল হইবে। এই সকল স্থান দ্বিগা বর্ষন আমরা আসি মেথিলান গুরু এক ভাল জলাশয় তির আর কোথাও নাই; এবং স্তীতিমত রাস্তারও অভাব। কিন্তু মধ্যে মধ্যে তন্ত্রি লোকের বাসও অনেক, এমনত অবস্থায় এ সকল স্থানের জলকষ্ট ও পথের অসুবিধা অপনীত হওয়া একান্ত আবশ্যক। স্থানীয় সর্বাধ লোকের বোর্ড, আশা করি, এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন।

ইটটি বেশ গুরু প্রা-দেব। বহুতর তন্ত্রি লোকের বাস। ইট হইতে মেথিলান আট মাইল রেলপথ আসি। মেথিলান বাজারটা দীর্ঘ আয়তন ও বাধিলা বাহন্য বশতঃ মহাশয় বোকানবার অনেক আছে। মেথিলান ট্রেন হইতে মঙ্গল-বা-ইবার ধো-বান অধ-বান প্রচুত প্রচুত থাকে। আমরা ধো-বানযোগে ধিক্রি ছয় মাইল অন্তর মশাওমে থামন করি। প্রাচীন বিলকণ বর্জিত। অনেক সন্তুত তন্ত্রি লোকের বাস। বিদ্যাল-নাঠাগার, পোষ্টমাক্রি প্রভৃতি সকল আছে। কুনিয়া হু-বিত হইলান এই প্রাচীর জমি-বি, এল, বাবু বিদ্যাল-নাঠাগার প্রভৃতির উন্নতি-প্রতিবন্ধকতা করিতেছেন। শিকিত হইয়া যদি তাহার ব্যবহার এরূপ হয় তাহা হইলে শিকাব ফল কি? অতএব আমরা বাণ কুনিয়াছি ত্রি-ব্যতে ত্রিা যেন বিধা প্রমাণ হয়, যি এল বাণ এরূপ সতর্ক হইবেন।

মশাওমে হইতে বড়শুল আট মাইল। বড়শুল হইতে কালতি প্রায় আঠার মাইল। একাধিক্রম এই সকল স্থান বেধিতে বেধিতে কালতি প্রাচীন উপস্থিত হইয়া বড় হু-বী হইয়াছি। প্রাচীন কাল-প্রাচীন সকল অতি অমারিক। তাহাদের ক্রম-হারে অভ্যন্ত আত্মানিত হইতে হয়, আজ কাল মোকদমা আধিক্যের দিমেও এ প্রাচীন মোক-দমা বি আদৌ নাই। পূর্বে এই স্থানে বর্তমান

জন্মের একটি উপবিভাগ ছিল। একজন শাখা-
বণী উঠিয়া গিয়া জাহাঙ্গীরবাবুর স্থাপিত হই-
য়াছে। এই গ্রামের নিকট কাঁসার বাজী প্রভৃতির
বেশ একটা কারিকর আছে। কিন্তু উৎসাহ
মতাবে উক্ত কার্যটি লুপ্ত প্রায় হইয়াছে।

কার্যটি প্রায় হইতে বর্জনান জেলা বোল
পাটল। এই পথ অতিক্রম করিয়া বর্জনানে আসি-
য়াছি।

সকল স্থান দেখিয়া আসিলাম, সমুদায়
মলেই এবার বাবা উত্তম জন্মগ্রহণ। ইহু বৎ,
প্রায় প্রকৃতি সকল শস্যই সুবিধানত উপায়
হইয়াছে।

সংবাদ দাতার পত্র

পাঠনা।

গত সপ্তাহে অত্রস্থ অধিবাসী উপলক্ষ আগ-
ন্ত ও ভ্রমণের মধ্যে কোন এক ব্যক্তিকে
স্থানীয় পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট সাহেবের অপমান
প্রদায় অভিযোগা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুর
সাহেব ২০ টাকা জরিমানা করিয়াছেন।

বনমালী নগরের প্রধান জমিদার বাবু বনমালী
বাহাদুরের নামে একজন পুলিশ সবইন্স-
পেক্টর ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট একটা রিপোর্ট
দেখা: তাহার চরিত্র ও শাসনপ্রণালীতে
অসম্মান্যতা করিতে চেষ্টা করিতেছেন। আমরা
সবুদ অবগত আছি, তাহাতে বনমালী বাবুকে
একজন সন্ত্রাস্ত, অবিচারক ও সত্যপ্রিয় বলিয়া
গণ্য হয়, এবং অত্রস্থ পুন্ড্র ম্যাজিষ্ট্রেট বা
তাহাকে প্রেরণই জানিতেন এজন্য আমরা
গোপনীয় উপায় সিরাজগঞ্জের মুন্সি
ম্যাজিষ্ট্রেট বাগদুর ইন্সপেক্টরের রিপোর্টের
প্রতি সতর্কতার সহিত নৃষ্টি রাখিয়া বনমালী
বাবুকে অপকলঙ্ক হইতে মুক্তি প্রদান করতঃ
পুন্ড্র ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয়বিগের ন্যায় ইহাকে
চলুক দেখেন।

কিন্তু জেদর না করুন যদি ইন্সপেক্টরের রিপোর্ট-
ব কিংবদন্ত্য সত্য হয়, তাহা হইলে সকল
অচর্যের অপব্যয় লাভপ্রিয় বনমালী বাবুকে
প্রজাপীড়কতা প্রকৃতি প্রকৃতির অপরাধে
লাঞ্ছিত হইতে হইতেছে, তিনি যেন অচিরে
তাহাদের সংসর্গ পরিচ্যাগ করতঃ সন্ত্রাস্ত ও
পুন্ড্র কর্তৃত্বী ব্যক্তি জমিদারীর কার্য নির্বাহ
করিতে চেষ্টা করেন।

কএক দিবসাবধি এ অঞ্চলে প্রায় প্রত্যহ

প্রাতে ভয়ানক কোলাহল হইতেছে, ইহাতে
আমু মুন্সিদের উপকার হইতেছে।

বনমালী বাবু অধিবাসী উপলক্ষ বে কএকটা
পুন্ড্র বনম - করিতে আঁকার করিয়াছেন।
তাহার কার্য আরম্ভ হইয়াছে: ও মুন্সিদের-
নগর একটি ঐচ্ছিক পুন্ড্র কাটা প্রায় শেষ
হইয়াছে।

অত্রস্থ প্রধান জমিদার জিহা জিহু
বাবু বনমালী রায় বাহাদুরের নামে পুলিশ সব-
ইন্সপেক্টর কর্তৃক বে একটা বিখ্যাত অভিযো-
গের কথা উক্ত হইয়া, আলাহের বিষয় বে
অযোগ্য ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহা সম্পূর্ণ
অবিশ্বাস করিয়াছেন এবং অবিকল্প একজন
করিয়াছেন যে, সবইন্সপেক্টরের রিপোর্টের
যদি কিংবদন্ত্য সত্য হইত, তাহা হইলে তাহা
বিগের বলবৎ হইবার কি আবশ্যিকতা ছিল?
বাহার প্রতি প্রথম অত্যাচার হইয়াছিল।
সেই তো আমার নিকট আসিয়া অভিযোগ
করিতে পারিত।

আমরা মুন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুরের
অবিচারে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি।

অত্র চারি রোজ হইল অত্রস্থ ডায়ের
পাড়ার একজন প্রকৃতি সন্তানের চরণনাম
প্রদান করিয়া অবশিষ্টাংশ এসবের অক্ষমতা
জানিত যন্ত্রণা অধির হইয়া হই দিবস যাবৎ
বার পয় নাই কষ্ট পায়, তৃতীয় দিবসে উহার
অভিভাবকগণ স্থানীয় প্রধান চিকিৎসক রায়
বাস বাবুকে আনিতে বাধ্য, কিন্তু চিকিৎসক রায়
বাবু রোগীর অবস্থা শুনিয়াই তাহার আসন
কাল উপস্থিত তাবিতাই হউক, অথবা অন্য
কোনও চিকিৎসক ইত্যদ্য: করিতেছেন, এমন
সময়ে বোগীর বাজী হইতে সংবাদ আসিল
বে হতভাগিনী একটি মৃত কন্যা প্রদান করিয়া ই
অক্ষমতা প্রাপ্ত গণ করিয়াছে।

কি মুন্সিদের বিষয় অত্রস্থ লোকেরা বিবাহ
উপলক্ষ সাব্যস্তিত অর্থ ব্যয় করে, কিন্তু চিকিৎ-
সার বিষয়ে কিরূপ বায়কুষ্ঠ তাহা উপরোক্ত
ঘটনাতোই অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন।

আমরা ভরসা করি অত্রস্থ স্থানীয় প্রধান
জমিদার বাবু বনমালী রায় বাহাদুর স্থানীয়
হতভাগ্য যন্ত্রণাবিগের জীবন রক্ষার নিমিত্ত
উহার বাতব্য চিকিৎসালয়ে রোগীবিগের থাকি
বার স্থান ও পথাদির উপায় করিয়া দেন। তাহা-
সের বিখ্যাত মদীন কিশোরী চৌধুরাবীর পৌত্র
পুত্রের বিরপন্নাবী জী জীবিত থাক। সন্তো পুন-

রায়। কবাহ দিবস বে বোকদনা চলিতেছি
তাহা জাইকোর্টের বিচারে বিচারিত হই
সন্তো গত সপ্তাহে সমাজের সহিত বিচার
কার্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ভয়ানক হিংসা
কি মুন্সিদের নীচপ্রকৃতি।

বেশি চটল, ব্যক্তি, মাস কলাই ও মটর
বাজার জন্মণ: সন্তো হইতেছে, গত সপ্তাহ
এ অঞ্চলে অল্প বৃষ্টি হওয়ায় উপস্থিত শস্য সকল
সন্তো হইতেছে। অত্র প্রকৃতির মুন্সি সকল
এখন আশা প্রার্থনা যোগ্য হয়।

রাণাঘাট।

সংগত রাণাঘাট সমুদ্রবিজ্ঞানের স্থানে স্থান
হুরির সংবাদ শুনা যাইতেছে। অত্র স্থানে
কথা দূরে থাকুক নিজ রাণাঘাট সপ্তাহের ভিতর
রেই ক্রীড়িত সিংহুরি হইতেছে। আমাদিগের
এবল প্রতাপাধিত ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট জিহু বা
বিজ্ঞানবোধ মুন্সিপাণ্ডার মহোদয়ের আমন্ত্রণে
হুরি হওয়ার কথা শুনিলে আমরা অত্যধিক
বিশ্মিত হই।!

আবার কলারার সময় আসিতেছে। গত
অগ্রহায়ণ মাসে এই সমুদ্রবিজ্ঞানের পাণ্ডিত্য
ভিত্তি, গিলা, বেলেজাঙ্গী, কাশীনগর, নবদ
মুন্সিপুর, বাগমতীপুর, বাগমতী এবং নিম
রাণাঘাট প্রকৃতি প্রাণে বিকৃতিকার আক্রমণ
হইয়া অনেকগুলি লোকের মৃত্যু হইয়াছিল।
অত্যাচার বহুতর, দুহিতাশ্রয় প্রকৃতি
বিকৃতিকার বিদান: সংগতি কুড়িয়ার পয়
টনিস মৎস্য এখানে আমদানি হইয়া বিলম্ব
বিক্রয় হইতেছে। লোক ৪।৫ পরসর এ
একটা পটা ইলিশ জর করিয়া তৎকাল করিতেছে
আমরা ভরসা করি, আমাদিগের ডিপুটী বা
এবং মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান জিহু বা
হুরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী, জাইস্ চেয়ারম্যান
জিহু বাবু রায়গোপাল মুন্সি মহোদয় বাহাদুর
বাজারে পটা টনিস মৎস্য বিক্রয় হইতে ন
পারে তাহার বিশেষ চেষ্টা করিবেন। শুভ পট
মৎস্য কেন, যে কোন ব্যক্তি অত্যাচারক
কোন জবা বিক্রয় করিলে তাহাকে কর্তৃপক্ষ
হওবিধির ২৭৩ ধারার (আলাবীর বি
পানীয় জবা পীড়াজনক জামিয়া মন্সুর আলা
কি পানার্থ বিক্রয় করণ) দণ্ডিতসারে সাজ
বিধেন। হই একজন অত্যাচারক অত্যাচার
কারককে সাজা দিলেই সকলে সাবধান হইত
যাইবে।

৩। এই সব ভবিষ্যতের আশংকা

যক্ষা মিহাসই শোচনীয়। নিজ রাণাঘাট, গির্জাপুর, চাকবহ, বীরনগর প্রভৃতি মিউনিসিপাল স্থান সমূহ মৃত্যু মৃত্যু রাস্তা ঘাট হইতে বটে, কিন্তু ঐ সকল স্থানের দূরবর্তী গ্রাম হইতে রাস্তার সম্পর্ক নাই বলিলেও অত্যাধিক হয়। আজকাল লোকাল বোর্ড হইতে এক আর্থীক হইতেছে সত্য, কিন্তু তাহা সমুদ্র পান্যার্থ্য। মফস্বলে গমন করিলেই দেখিতে পাওয়া যায়, প্রায় সকল পল্লীই জঙ্গল পরিপূর্ণ। রাস্তা গাট কিছুই নাই। কোন বিচ্ছিন্ন গ্রামের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে হইবে তাহা জানিবাব পায় নাই। আবার বর্ষাকালে গ্রামগুলি পেনেকাত্তর ভরপুর হয়, সর্বত্র আজ্ঞাপরিমিত কর্ম। জঙ্গলের তিতর কোন স্থানে শৃগাল গণিতহে, কোথায়ও বস্ত্রশুকর বিচরণ করিতেছে। কোন গ্রামের তিতর হইতে দিবা হই পহরের সময় আবার শৃগালে মুগ্ধগোষ বাগ-বাক্যে মুগ্ধ করিয়া লইয়া গিয়া থাকে। শীতকালে গ্রামের তিতর বাঘের উপদ্রব হয়। (পাঠক-গণ! পল্লীগ্রামে কেন? নিজ রাণাঘাট সহযোগে গাভীর হয়। গভ কলা এই মার্চ এই নান্দা-গাভীর ঈশান ঘোষের ঘোড়া হইতে, বায়ে কলী গোবৎস হইয়া গিয়াছে।।) নিবিড় জঙ্গল হেতু গ্রামের মধ্যে গুরুত্ব বায়ু গমন-গমনের উপায় নাই। বর্ষাকালে ঐ সকল জঙ্গল মধ্য গর্তগুলি গীড়ার আকর স্বরূপ; এজন্ত পল্লীগ্রামে প্রজাগণের আশ্রয় নষ্ট হইয়া বাই-তাহে। কি জন্য পল্লীগ্রামবাসীরা রোডসেস গাছ বিয়া থাকে, তাহা অনেক স্থানের লোকে অবগত নহে। তাহারা ইচ্ছাকৃত গবর্ণমেণ্টের প্রজাপীড়ক কর মনে করিয়া থাকে। বেধা উক এবার রাণাঘাট লব্ধি বিজ্ঞানের নব নব্যচিত্র লোকাল ও ডিক্ট্রি বোর্ডেব নেত্রগণ করুণ কার্য এবং পল্লীগ্রাম সমূহের কতদূর উন্নতি করেন।

যখন বাবল রাজার মৃত্যুকাল উপস্থিত হয় তখন জিরাচন্দ্র তাঁহাব (রাণের) নিকটে উপস্থিত হইয়া সমস্ত্রমে বলিলেন “আপনি অতি প্রবীণ নীতিবিশারদ রাজা। আপনার নিকটে কিছু নীতি উপদেশ শুনিতে ইচ্ছা করি”। তদুত্তরে বাবল রাজা জিরাচন্দ্রকে বেকরেকলী নীতির উপদেশ প্রদান করিলেন, তদ্বারা একটি নীতি এই হইল, আরজকর্মে বিচার হইলে তাহা সম্পূর্ণ হয়। আমাদিগের মাননীয় টেম্‌সন্ বাহাদুরের কার্য প্রায় শেষ হইয়া আসিল আর কয়েক

সপ্তাহ মধ্যেই তিনি অবশেষ চলিয়া যাইবেন। উত্তপূর্ণ রাণাঘাট ঠেঁসন হইতে ভগবান গোপা বেলগরের দে কার্য আরম্ভ হইয়াছিল টেম্‌সন্ তাহার কি করিয়া গেলেন? রাস্তার কার্য অনেক পরিমাণে হইয়া গিয়াছে। সার বিভাস এই কার্যটি সম্পন্ন করিয়া বাইতে পারি-নেই স্থলের বিষয় হইত।

মূল্য-প্রাপ্তি ।

জিহুজ বাবু বিকপতিচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	
সামুদ্রাণী	১০০
কেদারনাথ দাস	
বজ্রবল	১
পকানন সিংহ	
কাটোয়া	৪
শরচ্চন্দ্র গোস্বামী	১০
সন্তোষ	৩০
বামাচরণ সেন	
অধিকারগর	৬০
বোগেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী	
ভালসা	১
আতাওল হক	
বেঙ্গলরাই	৮
শ্যামাচরণ নাগ	
বরদী সুল	১৪
অনাথবন্ধু মুখোপাধ্যায়	
মিত্রগ্রাম	৩০
জিমতী আশাকানী দেবী	
কাশীনাথজাব	১০
জিহুজ বাবু কৃষ্ণচন্দ্র দাস	
বেলেবেড়া	৩০
জানকীবল্লভ সেন	
কামুন গৌরীচাঁদ	১০
অভয়কান্ত ঠাকুর	
চৌগ্রাম	৩০
রামচন্দ্র দাস	
চাকির পাখী গ্রাম	৪
জিরাচন্দ্র লাচা	
কামারপুকুরগ্রাম	৪
বেলদার আহম্মদ চৌধুরী জমিদার	
চাঁদপুর গ্রাম	৪
কৃষ্ণগোপাল ঘোষ	
কাশীপুর	১
বাববেন্দ্রনন্দন দাস মহাপাত্র	
মাধিকতলা ঈর্ট	৩০

জিমতী মহারানী সিংহদেবী দেবী	
বিষ্ণুজী	
জিহুজ বাবু তারকনাথ কুণ্ডু	
কুমারখানি	
শান্তকীর্ত্তী পবিত্র লাক্ষ্মী	
শান্তকীর্ত্তী	
রামনারায়ণ শঙ্করী	
মৌবতজ	
তিনকড়ি বন্দোপাধ্যায়	
মগরাঘাট	
বোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	
কুমগ্রাম	
কাশীনাথ মুখোপাধ্যায়	
কুচবেহার	
কাশীপ্রসন্ন সরকার	
বালিশপুর	
মহেশ্বর চট্টোপাধ্যায়	
গজাউরী	
রমানাথ সেন বেঙ্গল	
কাঁদলা	
মহেশ্বর বকিচন্দ্র	
উনীপুৰ	
জিবাথ সেন	
ভগলী	
কিরণচন্দ্র সিংহ	
ভাস্তাভা	
কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়	
কাশীঘাট	
রামকানাই চক্রবর্তী	
হাঁহুতি	
অরবিন্দ কৃষ্ণমোহন মুখোপাধ্যায় রাণ বাহাদুর	
ভানানীপুর	
গোপাচন্দ্র দাস	
গাবাংড়ে	
সাকের মহম্মদ বৈদ্য	
চাঁদোখালী	
বজ্রেন্দ্রনাথ মণ্ডল	
বাগ্যানী	
জিম চাঁদুন লক্ষ্মীনারায়ণ সিংহ বেঙ্গ বাহাদুর	
গুরধরা	
জিহুজ বাবু জিতেন্দ্র মুখোপাধ্যায়	
কৃষ্ণনগর	
রাজা বোতিগ্রাম দ গঙ্গ	
মহিমাবল	
জিহুজ বাবু প্রিয়গোপাল নন্দী	
বড়শুল	

বিশেষ ভবিষ্য।

সোমপ্রকাশের সুলভ মূল্য ও বাসের জন্য।

ইমান সনের এই ফাল্গুন মাসের মধ্যে বাহারা নূতন গ্রাহকগণের হইবেন, তাহারা অগ্রিম বার্ষিক মূল্য টাকায় এই প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র খানি হইতে পারিবেন। এই সুলভ সময়ের সময় অতীত হইলে (অর্থাৎ চতুর্থ মাস হইতে) নূতন গ্রাহকগণকে প্রাধান্য নিয়মের বশবর্তী হইয়া গ্রাহক প্রণীভুক্ত হইতে হইবে। ইহার পর প্রাধান্যে একরূপ সুযোগ পাইবেন না। নূতন গ্রাহকগণ অধ্যাক্ষের নামে ৪৮ নং প্রসাদ চৌধুরীর লেন, কলিকাতা। এই ঠিকানায় মূল্যাদি পাঠাইবেন।

বিনা মূল্যে বিতরণ।

ডাক্তার নন্দলাল মুখোপাধ্যায় কৃত।

সবল চিকিৎসা।

১। দ্বিতীয় সংস্করণ—পরিবর্তিত, ডিনাই ১২
পেজী ৮ ফর্মায় সম্পূর্ণ।

২। দ্বিতীয় সংস্করণ—পরিবর্তিত, ডিনাই ১২
পেজী ৮ ফর্মায় সম্পূর্ণ।

সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়।

৩। ৮ নং বারানসী ঘোষের ট্রীট, কলিকাতা।
ডাক্তার ঐশ্বরনাথ মুখোপাধ্যায় কৃত ব্যবহার পুস্তক
খান হইতে এই পুস্তকালয়ে বিক্রীত হইবে।

সংস্কৃত
সরল ভৈষজ্য-প্রকাশ

অর্থাৎ
সহজ মেট্রিক্স মেডিক্স
১ম ভাগ।

গৃহস্থ ও পাড়ারোগের ডাক্তারদের জন্য
প্রকাশিত হইয়াছে।

রয়াল ১২ পেজ ৩০০ পৃষ্ঠার বেশী।
মাত্র ১১০ টাকার পরিবর্তে ১ ডাকমাশুল/১০
এই পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।
ক্রীচশীচরণ চট্টোপাধ্যায়
মানেজার।



ইলেক্ট্রো গ্যালভানীয়

অম্লী, কবচ ও অনন্ত।

বি. এম. কার নির্মাণকর্তা ও আবিষ্কারক,
নং ২৮ মূজাপুর ট্রীট, কলিকাতা।

এই সর্বস্বার্থী নামক অকৃত্রিম তড়িত পদার্থ
কেবল আমারি নিকট প্রাপ্য। বাহারা কৃত্রিম
তড়িত পদার্থ অল্প মূল্যে ক্রয় করিয়া কোন
ফল পান মাই তাহারা অগ্রহণ করিয়া আমার
ইলেক্ট্রো গ্যালভানীয় আফিসে পাঠাইলে
আমি র নির্মিত প্রকৃত তড়িত সংযুক্ত বস্ত্র অর্থাৎ
মূল্য পাইতে পারিবেন।

প্রশংসা পত্র।

১ নং। কলিকাতা ২৮ নং মূজাপুর ট্রীট
বি. এম. কার বর্ক সর্বস্বার্থী নামক অকৃত্রিম
তড়িত অম্লী, কবচ ও অনন্ত বিশেষ ফলপ্রসূত—
বাহা রাজেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুর,
সোভাওয়াল রাজবাটী, কলিকাতা।—১০-এ
মাস ১২৯৩।

২ নং। বড় সন্তোষের সহিত বলিতেছি যে
বাবু বি. এম. কারের তড়িত কবচ, অনন্ত ও
অম্লী নানা প্রকার জটিল রোগ কমানের বিশেষ
ফলপ্রসূত, এ ২ আনিও কোম রকম ও আবেশ

পীড়া বশতঃ একটা অনন্ত ও অম্লী ব্যবহার
করার অনেক উপকার প্রাপ্ত হইয়াছে। ভরসা
করি ইহার উপকারিতা স্বয়ং আর কিছুদিন
ব্যবহার করিলে আর বেশী বলিতে পারিব—
মায় গিরিশচন্দ্র দাস বাহাদুর—জটিল অক-
সি পিস, কলিকাতা।—এবং সুপারিন্টেন্ডেন্ট, গবর্ণ-
মেন্ট অফ ইন্ডিয়া, ডেপুটি, ফরেন অফিসার
মেম্বার।—২৭ নং বেহুয়াবাজার ট্রীট, কলি-
কাতা।—৬ই মে: ১২৯৩।

—৩৩—

১৮৭৪ অব্দে প্রাপ্ত।

শরচ্চন্দ্র দত্ত এণ্ড কোং

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ।

প্রস্তুতকারী।

কলিকাতা মহাশয় এবং হোমিওপ্যাথিক
ডাক্তারদের নিকট হইতে ঔষধের উৎকৃষ্ট
সম্বন্ধে প্রশংসা পত্র পাইয়াছেন।

মূল্য সুলভ।

ওলাউঠা চিকিৎসার ১২ শিলি ব্যবস্থা ও কণ্ঠ-
রোগের আরক সহ ৫ টাকা।

গৃহ-চিকিৎসার ২৪ শিলি ব্যবস্থা বাস্তব পুস্তক
সহ ৮ টাকা, ২ শিলি বাস্তব ১০ টাকা।

সাধারণ চিকিৎসার ৫১ শিলি ঔষধের বাস্তব
ব্যবস্থাসহ ১৮ টাকা।

ডাক্তারদের উৎকৃষ্ট বাস্তব ২৫ টাকা, সম্পূর্ণ
ঔষধ-বাস্তব ৫০ টাকা।

ইংরাজী বাস্তব সচিত্র মূল্যনির্ণয়পত্র
বিনা মূল্যে প্রাপ্য। ঠিকানা ৫৫ নং কলেজট্রী
কলিকাতা।

—৩৩—

চুলের কলপ।

ইহা জলের ন্যায় তরল, লাগাইতে কো-
কই নাই। যেমন পক্ষ কেশ; হউক না কেন
নিম্নেটে প্রাপ্ত উজ্জল কৃষ্ণবর্ণ হইয়া ৩৪ মা-
থাকিবে। মূল্য ১ টাকা।

রোজমের তৈল।

ইহা ব্যবহারে চারি দিকে ঘোলাশেব গ-
বিস্তার করে, শরীরে স্নিগ্ধ থাকে, শিরঃরোগে
প্রসূত। মূল্য বড় শিলি ১২ টাকা, ছোট
আনা।

অদৃশ্য কালি ।

ই কালিতে লিখিবার সময় কিছুই দেখা যায় না।
রে কেবল অগ্নির উত্তাপ লাগাটনা মাত্র ল্পষ্ট
খা যাইবে। গোপনীয় পত্র লিখিবার আকর্ষণ
পায়। মূল্য ১০ আনা।

লিলি পাউডার।

সর্ব প্রকার দাঁতের মনোহর মূল্য ৮০ আনা।

ব্লড পিউরিফায়ার ।

এই সালসা ডাক্তার কবিরাজ ব্যবহার
করেন। শোশ, মালী, গরমি বাগী, পচা
পারা ঘোষ সংক্রান্ত সমস্ত বা. ও কোষ্ঠ
বিষ্টা, কুখানাত্ম ইত্যাদি সমস্ত মনো
রোগে হয়। মূল্য ১ টাকা।

এ. সি. বসু এও কোং।

৭২ নং স্কিকার্স স্ট্রিট, কলিকাতা।

অষ্টধাতু নির্মিত অমোঘ অনন্ত



এই
অষ্ট
ধাতু
অনন্ত

পূর্ণচন্দ্র দাস কর্তৃক নির্মিত ও
প্রকাশিত।

৭২ নং বেথেনটোলা লেন, পটলডাঙ্গা কলিকাতা।

এই 'অনন্ত' অর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, সীস, রাত
জা, লৌহ, পারদ এই অষ্টধাতুতে নির্মিত।
হা ক্রমাগত অর্ণের ন্যায় ধাতু উপর অপর
ধাতু ঝটিত হইয়াছে। এতদ্বারা প্রথম
বিদ্যা অস্ত্র তরঙ্গ পানব স্থাপিত থাকায়
তদ্ব্যবহি বিদ্বাতীয় কার্য উৎপাদন করিয়া
ই ধাতুর গুণ ক্রমশঃ শরীরে প্রবেশ কবাতে
এক ইচ্ছাতেই শরীরের রক্ত পরিষ্কার করতঃ
সর্বপ্রকার ব্যাধি বিনাশ পূর্বক ক্রমশঃ মেঘা রুজি
হইতে থাকে, এই অনন্তকে জীবন রক্ষাব
ল ঔষধি বলিলেও অত্যাক্তি হয় না। আশি
কণ্ঠে বিশ্বস্ত রূপে বলিতেছি যে, এই সন্ন্যাসী
হস্ত, আমাব এ অষ্ট ধাতু নির্মিত
অনন্ত ধারণ করিলে সব শরীর সম্বন্ধীয়
না প্রকার ব্যাধি হওয়ার আশঙ্কা আর কাঙ্ক্ষণ
করিতে হইবে না।

বিশুদ্ধ অষ্টধাতু নির্মিত অঙ্গুরী



নব্য সম্রাজ্যের মধ্যে কেহ কেহ অস্ত্র
ধারণ করিতে অনিচ্ছুক সেই জন্য গত অগ্রহায়ণ
মাসে হঠাৎ আমি নূতন অষ্টধাতু নির্মিত
অঙ্গুরী আবিষ্কার করিতেছি, অনন্ত ও অঙ্গুরীর
উভয়েই রোগনাশক গুণ ও শক্তি একই
প্রকার, যাঁহারা অঙ্গুরী লইবেন তাঁহারা যথাপি
ইচ্ছা করেন তাতা হইলে তাঁহাদের নাম বিনা
খরচায় অঙ্গুরীর উপর খোদিত করিয়া দেওয়া
যাইবে। যথাপি অঙ্গুরী অষ্টধাতু নির্মিত না
হয় তাতা হইবে মূল্য ফেরত দিব। অনেক
মহোদয় ব্যক্তি অনুমান করেন যে পারা ইচ্ছাতে
সংলগ্ন করা যায় না কিন্তু আমরা সাত্ত্বিক যত্ন
সহকারে পারা সংযোগ প্রদানী শিক্ষা করি-
য়াছি। আভার করিবার সময় অঙ্গুরী বাম
হস্তে ধারণ করিয়া আহার করিবেন।

আজ কাল নানা প্রকার ঔষধি ধাতুনির্মিত
কবজ ও অঙ্গুরীয় ইত্যাদি বাহ্য অষ্ট ধাতু নির্মিত
বলিয়া প্রচলিত হইতেছে, তাতা যে কত দূর সত্য
আমরা তুলনা করিতে চাহি না, কিন্তু মহোদয়-
গণ রত্ন জন্মে কাচ ক্রয় করিবেন না। চোট ও
বড় প্রত্যেক 'অনন্ত' মূল্য ২ টাকা, ডজন ১০
টাকা, প্রত্যেক অঙ্গুরী মূল্য ২ টাকা ডজন ২০
টাকা, প্যাকিং ও পোস্টেজ ১ হইতে ৬ টাকা ১/০
আনা : ৭ হইতে ১২ টাকা ৮০ আনা। অর্ডার
পাইলে ভ্যান্সু পেয়েবল পার্শেল মাল পাঠান
যাহবে। আর বিদেশীয় মহোদয়গণ অনন্ত
ক্রয়কালীন অনুগ্রহ করিয়া হস্তস্থিত মাণ্য পাঠ
ইয়া দিবেন।

অনন্তর যে সকল দ্বানে ধাতু ঝটিত হইয়াছে
তাতা একএকটি করিয়া বিলাইয়া লইবেন। আর
উলসন্ন্যাসীর আদেশমত দক্ষিণ হস্তে ধারণ করি-
বেন। অমাধস্য ও পূর্ণিমাতে কটকিরির জল
দ্বারা ধৌত করিয়া লইবেন, বাহারা কবচ অঙ্গুরি
লইয়া ঠকিয়াছেন তাহারা একবার পরীক্ষা করুন।
ধৃত বৎসর ১০০০ বোগি আরোগ্য হইয়াছে।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিশ্ব সহকরে সাধারণকে জানাই
তেছি যাঁহারা, সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার

বাছা করিবেন তাঁহারা সোমপ্রকাশের পত্র
গনিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিলেন
প্রথম তিনবার প্রতি পত্রিক ৮০ আনা, তার
পর ৮০ আনা। ইংরাজী অক্ষরে প্রকাশ হইবে
৮১০ পদমা করিয়া লাইন প্রতি বার ধরা হইবে।

বেসকল কর্মখালির বিজ্ঞাপন আদ্যাদি
মিকট আসিবে, তাহা প্রথম একবার বিনামূল্যে
প্রচারিত হইবে। তাহার পর নিয়মানুসার
মূল্য লওয়া যাইবে।

সোমপ্রকাশ সংস্থাস্থ কলিকাতা

নিম্নোক্ত নিয়ম।

সদরপক্ষে সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য ডাক
মাফুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং বাৎসরিক
৫১০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাকমাফুল সমেত
১০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা বার্ষিক
সিকের নিয়ম নাই। শিক্ষক ও ছাত্রদিগের
জন্ত ডাক মাফুল সমেত ৩১০ টাকা দ্বি-
হইয়াছে।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মকমলে সোমপ্রকাশ
প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের
পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম ল্পষ্ট কবি-
লিখিয়া ৪৮ নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন কলিকাতা
জিহ্বক উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্তীর নামে মোট, ক
বরাত চিঠি, মণি অর্ডার, ইহার সম্মতব বাছা
যাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা
প্রেরণ করিবেন। কোন প্রকার রসিদ ট্যাক্স
ডাক টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না
মূল্য নিম্নোক্ত হইবার পূর্বে কেহ সোমপ্রকাশ
এতদে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাই
বেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাফুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ ক
লেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি এতদে ক
যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ই
কবিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পত্রিক
৮০ আনা তাহার পর ৮০ এক আনা দিতে হইবে।
কেবল ইংরাজী অক্ষরে প্রতি বার ৮১০ পদমা
করিয়া লাইন ধরা হইবে।

প্রেরিত, সংবাদপত্র, অমণকারী বস্তু ও প্র
প্রকৃতি বেসকল বিষয় নানা দ্বান হইতে এক
জন্ত আইলে তাহার মতামত বা 'কোনটি আ
বিক্রয় বা সম্ভব এবং সত্য মিথ্যা। বিবেচনা বিষ
সম্পাদক, প্রিন্টার বা প্রগাইটার দ্বারা মতামত।

এই পত্র ৪৮ নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন
'কলিকাতা সোমপ্রকাশ বস্ত্রে জিগিরিশচন্দ্র
দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত
প্রকাশিত হয়।

সোম প্রক

५९वां अध्याय ।

{ वनमय्य पादक मासुल मय्यक वार्षिक १
 टोका माज । निक्क ७ होजिदिमर
 { जना वार्षिक मासुल मय्यक ७ टोका ।

নাঙ্গা, অৰ্ধ-ৰাত্ৰি ও পুৱাতল অৱস্থাত
বোগেৰ মৰুং চৈমৰি, বাৱণ কৰিমা মাজ
আবেগা লাভ কৰিতেছে, পুৱাৰ নিমিত্ত
বেল আনা, প্যাকিং ও ডাকমাণ্ডগ। আনা।
ঠিকানা: জিৱন্ত মনুৱান খাস ঘোৰ। ৪৩৭ ১২২
বেহু চাইখোৱা ষ্টেট, কলিকাতা।

প্রথম বিভাগ।

১ম—ক্রীষ্টিসিংহচন্দ্র গুপ্ত, নেমুট-বর্জবনে
২য়—ক্রীষ্টিনাথ দেব গুপ্ত চাঁদেবপুর—হিপুরা।
৩য়—ক্রীষ্টিবদ্যচন্দ্র গুপ্ত বালুচর—মুর্শিগাঁও।
৪র্থ—ক্রীষ্টিবদ্যপ্রসাদ লক্ষ্যোপাধ্যায় ভবানীপুর—
৫ম—ক্রীষ্টিশঙ্কর ঘোষ পট্টয়া টালা লেন—
কলিকাতা।

দ্বিতীয় বিভাগ।

ক্রীষ্টিবদ্য গুপ্ত ভাঙ্গাবোড়া—ভাবকেশব।
ক্রীষ্টিবদ্য জিবেনী অমোঘা। কৃষ্টিবদ্য
সেন ভালতলা—কলিকাতা। ক্রীষ্টিবদ্যপ্রসাদ
ভট্টাচার্য্য সোনড়া হুগলী।

মহাপ্রভ। মহাপ্রভা ক্রীষ্টিবদ্য ভাঙ্গাবোড়ার
জুনিও উপন্যাসে, এই বিশাল ভারতবর্ষকে যে কত
ধুমধামে ভেঁয়া গেল, সে বিষয় কাহ্নাবহে অগাচর
নাহ। এখানে এখানে নগর, বাজার, গ্রাম ও
পল্লী প্রায় সর্বত্রই মনোহরভাবে সজ্জিত আন-
ন্দোৎসব হইয়া গিয়াছে। এমন দিন আর
চাইবে না। সে দিনের আগ্রহ ক্রীড়া চোপ
হিন্দু বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতিতে ভেঁয়া ভারত-
কে বিকাশিত করিয়া তুলিয়াছিল। আলোক
ভয়ে, অন্ধকার একেবারে ভিরোহিত হইয়া
পবনতো আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। গীতা
বাহ্যে নাচ তান সার ধ্রুং, নিরাময় অমর
ভেঁতে অপত্য ভেঁয়া, রাজীব লজ্জা হৃদয়ক
অধকার করিয়াছিল। এক বন্য, কি বক্র,
কি রাজা, কি প্রজা, কি সুখী, কি দুঃখী পায়
সকলেই এক মনে এক লাগে, এই মহামহোৎস-
বে যোগ দান করিয়া, গাভততির পবা-
কাঠা দেখাইয়াছিলেন। সে দিন কি আর
কিছু আসিবে? সে দিনের কথা চির
দিনের জন্য ভাঙে মস্ত নগর, পুণ্য অধা-
তিনী তিবির ন্যায় পর্বাতকুম্ভ আলোচনা
করিতে থাকিবেন। মহাপ্রভ মহোৎসব রাজভক্ত
গণের স্থাপিত কীর্তিগুপ্ত সকল এই মহোৎস-
বের জাজলমান প্রমাণ নিবে। যথোচিত
আমি এই বিষয় ব্যাখ্যা করণ করিয়া বিরক্ত
করিতে ইচ্ছা করিনা। সম্প্রতি মেদিনীপুর
জেলায় একটা জমিদার এই উপলক্ষে যে, দুই
একটা সমুদ্রযাত্রা করিয়াছেন, আমি কেবল
তাহাই আপনার গোচর করিতে উপস্থিত
হইলাম।

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত পটাসপুর
পরগনার জমিদার মাননীয় ক্রীষ্টি চৌধুরী

বীচার আশ্রয় জগৎ জীবন,

বিবস রক্তনী বহু সর্ষকণ,

ফল মূল, শসা, বাহ্য বিবিধ প্রকার,
যোগান বিনি ভীহার মহিমা অপার।

সবনী, সাগর, হ্রদ নদ, জলাশয়,
বিতবে শীতল জল ভ্রাব সময়,
নাটিক অভ্যাস কুহর সকল,

অক্ষয় ভাণ্ডার অমনি মণ্ডল,
বিষ বিধাতার কিবা সুবিধান ভাব,
পান্টিছেন সমভায়ে বিশাল বরায়।

প্রকান্ত বিশ্বরাজ্যের যিনি অধীশ্বর,
জানমর পরম পুরুষ পরমেশ্বর,

ভীহারি আশ্রয়ে জনম, মরণ,
জগৎ ব্যাপিয়া করে গিহরণ,
অবসান হয় যবে জীবের জীবন,
সেখানে করহ কোলে যে বীন পরণ।

হে বিভা। তব আশ্রয়ে নিমন্ত্রণ আশান,
নীরবে মানবে করে উপদেশ দান,
যদির মানব সে কথা জবাবে,
অনিত, বিষম মত্ত মালাপনে,
অমেষ না ভাবে কতু নিকট নদে,
বিকট মুখ ব্যাধানে কিং অশ্রুতন।

তব অতিশয় প্রভা। এ বিশ্ব সংসার
চলিতেছে স্রনিগমে একই প্রকাশ,

সাধু কিবা পাণী কোন তেব নাই,
সমান করুণা পাশ্রে হেন পাই-
তাই বদামর ভাঙি কাঁচর পবানে,
বিতর পরম শাস্তি অধন সমানে।

ক্রীষ্টিবদ্যপ্রসাদ চৌধুরী।

কালিকা।

মহাপ্রভ। ক্রীষ্টি চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজের
কলিকাতায় ১১তম রক্তবীর আশ্রমের বিদ্যালয়ের
১১তম বার্ষিকী পরীক্ষা গত ২২শে কাশ্ব
তারিখে কলুটোলা স্কিউট ১০ নং উচ্চ বিদ্যালয়
ভবনে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। কবিরাজ ক্রীষ্টিয়াল
চাঁদ সেন দ্বারা এবৎসর পরীক্ষা গৃহীত হই-
য়াছিল। ২য় বার্ষিকী পরীক্ষা দ্বিবার জন্য উপ-
স্থিত ১৫ জন ছাত্রের মধ্যে নিম্নোক্ত ছাত্রগণ
উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রেরিত পত্র

মাননীয় ক্রীষ্টি সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহোদয়
সমীপেষু।

অশান।

আজ। কি পবিত্র স্থান এ অশান ভূমি,
জানী মূল, শনী, বেন, প্রজা কি ভূমিনী
শান্তি গিহিতা চতান আশ্রবে,
ভাতি তেব প্রভা নাটরে এ স্থানে,
লজ্জা মি ত্র সকলের মিলন তেখায়,
অশান অরম ভূমি নিমন্ত্রণ বরায়।

২

মিথ্যা, প্রবচনা, ঘেব, ভিৎসা, পাণাচার
নাহি কতু এ স্থানে কখন। বাহ্যে,
বর্ষভায়ে পূর্ণ এ পুণ্যের চাঁই,
গভীর নিরত কোলাহল নাই,
ভাই ভব ধাম ভাঙি ভবের কাববে,
যেন করে মহাশি অশানে ছুটে যেন।

৩

সং ১১তম মহোৎসবে যেই বিনোদিত
যে জন বন গৌরবে অমনি গর্জিত,
মোহ, অন্ধকার, থাকে না ভাঙার,
এ স্থান মাঝাঝা করি কি আর,
চলেও মহাপ্রভা পাবন হৃদয়,
তব পি অশানে তার বর্ষভাব হয়।

৪

যে বলে অশান মৃশা অতি বিতীর্ণ,
সে বিষম মাঝাতে বিমুক্ত অশ্রুতন,
বৈরাগ্যের স্থল অশান নিগর,
বেবে ভাঙকের হয় ভাঙাবর,
এ ভবনে সর্ষকণ সাধু উদ্বাস,
অশানুর অন্তরে উপস্থিত মহাপ্রভ।

৫

বিষম রোগভাঙনে শোক যাতনায়,
অতীত যেই জন জীবন্ত প্রাণ,
সত্তত অশান্তি মানসে বাহ্যে
বিকল মান। জীবন ভাহার,
লভিয়া মহাপ্রভ অশান পবন,
ভাতি দূর করে জীব শান্তি পায় প্রাণে।

৬

উপরে অনন্তকাশে গ্রহ অগণন,
বাহ্য আদেশে শূন্য করিছে জনন,

শেষে নন্দন দাস মহাপাত্র মহাশয়, এ ভোগার
বীহারগণের মধ্যে একটা উচ্চবর্ণীর
কম্বীদার। ইহার গৈড়ক জমিদারি
নিম্নপূর ভোগার অন্তর্গত গটাস পুর এবং
মল্লুর ভোগার অন্তর্গত ভোগরাই ও কামার
চাঁর শবগণ। হরি পূর্বে এট সকল স্থান
আরাকান্ডী মহিগের অধিকার ফুট ছিল। ইহার
পূর্বেকালগণের বিংশন সাহায্যে এট সকল
ন গ গৈড়কটের আসনাধীন অ.সিগাছিল।
এ সকল কাবণ এ ব'বৎ এই সকল স্থান
মহাপাত্র জমিদারি বলিয়া এতকাল প্রসিদ্ধ
হই। ইহঁদের মত রাজতন্ত্র জমিদার এ
স্থান অতি বিদল।

এই জীবনী উপলক্ষ ইনি আপন জীব-
নীর মন্থা পড়োক সহব কাছ'বিত্তই দুম
মের সচিব রাজি, বখনাই ও নৃতা গীতাদি
রা এই মন্থাৎসব সম্পন্ন করি'ছিলেন।
ইব অধিকাংশ পক্ষ কুল্য গ্রোমে গ্রোমে,
ব যবে, লাড়াব উঠ'ন বাজীব মজল, চর-
নিবিত্ত, অলপিন্যব উপর ঘটন্যপন
বি ১ শঙ্কুহনি ও আলোক হানাদির দান।
ন হুগী সকলোই স্ব স্ব কনত মুসান্নর বাজ
কব পরিচয় প্রদান কবিয়াছিলেন। আমবা
ল এর প্রকৃত রাজ্য ভক্তি। যে যে'লব
ধিকাংশ প্রজাগণ, কেবল কৃষ কার্য
বা জীবিকা নিস্পাদ কবে, য'তাতা নিকাত
শিক্ষিত ও অসজ, ডাকনাও আজ র'জীর
ন কাননা কবিয়া অচলা ভক্তিব সচিত্র
কালঙ্গীর আবধনা করি'ছিল। আনব,
ল এইরূপ অমূল্য নই অক্লান্ত বাজ ভক্তিব
ন উদাঃব' ক্রম।

চৌধুরী মহাশয়, কেন্দ্র আনন্দিক ভাবে
 ধারাবাহিক মনোবৃত্তন গোছ হুই চাবিতী হুই
 জি হারা বাজার ক্ত প্রদর্শন নবীন নাই।
 নি এই উপলক্ষ নতমস্থানক হবিজগৎকে
 লবাঃগু তফা ভোদা ও বজ্রাবি প্রদান কবিগা
 বিকৃত্ত কনিয়াছেন। স্বপ্রোঃম একটী দ্বাঃবা
 কৎসালয় সংস্থাপন করিয়াছেন। তদায়
 ক্ত মহাশয়ের সম্পূর্ণ সাহাঃযে। যে একটী
 প্রবীর হুইরেজী ও বজ্র বিদ্যালয় চলি-
 ছে, উক্ত হুই গৃহটী এঃং তাঁহার পূর্ক
 কঃের কীর্তি, পূকঃোত্তম ধাঃনে যে বাজি
 লব একটী বিদায় গৃহ অর্থাৎ ধর্ম শালা
 ছে, এই হুইটী গৃহ পোক্তা প্রস্তুত করিয়া,
 হাঃ জ্বিলী উপগকে মহারাণীর পদত

নাম উৎসর্গ কবিতার অভিজ্ঞা ব্যবহৃত কার্য।
বহু কবিতা-রচন। উল্লেখ করি, তিনি এই মঞ্চ-
প্রদান ও এই অভিজ্ঞতা অনুসন্ধান করিয়া সাধারণের
বিকটে বিনামূল্যে কবিতা-রচনা প্রদান করে।

ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ ।
 କଳିକାଞ୍ଚା ୧୮ ବର୍ତ୍ତ : ମିଳିତ ୩ ଶ୍ଳୋ ।

ଶ୍ରୀ ଶକ୍ତା ଛାପନ, ନା ନଗାବଳି ?

উৎসাহের অংশসনে ভারতের জীবন-চক্র
অনেক প্রকার কার্যের অস্তিত্ব দেখিতে
পাওয়া যায়। সভ্যতাসংস্থাপনে ও সংবাদ
পত্রের মুদ্রাক্ষরিক দোষে। অত্যাধিক আয়োজন
ও শ্রমের প্রকাশিত হইবার বিস্তারিত
বিবরণ। বাস্তবিক এই সকল সমস্ত
দেখিলে মনে বিস্তারিত আশার উদ্ভব হয়। কিন্তু
এই সকল উৎসাহের বহন করিবার ক্ষমতা
ভবিষ্যৎ গোলে আম দিগ্গম স্মেরি নিবাসিত
নিকট হইতে হয়। নানাপ্রকার অত্যাচার
ও উৎপীড়ন সভ্য করিয়া আনবের বৈদিক
অন্যায় সঙ্গে মানসিক অন্যায় ও নষ্ট হইতে
শোচনীয় দশায় পতিত হইয়াছে, ইংবাজের
উদার শাসনের গুণে আমাদেব এই সমস্ত
দোষের দ্বিগুণ অংশ অংশ হইতে হই-
বার উপায় হইয়াছে বটে, কিন্তু এ অংশ
সম্পূর্ণরূপে অপনীত হইতে বিলম্ব বিস্তারিত
অন্যায় নিজ নিজ আনন্দে বুদ্ধি পান
ভারতের অপনোদনপত্র অস্তিত্বের নির্ধারণ
করিতে এবং আনন্দ সংকলন অক্ষয়।
সুতরাং সভ্য ও সংবাদপত্রের দ্বারা দেশীয়
বিভিন্ন মতের পুনরুৎপাদন প্রকাশসংস্থাপন
পদ্ধতি দেশভিত্তিক কার্যে যথাসময়ে অস্তিত্ব
না হইলে ভবিষ্যতে বহুতর দশায় পতিত
দিন দিন পলল রূপে সংবাদপত্র হইতে দেখা
বাইতেছে।

সে দিন জিহীনতী ভাষা-তত্ত্ববীৰ পঞ্চাশ-
 বর্ষীয় বালকদের চিরস্থায়ী চিত্র সংস্থাপন জ।
 একটি বিদ্যালয় স্থাপন দ্বারা স্থানীয় শোক-
 বিগের জন কৃষ্টিব বৃদ্ধি বিধান জন্য
 প্রার্থে' একটি সভা আহুত হয়, কিন্তু এট
 পরমোপকারী বিষয়ে প্রধান উদ্যোগী এক
 ব্যক্তির সঙ্গে প্রায়বাসী কয়েকজন মহামুতবেব
 কথকিঃ সামসিক অকুপলতা বর্তমান লোকায়,
 উ, ভাষা অর্গাবলি গরীয়সী ০২২ জুীর প্রতি
 দৃষ্টপাত মত বা করিয়া সপলে এক মতে
 প্রায়বাসী ৩৩শোকেব সম্মুখেন্য সাধনে ব্যাঘাত

উৎপাদন করিতে অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়াছেন।
এবং বহু কষ্টসাধ্যের মত কঠোর লোকবিবেচনা
পদ্ধতি কের বাটতে দিয়া, “একঘরে” পরিবার
তত্ত্ব লক্ষ্যের প্রকৃতি হ্রস্ব বল কোথায় গঠন
পূর্ণ্যের, তাহা দিগন্তে এই সমস্যাটোনে যোগ
দেয় হইতে, নিবৃত্ত করিলেন, এতাদৃশ সং-
কল্পের সময় অত্যন্ত শিকিত ও সহ্যাস্ত লোক
মাত্রই সমস্যাটো প্রকাশ করা উচিত।
কিন্তু তিন চারিজন লোকের স্থলে ৮ জন
মাত্র সমস্যাকে উপস্থিত দেখিয়া বাস্তবিক
অবস্থা সংশোধনান্তি স্থাখিত হইল। বলা
বাক্য যে সত্যের কার্যবিধি অসুষ্ঠানমাত্র
সত্য হইয়া গিয়াছে।

অতঃপর সেই নিঃস্বার্থ পবিত্রতাবী বহু
সংস্কার আশ্রয় নিভাস্ত ভগ্নরূপের প্রত্যাগম্য
করিতে করিতে পথিমধ্যে দেখিলেন, প্রাথমিক
এক ভাষাপাঠিত সজ্জা মন্ডোবরের বহি-
র্ভূত প্রাঙ্গণ প্রায় শতাব্দিক এক একত্রে
সমন্বিত হইয়া আবাদিগের সম্মুখাত্মা সচচর
টিতে লক্ষ্য করিয়া (বঙ্গবাসীর অনন্য সম্বল)
প্রাঙ্গণে বাক্যের অল্প অল্প করিতেছেন
এবং অস্বাধি ভিন্নস্থানবাসী অতঃপর
অপর কয়েক জন অবশীভূত প্রতিবাসী প্রাঙ্গণ
উদ্ভাবের মধ্যে কেহ কেহ সম্মোচিত পিট
চর যোগে পথিমধ্যে প্রদর্শিত করিতে জট
করিতেছেন । এইরূপ ঘটনা সকল দেখিলে
সেই কক্ষ অতি কষ্টে সংগ্রহ করিতে
পালা যায় । নিভাস্ত লক্ষ্য ও হুণা অনন্য
বলিয়া এই স্থানের নান ও চক্রাকার
দিগের পরিচয়াদি লক্ষ্য করিলাম না ; বাহ
কটক, জেহরের নিকট কামনাবাক্যে প্রার্থন
করি, যে এখনও উদ্ভাদিগের নতি পরিবর্তিত
হইক । অবিকল অশা করি, যে এই রূপ
অতঃপর সুক আনন্দ । লোকেও অতঃপর স্বদেশ
হিতকর কাব্যমুর্তানে বাহ্যত উৎপাদন
করিতে বিরত হইবেন ।

এইরূপ ঘটনা সকল প্রত্যক্ষ করিলে কেন
 ক্ষমতাবান ব্যক্তি সাক্ষ্যে সহিত বলিতে
 পারেন যে স্বাধীনতা সীমিতের পরামর্শ এক
 তার অনেক পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়াছে? যেন
 প্রীতি ভোজন ও যাত্রাভিযানের অন্তর্গত অসংখ্য
 লোকের একত্র সমবেত দেখিলে বাঁচার
 একতাব চিহ্ন বলিয়া মান করেন, সম্ভবতঃ
 কেবল ঐচ্ছারাই প্রবলমান হইয়া বলিয়া ইহা
 বিশ্বাস না করিতে পারেন। সে বাহ্য হইত

কেন্দ্রী ইংরাজি একটা ল্যাবরেটোরি রাখিতে
হবে, এবং প্রবেশিকা প্রণীতে বৈজ্ঞানিক
বিবিধ বিষয়ের সম্মূল্যন ও পরিদর্শনাদি
করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত বন্দোবস্ত
করা যাইবে না। যদি কার্যে পরিণত
হয়, তাহা হইলে অনেক বঙ্গোত্তর বিদ্যালয়
র উৎসাহন হইবে সন্দেহ নাই। তবে
বিদ্যালয়ে এরূপ কোন ল্যাবরেটোরি
স্বতন্ত্র করিতে পারিবে না, কেবল ছাত্র-
বৃন্দ-কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র মাসিক বেতন দিয়া
কোন সম্বল বিদ্যালয় কিংবা কলেজ
হইতে বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়া আসিতে পারে,
তাহা হইলে একরূপ অনারাসে কার্য সমাধা
হইবে। কিন্তু তাহাও কষ্টকর।

আজ সোমপ্রকাশ সাধারণের নিকট বড়
সংকেপের সহিত একটা বঙ্গের অশুভ
সংবাদ লইয়া উপস্থিত হইল। বঙ্গের
মহাশয়, ললনামূলের ভূষণ পুটিয়ার মহা-
শয়ী জীমতী শরৎসুন্দরী দেবী ২৫শে
চৈত্র মঙ্গলবার দিবা চারি ঘটটার সময়
আরোগী ধামে বিনয়র পাখি দেহ ত্যাগ
করিয়া স্বর্গধামে চলিয়া গিয়াছেন। চতু-
ষ্ণ বর্ষ বয়ঃক্রমে বৈধব্য দশা প্রাপ্ত হইয়া
বৈধি দেবী শরৎসুন্দরী কঠোর তপস্বী
মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। পুণ্য-
ধর্মের জন্য তাঁহার চিত্ত সতত
বিচলিত হইত। যে কোন ব্যক্তি বিপ-
দাপন্ন হইয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিত
কহি বিনুখ হইতেন না। বিদ্যালয়, স্কুল
আদি দেশের সংকার্য্যেই ইনি যে বিশেষ
অঙ্গর ছিলেন তাহা কাহারও অবদিত
নাই। ইহার স্বামী রাজা সোমেন্দ্রনাথ একটা
সম্পদ রাখিয়া এবং ২১০ লক্ষ টাকার
বার্ষিক আয়ের সম্পত্তি বিবহার হস্তে সম-
র্পণ করিয়া পরলোক গমন করেন। কুমার
সোমেন্দ্রনাথের অধিরোহণ করিয়া কিছু
দিন পরেই অকালে কাগজকলে পতিত
হইলেন। সুতরাং কিছুদিন মহারাজীকে
স্মরণ বিষয়কাণ্ডাদি পর্ব্যবেক্ষণ
করিতে হইয়াছিল। ১৮৭৪ অবদের
শ্রীক্ষে ইহার অনেক বদান্যতার পরিচয়

আছে। ১৮৭৭ অবৎ দিল্লী করবারে গবর্ণ-
মেন্ট কর্তৃক মহারাজীকে পান্ডা লাল-
পুত্র নামক পান্ডার একটা চিকিৎসালয়,
বিদ্যালয়, ও পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়া-
ছেন। বঙ্গভাষার ইহার বিশেষ পারদর্শিতা
থাকাতে প্রতিষ্ঠিত পুস্তকালয়ে নানা প্রকার
ভাল ভাল বাংলা, পুস্তক ও পত্রিকা বঙ্গের
সহিত, সংগৃহীত করিয়া রাখিয়াছেন।
কুশল, বিবর, এই, বে, এক্ষণে, এই অতুল
ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারিণী, কুমারের এক
মাত্র কন্যা, সীতারতা, অতঃপর একমাত্র পু-
ত্রের বিষয়াদি কোর্ট অব ওয়ার্ডের হস্তে
স্থাপিত হইল।

১৯) গার্ল হইতে ভারত গবর্ণমেন্ট আমা-
দিকে বিনা মূল্যে এক এক খানি করিয়া
ইংরাজি গেজেট দান করিয়া আমাদিগের
উৎসাহ বৃদ্ধি করিতেছেন। বঙ্গদেশের ৩৫
খানি ইংরাজি ও বাংলা সংবাদ পত্রে বিনা
মূল্যে এক এক খানি গেজেট বিতরিত
হইতেছে। এক্ষণে আমাদিগের ছোট
লাট বাহাদুরের নিকট প্রার্থনা যে, তিনিও
যেন বঙ্গবাসীর উপর প্রসন্ন হইয়া সংবাদ
পত্র সমূহকে এক এক খানি করিয়া কলি-
কাতা গেজেট দান করেন। হতভাগ্য বাংলা
সংবাদ পত্র গুলি গবর্ণমেন্ট সরকার কাগজ
পত্র দেখিতে পান না; কিন্তু ইংরাজি
সম্পাদকগণ ইহাতে বিমুখ নহেন। আমরা
এইরূপ গবর্ণমেন্টের পক্ষপাতিতাদোষ উল্লেখ
করিয়া আসিতেছি। এক্ষণে গবর্ণমেন্ট এবি-
ষয়ে মনোযোগী হইলে আমরা যার পব নাই
সন্তোষ লাভ করিব।—

মহো গেজেট বলেন যে, ইউরোপীয়
পূর্ব বিভাগ সম্বন্ধে রুশ, অট্রিয়া ও হাঙ্গেরির
মধ্যে কোন রূপ মিটমাট হইবার সম্ভাবনা
নাই। সুতরাং এবিষয়ে জার্মানীর হস্তক্ষেপ
রূপা এবং ইহাতে কেবল রুশের সহিত
বিরোধের সম্ভাবনা। ইউরোপে দিন
দিন কেবল অশান্তির বৃদ্ধিই শুনিতে
পাইতেছি। বাহাউউক, শান্তি স্থাপন একান্ত
প্রার্থনীয়।

টাইমস্ অব ইন্ডিয়া বলেন যে, বিগত রবি-
বার বোম্বাই গবর্ণমেন্ট হাউসে মহারাজীকে
সে এবং আর অন্যান্য ১২জন দেশীয় প্রধান
প্রধান ব্যক্তিগণের সহিত উক্ত শিকার সিংহ
এক গুলি মরণ হইয়া গিয়াছে। বোম্বাই
প্রেসিডেন্সিতে গবর্ণমেন্টের ১৭শী উক্ত
প্রণী বিদ্যালয় উঠাইয়া দিবার যে জনরব
হইয়াছে, তাহাতেই বিশেষ আন্দোলন হয়।
“মহামান্য রে সাহেব” উপস্থিত তৎকালিক
দিককে বলেন যে, তিনি কোন রূপেই উক্ত
শিকার বিরোধী নহেন। এবং বোম্বাই দেশীয়
বিদ্যালয় উঠাইবার জনরব মিথ্যা ও অসু-
লভ। তিনি বলেন যে, যেখানে আমানি
বিশেষ উক্ত শিকার দিবার সুবিধা আছে
তথাকার ১১শী উক্ত শিকার বিদ্যালয় উঠা-
ইয়া দিলেও তাহা কতি নাই, কিন্তু
প্রস্তাবও এখন গবর্ণমেন্টের কর্তৃগোচ-
র নাই। তিনি আরও বলিয়াছেন যে
গবর্ণমেন্ট ব্যবহারিক শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র
দান করিবেন এবং বিদ্যাশিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র
দান করিবেন।” মহামান্য রে সাহেব
ঈদৃশ বুদ্ধিমূলক প্রস্তাবে আমরা সান্ত্বিত
আজ্ঞান্বিত হইরাছি। আমরা ইচ্ছা করি-
যে, এ মহান প্রস্তাব কার্যে পরিণত হউক।

হৃদয় ডেলি প্রেস বলেন যে, হৃদয়
সৈন্যসংখ্যা অতি কম। অতএব এ
ব্রিটেনের এই এবং অন্যান্য উপনিবে-
শীকরণার্থ ভারতীয় সৈন্য ব্যবহৃত হউক
উক্ত পত্রিকা প্রকাশ করেন যে, ভারতীয়
সৈন্যদিগের প্রতি অনিচ্ছা ব্যয় করিতে
না। শিক, পঞ্জাবি, গুরুখা, বেলুচী প্রভৃতি
সৈন্যগণ অতি বুদ্ধিমান এবং ইউরোপীয়
সৈন্যগণ অপেক্ষা বিশেষ কোন রূপে
পদ নহে। ইহারা স্বভাবতঃই বীরত্ব
ক্রান্ত এবং অতি বিদ্যাসম্পন্ন। এ উপ-
নিবেশে শিক কন্ট্রোলদিগের সাহস এবং
নামর্য্য সর্বজনবিদিত। অতএব এ
জাতীয় এক মন সৈন্য হইলে দেশের অর্থ
অতীব সিরোপদ হইবে সন্দেহ নাই।

একপ প্রকার যে দিল্লিতে জুবিলি উপলক্ষে বিশেষ ব্যয় হইবে এবং প্রচুর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অধুমতি গ্রহণ করিতে হইবে। আর্যবীর রাজ্যাভিষেককালে প্রায় ৫০০০ পাউন্ড মুদ্রা ব্যয় হয়, কিন্তু চতুর্থ উইলিয়ামের রাজ্যাভিষেকে ৫০,০০০ এবং চতুর্থ জর্জের ৫০,০০০ পাউন্ড ব্যয় হইয়াছিল। জুবিলিতে অনেক বিবরণেই রাজ্যাভিষেকের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। এই মাসেই উইলিয়াম দ্য সিক্সথ কিংম্যান প্যালাসে প্রিন্স অফ ওয়েলসের এক বিশেষ অভিবেশন হইবে। তাছাড়া এ বিবরণে ব্যয় নির্বাহাধি কার্যের বন্দোবস্ত হইবে। এই সভ্যতায় প্রিন্স অব ওয়েলস, ডিউক অব কেম্ব্রিজ, ক্যাম্ব্রিজ, ডা. পারিবারিক প্রধান প্রধান কর্মচারী, স্টাফোর্ডবরি এবং ইয়র্কের আর্ক বিশপ হয়, ওনের বিশপ, মিঃ গ্ল্যাডস্টোন, লর্ড হাটিংন, লর্ড গ্র্যান্ডিল এবং লর্ড সিডনি প্রভৃতি মহাপুরুষগণ আহূত হইবেন। উক্ত প্রভৃতিসমূহ হইতে নির্বাচিত করিয়া এক কার্য্যকরী সভা গঠিত হইয়া বিশেষ বিশেষ কার্য্যাদির বন্দোবস্ত হইবে। এ উপলক্ষে যেট মিন্টোর এবিতে প্রার্থনাদি ধর্ম্ম সম্মেলন কার্য্যকলাপ নিমিত্ত ১২০০০ পাউন্ড ব্যয় হইবার একরূপ স্থির হইয়াছে। আমরা আশা করি যে, ভারত অপেক্ষা অধিক ব্যয় হইবে। রাজ্য প্রকার প্রভেদ স্বর্গ পাতাল নূন। কিন্তু বেরুপ আভাস তাহাতে বিশেষ আরোহ বলিয়া বোধ হইতেছে না।

—০০—

১১ই ফেব্রুয়ারির পার্লিয়ারমেন্ট মহাসভার বহরন পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, সভ্য নির্বাচন সম্বন্ধে অনেক নিরঙ্কর ব্যক্তিরও প্রস্তাব গ্রহীত হইয়া থাকে। গত সভ্য নির্বাচন সম্বন্ধে এট্রিটোনে সর্ব সন্মত ২,৯৯, ৮১ জন লোকের সম্মতি গ্রহীত হয়, তাহার মধ্যে ৮০,১৪৫ জন লোক বিরুদ্ধ। ইংলণ্ড ও ওয়েলসে ২,৪১৯,২৭২ লোকের মধ্যে ৩৮, ৮৭, ৮৮ লোক ৩৪৮,১২৫ মধ্যে ৪,৮৫৬, এবং স্কটল্যান্ডে, ১৯৪,৯৯৪ মধ্যে ৩৩,৭২২ সম্মতি প্রদান লোক নিরঙ্কর হইতে হইতেছে। বাহা

হউক, কেবল যে ভারত অনিশ্চিত ও অসভ্য তাহা নহে। এখানেও যে এখনও একরূপ লোক আছে তাহা অতি বিস্ময়কর। তবে এতদিন পর্যন্ত (মাস একত্রেসনে) সাধারণ পাঠমা কার্য্যে কি কল হইল?

—০০—

আমরা শুনিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য হইলাম যে, আমাদের সুযোগ্য ব্যারিষ্টার ডব্লিউ সি. ব্যানার্জি মিঃ এ. কিলিংসের অবকাশকালে বাঙ্গালার ট্যাট্টিং কাউন্সিলের পদে কার্য্য করিবেন। মিঃ ব্যানার্জি আর একবার ঈশ্বর সন্মান প্রাপ্ত হইয়া এমন সম্মতিতা সুদক্ষতা সহ কার্য্য নির্বাহ করিয়াছিলেন যে, গভর্ণমেন্ট, বিচারপতি দেশীয়গণ প্রভৃতি সকলেই মুক্তকণ্ঠে তাঁহার কুর্গী প্রশংসা করিয়াছিলেন। ইহাঙ্কে এ বিভাগের বিরোধিতা বলিলেও অত্যাধিক হয় না।

—

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে মিঃ এচ. এ. কক্কেল সাহেব তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র হইতে অবসর হইতেছেন। তিনি ১৮৫৩ সালে ভারতে আগমন করেন এবং ক্রমিক সিভিল সার্ভিসের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে কার্য্য করিয়া এক্ষণে রেভিনিউ বোর্ডের প্রধান সভ্যপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অবসর গ্রহণ করিলেন। সুব্যবহার ও কার্য্যদক্ষতা হেতু তিনি পরিচিত মাজেরই প্রতিষ্ঠাতা হইয়াছেন। ১৮৭৩ সালে তিনি জুডিস্ অব্ দিপিস্ এবং কলিকাতা পুলিশ কমিশনার সভার সভাপতি পদে কার্য্য করেন। ১৮৮০ সালে ছোট লাটের কাউন্সিলের সভ্য হন। ১৮৮৫ সালে আগষ্ট মাসে তিনি ছোট লাটের পদে কার্য্য করেন। সে সময় সার রিচার্ড টমসন ছুটি লইয়াছিলেন। কিন্তু অত্যন্তকাল মাত্র কার্য্য করিয়াছিলেন বলিয়া বিশেষ কোন রূপ শানসংস্কারাদি ঘটিত হয় না। বাহা হউক, ইনি যে এক জন সুদক্ষ, মনোবী, ও শিক্ষিত কর্মচারী, ইহা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। আমরা

ইহঁার আশ্রয়, সুখস্বচ্ছন্দতা ও দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করি।

—

আগাদিগের সুযোগ্য সহযোগী হিন্দু প্রেট্রিট বলেন যে, অনারেবল সার উইলিয়াম হট্টোর ৮ মাসের ছুটি লইয়া ১৯৭৩-৭৪ কলিকাতা পরিভ্রমণ করিয়া গমন করিবেন, এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইস্ চ্যান্সেলরের কার্য্য হইতে অবসর হইবেন। এ পদে কোন ব্যক্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে? তিন জন ডক্টর লোকের নাম প্রস্তাবিত হইয়াছে। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র অনারেবল মিঃ জোবল এবং অনারেবল মিঃ পিলি। ডাক্তার মিত্রের বিবিধ বিষয়ক জ্ঞান, দেশবিখ্যাত পাণ্ডিত্য, প্রাবীণ্য, বহুদর্শিতা সুবিচারকত্ব, অসাধারণ কার্য্য পরিচালনসামর্থ্য প্রভৃতি সন্মুখ হেতু তিনি এ মান্য প্রাপ্তির অতি উপযুক্ত এবং আমরা ভরসা করি যে, আমাদের মহামাত্র সুবিজ্ঞ বড় লাট এই উদ্যমের সাফল্য সম্পাদনে সকলের কৃতজ্ঞতা ও আশীর্বাদ ডাকন হইবেন।

—

রাজ পুরের যুগল।

আমাদিগের মহামাত্র ছোট লাট বাহাদুর সার রিচার্ড টমসন অধুনা পশ্চিমাতিমুখ হইয়াছেন। তিনি শীঘ্রই স্বদেশে গমন করিবেন। স্বদেশে পূর্বাচল উদিত হইয়া সমস্ত দিন নিজ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন। তাঁহার কিরণপ্রাপ্তি কেহ উচ্ছ্বাসিত কেহ অর্জরিত হয়। কিন্তু সাধারণতঃ তাঁহার উন্নয়ন অতি মঙ্গলকর। কোন কবি বলিয়াছেন :—

“কৌণী জীর্বাতি হুঁতি কিতিকহা ত্য্যতি
নীরাপরাঃ

এবা বয়লিনী দিবাকরকরাধানকমাবিধতি”।

অর্থাৎ স্বর্ঘ্যের কিরণে পৃথিবী জীর্ণ। বৃক হুঁজিত ও অলাপন শুক হয়, কিন্তু নগিনী তাব্দ প্রধরকরম্পর্কে নাতিশয় আনন্দিতা হন। স্বর্ঘ্যদেব ক্রমে যখন পূর্বাচল হইতে পশ্চিমদিক অগ্রসর করিয়া পশ্চিমাচল আরোহণের উদ্যোগ করেন, তখন ক্রমে ক্রমেই তাঁহার শক্তি হ্রাস পাকে। অবশেষে সভ্যর প্রাক্কালে তিনি যখন কিরণপ্রাণসংহার করিয়া নিজ আভা-

[illegible]

যাতে যেসব ফার্মসন কোন প্রকার উন্নয়ন
 নিশ্চিতকৃত হয় নাই, সেসব চাষীকে সংগঠিত
 করিতেছে। এতদ্বা. ব্যতীত, প্রত্যেকটি বিধান
 করিয়া যা।

[illegible][illegible]

कथा कायमन अर्धे मारेन अर्धेने चला
नृत्तिनाचें कुनिकुन बरेनाहिल ।

অনেক—১১ই শত্বে সিরাপিস নামক রণ-
করি এই-কোণে অভিযান করিয়া যখন
ক'রতাহ।

পোস্টস মাউথ ১১ মার্চ ক্রোনোডাইন মাসক
রথভরি অন্য এখানে পৌঁছিয়েছে।

ଜଣେ ୨୨ ମାର୍ଚ୍ଚ-୨୨ ଥେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କଲିକାତା
 ଡାକ୍ତର ସେ ଡାକ ବିଳାତ ଆଡ଼ିସୁ ଥିବା ଗମନ କରେ
 ତାହା ୨୫ ଫୋର୍ସାଇ ମଗରେ ମୋଡ଼ିବ। ଏହା 'ବ୍ରାଣ୍ଡ
 ମି'କ ମୋଡ଼ିବାର ୧୭୧ ୫ ତାରିଖେ ଜଣେ
 ମୋଡ଼ିବେ ।

अथ यथा ।

পক্ষ ৭ই মার্চ যেঃ ব্রিজেস ঘিবে। লোগাবোর
সহিত কনসার উপস্থিত হইরাছেন। বাধিরা
জুনের নিকট এক বনের ভিতর হইতে কতক
গুলি হুসেনো বাহির হইয়া ২ জন সিপাহি ও
একজন সুবাসারকে আক্রমণ করে। ইহাকে
হুইজুন হত ও অবশিষ্ট আহত হয়। ঐ স্থানে
১৪৮৭ অগ্নি লাগিয়া অনেক গুলি গৃহ নষ্ট হই-
য়াছে।

বিস্মিতভাবে হুইকার অগ্নি লাগিছে ৪০ খানি
বুধ দণ্ড হুইকার পিরায়ে ।

সেইকালের নিকট মঙ্গলো পদ ১০ জন্ম
 ইংরাজ মৈন্যকে আক্রমণ করে। ইংরাজের
 মধ্যে একজন বৃত্ত ও অবশিষ্ট ব্যক্তি আহত
 হইয়াছে।

• এই মার্চ মେম্বার্ট কেবলক কোম্পানী
মিকটর অফিসে মনবিশেষে সহিত ইচ্ছা করিল

৬ জন যথাকে হত করিয়াছেন। এইরূপ প্রচার
যে, উনখো সোরাগে ইংরাজদিগের সহিত আর
যুদ্ধ করিবেন না। তিনি ইংরাজকে ১০০ বহুক
ও ১০০০০ হাজার টাকা প্রেরণ করিয়াছেন।

কাঞ্ছন গোলাইটি সৈন্য লইয়া বোম্বো-
রেকে আক্রমণ করেন। ইহাতে মরণদিগের
২২ জন হত এবং অনেকেই আহত হইল।
ইহাভিন্ন একজন সেনা আহত হইয়াছে।

১৫ই ফেব্রুয়ারি মঙ্গলোদয় পুণ্য রায়ে হুইবার
খাণ্ডাইনির চৌকি আক্রমণ করে। এনিরের
পুলিষ চৌকি আক্রমণ করিয়া অগ্নি প্রদান করে।
হুইজম পুলিষ মাম হত এবং টেলিগ্রাফের
তার ছিন্ন করিয়া দিয়াছে। ইউনে এক দল
ইংরাজ সেনা রাস্তা নির্ধারণ করিতেছিল, মঙ্গেরা
উহাদিগকে আক্রমণ করিয়া এক জনকে হত এবং
আর একজনকে আহত করিয়াছে। টংহুইনিতে
জেনারেল লকহার্টের সৈন্যাদিগকেও মঙ্গেরা
আক্রমণ করিয়াছিল। ইহাদের প্রতাপ কয়েক
বৃদ্ধি হইতেছে।

କଳିକାତ୍ରୀ

সে দিন গঙ্গার ধোঁয়ারে ছুইখানি নৌকা
ভাঙিয়া গিয়াছে। একখানিতে ৬ জন লোক
ছিল, একজন বড় আঘাত পাইরাছে।

শার রিচার্ড গার্বের একখানি চিত্র প্রদর্শন
করিবার জন্য একটি সভা হইয়াছিল। এই
সভায় ১-৯-০০ টাকা উঠিয়াছে। চিত্রখানি
প্রদর্শন হইয়া যে টাকা উদ্ধৃত হইবে, তাহা ডফা
রিপ ফণ্ডে দেওয়া হইবে।

গত সোমবার দিবা দশ ঘটিকার সময় বহু
বাজার বাসিন্দা গলিতে একব্যক্তি তাহার বন্ধি
বেশ্যার গলবেশে ছুরিকা দ্বারা এরূপ বিদ্ধ ক
বে তাহাতেই এক প্রকার জীবনের অবসান
হইরাছিল। একবে হাসপাতালে রাখিয়াছে
মাজিষ্ট্রেট সাহেব এবেহার আদি নইরা থানা
ছেন।

বড় শনিরনি দ্বার, বড়ার ঘোয়ার বড়, বড়
হইরাছিল। একখানি পাটের নৌকা দুইটি
চড়ে সিরা শক্তিরা গিয়া, তাহাতে বে সকা
লোক ছিল তাহারা অপর একখানি নৌকা
উঠিয়া রকা পার। আর এক খানি নৌকা
১৪ জন বাজাওয়ালা সহই দুই নৌকার
দুখে বাইতেছিল। ঘোয়ার জালিয়া-কিয়া হয়

ডির চাফে, দিরা, উল্টাইরা, গাফ। কথাকার
 একজন হিন্দু বাদী, এ জনকে হত্যা করে। -অবশিষ্ট
 ২ জন মোক্কা হস্তিক, অসির, আর ১; আর এক
 বারি স্ববনের সৌন্দর্য কাসির, গিরিছে ১.

১. পদ্ম যোজনবার সন্ধ্যার পূর্বে যে এখন বাহুর
বহির্ভূত হুটি ও বজাঘাত হয়। সেই বজাঘাতে
সঙ্গাঙ্গিনী-সেই যে এক জন মূল্যবান হুটি
হইয়াছে। ইহার মিকটে একটি চিত্র হালক
কিন্তু আঘাত পাঠিয়াছিল কিন্তু হুটি হইয়াছে।

‘गङ्गा यत्नतः स्नानं करोति उकारिणः’ इति श्रुतिः ।
 तस्मात् स्नानं कृत्वा उकारिणः स्नानं करोति ।
 यत्नतः स्नानं करोति ।

সারে আলফ্রেড জর্জস্ট, ডাক্তার ওরুদান
বন্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত নরেন্দ্র নাথের, ডাক্তার
মহেন্দ্রলাল সরকার ও বিঃ কটন বিশ্ববিদ্যালয়ের
সাকলী অব্ আর্টের প্রতিনিধি সভা হয়েছেন ।

হাইকোর্টের উকীল গণ সমবেত হইয়া বৃহৎ উকীল কালীমোহন দাসের জন্য শোক প্রকাশ করিয়া গভীর ছিন্ন করিলেন যে, তাঁহার একটা চিত্র প্রদত্ত করা হইয়া নাইবেরীতে রাখা হইবে।

বোড়াগাকো নিবাসি রানী রাজকুমারী দাদী
তাহার স্বর্গীয় স্বামী প্রাণত্যাগ কালের নাম চিরস্ম-
রণীয় করিবার জন্য ডকরিশ কয়ে ৫ টাকা শ্রবের
হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ প্রদান করি-
বেম। এই শ্রবে মেডিকেল কলেজের দুইটি
ছাত্রীকে দৃষ্টি দেওয়া হইবে।

এই মার্চ যে সপ্তাহের শেষ হয়, সেই সপ্তাহে কলিকাতায় ২৩৫ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে। পূর্ব সপ্তাহে ১৯৮ জন এবং তাহার পূর্ব সপ্তাহে ২২২ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে। এবার ওলাউয়ার ৪১ জনের মৃত্যু হইয়াছে। পূর্ব সপ্তাহে ২২ জন ও তৎপূর্ব সপ্তাহে ১০ জনের মৃত্যু হয়। আর রোসে ৫৭ জন এবং উদয়গিরে ১৬ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

অ'বাদিসের বিলাত গমনোদ্ভূত ছোটলাট
কে ইউরোপীয়গণ নানাবিধ 'সভাব্যবস্থা'দি
প্রদান করিতেছেন। বিপত ওজাহর টাউনহলে
এই উপলক্ষে এক বিরাট সভার অধিবেশন হইয়া
গিয়াছে। এ সভাতে হুসলমান, ইউরোপীয়গণ
অধিক পরিমাণে উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্য
জাতী ব্যক্তি অত্যন্ত সান্নিধ্য সহিত উপস্থিত ছিলেন।

এক খানি গল্প পাড়ির পাড়রান হাভাওয়াল
পলির মধ্য দিয়া পাড়ি লইয়া বাইতেছিল। এমন
সময়ে দুইটা ১০।১২ বৎসরের সুন্দরান বালক

একটি চিল সন্ধান একটা খোঁজা ছইতে পাঠো-
নের পাঠে ছইতা করিয়া কালী-চালিকা যিবে
ন করিয়া সুকাটরা সেইবোকনের দালিউরিব
পলিত ডালিয়া দেয়। উক্ত আনিতে পাঠো-
ন সর্বাঙ্গ মঙ্গল হওয়াতে ছটকট করিতে থাকে।
যাকৈ সেই মূর্ত্তে তালখাতাবে প্রেরণ করিয়া
। বিচারে ছইটা বাসকেত ৩টা করিয়া বেজা-
ক কায়েত ছইরাছে। সময়ে সময়ে কীড়া বে
করণ ভরানক হয় তাহা বলাই বাহুল্য।

বিবিধ সংবাদ

বীরভূম জেলার মৌরপুর থানার অধঃস্থ
কমিটাে স্তর নামক স্থানে বারু সন্ধানের সন্ধান
মৌরপুর মধ্যস্থলের এলাকাতে খুঁজে। সিক হুগোই-
য়া পরীক্ষা করায় ঐস্থানে গাছের কাণ্ডের খনি
থাকা অস্বত্ব হইয়াছে। যে স্থানে অস্থান করা
উৎক্রে মধ্যস্থতিক বিষ ফুটি ছইবে। বী-
রভূম ছটকট-বহি এরূপ করণ প্রাপ্ত হওয়া যায়
সন্ধান মৌরযোগ করা কর্তব্য। আশা করি,
সন্ধান ব্যবসায়িক বিবেচ্য পরীক্ষার্থে উৎক্রে গী
হইবে।

বর্তমান বার বীরভূম ও সুর্বিগাংয়ের সীমান্ত
স্থান নৌরকী নবীর ভীষণ দান সন্ধান গম ও
কমী বিনাক্ষ অভিগাছিল উক্ত স্থানে ৩০ পে
সালস্থানের সীমান্তস্থিত উক্ত কপলের অমত
নিউ ছইয়াছে।

৩০এ কালকণ সন্ধানের সময় বরু হুই ও নীলা
পতন কালীন সুর্বিগাংয়ের জেলার কাঞ্চি এলা-
কায় পাটখোপী গ্রামে একটা গৃহ
পতিত ছইয়া রামেশ্বর চাঁদ নামক এক
ব্যক্তি শ্রমিক উক্ত লোক পরিভ্রমণ করি-
য়াছে। তাহাৎ বাসগৃহের বেগুন চাপাটাই
প্রাথমিক হয়। সৌভাগ্যের বিষয় সে গৃহে অপর
কেত ছিল না।

৬ জন সিবিলাসন কামালি তাহার
পরীক্ষা বিগাছেন। ইহাংগের মধ্যে
কেনল ৩৩০ন তাল রকম পরীক্ষা বিগাছেন।
উইরা আমনি তাল হুগলিপি তাল করিয়া
পাট করিতে এবং কথা করিতে পারিবর কিনা
তাহার পরীক্ষা ছইয়া ছিল। অনেক সিবিলাসন
বাকলা তহার পরীক্ষা বিগা পুরকার পান
বাটে, কিন্তু তালরণ হুগলিপি পাঠ করিতে ও
কথা করিতে পারেন না, ইহা বড় দুঃখের বিষয়।

একজন সুর্বিগাংয়ের বরোয়া গাং, অমর্ত্ত
পাটখোপী-সন্ধান এক মন হুইন-সন্ধান, একটা
সেবসপন আছে। বার হুই-সন্ধান অতীত হইল
এখানে একটা পাটখোপী সন্ধান তাল একটা সন্ধান
কর্তব্য করণ। কর্তব্যপন ছইয়া উক্ত
তাল হুইতে সন্ধান মায় সন্ধান পাট খাও
বিব পতিত হয় এবং নানা কর্তব্য কালী সন্ধান
কর্তব্যের পর বিবর পীড়িত ছইয়া কাল কালে
কবলিত ছইয়াছেন। ইতি পূর্বে ঐস্থানে ঐরণ
মায় একটা সন্ধান ছেবনের পরও এবরিষ ঘটনা
ছইয়াছে কোথায় কি হয় হুই হুই। ই-
য়ের অন্তর্ভুক্ত ছইয়াছে।

ইংলিসমান প্রকাশ করিয়াছেন মাজার
কোমিটারি বিভাগের রিপোর্টে, হুইট অস্বত্ব
হমিলের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথমটি
গোদাবরী জেলার এক্ষাতি তাহার স্ত্রীকে
এই মর্মে একখানি লিখিত, লিখিত রেডিটরি
করিয়া বিগাছেন যে আমার পত্নী ইচ্ছামত
বিবাহ করিতে পারিবেন অথবা যে কোন পু-
ত্রের সন্তান সন্ধান করিতে পারিবেন। ইহাতে
আমীর কে ম প্রকার সন্তান করিবার অধিকার
থাকিবে না। দ্বিতীয়টি সালেম জেলার এক্ষাতি
একটি বিবরণের সন্তান হুইট পুত্র পায় হুইক
বিগাছেন। ইংলিসমান এই হুইট ট্রেব
করিয়া এই বিবরণ করিয়াছেন। আমরা বলি
কেনল মাজারী খেল লইয়া বড় না করিয়া
ইংরাজের সন্তান পরিবার মায় হুই একটা
কামিনী এবং আগাম ইংরাজ কর্তব্য হুই
কামিনী হুই একটা ট্রেব করিতে কি সন্ধান-
কে জন করিয়া।

ভারতের চাকরবিগের সুলার উপর অত্যা-
চার চারিবিধ ছইতে প্রকাশিত হওয়াতে চ.
কোমিটারি সন্ধান আর হুইক হুই না থিরা এখানে
কাং চাকর সম্প্রদায় আমেরিকায় উক্ত চাকর
তাল রণ ব্যাধা করিতে সক্ষম ছইয়াছেন।

সারস পত্রে লিখিত ছইয়াছে বাকুই বিব সী
বাকুই বরু হুই পাখার উত্তর পশ্চিমকনের
একজন ময়সীর নিকট হুইতে সর্বাঙ্গসন্ধানের
এক ঐব প্রাপ্ত ছইয়াছেন। এই ঐব সেখানে
অনেক জল সর্প বই ব্যক্তি আরোধ্য লাভ
করিয়াছে। আমরা আশা করি এরূপ মধ্যস্থত
সুখপাখার মধ্যস্থত সর্বাঙ্গে প্রেরণ ও প্রচার
করিয়া ব্যক্তি সাধারণের কৃপাকৃত্য ভাঙ্গন
ছইবে।

ভারতের সর্বাঙ্গ হুই স্ত্রী। চিকিৎসক
আছেন। একবিগের মধ্যে ৩টি এক মৌরী
স্ত্রীকে আছেন। সন্ধানের ৩টা গোদাই
৭টি হুই এবং তাহাতে ৩টা বাইজাংগে ১টা
মায় ৩টা উত্তর পশ্চিমকনের ১টা লজাং
১৬টা রাজপুতনার ৩টা স্ত্রী চিকিৎসক আছেন।

অথবা ময়সী সন্ধান গাং গোপী প্রকৃতি
কালে প্রথম রণবর হুই ও নীলা পতন
ছইয়া গিয়াছে এক মৌরী মৌর চারিবিধ পি-
পেট, ও হুই প্রায় সমস্ত রাত ছইয়াছেন।
বড় মন মন অনেকের গৃহ ফুটিয়া ছইয়াছে।
এল মায়সল প্রকৃতি হুই হুই চারিবিধ
তাল ছইয়া পতিত ছইয়াছে। উপস্থিত বর্ষে
বিব ও নীলা কপালর অনেকটা উপকারের
আশা কিন্তু নীলা পতন জাতি গম ভিসী
প্রকৃতি পুণক মন কেন মৌর বহুতর মৌ
ছইল।

একজন স্টে.প্রাক চিকিৎসক সর্বাঙ্গী
গম্বীর জল কটোয়াকে ফুটিয়া এইতে পারক
ছইয়াছেন। ওলিটী এক সন্ধান অ-
পেয়া রাত্তা চলিত ছইয়াছেন। স্টে.প্রাক
বিজ্ঞানের গতি, যেত যৌত পায় উইয়াছেন।
একদে তলির তীব্র গতি ও উইল এটা চিকি-
ৎসার কম উইত মৌর।

পুমান নিকট সিংহব নামক গ্রামে ২০
জন ভাকাইট এক সন্ধান মায়তে ভাক-
প্রাপ্ত কবিয়া ৬২০০ কামার টাকার জগাতি
সুষ্ঠন কবিয়া ম.গা গিয়াছে।

অথ হুই ৩৩ মায়কারস-মর স্ত্রীর ব্যাধি
অথ সর্বাঙ্গ ২০০ কামার টাকার
করিয়াছেন।

পাটের চিকিৎসার একদে কামার হুই
গাং। একদে ৩৭১ হুই এম, বি, এবং
এ, ডি, প.শ ছইতে পারিবে। ইংলি
জেনীতে ১১ এবং চিকিৎসার জেনীতে ১৫
জল ছায়ে আছে।

বিজ্ঞান প্রতি বর্ষে ৫০ জন বোয়া
স্পেন থিরা স্কি.ও হয়। ভারতের
থিরা থিরা কি ইটা অগলা সন্ধান ছইবে।

এক ব্যক্তি পুর্বিগার আদি সর্বাঙ্গমায়
সোলাপুর্কে থেড়াহুই গিয়াছেন। হুই
১৬ জন বাকু কর্তব্য আছেন ছইয়া চা-
মায় টাকার অলভাতি ভাকাইয়াছেন। অ-
কাল চাকুকে বোয়া হুই ভাকাই

[illegible]

বিদেশে প্রকাশিত।

READY FOR SALE.

Annotated Sanskrit B. A. pass Course for 1887-89 with copious grammatical notes, and a literal Bengali Translation (English Translation to be out by the end of June 1887.) Containing Kalambari, Kiratarjuniya and Nagananda. Price Rs. 12. Postage and package 4 As. Price of the books separately : Kalambari Rs. 2 ; Kiratarjuniya Rs. 1-8 As. Nagananda Rs. 1-8 As. Postage, packing &c 6 As.

IN THE PRESS, TO BE OUT BY THE END OF JUNE 1887. A literal English Translation of Sanskrit B. A. Pass Course 1887-89. Price for subscribers As. 12, for nonsubscribers Re 1-As. 4.

Annotated, translated, edited and published by Kailasa Chandra Vidyabhushana M. A. senior Professor, F. C. Institution, Calcutta. To be had of Canning Library, Peoples Library, Central Library, Somprakash office, & 16, Siva Narayan Das's Lane, Calcutta.

বিশিষ্ট মূল্যে বিতরণ।

ভাষার মজলান যুগোপায়িত কৃত।

সরল চিকিৎসা।

(দ্বিতীয় সংস্করণ—পরিমার্জিত, তিথ্যাই ১৫)

(প্রণয়কী ৮ কর্ণার সম্পূর্ণ)

পঞ্জীকৃতবাসী গুরুত্ব যারেরই আশঙ্ক্য। কৃত্য মনুষ্যবিরহিত যঃ/০ এক আশা, জ্বরবধন তিল্পন-মাত্র, ভবানীপুর কলিকাতা।

—০০—

সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়।

১৮-নং বারানসী ঘোষের ট্রীট, কলিকাতা।

ভাষার জীবনময় যুগোপায়িত কৃত্য যাবতীর পুস্তক এবং ইহাও এই পুস্তকালয়ে বিক্রীত হইবে।

সরল ভেষজ্য প্রকাশ

সহজ মেট্রিফিক্স মেডিক্স

১ম ভাগ।

গৃহস্থ ও পাড়ারগৈরী ডাক্তারদের জন্য প্রকাশিত হইয়াছে।

সরল ১১ পেজি ৩০০ পৃষ্ঠার বেশী।
মাত্র ১৪-টাকার পরিবর্তে ডাকমাণ্ডল/১০
এ পুস্তকালয়ে পাঠ্য যার।

প্রচলিত চিকিৎসা-বিদ্যা
আমের।



ইলকট্রে গ্যালভানীর

অম্লী, কবচ ও অনন্ত।

বি. এম. কায় নির্বাহকতা ও অধিকারক।

১২, ১৮ দুলাপুর ট্রীট কলিকাতা।

এই সর্বসাধি নামক অকৃত্রিম তাক্তিত পদার্থ ১৮৭৯ আশ্বিনে নিকটে প্রাপ্ত। যাহারা তাক্তিত তাক্তিত পদার্থ অল্প মূল্যে ক্রয় করিয়া কোন কল পান নাই তাঁহারা অল্পপ্রয় করিয়া আমার ইলেকট্রো গ্যালভানীর আকিসে পাঠাইলে আমি রিভিভিত প্রকৃত তাক্তিত সংযুক্ত ২৫ অংশে ১ মূল্য পাইতে পারিবেন।

এখানে পত্র।

১ নং। কলিকাতা ২৮ নং দুলাপুর ট্রীট
বি. এম. কায় মর্কা সর্বসাধি নামক অকৃত্রিম তাক্তিত অম্লী, কবচ ও অনন্ত বিশেষ কলকারক—
রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুর,
মোক্তাবাজার রাজবাড়ী, কলিকাতা।—০০-এ
মাত্র ১২০০।

২ নং। বড় মস্তাবের সহিত বলিতেছি যে
যাহু বি. এম. কায়ের তাক্তিত কবচ, অনন্ত ও
অম্লী নামে একরকম জটিল রোগ বহনকার বিশেষ
কলকারক, এবং অধিক কোন বস্তু এখানে

নীচের মতঃ একরকম অম্ল ও অম্লী ব্যবহার
করিতে অসমর্থ উপকার প্রাপ্ত হইয়াছে। তদুপায়
করি ইহাও উপকারিতা করিলে আর কিছুদিন
ব্যবহার করিলে আর বেশী বলিতে পারিব—
রায় গিরিশচন্দ্র দাস বাহাদুর—অম্লী, কবচ
বি. এম. কায়ের তাক্তিত, এবং যুগোপায়িত, গবর্ণ-
মেণ্ট অফ ইন্ডিয়া, ডেপুটি সেক্রেটারী, কলিকাতা।
মেণ্ট।—২০ নং বেঙ্গলবাজার ট্রীট, কলিকাতা।—এই মে: ১৮৮৭।

—০০—

১৮৭৪ অব্দে প্রকাশিত।

শরচ্চন্দ্র দত্ত এণ্ড কোং

হোমিওপ্যাথিক ওষধ।

প্রস্তুতকারী।

কলিকাতা মহাশয়, এবং হোমিওপ্যাথিক
ডাক্তারদের নিকটে চিকিৎসা উদ্দেশ্যে উৎকৃষ্ট
মতঃ এখানে পত্র পাঠাইবেন।

মূল্য মূল্য।

১৮-টাকার চিকিৎসার ১২ শিলি অম্ল ও কবচ
রায় আরক মতঃ ৫ টাকা।

গুরু-চিকিৎসার ২৪ শিলির বাল বাতীর পুস্তক
মতঃ ৮ টাকা, ২ শিলির বাল ১৮-টাকার

সাধারণ চিকিৎসার ৫১ শিলি উদ্দেশ্যে বাল
গবভাসক ১৮ টাকা।

ডাক্তারদের উৎকৃষ্ট বাল ২৫ টাকা, সম্পূর্ণ
উদ্দেশ্য ৭ বাল ৫০ টাকা।

১৮-টাকার বালনা সচিত্র মূল্যবিশিষ্ট
বিল, মূল্যে প্রাপ্ত। টিকানা ৫৫ নং কলিকাতা
কলিকাতা।

—০০—

চলের কলপ।

ইহা চলের ব্যাধি তরল, লাগাইলে কো
কটে মাই। যেহেতু পত্র কোম্পানীক মতঃ কোম
মিনিটে মাত্র উৎকৃষ্ট কলপ হইয়া ৩৪ বা
খাতিবে। মূল্য ১২ টাকা।

রোজমের টেল।

উচ্চ ব্যবহারে চারি দিনে রোগের
বিস্তার করে, শরীর দ্রুত থাকে, শিরঃ স্রোতঃ
জন্মায়। মূল্য ২৪ শিলি ২২ টাকা, মোট
আশা।

अभिज्ञान कानि

এই কালিতে 'নিবিবার' সম্বন্ধে কিছুই বোঝা যায় না।
তারে বৈদ্য আশ্রিত উদ্ভাপ লীগীতবা যাত্রা 'স্টার্ট'
বলা বাইবে। রোগেন্দীর পত্র নিবিবার আশঙ্ক্য
উপায়। দুলা ।০ আশা।

লিঙ্গি পাউডারি ।

गर्भे अंशः ३ हाटवन्न मरुकोवध पूजा ४- पात्रा ।

‘ବ୍ରହ୍ମ’ ‘ଅଢ଼ିଆ’ ପାଠ ।

এই সাজসজ্জা তাকার কবিরাজ ব্যবহার
করে। মোম, মাটি, গরমি বাদী পড়া
পাড়া বোম সংক্রান্ত সমস্ত যা ও কোউ
মাটি, কুমারমা ইত্যাদি সমস্ত পথে
মাটির দর। মূল্য ১ টাকা।

ଏ. ମି. ସହ ଏଠା କୋ.୧ ।

१२ नर 'इकिगार्ज' ओटे, कनिगाडा ।

অর্থ ধ. তু নির্মিত অমোঘ
অনন্ত ।’



॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥

पूर्णछत्र पाग कर्तव्य निर्दिष्ट ।
 अंकगणित ।

১২ বেগেটোলা সেন পটলডাঙ্গা কলিকাতা :
 এই 'অনন্ত' অর্থ, রোণা, তানু, নীল, রান
 তাঁ, নৌর, পাঁরহ এই অষ্টধাতুতে বিবিস্তিত ।
 যা ক্রমাবধি অর্ধের ব্যাধি বাতুর উপর অপর
 বাতুর ব্যাধি ব্যক্তি হইয়াছে । এতদ্বারা প্রথম
 তিহা অর্থে ভরস প্যারহ, স্থাপিত বা-ধার
 তদ্বারাই বিদ্বাতের কার্য উৎপাদন করিয়া
 ই বাতুর প্রথম ক্রমণঃ পরীচের প্রবেশ করিয়াছে
 পটল-ইহাতেই পরীচের, ইহা পরিচয় করণঃ
 অর্ধেকের ব্যাধি বি-ধা পূর্বক ক্রমণঃ বেনা হুজি
 ইহাৎ থাকে, এই অনন্তকে জীবন রক্ষার
 লে উদ্বিগ্ন বলিলেও অত্যাতি হয় না । আদি
 হুজ কটে বিবিস্তিত প্রাণে বলিতেছি যে, এই সন্ন্যাসী
 'অনন্ত' আবার 'এ' অর্থে বাতুর নির্ণিত
 অনন্ত-ধারণ করিলে পর পরীচের সহজী
 নীলা প্রকার ব্যাধি হইয়াই আসিয়া আর কাহারও
 করিতে হইবে না ।

विश्वं यदेषां निर्दिष्टं यत्र ही



মহা সন্তোষের সহিত কোহ কোহ, অস্ত
ধারণ করিতে আনিচ্ছ, সেই জন্য গত অগ্রহায়ণ
মাসে তথেষ্টে আমি দুইজন অষ্টবাৎসর বিনির্ধিত
অঙ্গুরী আবিষ্কার করিতেছি, অন্যত ও অঙ্গুরীর
উত্তরেরই রোগনাশক ওষু ও শক্তি একই
প্রকার, ই হারা অঙ্গুরী লইবেন তাঁহারা মহাপি
ইচ্ছা করেন তাতা চাইলে তাঁহাদের নাম বিনা
খবরদার অঙ্গুরীর উপর খোদিত করিয়া বেওয়া
যাইবে। মহাপি অঙ্গুরী অষ্টবাৎসর নির্ধিত না
হয় তাতা চাইলে দুই ফেরত দিব। অনেক
মহোদয় ব্যক্তি আত্মবান করেন যে পারা ইত্যাদে
সংলগ্ন করা যায় না কিন্তু আমরা সান্তিপুর যত
মহোদয় পারা সংযোগ প্রণালী বিকা করি-
তাহি। আত্মর করিবার সময় অঙ্গুরী নাম
দ্বয়ে ধারণ করিয়া তাহার করিবেন।

আমর কালনামা একর ঔষধি বাতুনির্মিত
করত ও অম্বুরীয়া ইত্যাদি বাহা অষ্ট বাতু নির্মিত
ব'লিয়া প্রণীত হইতেনে, তাতা বে কত দূর গতা
আমরা তুলনা করিতে চাহি না ; কিন্তু যথোপয-
গত গল্প জন্মে কাচ ক্রয় করিবেন না । চোটে ও
বড় এতে এক "অম্বুরী" দূর ২ টোকা, ডজন ১০
টোকা, ৪টোকা অম্বুরী দূর ২ টোকা ডজন ২
টোকা, প্যাভিৎ ৩ পোটেজ ১ হইতে ৬টি ।/-
আমা ১৭ চইতে ১২টি ৩০ আমা । অর্ডার
পাইলে তালু পেরেবল প্যাভিলে মাল পাঠাস
বাইবে । আর নিবেশীর যতোদ্রব্যের অম্বুর
ক্রয়কাণীম অম্বুর করিয়া রক্তহিত মালা পাঠ
ইয়া হিন্দন ।

অনন্তর যে সকল স্থানে গাড়ি থািত হইয়াছে
তাহা একএকটা করিয়া বিস্মাইয়া লইবেন। আর
উক্তস্থানগুলির আবেশমত বসিয়া হস্তে ধারণ করি
বেন। 'অনায়াস' ও পূর্ণিমাতে কটকিরির ভাণ্ড
বিলা ঘোঁড় করিয়া লইবেন, কাঁহারও কবচ অস্ত্র
লইয়া উকিরাছেন তাহারী একবার পরীক্ষা করুন।
পত ২২সং ১০০০ বেগি আরোগ্য হইয়াছে।

विद्याभनदाडाणिमेव एति ।

“আবর। বিবর সহকারে সাধারণকে জাৰ্ণাই
ভেৰি বাহাড়া, মোবগকাশে বিজ্ঞপন বিবর

যাহা করিবে তাহার। মোদকাদেশের পংক্তি
 গণিতা বিজ্ঞানমের আশ্রমে স্থাপনাটাইবা বিশেষ
 লবন ভিজ্জার কীর্তি পাতি ১০ আনা, তাতা
 পর ১০ আনা। ইহাজী মফতের প্রকাশ্য চইতে
 ১০ পাঠা করিয়া লাইব প্রতি বাত বরা চইতে

যেসকল কর্ম্মখানির বিজ্ঞানময় আবিষ্কার
মিকট আনিয়া, তাহা গ্রীষ্ম একবার, শিশু
প্রভাবিত করে। তাহার পর শিশু
হল। লক্ষ্য রাখে।

সোমপ্রকাশ সংস্কৃত কলেজ

‘वाचस्पत्येयः’

সমগ্রপক্ষে সোমকাল্যাপর অগ্রিম দ্বা. ভাক
হাস্তল সমেত সার্বিক ১০ টাকা এবং বাসানি
৫১০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ভাকহাস্তল সমেত
টাকা। অসমর্থ পক্ষে বাসিক ত্রৈমাসিক ৩১
সিকের নিম্নম যাতি। শিক্ষক ও ছাত্রদ্বির
ভাক ভাক হাস্তল সমেত ৩১০ টাকা দ্বির কর
হইয়াছে।

অগ্রিম মূল্য বা পাউন্ডে বকস্মানে সোমগ্রকাল
 প্রেরিত হয় না। বাতারা সোমগ্রকালের মূল্য
 পাঠাইবে, তাহার। অ বা নাম বাম লগ্ন করিয়া
 লিখিয়া ৪-মং গুরু মঙ্গল চৌধুরীর লেখ কলিকাতা
 ঐক্য উৎসাহকৃষ্ণার চক্রবর্তীর নামে নোট ভবি
 বরাত চিঠি যথি অর্ডার উভার অধ্যক্ষর বাতালে
 বাতার ভবিষ্য হয়, তিনি সেই উপায় তারা মূল্য
 প্রেরণ করিবে। কোম প্রকার রসিদ ট্যাক্স বা
 ডাক চিকিট প্রেরণ করলে সূচীত হইবে না।
 মূল্য বিশেষণিক হইবার পক্ষে কেচ সোমগ্রকাল
 প্রাপ্তে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য কির্যাইরা
 বেওয়া হইবে না।

বাছারা বাছল না বিয়া পড়াবি ত্রেরণ করি
 যেম, তাঁহাবিদের সেই পড়ানি এখণ কর
 বাইবে না ।

কেহ লোভপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা
করিলে তাঁহাকে এখন তিন বার প্রতি পংক্তি ৬
হুই আনা তাহার পর ১০ এক আনা দিতে হইবে
কেবল ইংরাজী লকরে প্রতি বার ৬১০ পরস
করিয়া লাইন ধরা হইবে।

ଫେରିବ, ସଂସାଧନାତ୍ମକ ସମ୍ପର୍କାବଳୀର ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ
 ଏକାଧିକ ସେକ୍ସର ସ୍ଥିତି ସାଧ୍ୟ ହେବ । ଏହିପରି ଏକାଧିକ
 ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ତାହାର ମତାମତ ବା କୋମଳୀ ଆସେ
 ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ବା ମଜୁର ଏବଂ ମଜୁର ସ୍ଥିତି । ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ବା ସ୍ଥିତି
 ମୁଖ୍ୟତଃ, ଅନ୍ତର ବା ଅନ୍ତରାଳର ସ୍ଥିତି ନିମ୍ନ ।

এই পত্র ৪৮ নং প্রকরণের চৌদ্দতম সেকশনে
কর্তৃকর্তা সোমবার হয়ে ঐকিংশততম বো
জান্না এতি সোমবার ঐকিংশততম দুইতম
প্রকাশিত হয়।

বিদ্যা
স্থাপিত-১৩০৯
চলিত-১৩১০

সামগ্রিক

৩১ নং কাল

স্বদেশতাঃ প্রকৃতিস্থিত্যঃ কাৰ্য্যিঃ স্বদেশী ততিলমহনী ন স্বীকৃত্যঃ ।

১৮শ সংখ্যা

প্রথম বার্ষিক মূল্যঃ বাবদ নবেক
০ টাকা । অগ্রিম বাৎসরিক ৫০০

১৯২৪ সাল । ১৫ই চৈত্র । ইং ১৯০৭ । ২৮এ মার্চ ।
৮ রিপনাক । ১৫ই চৈত্র ।

অনবর্ণ পক্ষে-মাসিক নবেক বার্ষিক ৭
টাকা-মাত্র । শিল্পক-এ প্রায়শঃ
মাস্য বার্ষিক বাবদ নবেক ৩০-টাকা

বিজ্ঞাপন

সোমপ্রকাশ এজেন্সি ।

আজ 'কাল সকল বিষয়েই বাবসা
গিরি বাড়ীবাড়ি হইরাছে, একারণ
কোন রূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইরা সহসা
বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে বাসনা হয় না,
সাধারণ কর্তব্য বিষয় সাধারণ্যে প্রচার না
করিলে লোকে জানিতে পারেন না
অতঃপর বিজ্ঞাপন প্রকাশে বাধ্য হইলাম ।

বলা বাহুল্য সোমপ্রকাশ বিধিতভাবে
দশ মধো পরিচিত । ক্রমে সোমপ্রকাশ
কার্যালয়ের ব্যয় আধিক্য হইতেছে ।
অধিক্য পরিপূরণ বাসনায় অত্র কার্যা-
লয় হইতে একটী এজেন্সী, বিভাগ
খালা হইল । আমাদের সহিত দেশীয়
জাজী জবীদার মহোদয়গণের সহিত
সম্বন্ধ আছে, তন্ময় সাধারণ্যে এখন
হইতে যে কোন কার্য্যের প্রয়োজন
হইবে অর্থাৎ প্রবাসী প্রবাসী বিক্রয়, বাটী
গা ফুয়াদি প্রবাসী বিক্রয়, কোন রূপ
প্রাপ্য কার্য্য, মহাজনী প্রবাসী প্রবাসী বিক্রয়,
সাধারণ সমুদায় করিতে প্রস্তুত আছি ।
যে রূপ কার্য্য হইবে, কার্য্য বিবেচনায়
যত্ন স্থান অপেক্ষা অল্প কমিশনে কার্য্য
নির্বাহ হইবে ।

খরিদ করিয়া প্রবাসী পাঠাইতে হইলে
আমাদের মত টাকা সহ আমাদের কার্যা-
লয়ের ঠিকানায় এজেন্সী বিভাগের
অধ্যক্ষের নামে পত্র লিখিলে অবিলম্বে
প্রবাসী প্রবাসী পাঠান যাইবে ।

কোন গুরুতর কার্য্যের বন্দোবস্ত
করিতে ইচ্ছা করিলে আমাদের সহকারির
নিকটস্থ হইরা বন্দোবস্ত করিতে
পারিবেন ।

ঐজীনাথ চক্রবর্তী ।
এজেন্সী বিভাগের অধ্যক্ষ ।

...

এখন হইতে কোন রূপ কথা বার্তা
বা সোমপ্রকাশের মূল্য দিবার জন্য
সোমপ্রকাশ ডিপজিটরিতে বাইবার
আবশ্যক নাই । নিজের ঠিকানায় সোম-
প্রকাশ আকিসে আসিলেই সমুদয়
কার্য্য শেষ হইবে ।

আজ কাল সোমপ্রকাশ প্রেসে
সকল প্রকার প্রব ওয়ার্ক ও পুস্তক মুদ্রণ
কার্য্য হুচাকরূপে ও হ্রস্বত মূল্যে
সম্পন্ন হইতেছে । চেক, দাখিলা, চিঠি,
লেবেল, বিল, পিটিসন ও পুস্তকাদি
যাবতীর বিষয় ইংরাজি বাঙ্গালা নানা-
প্রকার মূদ্রন অক্ষর বড়ার ও নকসা
প্রস্তুত আছে । সমুদায় আবশ্যকীয়

কার্য্য বিধানের সহিত সমাধা হইবে,
সোমপ্রকাশ যত্নে কখনই প্রতারণা বা
প্রবঞ্চনা হয় নাই ও হইবে না, অতএব
সাধারণে নিঃসন্দেহ চিত্তে আমাদের
হস্তে সকল প্রকার কার্য্য অর্পণ করিতে
পারেন ।

সোমপ্রকাশ সম্বন্ধীয় সমুদায় চিঠি
পত্র টাকা মনিবর্তার আদি সকল
আমার নামে নিজের ঠিকানায় পাঠাই
বেন । অপরের নামে পাঠাইবার আব-
শ্যক নাই, তাহাতে আমার হস্তগত
না হইতে পারে, এ বিষয়ে যেন সকলে
বিশেষ দৃষ্টি থাকে ।

সোমপ্রকাশ কার্যালয়, ৪৮ নং গুরুপ্রসাদ
চৌধুরী লেন-কলিকাতা ।

ঐপেন্ডেংকুমার চক্রবর্তী ।
সোমপ্রকাশ অধ্যক্ষ ।

অপ্রে প্রস্তুত অতি আশ্চর্য্য
দৈব ঔষধ ।

মানা, অর্ধ, বাত ও পুরাতন অসুখ
রোগের এই ঔষধ ঔষধি, ধারণ করিয়া বা
আরোগ্য লাভ করিতেছে, পুণ্যের মিনি
বোল আনা, প্যাকিং ও অক্ষয়তন । আশ
ঠিকানা ঐহুত সমুদায় বাস যোব । ৪৮
বেহু চাইবোর হুট, কলিকাতা ।

अध्याय १

ਭਾਤ ਭਾਤ ਮੀਜ--ਭੁੱਤੀਰ ਚਾਹਿਦਿ--

অবশ্যে অবশ্যে রূপ পোষে যদি

কর্তব্যে ব্যস্ত : : : : : জরুরি বিষয় :

যাটির বাহ্যিক কটা কেতে পাটের

॥२॥ **जिज्ञासु वैदिकीं यतिं च संसाधय**

কাজে তখন **সেই ভবি পদের**

नाहि किह नाहि सोकरनं नाह

সেখানে সহকারী জোয়ারই করে

महानगरपालिका क्षेत्रको जनसङ्ख्या २०६८

ଆମେକିଏକମାତ୍ରକିମ୍ବଦନ୍ତୀକାହାଣୀରପ୍ରତିଷ୍ଠାପକ ।

ଅତି କମ୍ । ସହ ବିଧିବଦ୍ଧ ନାହିଁ ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

सौन साहू साहू सहायक साहू

यत्तु गोविन्द भवतु । आत्मानं कथयतु ।

३७७

• **Stress** – the body's response to any demand or challenge

আমক ঠে অগন্ত অননি নিবেশে

ନୈମିତ୍ତିକ ଜଗନ୍ନାଥ ଦିବସିନୀତ ହାଟେ

स जीवन्मृत्युः । तत्रागमिष्यते ।

যে ভরী ছেঁটিলে গায়ে রে প্রভা

ভীষাঙ্কর যেন তিনি সারস্বত ।

পরিধি : অন্ত্য উপাধি

वाणिज्य अधीन द्रव्य नियंत्रणक

ଜାତେ ସାର ସମେ ନିପୁଣ କାରକ

ନବ ପଦ୍ମବତୀ ଦେବଜାନାୟକ ଗଣି

হিমমালয়ত বীড়িয় ফেনার

अनसु काहल मिभाहेय बाब

ହୁଣି ହୁଅ ଆଉ ମାତ୍ର ମୋତେ ।

कश्चिदाहं पुनः मयूजं आवाहय

ଡି.ଏମ୍.ଗାନ୍ଧୀ ସହ ଉତ୍ତମେଷ ତାର ।

6

ଅବ ଶୈଳସିଂହ ଯାଜ୍ଞା 'ମହାବଳ'

‘জমিদারি গির্দা কার্খাজ কোথায়’

রোমান' এখন তিনিয়ে মগল

এখানে বাটহু অনেক অক্ষর ।

যেহেতু যোগ্যতায় তাহাদের পায় ।

রে অস্তর বর্ণন । জীব সটিকার
 নবীনকরণ যুগ দেখে যায়
 যুগল গণনে যার গরজনে
 ককুবাশ নিত উজ্জ্বলিত চিত্রে
 নীতনিরা নের নিদারুণ নীতে
 নিবাবিত দেশে মাটি রুত্র দেশে
 অসীর হৃদয় মহান যুগতি
 সুমিহে অমৃত অনন্ত আকৃতি ।
 সিংহাসন তাঁর বিনি নিরাকার ।
 হোমার পলিতে ঘরেছে গঠিত
 ভীমাকার জীব তব গর্ভস্থিত
 প্রতি বাঁধ সাধেতব সাধ
 ভীষণ অতল আপনায় মনে
 একক বাইহ গভীর অমনে ।

विषयकोश नाथ शास्त्र

सुब्रह्मण्यः राजवाणि ।

बिनापुत्र अथवा पुत्र युक्तः किं च किं

समाप्त कृत ।

এবংএক প্রকৃতি প্রাচীনতম আৰ্য ইতি-
হাস এই পাঠে জানা যায় যে, অতি প্রাচীন
কালে বঙ্গ আৰ্য হিন্দুরা ভারতবর্ষে আসেন,
তখন তাঁহারা বন মন্ডলের জন্য সমুদ্র পথে
গমনাগমন করিতেছেন ও বিদেশীয়দিগের সহিত
বাবছারাদি করিতে সমুচিত হইতেন না। বর্ত্ত
মান সময়ের কেহ অৰ্ধব বানে যাতায়াত করিলে
সমাজ মধ্যে যে মহাপণ্ডিত উপস্থিত হয় তখন
তারা ছিল না। পুরাণাদির সময় হইতেই
সমুদ্র যাত্রা নিষিদ্ধ হইয়াছে। এবং শাস্ত্র-
কারগণ তাহার যথাসিদ্ধ প্রমাণ বিদ্যা-
নেরও আশ্রয় করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান অব-
স্থার শিক্ষা কিয়ৎ বাধিত্যের জন্য বিদেশে
জন্ম করিলে ও বিজাতীয়দিগের দ্বারা তখন
কবিলে অশ্রমাই হিন্দু শাস্ত্র নিষিদ্ধ নিয়ম

সকল মজবুত করা হয় এবং বহুকাল এটালি
সমাজে তাহাকে গ্রহণ করা সমাজীয় বলি
কম হয়। কৃষিকার্য, বাহ্যিক বিশেষ হইতে
যত্নসহিত ও লক্ষ্যে জন্ম তখন করিয়া
শেষে ক্রিয়া। আসিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে
অতি অল্প সংখ্যকেই। এখন এখন হিন্দু সমাজে
এবেশ করিতে ইচ্ছা করিতেন, কিন্তু অনেক
ইচ্ছা সত্ত্বেও সমাজ কর্তৃক আত্মীয় বহু বাধা
হইতে বিচ্ছিন্ন রহিয়াছেন। শোষিতাবিশেষ
সমাজের করিবার জন্য। পুরোহিতগণের
কায় দেবতাবোধ একবার চেষ্টা করিয়া
ছিলেন, কিন্তু নৈ চেষ্টা। তাঁহারা 'কলি' হ
নাই। এক্ষণে তাঁহাদের বিলাত : এতদা
বিশেষ : পুণ্য : ইত্যাদি : গাইতে :
তাঁহারা মনোজিত, নিরীহ ও মল্লতা হইতে
বেশে আসিতেছেন। দেশীয় ও দেশীয় ভাষা
তাঁহাদেরকে অধিকতর অগ্রগামী দেখি
পাওয়া যাইতেছে। এ অবস্থায় তাঁহাদের
সমাজের করিতে সমাজ অগ্রহীন ও বি
ভাতির সংখ্যা হ্রাস হইবে। কারণ তিন ভাষা
রাজার অধীন বাস করিতে হইলে সকল দেশে
অধিবাসীরাই রাজপ্রার্থিত বিদ্যার শিক্ষা
হওয়া আবশ্যিক হইয়া পড়ে। মুসলমান
বিশেষের মনরে পারসী ভাষার অধিকার
হিন্দুকে শিক্ষিত হইতে হইত এবং রাজ্য নিয়ম
হুসারে চলিতে হইত। এক্ষণে ভারতবর্ষ
হিন্দু মুসলমান সকলকেই একত্র রাজ্য প্রার্থিত
বিদ্যালয়ে উন্নতি করিতে হইবে। রাজ্য
ভাষার দুইপন না হইলে কেহই কোন দেশে
কোন সময়ে বড় হইতে পারে। সকলেই অনেক
দিন হইতে পূর্বপ্রচলিত আপন আপন
নির্দিষ্ট ব্যবসায় পারিতোষ্য করিয়া 'রাজ্য'
নির্দিষ্ট বিদ্যা আচরণের নমোদারী হইয়া
ছেন। কর্তৃক পুরোহিত এক্ষণে তাঁহা
লভানবিশেষে পৌরুষ কার্যে নিযুক্ত
রাখিয়াছেন, কর্তৃক কর্তৃক আর আপন রাজ্য
রক্ষণোপদেষ্টা বিদ্যা আপন সন্তান সন্তানের
শিক্ষায় প্রাধান্য : কর্তৃক : কর্তৃক :
বিদ্যায় পাঠশালী করিবার নিমিত্ত আপন সমাজ
বিশেষে কৃত চিকিৎসা বিদ্যা লাভের রত রাখি
তাহেন ? বরং আপন আপন সন্তানগণ রাষ্ট্র
রাজসরকারে সম্মান ও উন্নত লাভের
লিপ্ত বিজ্ঞান, আইন, চিকিৎসা প্রভৃতি বিদ্যা
শিক্ষিত হইয়া, উন্নত সকলের সচেষ্টি। আ
কেনই বা না হইতেন ? কে : আপন : উন্নতি

নাহে, প্রতিরোধ কোন দা টেকার সম্মুখে ভাঙার
বল্য ও লোপ পাইবেই পাইবে। এই শাস্তি
বর্ষের বখাণীতে স্থগিত। এই বর্ষ হতভাগী
গরজলভাগীরে কিনে বজার থাকে, এই
সমস্ত বিষয় গোপালী মহাশয় দুই দিবস ধরিয়া
মতি বিপর ও অসম্মত হুজুরি দিরাছেন।
যদি অধিক কি বলি, গোপালী মহাশয়ের
উপদেশে এতদেশ পবিত্র হইয়াছে। আশা
করি, তাঁহার ম্যার পূর্ব ভাগবতগণ ভারতের
প্রত্যেক স্থানে এইরূপ সহপায়ে প্রচার করিয়া
গরজল পুরাতন গৌরব রক্ষা করিবার উপায়
বিস্তার ও বলসামান্য করিবেন ইতি।

আমালপুর একাত্ত বাঘ
শে কাউৎ ১৩০৭ ঈশোলাগাও গুণ।

কাশ

১৫ই চৈত্র মন ১২৯৩ মাল।

কর্ণেল হগ্‌স হারেট বুদ্ধে ব্যোমবান ব্যব-
হত হওলা প্রার্থনীর এই বিষয় হাউস অব
কমন্সে প্রস্তাব করিবেন। তিনি মিঃ ষ্ট্যান-
হোপকে জিজ্ঞাসা করিবেন যে, “যখন ইউ-
রোপীয় প্রধান প্রধান রাকারা এ বিষয়ে
মতিমত আছেন, তখন আমাদিগেরও
এ বিষয়ে সচেষ্ট হওয়া উচিত কি না? এবং
ইহার ব্যয় নির্বাহ জন্য এ বৎসরের হিসাবে
কোনরূপ অর্থাদি সংগ্রহ হইয়াছে কি না?”
এ বিষয় কার্যে পরিণত হইলে অনেক কল
হইতে পারিবে সন্দেহ নাই।

—••—

মহামায়া রাজপ্রতিনিধি অনারেসবল
মার আগষ্টাস্ রিডার্স টেমসন্ কে, সি, এস,
আই, সি, আই, ই কে ২রা এপ্রেল হইতে
বর্ষের শাসক পদ পরিত্যাগ করিতে
আবেদন করিয়াছেন। বড়লাট হোটেলার
কার্যপ্রণালী জন্য অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া
তাঁহাকে এই মর্মে প্রদান করিয়াছেন যে,
বতদিন পর্যন্ত না তিনি বিলাতে বাইবার
জন্য কাহারও উদ্দেশ্যে বতদিন পর্যন্ত
তাঁহার অধুনাতন হোটেলটি লক্ষ্যীয় মান্য

ও উপাধিপ্রাপ্তি অর্জন তাঁহে থাকিবে।
ইহা মহান অনুগ্রহ সন্দেহ নাই।

—••—

আমাদিগের মহারাজী হিন্দু গোট্রাট
কলেন যে, গভর্ণমেণ্ট তাহারা ভিলের এখন
কিছুই খারব করিতে পারিতেছেন না।
পুলিশ কি করিতেছেন? ইহার শাসন কি
পুলিশের সাধ্যাতীত অথবা উপেক্ষিত?
আমাদিগের ত কোন রূপই বিশ্বাস হয় না।
তিনিতেছি যে, অধুনা জি, আই, সি, রেল-
ওয়ের পথ হইতে তাহারা কতকগুলি রেল
তুলিয়া কেলিয়াছে। একখানি যান্ত্রিগাড়ী
রেলপথচ্যুত হইয়া আর অগ্রসর হইতে
পারে নাই। ঠিক এ সময়ে যদি তাহারা
আলিয়া উক্ত যান্ত্রিগাড়ীকে আক্রমণ করিত
তাহা হইলে অনারাসেই কার্য সিদ্ধ হইতে
পারিত। কিন্তু ভাগ্যক্রমে তাহা হয় নাই।
বাহা হউক, গভর্ণমেণ্টের প্রজাপ্রতিপাল-
নাদি দীর্ঘ প্রস্তাব সূচ্যরূপে কেবল লিপি
বদ্ধ হইলে কি উপকার হইবে? ইহা কার্যে
পরিণত হউক। রাজ্যের উপদ্রব নিবা-
রণে তাঁহারা প্রাণপণে চেষ্টা করুন। নতুবা
সর্বত্র সর্বদাই কোন না কোন অশুভ কার্য
হইবার সম্ভাবনা।

—••—

পবলিক সার্ভিস কমিশন সমীপে যে
সমস্ত প্রস্তাব ও সাক্ষ্য প্রদান হইয়াছে, তাৎ
প্রাথমে কলিকাতায় কতকগুলি পাশ্চাত্য
যনিক্ একেবারে কিন্তপ্রায় হইয়া বেকল
চেষ্টার অব কমান্সকে এই মর্মে পত্র লিখিয়া
ছেন, যে “বাহাতে এই সমস্ত প্রস্তাব কোন
মতে কার্যে পরিণত না হয়, তাহা বিবেচনা আপ-
নারা বিশেষ চেষ্টা করুন। এ সকল কার্যে
পরিণত হইলে ভারতে ইংরাজশাসন তিরো-
হিত হইয়া ভারতীয় শাসন প্রবর্তিত হইবে।
বোধ হয়, ইহাতে অতিশয় চিত্তিত লিবিগ
সার্ভিস একেবারে প্রেরণ কর্তৃক পরি-
পূর্ণিত হইবে। সুতরাং কলে বেতনের শাসন
কার্য আর ইংরাজ কিংবা অন্য কোন ইউ-
রোপীয় হইতে ন্যস্ত থাকিবে না। সেখান
বেতন বিচার বিভাগে উন্নতি হইয়াছে,

তাঁহার মূল কারণ ইউরোপীয় ডিষ্ট্রিক্ট
অফিসারগণ। দেশীয়গণের ইহাদের
সহিত কোন রূপেই তুলনা হইতে পারে
না। ইউরোপীয়গণের পরিষদে দেশীয়
গণকে বিচারকার্যে নিযুক্ত করিলে ভারতে
ইংরাজরাজ্যের উন্নতির কথা হুজুর থাকে
ইহার কার্যক্রমেরও সমস্ত উপভোগ
হইবে। বাহা হউক, উনবিংশতাব্দীর
অন্য পশ্চিমভাগের অতিশয় প্রবণে
আমরা চমৎকৃত হইলাম।

—••—

একটি প্রচার ব্যয় সংকল্প সমিতি কোন
কোন গভর্ণমেণ্ট বিভাগীয় বেতনের বিষয়ে
নিম্নলিখিত রূপ বন্দোবস্ত করিয়াছেন—
এখন বেতন বাৎসরিক হিসাবে বেতনের
নিম্নমিত বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তাহা না হইয়া
কর্মচারীরা একেবারেই নির্জারিত বেতন
প্রাপ্ত হইবেন—বাহারা এক্ষণে এই নির্জা-
রিত বেতনের অধিক প্রাপ্ত হইতেছেন
তাঁহারা ভাতা হিসাবে উক্ত অধিকাংশ প্রাপ্ত
হইবেন, কিংবা এ বিভাগীয় কর্তৃপক্ষীয়
অনুরোধে উক্ত পদের সর্বোচ্চ বেতন প্রাপ্ত
হইতে পারিবেন, এবং বাহার উক্ত রূপ
নির্জারিত বেতনের অল্প প্রাপ্ত হইতেছেন
তাঁহারা একেবারেই এই নির্জারিত বেতন প্রাপ্ত
হইবেন। ইহাতে অনেকেরই আশঙ্কা
হইবে। বেতন-বৃদ্ধি, অধিক বা অল্পই হউন
মাংকন, কর্মচারীকে স্ব স্ব কার্যে উৎসাহিত
এবং প্রগতিবদ্ধের সহিত কর্তব্যপ্রতি-
পালনে অতিনিবেশিত করে। আমরা যদি
যদি ব্যয় সংকল্প করিতেই হয়, তাহা হইলে
অধুনাপ্রচলিত বেতনপ্রণালী একেবারে
পরিবর্তিত না করিয়া অল্প-বাজার বেতন
কলে জাল করিলেই উদ্দেশ্য সাধিত
হইতে পারে।

—••—

আমরা শুনিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য
হইলাম যে, উক্ত অগরাধ কলেক্টর মন
কমন্সে এত দিনের পর কতক পারিষদ
সুকল লাভ হইয়াছে। শুনিলাম যে, এ
মহাদায়ে শাসনাতীত করলাভ হ

দুর্ভাগ্যবশত সেখানে পান্ডা-ভাষার বিকট
হুইত শোনাতে কিছু আহার করিতে পারে
ভাষার ভেট। করে। এই দুর্ভাগ্যবশত কার্য
এই যে, কোন অধিক মূল্যের বস্তুকে অল্প
মূল্যে বিক্রয় করিতেছি এইরূপ দেখাইয়া
অসম্মতিবোধকে দূর করে। পরিশেষে ভাষা
দ্বিতীয় অতি স্পষ্টরূপে ও সুদৃশ্যমান করিয়া
উদ্ধৃত মূল্যের বিত্ত ত্রিভুজ, দুই সীমা
থাকে। স্থান করেক দিন অতীত হইয়া
নিরাশবশতের বিকট এইরূপ কার্য হইতে
ছিল। এক কোথা বিলাতি কাপড় বিক্রয়
হইতেছিল। ভাষার দ্বারা জানা-বিক্রয়
ডাকিতেছে। এমন সময় কোন এক স্ত্রী-
মীর ব্যক্তি এই কাপড়ের সাত আনা দর
বলিলেন। বলিবামাত্রই ভাষার নামে
নিরাম-সম্বোধ হইয়া। ত্রিভুজ পাত আন
পরমা দিয়া কাপড় বোড়ালী ছাটিলেন, কি
এ দুর্ভাগ্য পাবতগণ বলিল 'কি বলেন মহা-
শয় ? কেবল সাত আনা নহে দুই টাকা সাত
আনা।' শুনিবামাত্র তত্ত্ব লোক একেবারে
অজ্ঞান প্রায়। কিন্তু কি করেন, ভাষাকে
দরেই এই কাপড় লইতে হইল। নতুন
ভাষার প্রায় সাতশত হইয়া উঠিলে। কি
তখন দুর্ভাগ্যের ক্রান্তি বরণ, অবলম্বিত
পের পাদ-পতিত প্রবল-প্রতাপ পুলিশ ক
চারী কোথা ? তিনি দেখিয়া শুনিয়া দুর্ভাগ্য
গণের দুর্ভাগ্যবশতপরিপূর্ণ করিবার সুবো
প্রদান করিয়া নিঃশব্দভাবে অন্তর্ভুক্ত হইয়া
ছেন। তত্ত্ব লোকের মধ্যে কেহই এ বিব
হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করেন না, কার
ভাষারা জানেন যে, এ বিবরে হস্তক্ষেপ
ভাষাদের কেবল অবমানিত হইয়া
লভাবনা। আমরা বলি যে, পুলিশ
কর্তৃপক্ষীরগণ কি মালারকে, নহে
তৈল প্রদান করিয়া সুখনিজা অশুভ
করিতেছেন ? ইহার কিছু কি এতীকা
করিবেন না ? এরূপ ভরসার ব্যাপার ব
রাজপ্রতিনিধির। আবাল-বান, বিদ্যা
ভারতবর্ষের রাজধানী, অভিসমুদ্র, অশুভ
এইরূপ-রক্ষিত কলিকাতানগরেই হইতে
লাগিল, তবে আর এত উদ্যোগ ও আরা
ণের প্রয়োজন কি ? আমরাই কি কেন্দ্র

বরণ করতারা উৎকর্ষিত হইবে বদি কর্তৃক
বৈ, আবার জুরাচোরগণকেও কিছু কিছু
বৈ, তবে আর আমাদের সংসারধর্মের প্রয়ো-
জন কি? বলুন না কেন বে, সকলেই স্বপ্ন
বিবরাহি আশাদিগের নামে উৎসৃষ্ট করিরা
বটাদারণ পূর্বক প্রত্যাগা অবলম্বন কর।
তাহা হইলেই সব ক্রেশ দূরীকৃত হইবে।
আশাদিগের ইচ্ছা বে, বাহাতে এই সমস্ত
ভরসার কার্য অচিরে দূরীকৃত হইরা রাজ্যে
শান্তি স্থাপন হয়, তাহা হইলে আশাদিগের
স্বাভাবিক রক্ষকগণ সচেতন হউন। তাহা
হইলেই একবার্ষিক মুখবন্ধনে কালাতিপাত
করিতে পারিবে সন্দেহ নাই।

—০—

সার রিভার্স টমসনকে অভিনন্দন
পত্র বিহার বিবরণ।

১৭ই মার্চ তারিখে সার রিভার্স
টমসনকে অভিনন্দন পত্র বিহার নিমিত্ত
ঠাউনহলে এক সভা হইরাছিল। এই
সভা প্রধানতঃ এংলো ইণ্ডিয়ান দলের
লোকের দ্বারা সংঘটিত হইরাছিল। ইহাতে
মুসলমান ও বাঙ্গালি অতি অল্প
পরিমাণে আসিয়াছিলেন। সার রিভার্স
টমসন বেক্রপ ব্যক্তি, বোধ হয় ভারতবর্ষে
অল্প অল্প পদাধীশ হোট লার্ট কখনই
হইবে নাই। কিন্তু তিনি হোটলার্টের পর
পাইবার পূর্বে অতি উত্তম ব্যক্তি ছিলেন।
তিনি ভারতবর্ষে আর ৩৩ বৎসর আসি-
য়াছেন। প্রথমতঃ বিলাত হইতে আসি-
য়াই ইনি বাঁকুড়ার জেইন্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের
পদ গ্রহণ করেন। এবং তদবধি বন্দার
জি. কনিংহামের পরপ্রাপ্তি পর্যন্ত এতা-
বৎ কাল অতিশয় সংকট ও বঙ্গ দেশীয়
আশাদিগের প্রতি অতিশয় উত্তম স্বা-
ভাব করিতেন, সেই জন্যই ইডেন সাহে-
বের পদত্যাগের পর সার রিভার্স টম-
সনকে বাঙ্গালার জেইন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট করিবার
নিমিত্ত আমরা সকলে অমুরোধ করিয়া
ছিলাম। রিপোর্ট সাহেবও তাহাকে সেই
জন্যই এই পদ দিয়াছিলেন; কিন্তু সার

রিভার্স টমসন হোটলার্টের পর পাইবার
যাত্রা আর বেন সে রিভার্স টমসন রহিলেন
না। বেন অন্য রিভার্স টমসনের পদ
ধারণ করিলেন। ইনি হোট লার্টের পদ
পাইবার পর সমস্ত দেশীয় বিদ্রোহের
বিপক্ষে কার্য করিতে আরম্ভ করিলেন।
ইনি সে দিন কলকাতার কলেজের বালক
দিগের বিবরে সম্পূর্ণ দেশীয়লোকদিগের
বিপক্ষ হইরাছিলেন। আর ইলবার্ট বিলার
উপর সম্পূর্ণ বিপক্ষতাচরণ করেন। ১৮৭-
৮৭-৮৭ কলিকাতার মিউনিসিপ্যাল কমিশ-
নারের বিপক্ষে দণ্ডারমান হইরাছিলেন।
এমন কি আর ১৫০০ কলিকাতার সন্তান
আজিও উহার বিপক্ষে বড় লার্ট রিপোর্টের
নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। নিচেরই এ
সভা এংলো ইণ্ডিয়ান দলের লোক সমস্ত
দ্বারা সংঘটিত, যে কয়েক জন হিন্দু ও
মুসলমান ছিলেন তাহারা উহার পক্ষার্থে
আসিয়া বোগ দিয়াছিলেন। শুনিলাম রুটিশ
ইণ্ডিয়ান সভা নাকি উহাকে অভিনন্দন
বিহার জন্য উদ্যোগ করিয়াছিলেন, কিন্তু এই
সভার প্রধান প্রধান সভ্যের মধ্যে কেবল
মহারাজা নরেন্দ্র কৃষ্ণ বাহাদুর ছিলেন।
কারণ তিনি সার রিভার্স টমসনের
অতি প্রিয়তম বন্ধু, কিন্তু মহারাজা বতীন্দ্র
মোহন ঠাকুর ও দুর্গাচরণ সাহা ও রাজা
প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অনে-
কেই এই সভার উপস্থিত ছিলেন না।
বদি প্রধান প্রধান সভ্য সকল না রহিলেন
তবে কিসের অভিনন্দন পত্র? যে ব্যক্তি
বাঙ্গালার পক্ষের পালন কর্তা হইরা বাঙ্গালী
দিগের বিপক্ষ হইলেন এমন ব্যক্তিকে
অভিনন্দন পত্র দেওয়া তাহা হইতে বাকি
বোধ হয় না। এ দেশীয় ব্যক্তিদের অভি-
নন্দন পত্র যেমন মহামূল্য হইবে এংলো-
ইণ্ডিয়ানদিগের অভিনন্দন পত্র তত কম
মূল্য হইবে না। তাই বলি, হোটলার্ট রাজ্য-
দ্বার এদেশীয় ব্যক্তিদিগের আন্তরিক কক্ষি
কর অভিনন্দন প্রাপ্ত হইলে বড়ই সুখকর
হইত।

মুখ্যপ্রাপ্তির বিশেষ বিবরণ।
আশাদিগের বেনে বর্ষাবসিত যে কত ভর-
সার অবলম্বন উপস্থিত হইতেছে, তাহা বোধ হয়
কাহারও অধিনিত নাই। এই প্রকার বোধন
পদ্ধিতে কত বড় বড় ব্যক্তিগণ একেবারে উৎ-
সন্ন হইতেছেন। কত বড় বড় লোকের কাল
কালে পতিত হইরা মাতা পিতা প্রভৃতি স্বজন
বর্গের অনন্ত শোকের নিদান হইতেছে। কত
বড় অবলাগণ চিরবৈধব্য বরণা ভোগ করিতে
ছেন! অধিক কি, বলিতে গেলে, আর সমস্ত
অনিষ্টেরই প্রায় একরূপ কারণ। কিন্তু এই মহা
বিষয়ের প্রচলন দিন দিন আশাদিগের বেনে অধিক
বিস্তার দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। এমন বেনে
নাই, যেখানে কোম না কোন ব্যাবসিকরহান
লুকিত হইবে না। অতিসাহস্যপ্রায়েও এক
খানি ঘরের দোকান হুই হইরা থাকে। এমন
কি, হরত এই পরীপ্রায়ে সুবিধা বড় দৈনিক আশা-
রীর ব্যবসায়ও পাওয়া যায় না, কিন্তু পৌত্তিকা
গরের বিশেষ সমৃদ্ধি হুই হইবে। ইহার কারণ
কি? ইহার কারণ আর কিছুই নয়, কেবল এই
বে, এ ব্যবসারে বাধা লাভ হইবার সম্ভাবনা
এরূপ আর কিছুতেই হইতে পারে না। এই ব্যব-
সারে গভর্ণমেণ্টেরও বিশেষ লাভ এবং বিক্রয়
দিগেরও বিশেষ লাভ, সুতরাং এ ব্যবসারের বেনে
সমস্ত উন্নতি হইবে তাহার আর সন্দেহ কি?
আবার দেখিতেছি যে, গভর্ণমেণ্ট সর্বত্রই খোলা
ভাঙ্গি প্রচলনের প্রস্তাব করিতেছেন। তাহা হইলে
বে কি ভরসার পরিণাম হইবে তাহা বলা যায় না।
গভর্ণমেণ্ট কি একেবারেই অর্ধপিত্ত হইয়া
প্রস্তাবের ভরসার অমঙ্গলকর বিবরণ প্রবর্তনে
ও সন্তুষ্ট হইবেন না? রাখবুড়িই কি রাজ্যের
একরূপ উদ্দেশ্য? আশাদিগের হিত নাথন বি-
চার্যিক রাজার লক্ষ্য নয়? প্রভৃতিরজন্যই রাজ্য
দুখ উদ্দেশ্য হওয়া উচিত; অন্যায় বিবরণ পৌত্তিকা
ও প্রাসঙ্গিক রূপে পরিণত হইবে। কিন্তু আমরা
অনুনা সে সমস্ত বিবরণের একেবারেই বৈপরীত্য
দেখিতেছি, আমরা শুনিতেছি-বে, হাওড়া
রেলবার অন্তর্ভুক্ত উলুবেড়িয়া প্রায়ে খোলা ভাঙ্গি
প্রবর্তিত হইবার প্রস্তাব হইতেছে। এ প্রস্তাবে
তদন্ত এবং তদন্তকর্তৃক স্থানবাসী সকলকে
একাত্তর উত্তর হইরা গভর্ণমেণ্টসদীপে প্রাধান্য
করিতেছেন। কিন্তু আশাদিগের এ প্রস্তাবে
ফল হয়, তাহা বলা যায় না। কয়েক দিন অতীত
হইল, উলুবেড়িয়া সমস্তিতি অঙ্গের অধিভার এবং
নিবাসিগণ একত্রিত হইয়া সমস্তাধ্য হোটলার্টের

[illegible]

১৯২৩

১৯২৩

১৯২৩

১৯২৩

১৯২৩

১৯২৩

১৯২৩

১৯২৩

১৯২৩

১৯২৩

১৯২৩

১৯২৩

১৯২৩

১৯২৩

১৯২৩

১৯২৩

১৯২৩

১৯২৩

১৯২৩

১৯২৩

১৯২৩

১৯২৩

১৯২৩

১৯২৩

১৯২৩

১৯২৩

১৯২৩

১৯২৩

১৯২৩

১৯২৩

১৯২৩

১৯২৩

১৯২৩

১৯২৩

১৯২৩

১৯২৩

১৯২৩

১৯২৩

১৯২৩

১৯২৩

১৯২৩

১৯২৩

১৯২৩

১৯২৩

১৯২৩

১৯২৩

১৯২৩

১৯২৩

২। ১০১ বঙ্গবন্ধু মেমোরি, ইতিহাস, ভাষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্য

1. *Chlorophyll a* (Chl a) and *Chlorophyll b* (Chl b) are the primary photosynthetic pigments in green plants. They are responsible for capturing light energy and converting it into chemical energy through the process of photosynthesis. Chl a is the most abundant pigment, while Chl b is present in smaller amounts. Both pigments absorb light in the blue and red regions of the visible spectrum.

২। আত্মবিবেকের রাজপুরুষগণ নিজে
সব ভবিষ্যৎ বিলম্বিত শাসিত করিবার
বলিয়া যত্নে যত্নে আত্মকর্তার করিবার
বাস্তবিক ভীষণতার দ্বারা "চক্ৰ চাপড় মারার"
"বড় কাড়িকা মারার" "বেঁচে থাকা হারি করার"
কৃত্রিম অপর্যবেক্ষণ আত্মবিলম্বিত শাসন
বটে, কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, অকৃত্রিম
রস-ধা-পাকা চোখের ইহারা এ পর্যন্ত কিছু
করিয়া উঠিতে পারেন না। এমন এখন
শাসনে আত্মরা যে এ পর্যন্ত বিলম্বিত
হইতে

একটি কথা 'বিশ্ব' উল্লেখ্য।

সিদ্ধিলাভ, চৌর ভর, রাজিহে যথেষ্ট নিজা
ইতে পারি না, ইত্যাদি বিভ্রান্ত বিশ্বাস ও আশঙ্কা-
র বিষয়। রাণাঘাট সব ভবিষ্যতের কথা
স্বপ্নের কথা দূরে থাকুক, লোকে নিজ দেশ
গাভার রাণাঘাটেই রাজনীতি যথেষ্ট নিজা
ইতে পারিতেছে না। আমরা গত সপ্তাহে
স্বাধীনতা, “সংগতি রাণাঘাট সব ভবি-
ষ্যতের কথা হুরির সংবাদ শুনা যাই-
তাহ। অন্য দিকের কথা দূরে থাকুক নিজ রাণা-
ঘাটের তিরহী রাজনীতি নিশ্চয়ই হইতেছে।
গাভারিগের এখন ভিণ্ডিট রাজিহেট ঐক্য
দুই বিজয় সাধন সুযোগাধ্যায় মহাশয়ের আদেশ
রির কথা শুনিতে বাস্তবিকই বিস্মিত হই।।
যা কয়েক দিবস গত হইল আবার কয়েকটি
রি হইয়া গিয়াছে। চোরে অজ্ঞাত রাঘনাল
পাখারের অভ্যন্তরীণ মধ্যমামক পুত্রের হস্ত
ইতে বলপূর্বক পবিত্র হইতে গোণার
লভ্য কাড়িয়া লইয়াছে। আবার গত পূর্ব
নিখার রাজিহে এখনকার গোলাপী নারী
একটি মুখমল্লন বেশ্যার ঘরের ঘরের কনকট
লিগা চোরে ১৫০ বেট পত টাকা নগদ, ৩ তিন
রি সোনা, একটি সোনার নখ ও বস্ত্রাদি হুরি
রিয়া লইয়া গিয়াছে।।। আশীষ কর্তৃক বা
লিগা এই হুরির এ পর্যন্ত কিছুই করিতে
য়েন নাই। পারিবেন যে, তাহারও কোন
রসা নাই। ভাল জিজ্ঞাসা করি, ইতি পূর্বে
লিগোঁচার পোটে অকিস হইতে
হাইরেন চেষ্টা সমস্ত ২১৫ টাকা নগদ ও ১৩
কার টিকিটের বে হুরি হইয়াছিল, হানৌর
পূর্ণপঙ্কজ বা পুণিলে তাহার কি কিনারা
রিয়াছেন? তাই বলিতেছি, ইহারা যেন যেন
বে অহঙ্কার করিয়া থাকেন যে, আমরা সবভি-
হাস শাসন করিয়াছি, তাহা কেবল কাগজ
লয়ে — কাজে ১৫৭।

৩। অজ্ঞাতান্যতঃ কিসের সাহেব লখতি-
বিজয়, মিউনিসিপাল আফিস, জেল পরিদর্শন
করিয়াছেন; কিন্তু পরিদর্শনের কল আমরা এ
পর্যন্ত জানিতে পারি না। কিন্তু অজ্ঞাত
সমস্ত ও বাগিচা বিভাগের এবং হাডব্য ডিকি-
সাগর পরিদর্শন করিয়া সমস্ত লাভ করিয়া
রিয়াছেন। অজ্ঞাত অধেশ্বিত্ত্বী জনীকার
মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান ঐক্য বাবু
তরঙ্গনাথ পাল চৌধুরীর সহিত জুবিলী টপ-
লকে এখানে লিপ্স বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে
কিসের সা.ঘ. ১৯৩৩ র অনেক কথা হই-

রাছে। এই বিষয়ে সাহেব বাহাদুর যথেষ্ট উৎসাহ
প্রকাশ করিয়াছেন।

৪। অজ্ঞাত উচ্চ জেবিল উৎসাহী বিদ্যা-
লয় ৮ আট বৎসর পূর্বে এখনকার মধ্য জেবিল
যজ বিদ্যালয়ের সহিত মিলিত হইয়াছিল। এই
মিলনের কলে এই বীর্ষকাল যাবৎ কুলী
সর্বোৎসাহে উন্নতি লাভ করিয়া আসিতেছে। জে-
ভেলি বিভাগের ভূতপূর্ব ইন্সপেক্টর মিঃ গ্যারেট
সাহেব এই মিলনের প্রবর্তক।
রাণাঘাট কুলে এই দুজন প্রাণীর
ভূত কল সেবিয়া কলোহর, বারানসী, টাকী, বরাক
পুর গভর্ণমেন্ট বড় বড় গভর্ণমেন্ট কুলে এই
প্রাণী প্রবর্তিত হইয়াছে। এই সকল বিদ্যালয়
ও এই অভিনব প্রাণীর গুণে ক্রমশঃ উৎকর্ষ
লাভ করিয়া আসিতেছে এবং সংগতি বি-
বিদ্যালয়ের তাইস চেন সেনের মতান্তর ডাক্তার
হকীর মহোদয় সিও কের্টের একটি অধিবেশনে
যজ তাহার ঐক্য সাধনার বিদ্যালয়ের পরীক্ষা
সকলের মধ্যে পুনরায় যজ সাহিত্য পাঠনার
প্রস্তাব করিয়াছেন। কিন্তু আমরা শুনিয়া
বিস্মিত হইলাম, রাণাঘাটের কতিপয় অদূরবর্তী
অধিপতিত যুবক, ইংরেজী কুলের বালকগণ
বালালা পুস্তক পড়িয়া “মউ হইয়া বাইতেছে”
বলিয়া বিদ্যালয়ের বর্তমান পাঠ্যপ্রাণীর
পরিবর্তন বাসনার শিফাভিত্তির উইক্টের
বাহাদুর সমীপে এক আবেদন পত্র প্রেরণ
করিয়াছেন। এই আবেদন পত্রে বহু ও অনেক
কর আশ্রয় আছে তাহা কিছু মাত্র বিশ্বাসের
বিষয় নহে। কেননা সেই আশ্রয়কারীগণের অধি-
কাংশই প্রতারণা প্রবাহ পতিত। তবে অধিক-
তর হুঁহ ও বিশ্বাসের বিষয় এই যে বিদ্যালয়ের
সম্পাদক ঐক্য বাবু হুরেল নাথ পাল চৌধুরী
মহাশয় এই আবেদন পত্রের সহিত যে মন্তব্য
প্রেরণ করিয়াছেন তাহা বিদ্যালয়ের দুজন
সংস্কারকারীগণের মতসঙ্গতি। এখন
আমরা অভিজ্ঞতম চরিত্র বীমান ক্রকট বাহাদুর-
রের উপযুক্ত আদেশ প্রতীকার রহিলাম। তিনি
এমত প্রকৃত্তর বিষয়ের কিরণ বীমাংসা করেন
আমরা তাহা পরে লিখিব।

বাটাল।

মহাশয় সর্গ রিপন বাহাদুর ভারতবাসি
গণের বিতর্কানার বাহাদুর শাসন প্রাণীর কথা
প্রচলিত করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন, কিন্তু
হানৌর লোক্যাল বোর্ডের দ্বারা হানৌর প্রাণী
সমুদয় যে কতদূর ইষ্টে সিদ্ধি হইবে অদ্যপি

জাণা আমরা জানিতে পারি নাই। বেনিনীপুর
জেলার মধ্যে বাটাল মহকুমা একটি প্রধান স্থান।
এ মহকুমার অনেক কৃষিবিদ্যা, বন্য, মিহনী,
সস্ত্রাঙ্ক, ও অস্ত্রাঙ্ক, বহুতর লোকের বসনা
আছে। চন্দ্রকোনা, দামপুর ও বাটাল এই
তিন থানার বাটাল মহকুমা বিভক্ত। গত ত্র
মাসে চন্দ্রকোনা বাটাল দামপুর এই তিন থানার
বাটাল লোক্যাল বোর্ডের মেম্বর নির্বাচনকার্য
সমাপ্ত অন্য হানৌর জোটারদিগকে আহবান
করা হইয়াছিল। মহাশয় প্রজাগণ সমস্ত প্রতি
মাত্রই আশ্রয় পূর্বক আশ্রয় এলাকাবীক
ধন্যার উপস্থিত হইয়াছিল। প্রজাগণ কর্তৃক ২
জন মেম্বর নির্বাচিত হয় পরে গভর্ণমেন্ট হইতে
৩ জন মেম্বর নির্বাচিত হইয়াছে। এই সকল মেম্বর
গণ কর্তৃক অল্পের ভর বিতর্কের পর চিয়ার
স্থান ও তাইস জিয়ারস্থান মনোনীত হয়,
মেম্বর নির্বাচন কলে প্রতি থানার অনেক
সুন্দর হইয়াছিল। তদ্ব্যতীত হানৌর প্রাণী সকল
আশা করিয়াছিল, মহকুমা পতি রাজকোর্টের
বাহাদুর প্রকৃত্ত সর্বদা বিতর্ক। ইহার দ্বারা যে
সকল কার্য, লিপ্স হইত, এক্ষণে তাহা বেনী
১৮ জন মহাশয়ের হস্তে ন্যস্ত হওয়ার ফলে
আশ্রয় প্রাণী প্রকার ঐক্য হইবে অর্থাৎ “পথ
বাট সংস্কার ও যে স্থানে নতন সেন্দু ও তর,
আশ্রয় তাহা হইবে। যে পলীতে বিদ্যালয়ের
অভাব ও যে প্রাণে চিকিৎসালয়ের অভাব,
তাহা বোচন করিবে।। প্রায় ৬৭ মাস
অতীত হইতে যত, হানৌর প্রজাসমূহ বাটাল
লোক্যাল বোর্ডের দ্বারা পূর্ণাঙ্গের বিশেষ কোন
ফল লাভ হইল না দেখিয়া আশ্রয় হইয়াছে।
ভূতপূর্ব জেঃ বাজিহেট বাবু হুরিমোহন সেন;
বাবু হানাকর চট্টোপাধ্যায়, মৌলবী বজল করি-
ম মহোদয় কর্তৃক রোডশেব কও হইতে যে প্রাণী
পথ ও লি নির্মিত হইয়াছিল, অদ্যপি এই সকল
পথগুলির সংস্কার অর্থাৎ বেগাম হইল না।
প্রতর্কীর এই সকল পথের মধ্যে অনেক স্থান
ছিঁহ ভিত হইয়াছে। সাধারণের গতিবিধির
বিলম্ব অস্ববিধা করিতেছে। তাহা সন্ত
হকুম দূরে থাক, অদ্য ছিল তাহার মধ্যে কোন
গোম স্থানে পথের উত্তর পার্শ্ব হাটীয়া জমির
সাক্ষ্য হইতেছে। কার্য মত পথের ও তার
নির্মাণ বাবু যুঃ হুরন সিংহ পথ সকলের প্রতি
বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। যুঃ বাবু মহকুমার
সাধারণের সম্বন্ধের পাত হইয়াছিলেন। ভূত
পূর্ব জেঃ বাজিহেট মৌলবী বজল করিম

নির্দেশক সমস্ত প্রকরণ কাটরা জবর সাবীল
বিহীন ও তারসিয়ার নহু বাবু প্রিন্টেট। অতি
রাজস্বারীতে পথ কাটার বোম্বকমা উৎপন্ন
কিন্তু কত প্রকরণইতে, ইত্যাদি কারণে কে
সারসিয়ার গতিবিধির পথের উত্তর পূর্ব
গতিয়া জবির অঙ্গরত করিত। তাই একে
নির্দেশক এই ও তারসিয়ার নহু বাবু প্রিন্টের মত
তা মাঝেটে টের দিকই প্রিন্টেট করিয়াছিলেন,
কিন্তু কোজুরী বিচার আদলে আনিলে
স্বারা লোকাল বোর্ডের বিকট আবেদন
কিন্তু কোজুরী হইতে বোকমমা উঠাইয়া
লোকাল বোর্ডে আদায়ন করিয়াছে। পথের
স্বাধীনক নহু বাবু লোকাল বোর্ডের আদায়
পাইয়া মফসসলে পুনরায় আদায় বাবী
ও প্রতিবাহীর তদানবন্ধী ও উত্তর পথের
পাকীর জবানবন্ধী লইয়া বাবা লোকাল বোর্ডে
অর্পণ করিয়াছেন অদ্যাপি লোকাল বোর্ড হইতে
তাগার নিষ্পত্তির কোন হুজুম লগলে অবগত
হইতে বা পাঠগার বিলম্ব উৎসুক আছেন।
পরম্পরায় শুনা যায় লোকাল বোর্ড ও তার
সিয়ারের তদন্তের কাগজগুলি তাগিচা রাখিয়া
ছেন। ইহা যদি সত্য হয়, তাহাঁতই বা কারণ
কি? এ কারণে অনেকেই বলিয়া থাকেন যে
মাঝেটে টের হস্তে এ সকল তার নাস্ত থাকায়
সাধারণের মঙ্গল ছিল। অনেক স্থানে রোডলেন
কও হইতে নির্দিষ্ট এয়া পথের উপর গোক
সকল খোঁটা পুতিয়া বন্ধন করে, তাহাতে
সাধারণের গতি বিধির বিলম্ব অসুবিধা
ঘটয়া থাকে কোন কোন স্থলে পথের সন্নিবিষ্ট
বাসীরা সাধারণ গোমুহুয়াদির গতিরোধ
করিয়া থাকে। তবে রোডলেন কও হইতে
অমরক অর্থায়ন করিবার কারণ কি? কিন্তু
হস্তে শুনিলাম যে নিরপেক্ষ তত্ত্বাবক
ও তারসিয়ার নহু বাবু এ সকল বিষয় লোকাল
বোর্ডের বৈধব্যবুদ্ধের গোচর করিয়াছেন।
কিন্তু হস্তের বিষয় এই যে, লোকাল বোর্ডের
বৈধব্য বাবুরা অদ্যাপি কিছু করেন নাই।
সাধারণ রাজ্যের উত্তর পাঠে মল হুজুম পরিপূর্ণ,
কোন কোন স্থলে পাঠা হুজুম মল জলাশয়
থাকায় সাধারণের আশ্রয় ব্যাহত হইতেছে।
ত্রেপ্তী মাঝেটে টের বাবুরা মফসসল পুর্টিন
কালে আর আদায়কীর স্থানে বিলম্ব হুজুম
করিয়াছেন। কোথাও হুজুম পথের আবল্যক
নাইলে পুর্টিন, ত্রেপ্ত, মাঝেটে টেরা অর্থ ও তার
উপস্থিত হইতেন, বাটাল লোকাল বোর্ডের

বৈধব্যবুদ্ধ প্রকৃতিক ভাষা মফসসল পুর্টিন করিতে
হুজুম বিলম্ব করিয়া, অদ্যাপি নিষ্পত্তি
করিবেন। বৈধব্যবুদ্ধ লোকাল বোর্ডের বৈধব্য
প্রকৃতিক ও তারসিয়ার নহু বাবু নাই। বাকি
লোক বা কেব কেব ইবিক উবিক করিয়া
বেড়াইতেন। নহু বাবু, নহু বাবু, অদ্যাপি
বলিয়া থাকেন যে, অনেকের হস্তে এ সকল
তার অর্পিত হওয়ার সাধারণের অনেক অসু-
বিধা ঘটবার সম্ভাবনা। ইহা আপেক্ষা একে
মাঝেটে টের বাবুরের বা নহু বাবু
হস্তে অর্পিত হওয়া উচিত। কিন্তু আদায়কীর
বিবেচনার এই সকল কার্য বৈধব্যবুদ্ধের হস্তে
কেন অর্পিত অসুবিধা করিয়া দিলে মফসসল উপ-
কার নির্দিষ্ট পথে। এবং এই সকল কার্যেই
নহু বাবু পুর্টিন বাবুর এই অর্থায়ন-মফসসল
এগারীর উদ্ভাবন করেন, ও নহু বাবু পুর্টিন
বাবুর আদায় পাশস, এগারীকে নির্দিষ্ট
করিয়া লোকাল বোর্ড ও ডিক্রিট বোর্ড
প্রকৃতিক নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন। অতএব সাধা-
ণের অতিশ্রম, লোকাল বোর্ডের বৈধব্য
প্রত্যেক অর্থায়ন তার করিয়া লইয়া মফসসল
পুর্টিন করেন, ও লোকাল বোর্ড সকলে সমবেত
হইয়া এই সকল পুর্টিনকারি কার্যের সমালোচনা
করিয়া অর্থায়নের পরিচয় প্রদান করেন।

READY FOR SALE.

Annotated Sanskrit B. A. pass
Course for 1887-89 with copious
grammatical notes, and a literal
Bengali Translation (English Transl-
ation to be out by the end of June
1887.) Containing Kadambari, Kirat-
arjuniya and Nagananda. Price Rs.
5, Postage and package 4 As. Price
of the books separately : Kadambari
Rs 2 ; Kiratarjuniya Re 1-8 As.
Nagananda Re. 1-8 As. Postage,
Packing &c 6 As.

IN THE PRESS, TO BE
OUT BY THE END OF
JUNE 1887. A literal Eng-
lish Translation of Sanskrit B. A.

Pass Course 1887-89. Price for
subscribers As. 12, for nonsub-
scribers Re 1-As. 4. Annotated, translated, edited and
published by Kailash Chandra Vidy-
abhusana M. A. senior Professor,
F. C. Institution, Calcutta. To be had
of Canning Library, Peoples Lib-
rary, Central Library, Somprakash
office, & 16] Siva Narayan Das's
Lane, Calcutta.

বসন্ত নির্দেশ

ঐশ্বর্যবিন চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য
১ টাকা ৫৪ মং কলকাতা স্ট্রীট সৌম্যকান
ডিপজিটরীতে ও চাঁপাডালা লিফটের উপরে
লেন গ্রহ কর্তার নিকট পাওয়া যায়।

অমরকারির অমর বৃত্তান্ত।

(২য় ভাগ)।

বাকলা ভাষায় সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত।

মূল্য অর্ধটাকা ২০ মং

ডাকমাওল ১০

সৌম্যকানের প্রাথমিক ও বিদ্যালয়ের ছাত্র
ছাত্রীর অর্ধ মূল্য ১ ডাকমাওল।

প্রত্যেক বই ডাকমাওল সহ ১০

অগ্রাপন ১০ই বসন্তের সৌম্যকানের
নিজাপনে বেস।

এই টিকানার মূল্য পাঠাইবেন।

ঐউপেন্দ্রকুমার শর্মা।

সৌম্যকান প্রাথমিক

৪৮ মং ওকমলা চৌধুরির লেন—কলিকাতা।

মহাসা ধরিতার চার।

এই আরক এক টিকার ইষ্টকো লাপাই
তথাকার জলে ফেলিয়া দাও। যে পুষ্কনী, হুজুম
বিল, অর্থ, ২১ বিবীতে অল্প মাত্র নহু বাবু
এই আরকের আকর্ষণে সমস্ত নহু বাবু
সিরা হুজুম হইবে। মূল্য ১ মং (উৎকৃষ্ট) ১ টাকা
১২ মং (মধ্যম) ১০ আদায়।

এ, সি, বসন্ত এক কোণ

৭২ মং অকিরান ঐউ, কলিকাতা।

সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়।

১৯৮ নং বারিগাঙ্গী ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ভাষ্যকার এই যন্ত্রমাধ্যমে যন্ত্রের প্রকার ভেদে পুস্তক
এখন ইহাতে এই পুস্তকালয়ে বিক্রীত হইবে।

তৎকৃত

সরল ভৈরবজ্য-প্রকাশ

অর্থঃ

সহজ মেট্রিক্সা মেডিকা

১ম ভাগ।

গৃহস্থ ও পাঠাগারের ভাষ্যকারের জন্য
প্রকাশিত হইয়াছে।

মূল্য ১২ পেন্সি ০০০ পৃষ্ঠার বেশী।
মাম ১৪০ টাকার পরিবর্তে ১ ডাকমা শুল/১০
এই পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

ঐচ্ছিক চট্টোপাধ্যায়
ম্যানেজার।

১৮৭৪ অব্দে স্থাপিত।

শরচ্চন্দ্র দত্ত এণ্ড কোং

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ।

প্রস্তুতকারী।

কলিকাতা মহাশোভার এবং হোমিওপ্যাথিক
ভাষ্যকারদের মিকট হইতে এই যন্ত্রের উৎকৃষ্টতা
সম্বন্ধে প্রশংসা পত্র পাঠাইয়াছেন।

মূল্য হ্রাস।

এলাউটা চিকিৎসার ১২ শিলি ব্যবস্থা ও কণ্ঠ-
রের আরক সহ ৫ টাকা।

গৃহ-চিকিৎসার ২৪ শিলির ব্যস্ত ব্যবস্থা পুস্তক
সহ ৮ টাকা, ২ শিলির ব্যস্ত ১০ টাকা।

সাধারণ চিকিৎসার ৫১ শিলি এবং ব্যস্ত
ব্যবস্থাসহ ১৮ টাকা।

ভাষ্যকারদের উৎকৃষ্ট ব্যস্ত ২৫ টাকা, সম্পূর্ণ
উৎকৃষ্ট ব্যস্ত ৬০ টাকা।

ইংরাজী বারিগাঙ্গী সচিব মূল্যনির্ণয়পত্র
বিনা মূল্যে প্রাপ্য। কলিকাতা ৫৫ নং কলকাতা
কলিকাতা।

—৪৪—



ইলেকট্রো গ্যালভানীস

অম্লী, কবচ ও অনন্ত।

বি, এম, কার, বিদ্যাবর্ত্তা, ও আবিষ্কারক।

২২ নং বৃজাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এই সর্বব্যাপি মাংস অম্লজিহ্বা-ভাষ্যকার পদার্থ
একম আকারি মিকট প্রাপ্য। বাহারি ভাষ্যকার
ভাষ্যকার পদার্থ অল্প মূল্যে প্রাপ্য করিয়া কোন
কল পান নাই তাঁহারি অম্লজিহ্বা-ভাষ্যকার আনার
ইলেকট্রো গ্যালভানীস আকিমে পাঠাইলে
আবার নির্দিষ্ট প্রাপ্য ভাষ্যকার সংস্কৃত বস্ত্র অর্থে
মূল্য পাঠিতে পারিবেন।

প্রশংসা পত্র।

১ নং। কলিকাতা ২৮ নং বৃজাপুর ষ্ট্রীট
বি, এম, কার, মাংস সর্বব্যাপি-মাংস অম্লজিহ্বা-
ভাষ্যকার অম্লী, কবচ ও অনন্ত বিশেষ কলকারক—
রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুর,
সোভাবাজার রাজবাটী, কলিকাতা।—১০এ
বাব ১২২৭।

২ নং। বড় সোভাবাজার, সচিব মূল্যনির্ণয়
বাব বি, এম, কারের ভাষ্যকার কবচ, অনন্ত ও
অম্লী মাংস প্রকার জটিল যোগ বসনের বিশেষ
কলকারক, এবং আবিষ্কারক কোন কলকারকের
নীচা বসতঃ একটি অম্ল ও অম্লী ব্যবহার
কর, অনেক উপকার প্রাপ্য হইয়াছে। তরঙ্গ
করি ইহার উপকারিতা সম্বন্ধে আর কিছুদিন
ব্যবহার করিলে আর বেশী বলিতে পারিব—
রায় গিরীন্দ্র দাস বাহাদুর—জটিল অক
বি পিস, কলিকাতা,—এবং সুপারিশপত্র, গবর্ণ-
মেন্ট অফ ইন্ডিয়া, ডোমোম্যা, ফরেনজিপার্ট
মেট।—২৮ নং মেম্বারবাজার ষ্ট্রীট, কলি-
কাতা,—৬ই মে: ১৮৮৩।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয় সহকারে সাধারণকে জানাই
যে তাঁহারি, সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার
ব্যস্থা করিবেন তাঁহারি সোমপ্রকাশের পৃষ্ঠা
গণিতা বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইরা দিবেন
এবং তিনবার প্রতি পৃষ্ঠা ৬০ আনা, তাহার

পর ১০ আনা। ইংরাজী অক্ষরে প্রকাশ হইবে
১০ পয়সা করিয়া মাইন প্রতি বারিগাঙ্গী হইবে।
বেসকল, কলকাতার বিজ্ঞাপন আদালতের
মিকট, আকিমে, তাহা প্রাপ্য একবার বিনামূল্যে
প্রাপ্য হইবে। ১০ আনার পর বিজ্ঞাপনদাতার
মূল্য প্রাপ্য হইবে।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত করেকটী
বিশেষ বিবরণ।

সম্বৎসর সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য ডাক-
মাছল সম্বৎসর বার্ষিক ১০ টাকা এবং বার্ষিক
৫১০ টাকা। অসম্বৎসর ডাকমাছল সম্বৎসর ৭
টাকা। অসম্বৎসর বার্ষিক বৈজ্ঞানিক বা বাস্তব-
সিদ্ধির মূল্য নাই। শিকক ও ছাত্রদের
অল্প ডাক মাছল সম্বৎসর ৩০ টাকা দিরা করা
হইয়াছে।

অগ্রিম মূল্য বা পাঠাইলে বাকমূল্যে সোমপ্রকাশ
প্রেরিত হয় না। তাঁহারি সোমপ্রকাশের মূল্য
পাঠাইবেন, তাঁহারি অল্প মাম বাস্পাতি করিয়া
মিথিয়া ৪৮ নং কলকাতার চৌধুরীর লেন কলিকাতা
জিহ্বা উপেন্দ্রমহার চক্রবর্তীর নামে মোট, ভক্তি
ব্রাহ্ম চিঠি, মনি অর্জার, ইহার অম্লজিহ্বা-ভাষ্যকার
বাহার অম্লজিহ্বা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য
প্রেরণ করিবেন। কোন প্রকার রসিহ ট্রান্স বা
ডাক টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না।
মূল্য নিশ্চেষ্ট হইবার পূর্বে কেহ সোমপ্রকাশ
প্রেরণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য কিরাইরা
বেওয়া হইবে না।

তাঁহারি মাছল বা বিরা পত্রাধি প্রেরণ করি-
বেন, তাঁহারিগের সেই পত্রাদি প্রেরণ করা
হইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা
করিলে তাঁহারি প্রথম তিন বার প্রতি পৃষ্ঠা ৬০
হই আনা তাহার পর ১০ এক আনা দিতে হইবে।
কেহ ইংরাজী অক্ষরে প্রতি বার ৬১০ পয়সা
করিয়া মাইন দরা হইবে।

প্রেরিত, সংবাদবাক্য, জ্ঞানকারীপত্র ও প্রাপ্য
প্রাপ্য বেসকল বিবরণ নানা স্থান হইতে প্রকাশ
প্রাপ্য আইনে তাহার বসন্ত বা কোনটা আইন
বিবরণ বা সন্ত এবং সন্তা বিবরণ। বিবরণ বিবরণ
সম্পাদক, প্রিন্টার বা প্রাপ্য প্রাপ্য দ্বারা প্রেরণ।

এই পত্র ৪৮ নং কলকাতার চৌধুরীর লেন,
কলিকাতা সোমপ্রকাশ দ্বারা প্রিন্টার প্রাপ্য
দ্বারা প্রতি সোমপ্রকাশ প্রাপ্য প্রাপ্য প্রাপ্য
প্রকাশিত হইবে।

२२७ नान । २२८ टैज । २२९ ३०५ । ३१० एथेमि ।
 ३११ विभेमाखय २२८ टैज ।

সোমপ্রকাশ এজেন্সি।

- খরিশ করিয়া ছেদ্য পাঠাইতে হইলে
আমাদে যত টাকা সহ আশ্রমের কার্য-
সময়ের ঠিকানা, একজনী বিভাগের
অধ্যক্ষের নামে পত্র লিখিলে, অবিলম্বে
জবাবদি খরিশ পূর্বক পাঠান যাইবে।
কোন শুক্লতর কার্যের বন্দোবস্ত
করিতে ইচ্ছা করিলে আশ্রমের সহকারী
নিষ্কটন হইয়া বন্দোবস্ত করিতে
পারিবেন।

की श्रिनाथ च. क. व. जो. १५

आदरणीय विभागाध्यक्ष :

— 0 —

, এখন হইতে কোন রূপ কথা বার্তা বা-সোম প্রকাশের মূল্য দিবার জন্য সোমপ্রকাশ ডিপজিটরিতে সাইবার আবশ্যক নহি। নিম্নের ঠিকানায় সোম-প্রকাশ আফিসে আসিলেই সমুদয় কার্য শেষ হইবে।

আজ কাল সৌরপ্রকাশ প্রেসে
মহল প্রকার, জক ওয়ার্ক ও পুস্তক মুদ্রণ
কার্য হস্তাক্ষেপে ও হস্ত মূল্য
সম্পন্ন হইতেছে। টেক, কাবিনা, চিঠি,
নেবেল, বিন, পিটিসন ও পুস্তকাদি
যাবতীর বিবরণ ইংরাজি বাঙালি ভাষা-
প্রকার, মৃত, অক্ষর, বড় হ্র, ও নুঙ্গা
প্রভৃতি আছে। নান্দাম আবশ্যকীয়

কার্য-বিবাহনর-মহিমা-সকল-ইহা-
জোয়ামকাল-কত্রে-কখনই-অভারণ-
প্রবন্ধী-হই-না-ও-ইহাবে-না, অতি-
সাধারণে-নিঃসন্দিক্ত-চিত্তে-আশাদ্বিতীয়
কৃত্ত-সুখ-প্রদায়-কার্য-কর্ণ-করিবে-
পারে।

সেখিপ্রকাশ সম্বন্ধীয় সম্বন্ধীয় চিঠি
পত্র টাকা মনিষ্ডার আদি সকল
আমার নামে নিম্নের ঠিকানায় পাঠাই
বেন। অপরের নামে পাঠাইবার আব-
শ্যক নাই, তাহা হইতে আমার হস্তগত
মা হইতে পারে, এ বিক্রে বেন সকল
বিশেষ নষ্টি থাকে।

সোনাকান্ধ কাৰ্খানার, ৪৮ নং ওল্ডবল্লী
চৌধুরীর লেন—কলিকাতা।

ঐউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী ।

গোবিন্দকৃষ্ণ অধ্যক্ষ ।

ଅଥେ ଏମନ୍ତ ଅତି ଆନନ୍ଦ୍ୟ

ਟੈਕਸ. ਓਰਗ. ।

বালা, অৰ্ণ, বাহ ও পুৰাতন, স্বৰ্ণ, এৰুনি
 রোগের এই বহু ঔষধি প্রয়োগ করিয়া, স্বাভা
 বিকারাদি লাভ করিতেছে, পুৰাতন, দিল্লি
 মেল আনা, প্যাকিং ও ডাকবাগেল প্রভৃতি
 বিক্রেতা বিকৃত, বহুতরফ দান, যেরূপ, ১৯৩৩
 বৎসর হাইদ্রাবাদ, কলিকাতা

প্রেরিত পত্র

মানবর ঐহিক মোক্ষকামনা নষ্ট করিয়া
মথোপেহ ।

ब्राह्मण्यं विदुर्मिनिर्गानिधीरु ओदय नमः ।

आचार्य गणेश। एक महापुरुष !

এই জীবিতীর মহোৎসবের সময় ভারত-
বর্ষের সকল স্থানের সকল সন্তানদেরকে যোগ
দেওয়া হবে যোগদান করিয়া যান। একই
স্বাধীনতা সকল সংস্থাপিত করিয়াছেন ও
করিচ্ছেন। আমাদের সুশিক্ষিত পরিষদ
ইউনিয়নগুলির দ্বারা বেরল স্বাধীনতা
সংস্থাপিত হইল, অথবা সেই বিষয়ের আলো-
চনা করিতে হইল। আশা করি, বিজয়
সময়ক সমস্ত গণের এই পত্র আমি
সংস্থাপিত করিয়া থাকিব।

প্রথমতঃ। রাজপুত্র মিউনিসিপালিটির
স্বত্বগত হস্তান্তর ওয়াশিংটন নদে পতনবৈধে
কর্তৃক একটি হস্তান্তর ঐক্যবাহিনী সংস্থাপিত হয়।
দ্বিতীয় মিউনিসিপালিটি বহন উন্নত অবস্থায়
দ্বিতীয় করে, সেই সময় হইতে মিউনিসি-
পাল কমিশনের অধিদপ্তরবিশেষের হস্তে ঐক্য-
বাহিনীর ব্যয়ভার ও, তত্ত্বাবধানের কর্তৃত্ব ভুক্ত
হয়। অনিচ্ছা ইহার কার্যও অতি অসুখলক্ষণে
গঠিত ছিল, এমন কি আমরা গৌরবের
স্বত্ব বলিতে পারি যে, ২৪ পরস্পর মধ্যে
কর্তৃক হস্তান্তর ঐক্যবাহিনীর অর্থে, কে'মটাই
হয়, সমস্ত হইতে পারে নাই। তাহার
দ্বিতীয়, উক্ত ঐক্যবাহিনীর অধোগা তত্ত্বাবধান
কর্তৃক বাহু অধিনায়ক রাজ মহারাজ রোগীদিগের
সেবা স্বতন্ত্র সমস্ত চিকিৎসা করিতেন এবং
স্বতন্ত্র ঐক্যবাহিনী সকলও অধীন হইত। আমরা
কর্তৃক পরিবর্তনের আভিপ্রায় অবগত হইয়াছি
যে, হস্তান্তর চিকিৎসালয়ের নদে ইহাই
কর্তৃক, ও চিকিৎসাঅধিদপ্তর তত্ত্বাবধান
কর্তৃক হয়, এমন কি, 'প্রত্যাহ' প্রায় ১০০।১৫০
প্রতিদিন চিকিৎসা করান হয়।

‘লক্ষ্যবিশিষ্ট’ বহানত। আপনি ও আপনার
সিঁকেয়া লক্ষ্যকরণে অবগত আছেন যে,
কিগ্রামের অবিকাশের জন্য মিঃ অ, সেই জন্য
লক্ষ্যবিশিষ্ট চিহ্নবিশিষ্ট ‘কতক’ লোক ‘ক’ল
বলিত হইত। ‘ক’লার ইয়ত’ নাই।
ই উৎসাহগরীতে যে ‘লক্ষ্যবিশিষ্ট’ বহান

[illegible]

সে বাহা হউক, মিউনিসিপালিটীর ডাকারের বেতন এখনও ৩৫, তৎপরে ৩০, তারপর ২৫, অবশেষে একশে ২০ টাকার হাঁড় ইয়াছে। ইহাতে কি তাঁহারা উপযুক্ত ভাল ডাকার পাইবেন আশা করেন? কারণ, অল্প বেতনে ভাল লোক পাওয়া বড়ই সুকঠিন। এ বিষয় সাধারণে বিবেচনা করিলে অনায়াসেই অবরজন করিতে পারিবে। আশ্রয় বোধ করি, সুতরুর্ন প্রবোধ্য ডাকার যাহু কখনও অল্প বেতনে কার্য করিতে রাজি হইবেন না; সুতরাং যে এক জন নূতন ডাকার আসিলেই তাহা স্পষ্টই গোধ হইতেছে। -এরূপ অল্প বেতনে ভাল ডাকার পাওয়া অসম্ভব পদাঘত। ফলতঃ মিউনিসিপালিটী যদি একান্ত দ্বার তারে বিজ্ঞত হইয়া থাকেন, তবে স্থানীয় মিউনিসিপালিটী সীদ্ধান্তকে উক্ত কার্যে নিযুক্ত করিবার দ্বার তার শাসনের চেষ্টা করুন।

স্বতন্ত্রতা : গত মাসে যে, শাসনিক সভা হয়
তাঁহাতে কোন কোন অংশে 'কমিশন'র
কর্মসম্পন্ন ওয়ায় করিয়াছিলেন যে, নিউইয়র্ক

পাণিজীর ব্যবহার লাম্ব করিবার জন্য আর
একটি মূতন যন্ত্রোপকরণ করিবে তত এই যে
সীমার বহির্ভূত (অর্থাৎ
বিটমিনিয়া মিষ্টক কর দেব না) এই
কর্তব্য হইবে যে কেব এই উদ্দেশ্যে এই
ভেদে আবেশন তাহারিধিকে চিকিৎসা কর
কিৎসা এইরূপ বিতরণ করা হইবে না, তাহা
হইলে বিটমিনিয়াপাণিজীর দ্বারা অনেক লাম্ব
হয়, ইত্যাদি ইত্যাদি । বাহা, হইক ইত্য
অধ্যাপিত কার্য পরিণত হয় না । যদ্যপি
ইহা কার্য পরিণত হয়, তাহা হইলে বিটমিনি
পাণিজীর ক্রিয়াকর্মের দ্বারা ক্রিষ্ট বৈশ
বিখ্যাত হইবে ক্রিয়াকর্মের অনুশাসন প্রদত্ত হইবে ।

কোমলজিৎ : }
 এই চৈত্র ১২৩০। } ১২৩০

अकरी मरुत्वार्षिकम् ।

আমি আমি ভারতবর্ষের হিন্দু রাজা জমী-
দার ও সকল খেলীর লোকের নিকটে একট
ভক্তির বিষয়ের জন্য আর্থনা করিতে অগ্রসর
হইলাম। অশ্রী করি, তাঁহারা আমার এই
আর্থনাটি পূরণ করিয়া হিন্দু নামের ও হিন্দু
লৌণ্ডতার পরিচয় দিবে। এই বিষয় কেবল
আমার কীৰ্ত্তনের অরে কতকগুলি বর্ষাইবে
তাঁহা বলিতে অক্ষম। আমি অনুরা করি, এই সব
কার্যটির অল্পকাল দ্বারা বামবীর সোমপ্রকাশ
সম্পাদক . মহাশয় আর সম্পাদকীয় পত্রে
দ্বারা সাহায্য জন্য সকলকে অনুরোধ করিয়া
বাঞ্ছিত করিব।

বিগত ৩রা ফাল্গুণের মোনপ্রকাশ পত্রিকার প্রেরিত ভুক্তি যে রাজসাহীর অন্তর্গত পাটুতিয়া গ্রামের প্রাক্তঃ স্বদেশীয়া দ্বানীতবানীর প্রতিষ্ঠিত “বঙ্গভাষা” নামের একটি সুবন্দ সৌদ বাসের দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছিল, এই চতুর্থপত্রটি এ বাসের একটি কীর্তি এবং খোলাপত্র। উণঃ প্রস্তরের পর এ পর্যন্ত আর তাহার কোনরূপ সংস্কার বা সংস্কার “বঙ্গভাষা” এখন এককালে জীর্ণ। উক্তভুক্তি দেখণ সুকবি উদিত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহই যে দ্বানীতবানীর এই সুবন্দ কীর্তিরূপে হইবে, তাহার অনুবাদ সন্দেহ নাই। পাটুতিয়ার গ্রামের দ্বানীতবানীর এখন এখন অবস্থা নাই যে, এই কীর্তিটি তাহার দ্বারা রাখা যাবে। অনুদিত

বাবীর্ষ বৎসরবিশেষে অবস্থিত বর্তমানের দোষ-
ত্রি। এখন দেশের ধনী মহাপুরুষের পক্ষ উপা-
দিক পণ্ডিত-রা হইবে। এই দেশজাতীয়
অভ্যুদয় হওয়া সম্ভব। এই কার্যের জন্য
রিতে আর ১৯০৭ পর্যন্ত ইচ্ছা করা
করা। এই পক্ষের পক্ষী এবং চাইতে উঠি-
বাবী। এখন এই বিষয়ের জন্য দেশের বহুজন
একটুকু সাহসের আশ্রয় নেওয়া। এই
জাতীয় কীর্তিগীতকার্যে যত্নবান হইবেন। এ
জন্যে বাঁধার নে নাও করিবেন অত্যাচার
এ বিষয়ে সোমপ্রকাশ পত্রিকার প্রকাশিত
ইহা ঘোষিত হইবে। সকলে সাহায্যের
কা পাঠকিতার চিকানার (পাঠকিতা, সিংড়া
পাঠ, রাজসাহী, জীবুত জয়েজলাপঠার
চাপরের মাঝে প্রেরণ করিবেন। ক্রিয়াক
মতি।

২২ই চৈত্রের সোমপ্রকাশে পশ্চিমবঙ্গ
সাক্ষরিত জনৈক মহাপুরুষ মহাতারতীর
পাঠকিতার যোগদানকার্যে উৎসাহিত হইয়া ও
বহু। পরবর্তিতার অন্তিমকণ করা কথাপি
কথন করে, এই ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক সোম-
প্রকাশের পত্রিকার মতটী সর্বদা নির্দিষ্ট জ্ঞান-
সাধন। ইহার তৎপর্য বোধহয় সমস্তই
স্বাভাবিক হইতে পারে। উৎসাহিত হইয়া
আরোহিত পীড়া জনমতা ও বিজ্ঞান পরবর্তিতার
পক্ষলোকনে মানসিক রোগোৎপাদিকা পক্ষ
জনমতাবে বিজ্ঞান আছে। বাস্তব সমস্তের
বিশেষ রোগপ্রবণতা আছে, ইহা আনন্দের
জাতীয় পাত্রকার ও চিকিৎসাভাবিত পণ্ডিত
এদের অবস্থিত ছিল না। এতৎ পরবর্তিতার
জাতীয়বর্ষনও যে কখন নীচরণ অপবিত্রতার
উপেক্ষা তাহা অত্যন্ত মনোহর। বাস্তব ও
বিশ্বজ্ঞান ও ইহাই পরম্পরের উপদান ও উপদেয়
রূপে মহাতারতকার কর্তৃক একত্রে সন্নিবেশিত
হইয়াছে। প্রত্যক্ষ হলে একটি প্রাচীর
রাজ্যের অর্থ হয় কথা :-

কতক কতক জিরোহতা-মালকুল্লত-বহি
জাত্যে বৈধুন্স মিত্র। সহঃ আনন্দপ্রতিবট
বিশেষক।
জিরোহতা-মালকুল্লত-বহি
বাসীপ্রাণ, কালক।

সোমপ্রকাশ।

২২এ চৈত্র মাস ১২৯৩ সাল।

আমরা কখনোই রিকার্ডের কথা
গুনিতে পাইতেছি। কয়েক মিলন অতীত
হইল হাওড়ার অন্তর্গত সারসাহী গ্রামে তিন
মিলন উপস্থাপিত হইল। অনেক প্রযোজি
তত্ত্বলাভ হইয়া গিয়াছে। আবার গুনি-
তেছি যে ১১ই তারিখে ২৪ পরগণার
অন্তর্গত গোবরডাঙ্গা গ্রামে তরানক অরি
কাত হইয়া গিয়াছে। হিন্দু পোড়ারটের
কোন সৎকার দাতা যমেন যে "প্রাণ অর্ধ
কোণ হানন প্রহাতি তদ্বীকৃত হইয়া গিয়াছে
বহুসংখ্য গাভী ও অন্যান্য কত গরু হই-
য়াছে। প্রায় ৪৫ লক্ষ টাকার প্রযোজি
নষ্ট হইয়াছে। ৪ জন মৃত্যু হৃত ও আর
২ জন মৃতপ্রাণ হইয়া হাসপাতালে অবস্থান
করিতেছে। কিন্তু ইহা অতি আশ্চর্যের বিষয়
যে স্থানীয় মিউনিসিপাল কর্তৃপক্ষীগণ
মৃত মৃত্যু করির ব্যক্তিগণের বখালায় কষ্ট
নিবারণের চেষ্টা করিতেছেন। "কাল-
নাতেও উপস্থাপিত হইয়া গিয়াছে।
ইহা অত্যন্ত কষ্টকর। স্থানীয় পাতিস্থাপক
গণ কি করিতেছেন? ইহার বিশেষ প্রতি
বিধানের অগ্রসর হউন, নতুবা দেশ অতিরেই
উৎসাহিত হইবে।

আমরা ১৮৮৫-৮৬ সালের বাঙালার এড-
মিনিস্ট্রেশন রিপোর্ট প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহাতে
প্রথমতঃ এই বৎসরে শস্যাদি অভাবের কথা
ও জলপ্রাচুর্য্যাদি বিষয় বিবৃত হইয়াছে। এই
রিপোর্ট অধিবাসীগণের মিতব্যয়িতা বিষয়
বর্ণনা করিয়াছে :- "বহিঃ এ বৎসর
শস্যের তাৎক্ষণিক সমৃদ্ধি হয় নাই, তথাপি সাধা-
রণতঃ লোকগণের অবস্থা তাৎক্ষণিক কষ্টকর
হয় নাই। পাট তির অন্যান্য শস্যাদি মাকারি
মত হইয়াছে। কলিকাতা তির কেবল
চারিগু ডিহেটে ১৮৮৫ সালে গুচরা দরে
টাকার ১৩ সেরেরও কম চাল বিক্রয় হই-

হইল। কিন্তু অন্যান্য ৮৮ ডিহেটে
টাকার ১৫ সেরেরও অধিক চাল বিক্রয়
হইয়াছে। এখন কি বর্তমান বহুলা
বীরকুম, বেখানে হুতিবহনিত বিশেষ
হুতবহন হইয়াছিল, তাহারও টাকার মত
১৩ সের ৪ হুতিক, ১৮ সের ১ হুতিক, এবং
২০ সের ৪ হুতিক করিয়া চাল বিক্রয় হই-
য়াছিল।

একিঞ্চতার ডিপার্টমেন্ট সম্বন্ধে উক্ত
রিপোর্ট এই মত প্রকাশ করেন যে, হুতি
নাট ২ বৎসর এই বর্ষের কৃষি বিভাগের
কেবল পরীক্ষার জন্য হুতি করিয়াছেন
কিন্তু উক্ত হুতি বৎসর অতীত হওয়ায়
হুতিলাট এখন ভারত মন্ত্রণালয়ে এই
বিভাগের চিরস্থায়ীকৃত অনুরোধ করিয়া
ছেন। এ বিভাগ দ্বারা কৃষিকার্যের বিশেষ
উন্নতি হইতেছে। অতএব এ বিভাগ দেশের
বিশেষ উপকারী তাহার আর সন্দেহ নাই
এ বিভাগ বাহাতে চিরস্থায়ী হয় ইহা একান্ত
প্রার্থনীয়।

বিগত ২১ মার্চ তারিখে পমলিক সাক্ষি
সের সব কমিটী পুলিশবিভাগের সাক্ষ্য
গ্রহণ করিয়াছিলেন। এ সাক্ষ্য গ্রহণ অতি
বহুসংখ্যক হইয়াছিল। কেবল ৪ জন
সাক্ষ্য গ্রহীত হইয়াছিল। পুলিশ বিভাগে
বিশেষ সংস্কার প্রার্থনীয়। ২৪ এ তারিখে
পাইলট সাক্ষি (সমুদ্রস্রাববিভাগীয়)
সম্বন্ধে সাক্ষ্য গ্রহীত হইয়াছে। এ বিভাগে
দেশীয় ব্যক্তি উচ্চপদবীন্দ্র হুতি গোচর হই-
না। সুতরাং ইউরোপীয়গণেরই সাক্ষ্য গ্রহীত
হইয়াছিল। ইউরোপীয়গণের সাক্ষ্য দ্বারা
বিক প্রমাণস্বারা দেশীয়গণের বিরুদ্ধে
হইয়াছিল। তাহার বর্ণিত হইলেন যে
অর্থবানাদিচালনে বিশেষ দক্ষতা, কৌশল
বৈদ্য, বুদ্ধি, শক্তি, প্রভৃতি সমস্তের আশ্রয়
কতা, কিন্তু ইহা দেশীয়গণের মধ্যে হুতি
না। বহিঃ দেশীয়গণ সমস্তের পা
অবস্থাতে কার্য করিতে পারে, কিন্তু ক্রি-

বিভক্তি দেখিয়েই একেবারে হুকুমার হয়ে।
যার ১ একশ কড়া মুদ্রা দিয়েই তিনটি
পাই, কিন্তু কার্য ন্যূন হইলে ত বিদেশ
সুচকরপেই প্রেরণ কর্তৃক সমাহিত
হইয়া থাকে। এত প্রত্যেক প্রমাণ প্রাইরা
ও কি প্রাপ্তাত্য গ্রন্থ নিজ নিজ আনন্দিক
সুত প্রকাশে বিবৃত হইলে ন্যূন তবে
আমরা নিতান্তই পরাভূত।

—•••—

পদ্মাবের শাসনকর্তা মুসলমানদিগের
বিচার উৎসাহ প্রদান জন্য ৬০ টি ছবি
জারি প্রবর্তনের আদেশ করিয়াছেন।
যাহা হউক, এ ব্যয় বেন সাধারণ প্রভু রাজ
আদি হইতে সংগৃহীত না হয়। হয় গল্প
মেন্ট খীর ভাণ্ডার হইতে প্রদান করুন
অথবা মুসলমানগণ এ ব্যয় নির্বাহের দায়ী
হউক। নতুবা একের ধন লইয়া অন্যকে
দান করিয়া হস্তদার বিশেষের তত্ত্বাভান
হওয়া সুবিধাক্ত নয়। আমরা বলি মুসল-
মান তিন্ন অন্যান্য সাম্রাজ্যিক মহারানীর
প্রকারে কি অপরাধী হইল?

—•••—

আমরা শুনিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য হই-
লাম যে, জিহুত বাবু নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপা-
ধ্যায়, সিরেনলেটার রেল এডিকল চা-
রাল কলেজে পাঠ করিয়া পরীক্ষার সর্ক-
প্রদান হইয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং তৎক্ষণাৎ
এক থানি রৌপ্য পদক ও সর্কোজ প্রাপ্ত
পত্র লাভ করিয়াছেন। বাহা হউক, বন্দ্যো-
পাধ্যায় মহাশয় দ্বারা উদ্দেশ্যের প্রকৃত
উদ্ভূতি হইলে আমরা বিশেষ উৎসাহিত ও
আশা প্রাপ্ত হইব।

পুণ্ড্রবীর যুগে নিম্ন লিখিত ১০টি নরক বর্ক
প্রকার, বুলিয়া নিম্নে হইয়াছে:—সতন,
অধিবাসী ১,৩৩১,০১২; প্যারিস, অধিবাসী
২,২২৩,০০০; স্যাটন (ডিন) অধিবাসী
১,৫০০,০০০; নিউ ইয়র্ক, অধিবাসী ১,৪৪
৯,০০০; আইটি (অফিস) অধিবাসী ১৩২
৫,০০০; বার্লিন, অধিবাসী ১,২২৩,০০০;

টোকিও (অফিস) অধিবাসী ১৮৭,৮৮৭;
কিওটো, অধিবাসী ১৮৭,৮৮৭;
কলিকাতা, অধিবাসী ১৩৩,২১৮,০ এবং
বিরানা, অধিবাসী ১২৩,১২১। এরূপ প্রবাদ
যে, চীন দেশে এমন অনেক নগর আছে,
যাহার ১,০০০,০০০ অধিবাসী। কিন্তু সে
সমস্ত বিবরণ তাম্র বিবরণ গণনা যত্ন
নয় বলিয়া এ স্থলে উদ্ধৃত হইল না।

কেউ সিটার মর্দার, নিরুপ্ত স্নানক্ষেত্র
রেল প্রভৃতি করিবার বে কঠোরতা হই
বার কথা হইতেছে, তদ্বিষয়ে কেউল-
মানন, ব্যাগেজিন নামক প্রজিকার অধ্য-
পক মহাশয় উইলিয়ামস, রোমন, আমরার সর্ক-
নুজি মাইনস কর্তৃক আশ্রিত, কইলারি যে,
ইস্পাতের রেল নির্মাণ ক্রমের তিন ফাঙ্কের
এক ফাগ ধরচে, ইহা প্রকৃত হইতে পারে,
এবং অত্যন্ত দায়ী হইয়া থাকে। কারণ
কারণকে বিশেষ চাপ দিয়া জমান হয়।
এই সমস্ত ধাতু অপেক্ষা অত্যন্ত হালকা হয়,
সুতরাং অল্প ব্যয়ে লইয়া বাইতে ও পাতিতে
পারাবার। প্রচলিত বেল অপেক্ষা ইহা
অধিক দীর্ঘ হইতে পারে সুতরাং অল্প
সংখ্যক প্রস্তুত থাকে। এরূপ বিবরণ শুনিয়া
আমরা যথার্থই বিস্মিত হইয়াছি। এখন
কার্যে পরিণত হইলে বড় সুবিধাজনক
হইবে সন্দেহ নাই।

—•••—

টুং নামক সংবাদ পত্র বলেন যে,
ইউরোপীয় রাজগণের সৈন্য সংখ্যা অত্যন্ত
অধিক হইয়াছে বলিয়াই বুদ্ধ হইবার বিশেষ
সম্ভাবনা। তাহাদের ৩০ লক্ষেরও অধিক
সুশিক্ষিত বোদ্ধা প্রস্তুত আছে। এই সমস্ত
বোদ্ধগণের ব্যয় নির্বাহ অতি ক্লেশকর
হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং কোন রূপ
প্রতীকার চেষ্টা না করিলে আর ক্ষয়
নাই। হয় সৈন্যসংখ্যা হ্রাস অথবা বুদ্ধ
দ্বারা একেবারে ইহার অবসান প্রকৃত
বিষয়ে। সৈন্য সংখ্যা হ্রাস করিলে কেহই
সাহস করিতেছে না। কারণ তাহা হইলে
অপর কর্তৃক অধ্যাক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা।

সুতরাং শীঘ্রই বুদ্ধ, স্নানক্ষেত্র, স্নানক্ষেত্র, স্নানক্ষেত্র
কোন, রূপ, কয়লারি, অধিবাসী হইয়া
এই সৈন্য সংখ্যার হ্রাস করিবে সন্দেহ নাই।

—•••—

এলাহাবাদে একটি দ্বন্দ্ব বিতর্কিত
হইয়াছে হইবার আদেশ হইয়াছে। কলি-
কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নানক্ষেত্র স্নানক্ষেত্র
হইতে এবং ইহাতে বৈদ্য উচ্চ পণ্ডিত পুস্তকাদি
প্রবর্তিত হইয়াছে, বোধ হয়, এলাহা-
বাদে শীঘ্র এরূপ হইতে পারিবে না। তবে
কমলা হইবার আশা আছে। যাহাই হউক
বিদ্যার বড়ই উদ্ভূতি ও বিদ্যালয়ের বড়ই
সুখ, উপহার, প্রভৃতি মঙ্গল। আশ্বাসের
ইহা, বৎ, যত্নে, স্নানক্ষেত্র, স্নানক্ষেত্র, স্নানক্ষেত্র
তদ্বিষয়ে বেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষী-
গণ চেষ্টিত হন।

—•••—

বঙ্গের ছোটলোটে ও দেশীয়
সংবাদ পত্র।

দেশীয়গণ কত প্রকার উৎসাহ করিতেছেন,
কিন্তু ছোট লোটে প্রিয়-পাত্র হইবেন, তাহার
চেষ্টা করিতেছেন। টাউনলে, সভা আলাদা,
তোজন ব্যাপার, অপরিত্র আপন
অর্থসংগ্রহ প্রভৃতি কত প্রকারই সমারোহ
করিতেছেন, কিন্তু তথাপি ছোট লোটে কর্তৃপক্ষী
কটক উদ্বেষিত করিতে পারিলেন না। তদ্বি-
ষয়ে বৈদ্য কলমাত হইবে তাহা অনেকের
মুখেই পরিগৃহীত। তৎক্ষণাৎ সেই মহাপ্রভু,
স্বদেশী, আদ্যমতের, দেশীয়গণ এই সমস্ত
কার্যে যোগদান করেন নাই। কারণ তাহারা
বিশ্বজন মতে যে, “কিরা হি বস্তু পণ্ডিত
এলাহাবাদে” অর্থাৎ কার্য যদি উপযুক্ত পণ্ডিত
হয়, তাহা হইলে অগ্নিবর্ষ তাহার কল প্রাপ্ত
হইয়া যায় কিন্তু সৌরকর হুংপিতে কর্তৃপক্ষী প্রতি
কলিত হইতে পারে না। বোধ হয়, দেশীয়দিগের
প্রতি রক্ত রূপে অমরতা প্রাপ্ত প্রকাশ করিতে
পার্য যত, তাহদের আর কোন আট কিম্বাই
অবশেষ রাখিবেন না। সে দিন তিনি দেশীয়
সংবাদ পত্রদিগের উপর বৈদ্য নত প্রকাশ করি-
য়াছেন, তাহা হইয়াছে। আদ্যমত অর্থাৎ আশ্রয় ও
হুংপিতে হইয়াছে। আদ্যমত বলিমান যে, এরূপ
নত প্রকাশ, বড়ই দুঃখ। এ সম্ভাবনা

এর সকল হাতেই সকল প্রকারেই
 গুণিত পাইবে, আত্মকালের হোলেই
 বেদান্ত হইয়াছে অর্থাৎ পিতা মাতার অঙ্গকরণ
 চলে না। তদ্ব্যবস্থা রাজশক্তিও বর্জনার ন্যায়
 অঙ্গদাতাকে উপেক্ষা করিতে বিলাস, মনস
 গ্রহণ করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ অধুনা বিদেশী
 শক্তি বলে গোবের উপর বিকোটক ন্যায় আ
 কর্ষী নবীন শক্তির আবির্ভাব হইয়াছে।
 শক্তিকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। সুতরা
 তাই কেমন কেমন। এমন অবস্থার অবশিষ্ট
 আদি শক্তির উপর বেদান্তের একাংশ, করিয়ে
 আকর্ষণ নয়। এই নবীন শক্তি লভ-কর্ণেরালি
 বাহাদুরের কীতিভক্ত। একত মত সুকি
 হইলে কর্ণেরালি কারখানার মূল ভিত্তি
 ভাঙে। ফলতঃ ভিত্তিহীন হইবেও হয়
 জীবিত থাকিয়া আশ্রিত। করিতেছে, তখন
 ভাবে ভাবে উহাকে তথা খরচ তুল্য করিয়া
 আত্মা বিশেষে গণ্য করিতে হইতেছে।

১৯৭৬-৭৭ অর্থবছর আমদানি " ৭০০৭১৭ ০০ টাকা,
১৯৭৭-৭৮ অর্থবছর ২০০০ টাকা, বিক্রি ৫০০০ টাকা। ১৯৭৮-৭৯
অর্থবছর আন্তর্জাতিক হিসাবে এই ফিল্ড কম
হইরাছে যে, রাজস্ব আদায় ৭৭৫০০ ২০০০ টাকা,
১৯৭৯-৮০ অর্থবছর ১৩৭০০০ টাকা।
১৯৮০-৮১ অর্থবছর অতিরিক্ত ব্যয় হইবার কারণ
নিয়ে "আছে" এবং উক্ত অর্থের দৃষ্টি
১৯৮০-৮১ টাকা। বিতরণিত, এ বার্ষিক
মাত্র বিতরণীর ব্যয় ২৮২০০০ টাকা অতি-
কৃত হইয়াছিল। তৃতীয়তঃ, এক্সচেঞ্জের মূল্য
১৯৮০-৮১ টাকা অধিক দিতে হইরাছিল। কিন্তু
আন্তর্জাতিক হিসাবে যে আর দেখান হইরাছিল,
ফিল্ডে ২৭০০০০ টাকা ফিল্ডে অধিক হইরা-
ছিল। তাৎক্ষণিক আর ব্যয় সমান রাখিল না।
১৯৮১-৮২ অর্থবছর উক্ত অর্থের রাজস্ব অধিক
১৯৮১-৮২ টাকা ব্যয় হইবে? তাহার মধ্যে
অতিরিক্ত সৈন্যাদির নিষ্পত্তি ৭২০০০০ টাকা
ব্যয় অর্থবিভাগীয় ৩৬০০০০ টাকা ব্যয় হইবে।
তন্নিম্ন ৩৪৪০৮০ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হইবে।
এ টাকা ব্যয় সৈন্য বিভাগের আরও দুই
হইবার সম্ভাব্য হইরাছে। প্রতিশ্রুতিমান
টাকাকট বিভিন্ন পুনঃসংস্থাপন করিতে ৫০০১০০০
টাকা রাজস্ব বৃদ্ধি হইরাছে। ১৯৮৬-৮৭ অর্থবছর
আন্তর্জাতিক হিসাবে ইনকমট্যাক্স বিভাগে ১৪৫-
১০০০ টাকা লভ্যবিত হয়। কিন্তু ফলে ঐ
বিভাগে ১০৪৮১০০০ টাকার অধিক আদায় হয়
না। এরূপ আর কম হইবার আর কিছুই
ধারণা নাই, কেবল এসেসমেন্টের অনুমানের
পরিশুদ্ধতা। আগামী বৎসরের ইনকমট্যাক্স
হতে ১৪৬০০০০ টাকা আর হইবার সম্ভাবনা
মূলতঃ বিভাগে গঠনমোড়ের ১৯৮৬-৮৭ অর্থবছরে
১৭৭২০০০ টাকা ক্ষতি হইরাছে এবং
১৯৮৭-৮৮ অর্থবছর ১০৮০৭০০০ টাকা ক্ষতি
হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু পাঞ্জাব, সিঙ্গু ও দিল্লী রেগ-
নের অনেক নতুন ক্যাঁচা অঙ্কুর এই
ক্ষতির কারণ। ১৯৮৭-৮৮ অর্থবছর সৈন্য
বিভাগীয় ব্যয় প্রায় ১৯১২৭০০০০ টাকা
লভ্যবিত হইরাছে। কিন্তু পূর্ব বৎসর এ বিভাগে
১৯৭৫০০০ টাকা ব্যয় হইরাছিল। আকিসের
বিষয় উদ্ভব। এজন্য এ বিভাগে ব্যয়ও কম
হইবার সম্ভাবনা। এক্সচেঞ্জের জন্য ১৯৮৬-৮৭
থেকে ৪৭৫ ৬৫০০ টাকা আর কম হইরাছে।
১৯৮৭-৮৮ অর্থবছর এক্সচেঞ্জে ১৭১ পেনসন লভ্যবিত
হইরাছে। ১৯৮৭ অর্থবছর ৩১ এ আন্তর্জাতিক
ব্যয় ১১ মাসে শেষের পরে পূর্ণ অংশ

১৯৩৯-৪০-এর অক্টোবর মাসেই হইয়াছে । ১৯৪০-এর ১৯-শে
 ফেব্রুয়ারি, আমদানি অপেক্ষাকৃত ১২ শতাংশ হ্রাস পাইয়াছে ।
 অক্টোবর ৩৯-এইগুলি বাধা সারানি হইয়াছিল ।
 ১৯৪০-৪১-এ অক্টোবর ১৯-এইগুলি সারি, বিক্রয়
 আমদানি, ১৯৪০-এইগুলি ১৯৪০-এইগুলি সারি
 পূর্ণ ১৯৪০-এইগুলি ১৯৪০-এইগুলি ১৯৪০-এইগুলি
 করিয়া আমদানি হইয়াছিল । ডিষ্ট্রিক্ট ১৯৪০-এইগুলি
 পোষ্ট অফিস পেন্ডিং-ব্যাংক, মিলিত, হইয়াছে ।
 পোষ্ট অফিস, লাইক ইনসিষ্ট্রুয়েন্স, কবেই
 উন্নতি পাইতে, করিতেছে । ১৯৪০-এইগুলি, ১৯৪০-এইগুলি
 কমে ১৯৪০-এইগুলি ১৯৪০-এইগুলি ১৯৪০-এইগুলি
 হইতে, ১৯৪০-এইগুলি ১৯৪০-এইগুলি ১৯৪০-এইগুলি
 হইতে, ১৯৪০-এইগুলি ১৯৪০-এইগুলি ১৯৪০-এইগুলি
 মনে ১৯৪০-এইগুলি ১৯৪০-এইগুলি ১৯৪০-এইগুলি
 কেবল দেখিতেছি, যে, ১৯৪০-এইগুলি ১৯৪০-এইগুলি
 কেন ১৯৪০-এইগুলি ১৯৪০-এইগুলি ১৯৪০-এইগুলি
 হইবে । আর, সুপক, কল, কলোনে, ১৯৪০-এইগুলি
 ১৯৪০-এইগুলি ১৯৪০-এইগুলি ১৯৪০-এইগুলি

তাহার কয়েক পারশু হইয়া আসিতেছে।
 ব্যস্তিরে, ধন ভিতরে আসা হইবে, থাক আমাদের
 ধন যদি আমাদের দেশেই থাকিতে পার, তাহা
 হইলে কি ভারতবাসীগকে সতত অন্নের জন্য
 শীর্ণ কলেবরে ঘারে ঘারে ভ্রমণ করিতে হয়?
 আমরা অন্যের ধন চাই না। আমাদের পৈতৃক
 ধন আমাদেরই নিকষেণে ভোগ করিতে দাও,
 তাহা হইলেও আমরা বিশেষ সন্তুষ্ট। নতুবা
 নিকষেণ ধনে নিজে চোর হইয়া আর ইতৃপ
 অবমাননা ও ক্রোধ কোন মতেই সহ্য হইতে
 পারে না। এই যে পূর্ব বৎসর অপেক্ষা এ
 বৎসর এত ব্যয় সম্ভাবিত হইতেছে তাহার কারণ
 কি? তাহার একমাত্র কারণই হচ্ছে বৃদ্ধ ব্যাপার।
 আমরা বলি, এ নিরর্থক সংগ্রামে কোন প্রয়ো-
 জন নাই। যে কার্যে কোন লাভ নাই, কেবল
 অর্থব্যয়, ও মনস্তাপ প্রভৃতি হইবার সম্ভাবনা
 সে কার্য হইতে সর্বদাই অপসৃত হওয়া উচিত।
 অথবা বাহ্যতে শীত্ৰ কোন বিশেষ রূপ নিষ্পত্তি
 হইয়া রাজতান্ত্রের পরিপোষণ পাবিত হয়,
 তদ্বিবরে বিশেষ চেষ্টিত হইলে সকলেই নিরুষেণ
 হইতে পারেন।

कनिकेतिन्नं वाह्यंका ।

এই কলিকাতা মহানগরীতে বাহ্যিক কার
ত্যাগকারী উদ্ভব নাই হওয়ার প্রকৃত কারণ
এ বঙ্গের বিহিতিকারিগণেরই হইয়া জীবন
কাল কবলে কবলিত হইয়াছে। এই জন্য

[illegible]

পরিষদ উত্তীর্ণ হইয়া পড়িতেছেন। এক-
কালীক বীহারী বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্রীকার উত্তীর্ণ
হইয়াছেন। তাঁহারও পছন্দঃ হইয়াছে ইলেক্ট্রিক
পত্রীকার উত্তীর্ণ হইয়া ক্যামেল খুবে/এবেস্ট
করিয়া পড়িতেছেন। এতদুপায়ে ক্যামেল
খুবেস্ট পত্রীকার উত্তীর্ণ হইলে তাঁহার কি
কাজের হইতে পারেন না? অবশ্যই পারেন।
তবে আশা করি এতদুপায়ে যোগ্য হইয়া যেন, কোন কোন
বছরী আসিষ্ট্যান্ট লাভ করেন। এই অপব্যয়
করা করিয়া দিয়াছেন। কারণ, বহুশি সেরিত
তাকারেরা না থাকিলে তাহা হইলে গবর্ণমেন্ট
ইহারে সকলকেই ১০০ হইতে ২০০ শত পর্যন্ত
মাসিক বেতন দিয়া কার্যে নিযুক্ত করিতেন। কিন্তু
অন্যমনে গবর্ণমেন্ট অতি চতুর ও বিজ্ঞ। তাঁহার
ইচ্ছায় কার্যক্রম সেরিত তাকার নিযুক্ত করিয়া
দাতব্য চিকিৎসালয়, জেন হালপাতাল, ও পুলিশ
হালপাতাল ইত্যাদি স্থানে স্বেচ্ছাক্রমে কার্য
চালাইতেছেন। ইহার প্রমাণ আশিষ্ট্যান্ট বডি-
গার দাতব্য চিকিৎসালয়। এই দুই চিকিৎসা-
লয়ে গবর্ণমেন্ট আশিষ্ট্যান্ট লাভ করেন পরে সেরিত
তাকার নিযুক্ত করিয়াছেন। এতদুপায়ে অনেক
বহুশি আসিষ্ট্যান্ট লাভ করেন পরিবর্তে
সেরিত তাকারেরা উত্তম রূপে কর্ম সম্পন্ন করি-
তেছেন, এবং সকল মিডিসনাল সেরাই ইহারে
উপর অতিরিক্ত লভ্য ও ইহারে সুখ্যাতি করিয়া
লাভেন। এই সুখ্যাতি বাৎসরিক রিপোর্টে
লিখিতে পাওয়া যায়।

উপলব্ধ হইয়াছে এই যে, কলিকাতার
মিডিসনাল সেরাই কলিকাতার স্বাস্থ্যকার তত্ত্বাবধায়ক
তাকার নিযুক্ত পাঠেব অন্যান্যে বহুশী সেরিত
তাকারেরা স্বাস্থ্যকার ইনসপেক্টর নিযুক্ত
করিয়া "বাহ্যে কলিকাতার প্রকৃতিক বি-
লম্বিত" দ্রাক্ষীর করাল কবল হইতে রক্ষা
করিতে পারেন, তাহার বিধান করিলে, গবর্ণমেন্ট
মিকট হইতে বস, ও সুখ্যাতি, এবং নিয়মিত
প্রদানের মিকট হইতে কৃতজ্ঞতা, এবং অসং-
লভ্য অন্যান্যের মিকট হইতে আশীর্বাদ প্রাপ্ত
হইবেন।

প্রাপ্ত।

যেহেতু, আশা করি যেন, এক সময়ে সভ্য-
তার উচ্চ লোপাচার হইয়া তাৎক্ষণিক সভ্যত্ব
সমাজের পিছন আকর্ষণ করিয়াছিলেন, তাহা
এক একরূপে দ্বিগুণ নিম্নতর হইলেও বসিতে পারা
যায়। তখনকার মহাশয়গণের বিদ্যাশিক্ষা-

র পতিত বসন্তী অসম্মত সচ্ছন্দতা ও অসম্মত-
নীত অসম্মতরূপে হইয়া, অসম্মত জ্যোতিষ,
ঐশিক তত্ত্ব প্রভৃতি হুঁকারে বিবরণ হইয়া, তাঁর
সমালোচনা করিয়া যে সকল হুঁকার আবিষ্কার
করিতে কৃতজ্ঞ হইয়াছেন তাহার পত্রীকার
এক অংশও অনুমান সম্ভবনাহে। এতদুপায়ে
হাই বসিলাও বোধ হইতে পারে, অসম্মত হইবে না।
সেই সময়ে আশা রমণীগণও যে সমালোচক
সম্পন্ন ও সচ্ছন্দতাবৃত্তি ছিলেন, তাহারও বোধ
হইতে পারে বসন্তী সম্মত হইবে। কোন কোন আশা
রমণী যে তৎকালে প্রথম আশা জ্যোতিষ বিকাশ
পূর্ণকরমণী হুঁকারে নিম্নতর হইয়াছিলেন,
তৎকালে আর সম্মত কি? ত্রীলোক হুঁকারে বস
সেই সকল অসম্মতরূপে বসন্তী সম্মতবিশেষ
সম্মত বিবরণ আরম্ভ হইয়া। আর কালের
পূর্ণকরমণী এক একরূপ অসম্মতরূপে ও
হুঁকার হইয়া উঠিয়াছে। সেই সকল সম্মত
প্রতিষ্ঠা, উন্নতচেতা, জামালোকসম্পন্ন। আশা
আশা রমণী গণ পাতিষ্ঠা, অসম্মতরূপে, বস,
হাসিয়া, সচ্ছন্দতা প্রভৃতি সম্মতরূপে
হুঁকারে প্রতিষ্ঠা করণ। তাঁহার পতিক
বেবৎ পূজা ও উপাস্য বসিয়া ভাবিতেন;
ও তাহা মনে করিতেন যে, আশা ত্রী ইহ
সংসারের আশা বেবৎ ও একমাত্র অসম্মতরূপে
তাহার অসম্মত ও বসন্তী বিবরণে তাহার
অসম্মতরূপের একমাত্র উপায়। আশা তাহা-
হের প্রতি পূর্ণতর মূর্ত্তি আচরণ করিলেও
তাঁহার কিছুনা হুঁকার হইতে না। বসৎ মনে
মনে আপন বোধের জন্য আশাশ্রম করিয়া
তাঁহার অতিপ্রেরণ ও আশা কার্যে
বাক্য সাধন করিতে তৎপর হইতেন। অতি
হুঁকার ও নিম্নতর হইলেও কোন আশা ত্রী
মিকট কখনই অসম্মত বা উপেক্ষিত হইতেন
না। পতিক্রমে অসম্মতরূপে আশা ও কামালসার
হইলেও কোন ত্রী একবারও মূর্ত্তি আশা
বিস্তৃতিহুঁকার ও কামালসার সাক্ষা প্রদান
করিতেন না; বসৎ তিসে নিজ পরিচয় সচ্ছন্দ
বসন্তীয় উপাধানে আশা ও কামাল করিয়া
আপনার জীবন সচ্ছন্দ করিতে পারেন, সেই
চিত্তেই সচ্ছন্দ মিস্ত্রী থাকিতেন। যে তাহা
সম্মতরূপে আপনাই তারতর উন্নতির
ভিত্তি; আপনাদের পূর্ণকরমণী তারতর হুঁকার
কল্প হইয়াছিল। কিন্তু তার, পতিক্রমের হুঁকার
এই যে আপনাদের পত্রীকার অসম্মতরূপে
কামালসার সেই অসম্মত, সচ্ছন্দ, পতিক্রম-

তাঁহা তার তিক্ত সচ্ছন্দ হইতে-হইয়া। আশা
বেবৎ সচ্ছন্দ অসম্মতরূপে। এই 'কথা' অসম্মত
গোষ্ঠের হইয়াছে। বসৎ, অসম্মত ইদানীত
শিক্ষিতগণও অসম্মত করিতে পারেন। তাহার
সম্মত, অসম্মত, পূর্ণকরমণী আশা ত্রী উন্নত
সম্মত তাহা। কার্যে কেরে অসম্মত করেন
আশা অসম্মত ত্রীপূর্ণকরমণী অসম্মত কিস্তি
বেবৎ করণ কি এই হুঁকার তারতর হুঁকার
কেরে করা বসৎ সচ্ছন্দ হইতে।

ত্রী শিক্ষা পূর্ণকরমণী অসম্মতরূপে
হইবার মিস্ত্রী অসম্মত উপাধানে হইতে
অসম্মত করণ, শিক্ষা পূর্ণকরমণী সচ্ছন্দ বেবৎ
অসম্মতরূপে। ত্রীপূর্ণকরমণী বসৎ ত্রীপূর্ণকরমণী
হুঁকার করণ, অসম্মতরূপে ও উপাধানে অসম্মত
মিস্ত্রী। অসম্মত তারতর সচ্ছন্দরূপে হুঁকার
কেরে সচ্ছন্দ, তাহার পত্রীকার অসম্মতরূপে
বেবৎরূপে সচ্ছন্দ উপাধানে উপাধানে
কল্পিত হইতে। হুঁকার তাহা যে হুঁকার
হইতে, ইহা এক একরূপে হুঁকার। কিন্তু
অসম্মতরূপে তারতর সচ্ছন্দরূপে অসম্মত
মিস্ত্রী। ইহার, শিক্ষিতরূপে অসম্মত করিয়া
আপনারিদের অসম্মতরূপে তারতররূপে অসম্মত
হুঁকার সচ্ছন্দ তাহার অসম্মত পূর্ণকরমণী
তারতররূপে হইয়া পড়েন; হুঁকার পিক
তাঁহার পক্ষে অসম্মত অসম্মত হইয়া বসৎ
অসম্মত সময় বিবরণ কল উপাধানে করিয়া
অসম্মতরূপে রমণীগণের বসন্তী অসম্মত
বসৎ বা সচ্ছন্দ, বেবৎ হইতেছে। বসৎ সচ্ছন্দ
অসম্মতরূপে বসৎ অসম্মত, তারতর বসৎ বিবরণ
হুঁকার কার্যে কখনই সম্মত মিস্ত্রী ও হুঁকার
মিস্ত্রী অসম্মত হইতে পারেন না। পূর্ণকরমণী
আশাশ্রমের সচ্ছন্দরূপে সম্মত পূর্ণকরমণী অসম্মত
সম্মত করিয়া হুঁকার কামালসার অসম্মত
কিন্তু আজ কাল অসম্মত পরিচয় এই
হুঁকার বসৎ হইতে হুঁকার হইতেছে। বসৎ
পূর্ণকরমণী এই উপাধানে অসম্মত
হইতে। তাহার অসম্মত পূর্ণকরমণী মিস্ত্রী
করা হুঁকার, অসম্মত সময় আপনাদের পূর্ণ
করমণী সচ্ছন্দ পালন ও সচ্ছন্দ কার্য সাধন ও
কর বসিয়া বিবেচনা করেন। রমণীগণই
এই অসম্মতরূপে অসম্মত আশা অসম্মত
হইতে। ইহার অসম্মতরূপে বিবরণের সচ্ছন্দ
হইয়া ত্রীপূর্ণকরমণী পূর্ণকরমণী অসম্মত
সচ্ছন্দ অসম্মত করাই সম্মত পরিচয়ক বসিয়া

[illegible]

৩। অত্রকা বিউবিসিপি, লিটার ৩ নং ওয়া উই
মিসমর বাবু বাবু চন্দ্র মুনসী মল্লিকের হস্তে
ওয়াচ ও পদ মুনসী আছে। জোটার গণ কর্তৃক
জোড় আর একজনকে কমিসনর নির্বাচন করা
হইবে। আমরা ভরসা করি, উক্ত ওয়াচের
জোটারগণ একজন যোগা থাকিলে মনোনীত
করিবে। যেন বাবাবরা ই. জি. পি. বনৌর মনৌর
আর লক্ষ্মীদেব নিজাক কমিসনর মনোনীত না
করেন।

নগরুকা।

১। বাবাবজার মিসাসী প্রিন্ট কলোনাথ
এই কলোনাথ প্রিন্টের নগরুকা গ্রামে একটি
পুকুরী খনন করিয়া গ্রাম্য লোকের ও পবিত্র
স্থানের জলকষ্ট দূর করিবে। এই পুকুরীর পার্শ্ব
বিকাশিত কল সকলেই লইতে পারিবে এবং
উক্ত পুকুরীতে মৎস্য ধরিতে পারিবে। আমা-
দের আরও ইচ্ছা যে, একটি পাড়াগালা স্থাপন
করিয়া জল ৩০। জোয়ার এ মৎস্য উৎসে
বিকাশিত অন্যান্য মৎস্যধরন ১০ হাটেন স্থানে আর
জল বাসি করিয়া ইহকালে পরকালে ও যশো
লাভন হউন।

২। ২৪ পরগণা বারানতের অন্তর্গত জগ-
দীপপুর গ্রামে অত্যন্ত জলকষ্ট হইয়াছে। যদি
গম্বীর্ঘ হইতে ৭৮ মত টীকা জিয়া গুপ্ত বার
বোরা হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাত্ পুকুরীর
পুকুর হইয়া বিকটস্থ গ্রামবাসিগণের পানীর
জলের অভাব দূর হয়।

এইরূপ হইলে মহারাণী তরুণ মনো প্রজা
হুকেরই বিশেষ আশীর্বাদ ও কৃতিত্ব তাহা
হইবে সন্দেহ নাই।

বিজ্ঞাপন।

READY FOR SALE.

Annotated Sanskrit B. A. pass
Course for 1887-89 with copious
grammatical notes, and a literal

Bengali Translation (English Transl-
ation to be out by the end of June
1887.) Containing Kadambari, Kirat-
arjuniya and Nagananda. Price Rs.
5, Postage and package 4 As. Price
of the books separately : Kadambari
Rs 2 ; Kiratarjuniya Re 1-8 As.
Nagananda Re. 1-8 As. Postage,
Packing &c 8 As.

IN THE PRESS, TO BE
OUT BY THE END OF
JUNE 1887. literal Eng-

lish. Translation of Sanskrit B. A.
Pass Course 1887-89. Price for
subscribers As. 12, for nonsub-
scribers Re 1-As. 4.

Annotated, translated, edited and
published by Kailasa Chandra Vidy-
abhusana M. A. senior Professor,
F. C. Institution, Calcutta. To be had
of Canning Library, Peoples Lib-
rary, Central Library, Somprakasa
office, & 16, Siva Narayan Das's
Lane, Calcutta.

বসন্ত নির্ণয়।

ঔষধিক চন্দ্র মল্লিকাব্যায় অনীত। মূল্য
১ টাকা। ৫৪ নং কলেন জীট সোমপ্রকাশ
ডিপজিটরীতে ও চাঁপডলা ৪৫৫ মিথেন্দ্র চন্দ্রের
লেন এই কর্তার বিকট পাওয়া যায়।

১৮ নং টা বেটোপ গটোম প্রেসে।

অমণকারির অমণ বৃত্তান্ত।

(২য়)

বাকলা ভাষার সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত।

মূল্য অগ্রিম চারি পণ্ডে ২।

ডাকবাংলন

সোমপ্রকাশের প্রদত্ত ও বিজ্ঞাপনের দ্বারা
জাতির অর্থ মূল্য ২ ডাকবাংলন।

প্রদত্ত ও ডাকবাংলন মূল্য ১০।

অগ্রিম ১০ই কাছের সোমপ্রকাশের
বিজ্ঞাপন দেবে।

এই প্রকাশিত মূল্য পারিবে।

১০০ নং ডাকবাংলন মূল্য ১০।

সোমপ্রকাশ মূল্য ১০।

১০ নং ডাকবাংলন ডেপুটির সেন-কলিকাতা।

চলনের কলপ।

ইহা চলনের দ্বারা চলন মাল্য হইতে চলন
কষ্ট নাই। যেজন পণ্ডিত কেবল ইটক বা কেবল
মিনিটে গাফ উৎসাহ প্রকাশ হইয়া ৩০ মন
থাকিবে। মূল্য ১ টাকা।

রোজের তৈল।

ইহা ব্যবহারে চরিত্রকে গোলাপের গন্ধ
বিকার করে, শরীর দৃষ্টি-বাক্য, শিরে চরিত্র
বদলায়। মূল্য ১০ পিপি ২ টাকা, ছোট
আদা।

মৎস্য পরিবার চার।

এই আরও এক ইকরা ইক্রে লাগাই
তথাকার জলে কেনিয়া দাও। যে পুকুরী, হ
বিশ, জিহ, বা বিবীতে অল্প মাত্র মৎস্য আছে
এই আরও আরও মৎস্য ধরন মতে
লিখা হইবে। মূল্য ১ নং (উৎকর্ষ) ১০ টাকা
১২ নং, মৎস্য) ১০ আদা।

লিপি পাউডার।

সর্ব প্রকার বাবের ব্যবহার মূল্য ১০ আদা।

বুড পিউরিকার।

এই সালসা ডাকের কলিকাতা আরও
করেন। শোণ, মালী, গরমি, দাবী, প
ও পালা বোম সংক্রান্ত মনুষ্য ম, ও কো
কার্মি, কুলাবাক্য ইত্যাদি লিখা হইবে
অরোণা হয়। মূল্য ১ টাকা।

এ, মি, বহু ও কো

৭২ নং হকিয়ার জীট, কলিকাতা।

মূল্য ১০ ছোট বউ। ডাক: পো: ১০।

হকিয়ারের ওও কথা প্রণেতা বহু
মোহন সুবোধাব্যায় অনীত। অত্যন্ত মনো
হকির সাদাভিত্ত উপকায়, কলিকাতা
মাটা ৫২ মনবাখাটা জীট রিপন ডিপজিটরী
প্রাপ্য।

সংকৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়।

১০৮ নং বাগাবতী বোর্ডের ট্রাষ্ট, কলিকাতা।
অত্যন্ত সুবিশিষ্ট ইংরেজী বারিভূতি যন্ত্রের পুস্তক
এখন হইতে এই পুস্তকালয়ে বিক্রীত হইবে।

ভংকৃত

সরল ভৈরব্য-প্রকাশ

অর্থঃ

সংকৃত মেট্রিক্যাল মেডিক্যাল

১০৮ নং বাগাবতী

গৃহস্থ ও পাড়াগাঁয়ের ডাক্তারদের জন্য

প্রকাশিত হইয়াছে।

ব্রহ্মাণ্ড-১২ নং পৃষ্ঠা ১০০০-১০০০ পৃষ্ঠার বেশী।

দাম ১৫-টাকার পরিবর্তে ১ ডাকমা শুধু/১০

এ পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

ইউচণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়
ম্যানেজার।

১০৮-১৪ নং প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

হোমিওপ্যাথিক ওষধ।

প্রস্তুতকারী।

কলিকাতা মহাবিদ্যালয় এবং হোমিওপ্যাথিক
ডাক্তারদের মিকট হইতে ওষধের উৎকৃষ্টতা
সহজে প্রমাণ করা গিয়াছে।

মূল্য হ্রাস।

১০৮-১৪ নং প্রকাশিত ১২ শিলি পানসহ ও ৩ পু-
রের আরক সহ ৫ টাকা।

গৃহ-চিকিৎসার ১৪১ শিলির বাক্স যাবত পুস্তক
সহ ৮ টাকা, ২০১ শিলির বাক্স ১০ টাকা।

সাধারণ চিকিৎসার ৪১ শিলি ওষধের বাক্স
যাবত সহ ১৮ টাকা।

ডাক্তারদের উৎকৃষ্ট বাক্স ২৫ টাকা, সম্পূর্ণ
ওষধ-বাক্স ৪১ টাকা।

ইংরেজী-বাক্স। অতি সুবিশিষ্ট ওষধ
বিশা মুক্ত প্রাকৃতিক/টিকান-১০৮ নং কলিকাতা
কলিকাতা।

-৩০৪-



ইলাকটো গ্যালভানী

অমুরী, কবচ ও অনন্ত।

বি.এম. কং মিথ্যাধর্মী ও আশীর্বাদক।

১০৮ নং বাগাবতী ট্রাষ্ট কলিকাতা।

এই সর্বব্যাপী নামক অকৃত্রিম তড়িত পদার্থ
কেবল আশীর্বাদ মিকট প্রাপ্য। যাহারা কৃত্রিম
তড়িত পদার্থ অল্প মূল্যে ক্রয় করিয়া কোম
কল পাঠ্য নাই তাহারা অগ্রহণ করিয়া। আবার
ইলাকটো গ্যালভানীর আশীর্বাদ পাঠাইলে
আমু র নির্দিষ্ট প্রকৃত তড়িত সংযুক্ত ২২ অর্ডার
মূল্য পাইতে পারিবেন।

প্রথম পত্র।

১ম। কলিকাতা ২৮ নং বাগাবতী ট্রাষ্ট
বি.এম. কং মিথ্যাধর্মী সর্বব্যাপী নামক অকৃত্রিম
তড়িত অমুরী, কবচ ও অনন্ত বিশেষ কলকারক—
রাজা রাধেন্দ্রনাথায়ণ দেব বাহাদুর,
সোভাগ্যের রাজহাট, কলিকাতা।—৩০এ
বাক্স ১২০।

২ম। বড় সন্তোষের সচিত্র বসিবেছি যে
বাকু বি.এম. কং মিথ্যাধর্মী কবচ, অনন্ত ও
অমুরী নামে প্রকার জটিল রোগ হ্রাসের বিশেষ
কলকারক, এবং আশীর্বাদ কোম রকম প্রকারের
পীড়া হ্রাসঃ এতটী মনস্ত ও অমুরী ব্যবহার
করার অনেক উপকার প্রাপ্ত হইয়াছে। ভরসা
করি ইত্যাদি উপকারিতা সহজে আর কিছুদিন
ব্যবহার করিলে আর রোগী বলিতে পারিব—
রায় গিরিশচন্দ্র দাস বাহাদুর—জটীল অক-
লি পিস, কলিকাতা,—এবং সুপারিশঃ গবর্ণ-
মেন্ট অফ ইণ্ডিয়া, ডে.বাংলা, কলকাতা-
মেট্রি।—২৮ নং বাগাবতী ট্রাষ্ট, কলি-
কাতা,—৬ই মে: ১৯৩২।

বিজ্ঞাপনদ্রাষ্টারিগুর প্রতি।

আমরা বিমর সহকারে সাধারণকে জানাই
তেছি যে আমরা, সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন বিবরণ
দাখিল করিবেন তাহারা 'সোমপ্রকাশের' পত্রিক
দ্বারা বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন।
এখন তিনবার প্রতি পত্রিক ৪০-আনা, তাহার

পর ১০-আনা। ইংরেজী অক্ষরে প্রকাশ ১৫
১০-আনা করিয়া পাইখ প্রতি বার ৫০ হইবে
'বেসকল' অর্থবাসির বিজ্ঞাপন 'আমিহিনে'
মিকট আসিবে, তাহা এখন একবার বিনামূল্যে
প্রচারিত হইবে। তাহার পর নিয়মিত
মূল্য লওয়া হইবে।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কলেকটরী

বিজ্ঞাপন মিকট

সমস্তপক্ষে সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য ৩০
বার্ষিক সমস্ত বার্ষিক ১০ টাকা এবং 'আমিহিনে'
৫০ টাকা। অগ্রিম পক্ষে ডাকমূল্য সমস্ত
টাকা। অগ্রিমপক্ষে বার্ষিক বৈজ্ঞানিক বা বৈজ্ঞানিক
সিকের বিবরণ নাই। শিকক ও ছাত্রবিশেষ
কৃত ডাক মূল্য সমস্ত ৩০ টাকা দ্বি-ক
হইয়াছে।

অগ্রিম মূল্য বা পাইলে, বাকসহ সোমপ্রকাশ
প্রেরিত হয় না। তাহারা সোমপ্রকাশের মূল্য
পাঠাইবেন, তাহারা য য নাম বাকসহ করিয়া
লিখিয়া ৪৮-নং ওকপ্রসাদ চৌধুরীর গেন কলিকাতা
জিহ্বা উপেন্দ্রনাথের চক্রবর্তীর বাড়ি মোট, বি-
ব্রাহ্ম চিহ্ন, মণি অর্ডার, ইত্যাদি অগ্রিম বাকসহ
যাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায়দ্বারা মূল্য
প্রেরণ করিবেন। কোন প্রকার রমিষ্ট ইচ্ছা
ডাক টিকিটে প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না।
মূল্য নিশ্চেষ্ট হইবার পক্ষে কেহ সোমপ্রকাশ
প্রেরণে অসম্মত হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া
কে-৩০ হইবে না।

যাহারা মূল্য বা 'মিহিনে' পত্রিকা প্রেরণ করি-
বেন, তাহাদিগের সেই পত্রিকা এখন ক-
হইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা
করিলে তাহাকে এখন তিন বার প্রতি পত্রিক ৪০
হই আনা তাহার পর ১০ এক আনা দিতে হইবে
কেবল ইংরেজী অক্ষরে প্রতি বার ৪১০ পর
করিয়া লাতিন বরা হইবে।

প্রেরিত, সংবাদপত্র, ওষধকারীরপত্র ও প্রা-
প্রকৃতি বেসকল বিবরণ নাম প্রাপ্ত হইতে প্রকা-
প্রত আইলে তাহার মূল্য, বা কোমল আই-
বিবরণ বা সন্ত ওষধ সত্য বিষয়। বিবেচনা বি-
সম্পাদক, প্রিন্টার বা প্রাইভেটর দ্বারা হইবে।

৪৮-এই পত্র ৪৮-নং ওকপ্রসাদ চৌধুরীর গেন
কলিকাতা সোমপ্রকাশ বক্সে 'আমিহিনে' প্রেরণ
হারা প্রতি সোমবার প্রাকৃতিক হুহু-
প্রকাশিত হয়।

সামপ্রকাশ

৩১ ন ভাদ্র ।

স্বাধীনতা সফলতা সম্বন্ধে আমাদের মতামতঃ স্বাধীনতা অসম্ভব নীতি ।

২০শ শতাব্দী ।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য বাছল সমবেত
১০ টাকা । অগ্রিম বার্ষিক মূল্যঃ

১৯২০ সাল । ২৯এ টেড্র । ইং ১৮৮৭ । ১১ই এপ্রিল ।

৮ রিপনাম । ২৯এ টেড্র ।

অগ্রিম পত্রের মাধ্যমে আমাদের বার্ষিক
টাকা মূল্য । অগ্রিম পত্রের মাধ্যমে
অগ্রিম বার্ষিক মূল্যঃ ১০ টাকা ।

বিজ্ঞাপন

সোমপ্রকাশ এজেন্সি ।

আজ কাল সকল বিষয়েই ব্যবসা
কর্মের বাড়ি বাড়ি হইয়াছে, একারণ
কোন রূপ কার্যে প্রয়োজন হইয়া সহসা
বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়া
আমরা কর্তব্য বিষয় সাধারণে প্রচার না
করিলে লোকে জানিতেও পারেন না ।
অতএব বিজ্ঞাপন প্রকাশে বাধ্য হইলাম ।

বলা বাহুল্যঃ সোমপ্রকাশ বিজ্ঞাপন
দেশ মধ্যে পরিচিত । ক্রমে সোমপ্রকাশ
কার্যালয়ের ব্যয় আধিক্য হইতেছে ।
ব্যয়াদিক্য পরিপূরণ বাস্তবায়ন অত্র কার্যা-
লয় হইতে একটী এজেন্সী ; বিভাগ
খোলা হইল । আমাদের সহিত দেশীয়
রাজ্য কর্মীদের, মহোদয়দিগের সহিত
সম্বন্ধ আছে, তত্ত্ব সাধারণে এখন
হইতে যে কোন কার্যের প্রয়োজন
হইবে অর্থাৎ জমাদি খরিদ বিক্রয়, বাটী
বা ভূম্যাদি খরিদ বিক্রয়, কোন রূপ
জমাদি কার্য, মহাজনী জমাদি খরিদ বিক্রয়,
আমরা সমুদায় করিতে প্রস্তুত আছি ।
যে রূপ কার্য হইবে, কার্য বিবেচনায়
অন্য স্থান অপেক্ষা অত্র কমিশনে কার্য
কর হইবে ।

খরিদ করিয়া জমাদি পাঠাইতে হইলে
আমাদের মত টাকা সহ আমাদের কার্যা-
লয়ের ঠিকানায় এজেন্সী বিভাগের
অধ্যক্ষের নামে পত্র লিখিলে অবিলম্বে
জমাদি খরিদ পূর্বক পাঠান যাইবে ।

কোন গুরুত্ব কার্যের বন্দোবস্ত
করিতে ইচ্ছা করিলে আমাদের সহকারীর
নিকট হইয়া বন্দোবস্ত করিতে
পারিবেন ।

ঐতীনাথ চক্রবর্তী ।

এজেন্সী বিভাগের অধ্যক্ষ ।

০০০০

এখন হইতে কোন রূপ কথা বাতী
বা সোমপ্রকাশের মূল্য দিবার জন্য
সোমপ্রকাশ ডিপজিটরিতে যাইবার
আবশ্যক নাই । নিজের ঠিকানায় সোম-
প্রকাশ আফিসে আনিলেই সমুদয়
কার্য শেষ হইবে ।

আজ কাল সোমপ্রকাশ প্রেসে
সকল প্রকার জব ওয়ার্ক ও পুস্তক মুদ্রণ
কার্য সুচারুরূপে ও অল্পমূল্যে
সম্পন্ন হইতেছে । চেক, দাখিলা, চিঠি,
লেখেন, বিল, পিটিংস ও পুস্তকাদি
যাবতীয় বিষয় ইংরাজি বাঙ্গালা নামা-
প্রকার মতন অক্ষর বর্তার ও নকসা
প্রস্তুত আছে । সমুদায় আবশ্যকীয়

কার্য বিভাগের সহিত সূচনা হইবে,
সোমপ্রকাশ যত্নে কখনই প্রতারণা না
প্রদর্শন করিবে না, অতএব
সাধারণে বিশ্বাসিত হইলে আমাদের
হস্তে সকল প্রকার কার্য অর্পণ করিতে
পারেন ।

সোমপ্রকাশ সম্বন্ধীয় সমুদায় চিঠি
পত্র টাকা মনিবর্তার আদি সকলে
আমার নামে নিজের ঠিকানায় পাঠাই
বেন । অপরের নামে পাঠাইবার আব-
শ্যক নাই, তাহাতে আবার হস্তগত
না হইতে পারে, এ বিষয়ে যেন সকলের
বিশেষ দৃষ্টি থাকে ।

সোমপ্রকাশ কার্যালয়, ৪৮ নং, গুরুদাস
চৌধুরীর সেন-কলিকাতা ।

ঐতীনাথ চক্রবর্তী ।

সোমপ্রকাশ অধ্যক্ষ ।

যদি প্রস্তুত অতি আশ্চর্য

বৈদ্য উদয় ।

বাসা, অর্থ, মৃত ও পুত্রাদি অত্র প্রস্তুতি
রোগের এই মত উদয় করিয়া যাত্র
আরোগ্য লাভ করিতেছে, পুত্রের শিখিত
যোগ আদ্য, প্যাকিং ও ডাকমতন (০) আদ্য ।
ঠিকানা ঐতীনাথ চক্রবর্তী বাস যেন : ৪৮ নং
বৈদ্য চৌধুরীর সেন, কলিকাতা ।

প্রেরিত পত্রে

মান্যবর ঈশ্বর সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয়
সমীপে।

মাঝা চিত্তা কিন্তু এক কথা।

১

পুজিগাহি পাণ্ডাবার
পুজিগাহি তিসংসার
পুজিগাহি অষ্টকোটি বিজয় কামল
উহু আঁখি না পানিলি অথ বিকেতন

২

পুজিগাহি রমণীর বিদ্যুত অন্তর
ত কঁরাছি অস্তিত্বের মনর কবর
পশিগাহে কতবার ঐশ্বর্য আগার
কুবার করেছি শূন্য মতন ভাঙার

৩

ভাবিগাহি কতবার পুজিলে পাইব সার
সকলি অসার বেবি সকলেই বার
এই কি রে সৃষ্টিশক্তি এই কি সংসার ?
এই কি কালের দাঁত নিরতি আঁকার ?

৪

হৃদয়ের অভ্যন্তরী নহি
বাঁকি থাকি তবু চাহি
তবু কেন থেকে থেকে উঠলে পরাণ
পুনঃ তবে কেন বাঁচি এমন প্রতিদান

৫

আবার চমকা কোলে
নবময় বেলা বিকে
কেন ভাবি সে হৃদয়ের অমর্য হৃদয়
স্বপ্নভীর পাংগু বলা হৃদয়লোশ

৬

তাই ভাবি ভাবিমন
তবু কেন এ বরণা
আনে আর সৃষ্টিশক্তিই মূমকেতু আর
আবরিত অতীতার হৃদয়িক ছায়া

৭

অন্তর অস্তর আর
হৃদয় করে হৃদয় আর
তখন উদিত সূর্য্য কত অসংকার
কারখিনী দেশে কিন্তু কতনা সংসার

কতবার আবার পাব
কিছুনিশ্চয়ই হাতে
যেমনাই এই বেলা কতবার
সামগ্রিক জগৎ-জগৎে বিলিও কেবল

৮

সোহাগের বহু নাম
কতই একত্ব মনে
অবাগেছি কত কথা মনের মতন
কুজিগাহি কত বার এমন আশিষন

৯

তখন আবার বে রে
অন্তর আবেগ করে
কেনও ওঠে হৃদয়ের মাঝে বারও
হুয়া বলা স্পর্শে যবে অলস ইন্দ্র

১০

তাই কি আমাদের বিধি
কাঁদাইলে নিরর্থক
তাই কি নিষেধ এই নির্বন্ধ করিন
নহি যারে পুণ্যের অন্তর মলিন।

১১

অতবার যদি পার
অজ্ঞান বিবোধ কর
তবু কি কলত তার হইবেক লোণ ?
আগ্নি যদি কৃপা করি না করে একোণ
তাই যদি ওরে বিধি
সৃজন করেছ যদি
অধীন করিয়ে কেন সৃজিলে আবার
সৃষ্টলে বাঁধিয়ে কেন পাঠালে বরার

১২

ওই যে অকুণ্ঠী করে
নতক উড়েতে বরে
বিকারি উন্নত বক জগৎ সকালে
গড়বে হাইছে ওই আধীন উন্নানে

১৩

মাঝার বরিতা হ্যাঁট
তার কোম-গ্যাটম্যাট
আশা আরো উচ্চ করে আশিষক সব
আশিষে বরার মামা আছে অসংক

১৪

পুজিলে রেখেছে হুত
আধীনের কতছাড়া

যেবার অগ্রেই যেমত ক'রুনি বিজা
তবুও হুজিগাহি আশিষী বিজা

১৫

যদিহুজিগাহি হত
ক'রুনি আবার হত
আশা জগৎ আজি অশিষকসম্মানে
অতীকার অবশ্যই হত এতদিনে।

১৬

হু-অকুণ্ঠী আশি আশ
কি করিব বার বার
নহি কবি নাহি কিছু বক্তব্য আবার
উপবেষ্ট। নহি আশি নহি অশিষী

১৭

মাটি আর কোম আশা
হুজিগাহি তার ভাল বলা
নিবিগাহি শুধুবার অশিষকসম্মানে
হুজিগাহি আবার বাঁধা নির্বন্ধে মোহন

১৮

কত যে ভাবনা হয়
ভালি ভানি চলি বার
পুজি সাগরের মোতে অজ্ঞান বেষ্টিত
কে কবে-করেছে তার বিক নিরপণ ?

১৯

শেষে অমর্তের তরে
জানি নাকি একোরে
কোন্ এন্নি বলে ছায়া মেলে চিত্তহুণে
অজ্ঞান, ভবিষ্যতের বিদ্যুতির হুণে

২০

কিন্তু যে একটা কথা
অবশ্যে রয়েছে গাঁথা
কেনে কুজিগাহি তাহা বহুবার বক্তন
পুজিগাহি অবার নাকে বাবারে গোপনে

২১

আর তাই বক্তনালী
মাঝা ভনী শিলি মালী
সবে নিলে কাঁকি আর অমরীর তরে
তোরা কিনা কীর আর কে আছে নহন

২২

কে-ওই বিদ্যা নালী
অপায়ে অস্তিত্বে অসি
অহুত এতকর গুরু আছে বাড়াইয়া
কি যেবিছে তারতের অকুণ্ঠী মণি

অন্যদিকে ১৭ই চৈত্র মধ্যাহ্ন সময়ে, সন্ধ্যায়
ও প্রেরণাক্ষ সময়ে গেল এই উৎসবের, বিজ্ঞান
বর। এই সময়ে সুবস বাবু ও অন্যান্য কয়েক
সহিত গোখরানী এখানে সাধু বৈষ্ণব এখানে
কীৰ্ত্তনীরগণও (বঁধাবোণা) মঙ্গল হুজা ও
বজ্রাধি দিরা দিবার করেন। এ প্রকার এখানে
সবারোহ ব্যাপার আর কখন হয় নাই। বিভিন্ন
অর্থ ব্যয় হইয়াছে। জালপ্যাক্কাট মণ্ডল বাবু
বর্ষান্তরিক ও তত্ত্বি দেখার আইনটেকরই আস
চলু উদ্ভীলন ও তত্ত্বিরনের উদ্ভল হইয়াছেন।
“আব্বের গল্পগাথা-অন্যকার মধ্যে হুজা”

পত্রাধিকার আকরে যে কথনই তাঁদের উৎসাহিত হয় না, সবার বাবুই তাঁদের উৎসাহিত হয়। বলা বাহুল্য যে, তাঁদের লিখা লিখাব্যবস্থা ইত্যাদি তাঁদের তত্ত্ব পরিচালনা ও সফলতা সম্পন্ন ছিলেন। তত্ত্বারা তিনি (সকলবাবু) সেই কুল উজ্জল কবিবার নিমিত্ত এ সকল আর্থিক কার্য নিৰ্বাহ করিয়া আপন সাধারণ জনগণের নীচে প্রতিষ্ঠা ভাজন হইয়াছেন।

উপসংহারে কৃতজ্ঞতার সহিত একজন কবি-ভক্তি. যে, আচার্যগণের এই বহনগণের বহনবাহনসহী হীমাবতী প্রাপ্ত ১০০০০০ ইয়ার ভারি উন্নতি সম্বন্ধে বিশেষ সাগর্য্য নাম করিবার নিমিত্ত সবার বহু প্রতিজ্ঞা হইয়া সম্প্রতি আচার্যগণের আশ্রিত করিয়া কলিকাতার গমন করিয়াছেন। “অসীমতঃ সৃষ্টিতঃ পরিপাল-তিঃ”।

অতঃপর সবার বাবু কর্তৃক সেই আশ্রয় বাক্য গণ্যে পরিণত হইলেই অতঃপর নাই সৎসঙ্গে রিতার্থ হইয়া চিরস্থায়িত্ব করিব। অধিকতঃ নিবেদন ইতি।

একান্ত বন্দন।

জিহারাধন বন্দ।

সংখ্য—চৈত্রমাস ৪০২। ১৬ই চৈত্র ১২৯৩।

জেনা হুগলী।

সোমপ্রকাশ ।

২৯ই চৈত্র সন ১২৯৩ সাল।

১৮ই চৈত্র বৃহস্পতিবার মিউনিসিপাল কমিশনরগণের এক ‘বিশেষ মহাসভা’ আহুত হইয়াছিল। এই সভাতে বর্তমান ভাপতি মিঃ হ্যারিলনকে ৬ মাসের ছুটি দেওয়া হইল। এই সময়ে মহারাজা নরেন্দ্রক বাহাদুর বলেন যে, এই পক্ষে কটন সাহেবকে নিযুক্ত করিব ও অন্য বড়লাটের নিকট একখানি অনুরোধ পত্র প্রেরিত উক। কিন্তু মিঃ কটন এবং ভক্তি. জটিল ও জটিল বলিয়া এ বিষয়ের আলোচন নিরস্ত করেন। কিন্তু সকলেই বিষয়ে খিঙ্কিত ছিলেন। বাহা হউক, কার্যে কটন সাহেবকে নিযুক্ত করিলে,

দেশীরাগণের বিশেষ সুবিধা হইত তাহার আর সন্দেহ নাই।

—

শুনিলাম যে, মহারাজা বীমস্ সাহেব সার, টেরার্ট বেলির অনুমতিতে যেতনিউ বোর্ডের প্রতিনিধি সন্মুখপে নির্বাচিত হইয়াছেন। এক্ষণে দেশীরাগণের কর্তৃক করে সুধা বর্ষণ করিবে। আমল বলি যে, আর কেহ কি ইহার অপেক্ষা এ কার্যে উপযুক্ত ছিলেন না? তবে কেন আর দেশীরাগণের এ সর্কনামের বীজ রোপিত হইল? ইনি দেশী-রসিগণের বিরুদ্ধে পবলিক লার্ভিস সমীপে সে দিন যে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন তৎকালে কি তাঁহার এই পুরস্কারলাভ হইল?

—

দেশীরা করদরাজগণ তাঁহাদের রাজ্যের কারাগার সমূহের বিশেষ তত্ত্বাবধান করেন বলিয়া ইংরাজ কর্তৃপক্ষের কারা অপেক্ষা অনেকাংশে সুচারুরূপে কার্য হইয়া থাকে। এবং তৎকাল মৃত্যু সংখ্যাও এখানকার অপেক্ষা অনেক কম। আমরা কলকার রাজের জেল রিপোর্টে দেখিলাম যে, ‘বন্দীগণের স্বাস্থ্য উত্তম। ইহাদের মধ্যে শতকরা রোগিসংখ্যা দৈনিক ২ এর কিছু অধিক এবং মৃত্যু সংখ্যা প্রায় ২। কিন্তু এখানকার জেলে যে বার খুব কম মৃত্যু সংখ্যা হইয়াছিল সেবারেও শতকরা ৫ এর কিছু অধিক মৃত্যু হইয়াছিল, এবং তাহাও বোধ হয় একবার হইয়াছিল। বাহা হউক ইংরাজগণ এত তত্ত্বাবধান ও পরিচর্য্য সত্ত্বেও যে দেশীরা রাজগণের নিকট এরিবারে অধঃক্রম হইলেন, ইহা অতি শোচনীয়।

—

ভারতগভর্নমেন্ট এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, ডিরেক্টর অব পবলিক ইন্ট্রাকশনের পক্ষে সিভিলিয়ান নিযুক্ত হইতে পারিবে না, এবং বিশেষ অনুরোধ করিয়াছেন যে, এ পক্ষে শিক্ষাবিভাগীয় লোক নিযুক্ত হইবে। অসামান্য বড় লাট বলেন যে, এ পক্ষে তিনি নিযুক্ত হইবেন, তাঁহাকে অধ্য-

পকও পরিবর্তক উত্তর বিভাগীয় কার্যনির্বাহী করিতে হইবে। তিনি আশঙ্কিত হইয়াছেন যে, যদি ‘দেশীরা’ কোন উপযুক্ত ব্যক্তি না পাওয়া যায়’ তাঁহা হইলে অন্য দেশীরা শিক্ষাবিভাগ হইতে কোন উপযুক্ত ব্যক্তি নির্বাচিত হইবে, তথাপি অন্য বিভাগের লোক গৃহীত হইবে না। বলাটের এ মন্তব্য অতি প্রশংসনীয় ও সুমূল্য নির্ভরশীল সন্দেহ নাই।

—

ট্যাংক’ পত্রিকার বিরানান্দ সংবাদ দাতা বিশ্বস্ত সূত্রে প্রতঃ হইয়াছেন যে, রুশের ইদ্রুশ তরোৎ দিক অবস্থা দেখিয়া চীন রাজ্য ক্যাস্গার প্রদেশে প্রত্যুৎপন্নসংখ্যক সৈন্য প্রেরণ করিতেছেন। নিত্যানক! রুশভীতি চতুর্দিক ব্যাপ্ত করিতেছে!

—

টাইমস্ পত্রিকার বিরানান্দ সংবাদ দাতা বলেন যে, ‘রুশিয়া দেশে বহু সজ্জার কথা সততই প্রতঃ হইতেছে। লেডবার্ট হেরাল্ড বলেন যে, কীকে ৩০০০ সৈন্য সংগ্রহ হইতেছে। রুশ পোলাভে গভর্নমেন্ট প্রজারিগের নিকটে সৈন্য কন্ট্রোল টের টেচার লইতেছেন। ইহা অতি অসামান্য বিষয়। ইতানগোরোড্ জ্যাক্রেডা রেলওয়ে গাড়ী সংখ্যার এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে ইহা প্রত্যহ ২০,০০০ সৈন্য লইয়া যাইতে পারে। রুশ পোলাভের দুর্গ সমূহ বিশেষরূপে রক্ষিত হইতেছে। ৬ শতের অধিক গ্যার্টলিং প্রস্তুত আছে। এ সময়ে সেন্টপিটার্সবার্গ নোবেল্ কামে’ প্রস্তুত হইতেছে। এতদ্বির অন্যান্য নানাবিধ কামান ও অস্ত্রশস্ত্র রুশিগের জন্য প্রস্তুত হইতেছে।’ বাহা হউক, যখন চারিদিকেই এরূপ ব্যর্থতা সততই শুনা যাইতেছে, তখন বোধ হয় নীচাই কোন এক সময়ানন্দ প্রকাশিত হইয়া উঠিবে।

—

মহারাণারি প্রচলিত এক প্রতিজ্ঞা পত্র অনুসারে রুশের রাজার অগ্রাভ্যর্থন

মলাবধি তথাক্ এক রিক্রেন্ট সভা সংস্থাপিত হইয়াছে । ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে পাতিয়া-
গার মহারাজা নাতা ও বিম্বের রাজ
দের সহিত মিলিত হইয়া ভারতগভর্নমেন্টের
নিকটে নিম্নলিখিত বিষয়ের ক্ষমতা
এক প্রার্থনা পত্র প্রেরণ করেন :—১ম,
উক্ত বুদ্ধের পর হইতে উক্ত রাজ-
গণ যে স্বতন্ত্র স্বাধীন দিবার ক্ষমতা
হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন, যেন সেই ক্ষম-
তার পুনঃ প্রাপ্তি হয় । ২য়, উক্ত তিন
রাজসংসারেই অগ্রাণ্ড বরক রাজার
মরে রিক্রেন্ট নিযুক্ত করিবার কালে
তাহাদের সম্মতি গৃহীত হয় । ৩য়, যদি
উক্ত কোন রাজা পুত্র সন্তান না রাখিয়া
মরিলোক গত হন, তাহা হইলে দত্তক
গ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া হয়, কিংবা অন্য
যার দুইজন রাজা মৃত রাজার বংশ
হইতে উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করিবেন ।
৪র্থ, কোন রাজসম্পর্কীয় স্ত্রীকে রিক্রেন্ট
তার প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হইবেন না ।
কথা রাজকীয় কোন কার্যে ভাগ গ্রহণ
করিতে পারিবেন না । অথবা ব্রিটিশ গভ-
র্নমেন্ট সমীপে কোনরূপ অভিযোগ
করিতে পারিবেন না । এই সমস্ত প্রার্থ-
নাই সকল হইয়াছিল । গভর্নমেন্ট কেবল
এই কথা বলিয়া ছিলেন যে, রাজবংশীয়
কোন স্ত্রীলোকের বিষয়ে তাঁহার হস্ত
ক্ষেপ করিবেন না । পাতিয়ালা মহা-
রাজা নরসিংনার সিংহের মৃত্যু কালেই
প্রথম ব্রিটিশ এজেন্ট ও তদন্ত আর দুই জন
রাজা মিলিত হইয়া রিক্রেন্ট নিযুক্ত
করিয়াছিলেন ।

ম্যাড্রাস মেম পুনরাব প্রকাশ করিয়া
হন যে, মাদ্রাজ গভর্নমেন্ট লর্ড ক্রসের
একট হইতে, এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া-
হন যে, অবিলম্বে স্থানীয় কামানের
প্রদত্ত প্রদত্তের কারখানা বন্ধ করিতে
হবে । এইরূপ আদেশের কাবণ আমরা
জুড়িতে পারিলাম না ।

মহারাজা আরভেঞ্জীর জুনিয়র কনজ
ও জন প্রবর্তকের করদ রাজা বিলাতে
উপস্থিত থাকিবেন । মহারাজা জল্কর
এপ্রেল মাসের শেষ ভাগেই বিলাতভি-
ন্থে যাত্রা করিবেন । গন্ধের ঠাকুর
সাহেবও ইউরোপেই আছেন । মহারাজা
কম্বের রাজা এবং মর্ডির ঠাকুরসাহেব বোধ
হয় শীঘ্রই লণ্ডনভিমুখে যাত্রা করিবেন ।
তাঁহার ভবিষ্যৎকালের সমস্ত করদরাজ-
গণের প্রতিনিধি স্বরূপ তথাক্ উপস্থিত
থাকিবেন, এবং মহারাজার সমীপে এই
সম্পর্কে এক বক্তৃতা করিবেন যে, "ভারতীয়
করদরাজগণও অধিবাসিগণ ব্রিটিশ শাসনে
নানা বিধ শুল্ক বহন করিয়া আসিতেছেন
বলিয়া মহারাজার প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা
প্রকাশ করিতেছেন ।" এরূপ মত তদন্ত
বুক্তি যুক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে না ।

আমাদিগের সুযোগ্য সহযোগী হিন্দু-
প্রেরিত বলেন যে, একেসার মারাক্কা
অন্ততঃ বিবর অনুসন্ধানের জন্য অর্থ
করিতে করিতে পিরিনিয়ার উপত্যকার
এক জাতীয় ক্ষুদ্রাবর লোক দেখিতে
পাইয়াছেন । উহাদিগের কেহই ৪ ফুটের
অধিক উচ্চ নয়, এবং নিকটবর্তী প্রদেশীয়
লোকেরা উহাদিগকে ন্যানস্ বলে ।
প্রচলিত সৌন্দর্য্য মতে উহারা সুন্দর
বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না । উহা-
দের চুল লালবর্ণ, চক্ষু দীর্ঘ, নাসিকা
অনুরত, দাঁত উচু, এবং মুখ যেমন
মহা ভেমনই চওড়া । কিন্তু তাহারা
পর্বতের সৌন্দর্য্য পুলকিত এবং
কথকও অন্য জাতির মধ্যে বিবাহ
করে না । তাহারা সকলেই বর্ণজ্ঞানশূন্য ।
তাহাদের মধ্যে কেহই গুণিতে জানে
না । কিন্তু প্রায় সকলেই আপন আপন
নাম জানে এবং কেহ কেহ তাহাদের
পিতা মাতার ও নাম জানে ।

লণ্ডনের সংবাদ পত্রে একজন অষ্ট্র-
লিয়াবাসী প্রকাশ করিয়াছেন যে, বিলা-

ভের; কর্তৃপক্ষীয়গণ দেশের মত অকর্মণ্য
ও অকর্মণ্য লোকদিগকে তাহাদের
উপনিবেশে প্রেরণ করেন । সম্ভ্রান্তি এক
জন সম্ভ্রান্তি ব্যক্তি তাঁহার বা কিছু ধন
সম্ভ্রান্তি ছিল, সে অসম্মত হইতে করিয়াছেন,
অবশেষে সম্ভ্রান্তি হইয়া অদেশে পরি-
ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন । এখন,
তাঁহাকে আর কিরূপে প্রতিপালন করা
যায়, কাজে-কালেই উপনিবেশের খাদ্য
কর্তা করিয়া প্রেরণ করা হইল । এই
রূপে বাহার কেবা কিছু কাজ ছুটিস
না, তাহাকে অবশেষে কোন না কোন
উপনিবেশে একজন প্রধান কর্মচারী
করিয়া প্রেরণ করা হয় । এমন স্থান
আর কোথায় আছে ?

ভার্মিনগরে একজন স্ত্রীলোক বাস
করিতেছেন, তাঁহার বয়সক্রম এক্ষণে ১০১
বৎসর । তিনি বোদ্ধা দুই নামক সম্ভ্রান্তির
হত্যাকাণ্ড উত্তমরূপে স্মরণ করিতে পারেন ।
কিন্তু উক্ত সম্ভ্রান্তির হত্যাকাণ্ড ১৪ বৎসর
পূর্বে হইয়া গিয়াছে । ভারতেও এরূপ
বৃদ্ধ এখনও ২১১তী দেখা যায় । কিন্তু
আমরা অত্যন্ত ভীত হইতেছি যে, পাশ্চাত্য
শিকাদির প্রভাবে আমাদের বৈজ্ঞানিক
শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত, তাহাতে যে
আর কিছু দিন পরে ৫০ বৎসরের অধিক
কাহাকেই জীবন ধারণ করিতে হইবে না ।
ইহা অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতেছে না ।

কোন সহযোগী বলেন যে, "কিন্তু
কেন" সম্বন্ধ উইলসন সাহেবের স্বপক্ষে
বিশেষ আন্দোলন হইতেছে । মিঃ উই-
লসনের পক্ষ হইতে প্রায় ২ হাজার গুজ-
রাটদেশীয়গণ গভর্নমেন্টের সমীপে
প্রার্থনা পত্র প্রেরণ করিয়াছেন । ইহা শুনিয়া
আমরা অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম । এ
কার্যের প্রবর্তক কে ? দেশীয়গণ না
বিদেশীয়গণ ?

আমাদের বোধ্য: কলকাতা ইউনিভার্সিটি
র বরেন্দ্র বে, লাহোরে বিশ্ববিদ্যা-
লয়ের পরীক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ গোল বোধ্য
হইতেছে। অনিচ্ছা নাকি এর পর সকল
ইইরাহে এবং লাহোরে বিজিত হই-
তেছে। এ বিষয় অনুসন্ধান জন্য সেন্ট
ক কমিউনিটি সভা নিযুক্ত করিয়াছেন।
এ অতি দুঃখের ও লজ্জার বিষয় যে,
ভাষ্যভিত্তিক সহিত চৌর্য ও অসামুচিত
আলাই হুজি হইতেছে।

—

সেন্টপিটার্সবার্গ হইতে বার্লিনে যে
মন্ত পত্র আসিয়াছে, তাহাতে প্রকাশ
যে, ভাষ্য সম্রাতি যে সৈনিক চক্রান্ত
প্রকাশিত হইরাহে, তাহা এক্ষণে অতি
ক্লান্ত বোধ হইতেছে। এখনও ঐ
বিষয়ের সীতিমত অনুসন্ধান হইতেছে।
ই সময়ের মধ্যে সেন্টপিটার্সবার্গে মেরিন
কর্পসের ৫ জন সেনাপতি ২জন মেরিন
কর্পস, পলক কর্পসের ২ জন, ও কমিউনি-
টি কর্পসের ২ জন সত্য এবং আর্টি-
লারি ফুগের ২ জন ক্যাডেট হত হইরাহে।
এখনও উরুগ্, চার্ক, এবং কীক
এখানে অনেক বন্দী করা হইতেছে। এ
প ক্ষুণ্ণ হওয়া বাইতেছে যে, কসোল-
র্গে একজন সেনাপতিকে এ যুদ্ধের প্রধান
রিচালক বলিয়া কানি দেওয়া হইরাহে।
ইরূপ যুদ্ধের কারণ এই যে, রাজ্য এখন
শুলে পরিচালিত হইতেছে, কিন্তু বাহাতে
এর এরূপ না থাকিয়া সৈন্য ও অর্থ
পাতাধ্যক্ষ প্রভৃতির মধ্যে কোন
বিশেষ অসন্তোষ উৎপন্ন হয়, তাহা এই
কল চক্রান্তকারিগণ চেষ্টিত হইতে-
ছেন। বাহা হউক, ইহা অতি ভীষণ
রিণামসূচক সন্দেহ নাই। অন্তরঙ্গ
সমাজ্যবর্গের মধ্যে অধুনা অশান্তি ও
অতিপ্রবলপত্রাক্রান্ত দুঃখিত ও উৎসাহন
পরিতে সমর্থ হয়।

—

বিগত বি. এল. পরীক্ষার কল দেখিয়া

ইউরান বিহার বরেন্দ্র বে, "সেন্টপিটার্সবার্গ"
কলেজ হইতে ৮৪ জন উত্তীর্ণ হইরাহে ও
অন্যান্য ১৫ কলেজ হইতে সর্বসমেত
৯৯ জন উত্তীর্ণ হইরাহে। প্রেসিডেন্সি
কলেজের বহন বিশেষ সম্বন্ধ অবস্থা ছিল,
তখনও তাহার এরূপ কল হয় নাই।
আমরা দেখিয়া আসিতেছি যে, প্রেসি-
ডেন্সি কলেজে চির কালই ইউরোপীয়
অধ্যাপক নিযুক্ত ছিল, তখনই ছাত্রদের
১০ টাকা করিয়া মাসিক বেতন
গৃহীত হইত। কিন্তু কলে বিশেষ
ত উন্নতি দেখিতে পাই নাই। প্রথমতঃ,
ভিন্ন বৎসর কাল বি, এল, পরীক্ষার
জন্য ছাত্রগণকে কলেজে উপস্থিত হওয়া ও
বেতন দেওয়াই ত ফুল্লমের কাজ, তাহার
উপর আবার আর টাকা নয়, মাসিক ১০
টাকা। বাহা হউক, পণ্ডিত প্রভৃতি ইহা
চল বিদ্যাগার মহাশয় যে এ বিষয়ে
বিশেষব্রুবিধা করিয়াছেন, তাহার আর
সন্দেহনাই। আর যদি এ ফুল্লম প্রথা বিদূষিত
হইয়া ইচ্ছাধীন ছাত্রগণের লক্ষ্যে উপ-
স্থিতি ও বেতন প্রদান প্রথা প্রচলিত হয়,
তাহা হইলে যে বিশেষ দুঃখের বিষয় হইবে
তাহা সকলেই মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিবেন ?

—

বেঙ্গল গভর্ণমেন্টের লাইব্রেরিয়ার
গত বৎসরের পুস্তকাদির তালিকা প্রকাশ
করিয়াছেন। তিনি বলেন যে "আমাদের
মেনে দিন দিন মুদ্রাবস্ত্রের কার্য বেশ
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। গত বৎসর বেঙ্গল
লাইব্রারিতে ২৭০১ খানি পুস্তক প্রেরিত
হইরাহে। ১৮৮৪ অব্দের পুস্তক
সংখ্যাপেক্ষা গত বৎসরের পুস্তক সংখ্যা
৩৪১ খানি অধিক। ইহা বিশেষ হুজি
বলিতে হইবে। ১৮৮০ অব্দ পর্যন্ত প্রত্যেক
অব্দে গড়ে প্রায় ১৫০০ করিয়া পুস্তক
প্রকাশিত হইরাহে; কিন্তু গত বৎসরে
দেখিতেছি যে, প্রায় অসংখ্য বৎসর
অপেক্ষা শতকরা ৮০ খানি পুস্তক অধিক
হইরাহে। ১৮৮১ অব্দ হইতেই পুস্তকাদির
সংখ্যা বিশেষ রূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে।

লাইব্রেরিয়ার "পলিটিকাল" শীর্ষক মন্ত
পাঠবোধ্য। তিনি বলেন যে, "বাল্লা
ভাষার রাজনীতি বিষয়ক কোম
পুস্তক কিম্বা মাসিক পত্রিকাদি কখনও
প্রকাশিত হয় নাই। ইহা অতি বিস্ময়া-
বহ যে, এত রাজনৈতিক সভা গঠিত
হইতেছে এবং সংবাদপত্রেও রাজনীতি
সম্বন্ধে বিশেষ আন্দোলন হইতেছে, কিন্তু
তথাপি বঙ্গভাষার রাজনৈতিক পুস্তকের
এই প্রথম আবির্ভাব। এই বিস্ময়াবহ
বিষয়ের আমরা এইরূপ কারণ নির্দেশ
করিতে পারি যে, অধুনাতন সংবাদপত্র-
মিতে যে সমস্ত রাজনৈতিক বিষয়
আলোচিত হয় তাহা সাধারণতঃ কোম
চালিত ও অনুরূপিতামুচক। যথার্থ রাজ-
নীতি সম্বন্ধে কেহই বিশেষ অনুসন্ধান
করেন না। কিরূপে অধুনা আন্দোলিত
রাজনৈতিক বিষয়ের বিশেষ অনুসন্ধান
হইবে অথবা ভারত শাসন সম্বন্ধে রাজকীয়
বিধি প্রণালী প্রভৃতির বিশেষ সংস্কার
হইবে, এ বিষয়ে কেহই চেষ্টিত হইতেছেন
না। সুতরাং বৃদ্ধি সহকারে লিখিত কোন
রূপ রাজনৈতিক পুস্তকাদি এতাবৎকাল প্রকা-
শিত হয় নাই। গত বৎসর ৪৫ খানি রাজ-
নীতি বিষয়ক পুস্তক প্রাপ্ত হওয়া
গিয়াছে। ইহার মধ্যে একখানি পুস্তকে
প্রবন্ধকারের নাম প্রকাশিত নাই, কিন্তু
তাহার রচনা প্রণালী দেখিয়া ইউরোপীয়
প্রবন্ধকর্তৃলিখিত বলিয়া বোধ হইল।
দেশীয়গণকে উৎসাহিত করিতে
রাজ্যের বিশেষ মঙ্গল, ইহাই এই প্রবন্ধের
প্রতিপাদ্য। আর একখানি বাবু অমৃত
লাল বসু রচিত। ইহাতে লর্ড রিপনের
শাসন বিষয়ক অতি প্রসংসাহ লিখিত
হইরাহে"। লাইব্রেরিয়ার মহাশয়ের এরূপ
কারণ নির্দেশ কতদূর বুদ্ধিমুক্ত তাহা
আমরা বলিতে পারি না।

—

অর্থ বাজা।

অধুনা বিলাতপ্রদেশের মুদ্রাবস্ত্রের বি-
ন্যাসে প্রবণ করিবার জন্য যে কতরূপ আন্দোলন

১. কইজেনে, ভগ্নদ্বারাও ভগ্ন জাতিতেও অধিষ্ঠিত
 হইল। এতদুপায়েই যে কেবল অধুনাই হই-
 তেছে তাহা নয়, বহুকালোত্তর এইরূপ হইয়া
 গলিতোহে। সুতরাং তাহা কাল দৈব কাণ্ড-
 ২. ইহা বিস্তারিত উদ্ভাৱের নিমিত্ত জানা দিক্
 ইহা বহুকালোত্তর পণ্ডিতবর্গের আশ্রয়
 করিয়া বিশেষ ভাৱে করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে
 ত্রুটিও ক্রমশঃ হইতে পারেন নাই। ইহাও
 কালে বেধিত পাইতেছেন যে, অধুনা কতক
 ৩. সুতরাং বিশেষ বিবেচনা করিয়া কাল
 ৪. উদ্ভাৱে লক্ষ্য করিয়া দেখাও হইয়া গিয়াছে-
 ৫. হইল। কিন্তু এই যে এক মতের ভিত্তি। অধিষ্ঠানের
 ৬. পক্ষে, লক্ষ্য হইতেছে, তাহার কোন বিশেষ ফল
 ৭. হইল কি? আশ্রয় কই হইবে বিশেষ
 ৮. হইতেছে না। অধুনা বিশেষ বোধ হয়, এ পরি-
 ৯. য়ে অপর দিকে করিতে কোন বিশেষ ফল লাভ
 ১০. হইতে পারিত। সে অর্থ হইল, একদে বোধ
 ১১. উচিত যে, বিশেষ বাস্তব উদ্ভাৱ ও ফল কি?
 ১২. উদ্ভাৱ এই যে, বিশেষ প্রত্যক্ষ হইলে
 ১৩. পরীক্ষণ অনেকের উক্ত পরীক্ষণ করিতে
 ১৪. পারেন না। তাহাতে এরূপ পার্থক্য নীচেই
 ১৫. উল্লিখিত হয়, অধিষ্ঠানের সকলেরই চেষ্টা
 ১৬. ও উচিত। তাহাতে বিশেষের সমস্ত পরী-
 ১৭. কাহি এ বেশে হইতে পারে, অধিষ্ঠানের অনেকেরই
 ১৮. উদ্ভাৱ হইতেছেন, কিন্তু তাহা কাল কাল
 ১৯. হইয়া বলা যায় না। তাহাতে সর্বত্রই যে নীচ
 ২০. বিরোধিতা হইবে এ অর্থ প্রতীত করিয়া, তাহা
 ২১. তাহাদের দ্বারা হয় না। তবে ইহার
 ২২. সমস্ত কি? আশ্রয় স্বীকার করি-
 ২৩. যে, অধুনাও রাজকীর প্রকার। এতদুপা-
 ২৪. য়ে সমস্ত করিয়া করিতে হইলে বিশেষে প্রথম
 ২৫. করিতে হয়। কিন্তু পরীক্ষণ হইল বলিয়া যে
 ২৬. প্রতি, সুইচ, আশ্রয়, অতঃপর সমস্ত পরিচালনা
 ২৭. করিয়া অধুনাও অবস্থান করিতে হইবে
 ২৮. ইহাও অতি শোচনীয়। যে সমস্ত ব্যক্তিগণ
 ২৯. বিশেষ প্রত্যক্ষ সুতরাং প্রাথমিক করিয়া
 ৩০. ইহা বিশেষ সমাজভুক্ত করিয়া চেষ্টা করিতে
 ৩১. ছেন, তাহাদের সে চেষ্টা অধুনা হুতাশ। যে
 ৩২. কোন মতামতাদিগেই শাস্ত্রের কুটর্ক আধি-
 ৩৩. ক্ত করিয়া এ বিষয়ে মত দিয়া কেন, কিন্তু
 ৩৪. সত্যিকার হইয়া স্বীকার করিতে না। তবে
 ৩৫. এখন উপায় কি? এখন উপায়, বিশেষ ও
 ৩৬. করিতে একরূপ পরীক্ষণ ও একরূপ ফল হইতে
 ৩৭. হয়, তাহাও প্রার্থনা। আর এক উপায়ও আছে;
 ৩৮. কি তাহা অতি সুসংগত। সুসংগত হইলেও তাহা

[illegible][illegible]

বা । ১) জীবরা যদি যে, সমস্ত বিষয় ক্রমে পরি-
 বর্তন করে । নতুন টিফায়েনরা বিজ্ঞানি অতীত
 ক্রিয়া মিউটেশনের নতুন অবস্থায় শিকার করি-
 নেই যে বৈজ্ঞানিক কঠোর ভাষা দ্বারা করিও না ।
 সে সমস্ত উপাধিভিত্তিক জীবের পৃথিবীতে নতুন
 বাতাসে জীবনের তারা যেমন মনন স্মরণ করি-
 তাবে বস্তুবান হও । তাহা এইমতই বস্তু
 জীবের ও পৃথিবীর কাণ্ড চাইবে সমস্ত নাই ।
 নতুন যে কবির বিদ্যালয়ে, সে কবিরই বিজ্ঞান
 ও বিদ্যা, অথবা জীবের পর । সবই অতীত ও
 অতীত পূর্বাবস্থিত হইবে ।

कनिकात्ता दिव्यविद्यालय ।

বিষয় যুগ্মশক্তিবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা সমূহ শেষ হইয়া গিয়াছে। পরীক্ষার আর সমূহ এবং এর উত্তর হইরাছে। বি. এ. এক, এ. এবং অবেশিকা পরীক্ষার আর সকল প্রশ্নগুলিই সাধারণতঃ পরীক্ষার্থীদের অসমর্থনযোগ্য হইরাছিল। কিন্তু কোন কোন দিনের প্রশ্ন যেগুলি আমরা স্মরণ করিতে বাধ্য হইতেছি। এক, এ পরীক্ষার সংকল্প ভাবার ও অক্ষপাতের দ্বিতীয় দিনের মধ্যে, কতকগুলি প্রশ্ন যেগুলি আমরা অত্যন্ত স্মরণীয় ও বিশেষ হইরাছি। পাঠক গণের অবগতি নিমিত্ত আমরা সেই প্রশ্নগুলি উদ্ধৃত করিতে বাধ্য হইলাম। সংকল্প ভাবার প্রশ্নের প্রশ্নের ৩য় প্রশ্নের দ্বিতীয় প্রশ্ন :—
“Conjugate the root of হেমে &c and give also its present participle শব্দ and শানচ।”
যনবাহু আশ্রয়পন্নী ব্যবহৃত, ইহার উত্তর কি রূপে শব্দ প্রত্যয় হইবে আমরা স্মরণে পাবিলাম না। আমাদেরই অস্মরণে বোধ হইবে, শব্দ and শানচ, বা লিখিয়া শব্দ or শানচ, লিখিলে প্রকৃত হইত। উত্তর প্রশ্নের ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীগণকে স্মরণে ‘পাঠিত করা হইরাছে। স্মরণ্য এমন্য বালকগণের বিষয় অনেক সময় অপব্যয় হইরাছে। ঐ প্রশ্ন গণের ২য় প্রশ্নের দ্বিতীয় প্রশ্নের লিখিত হইরাছে “give the base of দোঁলোব, and derive it in 1st, 2nd, 3rd and 7th Case endings, ইহার অর্থ আমরা কিছুই উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। বোধহয় “dolo” কথাটির পরিবর্তে “doline” কথাটি ব্যবহৃত হইবে। এইরূপ দ্বিতীয় দিবসীয় সংকল্প ভাবার প্রশ্ন গণের আরও প্রশ্ন

উত্তরপন অবশ্যই হইল। "আবার এই প্রশ্ন পড়িল
এই প্রশ্নের অর্থ পাঠ্যে "অগ্নি" পদটি আছে
কিছু প্রশ্ন দেওয়া হইয়াছে। "and অগ্নিটি the
third passage" বাহা হউক প্রশ্নরূপে তবে তাহা
কতি বোধ হয় নাই। কিন্তু অতশাস্ত্রের পরীক্ষা
দিবসে, যেসকল জিজ্ঞাসাবাদের অধিকারিণী ও
লগাতিবিশিষ্ট অর্থে অবশ্যই হইয়াছিল, তাহাতে
তৎকালের বিশেষ কতি হইয়াছে। এখনতঃ
তাহারা এই সাধার্ন্য অঙ্কগুলি উত্তর করিতে চেষ্টা
করিল, কিন্তু তাহা হইল না। কি করে, পরীক্ষ
কের জন্ম ইহা কখনই সম্ভব হইল এই স্থির
করিয়া হাতপাশ আপনাদেরই জব হইয়াছে
বলিয়া পুনর্বার এই অঙ্ক কলিতে সচেষ্ট হইল
তৎকালিণী বার্ষিকবোর্ডের। এক্ষণে ২৪ বার চেষ্টা
করিয়াও বিফল সমাপ্ত হওয়াতে পরীক্ষার্থী-
গণকে "সুতরাং" উক্ত প্রশ্ন তলিকৈ অতি নৈরাশ্য
সহকারে পরিচালিত করিতে হইল। ইহাতে
পরীক্ষার্থীগণের বিশেষ কতি হইল এই যে, উক্ত
অঙ্কগুলি ত হইলই না, তাহার পর আবার এই
অবশ্যপূর্ণ অঙ্ক কলিতে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করাতে
অনেক সময় অতিবাহিত হইয়া যায়, সুতরাং
অস্বাভাব্য অঙ্ক তলিকৈ সুচারুরূপে উত্তর করা
হইয়া উঠিল না। তলিতে পাই যে, এই সমস্ত
প্রশ্ন বিদ্যাত হইতে সূত্রিত হইয়া আসে। কিন্তু
কি আশ্চর্য! তৎকালীন সুত্রাকারকগণও কি
আমাদের দেশের ম্যায়? তবে যে বিদ্যাতের
শিক্ষিত সুত্রকের কথা এতদে, সত্যতই তলিতে
পাই তাহা কি বিদ্যা? এ প্রশ্ন পড়ে যে সমস্ত
জন্ম হর্ষিত হইল তাহা যে কেবল সুত্রাকার
গণেরই বোধ তাহা নয়, পরীক্ষকদিগেরও অস-
বধানতা প্রসূত হইলেনও হইতে পারে। কিন্তু
ইহাও অতি আশ্চর্য যে, কেবল বিদ্যালয়-
বিদ্যালয়ের পরীক্ষকেরও জন্ম হইবে? আবার
তলিতে পাই যে, সমস্ত প্রশ্ন তলিই মতাবেটর
গণ বিশেষ রূপে বেঝিয়া সংশোধনাত্মক সূত্রিত
করেন। তাহাদের দৃষ্টিতেও কি এ সমস্ত জন্ম
পতিত হইল না। তবে তাহারা কিঞ্চিৎ পরি-
দর্শন করেন? তাহাত আমাদের মনুষ্য মূলত
সূত্রিত অতীত। বাহা হউক বাহা হইয়া গিয়াছে
তারাক্ষর্যের কোন উপায় নাই। তবে, আমরা
এই বলি যে, এই অবশ্যপূর্ণ প্রশ্ন তলির সংখ্যা
পূর্ণ সংখ্যা হইতে বাহ বিদ্যা পরীক্ষার্থীগণকে
যেন তাগদারে নবর দেওয়া হয়। আর তাহার
উপায় তাহাঙ্গিকে, যেন কিছু সময় তাহা
এ-এ-বিধের পরীক্ষা করা হয়। কারণ

অন্যদিকে পণ্ডিত কীরা কখন ত্যাহারের অনেক
সময় অভিযুক্ত হইয়া গিয়াছে। অতএব
আবার একান্ত অস্বস্তি। কেন পরীক্ষকের
জীবন দৃষ্টিতে ইহাদিগের উত্তরপত্রগুলি দেখা
না যায়। বিজ্ঞান শাস্ত্রের দ্বিতীয় দিনের প্রশ্ন
গুলি তাদৃশ প্রচুরভাবে নির্ধারিত হয় নাই।
উত্তর মধ্যে অনেকগুলিই অপ্রয়োজনীয়
নির্ধারিত পাঠ্য পুস্তক বহির্ভূত ছিল। এজন্য
ছাত্রদের তাদৃশ মনোনিবেশ হয় নাই। আর
এক বিষয় দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য হইলাম।
চিরকালই দেখিয়া আসিতেছি যে, বিজ্ঞান শাস্ত্রে
১০০ করিয়া পূর্ণসংখ্যা থাকে, কিন্তু এবার ইহাতে
৯৫ সংখ্যার অধিক দেখিতে পাটলাম না।
প্রথম দিন ৫০ এবং দ্বিতীয় দিন ৪৫। ইহার তাৎপ-
র্য কি? কেহ কেহ বলিলেন যে, দুইয়ের মধ্যে
একটুকু হইয়াছে। একটী প্রশ্নে ভিন্ন বাত
সংখ্যা আছে, কিন্তু ঐ প্রশ্নটির উত্তর লিখিতে
অনেক সময় প্রয়োজন, এজন্য ঐ প্রশ্নের ৩ সংখ্যা
না হইয়া ৮ সংখ্যা হইবে; তাহা হইলেই
সমগ্র ৫০ সংখ্যা হইবে। কিন্তু এ বিষয়ে যে
কি সম্বন্ধ কথা তাহা বিনি পরীক্ষক ও বাহার
কর্তৃপক্ষীয় জাহায়াই জানেন। আবার বাহ
বেবিলান ও বাহা ওসিলাম, তাহাই প্রকাশ করি-
লাম। বাহাই হউক, ইহা যদি প্রমাণ হয় তাহা হইলে
ও তাদৃশ কতি হইবার সম্ভাবনা। এই সমস্ত অস-
্বস্তি। আবার উদ্বেগ এই যে, বারান্তরে
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যেম এ সকল বিষয়ে
কিঞ্চিৎ সাবধান হন। যদি বলেন যে, জ-
কাহার নাই? সকলেরই জ্ঞান হইতে পারে
ইহা আবার স্বীকার করিতে পারি। কিন্তু
দুইয়ের মধ্যে এই যে, প্রশ্নে অস-ব্যক্তিগণে তাহা
সেখানে পরীক্ষার সময় ছাত্রদিগকে বলিয়া
দিবার বোঝা নাই। ইহা অতি অন্যায় ও অসঙ্গত
কুল ২১০ টী থাকিতে পারে, কিন্তু ইহাও একা
কর্তব্য যে ঐ সমস্ত কুল ছাত্রদিগকে তৎক্ষণাৎ
অবগত করিতে হইবে। হয় এইরূপ নিয়ম
প্রচলিত হউক; অথবা ভবিষ্যতে এর পত্রোপ-
যোগে একটীও জ্ঞান হইতে পারে।

সার্বভৌমত্ব কলঙ্কিত বেলি।

সার ট্রাষ্ট বেলি উইলিয়াম বটমল
 বেলি পুত্র । উইলিয়াম বটমল ওয়ার্থ বেলি পুত্র
 বিন পুত্র । বটমল পুত্র । বটমল পুত্র ।
 বটমল পুত্র । বটমল পুত্র । বটমল পুত্র ।
 বটমল পুত্র । বটমল পুত্র । বটমল পুত্র ।

এই অভিযুক্ত হইয়াছিলেন । সার উইল
ফিল্ডের জ্ঞাতা কেন্দ্রি তিনশত বেলি
সারফর্মার নিকা সংক্রান্ত বিষয় অভিযুক্ত
নোংরাগী হইয়াছিলেন । তিনি অসংখ্য দিন
ব্যাপ্ত সফর হেওরানী আদালতের বিচার কর্তা
হইয়াছিলেন । সার উইল্ড গেলির জোড়তাত
সার এডওয়ার্ড রাইব পেলি অতি সন্তোষ জীবন
জা অভিযুক্ত করিয়াছিলেন । সেই সন্তোষের
সফল ফলস্বরের সোভসকলের প্রিয় ও চিরস্মরণ-
ীয় হইয়াছিলেন । সার উইল্ড বেলি ১৮৬৬
খ্রীষ্টাব্দে মার্চ মাসে ভারতবর্ষে উপনীত হইয়া
ছিলেন এবং সেই বছরে বাঙ্গালা ভাষার পরী-
ক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া এই বছরের এপ্রিলেই
মজিস্ট্রেট এবং ডেপুটি কমিসিওনার পদে নিযুক্ত
হইয়াছিলেন । পর বছরে তিনি বেতার দেশে
ফলি হইয়া গেলেন, পরে ক্রমশঃ কালারোয়া
ককটপুর সহ ভিবিলদের ভার্যে নিযুক্ত হই-
লেন । ১৮৬০ সালে মটর মাসে জাইন্ট মজি-
স্ট্রেট এবং ডেপুটি কমিসিওনার পদ প্রাপ্ত হইয়া
উৎসাহ এবং সত্যাবাসে জাইন্ট মজিস্ট্রেটের
ভার্যে বর্ধিত হইলেন । ১৮৬১ সালে জুন
মাসে ইনি কলকাতার জমা মজিস্ট্রেটের পদ
প্রাপ্ত হইলেন । পরে ১৮৬২ সালের ডিসেম্বর
মাসে ১৮৬৮ সালের মে পর্যন্ত সার উইল্ড
বলি বাঙ্গালা আপিলে সেক্রেটারি কর্তে নিযুক্ত
হইলেন । পরে ১৮৬৮ সালের ডিসেম্বর মাসে
উনি এখানে মজিস্ট্রেট এবং কমিসিওনার
সমতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

ভাটার পর বিহ্বল মেনন প্রভৃতির পর
প্রাপ্ত হইলেন । ১৮৭১ সালে ২৯ জাগ্রারি সার
উইল্ড বেলি চট্টগ্রামে কমিসনারের পদ কলকাতার
জমা প্রাপ্ত হইলেন । ভাষার এক-বৎসর
পর টমার কমিসনারের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন
এবং ইনি অসংখ্য বছর পর্যন্ত বঙ্গদেশের
কমিসনারের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ১৮৭৪ সালে
বঙ্গদেশের হুজিৎ সময়ে অনেক অধ্যাতি প্রাপ্ত
হইয়াছিলেন । পরে বাঙ্গাল হুজিৎ সময়ে সর্ভ
সর্ভের পারমম্যাদ এমিসিওন্ট হইয়া কার্য
করিত্বেন । ১৮৭৬ সালে ১০ই অক্টোবর
সার উইল্ড বেলি বাঙ্গালা দেশে সেক্রেটারি
হইয়া কিছু দিন কার্যকরিত্ব, পরে ভারতবর্ষের
সেক্রেটারি পদে নিযুক্ত হইলেন এবং তিনি
অসংখ্য সংক্রান্ত পলিক ওয়ার্ক এবং হোমজিয়ার্ট
মতে সেক্রেটারি কর্তে নিযুক্ত হইয়াছিলেন ।
১৮৮১ সাল পর্যন্ত আদালতের প্রধান কমি-

সনারের পদে অবস্থিত করিয়াছিলেন । বর্ধন
সার আপিল ইন্ডস মাসেই আপিল কমিসনারের
পদে নিযুক্ত হইয়া সার উইল্ড বেলি কর্তে
মাসের জমা বাঙ্গালা দেশের ছোটমাসের পদ
প্রাপ্ত হইয়া অতি বৎসর সচিব কার্য করিয়া-
ছিলেন । ভাটার পর হারজানাবের প্রথম রেনি-
মেন্টে পদে নিযুক্ত হইল । পরে তিনি অতি
কাউন্সিলের কার্য করিয়া কিছু দিন অবসর
সংগ্রহ বিলাত গমন করিয়াছিলেন । ইনি বর্ধন
পার্টিনাট কমিসনারের পদে নিযুক্ত হইল, সেই
সময়ে মিলকর সাহেবদিগের সচিব প্রভাবিত
অভিযুক্ত বিদ্যার হইল । তিনি অসংখ্য বিচার করিয়া
নির্বোধী প্রকারে রক্ষা করিয়াছিলেন । সার
উইল্ড বেলি বর্ধন সময়ে এই বাঙ্গালা দেশে
ছোটমাস সাহেবের পদে অভিযুক্ত হইয়াছেন ।
এখন বাঙ্গালা দেশের বিদ্য বিলাত অধ্যাপনা । এ
সময়ে চট্টগ্রাম, বর্ধন এবং অসংখ্য বক্তা
তিনি কেবল উত্তম রূপে আসন করিতে সক্ষম
হইলেন না । এখন বাঙ্গালা দেশে দুইজন উৎসাহ
যুগের নিকট চাষিয়া রাখিয়াছে যদি উনি দেশীয়
মোকদিমের পদ হইল, তাহা হইলে বাঙ্গালা ইতি
হাস ও উৎসাহ উপর কোথায় প্রস্থিত হইবে ।
আর যদি উনি একজন উত্তম রূপে বিলাত
হইল তাহা হইলে দেশীয়দের সকল উৎসাহ উপর
বীভক্ত হইবে । একদে কি করা কর্তব্য ।
একদে উৎসাহ কর্তব্য এই যে, উনি কোমর
বিল না হইয়া অসংখ্য হইয়া পাত, হরীর,
ও সাহসী হইয়া বর্ধন বাঙ্গালার রাজ-
নীতি সংক্রান্ত কার্য সমস্ত পুণ্যপুণ্যরূপে
বিবেচনা করিয়া সম্পন্ন করিবেন । ইহাতে কোম
হল সাংগাহিত হইল, তাহাতে কোম অপমান নাই ।
আর একদা বিলাত উৎসাহে বলিত্বিৎ, উনি
হুজিৎমতি মোকদিমের ভোবায়েবের পরেই না
হইয়া অসংখ্য রাজনীতি সংক্রান্ত কর্তব্য সাধনে
অগ্রসর হইবেন এবং সৎপন্যনর্পনইয়া সেই কার্য-
গুলি আপনার বিবেচকের সহিত বিচার করিয়া,
আদালত সর্বলোকের আশির না হয়, সেইরূপ
করিত্ব কার্য সম্পন্ন করিবেন । আমরা ইহা ইতি
হাস পাঠে আশ্রিত পারিমাছি যে, ইনি অতি
সন্তোষের সহ এবং গোড়া, ভাবোদক ও অসং-
খ্যাতী । ইহার চারা এই বছরে পর কার্য অতি
সুচলরূপে সম্পন্ন হইতে পারিবে ।

উপসংহার কালে বক্তব্য এই সার, উইল্ড
বেলি পক্ষপাতী হইয়া প্রভাবিত
অসংখ্য বক্তা বাহাতে সর্বলোকের হিত

উৎসাহ এবং সন্তোষের সহ এবং গোড়া, ভাবোদক ও অসং-
খ্যাতী । ইহার চারা এই বছরে পর কার্য অতি
সুচলরূপে সম্পন্ন হইতে পারিবে ।

অসংখ্য বক্তা বাহাতে সর্বলোকের হিত
উৎসাহ এবং সন্তোষের সহ এবং গোড়া, ভাবোদক ও অসং-
খ্যাতী । ইহার চারা এই বছরে পর কার্য অতি
সুচলরূপে সম্পন্ন হইতে পারিবে ।

সম্প্রদীতি আশ্রিত এবং সন্তোষের সহ এবং গোড়া, ভাবোদক ও অসং-
খ্যাতী । ইহার চারা এই বছরে পর কার্য অতি
সুচলরূপে সম্পন্ন হইতে পারিবে ।

সম্প্রদীতি আশ্রিত এবং সন্তোষের সহ এবং গোড়া, ভাবোদক ও অসং-
খ্যাতী । ইহার চারা এই বছরে পর কার্য অতি
সুচলরূপে সম্পন্ন হইতে পারিবে ।

বিভিন্ন প্রায়শাসি গণ শিকা বিজ্ঞপ্তির চিত্রেই।
মহাশয় সার এলফ্রেড জ্যাকট সাতশ মতাবধি
মিকট বে আবেদন পত্র ১০৩৭ করিয়াছেন,
আনন্দের ভবনবদ্ধে গত যাবত ১০০০০০০
অতি সংক্ষেপে দুই এক কথা লিখিয়াছি।
এ লেখার মধ্যে আবেদনকারীগণকে অনুব্রূণী
অর্থনৈতিক বলা হইয়াছে। ১০০০০০০ আবে-
দন কারীগণের মধ্যে কেহ কেহ অভিযন্তা বিরক্ত
ও অসন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং আনন্দের যে “অর্থ
শিক্ষিত” মতবোধ প্রতিপাদনার্থ বিশেষ ব্যক্ত
হইয়াছেন। আবেদন প্রেরণে যে পূর্ণ
শিক্ষিতের কার্য করা হইয়াছে এরূপ
অভিযন্তা ও একাশ ক্রিতেছেন। কতটুক
“অর্থ শিক্ষিত” এ বিশেষণ পাঠে তাঁহা
বহন এত বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, তখন
হুজা প্রণেতা হইয়া ‘সংপূর্ণ শিক্ষিত’।
‘শিক্ষিত’ বলায় লেখকের যদি কোন
অপরাধ হইয়া থাকে, তরসা কবী তাঁহারা
পূর্ণ শিক্ষিত হইয়া তাহা অবশ্যই মার্জনা
করিবেন।

রাণাঘাটে বিদ্যালয়ের বর্তমান প্রধান
মহাশয় বহন এতদূর আগমন হইতেছে, তখন
এ বিষয়ে আমাদের অভিযন্তা ব্যক্ত করা আবশ্যিক
যদিও। অভিযন্তা ব্যক্ত করিবার পূর্বে
অত্র বিদ্যালয়ের কি প্রণালীতে শিক্ষা দান
করা হইতেছে। সোম একাশ পাঠকগণকে অগ্রে
তাহা বুঝিবার চেষ্টা করা উচিত।

এ বিদ্যালয়ে বর্তমান জেনী আছে। বহন
জেনীকে কেবল দুই দুই বাজনা পুস্তক ও
গুণতন্ত্র প্রণালীতে গণিত শিক্ষা দেওয়া হয়।
বহন হইতে পঞ্চম পর্যন্ত পাঠ্য জেনীতে বহন-
জেনীতে এষ্টা পুস্তক উপযুক্ত রূপে ইংরেজী
সাহিত্য, ব্যাকরণ ও রচনা শিক্ষা দেওয়া হয়।
তদ্ব্যতিরিক্ত অন্যান্য বাবীর বিষয় অর্থাৎ
গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, ও বিজ্ঞান বহন-জেনীতে
ভাষ্যভিত্তিক উপযুক্ত রূপে বাজনাভাষ্য
শিক্ষা দেওয়া হয়। পঞ্চম-জেনী হইতে বাজনা
গণিতভিত্তিক পরীক্ষা দেয়। এই পরীক্ষার যে
সকল ছাত্র উত্তীর্ণ হয়, তাহারা ইচ্ছা করিয়া জেনীতে
উত্তীর্ণ হইতে পারে। এই জেনীতে যে কয়েক
জনের ছাত্র থাকে, তাহারা ইচ্ছা করিয়া পরীক্ষা
দানার্থ প্রেরিত হয়। এই ছাত্রের পরীক্ষা
এ জেনীর বার্ষিক পরীক্ষার রূপ। এই পরীক্ষার
উত্তীর্ণ না হইলে, কেহ উচ্চ জেনীতে প্রবেশাধি-
কার প্রাপ্ত হয় না। অতএব চতুর্থ-জেনী হইতে

পঞ্চম-জেনী পর্যন্ত ৪ চারিটা জেনীতে এষ্টা
পরীক্ষার অধ্যক্ষ ইংরেজী ও সংস্কৃত শিক্ষা
করে। পঞ্চম জেনী হইতে এষ্টা পরীক্ষা
হয়।

রাণাঘাট বিদ্যালয়ে ৮ আট বৎসর বহন
এই প্রণালী প্রচলিত হইয়াছে। ইহা আনন্দের
গত ৬১৭ বৎসর বহন আনন্দের। যে সকল
ছাত্র এই প্রণালীতে শিক্ষিত হইয়া আসিতেছে
তাহারা ভাষ্যভিত্তিক ছাত্রগণ অপেক্ষা পণ্ডিত
ইংরেজী ভাষার ও গণিতের বিষয় অধিকতর
ক্ষমতা লাভ করিয়া থাকে। কেননা ভাষ্যভিত্তিক
বাণী রচনা, ব্যাকরণ, ইতিহাস, ইতিহাস
বিষয়ে পূর্বেই মাতৃ ভাষার শিক্ষা করা
থাকে। কিছুমান ইংরেজী ভাষার ব্যাপ্তি
অন্যভাবেই তাহারা অন্যভাবে বাজনা ভাষার
শিক্ষিত বিষয়-জ্ঞান সকল ইংরেজীতে পরি-
ণত করিয়া লইতে পারে। অর্থাৎ যে ছাত্র
বাজনা ভাষার জ্ঞানভিত্তিক হইয়া পাঠ্যগণিতের
ভিত্তিক পঞ্চম সমাধানে পঞ্চম শিক্ষা করিয়াছে
এবং ইতিহাস ভূগোল প্রভৃতির শিক্ষণীয় বিষয়
সকল অজ্ঞান করিয়াছে ইংরেজী ভাষার এই
সকল বিষয় শিক্ষিত ও বুঝিতে কিছুমান কষ্ট
বোধ করে না। মাতৃ ভাষায় যে সকল বিষয়
জ্ঞান লাভ করা যায়, ছাত্রগণ ইংরেজীতে
যে ভাষা অতি সহজে আরম্ভ করিতে পারে
ছাত্রগণ পরীক্ষার্থী ছাত্রগণের বার্ষিক ইং-
রেজী পরীক্ষার কল দেখিলেই স্পষ্ট বুঝা যাইতে
পারে। এমন কি, ছাত্রগণের পাঠ্য অধ্যয়ন
কাল কিছুমান ইংরেজী শিক্ষা করে নাট, কিন্তু
এ পরীক্ষার উত্তীর্ণ হওয়ার পর ৪ চারি বৎসরে
এষ্টা পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়াছে, এরূপ উচ্চ-
তরগণ অনেক বহনবিদ্যালয়ে হইতে প্রাপ্ত হইয়া
যায়। এমন কলে অত্র বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ
ছাত্রগণের পাঠ্যবস্তুর সঙ্গে সঙ্গে এষ্টা
পরীক্ষার উপযুক্ত রূপ, ইংরেজী ভাষা শিক্ষা
করিতেছে, তখন ইহারা যে ইংরেজী শিক্ষা
বিষয়ে বিশেষ সুবিধা লাভ করিয়া থাকে তাহাতে
অন্যভাবে সন্দেহ নাই। বহন-জেনীতে ভিত্তিক
করিয়া যে জাতীয় বাজনাগণকে অর্থ শিক্ষা
দান করা হয়, তাহারা যে বহন-জেনীতে সকল বিষয়
সহিত বহন পরিচয় লাভ করিয়া থাকে,
অর্থব্যয়ি বিজ্ঞানী ভাষার শিক্ষা দান করিলে
সে বহন-জেনীতে সকল বিষয়ের সহিত সঙ্গ
চলিত করা কোন জনেই সম্ভব নয়।
এই প্রণালীতে

পাঠ্যগণিত প্রভৃতির যে সকল উচ্চ বহন শিক্ষা
করিত দেখা যায় এরূপ প্রণালী পরিপূর্ণ অন্য
বিদ্যালয়ের সেরূপ ছাত্রগণ, অর্থাৎ বাজনা বিজ্ঞা-
তীয় ভাষায় সমস্ত বিষয় শিক্ষা করে, তাহারা
সে সকল বিষয়ের মিকটেও গমন করিতে পারে
না। এই জন্যই আমরা এই প্রণালীর মিত্র
প্রণালীকে ও পক্ষপাতী। ইংরেজীতে অর্থতরী
বিদ্যা পণ্ডিত হইয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, রাণাঘাট
বিদ্যালয়ে শিক্ষণপ্রণালী উৎসাহিত্যের আর্থের
অনুভূতির প্রমাণ মতে। তাঁহারা যদি এই
প্রণালীতে প্রমাণ দেন করিয়া থাকেন তাহা
হইলে বলা যাইতে পারে যে, তাঁহারা আপন
আর্থ ও ভল করিয়া বুঝেন না। প্রণালীর
যে সকল ব্যক্তি সত্তর শিক্ষণ অর্থ উপার্জন
জন্যই বাজনাগণকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিয়া-
ছেন বিদ্যালয়ের বর্তমান প্রণালী তাঁহাদের পক্ষে
আর্থ উপকারী; কেননা তাঁহাদের সম্ভাবনগণ
পঞ্চম-জেনী পর্যন্ত পড়িয়া ইংরেজী ও বাজনা
যে পবিধানে শিক্ষা করিতেছে, তাহাতে আর
উচ্চ জেনীর শিক্ষা লাভ করিতে না পারিলে ও
তাঁহারা নিজের অর্থব্যয় করিয়া। সেই অর্থ-
হইতে তাঁহারা কোন না কোন রূপে “বহন টাকা”
উপার্জন করিয়া পিতা মাতার সাহায্য
করিতে সক্ষম হয়। কিন্তু তবু ইংরেজী জেনীর
পঞ্চম জেনীর ছাত্রগণ যে পিতা মাতার কি
কাজে লাগিতে পারে, তাহা আমরা বুঝিতে
পারিলাম না। কেবল মতের মধ্যে এই হয়
যে, ইংরেজী জেনীর উচ্চতর ছাত্রগণ সম্ভাবন
পোষাকী হইয়া উঠে। তাহারা পোষাক ও
সামান্য পত্রপত্রের পর্যায়ে জোগাইতে জোগাই-
শিতামাত্রের গাণ্ডি হইয়া যায়। অতঃ “পূর্ণ
শিক্ষিতগণের” কৃত্রিম পড়িয়া ইংরেজী ও আবে-
দন আকর করিয়াছেন।

আবেদনকারীগণের মধ্যে আর একটা সমস্যা
উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহারা বহন, বাজনাগণ ছাত্র
হুতিপরীক্ষার উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে, উচ্চ
জেনীতে প্রবেশন পায় না তখননা এষ্টা
পরীক্ষা দিতে বিলম্ব হয় এবং সেই বিলম্ব নি-
ম্ন বিজ্ঞানে গমন করিয়া সিবি সিবি প্রভৃতি
পরীক্ষা দেওয়ার ব্যয় হইতে পারে। বিদ্যা-
লয়ের নিয়মাবলি সংপূর্ণ অবগত থাকিলে এরূপ
অন্য কণা করা করিয়া আবেদনকারীগণকে
ক্রিষ্ট ও স্পষ্ট হইতে হইত না। পঞ্চম-জেনীর
যে সকল ছাত্রের পরীক্ষা বিষয় পূর্বেই অধিক
হইয়াছে, অর্থব্যয় তাহারা উপায়পরি: হই

